সম্বাদ ভাস্কর

LG 13

কিংচিরয়সে মৌনস্য নাধংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্দৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বং স্বাত্মগুণ স্বতোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারেজ্ঝিঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলাস্য সুকুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ।।

[illegible] সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৯ জানুআরি। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২৭ পৌষ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

[illegible]মপুরের কাগজ জ্ঞানপ্রদীপ নামক [illegible]র্ব্বারি উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত [illegible]ড়ীয়ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, [illegible]ণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ [illegible]রা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অ[illegible]হারদিগের প্রয়োজন হয় ওরিএণ্টল সে[illegible] বিদ্যাগারে শ্রীযুত বাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্য [illegible]মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, [illegible]ল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্য প্রদান গ্রন্থ।

[illegible]রা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্য [illegible] গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহনরায় গৌড়ী[illegible] স্বয়ং লিখিয়াছিলেন এবং যাহাতে ঐ [illegible]পাধ্যায় রাজা হিন্দু দিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের [illegible] ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভা[illegible]লয়ে উপস্থিত আছে উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসা[illegible] বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভা[illegible]লয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রাম[illegible]রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তি [illegible] তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ী[illegible] প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়া [illegible]ক পথ্য প্রদান পাঠেতেই লোকেরা প[illegible]হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বাল[illegible] ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কি [illegible]্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশা[illegible]র্ম জ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হই[illegible], আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible]ক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লি[illegible] গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

ইশতেহার।

যে ফোর্ট উইলিএম দুর্গে এবং জানেরেল হাসপিটেল ইত্যাদি স্থানের আলোক জন্য নারিকেল তৈল ৭৫/০ পচাত্তর মোন কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা মাস২ ব্যয় হইয়া থাকে ঐ নারিকেল তৈল সরবরাহ করণের যে কেহ অভিলাষ রাখিবেন তাঁহারদিগের স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত আবেদন পত্র বর্ত্তমান মাসের ২৫ পোঁচিশা তারিখ অবধি গেরিসন ইঞ্জিনিয়র আফিসে গ্রহণ করা যাইবেক।

প্রত্যেক সরবরাহাকাঙ্ক্ষী হইতে ২/০ দুই মোন তৈল পরীক্ষা জন্য লওয়া যাইবেক কিন্তু যে কোন ব্যক্তির গেরিসন ইঞ্জিনিয়র, সিবিল আর্কিটেকট, অথবা আইরাণ বৃজ ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্ম স্থানে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট রূপে সম্পর্ক আছে তাঁহারদিগের আবেদন গ্রহণ করা যাইবেক না।

আগামি মার্চ মাসের ১প্রথমাবধি তৈল সরবরাহ আরম্ভ হইবেক আর উক্ত বিষয়ের আরং সমাচার জ্ঞাত হওনাভিলাষিরা দিবা পূর্ব্বাহ্ণে ১০ দশ ঘণ্টাবধি অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘণ্টা পর্য্যন্তএই সময়ের মধ্যে স্বয়ং উক্ত ফোর্ট উইলিএম দুর্গে গেরিসন ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত কাপ্তান ফ্রেজর সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা দর্শাইলে তথ্য জানিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ২ জানুওয়ারি।

Fort william.
2nd January 1849.

FRAISER Captain
Garrison ingineer.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎ সরিক ব্রহ্মসমাজ হইবেক। যেসকল ব্রাহ্ম মহাশয়েরা আপনার দিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান লোক সমাজে গোচর করিতে ইচ্ছুক নহেন তাঁহারা আপন দান সেই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের দিবস সঙ্গে করিয়া আনিবেন এবং তন্নিমিত্তে যে দানাধার প্রস্তুত আছে তাহাতে নিক্ষেপ করিবেন তাহা হইলে তাঁহার দিগের দান কাহারও নিকট গোচর হইবেকনা।

যাহারা এই সাম্বৎসরিক সমাজের পূর্ব্বে আপনার সাম্বৎসরিক দান দিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা তাহা আমার নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি আমার নিকট হইতে তাহার অঙ্গীকার পাইবেন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

সাধু সংস্কার সম্পাদিনী সভা।

সভারম্ভ হইলে পর সভ্যদিগের আপন২ বক্তৃতার পূর্ব্বে প্রধান সম্পাদক কর্ত্তৃক উপদেশ।

ভো সভ্যগণ, প্রণিধান কর, এই জগৎ মধ্যে সর্ব্বধনাপেক্ষা বিদ্যা রূপ মহাধন সদা আদরণীয়া এবং গৌরবান্বিতা হয়, কারণ বিদ্যা রত্ন কখন রাজা কর্ত্তৃক হরণ হইতে পারে না ও তস্করের হরণ যোগ্যা নয় এবং জলে মগ্না বা বহ্নিতে দগ্ধা হয় না, অপিচ দায়াধিকারির সহিত বিভাজ্যাও নয়, এই হেতু বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা এক মহাধন হয় বিশেষতঃ বিদ্যা পরম সুহৃদ্ কায়চ্ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করে, বিদ্যা শিক্ষা প্রভাবে মনুষ্যেরা সদাচারী, বিনয়ী, সুশীল, ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় হয়েন, ধন ধান্যাদি দানে হ্রাশ হয় কিন্তু বিদ্যাধন দান করিলে গৃহিতাকে অমূল্য ধন প্রদান করা হয় এবং আপনার মূলধন ক্ষয় না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় পুনরপি দুগ্ধবতী কপিলা ও ভূম্যাদি দানাপেক্ষা বিদ্যা দানে কোটিশঃ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া স্বর্গ সাধন হয়, নীচ লোকের দান গ্রহণ করিতে যদিচ শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ো নিষেধ করিয়াছেন তথাপি নীচাদ প্যুত্তমা বিদ্যা গ্রাহ্যা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা বিদ্যা নীচ লোক হইতেও গ্রহণ করিবে তাহাতে কোন দোষ অর্শে না কেননা বিদ্যা কোন জাতি কুল, রূপ, মান, পাত্রাদির বশীভূতা নয়, বিদ্যাভ্যাসের সীমা নাই কেবল মহাজ্ঞানদিগের দ্বারা বিদ্যোপার্জ্জনের এই এক সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে মনুষ্য যে পর্য্যন্ত জগৎপাতা জগদীশ্বরকে স্পষ্ট রূপে জানিতে না পারেন তৎ পর্য্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যা চিন্তা করিবেন, সকল জাতীয় ভাষাতে বিবিধা বিদ্যা আছে, বিশেষতঃ সংস্কৃত গীর্ব্বাণবাণী সমুদায় ভাষার আদি ঐ ভাষার বিবরণ সংক্ষেপে কহি মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ, ছন্দঃ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্ম শাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অর্থ শাস্ত্র এই অষ্টাদশ বিদ্যা, তদ্ভিন্ন চতুঃষষ্টি প্রকার উপবিদ্যা আছে, এই সকল বিদ্যা পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় বাক্য দ্বারা মুখে২ শিক্ষা হইত কিন্তু ছয়মাস পরে মানবদিগের ভ্রম জন্মে এবং অধিক কাল বিলম্বে সম্যক বিস্মৃত ও হয় এ বিধায় বিনা বিঘ্নে প্রণালী পূর্ব্বক শাস্ত্রাদি শিক্ষার নিমিত্ত অক্ষর ধাত্রী স্বর এবং ব্যঞ্জন এই দুই আখ্যায় অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশদক্ষর সৃষ্টি করিলেন, অকারাদি বিসর্গ পর্য্যন্ত ষোড়শ স্বর বর্ণ স্বয়মুচার্য্যবান হয় এবং ককারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত চতুস্ত্রিংশৎ ব্যঞ্জন বর্ণ স্বর বর্ণের সহায় ব্যতিরেকে উচ্চার্য্য হয় না এবং সেই অবধি বর্ণ ধ্বন্যাত্মক ও অক্ষরাত্মক হইয়াছে, এই সকল বর্ণের উচ্চারণ স্থান ভেদ এবং উচ্চারণ ভেদ নানা ব্যাকরণ এবং তন্ত্র পুরাণাদি সম্মত ক্রমে চুম্বক রূপে সার২ যাহা তাহা কহি, তোমরা এই কথা শুনিতে যত্ন যুক্ত হও, বর্ণের উচ্চারণ স্থান ভেদে বর্ণ সংস্থান এই যে অবর্ণ এবং কবর্গ কণ্ঠ্য ইবর্ণ চবর্গ এবং যশ তালব্য, ঋবর্ণ টবর্গ এবং রষ মূর্দ্ধন্য, ৯ বর্ণ তবর্গ এবং লস দন্ত্য, উবর্ণ এবং পবর্গ ওষ্ঠ্য এ ঐ কণ্ঠ্য তালব্য, ও ঔ কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য ব ওষ্ঠ্য দন্ত্য, এবং বিসর্গ ও ক্ষকার কণ্ঠাঘাতজ, ঐ পঞ্চাশদক্ষর অবর্গ কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পবর্গ যবর্গ এবং শবর্গ এই অষ্ট বর্গেতে বিভক্ত আছে, কেচিৎ বৈয়াকরণ মতে কেবল ঐ চৌত্রিশ ব্যঞ্জনকে কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পবর্গ এই পঞ্চ বর্গ এবং অবশিষ্ট যকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত নব বর্ণ অন্তস্থ নামে খ্যাত হয়, স্বর বর্ণ মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ এবং প্লুত আছে অর্থাৎ এক মাত্র হ্রস্ব দ্বিমাত্র দীর্ঘ ত্রিমাত্র প্লুত এবং অর্দ্ধমাত্র ব্যঞ্জন, দূরাহ্বানে গানে রোদনে প্লুত স্বর হয়, ব্যঞ্জন দুই প্রকার, অল্প প্রাণ এবং মহা প্রাণ, কবর্গাবধি পবর্গ পর্য্যন্ত পঞ্চ বর্গের আদ্য ... এবং যবর্গ এ উনবিংশতি বর্ণ ... এবং উক্ত পাঁচ বর্গের দ্বিতীয় ... শবর্গ এই চতুর্দ্দশ বর্ণ মহাপ্রাণ ... কত্র যোগে এক যুক্তাক্ষর হয়, ... ইত্যাদি।

স্বর বর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত হইলে রূপান্তর হয়, যথা হরেকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ, মধুসূদন ইত্যাদি বর্ণ সকল সন্ধি সূত্রের দ্বারা কোথাও লোপ বা কোথাও রূপান্তর হইয়া থাকে তাহার উদাহরণ পরে জ্ঞাত করিব, এইক্ষণে সকল বর্ণের যে২ স্থানে স্বাভাবিক উচ্চারণের প্রভেদ আছে তদ্বিশেষ প্রমাণ সম্বলিত এই যে "বর্ণেষেষু ডঢয়োর্ব্বক্রং জিহ্বাদি বাচ্যতে,, অর্থাৎ ডকার এবং ঢকার বর্ণের উভয়ে জিহ্বা বক্র হইয়া বাও নিষ্পত্তি হয় যথা দৃঢ় বড় ইত্যাদি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য॥

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৫ নবেম্বর।

যেহেতুক বাঙ্গালা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে বিটনীয় প্রজারা উইল না করিয়া মরেন তাঁহারদের ইষ্টেটের সরবরাহ কর্ম্ম কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসি আষ্টিকেল রেজিষ্টার সাহেবের পদ হইতে পৃথক করা বিহিত বোধ হয় অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

গতবারের শেষ।

১২ ধারা ঐ তফসীল দাখিল করণের সময়ে এবং অন্য যে কোন সময়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপযুক্ত বোধ করেন সেই সময়ে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল সাহেবের হিসাব তজবীজ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এক কি ততোধিক আডিটরকে সময়ে২ নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১৩ ধারা ঐ আডিটর সাহেব কি সাহেবেরা ঐ তফসীল ও হিসাব তজবীজ করিবেন এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইহার রিপোর্ট করিবেন যে ঐ বহীর মধ্যে যে২ বিষয় লিখিতে হয় সেই২ বিষয়ের সম্পূর্ণ ও যথার্থ বেওরা লেখা আছে কিনা এবং ... হনের দ্বারা উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের যে২ বহী রাখনের হুকুম আছে সে ... যুক্তমতে ও রীতিমতে রাখা গিয়াছে কিনা এবং ঐ সম্পত্তি রাখণ এবং অর্পণ করণের বিষয়ে আইনে যে প্রকার হুকুম আছে তদনুসারে রীতিমতে রাখা গিয়াছে ও অর্পণ হইয়াছে কিনা ইতি।

১৪ ধারা। প্রত্যেক আডিটর সাহেব উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে এবং অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের হাজির হইবার তিনি আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তিরদিগকে সময়ে২ আপনার নিকটে হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তিরদিগকে সময়ে২ আপনার নিকট হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের শপথ বা সুকৃতি করাইয়া জোবানবন্দী লইতে পারেন এবং উক্ত অর্পিত কর্ম্মের নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সকল বহী ও কাগজপত্র কি দলীলদস্তাবেজ তাঁহার দাখিল করিতে ত্রুটি অথবা উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকার করেন অথবা হাজির হইয়া শপথ করিতে কিআইনানুসারে শপথের পরিবর্ত্তে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করা যাইতে পারে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে স্বীকার না করেন অথবা জোবানবন্দী দিতে স্বীকৃত না হন তবে ঐ আডিটর সাহেব বা সাহেবেরা ঐ ত্রুটি বা অস্বীকার লিখনের দ্বারা বাঙ্গালা দেশের ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টে জানাইবেন তাহাতে ঐ প্রকার ত্রুটি বা অস্বীকারকারক প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত সুপ্রিমকোর্টের অবজ্ঞাপূর্ব্বক সেইরূপ ত্রুটি কি অস্বীকার করিলে যেরূপে দণ্ডনীয় হইতেন সেইরূপে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।

১৫ ধারা। ঐ তফসীল ও তাহার নকল প্রস্তুত করণের এবং ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের সকল খরচ ও ব্যয় তৎসময়ে যে সকল ইষ্টেটের হিসাবের তজবীজ হয় সেই২ ইষ্টেটের সম্পত্তি হইতে অংশাংশমতে দেওয়া যাইবেক এবং আডিটর সাহেব বা সাহেবেরা সেই খরচ ও সেই অংশ নিরূপণ করিয়া স্থির করিবেন কিন্তু তাহাতে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক এবং ঐ সকল খরচ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তদনুসারে উক্ত ইষ্টেটের সম্পত্তি হইতে দিবেন ইতি।

১৬ ধারা। যদি সেই রূপ দর্শন ও তজবীজের দ্বারা ঐ আডিটর সাহেব বা সাহেবেরদের এই মত বোধ হয় যে ঐ তফসীলেতে যে২ বিষয় লেখা আছে কি যে২ বিষয় তাহাতে লিখনের আবশ্যক ছিল সেই বিষয় ঠিক ও যথার্থ নহে তবে তিনি বা তাঁহারা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ তফসীলের বিষয়ে যে আপত্তি থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

নীচ লিখিতব্য গ্রাহক মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে প্রদান করিয়াছেন।

বিলাত নিবাসি শ্রীযুক্ত মেং পেটর্সন সাহেব বিলাত হইতে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত মেং পার্কর সাহেবের যোগে এই টাকা প্রেরণ করেন।

অপর নড়াল নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু গুরুদাস রায়।

কলিকাতার মাষ্টর শ্রীযুত ডবলিউ ফরসন সাহেব।

পাটনা নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু হরগোবিন্দ ঘোষ।

দারজিলিং নিবাসি শ্রীযুত বাবু তারকেশ্বর মজুমদার।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা এক সমাচারে আহ্লাদ বিষাদে আকৃষ্ট হইয়াছি অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিবার প্রয়োজন হইল, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ করিবেন, স্কাটলণ্ড দেশীয় এডনবার্গ নামক বিদ্যালয়ের অদ্বিতীয় শিক্ষক ডাক্তর চেমর সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাও এক গুরুতর শোকের বিষয়, উক্ত সাহেব কালিদাসাদির ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ব্যবহারাদি পরীক্ষা করিয়া স্কাটলণ্ড দেশীয় বিজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে উক্ত বিদ্যাগারে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন, সেই মহাপুরুষের মৃত্যু হইল, ইহাতে কেনা খেদিত হইবেন, আমারদিগের পাঠকগণের স্মরণে আছে আমরা ডাক্তর চেমর সাহেবের গুণের বিষয় এক বার লিখিয়াছিলাম অতএব পুনর্ব্বার তাহা স্মরণ করিয়া লিখিয়া শোক বৃদ্ধি করিতে অনিচ্ছু হইলাম।

ডাক্তর চেমর সাহেবের মৃত্যুর পরে স্কাটলণ্ড দেশীয় মান্যলোকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন ইউরোপের মধ্যে আর তত্তুল্য শিক্ষক নাই অতএব তাঁহারা শ্রীযুত ডাক্তর ডফ সাহেবকে আহ্বান করিয়াছেন ডফ সাহেব তথায় যাইয়া উক্ত বিদ্যাগারের শিক্ষক হইবেন, ইহাতে আহ্লাদের নিদান এই যে ডফ সাহেব প্রাচীন হইয়াছেন শেষাবস্থায় স্বদেশে যাইয়া বান্ধবগণের সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকিবেন এবং তিনি যে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা স্বদেশীয় বান্ধবদিগের উপকারে আসিবে, বর্ত্তমান সময়ে ডফ সাহেবের ন্যায় বিদ্বান মনুষ্য বোধ হয় ইউরোপেও নাই, যদি থাকেন এক দুই ব্যক্তি তাঁহারা কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত আছেন, এডনবার্গ বিদ্যাগারের উপযুক্ত শিক্ষক ডফ সাহেব উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন ইহাও সুখের বিষয়, বিশেষত ডাক্তর ডফ সাহেব আঢ্য নহেন, অথচ প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা পৃথিবীর উপকার করিবেন, এই কারণ স্বদেশে বিদেশে এপর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়াছেন, এবং সেই ভিক্ষার ধন আহরণ করিয়া প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপকারে দিলেন, অতএব আরো এক সন্তোষের বিষয় এই যে এডনবার্গ বিদ্যাগারে শিক্ষক হইলে প্রাচীনাবস্থায় ভারতবর্ষের জন্য আর "ভিক্ষাংদেহি,, বলিতে হইবেক না, শিক্ষকতা কার্য্যে প্রচুর বেতন পাইবেন, সেই টাকার দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার করিতে পারিবেন, ডাক্তর ডফ সাহেব পৃথিবীর সুখেচ্ছা করেন না, অনুমান করি বিংশতি বৎসরের অধিক হইল ডাক্তর ডফ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে তিনি যে রাত্রিতে ব্যাপটাইজ অর্থাৎ অভিষিক্ত করেন সেই অভিষেকের সভায় তাঁহার সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হয়, আমরা তদবধি দেখিতেছি ডফ সাহেব অঙ্গাচ্ছাদক পরিচ্ছদাদির প্রতিও দৃষ্টি করেন না, ছিন্ন বস্ত্র বিচ্ছিন্ন পাদুকা ব্যবহারেতেই প্রায় কালক্ষেপ, ডফ সাহেবের মদ্য মাংস ব্যবহার নাই, সুজি সিদ্ধই প্রায় আহার, একপ ধার্ম্মিক মনুষ্যের সহিত কি আর সাক্ষাৎ হইবে অতএব আহ্লাদ ব্যাখ্যার পরে শোকাশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া লিখিতেছি ডাক্তর ডফ সাহেব যদি এডনবার্গ বিদ্যাগারে গমন করেন তবে আমরা ভারতবর্ষের এই শেষ পরম বন্ধু বিচ্ছেদে বিদগ্ধ হইব।

মেং হেয়ার সাহেব আমারদিগের এক পরম বন্ধু ছিলেন তিনি এদেশের জন্য ধন প্রাণ উভয় সমর্পণ করিয়াছেন, অদ্যাপিও তাঁহার ছাত্রেরা অবতার বিশেষ হেয়ার মূর্ত্তির কবরের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করেন, এবং আমারদিগের এমত

ফভিলায় হয় কবর হইতে তাঁহার অস্থি উঠাইয়া বক্ষস্থলে রাখি, হেয়ার সাহেবের তুল্য বন্ধু আর দেখিলাম না এবং বোধ করি আমারদিগের জীবনের মধ্যে তাদৃশ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবেক না।

ভারতবর্ষের বন্ধু গণনা কালে রাজা রামমোহন রায় মহাশয়কে আমরা ভুলিতে পারি না, তিনি ভারতবর্ষের জ্ঞানকমলের দিনকর জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ের উষ্ণাংশু প্রভা নিশাংশু প্রভার ন্যায় ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়া পতিত হইতেছে, আমরা সেই কিরণে প্রাণ রক্ষা করিতেছি, কিন্তু তিনি এদেশস্থ মনুষ্য ছিলেন স্বদেশের উপকার করিয়াছেন অতএব আমরা ডফ সাহেবের প্রতিষ্ঠাকে নীচে রাখিয়া রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠাকে উপরে আসন প্রদান করিতে পারিনা, তাহা করিলে বিবেচক লোকদিগের সাক্ষাতে অপরাধী হইব।

ডাক্তর ডফ ইউরোপের অন্তঃপাতি স্কাটলণ্ড দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এদেশের এক পয়সাও ডফ সাহেবের উপকারে লাগে নাই কিন্তু ডফ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের জন্যে যত টাকা দিয়াছেন তাহার মূলধন থাকুক, সুদের সুদ হিসাব করিয়া দিতে হইলেও আমারদিগের অসাধ্য জ্ঞান হইবে, ডাক্তর ডফ এতদ্দেশীয় লোকেরদের কত উপকার করিয়াছেন আমারদিগের বান্ধবেরা ঈর্ষাপ্রযুক্ত তাহাতে মনোযোগ করেন নাই অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করি যাহার নাম হেদো তাহা অবশ্য অপকৃষ্ট ছিল, কোম্পানি বাহাদুর হেদো স্থানে উত্তম সরোবর করিয়া ও তাহার পূর্ব্ব দিগের মাঠে প্রজাবসতি করাইতে পারেননাই, ডাক্তর ডফ সেই মাঠে বিদ্যালয় করিলেন, এবং কয়েকবৎসর এতদ্দেশীয় দরিদ্র বালকগণকে ঐ বিদ্যাগারে শিক্ষা দিলেন, পরে তদধীনে এতদ্দেশে অনেক বিদ্যালয় হইল, অনন্তর ডফ সাহেবের স্বদেশীয় সভ্য প্রতিযোগিরা দেখিলেন ডফসাহেব ভারতবর্ষে দানে মানে উন্নত হইলেন অতএব তাঁহারা শ্রীমতী মহারাজ্ঞী বিকটোরীয়ার আজ্ঞার হস্তে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম সমর্পণ করিলেন, তাহাতেই ডফ সাহেব এবং তাঁহার স্বাধীন বান্ধবেরা হেদোর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং আপনারদিগের ভিক্ষার ধন পুস্তক টাকা যন্ত্রাদি যাহা আমারদিগের উপকারার্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাও ছাড়িয়া আসিলেন, ডাক্তর ডফ সেই সময়ে কলিকাতার হিন্দু পল্লীর মধ্যে মথুরানাথ সেনের প্রশস্ত বাটী ভাড়া করিয়া আপনারদিগের ব্যয়ে সেই বাটী সংস্কার অর্থাৎ মেরামত করাইয়া তাহাতে সাতআট শত ছাত্র লইয়া প্রাবিষ্ট হইলেন, তদবধি ঐবাটীতে সমূহ সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন, এবং বিদ্যালয় করণার্থ দ্বাবিংশতি সহস্র মুদ্রা মূল্যে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন, ডফ সাহেবের কৃত ধর্ম্মাগার তিনবার পড়িয়া গিয়াছিল তথাপি তাহা উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ডফ সাহেব এতদ্দেশে কত বিদ্যালয় করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার সংখ্যা লিখিতে গেলে বাহুল্য হইবে অতএব সময়ান্তরে লিখিব, এতদ্দেশীয় হিন্দু মহাশয়েরা অনেকে ডফ সাহেবের প্রতি ইহাতেই বিরক্ত থাকিতে পারেন ডফসাহেব কয়েকজন হিন্দু বালককে খ্যাপটাইজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সাহেবের ধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম হইয়াছে লাভের জন্য করেননাই, এতদ্দেশীয় গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এবং মহাপ্রভুরা আকুঞ্চন করিয়া শিষ্যগণকে বীজমন্ত্র প্রদান করেন, তৎপরে যাবজ্জীবন শিষ্যদিগের নিকট হইতে প্রণামী লইয়া থাকেন, কিন্তু শিষ্যগণের উপকারার্থ কখনও এক কপর্দ্দক দেন না, ডাক্তর ডফ সাহেব একরূপ গুরু নহেন "যাঁহা শাস্ত্রে লেখেন,, গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ,, ডফ সাহেব সেই গুরু যেমন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন "দুর্ল্লভোয়ং গুরুর্দেবি শিষ্য হৃত্তাপহারকঃ,, ডাক্তর ডফ যাঁহারদিগকে শিষ্য করিয়াছেন স্বকীয় ধনে তাঁহারদিগের বিবাহ দিয়া তাহারদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, হেদোর পূর্ব্ব দিগে বাগান এবং অট্টালিকা করিয়া সেই অট্টালিকায় প্রিয়শিষ্যগণকে রাখিয়াছেন, ইহাতে শিষ্যেরা যদি এরূপ মহাগুরুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করেন, এবং ডাক্তর ডফ সাহেবের গমন কালে "এড্রেস,, অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা সূচক প্রতিষ্ঠা পত্র তাঁহাকে না দেন তবে আমরা জানিব বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ানেরা অকৃতজ্ঞ, বরং এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকেরদের উচিত হয় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যেহেতু তিনি বিদ্যা দান দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের পরম বন্ধুর কর্ম্ম করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সমাচার।

বেনারস রিকার্ডর পত্রে লেখে জোয়ানপুরের রাজবর্ত্ম প্রস্তুতারম্ভ হইয়াছে, এবং ফুলপুরের উত্তর ভাগের ঐ পথের কর্ম্মের প্রতি জোয়ানপুরের মাজিস্ত্রেট ও দক্ষিণ ভাগে [illegible] স্তিরঙ্কক মহাশয় তত্ত্বাবধারণ করি[illegible] তেই অনুমান হয় তাহা দ্বারায় সম্পন্ন হ[illegible] লে বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির দ্বারা [illegible] আমদানী রপ্তানী করণ জন্য শকট বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই কয়েকবৎসরে [illegible] স্থানে২ অত্যন্ত ভগ্ন হইয়াছিল অতএব তাহার সংস্কার অতি প্রয়োজনীয় জানিয়া রাজপুরুষেরা ইহার নিয়মিত রূপে মেরামত করিতে মনস্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, এজন্য মূলধন সঞ্চয়ার্থ সেয়াই এবং জোয়ানপুরের সেতুর উপর মাসুল বসাইবেন।

আমরা সুখী হইলাম, পঞ্চকোট গমনীয় পথ সিগরা নামক স্থান অবধি চুণার পর্য্যন্ত প্রস্তুতারম্ভ হইয়াছে।

কাশীর পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত রামনগর স্থানীয় রাজা চেতসিংহের পুষ্করিণী নামে বিখ্যাত জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারারম্ভ হইয়াছে, কাশীনরেশের জন্মদাতা বাবু প্রসাদনারায়ণ মহাশয় এই পুণ্যার্থ ব্যয় করিতেছেন এবং ব্যক্ত হয় তিনি ইহার পর পঞ্চকোট তীর্থ গমনীয় পথের অথচ ব্রিটিস নির্ম্মিত গ্রেণ্ড ট্রঙ্ক রোড়ের নিকটবর্ত্তি আরো এক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দিবেন।

ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক লেখেন তিনি বিশ্বস্ত পাত্র দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়াছেন নেপালীয় রাজা ৫০০।৬০০ যোদ্ধা ভুক্ত ১০।১১ পলটন সৈন্য সমভিব্যাহারে টিরারী স্থানাদিতে মৃগয়ার্থ যাত্রার বাসনা করিয়াছেন, সৈন্য দলের সঙ্গে তোপ থাকিবেক না, শ্রীযুত প্রত্যাগমন কালে বক্রী রাজকর সংগ্রহার্থ ২।৩ সহস্র সৈন্যকে পশ্চাৎ রাখিয়া যাইতে পারেন, সম্পাদক মহাশয় বলেন একালে নেপালে এত অধিক সৈন্য একত্র হইলে অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন তাহারা ব্রিটিস রাজ্যাক্রমণ করিবে, কিন্তু তিনি নিশ্চয়াবধারণ করিয়াছেন বর্ত্তমান রাজা ও মন্ত্রী, বর্ত্তমান পঞ্জাবীয় যুদ্ধে ৫।৬ সহস্র সৈন্য দিয়া ব্রিটিস অনুকূলতা করিতে কহিয়াছেন বিশেষত রাজসচিবজঙ্গবাহাদুর সুবোধ লোক তিনি ব্রিটিস বীরতারগুণজ্ঞ এবং ইহাও নিশ্চিত জানেন ব্রিটিস জাতির সহ বিরোধ হইলে পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশ সকল যাহা হইতে নেপাল রাজ্যের অধিক উপস্বত্ব তাবৎ সহসা হারাইবেন।

পারস্যাধিপতির মৃত্যু হইবাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নেসিরুদ্দীন মা রাজাভিষিক্ত হইয়াছেন, ব্রিটিস জাতির সহিত উক্ত যুবরাজ পূর্ব্বাপর যেরূপ প্রণয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনুমান হয় তাঁহার শাসনে আরো সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্রাজ্য শান্ত আছে, দূরবর্ত্তি কোনস্থানে বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অচিরাৎ নিবারণ হইবে।

গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতা নগরীয় টৌনহাল ছাত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল, জেনরেল আসেম্বলি নামক সভার অধীন বিদ্যাগারের ছাত্রেরা ঐ দিবস টৌনহালে তাঁহারদিগের বার্ষিক শিক্ষার পরীক্ষা দিলেন, তৎকালীন এতদ্দেশীয় এবং ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ছাত্রেরদের উত্তর শ্রবণে তুষ্ট হইয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথচ অধ্যক্ষ শ্রীযুত ওগেলবি সাহেব অতি যোগ্যলোক, তাঁহার অধ্যক্ষতায় ছাত্রেরদের ইংরেজ শিক্ষা উত্তম হইতেছে, অতএব ছাত্রগণ তদনুরূপ পরীক্ষা দিয়া উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, অধ্যক্ষ মহাশয় পরীক্ষান্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ অন্তেবাসি গণকে এই২ পারিতোষিক দিলেন, স্বর্ণমেডেল ২। রৌপ্যমেডেল ২, মাসিক বৃত্তি দশ, ইহার মধ্যে এক জনকে মাসিক ৮ টাকা, নয়জনের প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাসিক ৬ টাকা, জেনরেল আসেমব্লির ধন অধিক আছে, ইহাতে শিক্ষিতগণকে উপযুক্ত পারিতোষিক না দিলে অনুচিত কর্ম্ম হইত অতএব শ্রীযুত ওগেলবি সাহেব অধিক পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন উত্তম হইয়াছে, এবং অনুমান করি উপযুক্ত পাত্র ছাত্রেরাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্তু আমরা শ্রবণে খেদিত হইলাম উক্ত বিদ্যাগারের ছাত্রগণ গৌড়ীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, গত এক বৎসরে ছাত্রেরা প্রবোধ চন্দ্রিকার সাত আট পত্র মাত্র পাঠ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সাত আট পাত শিক্ষার পরীক্ষা করিয়াও সন্তুষ্ট হয়েন নাই, কিন্তু ইহাতেও বিজ্ঞবর মেং ওগেলবি সাহেব ছাত্রগণকে গৌড়ীয় ভাষায় উত্তর লিখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং সেই উত্তর দৃষ্টে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক দিয়াছেন, অতএব আমরা বলিতে পারি ছাত্রেরা গৌড়ীয় ভাষায় কি প্রস্তাব লিখিয়াছেন আমারদিগের কাগজে প্রকাশার্থ তাহা প্রেরণ করিলে আপ্যায়িত হইব, যাহারা গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ পর্য্যন্ত জানেনা তাহারদিগকে প্রবোধ চন্দ্রিকা শিক্ষাদান ইহাই এক অনবধানতার কর্ম্ম, প্রবোধ চন্দ্রিকা গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষায় লিখিত বটে কিন্তু পণ্ডিতেরাও সকলে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, বালকেরা কি বুঝিবে, মেং ওগেলবি সাহেব এক ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছেন তথাচ প্রবোধ চন্দ্রিকা পাঠ করিতে গেলে তিনিও কাঠিন্য জ্ঞান করিবেন, প্রবোধচন্দ্রিকার অর্থ কিরূপ প্রগাঢ় অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুত কাপ্তান মার্সল সাহেবকে এবং যাঁহার যন্ত্রে প্রস্তুত হইয়াছিল সেই শ্রীযুত মার্স্যমন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং ভরসা করি শ্রীযুক্ত ওগেলবি সাহেব তাঁহার ছাত্রগণকে উক্ত কঠিন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে অন্য কোন সহজ গ্রন্থ পাঠ করিতে দিবেন।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন।

আমারদিগের অনুমান হইতেছে বাবু হরিমোহন সেন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন ইহা না হইলে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ সাহেব একজন দেওয়ান চাহেন এমত বিজ্ঞাপন দিতেন না, বাঙ্গালব্যাঙ্কের দেওয়ানের বেতন মাসিক ১৫০০ টাকা, কলিকাতা নগরে বাঙ্গালির মধ্যে এত বেতন কেহ প্রাপ্ত হয়েন না, বাবু হরিমোহন সেন এত অধিক বেতনের কর্ম্ম কি কারণ পরিত্যাগ করিলেন তাহার নিগূঢ় সমাচার প্রচার হয় নাই, অতএব জিজ্ঞাসা করি কৌন্সেলি থিয়েবোলড সাহেব যে কারণে কলিকাতার শোভাকর কমিস্যনরদিগের ক্লার্কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বাঙ্গালব্যাঙ্কের দেওয়ানের প্রতি ও কি সেইরূপ কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, যদ্যপি তাহা হইয়া থাকে তবে আমরা হরিমোহন বাবুকে ধন্যবাদ দিলাম, সম্ভ্রমের ত্রুটি বা অপ্রণয় স্থলে লক্ষটাকা বেতন হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা উচিত, এবং যদি ঐ জন্যই বাবু হরিমোহন সেন এ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তবে এতদ্দেশীয় ধনিমহাশয়েরা বিবেচনা পূর্ব্বক ইহার প্রার্থনা করিবেন যাঁহার পুরুষানুক্রমের কর্ম্ম তিনিই যদি পরিত্যাগ করিলেন তবে ইহাতে সুখ নাই, পরিশেষে বিরক্ত হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

গৌড়ীয় ভাষার সমাচার পত্র হইতে ইংরাজ সম্পাদকেরা মধ্যে২ কোন২ বিষয়ের অনুবাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে অর্থের অনেক ব্যতিক্রম হয়, ইহাতে যদিও আমরা ইংরাজ সম্পাদক মাত্রকে দোষাধার করিতে পারিনা কেননা সকলে আমারদিগের ভাষায় পরিশ্রম করেন নাই তথাচ ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয় ইহা বলিয়া অব্যাহতি পাইবেন না, যেহেতুক তিনি অন্যান্য সম্পাদকের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীপঞ্চমী নহেন অতএব গৌড়ীয় শব্দার্থ ভ্রমে যে ফ্রেণ্ড মহাশয় আমারদিগের প্রতি কটাক্ষ করেন ইহাই অধিক আক্ষেপের বিষয়, এজন্য আমরা তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি তিনি আপনাকে শুদ্ধ রাখিয়া পরের প্রতি কটাক্ষ করিবেন নচেৎ পুনঃ২ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে হাস্যাস্পদ হইবেন, কিয়ৎকাল গত হইল আমরা লিখিয়াছিলাম ইংলণ্ডীয় মহারাজ্ঞী অথবা তৎ প্রধান মন্ত্রি মহাশয় আসিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিলে ভাল হয়, ইহাতেই ছল ধরিয়া ফ্রেণ্ড সম্পাদক গত পত্রে লেখেন "The native Editors never appear to, comprehend that the only rulers of this country, are the Twenty four gentlemen, who sit in Leaden Hall Street" অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র লেখকেরা এমত ভাব প্রকাশ করেন না যে তাঁহারা বুঝিয়াছেন লেডিন হাল স্ট্রিটস্থ ২৪ জন মহাশয় ব্যক্তিরাই এতদ্দেশের শাসনকর্ত্তা,, ইহাতে আমারদিগের হাস্য সম্বরণ হয় না, ফ্রেণ্ড সম্পাদক ধন্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় লোকেরা এ ভাব কিরূপে বুঝিবেন, মান্যবর কোম্পানিরা ভারতবর্ষ ইজারা লইয়াছেন এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি সকলে ইহাই জানেন এবং বোধ করি ফ্রেণ্ড মহাশয়ও এই কথাই বলিবেন, তবে কি ভাবে নিমগ্ন হইয়া ইজারাকে স্বত্ব পরিত্যাগ বলেন ইহা আমারদিগের বুদ্ধির অগম্য, ইংলণ্ডীয় মহারাজ্ঞী কিম্বা তদ্দেশীয় পার্লিয়ামেন্ট কি এতদ্রাজ্যের অবস্থানুসন্ধান করিতে পারেন না, যদি পারেন তবে তাহা কর্ত্তব্যও বটে ইহা কে না স্বীকার করিবেন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ইহাতে আমারদিগের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হয় নাই, যদি তাঁহারদিগের এভার থাকে তবে পার্লিয়ামেন্ট মহাসভাতে ভারতবর্ষের বিষয় কেন বিবেচনা হয়, ফ্রেণ্ড মহাশয় যত বৃদ্ধ হইতেছেন ততই কি বৃদ্ধত্বের বশীভূত হইবেন।

লার্ড আকলেণ্ডের পরে যে সকল গবর্নর জেনরল বাহাদুরেরা এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার করিতে পারেন নাই, রক্তে এলেন রক্তে গেলেন আমারদিগের এই লেখার প্রতি দোষারোপ করিয়া ফ্রেণ্ড মহাশয় বলেন লার্ড আকলেণ্ডের পরে যে তিন জন গবর্নর জেনরল আইসেন তন্মধ্যে "Two were civi-

lions who never saw a shot fired in anger till they reached India " দুই জন সিবিল সম্পকীয়, তাঁহারা ভারতবর্ষে আগত হইবার পূর্ব্বে ক্রোধ বশতঃ ও বন্দুকাদি ছুড়িতে দেখেন নাই,, ইহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে বাসনা করি ফ্রেণ্ড মহাশয় আমারদিগের লেখার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই,, আর তিনি যে অর্থ করেন তাহাও যদি স্বীকার করি তথাপি আমারদিগের পক্ষে ইষ্টাপত্তি যেহেতক আমরা এমতনিগূঢার্থ কোন শব্দলিখি নাই তাহার অর্থে ব্যক্ত করে ভারতবর্ষ শুভাগমনেরপূর্ব্বে লার্ডসাহেবেরা অন্যত্রযুদ্ধাদি করিয়াছেন,তাঁহারাএতদ্রাজ্যে আসিয়া কেবলসংগ্রামে লিপ্তহইয়া কালযাপনকরিয়াছেন,এইমাত্রলিখিয়াছি,লেখার চলধরিতেহইলে আমরাওতাঁহার অনেক দোষদেখাইতেপারি " never saw a shot fired " ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব লিখিয়াছেন,তিনি ইহার কি উত্তর করিবেন,অতএবসমাপনকালে নিবেদন করি বিজ্ঞবর লেখক ভাস্করোদিত শব্দার্থ বুঝিয়া লেখার দোষ ধৃত করিবেন, তদুত্তর প্রদানে আমরা সুখী হইব নতুবা বিতণ্ডাবাদী অথবা ছলগ্রাহী হইলে কোন পক্ষের সুখ হইবেক না।

---

১০ জানুআরি মাসের তৃতীয় দিবসীয় ইংলিসমেন পত্রে লিখিত হয় " The Bhaskur is said to be the ablest paper in Calcutta it is published twice a week under the Super in tendence of .Gowree Churun Turkolunkar. It contains good many Editorial articles and its style is plain, chaste & easy. It now & then assumes a slanderous tone both against government and the people " ইহার অর্থ এহ যে, কথিত হয় কলিকাতা নগরীয় সমাচার পত্রের মধ্যে ভাস্কর পত্র অতি নিপুণতা বিশিষ্ট গৌরীচরণ তর্কালঙ্কারের কর্ত্তৃত্বাধীনে উত্তমরূপে সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হয়, এই পত্রে সম্পাদকীয় প্রস্তাব অনেক লেখা হয়,ইহার ভাষা স্পষ্ট ও সাধু এবং সুগম কিন্তু তাতে কখন২গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের কুৎসা প্রকাশ পায়।

আমরা এবিষয়ে প্রিয় হরিকে অপ্রিয় বিবাদ সম্বোধন করিতে বাসনা করি না, তিনিআমার দিগের দোষ ধৃত করিয়া দেখাইলে তহা সংশোধন করিবার যোগ্য হয় তৎক্ষণাৎ তাহাই করিব, নচেৎ সদুত্তরে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টিত হইব, প্রমাণ প্রয়োগ সহ বিচারে এক পক্ষকে অবশ্যই নিরস্ত হইতে হইবেক কিন্তু তিনি আমারদিগের নাম লিখিতে ভুলিয়াছেন অতএব "গৌরীচরণ তর্কালঙ্কার,,পরিবর্ত্তে "গৌরীশঙ্করতর্কবাগীশ,,লিখিয়াভ্রমশোধন করিবেন, হরি আমারদিগকে ভুলুন কিন্তু এই আশীর্ব্বাদ করিবেন আমরা যেন হরিনামের গুণটি ভুলি না।

হায়দ্রাবাদে কর্ম্মচ্যুত রোহিলা সৈন্যেরা নানা অত্যাচার করিতেছে, কয়েকটা গ্রাম লুঠ ও হিন্দুদিগের জাতি নাশ করিয়া পরিজনগণকে লইয়া গিয়াছে, তাহারদিগের দমনার্থ সৈন্য প্রয়োজন হইয়াছে,নেজাম বাহাদুর যাঁহাকে নবীন সচিব করিয়াছেন তাঁহার প্রতি প্রজারা সন্তুষ্ট নহেন, এবং রেসিডেণ্ট সাহেবও তজ্জন্য বিরক্ত আছেন,উক্তনেজামবৃটিসগবর্ণমেণ্টেরনিকট যে ঋণ করিয়াছিলেনতন্মধ্যেবার্ষ২ ৫লক্ষ মুদ্রা পরিশোধ করিবেন এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ২৪ নবেম্বর পর্য্যন্তের সম্বাদাগত হইয়াছে তাহাতে লেখে ইংলণ্ড রাজ্য সম্প্রতি সুস্থাবস্থায় আছে প্রজাবর্গ মহারাজ্ঞীর বিশেষানুগত্য দেখাইতেছেন, যুবরাজ প্রিন্স আলবর্ট রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছেন, কেবল দুঃখের মধ্যে এই যে রোগাদি বৃদ্ধি হইতেছে বিশেষত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব অতিশয়, এতদ্রোগাক্রান্ত লোকেরদের অধিকাংশই বিনাশ পাইতেছে,১২৯৩ রোগির মধ্যে ৪২২ জন আরোগ্য ৬৬১জননিধনহইয়াছেন,অবশিষ্টাংশের চিকিৎসা হইতেছে, ব্যাঙ্ক আফ ইংলণ্ডে ধন স্বচ্ছন্দ আছে বটে কেবলবাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাতেসাধারণের অপ্রতুল যায় নাই, কিন্তু ব্যবসায়াদির ক্রমোন্নতি অনুমান হইয়াছে।

ফ্রান্স রাজ্যে বিশেষ গোলযোগ নাই, জেনরল কেবনাস অথবা লুইস লেপলিয়ন ইহাঁরদিগের মধ্যে কোন্ মহাশয় গবর্ণমেণ্টের প্রধানাধ্যক্ষ হইবেন ইহা লইয়াই অনেকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন,ষ্টারপত্রের পেরিস নগরীয় সম্বাদদাতা লেখেন ফ্রান্স রাজ্যে প্রজা প্রভুত্ব গবর্ণমেণ্ট স্থাপনে রাজ্যের অনিষ্টহইতেছে,একজন রাজাভিন্ন ফ্রান্স রাজ্য সুশাসিত হইবেক না, তিনি বোধ করেন হেনরি পঞ্চম তৎপদাভিষিক্ত হইলেই উৎপাত শান্তি হয়।

সমাচার দাতা ইহাও বলেন বোনাপার্টি যদি রাজ্যাভিষিক্ত হন তথাপি তিনি তৎপদে অধিক কাল তিষ্ঠিতে পারিবেন না।

প্রুষিয়া রাজ্যে সম্প্রতি অধিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রজারা রাজ মন্ত্রির প্রতি পুনঃ২ আক্রমণ করে,ইহাতেই মহীপাল অবশেষে তাহারদিগের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াছেন, রাজপক্ষ এপর্য্যন্ত প্রবল আছে, এবং আহ্লাদের বিষয় এই যে তদ্রাজ্যে রক্তপাত হয় নাই, রাজ সৈন্য প্রবল দেখিয়া "নেসনল এসেম্বিলি,,সহজেই স্থানান্তর হয়,বেডেনবগ এক রাজমন্ত্রীহইয়াছেন,যবরাজমধ্যস্থ হইয়া রাজবর্ত্তমান বিবেচনাতেই উত্তম বলিয়াছেন, তিনি কহেন অবিবেচক প্রজাগণের অভিপ্রায়ানুসারে চলিলে তাহারা ক্রমে অধিক আস্পর্দ্ধান্বিতহয়,মহারাজাপ্রজা প্রীত্যর্থ এমত বিজ্ঞাপন করিয়াছেন গত মার্চ মাসে তিনি প্রজা হিতকর যে২ নিয়মে বদ্ধ হন তত্তাবৎ অবশ্য রক্ষা করিবেন।

অষ্ট্রিয়া রাজ্যে বিদ্রোহি দলাধ্যক্ষগণের প্রাণদণ্ড হইয়াছে তথায় এইক্ষণে রাজদল প্রবল আছে।

গত বাসরীয়া চন্দ্রিকা পাঠে অবগতিহইল বাগ বাজার নিবাসী সুচতুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু মহাশয় ভূম্যধিকারি সভার পুনর্জ্জন্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন,ভূম্যধিকারি সভারপুনর্জ্জন্ম হয় ইহা আমারদিগের প্রার্থনীয় কিন্তু কাশীবাবু এবিষয়ের কি সুনিয়মাবধারণ করিবেন তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না, উক্ত বাবু বুদ্ধিমান সুপণ্ডিত এবং বয়োবৃদ্ধির সহ বহুদর্শী হইয়াছেন আমরা ইহা স্বীকার করি কিন্তু বসু বাবু জমীদারী বিষয় দেখেন নাই তবে এতদ্বিষয়ের দোষ গুণ কিরূপে নিরূপণ করিবেন, বিশেষত অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ও দশ বারো লক্ষ টাকার ভূম্যধিকারি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং অনেক বিচক্ষণ ভূম্যধিকারিরা বিধিজ্ঞ লোক সহ মন্ত্রণা করিয়া যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন কাশী বাবু তৎপরিবর্ত্তনে কি ফলোদয় করিবেন বলিতে পারি না, যাহা হউক, তাঁহার নিয়ম সকল প্রকাশারম্ভ হইলে আমরা দোষ গুণ দেখিব, ফলে এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে বাবু সর্ব্বত্র যশস্বী হইবেন।

শ্রীযুত লার্ড ডেল হৌসী।

২২ তারিখে শ্রীযুত বড়সাহেব লুধিয়ানাতে যাবদীয় প্রধান রাজ কর্ম্মকারিকে এক শিবিতে সমাদরে গ্রহণ করেন, খ্রাষ্টমেস দিনে তাহার সিবিরস্থ তাবল্লোককে উত্তম রূপে আহার করাইয়াছেন, তদ্দিনে তিনি তত্রস্থ সৈন্যগণের কাবায়েজ দর্শনে সন্তোষ জ্ঞাপনকরেন জেনরল ডডলি হিল এতৎকার্য্যের অধ্যক্ষতাছিলেন, কথিতহয় ২৮ তারিখে শ্রীযুত মকূ নামক স্থানে যাত্রা করিবেন।

মহেশচন্দ্র মিত্র নামা যে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানাপরাধে টরেন্স সাহেবের বিচারে হুগলির সেসনে দোষী হইয়া কারাভুক্ত হয় প্রকাশ এইরূপ সে পলায়ন করিয়াছে।

লেডি ডেল্লহৌসী আগ্রা রাজধানীতে এবং মহারথী মহাশয়ের মহিলা দিল্লী নগরে অবস্থান করিতেছেন।

সাংগ্রামিক সমাচার।

মুলতান হইতে এই নূতন বার্ত্তা আসিয়াছে বৃটিস সৈন্যেরা অগ্রবর্ত্তি হইয়া তন্নগর আক্রমণ করিবার উদ্যোগে আছেন, বৃটিস সৈন্যেরা প্রথমত যেস্থানে গড়খাই করিয়া তদ্দুর্গ বেষ্টনার্থ সিবির সংস্থাপন করেন মূলরাজ তথায় এপর্য্যন্তও স্বীয় দলবল সহ রহিয়াছেন, মূলরাজ যখন বৃটিস পক্ষীয় সমবেত সৈন্য সম্মুখবর্ত্তি হইয়া নগর বহির্ভাগে আছেন তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ন্যূন নহে এবং তাহারা ভীত হয় নাই বলিতে হইবেক, বৃটিস আফিসরেরা স্বেচ্ছামত বৈরিবল পরিগণিত করিয়া যাহা লিখিতেছেন তাহার প্রতি আমরা আস্থা করিতে পারি না, যেহেতক ইহাঁরা আপন পক্ষীয় সৈন্য গণনাতেই অনেক ব্যতিক্রম করেন, বৃটিস পক্ষীয় সৈন্য সংখ্যা কেহ ১৩ কেহ ১৬ ও কোন২ লেখক ১৪।১৫ সহস্র বলিতেছেন।

মুলতান জয়ার্থ দুর্গভেদক প্রকাণ্ড তোপ সকল নীত হইয়াছে, কথিত হয় ভরতপুরের যুদ্ধের পর এমত সিজট্রেণ যুদ্ধস্থানে নীত হয় নাই কিন্তু কি নিয়ম ও কৌশলে মুলতানীয়দুর্গ ও নগর অধিকৃত হইবেক তাহা সঙ্গোপন আছে অতএব এমত উদ্যোগে আমরা জয়ী হইব বিচিত্র কি, তবে কাল বিলম্ব সম্ভাবনা, ইংরাজি পত্রের সমাচারদাতারা লেখেন জানুআরি মাসের প্রথমেই মুলতান দুর্গ বৃটিস অধিকৃত হইবেক, কিন্তু আমরা ইহা সটীক বলিতে পারি না।

লাহোরীয় পূর্ব্ব রেসিডেণ্ট লরেন্স সাহেব মুলতান যাত্রা করিয়াছেন এতদ্দিনে তথায় যাইয়া থাকিবেন তাঁহার জন্য ডাক প্রস্তুত রহিয়াছে ইহাঁর সহিত মুলতানাধিরাজ মূলরাজের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল অতএব ইনি তথায় উপস্থিত হইয়া কি করেন বলা যায় না, আমারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর লরেন্স সাহেবকে অনেক পত্র লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন।

ইনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাঁর অনবস্থানেতেই পঞ্জাবে এগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে,উক্ত মহাশয় বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবা মাত্র যদি সমরানল নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম হয়েন তবে ইহাঁরযশোধ্বনি জগদ্ব্যাপ্তাহইবেক,অনর্থক আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের বিপুল ধনওসৈন্য হানি হইতেছে ইহা সহিষ্ণুতা হয় না।

ব্যক্ত হইয়াছে মূলরাজের সেনাপতি নারায়ণ সিংহ ও তদ্ভ্রাতা মতি সিংহ কতক সৈন্য সহ রাজা সের সিংহের সহিত সংযোগার্থে গমন করিয়াছেন।

২৪ তারিখে আমারদিগের প্রধান সেনাপতির অধীন সৈন্যেরা ৫ দলে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ স্থানে রহিয়াছে, অগ্রবর্ত্তি সম্প্রদা জেনরল থেকওলের আজ্ঞাধীনে হিলা নামক স্থানে আছে, বৃগেডিয়র জেনরল কেম্পবেল দ্বিতীয় দল লইয়া ঐ দলেরপৃষ্ঠরক্ষা করিতেছেন, হেড কোয়ার্টর্স অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির সিবির চন্দ্রভাগা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ জেটোলিয়া নামক স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে, বৃগেডিয়র পেনি চতুর্থ সম্প্রদা লইয়া রামনগরে এবং বৃগেডিয় পোপ পঞ্চম শ্রেণী সহ উজিরাবাদে সংস্থাপিত হইয়াছেন, এই দল সকল মুলতানাধিকার প্রতীক্ষার্থ বিপক্ষ বিপক্ষে প্রেরিত হন নাই, রাজা সের সিংহ পূর্ব্ব স্থানেই আছেন, কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত প্রচার হইতেছে তিনি তথা ও খাদ্যদ্রব্যাভাবে কষ্ট পাইতেছেন,মধ্যে২ এমত ব্যক্ত হয় উক্ত রাজা সন্ধির প্রার্থনা করিতেছেন কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যায় না।

পঞ্জাবীয় পূর্ব্ব রেসিডেণ্ট স্যার লরেন্স সাহেব ১০ ডিসম্বরে বোম্বাই রাজ্য হইতে যাত্রা করিয়া ৪ চারি দিনে সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন তদ্দিনেই বাষ্পীয় জাহাজারোহণে সাকর স্থানে যাত্রা করেন, তথা হইতে অশ্বারোহণে এবং উষ্ট্রের ডাকে মুলতানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

জম্বুপতি মহারাজা গোলাব সিংহ স্বীয় প্রধান মন্ত্রী জোয়াহার সাহাইকে লাহোরীয় রেসিডেণ্ট মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন, উনি বহু মূল্য উপঢৌকন লইয়া শ্রীযুত করি সাহেবের সমীপস্থ হইলে যথা যোগ্য সমাদরে গ্রহীত হয়েন এই সাক্ষাতের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত হয় নাই।

বৃটিস সৈন্যগণ কয়েক গ্রাম লুঠ করিয়াছিলেন তাহাতে আমারদিগের মহারথী মহাশয় এক ঘোষণা দ্বারা সকলকে জানাইয়াছেন এমত কুকর্ম্মে কেহপুনপ্রবর্ত্ত হইলে সৈন্য নিয়ম সম্বন্ধীয় ১৮ আরটিকেল মতানুসারে দণ্ড হইবেক, প্রধান মহাশয় একর্ম্ম প্রধানের উচিত কর্ম্ম করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট পত্রের ভাওলপুরস্থ সমাচার দাতা লেখেন মুলরাজ এমত প্রকাশ করিয়াছেন সেখ এমামউদ্দীন তাহার সহিত সম্মিলিত হইবেন কিন্তু এতৎ বার্ত্তার প্রতি বিশ্বাস হয় না।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১১ জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরে রসময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গুরুদাস মজুমদারের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে ইহাবিক্রয় করিবেন।

১ দফা বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সামকিভাঙ্গার শামীল ওতন্মধ্যস্থিত যে একইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ বসতিবাটী নং ৫১ এবং তাহার শামিল যেএকখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান

১।।।/৹ একবিঘা ছয়কাঠা সাড়েদশছটাক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গুরুদাস মজুমদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা, উত্তর দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা, পশ্চিম দিগে এক পুষ্করিণী, পূর্ব্ব দিগে এক অংশে শোভারাম রায়ের ভূমী অপরাংশে গোবিন্দ চন্দ্রপালের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা
২৯ডিসেম্বর১৮৪৮

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১১ জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত হরিচরণ দের উইলে লিখিত কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মকর্ত্রী উপেন্দ্রনারায়ণ দে হরিশ্চন্দ্র দে এবং শ্রীমতী দ্রৌপদী দাসীর বিরুদ্ধে জাইরাছি ফেসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার চোরবাগানে মুক্তারাম বাবুর গলীর মধ্যে হরিচরণ দের লেন নামক স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান /৪ চারিকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদম। পশ্চিম দিগে রাস্তা, দক্ষিণ দিগে দুর্গাচরণ নাপিতের বাটী এবং ভূমি। উত্তর দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অন্য এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/৩ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। পশ্চিমদিগে রাস্তা। উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী এবং ভূমি সকল।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অন্য এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/৪ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান এক কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। পশ্চিমদিগে রাস্তা। উত্তরদিগে অদ্বৈতচরণ আঢ্যের বাটী এবং ভূমি। দক্ষিণ দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী এবং ভূমি।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া আমরা বসতিবাটী নং ৭৯/১২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। উত্তর দিগে অন্য এক রাস্তা। দক্ষিণদিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী এবং ভূমি।

৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/১৩ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। উত্তরদিগে মৃত হরিনারায়ণ দের বসতি বাটীতে গমনাগমনের এক গলী রাস্তা।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অন্য এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/১৪ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান /৩ তিনকাঠা তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে দুর্গাচরণ নাপিতের বাটী এবং ভূমি, পশ্চিমদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা, উত্তর দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী ও ভূমি, দক্ষিণ দিগে উক্ত দুর্গাচরণ নাপিতের অন্য এক বাটী এবং ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
৩০ডিসেম্বর১৮৪৮

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমভ্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণ শ্বৈজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্ সুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৬৫ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৯ জানুআরি। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২৭ পৌষ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থপুনর্ব্বার উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যাগারে শ্রীযুত বাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্যের নিকট মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্য প্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্য প্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহনরায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দু দিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এক পথ্য প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না, আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

ইশতেহার।

যে ফোর্ট উইলিএম দুর্গে এবং জানেরেল হাসপিটেল ইত্যাদি স্থানের আলোক জন্য নারিকেল তৈল ৭৫/০ পঁচাত্তর মোন কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা মাসং ব্যয় হইয়া থাকে ঐ নারিকেল তৈল সরবরাহ করণের যে কেহ অভিলাষ রাখিবেন তাঁহারদিগের স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত আবেদন পত্র বর্ত্তমান মাসের ২৫ পোঁচিশা তারিখ অবধি গেরিসন ইঞ্জিনিয়র আফিসে গ্রহণ করা যাইবেক।

প্রত্যেক সরবরাহাকাঙ্ক্ষী হইতে ২/০ দুই মোন তৈল পরীক্ষা জন্য লওয়া যাইবেক কিন্তু যে কোন ব্যক্তির গেরিসন ইঞ্জিনিয়র, সিবিল আর্কিটেকট, অথবা আইরাণ ব্রিজ ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্ম স্থানে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট রূপে সম্পর্ক আছে তাঁহারদিগের আবেদন গ্রহণ করা যাইবেক না।

আগামি মার্চ মাসের ১প্রথমাবধি তৈল সরবরাহ আরম্ভ হইবেক আর উক্ত বিষয়ের আরং সমাচার জ্ঞাত হওনাভিলাষিরা দিবা পূর্ব্বাহ্ণে ১০ দশ ঘণ্টাবধি অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে স্বয়ং উক্ত ফোর্ট উইলিএম দুর্গে গেরিসন ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত কাপ্তান ফ্রেজর সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা দর্শাইলে তথ্য জানিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ২ জানুওয়ারি।

Fort william.
2nd January 1849.

FRAISER Captain
Garrison ingineer.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মসমাজ হইবেক। যেসকল ব্রাহ্ম মহাশয়েরা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান লোক সমাজে গোচর করিতে ইচ্ছুক নহেন তাঁহারা আপন দান সেই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের দিবস সঙ্গে করিয়া আনিবেন এবং তন্নিমিত্তে যে দানাধার প্রস্তুত আছে তাহাতে নিক্ষেপ করিবেন তাহা হইলে তাঁহারদিগের দান কাহারও নিকট গোচর হইবেকনা।

যাহারা এই সাম্বৎসরিক সমাজের পূর্ব্বে আপনার সাম্বৎসরিক দান দিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা তাহা আমার নিকট পাঠাইবেন এবং তিনি আমার নিকট হইতে তাহার অঙ্গীকার পাইবেন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

সাধু সংস্কার সম্পাদিনী সভা।

সভারম্ভ হইলে পর সভ্যদিগের আপন২ বক্তৃতার পূর্ব্বে প্রধান সম্পাদক কর্তৃক উপদেশ।

ভো সভ্যগণ, প্রণিধান কর, এই জগৎ মধ্যে সর্ব্বধনাপেক্ষা বিদ্যারূপ মহাধন সদা আদরণীয়া এবং গৌরবান্বিতা হয়, কারণ বিদ্যা রত্ন কখন রাজা কর্ত্তৃক হরণ হইতে পারে না ও তস্করের হরণ যোগ্যা নয় এবং জলে মগ্না বা বহ্নিতে দগ্ধা হয় না, অপিচ দায়াধিকারির সহিত বিভাজ্যাও নয়, এই হেতু বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা এক মহাধন হয় বিশেষতঃ বিদ্যা পরম সুহৃদ্ কায়চ্ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করে, বিদ্যা শিক্ষা প্রভাবে মনুষ্যেরা সদাচারী, বিনয়ী, সুশীল, ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় হয়েন, ধনধান্যাদি দানে হ্রাশ হয় কিন্তু বিদ্যাধন দান করিলে গৃহিতাকে অমূল্য ধন প্রদান করা হয় এবং আপনার মূলধন ক্ষয় না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় পুনরপি দুগ্ধবতী কপিলা ও ভূম্যাদি দানাপেক্ষা বিদ্যা দানে কোটিধা পুণ্য সঞ্চয় হইয়া স্বর্গ সাধন হয়, নীচ লোকের দান গ্রহণ করিতে যদিচ শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ো নিষেধ করিয়াছেন তথাপি নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা গ্রাহ্যা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা বিদ্যা নীচ লোক হইতেও গ্রহণ করিবে তাহাতে কোন দোষ অর্শে না কেমনা বিদ্যা কোন জাতি কুল, রূপ, মান, পাত্রাদির বশীভূতা নয়, বিদ্যাভ্যাসের সীমা নাই কেবল মহাজনদিগের দ্বারা বিদ্যোপার্জ্জনের এই এক সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে মনুষ্য যে পর্য্যন্ত জগৎপাতা জগদীশ্বরকে স্পষ্ট রূপে জানিতে না পারেন তৎ পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা চিন্তা করিবেন, সকল জাতীয় ভাষাতে বিবিধা বিদ্যা আছে, বিশেষতঃ সংস্কৃত গীর্ব্বাণবাণী সমুদায় ভাষার আদি ঐ ভাষার বিবরণ সংক্ষেপে কহি মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ, ছন্দঃ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্ম শাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অর্থ শাস্ত্র এই অষ্টাদশ বিদ্যা, তদ্ভিন্ন চতুঃষষ্টি প্রকার উপবিদ্যা আছে, এই সকল বিদ্যা পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় বাক্য দ্বারা মুখে২ শিক্ষা হইত কিন্তু ছয়মাস পরে মানবদিগের ভ্রম জন্মে এবং অধিক কাল বিলম্বে সম্যক বিস্মৃত ও হয় এবিধায় বিনা বিঘ্ন প্রণালী পূর্ব্বক শাস্ত্রাদি শিক্ষার নিমিত্ত অক্ষর ধাত্রী স্বর এবং ব্যঞ্জন এই দুই আখ্যায় অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশদক্ষর সৃষ্টি করিলেন, অকারাদি বিসর্গ পর্য্যন্ত ষোড়শ স্বর বর্ণ স্বয়মুচ্চার্য্যমান হয় এবং ককারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত চতুস্ত্রিংশৎ ব্যঞ্জন বর্ণ স্বর বর্ণের সহায় ব্যতিরেকে উচ্চার্য্য হয় না এবং সেই অবধি বর্ণ ধ্বন্যাত্মক ও অক্ষরাত্মক হইয়াছে, এই সকল বর্ণের উচ্চারণ স্থান ভেদ এবং উচ্চারণ ভেদ নানা ব্যাকরণ এবং তন্ত্র পুরাণাদি সম্মত ক্রমে চুম্বক রূপে সার২ যাহা তাহা কহি, তোমরা এই কথা শুনিতে যত্নযুক্ত হও, বর্ণের উচ্চারণ স্থান ভেদে বর্ণ সংস্থান এই যে অবর্ণ এবং কবর্গ কণ্ঠ্য ইবর্ণ চবর্গ এবং যশ তালব্য, ঋবর্ণ টবর্গ এবং রষ মূর্দ্ধন্য, ৯ বর্ণ তবর্গ এবং লস দন্ত্য, উবর্ণ এবং পবর্গ ওষ্ঠ্য এ ঐ কণ্ঠ্য তালব্য, ও ঔ কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য ব ওষ্ঠ্য দন্ত্য, এবং বিসর্গ ও হকার কণ্ঠাঘাতজ, ঐ পঞ্চাশদক্ষর অবর্গ কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পবর্গ যবর্গ এবং শবর্গ এই অষ্ট বর্গেতে বিভক্ত আছে, কেচিৎ বৈয়াকরণ মতে কেবল ঐ চৌত্রিশ ব্যঞ্জনকে কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পবর্গ এই পঞ্চ বর্গ এবং অবশিষ্ট যকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত নব বর্ণ অন্ত্যস্থ নামে খ্যাত হয়, স্বর বর্ণ মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ এবং প্লুত আছে অর্থাৎ এক মাত্র হ্রস্ব দ্বিমাত্র দীর্ঘ ত্রিমাত্র প্লুত এবং অর্দ্ধ মাত্র ব্যঞ্জন, দূরাহ্বানে গানে রোদনে প্লুত স্বর হয়, ব্যঞ্জন দুই প্রকার, অল্প প্রাণ এবং মহা প্রাণ, কবর্গাবধি পবর্গ পর্য্যন্ত পঞ্চ বর্গের আদ্য তৃতীয় ও অন্ত এবং যবর্গ এই উনবিংশতি বর্ণ অল্প প্রাণ হয় এবং উক্ত পাঁচ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শবর্গ এই চতুর্দ্দশ বর্ণ মহা প্রাণ, দুই ব্যঞ্জনের একত্র যোগে এক যুক্তাক্ষর হয়, যথা, স্ক। ল্প। ইত্যাদি।

স্বর বর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত হইলে রূপান্তর হয়, যথা হরেকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ, মধুসূদন ইত্যাদি বর্ণ সকল সন্ধি সূত্রের দ্বারা কোথাও লোপ বা কোথাও রূপান্তর হইয়া থাকে তাহার উদাহরণ পরে জ্ঞাত করিব, এইক্ষণে সকল বর্ণের যেং স্থানে স্বাভাবিক উচ্চারণের প্রভেদ আছে তদ্বিশেষ প্রমাণ সম্বলিত এই যে "বর্ণোত্তরেয ড ঢ য়োর্ব্বক্রং জিহ্বাদি বাচ্যতে" অর্থাৎ ডকার এবং ঢকার বর্ণের উত্তরে জিহ্বা বক্র হইয়া বাগুনিষ্পত্তি হয় যথা দৃঢ় বড় ইত্যাদি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য॥

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৫ নবেম্বর।

যেহেতুক বাঙ্গালা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে বৃটনীয় প্রজারা উইল না করিয়া মরেন তাঁহারদের ইষ্টেটের সরবরাহ কর্ম্ম কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসি আষ্টিকেল রেজিষ্টার সাহেবের পদ হইতে পৃথক করা বিহিত বোধ হয় অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

গতবারের শেষ।

১২ ধারা। ঐ তফসীল দাখিল করণের সময়ে এবং অন্য যে কোন সময়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপযুক্ত বোধ করেন সেই সময়ে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল সাহেবের হিসাব তজবীজ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এক কি ততোধিক আডিটরকে সময়ে২ নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১৩ ধারা। ঐ আডিটর সাহেব কি সাহেবেরা ঐ তফসীল ও হিসাব তজবীজ করিবেন এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইহার রিপোর্ট করিবেন যে ঐ বহীর মধ্যে যে২ বিষয় লিখিতে হয় সেই২ বিষয়ের সম্পূর্ণ ও যথার্থ বেওরা লেখা আছে কিনা এবং এই আইনের দ্বারা উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের যে২ বহী রাখণের হুকুম আছে সেই২ বহী উপযুক্তমতে ও রীতিমতে রাখা গিয়াছে কি না এবং ঐ সম্পত্তি রাখণ এবং অর্পণ করণের বিষয়ে আইনে যেপ্রকার হুকুম আছে তদনুসারে রীতিমতে রাখাগিয়াছে ও অর্পণ হইয়াছে কি না ইতি।

১৪ ধারা। প্রত্যেক আডিটর সাহেব উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে এবং অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের হাজির হইবার তিনি আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তিরদিগকে সময়ে২ আপনার নিকটে হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তিরদিগকে সময়ে২ আপনার নিকট হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের শপথ বা সুকৃতি করাইয়া জোবানবন্দী লইতে পারেন এবং উক্ত অর্পিত কর্ম্মের নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সকল বহী ও কাগজপত্র কি দলীলদস্তাবেজ তাঁহার দাখিল করিতে ত্রুটি অথবা উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকার করেন অথবা হাজির হইয়া শপথ করিতে কিআইনানুসারে শপথের পরিবর্ত্তে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করা যাইতে পারে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে স্বীকার না করেন অথবা জোবানবন্দী দিতে স্বীকৃত না হন তবে ঐআডিটর সাহেব বা সাহেবেরা ঐ ত্রুটি বা অস্বীকার লিখনের দ্বারা বাঙ্গালা দেশের ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টে জানাইবেন তাহাতে ঐ প্রকার ত্রুটি বা অস্বীকারকারক প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত সুপ্রিমকোর্টের অবজ্ঞাপূর্ব্বক সেইরূপ ত্রুটি কি অস্বীকার করিলে যেরূপে দণ্ডনীয় হইতেন সেইরূপে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।

১৫ ধারা। ঐ তফসীল ও তাহার নকল প্রস্তুত করণের এবং ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের সকল খরচ ও ব্যয় তৎসময়ে যে সকল ইষ্টেটের হিসাবের তজবীজ হয় সেই২ ইষ্টেটের সম্পত্তি হইতে অংশাংশমতে দেওয়া যাইবেক এবং আডিটর সাহেব বা সাহেবেরা সেই খরচ ও সেই অংশ নিরূপণ করিয়া স্থির করিবেন কিন্তু তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক এবং ঐ সকল খরচ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তদনুসারে উক্ত ইষ্টেটের সম্পত্তি হইতে দিবেন ইতি।

১৬ ধারা। যদি সেই রূপ দর্শন ও তজবীজের দ্বারা ঐ আডিটর সাহেব বা সাহেবেরদের এই মত বোধ হয় যে ঐ তফসীলেতে যে২ বিষয় লেখা আছে কি যে২ বিষয় তাহাতে লিখনের আবশ্যক ছিল সেই বিষয় ঠিক ও যথার্থ নহে তবে তিনি ব তাঁহারা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ তফসীলের বিষয়ে যে আপত্তি থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

নীচ লিখিতব্য গ্রাহক মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে প্রদান করিয়াছেন।

বিলাত নিবাসি শ্রীযুক্ত মেং পেটর্সন সাহেব বিলাত হইতে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত মেং পার্কর সাহেবের যোগে এই টাকা প্রেরণ করেন।

অপর নড়াল নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু গুরুদাস রায়।

কলিকাতার মাষ্টর শ্রীযুত ডবলিউ ফরসন সাহেব।

পাটনা নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু হরগোবিন্দ ঘোষ।

দারজিলিং নিবাসি শ্রীযুত বাবু তারকেশ্বর মজুমদার।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা এক সমাচারে আহ্লাদ বিষাদে আকৃষ্ট হইয়াছি অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিবার প্রয়োজন হইল, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ করিবেন, স্কাটলণ্ড দেশীয় এডনবার্গ নামক বিদ্যালয়ের অদ্বিতীয় শিক্ষক ডাক্তর চেমর সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাও এক গুরুতর শোকের বিষয়, উক্ত সাহেব কালিদাসাদির ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ব্যবহারাদি পরীক্ষা করিয়া স্কাটলণ্ড দেশীয় বিজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে উক্ত বিদ্যাগারে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন, সেই মহাপুরুষের মৃত্যু হইল, ইহাতে কেনা খেদিত হইবেন, আমারদিগের পাঠকগণের মনে আছে আমরা ডাক্তর চেমর সাহেবের গুণের বিষয় একবার লিখিয়াছিলাম অতএব পুনর্ব্বার তাহা স্মরণ করিয়া লিখিয়া শোক বৃদ্ধি করিতে অনিচ্ছু হইলাম।

ডাক্তর চেমর সাহেবের মৃত্যুর পরে স্কাটলণ্ড দেশীয় মান্যলোকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন ইউরোপের মধ্যে আর তত্তুল্য শিক্ষক নাই অতএব তাঁহারা শ্রীযুত ডাক্তর ডফ সাহেবকে আবাহন করিয়াছেন ডফ সাহেব তথায় যাইয়া উক্ত বিদ্যাগারের শিক্ষক হইবেন, ইহাতে আহ্লাদের নিদান এই যে ডফ সাহেব প্রাচীন হইয়াছেন শেষাবস্থায় স্বদেশে যাইয়া বান্ধবগণের সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকিবেন এবং তিনি যে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা স্বদেশীয় বান্ধবদিগের উপকারে আসিবে, বর্ত্তমান সময়ে ডফ সাহেবের ন্যায় বিদ্বান মনুষ্য বোধ হয় ইউরোপেও নাই, যদি থাকেন এক দুই ব্যক্তি তাঁহারা কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত আছেন, এডনবার্গ বিদ্যাগারের উপযুক্ত শিক্ষক ডফ সাহেব উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন ইহাও সুখের বিষয়, বিশেষত ডাক্তর ডফ সাহেব আঢ্য নহেন, অথচ প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা পৃথিবীর উপকার করিবেন, এই কারণ স্বদেশে বিদেশে এপর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়াছেন, এবং সেই ভিক্ষার ধন আহরণ করিয়া প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপকারে দিলেন, অতএব আরো এক সন্তোষের বিষয় এই যে এডনবার্গ বিদ্যাগারে শিক্ষক হইলে প্রাচীনাবস্থায় ভারতবর্ষের জন্য আর "ভিক্ষাংদেহি" বলিতে হইবেক না, শিক্ষকতা কার্য্যে প্রচুর বেতন পাইবেন, সেই টাকার দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার করিতে পারিবেন, ডাক্তর ডফ সাহেব পৃথিবীর সুখেচ্ছা করেন না, অনুমান করি বিংশতি বৎসরের অধিক হইল ডাক্তর ডফ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে তিনি যে রাত্রিতে ব্যাপ্টাইজ অর্থাৎ অভিষিক্ত করেন সেই অভিষেকের সভায় তাঁহার সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হয়, আমরা তদবধি দেখিতেছি ডফ সাহেব অঙ্গাচ্ছাদক পরিচ্ছদাদির প্রতিও দৃষ্টি করেন না, ছিন্ন বস্ত্র বিচ্ছিন্ন পাদুকা ব্যবহারেতেই প্রায় কালক্ষেপ, ডফ সাহেবের মদ্য মাংস ব্যবহার নাই, সুজি সিদ্ধই প্রায় আহার, এরূপ ধার্ম্মিক মনুষ্যের সহিত কি আর সাক্ষাৎ হইবে অতএব আহ্লাদ ব্যাখ্যার পরে শোকাশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া লিখিতেছি ডাক্তর ডফ সাহেব যদি এডনবার্গ বিদ্যাগারে গমন করেন তবে আমরা ভারতবর্ষের এই শেষ পরম বন্ধু বিচ্ছেদে বিদগ্ধ হইব।

মেং হেয়ার সাহেব আমারদিগের এক পরম বন্ধু ছিলেন তিনি এদেশের জন্য ধন প্রাণ উভয় সমর্পণ করিয়াছেন, অদ্যাপিও তাঁহার ছাত্রেরা অবতার বিশেষ হেয়ার মূর্ত্তির কবরের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করেন, এবং আমারদিগের এমত

অভিলায় হয় কবর হইতে তাঁহার অস্থি উঠাইয়া বক্ষস্থলে রাখি, হেয়ার সাহেবের তুল্য বন্ধু আর দেখিলাম না এবং বোধ করি আমারদিগের জীবনের মধ্যে তাদৃশ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবেক না।

ভারতবর্ষের বন্ধুগণনা কালে রাজারামমোহন রায় মহাশয়কে আমরা ভুলিতে পারি না, তিনি ভারতবর্ষের জ্ঞানকমলের দিনকর জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ের উষ্ণাংশু প্রভা নিশাংশু প্রভার ন্যায় ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়া পতিত হইতেছে, আমরা সেই কিরণে প্রাণ রক্ষা করিতেছি, কিন্তু তিনি এদেশস্থ মনুষ্য ছিলেন স্বদেশের উপকার করিয়াছেন অতএব আমরা ডফ সাহেবের প্রতিষ্ঠাকে নীচে রাখিয়া রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠাকে উপরে আসন প্রদান করিতে পারিনা, তাহা করিলে বিবেচক লোকদিগের সাক্ষাতে অপরাধী হইব।

ডাক্তর ডফ ইউরোপের অন্তঃপাতি স্কাটলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এদেশের এক পয়সাও ডফ সাহেবের উপকারে লাগে নাই কিন্তু ডফ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের জন্যে যত টাকা দিয়াছেন তাহার মূলধন থাকুক, সুদের সুদ হিসাব করিয়া দিতে হইলেও আমারদিগের অসাধ্য জ্ঞান হইবে, ডাক্তর ডফ এতদ্দেশীয় লোকেরদের কত উপকার করিয়াছেন আমারদিগের বান্ধবেরা ঈর্ষাপ্রযুক্ত তাহাতে মনোযোগ করেন নাই অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করি যাহার নাম হেদো তাহা অবশ্য অপকৃষ্টছিল, কোম্পানি বাহাদুর হেদো স্থানে উত্তম সরোবর করিয়া ও তাহার পূর্ব্বদিগের মাঠে প্রজাবসতি করাইতে পারেননাই, ডাক্তর ডফ সেই মাঠে বিদ্যালয় করিলেন, এবং কয়েকবৎসর এতদ্দেশীয় দরিদ্র বালকগণকে ঐ বিদ্যাগারে শিক্ষা দিলেন, পরে তদধীনে এতদ্দেশে অনেক বিদ্যালয় হইল, অনন্তর ডফ সাহেবের স্বদেশীয় সভ্য প্রতিযোগিরা দেখিলেন ডফ সাহেব ভারতবর্ষে দানে মানে উন্নত হইলেন অতএব তাঁহারা শ্রীমতী মহারাজ্ঞী বিকটোরীয়ার আজ্ঞার হস্তে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম সমর্পণ করিলেন, তাহাতেই ডফ সাহেব এবং তাঁহার স্বাধীন বান্ধবেরা হেদোর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং আপনারদিগের ভিক্ষার ধন পুস্তক টাকা যন্ত্রাদি যাহা আমারদিগের উপকারার্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাও ছাড়িয়া আসিলেন, ডাক্তর ডফ সেই সময়ে কলিকাতার হিন্দু পল্লীর মধ্যে মথুরানাথ সেনের প্রশস্ত বাটী ভাড়া করিয়া আপনারদিগের ব্যয়ে সেই বাটী সংস্কার অর্থাৎ মেরামত করাইয়া তাহাতে সাতআট শত ছাত্র লইয়া প্রবিষ্ট হইলেন, তদবধি ঐ বাটীতে সমূহ সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন, এবং বিদ্যালয় করণার্থ দ্বাবিংশতি সহস্র মুদ্রা মূল্যে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন, ডফ সাহেবের কৃত ধর্ম্মাগার তিনবার পড়িয়া গিয়াছিল তথাপি তাহা উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ডফ সাহেব এতদ্দেশে কত বিদ্যালয় করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার সংখ্যা লিখিতে গেলে বাহুল্য হইবে অতএব সময়ান্তরে লিখিব, এতদ্দেশীয় হিন্দু মহাশয়েরা অনেকে ডফ সাহেবের প্রতি ইহাতেই বিরক্ত থাকিতে পারেন ডফসাহেব কয়েকজন হিন্দু বালককে ব্যাপটাইজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সাহেবের ধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম হইয়াছে লাভের জন্য করেননাই, এতদ্দেশীয় গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এবং মহাপ্রভুরা আকুঞ্চন করিয়া শিষ্যগণকে বীজমন্ত্র প্রদান করেন. তৎপরে যাবজ্জীবন শিষ্যদিগের নিকট হইতে প্রণামী লইয়া থাকেন, কিন্তু শিষ্যগণের উপকারার্থ কখনও এককপর্দ্দক দেন না, ডাক্তর ডফসাহেব এরূপ গুরু নহেন "যাহা শাস্ত্রে লেখেন,, গুরবো বহবঃসন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ ,, ডফ সাহেব সেই গুরু যেমন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন "দুর্লভোয়ং গুরুর্দ্দেবি শিষ্য হৃত্তাপহারকঃ ,, ডাক্তর ডফ যাঁহারদিগকে শিষ্য করিয়াছেন স্বকীয় ধনে তাঁহারদিগের বিবাহ দিয়া তাহারদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, হেদোর পূর্ব্বদিগে বাগান এবং অট্টালিকা করিয়া সেই অট্টালিকায় প্রিয়শিষ্যগণকে রাখিয়াছেন, ইহাতে শিষ্যেরা যদি এরূপ মহাগুরুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করেন, এবং ডাক্তর ডফ সাহেবের গমন কালে "এড্রেস,, অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা সূচক প্রতিষ্ঠা পত্র তাঁহাকে না দেন তবে আমরা জানিব বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ানেরা অকৃতজ্ঞ, বরং এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকেরদের উচিত হয় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যেহেতু তিনি বিদ্যা দান দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের পরম বন্ধুর কর্ম্ম করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সমাচার।

বেনারস রিকার্ডর পত্রে লেখে জোয়ানপুরের রাজবর্ত্ম প্রস্তুতারম্ভ হইয়াছে, এবং ফুলপুরের উত্তর ভাগের ঐ পথের কর্ম্মের প্রতি জোয়ানপুরের মাজিস্ত্রেট ও দক্ষিণ ভাগে বারানসীর শান্তিরক্ষক মহাশয় তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন, ইহাতেই অনুমান হয় তাহা ত্বরায় সম্পন্ন হইবেক, তৎকালে বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির দ্বারা লবণ ও তুলা আমদানী রপ্তানী করণ জন্য শকটাদি গমনাবধি বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই কয়েকবৎসরে উল্লেখিত পথ স্থানেং অত্যন্ত ভগ্ন হইয়াছিল অতএব তাহার সংস্কার অতি প্রয়োজনীয় জানিয়া রাজপুরুষেরা ইহার নিয়মিত রূপে মেরামত করিতে মনস্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, এজন্য মূলধন সঞ্চয়ার্থ সেয়াৎ এবং জোয়ানপুরের সেতুর উপর মাসুল বসাইবেন।

আমরা সুখী হইলাম পঞ্চকোট গমনীয় পথ সিগরা নামক স্থান অবধি চুনার পর্য্যন্ত প্রস্তুতারম্ভ হইয়াছে।

কাশীর পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত রামনগর স্থানীয় রাজাচেতসিংহের পুষ্করিণী নামে বিখ্যাত জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারারম্ভ হইয়াছে, কাশীনরেশের জন্মদাতা বাবু প্রসাদনারায়ণ মহাশয় এই পুণ্যার্থক ব্যয় করিতেছেন এবং ব্যক্ত হয় তিনি ইহার পর পঞ্চকোট তীর্থ গমনীয় পথের অথচ ব্রিটিস নির্ম্মিত গ্রেণ্ড ট্রেঙ্ক রোডের নিকটবর্ত্তি আরো এক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দিবেন।

ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক লেখেন তিনি বিশ্বস্ত পাত্র দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়াছেন নেপালীয় রাজা ৫০০।৬০০ যোদ্ধা ভুক্ত ১০।১১ পলটন সৈন্য সমভিব্যাহারে টিরারী স্থানাদিতে মৃগয়ার্থ যাত্রার বাসনা করিয়াছেন, সৈন্য দলের সঙ্গে তোপ থাকিবেক না, শ্রীযুত প্রত্যাগমন কালে বক্রী রাজকর সংগ্রহার্থ ২।৩ সহস্র সৈন্যকে পশ্চাৎ রাখিয়া যাইতে পারেন, সম্পাদক মহাশয় বলেন একালে নেপালে এত অধিক সৈন্য একত্র হইলে অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন তাহারা ব্রিটিস রাজ্যাক্রমণ করিবে, কিন্তু তিনি নিশ্চয়াবধারণ করিয়াছেন বর্ত্তমান রাজা ও মন্ত্রী, বর্ত্তমান পঞ্জাবীয় যুদ্ধে ৫।৬ সহস্র সৈন্য দিয়া ব্রিটিস অনুকূলতা করিতে কহিয়াছেন বিশেষত রাজসচিব জঙ্গ বাহাদুর সুবোধ লোক তিনি ব্রিটিস বীরতার গুণজ্ঞ এবং ইহাও নিশ্চিত জানেন ব্রিটিস জাতির সহ বিরোধ হইলে পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশ সকল যাহা হইতে নেপাল রাজ্যের অধিক উপস্বত্ব তাবৎ সহসা হারাইবেন।

পারস্যাধিপতির মৃত্যু হইবাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নেসিরুদ্দীন সা রাজাভিষিক্ত হইয়াছেন, ব্রিটিস জাতির সহিত উক্ত যুবরাজ পূর্ব্বাপর যেরূপ প্রণয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনুমান হয় তাঁহার শাসনে আরো সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্রাজ্য শান্ত আছে, দূরবর্ত্তি কোন স্থানে বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অচিরাৎ নিবারণ হইবে।

গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতা নগরীয় টৌনহাল ছাত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল, জেনরেল আসেম্বি নামক সভার অধীন বিদ্যাগারের ছাত্রেরা ঐ দিবেন টৌনহালে তাঁহারদিগের বার্ষিক শিক্ষার পরীক্ষা দিলেন, তৎকালীন এতদ্দেশীয় এবং ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ছাত্রেরদের উত্তর শ্রবণে তুষ্ট হইয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথচ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ওগেলবি সাহেব অতি যোগ্যলোক, তাঁহার অধ্যক্ষতায় ছাত্রেরদের ইংরেজি শিক্ষা উত্তম হইতেছে, অতএব ছাত্রগণ তদনুরূপ পরীক্ষা দিয়া উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, অধ্যক্ষ মহাশয় পরীক্ষান্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ অন্তেবাসিগণকে এইং পারিতোষিক দিলেন, স্বর্ণমেডেল ২। রৌপ্যমেডেল ২, মাসিক বৃত্তি দশ, ইহার মধ্যে এক জনকে মাসিক ৮ টাকা, নয়জনের প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাসিক ৬ টাকা, জেনরেল আসেমব্লির ধন অধিক আছে, ইহাতে শিক্ষিতগণকে উপযুক্ত পারিতোষিক না দিলে অনুচিত কর্ম্ম হইত অতএব শ্রীযুত ওগেলবি সাহেব অধিক পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন উত্তম হইয়াছে, এবং অনুমান করি উপযুক্ত পাত্র ছাত্রেরাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্তু আমরা শ্রবণে খেদিত হইলাম উক্ত বিদ্যাগারের ছাত্রগণ গৌড়ীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, গত এক বৎসরে ছাত্রেরা প্রবোধ চন্দ্রিকার সাত আট পত্র মাত্র পাঠ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সাত আট পাত শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া ও সন্তুষ্ট হয়েন নাই, কিন্তু ইহাতেও বিজ্ঞবর মেং ওগেলবি সাহেব ছাত্রগণকে গৌড়ীয় ভাষায় উত্তর লিখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং সেই উত্তর দৃষ্টে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক দিয়াছেন, অতএব আমরা বলিতে পারি ছাত্রেরা গৌড়ীয় ভাষায় কি প্রস্তাব লিখিয়াছেন আমারদিগের কাগজে প্রকাশার্থ তাহা প্রেরণ করিলে আপ্যায়িত হইব, যাহারা গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ পর্য্যন্ত জানেনা তাহারদিগকে প্রবোধ চন্দ্রিকা শিক্ষাদান ইহাই এক অনবধানতার কর্ম্ম, প্রবোধ চন্দ্রিকা গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষায় লিখিত বটে কিন্তু পণ্ডিতেরাও সকলে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, বালকেরা কি বুঝিবে, মেং ওগেলবি সাহেব এক ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছেন তথাচ প্রবোধ চন্দ্রিকা পাঠ করিতে গেলে তিনিও কাঠিন্য জ্ঞান করিবেন, প্রবোধচন্দ্রিকার অর্থ কি রূপ প্রগাঢ় অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুত কাপ্তান মাসল সাহেবকে এবং যাঁহার যন্ত্রে প্রস্তুত হইয়াছিল সেই শ্রীযুত মাসমন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং ভরসা করি শ্রীযুক্ত ওগেলবি সাহেব তাঁহার ছাত্রগণকে উক্ত কঠিন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে অন্য কোন সহজ গ্রন্থ পাঠ করিতে দিবেন।

শ্রীযত বাবু হরিমোহন সেন।

আমারদিগের অনুমান হইতেছে বাবু হরিমোহন সেন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন ইহা না হইলে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ সাহেব একজন দেওয়ান চাহেন এমত বিজ্ঞাপন দিতেন না, বাঙ্গালব্যাঙ্কের দেওয়ানের বেতন মাসিক ১৫০০ টাকা, কলিকাতা নগরে বাঙ্গালির মধ্যে এত বেতন কেহ প্রাপ্ত হয়েন না, বাবু হরিমোহন সেন এত অধিক বেতনের কর্ম্ম কি কারণ পরিত্যাগ করিলেন তাহার নিগূঢ় সমাচার প্রচার হয় নাই, অতএব জিজ্ঞাসা করি কৌন্সেলি থিয়েবোলড সাহেব যে কারণে কলিকাতার শোভাকর কমিস্যনরদিগের ক্লার্কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বাঙ্গালব্যাঙ্কের দেওয়ানের প্রতি ও কি সেইরূপ কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, যদ্যপি তাহা হইয়া থাকে তবে আমরা হরিমোহন বাবুকে ধন্যবাদ দিলাম, সম্ভ্রমের ত্রুটি বা অপ্রণয় স্থলে লক্ষটাকা বেতন হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা উচিত, এবং যদি ঐ জন্যই বাবু হরিমোহন সেন একর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তবে এতদ্দেশীয় ধনিমহাশয়েরা বিবেচনা পূর্ব্বক ইহার প্রার্থনা করিবেন যাঁহার পুরুষানুক্রমের কর্ম্ম তিনিই যদি পরিত্যাগ করিলেন তবে ইহাতে সুখ নাই, পরিশেষে বিরক্ত হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

গৌড়ীয় ভাষার সমাচার পত্র হইতে ইংরাজ সম্পাদকেরা মধ্যেং কোনং বিষয়ের অনুবাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে অর্থের অনেক ব্যতিক্রম হয়, ইহাতে যদিও আমরা ইংরাজসম্পাদক মাত্রকে দোষাধার করিতে পারিনা কেননা সকলে আমারদিগের ভাষায় পরিশ্রম করেন নাই তথাচ ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয় ইহা বলিয়া অব্যাহতি পাইবেন না, যেহেতুক তিনি অন্যান্য সম্পাদকের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীপঞ্চমীন হেন অতএব গৌড়ীয় শব্দার্থ ভ্রমে যে ফ্রেণ্ড মহাশয় আমারদিগের প্রতি কটাক্ষ করেন ইহাই অধিক আক্ষেপের বিষয়, এজন্য আমরা তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি তিনি আপনাকে শুদ্ধ রাখিয়া পরের প্রতি কটাক্ষ করিবেন নচেৎ পুনঃং অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে হাস্যাস্পদ হইবেন, কিয়ৎকাল গত হইল আমরা লিখিয়াছিলাম ইংলণ্ডীয় মহারাজ্ঞী অথবা তৎ প্রধান মন্ত্রি মহাশয় আসিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিলে ভাল হয়, ইহাতেই ছল ধরিয়া ফ্রেণ্ড সম্পাদক গত পত্রে লেখেন "The native Editors never appear to comprehend that the only rulers of this country, are the Twenty four gentlemen who sit in Leaden Hall Street" অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সম্বাচার পত্র লেখকেরা এমত ভাব প্রকাশ করেন না যে তাহারা বুঝিয়াছেন লেডিন হাল স্ট্রিটস্থ ২৪ জন মহাশয় ব্যক্তিরাই এতদ্দেশের শাসনকর্ত্তা,, ইহাতে আমারদিগের হাস্য সম্বরণ হয় না, ফ্রেণ্ড সম্পাদক ধন্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় লোকেরা এভাব কিরূপে বুঝিবেন, মান্যবর কোম্পানিরা ভারতবর্ষ ইজারা লইয়াছেন এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি সকলে ইহাই জানেন এবং বোধ করি ফ্রেণ্ড মহাশয়ও এই কথাই বলিবেন, তবে কি ভাবে নিমগ্ন হইয়া ইজারাকে স্বত্ব পরিত্যাগ বলেন ইহা আমারদিগের বুদ্ধির অগম্য, ইংলণ্ডীয়া মহারাজ্ঞী কিম্বা তদ্দেশীয় পার্লিয়ামেণ্ট কি এতদ্রাজ্যের অবস্থানুসন্ধান করিতে পারেন না, যদি পারেন তবে তাহা কর্ত্তব্যও বটে. ইহা কে না স্বীকার করিবেন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ইহাতে আমারদিগের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হয় নাই, যদি তাঁহারদিগের এভার না থাকে তবে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাতে ভারতবর্ষের বিষয় কেন বিবেচনা হয়, ফ্রেণ্ড মহাশয় যত বৃদ্ধ হইতেছেন ততই কি বৃদ্ধত্বের বশীভূত হইবেন।

লার্ড আকলেণ্ডের পরে যে সকল গবর্ণর জেনরল বাহাদুরেরা এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার করিতে পারেন নাই, রক্তে এলেন রক্তে গেলেন আমারদিগের এই লেখার প্রতি দোষারোপ করিয়া ফ্রেণ্ড মহাশয় বলেন লার্ড আকলেণ্ডের পরে যে তিনজন গবরনর জেনরল আইসেন তন্মধ্যে "Two were civi-

lions who never saw a shot fired in anger till they reached India " দুই জন সিবিল সম্পর্কীয়, তাঁহারা ভারতবর্ষে আগত হইবার পূর্ব্বে ক্রোধ বশতঃ ও বন্দুকাদি ছুড়িতে দেখেন নাই,, ইহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে বাসনা করি ফ্রেণ্ড মহাশয় আমারদিগের লেখার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই, আর তিনি যে অর্থ করেন তাহাও যদি স্বীকার করি তথাপি আমারদিগের পক্ষে ইষ্টাপত্তি যেহেতুক আমরা এমতনিগূঢ়ার্থ কোন শব্দলিখি নাই তাহার অর্থে ব্যক্ত করে ভারতবর্ষে শুভাগমনেরপূর্ব্বে লাডসাহেবেরা অন্যত্রযুদ্ধাদি করিয়াছেন, তাঁহারাএতদ্রাজ্যে আসিয়া কেবলসংগ্রামে লিপ্তহইয়া কালযাপনকরিয়াছেন, এইমাত্রলিখিয়াছি, লেখার চলধরিতেহইলে আমরাওতাঁহার অনেক দোষদেখাইতেপারি " never saw a shot fired " ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব লিখিয়াছেন, তিনি ইহার কি উত্তর করিবেন, অতএবসমাপমকালে নিবেদন করি বিজ্ঞবর লেখক ভাস্করোদিত শব্দার্থ বুঝিয়া লেখারদোষ ধৃত করিবেন, তদুত্তর প্রদানে আমরা সুখী হইব নতুবা বিতণ্ডাবাদী অথবা ছলগ্রাহী হইলে কোন পক্ষের সুখ হইবেক না।

জানুআরি মাসের তৃতীয় দিবসীয় ইংলিসমেন পত্রে লিখিত হয় " The Bhaskur is said to be the ablest paper in Calcutta it is published twice a week under the Super in tendence of Gowree Churun Turkolunkar. It contains good many Editorial articles and its style is plain, chaste & easy. It now & then assumes a slanderous tone both against government and the people " ইহার অর্থ এই যে, কথিত হয় কলিকাতা নগরীয় সমাচার পত্রের মধ্যে ভাস্কর পত্র অতি নিপুণতা বিশিষ্ট গৌরীচরণ তর্কালঙ্কারের কর্ত্তৃত্বাধীনে উত্তমরূপে সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ পায়, এই পত্রে সম্পাদকীয় প্রস্তাব অনেক লেখা হয়, ইহার ভাষা স্পষ্ট ও সাধু এবং সুগম কিন্তু ইহাতে কখন২ গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের কুৎসা প্রকাশ পায়।

আমরা এবিষয়ে প্রিয় হরিকে অপ্রিয় বিবাদে সম্বোধন করিতে বাসনা করি না, তিনি আমার দিগের দোষ ধৃত করিয়া দেখাইলে তাহা সংশোধন করিবার যোগ্য হয় তৎক্ষণাৎ তাহাই করিব, নচেৎ সদুত্তরে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টিত হইব, প্রমাণ প্রয়োগ সহ বিচারে এক পক্ষকে অবশ্যই নিরস্ত হইতে হইবেক কিন্তু তিনি আমারদিগের নাম লিখিতে ভুলিয়াছেন অতএব "গৌরীচরণ তর্কালঙ্কার,, পরিবর্ত্তে "গৌরীশঙ্করতর্কবাগীশ,, লিখিয়া ভ্রমশোধন করিবেন, হরি আমারদিগকে ভুলুন কিন্তু এই আশীর্ব্বাদ করিবেন আমরা যেন হরিনামের গুণটি ভুলি না।

হায়দ্রাবাদে কর্ম্মচ্যুত রোহিলা সৈন্যেরা নানা অত্যাচার করিতেছে, কয়েকটা গ্রাম লুঠ ও হিন্দুদিগের জাতি নাশ করিয়া পরিজনগণকে লইয়া গিয়াছে, তাহারদিগের দমনার্থ সৈন্য প্রয়োজন হইয়াছে, নেজাম বাহাদুর যাঁহাকে নবীন সচিব করিয়াছেন তাঁহার প্রতি প্রজারা সন্তুষ্ট নহেন, এবং রেসিডেণ্ট সাহেবও তজ্জন্য বিরক্ত আছেন, উক্তনেজামবৃটিসগবর্ণমেণ্টেরনিকট যে ঋণ করিয়াছিলেনতন্মধ্যেবর্ষে২ ৫লক্ষ মুদ্রা পরিশোধ করিবেন এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ২৪ নবেম্বর পর্য্যন্তের সম্বাদ আগত হইয়াছে তাহাতে লেখে ইংলণ্ড রাজ্য সম্প্রতি সুস্থাবস্থায় আছে প্রজাবর্গ মহারাজ্ঞীর বিশেষানুগত্য দেখাইতেছেন, যুবরাজ প্রিন্স আলবর্ট রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছেন, কেবল দুঃখের মধ্যে এই যে রোগাদি বৃদ্ধি হইতেছে বিশেষত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব অতিশয়, এতদ্রোগাক্রান্ত লোকেরদের অধিকাংশই বিনাশ পাইতেছে, ১২৯৩ রোগির মধ্যে ৪২২ জন আরোগ্য ৬৬১জননিধনহইয়াছেন, অবশিষ্টাংশের চিকিৎসা হইতেছে, ব্যাঙ্ক আফ ইংলণ্ডে ধন স্বচ্ছন্দ আছে বটে কেবলবাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাতেসাধারণের অপ্রতুল যায় নাই, কিন্তু ব্যবসায়াদির ক্রমোন্নতি অনুমান হইয়াছে।

ফ্রান্স রাজ্যে বিশেষ গোলযোগ নাই, জেনরল কেবনাস অথবা লুইস লেপলিয়ন ইহাঁরদিগের মধ্যে কোন্ মহাশয় গবর্ণমেণ্টের প্রধানাধ্যক্ষ হইবেন ইহা লইয়াই অনেকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, ষ্টারপত্রের পেরিস নগরীয় সম্বাদদাতা লেখেন ফ্রান্স রাজ্যে প্রজা প্রভুত্ব গবর্ণমেণ্ট স্থাপনে রাজ্যের অনিষ্টহইতেছে, একজন রাজা ভিন্ন ফ্রান্স রাজ্য সুশাসিত হইবেক না, তিনি বোধ করেন হেনরি পঞ্চম তৎপদাভিষিক্ত হইলেই উৎপাত শান্তি হয়।

সমাচার দাতা ইহাও বলেন বোনাপার্টি যদি বা রাজ্যাভিষিক্ত হন তথাপি তিনি তৎপদে অধিক কাল তিষ্ঠিতে পারিবেন না।

পুষিয়া রাজ্যে সম্প্রতি অধিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রজারা রাজ মন্ত্রির প্রতি পুনঃ২ আক্রমণ করে, ইহাতেই মহীপাল অবশেষে তাহারদিগের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াছেন, রাজপক্ষ এপর্য্যন্ত প্রবল আছে, এবং আহ্লাদের বিষয় এই যে তদ্রাজ্যে রক্তপাত হয় নাই রাজসৈন্য প্রবল দেখিয়া "নেসনল এসেম্বিলি,, সহজেই স্থানান্তর হয়, বেডেনবর্গ এক রাজমন্ত্রীহইয়াছেন, যবরাজমধ্যস্থ হইয়া রাজবর্ত্তমান বিবেচনাতেই উত্তম বলিয়াছেন, তিনি কহেন অবিবেচক প্রজাগণের অভিপ্রায়ানুসারে চলিলে তাহারা ক্রমে অধিক আস্পর্দ্ধান্বিতহয়, মহারাজাপ্রজা প্রীত্যর্থ এমত বিজ্ঞাপন করিয়াছেন গত মার্চ মাসে তিনি প্রজা হিতকর যে২ নিয়মে বদ্ধ হন তত্তাবৎ অবশ্য রক্ষা করিবেন।

অষ্ট্রিয়া রাজ্যে বিদ্রোহি দলাধ্যক্ষগণের প্রাণদণ্ড হইয়াছে তথায় এইক্ষণে রাজদল প্রবল আছে।

গত বাসরীয়া চন্দ্রিকা পাঠে অবগতিহইল বাগবাজার নিবাসী সুচতুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু মহাশয় ভূম্যধিকারি সভার পুনর্জ্জন্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ভূম্যধিকারি সভারপুনর্জ্জন্ম হয় ইহা আমারদিগের প্রার্থনায় কিন্তু কাশীবাবু এবিষয়ের কি সুনিয়মাবধারণ করিবেন তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না, উক্ত বাবু বুদ্ধিমান সুপণ্ডিত এবং বয়োবৃদ্ধির সহ বহুদর্শী হইয়াছেন আমরা ইহা স্বীকার করি কিন্তু বসু বাবু জমীদারী বিষয় দেখেন নাই তবে এতদ্বিষয়ের দোষ গুণ কিরূপে নিরূপণ করিবেন, বিশেষত অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ও দশ বারো লক্ষ টাকার ভূম্যধিকারি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং অনেক বিচক্ষণ ভূম্যধিকারিরা বিধিজ্ঞ লোক সহ মন্ত্রণা করিয়া যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন কাশীবাবু তৎপরিবর্ত্তনে কি ফলোদয় করিবেন বলিতে পারি না, যাহা হউক, তাঁহার নিয়ম সকল প্রকাশারম্ভ হইলে আমরা দোষ গুণ দেখিব, ফলে এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে বাবু সর্ব্বত্র যশস্বী হইবেন।

শ্রীযুত লার্ড ডেল হৌসী।

২২ তারিখে শ্রীযুত বড়সাহেব লুধিয়ানাতে যাবদীয় প্রধান রাজ কর্ম্মকারিকে এক লিবিতে সমাদরে গ্রহণ করেন, খ্রীষ্টমেস দিনে তাহার সিবিরস্থ ভাবলোকে উত্তম রূপে আহার করাইয়াছেন, তদ্দিনে তিনি তত্রস্থ সৈন্যগণের কাবায়েদ্র দর্শনে সন্তোষ জ্ঞাপনকরেন জেনরল ডডলি হিল এতৎকার্য্যের অধ্যক্ষতাৰ্চিলেন, কথিতহয় ২৮ তারিখে শ্রীযুত মক্কূ নামক স্থানে যাত্রা করিবেন।

মহেশচন্দ্র মিত্র নামা যে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানাপরাধে টরেন্স সাহেবের বিচারে হুগলির সেসনে দোষী হইয়া কারাভুক্ত হয় প্রকাশ এইরূপ সে পলায়ন করিয়াছে।

লেডি ডেলহোসী আগ্রা রাজধানীতে এবং মহারথী মহাশয়ের মহিলা দিল্লী নগরে অবস্থান করিতেছেন।

সাংগ্রামিক সমাচার।

মুলতান হইতে এই নূতন বার্ত্তা আসিয়াছে বৃটিস সৈন্যেরা অগ্রবর্ত্তি হইয়া তন্নগর আক্রমণ করিবার উদ্যোগে আছেন, বৃটিস সৈন্যেরা প্রথমত যেস্থানে গড়খাই করিয়া তদ্দুর্গ বেষ্টনার্থ সিবির সংস্থাপন করেন মূলরাজ তথায় এপর্য্যন্তও স্বীয় দলবল সহ রহিয়াছেন, মূলরাজ যখন বৃটিস পক্ষীয় সমবেত সৈন্য সম্মুখবর্ত্তি হইয়া নগর বহির্ভাগে আছেন তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ন্যূন নহে এবং তাহারা ভীত হয় নাই বলিতে হইবেক, বৃটিস আফিসরেরা স্বেচ্ছামতে বৈরিবল পরিগণিত করিয়া যাহা লিখিতেছেন তাহার প্রতি আমরা আস্থা করিতে পারি না, যেহেতুক ইহারা আপন পক্ষীয় সৈন্য গণনাতেই অনেক ব্যতিক্রম করেন, বৃটিস পক্ষীয় সৈন্য সংখ্যা কেহ ১৩ কেহ ১৬ ও কোন২ লেখক ১৪। ১৫ সহস্র বলিতেছেন।

মুলতান জয়ার্থ দুর্গভেদক প্রকাণ্ড তোপ সকল নীত হইয়াছে, কথিত হয় ভরতপুরের যুদ্ধের পর এমত সিজট্রেণ যুদ্ধস্থানে নীত হয় নাই কিন্তু কি নিয়ম ও কৌশলে মুলতানীয়দুর্গও নগর অধিকৃত হইবেক তাহা সঙ্গোপন আছে অতএব এমত উদ্যোগে আমরা জয়ী হইব বিচিত্র কি, তবে কাল বিলম্ব সম্ভাবনা, ইংরাজি পত্রের সমাচারদাতারা লেখেন জানুআরি মাসের প্রথমেই মুলতান দুর্গ বৃটিস অধিকৃত হইবেক, কিন্তু আমরা ইহা সঠীক বলিতে পারি না।

লাহোরীয় পূর্ব্ব রেসিডেণ্ট লরেন্স সাহেব মুলতান যাত্রা করিয়াছেন এতদিনে তথায় যাইয়া থাকিবেন তাঁহার জন্য ডাক প্রস্তুত রহিয়াছে ইহাঁর সহিত মুলতানাধিরাজ মূলরাজের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল অতএব ইনি তথায় উপস্থিত হইয়া কি করেন বলা যায় না, আমারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর লরেন্স সাহেবকে অনেক পত্র লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন।

ইনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাঁর অনবস্থানেতেই পঞ্জাবে এগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, উক্ত মহাশয় বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবামাত্র যদি সমরানল নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম হয়েন তবে ইহাঁরযশোধ্বনি জগদ্ব্যাপ্তহইবেক, অনর্থক আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের বিপুল ধনওসৈন্য হানি হইতেছে ইহা সহিষ্ণুতা হয় না।

ব্যক্ত হইয়াছে মূলরাজের সেনাপতি নারায়ণ সিংহ ও তদ্ভ্রাতা মতি সিংহ কতক সৈন্য সহ রাজা সের সিংহের সহিত সংযোগার্থে গমন করিয়াছেন।

২৪ তারিখে আমারদিগের প্রধান সেনাপতির অধীন সৈন্যেরা ৫ দলে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ স্থানে রহিয়াছে, অগ্রবর্ত্তি সম্প্রদা জেনরল থেকওলের আজ্ঞাধীনে হিলা নামক স্থানে আছে, বৃগেডিয়র জেনরল কেম্পবেল দ্বিতীয় দল লইয়া ঐ দলেরপৃষ্ঠরক্ষা করিতেছেন, হেড কোয়ার্টর্স অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির সিবির চন্দ্রভাগা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ জেটোলিয়া নামক স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে, বৃগেডিয়র পেনি চতুর্থ সম্প্রদা লইয়া রামনগরে এবং বৃগেডিয় পোপ পঞ্চম শ্রেণী সহ উজিরাবাদে সংস্থাপিত হইয়াছেন, এই দল সকল মুলতানাধিকার প্রতীক্ষার্থ বিপক্ষ বিপক্ষে প্রেরিত হন নাই, রাজা সের সিংহ পূর্ব্ব স্থানেই আছেন, কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত প্রচার হইতেছে তিনি অর্থ ও খাদ্যদ্রব্যাভাবে কষ্ট পাইতেছেন, মধ্যে২ এমত ব্যক্ত হয় উক্ত রাজা সন্ধির প্রার্থনা করিতেছেন কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যায় না।

পঞ্জাবীয় পূর্ব্ব রেসিডেণ্ট স্যার লরেন্স সাহেব ১০ ডিসম্বর বোম্বাই রাজ্য হইতে যাত্রা করিয়া ৪ চারি দিনে সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন তদ্দিনেই বাষ্পীয় জাহাজারোহণে সাকর স্থানে যাত্রা করেন, তথা হইতে অশ্বারোহণে এবং উষ্ট্রারোহণে মুলতানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

জম্বুর মহারাজা গোলাব সিংহ স্বীয় প্রধান মন্ত্রী জোয়াহার সাহাইকে লাহোরীয় রেসিডেণ্ট মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন, ইনি বহু মূল্য উপঢৌকন লইয়া শ্রীযুত করি সাহেবের সমীপস্থ হইলে যথা যোগ্য সমাদরে গৃহীত হয়েন এই সাক্ষাতের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত হয় নাই।

বৃটিস সৈন্যগণ কয়েক গ্রাম লুঠ করিয়াছিলেন তাহাতে আমারদিগের মহারথী মহাশয় এক ঘোষণা দ্বারা সকলকে জানাইয়াছেন এমত কুকর্ম্মে কেহপুনপ্রবর্ত্ত হইলে সৈন্যনিয়ম সম্বন্ধীয় ১৮ আরটিকেল মতানুসারে দণ্ড হইবেক, প্রধান মহাশয় একর্ম্ম প্রধানের উচিত কর্ম্ম করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট পত্রের ভাওলপুরস্থ সমাচার দাতা লেখেন মূলরাজ এমত প্রকাশ করিয়াছেন সেখ এমামউদ্দীন তাহার সহিত সম্মিলিত হইবেন কিন্তু এতৎ বার্ত্তার প্রতি বিশ্বাস হয় না।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১১ জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গুরুদাস মজুমদারের বিরুদ্ধে বেণিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে ইহাবিক্রয় করিবেন।

১ দফা বিশেষতঃ সহর কলিকাত্তার সামকিভাঙ্গার শামীল ওতন্মধ্যস্থিত যে একইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ বসতিবাটী নং ৫১ এবং তাহার শামিল যেএকখণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান

১১।১।৷৴৹ একবিঘা ছয়কাঠা সাড়েদশছটাক তাহাকিছু কমি হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহারমধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গুরুদাস মজুমদারের যেস্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহাউপরে লিখিত কাল ওস্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহাএইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা, উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা, পশ্চিমদিগে একপুষ্করিণী, পূর্ব্বদিগে একাংশে শোভারাম রায়ের ভুমী অপরাংশে গোবিন্দ চন্দ্রপালের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে /ক ২ সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা
২৯ডিসেম্বর১৮৪৮।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১১ জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত হরিচরণ দের উইলে লিখিত কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মকর্ত্রী উপেন্দ্রনারায়ণ দে হরিশ্চন্দ্র দে এবং শ্রীমতী দ্রৌপদী দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই :ফসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার চোরবাগানে মুক্তারাম বাবুর গলীর মধ্যে হরিচরণ দের লেন নামক স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/২ এবং তাহার সঙ্গে যেএক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান /৪ চারিকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। পশ্চিম দিগে রাস্তা, দক্ষিণদিগে দুর্গাচরণ নাপিতের বাটী এবং ভূমি। উত্তর দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অন্য এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/৩ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। পশ্চিমদিগে রাস্তা। উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী এবং ভূমি সকল।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অন্য এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/৪ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান এক কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। পশ্চিমদিগে রাস্তা। উত্তরদিগে অদ্বৈতচরণ আঢ্যের বাটী এবং ভূমি। দক্ষিণ দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী এবং ভূমি।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া আমরা বসতিবাটী নং ৭৯/১২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। উত্তরদিগে অন্য এক রাস্তা। দক্ষিণদিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী এবং ভূমি।

৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/১৩ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দো ভূমি অনুমান চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মৃত হরিচরণ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। উত্তরদিগে মৃত হরিনারায়ণ দের বসতি বাটীতে গমনাগমনের এক গলী রাস্তা।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ওতন্মধ্যস্থিত যে অন্য এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৭৯/১৪ এবং তাহার সঙ্গে যেএকখণ্ড ওবন্দোভূমি অনুমান।৩ তিনকাঠা তাহাকিছু কমি হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহারমধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃতহরিচরণ দের যেস্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কালওস্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহাএইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ;বিশেষতঃপূর্ব্বদিগে দুর্গাচরণ নাপিতের বাটী এবং ভুমি, পশ্চিমদিগে শ্রীযুক্ত কোম্পানিবাহাদুরের নরদমা, উত্তর দিগে উক্তমৃত হরিচরণ দের বাটী ও ভুমি, দক্ষিণ দিগে, উক্ত দুর্গাচরণ নাপিতের অন্য এক বাটী এবং ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৩০ডিসেম্বর১৮৪৮

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বায়ুগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্ পূর্ব্বপর্ব্বোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভ স্করঃ॥

৫৬৬ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১২ জানুআরি। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ৩০ পৌষ শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থপনর্ব্বার উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যাগারে শ্রীযুত বাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্যের নিকট মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহনরায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দু দিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না, আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.
সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।
কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

ইশতেহার।

যে ফোর্ট উইলিএম দুর্গে এবং জানেরেল হাসপিটেল ইত্যাদি স্থানের আলোক জন্য নারিকেল তৈল ৭৫/০ পঁচাত্তর মোন কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা মাসে ব্যয় হইয়া থাকে ঐ নারিকেল তৈল সরবরাহ করণের যে কেহ অভিলাষ রাখিবেন তাঁহারদিগের স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত আবেদন পত্র বর্ত্তমান মাসের ২৫ পঁচিশা তারিখ অবধি গেরিসন ইঞ্জিনিয়র আফিসে গ্রহণ করা যাইবেক।

প্রত্যেক সরবরাহাকাঙ্ক্ষী হইতে ২/০ দুই মোন তৈল পরীক্ষা জন্য লওয়া যাইবেক কিন্তু যে কোন ব্যক্তির গেরিসন ইঞ্জিনিয়র, সিবিল আর্কিটেকট, অথবা আইরাণ ব্রিজ ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্ম স্থানে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট রূপে সম্পর্ক আছে তাঁহারদিগের আবেদন গ্রহণ করা যাইবেক না।

আগামি মার্চ মাসের ১প্রথমাবধি তৈল সরবরাহ আরম্ভ হইবেক আর উক্ত বিষয়ের আরং সমাচার জ্ঞাত হওনাভিলাষিরা দিবা পূর্ব্বাহ্ণ ১০দশ ঘণ্টাবধি অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘণ্টা পর্য্যন্তএই সময়ের মধ্যে স্বয়ং উক্ত ফোর্ট উইলিএম দুর্গে গেরিসন ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত কাপ্তান ফ্রেজর সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা দর্শাইলে তথ্য জানিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ২ জানুওয়ারি।

Fort william.
2nd January 1849.

FRAISER Captain
Garrison ingineer.

সম্বাদ ভাস্কর

সাংগ্রামিক সম্বাদ।

মূলতান! এতদ্দিনের পর লিখিতে পারিলাম মূলতান নগর ও দুর্গ বেষ্টন হইয়াছে এবং ইংরাজী পত্র সম্পাদকেরা লিখিতেছেন দুই এক দিনের মধ্যেই তদধিকার করণ সমাচার ও ব্যক্ত করিতে পারিবেন, গত সোমবারে আগ্রা মেসেঞ্জর এবং মফস্বল লাইট পত্রের অতিরেক পত্র দ্বারা এই শুভ সম্বাদ এতন্নগরে প্রথমত আগত হয় তৎপরে দিল্লীগেজেট পত্রে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায় পাঠগণের সন্তোষার্থ আমরা ইংরাজী পত্র সকল হইতে সঙ্কলন করিয়া নিম্নে লিখিলাম।

২৭ ডিসেম্বর তারিখে সেনাপতি মহাশয় মূলতানাক্রমণ করণাবধারণ করিয়া ২৬ তারিখে কয়েকজন সেনা দলাধ্যক্ষ দিগকে তৎপর দিবসের ১১ ঘন্টা বেলার মধ্যে সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করিতে এক গোপনীয় আদেশ প্রদান করে তাহাতে ২৭ তারিখ পর্দ্দাক্রেষ্ট মহারাজ্ঞীর ১০ গণিত দলের একাংশ ও ৫২ সংখ্যক সিপাহী পল্টন কর্ণেল ফ্রেঙ্কসের অধীনে এবং মহারাজ্ঞীর ৩২ গণিত পদাতিক এবং এতদ্দেশীয় পদাতিক ৫২ গণিত পলটন ব্রিগেডিয়র মার্কহেম সাহেবের অধীনে দুর্গ আক্রমণার্থ এবং বোম্বাই রাজ্যস্থ ৩ সংখ্যক পদাতিক ও মহারাজ্ঞীর ৬০ সংখ্যক রাইফেলস সৈন্য নগরাক্রমণে প্রথম নিযুক্ত হয়, যুদ্ধারম্ভে এডওয়ার্ড সাহেবের যোদ্ধাগণ শিশমহল নামক স্থানাক্রমণ করিলে বৈরিগণ তদ্দিগ রক্ষার্থে যায় এই কালে ব্রিটিস পক্ষীয় তিন সম্প্রদা পৃথক২ তিন স্থান আক্রমণ করে, মূলতানীয় সেনারা ঐ স্থান সকল রক্ষা করিতেও ত্রুটি করে নাই কিন্তু ব্রিটিস বলে পরাভব মানিয়া পরিশেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হয় ইহাতেই নগরের বহির্ভাগ সকল ব্রিটিস হস্তগত হইয়াছে এতন্মধ্যে মূলতানাধিরাজ মূলরাজের পিতার সমাজ স্থান এবং সমস তবরেজের ইদগা প্রভৃতি সুরম্য ও কঠিন অট্টালিকাদি অধিকৃত হয়, শেষোক্ত ধর্ম্মালয় মধ্যে অনেক বৃদ্ধ ফকীর ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিলেন তাঁহারদিগের প্রতি কোন অত্যাচার হয় নাই।

আমারদিগের সর্ব্বাগ্রগামী সম্প্রদা অল্পসংখ্যা হেতুক প্রথমত একবার কিঞ্চিৎ পশ্চাবর্ত্তি হইয়াছিল কিন্তু বৈরিরা অবশেষে সভয়ে দুর্গপ্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছে, ২৭ তারিখের সন্ধ্যার পরেই আমারদিগের দুর্গ ভেদী তোপ সকল মূলতান দুর্গের পূর্ব্বমুখে সংস্থাপিত হয় ব্রিটিস সৈন, দুর্গের ৩০০।৪০০ গজ দূরস্থানে অবস্থিতি করে।

তৎপর দিন প্রভাতেই উভয় পক্ষ হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়, মূলতানীয়েরদের গোলার অভাব হইয়া থাকিবেক এই কারণ তাহারা দগধ মৃত্তিকার গোলা ব্যবহার করিতেছে তাহারা পিত্তলের অতি বৃহৎ২ গোলাও নির্ম্মাণ করিয়াছে, বিপরীত একটা গোলা ব্রিটিস পক্ষীয় ভক্ষ্য সামগ্রীর এক গোলাতে পতিত হইয়া অগ্নি সংস্থান হয় কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ করা যায় তৎপরে ব্রিটিস পক্ষের এক গোলাতে মূলরাজের বারুদখানা নষ্ট হইয়াছে, কথিত হয় তাহার মধ্যে ৫ সহস্র মোন বারুদ ছিল, কেহ কহেন মূলরাজের অট্টালিকা বারুদখানার সন্নিহিত বিধায় ভস্ম হইয়া গিয়াছে, এবং ইংলিসমেনে ইহাও প্রকাশ হয় মূলরাজ স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন কিন্তু ইহার সত্যতার প্রতি আমারদিগের সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতেছে, যাহা হউক, এতদ্যুদ্ধে নিম্ন লিখিত আফিসরেরা হতাহত হইয়াছেন।

সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত ও তৎপরে মৃত্যু।

মেজর গরডন। ৬০ সংখ্যক রাইফেল দলস্থ
লেপটেনণ্ট গিলন। ৭২ গণিত সিপাহি ঐ
লেপ্টেনেণ্ট ছয়ং হাজবেণ্ড। বোম্বাইস্থ ৯ পদাতিক ঐ

অত্যান্তাঘাতী।

লেপ্টেনেণ্ট প্লেফেয়র। ৫২ সিপাহি দলস্থ
মেজর কেস। ৩২ গোরা পদাতিক দলস্থ
লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল নেস। ৭২ সিপাহি দলস্থ
এনসাইন মেকডোগেল। ঐ
লেপ্টেনেণ্ট হিল। ইঞ্জিনিয়র
লেপ্টেনেণ্ট টারহুট। ৫১ সিপাহি দলস্থ
কাপ্তেন বেলি। বোম্বাই গোলন্দাজ
কাপ্তেন স্কট। ঐ

কথিত হয় আরো কয়েক জন আফিসর আঘাতী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারদিগের নাম এপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই।

মহারাজ্ঞীর ১০ গণিত পদাতিক দলের ৩ জন হত ও ৫।৬ জন আহত হন।

৫২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের ২।৩ জন হত ১৭ জন আহত।

অপর দলস্থ কত সিপাহি নিধন বা আঘাতী হইয়াছে তাহারদিগের নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু ২৭ তারিখের সংগ্রামে সর্ব্বশুদ্ধা ১০০ হতাহত সংখ্যা লেখে, বোম্বাই রাজ্যস্থ সৈন্যগণ অধিক নিপাত হইয়াছে, এবং মূলরাজের দুর্গ ও নগর উভয় স্থানেই মহামারি হইতেছে ব্রিটিস পরাক্রমে রক্ষা নাই, বোম্বাই সৈন্যেরা অধিক সাহস দেখায়।

রামতীর্থ স্থানাক্রমণে আমারদিগের দুইটা বৃহৎ হুইটজর তোপ প্রথম যায় বিপক্ষেরা এই গোলন্দাজেরদের প্রতিই অধিক লক্ষ করিয়াছিল ইহাতেই ১২ জনের মধ্যে ৭ জন আহত ও ১ জন হত হইয়াছে।

২৯ তারিখ প্রভাতে উভয় পক্ষীয় বন্দুক ও ক্ষুদ্র২ তোপের যুদ্ধারম্ভ হয় তাহাতে বিপক্ষেরা নগর রক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছে আমারদিগের বৃহৎ২ তোপ সকল ৮০ গজ অর্থাৎ ১৬০ হস্ত দূর হইতে তাঁহারদিগের প্রাচীর ভঙ্গ করিবেক এবং অবশিষ্ট মরটর তোপ সকল তথায় নীত হইয়াছে বিপক্ষেরা আর মূহুর্ম্মুহুঃ তোপ করে না, মধ্যে২ ছুড়িতেছে, প্রভাত কালেই তাহারদিগের কোন স্থানে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু ত্বরিৎ নির্ব্বাণ হয়, মূলরাজের অধীনে অল্প গোলন্দাজ সৈন্য আছে, অনুমান হইতেছে তাহারদিগের এক২ জনে দ্বাদশ জনের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, মণ্ডীআবা নামক স্থানে আমারদিগের যে সৈন্য সংস্থাপন হইয়াছে তদ্দারা তাহারদিগকে ঐ স্থান হইতে তাড়িত করা যাইবেক, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া তাহারা বন্দুকের গুলিতে আমারদিগের ৬ জন গোলন্দাজকে আহত করে, তন্মধ্যে ২।৩ জন অত্যন্তাঘাতী হইয়াছে, ব্রিটিস হুইটজর সকল বৈকালে প্রাচীর ভেদ করণার্থ অতিবেগে গোলাক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে ইহাতে কোন আফিসর লেখেন তদ্দিনেই প্রাচীর ভঙ্গ হইতে পারে, অন্য এক সংবাদদাতা ঐ তারিখে লেখেন মূলরাজ প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছেন কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে যেরূপ বীরতা প্রকাশ করেন তাহা এবারে আর দেখা যায় নাই, মূলতান নগরের চতুর্ভিতে ব্রিটিস সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে শত্রুকেরা পলায়নের পথ পাইবেক না, অতএব নগর অধিকার কালে তাহারদ্দিগের প্রাণপণে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কোন২ আফিসর সপ্তাহের মধ্যে মূলতানাধিকার করণ প্রত্যাশা করেন।

ভাগলপুরের পত্রে লেখে ফলাদ ঘাট হইয়া স্যার লরেন্স সাহেব মূলতানে গিয়াছেন, ভাওলপুরের নওয়াবকে এমত লেখেন সপ্তাহের মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কোন পত্রে লেখে লারেন্স সাহেব মূলতানে দুই এক দিনের মধ্যে আগত হইবেন, অতএব ইহার নিশ্চয়াবধারণ করা কঠিন তথাপিও শেষোক্ত সম্বাদ সঠীক বোধ হইতেছে।"

সের সিংহের বিপক্ষে ২৯ তারিখে প্রধান সেনাপতির অধীন সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইয়াছেন এইমাত্র বিশেষ সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, রামনগর হইতে চীনকোটস্থানে যে তোপ ও সৈন্য প্রেরণানুমতি হয় তাহা রহিত হইয়াছে অশ্বারোহী দ্বিতীয় ব্রিগেড উজিরাবাদ হইতে রামনগরে প্রেরিত হইতেছে, ৩০ তারিখে তথায় পঁহুছিতে পারে, রোহসাহেবের এক জন খেজমৎগার জেনরল থেকওএলের সিবিরে আসিয়া প্রকাশ করে তাহার প্রভুকে শত্রুগণ ক্লেশ দেয় নাই, সরদার ছত্র সিংহ অটক দুর্গাক্রমণ হইতে নিবর্ত্ত হইয়াছেন, ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত হারবরট সাহেব এবং ২৪ তারিখ পর্য্যন্ত এবট সাহেব শত্রু আক্রমণ নিবারণক্ষম হইয়াছেন, কথিত হয় দোস্ত মহম্মদ খাঁ ছত্র সিংহের হস্ত হইতে লরেন্স সাহেবকে চাহিয়াছেন তিনি ঐ সরদারকে এমত লেখেন তাহার ভ্রাতার দ্বারা তিনি ঐ সাহেবকে হস্তগত করিয়াছেন অতএব তাঁহাকে ফিরাইয়া না দিলে তাহার অপমান করা হয়।

আমারদিগের প্রধান রথি মহাশয় ঐ তারিখে জেনরল থেকওলের সিবির দর্শন করেন, ব্যক্ত এই যে শেষোক্ত সেনাপতি ২ তারিখ পর্য্যন্ত প্রধান সাহেবের সৈন্য সহ সংযুক্ত হইবেন।

৩ জানুয়ারীর দিল্লীগজেট পত্রে লেখে দোস্ত মহম্মদ স্বীয় তিন সন্তান ও ৮ সহস্র সৈন্য লইয়া পেসোয়র প্রদেশে পঁহুছিয়াছেন, কথিত হয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ছত্র সিংহের সহিত সন্ধি নির্ব্বন্ধ করিবেন।

ব্রিগেডিয়ার হুইলর সাহেব বিয়াজ নদী উত্তীর্ণ হইয়া ২৮ তারিখে বেটেলা নামক স্থানে সিবির সংস্থাপন করিয়াছেন।

মূলতানীয় নারায়ণ সিংহ সের সিংহের সহ সংযুক্ত হইতে পারেন নাই।

নেপাল। উক্ত রাজ্যপাল্ল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন ইহাতেই আমারদিগের রাজপরুষগণকে সতর্ক থাকা উচিত, যদিবা তাঁহারদিগের কোন কুমতি না হইয়া থাকে তথাপি আত্ম রক্ষা করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম, সাবধানে ভয় নাস্তি ইহা প্রত্যক্ষীভূত আছে, এবিষয়ে আমারদিগের রাজপরুষেরা পূর্ব্বে সতর্ক না হইলে নিন্দনীয় হইতে পারেন, আমরা ইংরাজী পত্রপাঠে সুখী হইলাম দিনাপুর হইতে এতদ্দেশীয় এক পলটন সিপাহী ও তথায় যে গোরা সিপাহিরা আছে তাহারা নেপালের নিকট গমনানুমতি পাইয়াছে, এতদ্ভিন্ন কলিকাতার দুর্গস্থ সৈন্য মহারাজ্ঞীর ৮০ গণিত পদাতিক দল যাহারা সম্প্রতি আগত হইয়াছিল তাহারাও তৎস্থলে প্রেরিত হইবেক।

তোপধৃত।

প্রচার হইয়াছে ভুষা সামগ্রী বোঝাই দুই খানা নৌকা হইতে কলিকাতা পোলিস সুপ্রিন্টেন্টে মেকান সাহেব ৮ টা তোপ ধৃত করিয়াছেন এই নৌকা লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে গমনীয় ছিল কিন্তু তোপ সকল যে লইয়া যাইতেছিল তাহা এপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই।

শ্রীযুত লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর ১৮৪৪ সালের আক্তোবর মাসের দশম দিবসে বিধিবদ্ধ করেন এতদ্দেশীয় বিদ্বান লোকেরা প্রার্থনা করিলে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে অন্যাপেক্ষা অগ্রে কর্ম্ম পাইবেন, ঐ বিধানানুসারে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা গত সেপ্তেম্বর মাসে টৌনহালে উক্ত কালেজীয় সুশিক্ষিত ছাত্রগণের কর্ম্ম যোগ্যত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনজন ছাত্র অর্থাৎ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, গিরীশচন্দ্র বস এই ব্যক্তিত্রয় সর্ব্বাপেক্ষা সপরীক্ষা দিয়া নিদর্শন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং বোধ হয় কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্টকে ওপরীক্ষিত ছাত্রদিগের বিষয় জানাইয়া থাকিবেন অতএব উপযুক্ত ছাত্রেরা উপস্থিত মতে কর্ম্ম প্রার্থনা করিতে পারেন, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারির এবং গিরীশচন্দ্র বসের সহিত আমারদিগের আলাপ নাই, অতএব তাঁহারদিগের চরিত্রাদির বিষয় এমত সাহসিক রূপে বলিতে পারিলাম না গিরীশচন্দ্র ঘোষের চরিত্রাদির বিষয় লিখিতে যে রূপ সাহসিক হইলাম কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি যে উপযুক্ত পাত্র ইহাতে আমরা সন্দেহ করিনা।

যোড়াসাঁকো নিবাসি বদান্যবর শান্ত স্বভাব ধনাঢ্য শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যিনি স্বকার সৎকর্ম্ম দ্বারাই বিখ্যাত আছেন, বিশেষত যশস্বী বিচার কর্ত্তা শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর যাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর তাঁহার পরিচয় প্রদানার্থ আমারদিগের পরিশ্রম অপেক্ষা করেনা, গিরীশচন্দ্র ঘোষ বাবু ঐ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র সুতরাং "পিতুরবযদাচারঃ সতে তদনুবর্ত্ততে", শম্ভুবাবুর চরিত্র যেমন কলধৌত গিরীশ বাবর চরিত্র ও সেই প্রকার পবিত্র বিশেষত গিরীশ বাবু রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের ব্যবহারের অনুচর, অতএব গবর্ণমেণ্ট রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে অচিহ্নিত প্রধান বিচারপতির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া যেমন সুখী হইয়াছেন গিরীশ বাবুকে কর্ম্ম দিলে তদপেক্ষাও অধিক সুখী হইবেন, কেননা হরচন্দ্র বাবু এতদ্দেশীয় বিচারকদিগের ধৌত ব্যবহার দেখিয়া ধৌত ব্যবহার হয়েন নাই, তাঁহার স্বভাবে সদগুণ সকলকে আকর্ষণ করিয়াছে, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর যে আসনে বসিয়া বিচার করেন এই আসনই লোভির আসন ছিল, হরচন্দ্র বাবু স্বভাব গুণে তাহা শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন অতএব রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারকদিগের সৎ প্রবৃত্তির একজন পথ প্রদর্শক, তাঁহার ভ্রাতৃষ্পুত্র বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ পিতৃব্য কৃত সৎপথ দেখিয়াছেন অতএব তিনি সেই পথ আরো পরিসর করিবেন।

যোড়াসাঁকো নিবাসি ঘোষ মহাশয়দিগের বাটীতে বিদ্যালাপ ব্যতীত অন্যালাপ নাই স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলে কেবল বিদ্যালাপে রত, ক্ষুদ্র২ বালিকারাও শিল্প কর্ম্মে এমত নিপুণা হইয়াছে আমরা তাহারদিগের কৃত বিচিত্র পাদুকাদি দর্শনে চিত্র জ্ঞান করিয়াছি, রায় হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার বাটীর বালক বালিকাদি তাবৎকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, হরচন্দ্র বাবুর মাতা যোড়াসাঁকো নিবাসি অতি বিখ্যাত সিংহ মহাশয়দিগের পরিবার, সিংহপরিবারে সিংহপরিবারই জন্ম গ্রহণ করেন, অতএব ঘোষ বাবুদিগের বাটীতে বালক বালিকাদি সুশিক্ষিত হইবে ইহা স্বভাসিদ্ধ।

বাঙ্গালব্যাঙ্ক।

অবগতি হইল বাঙ্গালব্যাঙ্কের নায়েব দেওয়ান শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র সেন তথাকার দেওয়ানি ও খাজাঞ্চি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পলায়ণ।

লাডোয়ার পদচ্যুত রাজা অজিত সিংহ পলায়ণ করিয়াছেন ইংলিসমেন পত্রে সর্ব্বাগ্রে এতদ্বার্ত্তা প্রকাশ হয় আমরা তৎকালে ইহার সত্যতার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎপরে মোফস্বলে লাইট এবং দিল্লীগেজেট পত্রের সম্বাদ দাতারাও এই বিষয় লেখেন অতএব তিন পত্রে প্রকাশিত সম্বাদ এইক্ষণে গ্রহণ যোগ্য বুঝিলাম। কথিত হয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজার প্রহরি কার্য্য একজন মাত্র চাপরাশী রাখিয়াছিলেন, তাহাকে হতক রিয়া রাজ স্বদল ৩০ জন ও দ্রব্যাদি সহ পলায়ন করিয়াছেন, পাঠকগণ স্মরণ করিবেন ইনি গত শীকযুদ্ধে লুধিয়ানা দগ্ধ করণাপরাধে পদচ্যুত হন অতএব পুনর্ব্বার উপদ্রব করিতেও পারেন।

লেডী ডেলহৌসী

২ জেনুয়ারীতে শ্রীমতী লেডী আগ্রা হইতে

যত্রা করিবেন, আলীগড় হইতে তিনি দিল্লী অগ্রে ১৬ তারিখ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন।

অরাজকতা এবং নিষ্ঠুরতা।

আমরা কোন বিশ্বাসযোগ্য লোকের স্থানে শুনিলাম দমদমার মাঠে কোন ব্যক্তি তাহার একগো বন্ধন করিয়া রাখিয়াগিয়াছিল, সেইসময়ে দুইজন গৌরাঙ্গ কয়েকটা কুক্কুর সহিত ঐ মাঠে শৃগাল বধার্থ গমন করেন কিন্তু শৃগাল না পাইয়া ঐ বদ্ধ গোর উপর কুক্কুর ছাড়িয়া দিলেন, হা কি দুঃখ, আট মাস গর্ভিণী গো একপ্রকার অসমর্থা হইয়াছিল, তাহাতেও রজ্জু বদ্ধা, আট নয়টা শিকারি কুক্কুর পড়িয়া প্রথম তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া পরিশেষে দুইটা বৃহৎ কুক্কুর যখন গলায় কামড় দিয়া ঝুলিয়া রহিল তখন ঐ গর্ভিণী গো ভূমিতে পতিতা হইল, পরে সাহেবরা দেখিলেন গোহত্যা শেষ হইয়াছে তখন কুক্কুর সকলকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, কিছু কাল পরে গৃহস্থ আসিয়া দেখিল শকুনেরা ঐ গোমাংস বিভাগ করিয়া লইতেছে, এবং নিকটস্থ লোকেরা কহিল সাহেবেরা এই কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন ঐ গরীব গৃহস্থের অন্তঃকরণ কিরূপ বিকল হইয়াছিল তাহা সেই জানে আর পরমেশ্বর জানেন।

NOTICE.

THE LONDON BAZAR.
NO. 4, HARE STREET.
MESDAMES THOMAS
AND Co.

This Establishment opened on the 1st of January 1849.

The trade and private individuals who may desire to send articles on Commission sale, are requested to communicate their wishes without delay. Every variety of goods will be received on the usual terms, provided they are of first-rate quality and at moderate prices.

MESDAMES THOMAS AND COMPANY will not pretend to blazon forth within the limits of an advertisement the value of the several articles which occupy the tables and cases of the LONDON BAZAR they must be content to state generally that nothing has been received that is not of the freshest and finest quality; and to express a hope that their best advertisement will be the impression left upon the minds of visitors and purchasers at their Establishment. It may be as well, however, to allude briefly to the single circumstance that their stock includes amongst a variety of elegant and useful articles of almost every description, [*Books, Engravings, Ornamental Glass—Ware, Perfumery,* &c &c.] a remarkable choice investment of MILLINERY by the last mail from one of the most fashionable houses in London.

*** Ladies wishing to send in elegant fancy articles for sale [in however small or large a quantity] for the benefit of poor individuals, or for any public charitable institution, will be charged only half the usual commission, namely, 4 per cent instead of 8; and persons of either sex, of respectable connections, whom the pressure of the times may have compelled to turn their accomplishments to account, but who may feel somewhat reluctant to appear publicly as traders may transact business with this establishment in the most private and confidential manner. The word "*private*" on the envelope of a letter would secure the contents from being known to any but the head of the establishment.

বিজ্ঞাপন।

লাণ্ডন বাজার।
৪ নম্বর হেয়ার ইষ্ট্রীট।
মেসডেম্‌স তামস এণ্ড
কোম্পানি।

এই বাণিজ্যালয়ের কার্য্য ১৮৪৯ সালের ১ জানুআরি তারিখে আরম্ভ হইয়াছে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা বণিক ও অপর সাধারণ ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা যদ্যপি কোন প্রকার দ্রব্যাদি কমিসনের নিয়মানুসারে বিক্রয় করণের অভিলাষ করেন তবে তাঁহারা তাহা অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন, যথা নিয়মানুসারে সকল প্রকার দ্রব্যাদি গ্রহণ করা যাইবেক, কিন্তু দ্রব্যাদির গুণ উত্তম অথচ মূল্য শস্তা হইবেক।

মেসডেম্‌স তামস এণ্ড কোম্পানির লাণ্ডন বাজারের টেবিলে ও কেসে যে সকল দ্রব্যাদি থাকিবেক তাঁহারা তত্তাবতের বাহুল্য বর্ণন ও বিজ্ঞাপন স্থলে প্রকাশ করণের মানস করেন না, তাঁহারা এইমাত্র বলিতে অভিলাষ করেন যে, যেসকল দ্রব্যাদি গৃহীত হইয়াছে এবং হইবেক, তত্তাবৎ টাটকা ও অতি উত্তম, এবং তাঁহারা ভরসা করেন যে তাঁহারদিগের বাজারে দর্শকগণ ও ক্রেতাগণ আগমন পূর্ব্বক দ্রব্যাদি দৃষ্টি করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন তাহাই তাঁহারদিগের বিজ্ঞাপন হইবেক, এই স্থলে বিশেষরূপে কেবল এক বিষয় জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারদিগের দ্রব্যাদির মধ্যে নানা প্রকার সদৃশ্য এবং ব্যবহারযোগ্য উত্তম দ্রব্য আছে যথা নানা প্রকার পুস্তক, ও খোদকারি দ্রব্য ও কায করা গ্লাস, সৌগন্ধ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং বিলাতের খ্যাতাপন্ন এক হৌস হইতে গত মেইল দ্বারা আমদানি অতি উৎকৃষ্ট অথচ পচ্ছন্দ সহি মিলিনরি অর্থাৎ পোসাক সম্বন্ধীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে।

*** বিবি দিগের মধ্যে যাঁহারা অল্প বা অধিক পরিমিত ফেন্সি দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ পাঠাইবেন, এবং যাহার উৎপন্ন কেবল দুঃখি লোকদিগের অথবা কোন দাতব্য বিষয়ের সাহায্য নিমিত্ত বিতরণ হইবেক, সেই সকল দ্রব্যাদির উপর অর্দ্ধেক কমিসন অর্থাৎ ৮ পরসেন্ট না লইয়া ৪ পরসেন্ট গ্রহণ করা যাইবেক, কোন সদ্বংশজ পুরুষ বা স্ত্রীলোক সময়ের বৈগুণ্য জন্য যদ্যপি কোন প্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন, তবে তাঁহারদিগের নিকট হইতেও ঐরূপ কমিস্যন গৃহীত হইবেক, যাঁহারা প্রকাশ্যরূপে দ্রব্যাদি বিক্রয় করণে লজ্জিত ও সাঙ্কোচিত হয়েন, এই বাণিজ্যালয় দ্বারা তাঁহারা অতি গোপনে অথচ বিশ্বস্তরূপে তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন তাঁহারা যে পত্র পাঠাইবেন, সেই পত্রের খামের উপর "প্রাইবেট" অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়, এই শব্দ লিখিয়া দিলে এই বাণিজ্যালয়ের কর্ত্তাপক্ষ ব্যতীত অপর কেহ তদ্বিষয় জানিতে পারিবেন না।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যগত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নস্যারিতেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্ সুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৬৮ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৯ জানুআরি। খ্রীষ্টাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ৭ মাঘ শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.
সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।
কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সহায়্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যেসকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির
মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানি দিগের কলিকাতাস্থ ক্রয়ালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্না খচিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নকসা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপ্পাযুক্ত ডেমসকস্ দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস্ দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, ফারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ই[illegible]ক মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ [illegible] নিশ্চয় পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং [illegible] শত্রু উৎকৃষ্ট লেখা [illegible] দিক কি

উক্ত দ্রব্যা[illegible] সকল এইক্ষণে স[illegible]খিতে পা দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্র[illegible] বিবেচনার

ম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের কেটেলাগ অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের তালিকা ইংরাজী এবং পারস্য ভাষায় প্রস্তুত হইলেই অল্প দিবসের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।

LATTEY BROTHERS & Co.
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ফ্রান্সদেশীয় শ্রীযুত পি মেথি সাহেব ৩০ জানুআরি বেলা সাড়ে চারিঘণ্টা কালে শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের শিতীর বাগানে বেলুন যন্ত্রে উড্ডীয়মান হইবেন, বেলুনের পরিমাণ উর্দ্ধে ১২০ ফুট, বেষ্টন ১৬০ ফুট, দর্শক দিগের নিমিত্ত টিকীটের মূল্য এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যাঁহারা অগ্রে গ্রাহক হইবেন তাঁহারা প্রথম টিকীট ৬ টাকা দ্বিতীয় টিকীট ৪ টাকা, তৃতীয় টিকীট ২ টাকা মূল্যে পাইবেন কিন্তু ঐ দিনে বাগানের দ্বারে ক্রয় করিলে কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য হইবেক।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।
৬ নম্বর।
১৮৪৮ সাল ২৮ ডিসেম্বর।

শ্রীযুত মীরজা মহম্মদ সাদিকের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু নকুড়চন্দ্র চৌধুরী হাজারীবাগের প্রধান সদর আমীন হইবেন।

শ্রীযুত বাবু নকুড়চন্দ্র চৌধুরীর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত মীরজা মহম্মদ সাদিক সারণের প্রধান সদর আমীন হইবেন।

১৮৪৯ সাল ২ জানুআরি।

deci শ্রীযুত পাদরি এ গাষ্টিন সাহেব সেন্টপাল নামক জনালয়ে ছোট ধর্ম্মোপদেশকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ Mo করিবেন।

not prete
of an adve
articles whic
the LONDC
content to sta
been received

ছুটী।
১৮৪৮ সাল ২৮ ডিসেম্বর।

...র একটিং জাযিষ্টেট শ্রীযুত ডবলিউ বিবকল সাহেব গত মাসের ২৯ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে আগামি মাসের ৫ তারিখ অবধি একমাসের ছুটী পাইয়াছেন।

জে পি গ্রাণ্ট।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

সম্বাদ ভাস্কর

সংগ্রামিক সমাচার।

মুলতান নগর বৃটিস হস্তগত হইলে আমারদিগের সেনাপতি মহাশয় দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তত্রস্থ আপন অধীন যোদ্ধাগণকে প্রজা বিনাশ করণে বারণ করেন, তথাচ সৈন্যেরা লুঠ করিতে ত্রুটি করে নাই, সেনাপতি মহাশয় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সকল একত্র করিতে আদেশ করিয়াছেন তদনুসারে প্রকাশ্য মতে তাহাই হইতেছে কিন্তু সেনাগণ সঙ্গোপনে অর্থ লাভের প্রতি অধিক সচেষ্ট আছে এজন্য তিনি প্রহরিগণ নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা নগর হইতে শিবির বাহক ও সিপাহিগণের বাহির গমনকালে অনুসন্ধান লয় কথিত হয় ... লক্ষ মুদ্রার লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে পশ্বাদিই অনেক, তাহা কদাচ প্রকৃত মূল্যে বিক্রয় হইবেক না, যুদ্ধকালে ইহারদিগের আহার প্রদান কষ্ট সাধ্য হইবেক, অতএব পশ্বাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

হরকরা, ষ্টার, ইংলিসমেন প্রভৃতি পত্র সকলের সংবাদ দাতারা লেখেন ৫ তারিখে মূলরাজের স্বহস্ত লিখিত ও মোহরাঙ্কিত এক লিপী সহ এক দূত দুর্গের বহির্ভাগে আগত হয় তাহাতে বৃটিস সৈন্যেরা তাহাকে জেনরল হুইস সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, প্রচার এইরূপ মূলরাজ এতল্লিপী মধ্যে লিখিয়াছিলেন যদি বৃটিস পক্ষীয়েরা অঙ্গীকার করেন তাঁহারজীবনরক্ষা করিবেন তবে দুর্গ তাঁহারদিগকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কথিত হয় আমারদিগের সেনাপতি মহাশয় এতদুত্তরে এই মাত্র বলিয়াছেন তিনি কোন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া সন্ধি করিতে চাহেন না, অতএব মূলরাজ প্রাণের আশায় নৈরাশ হইয়া বৃটিসসেনার প্রতি গোলাক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, প্রচার এইরূপ তাঁহার ৫০ শত রোহিলা সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করণে প্রস্তুত হইয়াছে, বৃটিস সেনাপতি ইহারদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, ইহা সত্য হইলে মূলরাজের অন্য যোদ্ধাগণ এতদৃষ্টান্তানুগামী হইতে পারে।

কলিকাতা ষ্টার পত্রের এক পত্র প্রেরক বলেন মূলতানীয় দুর্গ অতি উচ্চ ও গড়ানে স্থানে নির্ম্মিত প্রযুক্ত আমারদিগের সৈন্যগণ তাহার নিকটবর্ত্তি হইতে পারিতেছেন না এবং যে কৌশলে ও নিয়মেনগরাধিকার হইয়াছে সেরূপে আমারদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেক না, আমরা যত যাহা আরম্ভ করিয়াছি আর যাহা করিতে হইবেক তাহার তুলনা করিতে হইলে বলিতে হয় নগরাধিকারে বাল্য ক্রীড়া হইয়াছে, পত্র প্রেরকের এইরূপ লেখাতে আমরা অনুভব করি অধিক আয়াস ও সৈন্য ক্ষয় ভিন্ন তদ্দুর্গাধিকার হইবেক না, বিশেষত অন্য পত্র প্রেরকেরা যখন এমত লিখিতেছেন মূলরাজের ধনজনের এপর্য্যন্ত অপ্রতুল হয় নাই তখন আমার দিগের অনুমান অন্যায় বলা যায় না।

কোন পত্রদ্বারা এমত জ্ঞাত হইলাম বৃটিস ইঞ্জিনিয়র সাহেবেরা অবধারিত করিয়াছেন উক্ত দুর্গ বারুদ দ্বারা উড়াইয়া দিবেন, এতদ্ভিন্ন তদধিকারের আর সদুপায় নাই, কথিত হয় আমারদিগের সেনা দলস্থেরা তাহার উপায়ারম্ভ করিয়াছেন, মূলতানের মৃত্তিকা অতি কঠিন এইজন্য বিলম্ব সম্ভাবনা, অন্য কোন লেখক বলেন মূলতানে এত বারুদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎযোগেই দুর্গ বিনাশ করা যাইবেক, আমার দিগের সেনাপতিগণ নিশ্চিন্ত নহেন তাঁহারা নানা উপায় করিতেছেন, সুকৌশলীগণের মন্ত্রণাতে অবশ্য কোন সদুপায় হইবেক, মূলতানীয়দুর্গের চতুর্ভিতে আমারদিগের বৃহৎ২ তোপ ও মর্টর সকল যোজন হইতেছে, তদ্দ্বারা যদি প্রাচীর ভঙ্গ হয় তবে কোন কথাই নাই, কিন্তু ষ্টার পত্রের কোন পত্রপ্রেরক লেখেন এমত সুনিয়মে দুর্গ গঠিত হইয়াছে ইহার প্রতিস্থানেতেই দুর্গস্থিত প্রায় অর্দ্ধেক তোপের গোলা বৃষ্টি হইতে পারে, এবং যখন নগরের প্রাচীর ভঙ্গ করিতে বৃটিস পক্ষীয়েরা অপরিমিত ক্লেশ পাইয়াছেন তখন কঠিনদুর্গের প্রাচীরভঙ্গ করিতে ততোধিক ক্লেশ হইবেক ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, মূলতান রাজ্য সম্যক প্রকারে জয় করিতে বিলম্ব আছে. তবে বৃটিস বল কৌশল ও কপাল বলে ইহা অনায়াসে হইলেও হইতে পারে।

ব্রিগে ডিয়র হুইলর সাহেব মূলতানীয় কার্য্যের এজেণ্ট হইবেন।

ষ্টার পত্রে ব্যক্ত করে লেপটেনেণ্ট নিউরল সাহেবের নিক্ষিপ্ত গোলাতেই মূলরাজের বারুদ খানা দগ্ধ হয়।

রাজা সের সিংহ।

উক্ত রাজা এপর্য্যন্ত পূর্ব্বস্থানে সংস্থাপিত আছেন, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি বৃহৎ২ তোপ সকল নীত করণাদেশ দিয়াছেন, ইহাতেই কেহ কহেন সপ্তাহের মধ্যে সংগ্রাম সংঘটন সম্ভাবনা, জেনরল থেকওয়েলের সেনাগণ এইক্ষণে মৃগয়াদি ক্রিয়াতে কাল যাপন করিতেছেন।

কোন পত্রে লেখে মূলতানীয় নারায়ণ সিংহ সসৈন্যে এমামুদ্দীন কর্ত্তৃক পরাজিত ও ধৃত হইয়া লাহোরে নীত হইতেছেন, কিন্তু এতদ্বার্ত্তার সমূলকতা বোধ হয় না।

এই রূপ একাশ দোয়াব রাজ্যে যে রাম সিংহ উপদ্রব উপস্থিত করেন তিনিও ধৃত হইয়াছেন, কিন্তু ১০।১২ তারিখের মফস্বললাইট পত্রে লেখে তিনি এপর্য্যন্ত ধৃত হন নাই।

কর্ণেল স্যার লরেন্স।

বুধবারীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয় কর্ণেল লরেন্স সাহেব ৭ তারিখে শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসির সিবিরে মূলতান নগরাধিকার করণ সম্বাদ লইয়া উপস্থিত হন, বুধবারের ষ্টারে লেখে তিনি পূর্ব্বোক্ত শুভ সম্বাদ সহ ৬ তারিখে তথায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বৃহস্পতিবারের ইংলিসমেনে লেখে ৯ ... রেন্স সাহেব আগত হয়েন, এই ... বিষয়ে এত অনৈক্য কেন হয় আমরা ... পারিলাম না, শ্রীযুত লরেন্স সাহেব কস্বরায় প্র... রেন, সেনাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ... পূর্ব্বপদে অভিষিক্ত হইবেন, কোন পত্রে লেখে পঞ্জাব রাজ্য ইহার পরে বৃটিস রাজ্যভুক্ত হইবেক এবং লরেন্স সাহেব তত্রস্থালে প্রেসিডেণ্ট গবরণর উপাধি বিশিষ্ট হইয়া তদ্রাজ্য শাসন করিবেন, আগ্রা মেসেঞ্জর ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া এবং অন্য পত্রের পত্র প্রেরকেরা এমত লিখিতেছেন মূলতান প্রদেশ ভাওলপুরের নবাবকে ও পেসোয়র প্রদেশ দোস্ত মহম্মদ খাঁকে, আর কতক রাজ্য রাজা গোলাপ সিংহকে দিয়া লাহোরাদি কতকস্থান বৃটিস রাজ্যভুক্ত হইবেক কিন্তু নিরপরাধি রাজা দলিপ সিংহ কোন্ অপরাধে রাজ্যচ্যুত হন ইহা আমরা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

বোম্বাই রাজ্যস্থ প্রসিদ্ধ ধনী ও বদান্যবর স্যর জেমসেটজী জিজিভাই পারসী মহাশয় তাঁহার স্বনাম প্রসিদ্ধ এক "বেনেবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন" সংস্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে তিন লক্ষ মুদ্রা ও বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ২৫ অংশ ন্যস্ত করিয়াছেন এই মূলধনের বৃদ্ধি হইতে তাঁহার স্বজাতীয় দুঃখাক্রান্ত দীন হীন লোকেরদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও বিবাহাদি এবং বালকদিগের ইংরাজী শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক, এবং পারসী পঞ্চাইত এই সদনুষ্ঠানে বাঙ্গাল ... খানি অংশ প্রদান করিয়াছেন ... খিত টাকার ৬ টাকা শতকরা সুদ ... হাতে বার্ষিক ৪০০০০ সহস্র মুদ্রা হইবেক এই অর্থ দ্বারা দাতার অভীষ্ট সিদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আমরা পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ লিখন কালে হর্ষ বিষাদে আক্রান্ত হইলাম অহ্লাদের কারণ এই যে সৎকীর্ত্তিমান মহৎ ব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন করিলাম এবং আক্ষেপের হেতু এই যে বঙ্গরাজ্যের বর্ত্তমান ধনি সম্প্রদায় এমত দানাঙ্ক লিখিতে পারিবে না, উক্ত শ্রীযুক্ত পারসি মহাশয় ম... এমত অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য দান শৌণ্ড নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অতএব আমরা একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করি পরমেশ্বর এমত সুমতি সক্ষম সাধু ব্যক্তিকে সুস্থাবস্থায় দীর্ঘজীবী করুন।

সদর দেওয়ানী আদালত।

উক্ত ... এবং মক্তার ... দয়ের এক ... মের পরিবর্ত্তন করণে আমরা রাজপুরুষদিগকে উপরোধ করণার্থ প্রার্থনা করি তাঁহারা আমারদিগের উক্তির প্রতি মনোযোগ করেন।

পূর্ব্বে প্রথা ছিল বাদি প্রতিবাদিরা উকীল নিয়োগ করিয়া তাঁহারদিগের বেতন উক্ত বিচারাগারের ধনকোষে ন্যস্ত করিতেন, পরে বিচারান্তে উকীলেরা আপন২ প্রাপ্য বেতন সেইস্থান হইতে লইতেন কিন্তু ১৮৩৩ সালের ১২ আইন দ্বারা রাজপুরুষেরা এ নিয়ম উত্তোলন করেন, অর্থিপ্রত্যর্থিগণ তদবধি উকীলদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারদিগের বেতন দিতেছেন অতএব রাজকোষের সহিত কোন হিসাব নাই।

এই নবীন নিয়মে রাজপুরুষদিগের বিশেষ কোন উপকার দেখি না, কিন্তু প্রজার অনিষ্ট হইতেছে, মধ্যে২ এমত ঘটনা হয় কোন উকীল এক বিষয় পরিচালনার্থ আপন বেতন লইয়া তৎপরে স্থানান্তর বা লোকান্তর হন, অতএব দ্বিতীয় উকীল নিযুক্ত করণাবশ্যক বিধায় অর্থিপ্রত্যর্থিগণ অকারণ ব্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, ইহাতে রাজপুরুষেরা বলিতে পারেন এমত ঘটনা প্রায় হয় না কিন্তু আমরা তাঁহারদিগের প্রবোধার্থ অনেক উদাহরণ দর্শাইতে প... তে তাহারদিগের হানি মাত্র ... ইষ্টলাভ আছে এমত বিষয় ... করিবেন ইহা আমরা অবশ্য ... রি।

শ্রীযুক্ত লার্ড সাহেব।

গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সিবির হইতে আমারদিগের কোন বন্ধু লেখেন, এতদ্বর্ষে তদঞ্চলে অধিক শীত হইয়াছে, বোম্বাই টেলিগ্রাফ পত্রে লেখে এতদ্দেশস্থ বায়ু বারির সহিত শ্রীযুতের ঐক্য হইয়াছে, অতএব হিমান্তেই তিনি বিলাতে প্রত্যাগমন করিবেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সম্বন্ধে ... আমারদিগের এক বন্ধুর পত্র যাহা কয়েক দিবস গত হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে লিখিত হয় শ্রীযুত শীতান্তেই প্রত্যাগমন করিবেন, কিন্তু কোথায় প্রত্যাগমন করিবেন তিনি ইহা স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই, এজন্য আমরাও তৎকালে বিশেষ করিয়া বলিতে পারি নাই, যাহা হউক, আমারদিগের বন্ধুই বলুন, আর বোম্বাই সম্পাদকেরাই বলুন শ্রীযুত হঠাৎ এতদ্রাজ্য হইতে প্রস্থান করিবেন ইহা আমরা এইক্ষণে নিশ্চয় করিতে পারি না।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে লেখে সোবরণ নামক স্থানের নদীর মোহানা পরিবর্ত্ত হইয়াছে এবং শীক গড়খাই সকল ভঙ্গ হইয়াগিয়াছে, এইস্থানে শীকেরা গত যুদ্ধে শেষ পরাজিত হয়।

যোড়াসাঁকো নিবাসী বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষের ও পরীক্ষোত্তীর্ণ তৎপুত্রের গুণ ব্যাখ্যা বিষয়ক এক প্রস্তাব ভাস্করে প্রকাশ হইয়াছিল ইণ্ডিয়ান টাইম্‌স সম্পাদক তৎ প্রস্তাবানুবাদ গ্রহণপূর্ব্বক প্রকাশ করেন, ঐ শম্ভু বাবু ভাস্করের গ্রাহক কিনা, ইহাতে আমরা প্রিয় সম্পাদককে এই বলিতেছি এতদ্দেশীয় প্রধান ও বিদ্বান লোক মাত্রই ভাস্করের গ্রাহক, কিন্তু তিনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন আমরা প্রকৃত দোষগুণ কথনে শত্রু মিত্র প্রভেদ জ্ঞান করি না, নবীন সম্পাদক কিছুকাল গতে আমারদিগের স্বভাব বুঝিতে পারিবেন, না বুঝিয়া ব্যঙ্গোক্তি করণ সুবিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই ইহা স্মরণ রাখিবেন।

ক্র

পক্ষির যুদ্ধ।

ম্পানির কুঠীতে রাখ
দ্রব্যের কেটেলাগ অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের
তালিকা ইংরাজী
ইলেই অল্প দিবে
প্রেরণ করা য

রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় এবং ... লচাঁদ মিত্র একপক্ষ এবং শ্রীযুক্ত ... মল্লিক বাবু প্রাণকৃষ্ণ সেন বাবু ক... প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি পক্ষান্তর হ... পক্ষিযুদ্ধার্থ পাতুরিয়া ঘাটাস্থ ১৬৯ নং বাটীতে গত রবিবারে সভা করিয়াছিলেন, পরে ১০ ঘণ্টা সময়ে যুদ্ধারম্ভ হইয়া দুই প্রহর ৩ ঘটিকা কালে সমাধা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ দেব ও শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন বশাথ উভয়ে মধ্যস্থ ছিলেন, এবৎসর যেরূপ পক্ষির যুদ্ধ হয় এমত আশ্চর্য্য যুদ্ধ কখন দেখা শুনা যায় নাই, রাজমিত্র পক্ষীয় একজন পক্ষিশিক্ষক অর্থাৎ খলিপার বিপক্ষ পক্ষে চারিজন খলিপা একেবারে পরাভূত হয়, রাজমিত্র পক্ষীয় একজন খলিপার পক্ষিরা বিপক্ষপক্ষীয় ২৫ পক্ষিকে জয়করে, বিপক্ষ পক্ষের কেবল ৩ টি পক্ষী জয়ী হইয়াছিল, কিন্তু সে জয়কে পরাজয় বলিলেও বলা যায়, কেননা একটা পক্ষী মৃতবৎ হইয়া ভূমিতলে পতিত থাকিয়া জয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা হউক, রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় যিনি উনিয়ন ব্যাঙ্কে ... য়ে ব্যাকুল ছিলেন তিনি ও এই জয়ে ... হইয়া খলিপাকে অন... ন।

এক ঘোড়াশাল

সর্ব্ব সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ফ্রান্সদেশীয় শ্রীযুত পি মেগ্রি সাহেব ৩০ জানুআরি বেলা সাড়ে চারিঘণ্টা কালে শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের শিতীর বাগানে বেলুন যন্ত্রে উড্ডীয়মান হইবেন, বেলনের পরিমাণ উর্দ্ধে ১২০ ফুট, বেষ্টনু ১৬০ ফুট, এই বৃহৎ বেলুন ইতঃপূর্ব্বে এতদ্দেশে কখন দেখা যায় নাই এবং ইহার সুরম্যতা দর্শনে সাধারণে অবশ্য আমোদযুক্ত হইবেন টিকীটের মূল্য এই নিদ্ধারিত হইয়াছে যাঁহারা অগ্রে গ্রাহক হইবেন তাঁহারা প্রথম ক্লাস টিকীট ৬ টাকা দ্বিতীয় ক্লাস টিকীট ৪ টাকা, তৃতীয় ক্লাস টিকীট ২ টাকা মূল্যে পাইবেন কিন্তু ঐ দিনে বাগানের দ্বারে ক্রয় করিলে টিকিট ভেদে ৮।৬।৪ টাকা মূল্য হইবেক।

স্বাক্ষরকারিরা পুস্তক ও টিকিট সকল মেসুয়ার্স বারকিংইয়ং, স্পেন্স, বৌণ, উইলসন, বড্ডী এবং ইংলিসমেন আফিসে এবঞ্চ মাষ্টর পি মেগ্রি সাহেবের ডোমটুলীস্থ ৫৫ নং বাটীতে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন।

সংক্ষিপ্ত সেল।

---

৮ সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আমামি ২৫

...শ্রাদ্ধে আড়ম্বর দেখাইবার মানসে ... রি যোড়শ ... শয়্যাদি ... গাড়ু এবং শত্মুরশি থালার দ্বারা ... তা করিয়া শোভা দেখাইয়াছিলেন কিন্তু পরে রাত্রিযোগে ঐ সকল দ্রব্যাদি বেং দোকান হইতে ভাড়ায় আনীত হইয়াছিল তাহা প্রায়সমুদায়সেই সকল দোকানে প্রেরণ করিয়াছেন, পরম্পরা শুনিলাম ঘোষ বাবু যাঁহার পিতামহের পৃষ্ঠে চুড়কের দাগ ছিল তিনিই এই শ্রাদ্ধের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারি পরামর্শে এই কর্ম্ম হইয়াছে তাং ৪ মাঘ সন ১২৫৫ সাল।

শ্যামবাজার নিবাসি জনানাং।

...দীন হীম পোষক সজ্জন মনস্তোষক শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় করুণা সাগরেষু।

মহাশয় রাজার রাজ্যস্থায়ীত্বের এবং প্রজার চিরমঙ্গলরসম্ভাবনা কেবল রাজা ও মন্ত্রীউভয়ের এক... এবং সুনিয়ম ... , মৌজা মকপুর ... মৌজা ... কলা, মৌজা গাড়রা, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকমারি, মৌজা তারিণীনগর মৌজা রায় চন্দ্রপুর বেনাম ছোটি আন্দলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবাঙ্গা মৌজা গোজরা, মৌজা রাজিবপুর, সন্তোষপুর, বেনামজপুর, মৌজা বাগয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুটিমারি, মৌজা অন্নদাপুর, বিনাম ধরমপুর, মৌজা চড়কপোত, মৌজা জলকর গেরাতোর গোপীনাথপুর মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতনারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর মৌজা গোবিপুর, মৌজা সাহেব নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ওখড়াপরগনার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতলা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৬ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদি...

...যে ... এক সুখ ... রিমনার ... কর্ম্ম সম্পন্ন করণেচ্ছু ... উভয়ই পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন অতএব অশোক ... সুখ বাসরে বিরাজ করত একাগ্রচিত্তে ... আরাধনা করিতেছেন সিরিস্তাদার বাবুকে ... অন্তরে ... ত্যাগ না করে কিন্তু মহাশয় এস্থলের কি, না জানেন তাহার বর্ণাবলী এই জগদ্ব্যাপী ভাস্করে কতবার প্রকাশ পাইয়াছে, তদতিরিক্ত বক্তব্য, সিরিস্তাদার বাবুর আগমনে দুষ্টদিগের দস্যুবৃত্তির প্রাবল্য হওনে এক্ষণে আর আমলা সমস্তের যোড়শোপচারে পূজা কে, করে, সহজেই পূষ্টপেটের ... এবং ... নষ্ট ধর্ম্মের ... বাধা হেতু সিরিস্তাদার বাবুর অনিষ্ট জন্য নষ্টচক্রের সন্ধান হইতেছে ইহাতে সজ্জন মনে ভয়ের বিষয় হইলেও নিভয়ের ... এই যে ... কর্ম্ম ধর্ম্ম ই করিবেন, ধর্ম্মাবতার ... মন্ত্রিবিচারপতিদিগের সূক্ষ্ম বিবেচনার ... দুষ্ট বংশ নিঃসন্দে...

...ম তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়াঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপ চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরির ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮ আটবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপ চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তরদিগে পালচৌধুরির ভূমি। পশ্চিমদিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যাপাধ্যায়ের বাসা বাটী। এবং পূর্ব্বদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বেবোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সম্ দিতে নব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বায়গুণাম্বুলোক ... দোনান্ধকারে জ্ঝতঃ।
নানা দেশ বিলানএব নিঃ ... রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৭০ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৬ জানুআরি। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১৪ মাঘ শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সহায়্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নি

কলিকাতা: }
২৪ জানুআরি ১৮৪৮। }

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রম শোধন।

আমরা সমাচারদাতার কথাপ্রমাণে গত মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে লিখিয়াছিলাম বাঙ্গালব্যাঙ্কের ধনরক্ষক শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র সেনের এই কর্ম্মের জন্য শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আমানৎ রাখেন, এবং লক্ষ টাকার জামীন হন, আর ভূকৈলাসাধিপতি শ্রীযুত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর লক্ষটাকার জামীন হইয়াছেন কিন্তু এইক্ষণে নিশ্চিত জানাগেল গোবিন্দ বাবুই দুই লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ রাখিয়া স্বয়ং এক লক্ষ টাকার জামীন হইয়াছেন।

সদর দেওয়ানী।

গবর্ণমেণ্টের ২২ জানুআরির লিপ্যনুসারে সদরের টেম্পোরারী জজ জেকসন সাহেব, জজ পদাভিষিক্ত হইয়া, টকর সাহেবের ইংরাজী সম্পর্কীয় তাবৎ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন এতদ্ভিন্ন সদরের ডিক্রী জারী ও মোৎফরেকাৎ বিচার করিবেন।

ইংলিসমেন পত্র হইতে।

শীকেরদের পরাজয়।

লাহোর ১৬ জানুআরি। আমারদিগের প্রধান সেনাপতি, সেরসিংহকে পরাজয় করি...

...হারা অশৃঙ্খলতা পূর্ব্বক পশ্চাদবর্ত্তি হইল, ...মি দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি ১৪ গণিত ড্রেগুণ সৈন্যেরা ভীতপ্রযুক্ত ১০। ১২ টা ... আরোহি তোপ হারাই, এই দল বিপক্ষীয় এক সম্প্রদা অশ্বারোহির বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া তাহারদিগের সম্মুখবর্ত্তি হইবামাত্র ভয়ে পলায়নপর হয়, ইহাতেই তোপ সকল অরক্ষিতাবস্থায় শত্রুদিগের হস্তগত হইল, কিন্তু শেষ সময়ে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমরা তাহারদিগের কত তোপ পাইয়াছি তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই কিন্তু কথিত হয় ১৭ টা হইবে, কিন্তু আনয়নে অশক্ত হইয়া ৫০ টা তোপের, রঞ্জকে প্রেগ বন্ধ করিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছি, এক স্কোয়াডরণ শূলধারি সৈন্য বিপক্ষ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছিল কিন্তু বীরতা পূর্ব্বক তাহারদিগের শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া পরিত্রাণ পায়, ইহারা এতৎ সংগ্রামে পূর্ব্বাপর সমসাহস প্রকাশ করিয়াছে, তৃতীয় ড্রেগুণ দল ও বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করে, ইহাতেও আমারদিগেরপক্ষে অধিক হানি হইয়াছে, প্রায় ৩ সহস্র সৈন্য হত এবং নিম্ন লিখিত সেনাপতিরা হতাহত হইয়াছেন।

হত।

কর্ণেল পেনিউইক এবং তৎপুত্র।	মহারাজ্ঞীর	২৪ দলস্থ
মেজর হেরিষ।	ঐ	ঐ
মেজর বুক।	ঐ	ঐ
লেপ্টেনেন্ট মেজ।	ঐ	২৯ দলস্থ

বা বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনস্থ তদ্দলের অদ্ধেক ... রের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জা...

...তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ ম...শুত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় ... পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত ম... দেশীয় তলবার ... মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খা... দেশীয় ছোরা সকল। ... উত্তম সোণার শাদা গো... সকল, তাহাতে আব... মেক্কা খচিত গ... যাড়ো...

পুনশ্চ ব...
ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়র...
করিতে...
ছে না, এ...
দের মধ্যে...
মন্দ কা...
সেপ্টেম্ব...
বেত হই...
বিভাগা...
ষ্ট মনো...
দিগকেই ...
তে বোম্বাইর ...

মূলতান ...
তিনগুণ অধিক ...
হারাই তন্নগরে ...
দিগের যুদ্ধের ...
লেখা যায় নাই, এজন্য বোম্বাই সৈন্যেরা দুঃখিত আছে কিন্তু ইহার এই মাত্র কারণ যে তদ্দেশীয় সেনাপতিরা কোন বিবরণ পাঠান নাই, নচেৎ তাহাও প্রকাশ হইত।

মুলতান নগরাধিকার জন্য ব্রিটিস কর্ত্তৃক গোলাক্ষেপে নগরমধ্যে প্রায় ৫০০ শত প্রজা বিনাশ হয় এবং পলায়নপর লোকেরাও সৈন্য দ্বার নিহত হইয়াছে ইহাতে ন্যূনাধিক ২০০ সহস্র লোক নিধন হইয়া থাকিবেক, নগরে এইক্ষণে শান্তি সংস্থাপন হইয়াছে।

ম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের কেটেলাগ অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের তালিকা ইংরাজী এবং পারস্য ভাষায় প্রস্তুত কইলেই অল্প দিবসের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।

LATTEY BROTHERS & Co.
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যইতেছে প্রতি শুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বেলুনের বিজ্ঞাপন।

...সুখ্যাতি ক

সর্ব্ব সাধারণকে নিবেদন করা রক ভাল মন্দ বিজ্ঞদেশীয় শ্রীযুত পি মেগ্রি সাহেবের পত্র সম্পাদকাদি ... রি বেলা সাড়ে চারিঘণ্টা কআছে।

দ্যনাথ রায়ের শিতীর প্রজার হিতকারি বিধি সৃষ্টি ... ডীয়মান হইবেন, প্রার্থনীয় এবং তাহা যদি তাঁহার ফুট, বেষ্টনু ১৷খাভিপ্রায়ে উৎপন্ন হয় তবে আমরা এতদ্দেশে স্টা হইতে বাসনা করি না।

ম্যতা
রে

শ্রীযুত লার্ডডেলহৌসী।

দিল্লী গেজেটে প্রকাশ হয় গবরণর জেনরলের সিবির মকবু স্থান হইতে ফিরোজপুরের নিকটে সংস্থাপিত হইবেক, ইহাতে তত্রস্থ রাজকোষ ও সংরক্ষা করা যাইবেক।

স্যার লরেন্স।

উক্ত সাহেব ৯ তারিখে লাহোরে গমন করিয়াছেন, ১০ তারিখে প্রধান সেনাপতির সিবিরে যাত্রা করিতে পারেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক কয়েক দিবস গত হইল আমরা লিখিয়াছিলাম নেপাল সীমা রক্ষার্থ মান্দ্রাজ হইতে সৈন্য আনয়নার্থ টেনাসেরিম নামক বাষ্পীয় তরী প্রেরিত হইয়াছে, অব

জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষত তরফ মুনসেফপুরের শামিল নিজ মুনসেফপুর, মৌজা কাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈসা, যাহা কুরলগাছি নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদর বি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সলতানপুর, মৌজা ছঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত মৌজা দশমেশ, মৌজা বেরোবলডিয়া মৌজা বৌচিত্তল, মৌজা মকুন্তপুর, মৌজা দাকুলা, মৌজা গাড়রা, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকমারি, মৌজা তারিণীনগর মৌজা রামচন্দ্রপুর বেনামী ... লিয়া, ডিহি রাজপ

প্রেরিতপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিনয় পুরঃসর নমস্কারা নিবেদন মিদং।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পংক্তি ভবদীয় ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন, প্রতি বৎসর দামোদর নদের সেতু অর্থাৎ বাঁধ ভগ্ন হইয়া হুগলি জিলাস্থ তাবদ্দেশ জলে মগ্ন হইবায় জনপদের অত্যন্ত ক্লেশ হয় এবং যদ্দ্বারা শস্যাদি জন্মিবার কোন উপায় থাকে না তদ্বিষয়ে এইক্ষণে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমত ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের এই বিষয় জ্ঞানা আবশ্যক, যে হেতুক কোম্পানি বাহাদুর পুলবন্দির খরচা জমীদারা মালগুজারীর সামিল করিয়া অগ্রেই লইয়াছেন কিন্তু তাহার উপকার কিঞ্চিন্মাত্র এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে না অতএব জমীদার মহাশয়দিগের উচিত হয় এই সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, যখন পৃথিবী জলেতে পরিপূর্ণা হয় তখন সকলেই নানা দুঃখ বিলাপ প্রকাশ করেন কিন্তু এইক্ষণে সেসকল কথা কাহারো স্মরণ নাই, গত বৎসর

গে এক রাস্তা। দক্ষিণদিগে এবং পূর্ব্বদিগে পালচৌধরীর দিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ওবন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা ও তাহার মধ্যও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপ চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে একরাস্তা। উত্তর দিগে নীলকমলপাল চৌধুরির বাগান ও খোণাহরি ধোপার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে পালচৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়াঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উ

করিয়া থাকেন।

অতএব এইক্ষণে বর্ত্তমান বৎসরে আমরা এই সকল প্রস্তাব সরকারে জ্ঞাত করাতে সরকার বিশেষমনোযোগীহইয়া উত্তমরূপে মেরামত করিতে হুকুম দিয়াছেন এবং সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বয়ং সেস্থানে ত্বরায় গমন করিয়া যাহাতে বিহিত হয় তাহা করিবেন কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে স্বত্বভোগী জমীদার মহাশয়েরা স্বয়ং একবার সেই সকল স্থান স্বচক্ষে দৃষ্টি করিলে স্বদেশ রক্ষার নিমিত্তে রাজার নিকট অনেক বাদানুবাদ করিতে ক্ষমতাবান হইতে পারেন, সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সেজ সাহেব কহিয়াছেন যে কেহ তাঁহাকে ইহার সদুপায় কহিবেন তাঁহাকে তিনি অত্যন্ত মান্য করিবেন, আমারদিগের এমত ক্ষমতাবান বন্ধু থাকিতেও জমীদার মহাশয়দিগের অনবধানতায় প্রজালোক ক্রমেতে মুমূর্ষু হইতেছে ইতি ১ মাঘ।

কস্যচিৎ প্রজাদুঃখ দর্শকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতায় শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনমান দশ বিঘা তাহা কিছুকমি হউক বা বেশীহউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীতহইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পাল চৌধুরীর ভূমি। পশ্চিমদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুষ্করিণী। উত্তর দিগে পালচৌধরীর ভাড়াটীয়া ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর ভূমি

সরিফের দপ্তরে অনেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৪ জানুআরি ১৮৪৮।

সম্বাদ ভাস্কর

পস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্র

লে অদ্য বেলা ১১ ঘণ্টাকালে জয়জ্ঞাপক তোপধ্বনি হয়।

সিবিরস্থ ১৪ তারিখের এক পত্রে লেখে ১৩ তারিখ বেলা ১ ঘণ্টাকালে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম হয়, আমরা ২০ টা তোপ পাইয়াছি, এই ভয়ানক যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষেও অধিক হানি হইয়াছে, তথাচ ভরসা করি শত্রুদিগের ঝিলম নদী পার হইবার পূর্ব্বে আমরা অনেক হনন করিব, হতাহত সৈন্যসংখ্যার সমাচার এপর্য্যন্ত পাই নাই।

নিম্নলিখিতবিস্তারিতবিবরণপরেসংযোজিতহয়।

হেডকোয়ার্টস কেম্প ১৪ জানুআরী ১৮৪৯।

আপনাকে পূর্ব্ব পত্র লিখিবার পরে আমরা দুই কুচ করিয়া গত দিন বেলা ২ ঘণ্টাকালে শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হই, কিন্তু আমি এমত গোলাবৃষ্টি ইতঃপূর্ব্বে দেখি নাই, বিপক্ষদিগের ৩০ তোপের বেটেরীয় বিরুদ্ধে মহারাজ্ঞীর ২৪ গণিত সৈন্যদল প্রেরিত হয় কিন্তু তদ্দলের অর্দ্ধেক যোদ্ধা নিপাত হইবায় তাহারা অশৃঙ্খলতা পূর্ব্বক পশ্চাদবর্ত্তি হইল, আমি দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি ১৪ গণিত ড্রেগুণ সৈন্যেরা ভীতপ্রযুক্ত ১০। ১২ টা অশ্বারোহি তোপ হারাই, এই ... কীয়

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুনি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মু

কাপ্তেন রস।	এতদ্দেশীয় পদাতিকের	৩০ দলস্থ
মেজর লফটী।	ঐ	ঐ
এনসাইন পিয়র্স।	ঐ	ঐ
মেজর এর্কিন্স।	সহকারি এজুডেণ্ট জেনরল আহত।	
কাপ্তেন জেমস।	এতদ্দেশীয় পদাতিক	৯৭ দলস্থ
লেপ্তেনেন্ত নেসবিল।	ঐ	ঐ
কর্ণেল জেক।	ঐ	৩০ দলস্থ
কাপ্তেন কেম্পবেল।	ঐ	ঐ
লেপ্তেনেন্ত সুইনহো।	ঐ	ঐ

সাংগ্রামিক সমাচার।

মুলতান হইতে বিশেষ সমাচার আইসে নাই বরং ব্রিটিস পক্ষের হানি বার্ত্তাই প্রকাশ পায়, ১০ তারিখে বিপক্ষ গোলাক্ষেপে আমারদিগের অগ্রগামী ৭ টা তোপ নষ্ট হয়, এবং সুড়ঙ্গ খননপূর্ব্বক তন্মধ্যে বারুদস্থাপনকরিয়াতাহাতে অগ্নিসংযোগে মুলতানীয় দুর্গ বিনাশের মন্ত্রণা ধার্য্য হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি পুনশ্চ ব্যক্ত হইয়াছে সুড়ঙ্গ খননারম্ভ হয় নাই, ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়র সাহেবেরা এইক্ষণে মতামতি

সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ, এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কো

গত সোমবাসরীয় ষ্টার পত্রে অবজরবর স্বাক্ষরকারী এক পত্রপ্রেরক যাহা লেখেন তন্মর্ম্ম এই যে সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক মহাশয়েরা ১২ তারিখে উকীলদিগের বেতন ঘটিত যে কথোপকথন করেন এবং এক সপ্তাহ গত হইল এতদ্বিষয়ে শ্রীযুত হকিন্স সাহেব যে অভিপ্রায় লিখিয়া অন্য বিচারকগণের সম্মতি জন্য পাঠান, ভাস্করে সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে ইত্যাদি, ইহাতে আমরা উক্ত পত্রপ্রেরককে এই মাত্র বলি হকিন্স সাহেব আমারদিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক কোন মিনিট লেখেন নাই এবং বিচারকেরা এতদ্বিষয়ে কি কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহাও আমরা শুনিতে যাই নাই আর অন্য কেহ তাহা জানেন কি না ইহার অনুসন্ধানও করি নাই, রাজকীয় প্রকাশ্য বিষয়ে সম্পাদকেরা অবশ্য মত প্রদান করিতে পারেন, এবং আমারদিগের রাজপুরুষেরা কোন বিধি নির্ব্বন্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহার পাণ্ডুলিপী প্রকাশ করিয়া থাকেন অভিপ্রায় এই যে সাধারণ সমাজে তাহার দোষগুণ বিবেচনা হইবে, এবং কেহ তাহাতে দোষ দর্শাইতে পারিলে তাহা সংশোধনও [illegible]ন, সভ্য রাজার উচিত ক[illegible] সুখ্যাতি ক

সর্ব্ব সাধারণকে নিবেদন করা [illegible] ক ভাল মন্দ বি[illegible]দেশীয় শ্রীযুত পি মেগ্রি সাহেব[illegible] পত্র সম্পাদকাদি[illegible]রি বেলা সাড়ে চারিঘণ্টা ক[illegible]আছে।

[illegible]দ্যনাথ রায়ের শিতীর স্প্রজার হিতকারি বিধি সৃষ্টি[illegible]ডীয়মান হইবেন, প্রার্থনীয় এবং তাহা যদি তাঁহার[illegible]ফুট, বেন্টন্ ১৩ খাভিপ্রায়ে উৎপন্ন হয় তবে আমরা এতদ্দেশে [illegible]ষ্টা হইতে বাসনা করি না।

ম্যতা

শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসী।

দিল্লী গেজেটে প্রকাশ হয় গবরণর জেনরলের শিবির মকবু স্থান হইতে ফিরোজপুরের নিকটে সংস্থাপিত হইবেক, ইহাতে তত্রস্থ রাজকোষ ও সংরক্ষা করা যাইবেক।

স্যার লরেন্স।

উক্ত সাহেব ৯ তারিখে লাহোরে গমন করিয়াছেন, ১০ তারিখে প্রধান সেনাপতির শিবিরে যাত্রা করিতে পারেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক কয়েক দিবস গত হইল আমরা লিখিয়াছিলাম নেপাল সীমা রক্ষার্থ মান্দ্রাজ হইতে সৈন্য আনয়নার্থ টেনাসেরিম নামক বাষ্পীয় তরী প্রেরিত হইয়াছে, অবগতি হইল তদ্দ্বারা গত রবিবারে মহারাজ্ঞীর ২৫ সংখ্যক পদাতিকের এক অংশ মান্দ্রাজ হইতে এতন্নগরে আসিয়া দুর্গ প্রবেশ করিয়াছে, ষ্টার সম্পাদক লেখেন এতদ্দলস্থেরা শূরবীর দৃষ্ট হয়, এই সৈন্যগণের এমত শীঘ্র আগমনে আমরা সুখী হইয়াছি।

দিল্লী।

উক্ত রাজধানী হইতে লেডী গফ মীরটাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমতী লেডী ডেলহৌসী তন্নগর শোভনীয়া হইয়াছেন প্রচার এইরূপ তিনি দশ দিন উক্ত রাজধানীতে স্যার টি মেটকাফ সাহেবের আলয়ে অবস্থান করিবেন।

মৃত জেনরল কিওরটন সাহেবের স্ত্রী কন্যা তন্নগর হইতে স্বদেশ যাত্রা করিবেন।

ষ্টার পত্রে লেখে ত্রিহুত জিলাতে নেপালীয়দিগের উপদ্রব সমাচার যাহা পূর্ব্বে প্রচার হয় তাহা অমূলক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিনয় পুরঃসর নমস্কারা নিবেদন মিদং।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পংক্তি ভবদীয় ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন, প্রতি বৎসর দামোদর নদের সেতু অর্থাৎ বাঁধ ভগ্ন হইয়া হুগলি জিলাস্থ তাবদ্দেশ জলে মগ্ন হইবায় জনপদের অত্যন্ত ক্লেশ হয় এবং যদ্দ্বারা শস্যাদি জন্মিবার কোন উপায় থাকে না তদ্বিষয়ে এইক্ষণে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমত ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের এই বিষয় জানা আবশ্যক, যে হেতুক কোম্পানি বাহাদুর পুলবন্দির খরচা জমীদারা মালগুজারীর সামিল করিয়া অগ্রেই লইয়াছেন কিন্তু তাহার উপকার কিঞ্চিন্মাত্র এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে না অতএব জমীদার মহাশয়দিগের উচিত হয় এই সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, যখন পৃথিবী জলেতে পরিপূর্ণা হয় তখন সকলেই নানা দুঃখ বিলাপ প্রকাশ করেন কিন্তু এইক্ষণে সেসকল কথা কাহারো স্মরণ নাই, গত বৎসর জমীদার মহাশয়ের কেহ২ [অতি ভাগ ক্রমে] কেবল সরকারি রাজস্ব আদায় করিতে পারিয়া থাকিবেন অপরাপর মহাশয়েরা কেহ২ পূণ্যা[illegible] করিতেও পারেন নাই কিন্তু কোম্পানিকে এক কড়া কম দিতে শক্ত হয়েন নাই, অতএব যে[illegible]ক্ষে এমত অবিচার হইতেছে সেস্থলে কিঞ্চিদুপায় করিতে হয়।

আমি এই বিষয়ে অতি দুঃখিত হইয়া দামোদরের তীরে গমন করিয়া ভগ্ন সেতু দৃষ্টি করিলাম, চাঁপাহাটীর দক্ষিণ শালালপুর অবধি সেলমাবাদ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম অনেক স্থানে হানা পড়িয়াছে, বিশেষত শালালপুরের হান অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ও ভয়ানক, ক্রমাগত দুই তিন বৎসর এইরূপ হইতেছে কিন্তু কাহারো মনোযোগ হয় নাই, জনশ্রুতি শুনিলাম ঐ সকল বাঁধ এমনি অসাবধানে মেরামত হইয়াছিল যে মেরামতি কর্ম্ম শেষ না হইতে হইতেই তাহা ভাঙ্গিয়া যায় অতএব হে সম্পাদক মহাশয়, যদি কোম্পানির নিজের বিষয় হইত তবে এতাদৃশ তাচ্ছল্য করিতে পারিতেন না, যাঁহারদিগের ক্ষতি হইতেছে তাঁহারা নিদ্রিত আছেন, কেবল পরমেশ্বরের উপর নিভর মাত্র যেমন অনেকে করিয়া থাকেন।

অতএব এইক্ষণে বর্ত্তমান বৎসরে আমরা এই সকল প্রস্তাব সরকারে জ্ঞাত করাতে সরকার বিশেষমনোযোগীহইয়া উত্তমরূপে মেরামত করিতে হুকুম দিয়াছেন এবং সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বয়ং সেস্থানে ত্বরায় গমন করিয়া যাহাতে বিহিত হয় তাহা করিবেন কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে স্বত্বভোগী জমীদার মহাশয়েরা স্বয়ং একবার সেই সকল স্থান স্বচক্ষে দৃষ্টি করিলে স্ব দেশ রক্ষার নিমিত্তে রাজার নিকট অনেক ব[illegible]দানুবাদ করিতে ক্ষমতাবান হইতে পারেন, সু[illegible]প্রিন্টেণ্ডেণ্ট সেজ সাহেব কহিয়াছেন যে কে[illegible] তাঁহাকে ইহার সদুপায় কহিবেন তাঁহাকে তি[illegible]নি অত্যন্ত মান্য করিবেন, আমারদিগের এমত ক্ষমতাবান বন্ধু থাকিতেও জমীদার মহাশয়দিগের অনবধানতায় প্রজালোক ক্রমেতে মুমূর্ষু হইতেছে ইতি ১ মাঘ।

কস্যচিৎ প্রজাদুঃখ দর্শকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতা শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বেবোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোকঙ্করক্রিয়ঃ সমুদিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ [illegible] লকরো[illegible] ঋতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্ [illegible] রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫৭১ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৩০ জানুআরি। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১৮ মাঘ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পাল্কী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধু দেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেন্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধু দেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আল্গা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ার্রিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোনার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোনার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজীর অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা গোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কো

ম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের কেটেলাগ অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের তালিকা ইংরাজী এবং পারস্য ভাষায় প্রস্তুত হইলেই অল্প দিবসের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।

LATTEY BROTHERS & Co.

লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।

৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বেলুনের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ফ্রান্সদেশীয় শ্রীযুত পি মেগ্রি সাহেব ৫ ফিব্রুআরি বেলা সাড়ে চারিঘণ্টা কালে শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের শিতীর বাগানে বেলুন যন্ত্রে উড্ডীয়মান হইবেন, বেলুনের পরিমাণ উর্দ্ধে ১২০ ফুট, বেষ্টন ১৬০ ফুট, এই বৃহৎ বেলুন ইতঃপূর্ব্বে এতদ্দেশে কখন দেখা যায় নাই এবং ইহার সুরম্যতা দর্শনে সাধারণে অবশ্য আমোদযুক্ত হইবেন টিকীটের মূল্য এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যাঁহারা অগ্রে গ্রাহক হইবেন তাঁহারা প্রথম ক্লাস টিকীট ৬ টাকা দ্বিতীয় ক্লাস টিকীট ৪ টাকা, তৃতীয় ক্লাস টিকীট ২ টাকা মূল্যে পাইবেন কিন্তু ঐ দিনে বাগানের দ্বারে ক্রয় করিলে টিকিট ভেদে ৮।৬।৪ টাকা মূল্য হইবেক।

স্বাক্ষরকারিরা পুস্তক ও টিকিট সকল মেসুয়ার্স বারকিং ইয়ং, স্পেন্স, বৌণ, উইলসন, বডমী এবং ইংলিসমেন আফিস এবঞ্চ মাষ্টর পি মেগ্রি সাহেবের ডোমটুলীস্থ ৫৫ নং বাটীতে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিনৈ এক্স্পোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষত তরফ মুনসেফপুরের শামিল নিজ মুনসেফপুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘনাথপুর, মৌজা জলকর বৈসা, যাহা কুরলগাছি নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদর বি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সলতানপুর, মৌজা ছঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত মৌজা দশমেশ, মৌজা বেরোবলডিয়া মৌজা বৌচিলতা, মৌজা মকুন্দপুর, মৌজা দাকুলা, মৌজা গাড়রা, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকমারি, মৌজা তারিণীনগর মৌজা রামচন্দ্রপুর বেনাম ছোট আন্দুলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবাঁকা মৌজা খোঙ্গরা, মৌজা রাজিবপুর, সন্তোষপুর, বেনামজপুর, মৌজা বাগয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুটিযারি, মৌজা অন্নদাপুর, বিনাম ধরমপুর, মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গেরাতোর গোপীনাথপুর মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতামারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর মৌজা গোবিপুর, মৌজা সাহেব নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ওখড়া পরগণার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্ট নিৰ্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে এক রাস্তা। দক্ষিণদিগে এবং পূর্ব্ব দিগে পালচৌধুরীর দিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে একরাস্তা। উত্তর দিগে নীলকমল পাল চৌধুরির বাগান ও খোণাহরি ধোপার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে পালচৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নিৰ্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়াঘর তাহা ইষ্টক নিৰ্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরির ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তরদিগে পালচৌধুরির ভূমি। পশ্চিমদিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা বাটী। এবং পূর্ব্বদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি

তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নিৰ্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান দশ বিঘা তাহা কিছুকমি হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পাল চৌধুরীর ভূমি। পশ্চিমদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুষ্করিণী। উত্তর দিগে পালচৌধুরীর ভাড়টীয়া ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর ভূমি

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
২৪ জানুআরি ১৮৪৯।

সরিফ সল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশপরগণা পরগণে পাইকণের শালিখিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি বাগাৎ ভূমি তাহাতে এক পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি ও দুই দিগে ইষ্টক নিৰ্ম্মিত প্রাচীর আছে ভূমি অনুমান ১॥ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গলি। উত্তরদিগে রামমোহন ঘোষালের ভূমি। পূর্ব্বদিগে মেং লুইস সাহেবের ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে কতকগুলিন ইষ্টক নিৰ্ম্মিত গুদাম ঘর এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে দশআনী জমীদারের বাজার। পশ্চিমদিগে গোপালদাস খাঁর গুদাম ঘর। দক্ষিণদিগে মথুর নন্দির ভূমি। এবং উত্তরদিগে রামচাঁদ ময়রার গুদাম।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা[illegible] তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত [illegible] বহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকা[illegible] উপরে লিখিত কাল ও স্থান [illegible] বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে অনরবিল কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে দশআনী জমীদারের বাজার। দক্ষিণদিগে দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গোলাবাটী। এবং উত্তরদিগে বক্সু জমাদারের ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শালখিয়ার জলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ৮॥০ আট বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে রামমোহন ঘোষের ভূমি। পশ্চিমদিগে শম্ভু হালদারের পুষ্করিণী। উত্তরদিগে মদন ভট্টের ভূমি। দক্ষিণদিগে কালা ডোমের ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শালিখিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি তাহাতে এক পুষ্করিণী ও অনেক রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ১॥০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্ব দক্ষিণ দিগে গলি। পশ্চিম দিগে শ্রীযুত অনরবিল কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। এবং উত্তরদিগে মুন্সী আসমের ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে মেং রিড সাহেবের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণদিগে গলি। এবং পশ্চিমদিগে গৌরমোহন চক্রবর্ত্তির বাগান।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ও লাখেরাজ ভূমি যাহা নয়াবস্তি বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে রায়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও অন্যানের ভূমি। দক্ষিণ দিগে রামনারায়ণ শাহার ভূমি। এবং উত্তরদিগে তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান ৬ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার নয় আনা অংশে ও তাহার নয় আনা অংশের মধ্যে ও তাহার নয় আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে উপরোক্ত ভূমি। পশ্চিমদিগে মদন বড়ালের ভূমি। উত্তরদিগে রা

ধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুষ্করিণী। এবং দক্ষিণ দিগে রামমোহন শাহার ভূমি।

৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পয়গনে বোরোর ঘুসড়ির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগান ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও অনেক রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ২ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব[illegible]ময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পশ্চিম দিগে রামজীবন মণ্ডলের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রামনাথ খাড়ার বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সুন্দর কুণ্ডের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাগাৎ ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপাফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৫ জানুআরি ১৮৪৯

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গুরুদাস মজুমদারের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষত বঙ্গদেশের মধ্যস্থ ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের অধীন আড়পুলির অথবা আড়কুলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।১।।৵০ এক বিঘা ছয় কাঠা এগার চটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গুরুদাস মজুমদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা পূর্ব্বে এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ ছিল বিশেষত উত্তর দিগে কোম্পানির গলি যাহা সদাশিব রায়ের গলি বলিয়া বিখ্যাত। দক্ষিণ দিগে বাটী ও ভূমি যাহা মৃত দেবীচরণ নাগের সম্পত্তি ছিল। পশ্চিম দিগে বাটী ও ভূমি যাহা গোরাচাঁদ রায়ের সম্পত্তি পূর্ব্ব দিগে উক্ত গোরাচাঁদ রায়ের [illegible] ভাড়াটিয়া ভূমি ও বাটী। এইক্ষণে এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ অর্থাৎ উত্তর দিগে কোম্পানির গলি যাহা সদাশিব রায়ের গলি বলিয়া বিখ্যাত দক্ষিণ দিগে বাটী ও ভূমি যাহা দেবী নাগের সম্পত্তি। পূর্ব্ব দিগে স্কুল যাহা পূর্ব্বে মৃত মেং হেয়ার সাহেবের স্কুল ছিল। এবং পশ্চিম দিগে বাটী ও পুষ্করিণী যাহা হরচন্দ্র লাহিড়ির সম্পত্তি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২০ জানুআরি ১৮৪৯

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্নর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

৩৫নম্বর।

১৮৪৯ সাল ৩ জানুআরি।

শ্রীযুত বি এচ শক সাহেব গত নবেম্বর মাসের ২৯তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীযুত শক সাহেব মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ২৯ ডিসেম্বর।

মালদহের আবকারীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ গত সেপ্তেম্বর মাসের ২২ তারিখে যে ছুটীপান তদতিরিক্ত সাত দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বনুসার আবকারীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু ধরণীধর রায় গত সেপ্তেম্বর মাসের ১৯ তারিখে যে ছুটীপান তদতিরিক্ত দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯সাল ৩ জানুআরি।

পূরণিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে পি ডেসা সাহেব গত আগষ্ট মাসের ৯ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে চারি দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বগুড়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জি ইউ ইউল সাহেব ছুটী বিষয়ক শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে আগামি ফেব্রুআরি মাসের মধ্য অবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত জে সিম্‌সন সাহেব তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮৪৯ সাল ৪ জানুআরি।

বীরভূমের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ কারডিউ সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের একটিং সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত ডবলিউ লুক সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

নদীয়ার সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত জে সি ব্রৌন সাহেবকে গত মাসের ২ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল ঐ মাসের ২৮তারিখ অবধি রহিত হইল।

১৮৪৯ সাল ৪জানুআরি।

সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের সাবেক আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত সি এচ কাম্বেল সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে আঠার দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বগুড়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জি ইউ ইউল সাহেব যে তারিখে আপন কর্ম্মের ভার শ্রীযুত তজসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন সেই তারিখ অবধি স্বীয়কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ এল মেলবিল সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বাঁকুড়ার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ ডবলিউ রসল সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে বর্ত্তমান মাসের ১২ তারিখ পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

বাঙ্গল দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

১৯ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটরি সাহেবের পত্র।

গতবারের শেষ।

মুরশিদাবাদের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি রাজশাহীর কালেকটর সাহেবের ১৮[illegible] সালের ১৬ আপ্রিল তারিখের ২৯ নম্বরী পত্রের চুম্বক।

২১ দফা। যে রীতিতে বাঁটওয়ারা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে তাহার বিষয়ে তোমার মনোযোগ করণের প্রার্থনা করি এবং প্রথমতঃ আমীনের যে সকৃতি করিতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি যে মেহনতানা পান তদ্বিষয় বিবেচনা করিতে মিনতি করি। যে ব্যক্তি আপনার ব্যবহারিক বিজ্ঞতার দ্বারা নিশ্চয় জানে যে কোন শপথ প্রতিপালন হইতে পারিবেক না সেই ব্যক্তি আপনি সেই শপথ অন্যকে করাওণেতে প্রায় তাহার তত্তুল্য অপমান বোধ হইবেক। যে প্রকার যুক্তি করা যাউক তথাপি সেই ব্যক্তি এইরূপ বোধ করিবেক যে আমি সেই অপরাধের অংশী। কিন্তু যদি আমার এইমত বোধ হয় যে সেই শপথের এই মাত্র অভিপ্রায় যে যে আমীনের অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহাকে দণ্ড করণের যোগ্য করণার্থ ঐ শপথ করাণ হইতেছে কেবল এই বোধে ঐ অপমানের কিছু লঘুতা হইতে পারে। বিশেষ বিষয় লিখিতেছি সেই কার্য্যে আমীন যে মেহনতানা পাইয়াছেন সেই প্রকার মেহনতানা কেবল যে এই স্থলে দেওয়া গিয়াছে এমত নহে বরং আমি বোধ করি যে গত পনেরো বৎসর অবধি এই জিলার মধ্যে যে কোন বাঁটওয়ারা হইয়াছে তাহাতে কোন আমীন তদপেক্ষা অধিক মেহনতানা পান নাই। এবং আমি বারম্বার দেখিয়াছি যে বাঁটওয়ারার কার্য্য প্রস্তুত করণে ঢিলামি করাণ জন্যে আমীনের যে জরীমানা হয় তাহা তাঁহারদের সমস্ত রসুম অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। আমার আরো লিখিতে হয় যে ঐ পনেরো বৎসরের মধ্যে যত বাঁটওয়ারা হইয়াছে তাহার কোন বাঁটওয়ারার আইনানুসারে নিষ্পত্তি হয় নাহি।

২২ দফা। যদি বল যে কালেকটর সাহেব কার্য্যের তাগাদা করণের দ্বারা আমীনেরা মেহনতানার বৃদ্ধি করিতে পারেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কালেকটর সাহেবের ফলতঃ ইহা করণের কোন ক্ষমতা নাই।

[illegible]৩ দফা। জমীদার যদি কাগজ দ[illegible]লনা তবে তাঁহার জরীমানা হইতে পা[illegible] কিন্তু [illegible]র অনাবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া সেই [illegible]মানা অনায়াসে এড়াইতে পারেন এবং [illegible] [illegible]তেরদিগকে হাজির হইতে এবং ভূমি দে[illegible]তে নিষেধ করিয়া ঐ বাঁটওয়ারার কার্য্যের অশেষ বিলম্ব করিতে পারেন।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা বোধ করি গবর্ণমেণ্ট তিন জন বাঙ্গালি বালকের প্রতি নগরীয় তিনভাগের শোভা কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে তিন জন কমিস্যনর আছেন তাঁহারা নগরীয় কার্য্য দেখেন না, কিন্তু তাঁহারদিগের মতের বৈপরীত্যে বাঙ্গালি কমিস্যনরেরাও কিছু করিতে পারেন না, ইহাতেই দিন দিন কলিকাতা নগর শোভাহীন হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর শোভা বৃদ্ধির জন্য কমিস্যনর নিযুক্ত করিয়াছেন, মাসে২ তাঁহারদিগকে পরিপূর্ণ বেতন প্রদান করেন কিন্তু তাঁহারা কি করিয়া বেতন লইতেছেন তাহার চিহ্ন কিছুই দেখা যায় না, শুনিতে পাই প্রতি বুধবারে কমিস্যনরেরা সভা করিয়া আপনারাই সভ্য হইয়া পরস্পর পরস্পরের শোভা দেখেন, আর প্রতিশুক্রবারে পালামত এক২ ব্যক্তি ঐ সভাগারে যাইয়া কঠিন২ মোকদ্দমার বিচার করেন, ঐ সকল গুরুতর মোকদ্দমা সেইরূপ যেমন বাদী কেলো হাড়ী, প্রতিবাদী টাক্স নামক রাজস্বগ্রাহি সরকারগণ, কেলো হাড়ী কাহ আমার টাটীর টেক্সের জন্যে সরকার বিল লইয়া যায় নাই, অনর্থক আমার টাটীতে নোটিস অর্থাৎ শমনের বিজ্ঞাপন ফেলিয়া আসিয়াছে, সরকারেরা কহে ধর্ম্মাবতার আমরা কমিস্যনরি মোহরাঙ্কিত বিল লইয়া পাঁচ দিবস এইব্যক্তির টাটীতে গিয়াছি, টাক্স দেয় না কি করি, আপনকারদিগের আজ্ঞানুসারে টাটীতে নোটিস দিয়া আসিয়াছি, ইহাতে কমিস্যনর, কেলোকে জিজ্ঞাসা করেন, অরে বেটা হাড়ি, তোর টাটীতে যে সরকারেরা বিল লইয়া যায় নাই এ বিষয়ের সাক্ষী কে আছে, কেলো কহিল আমি মেথর আমার সাক্ষী, কে হবে, টাটী সংমার্জ্জনী, যাহা সর্ব্বদা আমার হস্তে থাকে এই আমার সাক্ষী, প্রতিবাদি সরকারগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও বলে, ধর্ম্মাবতার কোন গৃহস্থলোকের বাটীতে কিম্বা মেথরের টাটীতে যখন বিল লইয়া যাই তখন কি আমারদিগের সঙ্গে আপনারা অন্য লোক পাঠাইয়া থাকেন, একাকী এক২ ব্যক্তি এক২ প্রজার বাটীতে যাই, আজ্ঞামত বিল দেখাই নোটিস ফেলিয়া দিয়া আসি, টাটী সংমার্জ্জনী যদি বাদির পক্ষে সাক্ষীণী মান্যা হয় তবে আমরাও এই খেঙ্গরাকেই সাক্ষিণী মানিলাম এইরূপ বাদানুবাদের পর বিচারক যেমন বোঝেন তেমনি একটি কাজীর বিচার করেন এই প্রকার টাটী সংমার্জ্জনীর মুখ হইতেই সাক্ষ্য ২ ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যেতেই কমিস্যনরদিগের কালক্ষেপ হইতেছে।

কি চমৎকার, আমারদিগের কমিস্যনরেরা প্রতি শুক্রবারে এই প্রকার বিচারেতেই আবদ্ধ হইয়াছেন, পথঘাট নর্দ্দমাদি পরিষ্কারে মনোযোগ করিতে পারিবেন না, কিন্তু আমরা না বলিয়াও থাকিতে পারি না, সম্প্রতি কলিকাতা নগরে যে মহাবৃষ্টি হইয়াছিল তাহার জল নগর মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে, গত বৎসর বাঙ্গালি পাড়ায় কেবল আমারদিগের উত্তেজনায় নর্দ্দমার ময়লা একবার বাহির হইয়াছিল, তাহাও উপযুক্ত মত হয় নাই, তথাচ আমরা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি, কিন্তু মাঘ মাসে বৃষ্টি হইয়া নর্দ্দমা পরিষ্কারাভাবে জলবদ্ধ থাকে ইহা কোন কালে দেখি নাই, এবং বোধ করি কোন রাজধানীর ইতিহাসেতেও এমত প্রস্তাব লেখা নাই, নগর শোভাকারি কমিস্যনরদিগের কালে ইহাও দৃষ্ট হইল, এতদ্ভিন্ন পথঘাট মেরামত যাহা কমিস্যনর দিগের প্রধান কর্ম্ম তাহা কান্ট্রাক্ট করিয়া দিয়াছেন, যাহারা কান্ট্রাক্ট লইয়াছে তাহারদিগের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর কিন্তু এক বৎসর গত হইল বাঙ্গালি পাড়ার অনেক পথে এক ঝুড়ী খোয়াও পড়ে নাই, এবং গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের জলপানের জন্য রাজধানীর মধ্যে ২৩।২৪ টা উত্তম সরোবর করিয়া দিয়াছেন তাহার জল পরিষ্কার আছে কি না কেহ দেখে না, পাটা, গাঁজ, সেওলা ইত্যাদি দ্বারা অনেক পুষ্করিণী পূরিয়া যাইতেছে ইহার অনুসন্ধান নাই, কমিস্যনরি কার্য্যের ব্যবস্থায় লেখেন দুর্গন্ধ কোন বস্তু নগরে বিক্রয় হইতে পারিবেক না কিন্তু নর্দ্দমার পচা ময়লার দুর্গন্ধে রাজধানীস্থ লোকেরদের নানা প্রকার পীড়া হইতেছে কমিস্যনরেরা এ বিষয় কর্ণেও করেন না, অতএব আমরা এসকল বিষয় না বলিয়া মৌনী থাকিতে পারি না এই কারণ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলাম, এইক্ষণে যাহা করেন রাজ্যেশ্বর।

অত্যাচারের প্রতিফল।

শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়াস্থ প্রসিদ্ধ বাগানের দক্ষিণাংশে গোস্বামি বাগান খ্যাত এক ক্ষুদ্র বাগান আছে, ঐ বাগানের একতালা গৃহে তিনটি বালক সহিত এক বিবী বাস করেন, বিবী স্বামিহীনা অতি দীনা, এক ভৃত্য আর এক দাসী মাত্র নিকট থাকে, তাঁহার

এই দুরবস্থা দেখিয়া ছয় জন বাঙ্গালি বাগান ভ্রমণচ্ছলে ঐ বাগানে গমনাগমন করিয়া এক দিবস বিবীকে হঠাৎ পত্র লিখিলেন তাঁহারা কোন সময়ে বিবীর গৃহে যাইতে পারেন, ইহাতে বিবী ঐ পত্র দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা এবং দুঃখিতা হইয়া তাঁহার স্বামির আত্মীয় কোন মান্য সাহেবকে এবং আপন পিতাকে তাহা দেখাইলেন, তৎপরে সাহেবেরা বিবীর সম্ভ্রম রক্ষার্থ দুইজন ভৃত্য সহিত একজন উপযুক্ত সরকারকে বাগানে পাঠাইয়া দিলেন, এবং সেই দিবসীয় বেলা পরাহ্ণেতেই উক্ত ছয় ব্যক্তি বাগানের দ্বারে যাইয়া চারি ব্যক্তি বাহিরে থাকিয়া দুই জনকে বাগান মধ্যে পাঠাইলেন তাহাতে সাহেব দিগের প্রেরিত লোকেরা মন্দাভিপ্রায় বুঝিয়া কপাট দিয়া ঐ দুইজনকে যথা সাধ্য প্রতিফল দিয়াছে, আমরা শুনিয়া খেদিত হইলাম অত্যাচারি দলের মধ্যে এতদ্দেশীয় একজন ডাক্তরছিলেন, তিনি মেডিকেল কালেজে শিক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা পত্র লইয়া প্রধান২ স্থানে চিকিৎসা করেন।

শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরণর জেনরেল বাহাদুরের সমভিব্যাহারি কোন বন্ধু এক পত্র লিখিয়াছেন আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার শেষাংশগ্রহণ করিলাম।

আমি বোধকরি সেরসিংহের সহিত সম্প্রতি যেযুদ্ধ হইয়াছে আপনি তাহার সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমারদিগের সিবিরে সমাচার আসিবা মাত্র শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর কলিকাতার কেল্লায় জয়জ্ঞাপক তোপকরিতে আজ্ঞাপত্র পাঠাইয়াছেন কিন্তু যদিও সেরসিংহ রণস্থল হইতে কিঞ্চিদ্দূরে সরিয়াছেন তথাচ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন নাই, আমরাও যেমন জয়ধ্বনি করিতেছি শীকেরাও এইরূপ জয়ধ্বনি করিতেছেন, কিন্তু ভরসা করি আমরাই জয়ী হইব, রণস্থলের বিস্তৃত সমাচার আমারদিগের সিবিরে আসিয়াছে আমিএপর্য্যন্ত সটীক জানিতে পারিনাই, আমার যেকর্ম্মতাহা আপনি জানেন, বাটীতে প্রতিদিন স্নান করিতাম, এখন সপ্তাহের মধ্যে একদিনস্নান করিতেও অতি কষ্টে অবকাশপাই, আহার নিদ্রা প্রায়পরিত্যাগ করিয়াছি,আমি যাহার অধীনে কর্ম্ম করি তিনি আমা অপেক্ষাও ব্যস্তসমস্ত, গবর্ণর বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে লাড়োয়ার রাজা আলাহাবাদের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন, এই রাজা শীকযুদ্ধে অম্বালা ফিরোজপুরে উৎপাত করিয়াছিলেন, সেই ক্রোধে লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর উক্ত রাজাকে কারাগারে রাখিয়া তাঁহার পরিবারাদির প্রতিপালনার্থ মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া যান, কিন্তু রাজা পলায়ন করিয়া কোথায় গেলেন তাহা জানা যায় নাই।

ব্রাহ্মণদিগের বাক্যের প্রতি বিশ্বাসেতেই শীকেরা উচ্ছন্ন হইলেন, গণিতকারেরা তাঁহারদিগকে কহিয়াছেন এবৎসর সৌর মাঘে পাঁচ শনিবার ও চান্দ্রমাঘে পাঁচ মঙ্গলবার হইয়াছে, অর্থাৎ মাঘ মাসের ১।৮।১৫।২২।২৯ এই পাঁচ তারিখ শনিবার, এবং চান্দ্র মাঘ অর্থাৎ ২৬ পৌষ পূর্ণিমা তৎপর দিন মঙ্গলবার এবং ৪।১১।১৮।২৫ মাঘ মঙ্গলবার, শেষ দিবস চতুর্দ্দশী অতএব চান্দ্রমাঘে পাঁচ মঙ্গলবার গণনা করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণেরা আরো কহেন এই ফাল্গুন মাসে একমাসের মধ্যেই দুই গ্রহণ অর্থাৎ ১৩ ফাল্গুনে সূর্য্যগ্রহণ ও ২৬ ফাল্গুনে চন্দ্রগ্রহণ হইবেক, সৌর চান্দ্রভেদে একমাসের মধ্যে পাঁচ শনিবার ও পাঁচ মঙ্গলবার এবং এক সৌরমাসের মধ্যে দুই গ্রহণ বিশেষত ১৪ ফাল্গুনাবধি ২৬ ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১৩ দিনে চান্দ্র মাসের একপক্ষ হইয়াছে, ইহাতে দুই তিথি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে,এরূপ ভয়ানক যোগ কেবল কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধকালে হইয়াছিল, তৎপরে এই হইল ইহাতে নানক মতে লেখে শীকেরাই জয়ী হইবেন, এই ভ্রমে শীকজাতিরা নষ্ট হইতেছেন, আমি যাহা শুনিলাম ব্যস্ততাপূর্ব্বক তাহাই লিখিলাম আপনি পঞ্জিকা দেখিয়া সংশোধন করিবেন।

সাংগ্রামিক সমাচার।

১৩ তারিখে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় রাজা সেরসিংহের সহিতযেসংগ্রাম করেন ইংলিসমেন পত্রে তৎসমাচার প্রথমত প্রচার হয়, এবং আমরাও গত ভাস্করে তাহা প্রকাশ করিয়াছি বিশেষত গত শুক্রবাসরীয় গবর্ণমেণ্টগেজেটেও প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সংগ্রাম ঘটনার সম্বাদ এবং বিপক্ষেরা পরাজিত হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছে আর তাঁহারদিগের কয়েকটা তোপ আমারদিগের হস্তে আসিয়াছে এবং তজ্জন্য শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর এতদ্রাজ্যস্থ সৈন্যসম্বন্ধীয়প্রত্যেকস্থানে জয় জ্ঞাপক ২১ টা তোপধ্বনি করিতে অনুমতি করেন এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিস্তারিত বিবরণ লেখা হয় নাই, শত্রুরা ঝিলাম নদী পার হইয়াছেন কিনা এবং তাঁহারদিগের কত তোপ আমরা পাইয়াছি এবং আমারদিগের পক্ষে ও বিপক্ষপক্ষে কত সেনা নিহত হইয়াছে এসকল বিশেষ লেখেন নাই, এই মাত্র ব্যক্ত হয় গবর্ণর জেনরল বাহাদুর যুদ্ধের বিস্তারিত বার্ত্তা প্রাপ্ত মাত্র সাধারণের সুগোচরার্থ প্রচার করিবেন।

শত্রুরা ব্রিটিস পদানত বা ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া পলায়িত ইহা জানা গেলনা, অতএব আমরা বিশেষ না জানিয়া কেবল জয়জ্ঞাপক তোপধ্বনিতে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারি না, চন্দ্রভাগা নদীতীর হইতে সেরসিংহের সসৈন্যে প্রস্থান করণ কালে আমারদিগের রাজপুরুষেরা এইরূপ বিজয়বার্ত্তা প্রকাশ ও তোপধ্বনি করেন, বৈরিরাও তুল্যরূপে আস্পর্দ্ধা পূর্ব্বক তোপধ্বনি করিতে ত্রুটি করেন নাই, এবারেও যদি তদ্রূপ জয় হইয়া থাকে তবে আমারদিগের বহুল সৈন্য ও সেনাপতি নিহত হইয়াছেন এমত জয় কদাচ প্রার্থনীয় নহে, এতৎ প্রস্তাব লিখন কালে আমরা আগ্রা মেসেঞ্জর ও তৎপরে দিল্লী গেজেট এবং মফস্বল লাইট পত্রের অতিরেক পত্র প্রাপ্ত হইলাম অতএব পাঠকগণের সন্তোষার্থ তাহার মর্ম্মানুবাদ গ্রহণ করি।

দিল্লী গেজেট পত্রে লেখেন ১৩ তারিখ বিকালে মঙ্গ নামক স্থানে শীকেরদের সহিত ব্রিটিস সৈন্যের সংগ্রামারম্ভে উভয় পক্ষে দুইঘণ্টা কাল ঘোরতর তোপ হয়,পরেবিপক্ষপক্ষীয়এক টা বারুদখানা ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহাতেই গোলাক্ষেপ স্থাগত হইল, এইকালে ব্রিটিস সৈন্যেরা শীকেরদের অবস্থিতি স্থানারণ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া তাহারদিগকে উৎখাত করিয়া ২০ কিম্বা ২৭ তোপ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার কতিপয় তোপের রঞ্জকস্থানে পেরেগ মারেন এবং সেই রাত্রিতেই ৬।৭ টা তোপ আমারদিগের সিবিরে আনীত হয়, কিন্তু তৎপরেই ঘোরতর ঝড়বৃষ্টি হইল এজন্য আমারদিগের সৈন্যেরা বিপক্ষ পক্ষে আক্রমণ করিতে পারেন নাই ইহাতেই তাহারা রক্ষা পাইয়াছে, উক্ত পত্র সম্পাদক এই বৃত্তান্ত লিখিয়া পরে লেখেন আমরা যে অমঙ্গলের জনরব শ্রবণ করিয়াছি সটীক সম্বাদাভাবে তাহা অপ্রকাশ রাখিলাম।

১৪ তারিখে ব্রিটিস সৈন্যেরা মঙ্গ নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া থাকেন, ২৪ সংখ্যক দলের ৩২ জন সেনাপতি সৈন্যচালন করিতেন তন্মধ্যে কেবল ৮ জন আঘাত প্রাপ্ত হন নাই অবশিষ্টেরা হতাহত হইয়াছেন।

মফস্বল লাইটপত্রে প্রকাশপায় প্রথমত তোপের যুদ্ধ হইয়াছিল তৎপরেআমারদিগের১৪ড্রেগুণ ও৯[illegible]লেন্সরদলেরএকাংশ বিপক্ষপক্ষীয়৫০০ অশ্বারোহির বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় কিন্তু কি দুঃখের কথা ইহারা গমনমাত্র পলায়ন পরায়ণ হইলেন বিপক্ষেরা ইহারদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া [illegible]সে এবং মেজর খ্রাইস্টাকে আঘাত করিয়া তদধীন গোলন্দাজগণকে বিনাশপূর্ব্বক ৩ টা তোপ এবং কাপ্তান হুইসের অধীন ৩ টা তোপ [illegible]দা ৬তোপলইয়া যায়,ইহাতে আহ্লাদের বিষয় এইযে শেষসময়ে ইহার ২ টা এবং বিপক্ষ পক্ষীয় ১৭ টা তোপ আমরা পাইয়াছি, এতদ্ভিন্ন তাহারদিগের ৩৬ তোপের রঞ্জকের ঘরে পেরেগরুদ্ধ করিয়াছি কিন্তু তাহারাও ইহার কয়েকটা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবেক, আমারদিগের ১১০০ অথবা ১৫০০ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে, রাত্রি উপস্থিত না হইলে আমরা বৈরিগণকে ভাল শিক্ষা দিতাম এবং ১৪ সংখ্যক ড্রেগুণ অশ্বারোহিরা যদি সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিত তবে আমরা শত্রুপক্ষীয় ৪৫।৫০ টা তোপ আনিতে পারিতাম।

শনিবাসরীয় হরকরা পত্রে লেখে সের সিংহের অধীন সৈন্যগণ ১৩ তারিখের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও ঝিলাম নদী পার হয় নাই, এবং আগ্রা মেসেঞ্জরেও ইহাই লিখিত হয়।

শনিবাসরীয় বৈকালিক ইংলিসমেন পত্রে ১৮ তারিখ পর্য্যন্তের সম্বাদ প্রকাশ হয় তাহাতে ব্যক্ত করে ১৩তারিখের সংগ্রামের পর প্রধান সেনাপতির সিবিরাঞ্চলে পুনর্ব্বার ঘোরতর তোপ ধ্বনি শ্রবণ করা যায় ইহাতেই বোধ হইতেছে শীকেরা পুনঃসংগ্রাম করিতেছে ইত্যাদি, এবং আমরাও অনুমান করি ইহাই সত্যহইবে,অতএব দিল্লীগেজেট সম্পাদক কি অশুভ জনরব শুনিয়াছেন তজ্জন্য উদ্বিগ্ন রহিলাম, ভরসা করি ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আগত প্রায় এবং অদ্যবাসরীয় ভাস্করেইবা তাহা গ্রহণ করিতে পারি।

রামসিংহের পরাজয়।

ইংলিসমেন পত্রের কোন পত্র প্রেরক জেনরল হুইলর সাহেবের সিবির হইতে ১৬ তারিখে যে পত্র লেখেন তদর্থ এই যে " রামসিংহের ব্যাপার সমাপন হইয়াছে, অদ্যবেলা ৮ ঘণ্টা কালে আরম্ভ করিয়া ৪ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্তও সংগ্রামে লিপ্ত আছি আমারদিগের গোলন্দাজেরদের কিছু হানি হয় নাই, অন্য দলের কি হইয়াছে,তাহা এপর্য্যন্ত নিশ্চয় জানা যায় নাই, কারণ ইহারা এপর্য্যন্ত পলায়নপর বৈরিগণের পশ্চাদ্বর্ত্তি আছে, শত্রুরা বীরতা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিল ইহাতে তাহারদিগের কয়েক শত লোকাহতহইয়াথাকিবেক,ইহারা শীকজাতীয়নহে, ডোগরা জাতি ব্যক্তকরে,অদ্যকারসংগ্রামানুষ্ঠানেই রামসিংহের বাঙ্গালা ঘরের উপর আমরা তোপ করি ইত্যাদি, ইহার অভ্যন্তর সমাচার পরে লিখিব,,।

মুলতান।

মুলতান হইতে যে সমাচার আগত হইয়াছে তাহাতে কতদিনে মুলতান দুর্গ ব্রিটিসাধিকৃত হইবেক তাহা নিশ্চয়াবধারণ হয় না, মূলরাজ এপর্য্যন্ত ধনে জনে দুর্ব্বল হন নাই কেহ কহেন তাঁহার অধীনে ৪ সহস্র সৈন্য মাত্র আছে, অপর পত্র প্রেরকেরা লেখেন তাঁহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন প্রাণ সত্ত্বে পরাজয় স্বীকার করিবেন না, ফলে তাঁহারদিগের ব্যবহারেও এইরূপ প্রতিজ্ঞা বোধ হইতেছে কথিত হয় মূলরাজের খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল নাই তবে আটা শেষ হইয়া আসিতেছে, ইহাও বিশ্বাস করা যায় না।

১৬ তারিখ পর্য্যন্তের সমাচার সঙ্কলনে এই মাত্র অবগতি হইল ব্রিটিস সৈন্যগণ অনবরত তোপ করিতেছেন এবং মূলরাজও তদুত্তর প্রদানে ত্রুটি করেন না, তবে অনুমান করি আমারদিগের গোলাদ্বারা তাঁহার দুর্গ মধ্যস্থ কোন২ ভাগ ভগ্ন হইতেছে কিন্তু যাবৎ ব্রিটিস সৈন্যগণ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারেন তাবৎ কাল দুর্গ মধ্যেস্থ কোন ভাগ ভঙ্গে আমারদিগের উপকার নাই, ইংলিসমেন পত্রের কোন পত্র প্রেরক লেখেন,,দুর্গের প্রাচীরের একস্থানে কিঞ্চিৎ ভেদ করা হইয়াছে কিন্তু তৎপশ্চাৎভাগে মৃত্তিকার চাপড়া বদ্ধ আছে এজন্য আমারদিগের গোলাদ্বারা একদা ভেদ করা যায় না,, এতদ্ভিন্ন প্রাচীরের সম্মুখে গড়খাই আছে, তাহাও দুর্গ প্রবেশের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধক বলিতে হইবেক ব্রিটিস পক্ষীয় সেপর মাইনর দল ১৩ তারিখে শুড়ঙ্গ খননারম্ভ করিয়া ১৬ তারিখে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে এই শুড়ঙ্গ দুর্গের নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত গেলে বারুদাগ্নি যোগে দুর্গ বিনাশ করা হইতে পারে কিন্তু আমারদিগের শঙ্কা হইতেছে দুর্গ বেষ্টনীয় ঝীল হইতে জল উঠিবে, তাহা হইলে আদ্র স্থানে বারুদ সংস্থাপনে উপকার হইবেক না,মূলরাজ ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়রগণের এতৎ কৌশল নিবারণার্থ আপন দুর্গের প্রাচীরের ঝীলের মধ্যে গড়খাই করিয়া স্থানে২ সৈন্য রাখিয়াছেন এই গভীর গড়খাইর নিম্ন ভাগদিয়া শুড়ঙ্গ করণ সহজ কর্ম্ম নহে, বিশেষত এই স্থানেই নিরস্ত্র সেপর মাইনরেরা আক্রান্ত হইতে পারে কথিত হয় এতদুভয় দলে দেখাদেখী হইয়াছে এবং গালাগালীআরম্ভ হইতেছে, শীকেরা কহেন ইহারপর ব্রিটিসেরা আর কিরূপে শুড়ঙ্গ করে তাহা দেখিবেন, তাঁহারা ইহার পর বন্দুকের যুদ্ধ না করিয়া তলবার ধরিয়া হস্তাহস্তী সংগ্রাম করিবেন ব্রিটিসেরা কেমন বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারে তাহা দেখা যাইবেক, আমারদিগের সৈন্যগণও ইহার সমুচিত উত্তরে তাঁহারদিগকে নিবারণ করিতেছে, এইরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে, দেখা যাউক কতদিনে আমারদিগের সেনাগণের বিজয়বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতে পারি, অকারণ রণে আমারদিগের রাজ্যের ধনজন ক্ষয়হয় ইহা সহিষ্ণুতা হয় না, সমাচারপত্রে এমতও প্রকাশ হইয়াছে দোস্ত মহম্মদ খাঁ মূলরাজের সাহায্যার্থ কতক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু মধ্যে২ এমত লেখাও হইয়া থাকে দোস্ত মহম্মদকে পেসোয়র প্রদেশ সমর্পণ করিতে আমারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সম্মত আছেন ইহাতে দোস্ত ব্রিটিসপক্ষাবলম্বন স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত সম্বাদেরপ্রতি আমরা আস্থা করিতে পারিনা, বিশেষত যখন এমত লিখিত হইয়াছে দোস্ত মহম্মদ যোগ চত্র সিংহ অটক দুর্গ অধিকার করিয়াছেন তখন তাঁহার সহিত আমারদিগের আর কিরূপে প্রণয় হইতে পারে,যাহা হউক, যদি দোস্ত মূলরাজকে সৈন্য সাহায্য প্রদান করেন তবে ব্রিটিস সৈন্যেরা বাহ্যাভ্যান্তরে আক্রান্ত হইবেন, তাহা হইলে মূলারজকে পরাজয় করণ কষ্টসাধ্য বলিতে হয় কিন্তু কাবলীয় সৈন্যেরাগমন কালে পথিমধ্যে অবরুদ্ধ হইবেন সন্দেহনাই,বিশেষত তাঁহারা এমত সাহসী হইতে পারিবেন ইহাও বিশ্বাস হয় না, মুলতানীয় লণ্ঠিত দ্রব্যাদি লাভের কথা উপস্থিত পূর্ব্বক সম্পাদকেরা অনেকতক বিতর্ক করিতেছেন, কেহ কহেনইহা শীকদরবারের প্রাপ্য,কেহবা ব্রিটিস সৈন্যকে বিভাগ করিয়া দিতে বলেন, কিন্তু এপর্য্যন্তকিছু অবধারণ হয়নাই, কথিত হয় মেজর এডওয়ার্ড সাহেব শীকদরবারের পক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন এবং আমারদিগের বুদ্ধিতেও ইহাই যুক্তি যুক্ত বোধ হইতেছে।

কথিত হয় লাহোরীয় পদচ্যুত মন্ত্রী রাজা লাল সিংহের ভ্রাতা সের সিংহকে ৫০০০০ সহস্র মুদ্রা দিয়াছেন এবং অল্পকালে আরো এত অর্থ প্রদানে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন।

মুলতানীয় নগরাধিকার কালে তত্রস্থ যে সকল প্রজা আঘাতী হয় ব্রিটিস সেনাপতি মহাশয় তাহারদিগের চিকিৎসা করাইতেছেন,তাহার মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক আছে, এই দয়ার ব্যবহারে আমরা সেনাপতি মহাশয়েরধন্যবাদকরি।

মূলরাজপক্ষীয় মুন্সী মুকুন্দচাঁদ এপর্য্যন্ত তারাগড়ে অবস্থিতি করিতেছেন কিন্তু ব্রিটিসকর্ত্তৃক তাহা আক্রান্ত হইয়াছে,এবং লক্ষ্মী নামক গড়ী

ও এপর্য্যন্ত বিপক্ষ হস্তে রহিয়াছে টেলর সাহেব তদধিকার করণে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মূলরাজ আপন পৈতৃক বিশ্বস্ত ব্যক্তি দায়াব কসকে বৃটিস সিবিরে সন্ধি সংস্থাপনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ঐদূতও অনেক উপরোধ করেন কিন্তু জেনরল সাহেব ইহাতে সম্মত না হইয়া এই মাত্র উত্তর করিয়াছেন মূলরাজ আত্ম সমর্পণ করিলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের দ্বারা তাঁহার দোষগুণের নিরপেক্ষ বিচার হইতে পারে কিন্তু তিনি মূলরাজের বা তৎপক্ষীয় সরদারদিগের প্রাণের অভয় প্রদান করিতে পারেন না।

সেখ এমামুদ্দীন লিখিয়াছেন কাহওয়ালা নামক দুর্গ অধিকার করিয়াছেন এবং মূলরাজ পক্ষীয় দুর্গ রক্ষক চুণীমল ধৃত হইয়াছেন এবং ফনোট দুর্গ অবিলম্বে হস্তগত করিতে পারিবেন, সেখ সাহেবের প্রার্থনানুসারে কতক বারুদাদি তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়।

বৃটিস কর্ত্তৃক মুলতান নগরাধিকার করণ বার্ত্তা লাহোর দরবারে যে দূত ব্যক্ত করেঐ ব্যক্তিকে দরবার ৫০০ শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

সিন্ধুরাজ্য।

বোম্বাই টেলিগ্রাফপত্রে লেখে কোটাস্থানে৫০০০ সহস্র লোককে দলবদ্ধ দেখিয়া এমত শঙ্কা হইয়াছে তাহারা উল্লেখিত প্রদেশাক্রমণ করিবে এবং ইহাও লিখিত হয় জেনরল একমটী সাহেব ৪ তারিখের রজনীযোগে এতদ্বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিল্লীগেজেটে ব্যক্ত করে ১ ফিব্রুআরী তারিখে স্যার লরেন্স সাহেব লাহোরীয় বৃটিস রেসিডেণ্টী পদে পুনরভিষিক্ত হইবেন।

---

১৩ তারিখে রাজা সেরসিংহের সহ সংগ্রামে নিম্ন লিখিত বৃটিস সেনাপতিগণ হতাহত হন, অতিরেক দিল্লীগেজেট হইতে।

হত।

বৃগেডিয়র পেনিউইক।
লেপ্তেনেণ্ট ঐ
মেজর একিন্স
কর্ণেল ব্রুক
এনসাইন রাবিসেন
লেপ্তেনেণ্ট এ মণি
মেজর গ্রাণ্ট
লেপ্তেনেণ্ট হেরিষ
লেপ্তেনেণ্ট সেপহার্ড
কাপ্তান রস
এনসাইন ডি মরেন্স
লেপ্তেনেণ্ট কির্ক্টন
লেপ্তেনেণ্ট মেকসন
কাপ্তান হেরিস

আহত।

বৃগেডিয়র পোপ
মেজর পেণ্টর
লেপ্তেনেণ্ট ওয়ার্ড
লেপ্তেনেণ্ট জারবিস
লেপ্তেনেণ্ট জোন্স
লেপ্তেনেণ্ট জিউন
লেপ্তেনেণ্ট এবং এজুটেণ্ট ওয়ষ্টন
এনসাইন গডবি
কাপ্তান গাইওলে
কাপ্তান বইস
কাপ্তান কেম্পবেল
মেজর লফটি
কাপ্তান হউয়ার্ট
কাপ্তান ফেন উইক
লেপ্তেনেণ্ট সইনহো
লেপ্তেনেণ্ট পিয়র্স
এনসাইন উড
এনসাইন নিসেষ্টর
বৃগেডিয়র জেনরল কেম্পবেল
মেজর পনসনবাই
লেপ্তেনেণ্ট হউনিট
কাপ্তান পোটস
কাপ্তান উইস
লেপ্তেনেণ্ট এ লিস
লেপ্তেনেণ্ট এ ডিবসন
লেপ্তেনেণ্ট গব
লেপ্তেনেণ্ট জোস
লেপ্তেনেণ্ট বেকন
লেপ্তেনেণ্ট ডেনামেন
মেজর বেমফিলড
মেজর খ্রীষ্টাই
লেপ্তেনেণ্ট পেটন

শনিবাসরীয় অতিরেক ইংলিসমেনে লেখে ১৪ তারিখে ২৪ জনসেনাপতির মৃত দেহকবরস্থ হইয়াছে।

পরীক্ষা।

পানীহাটীস্থ বিদ্যালয় যাহা শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র রায় চৌধরী এবং শ্রীযুত বাবু হলধর বসু প্রভৃতির অধ্যক্ষতায় স্থাপিতহয় গত রবিবারে তত্রস্থ শিক্ষিত গণের শিক্ষার পরীক্ষা হইয়াছে, পরীক্ষাকালীন তথায় গমনার্থ বাবু জগচ্চন্দ্ররায় চৌধুরি মহাশয় আমারদিগের নিকট পত্র পাঠাইয়া ছিলেন অনবকাশ প্রযুক্ত আমরা যাইতে পারিনাই, কিন্তু শ্রুত হইল ছাত্রেরা পরীক্ষা দানে পরীক্ষক গণকে তুষ্ট করিয়াছেন, অতএব আমরা অধ্যক্ষ মহাশয় গণকে অনুরোধ করি তাঁহারা এই ভাবে চলিবেন আগামী বৎসরীয় পরীক্ষা কালে যেন পরীক্ষকেরা সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞাত করা যাইতেছে যেখিদিরপুরের মেরিণসুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বাটী মেরামত ও কতক নূতন নির্ম্মাণ করিতে হইবেক তাহার প্লান অর্থাৎ নক্সা মোকাম কেল্লার সিবিল আরকিটেকট শ্রীযুত কাপ্তেন এইচ ফ্রেজর সাহেবের আফিসে প্রস্তুত আছে যাঁহারা উক্তকর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহারা উক্ত আফিসে আসিয়া নক্সা দেখিয়া ও যেরূপ কর্ম্ম হইবেক তাহাজানিয়া ঐ আফিসে স্বাক্ষরিত দরখাস্তকরিবেন কানট্রাকটর সকলের দরখাস্ত আগামি ২৭ ফিব্রুআরি পর্য্যন্ত লওয়া যাইবেক তৎপরে দরখাস্ত দাখিল করিলে লওয়া যাইবেক না ইতি।

২ দফা। কানট্রাকটর সকলকে পুনরায় বলা যাইতেছে যে এবিষয়ে অধিক কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য হয় না কালবিলম্ব করিলে তাঁহারা উক্ত কর্ম্ম যেরূপ করিতে হইবেক তাহা জানিতে পারিবেন না এবিধায় তাঁহারদিগের পক্ষে সুচারু না হইয়া গোলযোগ হইবেক ও দরখাস্তের উপরে উক্ত কর্ম্মের দরখাস্ত তাহা প্রকাশ করিয়া লিখিয়া দিবেন ইতি ২৭ জানের সন ১৮৪৯ সাল।

H. FRASER Captain
Civil Architect

Fort William.
27th January. 1849

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সংপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বার্থগুণায়জোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ রিলসন্ন স্ত রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৭২ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২ ফিব্রুআরি। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২১ মাঘ শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজীর অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহু কালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোং

ম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের কেটেলাগ অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের তালিকা ইংরাজী এবং পারস্য ভাষায় প্রস্তুত হইলেই অল্প দিবসের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

... কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে মিসুয়ার্স হিউজ ও টমপ্সার সাহেবানের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে রাস্তা। দক্ষিণদিগে ধর্ম্মতলার রাস্তা। উত্তরদিগে রাস্তা যাহা ব্যাপারিটোলা বলিয়া বিখ্যাত।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৭ জানুআরি ১৮৪৯

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৮ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকা

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

৭৪নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্নর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৮ সাল ২৯ নবেম্বর।

শ্রীযুত কাপ্তান এস আর পিকল সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান আর স্মিথ সাহেব ও শ্রীযুত এ ওয়াইয়েট সাহেব ও শ্রীযুত জে জে পেম্বর্টন সাহেব যে সকল জিলার জরিপী কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন সেইসকল জিলাতে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরেরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৪৮ সাল ৩০ ডিসেম্বর।

শাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ও টুগুড সাহেব জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উচ্চ পদে নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ১২ জানুআরি।

শ্রীযুত পাদরি আর এবরেষ্ট সাহেব কর্ম্মে ইস্তাফ দেওয়াতে ফোর্ট উলিয়ম কিল্লার ও খিদির পুরের ভজনালয়ের আসিষ্টাণ্ট ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি এফ ফিসর সাহেব গত ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখঅবধি ধ... [illegible] এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২ দুইকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বীরনৃসিংহ শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তর ও পূর্ব্বদিগে মতিলালশীলের বাটী ও ভূমী দক্ষিণ দিগে কোম্পানি বাহাদুরের এক গলি যাহা তারাচাঁদ দত্তের গলি বলিয়া বিখ্যাত। এবং পশ্চিম দিগে কোম্পানির রাস্তা।

৩দফা। এবং সহর কলিকাতার আমড়াতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বীর নৃসিংহ শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর এবং পশ্চিম দিগে রামসেবক মল্লিকের বাটী ও ভূমি।

ট। তোপ ও পতাকাপহরণ করিয়াছেন, পতাকাহরণে তাঁহারদিগের পক্ষেই বরং অধিক বীরত্ব প্রকাশ পায়, এতদ্ভিন্ন যখন তাঁহারা আমারদিগের প্রবল সৈন্যসিবির হইতে ২। ১ ক্রোশ অন্তরে সিবির সংস্থাপন করিয়া নির্ভয়ে রহিয়াছেন তখন তাঁহারদিগের পরাভব কোন প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য নহে, বিশেষত হরকরা পত্রের সম্বাদদাতা যাহা লেখেন তাহা সত্য হইলে তাঁহারদিগের জয় নিশ্চিত হয়, তিনি লেখেন শীকেরা আমারদিগের সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগাক্রমণ পূর্ব্বক ধন হরণ করিয়াছে, অতএব বিপক্ষেরা এইলাভে অধিক সাহসিক হইয়াছেন সন্দেহ কি, এবং যখন আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সম্মুখস্থ নিকটবর্ত্তি শত্রুর প্রতি আক্রমণ করিতে বিরত আছেন তখনই বিলক্ষণ প্রতীত হয় বিৃটিস সৈন্যেরা প্রবল হইতে পারেন নাই, বরং এমত লিখিত হইয়াছে মহারথী মহাশয় লাহোর ও মুলতান হইতে কয়েক দল যোদ্ধার আগমনাপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা না আসিলে তিনি পুনরাক্রমণ করিবেন না, কারণ গতযুদ্ধে অনেক সেনাপতি হতাঘাতী এবং কয়েক দল সৈন্যের অধিকাংশ নিপাত হইবাতে পূর্ব্বেক সাহায্যের প্রতীক্ষা নিরীক্ষণ করিতে হ... ন্তকরিবেন কানট্রাকটর সকলের দরখাস্ত আগামি ২৭ ফিব্রুআরি পর্য্যন্ত লওয়া যাইবেক তৎপরে দরখাস্ত দাখিল করিলে লওয়া যাইবেক না ইতি।

২ দফা। কানট্রাকটর সকলকে পুনরায় বলা যাইতেছে যে এবিষয়ে অধিক কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য হয় না কালবিলম্ব করিলে তাঁহারা উক্ত কর্ম্ম যেরূপ করিতে হইবেক তাহা জানিতে পারিবেন না এবিধায় তাঁহারদিগের পক্ষে সুচারু না হইয়া গোলযোগ হইবেক ও দরখাস্তের উপরে উক্ত কর্ম্মের দরখাস্ত তাহা প্রকাশ করিয়া লিখিয়া দিবেন ইতি ২৭ জানের সন ১৮৪৯ সাল।

H. FRASER Captain
Civil Architect

Fort William.
27th January. 1849

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

না গিয়াছে রামসিংহকে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ রসদ দিয়াছেন তখন তিনি সঙ্গোপনে স্বজাতীয় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন ইহা অসম্ভব নহে এবং স্বজাতির উন্নতি বাসনা সকলেই করিয়া থাকেন, ইহা বলিবার অপেক্ষা করে না, তবে কাযগতিকে খল ব্যক্তিরা আপন পক্ষের বিপক্ষতাও করেন, লাহোরীয় প্রথম যুদ্ধে গোলাপসিংহের ব্যবহারেতেই এবিষয় প্রকাশ পাইয়াছে, আমারদিগের এত লিখিবারতাৎপর্য্য এই যে বিৃটিসপক্ষীয় অকৌশল বা পরাক্রমেরত্রুটি প্রকাশ হইলে উক্ত মহারাজ বিদ্রোহিদলাশ্রয় করিতেপারেন, বরংইহাওপ্রকাশহইয়াছেতাঁহারদশসহস্র সৈন্যপ্রস্তুত হইয়াছে তাহাহইলেতৎপক্ষধনেজনে সম্বর্দ্ধিত হইবেন, এবং আমারদিগের রাজপুরুষগণকে ক্রমে অধিক সংগ্রামে বাধ্য করিবেন, কেননা জম্বূ ও কাবোল পর্য্যন্ত অধিকার না করিয়া ইংরেজেরা ক্ষান্ত হইতে পারিবেন না, ইহাতে কষ্ট ও ধন নষ্ট হইবেক তাহা সাধারণের অগম্য নহে, এবং এবিষয়ে ভারতবর্ষের অনেক হানি সম্ভাবনা অতএব স্বদেশীয় ব্যাঘাতাশঙ্কায় আমারদিগকে কাতর হইতে হইয়াছে, রাজার মঙ্গলেই প্রজার মঙ্গল এজন্য আমরা স্ব...

...য়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার ...বসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ ...চ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকে আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর ...শাভূষণ সকল।

আমারদিগের সেনাগণ ঐ দুর্গ প্রবেশ করি... করিতে পারিবেন, মুলরাজের সৈন্যগণ দি... তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, কোন সংবাদদাতা এমত লেখেন দুর্গ হইতে আগত সৈন্য দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন এইক্ষণে দুর্গ মধ্যে ১০০০। ১৫০০ সহস্রাতিরিক্ত যোদ্ধা নাই এবং মূলরাজও অবশেষে বিৃটিস হস্তে আত্ম সমর্পণে প্রস্তুত হইতে বাধ্য হইয়াছেন ইত্যাদি, কিন্তু আমরা এত দ্বার্ত্তার প্রতি এপর্য্যন্ত সম্যক বিশ্বাস করিতে পারিলাম না যেহেতু ইতি পূর্ব্বে পুনঃ২ প্রকাশ হইয়াছিল জেনরল সাহেব মূলরাজের প্রাণের অভয় প্রদানে সম্মত নহেন এবং এইক্ষণেও এমত লিখিত হয় নাই পূর্ব্বোক্ত আশ্বাস পাইয়া মূলরাজ আমারদিগের শরণ গ্রহণ করিতেছেন অতএব যখন অপমানের ও প্রাণের আশঙ্কা... ল তখন তিনি জীবন স্বত্ত্বে বিৃটিস প... বেন না, এবং এখন পর্য্যন্ত ও সম... হাকে পরিত্যাগ করেন না... পর্ণের অনেক অপেক্ষা... রপত্রে ইহাও লিখি... যেসকল অংশ... পুনঃ সং...

...ং পান্না খচি... এবং মুক্তা আঁটা ... সকল। প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকা... করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

...বজ নতে হবস্থান মল্লোচিতম্।
...র্ব্বতি মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

...কারোজ্জ্বিতঃ।
ভাস্করঃ॥

...র মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮টাকা
হা...

...ণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারচামড়ার ঢাল সকল।

...ণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়ো ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের কেটেলাগ অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের তালিকা ইংরাজী এবং পারস্য ভাষায় প্রস্তুত হইলেই অল্প দিবসের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৮ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাণী ভাগীরথী দেবী

র বিরুদ্ধ বেণ্ডিসিওবৈ এক্সপোনাস নামক পর বানার ক্ষমতাতে পবলিক সেল অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা মুরশিদাবাদ পরগনে চুনাখালির সাইদাবাদের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএকদোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বৈঠকখানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৷৷০ একবিঘা দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।/৬৷৷= পাঁচআনা ছয়গণ্ডা দুইকড়া দুই ক্রান্তিতে ও তাহার ।/৬৷৷=পাঁচআনা ছয়গণ্ডা দুইকড়া দুই ক্রান্তির মধ্যে ও তাহার ।/৬= পাঁচআনা ছয়গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তির উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপারে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রাস্তা। দক্ষিণ দিগে শিবঠাকুরের মন্দির ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে অনরবিল কোম্পানির রাস্তা। এবং পশ্চিম দিগে গঙ্গাতার।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে উক্ত রাণী ভাগীরথী দেবীর গোলাব বাগান। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে রাস্তা। এবং পশ্চিম দিগে রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বসতি বাটী।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে যাহা গোলাব বাগ নামে বিখ্যাত ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে বাগদিপাড়া। দক্ষিণ দিগে উক্ত রাণী ভাগীরথী দেবীর পতিত ভূমি। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগে পুষ্করিণী।

৪ দফা। এবং জিলা বীরভূমের সমসকর ভদ্রপুর পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৯ নয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে প্রাণকৃষ্ণ রায়ের বসতি বাটী। পশ্চিম দিগে উক্ত রাণী ভাগীরথী দেবীর দোলমঞ্চ। পূর্ব্ব দিগে কালী মজুমদারের বসতি বাটী। এবং দক্ষিণ দিগে গুরু সাণার পুষ্করিণী।

৫ দফা। এবং জিলা মুরশিদাবাদের পরগনা সমসকার ভদ্রপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে দুই মৌজা আছে বিশেষতঃ নিজ সমসকার ও মহাদেবপুর তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। এবং জিলা বীরভূমের পরগনে সমসকার ভদ্রপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ১৬ মৌজা আছে বিশেষতঃ নিজ ভদ্রপুর, আকালি, হাজারপুরা, রায়পুরা, সর্ব্বশিপুর, গোপীনাথপুর, কলোটিয়া, কানাইপুর, ভবানীপুর, জেষ্টা, সুকরাবাজ, গোঁসাইপুর আরঞ্জি, বকসডাঙ্গা আম্রমণি এবং রামপুর তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহারতৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার বাজিতপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে দই মৌজা আছে বিশেষতঃ নি[জ] বাজিতপুর এবং নৌলো তাহার তৃতীয়াংশে[র] একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপ[র] পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রী[ত] হইবেক।

৮ দফ। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগা[নার] বাইরা শাহানগরের লাট বাইরা শাহা নগরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালক তাহা[তে] ৭ সাত মৌজা আছে বিশেষতঃ শাহানগর, নৌগ[া] বান্না, কাটায়রে, ভগলদীঘি বাঁন্দখোলা এ[বং] বসন্দি তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহা[র] তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতী[য়া]ংশের একাংশের উপয় পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও স[ম্প]র্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থা[ন] ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফ। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শামি[ল] ও তন্মধ্যস্থিত যেএক তালুক তাহাতে দুই মৌজা আছে বিশেষতঃ সারোয়া এবং সোমাজপু[র] তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতী[য়া]ংশের একাংশের মধ্যে ও তাহারতৃতীয়াংশে[র] একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগনা সমসকার ভদ্রপুরের লাট দরি ভদ্রপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে চারি মৌজা আছে বিশেষতঃ নিজদরি ভদ্রপুর, গোপালপুর, দৈবকিনন্দন বাটী, এবং রুদ্রবাটী তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যেস্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে তিন মৌজা আছে বিশেষতঃ মৌজা বালিয়ট, মৌজা কালীয়ট, এবং মৌজা দিননাথপুর, তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১২ দফ। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগনে সমসকার ভদ্রপুর ভদ্রপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে তিন মৌজা আছে বিশেষত গোপীনাথপুর, দীপচন্দ্রপুর এবং ক্ষরিদপর তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানসারে বিক্রীত হইবেক।

১৩ দফ। এবং জিলা বীরভূমের পরগনে রাইটক শাহা নগরের মৌজা নৌগা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখরাজ ভূমি অনুমান ১০।৩ দশ বিঘা আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতী[illegible] ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব [illegible] আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে পিরু সেখের ভূমি। দক্ষিণদিগে ভরত চট্টোপাধ্যায়ের ভূমি দক্ষিণদিগে সেখ খদির ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে জগৎ মণ্ডলের ভূমি।

১৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখরাজ ভূমি অনুমান পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে শ্রীদাম কোটালের ভূমি। পশ্চিমদিগে বৈকুণ্ঠ কোটালের চাকরান ভূমি। দক্ষিণদিগে সেখ বেরনের ভূমি। এবং পূর্ব্বাদগে পারবতির ভূমি।

১৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিলও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখরাজ ভূমি অনুমান ছয়বিঘা তাহাকিছু কমীহউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে হরসেট কোটালের ভূমি। পশ্চিমদিগে উক্ত রাণী ভাগীরথী দেবীর পুষ্করিণী। দক্ষিণদিগে শ্রীদাম কোটালের ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে আবদুল মণ্ডলের ভূমি।

১৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার বাজিতপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখরাজ ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পার্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে শাহা নগর। পশ্চিমদিগে [illegible]গলি। দক্ষিণদিগে চাঁদবিবির ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে [illegible]

১৭ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে শাহানগর। পশ্চিমদিগে যোতগলি। এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমি।

১৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে শাহানগর। পশ্চিমদিগে ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে বাজিতপুর।

১৯ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পাক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে শাহানগর। পশ্চিমদিগে যোতগলী। দক্ষিণদিগে চাঁদবিবির ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে আবদুলের ভূমি।

২০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড লাখেরাজ ভূমি অনুমান চারিবিঘা তাহা কিছু কমীহউকবাবেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে [illegible] হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে শাহানগর। পশ্চিমদিগে যোতগলি। দক্ষিণদিগে ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে নসকর[illegible]রের ভূমি।

২১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে শাহানগর। পশ্চিম ও পূর্ব্বদিগে জোতগলি। এবং দক্ষিণদিগে ভূমি।

২২ দফ। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শাহানগর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার

তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুরূপে বিক্রীত হইবেক।

২৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান ৫ পাঁচবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমি। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে সেখ নুর মহাম্মদের ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে কোম্পানির রাস্তা

২৪। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের [illegible] ও তন্মধ্যে স্থিত যে এক [illegible] লাখেরাজ ভূমি অনুমান ৪ চা[illegible] বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক [illegible]হার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃ[illegible]য়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়া[illegible]শের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্প[illegible] আছে তাহা উপরে লিখিত কা[illegible] [illegible]ন ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমি। এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিগে নুর মহম্মদের ভূমি।

২৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম এবং দক্ষিণদিগে বাজিতপুর এবং উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

২৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে নফর সরদারের ভূমি। পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিগে বাজিতপুর।

২৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ও পরগণার গোঁসাইপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশেরএকাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে পতিত ভূমি। পশ্চিমদিগে গোঁসাইপুর এবং পূর্ব্বদিগে জেষ্ঠ গ্রাম।

২৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার জ্যেষ্ঠ গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে ভূমি। পশ্চিমদিগে গোঁসাইপুর। এবং দক্ষিণদিগে পতিত ভূমি।

৩০ দফা। এবং জিলা মুরশিদাবাদের ফরিদপুর পরগণার ফরিদপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যেও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও দক্ষিণদিগে পতিত ভূমি।

৩১ দফা। এবং জিলা বীরভূমের পরগণে ধাতার কালীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখেরাজ তালুক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও [illegible] তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার বাসদেবপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএক লাখেরাজ তালুক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩৩ দফা। এবং জিলা বীরভূমের সনসকার ভদ্রপুর পরগনার ভদ্রপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী যাহা ষষ্ঠীতলা নামে বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পাঁচবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরেলিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে প্যারি কোটালের বসতি বাটী। দক্ষীণ দিগে গোলামি হাড়ির বসতি বাটী। পূর্ব্বদিগে নকড়ি চক্রবর্ত্তির বসতি বাটী। এবং পশ্চিমদিগে গোলক মেহানার বসতি বাটী।

৩৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখেরাজ পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশেরমধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে রামমোহন মুচির বসতি বাটী। পশ্চিম দিগে নদী। দক্ষিণ দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। এবং পূর্ব্বদিগে শ্যামদাস বৈরাগীর বসতী বাটী।

৩৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখরাজ পুষ্করিণী যাহা গুরু পুকুরনামে বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান তেরবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরেলিখিত কাল ও স্থানওনিয়মানুসারে বিক্রীতহইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে উক্ত আসামীর বসতি বাটী। পশ্চিম দিগে পতিত ভূমি। দক্ষিণ দিগে এক মাঠ। এবং পূর্ব্ব দিগে হাড়ি পাড়া।

৩৬। দফা এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখরাজ পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনমান তের বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশেরমধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মেং ওএষ্ট সাহেবের রেশমের কুঠী পশ্চিমদিগে উক্ত আসামীর এক পুষ্করিণী। দক্ষিণ দিগে নদী। এবং পূর্ব্বদিগে ভূমী।

৩৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখরাজ পুষ্করিণী যাহা শিবসাগর নামে খ্যাত এবং তাহারসঙ্গেযেএকখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশীহউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও

তাহার তৃতীয়াংশেরএকাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে উক্ত আসামীর এক পুষ্করিণী। পূর্ব্বদিগে এক মাঠ। উত্তরদিগে এক পুষ্করিণী। এবং দক্ষিণদিগে এক নদি।

৩৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখেরাজ পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে গুরুসাগর নামক পুষ্করিণী। পশ্চিমদিগে এক মাঠ। দক্ষিণদিগে এক নদী। এবং পূর্ব্বদিগে এক মাঠ।

৩৯ দফ। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক লাখেরাজ পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বণ্ড ভূমি অনুমান বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুরূপে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে দুর্লভ বাঁড়ুয্যার বসতি বাটী। পশ্চিমদিগে নকড়ি চক্রবর্ত্তির এক পুষ্করিণী। দক্ষিণদিগে এক পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্বদিগে উক্ত আসামীর এক পুষ্করিণী।

৪০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখেরাজ পুষ্করিণী যাহা আনন্দসাগর নামে বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে ভরত চাসার বাটী। পশ্চিম দিগে গুরুসাগর নামক পুষ্করিণী। দক্ষিণদিগে ধোবাপাড়া। এবং পূর্ব্বদিগে তাঁতিপাড়া।

৪১ দফ। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএকলাখেরাজ পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে মণিপুর। পশ্চিমদিগে উক্ত রাণী ভাগীরথী দেবীর হাট। দক্ষিণদিগে ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে তাঁতিপাড়া।

৪২ দফ। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখেরাজ পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মাণিকদীঘি পুষ্করিণী। পশ্চিমদিগে ও দক্ষিণদিগে নদী। এবং পূর্ব্বদিগে ময়দান।

৪৩ দফ। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখেরাজ বাগাৎ ভূমি যাহা চকবেলবাড়ি নামে বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের একাংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী ভাগীরথী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে নদী পশ্চিম ও দক্ষিণদিগে ময়দান।

সরিফের দপ্তরে অনুষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৩ জানুআরি ১৮৪৯।

নীচে লিখিতর্য মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস।
শ্রীযুত বাবু গুরুদাস মিত্র।
শ্রীযুত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মিশ্র।
শ্রীযুত মৌলবী সেলামত উল্লা খাঁ বাহাদুর।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা আনন্দিত হইয়া পাঠক মহাশয়গণকে জানাইতেছি বোধ হয় যুদ্ধ ভয় হইতে বিমুক্ত হইলাম, উপস্থিত যুদ্ধের মূলীভূত মুলতান রাজ মূলরাজ ধৃত হইয়াছেন, অতএব এগনু সাহেবের প্রাণবিয়োগে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাণ হইল, আমরা মুলতান দুর্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এইক্ষণে আমারদিগের পক্ষীয় বুদ্ধিবীর যুদ্ধবীর মহাবীর সেনাপতি জেনরেল হুইস সাহেবের ধন্যবাদ না লিখিয়া মূলরাজের পরাজয়ের বিষয় লিখিতে পারি না, ইতিহাসে লেখে মহারথি মহারাজ রণজিৎ সিংহ প্রথমাক্রমণে মুলতান হস্তগত করিতে পারেন নাই, দ্বিতীয়বারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া মুলতানাধিকার করেন, জেনরেল হুইস সাহেব কোন স্বাধীন রাজ্যের মহারাজ নহেন এবং মহারথীও নহেন, ব্রিটিস পক্ষের সহস্র২ সেনাপতি শ্রেণীস্থ একজন জেনরেল, এবং রণজিৎ সিংহ যত সৈন্য সহিত মুলতানে গমন করিয়াছিলেন উক্ত সাহেবের অধীনে তত সৈন্যও ছিলনা, জেনরল হুইস ১২।১৩ সহস্র সৈন্য সহিত মুলতানে যাইয়া যদি ও প্রথমাক্রমণে মুলতানাধিকার করিতে পারেন নাই তথাচ দ্বিতীয়বারে দুর্গ পর্য্যন্ত লইলেন, ইহাতে মহারাজ রণজিৎ সিংহের বীরত্ব অপেক্ষাও জেনরেল হুইস সাহেবের বীরত্বের অধিক প্রশংসা করা যায়, অতএব আমরা প্রার্থনা করি বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা লার্ডগফ সাহেবের পরে এই সুবোধ মহাবীরকে আমারদিগের রাজ্য রক্ষার্থ মহারথির পদে মনোনীত করেন, পূর্ব্বে কথা হইয়াছিল জেনরেল নেপীয়র সাহেব এতদ্দেশের মহারথী অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি হইবেন কিন্তু নেপীয়র সাহেব নিষ্ঠুর, সিন্ধুদেশীয় আমীরদিগের অবলাগণের অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছেন, জেনরেল হুইস তাহা করেন নাই, বরঞ্চ অঙ্গীকার করিয়াছেন মূলরাজের পরিবারাদির উপর অত্যাচার করিবেন না, এবং নগরাক্রমণকালে যে সকল প্রজারা আঘাতী হইয়াছে তাহারদিগের চিকিৎসা করাইতেছেন, সমরে বীরত্ব প্রকাশ অথচ হৃদয়ে দয়া, ইহা কেবল মার্কণ্ডেয় পুরাণেতেই লেখা দেখিয়াছি, ভগবতী যখন অসুরবিনাশ করিলেন তখন দেবতারা এই স্তুতি করেন " চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবন ত্রয়েপি,, অর্থাৎ হে দেবি, হৃদয়ে কৃপা অথচ সমরে নিষ্ঠুরতা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের মধ্যে কেবল তোমাতেই দেখিলাম,, এই বিষয় মার্কণ্ডেয় পুরাণে লেখা আছে, আর জেনরেল হুইস সাহেবের ব্যবহার সেই রূপ দেখিলাম এই কারণ জেনরেল হুইস সাহেবের উন্নতি প্রার্থনা কচ্ছু, এবং গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের নিকট শেরঞ্জক প্রার্থনা এই যে মূলরাজের গলে ফাঁসী দিবেন না, মূলরাজ একজন মহাবীর, ইনি যদিও বিশ্বাসঘাতিতা করিয়াছেন তথাপি গুণের পারিতোষিক প্রাণদান বিধেয়, অদ্য বাসরীয় ভাস্করে স্থান নাই অতএব মূলরাজের গুণের বিষয় লিখিতে পারিলাম না, পাঠক মহাশয়েরা এইক্ষণে যুদ্ধ বিবরণ শ্রবণ করুন।

সাংগ্রামিক ব্রিটিস বিজয় বার্ত্তা।

গত শুক্রবারে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দুই অতিরেক পত্র প্রকাশ পায়, তৎপ্রথম পত্রে ১৩ তারিখে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি রাজা সের সিংহের সহিত যে সংগ্রাম করেন তদ্বিবরণ লিখিত হয়, দ্বিতীয় পত্রে ২২ তারিখে মূলরাজ স্বীয়দুর্গ ভেদ দেখিয়া ব্রিটিসহস্তে স্বদলবলসহ আত্মসমর্পণ করেন এতদ্বার্ত্তা লেখা যায়, ইহাতেই তদ্দুর্গ গ্রহণে আমারদিগের প্রাণি হানি হয় নাই এই সুমঙ্গল সমাচার, দিল্লী গেজেট পত্রে লেখে ২০।২১ তারিখে মূলরাজ দূত দ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করেন কিন্তু আমারদিগের সেনাপতি হুইস সাহেব কোন অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে চাহিলেন না অতএব মূলরাজ অবশেষে প্রার্থনা করিলেন তাঁহার পরিজনগণের প্রতি কোন অহিতাচরণ না হয়, এবিষয়ে ব্রিটিস সেনাপতি মহাশয় আপত্তি উপস্থিত না করিয়া থাকিবেন, বোধ হয় মূলরাজ আত্মরক্ষার অনুপায় দেখিয়া ইহাতেই ব্রিটিস হস্তে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, দিল্লী গেজেটে আরো লেখে ২০ তারিখেই দুর্গ প্রবেশের পথ মুক্ত হইয়াছিল, ২১ তারিখে ব্রিটিস সৈন্যেরা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন কিন্তু জেনরল হুইস সাহেব কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ২২ তারিখে তদ্দুর্গাধিকার করণাবধারণ করেন, ইহাতেই অনেক প্রাণি রক্ষা পাইয়াছে, যেহেতু মূলরাজ ২২ তারিখে আত্ম দেহ গেহ দুর্গাদি ব্রিটিস হস্তে সমর্পণ করেন, কথিত হয় তিনি ২১ তারিখেও আপন সৈন্য সামন্তগণকে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রতি দিন প্রত্যেককে পাঁচ টাকা হিসাবে বিপুলার্থ দানে স্বীকৃত হন, কিন্তু তৎপূর্ব্বাবধি তাঁহার সেনারা ক্রমে২ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, এবং অনেকে হতাহত হয় ইহাতেই অবশিষ্টেরা তাঁহার উৎসাহবাক্যে সংগ্রামে সাহসী হইতে পারে নাই, অতএব নিরুপায়ে দুর্ব্বলের পথ আশ্রয় করিয়াছেন, এইক্ষণে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর তাঁহাকে রাখেন মারেন কি করেন বলা যায় না কিন্তু এমত বীর ব্যক্তিকে সামান্যাপরাধির ন্যায় দণ্ড প্রদান করিলে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস জাতির উচিত কর্ম্ম হইবেক না, শরণাগতকে ক্ষমা করাই বিহিত, ইহা সত্যবটে দুষ্ট দমন না হইলে অন্যেরা তদনুগামী হয় এবং এতদ্দ্বারা দেশের উপদ্রব বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু দোষিব্যক্তিকেও গুণের পারিতোষিক প্রাণদান করিলে আমারদিগের রাজপুরুষেরা অধিক প্রতিষ্ঠিত হইবেন এবং যদি এরাজ্যে এমত আর কোন প্রবল রিপু বর্ত্তমান থাকিতেন তাহার জন্য ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের শঙ্কা সম্ভাবনা হইত তথাপি মূলরাজের প্রতি নিষ্ঠুরাচার করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দুষ্ট দমন করিতেন, এইক্ষণে পরমেশ্বরানুকম্পায় ব্রিটিস ভয়ে ভারতবর্ষস্থ যাবদীয় মহীপাল কম্পবান হইয়াছেন, অতএব পরাক্রান্তের ক্ষমা ও ধৈর্য্য গুণাবলম্বন এবং আশ্রিত প্রতিপালন বিহিত; যদি কহেন মূলরাজকে অভয় প্রদান করা হয় নাই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবেন, তথাপি তিনি এই ভরসায় ব্রিটিস পক্ষের শরণাগত হইয়াছেন ইহার অন্যথা নাই, অতএব অনুগতানুপীড়নে মহত্ত্বের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এই কারণ আমরা মূলরাজের প্রাণ দানের অনুরোধ করি, মুলতানের যাহা হইবার তাহা হইল আর সে দিগে উৎপাত নাই এইক্ষণে সের সিংহের কার্য্যের প্রতিই সাধারণের অধিক অভিনিবেশ হইবেক, সেরসিংহ এপর্য্যন্ত ৪০।৫০ সহস্র সৈন্য সামন্ত লইয়া ব্রিটিস প্রতিকূলে অগ্রবর্ত্তি আছেন কিন্তু তাঁহাকে দমনে আর কষ্ট বোধ হইবেক না, আমারদিগের মহারথির সম্প্রদার সহিত জেনরল হুইসের অধীন সৈন্যগণ অচিরাৎ সমবেত হইতে পারিবেক এবং ঐ সম্মিলিত ব্রিটিস সৈন্য সম্মুখে বিপক্ষদল "বাতেন কদলী যথা,, পতিত হইবেক সন্দেহ নাই, মুলতান রাজ্য ব্রিটিস হস্তগত হইবাতে আমারদিগের পক্ষে অনেক উপকার দর্শিয়াছে, সন্দিগ্ধ স্বভাব রাজা গোলাব সিংহ ইহার পর আর শাত্রবতাচরণে সাহসিক হইবেন না এবং কাবোলাধিপতিও এতৎ সম্বাদ শ্রবণে ব্রিটিস পদাবনত হইতে পারেন, ব্রিটিস রাজপুরুষগণের কিঞ্চিৎ শৈথিল্য প্রযুক্তই পঞ্জাব রাজ্যে বিদ্রোহিতানল প্রবল হয়, প্রথম সূত্রেই তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিতেন তদভাবেই তদনল কাবোল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই দোস্ত মহম্মদের দীপ্ত বার্ত্তা ঘোষণা হয়, নচেৎ তিনি কোথায় অন্ধকারাবৃত থাকিতেন তাহা বলা যায়না কিন্তু এইক্ষণে ব্রিটিস সৈন্য সামন্ত রূপ মেঘমালার তর্জ্জন গর্জ্জন ও বেগ বৃদ্ধি হইয়া এমত জল সিঞ্চন হইবে তাহাতে বিদ্রোহিতানল অচিরে নির্ব্বাণ পাইবেক, মুলতানীয় দুর্গাধিকার সমাচার জ্ঞাপন জন্য গত শুক্রবারে মধ্যাহ্ন সময়ে কলিকাতা নগরীয় ফোর্ট উলিয়ম দুর্গে ২১ বার জয় চিহ্ন তোপধ্বনি হয়।

প্রধান সেনাপতির ডিস্পেচের সার।

আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সের সিংহের সহ ১৩ তারিখে যে যুদ্ধ করেন তদ্বিবরণে লেখেন " শ্রীযুত গবরণর জেনরলের পলিটিকল এজেন্ট মেজর মেকসন সাহেব হইতে ১০ তারিখে অটক দুর্গ শত্রু হস্তগত হওয়া এবং সেরসিংহের ৬২ টা তোপ সহ উপস্থিতি ৩০।৪০ সহস্র সৈন্য সহিত ছত্র সিংহের আশু সংযোগ হইবার সম্ভাবনা সমাচার শুনিয়া বিশেষত সক্ষম হইলে শত্রুকে ত্বরায় বিনাশ করণার্থ মেকসন সাহেবের উপদেশে এবং আমি দলেবলে শত্রু পরাজয়ে আপনাকে ক্ষমবান বিবেচনা করাতে ১২ তারিখে লোয়া টিবা নামক স্থান হইতে ডিঙ্গাতে থাকি।

১৩ তারিখ প্রাতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ দিগেই যাই, অভিপ্রায় এই যে অরণ্যাশ্রয়ি শত্রুরা ঐদিগে আসিয়াছিল, মধ্যাহ্নকালে চিলিএনওয়ালা নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষ নিকট অর্থাৎ অগ্রণী সৈন্য দলকে এক উচ্চস্থানে দেখিতে পাই, এবং তৎস্থান হস্তগত করিয়া চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপূর্ব্বক আমারদিগের সম্মুখে কিঞ্চিদ্দূরে বৈরিগণকে সমরসাজে এক সামান্য জঙ্গলীস্থানে দেখিতে পাইলাম, তখন অতি বেলা হইয়াছিল বিশেষত শত্রুদিগের পার্শ্ব শ্রেণী জঙ্গলস্থ বিধায় জঙ্গল ভঙ্গ করণে অধিক কষ্ট জ্ঞানে তদ্দিনে তথায় অবস্থান যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করি, ইঞ্জিনিয়র আফিসরেরা তৎস্থানের চতুর্দ্দিগ দর্শন করিতে এবং কোয়াটর মাষ্টরেরা সিবির সংস্থাপন স্থান নির্ণয় করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এমতকালে বিপক্ষপক্ষীয় এক হার্স আর্টেলরী গোলাক্ষেপারম্ভ করে, অতএব আমি এতন্নিবারণার্থ কয়েকটা বৃহৎ তোপ নিযুক্ত করি কিন্তু ইহাতেই তাহারদিগের তাবৎ ফিলড আর্টেলরী তোপ হইতে গোলাবৃষ্টি হয়, অরণ্য স্থান বিধায় ইতঃপূর্ব্বে তাহারদিগের তোপসকল কোথায় ছিল তাহা দেখা যায়নাই কিন্তু এতদ্দ্বারা তাহা জ্ঞাত হই, শত্রুদের ভাবেই বুঝাযায় তাহারা রণেচ্ছু হইয়াছে এবং যদিবা দিবাভাগে ক্ষান্ত ছিল তথাপি নিশাকালে আক্রমণ করিবে এতদ্বিবেচনায় আমিও রণে প্রবর্ত্ত হইতে উচিত জ্ঞান করিয়া স্যার ওয়ালটর গিলবর্টকে দক্ষিণপার্শ্বে ও তৎপার্শ্ব রক্ষার্থ ব্রিগেডিয়র পোপের অধীন অশ্বারোহি ব্রিগেড এবং ১৪ সংখ্যক লাইট ড্রেগুণ দল এবং লেপ্টেনেন্ত গ্রান্টের অধীন ৩ ট্রুপ হর্স আর্টেলরী নিযুক্ত করি এইভাগেই শত্রুপক্ষীয় অধিক অশ্বারোহী ছিল।

আমারদিগের বৃহৎ তোপ সকল মধ্যদেশে সংস্থাপিত হয়, বামপার্শ্বে জেনরল কেম্পবেলের দল ও তৎপার্শ্ব রক্ষার্থ ব্রিগেডিয়র হোয়াইটের অশ্বারোহী ব্রিগেড এবং কর্ণেল ব্রাইণ্ডের অধীন ৩ ট্রুপ হর্স আর্টেলরী নিযোজিত করি এবং পদাতিক ডিবিজনের সহ ফিলড আর্টিলরী সকল রাখি।

এইরূপ সমরসাজে আমি সৈন্যগণকে ভূমিতলে শয়নাদেশ পূর্ব্বক বৃহৎ তোপ সকল দ্বারা বিপক্ষগণকে লক্ষকরণানুমতি করি এতদধ্যক্ষতায় মেজর হরসফোর্ড এবং তৎসহকারিতা করণার্থ ব্রেবেট মেজরস লাডলো এবং স্যার রিচমণ্ড সেকস্পিয়র নিযুক্ত হন।

আমারদিগের পদাতিক ডিবিজন সন্নিহিত ফিলড বেটেরী সকল হইতেও এতৎ সময়ে অধিক গোলাক্ষেপ হয়, বৈরীগণও মধ্যস্থলে অনেক তোপ সংস্থাপন করিয়াছিল।

একঘণ্টাকাল যাবৎ এইরূপ গোলাবৃষ্টি করিলে শত্রুপক্ষীয় তোপসকল শুদ্ধপ্রায় হয়, ইহাতে আমি তাহারদিগের তোপ ও স্থানাক্রমণের সুযোগ সময় বিবেচনা করিয়া বামপার্শ্বস্থ সেনাগণকে ধাবমান হইতে কহি, এদিগে শত্রুপক্ষীয় অধিক তোপ ছিলনা, কিন্তু দূরবর্ত্তি ছিল, তৎপরে দক্ষিণপার্শ্বস্থ সেনাগণ শত্রু আক্রমণে আদিষ্ট হন।

ব্রিগেডিয়র পেনির ব্রিগেড রিজর্বদলরূপে রক্ষিত হয় এবং ব্রিগেডিয়র হিয়ার্সের ইররেগুলর অশ্বারোহিগণ ও ২০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক লইয়া সৈন্যের খাদ্য ও অপর দ্রব্যাদি রক্ষার্থ প্রস্তুত থাকেন।

এই আক্রমণে ব্রিগেডিয়র পেনিকুইককে একবার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইতে দেখিয়া আমি ব্রিগেডিয়র পেনির রিজরব সৈন্যকে সাহায্য প্রেরণ করি, এই কালে জেনরল কেম্পবেল অতি ধীরতা ও বীরতা পূর্ব্বক তাঁহার রাইট ব্রিগেড ভঙ্গকারি বিপক্ষ দলকে পরাজিত করেন, পূর্ব্বোক্ত ব্রিগেডের পরাভবের কারণ এই যে পেনিকুইকের আদেশ না বুঝিয়া তদধীন গোরা সিপাহিরা অতিবেগে ধাবমান হয় কিন্তু এতদ্দেশীয় পদাতিকেরা তাহার সহগন্তা হইতে পারিলেক না ইহাতেই তদ্দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এক জঙ্গলে প্রবিষ্ট হয়, এই স্থানে বিপক্ষীয় পদাতিকেরা হঠাৎ গুলিক্ষেপে ইহারদিগের অনেক বিনাশ করে এবং বীরবর পেনিকুইক এবং ২৪ সংখ্যক দলের প্রশংসিত কর্ণেল ব্রুকস ও অপর তিন জন সেনাপতি হত এবং তৎ পলটনের প্রায় অর্দ্ধাংশ রণশায়ী হয়, পশ্চাদ্বর্ত্তি দেশীয় সিপাহিরাও এতদ্রূপে অধিক সহ্য করে কিন্তু আমি যথার্থ কহিতেছি এই সৈন্যদলাধ্যক্ষের আদেশ না বুঝিয়া অতিবেগে ধাবমানেতেই আপদগ্রস্ত হইয়াছিল, নচেৎ ইহারদিগের বীরত্বের ত্রুটি প্রকাশ হয় নাই এতদ্দলের বামস্থিত কর্ণেল ব্রাইণ্ডের হর্স আর্টিলরী সৈন্যেরা গোলাক্ষেপে ইহারদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল এবং মেজর জেনরল থেকওয়েল সকলের বামভাগে এবং পশ্চাতে বিপক্ষীয় অশ্বারোহিগণকে তাড়িত করেন।

দক্ষিণভাগে বিচক্ষণবর মেজর জেনরল গিলবর্ট সাহেবের অধীন পদাতিকেরা সুনিয়মে জয়যুক্ত হয়, এতৎ সম্প্রদার বাম ব্রিগেড, ব্রিগেডির মৌন্টেনের অধীনে প্রথমেই রণে প্রবর্ত্ত হ

য় এবং বৈরিপক্ষীয় তোপের সম্মুখে পতিত হইয়া বীরত্ব সাধনে ত্রুটি করে নাই, ইহারদিগের দক্ষিণ ব্রিগেড গডবীর অধীন যোদ্ধারা পূর্ব্বোক্ত দলের বিলক্ষণ সহকারিতা করে, এই দল আমারদিগের ভারতবর্ষীয় সৈন্যের সম্মান রক্ষা পূর্ব্বক তাহারদিগের সম্মুখস্থ বিপক্ষ পক্ষীয় যোদ্ধাগণকে পরাজয় করিয়া তাহারদিগের তোপ সকলের রঞ্জকে পেরেগ বদ্ধকরে, মেজর জেনরল অগ্রস্থ ব্রিটিস ফিল্ড আর্টিলরীর বিস্তর প্রশংসা করেন।

ব্রিগেডিয়র পোপের অধীন অশ্বারোহি ব্রিগেড জয়যুক্ত হইতে পারে নাই, ইহারা আদেশ বুঝিতে না পারিয়া অথবা অন্যায়াদেশে হর্স আর্টিলরির মুখ রোধ করিয়াছিল, শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহিরা এতদ্দলে আক্রমণ করে এবং আমারদিগের গোলন্দাজেরা অনেক যত্নেও ৪ টা তোপ তৎক্ষণাৎ স্থানান্তর করিতে পারে নাই, কিন্তু তৎপরে অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারিগণকে তাড়ায়।

আমারদিগের প্রধান রথির ডিস্পেচের প্রথমভাগ সংক্ষেপে লিখিলাম, স্থানের সংকীর্ণতা হেতুক অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতেহইল, তাহা সেনানীগণের গুণোৎকীর্ত্তনেই প্রায় পরিপূর্ণ, জয়লব্ধ দ্রব্যের মধ্যে ১২ তোপ ও কতক ব্রুদ গোলাদির বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, আমারদিগের সৈন্যেরা এতদ্ভিন্ন আর যে কয়েকটা তোপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা শীকেরা পুনঃপ্রাপ্ত হয়, প্রধান মহাশয় নিশা ৮ আটঘণ্টা পর্য্যন্ত জেনরল কেম্পবেলের ডিবিজনের সহিত থাকেন, মেঘাচ্ছন্ন এবং অন্ধকারাবৃত হইবায় তিনি আর অধিকরাত্র রণক্ষেত্রে থাকিতেপারেন নাই ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কহেন, শীকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে এবং সেরসিংহের সহিত ছত্রসিংহের সমবেত বার্ত্তাও প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা না হইলে বৈরিগণ ঝিলম নদীর এপারে পুনঃসংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইতে পারিতেন না।

ব্রিটিস পক্ষীয় হতাহত সৈন্য সমষ্টি লেখেন।

নিহত। ২২ জন ইংরেজ সেনাপতি ১৬ জন দেশীয় ঐ, ১৫ জন সারজেণ্ট অথবা হাবেলদার, ৫ জন বাদ্যকর, ৫০৩ জন সিপাহী, ১ লস্কর ২ সহিস, ৫২ অশ্ব।

আহত। ৬৭ গোরা সেনাপতি, ২৭ দেশীয় ঐ, ১ ওয়ারণ্ট আফিসর, ৯০ সারজেণ্ট অথবা হাবেলদার, ১৭ বাদ্যকর, ১৪২৯ সিপাহী, ৮ লস্কর, ২ সহিস, ৪৪ অশ্ব।

অপ্রাপ্ত। ৪ সারজণ্ট অথবা হাবেলদার, ৯৪ সিপাহী, ৬ সহিস, ৮০ অশ্ব।

পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত বিবরণের মধ্যে আমারদিগের তোপ ও পতাকা হরণের সমাচার পাইবেন না কিন্তু অন্য পত্রে ইহা নিশ্চিতরূপে লিখিত হইয়াছে এবং প্রধান মহাশয়ও লেখেন,, ৪ টা তোপ তৎক্ষণাৎ স্থানান্তর করিতে পারে নাই,, ইহাতেই তাঁহার কৌশল ব্যক্ত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত বিষয় এরূপ গোপন করণ উচিত নহে, যে হেতুক এক সংশয়ে অন্য সংশয় উপস্থিত করে, এবং প্রধান মহাশয় যে শত্রুদের সম্পূর্ণ পরাজয় লেখেন তাহাই বা কিরূপে প্রতীত হইতে পারে সেরসিংহ পিতৃ সংযোগ ভিন্নও এপর্য্যন্ত ব্রিটিস সৈন্যসম্মুখে রহিয়াছেন।

শত্রুপক্ষীয় সৈন্য হতাহত বিষয়ে প্রধান মহাশয় লেখেন ইতঃপূর্ব্বে সোবরণের রণক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে এত বিপক্ষ হত হইতে দেখেন নাই; এবং শীকেরদের প্রাচীন ও সুশিক্ষিত সৈন্যমধ্যেই মহামারী হইয়াছে, কিন্তু আমরা বলিতে পারিলাম না তিনি ইহা কিরূপে জানিতে পারিলেন।

মুলতানীয় শেষাগত সমাচার।

দিল্লীগেজেট পত্রে লেখে মূলরাজের সহিত দুর্গ হইতে আসিয়া ২।৩ সহস্র লোক ব্রিটিস পক্ষের শরণাগত হয় ইহার মধ্যে সহসেক যোদ্ধা, এই সকল লোকেরা এডওয়ার্ডসাহেবের সিবিরে এবং মূলরাজ ও তদধীন সরদারবর্গ জেনরল হুইসের সিবির সন্নিহিতে গোরাপ্রহরীবেষ্টিত আছেন, এবং ৬০ টার অধিক তোপ ও ৩।৪ টা মরটর লাভ হইয়াছে রাইট বাঙ্গাল ব্রিগেড প্রথমতঃ দুর্গ প্রবেশ পূর্ব্বক প্রহরি কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

আগ্রা মেসেঞ্জর পত্রে লেখে মূলরাজের সহিত ৩।৪ সহস্র যোদ্ধা এবং ১৫০০।২০০০ অপর লোক ব্রিটিস সিবিরে আইসে কথিত হয় মূলরাজ দুর্গ পরিত্যাগ করিলে আমার দিগের স্থিবির বাহক প্রভৃতিরা লুঠারম্ভ করে, মূলরাজের মাতা সন্তান সন্ততি পরিজনগণ দুর্গ মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হইতে পারে এজন্য ব্রিটিস প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, ব্যক্ত এইরূপ দুর্গ মধ্যে অধিক স্বর্ণ আছে, হরকরা পত্রে লেখে জেনরল হুইস মূলরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

আমরা বোধ করি এপ্রকার অপূর্ব্ব মরণ কেহ কখন শ্রবণ করেন নাই, আরিয়াদহ নিবাসি বাবু হরনাথ ঘোষাল মহাশয় সাধু পুরুষ ছিলেন এই কারণ তাঁহার ইচ্ছা মৃত্যু হইয়াছে গত রটন্তীপূজা রাত্রিতে উক্ত বাবু গঙ্গাতীরে যাইয়া তাঁহার মাতার কৃত পাকাঘাটের পার্শ্বে কালী মন্দিরে উপস্থিত হন, এবং গলবাসা হইয়া যোড়করে কালীমূর্ত্তির সাক্ষাতে বলেন,, মা, স্ত্রী পুত্রাদি সকল সংহার করিয়াছ, শোকানলে দগ্ধ হইতেছি, আর কেন আমাকে নিগ্রহ কর, পাদপদ্মে স্থান দেও চরিতার্থ হই, ইত্যাদি নানা প্রকার বিনয় বাক্যে কালী মূর্ত্তির নিকট মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া বাটীতে আসিলেন, এবং প্রতি দিবসীয় রাত্রিতে যেরূপাহার করিতেন সেই রূপ আহারাদি করিয়া পালঙ্গোপরি শয়নকালে নাড়ী দেখিয়া ভৃত্যগণকে কহিলেন, অরে আমার নাড়ী নাই, আমাকে গঙ্গাতীরে লইয়া চল, ইহাতে ভৃত্যেরা তটস্থ হইল, কোন রোগ নাই, এমত ব্যক্তিকে কি রূপে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়, কিন্তু বাবু তাঁহার ভৃত্যগণকে অবকাশ দিলেন না, আপনি পালঙ্গ হইতে অবরোহণ করিয়া পাদক্রিয়ায় গঙ্গা যাত্রা করিলেন, তৎপরে হরনাথ বাবুর পিতৃব্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় আসিয়া বাবুকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন, তাহাতে হরনাথ বাবু ঐ বাঁধা ঘাটে যাইয়া কালী বিগ্রহকে এবং শিবমূর্ত্তিকে প্রণামকরিয়া বিদায় লইয়া আত্মীয়গণকে কহিলেন বিলম্ব নাই, ভাগীরথী তীর নীরে আমার দেহ স্থাপন কর, আত্মীয় লোকেরাও তাহাই করিলেন, এবং যেমন গঙ্গাকে প্রণাম অমনি মৃত্যু অতএব এপ্রকার অপূর্ব্ব মরণ আমরা শ্রবণ করি নাই।

বেলুনের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ফ্রান্সদেশীয় শ্রীযুত পি মেগ্রি সাহেব ৫ ফিব্রুআরি বেলা সাড়ে চারিঘণ্টা কালে শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের শিতার বাগানে বেলুন যন্ত্রে উড্ডীয়মান হইতে পারেন নাই, বেলা দুইপ্রহর পর্য্যন্ত বৃষ্টি প্রতিবন্ধক ছিল অতএব আগামিকল্য উড্ডীয়মান হইবেন, বেলুনের পরিমাণ উর্দ্ধে ১২০ ফুট, বেষ্টন ১৬০ ফুট, এই বৃহৎ বেলন ইতঃপূর্ব্বে এতদ্দেশে কখন দেখা যায় নাই এবং ইহার সুরম্যতা দর্শনে সাধারণে অবশ্য আমোদযুক্ত হইবেন টিকীটের মূল্য এই নিদ্ধারিত হইয়াছে যাঁহারা অগ্রে গ্রাহক হইবেন তাহারা প্রথম ক্লাস টিকীট ৬ টাকা দ্বিতীয় ক্লাস টিকীট ৪ টাকা, তৃতীয় ক্লাস টিকীট ২ টাকা মূল্যে পাইবেন কিন্তু ঐ দিনে বাগানের দ্বারে ক্রয় করিলে টিকিট ভেদে ৮।৬।১ টাকা মূল্য হইবেক দরিদ্রলোকেরদের জন্য মেগ্রি সাহেব চতুর্থ শ্রেণীর টিকীট নগদ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন।

স্বাক্ষরকারিরা পুস্তক ও টিকিট সকল মেসর্য়ার্স বারকিংইয়ং, স্পেন্স, বৌণ, উইলসন, বর্ডরী এবং ইংলিসমেন আফিসে এবঞ্চ মাষ্টর পি মেগ্রি সাহেবের ডোমটলীস্থ ৫৫ নং বাটীতে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত ৰ্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে, নবায়ত্তেশাখণ্ডঃ শঙ্খঃ ব্যাখওধায়তোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসৎস্বর্ণ স্বর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫৭৪ সংখ্যা ১০ বালম হং ১৮৪৯ সাল ৯ ফিব্রুআরি। দাণীশার্দ্ধ ১৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২৮ মাঘ শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধু দেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কিম্মার্লয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীর, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা। সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ্যসাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দূকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস্ দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস্ দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দূক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতক গুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের কেটেলাগ অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের তালিকা ইংরাজী এবং পারস্য ভাষায় প্রস্তুত হইলেই অল্প দিবসের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।

LATTEY BROTHERS & Co

লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

১২২ নম্বর।

১৮৪৯ সাল ১৭ জানুআরি।

শ্রীযুত ডবলিউ সি লকনর সাহেব বৰ্দ্ধমানে বিদ্যাধ্যাপনের কম্মিটির মেম্বর হইবেন।

১৫৫ নম্বর।

১৮৪৯ সাল ১৯ জানুআরি।

সৈয়দ আলির মৃত্যু হওয়াতে শাহাবাদে আরার অতিরিক্ত মুনসফ শ্রীযুত এ অলমেস্তা সাহেব প্রথম শ্রেণীর মুনসফ হইবেন।

১৪৪৯ সাল ২২ জানুআরি।

শ্রীযুত ডবলিউ সেণ্ট কুইণ্টিন সাহেবের অনুপস্থান কি অন্য হুকম না হওয়নপর্য্যন্ত শ্রীযুত ডবলিউ এন ডিরম সাহেব বেহারের অতিরিক্ত জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত স্পেঙ্ক সাহেব সারণে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত অনররিল আর ফর্ব্বস সাহেব এবং শ্রীযুত এচ আর মাডকস সাহেব ত্রিহুতে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয়করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত অনরবিল আর ফর্ব্বস সাহেব এবং শ্রীযুত এচ আর মাডকস সাহেব ত্রিহুতে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন। ছুটী

১৮৪৯ সাল ২৫ জানুআরি।

কটকের কমিস্যনর শ্রীযুত এফ গুলসবরি সাহেব গত নবেম্বর মাসের ৬ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত আপনার কর্ম্মের ভার রাখিয়া চৌদ্দ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

মেদিনীপুরের কালেকটর শ্রীযুত জে এস ট রেঙ্গ সাহেব আপনার সিরিশতার চলিত কর্ম্মের ভার শ্রীযুত জি ব্রাইট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বীরভূমের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত ই ই উডকক সাহেব যে তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত জি এ পেপর সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন সেই তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন। শ্রীযুত উডকক সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত পেপর সাহেব মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

বাঁকুড়াতে মঙ্গলপুরের ডেপটী মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত সি জি ডি বেটস সাহেব এলাকাখেগুর ভার শ্রীযুত মার্কা টয়র সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে আট দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

রঙ্গপুর নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু রামসুন্দর রায় মহাশয় ১৮৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্তের ভাস্করের মূল্য অগ্রে প্রদান করিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

সদর দেওয়ানী।

গতদিনে জে আর কলবিন সাহেব শফথপূর্ব্বক সদরের বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বেলুন২ বলিয়া সাধারণ লোকেরা যেমন উৎসাহ যুক্ত হইয়াছিলেন তেমনি বেলন দেখিয়া বিষাদ লইয়া গৃহে গমন করিয়াছেন, গত সোমবারে বেলুন উড়িবার কথা ছিল তজ্জন্য লক্ষ২ লোক রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বাগানে গমন করেন কিন্তু মেং মেগ্রি সাহেব সে দিবস বেলুন উড়াইলেন না, কহিলেন বেলুন উড়াইতে হইলে বেলা দশঘণ্টাবধি তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, অদ্য দুই প্রহর পর্য্যন্ত বৃষ্টি গিয়াছে, কোন উদ্যোগ হয় নাই, সুতরাং অদ্য হইতে পারেনা অতএব নিশ্চয়করিলেন তৎপর বুধবারে মেগ্রি সাহেব ঐ আকাশগামি যন্ত্রদ্বারা দুই ক্রোশ উচ্চে আকাশে দর্শন দিবেন, তাহাতেই বুধবারে উক্ত রাজোদ্যান লোকারণ্য হয়, কিন্তু সে দিবস মেং মেগ্রি বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাজ বাগানের উভয় দ্বারে দৌড়া দৌড়ী করিয়া বেড়াইলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম সাড়ে চারিঘণ্টা সময়ে তুমি উড়িবে এই রূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছ, তিনঘণ্টা যায় কোন উদ্যোগ দেখিনা, ইহার কারণ কি, সাহেব কহিলেন অতি শীঘ্র হইবে, কিন্তু তাহার পরে ও অৰ্দ্ধঘণ্টাপর্য্যন্ত নগদএক২টাকায় টিকীটবিক্রীর টাকা কুড়াইয়া বেলুনে ধূম পূর্ণ করিতে গেলেন, তাহাতে প্রথম ধূম গ্যাসের ধূম দেন নাই বেলুনের মধ্যে কয়েকজন খালাসি দ্বারা বিচালী পোড়াইতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপে বিচালীর ধূমে বেলুনের উপরি ভাগ ফুলিয়া উঠিলে গ্যাসে অগ্নি দেন, দুই পিপা গ্যাস ধূমেতে কি এক বৃহৎ বেলুন উড়িতে পারে, বিশেষতঃ শীতকালে শেষ বেলায় শিশির পড়ে, শিশির ঠেলিয়া ধূম উপরে উঠিতে পারে না, অতএব বেলন উড়িতে পারে নাই, পাঁচ কয় হস্ত উঠিয়া অমন পড়িয়া মরিল, ইহাতে দর্শক লোক কর্তৃক মেং মেগ্রি সাহেবের দাড়ী ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করেন, সৌভাগ্যে আমারদিগের বান্ধবেরা ছিলেন তাহাতেই মেগ্রি সাহেবের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, নতুবা ঐ গোলের মধ্যেই তাঁহার শেষ হইত, ঐ সাহেবের উপর দুই তিন শত লোক ঝুঁকিয়াছিল, কয়েক জন ভদ্র লোক মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে বক্ষস্থলে করিয়া রাজা বৈদ নাথ রায় বাহাদুরের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন, ইহাতেই মেগ্রি সাহেবের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, এবং ইহাও শুনিয়াছি মেং মেগ্রি সাহেবের আনুকূল্যকারি দিগের উপরেও দর্শকেরা অতিশয় অত্যাচার করিয়াছেন, মেগ্রি সাহেব আমারদিগের বাটীতে আসিয়া বেলুনের নমুনা দিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, আমরা ভাস্কর পত্রে তাহা প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু সাহেব কথার মত কিছুই করেন নাই, দীর্ঘ প্রস্থে বৃহৎ বেলুন করিয়া ছিলেন ইহা যথার্থ বটে কিন্তু কেবল বিচালীর ধূমেতেই তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, আমারদিগের স্মরণ হয় রাবর্টসন সাহেব যখন বেলুনে উড্ডীয়মান হয়েন তখন ২৫ পিপা গ্যাসের ধূমে বেলুন পূর্ণ করেন, এবং তন্মধ্যে উলুখড়ের পাতলা ধূমসংযুক্ত হয়, তাঁহার বেলুন রসারসীদ্বারা নীচ বদ্ধ ছিল, পরে বেলুন ধূমে পরিপূর্ণ হইলে রসারসীবন্ধন ছেদন মাত্র বিশাল শব্দে একেবারে উড়িয়া গেল; মেগ্রিসাহেবের বেলন তদপেক্ষা দীর্ঘ প্রস্থে বৃহৎ অথচ দুই পিপা গ্যাস ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ছিলেন ইহাতে কেবল বাজীকরের ন্যায় ব্যবহার হইয়াছে, অতএব এতদ্দেশীয় লোকেরা আর বেলুন উড্ডীয়ন বিষয়ে বিলাতীয় লোকেরদের কথায় বিশ্বাস করিবেন না, বিশেষতঃ দর্শক দিগের যেরূপ ক্লেশ হইয়াছিল বোধ হয় ঐ সকল সুখি লোকেরা আর কস্মিনকালে একপ ক্লেশ পান নাই, প্রথমত টিকীটের মূল্য ৬।৪।২ টাকা নিরূপণ করেন, পরে এক টাকায় টিকীট বিক্রয় করিলেন কিন্তু লোক সকলকে বসাইবার নিয়ম রক্ষা হয় নাই, এক টাকায় টিকীট গ্রাহি মনুষ্যেরাও দুয় টাকা দাতা রাজাধিরাজদিগের সম্মুখে যাইয়া দৃষ্টিরোধ করিয়াছিল, আর দমদমা হইতে কয়েক ডজন সিপাহী আসিয়া এমতরূপে বেলুন বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল ভদ্রলোকেরা কেবল তাহারদিগের নিতম্ব দেখিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন, তবে এই এক আশ্চর্য্য বটে আমরা এতলোক আর এতগাড়িঘোড়া পাল্কীএকত্র কখন দেখি নাই, রাত্রি নয় ঘটা পর্য্যন্ত বাগানে বসিয়া থাকিয়া তৎপরে অতি কষ্টে বাহির হইয়া বাড়ী আসিলাম, এবং বোধ করি ঐ ভিড়ে রাজপথে অনেক লোক আহত হইয়াছে।

আমরা শ্রবণ করিলাম মেগ্রি সাহেবের বাটীতে পর দিবস অতিশয় জনতা হইয়াছিল, তাহাতে লোকেরা সাহেবকে যৎপরানাস্তি কটকাটব্য কহিয়াছেন, যদি মেগ্রি সাহেব বাসায় থাকিতেন তবে তাঁহার প্রতি অত্যাচার হইত, তিনি কোন মান্য সাহেবের শরণাগত হইয়া রক্ষা পাইয়াছেন, এবং শ্রুত হইল সাহেব আর একটা ক্ষুদ্র বেলুন করিয়া অতি শীঘ্র কোন প্রকাশ্য স্থানে উড্ডীয়মান হইবেন।

মূলরাজের রূপ বর্ণন।

ইংলিসমেন হইতে।

আমি অনুমান করি মূলরাজ ন্যূনাধিক ৩৩ বৎসর বয়স্ক হইয়াছেন, উচ্চ ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি, হস্ত পদাদি খর্ব্ব, উজ্জল বর্ণ, সাধারণ শ্রী, প্রশস্ত ললাট, ক্ষুদ্র ও গম্ভীরাক্ষী, মুখ ও নাসিকা সুদৃশ্য, চিন্তিত ভাব।

পূর্ব্বোল্লেখিত পত্রের কোন সংবাদদাতা লেখেন মুলতানীয় দুর্গমধ্যে ৩০ লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, রৌপ্য স্বর্ণ ও হীরকাদি আভরণের মূল্য কত হইবেক তাহার নির্ণয় হয় নাই, আমারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর বিবেচনা করেন সৈন্যেরা এই সকল দ্রব্যাদি পাইবেন।

সমাচারপত্রে লেখে সেরসিংহ সন্ধি সংস্থাপনার্থ লেপ্টেনেন্ত বোইকে প্রধান মহাশয়ের সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন, কথিত হয় ছত্রসিংহ ও সেরসিংহ বৃটিস পক্ষীয় ধৃত সেনাপতিগণকে কোনক্লেশ প্রদান করেন নাই, বিবি লরেন্সও স্বচ্ছন্দে আছেন বরং তিনি স্বস্বামি নিকটে অবস্থান করিতে আদেশপাইয়াছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতঃপূর্ব্বে আমারদিগের লাহোরীয় রেসিডেণ্ট মহাশয় ছত্রসিংহকে লিখিয়াছিলেন তিনি ঐ সকল ধৃত সেনাপতিগণকে কোনরূপ যন্ত্রণা প্রদান করিলে তাঁহার যে পুত্র লাহোরে কারাভক্ত আছেন তাহাকে ফাঁসী দিবেন, ইহার উত্তরে ছত্রসিংহ লেখেন তিনি ধৃত ব্যক্তিগণকে ক্লেশ দিতে চাহেন না, অতএব এইরূপে জানাগেল ছত্রসিংহ আপন মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু ইহার নিগূঢ়ানুসন্ধানে বিবেচনা হয় এই সদাচরণে তাঁহারদিগের ভাবি দুঃখের পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছেন, বিদ্রোহি সরদারগণকে বৃটিস পদাবনত হইতেই হইবেক শেষ এইসদাচারের গুণ দর্শিত পারে।

সাংগ্রামিক সমাচার।

আমারদিগের প্রধান মহাশয় জেনরল হুইসের অধীন সৈন্যদলাপেক্ষায় শত্রু আক্রমণে নিবর্ত্ত রহিয়াছেন, ইংলিসমেন পত্রে লেখে সেরসিংহ ২৫ তারিখে স্বীয়াধীন যোদ্ধাগণকে রণসজ্জায় রঙ্গভূমিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্য লেখক বলেন লাহোরীয় যাবদীয় শীকের এপর্য্যন্ত আন্তরিক ভাব বৃটিস বিপক্ষাচরণ করিবেন, এবং তত্রস্থ মোসলমানেরাও তৎপক্ষাবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছেন, আমারদিগের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পিল সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র লেপ্টেনেন্ত পিল সরদার রামসিংহের সহ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, এজন্য শ্রীযুত বিচারপতি শোকে পরিতাপিত হইয়া কয়েক দিন বিচারাগারে উপস্থিত হন নাই, ... মহম্মদ খাঁ শীকেরদের অনুকূলতা করিতেছেন, কিন্তু ইহা এপর্য্যন্ত নিশ্চয়াবধারিত হয় নাই, কোন পত্রপ্রেরক লেখেন তাহার কতক সৈন্য বিদ্রোহি দলভুক্ত হইয়াছে, কোন সংবাদদাতা তদ্বিপরীতে লেখেন তিনি অনায়াসে স্বীয় নির্দ্দোষিতা দর্শাইয়া বৃটিস রাজপুরুষগণের প্রীতিকর হইতে পারিবেন, মেজর এডওয়ার্ডস বন্নু প্রদেশে সৈন্য সহ যাত্রা করিয়াছেন, দিনাপুরস্থ মহারাজ্ঞীর ৮০ সংখ্যক পদাতিক দল স্থানান্তর গমনে প্রস্তুত থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু পরিজনগণ সমভিব্যাহারে লইতে নিষেধ করা গিয়াছে, বোধ হয় ইহারা পঞ্জাবে প্রেরিত হইবেক।

শীকেরা রসলপুর নামক স্থানে পর্ব্বত শ্রেণীতে শিবির স্থাপন করিয়াছেন, বৃটিস চমূ তৎসম্মুখে নিম্ন ভূমিতে অবস্থান করিতেছেন ঐ স্থানে উপর্য্যুপরি বৃষ্টিতে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে তাম্বু সকল ভিজিয়া অত্যন্ত ক্লেশ দায়ক হইয়াছে, বানের ন্যায় বৃষ্টি জলে শিবির ভাসিয়া গিয়াছিল শয়নোপবেশনের নিমিত্ত শুষ্ক স্থান থাকে নাই, সৈন্যেরা কর্দ্দম ও জলের উপরে কাল যাপন করিতেছেন সিবিরে ঘোটকের জানু দেশ পর্য্যন্ত জলপূর্ণ হইবায় পদবৰ্জ্জক সহমানে পঞ্জাব রাজ্য হইতে বিদায় হইতে উপদেশ দেন এবং বলেন এতদ্বিপরীতাচরণে শীকেরা অনিচ্ছাতেও বৃটিস জাতিকে শীকরাজ্য হইতে দূরীকৃত করিতে বাধ্য হইবেন এবং ... বিরুদ্ধে বেগ্রিসিওনে ... লক্ষণ সাধ্য আছে।

...র ... শীকেরা তাঁহার প্র... করিবেন ... তিনি কেবল বন্ধুব... চার আ... কলিকাতা ... বাজারের আছে, আ... র ইষ্টেটের সামিল ও তন্মধ্যস্থিপ্রিম কোর্টে ... ম্বর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃ... কে স্যার উপা... তি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক পোলিয়ল রৌন... অনুমান ২৷৷০ এক বিঘা দশকা এসেম্বিলির ... কমী হউক বা বেশী হউক তাহা তথায় এইরূপে বা... ধ্য ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত কিন্তু ব্যবসায়িগণের ... বসুর যে স্বত্ব ও অধিকার ম্বাদ লেখে কলিকাতা ... উপরে লিখিত কাল ও দাতা বলেন ফ্রান্স রাজ্যে ... বিক্রীত হইবেক। তাহা এস্থিত হইবে ইহার অধিক ... শেষতঃ পূর্ব্বদিগে কাশীনাপাটিকে অনেকে রাজ ... পশ্চিমদিগে এক গলিয় রাখেন। ... বাটী ও ভূমি। এবং ... দর ইষ্টেট।

সংশয় নিরাকরণ।

হিন্দুস্থানীয় লোকেরা বৃটিস সৈন্যে এই বিক্রম দুর্গাধিকার করণ বার্ত্তার প্রতি বিশ্ব... ছেন না, তাঁহারদিগের এতৎ সংশয় ...PFORD. ...ফোর্ড। ...eriff. ...ফ। কারণ এই যে ২৫ তারিখে শ্রীযুত গবরণর বাহাদুরের সিবির হইতে এই শুভসমাচার প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাঁহারদিগের বান্ধবেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে পত্র লেখে তাহাতে এতদ্বার্ত্তার প্রসঙ্গ নাই এবং আমারদিগের যে কয়েক জন বন্ধু শ্রীযুতের সমভিব্যাহারী আছেন এবং তাঁহারদিগের মধ্যে একজন ঐ তারিখে যেপত্র লেখেন তাহাতে তিনিও মুলতান দুর্গাধিকার করণ সম্বাদ লেখেন নাই তিনি শ্রীযুতের বিশ্বস্ত কর্ম্মকারী অতএব এমত ব্যক্তি এমত শুভজনক সমাচার কেন লিখিলেননা ইহা বিবেচনা করণকালে আমারদিগের এই উপলব্ধি হইল উক্ত বন্ধু ২৫ তারিখ প্রাতঃকালে পত্র লিখিয়াছেন এবং মুলতানীয় দুর্গ বৃটিস হস্তগত হইয়াছে শ্রীযুত গবর্ণর বাহাদুর এসমাচার মধ্যাহ্ণ বা অপরাহ্ণ কালে প্রাপ্ত হইয়া একস্পেস ডাকে এতন্নগরীয় কৌন্সেলে পাঠাইয়া থাকিবেন, হিন্দুস্থানীয় ভায়ারা বৃটিস জয়ের সম্বাদ সহসা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন অতএব তাঁহারা শুদ্ধ কুতর্ক উপস্থিত করেন, অতএব এইক্ষণে আমরা যে কারণ দর্শাইলাম ইহাতেই তাঁহারদিগের সংশয় বিচ্ছেদ হইবেক।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

১২২ নম্বর।

১৮৪৯ সাল ১৭ জানুআরি।

শ্রীযুত ডবলিউ সি লকনর সাহেব বৰ্দ্ধমানেনার
বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন। (মিশ্র

১৫৫ নম্বর। র্জুন উড়ে

১৮৪৯ সাল ১৯জানুআরি। ল, বিশ্বনা

সৈয়দ আলির মৃত্যু হওয়াতে শা কলু,হলধর
আরার অতিরিক্ত মুনাসফ শ্রীযুত এ দাসী বৈষ্ণবী,
সাহেব প্রথম শ্রেণীর মুনাসেফ হইবে ১০৭৶১০ মূল্যে
১৪৪৯ সাল ২২ জানুআরি। রিয়াছেন, এই
শ্রীযুত ডবলিউ সেন্ট কুইয় আছে, পরে যা
অনুপস্থান কি অন্য হুকম না প্রশংসা করিতে হয়
ত ডবলিউ এন ডিরম সাহে দমন করিতেছেন।
ক্ত জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি

শ্রীযুত স্পেন্স সাহেবোধর্ম্মায়।
কার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজি ———
মিটির মেম্বর হইবেনামগরস্থ ধর্ম্ম সভা।
শ্রীযুত অনরবি৫। ৪ পৌষ রবিবার।
শ্রীযুত এচ আর নর্ক সভা বিংশতি সভা।
র নৌকার দ্বারতঃ সভার নিয়ম সমস্ত এবং গত সভা
র কমিটির গে বিবরণ পঠিত হয় অনন্তর লৌকিক
শ্রীযুত গাবে সুখচরনিবাসি সভ্য শ্রীযুত বনমালি
যুত এচ ভসাগার ভট্টাচার্য্য মহাশয় নানা শাস্ত্র মর্ম্ম
নৌকার ঙ্গ দ্বারা সমস্ত সভাস্থ মহাশয় গণের কর্ণ কু
কমিটির সুশীতলকরত যথোচিত সাধুবাদ প্রাপ্ত হই
লেন অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল ইতি।

শ্রীগিরীশচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
ধর্ম্ম সভা সম্পাদকস্য।

মমোধর্ম্মায়।
কোন্নগরস্থ ধর্ম্ম সভা।
১২৫৫। ২ মাঘ রবিবার।
মাসিক সভা এক বিংশতি সভা।

প্রথমতঃ সভার নিয়ম সমস্ত এবং গত সভার বিবরণ পঠিত হয় অনন্তর ১৯ অগ্রহায়ণে এতন্নগরস্থ কতিপয় ভদ্র২ ব্যক্তির স্ত্রীলোক সকল শ্রীশ্রী৺ গঙ্গাস্নান যাওন কালীন ঐ গ্রাম বাসি আবকারির পাট্টাদার জয়কালী দেবীর অনুমত্যনুসারে তাহার অধীন নেসাখোরগণ ঠাট্টা বিদ্রূপ করায় ঐ দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য উক্ত দিবস অপরাহ্নে সম্পাদক রহস্য সভা করিয়া তত্রস্থ শ্রীযুত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পাঠানমতে উক্ত জয়কালী দেবী ইষ্টকাঘাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, তৎপরে ঐ ব্যক্তি সহর শ্রীরামপুরের শ্রীযুত জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উক্ত বিষয়ের বিচার জন্য আবেদন করাতে অত্র সভায় উক্ত বিষয় স্থগিত আছে অনন্তর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত গোপালচন্দ্র তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য সপ্তদশ সভায় রীতি মত সভ্যত্ব স্বীকার করতঃ নিজ ভবনে আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণের রহিত পতিত উমাকান্ত বিদ্যাভূষণকে সহসা নিমন্ত্রণ করিবায় তাহা প্রস্তাবিত হওয়াতে আদেশ হইল উক্তাপবাদিত সভ্যকে নিন্দাপবাদ পরিহারার্থ আগামি সভায় আগমন নিমিত্ত পত্র প্রেরণ হয় অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল ইতি।

শ্রীগিরীশচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
ধর্ম্ম সভা সম্পাদকস্য।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৫ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রি কোর্ট ঘরের নীচের বারা সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জয়নারায়ণ দত্ত এবং প্রতাপচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসীয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলীর পরগনা আর্শার চুঁচুড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে ভরতচন্দ্র সেনের এক খণ্ড বাগান। পশ্চিম দিগে উক্ত জয়নারায়ণ দত্তের ফুল বাগান। দক্ষিণ দিগে এক গলি। এবং পূর্ব্ব দিগে জয়নারায়ণ রায়ের এক পুষ্করিণী।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ফুল বাগান যাহার চতুর্দ্দিগ ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক গলি। দক্ষিণ দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে উক্ত জয়নারায়ণ দত্তের পরিবারের বসতি বাটী। এবং পশ্চিম দিগে রাধাবল্লভ দাসের এক বাটী।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
২৭ জানুআরি ১৮৪৯ }

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.
সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।
কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সা
হায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নি
কট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছে
ন যে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লই
তেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায়
কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অ
নেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাহা
রদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উ
পস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা
দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনো
নীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে
বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অ
নেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও প
শ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার
শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্ক
র ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শু
ক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বা[দ ভাস্কর]

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দে
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্দৌরী

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তেশাম্ভঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণা
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্ম রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব

৭৫ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৩ ফিব্রুআরি। দানীশাব্দ ১৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ স

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্র
বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয়
সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য
তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল,
ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূ
ল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না
এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা
প্রতিমাসে এক টাকা মল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র
গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভা
স্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

মিসুর কল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের
ানেরা সমুয়াস লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কো
রিতেছেন থা গিয়াছে, এবং এই সকল
মনারে প্র অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের
উত্তম সিন্ধ এবং পারস্য ভাষায় প্রস্তুত হ
প্রকাশ্য এর মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট
নের ক্ষমক ইতি।

উক্ত ...TTEY BROTHERS & Co
য়ে আগলেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।
দিবসে ক
াচ দিব ৪৯।
বিক্রীত
াকিবেক
আনে
ক। গা
ড় ঝাল
কল, ই
ী অতি ... অর্থাৎ ভাল জা
তীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট
রার এবং মুক্তার হার সকল।
হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্না
র আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা,
পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের
নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মক্তা খচিত
র্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত
মণি, চুণী, মুক্তা খচি
আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত ব
দগে হীরা আঁটা।
মহ হীরা খচিত
ক্তা আঁটা।
ানে করা বাল
প্রকার প্রস্তু
কসা করা ম
থান হীরা
', নীলকান্ত
অঙ্গুরী সব
ট অতি উ
াণার মি
রবন্দ সা
এবং ন
হার মধ্যে
ছ।
নেক
তলওয়ার, ছো
অতি উত্তম

ীর যে স্বত্ব ও অধিকার।
রে লিখিত কাল ও
হইবেক। তাহা এং
পশ্চিমদিগে নীল
র্ব ও উত্তর দিগে
াগান। এবং দ
ানের শামিল ও
ও বন্দ ভূমি যাহা
ত ভূমি অনুমান
হউক বা বেশী হ
তাহার উপর পূর্ব্বো
ধুরীর যে স্বত্ব ও অ
হা উপরে লিখিত
র বিক্রীত হইবেক।
বিশেষতঃ দক্ষিণ
পালচৌধুরীর ভূমি।
চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গে উক্ত উমেশচন্দ্র পা
বোক্ত স্থানের শামিল ও
ক খণ্ড ... বাগান ভূ
ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত
ত ভূমি অনুমান ১০/ দশ
হউক বা বেশী হউক তা
ও তাহার উপর পূর্ব্বো
চন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব
র্ক আছে তাহা উপরে লি
নিয়মানুসারে বিক্রীত হই
চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃপূর্ব্ব
ভূমি। পশ্চিমদিগে উক্ত উ
ধুরীর পুষ্করিণী। উত্তরদিগে
ভাটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণদি
চৌধুরীর ভূমি।
র অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ে
ত পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

১৮৪৯ }

সরিফসেল।

দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৫

র্ব্বক সহমানে পঞ্জাব রাজ্য হইতে বিদায় হইতে উপদেশ দেন এবং বলেন এতদ্বিপরীতাচরণে শীকেরা অনিচ্ছাতেও ব্রিটিস জাতিকে শীকরা ...ক হইতে দূরীকৃত করিতে বাধ্য হইবেন এবং বিরুদ্ধে বেণ্টিঙ্ক ... ক্ষণ সাধ্য আছে।

নার ক্ষমতাতে পবলিক ... শীকেরা তাহার প্র ইহা বিক্রয় করিবেন। ... তিনি কেবল বন্ধুব ... বিশেষতঃ ... কলিকাতা আহেদগবাজারের রামধন ... র ইষ্টেটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৪৬ নম্বর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামনারায়ণ বসুর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কাশীনাথ বসুর বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে এক গলি উত্তর দিগে বিপ্রচরণ বসুর বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত রামকান্ত বসুর ইষ্টেট।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
৩ফিব্রুআরি ১৮৪৯ }

সম্বাদ ভাস্কর

শ্রীযুত জে, আর, কালবিন সাহেব শপথ পূর্ব্বক গত বৃহস্পতিবারে সদরের জজ পদাভিষিক্ত হইয়া শ্রীযুত হকিন্স সাহেবের বিচারাসন গ্রহণ করিয়াছেন, উপযুক্ত সাহেব তাঁহার পূর্ব্বাধিকারির কর্ম্মচারিগণকে পরিত্যাগ করেন নাই, ঐ সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহকেরাই নবীন বিচারকর্ত্তার তাবৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন, শ্রীযুত কালবিন সাহেব যে পুরাতন আমলাদিগের অন্ন মারেন নাই এবিষয়ে এক প্রকার অনেকের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইলেন এবং দয়াশীলতা ও দেখাইলেন ইহাতেই অনুমান করি বিচারাসনে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।

আমরা শ্রবণ করিলাম গবর্ণর কৌন্সেল ব্যক্ত করিয়াছেন শ্রীযুত টকর সাহেবের আসনে

সেরসিংহ স্বপিতার আগমনোপলক্ষে সৈন্যগণের এক মহতী রিবিউ করেন, তাহা দর্শনার্থ বোই সাহেবকেও আবাহন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অভিমানে প্রফুল্ল হইয়া সের সিংহ উক্ত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন মুষ্টি পরিমিত ব্রিটিস সৈন্যেরা তাঁহার অপরিমিতা মহী চমূর বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা করিয়া কি করিতে পারিবে, এবং তৎপরে শিখরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বরণক্ষেত্রের যে স্থলে শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর ২৪ গণিতদলের অধিকাংশ নিকৃন্তন হয়, তাহা দর্শাইয়া অন্যদিগে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, দেখ ঐ স্থানে শীক গুরুচরা অশ্বারোহিরা ১৪ গণিত ব্রিটিসড্রেগুণ অশ্বারোহিগণকে পরাজয় করে।

আমারদিগের সিবির মধ্যে সকলে এমত অনুমান করিতেছেন মুলতান হইতে আগমনশীল সৈন্যাপেক্ষায় প্রধানরথী মহাশয় শত্রু আক্রমণে নিবর্ত্ত রহিয়াছেন তবে শীকেরা আক্রমণ করেন কি না বলা যায় না।

প্রধান রথির চিলিওয়ালাস্থ সিবির হইতে দিল্লীগেজেট পত্রের এক পত্র প্রেরক ২৫ জানুয়ারীতে লেখেন " কল্য সূর্য্যাস্ত সময়ে শীকেরা কলানিধির নবকলার উদয়োপলক্ষে তোপধ্বনি করে, অদ্য মেঘাচ্ছন্ন জন্য দুর্দ্দিন বলিতে হইবেক, ইহাতেও শত্রুরা আবার মধ্যাহ্ন কালে সমর সাজে বহির্গত হয় তাহাতে আমারদিগকেও সজ্জীভূত হইতে হইল, বেলা দুইপ্রহর দুইঘণ্টাকালে তাহারা কয়েকদল অশ্বারোহিকে দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বামে নিম্নভাগে পরিচালন করে, এবং তোপ ও পদাতিকগণকে উচ্চস্থলে সংস্থাপিত রাখে কিন্তু আমরা আক্রান্ত হইনাই তবে বৈরিপক্ষ এইরূপে পুনঃ২ উদ্বেগ জন্মাইতে পারে, কথিত হয় সের সিংহ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহার সত্যাসত্যতা নিশ্চয় হয় নাই, আমারদিগের প্রত্যেক সিপাহী ১০০ শত বারুদের তোটা অপেক্ষা অধিক তোটা সংগ্রাম ভিতরে লইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬০ টা কেবল তোজদানীতে থাকিবেক, অতিরিক্ত বারুদাদি প্রত্যেক ব্রিগেডের সহিত এমত পশ্চাৎ রক্ষিত হইবেক যে তথায় গোলাদি নিক্ষিপ্ত না হইতে পারে, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজেরাও এইরূপ সাবধান হইয়াছে।

পশ্বাদির শবের অধিক দুর্গন্ধ হইয়াছিল অতএব মহারথী ঐ সকল শব সিবির হইতে দূরে নিক্ষেপ করণানুমতি করিয়াছেন, এতদ্বিষয়ক প্রথমাদেশ বিশিষ্টরূপে প্রতি পালিত হয় নাই,,।

২৬ তারিখে পূর্ব্বোক্ত লেখক বলেন " অদ্য প্রাতঃকালে বিলক্ষণ বৃষ্টি হয় তাহাতেই গগণমণ্ডল পরিষ্কৃত হইবায় সুদিন দেখিলাম, আমি ২৩ শীতঋতু যাবৎ ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছি ইহার মধ্যে ডিসেম্বর ও জানুআরী মাসে এমত ক্ষণ বৃষ্টি ক্ষণ পরিষ্কার কখন দেখি নাই, ভূমি জলপ্লাবিত হইবাতে দেশীয় ৩০ গণিত পদাতিক দলের দক্ষিণ উইং বাম উইং সম্মুখে সিবির সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে, অদ্য একস্প্রেস ডাকে মুলতান দুর্গাধিকার ও ব্রিটিস হস্তে মূলরাজের আত্ম সমর্পণ করণ সম্বাদ অত্র আগত হয় তাহাতে প্রধান মহাশয় এতদুপলক্ষে তৃতীয় প্রহর কালে বৃহৎ তোপ দ্বারা জয় জ্ঞাপক নিনাদ করণাদেশ করেন এবং এই সাধারণাজ্ঞার শেষ ভাগে জেনরল হুইস ও তদধীন সৈন্যগণের বীরত্বের ও রণপাণ্ডিত্বের প্রশংসা ব্যাখ্যা লেখেন।

কয়েক দিনাবধি আমারদিগের বেলদারেরা সিবিরের দক্ষিণ সম্মুখস্থ জঙ্গল পরিষ্কার ও তথায় পথাদি নির্ম্মাণ করিতেছে এতন্মধ্যে বিপক্ষেরা তাহারদিগকে অধিক ত্যক্ত করে নাই কিন্তু গত রবিবারে শীকেরা একটা লাইট ফিল্ড বেটেরী দ্বারা তৎ কর্ম্মচারিগণের প্রতি গোলাক্ষেপণ করিয়া ত্বরায় চলিয়া যায়, এবং অদ্য আরো অধিক উত্ত্যক্ত করিয়াছে, তজ্জন্য বিপক্ষদিগের প্রতিকূলে আমারদিগের দুইটা ৬ পৌণ্ডের তোপ প্রেরিত হয় কিন্তু বৈরিগণ অনেক জম্বুরকাদি ছোড়াতে কর্ম্মচারিগণকে পশ্চাদ্বর্ত্তি করা গিয়াছিল, ইহাতেই শীকেরা বেলাবসান কালে জয়জ্ঞাপক ১১ তোপধ্বনি করে।

শ্রুত হইল গত রাত্রে সেরসিংহের প্রেরিত এক লোক ব্রিটিস সিবির দক্ষিণদিগে অগ্রবর্ত্তি সৈন্যদ্বারাধৃত হয়, তাহার নিকট ১০ টা স্পাইক ও তৎপরিচালনের এক যন্ত্র দৃষ্ট হইল ইহাতেই বোধ হয় অভিপ্রায় ছিল আমারদিগের সিবিরে প্রবেশ করিয়া সঙ্গোপনে তোপের রঞ্জকের ঘরে তত্তাবৎ পেরেগ বদ্ধ করিবে, কি অসীম সাহস।

রামনগর হইতে অদ্য কতক খাদ্যদ্রব্য আসিয়াছে, এই দ্রব্যাদি রক্ষার্থ গত দিন ৩ গণিত ড্রেগুণ ও এক রেজিমেণ্ট লাইট কেবেলরী ৩ টা তোপ সহ অগ্রে প্রেরিত হইয়াছিল।,,

২৭ তারিখে লেখেন,, আমারদিগের কর্ম্মচারিরা অদ্য প্রাতঃকালে উত্ত্যক্ত হয় নাই শীক সৈন্য সিবির সকল মধ্যে২ শূন্য বোধ হইতেছে, স্থানে২ তাম্বু নাই,,

দিল্লী গেজেট সম্পাদক অন্যান্য পত্রপ্রেরকের লিখনানুসারে ব্যক্ত করেন লেপ্তেনেণ্ট বোই সাহেব ছত্রসিংহের সহিত একত্রে রসুল নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকর্ত্তৃক সন্ধিনির্ব্বন্ধের দৌত্যকার্য্যে নিযোজিত হন, কিন্তু আমারদিগের প্রধান মহাশয় ইহার নিয়মসকল অগ্রাহ্য করিয়াছেন, বোই সাহেব বিপক্ষ সিবিরে থাকিয়া বুঝিয়াছেন সের সিংহ আমারদিগের কোন বাঙ্গালি লেখক যোগে প্রধান সেনাপতির কার্য্যের ও অভিপ্রায় সকলের অনুসন্ধান পান, অতএব বাঙ্গালি কেরাণী সকল পদচ্যুত হইয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের তাবতের প্রাপ্য বেতন বন্দ করা গিয়াছে, ইহাতেই যদি কথিত গোয়েন্দা প্রকাশ পায়, দেখা যাউক, আরো দুঃখের বিষয় এই যে মেজর লরেন্স তাঁহার ভার্য্যার সহিত এপর্য্যন্ত মিলিতে পারেন নাই, তাঁহার স্বহস্ত লিখিত লিপী আসিয়াছে, ২৮ জানুআরী তারিখ পর্য্যন্তের সম্বাদে আর বিশেষ কিছু নাই।

মুলতান হইতে জেনরল হুইস সাহেব স্বীয়াধীন অধিকাংশ সৈন্যসহ আমারদিগের প্রধান সেনাপতির সিবিরাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন, তিনি সৈন্যগণকে তিনদলে বিভক্ত করিয়া প্রস্থানানুমতি করেন, বিশেষত ব্রিগেডিয়র মার্কহেম সাহেব প্রথম দল অর্থাৎ শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর ৩২ এবং ৫১।৭২ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক, ১১ সংখ্যক ইররেগুলর অশ্বারোহী এবং এগুরসন সাহেবের হর্স আর্টিলরী ট্রুপ লইয়া ২৭ জানুআরী তারিখে প্রেরিত হন, কথিত হয় জেনরল হুইস ও এই দলের সহিত যাত্রা করেন, ২৯ তারিখে ব্রিগেডিয়র হারবি সাহেব মহারাজ্ঞীর দশ গণিত এবং দেশীয় ৮।৩১ সংখ্যক পদাতিক ১৬ গণিত লাইট কেবেলরী মেকেঞ্জি সাহেবের হর্স আর্টিলরীয় ট্রুপ ১২ টা তোপ সহ পশ্চাদ্গামি হইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তৃতীয় দল লইয়া ব্রিগেডিয়র ডনডস সাহেব ৩১ তারিখে তদনুবর্ত্তি হইবেন তদধীনে বোম্বাইস্থ মহারাজ্ঞীর ৬০ গণিত পদাতিক, ১ গণিত বোম্বাই ফজিলর গোরাদল, ৩।১৯ বোম্বাই দেশীয় পদাতিক সিন্ধু দেশীয় অশ্বারোহী এবং ১ ট্রুপ ও ২ কোম্পানি বোম্বাই গোলন্দাজগণ থাকিবেক।

এই সকল সৈন্যের সমষ্টি করিতে হইলে প্রায় একাদশ সহস্র সৈন্য হইবেক, তন্মধ্যে যুদ্ধজেতা ৩৫০০ বিলাতীয় গোরা, এবং ৮০ টা ছোট ও ১২ টা বৃহৎ তোপ সঙ্গে আছে, রণস্থলের সেনাপতিরা কহেন এই দল সকল ২০ ফেব্রুআরি পর্য্যন্ত প্রধান মহাশয়ের সহিত সমবেত হইবেন

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বোঁধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং বজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্দৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালৌকিককরক্রিয়াঃ সমুদিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ সাজগুণাস্বলোজ্জ্বলকরেদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএব বিলম্ব ও রুবর্ণৈর্পরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫৭৭ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২০ ফিব্রুআরি। দা[illegible]শকাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১০ ফাল্গুন মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবারীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় [illegible]ণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকারজন্য ইহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহে[illegible]ানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত ক[illegible]িতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অ[illegible]সারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি [illegible]ত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ [illegible]কাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় কর[illegible]র ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মা[illegible]য়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার [illegible]বসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ [illegible]চ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্র[illegible] বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে [illegible]কিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেকগুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হী[illegible]। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় [illegible] ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী [illegible]ল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনস [illegible] অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জা[illegible]য় হীরক আছে।

অতি সুন্দর প্রারিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নাবিনির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত জোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা গহ্ন সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং করন্ড সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণমণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত্ত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের কেটেলাগ অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের তালিকা ইংরাজী এবং পারস্য ভাষায় প্রস্তুত হইলেই অল্প দিবসের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক, ইতি।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যেসকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পাল্‌কী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

ADVERTISEMENT.

Pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, bearing date the thirteenth day of July last made in a Cause Nundocoomeer Dutt against Muttylall Seal, the Executor of Collypersaud Sain deceased, who died in the month of January, One thousand eight hundred and forty seven, the Creditors of the late firm of Collypersaud Sain and Company, are on or before the Fifth day of March next, to come in and prove their debts before William Macpherson Esquire, the Acting Master of the said Court at his Office in the Court House or in default thereof they will be peremptorily excluded the benefit of the said Decree.

W. MACPHERSON,
Acting Master.
Higgins, Denman & Abbott
Complainants Attos.

Calcutta:
Master's Office.
5th February, 1849.

বিজ্ঞাপন।

নন্দকুমার দত্ত বাদী, এবং ইংরাজী ১৮৪৭ আঠার শত সাতচল্লিশ সালের জানুআরি মাসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ৺ কালীপ্রসাদ সেনের একজিকিউটর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল প্রতিবাদী, এতদ্বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রেম কোর্ট নামক প্রসিদ্ধ বিচারালয়ে গত জুলাই মাসের [illegible] তারিখেযে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে বিচারকর্ত্তারা যে চূড়ান্তানুমতি করেন তদনুসারে এতদ্দ্বারা উক্ত মৃত কালীপ্রসাদ সেন এণ্ড কোম্পানি নামাভিধেয় বাণিজ্যালয়ের পাওনাদারদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক আদালতের একটিং মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফর্সন স্কোয়ার সাহেবের সমীপে কোর্ট হৌসে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আগামি ৫ মার্চ তারিখে অথবা তৎকালের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া আপনারদিগের নিশ্চিত পাওনা সপ্রমাণ করেন ইহার অতিক্রম করিলে কথিত চূড়ান্ত অনুমতির ক্ষমতানুসারে আপনারদিগের পাওনা হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

উইলিয়ম মেকফর্সন।
একটিং মাষ্টর।
হিগিন্স, ডেনমেন এণ্ড এবট।
বাদি পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
মাষ্টরআফিস।
৫ ফেব্রুআরী ১৮৪৯।

সাবধান।

সকলকে সাবধান করা যাইতেছে সহর কলিকাতার কম্বোলীয়া টোলার রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ২৬ নম্বর ৺ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের দরুণ যে বাটী ও পুষ্করিণী এবং রাইয়তি জমী আছে তাহা খড়দহ নিবাসি ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের নিকট বন্ধকী কবালার দ্বারা বন্ধক ছিল এখন তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রেরা উক্ত বাটী ও পুষ্করিণী এবং রাইয়তি জমীর উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, অতএব উক্ত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর কিম্বা তাঁহার কন্যার নিকট হইতে বিক্রী কবালা দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে কেহ তাঁহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং ঐ সকল সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবেন না, এই কারণ অগ্রে সাবধান করা গেল, তথাপি যদি কেহ কোন প্রকারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন তবে ইংলণ্ডীয় বাদশাহের চলিত আইন মত তাহা অগ্রাহ্য হইবেক এবং টাকা হইতে বঞ্চিত হইবেন ইতি তাং ৩ ফাল্গুন ১২৫৫ সাল।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২[illegible] ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরে[illegible] সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় [illegible]রিকের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট ক[illegible]কাতার সরিফ সাহেব মৃত হরিচরণ দের উত্তরাধিকারি উপেন্দ্রনারায়ণ দে, হরিশ্চন্দ্র দেব [illegible] বং শ্রীমতী দ্রৌপদী দাসীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনি এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পব[illegible]ক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্র[illegible] করিবেন।

১ দফা। বিশেষত সহর কলিকাতার চোর[illegible]গানের মুক্তারাম বাবুর ইষ্ট্রীটের হরিচরণ দে[illegible]র গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৭৯।২ নম্বর এ[illegible] দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বা[illegible] এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অ[illegible]মান ৵৪ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক [illegible] বেশী হউক তাহাতেও তাহার মধ্যেও তাহ[illegible] উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবে[illegible] যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উ[illegible]রে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্র[illegible]ত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বি[illegible]ষত পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নর্দ্দমা। [illegible]শ্চিমদিগে গলি। দক্ষিণদিগে দুর্গাচরণ নাপি[illegible]র বাটী ও ভূমি। এবং উত্তরদিগে উক্ত মৃত হরি[illegible]রণ দেবের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল [illegible] তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।৩ নং আর এক দোতালা [illegible]ষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তা[illegible]র সঙ্গ যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৩ [illegible]ন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউ[illegible] তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর [illegible]র্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব [illegible] অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখি[illegible] কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক[illegible] তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব[illegible]গে কোম্পানির নর্দ্দমা। পশ্চিম দিগে গলি[illegible] উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।৪ নং আর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান এক কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহারমধ্যে ওতাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ওঅধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরেলিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে গলি। উত্তর দিগে উদয়চরণ আঢ্যের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।১২ নং আর এক একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গলি। পশ্চিম দিগে কোম্পানির নর্দ্দমা। উত্তর দিগে আর এক গলি। এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্তস্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।১৩ নং আর এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলি। পশ্চিমদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নর্দ্দমা। উত্তর দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে গলি। যদ্দ্বারা উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের পরিবারের বসতি বাটীতে যাওয়া যায়।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্তস্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।১৪ নং আর এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতেও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ওনিয়মানুসারে বিক্রীতহইবেক।তাহা এইরূপে চতঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে দুর্গাচরণ নাপিতের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে কোম্পানি ব[illegible]দুরের রাস্তা। উত্তরদিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে উক্ত দুর্গাচরণ নাপিতের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৩ ফিব্রুআরি ১৮৪৯

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

১৯ নম্বর।

মুরশিদাবাদের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি রাজশাহীর কালেকটর সাহেবের ১৮৪৭ সালের ১৬ আপ্রিল তারিখের ২৯ নম্বরী পত্রের চুম্বক।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

২৪ দফা। যদি ইহার কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় তবে বাঁটওয়ারার আমিন নিযুক্ত হইবামাত্র যে রাশিং আরজী দেওয়া যায় তাহার প্রতি অবলোকন কর। এই সকল আরজী কালেকটর সাহেবের বিবেচনা করিতে হয় এবং তাহার বিষয়ে তাঁহার রুবকারী লিখিতে হয় এবং তাহা এক ইঙ্গরেজী রিপোর্ট সমেত কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হয়। পরে কমিস্যনরসাহেব তাহা ইঙ্গরেজী চিঠীসমেত ফিরিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে জমীদার ঐ লিখনপঠনেরপ্রতি আপনারদৃষ্টি রাখিতেছেন এবং যেদিনেদেখেন যে তাঁহার প্রতি অনিবার্য্য হুকুম আসিতেছে সেই দিনে তিনি হুকুমমত কার্য্য করেন। কিন্তু তাহার পরে দেখা যাইতেছে যেং কাগজপত্র দাখিল হয় তাহা সম্পূর্ণ নয় অথবা অকেজুয়া কিম্বা রুজু নবীস বলে যে সেই জমীদারীর বিষয়ে আমি কিছু জানি না এবং তৎপরে আমীন ও কালেকটর ও কমিস্যনর সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন পুনর্ব্বার আরম্ভ হয়। অতএব স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইবেক যে যদ্যপিও কালেকটর সাহেব জমীদারকে এবিষয়ে উত্তর করিতে হুকুম করেন তথাপি কালেকটর সাহেবের কেবল আমীনের রিপোর্টানুযায়ি কার্য্য করিতেই হয় এবং কালেকটর সাহেবের রিপোর্টের উপর কমিস্যনর সাহেবের নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই প্রকার ব্যবহারাপেক্ষা আমীনকে সরাসরী মতে কার্য্য করণের ক্ষমতা দিলে এবং জমীদারকে আপীল করণের অনুমতি দিলে ভাল হইবেক এবং কর্ম্ম অনেক এগুইবেক।

২৫ দফা। বাঁটওয়ারার আইনের হুকুমসকল প্রবল করিবার জন্যে আমার এই মাত্র উপায় বোধ হইতেছে যে আমীনেরদিগকে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনক্রমে ডেপুটী কালেকটরদিগের শক্তি দেওয়া এবং ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখিত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া এবং ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে কার্য্য এবং তাঁহারদিগকে বাহুল্যরূপে মেহনতানা দেওয়া। ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮৩২ সালের ৮ আইনানুসারে জমীদারীর কর নিরূপণ করিতে হইলে যেপ্রকারে মনোযোগপূর্ব্বক মহালের প্রত্যেকগ্রামের জমাবন্দী করা যায় সেইরূপ করিতে হয়। ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ১৯ ধারার বিধি অতি মনোযোগপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে হয়। এবং এক্ষণকার আইনের ৮ ধারাতে যে প্রকার হুকুম আছে সেই প্রকারে জমাবন্দীর কাগজ পত্র চূড়ান্তরূপে কালেকটর সাহেবকে দিতে হয় এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যেক গ্রামের বিশেষ২ বৃত্তান্তের এক সংক্ষেপ রোয়দাদ দিতে হয় এবং সকল শরীককে এই এত্তেলা দিতে হয় যে কোন মাতবর কারণ দর্শান না গেলে উত্তরকালে কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে ঐ জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে স্থিরতর হইবেক এবং যাবৎ ঐ জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে ধার্য্য না হয় তাবৎ কোন অংশাংশ পৃথক করণের কোন উদ্যোগ করা যাইবেক না।

২৬ দফা। এক্ষণে জমীদারেরা ঐ বাঁটওয়ারা খেলাপ অথবা দ্বৈধ বিষয়ের মত জ্ঞানকরেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিপ্রায় যে ভূমির রাজস্বের ভার অন্য শরীকেরদের উপর পড়ে। এইমত বিষয়ে কোন কার্য্য করিতে আমীনের ক্ষমতা নাই এবং তাঁহাকে যে মেহনতানা দেওয়া যায় তাহা অতি অপ্রচুর অতএব তিনি সুতরাং শরীকেরদের বাধ্য থাকেন এবং তাঁহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যাপেক্ষা প্রবল অথবা চালাক তাঁহার সঙ্গে যোগ করণ বিনা তাঁহার কোন উপায় থাকে না।

২৭ দফা। পিটর সাহেবের সরকুলর অর্ডরের বহীর ৮৪ পৃষ্ঠায় ২৯ নম্বরী বোর্ডের সাহেবের ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে হওয়া পত্রাদিতে যাহা লেখা আছে অর্থাৎ ভূমির উপর যে রাজস্ব এক্ষ

পে ধার্য্য আছে সেই রাজস্বের বিষয়ে সেই ভূমি অনিবার্য্যরূপে দায়ী আছে এই মূল বিধান যদি দেওয়ানী আদালত অবলম্বন করেন এবংযদি প্রতারণাঘটিত বাঁটওয়ারার দ্বারা ঐ ভূমির রাজস্বের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই তবে আমারবোধ হয় যে মিথ্যা শপথের আবশ্যকতা নিবারণ করিবার এবং ভূম্যধিকারিরদের চাতুরী ও প্রবঞ্চনার স্বভাবের পোষকতা না করিয়া প্রতিবন্ধকতা করিবার জন্যে বাঁটওয়ারার কোন সুনিয়ম করা অতি প্রয়োজনীয়।

২৮ দফা। কিন্তু যদি এইমত স্বীকার করা যায় যে বাঁটওয়ারার দ্বারা জমীদারীর যে অংশ পৃথক২ করা গিয়াছে সেইঅংশ পুনরায় সংযোগ করিতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছে তবে আমার বোধ হয় যে জমীদারী খণ্ড২ করিতে সরকারী কর্ম্মকারকেরদের উদ্যোগ করা নিরর্থক কেননা পঁচিশ বৎসরের পরে সেই২ খণ্ড পুনরায় সংযোগ হইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ হালকামী করাতে বিশেষ ব্যক্তিরদের যে ক্ষতি হয় তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। যখন সেই পৃথক করা ভূমি পুনরায় সংযোগ হয় তখন এমত হইতে পারিবেক যে একজন ভূম্যধিকারির ভূমির যে অংশ ধার্য্য হইয়াছে সেই ভূমিতে তিনি এক কুঠী নিম্মাণ করিয়াছেন এবং প্রণালীর দ্বারা কিম্বা ইক্ষু বা অন্য কোন মূল্যবান বস্তুর কৃষি করণের দ্বারা আপনার সেই ভূমি উত্তম করিয়াছেন হঠাৎ তিনি দেখেন যে অন্যেরা আসিয়া তাঁহার সেই উত্তম করা ভূমির চারি ভাগের তিন ভাগ লইতেছে। আরো হইতে পারিবেক যে অন্য ব্যক্তি আপনার সমস্ত ধন লইয়া যে ভূমি পৃথক মহাল জ্ঞান করিয়াছিল এমত ভূমি কিনিয়াছে সে ব্যক্তি হঠাৎ দেখিতেছে যে ভূমির প্রাপ্তিতে তাহার টাকার ওয়াজীবী সুদ পাইত সেই প্রাপ্তির চারি ভাগের তিন ভাগ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক অন্য ব্যক্তি আসিয়া অপহরণ করিতেছে। কিন্তু বিশেষ২ ব্যক্তিরদের সম্পত্তির এইরূপ ক্ষতি এক্ষণকার কথা নয় এবং যখন ঐ সকল খণ্ড ভূমি একত্র করা যায় তখন সেই প্রকার ক্ষতি হইবেক। কিন্তু যে বাঁটওয়ারার বিষয় আমি লিখিতেছি সেই বাঁটওয়ারাতে দৃষ্ট হইতেছে যে জমীদারী অংশ২ করাতে প্রায় তত্তুল্য ক্ষতি হইয়াছে বরং তাহাকে লুঠ কহা যাইতে পারে অনুর্ব্বর সকল গ্রাম দুর্ব্বল শরীকেরদিগকে দেওয়া গিয়াছে কেবল ইহা নহে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তিনগ্রামের অল্প মূল্যের অথবা অকর্ম্মের ভূমি পৃথক২ হইয়া দুর্ব্বল শরীকদিগকে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা কেবল এই কারণে হইয়াছে যে আমীন বোধ করে যে প্রত্যেক অংশেতে তুল্য পরিমাণ ভূমি দিতে হয় এবং পাছে পর্য্যন্ত তুল্য জমা ধার্য্য করিতে হয়।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

ঢাকা নিবাসি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় ১৮৪৯ সালের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাত্তা নগরীয় প্রথম ভাগের কমিস্যনর শ্রীযুত বাবু ভুবনচন্দ্র মিত্র তাঁহার এইঅংশের পথ ঘাট নর্দ্দমা পুষ্করিণী ইত্যাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন ইহাতে ভরসা করি তিনি বাঙ্গালি পাড়ার অবস্থা শোধনজন্য অবশ্য সুচেষ্টা করিবেন, এবং বাঙ্গালিরা কি কষ্টে কালক্ষেপ করিতেছেন তাঁহার উচিত কর্ম্ম বিধায় গবর্ণমেণ্টকেও ইহা জানাইবেন, রাজপথে জলসেচন, আলোক প্রদান, পথঘাট নর্দ্দমাদি পরিষ্কার ইত্যাদি সকল বিষয়েতেই বাঙ্গালি পাড়ার প্রজারা বঞ্চিত আছেন, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের ট্যাক্সের টাকার সংখ্যা ইংরেজ পাড়ার ট্যাক্সসংখ্যাপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং অধিক, কলিকাতার আয় ব্যয়ের হিসাব যাহা পোলীসাধ্যক্ষেরা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেই এবিষয় সব্যক্ত হইয়াছে, আমরা সে হিসাব রাখিয়াছি যদি গবর্ণমেণ্ট জানিতে অভিলাষ করেন তবে অনায়াসে দেখাইতে পারিব, বাঙ্গালিদিগের ট্যাক্সের টাকার সংখ্যাও অধিক, বাঙ্গালি প্রজার সংখ্যাও অধিক, বাঙ্গালিরা কেবল বলে ন্যূন এই কারণ খেয়ার কড়ী দিয়া ডুবে পার হইতেছেন, ইহাতেই আক্ষেপ করি যদি আমারদিগের জাতীশ্বর কেহ রাজ্যেশ্বর হইতেন তবে বাঙ্গালিপাড়ার প্রতি অবশ্য দৃষ্টিপাত করিতেন, অতএব ভুবন বাবু কমিস্যনর হইয়া যে কলিকাতা নগরের প্রথম ভাগের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন ইহাতে ও তুষ্ট হইলাম, এইক্ষণে প্রার্থনা করি উপযুক্ত কমিস্যনর বাবু বাঙ্গালি পাড়ার অবস্থা যেমন দেখিলেন তেমনি লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন।

আমরা যে প্রকার দুরবস্থায় আছি তাহা সমুদায় লিখিতে ইচ্ছা করি কিন্তু ভাস্করে স্থান হয় না এই কারণ স্থূল দুঃখের সহিত সূক্ষ্ম দুঃখ লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না, ইংরেজ পাড়ার নর্দ্দমা সকল পরিষ্কৃত থাকে, খানা ডোবায় জলে ময়লা প্রবেশ করিতে পারেনা, বৃষ্টি হইলে তৎক্ষণাৎ জল বাহির হইয়া যায়, বরং নর্দ্দমা সকল এমত ঢাল নির্ম্মিত হইয়াছে বৃষ্টির জলেতেই পায়খানা পর্য্যন্ত ধৌত করিয়া স্রোত মুখে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঙ্গালি পাড়ায় পাকা নর্দ্দমা প্রায় নাই, সকলি কাঁচা নর্দ্দমা, বিশেষত গত বৎসর রাস্তা মেরামত হয় নাই, কমিস্যনরেরা বিবেচনা করিতে করিতেই বৎসর কাটাইয়াছেন, তৎপরে বর্ষ শেষে পথ মেরামতি কর্ম্ম কান্ত্রাকট করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারদিগের এরোধ হয় নাই যাহারা কান্ত্রাকট লইয়াছে তাহারা লাভ করিতে গিয়াছে কি আপনারদিগের ক্ষতি করিয়া কমিস্যনরিপদের আকাঙ্ক্ষা করে, আর গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে পোষ্য পুত্র করিবেন কি বহু বৈতনিক সিবিল কর্ম্ম দিবেন এমত আশা ও নাই, তবে তাহারা কর্ম্মের ত্রুটি করিয়া লাভেরদিগেই ধাবমান হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, ইংরেজ রাজমিস্ত্রিরা অন্য লোকের বাড়ী ফুরোণ করিয়া লন তাহাতে টাকা অধিক লাগে, কিন্তু তাঁহারা লিখিয়া দেন মনোনীত না হইলে ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার প্রস্তুত করিয়া দিবেন, পরে গৃহস্থ দিগের স্বেচ্ছামত প্রস্তুত করিয়া দেন, বহু স্থলে এইরূপ হইয়াছে তথাচ তাঁহারদিগের লাভ থাকে, তাহা না থাকিলে ইংরেজরা এব্যবসায় করিতেন না, এবং শাস্ত্রেতেও লেখেন “ প্রয়োজন অনুদ্দিশ্য নমন্দোহি প্রবর্ত্ততে,, অর্থাৎ লাভাশয় ব্যতীত মূর্খ ব্যক্তি ও কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয় না, তবে যাহারা কলিকাতার শোভার কার্য্য কান্ত্রাকট করিয়া লইয়াছে তাহারা লাভের জন্যই ঝুঁকীতে গিয়াছে, আমারদিগের কমিস্যনরেরা এমত অবিবেচক অল্প মূল্যে ঐ সকল লোভিদিগকে কলিকাতার শোভা বৃদ্ধির বিষয় ফুরোণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, যদি ফুরোণ করিয়া দিলেই ন্যূন ব্যয়ে উত্তম কর্ম্ম হয় তবে কমিস্যনরেরা ও কেন ফুরোণ করিয়া বেতন গ্রহণ করেন না, তবে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে ও কি অজ্ঞাম বলিতে হয়, যাঁহারা নগর শোভার কার্য্য কান্ত্রাকট দিয়া গবর্ণমেণ্টকে ব্যয় সংক্ষেপ দেখাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট কেন তাঁহারদিগের বেতন কান্ত্রাকট করেন না, একবার বলিয়া দেখুন, কমিস্যনর দিগের কর্ম্ম দেখিয়া বেতন দিবেন তাহাতে কত কমিস্যনর পলায়ন করেন, যাহাহউক

আমরা এইক্ষণে প্রার্থনা করি বাবু ভুবনচন্দ্র মিত্র তাঁহার উচিত কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন অতএব সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না, এবং আপাতত বাঙ্গালি পাড়ার ছোট বড় পথ নর্দ্দমা খানা ইত্যাদি মেরামত এবং পরিষ্কার যাহাতে শীঘ্র হয় তাহা করিতে হইবেক, গত দুই বারের বৃষ্টির জল অদ্যাপি নগর মধ্যে রহিয়াছে বাহির হইতে পারেনাই, পথ মেরামত হয় না, এজন্য পথের মৃত্তিকা পড়িয়া নর্দ্দমা সকল পথ সমান উচ্চ হইয়া গিয়াছে তাহাতেই খানার জল বাহির হইতে পারেনা, ইহারপরে বর্ষা আসিতেছে, সে সময়েনর্দ্দমা কাটিয়া নিম্ন করা যাইবেক না, খানাসকলে জল বদ্ধ হইয়া অনেক পুরাতন বাড়ী পড়িয়া যাইবেক অতএব কমিস্যনর বাবু এই বিষয়ে সত্বর হইবেন, তিনি বাঙ্গালি পাড়ার সমস্ত দেখিয়াছেন তাঁহাকে অধিক লেখা বাহুল্য।

কলিকাতাস্থ ধনিলোক দিগের কোন বিষয় ঘটিত বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শ্রীমতীমহারাজ্ঞীর বিচারালয়ে বিচারার্থী হয়েন উক্ত বিচারাগারে বিচার লাভ সাধারণব্যক্তির সাধ্য নহে, বিশেষত দেওয়ানী মোকদ্দমাতে অর্থি প্রত্যর্থিরা খরচান্তেই অবসন্ন হয়েন, কারণএই শ্রুতিধরসবক্তা কৌন্সেলিসাহেবেরা প্রতিকথা স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করেন, গোল মোহর অগ্রে স্বহস্তে না পাইলে একটী কথাও কহেন না, সুতরাং ধনশালী লোক ব্যতীত দরিদ্রেরা তাঁহারদিগের নিকট পাদক্ষেপ করিতে পারে না, এই কারণ রাজ্যেশ্বরেরা কলিকাতা বাসি দরিদ্র দিগের বিষয় ঘটিত বিবাদ নিষ্পত্তি জন্য পাঁপর কোর্ট করিয়াছেন, দরিদ্রেরা বিষয় বিবাদে সেই পাঁপর আশ্রয় করে, এবং তদর্থে সরকারি উকীল কৌন্সেল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা মাসে২ গবর্ণমেণ্ট হইতে উপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত হইতেছেন কিন্তু দরিদ্র দিগের কেমন অসৌভাগ্য পাঁপরীয় কার্য্যে নিযুক্ত উকীল সাহেব ছোট কথা তৃণ জ্ঞান করেন অর্থাৎ গরীবের কথা কর্ণেও স্থান দেন না সুতরাং তাঁহার নিকট অসাধ্য নির্দ্ধন দিগের উপকার কি প্রকারে হইবেক, কতশত দরিদ্রলোক তাঁহার দ্বারে গড়াগড়ি যাইতেছে, কেহ দশ বৎসর কেহ দ্বাদশ বৎসর পরমায়ু ক্ষয় করিতেছে তথাচ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না, বিষয় হীন লোক ব্যতীত কেহ পাঁপর আশ্রয় করে না তাহারা যে দুঃখে পাঁপরে যায় পরে তদপেক্ষা আরো অপার দুঃখে পতিত হয় অতএব তাহারদের ইহ কাল পরকাল দুই যায়, আমরা অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিলাম অধিক লিখিলে কি জানি উকীল সাহেব কিছু মনে করেন, অতএব নিবেদন করি বিচারপতিরা ইহার তদন্ত জানিয়া দরিদ্র দিগের প্রতি কৃপা প্রকাশে সুবিহিত করিবেন।

বাবু কাশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী।

কি পরিতাপ জনক সমাচার, ময়মন সিংহ জিলার অন্তঃপাতি আলাপসিংহ, নামান্তর মুক্তাগাছা নিবাসি জমীদার বাবু কাশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরি মহাশয়ের অকাল মৃত্যু হইয়াছে, কাশীকান্ত বাবুর ব্যাধি সঙ্কর হইয়াছিল, দেশীয় কবিরাজেরা নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন বিশেষ করিতে পারিলেন না, অতএব বাবু অমাত্যবর্গকে কহিলেন কলিকাতা নগরে অনেক সুচিকিৎসক আছেন, বিশেষত ভাস্কর পত্রে দেখিয়াছেন চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত তেজস্বি ঔষধ দ্বারা রোগ সঙ্কর বিনাশ করেন অতএব কলিকাতায় যাইয়া উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য দ্বারা চিকিৎসা করাইবেন, ইহাতেই পারিষদবর্গ ঐ বাবুর পিনিস, বজরা, ভাউলিয়া, পান্সীত্যাদি সজ্জীভূত করেন, এবং বাবু ও যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ তাঁহার মোক্তারকে পত্র লেখেন “ ভাস্কর পত্র ডাক যোগে আমার বাস বাটীতে না যায়, সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে মজুদ থাকে, আমি তাঁহার সমীপে যাইতেছি,, এবং আমারদিগের নিকটেও কাশীকান্তবাবুর এক পত্র আইসে তাহাতে লেখেন,, আমি মহাশয়ের সমীপে যাইতেছি, আমার পরিবারাদি সঙ্গে আছেন, অন্তঃপুর বহিঃপুর থাকে অথচ উত্তমস্থান হয় এবং আপনকার নিকট থাকিয়া চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য দ্বারা কিকিৎসা করাইতেপারি আমারজন্য এমত এক বাটী স্থির করিয়া রাখিবেন,, আমরা বাবুর পত্রপাইয়া বিবেচনা করিলাম তিনি যেমনপ্রধানমনুষ্য তেমনি উপযুক্ত বৈঠকখানা পাতরেঘাটায় আমারদিগের আত্মীয়স্থানেআছে, ঢাকা পর্য্যন্ত আসিয়া অবশ্য দ্বিতীয় পত্র লিখিবেন, তৎপরে বাটী স্থির করিয়া রাখিব, কিন্তু ঢাকানগরেউত্তীর্ণ হইবামাত্র বন্ধু কাশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরি মহাশয় অকালে কালের হস্তে পড়িলেন, আমারদিগকে পত্র লিখিতে পারিলেন না, সেই স্থানেই লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, হা, একি হইল, সমভিব্যাহারি সকল পরিবার ভৃত্যাদি কাশীকান্ত বাবুকে ঢাকায় রাখিয়া কিরূপে গেলেন।

বাবু কাশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরি জমীদার মহাশয়ের তুল্য দানশীল দয়াশীল পুণ্যশীল জমীদার অল্প আছেন এই বাবুর আশ্রয়ে বহুলোকের প্রতি পালন হইত এইক্ষণে সকলে আচার্য্য বাবুর মৃত্যুশোকে হাহাকার করিবেন।

পরীক্ষা।

গত শনিবারে ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যাগারের অধীন বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রেরদের শিক্ষার পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে বালকেরা হিতোপদেশ ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্ঞানপ্রদীপাদি গ্রন্থ শিক্ষাবিষয়ে সুন্দর পরীক্ষা দিয়াছেন, পরীক্ষা করণে আমরাই নিযুক্ত হইয়াছিলাম তাহাতে শিশুগণকে জিজ্ঞাসাবাদে প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছি।

শ্রীযুত জে, আর, কালবিন সাহেব।

আমরা লিখিয়াছি উক্ত সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই মহাশয় গত বৃহস্পতিবারে এজলাস কামেলে, অর্থাৎ তিনজন বিচার কর্ত্তার বিবেচনা যোগ্য কয়েক মোকদ্দমার বিচার করিতে প্রথম বসিয়াছিলেন, তাহাতে নবীন বিচারকঅতি সুবিচার করিয়াছেন. শ্রীযুতডিকসাহেব, শ্রীযুত কালবিন সাহেবশ্রীযত বারলোসাহেব এই তিনমহাশয় বিচারকরিতে একত্রবৈসেন. ইহাতে কোন২ মোকদ্দমায় বারলো সাহেবেরসঙ্গে কালবিনসাহেবের অনেক বিতর্কহইয়াছিল কিন্তু পরিশেষে সূক্ষ্মদর্শি বিচারক ডিক সাহেব কালবিন সাহেবের মতেই মত দিলেন, এবং কালবিন সাহেবের বিচারপারদর্শিতা দেখিয়া বাদি প্রতিবাদী উভয় পক্ষীয় উকীল মোক্তার ও সাধারণ লোকেরা সন্তুষ্ট হইলেন, অতএব আমরা প্রার্থনা করি এই বিচারপতি মহাশয় দীর্ঘায়ু হইয়া সাধারণকে সুবিচার প্রদান করুন।।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ৮ ডিসেম্বর পর্য্যন্তের সমাচার পাওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা ব্যক্ত হয়, ইউরোপ খণ্ডে বাণিজ্যে শুভগ্রহ উদয় হইতেছে।

আমারদিগের মহারাজ্ঞী রাজপরিজনগণ সহ স্বচ্ছন্দে আছেন।

ইংলণ্ড স্কটলণ্ড প্রদেশে অর্থের স্বচ্ছলতা, ও

ব্যবসায় সাধারণে বিশ্রামজনক হইতেছে এবং শান্তি সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভায়াস ও প্রাদেশে এতদ্রূপ সুসমাচার, বিশেষ এতন্মধ্যে আমারদিগের পূর্ব্বতন গবর্নর জেনরল লার্ড আকলণ্ড সাহেবের মৃত্যু সম্বাদ পাঠে আমরা পরিতাপিত হইলাম, লার্ড সাহেব পক্ষাঘাত রোগে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে শমনভবন গমন করিলেন, তাঁহার সন্তান সন্ততি নাই অতএব ভ্রাতা আনরেবল এণ্ড রেবরেণ্ড রবর্ট ইডনসাহেব তদুপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এতৎমৃত্যু সমাচার লিখনকালে আমরা লার্ড আকলেণ্ডের কিঞ্চিৎ গুণ ব্যাখ্যা না করিয়া অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিতে পারি না, ইহা সত্য বটে উক্ত গবর্নরের শাসনসময়ে বৃটিসজাতিরা কাবোলীয়যুদ্ধে আফগানকর্তৃক এমত অপমানিত হন যে তদ্বিবরণ স্মরণ করিতে অনেকের দুঃখোদয় হইবেক তথাপি আমরা এজন্য তাঁহাকে অপরাধী বলি না ইহাতে বরং তত্রস্থ বৃটিস রাজকর্ম্মচারির ত্রুটি বলিতে হয়, লার্ড আকলেণ্ড আমারদিগের রাজ্যের কুশলচিন্তক ছিলেন, মেডিকেল কালেজ ইহার এক উত্তম চিহ্ন আছে, এতদ্ভিন্ন লার্ড সাহেব অমায়িক ও নিরহঙ্কৃত ছিলেন, প্রধান লোকের ইহা সামান্য গুণ নহে অতএব আমরা তাঁহার গুণাংশই গ্রহণ করিতে অধিক বাধিত হইলাম।

বিলাত রাজ্যে সৈন্য ন্যূন করণার্থ বণিক এবং শিল্পকারিগণ ইহার প্রতিপোষক কারণ দর্শাইতেছেন কিন্তু সৈন্য সম্বন্ধীয় লোকেরা তদ্বিপরীতবক্তা হইয়াছেন, অতএব রাজপুরুষেরা কোন্ পক্ষাবলম্বন করিবেন তাহা ব্যক্ত হয় নাই।

ফ্রান্স রাজ্যের নবীন প্রেসিডেন্ট বোনাপার্টি মন্ত্রিবর্গের সহ অনৈক্য মত প্রকাশ করিয়াছেন অতএব তদ্রাজ্যে পুনর্ব্বার কি উপস্থিত হয় বলা যায় না।

পুর্ষিয় রাজ্যপাল ধীরতা ও সদ্বিবেচনায় প্রজা বশীভূত করিতেছেন ইহাতেই বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে তথায় অচিরাৎ পূর্ব্ববৎ শান্তি সংস্থাপন হইবেক।

হিন্দুকালেজ।

উক্ত শ্রেষ্ঠ বিদ্যাগারের ১৮৪৭।৪৮ সালের রিপোর্ট পুস্তক পাঠে আমরা আপ্যায়িত হইলাম, পরীক্ষক শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রীয় বৃত্তি প্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী পাঠার্থি বর্গের বঙ্গভাষা লিখন পঠন বিষয়ে যদভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে আরো সুখী হইয়াছি, তিনি ইংরাজীতে যাহা লেখেন তদর্থ এই যে দেশীয় ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে আমাকে অবশ্য বলিতে হইবেক হিন্দুকালেজে বঙ্গভাষার চর্চা লেখকদিগের পক্ষে প্রশংসনীয় হইয়াছে, এবং আমারদিগের ডেপটি গবর্নর বাহাদুর ছাত্রদিগের পরীক্ষা পারিতোষিক প্রদানীয় সভাতে যে বক্তৃতা করেন তন্মধ্যে বলেন আমি দেশীয় ভাষার অনুশীলন জন্য বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজকে ও তদধীনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করি, এবং বিদ্যালয় সকলের পাঠার্থিগণকে প্রতীতি করাইতেছি যদি দেশীয়ভাষায় তাঁহারদিগের অভিনিবেশ জন্মিলে দেশের ও আপনারদিগের মঙ্গল হইবেক, শ্রীযুত [illegible] রেবরেণ্ড বাবুর পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে অধিক আমোদিত হইয়া বলেন ইউরোপীয় বিদ্যা পারদর্শীতায় প্রকাশাপেক্ষা স্বদেশীয় বিদ্যায় নিপুণতা দ্বারা বালকেরা অধিক যশস্বী ও প্রতিষ্ঠিত হইবেন এবং ইউরোপীয় উত্তম গ্রন্থ সকল স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ ও উত্তম পুস্তক রচনা করিয়া দেশের উপকারী হইতে পারিবেন বরং রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এনসাইক্লোপিডিয়া পুস্তক ইহার উদাহরণ স্বরূপ প্রস্তুত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করণ পূর্ব্বে আমি বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজকে এক স্বর্ণ মেডেল গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিব, আগামি বর্ষ বক্তৃতায় যে ছাত্র উত্তম রচনা করিবেন তিনিই তাহা পাইবেন এবং এইরূপ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লেপ্টেনেণ্ট গবরণরকে আর এক স্বর্ণ পদক জন্য কহিব তদ্দেশীয় কোন কালেজের যে ছাত্র উর্দুভাষাতে লিখনে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইবেন তাঁহাকে তাহা দিবেন।

পাঠকগণ শ্রীযুতের উক্ত এতৎ মহদভিপ্রায়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করুন, রাজপুরুষ গণের মধ্যে মান্যতম মহাশয়েরা এতদ্দেশীয় ভাষার প্রতি যদি শ্রীযুত মেডাক সাহেবের ন্যায় অনুরাগ দেখান তবে কি আমারদিগের কোন ক্ষোভ থাকে, বর্ত্তমান সময়ে দিন২ দেশীয় ভাষার অনেক সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে তাহাতেও এপর্য্যন্ত তদনুশীলনের সম্যক বৃদ্ধি হয় নাই, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বদেশীয় ভাষা লিখন পঠনে অপারগ ছিলেন যেহেতুক যবনাধিকারে তজ্জাতীয় ভাষা রাজভাষারূপে সর্ব্বত্র এমত বিস্তৃত হয় তাহাতে আমারদিগের মাতৃভাষা স্বসন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পরায়ণা হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন পরে সুসভ্য বৃটিশশাসনে পুনঃপ্রকাশ্য হইতেছেন অতএব রাজপুরুষগণের নিকট কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন এইক্ষণে প্রার্থনা করি রাজপুরুষেরা সমভাবে এই অনুরাগ প্রকাশ করুন।

এই কালেজে উক্ত প্রধান তবালোচনার প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন তথায় সঙ্গীত বিদ্যার শিক্ষা প্রদানার্থ মেং হেরিসন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তৎসংক্রান্ত যন্ত্র ও পুস্তকাদি ক্রয় জন্য [illegible] টাকা প্রদানাজ্ঞা দিয়াছেন কিন্তু আমরা বোধ করি গবর্ণমেণ্ট এদেশের বালকেরা গীত বাদ্যাদিতে [illegible] উক্ত বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা প্রচলিত করিতেছেন না অতএব নিশ্চয় বলিতে পারি এতদ্দ্বারা অন্য শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মিবেক।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক হিন্দুকালেজীয় বিদ্যার্থি বর্গের চিকিৎসার্থে সুশিক্ষিত এক জন মেডিকেল ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তদুপরে অবৈতনিক এক ঔষধালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজ তদপেক্ষা অধিক দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক নিয়ম করিয়াছেন উক্ত চিকিৎসক তত্রস্থ পাঠার্থিগণের স্ত্রী পরিবারাদির চিকিৎসার্থ নিমন্ত্রিত হইলে অল্প বেতনে ছাত্রদিগের বাটীতে যাইয়া চিকিৎসা করিবেন এবং তাঁহারা ঐ ঔষধালয় হইতে বিনা মূল্যে ভেষজ পাইবেন, ইহাতে আমরা সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়গণকে অসীম ধন্যবাদ প্রদান করিলাম তাঁহারা এতদ্দ্বারা দেশের শুভ চিন্তক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কালেজের পুস্তকালয়ে আর এক সুনিয়ম করিয়াছেন তথাকার পূর্ব্ব ছাত্রেরাও পুস্তকালয়ে গমন পূর্ব্বক ইচ্ছামত গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবেন, বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে ইহা লোকেরা কত উপকারক তাহা কথনাতীত, উক্ত পুস্তকালয়ে ক্রমে অনেক উত্তম ও নূতন গ্রন্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের নূতন বেঞ্চ ডেস্ক ইত্যাদি প্রস্তুত করণার্থে গবর্ণমেণ্ট এক সহস্র মুদ্রা প্রদান স্বীকৃতি করিয়াছেন।

মুরশিদাবাদস্থ বন্ধুর পত্রের কিয়দংশ।

শ্রীযুক্ত নবাব নেজাম বাহাদুর নানা স্থানে ভ্রমণ ও মৃগয়াদি করিয়া রাজনিকেতনে প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং প্রধান কর্ম্মচারিগণকে

পদোপযুক্ত খেলাৎ প্রদান করিয়াছেন, কথিত হয় উপযুক্ত শ্রীযুক্ত দেওয়ান রাজা দীনানাথ রায় বাহাদুর অচিরাৎ অল্প দিনের বিদায় লইয়া কলিকাতা নগরে যাইবেন দেওয়ানজী হিসাব পত্র এমত সুনিয়মে পরিচ্ছিন্নতা রূপে প্রস্তুত করাইয়াছেন তদ্দৃষ্টে নবাব সাহেব এবং এজেণ্ট সাহেব তৎপ্রতি বিশেষ তুষ্ট হইয়াছেন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

শ্রীযুত লার্ড সাহেবের সমভিব্যাহারী আমারদিগের বন্ধুর পত্রে ব্যক্ত হয় শ্রীশ্রীযুত সুরক্ষিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন, কুরি সাহেব ও শ্রীযুতের নিকটে উপস্থিত আছেন, লার্ড সাহেব লাহোরে গমন করিবেন যাহা ইতঃপূর্ব্বে ইংলিসম্যানে প্রকাশ হয় আমারদিগের বন্ধু তাহার উল্লেখ করেন নাই।

সাংগ্রামিক সমাচার।

প্রধান সিবির হইতে আগত সম্বাদে আমারদিগের কিঞ্চিৎ অসুখ হইল, প্রধান রথী মহাশয় এই ঘোষণা করিয়াছিলেন সেরসিংহ বৃটিস পরাক্রমে পরাজিত ও ভীত হইয়াছেন, কিন্তু এইক্ষণে সেনাপতি সাহেবেরা ব্রীড়াশূন্য হইয়া লিখিতেছেন আমারদিগের সৈন্যসিবির গড়খাই দ্বারা অতি সতর্কতা রূপে রক্ষিত করা গিয়াছে শীকেরা আমারদিগের সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিতে পারে নাই, প্রধান সেনাপতি মহাশয় প্রতিক্ষণ মুলতান হইতে সৈন্য সমাগমন নিরীক্ষণ করিতেছেন কিন্তু তৎসংযোগ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সেরসিংহ মহামারী উপস্থিত করেন কি না ইহাই আমারদিগের আশঙ্কার বিষয়, ইংলিসমেন পত্রে লেখে ছত্র সিংহের ৭ সহস্র যোদ্ধা করিম এবং ডিক্রির নিকটস্থ গঙ্গওয়ালা নামক গ্রামে আমারদিগের সৈন্যের দক্ষিণ ভাগ বেষ্টন করিয়াছে এবং আসিয়াটিক সোসৈটি মেপ দৃষ্টে হরকরা সম্পাদক ঐ স্থান আমারদিগের সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ বলেন, অপর মফস্বল লাইট পত্রে লেখে যে শত্রু রাউলপিণ্ডীতে আসিয়াছে, ইহার পর হিনাতে সংস্থাপিত হইতে পারে, যাহা হউক, শীকেরা বিলক্ষণ প্রবলতা দেখাইতেছেন, ইহাতে আমারদিগের সেনাগণ শীকেরদের গর্ব্ব ভঙ্গ করিতে অপারগ হইতেছেন ইহা সামান্য লজ্জার বিষয় নহে।

কোন পত্রে লেখে ছত্রসিংহ অযুত সংখ্যক সেনাসহ পুরাণ নামক পথ রক্ষা করিতেছেন এবং শীক সৈন্য সকল তথায় যাইতে পারে।

মফস্বল লাইট লেখেন আমারদিগের প্রধান সেনাপতি খাদ্যদ্রব্যাদি আনয়নার্থ ১৪ গণিত ডেগুণ ও লেন সাহেবের অধীন এক টুপ গোলন্দাজ দিল্লী অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তত্তীর সংখ্যক ডেগুণ কতক গোলন্দাজ সহ অন্য দিগে প্রেরিত হইয়াছে, মফস্বল লাইট পত্রে প্রকাশ করে ৩গণিত ডেগুণ দলের মেজর লকউড বৃগেডিয়র পোপের বৃগেডাধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

ব্যক্ত হয় মুলতান হইতে প্রথম প্রেরিত সৈন্যচয় ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত রামনগরে আসিতে পারে, ইহারা পথিমধ্যে এক দুর্গাধিকার করণে আদিষ্ট হইয়াছে, মুলতানীয় নারায়ণ সিংহ ১৫০০ অথবা ২ সহস্র যোদ্ধা দ্বারা তাহা রক্ষা করিতেছেন, এবং বৃটিসপক্ষীয় সেখ এমামুদ্দীন তাহা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, কেবল বৃহৎ তোপাভাবে এপর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই, মুলতান হইতে প্রেরিত আমারদিগের দ্বিতীয় সৈন্যশ্রেণীর সঙ্গে অনেক বৃহৎ তোপ আছে তাহা নীত হইলে নারায়ণ সিংহ অবশ্য আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন, তিনি উর্দ্ধ ২।৩ দিন সংগ্রাম করিতে পারিবেন, তদ্দুর্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন হইয়াছে অতএব পলায়নের পথ নাই, ইঞ্জিনিয়র সম্পর্কীয় মেজর নেপিয়র এবং লেপ্তেনেন্ত পেটন ঐ দুর্গের অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন, জঙ্গ নগর হইতে আমারদিগের মুলতানীয় সৈন্যগণ অনেক আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, সের সিংহ এবং নারায়ণ সিংহ ইতঃপূর্ব্বে ঐ স্থানের ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র লুঠ করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে স্থানে২ উপদ্রব সম্ভাবনায় আমারদিগের সেনাপতিরা লাহোর দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিতেছেন।

মুলতান।

পূর্ব্বোক্ত দুর্গমধ্যে কি পরিমিত অর্থ ও দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছে এতদ্বার্ত্তা বিজ্ঞাপনে ইংরাজী সম্পাদক মহাশয়েরা সামান্যানুরাগ প্রকাশ করেন না কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে নিশ্চয় করিয়া কিছু ব্যক্ত করিতে পারেন না, কখন২ ২০।৪০ লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাই প্রচার করেন, তৎপরে হরকরা পত্রের কোন সংবাদদাতা লেখেন এক কোটি মুদ্রা লাভ হইয়াছে, ইংরাজ অফিসরেরা রণস্থান হইতে যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই লিখিয়া পাঠান তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয় করণ সম্পাদকদিগের দুঃসাধ্য হয়, ইহাতে তল্লেখকগণই নিন্দাভাজন হইবেন, যাহা হউক, লুণ্ঠিত ধন অধিক হয় ইহাই আহ্লাদের বিষয়।

মুলতানীয় দুর্গ সংরক্ষিতাবস্থায় রাখিবার আদেশ হইয়াছে সেনাপতি মহাশয় ইহা সুবোধের কর্ম্ম করিয়াছেন, যদিও মুলতান দুর্গ বৃটিস হস্তগত হইয়াছে এবং তদঞ্চলে কোন প্রবল শত্রু শঙ্কা নাই তথাচ পঞ্জাবে এককালীন সংগ্রামানল নির্ব্বাণ না হইলে বিশ্বাস নাই, বিশেষত মুলতানে অল্প সৈন্য রহিল এবং তচ্চতুর্দ্দিগে বিদ্রোহিআচরণ প্রকাশ হইতেছে অতএব সাবধানের বিনাশ নাই।

পটনা হইতে আগত পত্রের শেষাংশ।

বর্ত্তমান সনের ৮ মাঘ ২০ জানের শনিবার এসহরের পল্লী হোসেনগঞ্জ স্থান যে স্থানে নেজামতের পল্টনের সিপাহীগণ প্রায় ৭।৮ শত থাকে এই স্থানে শেষ রাত্রে যে হরচন্দ্র নামক মহাজনের বাটী হইতে ডাকাইতেরা প্রায় ১৫০০ পনের শত টাকার অলঙ্কার ইত্যাদি অপহরণ করিয়া প্রস্থান করে, তথা হইতে বাঁকীপুর থানা প্রায় ২ রশি অন্তর হইবেক, গোলমাল বিস্তর হইল কিন্তু তাহাতেও দারোগা সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না ইনি প্রথম শ্রেণীর দারোগা ইহাঁর নাম উজীর উদ্দীন।

অপর ২২ মাঘ ৩ ফিব্রুআরি শনিবার ও তৎপূর্ব্ব দিবস এসহরে ঝড় বৃষ্টি অতিশয় হইয়াছে দিবারাত্রি বিরাম ছিল না এবং ২২ মাঘ ১০ ঘণ্টা রজনীকালে এসহরের ইতস্তত স্থানে এবং গঙ্গার উত্তরে তথা বায়ুকোণে জেলা ছাপরা ও জেলা ত্রিহুতে অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি বৃহদাকার পরিমাণে ২ মোন ৩ মোন আড়াই মোন আন্দাজে পতিত হইবাতে রবি খন্দ ও পোস্তের ক্ষেত্র সকল একেবারে বিনাশ হইয়াছে, ২।৩ খানা গ্রামে ৫।৭ জন মনুষ্য ও হত হয় সেই সকল শিলা অষ্টাহ ব্যাপিয়া গলে নাই ক্রমে গলিয়া জল হইতেছে, জেলা ছাপরার পরগণে কসমরের গ্রাম বগহি, সুবর্ণ, শিঙ্গী, [illegible], [illegible], চৌগারী, একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, রবিখন্দ ও পোস্তের গাছ মাত্র দেখেন নাই, পোস্ত অপচয় হইয়াছে, এসনে সরকার বাহাদুরের আফীম অল্প জন্মিবেক, পাটনা সহরের উত্তর নদী পার নেপালের তরিয়ানী পর্য্যন্ত বারো চৌদ্দ ক্রোশের পথিমধ্যে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

পূজনীয়তম শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ
ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণামল কমলেষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, ইদানীং প্রায়ই অপদস্থ ব্যক্তিরা পরনিন্দায় কালক্ষেপ করিতেছেন, তদ্দৃষ্টান্ত গত ৩০ ডিসেম্বর দিবসীয় হরকরা সংবাদপত্রে তৎ সম্পাদক সম্পাদকীয় বক্তৃতা স্থলে যাহা লেখেন তৎপাঠে স্পষ্ট বোধ হইল কোন এক আসনভ্রষ্ট ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কালেকটরের প্রতি ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত মালের কর্ম্মকারকের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি না হইয়া বরং হরকরার পত্রপ্রেরকের রাজকার্য্য হইতে অবসর হওনাবধি যে অগাধ বিদ্যা উদরে সঞ্চিত ছিল তাহাই মিথ্যা ব্যয় বিজ্ঞ সমাজে প্রকাশ পাইয়াছে এবং তিনি যে ভদ্র তাহা এই ক্ষুদ্র বিষয়েতেই পরিচিত হইল, আমি তাঁহার ন্যায় ডাকঘরের অলীক বিষয় লিখিয়া লোক সমীপে ব্যলীক হইতে ইচ্ছুক নহি, ফলত ষ্টার্ট সাহেবের পদচ্যুত্যনন্তর আদৌ শ্রীযুক্ত আথর্টন সাহেব তৎপর শ্রীযুক্ত রিড সাহেব ও তাঁহার অধীন ডেপুটি কালেকটর শ্রীযুক্ত রেলী সাহেব কালেকটরির গোলযোগ নিবারণার্থ যে সমস্ত সুযোগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন ইহাতে নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে বাকরগঞ্জের কালেকটরি আফিসে আর ঘোষালীকাণ্ড ও নন্দকুমারী ব্যাপার এবং ডেরুডুনীধূম অবলোকন হইবেক না, কারণ এইক্ষণে পূর্ব্বের বিশৃঙ্খল স্থল সম্পূর্ণ রূপে সুশৃঙ্খল স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে, ইহা যথার্থ বটে যে শারীরিক ব্যামোহ রিড সাহেবের বুদ্ধি পক্ষে বিপক্ষ কিন্তু তথাপি তেঁহ আরোগ্য কলেবর বিশিষ্ট আসনভ্রষ্ট মহাশয় হইতে শত গুণে রাজকার্য্যে মনোযোগ রাখেন, ষ্টার্ট সাহেব শ্যালক ডেরুডন সাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ করিয়াছিলেন তাহা শুনিতে আশ্চর্য্য বোধহয়, কেননা সরবরাহকারি কর্ম্ম করিয়া কে কোথায় কালেকটরের পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অপর তাঁহার সময়ে এক জন সাধারণ মোক্তারের যে প্রাদুর্ভাব ছিল তদ্বিবরণ উপন্যাস বিশেষ, সকল বিষয়েতেই ঐ মোক্তার অগ্রগণ্য, ও শ্রীমান বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মুন্স. মহাশয় সিরিস্তাদার হইয়াও ঐ মোক্তার সমীপে অপদস্থ ছিলেন, কোন কার্য্যবশত কোন দিবস সিরিস্তাদার বাবুকে সাহেবের কুঠী যাইতে হইলে দ্বারে গরুড়ের প্রায় কুঠীর সামীপ্য বৃক্ষমূলে সোয়ারি রাখিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইত, তৎপর কুঠী স্থিত উক্ত মোক্তারের প্রবৃত্তিমতে ঘোষবাবুকে কুঠী আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইত নচেৎ কুঠী হইতেই ঘোষবাবুকে হস্তদ্বারা প্রত্যাগমন অনুমতি প্রদান করিতেন, অধুনা সে রামও আছেন সে অযোধ্যারও নাশ হয় নাই বিশেষত সে রামদাসদিগকেও সর্ব্বক্ষণ দর্শন করিতেছি কিন্তু তাহাদের সেকালের বলবীর্য্য একালে গুহ্যস্থ হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয়, সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং, অতিশয় কিছুই ভাল নয়, যাহা হউক, পত্র সমাপন সময়ে ইহাও বলিতে হইবেক শ্রীযুক্ত রেলী সাহেবের ন্যায় সুবিচারক সদ্বিবেচক সুপারগ কর্ম্মকারক বর্ত্তমান সময়ে অতি দুর্লভ, এইক্ষণে অনেক মহাশয়েরা কার্য্যগুণে রাজ্যপাল কর্তৃক কেহবা তদ্বিপরীতে প্রজা দ্বারা আদরণীয় হইতেছেন, রেলী আপন কার্য্যগুণে রাজা প্রজা উভয়কর্তৃকই প্রশংসাপ্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং এরূপ সদ্বিচারক সপরিবারে চিরায়ু হউন।

কস্যচিৎ সত্যবাদিনঃ।

বিবিধ গুণরাশি জ্ঞানপ্রদর্শি শ্রীযুক্ত ভাস্কর
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মেতৎ।

মহাশয়ের ভাস্কর কিরণে এতদ্দেশের অনেকের অজ্ঞান তিমির নাশ করত জ্ঞানচক্ষু প্রজ্বলিত করিতেছেন অতএব অস্মদাদির প্রেরিত মেদিনীপুর নগরের অভিনব ব্রহ্মসভার দুরবস্থা ও বঞ্চকের কপট ব্যবহারের কিয়দ্বৃত্তান্ত লোক শিক্ষার্থে ভবদীয় পত্রিকাপার্শ্বে স্থান প্রদানে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

কিয়দ্দিবস হইল এতন্নগরে নব্য ভব্য কতকগুলিন নবীন ব্রহ্মজ্ঞানী উপস্থিত হইয়া আমারদিগের পৈতৃক পুরাতন ধর্ম্ম বিগ্রহাদির উপাসনা ও ভক্ষাভক্ষের বিবেচনা এককালে উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়া এক সভারূপি ফাঁদ বিস্তার করিবায় তাহাতে অনেক মোটা২ লোকের আঁটাআঁটি দেখিয়া ধাড়ি২ পাকাদাড়ি জনেরাও অতি লোভে লোলুপ হইয়া পুরাতন চর্ম্মে কষ দিয়া স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলী প্রদান পূর্ব্বক পরম জ্ঞানিস্বরূপে লোক প্রতারণাতে অগ্রগণ্য ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সাধন বালক্রীড়া নহে অতি দুরারাধ্য সুতরাং সেস্থলে স্বার্থের ব্যর্থ ও বিষয়রস বর্জ্জিত দেখিয়া সে আশায় নৈরাশ হইয়া এতদুভয়ভ্রষ্ট স্ততোনষ্টের ন্যায় ভগ্নচঞ্চু হইয়া একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া অবশেষে দুকূল মুখে দিয়া পুনর্মূষিকোভব হইয়াছেন ইহাতে আমারদিগের ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ঐ কপট ব্যবহারিগণকে পুনঃগ্রহণে সম্মত হইতেছেন যদ্যপি দেশের নিমিত্তে গ্রাম ত্যাগ করা শাস্ত্রসম্মত বটে এতন্ন্যায়ে দেশের ধর্ম্ম নাশক নবীন সভার নিবারণ হেতু তন্মূলক উভয় ভ্রষ্ট লোকদিগকে গ্রহণ জন্য কিঞ্চিৎ পাপ স্বীকার করা কর্ত্তব্য কিন্তু ঘরপোড়া মহাশয়েরা সদা শঙ্কাস্থল হয়েন, বহুরূপিদের বিচিত্র চরিত্রে সভাপতি মহাশয়েরা উদার স্বভাবে সহসা বিশ্বাস করা বিবেচনাসিদ্ধ ভাবিবেন না, যাঁহারা ধর্ম্মের বিষয়ে কলা দেখাইয়াছেন, স্বার্থ হইলেই সকল পারেন এইক্ষণে কিজ্ঞানিমাজ্জারের তপস্বির ন্যায় পরমধার্ম্মিকতা দেখাইয়া তাঁহারা ধর্ম্ম সংহারেই আসিয়া থাকেন অতএব কপটিদিগের কথায় মুগ্ধ না হইয়া বিধিবৎ প্রায়শ্চিত্ত ও পরীক্ষার দ্বারা চরিত্র সংশোধন করিয়া লইলে সর্ব্বমতে উত্তমতা হয় কিন্তু ঐ মহাশয়দিগকে গোসাপে দংশন করিয়াছে তাহার ঔষধ কুলালমল যথা বিধি, সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করুন, এস্থলে এক আশ্চর্য্য এই যে গবর্ণমেণ্টের এডুকেসন কমিটির ছাত্রগণ সুশিক্ষা পাইয়া কর্ম্ম দক্ষ হইয়া অবোধের ন্যায় বুড়াকাককে রাম রাম বলাইতে কেন চেষ্টা করেন, ইহা সর্ব্বমতে অসম্ভব, যাঁহারা চিরদিন অর্থ সংগ্রহে লোক প্রতারণায় ব্যাগ্রচিত্ত আছেন তাঁহারা রাতারাতি দেখাদেখি কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন অতএব স্বদেশীয় বন্ধুগণ আপনার দিগের পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবীন মতাবলম্বী হইয়া যেন উক্ত মতে লোকের হাস্যাস্পদ ও স্বধর্ম্ম উচ্ছেদক না হয়েন।

মেদিনীপুর নগরস্থ ধর্ম্ম সংক্রান্ত
কতিপয় জনস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বেবোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালৌকিকরক্রিয়ঃ সমুদিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বং স্বাত্মগুণ স্বজ্যোতৃলকরেদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
রামা দেশ বিলাসএষ বিলস্মী ও রুনর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্বপর্বতমুখা দেনাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫৭৭ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২০ ফিব্রুআরি। দ্রানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১০ ফাল্গুন মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দেয় উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেকগুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনস হী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিষ্কার বিশিষ্ট হার সকল হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্না নির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লাজুরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের কেটেলাগ অর্থাৎ দ্রব্যাদির বিবরণের তালিকা ইংরাজী এবং পারস্য ভাষায় প্রস্তুত হইলেই অল্প দিবসের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নিম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিসনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

ADVERTISEMENT.

Pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, bearing date the thirteenth day of July last made in a Cause Nundocoomeer Dutt against Muttylall Seal, the Executor of Collypersaud Sain deceased, who died in the month of January, One thousand eight hundred and forty seven, the Creditors of the late firm of Collypersaud Sain and Company, are on or before the Fifth day of March next, to come in and prove their debts before William Macpherson Esquire, the Acting Master of the said Court at his Office in the Court House or in default thereof they will be peremptorily excluded the benefit of the said Decree.

W. MACPHERSON,
Acting Master.
Higgins, Denman & Abbott
Complainants Attes.

Calcutta :
Master's Office.
5th February, 1849.

বিজ্ঞাপন।

নন্দকুমার দত্ত বাদী, এবং ইংরাজী ১৮৪৭ আঠার শত সাতচল্লিশ সালের জানুআরি মাসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ৺ কালীপ্রসাদ সেনের একজিকিউটর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল প্রতিবাদী, এতদ্বিষয়ে সবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রেম কোর্ট নামক প্রসিদ্ধ বিচারালয়ে গত জুলাই মাসের ১৩ তারিখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে বিচারকর্ত্তারা যে চূড়ান্তানুমতি করেন তদনুসারে এতদ্দ্বারা উক্ত মৃত কালীপ্রসাদ সেন এণ্ড কোম্পানি নামাভিধেয় বাণিজ্যালয়ের পাওনাদারদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রেম কোর্ট নামক আদালতের একটিং মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফর্সন স্কোয়ার সাহেবের সমীপে কোর্ট হৌসে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আগামি ৫ মার্চ তারিখে অথবা তৎকালের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া আপনারদিগের নিশ্চিত পাওনা সপ্রমাণ করেন ইহার অতিক্রম করিলে কথিত চূড়ান্ত অনুমতির ক্ষমতানুসারে আপনারদিগের পাওনা হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

উইলিয়ম মেকফর্সন।
একটিং মাষ্টর।
হিগিন্স, ডেনমেন এণ্ড এবট।
বাদি পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
মাষ্টরআফিস।
৫ ফেব্রুআরী ১৮৪৯।

সাবধান।

সকলকে সাবধান করা যাইতেছে সহর কলিকাতার কম্বোলীয়া টোলার রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ২৬ নম্বর ৺ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের দরুণ যে বাটী ও পুষ্করিণী এবং রাইয়তি জমী আছে তাহা খড়দহ নিবাসি ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের নিকট বন্ধকী কবালার দ্বারা বন্ধক ছিল এখন তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রেরা উক্ত বাটী ও পুষ্করিণী এবং রাইয়তি জমীর উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, অতএব উক্ত মুখোপধ্যায়ের স্ত্রীর কিম্বা তাঁহার কন্যার নিকট হইতে বিক্রী কবালা দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং ঐ সকল সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবেন না, এই কারণ অগ্রে সাবধান করা গেল, তথাপি যদি কেহ কোন প্রকারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন তবে ইংলণ্ডীয় বাদশাহের চলিত আইন মত তাহা অগ্রাহ্য হইবেক এবং টাকা হইতে বঞ্চিত হইবেন ইতি তাং ৩ ফাল্গুন ১২৫৫ সাল।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২২ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত হরিচরণ দের উত্তরাধিকারি উপেন্দ্রনারায়ণ দে, হরিশ্চন্দ্র দেব এবং শ্রীমতী দ্রৌপদী দাসীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত সহর কলিকাতার চোরবাগানের মুক্তারামবাবুর ইষ্ট্রীটের হরিচরণ দেবের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৭৯।২ নম্বর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নর্দ্দমা। পশ্চিমদিগে গলি। দক্ষিণদিগে দুর্গাচরণ নাপিতের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তরদিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।৩ নং আর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কোম্পানির নর্দ্দমা। পশ্চিম দিগে গলি। উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দের বাটী ও ভূমি।

৩ দফ। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।৪ নং আর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান এক কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে গলি। উত্তর দিগে উদয়চরণ আঢ্যের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।১২ নং আর এক একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গলি। পশ্চিম দিগে কোম্পানির নর্দ্দমা। উত্তর দিগে আর এক গলি। এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।১৩ নং আর এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলি। পশ্চিমদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নর্দ্দমা। উত্তর দিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে গলি। যদ্দ্বারা উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের পরিবারের বসতি বাটীতে যাওয়া যায়।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৯।১৪ নং আর এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরিচরণ দেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে দুর্গাচরণ নাপিতের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। উত্তরদিগে উক্ত মৃত হরিচরণ দেবের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে উক্ত দুর্গাচরণ নাপিতের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপাফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৩ ফিব্রুআরি ১৮৪৯

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

১৯ নম্বর।

মুরশিদাবাদের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি রাজশাহীর কালেকটর সাহেবের ১৮৪৭ সালের ১৬ আপ্রিল তারিখের ২৯ নম্বরী পত্রের চুম্বক।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

২৪ দফা। যদি ইহার কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় তবে বাঁটওয়ারার আমিন নিযুক্ত হইবামাত্র যে রাশিং আরজী দেওয়া যায় তাহার প্রতি অবলোকন করে। এই সকল আরজী কালেক্টর সাহেবের বিবেচনা করিতে হয় এবং তাহার বিষয়ে তাঁহার রুবকারী লিখিতে হয় এবং তাহা এক ইঙ্গরেজী রিপোর্ট সমেত কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হয়। পরে কমিস্যনরসাহেব তাহা ইঙ্গরেজী চিঠীসমেত ফিরিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে জমীদার ঐ লিখনপঠনের প্রতি আপনার দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং যেদিনে দেখেন যে তাঁহার প্রতি অনিবার্য্য হুকুম আসিতেছে সেই দিনে তিনি হুকুমমত কার্য্য করেন। কিন্তু তাহার পরে দেখা যাইতেছে যেং কাগজপত্র দাখিল হয় তাহা সম্পূর্ণ নয় অথবা অকেজুরা কিম্বা রুজু নবীস বলে যে সেই জমীদারীর বিষয়ে আমি কিছু জানি না এবং তৎপরে আমীন ও কালেকটর ও কমিস্যনর সাহেবের মধ্যে লিখন পঠন পুনর্ব্বার আরম্ভ হয়। অতএব স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইবেক যে যদ্যপিও কালেকটর সাহেব জমীদারকে এবিষয়ে উত্তর করিতে হুকুম করেন তথাপি কালেকটর সাহেবের কেবল আমীনের রিপোর্টানুযায়ি কার্য্য করিতেই হয় এবং কালেকটর সাহেবের রিপোর্টের উপর কমিস্যনর সাহেবের নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই প্রকার ব্যবহারাপেক্ষা আমীনকে সরাসরী মতে কার্য্য করণের ক্ষমতা দিলে এবং জমীদারকে আপীল করণের অনুমতি দিলে ভাল হইবেক এবং কর্ম্ম অনেক এগুইবেক।

২৫ দফা। বাঁটওয়ারার আইনের হুকুমসকল প্রবল করিবার জন্যে আমার এই মাত্র উপায় বোধ হইতেছে যে আমীনেরদিগকে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনক্রমে ডেপুটী কালেকটরদিগের শক্তি দেওয়া এবং ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখিত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া এবং ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে কার্য্য এবং তাঁহারদিগকে বাহুল্যরূপে মেহনতানা দেওয়া। ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮৩২ সালের ৮ আইনানুসারে জমীদারীর কর নিরূপণ করিতে হইলে যে প্রকারে মনোযোগপূর্ব্বক মহালের প্রত্যেকগ্রামের জমাবন্দী করা যায় সেইরূপ করিতে হয়। ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ১৯ ধারার বিধি অতি মনোযোগপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে হয়। এবং এক্ষণকার আইনের ৮ ধারাতে যে প্রকার হুকুম আছে সেই প্রকারে জমাবন্দীর কাগজ পত্র চূড়ান্তরূপে কালেকটর সাহেবকে দিতে হয় এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যেক গ্রামের বিশেষ২ বৃত্তান্তের এক সংক্ষেপ রোয়দাদ দিতে হয় এবং সকল শরীককে এই এত্তেলা দিতে হয় যে কোন মাতবর কারণ দর্শান না গেলে উত্তরকালে কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে ঐ জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে স্থিরতর হইবেক এবং যাবৎ ঐ জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে ধার্য্য না হয় তাবৎ কোন অংশাংশ পৃথক করণের কোন উদ্যোগ করা যাইবেক না।

২৬ দফা। এক্ষণে জমীদারেরা ঐ বাঁটওয়ারা খেলাপ অথবা দ্বৈধ বিষয়ের মত জ্ঞান করেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিপ্রায় যে ভূমির রাজস্বের ভার অন্য শরীকেরদের উপর পড়ে। এইমত বিষয়ে কোন কার্য্য করিতে আমীনের ক্ষমতা নাই এবং তাঁহাকে যে মেহনতানা দেওয়া যায় তাহা অতি অপ্রচুর অতএব তিনি সুতরাং শরীকেরদের বাধ্য থাকেন এবং তাঁহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যাপেক্ষা প্রবল অথবা চালাক তাঁহার সঙ্গে যোগ করণ বিনা তাঁহার কোন উপায় থাকে না।

২৭ দফা। প্রিটর সাহেবের সরকুল্যর অর্ডরের বহীর ৮৪ পৃষ্ঠায় ২৯ নম্বরী বোর্ডের সাহেবের ও গবর্ণমেন্টের মধ্যে হওয়া পত্রাদিতে যাহা লেখা আছে অর্থাৎ ভূমির উপর যে রাজস্ব এক

গেপার্য্য আছে সেই রাজস্বের বিষয়ে সেই ভূমি অনিবার্য্যরূপে দায়ী আছে এই মূল বিধান যদি দেওয়ানী আদালত অবলম্বন করেন এবংযদি প্রতারণার্ঘটিত বাঁটওয়ারার দ্বারা ঐ ভূমির রাজস্বের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই তবে আমারবোধ হয় যে মিথ্যা শপথের আবশ্যকতা নিবারণ করিবার এবং ভূম্যধিকারিরদের চাতুরী ও প্রবঞ্চনার স্বভাবের পোষকতা না করিয়া প্রতিবন্ধকতা করিবার জন্যে বাঁটওয়ারার কোন সুনিয়ম করা অতি প্রয়োজনীয়।

২৮ দফা। কিন্তু যদি এইমত স্বীকার করা যায় যে বাঁটওয়ারার দ্বারা জমীদারীর যে অংশ পৃথক২ করা গিয়াছে সেইঅংশ পুনরায় সংযোগ করিতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছে তবে আমার বোধ হয় যে জমীদারী খণ্ড২ করিতে সরকারী কর্ম্মকারকেরদের উদ্যোগ করা নিরর্থক কেননা পঁচিশ বৎসরের পরে সেই২ খণ্ড পুনরায় সংযোগ হইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ হালকামী করাতে বিশেষ ব্যক্তিরদের যে ক্ষতি হয় তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। যখন সেই পৃথক করা ভূমি পুনরায় সংযোগ হয় তখন এমত হইতে পারিবেক যে একজন ভূম্যধিকারির ভূমির যে অংশ ধার্য্য হইয়াছে সেই ভূমিতে তিনি এক কুঠী নিম্মাণ করিয়াছেন এবং প্রণালীর দ্বারা কিম্বা ইক্ষু বা অন্য কোন মূল্যবান বস্তুর কৃষি করণের দ্বারা আপনার সেই ভূমি উত্তম করিয়াছেন হঠাৎ তিনি দেখেন যে অন্যেরা আসিয়া তাঁহার সেই উত্তম করা ভূমির চারি ভাগের তিন ভাগ লইতেছে। আরো হইতে পারিবেক যে অন্য ব্যক্তি আপনার সমস্ত ধন লইয়া যে ভূমি পৃথক মহাল জ্ঞান করিয়াছিল এমত ভূমি কিনিয়াছে সে ব্যক্তি হঠাৎ দেখিতেছে যে ভূমির প্রাপ্তিতে তাহার টাকার ওয়াজীবী সুদ পাইত সেই প্রাপ্তির চারি ভাগের তিন ভাগ কিম্বাতদপেক্ষা অধিক অন্য ব্যক্তি আসিয়া অপহরণ করিতেছে। কিন্তু বিশেষ২ ব্যক্তিরদের সম্পত্তির এইরূপ ক্ষতি এক্ষণকার কথা নয় এবং যখন ঐ সকল খণ্ড ভূমি একত্র করা যায় তখন সেই প্রকার ক্ষতি হইবেক। কিন্তু যে বাঁটওয়ারার বিষয় আমি লিখিতেছি সেই বাঁটওয়ারাতে দৃষ্ট হইতেছে যে জমীদারী অংশ২ করাতে প্রায় তত্তুল্য ক্ষতি হইয়াছে বরং তাহাকে লুঠ কহা যাইতে পারে অনুর্ব্বর সকল গ্রাম দুর্ব্বল শরীকেরদিগকে দেওয়া গিয়াছে কেবল ইহা নহে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তিনগ্রামের অল্প মূল্যের অথবা অকর্ম্মের ভূমি পৃথক২ হইয়া দুর্ব্বল শরীকদিগকে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা কেবল এই কারণে হইয়াছে যে আমীন বোধ করে যে প্রত্যেক অংশেতে তুল্য পরিমাণ ভূমি দিতে হয় এবং পাই পর্য্যন্ত তুল্য জমা ধার্য্য করিতে হয়।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

ঢাকা নিবাসি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় ১৮৪৯ সালের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা নগরীয় প্রথম ভাগের কমিস্যনর শ্রীযুত বাবু ভবনচন্দ্র মিত্র তাঁহার এইঅংশের পথঘাট নর্দ্দমা পুষ্করিণী ইত্যাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন ইহাতে ভরসা করি তিনি বাঙ্গালি পাড়ার অবস্থা শোধনজন্য অবশ্য সচেষ্টা করিবেন, এবং বাঙ্গালিরা কি কষ্টে কালক্ষেপ করিতেছেন তাঁহার উচিত কর্ম্ম বিধায় গবর্ণমেণ্টকেও ইহা জানাইবেন, রাজপথে জলসেচন, আলোক প্রদান, পথঘাট নর্দ্দমাদি পরিষ্কার ইত্যাদি সকল বিষয়েতেই বাঙ্গালি পাড়ার প্রজারা বঞ্চিত আছেন, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের টাক্সের টাকার সংখ্যা ইংরেজ পাড়ার টাক্সসংখ্যাপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং অধিক, কলিকাতার আয় ব্যয়ের হিসাব যাহা পোলীসাধ্যক্ষেরা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেই এবিষয় সব্যক্ত হইয়াছে, আমরা সে হিসাব রাখিয়াছি যদি গবর্ণমেণ্ট জানিতে অভিলাষ করেন তবে অনায়াসে দেখাইতে পারিব, বাঙ্গালিদিগের টাক্সের টাকার সংখ্যাও অধিক, বাঙ্গালি প্রজার সংখ্যাও অধিক, বাঙ্গালিরা কেবল বলে ন্যূন এই কারণ খেয়ার কড়ী দিয়া ডুবে পার হইতেছেন, ইহাতেই আক্ষেপ করি যদি আমারদিগের জাতীশ্বর কেহ রাজ্যেশ্বর হইতেন তবে বাঙ্গালিপাড়ার প্রতি অবশ্য দৃষ্টিপাত করিতেন, অতএব ভবন বাবু কমিস্যনর হইয়া যে কলিকাতা নগরের প্রথম ভাগের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন ইহাতে ও তুষ্ট হইলাম, এইক্ষণে প্রার্থনা করি উপযুক্ত কমিস্যনর বাবু বাঙ্গালি পাড়ার অবস্থা যেমন দেখিলেন তেমনি লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন।

আমরা যে প্রকার দুরবস্থায় আছি তাহা সমুদায় লিখিতে ইচ্ছা করি কিন্তু ভাস্করে স্থান হয় না এই কারণ স্থূল দুঃখের সহিত সূক্ষ্ম দুঃখ লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না, ইংরেজ পাড়ার নর্দ্দমা সকল পরিষ্কৃত থাকে, খানা ডোবায় জলে ময়লা প্রবেশ করিতে পারেনা, বৃষ্টি হইলে তৎক্ষণাৎ জল বাহির হইয়া যায়, বরং নর্দ্দমা সকল এমত ঢাল নিৰ্ম্মিত হইয়াছে বৃষ্টির জলেতেই পায়খানা পর্য্যন্ত ধৌত করিয়া স্রোত মুখ লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঙ্গালি পাড়ায় পাকা নর্দ্দমা প্রায় নাই, সকলি কাঁচা নর্দ্দমা, বিশেষত গত বৎসর রাস্তা মেরামত হয় নাই, কমিস্যনরেরা বিবেচনা করিতে করিতেই বৎসর কাটাইয়াছেন, তৎপরে বর্ষ শেষে পথ মেরামত কর্ম্ম কান্ট্রাক্ট করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারদিগের এবোধ হয় নাই যাহারা কান্ট্রাক্ট লইয়াছে তাহারা লাভ করিতে গিয়াছে কি আপনার দিগের ক্ষতি করিয়া কমিস্যনরিপদের আকাঙ্ক্ষা করে, আর গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে পোষ্য পুত্র করিবেন কি বহু বৈতনিক সিবিল কর্ম্ম দিবেন এমত আশা ও নাই, তবে তাহারা কর্ম্মের ত্রুটি করিয়া লাভেরদিগেই ধাবমান হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, ইংরেজ রাজমিস্ত্রিরা অন্য লোকের বাড়ী ফুরোণ করিয়া লন তাহাতে টাকা অধিক লাগে, কিন্তু তাঁহারা লিখিয়া দেন মনোনীত না হইলে ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার প্রস্তুত করিয়া দিবেন, পরে গৃহস্থ দিগের স্বেচ্ছামত প্রস্তুত করিয়া দেন, বহু স্থলে এইরূপ হইয়াছে তথাচ তাঁহারদিগের লাভ থাকে, তাহা না থাকিলে ইংরেজরা এব্যবসায় করিতেন না, এবং শাস্ত্রেতেও লেখেন "প্রয়োজন অনুদ্দিশ্য নমন্দোহি প্রবর্ত্ততে," অর্থাৎ লাভাশয় ব্যতীত মূর্খ ব্যক্তি ও কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয় না, তবে যাহারা কলিকাতার শোভার কার্য্য কান্ট্রাক্ট করিয়া লইয়াছে তাহারা লাভের জন্যই ঝুঁকীতে গিয়াছে, আমারদিগের কমিস্যনরেরা এমত অবিবেচক অল্প মূল্যে ঐ সকল লোভিদিগকে কলিকাতার শোভা বৃদ্ধির বিষয় ফুরোণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, যদি ফুরোণ করিয়া দিলেই ন্যূন ব্যয়ে উত্তম কর্ম্ম হয় তবে কমিস্যনরেরা ও কেন ফুরোণ করিয়া বেতন গ্রহণ করেন না, তবে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকেও কি অজ্ঞান বলিতে হয়, যাঁহারা নগর শোভার কার্য্য কান্ট্রাক্ট দিয়া গবর্ণমেণ্টকে ব্যয় সংক্ষেপ দেখাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট কেন তাঁহারদিগের বেতন কান্ট্রাক্ট করেন না, একবার বলিয়া দেখুন, কমিস্যনরদিগের কর্ম্ম দেখিয়া বেতন দিবেন তাহাতে কত কমিস্যনর পলায়ন করেন, যাহাহউক,

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বেবোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোকিকরক্রিয়ঃ সমুদিতে নবাব্যেতেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসম্ব রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫৭৮ সংখ্যা ১৬ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৩ ফিব্রুআরি। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১৩ ফাল্গুন শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের হের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীর, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং মকসা করা গল সকল।

বড় এক থান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণমণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবার সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদূ ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা যেৎ লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নিম্মার্ণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নিম্মির্ত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

ADVERTISEMENT.

Pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, bearing date the thirteenth day of July last made in a Cause Nundocoomeer Dutt against Muttylall Seal, the Executor of Collypersaud Sain deceased, who died in the month of January, One thousand eight hundred and forty seven, the Creditors of the late firm of Collypersaud Sain and Company, are on or before the Fifth day of March next, to come in and prove their debts before William Macpherson Esquire, the Acting Master of the said Court at his Office in the Court House or in default thereof they will be peremptorily excluded the benefit of the said Decree.

W. MACPHERSON,
Acting Master.
Higgins, Denman & Abbott
Complainants Attes.

Calcutta:
Master's Office.
5th February, 1849.

বিজ্ঞাপন।

নন্দকুমার দত্ত বাদী, এবং ইংরাজী ১৮৪৭ আঠার শত সাতচল্লিশ সালের জানুআরি মাসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ৺ কালীপ্রসাদ সেনের একজিকিউটর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল প্রতিবাদী, এতদ্বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রেম কোর্ট নামক প্রসিদ্ধ বিচারালয়ে গত জুলাই মাসের ১৩ তারিখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে বিচারকর্ত্তারা যে চূড়ান্তানুমতি করেন তদনুসারে এতদ্দ্বারা উক্ত মৃত কালীপ্রসাদ সেন এণ্ড কোম্পানি নামাভিধেয় বাণিজ্যালয়ের পাওনাদারদিগকে সম্বাচার দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক আদালতের একটিং মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফর্সন স্কোয়ার সাহেবের সমীপে কোর্ট হৌসে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আগামি ৫ মার্চ তারিখে অথবা তৎকালের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া আপনারদিগের নিশ্চিত পাওনা সপ্রমাণ করেন ইহার অতিক্রম করিলে কথিত চূড়ান্ত অনুমতির ক্ষমতানুসারে আপনারদিগের পাওনা হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

উইলিয়ম মেকফর্সন।
একটিং মাষ্টর।
হিগিন্স, ডেনমেন এণ্ড এবট।
বাদি পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
মাষ্টরআফিস।
৫ ফেব্রুআরী ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব হরিশচন্দ্র চৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার মেছুয়াবাজারের সাইয়দ সালার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নিম্মির্ত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২৷৷০ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী হরিশচন্দ্র চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পশ্চিমদিগে মতি সিংহের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে সেখ পন্নর ভূমি। উত্তরদিগে উক্ত মতি সিংহের ভূমি ও হাকিম সিংহের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে তোহল সিংহ ও উক্ত মতি সিংহের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগণার পরগণে পাইকনের শালখিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ নিষ্কর রাইয়তী ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার বারোআনা অংশে ও তাহার বারো আনা অংশের মধ্যে ও তাহার বারো আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী হরিশচন্দ্র চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে বকস্ জমাদারের ভূমি। এবং উত্তরদিগে কৃষ্ণ বৈরাগী ও রাম বৈরাগির বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান পনেরো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার নয় আনা বারো গণ্ডা হিস্যায় ও তাহার নয় আনা বারো গণ্ডা হিস্যার মধ্যে ও তাহার নয় আনা বারো গণ্ডা হিস্যার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী হরিশচন্দ্র চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে শান্তিরাম সিংহের ভূমি এবং উত্তরদিগে সুকুর সরদারের ভূমি।

৪ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগণার পরগণে বোরোর রামকৃষ্ণপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ নিষ্কর রাইয়তী ভূমি অনুমান তিন বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার নয় আনা বারো গণ্ডা হিস্যায় ও তাহার নয় আনা বারো গণ্ডা হিস্যার মধ্যে ও তাহার নয় আনা বারো গণ্ডা হিস্যার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী হরিশচন্দ্র চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান, ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে রাস্তা। দক্ষিণদিগে গলি। পশ্চিমদিগের একাংশে কৃষ্ণমোহন চৌধুরির ভূমি। অপরাংশে কুবির পাত্রের ভূমি এবং উত্তরদিগে রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORDD.
মেং ষ্টপফের্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৩ ফিব্রুআরি ১৮৪৯

রাজকর্ম্মোনিয়োগ

২২৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৯ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত আর এচ মিটন সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত চব্বিশ পরগণার সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ এচ এলিয়ট সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত চব্বিশ পরগণার মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম এবং আলীপুরের জেলখানার সুপরিন্টেণ্ডেন্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এবং কলিকাতা নগরের মাজিস্ত্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত সি এফ মণ্টেসর সাহেব অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত নদীয়ার মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ বকল সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত ছিলটের মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

নীচের লিখিত সাহেবেরা ১৮২৯ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ময়মুনসিংহের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ এল মেলবিল সাহেব।

ফরিদপুরের জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ই সি ক্রাষ্টর সাহেব।

এবং ঢাকার মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ আবরক্রম্বি সাহেব।

১৮৪৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত এ লিটলডেল সাহেব ত্রিপুরার মাজিস্ত্রেট হইবেন।

নীচের লিখিত সাহেবেরা আপন২ জিলাতে জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিস্টাণ্ট অথচ শ্রীরামপুরে প্রেরিত শ্রীযুত এ ই রসেল সাহেব।

নদীয়ার মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ হোপ সাহেব।

পাবনার জাইণ্টমাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট অথচ বগুড়াতে প্রেরিত শ্রীযুত জে সি ডজসন সাহেব।

ছিলেটের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত সি ডবলিউ মাকিল সাহেব।

এবং মালদহের জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এফ বি ড্রুমণ্ড সাহেব।

শ্রীযুত এ ডবলিউ রসেল সাহেব বাঁকুড়াতে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

সম্বাদ ভাস্কর

শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ রাও ঠোকীয়া।

উক্ত মহাশয় অতি সচ্চরিত্র এবং দাতার অগ্রগণ্য অতএব ইহাঁর বিষয় লিখিতে সর্ব্বদা অভিলাষ হয়, ইনি কলিকাতা রাজধানীতে আগমন করিয়া দ্বাদশ দিবসবাসানন্তর বাষ্পীয় নৌকায় গঙ্গাসাগরে যাত্রা করেন, তৎপরে তথা হইতে আগমন পূর্ব্বক ডেপুটি গবর্ণর মেডাক সাহেব, কৌন্সেলের অধ্যক্ষ লিটলর সাহেব, বিদ্যাধ্যাপনীয়সমাজাধিপতি বেথুন সাহেব, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি হেলিডে সাহেব প্রভৃতি প্রধান২ সাহেব দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মেডিকেল কালেজ, টাকশালা ইত্যাদি স্থান দেখিতে যান তাহাতে এই সকল স্থানে অতি সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, বিশেষত টাকশালার কর্ম্মাধ্যক্ষ মেজর গ্রীণ সাহেব অগ্রসর হইয়া ঠোকীয়া মহাশয়কে গ্রহণ করিয়া টাকশালার তাবৎ কল কৌশল দেখাইয়া বিদায় করেন, অনন্তর এতদ্দেশীয় মান্য লোক দিগের সহিত আলাপ হয়, এবং সরস্বতী পূজা রাত্রিতে এদেশস্থ প্রধান লোক সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারদিগের আমোদ জন্য সভামধ্যে নৃত্য গীতের আয়োজন করিয়া ছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা শ্রীযুতের ব্যবহারে তুষ্ট হইয়াছেন।

ঠোকীয়া মহাশয় এতদ্দেশীয় মান্যবর দলপতিগণ বিশেষত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক প্রভৃতি মহাশয় ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছেন, ভোজনীয় দ্রব্যাদির পারিপাট্যের বিষয় আমারদিগের লিখিবার অপেক্ষা নাই, হিন্দু স্থানীয় প্রধান লোকেরা এবিষয়ে অধিক সুশিক্ষিত ইহা সকলেই জানেন, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন ব্যাপার লিখি।

এতদ্দেশীয় লোকেরা দেখিয়াছেন দুর্গোৎসবাদিক্রিয়াতে পঞ্চবর্ণ গুঁড়ীদ্বারা সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল করিয়া তাহার উপর পূজা হয়, নারায়ণরাও ঠোকীয়া ঐ পঞ্চবর্ণ গুঁড়ীদ্বারা সেইরূপ বিচিত্র মণ্ডল করিয়া তাহার উপর ভোক্তাদিগের ভোজন পাত্র এবং দক্ষিণ বামে ধূপদীপ রাখিয়াছিলেন, ইহাতে ঠিক দেবদেবী পূজার ন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল ইঁহারদিগের দেশের ব্যবহার এইরূপ, এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা ইহা দেখিয়া আরো অধিক তৃপ্ত হইলেন।

আমরা শ্রবণ করিলাম ঠোকীয়া মহাশয় আন্দুলাধিপতি রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরকে ও এইরূপ সমাদরে আহার করাইয়াছিলেন এবং আন্দুলীয় আনন্দধাম রাজধানীতে যাইয়া নৃত্যাগারাদির সভায় আমোদ করিয়া আসিয়াছেন, ফলত এই সকল তাবৎ কর্ম্ম সমাধানন্তর অবসর হইয়াছেন অতএব অদ্য অমাত্য ভৃত্য ও পরীবারাদি সহিত ডাক পালকীযোগে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন তথা হইতে আসিয়া কাশীধাম গমন করণের মানস আছে।

চব্বিশ পরগণার জজ শ্রীযুত টরেন্স সাহেব।

উক্ত সাহেব চট্টগ্রামের কমিস্যনর হইয়াছেন, চব্বিশ পরগণার উপযুক্ত মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত মিটিন সাহেব টরেন্স সাহেবের পদাভিষিক্ত হইলেন, অতএব টরেন্স সাহেব গত শনিবারে মিটিন সাহেবকে আপন দপ্তরখানার তাবৎ কর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেক আমলাকে ডাকিয়া নবীন জজ মিটিন সাহেবের হস্তে সম

পত্র করিয়া কহিলেন আমি ইহারদিগের উপর মধ্যে২ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছি, এবং ভয় প্রদর্শনার্থ অনেকেরস্থানে জরীমানাও লইয়াছিলাম, কিন্তু ইহারদিগের অপরাধ নাই, ইত্যাদিবক্তৃতা দ্বারা আমলাদিগের নির্দ্দোষিতা ব্যক্ত করিলেন এবং চব্বিশপরগণার জজ হইয়া অবধি কমিস্যনরিপদাভিষিক্ত হইবারপর্ব্ব দিনপর্য্যন্তের মধ্যে আমলাদিগের যত টাকা জরীমানা করিয়াছিলেন তত্তাবৎ ফেরত দিলেন, ইহাতে আমলারা টরেন্স সাহেবের দয়ার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার জন্য রোদন করিতে লাগিলেন, এপ্রকার দয়াবান মহাশয়ের সহবাস বিচ্ছেদে চক্ষের জল আপনি বাহির হইয়া পড়ে, অতএব আমরাও তাঁহার অন্তরসারল্যের প্রশংসা করিলাম কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি তিনি কি সকল আমলাকেই তুলসী বীজ বক্সিয়াছেন, আমরাও তাঁহার দপ্তরখানার কর্ম্মকারকদিগের বিষয়ে অনুসন্ধান রাখি, যাহা হউক, শ্রীযুত টরেন্স সাহেব জয়পত্র লইয়া উচ্চ পদস্থ হইলেন, ইহার পরে দেখিতে হইবেক নবীন জজ মহাশয় কিরূপ বিচার করেন।

সাংগ্রামিক সমাচার।

প্রধান সিবিরে এমত ব্যক্ত হইয়াছে শের সিংহ মেজর লারেন্সকে সন্ধি সংস্থাপনার্থে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বৃটিস মহারথির নিকট প্রেরণ করেন কিন্তু এবিষয় প্রত্যয় যোগ্য নহে বিপক্ষপক্ষ এইক্ষণেও ভীত হয়েন নাই।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক আমরা লিখিয়াছি মুলতান হইতে আগত সৈন্যেরা পথিমধ্যে নারায়ণ সিংহ রক্ষিত এক ক্ষুদ্র দুর্গাধিকার করণে আদিষ্ট হন, এইক্ষণে আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি ইংলিসমেনে লেখে জেনেরল হুইস সাহেব ৯ তারিখে বিনা যুদ্ধে তাহা হস্তগত করিয়াছেন, নারায়ণ সিংহ স্বীয়াধীন প্রায় দুই সহস্র সেনাসহ উক্ত সাহেবের শরণাগত হইয়াছেন, বিদ্রোহি রেগুরল সৈন্যেরা আমারদিগের গোরা প্রহরি বেষ্টিত এবং ইররেগুলর সেনারা বৃটিস পক্ষীয় সেখ এমামুদ্দীনের অধীনে আছে, জেনেরল হুইসের অধীন এক সেনাপতি ৯ তারিখে হরকরা পত্রে যে লিপী লেখেন তাহাতে কথিত দুর্গাধিকারের বার্ত্তা নাই, তিনি ঐ দুর্গের দীর্ঘ প্রস্থের চারি শত ও তিন শত গজ পরিমাণ বর্ণন করেন, অতএব এতদুভয় সমাচার সমন্বয় করিতে হইলে ইহাই অনুভব হয় ৯ তারিখে অপরাহ্ণ কালে নারায়ণ সিংহ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন, ইংলিসমেন ও ষ্টার পত্রে ব্যক্ত হয় এতজ্জয়যুক্ত বৃটিস সম্প্রদার অশ্বারোহিগণ ১০ তারিখে প্রধান মহাশয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, অবশিষ্টাংশ লইয়া জেনেরল হুইস তৎপরদিনে সমবেত হইতে পারেন, কিন্তু হরকরা সম্পাদক উক্ত জেনরেলের আগমনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব লেখেন এবং আমারদিগের বুদ্ধিতে ইহাই সাব্যস্ত হয়।

শীকেরা সম্প্রতি সমর সজ্জায় বৃটিস পক্ষের চতুর্ভিত বেষ্টন করিয়াছেন, যদিও এবিষয় লিখিতে আমরা লজ্জা জ্ঞান করি তথাচ মুলতান হইতে সৈন্য সকল সমাগত হইলে আমারদিগের মহারথি সম্বর্দ্ধিত সৈন্য দ্বারা শত্রুগণকে শীঘ্র পরাজিত করিতে শক্য হইবেন, আমরা দুই চারি দিবস মধ্যে বৃটিস পক্ষের বিজয়বার্ত্তার প্রত্যাশা করিতেছি।

১৩ জানুআরি তারিখে চিনিওয়ালা নামক স্থানে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে আমারদিগের মহারথী বিপক্ষপক্ষের সম্পূর্ণ পরাভব বর্ণন করিয়া শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেলের নিকট এক ডিস্পেচ প্রেরণ করেন কিন্তু শের সিংহও আপন পিতার সমীপে তদ্রূপ স্বপক্ষের জয় লিখিত এক বিবরণ পাঠাইয়াছেন এবং তৎপরে কার্য্যদ্বারা বিপক্ষপক্ষ যদ্রূপ প্রবলতা প্রকাশ করেন তাহাতে তাঁহারদিগের জয়ভিন্ন পরাজয় বলা যায়না, শত্রুরা আমারদিগের উষ্ট্রাদি অপহরণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রক্ষণার্থে আমারদিগের সেনা নিয়োগ হইবাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, প্রধান সিবির হইতে রামনগরে ডাক গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে আমারদিগের সেনাপতি এতদ্বিষয়েতেও বিলক্ষণ সতর্কতা বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

ইংলিসমেন পত্রের এক পত্র প্রেরক লেখেন রামসিংহ অধিক সৈন্য সহ পুনর্ব্বার জলেন্দ্র দোয়াব প্রদেশে প্রকাশ পাইয়াছেন, এজন্য ব্রিগেডিয়র হুইলর স্বীয়াধীন সৈন্য সামন্ত লইয়া তৎপ্রতিকূলে ধাবমান হইতেছেন, তিনি অনুপস্থিত সেনাপতিগণকে আপন২ সৈন্য সম্প্রদার সহিত শীঘ্র সংযুক্ত হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন এবং কথিত হয় ফোলতাপুর নামক স্থান হইতে দশ গণিত লাইট ক্যাবেলরি দল এবিষয়ে সংযুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

কাবোলাধিপতি এপর্য্যন্ত স্বয়ং শীক সিবিরে আইসেন নাই এবং কথিত হয় তিনি বৃটিস ও শীক উভয় জাতির মনোরক্ষা পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধন করিবেন এই মন্ত্রণাতেই আছেন কিন্তু ইহা সম্পন্ন হইবার নহে, তাঁহার এক পুত্র সেরসিংহের নিকট অবস্থান করিতেছেন।

সমাচার পত্রে লেখে ছত্র সিংহ ঝিলম নদীর পরপারে কতক সৈন্য লইয়া রহিয়াছেন।

ইংলিসমেন পত্র পাঠে জানা গেল শীকেরদের এক দল বিংশতি সহস্র সৈন্য আমারদিগের সিবিরের এক ভাগে রসুল নামক স্থানে এবং অন্য এক দল দশটা তোপ লইয়া আমারদিগের পশ্চাতে গড়খাই নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন, এবং সেরসিংহ দলবল সহ বৃটিস সিবিরের সম্মুখে আছেন অতএব তাঁহারা সাহসী হইলে একদা বৃটিস সৈন্যের তিন দিগ আক্রমণ করিতে পারিতেন।

বোম্বাই টাইমস পত্রে লেখে অশ্ববিক্রেতা এক মহাজন শিকার পূরে সম্প্রতি আগত হইয়া প্রচার করে জম্বুপতি মহারাজা গোলাপ সিংহ হিরাট রাজ্যপালের সহিত এক সন্ধি নির্ব্বন্ধন করিয়াছেন, তাহাতে নির্দ্ধারণ এইরূপ যাবদীয় আফ্গান জাতি শীক পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক বৃটিস বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলে তিনি কাশমীর, পেসোয়র এবং ডিজারট প্রদেশ দোরাণি বংশ্য ভূপাল দিগকে সমর্পণ করিবেন কিন্তু ইহাতে আমারদিগের কোন রূপে বিশ্বাস হয় না।

সাবধান।

সকলকে সাবধান করা যাইতেছে সহর কলিকাতার কম্বোলীয়াটোলার রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ২৬ নম্বর ৺ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের দরুণ যে বাটী ও পুষ্করিণী এবং রাইয়তি জমী আছে তাহা খড়দহ নিবাসি ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের নিকট বন্ধকী কবালার দ্বারা বন্ধক ছিল এখন তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রেরা উক্ত বাটী ও পুষ্করিণী এবং রাইয়তি জমীর উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, অতএব উক্ত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর কিম্বা তাঁহার কন্যার নিকট হইতে বিক্রী কবালা দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং ঐ সকল সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবেন না, এই কারণ অগ্রে সাবধান করা গেল, তথাপি যদি কেহ কোন প্রকারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন তবে ইংলণ্ডীয় বাদশাহের চলিত আইন মত তাহা অগ্রাহ্য হইবেক এবং টাকা হইতে বঞ্চিত হইবেন ইতি তাং ৩ ফাল্গুন ১২৫৫ সাল।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধকসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বং স্বাত্মগুণ মুজ্জৃম্ভলকরোদোম্ভাকারোজ্জ্বিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্মগুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৭৯ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৭ ফিব্রুআরি। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১৭ ফালগুন মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রত্তি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার, এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্না নির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co.
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যেসকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পাল্‌কী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

ADVERTISEMENT.

Pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, bearing date the thirteenth day of July last made in a Cause Nundocoomeer Dutt against Muttylall Seal, the Executor of Collypersaud Sain deceased, who died in the month of January, One thousand eight hundred and forty seven, the Creditors of the late firm of Collypersaud Sain and Company, are on or before the Fifth day of March next, to come in and prove their debts before William Macpherson Esquire, the Acting Master of the said Court at his Office in the Court House or in default thereof they will be peremptorily excluded the benefit of the said Decree.

W. MACPHERSON,
Acting Master.
Higgins, Denman & Abbott
Complainants Attes,

Calcutta :
Master's Office.
5th February, 1849.

বিজ্ঞাপন।

নন্দকুমার দত্ত বাদী, এবং ইংরাজী ১৮৪৭ আঠার শত সাতচল্লিশ সালের জানুআরি মাসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ৺ কালীপ্রসাদ সেনের একজিকিউটর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল প্রতিবাদী, এতদ্বিষয়ে সবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোট নামক প্রসিদ্ধ বিচারালয়ে গত জুলাই মাসের ১৩ তারিখে যে মোকদ্দমা উপস্থিতহয় তদ্বিষয়ে বিচারকর্ত্তারা যে চূড়ান্তানুমতি করেন তদনুসারে এতদ্দ্বারা উক্ত মৃত কালীপ্রসাদ সেন এণ্ড কোম্পানি নামাভিধেয় বাণিজ্যালয়ের পাওনাদারদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক আদালতের একটিং মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফর্সন স্কোয়ার সাহেবের সমীপে কোর্টহৌসে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আগামি ৫ মার্চ তারিখে অথবা তৎকালের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া আপনারদিগের নিশ্চিত পাওনা সপ্রমাণ করেন ইহার অতিক্রম করিলে কথিত চূড়ান্ত অনুমতির ক্ষমতানুসারে আপনারদিগের পাওনা হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

উইলিয়ম মেকফর্সন।
একটিং মাষ্টর।
হিগিন্স, ডেনমেন এণ্ড এবট।
বাদি পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
মাষ্টরআফিস।
৫ ফেব্রুআরী ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১। বিশেষতঃ জিলা রাজশাহি পরগণে মহম্মদপুরের তরফ হরগ্রাম লাট হরিনা হিজরির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে এক কাছারী এবং সাত মৌজা আছে য[illegible] নিজ হরগ্রাম, কিসমত কৃষ্ণবাটী, মৌজা স[illegible] জলা, মৌজা মলাডেঙ্গা, মৌজা বেলবড়বেড়ি[illegible] মৌজা সেখপাড়া, মৌজা সোথাড়া তাহাতে[illegible] তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আ[illegible]মী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফির যে স্বত্ব ও অধিকার [illegible]ম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থা[illegible] ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার লস্ক[illegible]রের রামপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এ[illegible] খড়ুয়া কাছারী বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এ[illegible] খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৶ এক বিঘা তা[illegible] কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও [illegible]হার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসা[illegible] ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও স[illegible]র্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান [illegible] নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে রাজা উদ[illegible]ন্ত সিংহের কাছারী বাটী। দক্ষিণ দিগে এক [illegible]লি। পূর্ব্বদিগে বেহারিলাল নন্দির এক পুষ্ক[illegible]ণী। এবং পশ্চিম দিগে এক নরদমা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার চিন্দি[illegible]জু পরগনার দীঘাপতিয়ার লাট হারিণী হি[illegible]রির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক যা[illegible]তে এক কাছারী বাটী এবং তিন মৌজা আ[illegible] যথা মৌজা নিজ দীঘাপতিয়া, মৌজা ইচালা[illegible]টী, মৌজা চিত্রগ্রাম তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আ[illegible] তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনা[illegible] জিলা সউলের লাট হারিণী হিজরির শামিল [illegible] তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক যাহা জিলা সাউল নামে বিখ্যাত তাহাতে ছয় মৌজা আছে বিশেষতঃ নিজ জিলা সাউল মৌজা পরসাউল, মৌ[illegible]জা নাড়ুয়া, মৌজা হারিণী হিজরি, মৌজা জো[illegible]বর বাড়ি, মৌজা পানঘাসিয়া, তাহাতে ও তা[illegible]হার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্প[illegible]র্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনা চিন্দুবাজুর হলুদঘর লাট হারিণী হিজরির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক এবং তাহার সঙ্গে যে এক কাছারী বাটী তাহাতে আট মৌজা আছে বিশেষতঃ মৌজা নিজ হলদঘর, মৌজা সুজারাটী, মৌজা বোনগ্রাম মৌজা চকতেমারিয়া, মৌজা সাতঘোষপাড়া মৌজা তরফ মোনর, মৌজা দেবীপুর, এবং মৌজা ভাটপাড়া তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। এবং জিলা হুগলি পরগনে পান্দুয়ার বলসরার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালক তাহাতে কাছারী বাটী আছে এবং তাহাতে তিন মৌজা আছে বিশেষত মৌজা গোপীকান্তপুর, যাহা মৌজা কুলবেড়িয়া নামে বিখ্যাত এবং মৌজা পিরভলা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পার্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORDD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৩ফিব্রুআরি ১৮৪৯ }

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকার সরিফ সাহেব শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার যোড়াসাঁকোর দইয়াহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৬৩। ৮ নম্বর এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী এবং শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। পশ্চিমদিগে দুর্গাচরণ মল্লিকের বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে কানারায়ণ মল্লিকের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে উক্ত দইয়াহাটা ইষ্ট্রীট।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১ নম্বর এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পার্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলি। দক্ষিণদিগে পাথুরিয়াঘাটা লেন। পশ্চিমদিগে শ্যাম বসাখের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তরদিগে রামহরি তাঁতির ভূমি।

৩ দফা এবং সহর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার নাপ্তেহাটার গলি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ।।০দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, ও উত্তর ও দক্ষিণদিগে উক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ও অন্যান্যের বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে মতিলাল মল্লিকের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং সহর কলিকাতার গরাণহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৩৬ নম্বর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে গলি। পূর্ব্বদিগে পদ্ম রাঁড়ের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে রাধু ভড়ের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তরদিগে রামধন ঘোষের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং সহর কলিকাতার শিমুলিয়ার চুলিপাড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৭৮। ৫ নম্বর যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কৃষ্ণমোহন দত্তের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে রামলাল ঘোষের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণদিগে আশুতোষ দেবের এক খণ্ড ভূমি। এবং উত্তরদিগে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির ভূমি।

৬ দফা। এবং সহর কলিকাতার শিমুলিয়ার নয়নচাঁদ দত্তের ইষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১২ নম্বর যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে গলি। উত্তরদিগে উক্ত নয়নচন্দ্র দত্তের ইষ্ট্রীট। দক্ষিণদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। এবং পূর্ব্বদিগে নবকুমার চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১০ ফিব্রুআরি ১৮৪৯। }

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলেরর অর্ডর।

১৯ নম্বর।

মুরশিদাবাদের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি রাজশাহীর কালেকটর সাহেবের ১৮৪৭ সালের ১৬ আপ্রিল তারিখের ২৯ নম্বরী পত্রের চুম্বক।

গত প্রকাশিতের শেষ।

২৯ দফা। যদি ঐ বাঁটওয়ারা শরীকের পরস্পর ঐক্যবাক্যেতে নির্ব্বাহ হইত তবে যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ভূমির রাজস্বের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা হয় সেই পর্য্যন্ত ঐ বাঁটওয়ারার সকল বৈষম্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ না করণের কোন কারণ হইতে পারিত। কিন্তু এইমত গতিকেও উচিত হয় যে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টতঃ অমনোযোগ বিষয়ে কাহারো ভ্রান্তি না জন্মে এবং এতদর্থ এইমত নিয়ম করিলে হইত যে প্রত্যেক খণ্ডের উপর যে জমা ধার্য্য হয় কেবল সেই জমার বিষয়ে সেই খণ্ড দায়ী হয় এবং সেই জমা ক্রমে তাহার দখল হয় এবং যে পর্য্যন্ত তাহা নীলাম করাতে বাকী রাজস্ব পাওয়া যাইতে পারে সেই পর্য্যন্ত রাজস্ব বাকী পড়িলে তাহা নীলাম হউক এবং যখন কোন অংশের বাকী রাজস্ব সেই অংশ বিক্রয় করিলে না পাওয়া যায় তখন গবর্ণমেণ্টের সমস্ত মহাল নীলাম করিলে তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারিবেক না। কিন্তু আপোস বন্দোবস্তের দ্বারা বাঁটওয়ারা করণের বিষয়ে প্রায় কখন দরখাস্ত দেওয়া যায় না এবং তাহার বিষয়ে দরখাস্ত হইলেও তাহা কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা প্রায় কখন মঞ্জুর করেন না। এবং জমীদারেরা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূম্যধিকারী কিম্বা ঐ জমীদারেরদের মধ্যে আপোসে কি গোপনে কিং বন্দোবস্ত হইয়াছে ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু যে বাঁটওয়ারার বিষয় এক্ষণে লিখিতেছি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এমত কোন ওজর হইতে পারে না। এই স্থলেতে চারি ভূম্যধিকারির মধ্যে তিন জন ঐ বাঁটওয়ারা নিবারণার্থ সাধ্য পর্য্যন্ত উদ্যোগ করিল কিন্তু তাহারদের আপত্তি সকল বৃথা হইল এবং গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার দ্বারা তাহারদের জমীদারীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভূমি হইতে তাহারা বেদখল হইল।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল ঠাকুর এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

কোন বন্ধুর লিখিত।

আমি শ্রবণ করিলাম এবৎসর যাঁহারা হিন্দু কালেজের এবং হুগলিকালেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারদিগের প্রত্যেকে তিন শত টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক বেতন প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুত বেথুন সাহেব এই নিয়ম করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়দ্বয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা করিতে পরীক্ষকগণের অধিক সময় নষ্ট হয় অতএব তাঁহারদিগকে ঐ সময়ের বেতন প্রদান করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং ইহার পরে আর অনুসন্ধান করিয়া পরীক্ষক আনয়ন করিতে হইবেক না, অনেকে এই কার্য্যের জন্য বেথুন সাহেবের উপাসনা করিবেন, কিন্তু আমি বোধ করি এ টাকা অপব্যয় হইয়াছে, কোন প্রকাশ্য স্থলে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয় না এই এক অনিয়ম, অন্যান্য বিদ্যাগারের ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে গোপনে পরীক্ষা দিয়াও টৌনহালাদি স্থানে সাধারণ সমাজে পরীক্ষা দেন, ইহাতে সাধারণ লোকেরা ছাত্রেরদের বিদ্যাভ্যাসের বিষয় বুঝিতে পারেন, হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের পরীক্ষা এরূপ হয় না ইহাতে ছাত্রেরদের শিক্ষার বিষয় সাধারণ মধ্যে প্রকাশ পায় না, যদি কহেন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাধ্যাপনীয় সভাধ্যক্ষ মহাশয়গণকে বেতন প্রদান করিতেছেন ঐ সমাজের সভ্য মহাশয়েরা পরীক্ষার অনুসন্ধান রাখেন তাহাতেই বিশ্বাস করিতে হইবেক ছাত্রেরদের সুপরীক্ষা হয়, তবে আমি ইহাও বলিতে পারি শিক্ষকেরা পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিবেন তাহাতেই কেন বিশ্বাস করা যায় না, ভাড়া করিয়া পরীক্ষক আনয়নের প্রয়োজন কি, হিন্দু কালেজীয় ছাত্রেরা প্রত্যেকে প্রতি মাসে পাঁচ টাকা বেতন দিয়া তথায় শিক্ষা করেন, তাঁহারদিগের সুশিক্ষা না হইলে সাধারণ লোকেরা ঐ প্রধান বিদ্যাগারে আপনারদিগের সন্তানাদিকে পাঠাইবেন না, এই কারণ কি বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি মহাশয় পরীক্ষকগণকে উৎকোচ দিতে আরম্ভ করিলেন, ইহার পূর্ব্বে কোন বৎসর শ্রবণ করি নাই হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা স্বদেশীয় ভাষায় সুপরীক্ষা দিয়াছেন, এবৎসর বেথুন সাহেব এবং ডেপুটি গবর্ণর সাহেব অম্লান বদনে কহিলেন হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা দেশভাষায় সময় মত উত্তম শিক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু আমি শুনিয়াছি এবারে ও হুগলিকালেজের ছাত্রগণ দেশীয়ভাষা শিক্ষার পরীক্ষায় হিন্দু কালেজের শিক্ষিতবর্গকে পরাজয় করিয়াছেন, আর আমি বহুকাল জানি হিন্দু কালেজে দেশীয় ভাষায় সুশিক্ষা হয় না, যদি কেহ আমার এই বাক্য সপ্রমাণ করিতে অভিলাষ করেন তবে স্বীকার করুন আমি কয়েকটি প্রশ্ন দিব হিন্দু কালেজের ছাত্রগণকে তাহার উত্তর লিখিতে বলিবেন, যদি কোন ছাত্র এতদ্দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ শুদ্ধ উত্তর লিখিতে পারেন তবে আমি কি এমত জঘন্য তাঁহাকে পারিতোষিক দিব না, কিন্তু ছাত্রেরা আমার প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত জানি, তবে মাসেং ছাত্রগণকে বৃত্তিপ্রদান, প্রশংসাপত্রপ্রদান, এত ঘটাঘটীর ব্যবহার কি জন্য হইতেছে, আর পরীক্ষকগণকে বেতনপ্রদান না করিলে যদি পরীক্ষা না হয় তবে ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন, জেনরেল আসেম্ব্লি, ইত্যাদি বিদ্যালয় যাহা হিন্দুকালেজের তুল্য প্রতিযোগিত্বরূপে অবৈতনিক ভাবে চলিতেছে তত্রস্থ অধ্যক্ষেরা কি ছাত্রদিগের বিদ্যা শিক্ষার পরীক্ষা করেন না, তবে কথা এই যে এডুকেসন কৌন্সেলের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যাহা বিবেচনা করিয়াছেন আমি এমত উপযুক্ত নহি তাহার উপর দোষ দর্শাই কিন্তু আমার জ্ঞানে উদয় করে উক্ত ব্যয় অপ ব্যয় হইয়াছে।

এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষের মৃত্যু।

গত বৃহস্পতিবাসরীয় হরকরাপত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় বিলাত হইতে আগত এক লিপ্যনুসারে প্রকাশ করেন মহানুভব ডিউক আফ ওএলিংটন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু সম্পাদক মহাশয় বলেন ইহাতে বিশ্বাস করেন নাই এবং আমরাও এতৎ সম্বাদে সঙ্কোচিত হইলাম, ইহা সত্য হইলে বিলাত হইতে আগত যে সকল সমাচার পত্র আসিয়াছে তাহার কোন পত্রে এবিষয় অবশ্য লিখিত হইত এবং এতন্নগরীয় মান্যং ইংরাজেরাও আপনং বন্ধুবর্গ দ্বারা ইহা জানিতে পারিতেন, তদভাবে পূর্ব্বোক্ত সমাচারের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, প্রচলিত কথা আছে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বার্ত্তা মিথ্যা রটনা হইলে তল্লোকের আয়ু বৃদ্ধি হয় অতএব পরমেশ্বর সন্নিধানে একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করি এতদ্বিষয়ে তাহাই হউক।

ঢাকা হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

দিল্লীর বাদশাহ বংশ্য ফিরোজ শাহ নামধারি ভ্রমণকারি এক ব্যক্তি কিয়দ্দিবস যাবৎ ঢাকা নগরে উপস্থিত হইয়াছেন, এতন্নগরে ছোট বড় লোক অনেক আছেন কিন্তু জহরী না হইলে জহর চিনিতে পারে না, সেমতে কেবল এস্থানের আলা সদর আমীন এবং কোতয়ালি থানার দারোগা জয়মাণিক দত্ত উক্ত শাহজাদার যথার্থ মর্য্যাদা জানিয়া নানা প্রকার সেবানুকূল্য দ্বারা জন্মসফল করিয়াছেন, আবশ্যক মতে আলা সাহেবের গাড়ি ঘোড়া দ্বারা শাহজাদার সাহেবলোক দর্শন এবং সড়ক ভ্রমণ ইত্যাদি নির্ব্বাহ হয়, আর বেতনাভাবে ভৃত্য প্রায় থাকে না তাহাতে দারোগা সাহেবের ভাণ্ডারী ও চৌকীদার হইতে হাট বাজারের কর্ম্ম চলিয়া থাকে, মহতের আশ্রয় লইলে মহদুপকার অবশ্যই হয়, ইহাতে শাহজাদা উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের গুণ বুঝিয়া অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক একেবারে গবর্ণমেণ্টে এক রিপোর্ট করেন ঢাকার আলা সদর আমীনের তুল্য উপযুক্ত বিদ্বান বুদ্ধিমান মর্য্যাদক লোক প্রায় দৃষ্ট হয়েন না, তদ্রূপ দত্ত দারোগাও দারোগাদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় গুণনিধি কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত এতাদৃশ ব্যক্তিদিগের যথাযোগ্য সম্মান ও পদ বৃদ্ধি করেন নাই অতএব ইহাঁরদিগকে বিশেষ কোন উপাধি এবং উচ্চ পদ প্রদান নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা যায়, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, কি খেদের বিষয় ৩। ৪ দিন হইল গবর্ণমেণ্ট হইতে তদুত্তরে ঢাকার কমিস্যনর শ্রীযুত ডনবার সাহেবের প্রতি আদেশ পঁহুছিয়াছে গবর্ণমেণ্টে যৎকশ্চিৎ লোকের এমত রিপোর্ট করণ ক্লেশজনক ও বেআদবি, অতএব কমিস্যনর সাহেব শাহজাদা নামধারিকে তলব দিয়া বিশেষরূপে চসমনামাই করিবেন, ভবিষ্যতে এমত অসঙ্গত ব্যবহার আর না হয়, এবং ঐ ব্যক্তির কি উপজীবিকা, কিরূপ ব্যবহার এবং কিভাবে ঢাকাতে কালকর্ত্তন করিতেছে সবিশেষানুসন্ধান পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন, কমিস্যনর সাহেব তদনুসারে শাহজাদাকে দৃঢ় ভৎর্সনা দ্বারা চসমনামাই করিয়া জোবাব তলব করণে শাহজাদা উত্তর দিলেন,, আমি এত কাণ্ড জানি না, সদর আলা ও দারোগা আমাকে বলিয়াছিল সর্টিফিকটের ন্যায় তাহারদের কিঞ্চিৎ প্রশংসা লিখিয়া দিলে তাহা গবর্ণমেণ্টে উপস্থিত করিয়া স্বং উন্নতির চেষ্টা করিতে পারে এবং সদর আলার পক্ষে খ্রীষ্টীয়ান সাহেব এক ইংরাজি কাগজ আনিয়া সর্টিফিকট বলিয়া আমার দস্তখৎ করাইয়া নিয়াছে,, পরে সদর আলাকে কমিস্যনর সাহেব প্রশ্ন করায় তেঁহো বলিলেন,, শাহজাদা আপনি রিপোর্ট করিয়া আপনি অস্বীকার করেন ইহাতে আমি কি বলিব, এইক্ষণে কমিস্যনর সাহেব শাহজাদার জীবিকা ও ব্যবহারানুসন্ধান করিতেছেন শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টে তাহার রিপোর্ট করিবেন।

ধর্ম্ম বিষয় উজ্জ্বল।

কলিকাতার কুমারটুলীস্থ শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ দেব ঠাকুরের যোড় বাঙ্গালা ও একান্নরত্ন জীর্ণোদ্ধারের চাঁদায় স্বাক্ষরকারিদিগের নাম ও টাকা সংখ্যা পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
রামধনদাস	৪
তারাচাঁদ ঘোষ	৫
হরিমোহন কর্ম্মকার	১
রামনারায়ণ হালদার	১
মথুরামোহন সুর	৫
দয়ালচাঁদ বসু	৪
তারিণীচরণ দত্ত	১
হরিশ্চন্দ্র দত্ত	১
গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	১
রামতারক ঘোষ	২
বৃন্দাবন পাইসীকা	১
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	৪
বৃন্দাবন পালিত	১
গুরুপ্রসাদ চৌধুরী	৪
গিরিশচন্দ্র বসু	১
কাশীনাথ দে	১
অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১
বেণীমাধব মিত্র	১
বৈদ্যনাথ ঘোষ	১
যদুনাথ বসু	১
মহেশচন্দ্র বসু	১
পঞ্চানন মিত্র	১
রামধন মুখোপাধ্যায়	১
মহেন্দ্রনাথ বসু	৪
তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
হরিশ্চন্দ্র ঘোষ	১
বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী	৫
নবীনচন্দ্র মোদক	১
মধুসূদন ঘোষ	১
ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	১
রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
শিবনারায়ণ সরকার	৫
মধুসূদন মোদক	১
রাজচন্দ্র দাস	২
দেবীচরণ দাস	১
মধুসূদন ঘোষ	১
যদুনাথ ঘোষ	১
মহেশচন্দ্র ঘোষ	১
বলরাম দেব	১
কালিদাস ঘোষ	১
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	৩
হরেকৃষ্ণ ধর	২
	৮২

অসম্ভব ডাকাইতী।

শ্রীরামপুর হইতে আগত পত্রের শেষ।

গত মঙ্গলবাসরীয় রাত্রি একাদশ ঘণ্টার পরে শ্রীরামপুর সহরে মাজিস্ত্রেট সাহেবের চক্ষের উপর দুই থানার মধ্যস্থলে রামচন্দ্র ঘোষের বাটীতে এমত অসম্ভব ডাকাইতী হইয়াছে এরূপ ডাকাইতির সমাচার কেহ কখন শ্রবণ করেন নাই, আমারদিগের প্রতিবাসি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয় এই ডাকাইতির সমাচার লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার লেখা ঠিক নয়, প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারেন নাই।

দস্যুরা ন্যূনাধিক শতাধিক লোক, অতি সঙ্গোপনে আসিয়া রামচন্দ্র ঘোষের বাটী গমনীয় দুই পথেই ঘাটী বসায় অর্থাৎ একং পথে ছয়ং জন পাইক নিযুক্ত করে, প্রতি ঘাটীর ছয় জনের মধ্যে চারিজন ঢালতলবার সহিত একরসী পথ পর্য্যন্ত দৌড়িয়া ঢালতলবার ঘূরাইতে লাগিল, আর প্রতি ঘাটীতে দুইং জন তিরন্দাজ ছিল, এই প্রকারে পাইক এবং তিরন্দাজেরা পথের দুই মোহাড়া বন্ধ করিলে দুই তিন জন দস্যু প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া রামচন্দ্র ঘোষের বহির্ব্বাটীর কপাট খুলিয়া দিলে দস্যুদল বহির্বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া এক খড়োঘরে অগ্নি দেয়, সেই অগ্নি দেখিয়া বাটীস্থ পুরুষেরা যেমন বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিলেন অমনি দস্যু হস্তে আবদ্ধ হইলেন, তাঁদারদিগকে বন্ধন করিয়া অন্তঃপুরে যাইয়া দস্যুরা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। এদিগে নিকটস্থ দারোগা ডিক্রুজ সাহেব অগ্নি দেখিয়া তাঁহার থানার দলবল সহিত দ্রুতবেগে আসিয়া এক ঘাটীতে ঠেকিলেন, এবং মাজিস্ত্রেট সাহে

ব অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া অন্য দিগ আসিবামাত্র দ্বিতীয় ঘাটীর পাইকের দল তলবার খেলা দেখিয়া এবং তাহারদিগের কথা শুনিয়া দাঁর স্থগিত হইলেন, দস্যু দলস্থ তিরন্দাজেরা কহিল,, ও সাহেবের বেটা সাহেব কোথাথা আসিতেছ, ঐ খানে থাক, তুমি বন্দুক ছুড়িবে আমরা তির ছুড়িয়া তোমাকে সংহার করিব. এবং পাইকেরা চীৎকার শব্দে তলবার খেলিতে২ মাজিস্ত্রেট সাহেবের সাক্ষাতে যাইয়া কহিল সাহেব তুমি পলায়ন কর. আমরা ডাকাইতী করিতে আসিয়াছি আমারদিগের সাক্ষাতে আসিলে তোমার ঘোড়াকে কাটিয়া তোমাকেও কাটিব, দস্যুদিগের সাহস পরাক্রম দেখিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেব হতবুদ্ধি হইলেন, ইত্যবকাশে দস্যুগণ রামচন্দ্র ঘোষের সর্ব্বস্ব লইয়া রাজপথে আসিল, তাহারদিগের অগ্র পশ্চাৎ পাইক তিরন্দাজ দর্শনে দারোগা উক্রজ পলায়ন করিলেন, এবং পশ্চাৎভাগস্থিত তিরন্দাজ পাইকদিগের ভয়ে মাজিস্ত্রেট সাহেবও অগ্রসর হইতে পারিলেন না, দস্যুদলস্থ পাইকেরা অগ্রপশ্চাৎ তলবার খেলিতে২ মাঠের মধ্যে যাইয়া, কে, কোথায় গেল, কেহ জানিতে পারেন নাই, মাজিস্ত্রেট সাহেব জোবাবদিহির জন্য দস্যুদলের পশ্চাৎ২ কিয়দ্দূর গমন করিয়া ছিলেন কিন্তু মূল দস্যু ধৃত করিতে পারেন নাই, ডাকাইতেরা মাজিস্ত্রেট সাহেবকে স্পষ্ট বলিয়াছে তাহারা চুঁচুড়া নগরে ডাকাইতী করিয়াছে, শ্রীরামপুরে মাজিস্ত্রেটের সাক্ষাতে ডাকাইতী করিল, ইহার পরে কলিকাতা নগরীয় স্থানে২ও লুঠ হইবে, শ্রীরামপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেব দস্যু দলের কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারেন নাই।

ভূম্যধিকারি সভা।

মেদিনীপুর প্রবাসি আমারদিগের মান্যবর কোন বন্ধুর অনুরোধ পালনার্থ আমরা পুনরুত্থাপিতা উক্ত সভার সংক্ষেপ বিবরণ গ্রহণ করিলাম।

উপযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ বসু মহাশয় দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কিয়ৎকাল স্থাপিতা কথিতা সভার পুনরুজ্জ্বলতা করণে সুচেষ্টিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সহকারি সভাপতি, শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব ধনরক্ষক, এবং শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু অবৈতনিক সম্পাদক পদাভিষিক্ত হইয়াছেন।

অধিক বা অল্প ভূমির স্বত্বাধিকারী মাত্র বার্ষিক ৬ টাকা প্রদান করিলে সভার অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন।

সম্পাদক মহাশয় রাজ প্রজা উভয় পক্ষের হিতকর নিয়মাবধারণ করিতেছেন, পরস্পর বিরোধে লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন তন্নিবারণার্থে সালিসি দ্বারা বৈষয়িক বিবাদ নিষ্পত্তি করণ এতৎ সভার প্রধানাভিপ্রায় হইয়াছে, সভার দ্বারা কৃষিকার্য্যের সুনিয়ম হইবেক এবং কলিকাতার টৌনহালে যেসকল ফল ও সবজি বিক্রয় হয় অধ্যক্ষগণ তাহার বীজ, ও চীন দেয়ীয় ইক্ষু বীজ ও নানা প্রকার মেওয়া জাত চারা বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

"সভার মাসিক পত্র, আকট, সরক্যুলর, কনস্ত্রকসন, এবং বিশেষ২ সংবাদ পত্রী সম্ভ্রান্ত সম্পাদক বিনামূল্যে সকলকে দিবেন।

মফস্বলের ফৌজদারি বিষয়ে দাঙ্গা উপস্থিত নিবারণ করিবার জন্য প্রতি গ্রামে জনক ভদ্রলোককে প্রতি বৎসর সরত্তহাল বিচারক নিযুক্ত করণার্থ এই সভা রাজসমীপে প্রার্থনা করিবেন, এবং এতদ্বিষয়ে আরো অনেক সুনিয়ম লিখিত হইয়াছে।

পল্লিগ্রামের ডাকাইতী নিবারণার্থ গ্রামের চোহাড়লোকের বিষয়ে হুগলির প্রশংসিত মাজিস্ত্রেট স্মিথ সাহেব প্রভৃতি যে নিয়মাবধারণ করিয়াছিলেন সর্ব্বত্র তাহাই প্রচলিত করণ কারণ গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করা হইবেক।

কলিকাতা নগরীয় গাড়িঘোড়ার টাক্স উঠাইয়া লাটরী কমিটী প্রথা পুনঃ সংস্থাপন জন্য রাজাজ্ঞা প্রার্থনা করা যাইবেক, তেজিমন্দি ও তদনুযায়ি ব্যবসায়ের উন্নতি জন্য এতৎ সভা মনোযোগ করিবেন।

রোগিরা মূল্য প্রদান ব্যতীত যাহাতে সর্ব্বত্র ইংরাজী চিকিৎসা প্রাপ্ত হয়েন সভ্যেরা ইহার সুচেষ্টা করিবেন।

সভার সভ্য ব্যতীত কাহার কোন প্রস্তাব কিম্বা প্রার্থনা শ্রবণযোগ্য হইবেক না, মাসিক ব্যয়ের জন্য ২৫০ টাকা আদায় হইলে সভার কার্য্যারম্ভ হইবেক বিংশতি কিম্বা দশ বৎসরের আগামি বেতনের টাকায় কাগজ ক্রয় করা যাইবেক।

এই সভায় অনেক মহানব্যক্তি সভ্য হইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে নবদ্বীপাধিপতি মহামতির নাম প্রকাশ পায়, এবং অনেকে২০ বৎসরের অগ্রিম দানীয় মুদ্রা দিয়াছেন, ব্যক্ত হয় সভার কর্ম্মারম্ভ হইলে কাশীপুর নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় একসঃ সুটা কাদিবেন, অপর একজন জমীদার পাঁচ শত টাকার কোম্পানির কাগজ তদর্থে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিছেন, অতএব আমরা তাবদ্দেশীয় লোক সভার সুনিয়ম সকল দৃষ্টিপাত করিয়া স্ব২ কর্ত্তব্য করণে যত্নবান হয়েন।

দিল্লী গেজেট পত্রে প্রকাশ করে আমারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর বিলাতীয় রাজপুরুষগণকে লিখিয়াছেন তাঁহারা এতদ্দেশে দ্বিতীয় গবর্ণর জেনরল অথবা অন্য প্রধান সেনাপতি প্রেরণ করেন, তিনি বর্ত্তমান সেনাপতির সহায়ে রাজ্যশাসনে অপারগ হইয়াছেন, শ্রীযুত গবর্ণর এতদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন কিনা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না কিন্তু যদি সত্য হয় তবে প্রধান সেনাপতির পক্ষে অধিক কলঙ্কর হইবেক, সের সিংহ যেরূপ রণকৌশলে তাঁহাকে পুনঃ২ পরাজিত করিতেছেন গবরণর জেনরেল বাহাদর যথার্থরূপে তাহা বিলাতীয় কর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর করিলে তাঁহারা অবশ্য অন্য কোন মহাশয়কে প্রধান সেনাপতি করিয়া এতদ্দেশে পাঠাইবেন।

অবগতি হইল পতিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একজিকিউটিব কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ত্বরায় দ্বিতীয়বার শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে ঋণ পরিশোধ করিবেন।

সাংগ্রামিক সমাচার।

প্রধান সিবির হইতে ১৫ ফিব্রুয়ারি পর্য্যন্তের যে সমাচার আসিয়াছে তাহাতে আমরা শীক সরদার সের সিংহের যুদ্ধ কৌশলের প্রশংসার বিষয় দেখিলাম, উক্ত সিংহ বৃটিস পক্ষীয় সৈন্য সামন্ত গণকে এক মাস পর্য্যন্ত তটস্থ রাখিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্থানে২ সৈন্য প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহার ভয়ে এক সময়ে আমারদিগের প্রধান রথী মহাশয় স্বপক্ষীয় সুরক্ষিত স্থান হইতে পশ্চাদ্ গমনাভিপ্রায়ে সিবির উত্তোলনের অনুজ্ঞা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেরসিংহ বীরতা পূর্ব্বক আমারদিগের সৈন্য সিবিরের তিনদিগ বেষ্টন করেন এবং পুনঃ২ রণসজ্জায় দেখা দেন, বরং আমারদিগের সঙ্কোচেই যুদ্ধ ঘটনা হয় নাই, শীকেরা আপনারদিগের সিবির উত্তমগড়খাই প্রভৃতির দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের কোন অনুষ্ঠানেই তাঁহারদিগের ন্যূনতা দেখা যায় নাই, আমারদিগের অল্প যোদ্ধা প্রযুক্ত বিশেষত গোরা দলের ন্যূনতায় প্রধান মহাশয় শত্রু আক্রমণে অগ্রসর হয়েন না, অভিপ্রায় ছিল মূলতান জেতা বৃটিস সৈন্যগণ সংযুক্ত হইলে বৈরি বর্গকে উত্তম শিক্ষা দিবেন কিন্তু সের সিংহ তৎ পূর্ব্বেই স্থানান্তর হইয়াছেন, ইংরাজি পত্র সকলে ব্যক্ত করে তিনি কোথায় গিয়াছেন এপর্য্যন্ত নির্ণয় হয় নাই, রাজা সের সিংহ ১২ তারিখে সমর সজ্জায় বহির্গত হইয়া ছিলেন কিন্তু আমারদিগের মহারথী অগ্রসর হইলেন না তিনি কেবল আত্মরক্ষা করিয়া থাকিলেন, সের সিংহ এই সুযোগে আপন দলবলকে ক্রম পশ্চাদ্বর্ত্তি করেন, বৃটিস সেনাপতি তৎকালে ইহা অনুভব করিতে পারিলেন না, ইহাতেই শত্রু পক্ষের হানি হয় নাই, কোন পত্র প্রেরক লেখেন তাঁহারা ঝিলম নদী পার হইয়াছেন, কেহ বলেন তাঁহারদের কিয়দংশ পুরাণ নামক স্থানে ও কতক সৈন্য প্রাচীর বেষ্টিত গুজরাটে অবস্থান করিবেন, কথিত হয় সের সিংহ স্বয়ং রোরীতে আছেন, রসুল নামক স্থানীয় শীক সৈন্যাধ্যক্ষ আতর সিংহ সের সিংহের সহিত সমবেত হইয়াছেন, শীকেরা রসুল পরিত্যাগ করিলে জেনরল গিলবর্ট সাহেব তৎ স্থানানুসন্ধানে প্রেরিত হন এবং তৎপরে প্রধান মহাশয় কতিপয় এডিকম্প ও অল্প অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে স্বয়ং ঐ স্থান দর্শন করেন কিন্তু তথায় শত্রু পক্ষীয় সৈন্য মাত্র দেখিতে পাইলেন না, রসুল হইতে শীকেরা হঠাৎ কি কারণ স্থানান্তরিত হইলেন আমরা ইহা অনুমান করিতে পারি না শীকপক্ষীয় সরক্ষিত সিবির হইতে তাঁহারদিগকে তাড়াইতে বৃটিসপক্ষের বিলক্ষণ কষ্ট হইত, বোধ হয় তৎপশ্চাদ্বর্ত্তি পথের অপ্রশস্ততা হেতুক তাঁহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন, যাহা হউক, শীকেরা বৃটিস সৈন্য সম্মুখে যে রূপ স্বেচ্ছাচারি কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের যথেষ্ট অগৌরব হইয়াছে।

মফস্বল লাইট পত্রের কোন সংবাদ দাতা লেখেন শীকেরা আমারদিগের ডাকের পুলিন্দা সকল হরণ করিয়াছেন এবং সের সিংহ তাহার কয়েক খানা পত্রানুবাদ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

১৩ তারিখে জেনরল হুইস সাহেব রামনগরে উপস্থিত হইয়াছেন অভিপ্রায় এই যে তদধীন সকল সৈন্য একত্র করিয়া প্রধান মহাশয়ের সহিত সংযুক্ত হইবেন।

দোস্ত মহম্মদ খাঁ আমারদিগের সম্পূর্ণ বিপক্ষ হইয়াছেন তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পত্রাদি যাহা আমারদিগের রাজপুরুষগণের হস্তে আসিয়াছে তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ সাব্যস্ত হইয়াছে তবে ইহার পর তিনি যদি আপনার লেখা অস্বীকার করেন।

গবরণর জেনরল বাহাদুরের আদেশানুসারে শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি মহাশয় ব্রিগেডিয়র ডণ্ডস সাহেবকে ব্রিগেডিয়র জেনরল উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুত করি সাহেব লাহোরীয় রেসিডেণ্টী পদস্থকালে যে এক ঘোষণা করিয়াছিলেন এইচ লরেন্স সাহেব তাহাই পুনর্ঘোষণ করিয়াছেন তাহার সারানুবাদ এই যে গবরণর জেনরলের অনুমত্যনুসারে লেখা যাইতেছে "বৃটিস বিপক্ষতাচরণে যে কেহ শীকেরদের সহিত আছেন তাঁহারদিগের মধ্যে সুলতান মহম্মদ খাঁ বারকজী ব্যতীত অন্যেরা আত্ম রক্ষা চাহিলে পাইতে পারিবেন এবং যে কেহ আমারদিগের শরণাগত হইবেন তাহার প্রাণ রক্ষা পাইবেক, বিদ্রোহিতাচরণ জন্য দণ্ড হইবেক না, দ্বিতীয়তঃ শীকপক্ষীয় যোদ্ধাগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে স্বগৃহে গমনে ও বাস করণে প্রতিরোধিত হইবেক না ওতৎপক্ষীয় সরদারেরা আপন২ জায়গীর হইতে এককালীন বঞ্চিত হইবেক না, ভরণ পোষণার্থ উপযুক্ত বৃত্তি পাইবেন।

সের সিংহ কর্ত্তৃক লাহোরাক্রমণানুষ্ঠান।

গত বাসরীয় অতিরেক ইংলিসমেন পত্রে লাহোরীয় সংবাদ দাতার লিখিত ১৭ তারিখের যে পত্র প্রকাশ হয় আমরা তাহার অনুবাদ গ্রহণ করিলাম ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিবেন সেরসিংহ দিন২ সম্বর্দ্ধিত হইয়া আমারদিগের সেনাপতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন।

" আমি গত কল্য যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই সত্য হইল অর্থাৎ সের সিংহ আ-
" মারদিগের প্রধান সেনাপতির পার্শ্ববর্ত্তি হই-
" য়া গুজরাট দিয়া আপন দলের কিয়দংশ প্রায়
" ৫ সহস্র সৈন্য লাহোরাক্রমণে প্রেরণ করিয়াছেন, মান্যা ও সামান্যা স্ত্রী সকল ও বালক বালি-
" কা গণ দুর্গ মধ্যে রক্ষিত হইতেন আদিষ্টা হইয়াছে, এবং যুদ্ধের আর২ আয়োজন হইতেছে, রাবীনদীর ব্রিগেড হেডে ৬ টা তোপ সংস্থাপিত করা গিয়াছে, এবং ঘোড় দৌড়ের পথ ভঙ্গ করণার্থ বুরুজ মধ্যে কয়েক টা বৃহত্তোপ নীত হয়, জেনরল হুইস সাহেব শত্রুর দিগের পথ রোধার্থ স্বীয়াধীন তিন ব্রিগেড লইয়া রামনগর হইতে যাত্রা করিয়াছেন এবং ফিরোজপুর হইতে মহারাজ্ঞীর ৯৮ সংখ্যক সৈন্য দলের অবশিষ্টাংশ লাহোরে শীঘ্র আসিবার জন্য এক্সপ্রেস ডাকে পত্র পাঠান গিয়াছে, তাহারা কল্য প্রাতে আসিতেপারে।,,

"এখানকার দুর্গ রক্ষার্থ এইক্ষণে অল্প সৈন্য ও আছে যথা মহারাজ্ঞীর ৫৩ গণিত দলের ৩ কোম্পানি ও ৯৮ দলের ২ কোম্পানি, এতদ্দেশীয় ১৮। ৩৭। ৫০। ৭৩ গণিত পদাতিক পলটন, স্কিনর সাহেবের ইররেগুলর অশ্বারোহী, ১৭ গণিত পদাতিক দলের একাংশ, কর্ণেল কেম্পবেলের গোলন্দাজ ট্রুপ, কাপ্তান বার্সের অশ্বারোহী গোলন্দাজ, দুই কোম্পানি পদাতিক গোলন্দাজ একদল গোরা ও অপর সম্প্রদা এতদ্দেশীয়।,,

"গোবিন্দগড় দুর্গরক্ষকগণের প্রতি আদেশ হইয়াছে কোনরূপে তাহারা তাহা পরিত্যাগ না করে এবং ৪০ জন সৈন্য ও একজন সেনাপতির পরিবর্ত্তে দ্বাররক্ষার্থ ১০০ যোদ্ধা ও দুই জন দেশীয়সেনাপতি নিয়োগাদেশ হইয়াছে, ১৬ তারিখ দিবারাত্রি খালাসিরা অর্দ্ধচন্দ্রাকার বুরুজের তোপ সকলের জন্য গোলা বারুদ বহন করে, ৭ গণিত দেশীয় পদাতিকের ৩ কোম্পানি লইয়া যে সেনাপতি জলেন্দু হইতে গোবিন্দগড়ে অর্থ আনয়নার্থ নিযুক্ত হন তাঁহার প্রতি এক্সপ্রেস ডাকে অনুজ্ঞা পাঠান গিয়াছে তিনি অতি শীঘ্র দুর্গ প্রবেশ করেন।,,

"আপরাহ্নিকি বেলা ২ ঘণ্টা। হেডকোয়াটর্স এবং ৯৮ গোরা পলটনের ৩ কোম্পানি লাহোর হইতে ১২ ক্রোশ দূর ললিএনা নামক স্থান হইতে অতিবেগে এইক্ষণে এখানে আসিয়াছে।,,

হরকরা সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বোক্ত সমাচার গ্রহণ পূর্ব্বক লেখেন অদ্য প্রাতে আমরা যে সকল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে বিদিত করে ১৫ তারিখে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি স্বদলবল সহ লসরী নামক স্থানে অবস্থান করেন, শত্রুগণ কোথায় গেল তিনি তদনুসন্ধানেই আছেন, সিবিরমধ্যে শত্রুগণের গমনাগমনীয় পথের নানা জনরব শুনা যায় এবং এমত কথিত হয় তাহারদের এক দল উজিরাবাদে বা তন্নিকটবর্ত্তি স্থান হইয়া চন্দ্রভাগা নদী পার হয় ও অপর সম্প্রদা গুজরাটে আছে।

শুভ বিবাহ।

গত রবিবাসরীয় রজনীতে মলঙ্গা নিবাসি শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতার শ্রীমান পুত্রের শুভ বিবাহ হইয়াছে. এই বিবাহোপলক্ষে দত্ত মহাশয়েরা দশবারো দিবস পূর্ব্বাবধি তৈলপূর্ণ ঘড়া, উত্তম শাড়ী, রৌপ্য বলয়, সন্দেশ এলাচি লবঙ্গ হরিদ্রাদি নানা প্রকার সামগ্রী সামাজিক দিয়াছেন, ন্যূনাধিক পাঁচ ছয় শত লোকের বাটীতে ভারে২ এই সকল দ্রব্যাদি গিয়াছিল, ইহাতে গ্রাহক মহাশয়েরা দর্শনে হর্ষচিত্তে বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, মলঙ্গার দত্ত মহাশয়েরা বহু গোষ্ঠী, তাঁহারদিগের বাটীতে বিবাহাদি ব্যাপার প্রায় প্রতি বৎসর উপস্থিত হয়, ইহাতেও কখন কোন কর্ম্মে দান বিবেচনার ত্রুটি দেখা যায় নাই।

গ্রহণে দান।

গত শুক্রবারে এতদ্দেশে সূর্য্য গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুরা অনেকেই দান করিয়া থাকিবেন কিন্তু আমরা সকল স্থানের সমাচার প্রাপ্ত হই নাই, কেবল কলিকাতা নগরীয় দুই জন ধনির দানের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি অতএব পাঠক সমাজে তাহাই প্রকাশ করি।

বাবু প্রমথনাথ দেব মহাশয় এই গ্রহণকালে ন্যূনাধিক দুই সহস্র টাকার দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়াছেন, আমরা শুনিলাম পিত্তলের ঘড়া ৩০০, বেলী ৩০০, চল্লিশগজা তেহাতা হামাম থান ২৫ এবং অনেক তণ্ডুল ও তদুপকরণ ঘৃত লবণাদি, পারদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং দরিদ্র লোক সকলকে এই সকল দ্রব্যাদি বিতরণ করেন ইহাতে বাবু প্রমথনাথ দেব মহাশয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অল্প দিন হইল পামর কোম্পানির দেউলিয়া হৌসের এবং লক্ষ্মীছাড়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের জন্য প্রমথনাথ বাবুর ভাণ্ডার হইতে ন্যূনাধিক দ্বাদশ লক্ষ টাকা বাহির হইয়া গিয়াছে, ইহাতেও প্রমথনাথ বাবুর ধর্ম্ম কর্ম্মে দানের ত্রুটি নাই অতএব এবিষয়ে কে না প্রশংসা করিবেন।

কলিকাতা নগরীয় সম্ভ্রান্ত বংশ্য বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় যিনি অদ্যাপিও পিতৃ কনিষ্ঠ আনন্দনারায়ণ ঘোষ বাবুর স্থানে আপন বিষয় তাবৎ প্রাপ্ত হয়েন নাই, এবং যাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের অধিক বলা যায় না তাঁহার দানের হস্তের বর্ণন করিতে আমারদিগকে আশ্চর্য্য আশ্র করে, গত গ্রহণে খেলচ্চন্দ্র বাবু প্রায় চারি সহস্র টাকার দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ শ্রুত হইল, বনাত, ১২ থান, গেলাপ ২০০, যোড় ৩০০, পিত্তলের ঘড়া ২০০, গাড়ু ২৫০, থালা ৪০০, ঘটী ৩০০, উত্তম স্বর্ণ ২০ ভরি, টাকা ৫০১, তণ্ডুল ২০০ মোন, দাইল ১০ মোন, ঘৃত ৪ মোন, চিনি ৪ মোন, সন্দেশ ১০ মোন, লবণ ২ মোন।

বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষ বয়সে নবীন কিন্তু ধর্ম্মার্থ দানে প্রবীন হিন্দুগণকেও ভীত করিতেছেন, প্রাচীন হিন্দুরা অনেকেই কহেন হিন্দু কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত বালকেরা হিন্দু ধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান করে না, অতএব আমরা এই উত্তম দৃষ্টান্ত দর্শাইতে শক্ত হইলাম বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষ হিন্দু কালেজে শিক্ষা করিয়া ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, তথাপি স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ভঙ্গ হয় নাই, এবং ভরসা করি ৺প্রাপ্ত বাবু রামলোচন ঘোষ মহাশয় যে অসীম ঐশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছিলেন উপযুক্ত পৌত্র বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষ হইতেই সেই ধন পুণ্য কর্ম্মে সংযুক্ত হইবে, ইহার পরে খেলচ্চন্দ্র বাবু দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এবং অন্যান্য সৎকর্ম্মের সাহায্যেতে ও বিশেষরূপে মনোযোগ করিতে পারেন।

এইক্ষণে ইংরেজ সম্পাদকেরা দেখুন এই এক গ্রহণোপলক্ষে হিন্দুজাতীয় দুইজন ধনী কত ব্যয় করিলেন এই প্রকার দানেতেই হিন্দুদিগের অধিক ধনযায়, খ্রীষ্টীয়ান গণের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ নাই, বালক বালিকা দিগের বিবাহোপলক্ষেও দান নাই, অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশী, সংক্রান্তি, চন্দ্র গ্রহণ সূর্য্যগ্রহণাদি পুণ্যকালে প্রায় প্রতি দিন হিন্দুদিগের দান, ইংরেজেরা এসকল মানেন না, কেবল বিবির কাপড়, সাহেবের আহার, পুত্র কন্যাকেও ভরণ পোষণ করেন না তথাপি ইংরেজেরা উদ্যম দানশীল হিন্দুগণকে দানকুণ্ঠ বলেন।

পাটনা হইতে আগত পত্রের শেষাংশ।

এখানকার কালেকটরিখাজাঞ্চীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, নূতন খাজাঞ্চী বন্দোবস্ত সমাপন হয় নাই, এখানে কালেকটর সাহেব উপস্থিত না থাকা প্রযুক্ত ধবস্থবে আছে, এখানকার জজ্জ সাহেব অতি সুবিচারক ও উপযুক্ত মর্য্যাদক, ইহাতে এসহরের তাবৎ ভদ্রলোক তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা আনুরক্ত্য ও স্নেহপ্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু তন্নিম্নস্থ কতিপয় বিচারক গণের নানা প্রকার উৎপাতে তথা অকত্তব্যাদি ব্যবহারে পরিতাপিত আছেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি এতন্নগরীয় সুপ্রিমকোর্টের আফিসিএল এসাইনি মাং গার্ড্ডেন সাহেব গত বুধবার বিকালে ওলাউঠা রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, মৃত সাহেব সদ্গুণে সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়াছিলেন অতএব তদ্বিয়োগে অনেকে রোদন করিবেন, আরো শ্রুত হইল গত বৃহস্পতিবারে শ্রীযুত কাকরেণ সাহেব এসাইনি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বাই টেলিগ্রাফ পত্রে বিদিত হইল তদ্রাজ্যস্থ গবর্ণর লার্ড ফকল্যাণ্ড সাহেব মাং উইলরি সাহেবের নিকেতন হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমতকালে শ্রীযুতের শকট যোযিত অশ্ব অতি বেগে ধাবমান হইয়া এক প্রাচীরোপরি উপস্থিত হয়, এই দুর্ঘটনায় সাহেব শকট সইতে ভূমিতলে পতিত হইয়া আঘাত পাইয়াছেন, এবং শ্রীমতী লেডীও সঙ্গে ছিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁহার শরীরে আঘাত লাগে নাই।

আমরা সম্পূর্ণ সন্তোষচিত্তে প্রকাশ করিতেছি ডেপুটি গবর্ণর শ্রীযুত মেডাক সাহেব এবং বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুক্ত বেথুন সাহেব হুগলি কালেজের পাঠার্থিগণের পরীক্ষার পারিতোষিক প্রদানীয় সভাতে দেশীয় ভাষার অনুশীলনার্থ অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুর এদেশ হইতে গমনকালে আমারদিগকে কেবল কথায় সন্তুষ্ট করিলেন, যখন তাঁহার শক্তি ছিল তখন উদ্যোগ করিলে কার্য্যে দেখাইতে পারিতেন, কিন্তু বিদ্যাধ্যাপনীয় সভাপতির সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে অতএব অধ্যক্ষবর বাক্যে যাদৃশ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন কার্য্যেও তাদৃশ অনুরাগ দেখাইতে পারেন ইহাতেই আমরা ভরসা করি তাঁহার কথা কেবল কথার কথা হইবেক না, দেশভাষার উন্নতিপক্ষে দিন২ অধিক অনুরাগ দেখাইবেন এতাদৃশ মহল্লোকেরা যখন দেশীয় ভাষার বাধ্যতা প্রকাশ করিতেছেন তখন আমরা অবশ্য সুখী হইতে পারিব এই কারণ প্রস্তাব সমাপন কালে কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সংপ্রক্রিয়াঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্বৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালৌকিকরক্রিয়াঃ সম্প্রতিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ শ্বাস্বগুণ সুদৌজ্জ্বলকরৈর্দোষান্ধকারেজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসম্ভ্রম রূপেপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৮০ সংখ্যা। ১০ বাল্যম ইং ১৮৪৯ সাল ২ মার্চ। দানীশাব্দ ১৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২০ ফাল্গুন শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধ মুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধু দেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধু দেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অম্বোজ্জিত অর্থাৎ আনগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল্ল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালেরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং করজ্জ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকশ দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co

লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।

৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যেসকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

ADVERTISEMENT.

Pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, bearing date the thirteenth day of July last made in a Cause Nundocoomeer Dutt against Muttylall Seal, the Executor of Collypersaud Sain deceased, who died in the month of January, One thousand eight hundred and forty seven, the Creditors of the late firm of Collypersaud Sain and Company, are on or before the Fifth day of March next, to come in and prove their debts before William Macpherson Esquire, the Acting Master of the said Court at his Office in the Court House or in default thereof they will be peremptorily excluded the benefit of the said Decree.

W. MACPHERSON,
Acting Master.
Higgins, Denman & Abbott
Complainants Attos.

Calcutta:
Master's Office.
5th February, 1849.

বিজ্ঞাপন।

নন্দকুমার দত্ত বাদী, এবং ইংরাজী ১৮৪৭ আঠার শত সাতচল্লিশ সালের জানুআরি মাসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ৺ কালীপ্রসাদ সেনের একজিকিউটর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল প্রতিবাদী, এতদ্বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক প্রসিদ্ধ বিচারালয়ে গত জুলাই মাসের ১৩ তারিখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে বিচারকর্ত্তারা যে চূড়ান্তানুমতি করেন তদনুসারে এতদ্দ্বারা উক্ত মৃত কালীপ্রসাদ সেন এণ্ড কোম্পানি নামাভিধেয় বাণিজ্যালয়ের পাওনাদারদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক আদালতের একটিং মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফর্সন স্কোয়ার সাহেবের সমীপে কোর্ট হৌসে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আগামি ৫ মার্চ তারিখে অথবা তৎকালের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া আপনারদিগের নিশ্চিত পাওনা সপ্রমাণ করেন ইহার অতিক্রম করিলে কথিত চূড়ান্ত অনুমতির ক্ষমতানুসারে আপনারদিগের পাওনা হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

উইলিয়ম মেকফর্সন।
একটিং মাষ্টর।
হিগিন্স, ডেনমেন এণ্ড এবট।
বাদি পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
মাষ্টরআফিস।
৫ ফেব্রুআরী ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

আমারদিগের বড়দর্থি সেনাপতি যে কি মন্ত্রণাই করিতেছেন তাহার কিছুই প্রকাশ পায় না, আমরা প্রজা, রাজার মঙ্গলে মঙ্গলেচ্ছা করি প্রধান সেনাপতি মহাশয় যাহা স্বহস্তে লেখেন পরে তাহার বিপরীত সমাচার প্রকাশ পায়, ইহাতে আমরা দিন২ চিন্তাজ্বরে ক্ষীণ হইতেছি, শীক জাতিরা যখন ধনেজনে পরিপূর্ণ স্বাধীন ছিলেন সেই কালেতেও এই সেনাপতি সাহেব তিন মাসের মধ্যে শীকদিগের গর্ব্ব ভঙ্গ করিয়া বৃটিস জাতির জয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন এইক্ষণে শীকেরদের ছিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন২ স্থলে একং বার দেখা দেয় ইহাতেও লার্ড গফ সাহেব শীক সৈন্যের মস্তক সকল কেন হস্তে করিতে পারেন না, এক বৎসর হইতে গেল যুদ্ধ মাত্তিয়াছেন ইহাতে ও শত্রু পক্ষের শঙ্কা মাত্র হইল না, আর কতকাল এই লেঠায় আবদ্ধ থাকিবেন এইক্ষণে অনেকে বোধ করেন সোবরাঁও স্থানীয় যুদ্ধস্থলে জয় লাভ কেবল হাডিঞ্জ বাহাদুরের কৌশল বলে হইয়াছিল, গফ সাহেবের সাহসে হয় নাই, তবে অদৃষ্ট ভাল বিলাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৃত্তিভোগ করিতেছেন, বৃত্তিভোগ করুন ইহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি, কিন্তু রণস্থলের সমাচারে আমারদিগের উদ্বেগ হয় ইহা নিবারণের উপায় কি।

প্রধান সেনাপতি মহাশয় লিখিয়াছিলেন, শীকেরা সম্পূর্ণ প্রকারে পরাজিত হইয়াছে, তাহারদিগের যত সৈন্য নিহত করিয়াছেন সোবরাঁও স্থানীয় যুদ্ধস্থল ব্যতীত এত সৈন্য বিনাশ কোন যুদ্ধে দেখেন নাই, তাহাতেই আমরা চিন্তাহীন হইয়া ভাবিয়া ছিলাম লার্ড গফ সাহেব শীকেরদের শেষ করিলেন কিন্তু তৎপরে সমাচার আসিল শীকেরা আমারদিগের তোপ এবং পতাকা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন, এবং রাজা সের সিংহ তাঁহার পিতার নিকট লিখিয়াছেন উপস্থিত সমরে বৃটিস জাতিকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়াছেন, সের সিংহের পত্রের অনুপত্র আমারদিগের যন্ত্রাগারে প্রস্তুত হয় নাই, গবর্ণমেন্টের ডাকযোগে আসিয়া গবর্ণমেন্টের জাতির ছাপা যন্ত্রে প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেই আমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছি অনন্তর প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের সিবির হইতেই পত্র আসিল সেরসিংহ আমারদিগের সিবির বেষ্টন করিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যেরা সমর সাজে সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধ যাচ্ঞা করিয়াছে, প্রধান সেনাপতি মহাশয় আমারদিগের সৈন্যগণকে যুদ্ধানুজ্ঞা করিলেন না, আত্ম পক্ষের প্রাণ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমরা পূর্ব্বে ও শুনিয়াছি এইক্ষণেও সেনাপতিগণের পত্রাভাসে বুঝিতেছি শীক সেনাপতিরা জীব হত্যা করিতে চাহেন না, এই কারণ দয়ালু স্বভাবে বৃটিস পক্ষীয় সিবিরে গোলাক্ষেপ না করিয়া সাহস দেখাইয়া লাহোর মুখে গমন করিলেন, আমারদিগের সেনাপতিরা লিখিয়াছিলেন সেরসিংহ যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হইয়া দেখা দিলেন অথচ কোথায় গেলেন জানা যায় নাই, এদিগে সেরসিংহ নির্ভয়ে লাহোর লইতে আসিয়াছেন গফ সাহেব অনেক পরে তাহা জানিয়া স্বনিত্যস্বয়ে চপেটপ্রহার করিলেন, এবং লাহোরের আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণকে দুর্গ মধ্যে রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছেন ইহাতে ইংরেজ দিগের বালক বালিকা এবং স্ত্রীলোকেরা দুর্গ প্রবেশ করিবেন কিন্তু লাহোরীয় শীক জাতীয় স্ত্রীলোক বালক কেহ দুর্গে যাইবেন না, তাঁহারা পলায়নপর বৃটিস পক্ষীয় লোক সকলকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি দ্বারা আঘাত করিতে চাহিবেন, তাঁহারদিগের মধ্যে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, যে দেশের স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকাদি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্রধারণকরেন সে দেশ কি অনায়াসে অন্য রাজার হস্তগত হইতে পারে, বৃটিস জাতিরা কি আপনারদিগের ইতিহাসের মধ্যে তাহা দেখেন নাই, আমারদিগের ইতিহাসেতেও স্পষ্ট লিখিত আছে মহিষাসুর দেবগণকে পরাজয় করিয়াছিল তাহাতে দশভুজা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক মহিষাসুরকে বিনষ্ট করেন, এবং চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভনিশুম্ভাদিকে কালী সংহার করিয়াছিলেন, লাহোরীয় সমরে রাজা রণজিৎ সিংহের শেষ স্ত্রী রাণী চন্দাবতী হইতেই আমারদিগের অপমান ও কষ্ট হইতেছে, যদি বঙ্গের রাজা রণজিৎ সিংহের স্ত্রীকে হরণ করিয়া আনিয়া কাশীতে প্রহরি বেষ্টনে রাখিয়াছেন তথাপি ঐ স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমের হানি করিয়া বৃটিসপক্ষের অসংখ্য সেনা, সেনাপতির প্রাণদণ্ড হইল ইহাও বিবেচনা করিবেন, মুলতান পাইয়াছেন, মূলরাজকে ধৃত করিয়াছেন, ইহা সত্য বটে কিন্তু অদ্যাপিও সমর শেষ হয় নাই, বরং শত্রু পক্ষের প্রবলতাই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতে আমরা কি বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইব, পরাক্রান্তদিগের পরাক্রমের খর্ব্বতা দেখিলেই ভয় এবং দুঃখ হয়, আমরা পরাক্রান্ত রাজার অধিকারে আছি এই হেতুক নির্ভয় ছিলাম অতএব শ্রীযুত লার্ড গফ সাহেব সেইরূপ কোন চিহ্ন প্রকাশ করুন যাহাতে আমরা নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে পারি।

জেনরেল হুইসের যশোবর্ণন।

সময়গুণে মনুষ্যের যশ অপযশ বৃদ্ধি পায়, জেনরল হুইস সাহেব মুলতান দুর্গাধিকার করণ প্রথমত বিলম্ব করিয়াছিলেন তাহাতে কত না অখ্যাতি হইয়াছিল তৎকালে শত্রু পক্ষের লাবণ্য কেহ বিবেচনা করেননাই কিন্তু এইক্ষণে তাহার সে কুদিন ঘুচিয়াছে এজন্য বিনা প্রাণিহানিতে ঐ কঠিন দুর্গাধিকারে সুখ্যাতি হইতেছে, মুলতানাধিকারে মুলরাজ তাঁহার হস্তে আপন দেহ গেহ পরিজনগণ সমর্পণ করিয়াছেন, ইহাতে জেনরেল হুইস প্রশংসাপাত্র হইলেন, এবং দিল্লী গেজেট পত্রে লেখে জেনরল হুইস যদি সম্প্রতি রামনগরে উপস্থিত না থাকিতেন তবে শীক সৈন্যেরা ১৭ তারিখে প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ না হইয়া প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিত, হুইস সাহেব সতর্কতা পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ইহাতেই উক্ত বিপদ বারণ হইয়াছে, যোগ্য সেনাপতি উপযুক্ত প্রশংসাভাজন হয়েন ইহা আহ্লাদের বিষয়, অতএব আমরা পূর্ব্বেই তাঁহার প্রশংসা লিখিয়াছি।

সাংগ্রামিক বিবরণ।

মুলতান দুর্গ ও নগর বৃটিস হস্তগত হইয়াছে এইক্ষণে তদঞ্চলে আর অধিক উৎপাত হইবার আকার নাই, বিশেষত সতর্কতা জন্য মূলরাজকে উক্ত স্থান হইতে আমারদিগের সৈন্য সহ লাহোরাঞ্চলে আনা যাইতেছে, কিন্তু ইহাতেও এপর্য্যন্ত তৎ প্রদেশে বিদ্রোহিতানল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ হয় নাই, মূলরাজের কর্ম্মচারিগণ আপনারদিগের অধীন দুর্গ সকল পরিত্যাগ করেন নাই, কথিত হয় মোকিমচন্দ্র নামক এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ ডিরাগাজীখাঁ নামক স্থানের পশ্চিম দিগস্থ হরস্থ নামক কঠিন গড় রক্ষা করিতেছেন, তদধিকার করণার্থ ইঞ্জিনিয়র সম্পর্কীয় লেপ্তেনেন্ত ইয়ং সাহেব মেজর এডওয়ার্ড সাহেবের কতক গুলিন ইর্‌রেগুলর সৈন্য ও দুইটা তোপসহিত প্রেরিত হইয়াছেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল তত্রস্থ লক্ষ্মীগড়ী নামক আর এক দুর্গ বৃটিস সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়, অবগতি হইল লেপ্তেনেন্ত টেলর সাহেব অনায়াসে তাহা অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু তথায় এডওয়ার্ড ও কোর্টলেণ্ড সাহেবদিগের প্রায় ৫০০০ সহস্র সৈন্য লইয়া আমারদিগের কয়েকজন সেনাপতিকে অবস্থান করিতে হইয়াছে, অভিপ্রায় এই যে দোস্ত মহম্মদ খাঁর প্রেরিত আফগান যোদ্ধাদিগের গতি প্রতিরোধ করা যায়, ব্যক্ত এইরূপ ছত্রসিংহ সন্ধিবারা টেঙ্গ ইন্দাজ প্রদেশ কাবোলাধিপতিকে প্রদান করেন, ইহাতেই তিনি তদধিকার করণার্থ বন্নু প্রদেশ দিয়া কতক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা যদিচ এতদ্বারার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা করিতে পারিনা তথাপি অসম্ভব বলিয়াও হেয় করা যায় না, যাহা হউক, লক্ষ্মীগড়ীতে বৃটিস পক্ষীয় সৈন্য সংস্থাপন সাবধানতার কর্ম্ম হইয়াছে, বৃটিস রাজপুরুষেরা প্রথমানুষ্ঠানে যদি এতাদৃশ সুতর্ক হইতেন তবে এত উৎপাত ঘটনা হইত না তথাপি বিলম্বেও যে চৈতন্য জন্মিয়াছে ইহাও মঙ্গলজনক, শত্রুকে দুর্ব্বল জ্ঞান করিয়া অসাবধান থাকিতে নীতিশাস্ত্র নিষেধ লিখিয়াছেন, তবে আহ্লাদের বিষয় এই যে রাজপুরুষগণ এইক্ষণে পূর্ব্ব ত্রুটি সংশোধন করিতেছেন, বোম্বাইস্থ বৃটিস ইঞ্জিনিয়র স্কট সাহেব মুলতানীয় ভগ্নদুর্গের পুনঃসংস্কার করাইতেছেন, এবং স্থানে২ তোপ রক্ষিত হইতেছে, মূলরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় শ্যামসিংহ ও রাম সিংহ প্রহরী বেষ্টিত আছেন এবং কথিত হয় তাঁহার তিন মাতা ও অপর পরিজনগণকে দুর্গ হইতে নগরাভ্যন্তরে রাখা যাইবেক, মেজর এডওয়ার্ড সাহেব উক্ত দেশের দেওয়ানী কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সিন্ধু রাজ্যাগত লেপ্তেনেন্ত জেমস তাঁহার সহকারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পাঠকগণের বিদিতার্থ পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে মুলতান নগরে লুঠ নিবারণ জন্য সেনাপতিরা তন্নিবাসিগণের নিকট ২০ লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন কিন্তু তথাকার প্রধান বণিকেরা এপর্য্যন্ত ইহাতে সম্মত হন নাই এবং এই জন্য স্ব২ গৃহেতেও প্রবেশ করেন নাই, দিল্লী গেজেট পত্রের কোন পত্রপ্রেরক লেখেন উক্ত দুর্গমধ্যে ক্রমে অনেক দ্রব্যাদি প্রকাশ হইতেছে, এবং মূলরাজকে সম্মানপূর্ব্বক রাখা গিয়াছে কিন্তু তাঁহার নারায়ণসিংহ যিনি চিমোষ্ট দুর্গ মধ্যে জেনরল হুইস দ্বারা ধৃত হন তিনি স্বকীয় কুব্যবহারে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছেন।

ইংরাজি পত্রে বিদিত হইল মূলরাজের বালিশের মধ্যে বহুমূল্য রত্নাদি এবং দোস্ত মহম্মদের স্বাক্ষরিত এক লিপী দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে উক্ত আমীর মূলরাজকে সাহায্য প্রদানে অঙ্গীকার করেন এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দেন, মূলরাজের এক বিশ্বস্থ ভৃত্য বৃটিস পক্ষীয় সিবির হইতে পলায়ন করিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করিতে এই সকলের অনুসন্ধান হয়, সে লোক ধৃত হইয়াছে।

মুলতান হইতে প্রেরিত দ্বিতীয় সৈন্য সম্প্রদার সহিত বৃহৎ তোপ এবং অনেক দ্রব্যাদি থাকায় তৎসংক্রান্ত কোন সেনাপতি লেখেন তৃতীয় সম্প্রদা আমারদিগের অগ্রবর্ত্তি হইলেও হইতে পারে এবং অন্য লেখেন গ্রীষ্মানুভব হইতে আরম্ভ হইয়াছে এজন্য গমনাগমনে কিঞ্চিৎ কষ্ট হইতেছে।

ইংলিসমেন পত্রানুসারে আমরা গত ভাস্করে লিখিয়াছিলাম সের সিংহ লাহোরাক্রমণার্থ ধাবমান হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরে ১৭ তারিখ পর্য্যন্তের সম্বাদ প্রাপ্ত হইলাম তাহাতে বিশেষ

জানা গেলনা সেরসিংহ কি করিতেছেন, তবে এক মাত্র লেখে তিনি স্বীয়দল বল সহিত জন্মভূমি গুজরাটে গড়খাই আদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন, প্রধান সেনাপতি মহাশয় ১৮ তারিখে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারেন, ইংলিসমেনের লাহোরীয় সংবাদ দাতা লেখেন আমারদিগের মহারথির অধীন সৈন্য মধ্যে ১০ পলটন গোরা পদাতিক এবং ৩ পলটন গোরা অশ্বারোহী ও ১২০ টা তোপ আছে, এবং মুলতান হইতে আগত কতক সৈন্য তাঁহার সহিত সমবেত হইয়াছে অতএব এমত সম্বর্দ্ধিত সৈন্য দ্বারাও তিনি যদি বিপক্ষকে পরাভব করিতে না পারেন তবে তাঁহার কার্য্যে শত্রুরা কখন দমন হইবেক না, ভারতবর্ষে বিটিস পক্ষীয় কোন সেনাপতি রণক্ষেত্রে এত অধিক সৈন্যের অধ্যক্ষতা করেন নাই এই জন্য জয়ের বিলম্বে অপযশ হইতেছে প্রধান মহাশয় কি রূপে এ কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইবেন, শত্রুরা আমারদিগের সকল ভেদ জানিতেছেন কিন্তু আমরা তাঁহারদিগের কোন কথাই জানিতে পারি না, ইহা কি সামান্য দুঃখ ও লজ্জাকর বিষয়, সেরসিংহ ৬০ সহস্র যোদ্ধা ও তদুপযুক্ত অন্য কর্ম্ম চারি গণকে এক স্থান হইতে অনায়াসে অন্যত্র পুনঃ২ প্রেরণ করিতেছেন কিন্তু তিনি কখন কোথায় সৈন্য পাঠান ইহা জানা যায় না, এতদপেক্ষা তাঁহার রণ কৌশলের আর কি পাণ্ডিত্য চাই, ব্যক্তহয় তদধীন পৃথ্বী সিংহ ৭।৮ সহস্র সৈন্য ও ৭ টা কামান লইয়া উজিরাবাদের পরপারে আছেন।

আমারদিগের প্রধানমহাশয় ১৬ তারিখে শাদ্দূলপুর নামক স্থানে অবস্থিত হন, এবং শত্রুরা লাহোরাক্রমণ করিবেন এই বিবেচনায় হুইস সাহেব পথ রোধার্থে নিযুক্ত হইয়াছেন, তদধীন ব্রিগেডিয়র মার্কহেম সাহেব রামনগর হইতে চন্দ্রভাগা নদীর বামপার্শ দিয়া উজিরাবাদের অর্দ্ধ পথে থাকিতে আদেশ পাইয়াছেন, কর্ণেল ব্রাইলী সাহেব কতক সৈন্য লইয়া উজিরাবাদ রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি এমত অনুজ্ঞা আছে বিপক্ষপক্ষকে প্রবল বুঝিলে তিনি মার্কহেম সাহেবের সহিত সংযুক্ত হইবেন, মুলতান হইতে আগত দ্বিতীয় সৈন্য সম্প্রদায় ব্রিগেডিয়র হার্বির অধীনে ১৬ তারিখে রামনগরে আগমন করে ইহারদিগের সহিত বৃহৎ তোপ সকল আছে, কথিত হয় ১৮। ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত ব্রিগেডিয়র ডণ্ডস সাহেব তৃতীয় সম্প্রদায় সহ তথায় উপস্থিত হইতে পারিবেন, ব্রিগেডিয়র হুইলর গুজরানওয়ালা হইতে লাহোরদেশীয় পঞ্জর রক্ষণ করিতেছেন।

ইংরাজী সমাচারপত্র সম্পাদকেরা লিখিতেছেন সেরসিংহের অধীন সৈন্যেরা বেতন পায় নাই এজন্য উক্ত সরদারকে অধিক উত্যক্ত করে, ইহাতেই তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিয়াছেন লাহোর হস্তগত করিতে পারিলে যথেষ্ট অর্থ পাইবেন, এই প্রত্যাশা দিয়া তাঁহার যোদ্ধাগণকে রসূল হইতে স্থানান্তর করেন, এবং বোধ করিয়া থাকিবেন ব্রিটিস পক্ষীয় সৈন্যগণের অধিকাংশ রঙ্গভূমিতে আছেন অতএব এসময়ে অনায়াসে লাহোরাধিকৃত করিতে পারিবেন, কিন্তু তিনি সমুদায় সৈন্য সহিত লাহোরাঞ্চলে আসিলে লাহোরস্থিত ব্রিটিস সৈন্যদ্বারা সম্মুখে এবং প্রধান মহাশয়ের দ্বারা পশ্চদ্ভাগে ও জেনরল হুইস এবং ব্রিগেডিয়র হুইলর সাহেব কর্ত্তৃক পার্শ্ব দ্বয়ে আক্রান্ত হইয়া একেবারে পরাজিত হইবেন, ফলত আমরা এসকল আনুমানিক বাক্যে সুখী হইতে পারিনা, বিশেষতঃ সেরসিংহ যদ্রূপ যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে তিনি আত্মরক্ষার পথ অবশ্যই দেখিবেন, এবং কার্য্যেও তাহাই বিদিত হইল, তিনি লাহোরাঞ্চলে আইসেন নাই এবং তাঁহার অর্থের অভাবহইয়াছে কিনা তাহাও নিশ্চিত বলা যায়না, ইহার পূর্ব্বে কত বার এই রূপ লেখা হইয়াছে তথাচ একাল পর্য্যন্ত এত সম্বর্দ্ধিত সৈন্য প্রতিপালন করিতেছেন, পঞ্জাবীয় যুদ্ধে আমারদিগের রাজকোষ হইতে প্রতি দিন প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইতেছে, রাজপুরুষেরা অকারণ লাহোরে বিপুলার্থ ব্যয়ে কি লভ্য করিবেন ইহা বলিতে পারি না।

সমাচার পত্রে লেখে সেরসিংহ মেজর লরেন্স সাহেবকে এক সপ্তাহ জন্য অব্যাহতি দিয়া দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি লাহোরে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথা হইতে ত্বরায় গবরণর জেনরল বাহাদুরের নিকট আসিবেন, এই সন্ধির নিয়মাদি ব্যক্ত হয় নাই, উক্ত সাহেব কহেন ছত্রসিংহ এবং সেরসিংহ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেন, ফলত তাঁহার দৈহিক কোন ক্লেশ নাই, কার্য্য গতিকে তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগত না হইতে পারিলে সের সিংহ তাঁহাকে কিঞ্চিদ্বিলম্বে যাইতে বলিয়াছেন।

কোর্ট আফ ডাইরেকটর্সের দান।

ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্র পাঠে আমরা পরমাহ্লাদ যুক্ত হইলাম কোর্ট আফ ডাইরেকটর্সের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বেদের ইংরাজী অনুবাদ করণার্থ ডাক্তর উইলসন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া ৮০০০ টাকা ব্যয়প্রদানে সম্মতহইয়াছেন, এবং জরমেন দেশীয় কোন বিদ্বানস্থ্যাকে এতদ্বিষয়ে এডিটর নিযুক্ত করিয়াছেন।

গবরণর জেনরল বাহাদুরের সুম ভব হারি আমারদিগের বন্ধু লেখেন " শ্রীযুত হেরি স্মিথ সাহেব কলিকাতা নগরে ত্বরায় আসিবেন।"

আমারদিগের কোন বন্ধু বলেন শ্রীযুত মেডক সাহেব স্বদেশ গমনের পূর্ব্বে এতন্নগরীয় সম্ভ্রান্তলোক মাত্রকে এক সাধারণ দরবারে গ্রহণ করিবেন।

পারিতোষিক প্রদান।

গত মঙ্গলবারে গবরণমেণ্টের কৃষ্ণনগরীয় কালেজের ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান হইয়াছে, তৎকালীন উক্ত বিদ্যা মন্দিরে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুত বেথুন সাহেব প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও এতদ্দেশীয় মান্যবর শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষবাহাদুরাদি মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন, জ্ঞাত হইল শ্রীযুত বেথুন সাহেব সভা মধ্যে মনোহর বক্তৃতা দ্বারা ছাত্রগণকে উৎসাহান্বিত ও তাবৎকে আমোদিত করিয়াছেন, এই শ্রীযুতের কলিকাতায় আগমনের পূর্ব্বে বিলাত বাসি আমারদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছিলেন বেথুন সাহেব সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার পরম বন্ধু, ইনি ভারতবর্ষে যাইতেছেন, ইঁহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকেরদের বিদ্যা বৃদ্ধির সদুপায় হইবে, এইক্ষণে শ্রীযুতের মৌখিক ব্যবহারে সেই লিখন সপ্রমাণ হইতেছে ইহার পরে যখন কার্য্যে করিবেন তখন আমরা ধন্যধ্বনি করিব।

কলিকাতা নগরে সিঁদ।

বোধ হয় নগরীয়উত্তরভাগেরউপযুক্তডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এসকল জানিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার অধীন চৌকীদারগণকে অবশ্য সাবধান করিতেন, মাঘমাসের মধ্য সময়ে কালীপ্রসাদ দত্তের বাগানে এক রাত্রিতে রূপচাঁদ দত্তের ঘরে এক সিঁদ, লক্ষ্মীমণি সেকরাণীর ঘরে এক সিঁদ, দেবনাথ ঘোষের ঘরে এক সিঁদ, মথুর সরকারের ঘরে দুই সিঁদ, এবং রাজার বাগানে পালিতের পুষ্করিণীর ধারে রাসমণি বাগদিনীর ঘরে এক সিঁদ হয়।

ফালগুন মাসে পনরায় ঐ রূপচাঁদ দত্তের ঘরে ২ সিঁদ দিয়া তাহার তাঁত ইত্যাদি লইয়াগিয়াছে, এবং ঐ রাত্রিতে উক্ত দত্তের প্রতিবাসি কাশী নন্দির গৃহের বেড়া হইতে চৌকাট কপাট কাটিয়া লইয়া যায়, অতএব চৌকীদারদিগের দোষে বুঝি পুনরায় আমারদিগকে নগরীয় সিঁদেরসমাচারানুসন্ধান করিতে হইল।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রান্ত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্যবস্থান গত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সম্প্রতি নবাবরৈশ্বানতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণ ঘেতোজ্জ্বলকরেদোষান্ধকারোদ্ধতঃ।
নানা দেশ বিনাসএষ বিলসন্ রুবর্ণোপরে গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জ্বলতে ভাস্করঃ।

৫৮১ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৬ মার্চ। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২৪ ফালগুন মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রাতিশুক্র বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চূণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনস্থ অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস্ দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস্ দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহরদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

২২৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৯ ফেব্রুআরি।

ভবানীগঞ্জের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হরমোহন মৈত্রী জিলা রাজশাহীর বগুড়ার মুন্সেফ হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ৯ ফেব্রুআরি।

জিলা যশোহরের কালুপোলের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র বাঁড়ুয্যা বর্ত্তমান মাসের ২১ তারিখ অবধি দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৬ ফেব্রুআরি।

পাতিয়ার মুন্সেফ শ্রীযুত এল ডবলিউ হচিনসন সাহেবকে বর্ত্তমান মাসের ২ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহা রহিত হইল।

৯ ফেব্রুআরি।

রাজশাহীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টান্ট শ্রীযুত জেমস ওয়াটসন সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাস এবং স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে ইংলণ্ডে গমনার্থে বারো মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরণর বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের একটিং প্রধান আসিষ্টান্ট শ্রীযুত জে সি টুটর সাহেব গত মাসের ১৫ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১০ ফেব্রুআরি।

মেদিনীপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ টি রেক্স সাহেব গত মাসের ৯ তারিখে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত বর্ত্তমান মাসের ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৩ ফেব্রুআরি।

শাহাবাদের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ ব্রুনলো সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৩ তারিখে আপনার সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সৈয়দ মনোবর আলীর স্থানে পুনগ্রহণ করেন।

ত্রিপুরার সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত টি ব ন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখে আপনার সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত কাজী মহম্মদ আলীর স্থানে পুনগ্রহণ করেন।

শ্রীযুত এফ এ লশিংটন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে জিলা চব্বিশপরগণার একসেকুটিব আফিসরের ও খালের মাসূলের কালেকটরী কর্ম্ম শ্রীযুত সি এস বেলাই সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত জে আর কলবিন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৮ তারিখে সদর আদালতের একটিং জজী কর্ম্মে উপবিষ্ট হন।

জে পি গ্রাণ্ট।
বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

১৯ নম্বর।

মুরশিদাবাদের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি রাজশাহীর কালেক্টর সাহেবের ১৮৪৭ সালের ১৬ আপ্রিল তারিখের ২৯ নম্বরী পত্রের চুম্বক।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৩ দফা। এই স্থলে সরকারের কোন ক্ষতি হয় নাই কিন্তু আমার বোধ হয় যে জমীদারী পৃথক২ করার কারণ এই যে আমীনেরদের প্রায় কোন ক্ষমতা নাই এবং সকল রাজস্বের কর্ম্মকারকের এইমত বোধ আছে যে জমীদারীর অংশাংশ করণেতে সরকারের কোন উপকার নাই এই প্রযুক্ত বাঁটওয়ারা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য বরং অসাধ্য কহা যাইতে পারে।

৩১ দফা। পরিশেষে লিখি বাঁটওয়ারার আমীন যে বেতন পাইয়া থাকেন তাহা এই মোকদ্দমার দ্বারা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে অতএব আমার এই প্রার্থনা যে বাঁটওয়ারার আমীনের নিবপ্রিত মেহনতানা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা দেশের মমাধার্য্য না হওয়া জিলাতে জমীদার ও রাইয়তের এবং জমীদার ও সরকারের মধ্যে জমার বন্দোবস্ত করণের খরচের সঙ্গে ঐক্য কর যায়। যে আমীন ভূমি জরিপ করেন ও দখীলকারের নাম এবং সর্ব্বাপেক্ষা যে উত্তম ফসল তাহাতে জন্মিতে পারে তাহা লেখেন সেই আমীনকে মাসে ২০ টাকা নিশ্চিত মাহিয়ানা দেওয়া যায়। যে কর্ম্মকারক আমীনের কার্য্যের যথার্থতার তজবীজ করেন এবং ভূমির যথার্থ খাজানা নির্ণয় করেন তিনি ২৫০ টাকা অবধি ৩৫০ টাকা পর্য্যন্ত মাসে বেতন পান এবং তাঁহার সিরিস্তাতে মাসে ১০০ টাকা করিয়া দেওয়া যায়। যদি গবর্ণমেণ্টের এইমত বোধ হইল যে কেবল অল্প কালের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিতে হইলে ভূমিতে কোন ব্যক্তির স্বত্ব ও লাভের অপচয় করণের পূর্ব্বে এইরূপ ভারি মাহিয়ানা দেওয়া উচিত এবং সেই কার্য্যের সমস্ত খরচ সরকারের উপর পড়ে তবে আমার বোধ হয় যে সকলে ইহা স্বীকার করিবেক যে যে স্থলে সরকারের লাভ এবং জমীদার ও জমীদারের মধ্যে সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্যের চিরকালের জন্য ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয় সেই স্থলে সরকার হইতে খরচ না দেওয়া গেলেও তত্তুল্য ভারি মাহিয়ানা দেওনের দ্বারা বাঁটওয়ারার কার্য্য তত্তুল্য যাথার্থ্য ও পারকতারূপে নির্ব্বাহ করিতে হয়।

৩২ দফা। বাঁটওয়ারা এক্ষণে যেরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা এইমত লজ্জাকর জুআখেলা আমার বোধহয় যে তত্তুল্য আর পৃথিবীর মধ্যে দেখা যায় না। বাঁটওয়ারার নিমিত্তে দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির সেই জমীদারীতে অংশ যত অল্প হউক সেই ব্যক্তি আপনার শরীকেরদিগকে সেই প্রকার জুআখেলা করিতে আহ্বান করে এবং গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের সকলকে তাহাতে প্রবর্ত্ত হইতে হুকুম দেন এবং যাহারা হারে তাহারদিগকে বেদখল করেন এবং জয়ীব্যক্তিকে ভূমির দখল দেওয়ান। কিন্তু জুআখেলা হওন সময়ে গবর্ণমেণ্ট কেবল বিলম্বের দণ্ড করণার্থ অথবা লেখার ব্যাঘাত নিবারণার্থ তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং জরীমানা করেন এবং ঐ জরীমানা বাঁটনিয়া ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এবং তাহার প্রতারণাকরণের কেবল এই বাধা আছে যে খেলার আরম্ভ সময়ে তিনি এক শপথ করেন।

১৭৫ নম্বর।

রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টে বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত এফ জে হালিডে সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম ১৮৪৭ সাল ২৮ মে।

সদর বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে মুরশিদাবাদের কমিস্যনর সাহেবের বর্ত্তমান মাসের ১২ তারিখের ১০৫ নম্বরী পত্র এবং তাহার সঙ্গে রাজশাহীর কালেক্টর সাহেবের যে পত্র * প্রেরিত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবকে দিতে আদেশ করিতেছি। তাহা কালীগাঁ ও কালীসফা প্রভৃতি মহালের যে বাঁটওয়ারা শ্রীযুত গুলসুরবি সাহেব ও শ্রীযুত স্বাকসন সাহেবের দ্বারা ১৮৪৩ সালের ১০ আপ্রিল এবং ১৮৪৪ সালের ২০ মে তারিখে মঞ্জুর হইয়াছিল তাহার বিষয়ের রাজশাহীর কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট।

২। কালেক্টর সাহেবের পত্রে বাঁটওয়ারার কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণ লেখা আছে এবং বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনায় ঐ বাঁটওয়ারা অংশাংশ করাতে ভ্রম বরং প্রতারণার প্রমাণ হইয়াছে। ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ২৫ ধারার বিধিক্রমে বাঁটওয়ারা মঞ্জুর হওনের পর গবর্ণমেণ্ট যে ১০ বৎসরের মধ্যে তাহা রদ করিতে পারেন সেই দশ বৎসর অতীত হয় নাই অতএব নূতন বাঁটওয়ারার হুকুম দিতে তাঁহারা পরামর্শ দেন।

৩। বোর্ডের সাহেবেরা কহেন যে ফর্বস সাহেবের পত্র অত্যুত্তম তাহার দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ বাঁটওয়ারার বিষয়ে অনুশীলনক্রমে ঐ সাহেবের নৈপুণ্য হইয়াছে এবং সেই কর্ম্মেতে যে দায় আছে তাহা তিনি সুজ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার পত্রের ২৫ দফাতে তিনি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা উত্তম বিবেচনা করণের যোগ্য। বাঁটওয়ার তত্ত্বাবধারণ করণার্থ ডেপুটী কালেক্টর এখন পায় পাওয়া যাইবেক এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন বেশী খরচ লাগিবেক না এবং সেই কর্ম্মেতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলে ভাল হইবেক।

জি প্লৌডন।
একটিং সেক্রেটারী।
সদরবোর্ড রেবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

---

* গত মাসের ১৬ তারিখের ২৯ নম্বর।

সম্বাদ ভাস্কর

আমারদিগের ডেপুটী গবর্ণর শ্রীযুত মেডাক সাহেব স্বদেশাভিমুখে চলিষ্ণু হইলেন, মার্চ মাসের নবম দিনে সাগরযানে আরোহণ করিবেন, শ্রীযুত ডেপুটি স্বদেশে যান কি লঙ্কাতে কিছুকাল অবস্থান করেন আমরা ইহার অন্যতর নিশ্চিত বলিতে পারি না, কেন না লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার অনেক ভূম্যধিকার আছে, তথায় অবস্থান করিলেও করিতে পারেন, মেডাক সাহেব এদেশে বহুকাল ছিলেন এবং ক্রমে২ উচ্চ পদস্থ হইয়া গবর্ণরি পর্য্যন্ত করিলেন তথাচ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তিনি যেমন ব্যয়শীল তাহাতে শেষাবস্থায় বিলাতে যাইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন এমত কোন অবলম্বন দেখি না। ইহাতেই অনুমান করি লঙ্কাতেই বা স্বকীয় ভূম্যধিকারে কিছুকাল থাকিয়া যান, ফলে লঙ্কাতেই থাকুন, ইংলণ্ডেতেই গমন করুন, আমারদিগের পক্ষে দুই সমান, লঙ্কাতে গেলেও আমরা দেখিতে পাইব না, দর্শনার্থ ইংলণ্ড রাজ্যেতে ও যাইতে পারিব না অতএব আমারদিগের সঙ্গে মানবজন্মের ব্যবহার বিচ্ছেদ হইল, জন্মান্তরে যদি একত্র হইতে পারি আর মেডাক মহাশয় জাতীশ্বর হয়েন এবং আমরা জাতীশ্বরের ভূত কথা বুঝিতে শক্ত হই তবেই ডেপুটি মহাশয়কে চিনিতে পারিব, সে দূরের কথা, আপাতত ডেপুটি গবর্ণর আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, গবর্ণর বাহাদুর এদেশে নাই, তবে মেডাক সাহেব আমারদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছেন, করি সাহেব যদিও গবর্ণরি আসনে উপবেশন করেন, তথাচ আমরা তাঁহার কার্য্য দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারি না, যিনি লাহোরীয় রেসীডেণ্ট হইয়া লাহোরের অপমান করিয়া প্রভুদিগের অর্থ নাশ, চমূনাশ, সম্ভ্রম নাশ করিলেন তিনি কি গবর্ণরি পদস্থ হইয়া আমারদিগের প্রতি অপাঙ্গপাত করিবেন, রেসীডেণ্টি পদেতেই যাঁহার সাহঙ্কার হুঙ্কারে লঙ্কার ব্যাপার করিয়াছে তাঁহার কৃপালাভের প্রত্যাশা দূরতর, সে যাহা হউক, এইক্ষণে মেডাক সাহেবের কিঞ্চিৎ গুণানুবাদ করি।

লাড হাডিঞ্জ সাহেব লাহোরীয় যুদ্ধে গমন কালে মেডাক সাহেবকে ডেপুটি গবর্ণরি পদে নিযুক্ত করেন, পরে হাডিঞ্জের বিলাত গমন এবং ডেলহৌসির আগমন এই কালের মধ্যে বোধ হয় মেডাক সাহেবের ডেপুটি কর্ম্ম একবারস্থগিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার ডেলহৌসি গবর্ণর মেডাক সাহেবকে ডেপুটি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যদিও মেডাক সাহেব হইতে কোন প্রবল আইন, কি এদেশের কোন বিশেষ উপকারের কর্ম্ম হয় নাই তথাচ মেডাক সাহেব দাতা, শান্ত, দয়াবান, এদেশের সমূহ দরিদ্রকে প্রতিপালন করিয়াছেন, উক্ত সাহেব প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইতেন, সামান্য প্রকার পীড়িতাবস্থাতেও তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণীয় নিয়ম বিচ্ছেদ করেন নাই, অতি দুর্ব্বল হইলে কোন২ দিবস যদি রহিত হইয়া থাকে, রাত্রি থাকিতে এদেশের দরিদ্রগণ তাঁহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিগে যাইয়া দণ্ডায়মান হইত. এবং নিরীক্ষণ করিয়া থাকিত কতক্ষণে মেডাক দাতা বাহির হয়েন, আমারদিগে জ্ঞান হয় সাহেব শয়নাগারে থাকিয়াও কাঙ্গালিদিগের কোলাহল শ্রবণ করিতেন, অতএব প্রাতঃকালে বাহির হইয়া পাকেটহইতে সিকী, আধলী, টাকা, কোন২ দিন দরিদ্র বিশেষকে মোহর পর্য্যন্তও দিতেন, আমরা মেডাকসাহেবের এই গুণের পরীক্ষা করিবার জন্য পাঁচ ছয় জন বন্ধু সহিত কত দিবস দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে উক্ত সাহেবের প্রচুর দান স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শ্রীযুতের আর এক বিশেষ গুণ এই যে অহঙ্কারকে দূরীকৃত করিয়াছেন, অতি নীচ দরিদ্রেরাও তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছে, তথাচ তাহারদিগের প্রতি ঘৃণা করেন নাই, অতএব অহঙ্কার শূন্য দয়াপূর্ণ দানশীল ব্যক্তিকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃতই বলিতে হয়, এমত শাসনকর্ত্তা আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ইহাতে আপনারদিগের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি স্বীকার করা যায়, তবে এই বলিয়া হৃদয়কে প্রবোধ প্রদান করি গবর্ণরেরা এতদ্দেশে চিরকাল থাকিতে পারেন না, যেহেতুক গবর্ণরি পদের কাল নিয়ম আছে, ঐ কাল পরিপূর্ণ হইলে উক্ত পদ পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং গবর্ণরি পরিত্যাগ করিয়া তদধীন অন্য কোন কর্ম্মও করিতে পারেন না, মানাপেক্ষা ধন বড় নহে, অতএব শ্রীযুতের গমনোপলক্ষে আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া প্রার্থনা করি নিরুদ্বেগে স্বদেশে যাইয়া পরম সুখে কালক্ষেপ করেন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

ষ্টাম্প কাগজের মূল্য বৃদ্ধি।

এতকাল কখন শুনি নাই কোম্পানি বাহাদুরের নিৰ্দ্ধারিত মূল্য ছাড়া কোন ষ্টাম্প কাগজের মূল্য অধিক দিতে হয়, এইক্ষণে ষ্টাম্প বিক্রয়ি দোকানিরা নিরিখ মূল্যাতিরিক্ত মূল্য লইতেছে, আমরা কোন প্রয়োজনে দুই আনা মূল্যের এক খানা ষ্টাম্পের জন্য কলিকাতা নগরীয় এক দোকানে লোক পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে ষ্টাম্প দোকানী দুই আনার কাগজের মূল্য আড়াই আনা চাহিলে আমারদিগের লোক ফিরিয়া আসিয়া কহিল আড়াই আনার ন্যূনে দুই আনার কাগজ দিবেক না, ইহাতে চমৎকৃত হইয়া বিবেচনা করিলাম আমারদিগের প্রেরিত ব্যক্তিইবা দুইপয়সা লাভেরজন্য প্রত্যাগত হইয়া মিথ্যা কথা বলিতেছে, অতএব পরীক্ষা করণার্থ এক আনা, দুই আনা, চারি আনা, আট আনা, এক টাকা, দুই টাকা, চারি টাকা, আট টাকার ষ্টাম্পের জন্য মূল্য সহিত ঐ দোকানে ভিন্ন২ লোক পাঠাইলাম, পূৰ্ব্ব প্রেরিত ব্যক্তি আমারদিগের নিকট বসিয়া রহিল, পরে ঐ আটব্যক্তি যাহারা আটখানা ষ্টাম্পেরমূল্যলইয়া দোকানে গিয়াছিল তাহারা প্রত্যাগত হইয়া কহিল দোকানিরা প্রতি আনা মূল্যে এক২ পয়সা বৃদ্ধি করিয়াছে, তদতিরিক্ত এক টাকা অবধি আট টাকা পর্য্যন্ত টাকায়২ আনা২চাহে অতএব আমরা ষ্টাম্প আনয়ন করিতে পারিলাম না, তৎপরে পূৰ্ব্ব প্রেরিত লোক যে ব্যক্তি দুই আনার ষ্টাম্প কাগজের জন্য অগ্রে যায়, তাহাকে আড়াই আনা দিয়া পুনর্ব্বার ষ্টাম্পদোকানে পাঠাই,এবং আরো দুইজনভৃত্যকে সাক্ষী হইতে ঐ ব্যক্তির পশ্চাৎ২ প্রেরণ করি, তাহাতে পূৰ্ব্ব প্রেরিত ব্যক্তি একাদিক্রমে দোকানির হস্তে দশ পয়সা গণিয়া দিল, পশ্চাৎ প্রেরিত লোকেরা তাহা দেখিয়াছে, অতএব ষ্টাম্প বিক্রয়ের কি নবীন নিয়ম হইয়াছে আমরাজানিতেপারি নাই, গবর্ণমেণ্ট ঘোষণাপত্র দ্বারা ইহা প্রচার করুন. ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট রাজ্যেশ্বর হইয়াও হীন দৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, আমরা ধন প্রাণ রক্ষার জন্য রাজকর দিতেছি, নিয়মিত কালে রাজস্বদানে অশক্ত হইলে রাজ্যেশ্বর আমারদিগের ভূম্যধিকার বিক্রয় করিয়া লন, প্রজারা কিরূপে প্রাণধারণ করিবে তাহার বিবেচনা নাই, যবন রাজাদিগের কালে নীলাম শব্দ ব্যবহার হয় নাই, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সময়ে নীলাম শব্দ নৈলাম শব্দ অপেক্ষাও ভয়ানক হইয়াছে, তদুপরি ষ্টাম্প বিক্রয় যাহা রাজার উচিত কৰ্ম্ম নহে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাহাও করিতেছেন, আমরা সে যন্ত্রণাও সহ্য করিয়াছি এইক্ষণে আবার তাহার নিরিখ মূল্য ছাড়া অধিক মূল্য দিতে হইল, ইহাতে প্রজাদিগের অতিশয় কষ্ট হইবেক অতএব প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দোকানিদিগকে সাবধান করেন।

অরাজকতা।

কলিকাতা নগরে কি অত্যাচারারম্ভ হইল, এরূপ ঋণে অপরের ধন যায়, অপমান হয়, ইহা কি সামান্য আক্ষেপ কর, এবং ইহাতে আবার বিরোধ বিসম্বাদ লাঠালাঠী হইতেছে, গত বুধবার বিকালে সুপ্রিম কোর্টের সরিফ সাহেবের লোকেরা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী হইতে বল পূৰ্ব্বক দুইখানা গাড়ি লইয়া গিয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য শ্রুত হইল জয়চন্দ্র পাল বাবুর দ্রব্যাদি ক্রোকির করিবার পরওয়ানাতে উক্ত গাড়িদ্বয় গৃহীত হয়, ইহাতে আমরা চমৎকৃত হইলাম এবং বিলক্ষণ রূপ শঙ্কা হইতেছে এরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে নগর মধ্যে কেহ বসতি করিতে পারিবেক না, আমরা শুনিয়াছি পোলিসের লোকেরাও সরিফ পক্ষীয় লোকেরদের সাহায্য করণে ত্রুটি করেন নাই, এতদ্বিষয়ে উকীল নিউমার্চ সাহেব সৎ পরামর্শ দিয়া ঠাকুর গোষ্ঠীকে তৎকালে নিবারণকরেন, অন্যে অত্যাচার করিলে রাজা রক্ষা করিবেন, রাজাত্যাচারে রক্ষা নাই এজন্য বিশেষ বিবেচনা পূৰ্ব্বক রাজপক্ষের কৰ্ম্ম করিতে হয়, অধমর্ণগণ উত্তমর্ণ দিগকে তঞ্চকতা করেন তৎ প্রতিকার করণ রাজ ধৰ্ম্ম বটে কিন্তু এপ্রযুক্ত অপরের মানের বা ধনেরহানি করণ বিধেয় হয় না, দেনার জন্য কোন ধনি ব্যক্তির বাটীর কোন২ দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে তাঁহার গ্লানি জন্মে ইহা আমারদিগের বলিবার অপেক্ষা করে না অতএব জিজ্ঞাসা এই যে জয়চন্দ্র বাবুর গাড়ি দ্বারকানাথ বাবুর বাটীতে আছে এবিষয় কি রূপে নিশ্চিত করিলেন, দ্বারকানাথ বাবুর পুত্রেরা পরের গাড়ি আরোহণ করেন ইহা কে বিশ্বাস করিবেন, আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি গৃহীত গাড়িদ্বয় প্রায় মাসাতীত হইল বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ক্রয় করেন এবং তদবধি দ্বারকানাথ বাবুর পুত্রেরা ঐগাড়ি ব্যবহার করিতেছেন এতকালের পর যদি তাহা জয়চাঁদ বাবুর হয় তবে কোন দূর, কাহারো ভীম বিস্ময় হইতে পারে না, ঠাকুর পরিবার ধনী এজন্য তাঁহারা অভিযোগ করিয়াও আপন গাড়ি পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন কিন্তু কোন সামান্য ব্যক্তির দ্রব্য এইরূপে গৃহীত হইলে তিনি তাহা কি উপায়ে পাইতে পারিবেন, আমরা শুনিয়াছি সরিফ সাহেবের নামে এই বিষয়ে অভিযোগ হইবে তিনি কি উত্তর দেন তাহা শুনিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

এই সকল গোলযোগের আমূল এই যে রাজা রাধাকান্ত বাহাদরের পুত্র কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ দেব এবং ৺রাজা শিবচন্দ্র রায়ের পোষ্য পুত্র কালীকুমার রায় এতদুভয় বাবু গিরিতে অনেকঋণ গ্রস্তহয়েন, তাহার কিয়দংশপরিশোধার্থ বাবু জয়চন্দ্র পাল প্রতিভূ থাকেন, উত্তমর্ণগণ বহুদিনে প্রাপ্যধন না পাইয়া সুপ্রিম কোর্ট হইতে প্রতিভূ বাবুর দ্রব্য ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করেন, তাহাতে পালবাবুর বহির্ব্বাটীহইতেঅনেক দ্রব্য লইয়া ও ক্ষান্ত না হইয়া ঐবাবুর অন্তঃপুরপর্য্যন্ত যান, ইহাতে বাবুর পরিজন গণের পরিধেয় বস্ত্র ও পানীয় পাত্র পৰ্য্যন্ত নীত হয়, স্ত্রীলোকেরা একবস্ত্রা থাকেন, নিরপরাধিনী অবলা জাতির প্রতি এরূপ কঠিন ব্যবহার পূৰ্ব্বে কখনও শুনি নাই, স্ত্রীগৌরবকর ব্রিটিস রাজপুরুষ দিগের আদেশে এইক্ষণে ইহাও হইল, হিন্দুদিগের মধ্যে এমত প্রসিদ্ধ ব্যবহার আছে স্ত্রীলোকেরা পিতৃগৃহ হইতে গৃহ কর্ম্মাদির অনেকদ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া থাকেন, তাহাকে স্ত্রীধন বলা যায়, অতএব জয়চাঁদ পালের ঋণ জন্য তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃ বধূর এবং স্বপত্নীদ্বয়ের স্ত্রীধনাদি কি বিচারে গৃহীত হইল বুঝিতে পারিলাম না, প্রচ... র এইরূপ তাঁহারা এই দুঃখের কথা রাজ গো... র করিয়াছেন অতএব বিচার শেষ পৰ্য্যন্ত আ... রদিগকে এবিষয়ে ক্ষান্ত থাকিতে হইল, জয়চাঁদ পাল চৌধুরী মহৎবংশ্য বিপুল বিভবের অধিকারী হইয়াও আপন অপব্যয়ে ঋণগ্রস্ত হন, তাহাতে উত্তমর্ণ গণের সহিত সদ্ব্যবহার রাখিতে পারেন নাই আমরা এবিষয় অপহ্নব করিতে চাহি না তবে এই মাত্র বলিতে পারি তাঁহার ঋণে ... নিকারাগ্রস্ত বা বিধি বোধিত যন্ত্রণা প্রাপ্ত হউন অবলাদিগের প্রতি এরূপাত্যাচার প্রচারে ... ন্যায় হইয়াছে।

গতশুক্রবাসরীয় ভাস্করে আমরা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলাম এক বৎসর হইতে গেল তথাপি লার্ড গফ সাহেব শীকসেনাপতিগণকে পরাজয় করিতে পারিলেন না, অতএব আমারদিগের চিন্তা নিবারণার্থ অতি শীঘ্র কোন চিহ্ন প্রকাশ করুন, তৎপরে গত শনিবাসরীয় মধ্যাহ্ন সময় কলিকাতার দুর্গে ঘন২ তোপ ধ্বনি শ্রবণে অনুভব হইল রণস্থল হইতে কোন মঙ্গল সমাচার আসিয়া থাকিবে, অনন্তর এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই হরকরা ইংলিসমেনাদি ইংরেজি পত্রের অতিরেক পত্র আমারদিগের হস্তে উপস্থিত হইল, তাহাতে বিদিত করে ফিব্রুআরি মাসে একবিংশতি দিবসীয় রাত্রি তৃতীয় ঘণ্টা কালে আমারদিগের মহারথী শীক সেনাপতি রাজা ... রসিংহের উপর গোলা বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া অরুণোদয় পৰ্য্যন্ত সমর করেন, এবং সূর্য্যোদয় হইলে বিপক্ষ পক্ষীয় শিবিরাক্রমণ করিতে আজ্ঞা দেন, কিন্তু আমারদিগের সৈন্যেরা শীক সিবিরে যাইয়া দেখিল সেরসিংহ দলবল সহিত স্থানান্তরিত হইয়াছেন, তাহার ত্রিংশত্তোপ এবং তাম্বু ইত্যাদি সেই স্থানে ছিল তাহা আমরা পাইয়াছি কিন্তু বিপক্ষ দলস্থ বহু লোক বিনষ্ট হয় নাই, এবং আমারদিগের পক্ষে ও দুই শত লোকের অধিক নহে আহত নিহত হইয়াছে, কেবল বিলাপালাপ এই যে একজন সেনাপতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এক্সপ্রেশ ডাকে ... ই সমাচার আসিয়াছে ইহা আমারদিগের আহ্লাদ জনক বলিতে হয় অতএব শ্রুতমাত্র আনন্দিত হইলাম এবং প্রার্থনা করি শীকেরা সম্পূর্ণ ভাবে পরা জিত হইয়াছেন এই সমাচার সত্য হউক, পুনর্ব্বার সমর করিতে হইবেক এমত অমঙ্গল সম্বাদ যেন আর শুনিতে হয় না।

সমরভূমি হইতেযে সংক্ষিপ্তসমাচার ঐদিবস আসিয়াছে তাহার সারভাগ লিখিলামএবং অনুমান করি অদ্যকার ভাস্করেতেই আরো অধিক বিবরণ লিখিতে পারিব, প্রধান সেনাপতি সাহেব নিশ্চিন্ত আছেন, তিনি আমারদিগের সন্তোষার্থ অবশ্যই বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্র পাঠাইবেন কিন্তু পূৰ্ব্বোক্ত সমাচারে তুষ্ট হইয়া ও আমরা ... শয়ের অন্তোষ্টি করিতে পারিলাম না, বরং ... চিতরঙ্গের ন্যায় তর্কতরঙ্গ উপস্থিত হইতে ..., রাজা সেরসিংহ সিংহনাদ করিয়া আমার... গের মহারথিকে পত্র লিখিয়াছিলেন তোম... বল আমি উচ্চ নীচ স্থানে সিবির স্থাপন করি... জন্য যুদ্ধ করিতে পার না, ইহাতে আমার বী... ত্বের লঘুতা প্রকাশপায়, অতএব এবারে মাঠের মধ্যে যুদ্ধ করিব, প্রান্তরে সম্মুখেতেই যা তোমরা কি করিতে পার দেখিতে হইবেক, এবং ইহার পূৰ্ব্বেই বলিয়াছেন ইংরেজেরা যুদ্ধোপযোগ দ্রব্যাদি অর্থাৎ অস্ত্র শস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করুন, নচেৎ আমরা দূরী কৃত করিব, ব্রিটিসপক্ষীয় লোক দ্বারাও এইপ্রকার অহঙ্কার জানাইয়াছেন, এবং রসুল স্থানে থাকিতে আমারদিগের সিবিরের তিনদিগে এমত আক্রমণ সজ্জা করিয়াছিলেন তাহাতে লার্ড গফ সাহেব ভীত হইয়া কেবল আত্ম রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন বিপক্ষদলে গোলাপাত করিতে আজ্ঞা দেননাই, এতভিন্ন দুই তিনবার সমরে আমারদিগের অনেক সেনা সেনাপতিকে নিহত করিয়াছেন, এবং পূৰ্ব্বোক্ত সমাচারেতে ও ব্যক্ত হইল রজনী তিন ঘণ্টাকালে গোলাপাতারম্ভ হইয়া ভোর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ হইতে গোলা নিক্ষেপ হয়, ইহাতে সকলেই স্বীকার করিবেন তিন ঘণ্টা কাল ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছে, বিশেষত এযুদ্ধকে মহাযুদ্ধ বলিতে হইবেক, যেহেতু সমাচার পাত্রে বিদিত হইয়া ছিল প্রধান সেনাপতি মহাশয় ১২০ তোপ সহিত এই শেষ যুদ্ধে যাইতেছেন, কেবল তোপের যুদ্ধে বিপক্ষগণকে নিপাতিতকরিবেন, আমারদিগের স্মরণ হয় বোনেপার্টির সহিত প্রলয় সমর কালেও ডিউক আফ উইলিংটন সাহেব একশত তোপের অধিক লইয়া যান নাই, লার্ড গফ সাহেব একশত বিংশতি তোপ এবং সমৃদ্ধিত সৈন্য সহিত যাইয়া ঘোরতর নিশাকালে বিপক্ষ দিগের নিদ্রিতাবস্থায় গোলানিক্ষেপ করিয়াছেন, ইহাতেও সেনাপতিরা লেখেন শত্রুপক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই, এবং রাত্রি দুই প্রহর তিনঘণ্টাবধি অরুণোদয় পর্য্যন্ত বিপক্ষেরাও তুল্যপ্রতিযোগিত্ব রূপে গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তথাচ লেখেন আমারদিগের দুইশত লোক আহত নিহত হইয়াছে, এবং বিপক্ষেরা অনায়াসে পলায়ন করিলেন আমারদিগের মহারথী জানিতে পারিলেন না, সেরসিংহের সহিত ৬০ সহস্র সৈন্য ৬০ টা তোপ আছে আমারদিগের সেনাপতিরাই লিখিয়াছেন, এবং পূৰ্ব্বোক্ত সমাচারে লেখেন সেরসিংহের অধিক লোক নষ্ট হয় নাই, তবে কি দশকুড়ী জন শীক সেনা বিনাশ পাইয়াছে, আর সকলি পলায়ন করিতে পারিয়াছে, যদি এরূপ হয় তবে এজয় জয় গণ্য করিতে পারি না, পরিশেষে পরাজয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, সোবরণ স্থানীয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কি বিপক্ষকুল পলায়ন করিতে পারিয়াছিল, লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া শতদ্রুনদে রক্ত স্রোত করেন, এবং তৎপর দিনেই শতদ্রু পার হইয়া লাহোরাধিকারে প্রবিষ্ট হন, তাহাতে রাণী চন্দ্রাবতী স্বপুত্র দলীপ সিংহ সহিত আপনি আসিয়া উক্ত লার্ডের পদানত হইয়াছিলেন এবং রাজা গোলাপ সিংহ উপঢৌকন দিয়া লার্ড হার্ডিঞ্জের সহিত সন্ধি নিৰ্ব্বন্ধ করেন, লার্ড গফ সাহেব যদি সেরসিংহকে পরাজয় করিয়াছেন তবে সেরসিংহ কেন পদানত হন নাই, সেরসিংহ আমারদিগের সেনাপতি গণকে হতাহত করিয়া স্বচ্ছন্দে স্থানান্তরে গমন করিলেন গফ সাহেব তাঁহাকে ধৃতকরিতেপারিলেন না, এই কথাই অমঙ্গলেরকথা, আমরা ৩০ তোপ ১০।১২০ তাম্বু ঘোড়ার দানা, কি ছেঁড়া কম্বোলাদি পাইয়াছি, শীকেরা ইহা পরিত্যাগকরিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই কি আমরা তুষ্টহইতেপারি, মহারথি মহাশয়যখন লিখিবেন ছত্রসিংহ, সেরসিংহ, আতরসিংহাদির চুলের ঝুঁটী ধরিয়াছেন তখন বলিব হাঁ, আমরা যাহা ইচ্ছা করি তাহাই হইয়াছে নতুবা প্রাগুক্ত জয়কে জয় বলিয়া আশুবিশ্বাস করা যায় না।

মহারথি মহাশয় বিপক্ষ পক্ষীয় ত্রিংশত্তোপ হস্তগত করিয়াছেন ইহাতে শীকেরা দুৰ্ব্বল হইবেন এমত বলা যায় না, যাঁহারা যে বস্তু প্রস্তুত করিতে পারেন তাঁহারা তদভাবে দরিদ্র হয়েন না, লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর লাহোর হইতে দুই শত তোপ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হইয়াছিল লাহোরে আর তোপ নাই, তৎপরে শীকেরদের এততোপ কোথা হইতে আসিল, বিশেষতঃ কাবোলাধিপতি শীকপক্ষ হইয়াছেন তাঁহার তোপের অভাব নাই অতএব এই যুদ্ধেই আমরা জয়ী হইয়াছি ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ২৪ জানুআরি পর্য্যন্তের যে সমাচার আগত হইয়াছে, তাহাতে ডিউক আফ উইলিংটন মহাশয়ের মৃত্যু সমাচার দেখিলাম না ইহাই পরমাহ্লাদের বিষয়, আমারদিগের পূৰ্ব্বতন গবর্ণর জেনরল লার্ড আকলেণ্ড সাহেবের মৃত্যুর পরে স্যার এফ ব্যারিং সাহেব লার্ড আফ দি এডমিরেলটী পদাভিষিক্ত হইয়াছেন, বিলাতীয় সমাচার পত্রে লেখে ডুইগ দলস্থেরা আর অধিক কাল রাজকার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন না, আমারদিগের মহারাজ্ঞী স্বয়ং শীঘ্র পার্লিয়ামেন্টে

ণ্ট সভায় আবাহণ করিবেন, তদ্দ্বারা শান্তিস্থাপন এবং বাণিজ্য ব্যবসায়াদির ক্রমোন্নতি হইতেছে, বণিকেরা সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় লাঘব করণ জন্য রাজপুরুষগণকে অনেক হেতুবাদ দর্শাইতেছেন, সৈন্য ও নাবিক সৈন্য সম্পর্কে সম্প্রতি বার্ষিক ১৮০০০০০০ পৌণ্ড ব্যয় হয়।

ডাক্তর বৌরিং সাহেব হংকং দেশীয় ব্রিটিস কনসল পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট কৌন্সেলের পূর্ব্বতন মেম্বর মিলেট সাহেব কোর্ট আফ ডাইরেকটরের অধ্যক্ষতা পদের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানির কতক অংশি লণ্ডন টেবরণ নামক স্থানে এক সভা করিয়া ধার্য্য করেন এই বাণিজ্য নিষ্পাদন দুষ্কর বিধায় অচিরাৎ ইহা পরিত্যাগ করণ বিধেয়, নচেৎ ব্যর্থ ব্যয়ে সংগৃহীত মূলধন ক্রমে অপচয় হইবেক, অতএব বোর্ড আফ কন্ট্রোল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মান্যবর অধ্যক্ষ মহাশয়গণকে তাহার দিগের এতদাভিপ্রায় পরিবিদিত করণ স্থির হয়।

আয়র্লণ্ড প্রদেশে, পয়ারলয় নামক রাজনিয়ম পরিবর্ত্তন করণাবশ্যক হইতেছে, রাজকরের আধিক্য জন্য কৃষকলোকেরা দেশান্তরিত হইতেছে ইহাতেই তৎপ্রদেশে কৃষিকর্ম্মের ব্যাঘাতে ভূম্যধিকারিরা নিৰ্দ্ধন হইতেছেন, এবং এপর্য্যন্তও রাজবিদ্রোহিগণের দোষের বিচার সম্যক প্রকারে সমাপন হয় নাই।

ফ্রান্স রাজ্য শাসনার্থ পুনর্ব্বার এক রাজার প্রয়োজন হইতেছে, খ্রীষ্ট গুরু পোপের সাহায্যার্থ ফ্রান্স গবর্ণমেণ্ট টৌলন নামক স্থানে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, কথিত হয় অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থানীয় রাজ্যপালেরাও তাঁহার অনুকূলতা করিতে প্রস্তুত আছেন।

পুত্রেষ্টি যাগ।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ দেব মহাশয়, গত রবিবারে যথাশাস্ত্র পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া দুই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন, যজ্ঞকালীন সভারোহণার্থ অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, যাগ সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ব্যক্তি ভেদে চারি টাকা পাঁচ টাকা ছয় টাকা একং হামাম বস্ত্র বিদায় পাইয়া বালকদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন, ঐ দিবস দেববাবুর বাটীতে অতিপারিপাট্যরূপে বহুতর ব্রাহ্মণভোজন হয় এবং কাঙ্গালিরাও অনেকে আসিয়াছিল, বাবু প্রমথনাথ দেব ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দানে ও কাঙ্গালি বিদায়েতেও যশস্বী হইয়াছেন।

উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু এই শুভকর্ম্মোপলক্ষে গত পূর্ব্ব রবিবারাবধি নগর মধ্যে তৈলপূর্ণ ঘড়া, বেলী, সন্দেশ, হামাম বস্ত্র, হরিদ্রা কলাই প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি বিতরণারম্ভ করিয়াছিলেন, রাজধানীতে চতুর্দ্দগে ভারেং এই সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়, তথাচ গত রবিবার পর্য্যন্ত বিতরণ শেষ হয় নাই, গত কল্য সোমবারাবধি পনর্ব্বিতরণারম্ভ হইয়াছে, এইক্ষণে সকলে আশীর্ব্বাদ করুন এই দুই বালক চিরজীবী হউন, ইঁহারদিগের কল্যাণে অর্থলাভের এই স্বস্তিবাচন হইল, ইহার পরে ক্রমে কর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে, বাবু প্রমথনাথ দেব প্রতি কর্ম্মে বালকদিগের কল্যাণার্থ অর্থদান করিবেন।

কাশী হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

কাশী শাসনকারি মাজিষ্ট্রেট সাহেব চরী ডাকাইতির সমাচারে উৎপাত গ্রস্ত হইয়াছিলেন, কাশীধামের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই চুরী হইত, এবং কাশীর বাহিরে ডাকাইতেরা প্রজাদিগের বাটীতে লুঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন রূপে চুরী ডাকাইতী নিবর্ত্ত করিতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া চোর ডাকাইত ধৃত মাত্র তাহারদিগকে সাত বৎসর চৌদ্দ বৎসর মিয়াদে কারাগারে পাঠাইতে আরম্ভ করেন, এবং বদমাইস লোক যে যেখানে আছে তাহারদিগকে ধরিয়া আনিয়া জেহেলে পাঠাইতে হুকুম দিলেন, আর পোলীসদারোগাদিগের প্রতি আজ্ঞা হইল যদি তাঁহারা এই হুকুমানুসারে কর্ম্ম করিতে অক্ষম হয়েন তবে পদচ্যুত হইবেন, ইহাতেই দারোগারা বদমাইস লোক সকলকে ধৃত করিতে লাগিলেন, তাহারদিগের অনেকে কারাগারে গিয়াছে, কাশীতে ছোরামারা অনেক লোক ছিল, তাহারা কথায়ং পথিক লোকেরদের পেটে ছোরা পূরিয়া মারিয়া ফেলিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ানক শাসনে সাত আট শত দুষ্টলোক কাশী হইতে পলায়ন করিয়া কলিকাতাভিমুখে গিয়াছে, বোধ হয় তাহারা কলিকাতা রাজধানীতে এবং তদিতস্ততো নানা স্থানে যাইয়া থাকিবে, এইক্ষণে আমরা চুরী ডাকাইতি উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়াছি, আমারদিগের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবিষয়ে সুশাসন করিয়াছেন।

প্রকাশ হইয়াছে স্যার জন লিটলর সাহেব যিনি মেডাক সাহেবের পদে বঙ্গরাজ্যের ডেপুটি গবর্ণর হইবেন তিনি এ সি বিডওয়েল সাহেবকে প্রাইবেট সেক্রেটরী, কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেবকে মিলেটরী সেক্রেটরী এবং কাপ্তান ক্রোকর ও লেপ্টেনেন্ট ব্রিউজ সাহেবকে স্বীয় এডিকেন্প পদে মনোনীত করিয়াছেন।

ইংরাজী সমাচারপত্রে লেখে হায়দ্রাবাদের নেজামের সহিত ব্রিটিস রেসিডেণ্টের রাজকার্য্যের অনেক অনৈক্য মত হইতেছে।

ব্যক্ত হয় এক জন গোস্বামী নাগপুরের মহীপাল আপা রাজা রূপে আপনাকে পরিচয় দিয়া বিরার প্রদেশের নিকটবর্ত্তি ওমরাওয়াটী নামক স্থানে কতকগুলিন সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, ২০ ফেব্রুআরি পর্য্যন্ত তদধীন সহস্রেক আরব ও রোহিলা জাতীয় যোদ্ধা সমবেত হইয়াছে তিনি প্রকাশ করেন দক্ষিণ রাজ্যে তৎকর্তৃক লোক অত্যাচার হইবেক না তবে আপনি রাজ্য গ্রহণার্থ অবশ্য চেষ্টা করিবেন।

ব্রিটিস বিজয়।

ইহা সত্য বটে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় শীক সংগ্রামে বারম্বার আপন জয় বিজ্ঞাপন করেন এবং আমারদিগের রাজ্যে সৈন্যেরদের সকল স্থান হইতে গবর্ণর জেনরলের আদেশানুসারে জয় জ্ঞাপক তোপধ্বনি হয়, কিন্তু তাবৎ জয়ে আমরা আহ্লাদযুক্ত হইতে পারি নাই যেহেতুক বিপক্ষেরাও তদ্রূপ জয় প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং একাল পর্য্যন্ত তাহারা বিশাল বিক্রমে ব্রিটিস সৈন্য সম্মুখে অবস্থান করিয়াছেন, বরং মধ্যেং আমারদিগের শিবিরাদি বেষ্টন করিতে সাহসিক ছিলেন কিন্তু গত শনিবার বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টাকালে এতন্নগরীয় দুর্গ হইতে যে জয় জ্ঞাপক ২১ তোপধ্বনি হয় তাহা আমরা অপূর্ব্ব বৎসরার্থ বলিতে পারি, ২১ ফেব্রুআরি তারিখে আমারদিগের প্রধান রথী গুজরাট অঞ্চলে সেরসিংহকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজয় করিয়াছেন ইহাই ব্যক্ত হইতেছে, প্রধান মহাশয়ের লিখিত যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যদিচ এপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই তথাচ পাঠকগণের সন্তোষার্থ আমরা অন্যান্য ইংরাজী পত্র হইতে এতদ্বার্ত্তা সঙ্কলন করি।

১৯ তারিখে আমারদিগের প্রধান মহাশয়ের সহিত মলতান হইতে আগত প্রথম ব্রিগেড সংযুক্ত হইলে ব্রিটিস পক্ষ সম্বর্দ্ধিত হয়, এই দিবস শত্রুরা কিঞ্চিৎ স্থান পরিবর্ত্তন করেন এবং তৎপক্ষীয় ৪ জন সেনাপতি যাহারা ব্রিটিস পক্ষে শরণাগত হয়েন তাহারদিগের প্রমুখাৎ প্রকাশ পায় শীকদলে নানা গোলযোগ হইতেছে, এইক্ষণে শীকেরা অর্দ্ধ ঘণ্টা কালও সংগ্রামে তিষ্ঠিতে পারিবেন না, ২০ তারিখ প্রভাতে মলতান হইতে আগত ব্রিটিস সৈন্য সহ মাকহেম সাহেব প্রধান শিবিরে উপস্থিত হন এবং লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল বারণী সাহেব অপর যোদ্ধাগণ লইয়া বৈকালে সমবেত হইলে প্রধানমহাশয় সমরসাজে শত্রু শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রায় দুইক্রোশ পথে অবস্থান করিলেন, অভিপ্রায় এই যে সৈন্যগণ পরদিনে যুদ্ধে ক্লান্ত না হয়, ইত্যবকাশে আমারদিগের ইঞ্জিনিয়রগণ ১৯।২০ তারিখে শত্রু শিবিরাদি দৃষ্টি করিয়া নির্ণয় করেন গুজরাটের সান্নিধ্য বাগান এবং এক প্রকাণ্ড নালা তাঁহারদিগের শিবির সম্মুখ রক্ষা করিতেছে।

২১ তারিখে রণস্থল হইতে এক সেনাপতি লকবুল লাইট পত্রে এইরূপ লেখেন ঃ আমরা অদ্য প্রভাতে বেলা ৭ ঘণ্টা ও কোয়ার্টরের পর সময়ে যাত্রা করিয়া বেলা ৯ ঘণ্টা এক কোয়ার্টরের পর বিপক্ষ সম্মুখবর্ত্তি হইয়া গোলাক্ষেপারম্ভ করি, তিন ঘটিকা কাল যাবৎ সংগ্রাম হয় তৎপরেই বিপক্ষগণ পলায়ন পরায়ণ হইল, তাহারা জালালপুর ও বিম্বরাঞ্চলে গিয়াছে, এই যুদ্ধ কেবল তোপের যুদ্ধ হয়, আমারদিগকে কিছু করিতে হয় নাই তবে ব্রিগেডিয়র পেনির ব্রিগেড এবং মহারাজ্ঞীর ২ সংখ্যক পদাতিকেরা কিঞ্চিৎ যুদ্ধ করে, তাহাতে শেষোক্ত দলের যুদ্ধকুশল যুবা লেপ্টেনেণ্ট স্প্রাট হত হইয়াছেন, গোলন্দাজ সম্পর্কীয় কাপ্তান এণ্ডরসন এবং লেপ্টেনেণ্ট ডে সাহেব ও রণশায়ী হয়েন, আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি শত্রুরা কিরূপে অনায়াসে পলায়নক্ষম হইল।

১৪ ড্রেগুণ দলের কর্ণেল জর্জি সাহেবও হত হইয়াছেন বোধ হয় অন্য কোন সেনাপতি মরেন নাই মহারাজ্ঞীর ৩৫ গণিত দলের মেজর কেম্পবেল, পোলিটিকেল এজেণ্ট মাকেন্জি লেপ্টেনেন্ট ষ্টেনষ্ট এবং স্যার আর সেকস্পিয়র সাহেব আহত হইয়াছেন, আমারদিগের উর্দ্ধ সংখ্যা ২৫০ সেনা বিনষ্ট হয়, শত্রু পক্ষীয় ২৮ টা তোপ হস্তে আসিয়াছে,, এতদতিরিক্ত মফস্বললাইট পত্রে ফিরোজপুর হইতে কোন পত্রপ্রেরক ২৩ তারিখে লেখেন,, সমাচার আসিয়াছে ২১ তারিখে গুজরাটের নিকটে বিপক্ষেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে, তাহারদিগের ৪০ টা তোপ, সিবির সকল এবং অন্যান্য যাবদীয় সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, বিপক্ষ পক্ষীয় প্রায় ৩ সহস্র সেনা হতাহত হইয়াছে, আমারদিগের পক্ষে অল্প অনিষ্ট হয়, প্রধান সেনাপতি মহাশয় অশ্বারোহীগণ সমভিব্যাহারে পলায়িত শত্রুদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি আছেন বোধ হয় তাহারা আর রক্ষা পাইবেক না,,। পূর্ব্বোক্ত পত্রের অপর সংবাদদাতা অন্যান্য সমাচার মধ্যে লেখেন বিপক্ষ পক্ষীয় আফগান যোদ্ধারা বিশেষ বীরত্ব করিয়া আমারদিগের তোপের মোরচা সকল বারচতুষ্টয় আক্রমণ করে কিন্তু আমারদিগের গোলা দ্বারা চারিবারেই অধিক হানি সহ তাড়িত হয়,,।

২২ তারিখে ইংলিসমেন পত্রের কোন বন্ধু রণস্থল হইতে যাহা লেখেন তন্মর্ম্ম এই যে,, সুনিদ্রা হইতে অদ্য গাত্রোত্থান করিয়াছি কল্যকার যুদ্ধে শীকেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়, কল্য বৈকালেই তাহারদিগের ২৮ টা তোপ আমারদিগের তোপখানায় আনা যায়, শুনিয়াছি তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি আমারদিগের অশ্বারোহিরা আরো ৮ টা তোপ পাইয়াছে, ১৩ জানুআরী তারিখে চিলিয়ানওয়ালা স্থানীয় সংগ্রামে আমারদিগের যে তোপ তাহারা হরণ করে তাহার ৩ টা তোপ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি এতৎ সংগ্রামে আমারদিগের ৯৩ তোপ হইতে গোলা বৃষ্টি হয় শত্রুরা কত তোপ দ্বারা যুদ্ধ করে তাহা বলিতে পারি না, আমারদিগের গোলন্দাজ সৈন্য কিঞ্চিৎ হতাহত হইয়াছে, মহারাজ্ঞীর ২ গণিত পদাতিক ও দেশীয় ৭০ গণিত দল এক গ্রামাধিকার করে তথায় কতক শীক সৈন্য ছিল, অদ্য প্রভাতে জেনরল গিলবর্টের অধীন অশ্বারোহীগণ শত্রুদিগের পশ্চাৎং প্রেরিত হইয়াছে তাহারা অটকাঞ্চলে গিয়া থাকিবেক ইত্যাদি,,।

হেড কোয়ার্টস হইতে ষ্টার সম্পাদক এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন লিপীর তারিখ অস্পষ্ট বিধায় তিনি অনুমানে ২৩ নির্ণয় করেন তাহাতে লেখেন,, পলায়িত শত্রুদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি আমারদিগের একদল অশ্বারোহী প্রত্যাগত হয়, তাহারা ১১ টা তোপ লাভ করিয়াছে এবং ব্যক্ত করে প্রায় সহস্রেক শত্রু হত করিয়া আসিয়াছে,,। এই সকল সম্বাদ দ্বারা প্রতীত হইতেছে শীকেরা ব্রিটিস সৈন্য সম্মুখে আর তিষ্ঠিতে পারিবেক না, তাহারদিগের অধিক তোপ ও সৈন্য ক্ষয় হইল এবং আমারদিগের যোদ্ধাগণ জয়যুক্ত হইয়া রণোন্মত্ত হইবেন, গোলাবসিংহ এইক্ষণে আর শত্রুতাচরণে কদাচ প্রকাশ পাইতে পারিবেন না তবেই সেরসিংহের সহায়তা প্রাপণের আশা গেল, তবে দোস্ত মহম্মদ আফগান সেনা দিয়া আমারদিগের বৈরতাচরণে প্রকাশ হইয়াছেন তিনিই এক মাত্র সেরসিংহের অনুকূল থাকিলেন কিন্তু তাঁহার অধিক সৈন্য নাই এবং ইহার পর শীকেরদের সহিত অসদ্ভাব দেখাইয়া ব্রিটিস পক্ষে আনুগত্য করিতে চেষ্টিত হন কিনা তাহাও বলা যায় না।

ডেপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত মেডাক সাহেব।

শ্রীযুত মেডাক সাহেব স্বদেশে গমন করিবার আর বিলম্ব নাই, আমরা সর্ব্বাগ্রেই লিখিয়াছিলাম তিনি ৮ মার্চ তারিখে যাত্রার দিনাবধারণ করিয়াছেন, তাহার অনেক পরে ইংরাজী পত্র সকলে দেখিলাম শ্রীযুত ৯ তারিখে এতদ্রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন, এইক্ষণে আমারদিগের কোন বন্ধু কহিলেন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর উক্ত মহাশয়কে প্রতিষ্ঠা পত্র প্রদানের উদ্যোগ করিয়াছেন এবং সেই এড্রেসে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকে স্বাক্ষর হইয়াছে এবং অবগতি হইল রায় রাজা সীতানাথ বসু বাহাদুর শ্রীযুতের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ এক চাঁদা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও ভ্রাতৃগণ তাহাতে প্রথম স্বাক্ষর করেন ছবি নির্ম্মাণের ব্যয় তিন সহস্র মুদ্রা নিরূপণ হইয়াছে অতএব ৬০ জন ৫০ টাকার হিসাবে প্রদান করিলেই সম্পন্ন হইবেক এবং চাঁদাও এই পরিমাণে হইতেছে এতৎ প্রস্তাবোপলক্ষে শ্রীযুত বর্ডসাহেবের ছবির কথা স্মরণ হইতেছে অতএব উদ্যুক্ত রাজা এই উপক্রমে দেশীয় লোকেরদের সেই কলঙ্ক মোচন করুন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলাম বাবু কাশীনাথ বসু মহাশয় এই চাঁদায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

পরীক্ষা।

আগামি বৃহস্পতিবার বেলা দশঘণ্টা কালে টৌনহালে ওরিএণ্টল সেমিনরি নামক বিদ্যাগারের ছাত্রেরদের বার্ষিক পরীক্ষা হইবেক, বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা তৎ সময়ে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিবেন।

ধন্য মান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

সম্পাদক মহাশয়, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্বর্গগত লার্ড উলিএম বেণ্টিক বাহাদুর একদেশ জ্ঞাত

সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তানদিগের সম্মান বৃদ্ধি কারণ বিশেষ২ পদ অর্থাৎ প্রধান সদর আমীনী সদর আমীনী এবং মুন্সেফী ও ডেপুটি কালেকটরী সৃষ্টি করিয়া আইন প্রকাশ করায় অনেকেই তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন ইহাতে দেশের অমঙ্গল হইবেক যেহেতু এতদ্দেশীয় ব্যক্তি সমূহ অর্থলোভী এবং পক্ষপাতী, ইহাঁরা একপ উচ্চ পদাভিষিক্ত হওয়াতে বানরের হস্তে খন্তার ন্যায় হইবেক অতএব এবিষয়ে অস্মদাদির আশঙ্কার সীমা ছিল না, কালে পাছে সকলে অবিশ্বাসী হয়েন, এইক্ষণে দৃষ্টিগোচর হইতেছে সন ১৮৩১ সালের ৫ আইন এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইন প্রচলিত হইয়াবধি অনেকেই লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহাতে ক্রমে দেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, যেসকল ব্যক্তিরা উপরোক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের মধ্যে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতি ব্যক্তি দেখিলেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, বিপরীত দৃষ্টিগোচর হইলে মনে বেদনা পাই।

সম্পাদক মহাশয়, সম্প্রতি আমি কোন কার্য্যানুরোধে হুগলি গমন পূর্ব্বক সদর আমীনের বিচারালয় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সদর আমীন শ্রীযুক্ত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় বিচারাসনে বসিয়া কতক গুলিন কাগজে স্বাক্ষর করিতেছেন, আমি প্রশংসিত মহাশয়ের বিচার দৃষ্টি কারণ কিঞ্চিৎকাল তথায় বসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে পরমাহ্লাদিত হইয়াছি অতএব তদ্বিবরণ কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ না করিয়া মৌন থাকা অনুচিত বোধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিলাম ভাস্করে উদিত করিয়া পাঠকবর্গের সুগোচর করিবেন।

মহাশয়, আমি বাল্যকালাবধি এপর্য্যন্ত অনেক জিলায় ভ্রমণ পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় অনেক বিচারকর্ত্তার কর্ম্ম দক্ষতা দৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় যেরূপ বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ আমার বোধ হইল একপ ব্যক্তি সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, আমি যেকাল পর্য্যন্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিচারালয়ে বসিয়াছিলাম তাহার মধ্যে দুইটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, পরে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি পাইল তাহাতে পণ্ডিত মহাশয়কে আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ দিলাম, কারণ তিনি স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা ঐ দুই মোকদ্দমা একপ সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করিলেন তাহাতে বাদি প্রতিবাদী উভয়ের কোন আপত্তি উপস্থিত হইল না, বরং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন, ইহার এক মোকদ্দমায় বিচারপতির ভ্রম জন্মাইয়া অন্যায় বিচারেরপক্ষে কয়েকজন অভদ্রসন্তান ষড় যন্ত্র করিয়া নানা প্রকার বাদানুবাদ তুলিয়াছিলেন এবং অযথার্থ পক্ষের পোষকতা কোনং অবিজ্ঞ লোকে করিয়াছিল, বিচক্ষণ বিচারপতি তাহাতে কাহারো কথার প্রতি নির্ভর ও লক্ষ না করিয়া যথার্থ বিষয় অনায়াসে আপন মুখে ব্যক্ত করিলেন, সুতরাং আর কেহ কথাটী মাত্র কহিতে পারিলেন না, সম্পাদক মহাশয়, প্রশংসিত বিচারক যদবধি অত্র জিলায় শুভাগমন করিয়াছেন ইতোমধ্যে যেং মোকদ্দমার বিচার তাঁহার দ্বারা নিষ্পত্তি পাইয়াছে শ্রুত হওয়া গিয়াছে তাহাতে কাহারো অন্যায় ব্যার হয় নাই, তবে ভ্রম বশত যাহা হউক, তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি সুপণ্ডিত মিষ্টভাষী ও বিজ্ঞ এবং পক্ষপাত রহিত ব্যক্তি, ইনি আমলাদিগের বশীভূত নহেন এবং বিনা অপরের সহায়তায় নিজ ক্ষমতায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন অতএব জগদীশ্বর সন্নিধানে নিয়ত কায় মনোবাক্যে প্রার্থনা করি এই বিচারপতি ইহা হইতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল এই জিলায় স্থায়ী হয়েন, কিমধিকং নিবেদন মিতি।

কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ মৃত মুন্সী অলি উল্লার উইলে লিখিত কর্ম্মকর্ত্রী ওয়াহিদ্দিন নিসার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবাণার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। সহর কলিকাতা কলিঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৭ নং যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাঁহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্দ ভূমি অনুমান ॥০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত মুন্সী অলি উল্লার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কোম্পানির নরদামা। পশ্চিমদিগে গলি। উত্তরদিগে উদয়ার বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে কোম্পানির রাস্তা।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান।৩ আটকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত মুন্সী অলি উল্লার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলিপথ। পশ্চিমদিগে মুন্সী নজিমুল্লার বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে গোলাম মহম্মদ খাঁর ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে কোম্পানির রাস্তা।

৩ দফা। এবং সহর কলিকাতা ধর্ম্মতলার গোয়ালা টোলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১১৪ নং যে এক খণ্ড ও বদ্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান।১ ছয়কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত মুন্সি অলি উল্লার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে মেং ভি সিলবা সাহেবের বাটী ও ভূমি. পশ্চিমদিগে নবাব সাহেবের ভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে ধর্ম্মতলার রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORDD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff,
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬ ফেব্রুআরি ১৮৪৯

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়স্রে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্বৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানা দেশ বিলাসএব বিলসৎ স্বর্ণোপরে গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫৮৩ সংখ্যা ১৯ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৯ মার্চ। স্বানীশাব্দ ৫৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২৭ ফালগুন শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি শুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় তাহা কেবল বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধ মুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয়েন না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ ফালুগা হীরা পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় বালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসই অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটান হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লাবারি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

২৩৯ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ১৫ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত এ লিটলডেল সাহেব অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত মালদহের জাইন্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

২৬৭ নম্বর।

শ্রীযুত এচ এ আলেকজাণ্ডর সাহেব নদীয়ার মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টান্ট হইবেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

২৭৫ নম্বর।

শ্রীযুত টি এ ওয়েদরেড সাহেব যে সময়ে শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব তাঁহাকে বিদায় করিতে পারেন সেই সময়াবধি পুরীর সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক ও নিমকের এজেণ্টের আসিষ্টান্ট হইবেন।

১৮৪৯ সাল ১৬ ফিব্রুআরি।

চাটিগাঁর ডেপুটি মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটি কালেকটর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র রায় ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ১২ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুত পাদরি এচ এস ফিশর সাহেবকে গত নবেম্বর মাসের ১০ তারিখে দারজিলিঙ্গে গমনার্থ যে ছুটী দেওয়া যায় তাহা রহিত হইল।

ছিলটের ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি এগীষ্টিন সাহেবকে গত ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল তিনি যে তারিখে কাফিড্রাল নামক ভজনালয়ের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হন সেই তারিখ অবধি রহিত হইল।

১৮৪৯ সাল ১৩ ফিব্রুআরি।

আসামের কমিস্যনর সাহেবের সব আসিষ্টান্ট শ্রীযুত এচ ভাইবর্ট সাহেব গত মাসের ১৭ তারিখের হুকুমানুসারে ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখ অবধি বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী না পাইয়া গত মাসের ২২ তারিখ অবধি আগামি মাসের ৮ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৫ ফিব্রুআরি।

মালদহের একটিং জাইন্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটি কালেকটর শ্রীযুত এফ বি উমগু সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

নলবাড়ীর মুন্সেফ ও আসামে বড়পেটার সদর আমীনের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারি শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ শর্ম্মা স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে গত মাসের ২৮ তারিখ অবধি বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

পরীক্ষা।

গত কল্য টৌনহালে ওরিএণ্টল সেমিনরির ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইয়াছে, বেলা সাড়ে দশঘণ্টাকালে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুত বেথুন সাহেব সমাগত হইয়া প্রথমতঃ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন, অদ্য স্থানাভাব হেতুক আমরা শ্রীযুতের বক্তৃতার অভিপ্রায় লিখিতে অক্ষম হইলাম, তৎপরে প্রায় পাদঘণ্টা থাকিয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরদের পরীক্ষা করিয়া একবার বিদায় হয়েন এবং একঘণ্টা কালে পুনরায় আসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা বিস্থিত হইয়া ছাত্রেরদের পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বলকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক বিদায় হইলেন, শ্রীযুত বেথুন সাহেব যেমন মহৎপদস্থ মনুষ্য তেমনি মহত্তের আচরণ দেখাইলেন অতএব এতদ্দেশীয় লোকেরা অবশ্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা স্বীকার করিবেন।

পরীক্ষা কালে ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন, ছাত্রেরা পরীক্ষা দানে তাবৎকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, এবং উক্ত বিদ্যালয়ের অন্তঃপাতি বাঙ্গালী পাঠশালার ছাত্রেরাও সুপরীক্ষা দিয়াছেন, আমরাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পরীক্ষা করি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শিবনাথ নামক বালকে এক মেডেল দিয়াছি, এবং সর্ব্বরীর পারিতোষিকের বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি পাঠক মহাশয়দিগের তাহা স্মরণ থাকিবে, তদতিরিক্ত শ্রীযুত বাবু গোষ্টবেহারি মল্লিক এক স্বর্ণ মেডেল এবং সাধারণ হিতৈষি শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত অনেক পুস্তকাদি প্রদান করিয়াছেন।

বিবিধ সমাচার।

ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রের এক জন পত্রপ্রেরকের ২৮ ফিব্রুআরী তারিখের লিপ্যনুসারে অবগতি হইল শ্রীযুত করি সাহেব বগাত্রী সহ ২৭ তারিখে আলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ১ মার্চে তথা হইতে এতদ্রাজ্যে যাত্রা করিবেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক গবর্ণরের সমভিব্যাহারি আমারদিগের বন্ধু ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন উক্ত শ্রীযুত এতন্নগরে শীঘ্র আসিবেন।

উপস্থিত শীকসংগ্রামে ইংরেজপক্ষে যেসকল বৃটিশ সৈন্যগণ হতাহত হয় তাহারদিগের স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালনার্থ রেবরেণ্ড হোয়াইটিং সাহেব একচাঁদা করেন তাহাতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল ৫০০ শত টাকা এবং সেক্রেটরী সাহেব ২০০ শত মুদ্রা দেন, এবং মিরাটস্থ ডাক্তর উড সাহেবের উদ্যোগে তথাকার ইংরাজেরা এতদ্বিষয়ে ৮০০ শত মুদ্রা স্বাক্ষর করিয়াছেন, আমরা ভরসা করি অন্যান্য প্রধান দেশীয় দয়ালু দাতা লোকেরাও এতদ্দানের অংশী হইবেন।

চীনরাজ্য হইতে আগত সমাচারে ব্যক্ত করে তথায় সম্প্রতি বাণিজ্যের কোন ব্যাঘাত নাই, কেবল সকলেই ১এপ্রিলতারিখের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন আছেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতঃপূর্ব্বে চীনায় গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃটিস জাতির যে সন্ধি নির্ব্বন্ধ হয় তাহাতে এমত নিয়ম লেখা আছে কথিত দিনাবধি বিদেশীয় লোকেরা কাণ্টন নগরে বসতি করণে অবরুদ্ধ হইবেন না, ঐ নিরূপিত কাল উপস্থিত প্রায় কিন্তু চীনীয় রাজপুরুষেরা ইহাতে ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ভিন্নদেশীয় লোকের প্রতি তন্নগরবাসিগণের এপর্য্যন্ত বিশেষ দ্বেষভাব আছে, উভয়দেশীয়েরা একত্র বসতি করিতে গেলে প্রতিদিন নিয়ত বিরোধ বিসম্বাদ ঘটনা হইবেক অতএব তাঁহারা বিদেশীয় লোককে নগরে বাস করিতে অনুজ্ঞা করিতে পারেন না, আমারদিগের রাজকর্ম্মচারিগণ এতচ্ছ্রবণে অধিক বিরক্ত হইয়া ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা করণজন্য বিলাতের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছেন তথা হইতে কি আজ্ঞা আইসে বলা যায় না, এই সূত্রে তদ্রাজ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ঐক্য ও বিরোধ মধ্যে প্রথমানুষ্ঠান শ্রেয় ইহা প্রধান রাজপুরুষগণের অবশ্য বিবেচ্য হইবেক।

সাএম রাজ্যস্থ সম্বাদে লেখে তত্রস্থ রাজ্যপালের পিতৃব্য যিনি প্রধান সচিব পদাভিষিক্ত ছিলেন তিনি রাজ্যলাভাকাঙ্ক্ষায় ষড়যন্ত্র করেন

কা রাজকর্ণগোচর হইবাতে বিশেষানুসন্ধানে প্রমাণাবস্থ হয় বরং তিনি স্বীয় দুর্ম্মতি স্বীকার করিয়াছিলেন, অতএব বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান হইলে তদ্রাজ্যের প্রথামত চন্দন কাষ্ঠের যষ্টি দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক অস্থি চূর্ণ করিয়া বিনাশ করা হয়, এবং চারিজন রাজসচিব যাঁহারা ঐ মন্ত্রির সহিত কুমন্ত্রণায় লিপ্ত ছিলেন তাঁহারদিগের শিরশ্ছেদ হয়, এবং অপর ভৃত্যগণের অপরাধ ভেদে কারাপ্রেরণ বা প্রাণদণ্ড করেন ও কাহাকেও [illegible] যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়।

সাংগ্রামিক সমাচার।

গুজরাটাঞ্চলে ২১ তারিখে শীকেরদের সহিত বৃটিস সৈন্যের যে সংগ্রাম হয় আমরা গত পত্রে তাদ্বিবরণ লিখিয়া ভরসা করিয়াছিলাম অত্র পত্রে প্রধান সেনাপতির লিখিত বিবরণ হইতে বিস্তারিত বার্ত্তা প্রকাশ করিতে পারিব, কিন্তু শ্রীযুতের লিখিত যে ডিস্পেচ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয় তাহা স্থূল সংবাদমাত্র মহারথী বিস্তারিত কথা পরে লিখিবেন গবরণর জেনরলকে ইহাই জানাইয়াছেন, কথিত বিবরণে শত্রুদের কত তোপ আমরা পাইয়াছি এবং তাহারদিগের কত সেনা বিনষ্ট হয় তাহা ব্যক্ত নাই সেনাপতি এই মাত্র লেখেন বিপক্ষ পক্ষীয় অনেক সৈন্য হতাহত হয় এবং তাহারদিগের সিবিরাদি বিস্তর সামগ্রী পাইয়াছেন, বৃটিস পক্ষীয় যোদ্ধা ৩০০ শতের মধ্যে হতাহত হইয়াছে এবং ৬ ক্রোশ ব্যাপিয়া বিপক্ষদিগের দ্রব্যাদি থাকে ইত্যাদি।

মহারথির লেখা দ্বারা এই মাত্র অবগতি হইয়াছে অতএব পাঠকগণের সন্তোষার্থ অন্যান্য ইংরাজি পত্রের পত্রপ্রেরকগণের লিপ্যর্থ সঙ্কলন করিয়া নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

২৪ তারিখ পর্য্যন্তের সম্বাদে জানা যায় শত্রু পক্ষীয় ৫১।৫২ টা তোপ ও কয়েকটা পতাকা আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে।

এই রঙ্গে প্রায় ৪০০০ সহস্র শীক সৈন্য ক্ষয় হয়, পত্রভেদে বৃটিসপক্ষীয় ৪৫০।৫০০ যোদ্ধা হতাহত লেখে, ইংলিসমেন পত্রের সম্বাদদাতা কহেন জেনরল গিলবর্ট প্রায় ১২ সহস্র যোদ্ধা লইয়া পেসোয়রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, মুলতানাক্রমকারি সৈন্যগণ ও ১৪ ড্রেগুণ ইহাতে সংযুক্ত আছে, হরকরা পত্রে জানা যায় এই দলে দোস্ত মহম্মদখার হস্ত হইতে পেসোয়র এবং আটক উদ্ধার করিয়া লইবেক, ইহারদিগের সমভিব্যাহারে ২০ টা তোপ আছে ৫৩ সংখ্যক পদাতিক এতদ্দলের জন্য যুদ্ধোপযোগি সামগ্রী লইয়া পশ্চাৎগামী হইতেছে।

জেনরল কেম্প বেলের অধীন যোদ্ধা শ্রেণী এবং ৯ গণিত লেন্সর অর্থাৎ শূলাস্ত্রধারি অশ্বারোহি সম্প্রদা সম্প্রতি গুজরাট সন্নিকর্ষে সংস্থাপিত থাকিবেক, গিলবর্টের গতি বুঝিয়া তাহারা কার্য্য করিবেক।

গত সংগ্রাম জয়ের পর আমারদিগের অশ্বারোহী গোলন্দাজ ও যোদ্ধাগণ পরাজিত পলায়িত শত্রু পক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া অনেক অনিষ্ট করে, ব্যক্ত এই যে ১৪ ড্রেগুণ দল বম্বু প্রদেশীয় এক রেগুলর শীক পদাতিক সম্প্রদাকে হনন করিয়াছে, অনেক শীকসরদার ও সৈন্যগণ পলায়ন কালে আপন অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং এক অশ্ব বা উষ্ট্রোপরি দুই তিনজন আরোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করে, অনেকে অনুমান করিতেছেন শত্রু বর্গ আর সমবেত হইতে পারিবেক না তাহারা আপন২ প্রাণ লইয়া স্বগৃহে গিয়াছে, ইংলিসমেনের এক পত্রপ্রেরক লেখেন ১৫ মার্চের পর আমারদিগের সৈন্যগণকে রণস্থলে তিষ্ঠিতে হইবেক না, এই কাল মধ্যেই একেবারে যুদ্ধ সমাধা হইলে পরম সুখের বিষয় বটে কিন্তু এই প্রবলতাকালেও যখন এমত সমাচার দেখিতেছি শীকেরা লাহোরাক্রমণ করিলেও করিতে পারে তজ্জন্য আমারদিগের সতর্ক হইতে হইয়াছে তখন সংগ্রাম সমাচার প্রতি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ হইতেছে পরন্তু ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হয় সেরসিংহ আর প্রকাশ্য রূপে বৃটিস সৈন্যগণকে উত্ত্যক্ত করিতে ক্ষমবান হইবেন না এবং বিপদে পতিত হইয়া অধিক কাল যুদ্ধের ব্যয়াদি করিতে পারিবেন ইহাও অনভবে লয় না, ইহার পররাজা গোলাপ সিংহ এবং অপর শীক সরদার হইতে সাহায্য পাইবেন না, ব্যক্ত এইরূপ জম্বুপতি এবং পাটিয়ালা রাজ্যপাল এতৎযুদ্ধে বৃটিস ব্যয়ানুকূল্য করিয়া বন্ধুতা দেখাইয়াছেন, এবং এমত জনরবও হইয়াছে রাজা গোলাব সিংহ গুপ্তাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু ইহা সটিক বোধ হয় না, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক পাটিওয়ালার বর্ত্তমানাধীশ্বরের পিতা গত শীকযুদ্ধে ধনে জনে বৃটিস সাহায্য করিয়া বিশেষ বন্ধুত্ব সংস্থাপন দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইংরাজী পত্র সকলে লেখে গুজরাটীয় যুদ্ধে দোস্ত মহম্মদের এক পুত্র আখরামখাঁ যিনি আফগান সৈন্য লইয়া আমারদিগের তোপাক্রমণ করেন তিনি রণশায়ী, এবং সের সিংহ আহত হইয়াছেন, কেহ২ লেখেন ছত্র সিংহ এতদ্যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

আঘাতী শীক সৈন্য যাহারা বৃটিস হস্তে পতিত হইয়াছে তাহারদিগের চিকিৎসা হইতেছে আমারদিগের সেনাপতির এই দয়ার ব্যবহারে কে না প্রশংসা করিবেন।

হরকরাপত্রে লেখে একসহস্র শীকসৈন্য একটা তোপ সহ তাড়িত হইয়া চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া লাহোরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা ঐ স্থানে আপনারদিগের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃটিসপক্ষে শরণাগত হইবেক।

ইংরাজ সেনাপতিরা এইক্ষণে কতই আনুমানিক কথা লিখিতেছেন ইংলিসমেনে ইহাও প্রকাশ হইয়াছে আফগান সৈন্যগণ স্বদেশ গমন কালে খীবা দেশীয় লোকেরা পথ রুদ্ধ করিবেক তবেই আফানীয়েরা বৃটিস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবেক, উক্ত লেখক এতদূর স্থানের বিশেষত বিপক্ষ রাজ্যের এরূপ সমাচার কি রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না।

২১ তারিখের যুদ্ধে কতক শীক ও আফগান অশ্বারোহী সৈন্য বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করে তাহার একদল আমারদিগের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধ্যদেশ পর্য্যন্ত আইসে এবং যথায় বৃহৎ২ তোপ সকল ছিল তথায় কয়েক জন সহীসকে হত করে, সময়ক্রমে আমারদিগের সৈন্যেরদের দৃষ্টিগোচর হইবায় তাহারা আক্রান্ত হইয়া নিপাতিত হয়।

মূলরাজ এইক্ষণে লাহোরে আনীত হইয়াছেন, তাঁহার বিষয় এপর্য্যন্ত বিবেচনা হয় নাই, ইংলিসমেনপত্রে লেখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল ত্বরায় লাহোর রাজধানীতে গমন করণাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

বন্ধু হইতে।

শ্রীযুত গবরণর জেনরলের সমভিব্যাহারী আমারদিগের বন্ধু হইতে ২৩ তারিখ পর্য্যন্তের সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে লেখেন তদ্দিন পর্য্যন্ত শ্রীযুত বড় সাহেব ফিরোজপুরে আছেন।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

গত বৎসরীয় বানেতে জেলা হুগলির অন্তঃপাতি সপ্তগ্রাম এবং মগরা স্থানীয় পুল ভগ্ন হওয়ায় লোকেরদের কষ্টের সীমা নাই কাশ্যাদি পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতা যাতায়াতের ঐ এক স্থলপথ কিন্তু গমনশীল লোক এবং অশ্ব গবাদি শকট যানবাহকাদির গমনাগমনের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ তাহা বর্ণনাতীত, সপ্তগ্রামে বাঁশের এক সেতু নির্ম্মাণ হইয়াছে তদুপরি পদব্রজে লোক গমনাগমন করিতে পারে কিন্তু মগরার কুন্তী নামা ক্ষুদ্র নদীপার লোকের পক্ষে সাগর পারাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়াছে, কারণ তথাকার পারঘাটের ইজারাদারনবাবগঞ্জনিবাসিরাজচন্দ্রসরকার বার্ষিক ৫০০ পাঁচ শত টাকায় ঘাটইজারা লইয়া লোকপ্রতি অৰ্দ্ধ আনা সিবিকাবাহক পারে ।৵০ আনা, গাড়িঘোড়া ।।০ আনা, গবাদির গাড়িপারে ৵০ আনা এইরূপে লোকের ক্ষতি এবং ক্লেশের সীমা নাই, যদিও কোনস্থানে অল্পজলে লোকে হাটিয়া পার হয় তথাচ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া অৰ্দ্ধ আনা পয়সা লয় নচেৎ তদর্থে বস্ত্রহরণ করে, এই সকল অত্যাচারে লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, আরো শুনিলাম পুলবন্দির সাহেব তথায় লোক পারাপারের কারণ এক বংশের সেতু বন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু ঘাট ইজারাদারেরসহিত কি পরামর্শ করিয়া তাহা করেন নাই।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নিৰ্ম্মাণ কৰ্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূৰ্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূৰ্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কৰ্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যেসকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূৰ্ব্বক নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিসনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

ADVERTISEMENT.

To be sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal Against Sreemutty Kistosoondery Dossee widow and Executrix of Sreenauth Mullick deceased Bycauntnauth Mullick, Omeertnauth Mullick, Debindernauth Mullick, Rajendronauth mullick, and Samadronauth Mullick sons of the said Sreenauth mullick and Sreemutty Soobaney Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on a day of which Notice will hereafter be duly given all that Upper roomed Messuage Tenemant or Dwelling House and also those two lower roomed Messuages Tenements or Dwelling Houses adjoining thereto and piece or parcel of Ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the district of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased. Particulars where of may be had at the said Masters Office or of Mr. Philip Piard Solicitor for the said Complainant Muttyloll Seel at No 1 Garstins Buildings in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON,
Acting Master.

Calcutta. Supreme Court Master's Office, the 2nd March, 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল বাদী। মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের এক জিকিউটিকস শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু অমৃতনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু সমুদ্রনাথ মল্লিক উক্ত মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং সুবর্ণদাসী প্রতিবাদিনী।

পূৰ্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বৰ্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতি ক্রমে কলিকাতা নগরীয় সুপ্রিম কোর্ট হৌসের কথিত মাষ্টর আফিসে এক অবধারিত দিন ইহার পর রীতিমত প্রকাশ করা যাইবেক তদ্দিনে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের ইষ্টক নিৰ্ম্মিত এক দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সামিল আর দুই ইষ্টক নিৰ্ম্মিত একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং ইহার সামিল যে একখণ্ড ওবন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নিৰ্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক অথবা ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূন বা অধিক হউক ও রামকৃষ্ণপুরে স্থিত স্থান যাহা ইহার পূৰ্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশ পরগণার মধ্যবৰ্ত্তি হয়।

ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূৰ্ব্বোক্ত বাদী মতিলাল শীলের পক্ষীয় উকীল মাষ্টর ফিলিপ পিয়ার্ড সাহেবের নামে কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ নং গেরেষ্টিং বিলডিংস্থ আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবেক ইতি।

ডবলিউ মেকফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২ মার্চ ইং ১৮৪৯ সাল।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্য মত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানা দেশ বিলাসিএষ বিলসন্ ও রুবণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ।।

৫৮৩ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৯ মার্চ। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২৭ ফাল্গুন শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সৰ্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি শুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অৰ্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অৰ্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মঙ্গল ও মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির
মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সৰ্ব্বসাধারণকে সম্মানপূৰ্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কৰ্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পৰ্য্যন্ত অথবা যে পৰ্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পৰ্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় কালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসই অতি নিৰ্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানিৰ্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুৰ্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবচ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নিৰ্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সৰ্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদূ ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

২০৯ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ১৫ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত এ লিটলডেল সাহেব অন্য হুকুম না হওয়াপর্যন্ত মালদহের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

২৬৭ নম্বর।

শ্রীযুত এচ এ আলেকজাণ্ডর সাহেব নদীয়ার মাজিস্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

২৭৫ নম্বর।

শ্রীযুত টি এ ওয়েদরেড সাহেব যে সময়ে শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব তাঁহাকে বিদায় করিতে পারেন সেই সময়া বধি পুরীর সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক ও নিমকের এজণ্টের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

১৮৪৯ সাল ১৬ ফিব্রুআরি।

চাটিগাঁর ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র রায় ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ১২ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুত পাদরি এচ এস ফিশর সাহেবকে গত নবেম্বর মাসের ১০ তারিখে দারজিলিঙ্গে গমনার্থ যে ছুটী দেওয়া যায় তাহা রহিত হইল।

ছিলটের ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি এ গার্ষ্টিন সাহেবকে গত ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল তিনি যে তারিখে কাফিড্রাল নামক ভজনালয়ের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হন সেই তারিখ অবধি রহিত হইল।

১৮৪৯ সাল ১৩ ফিব্রুআরি।

আসামের কমিস্যনর সাহেবের সব আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এচ ভ্রাইবর সাহেব গত মাসের ১৭ তারিখের হুকুমানুসারে ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখ অবধি বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী না পাইয়া গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি আগামি মাসের ৮ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৫ ফিব্রুআরি।

মালদহের একটিং জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর শ্রীযুত এফ বি ডুমণ্ড সাহেব চিকিৎসকের সার্টিফিকট ক্রমে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

নলবাড়ীর মুন্সেফ ও আসামে বড়পেটার সদর আমীনের মতানুসারে কার্য্যকারি শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ শর্ম্মা স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে গত মাসের ২৮ তারিখ অবধি বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

পরীক্ষা।

গত কল্য টৌনহালে ওরিএণ্টল সেমিনরির ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইয়াছে, বেলা সাড়ে দশঘণ্টাকালে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুত বেথুন সাহেব সমাগত হইয়া প্রথমতঃ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন, অদ্য স্থানাভাব হেতুক আমরা শ্রীযুতের বক্তৃতার অভিপ্রায় লিখিতে অক্ষম হইলাম, তৎপরে প্রায় পাদঘণ্টা থাকিয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরদের পরীক্ষা করিয়া একবার বিদায় হয়েন এবং একঘণ্টা কালে পুনরায় আসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাবস্থিত হইয়া ছাত্রেরদের পরীক্ষা করিয়া সকলকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক বিদায় হইলেন, শ্রীযুত বেথুন সাহেব যেমন মহৎপদস্থ মনুষ্য তেমনি মহত্তের আচরণ দেখাইলেন অতএব এতদ্দেশীয় লোকেরা অবশ্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা স্বীকার করিবেন।

পরীক্ষাকালে ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন, ছাত্রেরা পরীক্ষা দানে তাবৎকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, এবং উক্ত বিদ্যাগারের অন্তঃপাতি বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রেরাও সুপরীক্ষা দিয়াছেন, আমরাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পরীক্ষা করি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শিবনাথ নামক বালকে এক মেডেল দিয়াছি, এবং সরীয় পারিতোষিকের বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি পাঠক মহাশয়দিগের তাহা স্মরণ থাকিবে, তদতিরিক্ত শ্রীযুত বাবু গোষ্টবেহারি মল্লিক এক স্বর্ণ মেডেল এবং সাধারণ হিতৈষি শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত অনেক পুস্তকাদি প্রদান করিয়াছেন।

বিবিধ সমাচার।

ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রের এক জন পত্রপ্রেরকের ২৮ ফিব্রুআরী তারিখের লিপ্যনুসারে অবগতি হইল শ্রীযুত কুরি সাহেব স্বপত্নী সহ ২৭ তারিখে আলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ১ মার্চ তথা হইতে এতদ্রাজ্যে যাত্রা করিবেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক গবর্ণরের সমভিব্যাহারি আমারদিগের বন্ধু ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন উক্ত শ্রীযুত এতন্নগরে শীঘ্র আসিবেন।

উপস্থিত শীকসংগ্রামেই ইংরেজপক্ষে যে সকল বিটিস সৈন্যগণ হতাহত হয় তাহার দিগের স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালনার্থ রেবরেণ্ড হোয়াইটিং সাহেব একচাঁদা করেন তাহাতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল ৫০০ শত টাকা এবং সেক্রেটরী সাহেব ২০০ শত মুদ্রা দেন, এবং মিরাটস্থ ডাক্তর উড সাহেবের উদ্যোগে তথাকার ইংরাজেরা এতদ্বিষয়ে ৮০০ শত মুদ্রা স্বাক্ষর করিয়াছেন, আমরা ভরসা করি অন্যান্য প্রধান দেশীয় দয়ালু দাতা লোকের এতদ্দানের অংশী হইবেন।

চীনরাজ্য হইতে আগত সমাচারে ব্যক্ত করে তথায় সম্প্রতি বাণিজ্যের কোন ব্যাঘাত নাই, কেবল সকলেই ১এপ্রিল তারিখের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন আছেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতঃপূর্ব্বে চীনায় গবর্ণমেণ্টের সহিত বিটিস জাতির যে সন্ধি নির্ব্বন্ধ হয় তাহাতে এমত নিয়ম লেখা যায় কথিত দিনাবধি বিদেশীয় বণিকেরা কাণ্টন নগরে বসতি করণে অবরুদ্ধ হইবেন না, ঐ নিরূপিত কাল উপস্থিত প্রায় কিন্তু চীনীয় রাজপুরুষেরা ইহাতে ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ভিন্নদেশীয় লোকের প্রতি তন্নগরবাসিগণের এপর্য্যন্ত বিশেষ দ্বেষভাব আছে, উভয়দেশীয়েরা একত্র বসতি করিতে গেলে প্রতিদিন নিয়ত বিরোধ বিসম্বাদ ঘটনা হইবেক অতএব তাঁহারা বিদেশীয় লোককে নগরে বাস করিতে অনুজ্ঞা করিতে পারেন না, আমারদিগের রাজকর্ম্মচারিগণ এতচ্ছ্রবণে অধিক বিরক্ত হইয়া ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা করণজন্য বিলাতের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছেন তথা হইতে কি আজ্ঞা আইসে বলা যায় না, এই সূত্রে কদাচিৎ সমরানল প্রজ্বলিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ঐক্য ও বিরোধ মধ্যে প্রথমানুষ্ঠান শ্রেয় ইহা প্রধান রাজপুরুষগণের অবশ্য বিবেচ্য হইবেক।

সাএম রাজ্যস্থ সম্বাদে লেখে তত্রস্থ রাজ্যপালের পিতৃব্য যিনি প্রধান সচিব পদাভিষিক্ত ছিলেন তিনি রাজ্যলোভাকাঙ্ক্ষায় ষড়যন্ত্র করেন তাহা রাজকর্ণগোচর হইবাতে বিশেষানুসন্ধানে পরেশাক্যস্থ হয় এবং তিনি স্বীয় দুষ্কৃতি স্বীকার করিয়াছিলেন, অতএব বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান হইলে তদ্রাজ্যের প্রথামত চন্দন কাষ্ঠের যষ্টি দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক অস্থি চূর্ণ করিয়া বিনাশ করা হয়, এবং চারিজন রাজসচিব যাঁহারা ঐ মন্ত্রির কৃত কুমন্ত্রণায় লিপ্ত ছিলেন তাঁহারদিগের শিরশ্ছেদ হয়, এবং অপর ভৃত্যগণের অপরাধ ভেদে কারা প্রেরণ বা প্রাণদণ্ড করেন ও কাহাকেও বা যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়।

সাংগ্রামিক সমাচার।

গুজরাটাঞ্চলে ২১ তারিখে শীকেরদের সহিত বৃটিস সৈন্যের যে সংগ্রাম হয় আমরা গত পত্রে এতদ্বিবরণ লিখিয়া ভরসা করিয়াছিলাম অত্র পত্রে প্রধান সেনাপতির লিখিত বিবরণ হইতে বিস্তারিত বার্ত্তা প্রকাশ করিতে পারিব, কিন্তু শ্রীযুতের লিখিত যে ডিস্পচ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয় তাহা স্থূল সম্বাদমাত্র মহারথী বিস্তারিত কথা পরে লিখিবেন গবরনর জেনরলকে ইহাই জানাইয়াছেন, কথিত বিবরণে শত্রুদের কৃত তোপ আমরা পাইয়াছি এবং তাঁহারদিগের কত সেনা বিনষ্ট হয় তাহা ব্যক্ত নাই সেনাপতি এই মাত্র লেখেন বিপক্ষ পক্ষীয় অনেক সৈন্য হতাহত হয় এবং তাহারদিগের সিবিরাদি বিস্তর সামগ্রী পাইয়াছেন, বৃটিস পক্ষীয় যোদ্ধা ৩০০ শতের মধ্যে হতাহত হইয়াছে এবং ৬ ক্রোশ ব্যাপিয়া বিপক্ষদিগের দ্রব্যাদি থাকে ইত্যাদি।

মহারথির লেখা দ্বারা এই মাত্র অবগতি হইয়াছে অতএব পাঠকগণের সন্তোষার্থ অন্যান্য ইংরাজি পত্রের পত্রপ্রেরকগণের লিপ্যর্থ সঙ্কলন করিয়া নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

২৪ তারিখ পর্য্যন্তের সম্বাদে জানা যায় শত্রুপক্ষীয় ৫১।৫২ টা তোপ ও কয়েকটা পতাকা আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে।

এই রঙ্গে প্রায় ৪০০০ সহস্র শীক সৈন্য ক্ষয় হয়, পত্রভেদে বৃটিসপক্ষীয় ৪৫০।৫০০ যোদ্ধা হতাহত লেখে, ইংলিসমেন পত্রের সম্বাদদাতা কহেন জেনরল গিলবর্ট প্রায় ১২ সহস্র যোদ্ধা লইয়া পেসোয়রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, মলতানাগত বোম্বাইস্থ সৈন্যগণ ও ১৪ ড্রেগুণ ইহাতে সংযুক্ত আছে, হরকরা পত্রে জানা যায় এই দল দোস্ত মহম্মদখার হস্ত হইতে পেসোয়র এবং অটক্যাধিকার করিয়া লইবেক; ইহারদিগের সমভিব্যাহারে ২০ টা তোপ আছে ৫৩ সংখ্যক পদাতিক এতদ্দলের জন্য যুদ্ধোপযোগি সামগ্রী লইয়া পশ্চাৎগামী হইতেছে।

জেনরল কেম্পবেলের অধীন যোদ্ধা শ্রেণী এবং ৯ গণ্ড লেন্সর অর্থাৎ শূলাস্ত্রধারি অশ্বারোহি সম্প্রদায় সম্প্রতি গুজরাট সন্নিহিত সংস্থাপিত থাকিবেক, গিলবর্টের গতি বুঝিয়া তাহারা কার্য্য করিবেক।

গত সংগ্রাম জয়ের পর আমারদিগের অশ্বারোহী গোলন্দাজ ও যোদ্ধাগণ পরাজিত পলায়িত শত্রু পক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া অনেক অনিষ্ট করে, ব্যক্ত এই যে ১৪ ড্রেগুণ দল বন্নুপ্রদেশীয় এক রেগুলর শীক পদাতিক সম্প্রদায়কে হনন করিয়াছে, অনেক শীকসরদার ও সৈন্যগণ পলায়ন কালে আপন অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং এক অশ্ব বা উষ্ট্রোপরি দুই তিনজন আরোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করে, অনেকে অনুমান করিতেছেন শত্রুবর্গ আর সমবেত হইতে পারিবেক না তাহারা আপন২ প্রাণ লইয়া স্বগৃহে গিয়াছে, ইংলিসমেনের এক পত্রপ্রেরক লেখেন ১৫ মার্চের পর আমারদিগের সৈন্যগণকে রণস্থলে তিষ্ঠিতে হইবেক না, এই কাল মধ্যেই একেবারে যুদ্ধ সমাধা হইলে পরম সুখের বিষয় বটে কিন্তু এই প্রবলতাকালেও যখন এমত সমাচার দেখিতেছি শীকেরা লাহোরাক্রমণ করিলেও করিতে পারে তজ্জন্য আমারদিগের সতর্ক হইতে হইয়াছে তখন সংগ্রাম সমাচার প্রতি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ হইতেছে পরন্তু ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হয় সেরসিংহ আর প্রকাশ্য রূপে বৃটিস সৈন্যগণকে উত্ত্যক্ত করিতে ক্ষমবান হইবেন না এবং বিপদে পতিত হইয়া অধিক কাল যুদ্ধের ব্যয়াদি করিতে পারিবেন ইহাও অনুভব হয় না, ইহার পররাজা গোলাপ সিংহ এবং অপর শীক সরদার হইতে সাহায্য পাইবেন না, ব্যক্ত এইরূপ জম্মুপতি এবং পাটিয়ালা রাজ্যপাল এতৎযুদ্ধে বৃটিস ব্যয়ানুকূল্য করিয়া বন্ধুতা দেখাইয়াছেন, এবং এমত জনরবও হইয়াছে রাজা গোলাব সিংহ গুপ্তোঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু ইহা সটীক বোধ হয় না, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক পাটিওয়ালার বর্ত্তমানাধীশ্বরের পিতা গত শীকযুদ্ধে ধনে জনে বৃটিস সাহায্য করিয়া বিশেষ বন্ধুত্ব সংস্থাপন দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইংরাজী পত্র সকলে লেখে গুজরাটীয় যুদ্ধে দোস্ত মহম্মদের এক পুত্র আখরামখাঁ যিনি আফগান সৈন্য লইয়া আমারদিগের তোপাক্রমণ করেন তিনি রণশায়ী, এবং সের সিংহ আহত হইয়াছেন, কেহ লেখেন ছত্র সিংহ এতদ্যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

আঘাতী শীক সৈন্য যাহারা বৃটিস হস্তে পতিত হইয়াছে তাহারদিগের চিকিৎসা হইতেছে আমারদিগের সেনাপতির এই দয়ার ব্যবহারে কে না প্রশংসা করিবেন।

হরকরাপত্রে লেখে এক সহস্র শীকসৈন্য এক টা তোপ সহ তাড়িত হইয়া চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া লাহোরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা ঐ স্থানে আপনারদিগের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃটিসপক্ষে শরণাগত হইবেক।

ইংরাজ সেনাপতিরা এইক্ষণে কতই আনুমানিক কথা লিখিতেছেন ইংলিসমেনে ইহাও প্রকাশ হইয়াছে আফগান সৈন্যগণ স্বদেশ গমন কালে খীবা দেশীয় লোকেরা পথ রুদ্ধ করিবেক তবেই আফগানীয়েরা বৃটিস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবেক, উক্ত লেখক এতদূর স্থানের বিশেষত বিপক্ষ রাজ্যের এরূপ সমাচার কি রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না।

২১ তারিখের যুদ্ধে কতক শীক ও আফগান অশ্বারোহী সৈন্য বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করে তাহার একদল আমারদিগের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধ্যদেশ পর্য্যন্ত আইসে এবং যথায় বৃহৎ২ তোপ সকল ছিল তথায় কয়েক জন সহীসকে হত করে, সময়ক্রমে আমারদিগের সৈন্যেরদের দৃষ্টিগোচর হইবায় তাহারা আক্রান্ত হইয়া নিপাতিত হয়।

মলরাজ এইক্ষণে লাহোরে আনীত হইয়াছেন, তাঁহার বিষয় এপর্য্যন্ত বিবেচনা হয় নাই, ইংলিসমেনপত্রে লেখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল স্বয়ং লাহোর রাজধানীতে গমন করণাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

বন্ধু হইতে।

শ্রীযুত গবরণর জেনরলের সমভিব্যাহারী আমারদিগের বন্ধু হইতে ২৩ তারিখ পর্য্যন্তের সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে লেখেন তদ্দিন পর্য্যন্ত শ্রীযুত বড় সাহেব ফিরোজপুরে আছেন।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

গত বৎসরীয় বানেতে জেলা হুগলির অন্তঃপাতি সপ্তগ্রাম এবং মগরা স্থানীয় পুল ভঙ্গ হওয়ায় লোকেরদের কষ্টের সীমা নাই কাশ্যাদি পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতা যাতায়াতের ঐ এক স্থলপথ কিন্তু গমনশীল লোক এবং অশ্ব গবাদি শকট যানবাহকাদির গমনাগমনের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ তাহা বর্ণনাতীত, সপ্তগ্রামে বাঁশের এক সেতু নির্ম্মাণ হইয়াছে তদুপরি পদব্রজে লোক গমনাগমন করিতে পারে কিন্তু মগরার কুন্তী নামা ক্ষুদ্র নদীপার লোকের পক্ষে সাগর পারাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়াছে, কারণ তথাকার পারঘাটের ইজারাদারনবাবগঞ্জনিবাসিরাজচন্দ্রসরকার বার্ষিক ৫০০ পাঁচ শত টাকায় ঘাটই জারা লইয়া লোকপ্রতি অর্দ্ধ আনা নিবিকাবাহক পারে ।৵০ আনা, গাড়িঘোড়া ।।০ আনা, গবাদির গাড়িপারে ৵০ আনা এইরূপে লোকের ক্ষতি এবং ক্লেশের সীমা নাই, যদিও কোনস্থানে অল্পজলে লোকে হাটিয়া পার হয় তথাচ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া অর্দ্ধ আনা পয়সা লয় নচেৎ তদর্থে বস্ত্রহরণ করে, এই সকল অত্যাচারে লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, আরো শুনিলাম লুলবন্দির সাহেব তথায় লোকপারাপারের কারণ এক বংশের সেতু বন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু ঘাট ইজারাদারের সহিত কি পরামর্শ করিয়া তাহা করেন নাই।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

ADVERTISEMENT.

To be sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal Against Sreemutty Kistosoondery Dossee widow and Executrix of Sreenauth Mullick deceased Bycauntnauth Mullick, Omeertnauth Mullick, Debindernauth Mullick, Rajendronauth mullick, and Samadronauth mullick sons of the said Sreenauth mullick and Sreemutty Soobaney Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on a day of which Notice will hereafter be duly given all that Upper-roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lower roomed Messuages Tenements or Dwelling Houses adjoining thereto and piece or parcel of Ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the district of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased. Particulars where of may be had at the said Masters Office or of Mr. Philip Piard Solicitor for the said Complainant Muttyloll Seel at No 1 Garstins Buildings in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON,
Acting Master.

Calcutta Supreme Court Master's Office, the 2nd March, 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল বাদী। মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের এক জিকিউটিকস শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু অমৃতনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু সমুদ্রনাথ মল্লিক উক্ত মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং সুবর্ণদাসী প্রতিবাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতি ক্রমে কলিকাতা নগরীয় সুপ্রিম কোর্ট হৌসের কথিত মাষ্টর আফিসে একনির্দ্ধারিত দিনে ইহার পর রীতিমত প্রকাশ করা যাইবেক তদ্দিনে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং ইহার সামিল যে একখণ্ড ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক অথবা ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূন বা অধিক হউক ও রামকৃষ্ণপুরে স্থিত স্থান যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশ পরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়।

ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত বাদী মতিলাল শীলের পক্ষীয় উকীল মাষ্টর ফিলিপ পিয়ার্ড সাহেবের নামে কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ নং গেরেষ্টিং বিলডিংস্থ আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবেক ইতি।

ডবলিউ মেকফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২ মার্চ ইং ১৮৪৯ সাল।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার রাজাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্দৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানাশোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নবায়তেশাখতঃ শশ্বৎ স্বাজগুণ স্বজোজ্জ্বলকরোদ্দোষান্ধকারোজ্জ্বল বরঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসজ্জ রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দেবাজ্জ ম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫৮৪ সংখ্যা। ১০ বালম। ইং ১৮৪৯ সাল ৬ই মার্চ। বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১ চৈত্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিপক্ষবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে সপ্তাহে দুইবার ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় কর্ম্মকারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যে সকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিস্যনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয়ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মিহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার্থির অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না। আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুর্স লেটি বাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে আগামি মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইবেক। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝলির মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনের হী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত রাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তমং হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজীর অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমিরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণমণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত, অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস্ দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস্ দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co

লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৫ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেল অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগনার পরগনে পাইকণের শালিখিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি বাগাৎ ভূমি তাহাতে এক পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি ও দুই দিগে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর আছে ভূমি অনুমান ১৷।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গলি। উত্তর দিগে রামমোহন ঘোষালের ভূমি। পূর্ব্বদিগে মেং লুইস সাহেবের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শালখিয়ার জলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনমান ৮৷।০ আট বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামমোহন ঘোষের ভূমি। পশ্চিম দিগে শম্ভু হালদারের পুষ্করিণী। উত্তর দিগে মদন ভট্টের ভূমি। দক্ষিণ দিগে কালা ভোমের ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শালিখিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি তাহাতে এক পুষ্করিণী ও অনেক রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ১৷।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে গলি। পশ্চিম দিগে শ্রীযুত অনরবিল কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। এবং উত্তর দিগে মুন্সী আনন্দের ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুরে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে মেং রিড সাহেবের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণ দিগে। এবং পশ্চিমদিগে গোরমোহন চক্রবর্ত্তির বাগান।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি যাহা নয়াবস্তি বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ৪ চারিবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও অন্যান্যের ভূমি। দক্ষিণ দিগে রামনারায়ণ শাহার ভূমি। এবং উত্তরদিগে তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান ৬ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার নয় আনা অংশের একাংশে ও তাহার নয় আনা অংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার নয় আনা অংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে উপরোক্ত ভূমি। পশ্চিম দিগে মদন বড়ালের ভূমি। উত্তরদিগে রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুষ্করিণী। এবং দক্ষিণ দিগে রামমোহন শাহার ভূমি।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগনে মাগুরার ঘুসড়ির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও অনেক রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ২ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপরে পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে রামজীবন মণ্ডলের ভূমি। পূর্ব্বদিগে রামনাথ খাড়ার বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সুন্দর কুণ্ডুর ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাগাৎ ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬ ফিব্রুআরি ১৮৪৯। }

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৫ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে জিলা চব্বিশপরগনার সিবিল কোর্টের এক শীলের ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ সহর কলিকাতার শিমুলিয়ার রামচাঁদ ঘোষের ইষ্ট্রীটের চুলিপাড়ার শামিল তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত বনিয়াদ আছে ভূমি অনুমান ।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পশ্চিম দিগে গনু মুসলমানের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে পার্ব্বতী ঘোষের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে গোকুল মিত্রের এক খণ্ড ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORDD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৩ মার্চ ১৮৪৯। }

সরিফসেল।

বঙ্গদেশের মধ্যস্থ ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারাগারে হকিয়তের মোকদ্দমা।

বর্ত্তমান মার্চমাসের ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্টের হকিয়তের এক মোকদ্দমা যাহাতে শ্রীমতী প্যারীকমল দেবী বাদিনী, এবং কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী রাইকমল দেবী এবং হরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদী এই মোকদ্দমার যে এক হুকুম প্রকাশ হয় তাহার ক্ষমতায় পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা হুগলির আর্শা পরগণার চুঁচুড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ⁄১ এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী রাইকমল দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। দক্ষিণদিগে রামধন আঢ্যের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে এক গলি। পশ্চিমদিগে রামমোহন মিত্রের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে এক খানা খড়ুয়া ঘর এবং রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ⁄১৷। এক কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাইকমলদেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে যাদু দত্তের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে এক গলি। উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। এবং দক্ষিণদিগে গোবর্দ্ধন শাহার বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং জিলা হুগলি পরগণে পাণ্ডুননের মপাড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮⁄০ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অর্দ্ধাংশে ও তাহার অর্দ্ধাংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী রাইকমল দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে দুর্গাচরণ রায়ের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণদিগে নীলরত্ন হালদারের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে উক্ত শ্রীনন্দদুলালের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২ মার্চ ১৮৪৯। }

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৪৪৫ নম্বর।

সদর বোর্ডরেবিনিউর শ্রীযুক্ত একটিং সেক্রেটারী সাহেবের প্রতি বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম ১৮৪৭ সাল ২ জুন।

তোমারগত মাসের ২৮ তারিখের ১৭৫ নম্বরী পত্র এবং তাহার সঙ্গে প্রেরিত লিপী বাঙ্গা

ল দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের নিকট পঁহুছিয়াছে সেই পত্রের মধ্যে কার্লগা ও কালীসঙ্কাপ্রভৃতির বাঁটওয়ারার বিষয় লেখা আছে ঐ বাঁটওয়ারা শ্রীযুত গুলগবরি সাহেব ও শ্রীযুত জাকসন সাহেব ১৮৪৩ সালের ১০ আপ্রিল এবং ১৮৪৪ সালের ২০ মে তারিখে মঞ্জুর করিলেন কিন্তু একণে স্পষ্টতঃ প্রমাণ হইয়াছে যে ঐ বাঁটওয়ারা এইমত চাতুরী ও ভ্রমপূর্ব্বক হইয়াছিল যে বোর্ডের সাহেবেরা ঐ বাঁটওয়ারা রদ করিতে এবং ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ২৫ ধারার বিধির অনুসারে জমা পুনরায় ধার্য্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন।

২। বোর্ডের সাহেবেরদের এবং ঐ জিলার কর্ম্মকারক সাহেবেরদের পত্রের দ্বারা শ্রীযুক্ত ডেপুটী গবরণর সাহেবের নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে ঐ বাঁটওয়ারা এইমত চাতুরী ও ভ্রমপূর্ব্বক হইয়াছে যে তাহা সংশোধন করা আবশ্যক অতএব তিনি বোর্ডের পরামর্শেতে সম্মত হইয়াছেন এবং হুকুম করিতেছেন যে যত শীঘ্র হইতে পারে জমার পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করা যায়।

৩। শ্রীযুক্ত ডেপুটী গবরণর সাহেব কহেন যে কমিস্যনর শ্রীযুক্ত টেলর সাহেব সেই বিষয়ে আপনার মত কিছু না লিখিয়া ঐ কাগজপত্র বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইলেন।

৪। বোর্ডের সাহেবেরা আপ্রিল মাসের ১৬ তারিখের শ্রীযুত ফবস সাহেবের পত্র অতি উত্তম কহিয়া তাহার বিষয়ে শ্রীযুক্ত ডেপুটী গবরনর সাহেবের মনোযোগ প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডেপুটী গবরনর সাহেব তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার উত্তমতার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। যদ্যপি বোর্ডের সাহেবেরা এক্ষণে কি উত্তরকালে সেই পত্র দৃষ্টে কোন নূতন আইন প্রস্তাব করিতে উচিত বোধ করেন তবে তাঁহারদের পরামর্শে শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব অগৌণে সুবিবেচনা করিবেন। শ্রীযুক্ত ফবস সাহেব বাঁটওয়ারার আমীনদিগকে শপথ করাওনের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা হওনের যোগ্য। আমীনেরদিগকে অপ্রচুর বেতন দেওনের সাবেক রীতির বিষয়ে তিনি যে আপত্তি করেন তাহা সমূলক বটে কিন্তু হইতে পারে যে ১৮৩৮ সালের ১১ আইনের দ্বারা তাঁহার সে আপত্তি খণ্ডন হইবেক ঐ আইনের দ্বারা ঐ আমীনদিগকে তাহারদের ঝুঁকী দৃষ্টে যে মেহনতানা উচিত বোধ হয় তাহা দিতে রাজস্বের কর্ম্মকারকদিগকে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে। কিন্তু বাঁটওয়ারা সমাপ্ত করণেতে যে বিলম্ব হইতেছে তাহার বিষয়ে রাজস্বের উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

এফ যে হালিডে।
বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

সম্বাদ ভাস্কর

নানা স্থানীয় ডাকঘরের কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার সমাচার বারম্বার লিখিয়া আমরা বিরক্ত হইয়াছি, আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ডাক আমলাদিগের অন্যায় ব্যবহারে আমরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হই অতএব অনিচ্ছাতেও না লিখিয়া থাকিতে পারি না, এইক্ষণে ডাকযোগ বিদেশে বিল প্রেরণে এক প্রকার ক্ষান্ত হইয়াছি, পত্র মধ্যে বিল পাঠাইলে সে পত্র নির্দ্দিষ্টস্থলে প্রায় যায় না, ব্যারিংপোষ্টে পত্র পাঠাই ডাক আমলারা তাহাও নষ্ট করে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের মাসুল, কে দেয় তাহাও বলিতে পারি না, বিশেষতঃ সমাচার পত্রের মাসুল যাহা গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন প্রাদেশীয় ডাকমুন্সিরা তদপেক্ষাও অধিক লয় অতএব বিদেশে আমারদিগের গ্রাহক সংখ্যা যত অধিক হইবার সম্ভাবনা তত হইতে পারে না, আমারদিগের পত্র সম্বন্ধীয় কার্য্য দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ডাক মাসুলে কতলক্ষ করিতেছেন এক বৎসরের হিসাব দৃষ্টি করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে, নানা দেশ হইতে ভাস্কর যন্ত্রালয়ে যত পত্র ও পুস্তকাদি আইসে, এবং ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে বিলাত ভারতবর্ষাদি বহুদেশে সমাচার পত্র এবং লিখিত পত্র ও পুস্তকাদি যত প্রেরিত হয় অন্য কোন বাঙ্গালা সমাচারপত্র সম্পর্কে এতৎপত্রাদি যাতায়াত করেনা ডাকঘরেতেই এবিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ আছে কেহ ইহার অপলাপ করিতে পারিবেন না, এতদ্ভিন্ন ভাস্কর যন্ত্রালয়ে প্রেরিত হুণ্ডীর মাসুলে গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর কত লাভ করেন ট্রেজুরীর খাতা দেখিলেই তাহা ব্যক্ত হইবেক, ফলত এমত দিন নাই ভাস্কর পত্র সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের ডাক মাসুল লভ্য হয় না, অতএব ডাক আমলাদিগের দ্বারা আমারদিগের ক্ষতি হইলে তাহা গবর্ণমেণ্টকে না বলিয়া আর কাহাকে বলিব এবং আর কাহার দ্বারাই

বা ডাক আমলাদিগের অত্যাচারের উপশম
হইবে, বর্দ্ধমান রাজধানীর নিকটস্থ কাঞ্চন নগ
হইতে আমারদিগের কোন বন্ধু এক পত্র লিখি
য়াছেন আমরা গবর্ণমেণ্টকে জানাইবারজন্য তাঁ
হার পত্রের শেষাংশ গ্রহণ করিলাম, ইহাতেই
পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন বর্দ্ধমানে
র ডাক মুন্সি বঙ্কবেহারী গুড়ব্যাঘ্র হইয়া বসিয়া
ছে, এবং তাহার লোভে কেবল আমারদিগের
নহে গবর্ণমেণ্টেরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে, লো
কেরা মাসুল দিয়া ঐডাকঘরে পত্র দেন বঙ্কবেহা
রী মাসলেরপয়সা গ্রহণকরিয়া পত্রছিঁড়িয়াফে
গবর্ণমেণ্টেরধনাগার সাগরবিশেষ, আসমুদকরগ্র
ইকরাজ্যপাল এইমাসুল ক্ষতিকে ক্ষতিবোধ ন
করিতেও পারেন কিন্তু আমারদিগের গ্রাহকের
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন,ডাকমুন্সিরা ভাস্কর পত্রেরগ্রা
কদিগের শ্রেণীবৃদ্ধির সোপানাবরুদ্ধকরে আমা
ক্ষুদ্রলোক ইহা সহ্য করিতে পারি না অতএব গ
র্ণমেণ্টকে সহস্র২ নমস্কার দর্শনা দিয়া নিবেদ
করিতেছি আমারদিগের বন্ধুর পত্রের এই শে
ভাগ দৃষ্টি করিয়া বর্দ্ধমান ডাকমুন্সি বঙ্কবেহা
রিকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবেন।

কাঞ্চননগর বাসি বন্ধু লেখেন,, ভাস্কর
ত্র পাঠ করণার্থ অনেকে আমার নিকট আইসে
ন,এবং তাঁহারদিগের নিতান্ত বাসনা স্ব২ নামে
ভাস্কর পত্র গ্রহণ করেন, কেবল ডাকমুন্সি ব
বেহারি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌরাত্ম্যে নিবর্ত্ত থ
কেন, আমার নামে কেবল মঙ্গলবারের ভাস্ক
আইসে তাহাতেও বঙ্কবেহারী আমার স্থানে
চারি আনা মাসুল লয়. আমি পূর্ব্বে এত বিবে
না করি নাই পরে ঐ সকল লোক যাঁহারা ভা
রাগমনের নিয়মিত দিনে আমার আশ্রমে আ
য়া ভাস্করপত্র পাঠ করেন তাঁহারাই স্মরণ করা
লেন,,অদ্যভাস্করপত্রকেনআইসেনাই,,তাহা
ইআমিলোক দ্বারা সন্ধানেতারিণীচরণমিত্রেরখা
রণ দ্বিরলীচে ১৭ফাল্গুনের ভাস্করপত্রপ্রাপ্তহইল
ম,বর্দ্ধমানের ডাকমুন্সি বঙ্কবিহারিবন্দ্যোপাধ
য়ের অত্যাচারে বর্দ্ধমানস্থ লোকেরা কিপর্য্য
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তাহা পত্রে লিখ্য নহে
ইহার সাক্ষী আমিই আছি, মহাশয়ের প্রেরি
ভাস্করের সঙ্গে রসরাজ ছিল, পল্লিন্দা ওজন ক
য়া দেখিলাম চারি ভরি দুই আনা হইল অথ
ইহার মাসুল গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে কাশ
নগরের পূর্ব্ব এপ্রদেশের যত জেলা আছে ৫ পাঁ
ভরি ওজন পর্য্যন্ত দুই আনা ইহার ঊর্দ্ধ হইলে
আসা কিন্তু ৫ ভরির ন্যূনেতেও আমার নিকট

চারি আনা মাসুল লইয়া কাগজ ছাড়িলেক, দ্বি
তীয়তঃ কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে যত পত্র আ
ইসে,তাহার মধ্যে ।০ আনা ওজন চিঠীই অধিক,
তাহার মাসুল গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে অর্দ্ধ
আনা কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে কাঞ্চননগর অর্দ্ধক্রো
শ পথ,ডাকহরকরা পত্র আনিয়া প্রতিপত্রে অ
র্দ্ধ আনা উৎকোচ না পাইলে পত্র দেয় না অত
এব গবর্ণমেণ্ট যে মাসুল লন তাহাতে লোকেরা
পত্র পান না, পুনর্ব্বার ডাকমুন্সির ভোগে অর্দ্ধ
আনা উৎকোচলাগে,ইহাতেইবিবেচনা করিবেন
গবর্ণমেণ্ট যত মাসুল পান ঐজেলার ডাক মুন্সী
প্রকারান্তরে তত মাসুল আদায় করে,ডাকহরক
রাদিগকে জিজ্ঞাসাকরিলেকহে,, আমরা মাহিয়া
না পাই না, মাহিনা যাহা গবর্ণমেণ্টের লিষ্ঠীতে
নিদ্ধারিত আছে তাহা ডাকমুন্সীলয়,বাঙ্গালিদি
গের চিঠী আনিলে তাঁহারা প্রতিপত্রে অধিক
অর্দ্ধ আনা যাহা দেন তাহার অর্দ্ধেক আবার ডা
কমুন্সিকে দিতেহয়,, অতএব আমি দোকর চি
ঠীর মাসুল দিতে না পারিয়া এই সকল অন্যায়
অত্যাচারের বিষয় মহাশয়ের বিদিত করিলাম
ত.জেন্ড উৎপাতে এজেলার লোকের ক্ষতির সী
মা নাই, আর মাসুলা চিঠী কত ফাড়িয়া ফেলি
য়া দেয় তাহার ঠিকানা হয় না, জেনরল পোষ্ট
মাষ্টর এবিষয় না দেখিলে এজেলার ডাকের দ্বা
রা লোকেরদের সমূহ ক্ষতি হইবে।

দোল।

এবারে দোলে কলিকাতা নগরীয় বড়বাজারে খোট্টাজাতীয়েরা অতিশয় গোল করিয়াছে, পথিক লোকেরা বড়বাজার দিয়া যাইতে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছেন, কেবল আবির কিম্বা আবির জল পিচকারী দিলেও বরং বলা যাইতে পারে আমোদ করে,জুতাজুতী লাথালাথী,কালী, কাদা, গোময়, বিষ্ঠা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে, আমরা শুনিলাম এই কাণ্ডে এক স্ত্রীলোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে তাহার শব মেডিকেল কালেজে লইয়া গিয়াছিল ডাক্তর সাহেবেরা কি বিবেচনা করিয়াছেন বলিতে পারি না, হিন্দু শাস্ত্রে সহমরণের অনেক প্রমাণ লিখিয়াছেন তথাচ লাড বেণ্টিঙ্ক সাহেব নিষ্ঠুর কর্ম্ম বলিয়া তাহা রহিত করেন, দোলের বিধি বেদে নাই, কোন প্রসিদ্ধ পুরাণেও লেখেন না, অথচ আবির অত্যন্ত উগ্রবস্তু যাহা বিকারীর রোগিদিগের মর্ম্ম সময়ে ব্যবহার করা যায় এমত উগ্রবস্তু দ্বারা লোকেরদিগকে লালভূত করণে অনিষ্ট ব্যতীত উপকার নাই, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকে এই কুৎসিতামোদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, দোলকালে কলিকাতা নগরে কেবল খোট্টারাই গোল করিয়া অত্যাচার করে, অতএব নবীন ডেপুটি গবর্ণর জেনরল লিটলর সাহেবকে আমরা যশোলাভের একউপায় বলিতেছি রাজধানীর মধ্যে আবির আসিতে পারিবেক না, কোন দোকানে যদি কেহ আবির বিক্রী করে আর যদি কেহ দোলছলে অন্যায় করিয়াছে এমত শুনা যায় তবে হরিণবাটীতে তাহারদিগের পাতর কুটিতে হইবেক, নবীন ডেপুটি মহাশয় অতি শীঘ্র এমত কোন বিধি নির্দ্দেশ করুন।

পাদরি সাহেবেরা চড়কীয় কাণ্ডে চড়কগাছের নীচে২ দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে যান, চড়ক নিবারণার্থ আপনারদিগের অর্থ ব্যয়েগ্রন্থ করিয়া বিতরণ করিতে পারেন কিন্তু দোলেতে যে সর্ব্বসাধারণ লোকেরদের অনিষ্ট হয় ইহা দেখেন না, রাজা রামচন্দ্রের সময়ে দোলপর্ব্ব ছিল না,এবং বেদের কোন স্থলেও দোলের প্রসঙ্গ লেখা নাই, অতএব গবর্ণমেণ্ট এমত নিষ্ঠুর পর্ব্ব রহিত করিতে পারেন, যদি গবর্ণমেণ্ট ইহাতে উদ্যোগী হয়েন তবে আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের মতের পোষকতা করিতে পারিব।

হুগলি হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

হুগলি জিলার লোকেরা আর পৈত্রিক বাসস্থানে অবস্থান করিতে পারেন না, এক বালক সাহেব একটিং মাজিস্ট্রেট হইয়াছেন, ডাকাইতেরা তাঁহাকে ভয় করে না, তাহারা স্বেচ্ছাচারিত্বরূপে হুগলির মধ্যে প্রতি রাত্রি নানাস্থানে ডাকাইতী করিতেছে, আর প্রতি রাত্রি প্রতি গ্রামে সিঁদ যে কত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই,চোরেরা দরিদ্র লোকেরদের ঘরে সিঁদ কাটিয়া খেজুরাকাঠী পর্য্যন্ত লইয়া যায়, আমার প্রতিবাসি এক বাগদির অনেক পরিবার,তাহারা খেজুরা বিক্রী ব্যবসায় করে, চোরেরা তাহারদিগের ঘরে সিঁদ দিয়া আর কিছু পায় নাই এক বোঝা খেজুরা কাঠী ছিল তাহাই লইয়া গিয়াছে, হুগলির মাজিস্ট্রেট সাহেবের শাসনের বিষয় এইরূপ, জজ সাহেবের কথা কি বলিব, তিনি সুবিচার কুবিচার কিছুই বুঝিতে পারেন না, ইংরেজ কুলোদ্ভব হইয়াও কেবল কৃষ্ণ সেবা করিতেছেন,তমঃসুকি টাকার মোকদ্দমা যাহা মুন্সেফেরা তমঃ২ বিচারে ডিক্রী করেন,তাহার আপীল হইলে জজ সাহেবের সিরিস্তাদার কৃষ্ণবাবু তাহা সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিকট পাঠানন,আপনিই ডিসমিস্ করিয়া দেন,খত পাওন টাকার ডিক্রী মাত্রই জজ সাহেবের বিচারে ডিস্মিস্ হয়, অতএব মুন্সেফেরাও সেই মতে চলিয়াছেন ইহা না করিলে তাঁহারদিগের অখ্যাতি হয়,এজন্য তাঁহারাও খত্রি টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ডিস্মিস্ করেন, ইহাতে হুগলির মধ্যে দেনালেনা প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, আর কেহ কাহাকে টাকা কর্জ্জ দিতে চাহেন না, এদেশের প্রজারা অনেকেই খত দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া রাজস্ব দেয়, তৎপরে পৌষ মাঘ মাসে ধান্য বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করে, তাহারা কর্জ্জ না পাইলে হুগলি হইতে পলায়ন করিবে অতএব মহাশয় এই বিষয় রাজগোচর করিবেন।

বর্দ্ধমান হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

গত ১৭ ফাল্গুন রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় বর্দ্ধমানের লাগাও বাঁকা নদীর ধারে মুরারি চঙ্গের বাটীতে অতি গুরুতর ডাকাইতী হয়, প্রায় ৩০। ৩৫ জন দস্যু উপস্থিত হইয়া উক্ত চঙ্গের সর্ব্বস্ব লইয়া যায় এমতকালে বর্দ্ধমানের ফাঁড়ীর এক জন বরকন্দাজ সেই দলের সম্মুখবর্ত্তি হয়, তাহাতে এক দস্যু ঐ বরকন্দাজের হস্তে এক তলবারের আঘাত করে, তথাচ ঐ সাহসী বরকন্দাজ আট জন দস্যুকে পাঁচ শত টাকার রজত স্বর্ণাদি অপহৃত দ্রব্য সহিত ধৃত করিয়াছে, পরদিবস প্রাতে এজেলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সমীপে অপহৃত দ্রব্য সহিত ৮ জন দস্যু উপস্থিত হইয়াছে, এইক্ষণে বিচার হইতেছে পরে দায়মার বিচারে তাহারদিগের ভাগ্যে যাহা হয় হইবেক,ফলত চারি পাঁচ দিনের মধ্যে এই জেলায় আরো দুই তিন স্থানে ডাকাইতী হইয়াছে এজেলায় দস্যুভয় অতিশয় এবং অনিবার্য্য হইয়াছে।

শুভ বিবাহ।

গত শুক্রবাসরীয় রজনীতে মলঙ্গা নিবাসি শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ হইয়াছে, পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে কয়েক দিবস গত হইল দুর্গাচরণ বাবু

তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতার পুত্রের বিবাহোপলক্ষে জৈল নড়া শাড়ী রাজা সম্পর্শাক্তি দ্বারে সামাজিক দিয়াছেন তৎপরে এই বিবাহে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া পাত্র বুঝিয়া সকলকে টাকা দিলেন, দত্ত বাবুরা বহু পরিবার সুতরাং সর্ব্বদাই বিবাহাদি ব্যাপার উপস্থিত হয়, বাবুরা সকল কর্ম্মেতেই শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান করেন অতএব কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কি সামাজিক সকলেই প্রার্থনা করিবেন মলঙ্গা নিবাসি দত্ত মহাশয়েরা সুখে থাকুন।

ডেপুটি গবর্ণর মেডাক সাহেব।

গত শুক্রবারে আমারদিগের ডেপুটি গবর্ণর মেডাক সাহেব এতন্নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন, উক্ত সাহেব এতদ্রাজ্য শাসনকালে প্রজা হিতার্থে যত মনোযোগ করুন না কেন বিদায় সময়ে ততোধিক অমায়িকতা দেখাই গেলেন, তিনি বিজ্ঞাপন দ্বারা এমত প্রকাশ করিয়া ছিলেন যাহার অভিপ্রায়হয় গবর্ণমেণ্ট হৌসে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাদালাপ করিবেন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরকিইহা সামান্য অমায়িকতা, শ্রীযুতের বিদায়কালীন এতন্নগরীয় কতিপয় প্রধানলোক তাঁহাকেএক এড়রেস অর্থাৎ প্রশংসাপত্র প্রদান করেন তাহাতেই হাওজানাইয়াছেন শ্রীযুত স্বদেশেউপস্থিতহইলে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি গৃহীতহইবেক অতএব নিযোজিত চিত্রকরের সম্মুখে কিঞ্চিৎ অবস্থান করিবেন ইহাও নিবেদন করা হয়, শ্রীযুত সাহেব এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্গের এড়রেস শ্রবণে বাধ্যতা জানাইয়া চিত্রকরের সম্মুখে বসিতে স্বীকার করিয়াছেন, যাহাহউক, আগুক্ত সুখ্যাতি পত্রে এক মহদন্যায় বিষয় লিখিত হইয়াছে অতএব সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ আমরা তাহা অপ্রকাশ রাখিতে পারিলাম না ঐ সুখ্যাতি পত্রে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর কলিকাতা বাসি এবং ইতস্ততো নিবাসি হিন্দু জাতির নিমন্ত্রিত সভার অধিপতি বলিয়া স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, যদিও রাজা বাহাদুর সভাপতির যোগ্য পাত্র বটেন এবং এবম্ভূত অনেকসভায়অধিপতি হইয়া আধ্যক্ষতা করিয়াছেন তথাচ মেডাক সাহেবকে প্রতিষ্ঠা পত্র প্রদান ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দ্রব্যোপযুক্তচাঁদা করণার্থ সভা সভার মত সভা হয়নাই, এবং যে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদিগের মধ্যেও অধিকাংশে সম্মতি দেন নাই উক্ত রাজা এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু মাত্রের প্রতিনিধিরূপেস্বাক্ষরকরুন অতএব আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি স্বেচ্ছাচারির ন্যায় সাধারণ প্রতিনিধিত্ব জ্ঞাপক ২০।২৫ জনের অভিমতে নাম স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার উচিত কর্ম্ম করেন নাই।

মেসমেরিক চিকিৎসালয়।

ডাক্তর ইজডেল সাহেব মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের মান্যবর অধ্যক্ষগণকে উক্ত চিকিৎসাগারের আরম্ভাবধি অর্থাৎ ১৮৪৮ সালের ১ সেপ্তেম্বর তারিখ হইতে ১৮৪৯ সালের ১ মার্চ পর্য্যন্ত তথায় যে সকল রোগের যেমত২ চিকিৎসা হইয়াছে তাহার সার বিবরণ সহ যেপত্র লেখেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার এক অনুলিপী আমারদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা তন্মর্ম্ম্যানুবাদ গ্রহণ করিলাম ইহাতেই সাধারণের বিলক্ষণ প্রতীত হইবেক অস্ত্র চিকিৎসা পক্ষে মেসমেরিকাপেক্ষা অন্য কোন সদুপায় নাই অতএব আমরা দেশহিতৈষী দয়াবান লোক মাত্রকে উপরোধ করি এমত উপকারি চিকিৎসার বিষয়ে সকলে উচিতানুরাগ ও সাহায্য করেন।

"এইচ এম এলিয়ট স্কোয়ার, জেমস হিউম স্কোয়ার, ডাক্তর মার্টিন, রেবেরণ্ড এইচ ফিসর, রেবেরণ্ড মাষ্টর লেকো, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রমাপ্রসাদ রায় মেসমেরিক হাস্পিটল কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়গণ সমীপেষু।

গত ছয় মাসে আমরা যেসকল রোগের চিকিৎসা করি তাহার প্রত্যেকের বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা আপনারদিগকে অধিক ক্লেশ দিব না, ইতিমধ্যে প্রায় ২৬০ রোগির চিকিৎসার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ্য পত্র দ্বারা সাধারণের বিদিত করা হইয়াছে তত্তাবৎ তত্রোপো মহাশয়গণকে পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন করণে আপনারদিগের এবং আমার উভয়পক্ষের বৈরক্ত্য উপস্থিত হইতে পারে অতএব যেসকল রোগের চিকিৎসা করিয়াছি তাহার তালিকা ও ফলের কথা মাত্র লিখি।

কঠিন অস্ত্র চিকিৎসাতে রোগির কষ্ট না হয় যদি ইহা শ্রেয়ঃকল্প বোধ করা যায় তবে আমারদিগের চিকিৎসার গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক, কারণ ৩০ রোগির সুকঠিন চিকিৎসার মধ্যে এক জন রোগিরও মৃত্যু হয় নাই।

আমি আহ্লাদবিশিষ্ট হইয়া বলিতেছি মেসমেরিক দ্বারা অস্ত্র চিকিৎসার সময়ে বা তৎপরে আমারদিগের নিকট আগত রোগিগণের কোন ক্লেশ বোধ হয় নাই, অস্ত্র চালনা কালে কেবল এক রোগী চৈতন্য পাইয়া কাতর হয় কিন্তু অনেকবার কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম এজন্য আমারদিগের কিঞ্চিৎ অমনোযোগেতেই ইহার সংঘটন হয়।

ইথর এবং ক্লোরোফরমা প্রকাশ হইলে পর এমত ব্যক্ত হয় "মেসমেরিজম অস্ত্র চিকিৎসকের আর অধিক আদরের বিষয় নহে" যে সকল বিবরণ এই অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের গোচর করা যাইতেছে তন্মধ্যে অনেক রোগ এমত দেখিবেন মেসমেরিক দ্বারা যেমত চিকিৎসা হইয়াছে ক্লোরোফরমা বা অন্য কোন ঔষধে তাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীযুত বাবু নারায়ণ রাও ঠেকীয়া।

আমরা লিখিয়াছিলাম ঠেকীয়া মহাশয় অমাত্য ভৃত্যাদি সহিত সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, অতএব এইক্ষণে সাধারণেরগোচর করি ঐ মহাশয় সহচরগণ সহ সপরিবারে স্বচ্ছন্দ শরীরে গত বুধবারে কলিকাতা নগরে প্রত্যাগত হইয়াছেন, সুতরাং ক্ষেত্রধামে অনেক দান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীক্ষেত্রে যশোলাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার যেমনস্বভাব তাহাতে অবশ্যই যশস্বী হইতে পারেন, দাতার প্রশংসা কে না করেন।

সাংগ্রামিক সমাচার।

সের সিংহ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, ইহাতেই অনেকে অনুমান করিতেছেন পঞ্জাবীয় সমর প্রায় সমাপন হইল, কিন্তু আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কেননা সের সিংহ এপর্য্যন্ত সৈন্য ও যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি সসৈন্যে ঝিলাম নদী পার হইয়াছেন এবং বিটিসসৈন্য তৎ পশ্চাতে২ ঐ নদী পার হইতে না পারেন এজন্য তথাকার নৌকা সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন, জেনরল গিল্বর্ট এই প্রতিবন্ধকতা হেতুক তাঁহার পশ্চাদাক্রমণ করিতে পারেন নাই, এবং যুদ্ধ শেষ না হইবার অন্য হেতুও দেখিতেছি কাবোলাধিপতি বিটিস বিরুদ্ধে শীকেরদের সাহায্য করিয়াছে ইহা প্রত্যক্ষের অগোচর নহে, আমারদিগের রাজপুরুষেরা তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে প্রবলপ্রতাপ বিটিস জাতির গৌরব রক্ষা হয় না অতএব দোস্ত মহম্মদকে গোসাঁয়ির হইতে অবশ্য দূরীকৃত করিতে হইবেক, এবং ক্রোধকালে উপরোধ রক্ষা করা হয় না তাহাতে রাজ্য পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতে পারে ইহাও সম্ভাবনীয়, বিশেষতঃ খাঁ সাহেবও আত্মরক্ষার্থ চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না তবেই ঘোরতর যুদ্ধের অপেক্ষা রহিল কিন্তু গ্রীষ্মঋতু আগত প্রায়, ইত্যবকাশে যদি শীকেরা সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হয় এবং দোস্ত আমারদিগের রাজপুরুষগণের শরণ গ্রহণ করেন তবেই উৎপাত শান্তি, নচেৎ আগামি বর্ষ পর্য্যন্ত এই সমরাগ্নি ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় থাকিবে, ইহাতে আমারদিগের কত অনিষ্ট সম্ভাবনা তাহা লেখনী বলিতে পারেন না, অনর্থাহবে ভারতবর্ষের অর্থ প্রদান হইতেছে তজ্জন্য দেশের অন্যান্য উপকারী ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পন্ন হইতে পারে না, আমারদিগের রাজকর্ম্মচারিগণ যুদ্ধমত্ততা হেতুক তাহা মনেও করেন না ইহা কি অল্পদুঃখের বিষয়, এই প্রস্তাব লিখিতে২ গত সোমবারের ইংলিসমেন পত্র হস্তগত হয় তাহাতে দেখিলাম লাহোরস্থ কোন পত্রপ্রেরক২ মার্চ লেখেন তারিখে গিলবর্ট সাহেব স্বীয়াধীন ১৭ হাজারসৈন্য সহ ঝিলামনদী উত্তীর্ণ হইয়াছেন এই সৈন্য মধ্যে ৫০০০ সহস্র গোরা যোদ্ধা আছে এবং সের সিংহ যুদ্ধে কাতর হইয়া আমার দিগের পোলিটিকেল এজেণ্ট মেকসন সাহেবের নিকট সন্ধি নির্ব্বন্ধের প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই, লার্ড সাহেব লাহোরে ত্বরায় উপস্থিত হইবেন।

২৮ ফেব্রুআরি তারিখে উক্ত পত্রের অন্য সংবাদদাতা লেখেন সের সিংহ ঝিলামনদীর নৌকা সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের পারাপারের উপায় রুদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু পণ্টন ট্রেন দ্বারা আমরা তাঁহাকে অনায়াসে নিরাস করিব, গ্রীষ্মকালে আমারদিগের সৈন্যগণ পৃথক২ সম্প্রদা মতে লাহোরে রামনগরে ও উজিরাবাদে সংস্থাপিত হইবেক, ইংলিসমেনের এই লেখায় বিলক্ষণ বোধ হইতেছে গ্রীষ্মের কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হইলে বিটিস পক্ষীয় সেনারা রণস্থানে থাকিবেন না, তবেই শীকেরা অবকাশ পাইয়াপুনসম্বন্ধিত হইলেও হইতে পারেন কিন্তু আমরা এমত প্রত্যাশা করি তৎপূর্ব্বেই আমারদিগের সেনাপতি মহাশয় শীকদলকে পুনর্ব্বার পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন।

মেজর লরেন্স সাহেব সেরসিংহের নিকট হইতে কয়েক দিনের অবকাশ পাইয়া সন্ধি সংস্থাপনার্থ আসিয়াছিলেন ইহা আমারদিগের পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক, তৎপরে জানা যায় লরেন্স সাহেব উক্ত রাজার নিকট পুনর্যাত্রা করিয়াছেন কিন্তু কোথায় রহিবেন তাহা নিশ্চিত নাই এবং কোন অনুচর শত্রুমধ্যে তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন কি না ইহাও বিবেচনা হইতেছে।

আমারদিগের প্রধান রথি মহাশয় শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকট এবারে ২১তারিখের সাংগ্রামিক বিবরণ এক দীর্ঘ ডিস্পাচ পাঠাইয়াছেন, তদনুবাদে বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইল না, উক্ত বিবরণের সারভাগ পূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছে, অতএব অবশিষ্ট কয়েক বিষয় গ্রহণ করিলাম, যথা, বিপক্ষ পক্ষীয় ৫৩টা তোপ জয়লব্ধ হইয়াছে, তোপের যুদ্ধেই প্রথমতঃ শীকেরা পরাজয় মানে, বিটিস পক্ষীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যেরা যথা নিয়মে বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করে, আমারদিগের মহারথি রণক্ষেত্র হইতে প্রথম যে বিবরণ লেখেন তাহাতে তিনি আনুমানিক ৩০০ শত বিটিস সৈন্য হতাহত বলেন কিন্তু তৎপরে তদন্ত করিয়া লিখিয়াছেন

আহত।

৫ জন গোরা সেনাপতি, ১৩ জন দেশীয় সেনাপতি, ৬ জন সারজন, অথবা হাওলদার, এক ট্রাম্পেট বাদ্যকর, ৭৬ যোদ্ধা, ২ লস্কর, ১ সহাসাধ্যক্ষ, ৪ সহিস, অশ্ব গবাদি ১৪৩।

নিহত।

২৯ গোরা সেনাপতি, ১৪ দেশীয় সেনাপতি, ১ প্রোবষ্ট মারসেল, ৪ সারজন ও হাওলদার, ২ বাদ্যকর, ৫৯৯ যোদ্ধা, ৩১ লস্কর, ৮ সহীসাধ্যক্ষ, ৭ সহীস ও তৃণচ্ছেদক, ৬১ অশ্ব, গো।

অপ্রাপ্ত।

৪ যোদ্ধা, ১ সহীস, ১৮ অশ্ব গো।

শ্রীযুত লেখেন এতদযুদ্ধে বিপক্ষপক্ষীয় সরদার ছত্রসিংহ, রাজা সেরসিংহ প্রায় ৬০ ষষ্টিসহস্র শীক সৈন্য ও ৫৯ টা তোপ সহ এবং তদনুকূলে দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকরাম খাঁ ১৫০০ আফগান যোদ্ধা সহ যুদ্ধ পরিচালন করেন, তাহাতে আমারদিগের কতক সৈন্য রণশায়ী ও আঘাতী হয় তৎপরে শীক শিবিরাদি হস্তগত হইলে তাহার মধ্যে বারুদে অনল সংযুক্ত হইবায় পূর্ব্বোক্ত অধিক বিটিস যোদ্ধা হতাহত হইয়াছে।

রায় প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর।

আমরা সন্তোষ চিত্তে প্রকাশ করিতেছি ডেপুটি গবর্ণর শ্রীযুত মেডাক সাহেব স্বরাজ্যে যাত্রাকালে আমারদিগের বন্ধু উক্ত শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুরের সদ্ব্যবহার ও কর্ম্ম দক্ষতার পুরস্কার অথচ উক্ত সাহেবের স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ এক পত্রসহ এক স্বর্ণময় ওয়াচঘড়ী প্রদানকরিয়াছেন পত্রের অর্থ এই যে তোমার সদাচারে ও কার্য্য কুশলতায় আমি সন্তুষ্টহইয়াছি অতএব এতদ্দেশ হইতে গমন কালে পারিতোষিক অথচ আমার স্নেহ প্রকাশক এই ঘড়ী প্রদান করিতেছি গ্রহণ করিবা এবং আমি ভরসা করি যেমত সদ্ব্যবহারে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ চিরকাল এতদ্রূপ কর্ম্ম করিয়া আরো যশস্বী হইবা এবং আমাকে তোমার প্রিয় বন্ধু মেডাক জ্ঞান করিবা।

ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুর সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে এমত পুরস্কার প্রদান ও তাঁহার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া আপন মহত্ব বিদিত করিয়াছেন উক্ত বন্ধুর মহদ্গুণে সন্তুষ্ট হইয়া লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর ও তাঁহাকে এক প্রতিষ্ঠা পত্র এবং এক স্বর্ণ মেডেল প্রদান করিয়া যান, বরং লার্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদানে সম্বর্দ্ধিত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রায় বাহাদুর তাহা স্বীকার করেন নাই তাহাতে হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এমত অনুজ্ঞা দিয়া যান রায় প্রসন্ন নারায়ণ দেব যখন রাজোপাধি চাহিবেন গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিবেন, রায় প্রসন্নরায়ণ দেব বাহাদুর ৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বংশ্য, এমত ব্যক্তি সুশীলতা ও সম্ভ্রম পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন বিচিত্র নহে যথা "আকরে পদ্মরাগাণাংজন্মকাচ মণেঃকুতঃ,, এই কবিতাই ইহার প্রমাণ।

গত মঙ্গলবাসীয় ভাস্করে আমরা লিখিয়াছিলাম রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর উদ্যোগে আছেন স্বদেশ গমনোন্মুখ ডেপুটি বাহাদুরকে এক প্রতিষ্টাপত্র দিবেন, ও তাঁহার ছবি প্রস্তুত করাইয়া রাখিবে এবিবেচনা জন্য গত বুধবারে বাবু উদয়চাঁদ বসাখের বাটীতে এতদ্দেশীয় মান্য লোকদিগের এক সভা হইয়াছিল তাহাতে নিশ্চিত হয় পর দিবস বৃহস্পতিবারে শ্রীযুতকে এক সুখ্যাতি পত্র প্রদান করা যায়, এবং বৃহস্পতিবারে ঐ কল্প সুসিদ্ধ হইয়াছে, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, রায় রাজা সীতানাথ বসু বাহাদুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্ট হৌসে গমনপূর্ব্বক শ্রীযুত মেডাক সাহেবকে সুখ্যাতি পত্র প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, অনুমান করি বি

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা বল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজীর অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস্ দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস্ দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবেলুস কাষ্ঠের কন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co

লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৫ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী বৃন্ধময়ী দেবীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেল অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগনার পরগনে পাইকণের শালিখিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি বাগাৎ ভূমি তাহাতে এক পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি ও দুই দিগে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর আছে ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী বৃন্ধময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গলি। উত্তর দিগে রামমোহন ঘোষালের ভূমি। পূর্ব্বদিগে মেং লুইস সাহেবের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শালখিয়ার জলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ৮৷৷০ আট বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী বৃন্ধময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামমোহন ঘোষের ভূমি। পশ্চিম দিগে শম্ভু হালদারের পুষ্করিণী। উত্তর দিগে মদন ভট্টের ভূমি। দক্ষিণ দিগে কালা ডোমের ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শালিখিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি তাহাতে এক পুষ্করিণী ও অনেক রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী বৃন্ধময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে গলি। পশ্চিম দিগে শ্রীযুত অনরবিল কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। এবং উত্তর দিগে মুন্সী আসদের ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী বৃন্ধময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুরে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে মেং রিড সাহেবের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণ দিগে। এবং পশ্চিমদিগে গৌরমোহন চক্রবর্ত্তির বাগান।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি যাহা নয়াবস্তি বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী বৃন্ধময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও অন্যানের ভূমি। দক্ষিণ দিগে রামনারায়ণ শাহার ভূমি। এবং উত্তরদিগে তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি অনুমান ৬ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার নয় আনা অংশের একাংশে ও তাহার নয় আনা অংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার নয় আনা অংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী বৃন্ধময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে উপরোক্ত ভূমি। পশ্চিম দিগে মদন বড়ালের ভূমি। উত্তরদিগে রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুষ্করিণী। এবং দক্ষিণ দিগে রামমোহন শাহার ভূমি।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগনে বোরোর ঘুসুড়ির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও অনেক রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ২ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী বৃন্ধময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে রামজীবন মণ্ডলের ভূমি। পূর্ব্বদিগে রামনাথ খাড়ার বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সুন্দর কুণ্ডের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাগাৎ ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
২৬ফিব্রুআরি ১৮৪৯।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৫ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে জিলা চব্বিশপরগনার সিবিল কোর্টের এক শীলের ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ সহর কলিকাতার শিমুলিয়ার রামচাঁদ ঘোষের ইষ্ট্রীটের ঢুলিপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত বনিয়াদ আছে ভূমি অনুমান ।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পশ্চিম দিগে গান মুসলমানের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে পার্ব্বতী ঘোষের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে গোকুল মিত্রের এক খণ্ড ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORDD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
৩ মার্চ ১৮৪৯।

সরিফসেল।

বঙ্গদেশের মধ্যস্থ ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারাগারে হকিয়তের মোকদ্দমা।

বর্ত্তমান মার্চমাসের ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্টের হকিয়তের এক মোকদ্দমা যাহাতে শ্রীমতী প্যারীকমল দেবী বাদিনী, এবং কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী রাইকমল দেবী এবং হরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদী এই মোকদ্দমার যে এক হুকুম প্রকাশ হয় তাহার ক্ষমতায় পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা বিশেষত জিলা হুগলির আর্শা পরগণার চুঁচূড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৴১ এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী রাইকমল দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। দক্ষিণদিগে রামধন আঢ্যের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে এক গলি। পশ্চিমদিগে রামমোহন মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে এক খানা খড়ুয়া ঘর এবং রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ৴১৷৷ এক কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাইকমলদেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে যাদু দত্তের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে এক গলি। উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। এবং দক্ষিণদিগে গোবর্দ্ধন শাহার বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং জিলা হুগলি পরগণে সাউনের সপাড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮৴০ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অর্দ্ধাংশে ও তাহার অর্দ্ধাংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী রাইকমল দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপসে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে দুর্গাচরণ রায়ের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণদিগে নীলরত্ন হালদারের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে উক্ত শ্রীনন্দদুলালের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
২ মার্চ ১৮৪৯।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৪৪৫ নম্বর।

সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুক্ত একটিং সেক্রেটারী সাহেবের প্রতি বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম ১৮৪৭ সাল ২ জুন।

তোমার গত মাসের ২৮ তারিখের ১৭৫ নম্বরী পত্র এবং তাহার সঙ্গে প্রেরিত লিপী বাঙ্গা

লা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সা হেবের নিকট পঁহুছিয়াছে সেই পত্রের মধ্যে কালীগাং ও কালীসুন্দ্যাপ্রভৃতির বাঁটওয়ারার বিষয় লেখা আছে ঐ বাঁটওয়ারা শ্রীযুত গুল্সবরি সাহেব ও শ্রীযুত জাকসন সাহেব ১৮৪৩ সালের ১০ আপ্রিল এবং ১৮৪৪ সালের ২০ মে তারিখে মঞ্জুর করিলেন কিন্তু এক্ষণে স্পষ্টতঃ প্রমাণ হইয়াছে যে ঐ বাঁটওয়ারা এইমত চাতুরী ও ভ্রমপূর্ব্বক হইয়াছিল যে, বোর্ডের সাহেবেরা ঐ বাঁটওয়ারা রদ করিতে এবং ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ২৫ ধারার বিধির অনুসারে জমা পুনরায় ধার্য্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন।

২। বোর্ডের সাহেবেরদের এবং ঐ জিলার কর্ম্মকারক সাহেবেরদের পত্রের দ্বারা শ্রীযুক্ত ডেপুটী গবরণর সাহেবের নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে ঐ বাঁটওয়ারা এইমত চাতুরী ও ভ্রমপূর্ব্বক হইয়াছে যে তাহা সংশোধন করা আবশ্যক অতএব তিনি বোর্ডের পরামর্শেতে সম্মত হইয়াছেন এবং হুকুম করিতেছেন যে যত শীঘ্র হইতে পারে জমার পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করা যায়।

৩। শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব কহেন যে কমিস্যনর শ্রীযুত টেলর সাহেব সেই বিষয়ে আপনার মত কিছু না লিখিয়া ঐ কাগজপত্র বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইলেন।

৪। বোর্ডের সাহেবেরা আপ্রিল মাসের ১৬ তারিখের শ্রীযুত ফর্বস সাহেবের পত্র অতি উত্তম কহিয়া তাহার বিষয়ে শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেবের মনোযোগ প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার উত্তমতার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। যদ্যপি বোর্ডের সাহেবেরা এক্ষণে কি উত্তরকালে সেই পত্র দৃষ্টে কোন নূতন আইন প্রস্তাব করিতে উচিত বোধ করেন তবে তাঁহারদের পরামর্শে শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব অগৌণে সুবিবেচনা করিবেন। শ্রীযুত ফর্বস সাহেব বাঁটওয়ারার আমীনদিগকে শপথ করাওনের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা হওনের যোগ্য। আমীনেরদিগকে অপ্রচুর বেতন দেওনের সাবেক রীতির বিষয়ে তিনি যে আপত্তি করেন তাহা সমূলক বটে কিন্তু হইতে পারে যে ১৮৩৮ সালের ১১ আইনের দ্বারা তাঁহার সে আপত্তি খণ্ডন হইবেক ঐ আইনের দ্বারা ঐ আমীনদিগকে তাহারদের ঝুঁকী দৃষ্টে যে মেহনতানা উচিত বোধ হয় তাহা দিতে রাজস্বের কর্ম্মকারকদিগকে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে। কিন্তু বাঁটওয়ারা সমাপ্ত করণেতে যে বিলম্ব হইতেছে তাহার বিষয়ে রাজস্বের উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

এফ যে হালিডে।

বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

সম্বাদ ভাস্কর

নানা স্থানীয় ডাকঘরের কর্ম্মচারি দিগের অত্যাচার সমাচার বারম্বার লিখিয়া আমরা বিরক্ত হইয়াছি, আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ডাক আমলা দিগের অন্যায় ব্যবহারে আমরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হই অতএব অনিচ্ছাতেও না লিখিয়া থাকিতে পারি না, এইক্ষণে ডাকযোগে বিদেশে বিল প্রেরণে এক প্রকার ক্ষান্তই হইয়াছি, পত্র মধ্যে বিল পাঠাইলে সে পত্র নির্দ্দিষ্টস্থলে প্রায় যায় না, ব্যারিংপোষ্টে পত্র পাঠাই ডাক আমলারা তাহাও নষ্ট করে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের মাসুল, কে দেয় তাহাও বলিতে পারি না, বিশেষতঃ সমাচার পত্রের মাসুল যাহা গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন প্রাদেশীয় ডাক মুন্সিরা তদপেক্ষাও অধিক লয় অতএব বিদেশে আমারদিগের গ্রাহকসংখ্যা যত অধিক হইবার সম্ভাবনা তত হইতে পারে না, আমারদিগের পত্র সম্বন্ধীয় কার্য্য দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ডাক মাসুলে কতলভ্য করিতেছেন এক বৎসরের হিসাব দৃষ্টি করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে, নানা দেশ হইতে ভাস্কর যন্ত্রালয়ে যত পত্র ও পুস্তকাদি আইসে, এবং ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে বিলাত ভারত বর্ষাদি বহুদেশে সমাচার পত্র এবং লিখিত পত্র ও পুস্তকাদি যত প্রেরিত হয় অন্য কোন বাঙ্গালা সমাচারপত্র সম্পর্কে এত পত্রাদি যাতায়াত করেনা ডাকঘরেতেই এবিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ আছে কেহ ইহার অপলাপ করিতে পারিবেন না, এতদ্ভিন্ন ভাস্কর যন্ত্রালয়ে প্রেরিত হুণ্ডীর মাসুলে গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর কত লাভ করেন ত্রেজরীর খাতা দেখিলেই তাহা ব্যক্ত হইবেক, ফলত এমত দিন নাই ভাস্কর পত্র সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের ডাক মাসুল লভ্য হয় না, অতএব ডাক আমলাদিগের দ্বারা আমারদিগের ক্ষতি হইলে তাহা গবর্ণমেণ্টকে না বলিয়া আর কাহাকে বলিব এবং আর কাহার দ্বারাই বা ডাক আমলাদিগের অত্যাচারের উপশম হইবে, বর্দ্ধমান রাজধানীর নিকটস্থ কাঞ্চন নগর হইতে আমারদিগের কোন বন্ধু এক পত্র লিখিয়াছেন আমরা গবর্ণমেণ্টকে জানাইবার জন্য তাহার পত্রের শেষাংশ গ্রহণ করিলাম, ইহাতেই পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন বর্দ্ধমানের ডাক মুন্সি বঙ্কবেহারী শুড়ব্যাঘ্র হইয়া বসিয়াছে, এবং তাহার লোভে কেবল আমারদিগের নহে গবর্ণমেণ্টেরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে, লোকেরা মাসুল দিয়া এই ডাকঘরে পত্র দেন বঙ্কবেহারী মাসুলেরপয়সা গ্রহণকরিয়া পত্রছিঁড়িয়া ফেলে গবর্ণমেণ্টেরধনাগার সাগরবিশেষ, আসমুদ্রকর গ্রাহকরাজ্যপাল এইমাসুল ক্ষতিকে ক্ষতিবোধ না করিতেও পারেন কিন্তু আমারদিগের গ্রাহকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, ডাকমুন্সিরা ভাস্কর পত্রেরগ্রাহকদিগের শ্রেণীবৃদ্ধির সোপানাবরুদ্ধকরে আমরা ক্ষুদ্র লোকইহা সহ্য করিতে পারি না অতএব গবর্ণমেণ্টকে সহস্র২ নমস্কার দর্শনী দিয়া নিবেদন করিতেছি আমারদিগের বন্ধুর পত্রের এই শেষ ভাগ দৃষ্টি করিয়া বর্দ্ধমানি ডাকমুন্সি বঙ্কবেহারিকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবেন।

কাঞ্চনগরবাসি বন্ধু লেখেন,, ভাস্করপত্র পাঠ করণার্থ অনেকে আমার নিকট আইসেন, এবং তাঁহারদিগের নিতান্ত বাসনা স্বং নামে ভাস্কর পত্র গ্রহণ করেন, কেবল ডাকমুন্সি বঙ্কবেহারি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌরাত্ম্যে নিবর্ত্ত থাকেন, আমার নামে কেবল মঙ্গলবারের ভাস্কর আইসে তাহাতেও বঙ্কবেহারী আমার স্থানে ।০ চারি আনা মাসুল লয়, আমি পূর্ব্বে এত বিবেচনা করি নাই পরে ঐ সকল লোক যাঁহারা ভাস্করাগমনের নিয়মিত দিনে আমার আশ্রমে আসিয়া ভাস্করপত্র পাঠকরেন তাঁহারাই স্মরণ করাইলেন,,অদ্যভাস্করপত্র কেনআইসেনাই,,তাহাতেই আমিলোকদ্বারা সন্ধানেতারিণীচরণ মিত্রেরখানগদিরনীচে ১৭ফাল্গুনের ভাস্কর পত্র প্রাপ্ত হইলাম, বর্দ্ধমানের ডাকমুন্সি বঙ্কবিহারিবন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যাচারে বর্দ্ধমানস্থ লোকেরা কিপর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তাহা পত্রে লিখ্য নহে, ইহার সাক্ষী আমিই আছি, মহাশয়ের প্রেরিত ভাস্করের সঙ্গে রসরাজ ছিল, পুলিন্দা ওজন করিয়া দেখিলাম চারি ভরি দুই আনা হইল অথচ ইহার মাসুল গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে কাশী নগরের পূর্ব্ব এপ্রদেশের যত জেলা আছে ৫ পাঁচ ভরি ওজন পর্য্যন্ত দুই আনা ইহার ঊর্দ্ধ হইলে ।০ আনা কিন্তু ৫ ভরির ন্যূনেতেও আমার নিকট ...রি আনা মাসুল লইয়া কাগজ ছাড়িলেক, দ্বিতীয়তঃ কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে যত পত্র আইসে, তাহার মধ্যে ।০ আনা ওজন চিঠীই অধিক, ...হার মাসুল গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে অর্দ্ধ আনা কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে কাঞ্চননগর অর্দ্ধ ক্রোশ পথ, ডাকহরকরা পত্র আনিয়া প্রতিপত্রে অর্দ্ধ আনা উৎকোচ না পাইলে পত্র দেয় না অতএব গবর্ণমেণ্ট যে মাসুল লন তাহাতে লোকেরা পত্র পান না, পুনর্ব্বার ডাকমুন্সির ভোগে অর্দ্ধ আনা উৎকোচলাগে, ইহাতেইবিবেচনা করিবেন গবর্ণমেণ্ট যত মাসুল পান এজেলার ডাক মুন্সী প্রকারান্তরে তত মাসুল আদায় করে, ডাকহরকরাদিগকে জিজ্ঞাসাকরিলেকহে,, আমরা মাহিয়ানা পাই না, মাহিনা যাহা গবর্ণমেণ্টের লিষ্টীতে জারি আছে তাহা ডাকমুন্সীলয়, বাঙ্গালিদিগের চিঠী আনিলে তাঁহারা প্রতিপত্রে অধিক এক আনা যাহা দেন তাহার অর্দ্ধেক আবার ডাকমুন্সিকে দিতেহয়,, অতএব আমি ডাকের চিঠীর মাসুল দিতে না পারিয়া এই সকল অন্যায় অত্যাচারের বিষয় মহাশয়ের বিদিত করিলাম ...কের উৎপাতে এজেলার লোকের ক্ষতির সীমা নাই, আর মাসলী চিঠী কত ফাড়িয়া ফেলিয়া দেয় তাহার ঠিকানা হয় না, জেনরল পোষ্টমাষ্টর এবিষয় না দেখিলে এজেলার ডাকের দ্বারা লোকেরদের সমূহ ক্ষতি হইবে।

দোল।

এবারে দোলে কলিকাতা নগরীয় বড়বাজারে খোট্টাজাতীয়েরা অতিশয় গোল করিয়াছে, ...থিক লোকেরা বড়বাজার দিয়া যাইতে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছেন, কেবল আবির কিম্বা আবির জল পিচকারী দিলেও বরং বলা যাইতে পারে আমোদ করে, জুতাজুতী লাথালাথী, কালী, কাদা, গোময়, বিষ্ঠা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে, আমরা শুনিলাম এই কাণ্ডে এক স্ত্রীলোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে তাহার শব মেডিকেল কালেজে লইয়া গিয়াছিল ডাক্তর সাহেবেরা কি বিবেচনা করিয়াছেন বলিতে পারি না, হিন্দু শাস্ত্র সহমরণের অনেক প্রমাণ লিখিয়াছেন তথাপি লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব নিষ্ঠুর কর্ম্ম বলিয়া তাহা রহিত করেন, দোলের বিধি বেদে নাই, কোন প্রসিদ্ধ পুরাণেও লেখেন না, অথচ আবির অন্ত উগ্রবস্তু যাহা বিকারীয় রোগি দিগের ঔষধে ব্যবহার করা যায় এমত উগ্রবস্তু দ্বারা লোকেরদিগকে লালভূত করণে অনিষ্ট ব্যতীত উপকার নাই, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকে এই কুৎসিতামোদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, দোল কালে কলিকাতা নগরে কেবল খোট্টারাই গোল করিয়া অত্যাচার করে, অতএব নবীন ডেপুটি গবর্ণর জেনরল লিটলর সাহেবকে আমরা যশোলাভের একউপায় বলিতেছি রাজধানীর মধ্যে আবির আসিতে পারিবেক না, কোনদোকানে যদি কেহ আবির বিক্রী করে আর যদি কেহ দোলছলে অন্যায় করিয়াছে এমত শুনা যায় তবে হরিণবাটীতে তাহারদিগের পাতর কুটিতে হইবেক, নবীন ডেপুটি মহাশয় অতি শীঘ্র এমত কোন বিধি নির্দ্দেশ করুন।

পাদরি সাহেবেরা চড়কায় কাণ্ডে চড়কগাছের নীচে২ দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে যান, চড়ক নিবারণার্থ আপনারদিগের অর্থ ব্যয়েগ্রন্থ করিয়া বিতরণ করিতে পারেন কিন্তু দোলেতে যে সর্ব্বসাধারণ লোকেরদের অনিষ্ট হয় ইহা দেখেন না, রাজা রামচন্দ্রের সময়ে দোলপর্ব্ব ছিল না, এবং বেদের কোন স্থলেও দোলের প্রসঙ্গ লেখা নাই, অতএব গবর্ণমেণ্ট এমত নিষ্ঠুর পর্ব্ব রহিত করিতে পারেন, যদি গবর্ণমেণ্ট ইহাতে উদ্যোগী হয়েন তবে আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের মতের পোষকতা করিতে পারিব।

হুগলি হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

হুগলি জিলার লোকেরা আর পৈত্রিক বাসস্থানে অবস্থান করিতে পারেন না, এক বালক সাহেব একটিং মাজিস্ত্রেট হইয়াছেন, ডাকাইতেরা তাঁহাকে ভয় করে না, তাহারা স্বেচ্ছাচারিরূপে হুগলির মধ্যে প্রতি রাত্রি নানাস্থানে ডাকাইতী করিতেছে, আর প্রতি রাত্রি প্রতি গ্রামে সিঁদ যে কত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই, চোরেরা দরিদ্র লোকেরদের ঘরে সিঁদ কাটিয়া খেজুরাকাঠী পর্য্যন্ত লইয়া যায়, আমার প্রতিবাসি এক বাগদির অনেক পরিবার, তাহারা খেজুরা বিক্রী ব্যবসায় করে, চোরেরা তাহারদিগের ঘরে সিঁদ দিয়া আর কিছু পায় নাই এক বোঝা খেজুরাকাঠী ছিল তাহাই লইয়া গিয়াছে, হুগলির মাজিস্ত্রেট সাহেবের শাসনের বিষয় এইরূপ, জজ সাহেবের কথা কি বলিব, তিনি সুবিচার কুবিচার কিছুই বুঝিতে পারেন না, ইংরেজ কুলোদ্ভব হইয়াও কেবল কর্ক সেবা করিতেছেন, তমঃসুকি টাকার মোকদ্দমা যাহা মুন্সেফেরা তন্নং বিচারে ডিক্রী করেন, তাহার আপীল হইলে জজ সাহেবের সিরিস্তাদার কৃষ্ণবাবু তাহা সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিকট পাঠানেন, আপনিই ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন, খত পাওন টাকার ডিক্রী মাত্রই জজ সাহেবের বিচারে ডিস্‌মিস হয়, অতএব মুন্সেফেরাও সেই মতে চলিয়াছেন ইহা না করিলে তাঁহারদিগের অখ্যাতি হয়, এজন্য তাঁহারাও খতি টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ডিস্‌মিস্ করেন, ইহাতে হুগলির মধ্যে দেনালেনা প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, আর কেহ কাহাকে টাকা কর্জ্জ দিতে চাহেন না, এদেশের প্রজারা অনেকেই খত দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া রাজস্ব দেয়, তৎপরে পৌষ মাঘ মাসে ধান্য বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করে, তাহারা কর্জ্জ না পাইলে হুগলি হইতে পলায়ন করিবে অতএব মহাশয় এই বিষয় রাজগোচর করিবেন।

বর্দ্ধমান হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

গত ১৭ ফাল্গুন রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় বর্দ্ধমানের লাগাও বাঁকা নদীর ধারে মুরারি চন্দ্রের বাটীতে অতি গুরুতর ডাকাইতী হয়, প্রায় ৩০। ৩৫ জন দস্যু উপস্থিত হইয়া উক্ত চন্দ্রের সর্ব্বস্ব লইয়া যায় এমতকালে বর্দ্ধমানের ফাঁড়ীর এক জন বরকন্দাজ সেই দলের সম্মুখবর্ত্তি হয়, তাহাতে এক দস্যু ঐ বরকন্দাজের হস্তে এক তলবারের আঘাত করে, তথাচ ঐ সাহসী বরকন্দাজ আট জন দস্যুকে পাঁচ শত টাকার রজত স্বর্ণাদি অপহৃত দ্রব্য সহিত ধৃত করিয়াছে, পরদিবস প্রাতে এজেলার মাজিস্ত্রেট সাহেবের সমীপে অপহৃত দ্রব্য সহিত ৮ জন দস্যু উপস্থিত হইয়াছে, এইক্ষণে বিচার হইতেছে পরে দায়রার বিচারে তাহারদিগের ভাগ্যে যাহা হয় হইবেক, ফলত চারি পাঁচ দিনের মধ্যে এই জেলায় আরো দুই তিন স্থানে ডাকাইতী হইয়াছে এজেলায় দস্যুভয় অতিশয় এবং অনিবার্য্য হইয়াছে।

শুভ বিবাহ।

গত শুক্রবাসরীয় রজনীতে মলঙ্গা নিবাসি শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ হইয়াছে, পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে কয়েক দিবস গত হইল দুর্গাচরণ বাবু

তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতার পুত্রের বিবাহোপলক্ষে তৈল ঘড়া শাড়ী বাগ: সন্দেশাদি ভারে২ নানা জিক দিয়াছেন তৎপরে এই বিবাহে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া পাত্র বুঝিয়া সকলকে টাকা দিলেন, দত্ত বাবুরা বহু পরিবার সুতরাং সর্ব্বদাই বিবাহাদি ব্যাপার উপস্থিত হয়, বাবুরা সকল কর্ম্মেতেই শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান করেন অতএব কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কি সামাজিক সকলেই প্রার্থনা করিবেন মলঙ্গা নিবাসি দত্ত মহাশয়েরা সুখে থাকুন।

ডেপুটি গবর্ণর মেডাক সাহেব।

গত শুক্রবারে আমারদিগের ডেপুটি গবর্ণর মেডাক সাহেব এতন্নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন, উক্ত সাহেব এতদ্রাজ্য শাসনকালে প্রজা হিতার্থে যত মনোযোগ করুন না করুন বিদায় সময়ে ততোধিক অমায়িকতা দেখাই গেলেন, তিনি বিজ্ঞাপন দ্বারা এমত প্রকাশ করিয়া ছিলেন যাহার অভিপ্রায় হয় গবর্ণমেণ্ট হৌসে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাদালাপ করিবেন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কিই২ সামান্য অমায়িকতা, শ্রীযুতের বিদায়কালীন এতন্নগরীয় কতিপয় প্রধান লোক তাঁহাকে এক এড্রেস অর্থাৎ প্রশংসাপত্র প্রদান করেন তাহাতেই হাওজানাইয়াছেন শ্রীযুত স্বদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি গৃহীত হইবেক অতএব নির্যোজিত চিত্রকরের সম্মুখে কিঞ্চিৎ অবস্থান করিবেন ইহাও নিবেদন করা হয়, শ্রীযুত সাহেব এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্গের এড্রেস শ্রবণে বাধ্যতা জানাইয়া চিত্রকরের সম্মুখে বসিতে স্বীকার করিয়াছেন, যাহাহউক, প্রাগুক্ত সুখ্যাতি পত্রে এক মতদন্যায় বিষয় লিখিত হইয়াছে অতএব সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ আমরা তাহা অপ্রকাশ রাখিতে পারিলাম না ঐ সুখ্যাতি পত্রে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর কলিকাতা বাসি এবং ইতস্ততো নিবাসি হিন্দু জাতির নিমন্ত্রিত সভার অধিপতি বলিয়া স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, যদিও রাজা বাহাদুর সভাপতির যোগ্য পাত্র বটেন এবং এবম্ভূত অনেক সভায় অধিপতি হইয়া আধ্যক্ষতা করিয়াছেন তথাচ মেডাক সাহেবকে প্রতিষ্ঠা পত্র প্রদান ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রব্যয়োপযুক্ত চাঁদা করণার্থ সভা সভার মত সভা হয়নাই, এবং যে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদিগের মধ্যেও অধিকাংশে সম্মতি দেন নাই উক্ত রাজা এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু মাত্রের প্রতিনিধিস্বরূপে স্বাক্ষর করুন অতএব আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি স্বেচ্ছাচারির ন্যায় সাধারণ প্রতিনিধিত্ব জ্ঞাপক ২০। ২৫ জনের অভিমতে নাম স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার উচিত কর্ম্ম করেন নাই।

মেসমেরিক চিকিৎসালয়।

ডাক্তর ইজডেল সাহেব মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের মান্যবর অধ্যক্ষগণকে উক্ত চিকিৎসাগারের আরম্ভাবধি অর্থাৎ ১৮৪৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে ১৮৪৯ সালের ১ মার্চ পর্য্যন্ত তথায় যে সকল রোগের যেমত২ চিকিৎসা হইয়াছে তাহার সার বিবরণ সহ যেপত্র লেখেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার এক অনুলিপী আমারদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা তন্মধ্যা নুবাদ গ্রহণ করিলাম ইহাতেই সাধারণের বিলক্ষণ প্রতীত হইবেক অস্ত্র চিকিৎসা পক্ষে মেসমেরিকাপেক্ষা অন্য কোন সদুপায় নাই অতএব আমরা দেশহিতৈষী দয়াবান লোক মাত্রকে উপরোধ করি এমত উপকারি চিকিৎসার বিষয়ে সকলে উচিতানুরাগ ও সাহায্য করেন।

"এইচ এম এলয়ট স্কোয়ার, জেমস হিউম স্কোয়ার, ডাক্তর মার্টিন, রেবেরণ্ড এইচ ফিসর, রেবেরণ্ড মাষ্টর লেক্তো, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রমাপ্রসাদ রায় মেসমেরিক হাস্পিটল কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়গণ সমীপেষু।

গত ছয় মাসে আমরা যেসকল রোগের চিকিৎসা করি তাহার প্রত্যেকের বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা আপনারদিগকে অধিক ক্লেশ দিব না, ইতিমধ্যে প্রায় ২০০ রোগির চিকিৎসার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ্য পত্র দ্বারা সাধারণের বিদিত করা হইয়াছে তত্তাবৎ চক্রে পে মহাশয়গণকে পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন করণে আপনারদিগের এবং আমার উভয়পক্ষের বৈরক্ত্য উপস্থিত হইতে পারে অতএব যেসকল রোগের চিকিৎসা করিয়াছি তাহার তালিকা ও ফলের কথা মাত্র লিখি।

কঠিন অস্ত্র চিকিৎসান্তে রোগির কষ্ট না হয় যদি ইহা শ্রেয়ঃকল্প বোধ করা যায় তবে আমারদিগের চিকিৎসার গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক, কারণ ৩০ রোগির সুকঠিন চিকিৎসার মধ্যে এক জন রোগিরও মৃত্যু হয় নাই।

আমি আহ্লাদবিশিষ্ট হইয়া বলিতেছি মেসমেরিক দ্বারা অস্ত্র চিকিৎসার সময়ে বা তৎপরে আমারদিগের নিকট আগত রোগিগণের কোন ক্লেশ বোধ হয় নাই, অস্ত্র চালনা কালে কো ল এক রোগী চৈতন্য পাইয়া কাতর হয় কিন্তু অনেকবার কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম এজন্য আমারদিগের কিঞ্চিৎ অমনোযোগেতেই ইহা সংঘটন হয়।

ইথর এবং ক্লোরোফরমা প্রকাশ হইলে পর এমত ব্যক্ত হয় "মেসমেরিজম অস্ত্র চিকিৎ কের আর অধিক আদরের বিষয় নহে,, যেসক বিবরণ এই ক্ষণে মহাশয়দিগের সুগোচর করা য ইতেছে তন্মধ্যে অনেক রোগ এমত দেখিবে মেসমেরিক দ্বারা যেমত চিকিৎসা হইয়াছে র রোফমা বা অন্য কোন ঔষধে তাহা নির্ব্ব হইতে পারে না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীযুত বাবু নারায়ণ রাও ঠোকীয়া।

আমরা লিখিয়াছিলাম ঠোকীয়া মহাশয় মাত্য ভৃত্যাদি সহিত সপরিবারে শ্রীক্ষেত্র য ত্রা করিলেন, অতএব এই ক্ষণে সাধারণের গো র করি ঐ মহাশয় সহচরগণ সহ সপরিবারে স্ব ন্দ শরীরে গত বুধবারে কলিকাতা নগরে প্রত্য গত হইয়াছেন, শ্রুত হইল ক্ষেত্রধামে অনেক ন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীক্ষেত্রে যশোলাভ রিয়া আসিয়াছেন, ভাহার যেমন স্বভাব তাহা অবশ্যই যশস্বী হইতে পারেন, দাতার প্রশ সা, কে না করেন।

সাংগ্রামিক সমাচার।

সের সিংহ পরাজিত হইয়া পলায়ন করি ছেন, ইহাতেই অনেকে অনুমান করিতেছেন প ঞ্জাবীয় সমর প্রায় সমাপন হইল, কিন্তু আমর ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কেন না সে সিংহ এপর্য্যন্ত সৈন্য ও যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যা করেন নাই, তিনি সসৈন্যে ঝিলাম নদী পার হ য়াছেন এবং বৃটিস সৈন্য তৎ পশ্চাতে২ ঐ নদী পার হইতে না পারেন এজন্য তথাকার নৌক সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন, জেনরল গি বট এই প্রতিবন্ধকতা হেতুক তাঁহার পশ্চা ক্রমণ করিতে পারেন নাই, এবং যুদ্ধ শেষ না ইবার অন্য হেতুও দেখিতেছি কাবোলাধিপ বৃটিস বিরুদ্ধে শীকেরদের সাহায্য করিয়া ন ইহা প্রত্যক্ষের অগোচর নহে, আমারদিগে রাজপুরুষেরা তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি না দি ক্ষান্ত হইতে পারেন না, তাঁহাকে পরিত্যাগ রিলে প্রবলপ্রতাপ বৃটিস জাতির গৌরব র হয় না অতএব দোস্ত মহম্মদকে পেসোয়র তে অবশ্য দূরীকৃত করিতে হইবেক, এবং ধকালে উপরোধ রক্ষা করা হয় না তাহাতে

ন্য পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতে পারে ইহাও সম্ভাবনীয়, বিশেষতঃ খাঁ সাহেবও আত্মরক্ষার্থ চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না তবেই ঘোরতর যুদ্ধের অপেক্ষা রহিল কিন্তু গ্রীষ্মঋতু আগত প্রায়, ইতুবকাশে যদি শীকেরা সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হয় এবং দোস্ত আমারদিগের রাজপুরুষগণের শরণ গ্রহণ করেন তবেই উৎপাত শান্তি, নচেৎ আগামি বর্ষ পর্য্যন্ত এই সমরাগ্নি ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় থাকিবে, ইহাতে আমারদিগের কত অনিষ্ট সম্ভাবনা তাহা লেখনী বলিতে পারেন না, অনর্থা হবে ভারতবর্ষের অর্থপ্রদান হইতেছে তজ্জন্য দেশের অন্যান্য উপকারী ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পন্ন হইতে পারে না, আমারদিগের রাজকর্ম্মচারিগণ যুদ্ধমত্ততা হেতুক তাহা মনেও করেন না ইহা কি অল্পদুঃখের বিষয়, এই প্রস্তাব লিখিতে২ গত সোমবারের ইংলিসমেন পত্র হস্তগত হয় তাহাতে দেখিলাম লাহোরস্থ কোন পত্রপ্রেরক২ মার্চ লেখেন তারিখে গিলবর্ট সাহেব বম্বায়াধীন ১৭ হাজার সৈন্য সহ ঝিলামনদী উত্তীর্ণ হইয়াছেন এই সৈন্য মধ্যে ৫০০০ সহস্র গোরা যোদ্ধা আছে এবং সের সিংহ যুদ্ধে কাতর হইয়া আমার দিগের পোলিটিকেল এজেণ্ট মেকসন সাহেবের নিকট সন্ধি নির্ব্বন্ধের প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই, লার্ড সাহেব লাহোরে ত্বরায় উপস্থিত হইবেন।

২৮ ফেব্রুআরি তারিখে উক্ত পত্রের অন্য সংবাদদাতা লেখেন সেরসিংহ ঝিলামনদীর নৌকা সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের পারাপারের উপায় রুদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু পণ্টন ট্রেন দ্বারা আমরা তাঁহাকে অনায়াসে নিরাস করিব, গ্রীষ্মকালে আমারদিগের সৈন্যগণ পৃথক২ সম্প্রদা মতে লাহোরে রামনগরে ও উজিরাবাদে সংস্থাপিত হইবেক, ইংলিসমেনের এই লেখায় বিলক্ষণ বোধ হইতেছে গ্রীষ্মের কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হইলে বৃটিস পক্ষীয় সেনারা রণস্থানে থাকিবেন না, তবেই শীকেরা অবকাশ পাইয়া পুন সম্বর্দ্ধিত হইলেও হইতে পারেন কিন্তু আমরা এমত প্রত্যাশা করি তৎপূর্ব্বেই আমারদিগের সেনাপতি মহাশয় শীক দলকে পুনর্ব্বার পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন।

মেজর লরেন্স সাহেব সেরসিংহের নিকট হইতে কয়েক দিনের অবকাশ পাইয়া সন্ধি সংস্থাপনার্থ আসিয়াছিলেন ইহা আমারদিগের পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক, তৎপরে জানা যায় লরেন্স সাহেব উক্ত রাজার নিকট পুনর্যাত্রা করিয়াছেন কিন্তু কোথায় যাইবেন তাহা নিশ্চিত নাই এবং কোন ক্রুদ্ধ শীক পথিমধ্যে তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন কি না ইহাও বিবেচনা হইতেছে।

আমারদিগের প্রধান রথি মহাশয় শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকট এবারে ২১তারিখের সাংগ্রামিক বিবরণ এক দীর্ঘ ডিস্পেচ পাঠাইয়াছেন, তদনুবাদে বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইল না, উক্ত বিবরণের সারভাগ পূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছে, অতএব অবশিষ্ট কয়েক বিষয় গ্রহণ করিলাম, যথা, বিপক্ষ পক্ষীয় ৫৩ টা তোপ জয়লব্ধ হইয়াছে, তোপের যুদ্ধেই প্রথমতঃ শীকেরা পরাজয় মানে, বৃটিস পক্ষীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যেরা যথা নিয়মে বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করে, আমারদিগের মহারথি রণক্ষেত্র হইতে প্রথম যে বিবরণ লেখেন তাহাতে তিনি আনুমানিক ৩০০ শত বৃটিস সৈন্য হতাহত বলেন কিন্তু তৎপরে তদন্ত করিয়া লিখিয়াছেন

আহত।

৫ জন গোরা সেনাপতি, ১ জন দেশীয় সেনাপতি, ৬ জন সারজন, অথবা হাওলদার, এক ট্রাম্পেট-বাদ্যকর, ৭৬ যোদ্ধা, ২ লস্কর, ১ সহাসাধ্যক্ষ, ৪ সহিস, অশ্ব গবাদি ১৪৩।

নিহত।

২৪ গোরা সেনাপতি, ১৪ দেশীয় সেনাপতি, ১ প্রোবষ্ট মারসেল, ৪০ সারজন ও হাওলদার, ২ বাদ্যকর, ৫৯১ যোদ্ধা, ১১ লস্কর, ৮ সহীসাধ্যক্ষ, ৭ সহীস ও তৃণচ্ছেদক, ৬১ অশ্ব, গো।

অপ্রাপ্ত।

৪ যোদ্ধা, ১ সহীস, ১৮ অশ্ব গো।

শ্রীযুত লেখেন এতদযুদ্ধে বিপক্ষপক্ষীয় সরদার ছত্রসিংহ, রাজা সেরসিংহ প্রায় ৬০ ষষ্টিসহস্র শীক সৈন্য ও ৫৯ টা তোপ সহ এবং তদনুকূলে দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকরাম খাঁ ১৫০০ আফগান যোদ্ধা সহ যুদ্ধ পরিচালন করেন, তাহাতে আমারদিগের কতক সৈন্য রণশায়ী ও আঘাতী হয় তৎপরে শীক শিবিরাদি হস্তগত হইলে তাহার মধ্যে বারুদে অনল সংযুক্ত হইবায় পূর্ব্বোক্ত অধিক বৃটিস যোদ্ধা হতাহত হইয়াছে।

রায় প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর।

আমরা সন্তোষ চিত্তে প্রকাশ করিতেছি ডেপুটি গবর্ণর শ্রীযুত মেডাক সাহেব স্বরাজ্যে যাত্রা কালে আমারদিগের বন্ধু উক্ত শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুরের সদ্ব্যবহার ও কর্ম্ম দক্ষতার পুরস্কার অথচ উক্ত সাহেবের স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ এক পত্রসহ এক স্বর্ণময় ওয়াচঘড়ী প্রদানকরিয়াছেন পত্রের মর্ম্ম এই যে তোমার সদাচারে ও কার্য্য কুশলতায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব এতদ্দেশ হইতে গমন কালে পারিতোষিক অথচ আমার স্নেহ প্রকাশক এই ঘড়ী প্রদান করিতেছি গ্রহণ করিবা এবং আমি ভরসা করি যেমত সদ্ব্যবহারে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ চিরকাল এতদ্রূপ কর্ম্ম করিয়া আরো যশস্বী হইবা এবং আমাকে তোমার প্রিয় বন্ধু মেডাক জ্ঞান করিহ।

ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুর সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে এমত পুরস্কার প্রদান ও তাঁহার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া আপন মহত্ব বিদিত করিয়াছেন উক্ত বন্ধুর মহদ্গুণে সন্তুষ্ট হইয়া লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর ও তাঁহাকে এক প্রতিষ্ঠা পত্র এবং এক স্বর্ণ মেডেল প্রদান করিয়া যান, বরং লার্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদানে সম্বর্দ্ধিত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রায় বাহাদুর তাহা স্বীকার করেন নাই তাহাতে হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এমত অনুজ্ঞা দিয়া যান রায় প্রসন্ন নারায়ণ দেব যখন রাজোপাধি চাহিবেন গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিবেন, রায় প্রসন্নরায়ণ দেব বাহাদুর ৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বংশ্য, এমত ব্যক্তি সুশীলতা ও সম্ভ্রম পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন বিচিত্র নহে যথা "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্মকাচমণেঃ কুতঃ,, এই কবিতাই ইহার প্রমাণ।

গত মঙ্গলবাসীয় ভাস্করে আমরা লিখিয়াছিলাম রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর উদ্যোগে আছেন স্বদেশ গমনোন্মুখ ডেপুটি বাহাদুরকে এক প্রতিষ্টাপত্র দিবেন, ও তাহার ছবি প্রস্তুত করাইয়া রাখিবে এবিবেচনা জন্য গত বুধবারে বাবু উদয়চাঁদ বসাখের বাটীতে এতদ্দেশীয় মান্য লোকদিগের এক সভা হইয়াছিল তাহাতে নিশ্চিত হয় পর দিবস বৃহস্পতিবারে শ্রীযুতকে এক সুখ্যাতি পত্র প্রদান করা যায়, এবং বৃহস্পতিবারে ঐ কল্প সুসিদ্ধ হইয়াছে, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, রায় রাজা সীতানাথ বসু বাহাদুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্ট হৌসে গমনপূর্ব্বক শ্রীযুত মেডাক সাহেবকে সুখ্যাতি পত্র প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, অনুমান করি বি

অবং শ্রীযুত ডেপুটি তৎসময়ে যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক এইসকল মহাশয়গণকে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, মেডাকসাহেব রাজা রাধাকান্তবাহাদুরকে বিশেষানুগ্রহ করিতেন অতএব উক্ত রাজা বাহাদুর উদ্যোগী হইয়া ডেপুটি বাহাদুরকে যে সুখ্যাতি পত্র দিলেন ইহাতে প্রকৃত বন্ধুতার ব্যবহার হইল, এ বিষয়ে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর এবং রায় রাজা সীতানাথ বাহাদুরও ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন।

আমরা শ্রবণে সুখী হইলাম রায়রাজা সীতানাথ বসু বাহাদুর ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুরের চিত্রমূর্ত্তি নিম্মাণার্থ কায় মনোবাক্যে চেষ্টিত হইয়াছেন, এই ছবি নিম্মাণীয় ব্যয় তিন সহস্র টাকার অধিক লাগিবেক না, অতএব রায় রাজা সীতানাথ বসু বাহাদুর অধিক লোকের নাম ফাঁদা চাঁদা করেন নাই,, অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট,, যে প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে উপযুক্ত রাজা মেকনাটন সাহেবের চিরস্মরণীয় চাঁদার বিষয়ে তাহা বুঝিয়াছেন, এবং এই ডেপুটির পূর্ব্ব ডেপুটি বর্ড সাহেবের প্রতিমূর্ত্তির বিষয়ে কারকোম্পানির বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষেরা এতদ্দেশীয় লোকেরদের কি অপমান করিয়াছেন রাজা সীতানাথ বসু বাহাদুর তাহাও শুনিয়া থাকিবেন, অতএব সুবোধ রাজা সীতানাথ বসু মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন মেডাক সাহেবের ছবি নিম্মাণের চাঁদায় যিনি স্বাক্ষর করিতে চাহিবেন তাঁহার নামের দক্ষিণভাগে ৫০ পঞ্চাশৎ মুদ্রার অঙ্কপাত করিতে হইবেক, এবং যেমন অঙ্কপাত করিবেন তেমনি টাকা দিবেন, এই প্রতিজ্ঞায় রাজা সীতানাথ বসু বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে শোভাবাজারীয় রাজবাটীতে রাজপুত্রদিগের নিকট চাঁদাপুস্তক প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর উক্ত রাজার প্রতিজ্ঞা জানিয়া সর্ব্বাগ্রে ৫০ টাকা স্বাক্ষর করেন, এবং রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ১০০ টাকার অঙ্কপাত করিতে চাহিয়াছিলেন, রাজা সীতানাথ বসু তাহা লইলেন না, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পরিত্যাগ করিয়া ৫০ পঞ্চাশ টাকার অঙ্কপাত করাইয়াছেন ইহাতেই বোধ হয় রাজা সীতানাথ বসু বাহাদুর কৃতকার্য্য হইবেন, পরমেশ্বর করুন তাহাই হউক, বিজ্ঞতম রাজা বাহাদুর এই কর্ম্ম দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের কলঙ্ক পরিহার করুন।

চাঁদার স্বাক্ষরকারিদিগের নাম ও টাকা।

বাবু হরকুমার ঠাকুর	৫০
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর	৫০
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
বাবু গোলোকনাথ শান্যাল	৫০
বাবু রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫০
রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর	৫০
রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর	৫০
রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	৫০
রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর	৫০
রাজা যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর	৫০
বাবু কাশীনাথ মল্লিক	৫০
বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক	৫০
বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক	৫০
বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক	৫০
বাবু কাশীনাথ বসু	৫০
বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ	৫০
বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষ	৫০
বাবু খেলচন্দ্র ঘোষ	৫০
বাবু মতিলাল শীল	৫০
বাবু ভুবনমোহন ঠাকুর	৫০
বাবু গুরুদাস দত্ত	৫০
বাবু হরিমোহন সেন	৫০
বাবু মদনমোহন আঢ্য	৫০

ধর্ম্ম বিষয় উজ্জ্বল।

কলিকাতা কুমারটুলীস্থ শ্রীশ্রী গোকুলচাঁদ দেব ঠাকুরের যোড়বাঙ্গালা জীর্ণোদ্ধার ও একামির নিম্মাণের চাঁদায় স্বাক্ষরকারিদিগের নাম ও টাকা সংখ্যা।

ঈশানচন্দ্র চৌধুরী	১
গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২
মধুসূদন সরকার	২
মধুসূদন রায় কবিরাজ	২
মধুসূদন ঘোষ	১
গোবিন্দচন্দ্র বসু	১
জয়গোপাল ঘোষ	১
রাধানাথ দত্ত	১
রামধন তর্কবাগীশ	২
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১
জয়নারায়ণ ভদ্র	১
গোপালচন্দ্র ঘোষ	১
লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	২
কৃষ্ণমোহন সিংহ	১০
রামগতি নাগ চৌধুরী	৫
ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তি	১
গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত	১
হলধর মজুমদার	১
রামকুমার সুরুই	১
কাশীনাথ পড়্যাল	১
বিশ্বনাথ শীল	১
দীননাথ শাহা	১
নারায়ণচাঁদ সেট	১
নীলকমল দাস	২
জয়গোপাল বসাখ	২
রামচরণ মল্লিক	৫
গুরুচরণ বর্ম্মন দেব	৫
গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	১
রাজনারায়ণ সিংহ	১

বিজ্ঞাপন।

সত্য জ্ঞান প্রচারার্থে ও বঙ্গভাষার উন্নতি জন্য জ্ঞানদায়িনী নাম্নী এক সভা স্থাপনা করা গিয়াছে ইহা হইতে আগামি বৈশাখাবধি প্রতি মাসে বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক রচিত একং খান গ্রন্থ বাহির হইবেক।

১২৫৫ সাল।

৩০ ফাল্গুন।

শ্রী শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

জ্ঞানদায়িনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশে লুটের দ্রব্যাদির দ্বিতীয় নীলাম।

মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কম্মালয়ে অদ্য ১৬ মার্চ সাড়ে এগারো ঘন্টার সময়ে আরম্ভ হইবেক।

মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কম্মালয়ে উক্ত সিন্ধুদেশের লুঠের আশ্চর্য্য২ মণি মুক্তা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির নীলাম হওন প্রযুক্ত অনেকং ভাগ্যধর লোকসকল তথায় আগমন করিবেন একারণ উক্ত কোম্পানি তাঁহারদিগের কুঠীর মধ্যে অতি শীতল স্থানে নীলামের স্থান নির্দ্ধার্য্য করিয়া সপ বিছাইয়া অনেক চৌকী সাজাইয়াছেন যেহেতুক তথায় কোন ব্যক্তির কোন ক্লেশবোধ না হয়।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বেবোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্যোচিতম।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমদতে নবায়ত্তশাখতঃ শশ্বং স্বাত্মগুণং স্বকোজ্জ্বলকরে দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্ স্ব কর্ম্মপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫৮৫ সংখ্যা। ১০ বালাম ইং ১৮৪৯ সাল ১৬ মার্চ। হালীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ৪ চৈত্র শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবারীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

SETON & Co.

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছে যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহারদের ন্যায় ব্যবসায় কারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অধিক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যেসকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোযোগ পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কমিসনের বিক্রয়ার্থ তাঁহারদের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী, ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ি আছে।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানের সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবণমেন্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে কথিত নীলাম আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তমং হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোনার মিসে করা বালা সকল।

নানা প্রকার, প্রস্তরযুক্ত সোনার খোদকারি এবং নকসা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজীর অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোনার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোনার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোনার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোনার শাদা খোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক,এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরাজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি বাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী বাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co

লেটি বাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।

৩ জানুআরি ১৮৪৯।

সম্পাদকীয়বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশে লুঠের দ্রব্যাদির দ্বিতীয় নীলাম।

মেং লেটী বাদর্স এণ্ড কোম্পানির কম্মালয়ে গত ১৩ মার্চ সাড়ে এগারো ঘণ্টার সময়ে পুনরারম্ভ হইয়াছে।

মেং লেটী বাদর্স এণ্ড কোম্পানির কম্মালয়ে উক্ত সিন্ধুদেশের লুঠের আশ্চর্য্য২ মণি মুক্তা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির নীলাম হওন প্রযুক্ত অনেক২ ভাগ্যধর লোকসকল তথায় আগমন করিবেন একারণ উক্ত কোম্পানি তাঁহারদিগের কুঠীর মধ্যে অতি শীতল স্থানে নীলামের স্থান নির্দ্ধার্য্য করিয়া সপ বিছাইয়া অনেক চৌকী সাজাইয়াছেন যেহেতুক তথায় কোন ব্যক্তির কোন ক্লেশবোধ না হয়।

ADVERTISEMENT.

To be sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal Against Sreemutty Kistosoondery Dossee widow and Executrix of Sreenauth Mullick deceased Bycauntnauth Mullick, Omeertnauth Mullick, Debindernauth Mullick, Rajendronauth mullick, and Samadronauth mullick sons of the said Sreenauth mullick and Sreemutty Soobaney Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on a day of which Notice will hereafter be duly given "all that Upper-roomed Messuage Tenemant or Dwelling House and also those two lower roomed Messuages Tenements or Dwelling Houses adjoining thereto and piece or parcel of Ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the district of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased. Particulars where of may be had at the said Masters Office or of Mr. Philip Piard Solicitor for the said Complainant Muttyloll Seel at No 1 Garatins Buildings in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON,
Acting Master.

Calcutta. Supreme Court Master's Office. the 2nd March, 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল বাদী। মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয়-বিভবের এক জিকিউট্রিকস শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরীদাসী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু অমৃতনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু সমুদ্রনাথ মল্লিক উক্ত মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং সুবর্ণদাসী প্রতিবাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট ইউলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদে[শ] হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধী[ন] সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মা[ষ্টর] উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতি ক্রমে কলিকাতা নগরীয় সুপ্রিম কোর্ট হৌসের কথিত মাষ্টর আফিসে এক অব[ধারিত] দিন ইহার পর রীতিমত প্রকাশ কর[া] যাইবেক তদ্দিনে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি, সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতলা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সামি[ল] আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং ইহার সামিল যে একখণ্ড বন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক অথবা ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূন বা অধিক হউক ও রামকৃষ্ণপুরে স্থিত স্থান যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশ পরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়।

ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত বাদী মতিলাল শীলের পক্ষীয় উকীল মাষ্টর ফিলিপ পিয়ার্ড সাহেবের নামে কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ নং গেরেটিং বিলডিংস্থ আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবেক ইতি।

ডবলিউ মেকফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২ মার্চ ইং ১৮৪৯ সাল।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা রাজধানীর উত্তরভাগের অর্থাৎ বাঙ্গালিপাড়ার লোকেরদের দৌভাগ্য দেখা গি[য়া]ছিল, নগর শোভাকারি কমিস্যনরেরা উত্তরভাগের নর্দ্দমা পরিষ্কার করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, অতএব আমরা বারম্বার যাহা লিখিয়াছিলাম বাঙ্গালি পাড়ার নর্দ্দমা সকল ময়লা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বাটী সকলের জল নির্গত হয় না, বর্ষাকালে অনেক বাড়ী পড়িয়া যাইবে এই সুযোগে তাহা সপ্রমাণ করি।

এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণ লোকেরা দৃষ্টি করুন, বাঙ্গালিপাড়ার প্রতিপথের পার্শ্বে২ নর্দ্দমার কত ময়লা উদ্ধৃত হইয়াছে, এক২ পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে২ পর্ব্বতাকার এত ময়লা রহিয়াছে পথিকেরা এরূপ কখন দেখেন নাই, গলিপথের কথা দূরে থাকুক, শিমলার প্রশস্ত পথ যাহা শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটীর গেটের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, তাহাতেও দুই খানি গাড়ি সম্মুখাসম্মুখী হইলে আরোহিরা জ্ঞানকরিয়াছেন ঘোর বিপদে পড়িলেন, শিমলার পরিসর পথের উভয় পার্শ্বই যখন নর্দ্দমার ময়লায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল তখন গলিপথেরদশা সহসাই বোধগম্য হইবে আমারদিগের পরিশ্রমে প্রয়োজন কি, যে২ পথের উভয়পার্শ্ব নর্দ্দমার ময়লায় পরিপুর্ণ দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি এসকল পথের পার্শ্ববর্ত্তি ভদ্রলোকদিগকেই সাক্ষী মানিলাম উত্তরভাগের কমিস্যনর যদি এইসকল লোকের টিকীট প্রমাণে কমিস্যনর হইতে পারিয়াছেন তবে ইহাঁরা যাহা বলিবেন অবশ্য তাহা গ্রাহ্য করিতে হইবেক, আর যদি ইহাঁরদিগের বাক্যেতেও অপ্রত্যয় করেন তবে কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষীয় প্রধান কমিস্যনর মেং পেটন সাহেব আসিয়া স্বচক্ষে দেখুন, আমরা দেখাইতে পারিব, ইহাতেও যদি না দেখিবেন তবে পক্ষপাত ব্যতিরিক্ত আর কি বলিতে পারি।

ময়লা পরিপূর্ণ পথ।	সাক্ষী।
যোড়াসাঁকো বাঁরাণসী ঘোষ স্ত্রিট।	বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বাবু ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, রায়হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ;
জগন্নাথের ঘাটে গমনীয় পথ।	বাবু রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি।
৺বাবু গোপীমোহনঠাকুরের ঘাট গমনীয় পথ।	বাবু হরকুমার ঠাকুর। বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষ। বাবু গোপাললাল ঠাকুর। বাবু উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর।
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নবীনবৈঠকখানা ও যোড়াবাগানের থানা গমনীয় পথ।	বাবু প্রসন্নকুমারঠাকুর যোড়াবাগানের থানার সারজন বরকন্দাজাদি।

ময়লা পরিপূর্ণ পথ।	সাক্ষী।
কলিকাতার ছোট আদালতের জজ অথচ হিন্দু কালেজ সম্পাদক বাবু রসময় দত্তের বাটী গমনীয় পথ।	বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ। বাব রসময় দত্ত।
রাজা গুরুদাস স্ত্রিট।	উভয়পার্শ্বস্থ লোকসকল।
নিমতলার পথ।	বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তর ডফ সাহেব রেবরেণ্ড ইউয়াট সাহেব রেবরেণ্ড স্মিথ সাহেব, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু ভবানীপ্রসাদ দত্ত, ছোট মিএা, বড় মিএা ইত্যাদি।
ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যাগারের পূর্ব্বদিগে গরাণহাটার পথ ও উত্তরদিগে গঙ্গাতীর গমনীয় পথ।	উক্ত বিদ্যাগারের অধ্যক্ষগণ ও ছাত্রেরা এবং ৺প্রাপ্ত বাবু শিবচন্দ্রবশাখ মহাশয়ের গোষ্ঠী।
সোণাগাজী গলী।	বাবু গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী এবং প্রতিবাসিগণ।
আহিরিটোলার গলী।	প্রতিবাসিভদ্রলোকসমূহ
জয়চন্দ্র মিত্রের বাটী গমনীয় পথ।	উক্ত মিত্র বাবু এবং শত শত ভদ্রলোক।
বেংটুলীগমনীয়পথ।	কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্ত শেখর ভট্টাচার্য্য এবং ভদ্রলোক সমূহ।
দরমাহাটার বড় পথ।	বাবু খেলচন্দ্র ঘোষ, পোলীস থানা এবং হাটখোলার মহাজন সকল।
বালাখানা বাগান স্ত্রিট।	বাবু নীলরত্ন হালদার এবং আমরা।

এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র২ পথ অনেক আছে তাহার অবস্থা লিখিলে বাহুল্য হইবে অতএব পরিত্যাগ করিলাম, আমারদিগের বাসস্থানের পূর্ব্বদিগে এক নর্দ্দমা যাহা একশতহস্তের অধিকদীর্ঘ হইবেক না, পাঁচ ছয় জন মজুর লাগিয়া অষ্টাহেতেও তাহার সকল কাদা বাহির করিতে পারে নাই অথচ অর্দ্ধস্থানের কাদাতেই পথের উপর ময়লারপর্ব্বত হইয়াছে, ইহাতে ভদ্রলোকেরা পদব্রজেও পথেচলিতে পারেননা, অতএবগাড়িঘোড় গমনের কিরূপ দুর্গতি পাঠক মহাশয়েরা ইহাতেই বিবেচনা করিবেন, প্রায় সকল পথের উভয় পার্শ্বই ময়লা পরিপূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু ময়লাফেলা গাড়ি অধিক দৃষ্ট হয় না অতএব কমিস্যনরেরা বিবেচনা করিবেন বাঙ্গালিপাড়ার শোভা বৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহারদিগের কিরূপ সুখ্যাতি হইতেছে।

সমর সমাচার।

শীক সংগ্রাম কতদিনে সমাপ্ত হইবেক আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না, ২১ ফিব্রুআরি তারিখে গুজরাটাঞ্চলে সের সিংহ পরাজয় মানিয়া পলায়নপর হন এবং জেনরল গিলবর্ট প্রায় ১৭ সহস্র ব্রিটিস যোদ্ধা ও ২০ টা তোপ লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন করেন প্রায় সপ্তাহ গত হইল এতদ্বার্ত্তা আসিয়াছে, ভরসা ছিল অদ্যই লিখিতে পারিব ছত্র সিংহ ও সের সিংহ ব্রিটিস হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বা পুনঃপরাজিত হইয়াছেন, কিন্তু কল্যপর্য্যও তৎ সমাচার আসিল না বরং ব্রিটিস সৈন্যেরা ঝিলাম নদী পার হইতে পারেন নাই ইহাই বিজ্ঞাত হইতেছে, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক আমরা গত ভাস্করে ইংলিসমেন পত্রানুশাসনে লিখিয়াছিলাম জেনরল গিলবর্ট সসৈন্যে ঝিলাম নদী উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু দিল্লী গেজেট পত্রানুসারে বোধ হইল উক্ত নদী তিন স্রোতময়ী, গিলবর্ট সাহেব ২৭ তারিখে তাহার প্রথম স্রোত পার হইয়াছেন, অপর খাড়ী বেগবতী, ও গভীরা প্রযুক্ত উক্ত সাহেব তাহা পার হইবার জন্য নৌকাদি প্রস্তুত করাইতেছেন, পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিবেন ঝিলাম নদী পার হইয়া শত্রু আক্রমণে অনেক বিলম্ব আছে, গুজরাটীয় যদ্ধে শীকেরা ৫০ টা তোপ হারা হয়েন এবং কোন২ পত্রে লেখে তৎপরে আরো দুইটা তোপ ব্রিটিস হস্তগত হইয়াছে, ইহাতেই অনেকে অনুভব করিয়াছিলেন শীকেরদের প্রায় তাবৎ তোপ গিয়াছে অতএব তাঁহারা রঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রকাশ হইতে পারিবেন না, কিন্তু তৎপরে ইংরাজি পত্রে লিখিত হইতেছে সেরসিংহের সহিত এইক্ষণেও প্রায় ১৩ সহস্র সৈন্য ও বিংশতি তোপ আছে অপর সৈন্য কোথায় গেল তাহা লিখিত হয় নাই, এস্থলে পাঠক গণের স্মরণ করিতে হইবেক উক্ত সিংহের প্রেরিত আরো কয়েকদল সৈন্য কয়েকটা তোপসহ ভিন্ন২ স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, তত্তাবৎ সমবেত হইলে তিনি প্রায় ৪০টা

তোপ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং কাবোলাধিপতি যদি শীক পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন তিনিও স্বরাজ্য হইতে তোপ আনাইতে পারেন, এতদ্ভিন্ন শীকেরদের আরো কামান আছে কি না তাহাও নিশ্চিত নাই. এই সকল কারণে আমরা বলিতে পারি তোপের অপ্রতুল হেতুক সেরসিংহ বৃটিস সমরে ভীত হইবেন না, উক্ত রাজা যখন চন্দ্রভাগা নদী তীর হইতে স্বসৈন্যে প্রস্থান করেন তখন ইংরাজি পত্রে এমত লিখিত হইয়াছিল তিনি ঝিলাম নদীর পর পারে গমন করিলে শঙ্কট সমরে পতিত হইব, তথাকার স্থান সকল যুদ্ধের উত্তম স্থল নহে এবং শীকেরা পরাজিত হইলেও পর্ব্বতাশ্রয় পূর্ব্বক আমারদিগের সম্পূর্ণ জয়ের ব্যাঘাত উপস্থিত করিতে পারিবেন, এসকল কথা সত্য হইলে বিশেষত সেরসিংহ যখন সৈন্য হারা হন নাই, এবং দোস্তমহম্মদের সহায়তা পাইয়াছেন তখন বলিতে হইবেক পঞ্জাবায় সমরানল শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবার আকার দেখা যায় না, তবে মেজর লরেন্স ২৬ তারিখে যখন পুনঃপ্রেরিত হইয়াছেন তখন সেরসিংহ সন্ধি সংস্থাপনার্থই তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, এবং এইরূপে সমাধা হইলে সমর শান্তি স্বীকার করা যায় কিন্তু আমারদিগের রাজপুরুষেরা জয়যুক্ত হইয়াও এমত বিদ্রোহিকে কোন আশ্বাস দিয়া বা তাঁহার সহিত কোন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সন্ধি সংস্থাপন করিবেন ইহা উপলব্ধি হয় না এবং পক্ষান্তরে প্রবলদল সৈন্যবল থাকিতে সেরসিংহ একেবারে বৃটিস পদানত হন ইহাও সন্দেহের বিষয়, তবেই কহিতে হইবেক পুনঃ সংগ্রাম ভিন্ন মীমাংসা হইবেক না।

সমাচার পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে আমারদিগের গবরণর জেনরল বাহাদুর লাহোরে ত্বরায় উপনাত হইবেন এবং প্রধান সেনাপতি মহাশয়ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ তথায় আসিবেন, মেজর লরেন্স সের সিংহের দৌত্যকর্ম্মে এতদুভয় মহাশয় সন্নিধানে সন্ধির প্রস্তাবে কি মীমাংসা করেন তাহাতেই যুদ্ধ শেষ বা পুনঃপ্রকাশ বুঝা যাইবেক।

ছত্র সিংহের পুত্র গোলাব সিংহ যিনি লাহোর রাজধানীতে বৃটিস হস্তে কারাগ্রস্ত আছেন বৃটিস রেসিডেন্ট সাহেব তাঁহাকে স্বপিতার নিকট এমত পত্র পাঠাইতে বলিয়াছেন ছত্র সিংহ এক সপ্তাহের মধ্যে যদি বৃটিস কয়েদিগণকে প্রধান সেনাপতির সিবিরে না পাঠান তবে উক্ত গোলাব সিংহ সপরিবারে স্বদেশ হইতে হিন্দুস্থানে প্রেরিত হইবেন।

ছত্র সিংহ ও সের সিংহ দ্বারা বৃটিস বন্দিগণ ঝিলাম নদীর পরপারে রক্ষিত হইয়াছেন তবে সুমঙ্গল এই যে তাঁহারদিগের প্রতি কোন কষ্ট প্রদান হয় নাই।

ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল দোস্ত মহম্মদের পুত্র সরদার আজিম খাঁ কতক সৈন্য লইয়া বন্ন প্রদেশাক্রমণানুষ্ঠানে আছেন, এতন্নিবারণার্থ আমারদিগের কতক সৈন্য নিযোজিত হয় কিন্তু আগতসম্বাদে প্রকাশ করে উক্ত আজীম খাঁ সভয়ে পর্ব্বতীয় পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছেন ইহাতেই তথাকার আশঙ্কা নিবারণ হইয়াছে এবং শান্তি সংস্থাপনার্থ লেপ্তেনেন্ট টেলর সাহেব স্থানে২ থানা ও প্রহরী নিযুক্ত করিতেছেন।

গুজরাটীয় যুদ্ধে দোস্ত মহম্মদের আকরাম খাঁ নামক পুত্রের নিধন সমাচার দিল্লীগেজেটের পত্র প্রেরকের লিপ্যনুসারে অলীক বোধ হইতেছে, আফগানীয় সৈন্যচয় অটক প্রদেশে রহিয়াছে, হরকরা পত্রে লেখে আমারদিগের গবরণর জেনরল এজন্য দোস্ত মহম্মদের প্রতি সদ্ভাবপ্রকাশক এক পত্র পাঠাইয়াছেন কিন্তু ইহা প্রত্যয়জনক বোধ হয় না সত্য হইলে ইহা সুকৌশল বলিতে হইবেক।

জম্বুপতি গোলাব সিংহের বিষয়ে মধ্যে২ অদ্ভুত সমাচার লিখিত হইতেছে, কখন দেখি তিনি বিষপানে আত্মঘাতী হইয়াছেন কখন বা গুপ্তাঘাতে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, এবং কখন এমত প্রকাশ হয় তিনি সসৈন্যে বৃটিস সাহায্যার্থ সেরসিংহের পশ্চাদাক্রমণে আদিষ্ট হইয়াছেন, এতদভিপ্রায়ে মহারাজার কতক সৈন্যরণসাজে মীরপুর হইতে যাত্রা করিয়াছে, দিল্লীগেজেটের লাহোরীয় পত্র প্রেরক লেখেন বৃটিস রেসিডেন্ট মহাশয় জম্বুপতির দূতকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিয়াছেন তিনি বিম্বরাঞ্চলে যাত্রা করিয়া তথা হইতে বিদ্রোহি তাবৎ শীক সৈন্যগণকে তাড়িত করুন ইহা না করিলে বৃটিস কোপে পতিত হইবেন এবং শত্রুপক্ষীয় একটি লোক তদঞ্চলে প্রকাশ পাইলে গোলাব সিংহকেই তাহাতে দোষী করিবেন শ্রীযুক্তের এতদাদেশশ্রবণে মহারাজ গোলাব সিংহের উকীল দেওয়ান জ্বেয়ালা সাহী তৎক্ষণাৎ রাজধানী হইতে এতৎ কর্ম্ম সম্পনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

সেখ এমামুদ্দীনের প্রতি আদেশ হইয়াছে তিনি আপন অধীন কয়েদিগণকে সরদার মঙ্গল সিংহের নিকট সমর্পণ করিয়া সসৈন্যে পিণ্ডদাদা খাঁ নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং মঙ্গল সিংহ ঐ কয়েদিগণকে লাহোরে ত্বরায় পাঠাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

দেওয়ান মিশ্র রিল্লিয়া রাম একটা তোপ ও কতক শীক সৈন্যকে কর্কস সাহেবের সহিত সংযুক্ত করণার্থ তাহা রামনগরে প্রেরণ করণানুমতি পাইয়াছেন।

দীনানগর এবং মুলতানীয় রাজপথে ডাক গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মিবাতে তথায় কতক অশ্বারোহি প্রহরি নিয়োগাদেশ হইয়াছে।

উজিরাবাদের ঘাটে নৌকাময় এক সেতু বন্ধন হইতেছে তাহা রক্ষার্থ বৃটিস সৈন্য নিযোগ করা গিয়াছে, সরদার গোলাব সিংহ পবেণ্ডিয়া গুজরাটীয় যুদ্ধকালে সেরসিংহকে পরিত্যাগ করিবাতে আমারদের লাহোরীয় রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়াছেন, এবং তৎপুত্র ও তাঁহার সমভিব্যাহারে আছেন।

সাহেবখান টাওয়ালা নামক শীকদরবারের এক সেনাপতি আবেদন দ্বারা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তিনি বিদ্রোহি ডোমন সিংহের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া ৫ টা জম্বুরক তোপ পাইয়াছেন।

বাঙ্গাল সেক্রেটরীর পূর্ব্বতর জিকটর বোলন্ট যিনি সেকসন লেখার গোলযোগে গবর্ণমেণ্টের অনেক ধনাপহরণ করেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নামে সুপ্রিমকোর্টে ইণ্ডাইট করিয়াছিলেন তাহাতে বিচারপতিগণ গত মঙ্গল ও বুধবার এই বিষয়েতেই পরিশ্রম করেন, স্পিসিয়ল জুরীগণ অবশেষে বোলন্টকে দোষী বলিয়া পূর্ব্ব সদাচরণ জন্য তাঁহার প্রতি করুণা করিতে মহামতি বিচারপতিগণকে উপরোধ জানাইলেন, আমারদিগের প্রধান বিচারক এই ইণ্ডাইট মধ্যে আইনের ছল দেখিয়া তাহা সংশোধনার্থ আদেশ দিয়াছেন, গত দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ইহার পুনর্ব্বিচার হয়, তদ্বিবরণ আগামি পত্রে প্রকাশ হইবেক, ধন্য ইংলিস ল, ধন্য তাহার মর্ম্ম, দোষী লোক নির্দ্দোষী ও নির্দোষীও এতদ্দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে, কৌন্সেলী ডিকিন্স ওবর্টন প্রতিবাদী পক্ষে এবং এড্বকেট জেনরল, কৌন্সেলী প্রিনসেপ ও ক্লাক সাহেব গবর্ণমেণ্ট পক্ষে থাকেন।

আমরা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম পঞ্জাবীয় যুদ্ধে যে সকল বৃটিস সৈন্য হত হয় তাহারদিগের বিধবা ও আশ্রিতজনগণের প্রতিপালন নিমিত্ত টাকা সংগ্রহার্থ এক চাঁদা হইয়াছে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর তাহাতে৫০০টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন, ইংরাজি পত্রের লিপিক্রমে আমারদিগের এই ভ্রম হয়, এইক্ষণে অবগতি হইল বড় মহাশয় পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিয়াছেন, এবং মহারাণী ৪ সহস্র টাকার স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্দৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে সবারতেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণ ম্লেচ্ছজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসত্ত্ব রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥

৫৮৬ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২০ মার্চ। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ৮ চৈত্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবস কথিত নীলাম আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় বালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনস হী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সুদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক থান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, গুণি, লালরি এবং ফিরোজীর অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা ঘোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন্দ সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশে লুঠের দ্রব্যাদির দ্বিতীয় নীলাম।

মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কমাল যে গত ১৩ মার্চ সাড়ে এগারো ঘণ্টার সময়ে পুনরারম্ভ হইয়াছে।

মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কমাল যে উক্ত সিন্ধুদেশের লুঠের আশ্চর্য্য২ মণি মুক্তা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির নীলাম হওন প্রযুক্ত অনেকং ভাগ্যধর লোকসকল তথায় আগমন করিবেন একারণ উক্ত কোম্পানি তাঁহারদিগের কুঠীর মধ্যে অতি শীতল স্থানে নীলামের স্থান নির্দ্ধার্য্য করিয়া সপ বিছাইয়া অনেক চৌকী সাজাইয়াছেন যেহেতুক তথায় কোন ব্যক্তির কোন ক্লেশবোধ না হয়।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২২ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী গৌরমণী দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরীদেবী এবং শ্রীমতী কমলাত্রিকাদেবীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ একসপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার যোড়াসাঁকোর দহিয়াহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৬৩। ৮ নম্বর এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান দুইকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণী দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী এবং শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষত পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। পশ্চিমদিগে দুর্গাচরণ মল্লিকের বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে রূপনারায়ণ মল্লিকের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে উক্ত দহিয়াহাটা ইষ্ট্রীট।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১ নম্বর এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান তিনকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণী দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলি। দক্ষিণদিগে পাথুরিয়াঘাটা লেন। পশ্চিম দিগে শ্যাম বসাখের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তরদিগে রামহরি তাঁতির ভূমি।

৩ দফা। এবং সহর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার নাপ্তেহাটার গলি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণী দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, ও উত্তর ও দক্ষিণদিগে উক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ও অন্যান্যের বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে মতিলাল মল্লিকের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং সহর কলিকাতার গরাণহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৩৬ নম্বর এক দোতালা ইষটক নিম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমাম তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গলি। পূর্ব্বদিগে পদ্মরাঁড়ের বাটী ও ভূমি পশ্চিমদিগে রাধুভড়ের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে রামধন ঘোষের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং সহর কলিকাতার শিমুলিয়ার চুলিপাড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৭৮। ৫ নম্বর যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেসী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কৃষ্ণমোহন দত্তের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে রামলাল ঘোষের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে আশুতোষ দেবের এক খণ্ড ভূমি। এবং উত্তরদিগে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির ভূমি।

৬ দফা। এবং সহর কলিকাতার সিমুলিয়ার নয়নচাঁদ দত্তের ইস্ত্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১২নম্বর যেএকখণ্ড ও বন্দ রাইয়তীভূমি অনুমান দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে গলি। উত্তরদিগে উক্ত নয়নচন্দ্র দত্তের ইস্ত্রিট। দক্ষিণদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। এবং পূর্ব্ব দিগে নবকুমার চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১০ মার্চ ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

কি অশুভক্ষণে লার্ড মেটকাপ সাহেব এদেশ হইতে পাদক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় ছাপা যন্ত্র সকলকে স্বাধীন করেন ইহাতেই কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা আপনাদিগের ক্ষতি বোধ করিয়া তাঁহাকে এদেশ হইতে লইয়া যান, তৎপরে লার্ড আকলেণ্ড মহাশয়াবধি লার্ড ডেলহৌসি মহাশয় পর্য্যন্ত চারিজন গবর্ণর এবং দুইজন ডেপুটি গবর্ণর ভারতবর্ষ শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন কিন্তু ইহারদিগের কজনের শাসনেতে ও আমরা সুখী হইতে পারি নাই, লার্ড আকলেণ্ড সাহেব কলিকাতা নগরে আসিয়া যখন বিদ্যালয় সকল দেখিতে লাগিলেন, এবং মেডিকেল কালেজের আদি প্রস্তর প্রোথিত করিলেন, বিশেষত ওরিএণ্টল সেমিনারি বিদ্যাগারে আগমন পূর্ব্বক শিক্ষক ও শিক্ষিতগণকে উৎসাহ দিলেন তৎকালে আমরা আনন্দে পরিপূর্ণ হইলাম, এবং ভরসা হইল আকলেণ্ড গবর্ণর আমারদিগকে সম্পূর্ণ সুখাসনে সংস্থাপন করিবেন, কিন্তু তাঁহার শাসন কালেতেই সংস্কৃত কালেজের ধার্ম্মিক অধ্যাপক ৺রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য পদচ্যুত হইলেন, আমরা নিশ্চিত জানি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কোন দোষে ছিলেন না, লার্ড আকলেণ্ড কেবল মেকনাটন সাহেবের কুমন্ত্রণায় এক ব্যক্তির ক্ষুদ্র সম্পত্তি লাভের জন্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে পদচ্যুত করেন, উক্ত লার্ডের কালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের পুণ্যরাশীতে এই এক পাপস্পর্শ হইল, এই পাপেতেই লার্ড আকলেণ্ড সাহেবের উচ্চাটন হয়, আমারদিগের আগম শাস্ত্রে "ষট্কর্ম্ম" এক বাক্য লিখিত আছে, তাহার অর্থ "মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, মোহন, বিদ্বেষণ" লার্ড আকলেণ্ডের অধিক পাপ ছিলনা এই কারণ তাঁহার উচ্চাটন মাত্র হইল অর্থাৎ কলিকাতা নগরীয় সিংহাসনহইতে কাবোলাভিমুখে তিনি ধাবমান হইলেন, এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বিষয়ে মেকনাটন সাহেবের পরিপূর্ণ পাপ হইয়াছিল এই কারণ "মারণ" অর্থাৎ কাবোলে তাঁহার অপমৃত্যু হয়, ষট্ কর্ম্মের দুই কর্ম্ম অর্থাৎ মারণোচ্চাটন লার্ড আকলেণ্ড এবং মেকনাটন সাহেবেতেই প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহাতে লার্ড আকলেণ্ড কাবোলে লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন প্রভুদিগকে কি রূপে সন্তুষ্ট করিবেন, এই কারণ কাবোল হইতে আগমন কালীন সেতারার নির্দ্দোষ রাজাকে দুঃখে করিয়া লইয়া আসিলেন, এবং নিষ্কর ভূম্যধিকারি দরিদ্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া লইলেন, মনে করিয়াছিলেন কাবোলে ক্ষতি করিয়াছেন এই লাভ দেখাইয়া প্রভু দিগের নিকট প্রতিপন্নহইবেন, কিন্তু প্রতিপত্তির বিপত্তি নিমিত্ত সেতারার বিষয়ে লার্ড আকলেণ্ডের বিবেচনার প্রতি বিলাতে কত আপত্তি হইয়াছে তাহা বিলাত বাসিরা সকলেই জানেন এবং আমরা ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শুনিয়াছি।

লার্ড আকলেণ্ড সাহেবের সেই উচ্চাটনেতেই উচ্চাটন, কাবোল হইতে প্রত্যাগত হইয়া আর কলিকাতা নগরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা অমনি তাঁহার উত্তরাধিকারি লার্ড এলেনবরাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন, ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে গবর্ণরদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই, এক গবর্ণর যাইতেন অন্য গবর্ণর আসিতেন কোর্ট আফ ডৈরেকটর দিগের ধরাধরী ছিল না, আকলেণ্ডের সময়াবধি এইরূপ হইয়াছে নবীন গবর্ণরের সহিত কথোপকথন না করিয়া পুরাতন গবর্ণর যাইতে পারেন না, সুতরাং লার্ড এলেনবরার আগমন হইল, লার্ড আকলেণ্ড তাঁহার সহিত ফুস্‌ফাস করিয়া জাহাজে উঠিয়া পড়িলেন, কিন্তু ঐ সকল পাপে এদিগে গবর্ণমেণ্ট হৌসের সিংহাসন উচ্চাটন হইয়াছে, যিনি ঐ সিংহাসনে বসিবেন তিনিই রণোন্মত্ত হইবেন, তাহাতেই এলেনবরা গবর্ণর ক্রোধাশ্রিত হইয়া গোয়লিয়রে যুদ্ধ করিতে গেলেন, গোয়লিয়র দরবারেরকোন অপরাধ ছিল না, এলেনবরা সাহেব অন্যায় পূর্ব্বক গোয়লিরে লোক হত্যা করিয়াছেন, সেই পাপে তাঁহাকে লার্ড হার্ডিঞ্জের নিকট হিসাব দিয়া যাইতে হইয়াছিল, ফলে এলেনবরা সাহেব হইতে ও আমারদিগের কোন উপকার হয়নাই।

লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের আগমন মাত্র কলিকাতা নগরীয় কোষের অর্থাৎ ট্রেজুরীর দক্ষিণ দিগের বারাণ্ডা পড়িয়া যায় তাহাতে অনেক লোকের হস্তপদ মস্তকাদিভঙ্গহয়, লার্ডহার্ডিঞ্জের চিরস্মরণীয় এই এক সুখ্যাতি রহিয়াছে তৎপরে উক্ত লার্ড হিন্দু কালেজে আগমন, সর্ব্বাগ্রে বিদ্বান লোকেরদের কর্ম্ম প্রাপণ, একাধিক একশত বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের আজ্ঞা প্রদান করিয়া নমুনা উত্তম দেখাইয়াছিলেন কিন্তু নমুনানুরূপ সুখবিতরণ করিতে পারেন নাই, বরং তদ্বিপরীতে লাহোরে এমত সমর কৃশানু সংযুক্ত করিয়াগিয়াছেন তাহারস্ফুলিঙ্গে অদ্যাপিও লাহোর মূলতানাদি বিবিধ রাজ্য ভস্মীভূত করিতেছে, সে অনল শীঘ্র নির্ব্বাণ হয় এমত আকার দেখা যায় না, লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর কেবল যুদ্ধস্থলে কালক্ষেপ করিয়া স্বার্থপর হইয়া চলিয়া গিয়াছেন প্রজার সুখের পক্ষে মনোযোগ করিতে পারেননাইএবংতদুত্তরাধিকারী লার্ডডেলহৌসি সাহেবের কানে২ কিপরামর্শবলিয়াছিলেনতিনি ও সেই যুদ্ধে সন্নদ্ধ হইয়া কেবল"মার২,কাট২," ব্যতীত আর কোন শব্দ ব্যক্ত করেন না, লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুরের সুখ্যাতির বিষয় আমরা কি লিখিব আদার ব্যাপারীহইয়া জাহাজের অর্থাৎ সমুদ্রযানের অনুসন্ধান বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র জানাইতেছি নবীন লার্ড হইতে আমরা কোন উপকার পাই নাই, এবং এই মহাশয় বিলাত গত হইলে কি চিহ্ন দেখিয়া স্মরণ করিব তাহাও ভাবিয়া পাই না, পূর্ব্বোক্ত তিন জন গবর্ণর যদিও আমারদিগের বিশেষোপকার করেন নাই তথাচ আপনার দিগের চিরস্মরণীয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, লার্ড আকলেণ্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টহৌসের দক্ষিণ দিগে এক বাগান করেন তাহার বৃক্ষাদি যত উচ্চ হইতেছে আকলেণ্ড সাহেব ততই ঘনং আমারদিগের মনে পড়িতেছেন, এবং লার্ড এলেনবরার স্মরণীয় চিহ্ন রাজবাটীর উত্তর দক্ষিণ দুই দিগেই রহিয়াছে, অর্থাৎ উত্তরে গোয়লিয়রীয় তোপ, দক্ষিণে নবদ্বার, লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের স্মরণীয় চিহ্ন ফোর্ট উলিয়ম দুর্গমধ্যে পঞ্জাবীয় দুই শত তোপ আছে, নবীন লার্ড ইহার কোন চিহ্নই রাখিতে পারিলেন না অথচ" লাভ দেখিয়া এগোন, ভয় দেখিয়া পেছোন," এই অবস্থায় রহিয়াছেন, অর্থাৎ মূলরাজের পরাক্রম, সের সিংহের দুরাক্রম কালে বলিয়া বসিলেন এদেশের জল বায়ু সহ্য হয় না, দেশে যাত্রা করিবেন, কদাচ লাহোরে যাইবেন না, এইক্ষণে দেখিলেন শীকেরা এক প্রকার পরাজিত হইয়াছেন অতএব সজ্জীভূত হইতেছেন লাহোর দেখিবেন, আবার যদি শীকেরা প্রবল হইয়া উঠেন তবে স্বদেশে প্রস্থান করিতে ক্ষণকাল বিলম্ব সহ্য হইবেক না, অতএব নবীন লার্ড মহাশয় আমারদিগের উপকার না করিলেন নাই নাই, কি দেখিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিব এইবেলা তাহার অনুষ্ঠান করুন।

অপর দুই জন ডেপুটিগবর্ণরের বিষয়ে কি বলিব, তাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে যত সুখ

সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন কার্য্য দ্বারাই তাহা প্রকাশ পাইতেছে, এতদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্ব ডেপুটির কার্য্যে যদি সন্তুষ্ট হইতেন তবে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির এত দুরবস্থা করিতেন না, এবং শেষ ডেপুটি যিনি বর্ত্তমান ইংরেজি মাসের নবম দিনে জাহাজে উঠিয়াছেন এদেশের সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে একখানি সুখ্যাতি পত্রও দেন নাই, তবে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া স্বকীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া যে সুখ্যাতিপত্র দিয়াছেন সে কিছু নয়, কোন বিষয়ে যে দেশের সর্ব্বসাধারণের ঐক্য দেখা যায় না সেদেশের লোকেরা এক সুখ্যাতিপত্র প্রদান বিষয়ে উক্ত রাজা বাহাদুরকে প্রতিনিধি স্বীকার করিয়াছেন ইহাতে কেহ বিশ্বাস করিবেন না।

কোন আত্মীয় লোকের পত্র হইতে।

আমি কোন কর্ম্ম নিমিত্তক কিয়ৎকাল মেদিনীপুরে অবস্থান করি ইত্যবকাশে একদা মুন্সেফি বিচারাধিকরণে উপনীত হইয়া দেখিলাম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিচারাসনে শান্তমূর্ত্তি ও প্রসন্নবদনে উপবিষ্ট মন নিবিষ্ট পূর্ব্বক মোকদ্দমার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মর্ম্মানুসন্ধান ও তদামূলে সমাবেশ এবং বিধিবোধিত রূপে ব্যবস্থাস্থা পুরঃসর বিবাদ সমাধা করিলেন, তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ তৎক্ষণাৎ একটি মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতেই প্রকাশ পাইল অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই পরিতুষ্ট হইলেন, এজন্য উক্ত মুন্সেফ জনপদের প্রশংসাস্পদ হইতেছেন, স্বরূপ দেখিলাম তিনি বিজ্ঞতম ও সুপণ্ডিত, যদ্যপি তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যোপযোগী পদে বিভূষণোজ্জ্বল হইয়া তৎপদের যে কার্য্যাবধারিত আছে তাহা সম্পাদন পূর্ব্বক নিজ গুণ গৌরব সৌরব ব্যাপ্ত করিতেছেন তথাপি রাজপুরুষেরা এমত সুপাত্রের প্রীত্যর্থ শুভেক্ষণে দৃষ্টি করিয়া পদোন্নতি দ্বারা তাঁহার উদ্যম বর্দ্ধন করেন না ইহা বড় পরিতাপের বিষয়, যাহারা কেবল পরম ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়তর নির্ভর করিয়া পরেষ্টপর যথার্থ বিচারের প্রতি প্রেমানুরাগে পরহিত পরায়ণ হয়েন কালগতিকে তাঁহারদিগের উপযোগি পুরস্কার না হইলে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় না, এবং তাঁহারদিগের অধ্যবসায় শৈথিল্য হইয়া অপরিহার্য্য প্রলোভের প্রবাহ মহাবেগে এক কূল অবশ্য ভঙ্গ করে, তাহাতে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন কিন্তু উক্ত প্রাড়বিবাক মহাশয়ের এক মহদ্গুণ বিশেষ রূপে কৃত ব্যবহারে প্রকাশ হইল, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি বিষয়ে বিলক্ষণ তাদাত্ম্য পাইয়াছে, কোন মোকদ্দমা সমীপে উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ এক নিগূঢ় সূত্র পরিগ্রহ করিয়া তাহার সুন্দর উপপত্তি করেন, এবং ধনি মানি দীন দরিদ্র লোকের ভেদাভেদ না করিয়া সমানাধিকরণে বিচার দানে সর্ব্ব জনগণ বিশেষত দীন দরিদ্র লোক সকল কুলোকের ব্যাপাদ জনিত কুচক্র ও অনিদাম দ্বন্দ্ব শঙ্কট হইতে অনায়াসে ধনে প্রাণে রক্ষা পাইতেছেন, সুতরাং তথাকার সমস্ত লোক পরমানন্দ মানসে পরম কারুণিক পরমেশ্বর সান্নিহিতে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছেন মুন্সেফ মহাশয় অচিরাৎ পদোন্নত হয়েন।

শ্রীযুক্ত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর।

আমরা শ্রবণে আপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি উক্ত রায় বাহাদুর হুগলিতে আগমন করিবেন, মেদিনীপুর নিবাসি কোন বন্ধু লেখেন লোকনাথ বাবু হুগলির সদর আমীন আলা হইয়াছেন, রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর কেবল স্বকীয় গুণ দ্বারা ক্রমে২ উচ্চপদস্থ হইয়া আমারদিগের সন্নিধানে আসিলেন অতএব আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার বিচার নৈপুণ্যের কৌশলাকৌশল জানিতে পারিব, স্মরণ হইতেছে বাবু লোকনাথ বসু হিন্দুকালেজ হইতে প্রতিষ্ঠাপত্র সহিত বহির্গত হইয়া প্রথমত একটিন মুন্সেফ তৎপরে রঙ্গপুরে প্রকৃত মুন্সেফ হয়েন, এবং মুন্সেফি কর্ম্মে থাকিয়া ঐ জিলাতেই সদর আমীনের প্রতিনিধিত্ব রূপে কর্ম্ম করেন, তাহাতে রঙ্গপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চব্বিশ পরগণাতে আসিয়া সদর আমীন হন, ইহাতে চব্বিশপরগণার জজ সাহেবের সহিত কোন২ বিষয়ে লোকনাথ বাবুর বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহাতে জজ সাহেব উক্ত বাবুর বিরুদ্ধে সদরের প্রভুদিগের সমীপে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু লোকনাথ বাবুকে অপ্রস্তুত করিতে না পারিয়া বরং আপনিই অপ্রস্তুত হইলেন, তৎপরে রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর যশোহরে প্রেরিত হন, বোধ হয় যশোহরে সহকারি প্রধান সদর আমীনি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে মেদিনীপুরে যাইয়া প্রধান সদর আমীন হইয়াছেন, সেই পদে বিভূষিত হইয়া হুগলি নগরে আসিতেছেন, এইক্ষণে হুগলির সদর আমীন পণ্ডিতবর শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স[illegible] ত একত্র হইয়া স্বদেশের সম্মান বৃদ্ধি করুন, [illegible] প্রসঙ্গে আমারদিগের অধিক লিখিবার অভি[illegible] ষ ছিল স্থানাভাবে লিখিতে পারিলাম না, [illegible] পুনর্ব্বার মনে হয় আর ভাস্করে স্থান থাকে ত[illegible] অভিলষিত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইবেক না।

ডেপুটি গবর্ণর শ্রীযুত মেডাক সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ চাঁদা।

আমরা যেমন শ্রবণ করিয়াছিলাম রায় [illegible] জা সীতানাথ বসু বাহাদুর এবং বাবু কাশীনা[illegible] বসু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন উক্ত ডেপুটি বাহা[illegible] রের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্পাদনীয় চাঁদাপ[illegible] ৫০ টাকার ন্যূন স্বাক্ষর করাইবেন না, তদনুসা[illegible] এবং কাশীবাবুর লিখিত চন্দ্রিকার অতিরেক[illegible] ত্রপ্রমাণে গত মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে উক্ত চাঁদা[illegible] স্বাক্ষরকারিদিগের দানের অঙ্ক প্রকাশ করিয়া[illegible] লাম কিন্তু এইক্ষণে বিদিত হইল চাঁদাকারিদিগের[illegible] তিজ্ঞাব্যত্যয়ে অল্প টাকাও লিখিত হইয়াছে,[illegible] তএব নিশ্চিত জানিবার জন্য রায় রাজা সীতানাথ[illegible] সু বাহাদুরের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম তাহা[illegible] তে রায় রাজা বসু কহিলেন চাঁদা পুস্তক বাবু ক[illegible] র নিকট রহিয়াছে তিনিই সবিশেষ বলিতে পা[illegible] রেন, এইক্ষণে ভরসা করি চাঁদাপক্ষে কে ক[illegible] টাকার অঙ্কপাত করিয়াছেন বাবু কাশীনাথ ব[illegible] মহাশয় তাহা স্পষ্ট লিখিয়া আমারদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন।

কর্ম্ম চ্যুত রোহিলা সৈন্যেরা হায়দ্রাবাদে অ[illegible] ধিক উৎপাতারম্ভ করিয়াছিল, প্রথম সূত্রে নেজা[illegible] ম ইহারদিগের দমনার্থ অধিক যত্নবান হন নাই[illegible] কিন্তু প্রজাবর্গ উত্যক্ত হইবাতে তিনি অবশেষে[illegible] বিদ্রোহিদিগের প্রতিকারার্থ অধিক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি নাগপুরের পূর্ব্ব রাজা আপা সাহেব নামে পরিচয় দিয়া একজন গোসাই উক্ত রাজ সিংহাসন গ্রহণাভিপ্রায়ে কতক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, অবগতি হইল তিনি প্রায় ৫০০০০ সহস্র যোদ্ধা সমবেত করিতেশক্য হইয়াছেন, সমাচারপত্রে এমত লেখে ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে নাগপুরের এক সম্প্রদা সৈন্য সহিত প্রথম যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করিয়াছেন, কোন পত্রে লেখে নাগপুরীয় সৈন্যেরা তাঁহাকে নিহত করে কিন্তু ইহাতে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

লক্ষ্ণৌ।

ইংলিসমেন পত্রপাঠে অবগতি হইল অযোধ্যাধিপতি এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, যদিচ সংপ্রতি তাঁহার জীবন সংশয় বলা যায় না তথাপি এব্যাধি হইতে মুক্ত হন এমত আকার নাই, ফলে বৎসরেক মধ্যে তাঁহার দেশনাশ হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমরা এতৎ সম্বাদ শ্রবণে দুঃখিত হইলাম অনুমান করি বাদশাহ অহোরাত্রি ইন্দ্রিয়ামোদে লিপ্ত থাকায় এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকিবেন এবং ভরসা করি এই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে এতদ্দেশীয় ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষি, ধনি যুবারাও সতর্ক হইবেন।

উক্ত রাজ্যের নবীন সচিব স্বীয় অশ্বপালগণের বেতন প্রদানে অধিক বিলম্ব করিয়াছিলেন ইহাতে উক্ত ভৃত্যেরা এক দিবস পথিমধ্যে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া আপনারদিগের প্রাপ্য ধন লইয়াছে।

শ্রীযুত জে ডনবর সাহেব।

ঢাকা হইতে এক প্রেরিতপত্র আসিয়াছে আমরা স্থানাভাব হেতুক তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না কিন্তু সারার্থ এই যে পত্রপ্রেরক মহাশয় লেখেন উক্ত সাহেব কলিকাতা নগরীয় সদর দেওয়ানি আদালতে বিচারপতিত্ব পদাভিষিক্ত হইয়াছেন অতএব আমরা জনশ্রুতি প্রমাণে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাই সত্য হইল, উপযুক্ত বিচারকর্ত্তা ডনবর সাহেব টকর সাহেবের আসনে উপবিষ্ট হইবেন, এই মহাশয়ের সহবাস বিচ্ছেদে ঢাকা প্রদেশীয় ভদ্রলোকেরা খেদ প্রকাশ করিতেছেন ইহাতেই প্রকাশ হইল ডনবর সাহেব তদ্দেশীয় লোকসকলকে স্বকীয় গুণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ৭ ফেব্রুআরি পর্য্যন্তের যে সমাচার আসিয়াছে তদ্দারাবগত হইল বিলাতে বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি হইতেছে ও রাজ্যমধ্যে শান্তিসংস্থাপিত আছে এবং রাজকরেরপক্ষেও প্রতুল দেখা যায়, আমারদিগের মহারাজ্ঞী ১ তারিখে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় গমনপূর্ব্বক প্রকাশ করেন ইউরোপখণ্ডের উত্তর দক্ষিণভাগে যুদ্ধ বিগ্রহাদি স্থগিত হইতেছে, এবং তিনি অনেক রাজ্যে মধ্যস্থতা করিতে প্রস্তুতা আছেন, এবং নিশ্চয় রূপে আরো জানাইয়াছেন অন্যান্য রাজ্যপালদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের নিতান্তাভিপ্রায় রাখেন, পঞ্জাবীয় যুদ্ধঘটিত সম্বাদে শ্রীমতী উদ্বিগ্না হইয়াছেন।

আয়র্লেণ্ড প্রদেশীয় প্রজাগণের হিতকর নিয়মে মহারাজ্ঞী সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্টের অভিমতাপেক্ষা করিয়াছেন।

আমরা আহ্লাদযুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি ডিউক আফ উইলিংটন সাহেব আরোগ্য হইয়া রাজকার্য্য করিতেছেন, ইংরাজী পত্রে এই মহাশয়ের মৃত্যু সমাচার লিখিত হইবায় আমরা তাহার প্রতি সন্দেহ করিয়া বলিয়াছিলাম এমত মহাশয় লোকের মৃত্যুর বিষয় অবশ্য সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইত অতএব এইক্ষণে সুখী হইলাম আমারদিগের অনুমান সুসিদ্ধ হইল।

পঞ্জাবীয় রামনগরীয় সংগ্রাম সমাচার বিলাতে বিরেচ্য হইবাতে আমারদিগের বর্ত্তমান প্রধান রথির অধিক গ্লানি জন্মিয়াছে, বরং তাঁহার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে নূতন প্রধান সেনাপতি প্রেরণ করণাবধারিত হইয়াছে, ব্যক্ত হয় স্যার চার্লস নেপিয়র, স্যার জর্জ নেপিয়র, স্যার উইলিয়ম গম, এবং লার্ড সিটন সাহেব এতৎচতুষ্টয় মহাশয়ের মধ্যে জনেক এই প্রধান পদাভিষিক্ত হইবেন ইহাঁরা সকলেই রণকুশল মহাবীর, তন্মধ্যে সিন্ধু জেতা স্যার চার্লস নেপিয়র অধিক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, বিশেষত এতৎ প্রস্তাব লিখনকালে ষ্টার পত্রে বিদিত হইল জর্জ নেপিয়র সাহেবই উক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু ষ্টারের এতল্লেখার সত্যাসত্যতার প্রতি আমরা কিছু বলিতে পারিলাম না।

জনেক ডিউক এক রাজকর্ম্মচারির স্ত্রীর সহিত অন্যায় প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন এজন্য অভিযোজ্য হইয়াছেন, সভ্যাভিমানি প্রধান লোকেরা এমত দোষী হইলে সচ্চরিত্রতার উদাহরণ কোথায় দ্রষ্টব্য হইবেক।

মাষ্টর জি এণ্ডরসন সাহেব যিনি ইতঃপূর্ব্বে কিয়ৎকাল বোম্বাই রাজ্যে একটিং গবরণর হন তিনি সম্প্রতি মরিচ উপদ্বীপের গবরণর পদাভিষিক্ত হইয়াছেন।

অনরেবল জন এডমণ্ড এলিয়ট সাহেব বোর্ড আফ কন্ট্রোলের এক সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

যুবরাজ ডিউক আফ সেকস ও এমার আগামি মেলে ভারতবর্ষে যাত্রা করিবেন।

ফ্রান্স রাজ্যের মিনিষ্ট্রী অর্থাৎ রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহকগণের সহিত মেসনল এসেম্বলি অর্থাৎ প্রজাবর্গের সভায় অত্যন্ত অন্য মত হইয়া উঠিয়াছে।

বিলাতীয় সমাচারে লেখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিলাত হইতে ৩ পলটন গোরা সৈন্য এতদ্রাজ্যে পাঠাইবার জন্য মহারাজ্ঞীর নিকট প্রার্থনা করেন ইহা তাঁহারদিগের পূর্ব্ব প্রার্থনাতিরিক্ত বুঝিতে হইবেক।

মেসমেরিক চিকিৎসালয়।

গত প্রকাশিতের শেষ।

" আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি ক্রমিক দর্শন দ্বারা ক্লোরোফরমা যোগে এক রোগিকে অচৈতন্য করিয়ে সাহসী হইতে কে পারেন, ও তাহার প্রস্রাবের দ্বারের পাথরীয় ভাঙ্গিতে বা চক্ষের তারা উঠাইয়া তন্মধ্যে নাইট্রিক এসিদ দ্রাবক প্রয়োজন মতে বারম্বার ধৌত করিতে অথবা কোন নারকটিক ঔষধ যোগে রোগিগণকে অচৈতন্য করিয়া ৫০।৬০।৭০।৮০।৯০।১০০ বা ততোধিক পৌণ্ড ওজন কোরণ্ড কাটিতে কে পারেন, আমি এমত চেষ্টা নিজে করিব না এবং অন্যকেও মিনতিপূর্ব্বক নিষেধ করিব।

আমরা সকলে জানি ক্লোরোফরমা ব্যবহারে অন্তঃকরণ ফুস্ফুস এবং মজ্জা অসাড় করে এবং ডাক্তরকে ইহা বুঝাইবার অপেক্ষা নাই এতদ্দারা কঠিন চিকিৎসা তবেই হইতে পারে যদি প্রাণধারণের কোন বিষয়ে ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, ৪০ পৌণ্ডের অধিক ওজন কোরণ্ড কাটিতে হইলে অনেক রক্তপাত এবং তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ নাড়ী ক্ষীণা হয় এবং অনেক বিলম্বে স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে আর হঠাৎ এই বহু রক্তপাতে রোগি অচৈতন্য ভাবে উঠে এবং বমনাদি হইবাতে নাড়ীর প্রকৃত গতি প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হয়, ৪০ পৌণ্ড ওজন এক কোরণ্ড যাহা শেষে কাটিয়াছি তাহার মোট মাংস ওজন ২॥০ পৌণ্ড এবং ইহার রক্ত ও অন্যান্য পদার্থ যাহা ভূমি ও গামলাতে পতিত হইয়াছিল তাহা প্রায় ৫ পৌণ্ড ওজন হইল, হার্বি সাহেবের মতানুসারে ইহা শারীরিক প্রায় অর্দ্ধ রক্ত হইবে অতএব ইহা অপেক্ষা বৃহৎ কোরণ্ড কাটিতে ততোধিক রক্তপাত হয়।

" সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারিবেন এইরূপ অধিক রক্তপাতে জীবন সংশয় হইতে পারে, মেডিকেল কালেজে সম্প্রতি যে এক দুর্ঘটনা হয় তাহা একথার প্রতিপোষক হইয়াছে, বিশেষত তাহাতে অধিক শোণিত নির্গতও হয় নাই তথাপি রোগির মৃত্যু হইল এবং সেই চিকিৎসার বিবরণ মধ্যে ডাক্তর ওসাগনসী যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন নারকটিক অর্থাৎ অচৈতন্যকর এমত কোন ঔষধ নাই যে চিকিৎসায় অধিক রক্তপাতাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহাতে ঐ ঔষধ ক্ষীণতা ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা নিবারণ করণক্ষম হয় কিন্তু মেসমেরিজন দ্বারা এবিষয় সম্পন্ন হইতে পারে, ইহার প্রমাণ এই যে মেসমেরিজন করিয়া বৃহৎ কোরণ্ডাদি ছেদন করা গিয়াছে তাহাতে এক রোগীও মারা পড়ে নাই, তথাপি কথিত হয় " মেসমেরিজন অস্ত্রচিকিৎসকের বিশেষ মনোযোগের বিষয় নহে,, কিন্তু সাধারণ চাঁদায় এক মেসমেরিক চিকিৎসালয় সংস্থাপনে তদ্বিদ্বেষক বাক্যের উচিত উত্তর হইয়াছে এবং ভরসা করি মনুষ্যের ক্লেশ নিবারণকর এই উপায় কলিকাতা নগরীয় সকল চিকিৎসাগারে যাবৎ কাল ব্যবহৃত না হয় তাবৎ কাল ব্যবসায়ি প্রতিযোগি ব্যক্তিরা ঐ বিদ্বেষক বাক্যই কহিবেন, গবর্ণমেণ্ট এবং সাধারণে এতদ্বিষয়ে যে মনোযোগ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহারদিগের পরীক্ষায় ইহাতে যেরূপ সুফল জন্মিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বাভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইতে পারিবেক, আমি এক স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় সংস্থাপনের মানস রাখি না বরং যে কোন সাধারণ চিকিৎসাগার আমার সহকারিগণকে চাহিবেন আমি আহ্লাদি

পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে তথায় নিযুক্ত করিতে দিব, কিন্তু যাবৎ ইহা সর্ব্ববাদী মতে প্রচলিত না হয় তাবৎ আমি ইহার প্রতি এইরূপ অধিকতর যত্ন ও আয়াস করিব এবং ভরসা করি মহাশয়গণও এতদ্বিষয়ে যত্ন এবং ধন দ্বারা সাহায্য করণে এই মনস্থ করিবেন ঈশ্বরদত্ত মনুষ্যের হিতকর এবং উত্তম চিকিৎসা যাহা এতদ্দেশীয় লোকের উপকারী হইয়াছে তাহাতে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদানে প্রকৃত দানের কর্ম্ম করিতেছেন ।,

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সাংগ্রামিক সমাচার।

পঞ্জাবীয় সমর সমাচার শ্রবণ জন্য সাধারণ লোকেরা উদ্বিগ্ন থাকেন তজ্জন্য আমরাও তাহা সঙ্কলন করণে অধিক আয়াস করি কিন্তু গত চারি দিবস মধ্যে তদ্রাজ্য হইতে বিশেষ সম্বাদাগত হয় নাই এপ্রযুক্ত আমরা অত্র পত্রে অধিক লিখিতে পারিলাম না, কেবল মফস্বল লাইট পত্র হইতে নিম্ন লিখিত বার্ত্তানুবাদ গ্রহণ করিলাম বোধ হয় ইহা শুশ্রূষণীয় হইবেক।

"লাহোর ১০ মার্চ।,,

"সিবির হইতে এইক্ষণে এক এ কম্প্রেস আগত হইয়াছে, আপনিশ্রবণে সন্তুষ্টহইবেন সমরসমাপনহইল, গিলবট সাহেবেরসিবিরেবন্দীগণনিরাপদে রক্ষিত হইয়াছেন, সেরসিংহতত্তাবৎকে পাঠাইয়া দিয়াছেন,, এলেখায় বোধ হয় বৃটিস সেনাপতি আদি যাঁহারা শীক হস্তগত হইয়াছিলেন সেরসিংহ তাঁহারদিগকেই বৃটিস সিবিরে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তৎপরে ইহাও লিখিত হইয়াছে স্বসৈন্যসহ সেরসিংহ প্রভৃতি মেজর লরেন্স সাহেবের সমভিব্যাহারে ত্বরায় উপস্থিত হইয়া বৃটিস পক্ষে শরণাগত হইবেন কিন্তু যাবৎ এতদ্ঘটনা না হয় তাবৎ কাল সমর সমাধা হইল আমরা ইহা বলিতে বা বিশ্বাস করিতে পারি না, তবে শীকেরা যদ্রূপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছেন তাহাতে ইহা সম্ভববটে তথাপি যাবৎকাল আবানলযবস্থবরূপ ভস্মাচ্ছাদিত থাকে তাবৎ কাল আমারদিগকে সঙ্কোচে আকর্ষণ করে, আমরা রাজার মঙ্গলেচ্ছু অতএব রাজ্যের সম্পূর্ণ কুশল দেখিতে অধিক চেষ্টিত হই।

মফস্বল লাইট পত্রের একজন পত্র প্রেরক জেনরল গিলবটের সিবির হইতে লেখেন "রোটস দুর্গ দেখিবার উপযুক্ত স্থান বটে এতদ্দুর্গের এক মঞ্জিল দূরে সোলট নামক এক স্থান আছে শীকেরা তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে তাহারদিগের পৃষ্ঠ রক্ষার্থ কেবল ৬ টা তোপ ও অল্প যোদ্ধা আছে, রোটস নির্ম্মাণ কালীন ইহা দুর্গম রূপে বিখ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে ক্রমে অধিক প্রশস্ত হইবায় এইক্ষণে রক্ষার্থ প্রায় ৫০।৬০ সহস্র সৈন্য প্রয়োজন হইতে পারে,,।

পূর্ব্বোক্ত পত্রে লেখে কয়েক জন বৃটিস সেনাপতি শারীরিক অসুস্থতা হেতু সৈন্যদল হইতে প্রত্যাগমনেচেষ্টিত হইয়াছেন এতৎ শ্রেণী মধ্যে সেরউইল, এলডরটন, মেক ডাএল ডাক্তর টোক সাহেবের নাম প্রকাশ হয়।

ব্যক্ত হয় বৃটিস বন্দীগণকে এক দুর্গ হইতে উদ্ধার করণার্থ জেনরল গিলবট সাহেব বৃটিস সৈন্য মধ্যে সহস্রেক যোদ্ধাকে এক বলেণ্টিয়র দলভূক্ত হইতে কহিয়াছিলেন কিন্তু নিকলসন সাহেব সমাচার দিলেন সেরসিংহ প্রভৃতি বৃটিস শরণ গ্রহণার্থ যাত্রা করিয়াছেন ইহাতেই তদুদ্যোগে বিরত হইয়াছেন।

সমাচার পত্রে লেখে ৫ তারিখে জেনরল গিলবটের সিবির বাকরিয়ালা নামক স্থানে সংস্থাপিত থাকে কিন্তু সেনাপতি কতক সৈন্য লইয়া টসক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রগামী হন।

ব্যক্ত হয় ৮ তারিখে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় বৃগেডিয়র চিপ, মেজর টকর, এবং টিমেন ছিয়র সাহেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া উজিরাবাদ নগর ও তদিতস্তত স্থান দর্শনার্থ গমন করিবেন, এবং তৎপর দিনে অত্র প্রত্যাগত হইয়া অশ্বের ডাকে ঝিলাম এবং রোটস দেখিতে যাত্রা করিতে পারেন তৎকালে তাঁহারসঙ্গে কে২ থাকিবেন তাহার নিশ্চয় নাই কিন্তু বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত সেনাপতিরাই যাইতে পারেন এবং অনুমান হইতেছে স্যার ওয়ালটর গিলবটের সহিতও সন্দর্শন হইবে

চীন রাজ্য।

উক্ত রাজ্যাগত সমাচারে অবগতিহয় তত্রস্থ বৃটিস রাজপুরুষেরা রণনৌকাদিকে সমরসাজে সজ্জীভূত করিতেছেন, কেন্টন নগরীয় চীন রাজকর্ম্মচারী ১ এপ্রেল তারিখে তন্নগরে বিদেশী লোককে প্রবেশ করিতে দিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারদিগেরসন্ধিরনিয়মাতিরিক্তএইব্যবহারে আমারদিগের রাজ প্রতিনিধিগণ বিরক্ত হইয়া যুদ্ধোদ্যোগী হইতেছেন ভরসা করি রক্তারক্তী ভিন্ন ইহা সমাধা হইবেক, কথিত হয় কেন্টন নগর বাসী লোকেরা উপস্থিতযুদ্ধাশঙ্কায়আপনারদিগের দ্রব্যাদিস্থানান্তরিত করিতেছেন, এমত গুরুতর বিষয়ে আমরা এই মাত্র বলিতে বাসনা করি চীনীয় রাজপুরুষেরা ছলক্রমে যদি বিদেশীয় বণিকগণকে কেন্টন নগরে প্রবেশ করিতে না দেন এমত সিদ্ধ হয় তবে বল প্রকাশ বিধেয় হইতে পারে, নচেৎ তত্রস্থ প্রজার সহিত বিদেশীয় লোকের অনৈক্য জন্য যদি তথায় ভিন্নদেশীয় লোককে প্রবিষ্ট হইতে নিষেধ করেন এমত হয় তবে বিরোধ করা যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না, আমারদিগের রাজপুরুষেরা ইহা নির্ণয় পূর্ব্বক বিহিত করিলে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

ভ্রম শোধন।

২৬ ফাল্গুনের অতিরেক ভাস্করে কোননগরীয় ধর্ম্ম সভার যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম নিয়মের প্রথম পংক্তিতে তৃতীয় শব্দ পরিবর্ত্তে,, ত্রিতয়,, শব্দ পাঠ করিতে হইবেক।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২২ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ আবদুল আলী এবং সেখ মোদত আলীর বিরুদ্ধে ফাহরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা হাবড়া পরগনে বালিয়ার ফরফুরা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি এবং তাহাতে কতক গুলিন খড়ুয়া ঘর ও অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহাতে হাপাজাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ৵৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তর দিগে আহম্মদের ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খড়ুয়া বসতি বাটী তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আ[লী]র যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা [উ]পরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বি[ক্রী]ত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বি[শে]ষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে আলি মহম্মদের ভূ[মি]। পশ্চিম দিগে আবদুল গফুরের ভূমি। এবং [দ]ক্ষিণ দিগে পানা হুলহকের ও অন্যান্যের [ভূ]মি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও [তন্ম]ধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি [য]াহাতে খড়ুয়া ঘর ও একটা পুষ্করিণী যাহা [...]টসরা ছল্লার দখলে আছে ভূমি অনমান ১।৩ [এ]ক বিঘা আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক [বা] বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তা[হ]ার উপর এবং আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যা[হা]তে একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ১৴৪ [এ]ক বিঘা চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা [বে]শী হউক তাহার অষ্টাংশের একাংশে ও তা[হ]ার অষ্টাংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার অ[ষ্টা]ংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সে[খ] মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক [আ]ছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়[মা]নুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃ[সী]মাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে শাজাবন্দের বা[টী]। পশ্চিম দিগে নদী। উত্তর দিগে আবদুল [গ]ফুরের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে নিয়ামত উল্লা [ও] সেখ রাইনদ্দীর বাটী।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও [ত]ন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা[তে] অনেক বাঁশঝাড় আছে ভূমি অনুমান ৷।৪ চৌ[দ্দ] কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক [ত]াহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বো[ক্ত] আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অ[ধি]কারও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কা[ল] ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তা[হা] এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে [নি]য়ামত উল্লা ও অন্যান্যের ভূমি। পশ্চিম দিগে [ন]দী। উত্তর দিগে সেখ বেকরের ভূমি। এবং দ[ক্ষি]ণ দিগে আবদুল গফুরের ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা মাগুরখালির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক [খ]ড়ুয়া বসতি বাটী তাহাতে একটা পুষ্করিণী [এ]বং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যা[হা] হানিফ নর্ব্বুর অধিকারে আছে ভূমি অনুমান [দু]ই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক [ত]াহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে আবদুল হকের ভূমি। পশ্চিমদিগে গোলাম কেদারের ভূমি এবং দক্ষিণ দিগে খাল।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি যাহা সেখ গফুরের অধিকারে আছে ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং উত্তরদিগে আলি আহম্মদের ভূমি। দক্ষিণদিগে আবদুল হকের ভূমি।

৭ দফা। পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা মাগুরকুলি স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড রাইয়তি ভূমি যাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে যাহা এক্ষণে মাধব কলুর যোতে আছে ভূমি অনুমান পোনের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আবদুল হকের ভূমি। পশ্চিম এবং দক্ষিণদিগে আলা আহাম্মদের ভূমি। উত্তরদিগে গোলাম কাদেরের ভূমি।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য জমী যাহা এইক্ষণে নবু সেখের জোতে আছে, ভূমি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে খেরাজি ভূমি। পশ্চিম ও দক্ষিণদিগে গোলাম কেদার ও অন্যান্যের ভূমি। এবং উত্তরদিগে আলি আহম্মদের ভূমি।

৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য ভূমি যাহা সেখ হকুকে খাজানা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে আইয়াজ মিঞার ভূমি। পশ্চিমদিগে ও উত্তরদিগে খাজের মিঞার ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে আবদুল হকের ভূমি।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে খণ্ড ও বন্দ ধান্য ভূমি যাহা সেখ নব্বুকে খাজানা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনমান ৪।।৩ চারি বিঘা তের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব পশ্চিমদিগে আলি আহম্মদের ভূমি। উত্তরদিগে গোলাম কেদারের ও অন্যান্যের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে আবদুল হকের ভূমি।

১১ দফা বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার লস্করপুর স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অধিক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪৯।। উনপঞ্চাশ বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা এইক্ষণে নীচে লিখিত ব্যক্তিদিগের জোতে আছে বিশেষতঃ পরাণ কাঁড়ার জোতে ১৩ তের বিঘা, মদন ভড়ের জোতে ১ এক বিঘা পাঁচ কাঠা, স্বরূপ করের জোতে ১।। এক বিঘা দশ কাঠা, নীলু মাখালের জোতে এক বিঘা দশ কাঠা, হারাণ মাখালের জোতে ১।। এক বিঘা দশ কাঠা, দ্বিতীয় হারাণ কাঁড়ার জোতে ১।। এক বিঘা দশকাঠা, দ্বারকানাথকাঁড়ারজোতে ৩।।০ তিনবিঘা দশকাঠা, নারায়ণ কাঁড়ার জোতে ২৮ দুই বিঘা পোনের কাঠা, কার্ত্তিক সেওটেরজোতে ৮।।০ আট বিঘা দশকাঠা, আনন্দ আরজের জোতে ২।০ দুই বিঘা পাঁচকাঠা, রামকুমার সাঁতরার জোতে ২৮ দুই বিঘা পোনেরকাঠা, গঙ্গানারায়ণ করের জোতে ২৮ দুইবিঘা পনেরকাঠা বংশী মাইতির জোতে ২৮ দুইবিঘা পোনের কাঠা অ

উক্ত কাঁচার জোতে ২/ দুই বিঘা এবং কাশী সেও-টর জোতে ২/ দুই বিঘা, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মদ্দত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে এক বাঁধ। পশ্চিমদিগে ও উত্তর দিগে এবং দক্ষিণ দিগে কাজী আবদুল হকের ভূমি।

১২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মধ্যে রেলপাড়া স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য জমী যাহার সামিল একটা পুষ্করিণী এবং দুইটা নারিকেল বৃক্ষ আছে যাহা এইক্ষণে সাবর হোসেনের জোতে আছে ভূমি অনুমান ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহার সঙ্গে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে যাহা এইক্ষণে উপরোক্ত সাবর হোসেনের জোতে আছে ভূমি অনুমান ষোল কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার চতুর্থাংশের এক অংশে ও তাহার চতুর্থাংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার চতুর্থাংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্ব এবং পশ্চিমদিগে মহম্মত আলী এবং অপরাপরের ভূমি। উত্তরদিগে এক খণ্ড পতিত ভূমি। দক্ষিণদিগে সাইএদ আরমান আলীর বসত বাটী।

১৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা এইক্ষণে সাবর হোসেনের জোতে আছে ভূমি অনুমান বারো ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আমানত উল্লার ও অপরাপরের ভূমি। পশ্চিমদিগে রেয়াজ আলীর ভূমি। উত্তর দিগে রাস্তা। দক্ষিণদিগে সাইএদ সুকতালীর ভূমি।

১৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে একটা পুষ্করণী আছে যাহা এইক্ষণে হাড়োর জোতে আছে ভূমি অনুমান ॥০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মহম্মত আলীর পুষ্করিণী। পশ্চিম এবং উত্তর দিগে আমানত উল্লা এবং অপরাপরের ভূমি। দক্ষিণদিগে গোলাম সফরের ভূমি।

১৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী তাহার সঙ্গে এক খণ্ড বন্দ ভূমি যাহাকে শিবন পুকর বলে যাহা এইক্ষণে সমউল হকের জোতে আছে ভূমি অনুমান /২॥ দুই কাঠা আটছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আবদুল আলীর ভূমি। পশ্চিম দিগে আমানত উল্লা এবং অপরাপরের ভূমি। উত্তর দিগে আতাব হোসেনের ভূমি। দক্ষিণ দিগে মহম্মৎ আলী এবং অপরাপরের ভূমি।

১৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী এবং তাহার সহিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার অর্দ্ধেক মহম্মৎ আলীর জোতে আছে ভূমি অনুমান /৪ চারি কাটা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আমানত উল্লার ভূমি। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিগে এমাম বক্সের ভূমি। উত্তর দিগে গোলাম সফরের ভূমি।

১৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে এক খানা খড়ুয়া ঘর আছে যাহা এক্ষণে গুই মল্লিকের জোতে আছে ভূমি অনুমান এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে [illegible] এবং অপরাপরের ভূমি। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিগে সাইএদ মহম্মদ আলীর এবং অপরাপরের ভূমি। উত্তরদিগে রাস্তা।

১৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা এইক্ষণে রামসর্ব্বস্ব তেলির জোতে আছে ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিগে মহম্মদ নাজেমের ভূমি। পশ্চিম দিগে এক বাঁধ। উত্তরদিগে এক খেয়াজি ভূমি।

১৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার ম[illegible] জিকপুর স্বরামানন্দবাটী নামক স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি যাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ আবদুল আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব এবং উত্তরদিগে রাস্তা সকল। পশ্চিমদিগে সরফিসা বিবির দেয়াল। দক্ষিণদিগে হারমত বিবির পুষ্করিণী।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
রেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মার্চ ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বেবোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমদিতে নবারতেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাগুণ স্বভোরু লকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএন বিলসন্ন ঃ কুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥

৫৮৭ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৩ মার্চ। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১১ চৈত্র শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় [সর্ব্বস]াধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূ[ল্য] হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভা[স্ক]রের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির
মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহে[ব]ানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবসে উক্ত কথিত নীলাম আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনসহী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তমং হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস্ দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ায় ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশে লুঠের দ্রব্যাদির দ্বিতীয় নীলাম।

মেং লেটী ব্রাদস এণ্ড কোম্পানির কম্মালয়ে গত ১৩ মাচ সাড়ে এগারো ঘণ্টার সময়ে পুনরারম্ভ হইয়াছে।

মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কম্মালয়ে উক্ত সিন্ধুদেশের লঠের আশ্চর্য্য২ মণি মুক্তা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির নীলাম হওন প্রযুক্ত অনেক২ ভাগ্যধর লোকসকল তথায় আগমন করিবেন একারণ উক্ত কোম্পানি তাঁহারদিগের কুঠীর মধ্যে অতি শীতল স্থানে নীলামের স্থান নিদ্ধার্য্য করিয়া সপ বিছাইয়া অনেক চৌকী সাজাইয়াছেন যেহেতুক তথায় কোন ব্যক্তির কোন ক্লেশবোধ না হয়।

ADVERTISEMENT.

To be sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal Against Sreemutty Kistosoondery Dossee widow and Executrix of Sreenauth Mullick deceased Bycauntnauth Mullick, Omeertnauth Mullick, Debindernauth Mullick, Rajendronauth mullick, and Samadronauth mullick sons of the said Sreenauth mullick and Sreemutty Soobaney Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on a day of which Notice will hereafter be duly given "all that Upper-roomed Messuage Tenemant or Dwelling House and also those two lower roomed Messuages Tenements or Dwelling Houses adjoining thereto and piece or parcel of Ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the district of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased. Particulars where of may be had at the said Masters Office or of Mr. Philip Peard Solicitor for the said Complainant Muttyloll Seel at No 1 Garstins Buildings in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON,
Acting Master.

Calcutta. Supreme Court Master's Office. the 2nd March, 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

শ্রীযত বাবু মতিলাল শীল বাদী। মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের এক জিকিউটি কস শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু অমৃতনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক. শ্রীযুত বাবু সমুদ্রনাথ মল্লিক উক্ত মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং সুবর্ণদাসী প্রতিবাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট ইউলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতি ক্রমে কলিকাতা নগরীয় সুপ্রিম কোর্ট হৌসের কথিত মাষ্টর আফিসে এক অবধারিত দিন ইহার পর রীতিমত প্রকাশ করা যাইবেক তদ্দিনে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং ইহার সামিল যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক অথবা ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূন বা অধিক হউক ও রামকৃষ্ণপুরে স্থিত স্থান যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশ পরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়।

ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত বাদী মতিলাল শীলের পক্ষীয় উকীল মাষ্টর ফিলিপ পিয়ার্ড সাহেবের নামে কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ নং গেরেষ্টিং বিলডিংস্থ আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবেক ইতি।

ডবলিউ মেকফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২ মার্চ ইং ১৮৪৯ সাল।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

২৬৯ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ২৬ ফেব্রুআরি।

রামড়ি স্থানে আরাকাণের কমিস্যনর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ত জে পি ব্রিগস সাহেবের যে নিয়োগ হয় তাহা গত নবেম্বর মাসের ২৩ তারিখ অবধি চলিবেক ঐ তারিখে তিনি ঐ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবেন।

হুগলী জিলাতে ঠগী নিবারণার্থ আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান ডবলিউ সি ব... সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত জিলা বালেশ্বরে জাইণ্ট মাজিস্ত্রেটের ক্ষমতা প্রা... হইয়াছেন।

পুরীর মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ ক্রিকটন সাহেব ঐ জিলাতে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

২৯০ নম্বর।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ২৩ ফেব্রুআরি।

ফরিদপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত ... লবী মহম্মদ নাজিম স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে তিন ... নের ছুটী পাইয়াছেন।

পুরনিয়ার ডেপুটী মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত সি চা... মান সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে ব... মান মাসের ১০ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৪ ফেব্রুআরি।

দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত জেমস গ্রাণ্ট সাহেব আগামি আপ্রিল মাসে ... লদহে দওরা করণের পূর্ব্বে ও পরে পনের২ ... বস করিয়া স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৭ ফেব্রুআরি।

বেহারের আফীমের এজেণ্টের প্রধানআসি...ষ্টাণ্ট শ্রীযুত ডাক্তর জে করবেট সাহেব গত মা...সের ১৬ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ছয় ...দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৮ ফেব্রুআরি।

আসামে বড়পেটা স্থানে সদর আমীনের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারি নলবাড়ীর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ শর্ম্মা বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত বর্ত্ত মাসের ১১ তারি... অবধি ২৪ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

কামরূপের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু ...চন্দ্রসেন রায় আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি ...স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে ১৫ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

কুটকের কমিস্যনর শ্রীযুত এফ গুলসবেরি সাহেবকে পূর্ব্বে যে চৌদ্দ দিনের ছুটী দেওয়া ...যায় তাহা লইয়া গত মাসের ২০ তারিখে যে ...দুই মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহা ১৮৪০ সালে ...র ২৯ জানুআরি তারিখের পুরাতন বিধিক্রমে।

সম্বাদ ভাস্কর

শীক সংগ্রাম সমাপন।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ইংরাজী সমাচার পত্র সকলে লেখে সের সিংহ ও ছত্রসিংহ আপনারদিগের দলবল সহ জেনরল গিলবর্টের সিবিরে উপস্থিতহইয়াব্রিটিস পোলিটিকেল এজেণ্ট মেকসন সাহেবের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে কহিতে পারি শীক সংগ্রাম সমাপন হইল, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এই তুমুল সমর জয়ী হইলেন এজন্য প্রজাবর্গ আনন্দোৎসব করুন, এইঅকারণে ভারতবর্ষের বিপুলার্থ অনর্থে প্রদান হইয়া ... এইক্ষণে ইহাই কেবল চিন্তার বিষয়রহিল, ইহাতেই আমরা জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেণ্টএইঘোর যুদ্ধে কি লভ্য করিলেন, ক্রোধভরে এইক্ষণে যদি লাহোর গ্রহণ করিয়া সেই লাভ দর্শান তাহাতেও আমরা সুখী হইতে পারি না যেহেতু ইহা পূর্ব্ব শীক সংগ্রামে অনায়াসে সিদ্ধ হইয়াছিল বিশেষতঃ আশ্রয় প্রদান করিয়া অকৃতাপরাধ শিশু রাজাকে রাজচ্যুত করিলে ন্যায় ব্যবহার হইবেক না এবং পঞ্জাবাধিকার করিলেও তদ্রাজ্য হইতে গবর্ণমেণ্ট লাভের অঙ্ক আশু প্রাপ্ত হইবেন ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে যেহেতু উক্ত রাজ্যের উপস্বত্ব হইতে তত্রস্থ রাজগোষ্ঠী ও সরদারগণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণকে বৃত্তি প্রদান করিতে হইবেক এবং যুদ্ধপ্রিয় প্রজাপূর্ণ প্রদেশ শাসনে অধিক সৈন্যের প্রয়োজন উক্তধনেএই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া লাভ করণের যত সদুপায় আছে তাহা সুধী লোকের বুদ্ধির অগম্য নহে অতএব আমরা পঞ্জাবাধিকার করণাপেক্ষা তদ্দেশ পরিত্যাগ করণ পক্ষে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ প্রদান করিতে পারি তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মতে ভারতবর্ষের হিত চেষ্টা করিতে পারিবেন, এবং পঞ্জাবাধিকার করণে আরো এক উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে পঞ্জাব রাজ্যের সীমান্তে দুরন্ত যবনাধিকার আছে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইবেন, এবং তত্তাবৎ রাজ্য ক্রমে হস্তগত না করিলে সর্ব্বদা আশঙ্কায় থাকিতে হইবেক, প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটস জাতিরতাহা সহ্য হইবেক না অতএবএইরূপেঅনবরত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত থাকিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করণে গবর্ণমেণ্ট ব্যতি ব্যস্ত থাকিবেন আমারদিগের স্বল্পবুদ্ধিক্রমেইহাইলিখিলাম স্বার্থপর গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে কি করেন দেখি।

ব্রিটিস হস্তে সেরসিংহ ও অপরাপর বিদ্রোহী শীক সরদারদিগের আত্ম সমর্পণ সমাচার গত কল্য পর্য্যন্ত ও গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় নাই এবং এতদ্যুদ্ধ সমাপন জ্ঞাপক তোপধ্বনিও শুনা যায় নাই।

সমাচারপত্রে ব্যক্ত হয় সেরসিংহ ব্রিটিস বন্দীগণকে প্রথমত ব্রিটিস সিবিরে পাঠাইয়া পরে আপনি আগত হন, এবং তৎপরে আপনার বৃদ্ধ পিতাকে আনয়ন করেন।

দিল্লী গেজেট লেখেন "প্রায় সমুদায় বিদ্রোহি শীক সরদারগণ ৮ তারিখে রোয়ালপিণ্ডী নামক স্থানীয় স্যার ডবলিউ গিলবর্টের সিবিরে গবর্ণর জেনরলের এজেণ্ট মেজর মেক্‌সন সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আপনারদিগের তাবৎ তোপ অর্থাৎ ২৩ টা তোপ দেন,,।

এরূপ লেখাতে বোধ হয় কোন২ সরদার এপর্য্যন্তও ধরা দেন নাই, অনুমান হয় তাঁহারা প্রাণহানি শঙ্কায় আইসেন নাই কিন্তু ইহা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি মাত্র বলিতে হইবেক।

সেরসিংহের সংগ্রাম পরিত্যাগ করণের কারণ এই মাত্র জানা গিয়াছে দোস্ত মহম্মদ খাঁ এইক্ষণে তদ্বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়া শীক সৈন্যকে সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইতে বাধা দেন অতএব সম্মুখে ব্রিটিস ও পৃষ্ঠদেশে আফগানীয় সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগাপেক্ষা শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ উত্তম যুক্তির কর্ম্ম হইয়াছে, ব্রিটিস শরণ গ্রহণে মরণ নাই ইহা আমরা এক প্রকার নিশ্চয় বলিতে পারি।

দোস্ত মহম্মদ পূর্ব্বোক্ত শাঠ্যব্যবহারে পরিত্রাণ পাইবেন ইহা অনুমান সিদ্ধ হয় না, এবং তিনিও তাহাতে নির্ভরকরিয়া তিষ্ঠিতে পারেন নাই, পত্রভেদে লেখে উক্ত খাঁ স্বরাজ্যে প্রস্থানকরিয়াছেন, এবং দিল্লীগেজেটইহাওলেখেনআমারদিগের কর্ম্মচারিগণ ক্ষীবা প্রদেশীয় প্রজাবর্গের সহিতএমত সন্ধিকরিতেছেন তাঁহারা দোস্তমহম্মদকে স্বরাজ্যে গমনকরিতে দিবেননা, পথিমধ্যে বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাহা হইলে দোস্ত পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ দেখিতে অর্থাৎ তিনি এতদ্রাজ্যে বন্দী হইয়া আসিতে পারেন, ইহা হইলে তাঁহার উচিত প্রতিফল হয়, অবগত হইল তাঁহার আকরাম খাঁ নামক পুত্রও তৎ সমভিব্যাহারে থাকিতে পারেন।

অধিকন্তু জানাযায় দোস্ত স্বরাজ্যে অনুপস্থিত থাকায় গিজলি জাতীয়েরা ইত্যবকাশে তাঁহার রাজধানী মধ্যে বিদ্রোহিতাচরণ উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু আমরা ইহার সত্যাসত্যতার নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

গুজরাট হইতে যেসকল শীক সৈন্য অটকাভিমুখে পলায়ন করে কাপ্তান এবট সাহেব তাহারদিগের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলেন ইহাতে কাপ্তান সাহেবের যথেষ্ট সুখ্যাতি ব্যাখ্যা হইয়াছে।

জেনরল গিলবর্টের অধীন সৈন্যেরদের নিমিত্ত ছয়মাসের আহারীয় দ্রব্য পাঠাইয়া অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, ইহাতেই বুঝাযায় পাঞ্জাবীয় ব্রিটিস সৈন্যেরা শীঘ্র অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইবেক।

আমারদিগের লাহোরীয় রেসিডেণ্ট মহাশয় মূলরাজের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক অনেক আলাপ করিয়াছেন, ব্যক্ত হয় মুলতান নগরবাসি প্রজাগণ ২০ লক্ষ টাকা যাহা তন্নগর লুঠ নিবারণ জন্য অবধারিতহয় তাহা এপর্য্যন্ত প্রদানেসক্ষম হন নাই ইহাতেই তাঁহারদিগকে আরো ১৮ মাস সময় দেওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত এবং ১২ তারিখে লিখিত, তন্মর্ম্ম এই যে,, বিলাত হইতে আগত পত্রাদি যাহা বোম্বাই একস্পেুস দ্বারা এখানে প্রেরিত হয় তাহা পথিমধ্যে অদৃষ্টহইয়াছে অতএব পঞ্জাবরাজ্যের বিষয়ে কি করিবেন শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর ইহা সুস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, হইতে পারে এই পত্রে পঞ্জাব রাজ্যের বিষয়ে কোর্ট আফ ডৈরেকটর্সের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের নিগূঢ়াভিপ্রায় লিখিত ছিল ঐ পুলিন্দা এই স্থান দিয়া যায়, কিন্তু অম্বালায় উপস্থিত হয় নাই, আমার বন্ধু পোষ্ট মাষ্টর অনুমান করেন শীক পক্ষীয় কোন লোকে উৎকোচ দিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে, শীকেরা আমারদিগের মন্তব্য বিষয় পূর্ব্বে জানিবার জন্য এরূপ ব্যয় করিতে পারেন, মাষ্টর স্মিথ যিনি মেল গমনাগমনের কর্ম্ম ফুরাণ করিয়া লইয়াছেন, তিনি সাহারণপুর ও অম্বালা অনুসন্ধানার্থ ডাকে গিয়াছেন ঐ সাহেব অনুমান করেন তদধীন পত্র বাহকেরা এই পথেই কথিত পুলিন্দা ফেলিয়া যাইয়া থাকিবেক,,।

বহু কালের পর কলিকাতায় শিলপাত।

গত মঙ্গলবাসরীয় সন্ধ্যাকালে কলিকাতা প্রদেশে ঘোরতর মেঘারম্ভ হইয়া তর্জ্জনগর্জ্জনের পর বৃষ্ট্যারম্ভ হয় এবং জল বৃষ্টির সঙ্গে২ সঙ্গেই শিলবৃষ্টি হইল, আমরা প্রতি দিবসীয় সন্ধ্যার পরে যে গৃহে বসিয়া লিখি তাহার চতুর্দ্দিগে ছাত, বিদু্যদালোকে দৃষ্ট হইতে লাগিল ঐ সকল ছাত শুক্লবর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব কয়েকটা শিল আনাইয়া ওজন করিয়া দেখিলাম একটা শিল তিনভরি অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক হইল, ইহা অপেক্ষা গুরু পরিমিত শিল ও পড়িয়া থাকিবে কিন্তু ক্ষুদ্রই অনেক, প্রায় পাদ ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত এই প্রকার শিলপাত হয়, এবং যেমন শিল পাতের শব্দ তেমনি বিন্দুপাতের শব্দ হইয়াছিল, চতুর্দ্দিগের জানালাতে এবং কপাটে বৃষ্টিপাত শিলাপাতের শব্দে আমরা পাদঘণ্টা পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া ছিলাম, রণস্থলে যদি এরূপ শিলবৃষ্টি হইয়া থাকে তবে উভয় পক্ষই জ্ঞান করিয়াছেন গুলীক্ষেপ হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কলিকাতা নগরীয় কমিস্যনরদিগের কিঞ্চিৎ প্রশংসা লিখি, বোধ হয় ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা নগরে যেমন এরূপ শিলবৃষ্টি দেখি নাই তেমনি এবারে বাঙ্গালিপাড়ার নর্দ্দমা সকল যেমন পরিষ্কার হইয়াছে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে নগরীয় নর্দ্দমা পরিষ্কারও এরূপ হয় নাই, প্রতিপথের উভয় পাশ্বস্থ নর্দ্দমা সকল অধিক গভীর হইয়াছে এইকারণ উক্ত বৃষ্টির জল নগর হইতে বাহির হইয়াগিয়াছে, অতএব উত্তরভাগের নবীন কমিস্যনর ভুবন বাবু স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার উচিত কর্ম্ম করিয়াছেন এবং বোধ হয় প্রধান কমিস্যনর মেং পেটন সাহেব ও ভুবনচন্দ্র মিত্র বাবুর প্রমুখাৎ সমস্তজানিয়া বাঙ্গালিপাড়ার অবস্থাশোধনে মনোযোগ করিয়া থাকিবেন, আমরা জানি বাঙ্গালি কমিস্যনরেরা গবর্ণমেণ্টের কমিস্যনরদিগের কথায় " ইএস২ ,, বলিয়া সায় দিয়া গৌরব রাখেন, প্রধান কমিস্যনরের সাক্ষাতে ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু পেটন সাহেবের পূর্ব্ব ব্যবহার আমারদিগের যেরূপ স্মরণ আছে তাহাতে বোধ করি বাঙ্গালিদিগের দুরবস্থার বিষয় তাঁহার সাক্ষাতে বলিলে অবশ্য মনোযোগ করিবেন, যাহা হউক, বাঙ্গালিপাড়ার নর্দ্দমা পরিষ্কার বিষয়ে গরীব প্রজারা সুখী হইয়াছে, এই কারণ আমরা মেং পেটনকে নমস্কার দিলাম।

বর্দ্ধমানব্যাঙ্ক এই এক অমূলক বাক্য।

সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের উচিত হয় না আমূল না জানিয়া কোন বিষয় লেখেন, সমাচার পত্রেপ্রকাশিত বিষয় সকল দেখিয়া পাঠকেরা বিশ্বাস করেন, গ্রাহকেরা মূল্য দিয়া কাগজ লইয়া থাকেন, সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যদি মূল্য গ্রহণ করিতেছেন তবে মনঃকল্পিত অমূলক প্রস্তাব কেন লেখেন, বর্দ্ধমানব্যাঙ্ক নামে এক নবীন ব্যাঙ্ক হইবে একথা, কে কাহাকে বলিয়াছিল, ইংরেজি সমাচারপত্র সম্পাদকেরা বর্দ্ধমান রাজগৃহের ব্যবহার কিছুই জানেন না, সুতরাং এবিষয়ে তাঁহারদিগকে দোষী করিতে পারি না, এবং বাঙ্গালি সম্পাদকদিগেরমধ্যে বর্দ্ধমানব্যাঙ্কনাম প্রথম, কে, লিখিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ হয়না, অতএব সমাচার পত্র সম্পাদকগণকে জিজ্ঞাসা করি বর্দ্ধমানাধিপতি বর্দ্ধমানব্যাঙ্ক করিবেন, কোটি টাকা দিবেন এবিষয় কি প্রমাণে প্রকাশ করিয়াছেন, বর্দ্ধমানের রাজবাটীরব্যবহার আমারদিগের অপেক্ষা অন্য কেহ অধিক বলিতে পারিবেননা, স্বর্গীয়মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্রবাহাদুরও মহারাণী বিষ্ণুকুমারী যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরও মহারাণী কমলকুমারী তাহার অন্যথা করেন নাই, সকল দেবালয়ের ব্যয়, রাজবাটীর ব্যয়, অতিথিশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালাদির ব্যয় নিয়মিত রূপ আছে, নিয়মিত ব্যয় সমাধা হইয়া প্রতি বৎসর যত টাকা উদ্বর্ত্ত হয় তাহা জমা থাকে, বর্দ্ধমান রাজকুলে কেহ কখন বাণিজ্য করেন নাই, এবং সুদর প্রত্যাশাও রাখেন না, পূর্ব্বে বর্দ্ধমান রাজবাটীতে কোম্পানির কাগজও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সম্প্রতি দেড়লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে, কদাচিৎ কোন বিষয়ে জামীন দিবার প্রয়োজন হইলে ঐ কাগজ ব্যবহার করা যায়, এই ক্ষণে শ্রীযুত যুবরাজ বাহাদুর সাংসারিক সমুদায় ব্যয় ব্যতীত স্বকীয় ব্যয়ের জন্য প্রতি দিবস পাঁচশত টাকা গ্রহণ করেন, ইহার মধ্যেও প্রতিদিবসীয় ব্যয় হইয়া যাহা বাঁচে তাহার দ্বারা মণি মুক্তাদি ক্রয় করিতেছেন, মহারাজ বাহাদুরের অপ্রতুল কি আছে তিনি ব্যাঙ্ক করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইবেন, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হইতে সাধারণ লোকেরদের কি দুর্দ্দশা হইতেছে মহারাজ বাহাদুর কি তাহা জানিতে পারেন নাই অতএব বর্দ্ধমানব্যাঙ্ক হইবে, শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ বাহাদুর তাহাতে কোটি মুদ্রা মূলধন দিবেন এ বিষয় মিথ্যা লিখিত হইয়াছে, সাধারণ লোকেরা কদাচ ইহাতে বিশ্বাস করিবেন না।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি লোকদিগের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে বিংশতি মুদ্রা বেতনের এক কর্ম্ম উপস্থিত আছে ইহাতে টাকা হস্তে থাকিবে অতএব কোম্পানির কাগজ প্রতিভু রাখিতে হইবেক, যাঁহার স্বেচ্ছা হয় ভাস্কর সম্পাদকের নিকট উপস্থিত হইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সম্বদিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বায়গুণায়ুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্‌ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্ন রুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥

৫৮৭ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৩ মার্চ। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১১ চৈত্র শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্র ...রীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় ...রণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য ...ার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ...করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূ... হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা ...ভমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র ...ণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভা...রের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহে...নরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত ক...তেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অ...ারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি...ম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ ...াশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় কর... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মা... মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিব... কথিত নীলাম আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ ... দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্র... বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে... কবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হী... পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চুণী ...া, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনস হী অতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চুণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চুণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজীর অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দুকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেম্‌সকস্ দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চুণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co

লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।

৩ জানুআরি ১৮৪৯।

সম্পাদকীয়বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশে লুঠের দ্রব্যাদির দ্বিতীয় নীলাম।

মেং লেটী বাদর্স এণ্ড কোম্পানির কর্ম্মালয়ে গত ১৩ মার্চ সাড়ে এগারো ঘণ্টার সময়ে পুনরারম্ভ হইয়াছে।

মেং লেটী বাদর্স এণ্ড কোম্পানির কর্ম্মালয়ে উক্ত সিন্ধুদেশের লুঠের আশ্চর্য্য২ মণি মুক্তা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির নীলাম হওন প্রযুক্ত অনেক২ ভাগ্যধর লোকসকল তথায় আগমন করিবেন একারণ উক্ত কোম্পানি তাঁহারদিগের কুঠীর মধ্যে অতি শীতল স্থানে নীলামের স্থান নির্দ্ধার্য্য করিয়া সপ বিছাইয়া অনেক চৌকী সাজাইয়াছেন যেহেতুক তথায় কোন ব্যক্তির কোন ক্লেশবোধ না হয়।

ADVERTISEMENT.

To be sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal Against Sreemutty Kistosoondery Dossee widow and Executrix of Sreenauth Mullick deceased Bycauntnauth Mullick, Omeertnauth Mullick, Debindernauth Mullick, Rajendronauth Mullick, and Samadronauth Mullick sons of the said Sreenauth Mullick and Sreemutty Soobaney Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on a day of which Notice will hereafter be duly given " all that Upper-roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lower roomed Messuages Tenements or Dwelling Houses adjoining thereto and piece or parcel of Ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the district of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth Mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased. Particulars where of may be had at the said Masters Office or of Mr. Philip Peard Solicitor for the said Complainant Muttyloll Seel at No 1 Garstins Buildings in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON,
Acting Master.

Calcutta. Supreme Court Master's Office, the 2nd March, 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল বাদী। মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের এক জিকিউটি্কস শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু অমৃতনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক. শ্রীযুত বাবু সমুদ্রনাথ মল্লিক উক্ত মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং সুবর্ণাদাসী প্রতিবাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট ইউলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতি ক্রমে কলিকাতা নগরীয় সুপ্রিম কোর্ট হৌসের কথিত মাষ্টর আফিসে এক অবধারিত দিন ইহার পর রীতিমত প্রকাশ করা যাইবেক তদ্দিনে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং ইহার সামিল যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক অথবা ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূন বা অধিক হউক ও রামকৃষ্ণপুরে স্থিত স্থান যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশ পরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়।

ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত বাদী মতিলাল শীলের পক্ষীয় উকীল মাষ্টর ফিলিপ পিয়ার্ড সাহেবের নামে কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ নং গেরেষ্টিং বিলডিংস্থ আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানা য ইতে পারিবেক ইতি।

ডবলিউ মেকফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২ মার্চ ইং ১৮৪৯ সাল।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

২৬৯ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ২৬ ফেব্রুআরি।

রামড়ি স্থানে আরাকাণের কমিস্যনর সা বের প্রধান আসিষ্টাণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ত জে পি বিগস সাহেবের যে যোগ হয় তাহা গত নবেম্বর মাসের ২৩ তারি অবধি চলিবেক ঐ তারিখে তিনি ঐ কর্ম্মের র গ্রহণ করিবেন।

হুগলী জিলাতে ঠগী নিবারণার্থ আসিষ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান ডবলিউ সি সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত জি বালেশ্বরে জাইণ্ট মাজিস্ত্রেটের ক্ষমতা প্র হইয়াছেন।

পুরীর মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহে আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ ক্রিফটন সাহেব ঐ জি তে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

২৯০ নম্বর।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ২৩ ফেব্রুআরি।

ফরিদপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত লবী মহম্মদ নাজিম স্বীয় কর্ম্মো পলক্ষে তিন নের ছুটী পাইয়াছেন।

পুরনিয়ার ডেপুটী মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত সি মান সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে মান মাসের ১০ তারিখ অবধি এক মাসের ছু পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৪ ফেব্রুআরি।

দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রী জেমস গ্রাণ্ট সাহেব আগামি আপ্রিল মাসে লদহে দওরা করণের পূর্ব্বে ও পরে পনের২ বস করিয়া স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের টী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৭ ফেব্রুআরি।

বেহারের আফীমের এজেণ্টের প্রধানআসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ডাক্তর জে করবেট; সাহেব গত মাসের ১৬ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ছয় দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৮ ফেব্রুআরি।

আসামে বড়পেটা স্থানে সদর আমীনের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারি নলবাড়ীর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ শর্ম্মা বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত বর্ত্তমাসের ১১ তারিখ অবধি ২৪ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

কামরূপের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু চন্দ্রসেন রায় আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে ১৫ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

কটকের কমিস্যনর শ্রীযুত এফ গুলসবেরি সাহেবকে পূর্ব্বে যে চৌদ্দ দিনের ছুটী দেওয়া যায় তাহা লইয়া গত মাসের ২০ তারিখে যে দুই মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহা ১৮৪০ সালের ২৯ জানুআরি তারিখের পুরাতন বিধিক্রমে।

সম্বাদভাস্কর

শীক সংগ্রাম সমাপন।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ইংরাজী সমাচার পত্র সকলে লেখে সের সিংহ ও ছত্রসিংহ আপনারদিগের দলবল সহ জেনরল গিলবার্টের সিবিরে উপস্থিতহইয়াব্রিটিস পোলিটিকেল এজেণ্ট মেকসন সাহেবের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে কহিতে পারি শীক সংগ্রাম সমাপন হইল, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এই তুমুল সমর জয়ী হইলেন এজন্য প্রজাবর্গ আনন্দোৎসব করুন, এই অকারণে ভারতবর্ষের বিপুলার্থ অনর্থে প্রদান হইয়াছে এইক্ষণে ইহাই কেবল চিন্তার বিষয়রহিল, ইহাতেই আমরা জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেণ্টএইঘোর যুদ্ধে কি লভ্য করিলেন, ক্রোধভরে এইক্ষণে যদি লাহোর গ্রহণ করিয়া সেই লাভ দর্শান তাহাতেও আমরা সুখী হইতে পারি না যেহেতু ইহা পূর্ব্ব শীক সংগ্রামে অনায়াসে সিদ্ধ হইয়াছিল বিশেষতঃ আশ্রয় প্রদান করিয়া অকৃতাপরাধ শিশু রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিলে ন্যায় ব্যবহার হইবেক না এবং পঞ্জাবাধিকার করিলেও তদ্রাজ্য হইতে গবর্ণমেণ্ট লাভের অঙ্ক অংশু প্রাপ্ত হইবেন ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে যেহেতু উক্ত রাজ্যের উপস্বত্ব হইতে তত্রস্থ রাজগোষ্ঠী ও সরদারগণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণকে বৃত্তি প্রদান করিতে হইবেক এবং যুদ্ধপ্রিয় প্রজাপূর্ণ প্রদেশ শাসনে অধিক সৈন্যের প্রয়োজন উক্তধনেএই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া লাভ করণের যত সদুপায় আছে তাহা সধী লোকেরাবুদ্ধির অগম্য নহে অতএব আমরা পঞ্জাবাধিকার করণাপেক্ষা তদ্দেশ পরিত্যাগ করণ পক্ষে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ প্রদান করিতে পারি তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মতে ভারতবর্ষের হিত চেষ্টা করিতে পারিবেন, এবং পঞ্জাবাধিকার করণে আরো এক উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে পঞ্জাব রাজ্যের সীমান্তে দুরন্ত যবনাধিকার আছে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইবেন, এবং তত্তাবৎ রাজ্য ক্রমে হস্তগত না করিলে সর্ব্বদা আশঙ্কায় থাকিতে হইবেক, প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিস জাতিরতাহা সহ্য হইবেক না অতএবএইরূপেঅনবরত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত থাকিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করণে গবর্ণমেণ্ট ব্যতি ব্যস্ত থাকিবেন আমারদিগের স্বল্পবুদ্ধিক্রমেইহাইলিখিলাম স্বার্থপর গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে কি করেন দেখি।

ব্রিটিস হস্তে সেরসিংহ ও অপরাপর বিদ্রোহী শীক সরদারদিগের আত্ম সমর্পণ সমাচার গত কল্য পর্য্যন্ত ও গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় নাই এবং এতদ্যুদ্ধসমাপন জ্ঞাপক তোপধ্বনিও শুনা যায় নাই।

সমাচারপত্রে ব্যক্ত হয় সেরসিংহ ব্রিটিস বন্দীগণকে প্রথমত ব্রিটিস সিবিরে পাঠাইয়া পরে আপনি আগত হন, এবং তৎপরে আপনার বৃদ্ধ পিতাকে আনয়ন করেন।

দিল্লী গেজট লেখেন " প্রায় সমুদায় বিদ্রোহি শীক সরদারগণ ৮ তারিখে রোয়ালপিণ্ডী নামক স্থানীয় স্যার ডবলিউ গিলবর্টের সিবিরে গবর্ণর জেনরলের এজেণ্ট মেজর মেক্‌সন সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আপনারদিগের তাবৎ তোপ অর্থাৎ ২৩ টা তোপ দেন,,।

একপ লেখাতে বোধ হয় কোন২ সরদার এপর্য্যন্তও ধরা দেন নাই, অনুমান হয় তাঁহারা প্রাণহানি শঙ্কায় আইসেন নাই কিন্তু ইহা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি মাত্র বলিতে হইবেক।

সেরসিংহের সংগ্রাম পরিত্যাগ করণের কারণ এই মাত্র জানা গিয়াছে দোস্ত মহম্মদ খাঁ এইক্ষণে তদ্বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়া শীক সৈন্যকে সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইতে বাধা দেন অতএব সম্মুখে ব্রিটিস ও পৃষ্ঠদেশে আফগানীয় সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগাপেক্ষা শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ উত্তম যুক্তির কর্ম্ম হইয়াছে, ব্রিটিস শরণ গ্রহণে মরণ নাই ইহা আমরা এক প্রকার নিশ্চয় বলিতে পারি।

দোস্ত মহম্মদ পূর্ব্বোক্ত শাঠ্যব্যবহারে পরিত্রাণ পাইবেন ইহা অনুমান সিদ্ধ হয় না, এবং তিনিও তাহাতে নির্ভরকরিয়া তিষ্ঠিতে পারেন নাই, পত্রভেদে লেখে উক্ত খাঁ স্বরাজ্যে প্রস্থানকরিয়াছেন, এবং দিল্লীগেজেটইহাওলেখেনআমারদিগের কর্ম্মচারিগণ ক্ষীবা প্রদেশীয় প্রজাবর্গের সহিতএমত সন্ধিকরিতেছেন তাঁহারা দোস্তমহম্মদকে স্বরাজ্যে গমনকরিতে দিবেননা, পথিমধ্যে বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাহা হইলে দোস্ত পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ দেখিতে অর্থাৎ তিনি এতদ্রাজ্যে বন্দী হইয়া আসিতে পারেন, ইহা হইলে তাঁহার উচিত প্রতিফল হয়, অবগত হইল তাঁহার আকরাম খাঁ নামক পুত্রও তৎ সমভিব্যাহারে থাকিতে পারেন।

অধিকন্তু জানাযায় দোস্ত স্বরাজ্যে অনুপস্থিত থাকায় গিজলি জাতীয়েরা ইত্যবকাশে তাঁহার রাজধানী মধ্যে বিদ্রোহিতাচরণ উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু আমরা ইহার সত্যাসত্যতার নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

গুজরাট হইতে যেসকল শীক সৈন্য অটকাভিমুখে পলায়ন করে কাপ্তান এবট সাহেব তাহারদিগের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলেন ইহাতে কাপ্তান সাহেবের যথেষ্ট সুখ্যাতি ব্যাখ্যা হইয়াছে।

জেনরল গিলবর্টের অধীন সৈন্যেরদের নিমিত্ত ছয়মাসের আহারীয় দ্রব্য পাঠাইয়া অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, ইহাতেই বুঝাযায় পাঞ্জাবীয় ব্রিটিস সৈন্যেরা শীঘ্র অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইবেক।

আমারদিগের লাহোরীয় রেসিডেণ্ট মহাশয় মূলরাজের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক অনেক আলাপ করিয়াছেন, ব্যক্ত হয় মুলতান নগরবাসি প্রজাগণ ২০লক্ষ টাকা যাহা তন্নগর লুঠ নিবারণ জন্য অবধারিতহয় তাহা এপর্য্যন্ত প্রদানেসক্ষম হন নাই ইহাতেই তাঁহারদিগকে আরো ১৮ মাস সময় দেওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত এবং ১২ তারিখে লিখিত, তম্মর্ম্ম এই যে,, বিলাত হইতে আগত পত্রাদি যাহা বোম্বাই একস্প্রেস দ্বারা এখানে প্রেরিত হয় তাহা পথিমধ্যে অদৃষ্টহইয়াছে অতএব পঞ্জাবরাজ্যের বিষয়ে কি করিবেন শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর ইহা সুস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, হইতে পারে এই পত্রে পঞ্জাব রাজ্যের বিষয়ে কোর্ট আফ ডৈরেকটসের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের নিগূঢ়াভিপ্রায় লিখিত ছিল ঐ পুলিন্দা এই স্থান দিয়া যায়, কিন্তু অম্বালায় উপস্থিত হয় নাই, আমার বন্ধু পোষ্ট মাষ্টর অনুমান করেন শীক পক্ষীয় কোন লোকে উৎকোচ দিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে, শীকেরা আমারদিগের মন্তব্য বিষয় পূর্ব্বে জানিবার জন্য এরূপ ব্যয় করিতে পারেন, মাষ্টর স্মিথ যিনি মেল গমনাগমনের কর্ম্ম ফুরাণ করিয়া লইয়াছেন, তিনি সাহারণপুর ও অম্বালা অনুসন্ধানার্থ ডাকে গিয়াছেন ঐ সাহেব অনুমান করেন তদধীন পত্র বাহকেরা এই পথেই কথিত পুলিন্দা ফেলিয়া যাইয়া থাকিবেক,,।

বহু কালের পর কলিকাতায় শিলপাত।

গত মঙ্গলবাসরীয় সন্ধ্যাকালে কলিকাতা প্রদেশে ঘোরতর মেঘারম্ভ হইয়া তজ্জর্নগর্জ্জনের পর বৃষ্ট্যারম্ভ হয় এবং জল বৃষ্টির সঙ্গে, সঙ্গেই শিলবৃষ্টি হইল, আমরা প্রতি দিবসীয় সন্ধ্যার পরে যে গৃহে বসিয়া লিখি তাহার চতুর্দ্দিগে ছাত, বিদ্যুদালোকে দৃষ্ট হইতে লাগিল ঐ সকল ছাত শুক্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব কয়েকটা শিল আনাইয়া ওজন করিয়া দেখিলাম একটা শিল তিনভরি অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক হইল, ইহা অপেক্ষা গুরু পরিমিত শিল ও পড়িয়া থাকিবে কিন্তু ক্ষুদ্রই অনেক, প্রায় পাদ ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত এই প্রকার শিলপাত হয়, এবং যেমন শিল পাতের শব্দ তেমনি বিন্দুপাতের শব্দ হইয়াছিল, চতুর্দ্দিগের জানালাতে এবং কপাটে বৃষ্টিপাত শিলাপাতের শব্দে আমরা পাদঘণ্টা পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া ছিলাম, রণস্থলে যদি এরূপ শিলবৃষ্টি হইয়া থাকে তবে উভয় পক্ষই জ্ঞান করিয়াছেন গুলীক্ষেপ হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কলিকাতা নগরীয় কমিস্যনরদিগের কিঞ্চিৎ প্রশংসা লিখি, বোধ হয় ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা নগরে যেমন এরূপ শিলবৃষ্টি দেখি নাই তেমনি এবারে বাঙ্গালিপাড়ার নদ্দমা সকল যেমন পরিষ্কার হইয়াছে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে নগরীয় নর্দ্দমা পরিষ্কারও এরূপ হয় নাই, প্রতিপথের উভয় পার্শ্বস্থ নদ্দমা সকল অধিক গভীর হইয়াছে এইকারণ উক্ত বৃষ্টির জল নগর হইতে বাহির হইয়াগিয়াছে, অতএব উত্তরভাগের নবীন কমিস্যনর ভুবন বাবু স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার উচিত কর্ম্ম করিয়াছেন এবং বোধ হয় প্রধান কমিস্যনর মেং পেটন সাহেব ও ভুবনচন্দ্র মিত্র বাবুর প্রমুখাৎ সমস্তজানিয়া বাঙ্গালিপাড়ার অবস্থাশোধনে মনোযোগ করিয়া থাকিবেন, আমরা জানি বাঙ্গালিক মিস্যনরেরা গবর্ণমেণ্টের কমিস্যনরদিগের কথায় "ইএস২,, বলিয়া সায় দিয়া গৌরব রাখেন, প্রধান কমিস্যনরের সাক্ষাতে ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু পেটন সাহেবের পূর্ব্ব ব্যবহার আমারদিগের যেরূপ স্মরণ আছে তাহাতে বোধ করি বাঙ্গালিদিগের দুরবস্থার বিষয় তাঁহার সাক্ষাতে বলিলে অবশ্য মনোযোগ করিবেন, যাহা হউক, বাঙ্গালিপাড়ার নর্দ্দমা পরিস্কার বিষয়ে গরীব প্রজারা সুখী হইয়াছে, এই কারণ আমরা মেং পেটনকে নমস্কার দিলাম।

বর্দ্ধমানব্যাঙ্ক এই এক অমূলক বাক্য।

সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের উচিত হয় না আমূল না জানিয়া কোন বিষয় লেখেন, সমাচার পত্রেপ্রকাশিত বিষয় সকল দেখিয়া পাঠকেরা বিশ্বাস করেন, গ্রাহকেরা মূল্য দিয়া কাগজ লইয়া থাকেন, সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যদি মূল্য গ্রহণ করিতেছেন তবে মনঃকল্পিত অমূলক প্রস্তাব কেন লেখেন, বর্দ্ধমানব্যাঙ্ক নামে এক নবীন ব্যাঙ্ক হইবে একথা, কে কাহাকে বলিয়াছিল, ইংরেজি সমাচারপত্র সম্পাদকেরা বর্দ্ধমান রাজগৃহের ব্যবহার কিছুই জানেন না, সুতরাং এবিষয়ে তাঁহারদিগকে দোষী করিতে পারি না, এবং বাঙ্গালি সম্পাদকদিগেরমধ্যে বর্দ্ধমানব্যাঙ্কনাম প্রথম, কে, লিখিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ হয়না, অতএব সমাচার পত্র সম্পাদকগণকে জিজ্ঞাসা করি বর্দ্ধমানাধিপতি বর্দ্ধমানব্যাঙ্ক করিবেন, কোটি টাকা দিবেন এবিষয় কি প্রমাণে প্রকাশ করিয়াছেন, বর্দ্ধমানের রাজবাটীরব্যবহার আমারদিগের অপেক্ষা অন্য কেহ অধিক বলিতে পারিবেননা, স্বর্গীয়মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্রবাহাদুরও মহারাণী বিষ্ণুকুমারী যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরও মহারাণী কমলকুমারী তাহার অন্যথা করেন নাই, সকল দেবালয়ের ব্যয়, রাজবাটীর ব্যয়, অতিথিশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালাদির ব্যয় নিয়মিত রূপ আছে, নিয়মিত ব্যয় সমাধা হইয়া প্রতি বৎসর যত টাকা উদ্বর্ত্ত হয় তাহা জমা থাকে, বর্দ্ধমান রাজকুলে কেহ কখন বাণিজ্য করেন নাই, এবং সুদের প্রত্যাশাও রাখেন না, পূর্ব্বে বর্দ্ধমান রাজবাটীতে কোম্পানির কাগজও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সম্প্রতি দেড়লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে, কদাচিৎ কোন বিষয়ে জামীন দিবার প্রয়োজন হইলে ঐ কাগজ ব্যবহার করা যায়, এইক্ষণে শ্রীযুত যুবরাজ বাহাদুর সাংসারিক সমুদায় ব্যয় ব্যতীত স্বকীয় ব্যয়ের জন্য প্রতি দিবস পাঁচশত টাকা গ্রহণ করেন, ইহার মধ্যেও প্রতিদিবসীয় ব্যয় হইয়া যাহা বাঁচে তাহার দ্বারা মণি মুক্তাদি ক্রয় করিতেছেন, মহারাজ বাহাদুরের অপ্রতুল কি আছে তিনি ব্যাঙ্ক করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইবেন, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হইতে সাধারণ লোকেরদের কি দুর্দ্দশা হইতেছে মহারাজ বাহাদুর কি তাহা জানিতে পারেন নাই অতএব বর্দ্ধমানব্যাঙ্ক হইবে, শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর তাহাতে কোটি মুদ্রা মূলধন দিবেন এ বিষয় মিথ্যা লিখিত হইয়াছে, সাধারণ লোকেরা কদাচ ইহাতে বিশ্বাস করিবেন না।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি লোকদিগেরনিমিত্ত বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে বিংশতি মুদ্রা বেতনের এক কর্ম্ম উপস্থিত আছে ইহাতে টাকা হস্তে থাকিবে অতএব কোম্পানির কাগজ প্রতিভু রাখিতে হইবেক, যাঁহার স্বেচ্ছা হয় ভাস্কর সম্পাদকের নিকট উপস্থিত হইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি.মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমদিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বকোজ্জ্বলকরে দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএস বিলসন্ম স্কুরবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ।।

৫৮৮ সংখ্যা ১০ বালম টং ১৮৪৯ সাল ২৭ মার্চ। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১৫ চৈত্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যাদির মহানীলাম।

মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা সর্ব্বসাধারণকে সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অতি উত্তম সিন্ধুদেশীয় লুঠের দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্য এবং অকপট নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানিদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মালয়ে মার্চ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিবস কথিত নীলাম আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্য বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত নীলাম হইতে থাকিবেক।

অলঙ্কারাদির বিবরণ।

অনেক গুলিন অযোজিত অর্থাৎ আলগা হীরক। পান্নার কর্ণভূষণ। বড় বড় গোল এবং বড় বড় ঝালর মুক্তা সকল, নীলকান্তমণি এবং চূণী সকল, ইহার মধ্যে একখানি ৪৮ রতি ওজনস হীঅতি নির্ম্মল জলের ন্যায় অর্থাৎ ভাল জাতীয় হীরক আছে।

অতি সুন্দর পরিসরবিশিষ্ট হার সকল। হীরার এবং মুক্তার হার সকল। এবং শুদ্ধ মুক্তার হার সকল।

হীরা, মুক্তা, চূণী এবং পান্নানির্ম্মিত মস্তকের আভরণ সকল।

এক অতি মনোহর মুক্তা, হীরা, চূণী এবং পান্না খচিত তোড়া।

অতি সদৃশ্য বড় রকমের মুক্তা এবং চুণীর নাশাভূষণ সকল।

হীরা এবং মুক্তা খচিত ইয়ারিং অর্থাৎ কর্ণের অলঙ্কার সকল।

পান্না এবং মুক্তা খচিত ঐ ঐ।

মণি, চুণী, মুক্তা খচিত এবং কেবল মুক্তা আঁটা ঐ ঐ।

বড় বড় পান্না খচিত বাজুবন্দ সকল, তাহার চতুর্দ্দিগে হীরা আঁটা।

উত্তম২ হীরা খচিত, হীরা এবং পান্না খচিত এবং মুক্তা আঁটা। হীরা এবং মুক্তা আঁটা সোণার মিনে করা বালা সকল।

নানা প্রকার প্রস্তরযুক্ত সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা মল সকল।

বড় এক খান হীরার গোল এবং ঝালরযুক্ত মুক্তা, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুণি, লালরি এবং ফিরোজার অঙ্গুরী সকল।

একসেট অতি উত্তম নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাযুক্ত সোণার মিনার উপর খচিত তলবার এবং কোমরবন্দ সাজ।

সোণার এবং রূপার বাক্স সকল, এবং কবজ সকল, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোরাণ পুস্তক আছে।

অনেকানেক অন্যান্য নানা বর্ণের অলঙ্কারাদি সকল।

তলবার, ছোরা এবং বন্দূকাদি সকল।

অতি উত্তম বহুমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণ মণ্ডিত এবং সুচারু চিত্র বিচিত্রিত অতি বড় বড় হীরা, মুক্তা, পান্না, চুণী এবং নীলকান্ত মণি খচিত খাপযুক্ত ডেমসকস দেশীয় তলবার সকল।

সোণার মিনাকরা অতি আশ্চর্য্য গঠনের খাপ সহিত ডেমসকস দেশীয় ছোরা সকল।

ডেমসকস দেশীয় উত্তম সোণার শাদা মোড়ক এবং মিনাকরা বন্দুক সকল, তাহাতে আবলুস কাষ্ঠের কুন্দা আছে।

সোণার মিনাকরা এবং হীরা মুক্তা খচিত গণ্ডারের চামড়ার ঢাল সকল।

সোণা মোড়োক, এবং সোণার মিনা মোড়োক ও হীরা, চূণী, পান্না, নীলকান্ত মণি, মুক্তা এবং ফিরোজা খচিত ঘোড়ার সাজ সকল।

সোণার খোদকারি এবং নক্সা করা জিন সকল।

সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণের জহরাৎ মণ্ডিত বন্দুকের আসবাব সকল।

এতদ্রাজ্যের বহুকালের প্রাচীন আরবি, পারস্য, এবং তুর্কি ভাষার পুস্তক সকল, ইহার মধ্যে কতকগুলীন কোরাণ এবং হাফেজ রচিত পুস্তক সকল, অতি চমৎকার এবং সুছন্দের উৎকৃষ্ট লেখা।

উক্ত দ্রব্যাদি সকল এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দেখিবার কারণ মিসুয়ার্স লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কুঠীতে রাখা গিয়াছে, এবং এই সকল দ্রব্যের উরদু ভাষায় কেটেলাগ অর্থাৎ তালিকা মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির স্থানে চাহিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

LATTEY BROTHERS & Co
লেটি ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানি।

কলিকাতা।
৩ জানুআরি ১৮৪৯।

সম্পাদকীয়বিজ্ঞাপন।

সিন্ধুদেশে লুঠের দ্রব্যাদির দ্বিতীয় নীলাম।

মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কর্ম্মালয়ে গত ১৩ মাচ সাড়ে এগারো ঘণ্টার সময়ে পুনরারম্ভ হইয়াছে।

মেং লেটী ব্রাদর্স এণ্ড কোম্পানির কর্ম্মালয়ে উক্ত সিন্ধুদেশের লুঠের আশ্চর্য্য২ মণি মুক্তা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির নীলাম হওন প্রযুক্ত অনেক২ ভাগ্যধর লোকসকল তথায় আগমন করিবেন একারণ উক্ত কোম্পানি তাঁহারদিগের কুঠীর মধ্যে অতি শীতল স্থানে নীলামের স্থান নিদ্ধার্য্য করিয়া সপ বিছাইয়া অনেক চৌকী সাজাইয়াছেন যেহেতুক তথায় কোন ব্যক্তির কোন ক্লেশবোধ না হয়।

সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি হওয়া সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪৮ সাল ২০ নবেম্বর।

উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার বিবেচনা বিষয়ে ঐ মোকদ্দমার রুবকার করণ সময়ে যে হুকুম করা যায় তাহার উপর আপীল হইতে পারে না।

শ্যামলাল ঝা ও অন্যেরা দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারিরা যে ওয়াসিলাৎ ভোগ করিতেছিল তাহা পাইবার জন্যে ফরিয়াদী বালমুকুন্দ দাস তাহারদের নামে নালিশ করিয়াছিল। তাহাতে জিলা ত্রিহুতের প্রধান সদরআমীন ১৮৪৮ সালের ১৩ মাচ্চ তারিখে ঐ ওয়াসিলাতের সংখ্যা নির্ণয় করিতে দ্বিতীয় আমীন পাঠাইবার হুকুম করিলেন। ঐ হুকুম ত্রিহুতের জজ সাহেব ১৮৪৮ সালের ১ জুলাই তারিখে অন্যথা করেন। জজ সাহেবের ঐ হুকুমের উপর এই আপীল হইল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন “ দৃষ্ট হইতেছে যে দরখাস্ত “ কারিরা প্রথম আমীনের তদারকের বিষয়ে “ সন্তুষ্ট না হইয়া দ্বিতীয় আমীনকে পাঠাইবার “ বিষয়ে প্রধান সদর আমীনের নিকটে দরখা “ স্ত করিল এবং তদনুসারে হুকুম হইল। কিন্তু “ জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইলে “ তিনি ঐ হুকুম অন্যথা করিলেন। মোকদ্দমা “ রুবকার হওন সময়ে জজ সাহেবের তাহাতে “ হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না যেহেতুক ঐ “ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে প্রধান স“ দর আমীন যে সকল বিষয়ের তদারক করা “ আবশ্যক বোধ করিলেন তাহা করিবার ভার “ তাঁহার প্রতি আছে। তাহার পর উভয় পক্ষে “ র মধ্যে যে পক্ষ তাঁহার নিষ্পত্তিতে নারাজ হ “ ইল সেই পক্ষ আপীল করিতে পারে। ” অতএব হুকুম অন্যথা হইল।

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অডর।

---

২৬ নম্বর।

বাঙ্গালাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল জজ সাহেব বরাবরেষু।

হুকুমক্রমে তোমাকে স্মরণ করাইতেছি যে ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ১ ধারার দ্বারা ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৫ ধারা রদ হইয়াছে অতএব উক্ত ধারায় সনদের যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রদ হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং বিশেষতঃ সদর দেওয়ানী আদালতের বিনা অনুমতিতে উকীলেরদের সনদ বাতিল করিবার যে ক্ষমতা ঐ ধারাক্রমে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদিগকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা গত ২১ মার্চ তারিখের ৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা রহিত হইয়াছে।

২। উক্ত সরক্যুলর অর্ডরক্রমে কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের বিষয়ে সকল আদালতের উকীলের একি নিয়ম হইয়াছে অতএব একি প্রকার সনদ সকলকে স্বচ্ছন্দে দেওয়া যাইতে পারে। এবং উত্তরকালে তুমি ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের এপেণ্ডিক্সের লিখিত পাঠানুসারে সনদ দিবা কেবল ঐ পাঠে “ ১৮১৪ সালের ২৭ আইন ” এই কথার পরে “ এবং ১৮৪৬ সালের ১ আইন ” এই কথা লিখিতে হইবেক।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক।
ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৮। ৮ ডিসেম্বর।

আক্কোণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের সরক্যুলর পত্র।

---

৭৪৬ নম্বর।

কলিকাতা রাজধানীর অধীন দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেকটর সাহেব বরাবরেষু।

মুলতানের যুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্যেরদের সম্পর্কীয় খাজানাখানার ভার যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আছে তাঁহাকে নানা জিলার খাজানাখানার উপর বিশ দিন মুদ্দতে দ্রাপ্‌ট দিবার অনুমতি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে দিয়াছেন অতএব তোমাকে আদেশ করিতেছি যে ঐ কার্য্যকারক সাহেব তোমার খাজানাখানার উপর যে সকল দ্রাপ্‌ট দেন তাহার টাকা তুমি দেও এবং তোমার খাজানাখানার হিসাবের বহীতে “ সৈন্যসম্পর্কীয় ডিপার্টমেণ্টের দেয় বিল ” এই শিরোভাগের নীচে ঐ টাকা খরচ লিখিয়া টাকা পাওনিয়া ব্যক্তিরদের উপযুক্ত মতে সহীকরা আসল দ্রাপ্‌টের দ্বারা তাহা সাব্যস্ত কর।

সি জি মানসেল।
বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের
একটিং আক্কোণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
আক্কৌণ্টেণ্টসাহেবের দপ্তরখানা।
রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৯। ২৭ জানআরি।

সম্বাদ ভাস্কর

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের সমভিব্যাহারী অথচ আমারদিগের এক বন্ধু ফিরোজপুর হইতে ১১ তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার একাংশ এই,, যুদ্ধ প্রায় সমাপন হইয়া আসিল, নানা স্থান ভ্রমণে আমি কাতর হইয়াছি, কর্ণেল বেন্সন সাহেব স্বচ্ছন্দ আছেন,, শ্রীযুত গবর্ণর বাহাদুর লাহোরে যাত্রা করিবেন কি না উক্ত পত্রে একথার উল্লেখ মাত্র নাই।

বিবিধ সমাচার।

পঞ্জাবীয় সমরে ব্রিটিস পক্ষীয় যেসকল সেনারা নিহত হয় তাহারদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে অর্থ প্রদানার্থ রেবরেণ্ড হোইট সাহেব এক চাঁদা করেন তাহাতে অনেক টাকার স্বাক্ষর হইয়াছে অতএব চাঁদাকারি সাহেব আর অধিক টাকা চাহেন না, এই প্রকৃত দয়ার বিষয়ে সাধারণের উচিত বদান্যতা শ্রবণে আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম এবং উদ্যোগকর্ত্তার যশ ও সুখ্যাতি লিখিতে ততোধিক সুখী হইতেছি।

সেরসিংহের পরাজয়ে লার্ড বিসাপ সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণকে অনুরোধ করিয়াছেন তাঁ

হারা পরমেশ্বরের আরাধনা ও স্তব করেন, এবং আমরাও এতদ্দেশীয় লোকসকলকে পরামর্শ বলি রাজার মঙ্গলেই প্রজার মঙ্গল অতএব ব্রিটিস পক্ষের বিজয় জন্য মান্যলোকেরা এক সভা করিয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করুন।

উত্তমাশা অন্তরীপস্থ নবীন গবরণর স্যার হেরি স্মিথ সাহেব তত্রস্থ রাজদ্রোহি কাফরি জাতিকে দমন করিয়াছেন, এই সমাচার শ্রবণে আমারদিগের মহারাণী বিকটোরীয়া তাঁহার প্রতি অধিক সন্তুষ্টা হইয়াছেন বরং তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান ছলে সিবিল ফণ্ড হইতে লেডী স্মিথকে তাঁহার যাবজ্জীবন জন্য বার্ষিক ৫০০ পৌণ্ড বৃত্তি প্রদানানুমতি করিয়াছেন, আমরা অনুমান করি উক্ত সাহেবের প্রিয়সীর এতাদৃক সম্মানে বিজ্ঞ সাহেব অধিক আহ্লাদিত হইবেন।

সেখ আলী হোসেন যাহার যোগে মেজর এডওয়ার্ড সাহেব মুলতানীয় সকল বিষয় বিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন, তিনি ভাওলপুরে শৃঙ্খলবদ্ধভাবে কারাগারে প্রবিষ্টহইয়াছেন,ইহারকারণএই যে মূলরাজের নিকট হইতে উক্ত সেখের হস্তাক্ষরিত কয়েক খানা পত্র বাহির হয়, তাহাতে তিনি ব্রিটিস পক্ষের পরামর্শ সন্ধি ইত্যাদি লিখিয়া মূলরাজকে পূর্ব্বে সতর্ক করিয়াছিলেন, উক্ত সেখ সাহেব ইতঃপূর্ব্বে সিন্ধুদেশের অন্তঃপাতি ক্ষীরপুর প্রদেশীয় আমীর আলী মোরাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তৎকালে তত্রস্থ ব্রিটিস পোলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবের প্রিয় ও বিশ্বস্থ পাত্র হয়েন, এবং মিয়ানীর যুদ্ধের পর উক্ত প্রভুর সহিত বিরোধ করিয়া মুলতানে যাইয়া মূলরাজের অধীনতা স্বীকার করেন কিন্তু উপস্থিত সমরোপক্রমে মূলরাজ ঐ সেখকে ব্রিটিস পক্ষের আত্মীয় বিবেচনায় বিদায় করিয়াছিলেন, তাহাতেই লাহোরে আগত হন এবং মেজর এডওয়াড সাহেবের সমভিব্যাহারী হইয়া মুলতানের ঘরাও ভেদ সকল বলিয়া দেন, অকৃতজ্ঞ সেখ এইক্ষণে স্বীয় স্বভাবদোষে পূর্ব্বোক্ত অপরাধে যে আমারদিগের রাজপুরুষগণের কোপে পতিত হইয়াছেন ইহা ধর্ম্মের কর্ম্ম বলিতেহইবেক।

হায়দ্রাবাদের ডাকঘরের প্রধান ক্লার্ক মাষ্টর মালরোলী তথাকার ডাকের পত্রাদি নিয়মিত রূপে দিতেন না, এবং ডাকঘরের টাকা অপহরণ করিয়াছিলেন এই অপরাধে দোষী হইয়াছেন কিন্তু উক্ত ব্যক্তি সৈন্য সংক্রান্ত এবং বিলাতীয়স্ত্রীপুরেরসংসর্গ ওবিবীগঞ্জজাতনহেন,এজন্য কোর্ট আফ ইনকোয়ারীর অধ্যক্ষগণ দণ্ড বিধানে সঙ্কোচিত হইয়া তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের বিচারে অপণ করিয়াছেন, আমরা ভরসা করি উক্ত দুরাত্মার শাসনার্থ রাজপুরুষগণ এমত দণ্ড করিবেন তদ্দৃষ্টে অন্যান্য ডাকঘরের আমলাদিগের শিক্ষা হইবে, ডাক আমলাদিগের কুব্যবহারে সাধারণের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে, ইহার উদাহরণ প্রতি দিবসীয় সমাচার পত্রেতেই প্রায় প্রকাশ হয়, এবং সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এজন্য গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিতেছেন অতএব প্রার্থনা করি রাজকার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়েরা এ বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করিবেন।

পুরী হইতে ডাকযোগে আমারদিগের নিকট এক পত্র আসিয়াছে বিশ্বাসযোগ্য কোন ব্যক্তি এই পত্র লিখিয়াছেন অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টের গোচর জন্য উক্ত পত্র গ্রহণ করি।

ইহা সত্য বটে খ্রীষ্টীয়ান গবর্ণমেণ্টের অভিলাষ নাই হিন্দুদিগের কোন দেবালয়ের কার্য্যে কর্তৃত্ব করেন, অতএব জগন্নাথ ক্ষেত্রের করগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপিও জগন্নাথের সেবা নির্ব্বাহার্থ টাকা দিয়াথাকেন অতএব স্বীকারকরিতেহইবেকগবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের বিষয়ে কোননিয়মেবদ্ধ আছেন,এইকারণটাকাদেন, যদিনিয়মাবরুদ্ধ হইয়া টাকাপ্রদানকরিতেহইল তবে সে টাকা কি২ কর্ম্মে যায়, এবংযে রাজার প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তিনি ধর্ম্মদৃষ্টি সহ উপযুক্ত বিবেচনানুরূপ দেব সেবা করেন কি না ইহাও দেখিতে হয়, পুরীর রাজা কোন বিদ্যাভ্যাস করেন নাই অথচ লোভাকৃষ্ট লম্পট, ঐ লাম্পট্যাসক্ত রাজার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য কি গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের বিষয় দেখেন না, জগন্নাথ দেবকে দেব বলিয়া প্রয়োজন নাই, আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করি জগন্নাথ কি গবর্ণমেণ্টের প্রজা নহেন, গবর্ণমেণ্ট অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রজাদিগের বিষয় আপনারদিগের হস্তে রাখিয়া রক্ষা করেন তবে জগন্নাথের বিষয় কেন দেখিবেন না, জগন্নাথ দেব এক প্রকার পঙ্গু বিশেষ, অথচ তাঁহার বিষয় অনেক, এমত প্রজার বহুমূল্য বিষয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে কেন যায় না আমরা বুঝিতে পারি না, অতএব অনুরোধ করি প্রজাপালক রাজ্যপাল নিম্নস্থ পত্রোপরি দৃষ্টি পাত করেন।

পুরী হইতে আগত পত্র।

২৮ ফাল্গুন।

গত কল্য দোল জাত্রোপলক্ষে গত অমাবস্যাবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রায় ২২০০০ হাজার গুজরাটী ও বুন্দেল খণ্ডী ও রিমা নিবাসি ইত্যাদি হিন্দুস্থানি যাত্রি এবং দক্ষিণ দেশীয় প্রায় ১১০০ লোক ও বঙ্গদেশ বাসি প্রায় ৫০০০লোক এবংউৎকল পঞ্চক্রোশীয়প্রায়৫০০০ব্যক্তিহইবেনইহাতে ক্ষেত্র বাসি মনুষ্য ভিন্ন প্রায় ৩৩০০০ লোক পুরীতেএকত্র হইয়াছিলেন,বর্ত্তমানবৎসরেঅনেকধনিলোকের সমাগম হইয়াছিল,দক্ষিণালঞ্চ নাগপুরের নিকটস্থ হাণ্ডা নামক গ্রাম নিবাসি শ্রীযুত রাজা সুকলমুকাশি, রঘুজী মহারাজের সরকারে সালিআনা ১০০০০০লক্ষ টাকা পেসকসন্দন, তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনাভিলাষে আসিয়াছিলেন, ঐ রাজা প্রথমে এখানকার রাজা গুণবাশি রামচন্দ্র দেবকে সমাচার দিলেন জগন্নাথ জীউকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিবেন, তাঁহার সঙ্গে পরিবার আছেন অতএব নির্জ্জন সময়ে মন্দিরে জগন্নাথ দেবের দর্শন করাইলে চরিতার্থ হইবেন,প্রণামী যত টাকা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পান সে সমস্ত রাজা লন, ইহাতে রাজা অনুমান করিলেন এলোক আপনা হইতে কিঞ্চিৎ দিবে তবে আরো অনেক বড় মানুষ আসিয়াছেন আমি দর্শনের বিষয় কিঞ্চিৎ আঁটাআঁটী করিলে অবশ্য সকলের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ২ পাইতে পারিবএই বিবেচনায় রাজাঅনুমতি করিলেন যাহারা প্রণামী দিবেক তাহারা শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ জিউকেদর্শন করিতে পাইবেক, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ দর্শন পাইবেক না, রাজা বাহাদুরের এই আজ্ঞা প্রকাশ পাইবায় তাঁহার নিযুক্ত মন্দিরের আমীন রঘুনাথ ঘোষ পড়িহারি অর্থাৎ দ্বারপাল দিগকে অনুমতি দিলেন ভিতর মন্দিরের দ্বার বন্দ করিয়া চাবি বন্দ কর, পড়িহারি অর্থাৎ দ্বারপালগণ তৎক্ষণাৎ দ্বার বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিয়া ভিতরে যে সকল লোক ছিল তাহারদিগকে বাহির করিয়া দিয়া চাবি বন্দ করিলেক, পূর্ণিমার দিবস বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দ্বারে চাবি বন্দ হয় তাহাতে যাত্রিগণ দর্শন না পাইয়া রাজা বাহাদুরকে উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন তথাচ রাজা দ্বারমুক্ত করিবার অনুমতি দিলেন না, ডেপুটি কালেকটর শ্রীযুত বাবু নীলমণি বন্ধ রায় বাহাদুর তথা মুন্সেফ বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় জগন্নাথদেব দর্শনাভি

জা।ম মন্দিরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দ্বারে চাবি বন্দ আছে তাহা দেখিয়া উভয় মহাশয় তথায় বসিয়া বন্দ হইবার কারণ বুঝিলেন এবং তৎ সময়ে রাজা বাহাদুর দোলবেদীর সমীপস্থ ছিলেন তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া দিয়া দ্বার খোলাইতে কহিবায় রাজা কহিলেন পড়িহারি লোক বন্দ করিয়াছে আমি কি করিব, তাহাতে উক্ত উভয় মহাশয় দর্শনে নিরাস হইয়া ফিরিয়া আসিলেন ইহাতেই তখন দর্শনাভিলাষি অন্যান্য লোকেরা দর্শনে নিরাস হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, হা, কি খেদের বিষয়, কোম্পানি বাহাদুর সাধারণের উপকার কারণ এখানকার কর মাফ করিয়া আঠারনালার চৌকী উঠাইয়া দিয়া আপনারদিগের রাজকোষ হইতে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের ভোগের ব্যয় দিতেছেন, তাৎপর্য্য এই যে সকলে নির্ব্বিরোধে শ্রীশ্রী৺ জীউকে দর্শন করিতে পারিবেন, এই বিবেচনায় সন ১৮৪০ সালের ১০ আইন জারী করিয়া আঠারনালার চৌকী উঠাইয়া দিলেন, উক্ত আইনের ৩ধারায় হুকুম আছে দর্শনাকাঙ্ক্ষিলোকেরা যাহা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দানকরিবেন তাহা ব্যতিরেকে খোরদার রাজা ও সেবাত লোকেরা বলপূর্ব্বক কাহারো নিকট হইতে কিছু লইতে পাইবেন না তথাচ রাজা বাহাদুর প্রকারান্তরে লইবার মানসে নানা প্রকার ছলনা আরম্ভ করিয়াছেন।

সকলে বিবেচনা করুন আর বল পূর্ব্বক লওয়া কাহাকে কহে, উক্ত হণ্ডা গ্রামের রাজা পুরীস্থ রাজার এইপ্রকার রীত দেখিয়া অদ্য এখানকার মাজিস্ত্রেটি কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুত ই এ ক্লিফটন সাহেবের নিকট সমাচার পাঠাইলেন তিনি দর্শনাভিলাষে অদ্য তিন দিবস এখানে আসিয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত দর্শন পাইলেন না, মাজিস্ত্রেট সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করাইলে কৃতার্থ হন, শ্রীযুত উক্তসাহেব এইসমাচার পাইবা মাত্র তাঁহাকে নির্জ্জনে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেব দর্শন করাইবার অনুজ্ঞায় আরদালীর চাপরাসী তৈনাত করিলেন, আরদালীরচাপরাসী যাত্রিরসঙ্গেআসিয়া মন্দিরের দ্বারে যাত্রি উক্তরাজাকে লইয়া যাইয়া কহিলেক শ্রীযুত সাহেব ইহাঁকে নির্জ্জনে দর্শন করাইবার অনুমতি করিয়াছেন, চাপরাসী ইহা কহিবায় পুরীস্থ রাজার তরফ যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা অনুমান করিলেন সাহেব অনুমতি করিয়াছেন দরোজা না খুলিলে বদনাম হইবেক অতএব ইহাঁকে দরোজা খুলিয়া দি, কিন্তু ইহাঁরসঙ্গে আরো কতকগুলিনলোক অধিক ছাড়িয়া দিতে হইবেক তাহাতে ইহাঁরদিগের দর্শনের ব্যাঘাত পড়িবে এই বিবেচনা করিয়া দ্বারের চাবি খুলিয়া দিলেন এবং উপরি উক্ত রাজা দ্বারখোলা হইবায় সপরিবারে দর্শনাভিলাষে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলে পুরীর রাজার যোগে অন্য২ পাণ্ডা সকলের যে যাত্রি তথায় জমাছিল তাহারা একেবারে আড়াই তিন হাজার লোক মন্দিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল তাহাতে হণ্ডা গ্রামের রাজা আপনার পরিবার লইয়া মান রক্ষার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া কি করিবেন অনেক লোকের গোল তিনি আপনার পরিচারকগণ দ্বারা এতলোকের গোল নিবারণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অপমানিত হইতে হইল, বরং দর্শনের বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া আপনার সম্ভ্রান্ত পরিবার লইয়া বাহিরে আসিলেন, রাজা মহাশয় টাকা লইবার মানসে মানিলোকদিগের এই প্রকার অপমান ও সাহেবান লোকদিগের হুকুমের অন্যথা করিতেছেন, আমার অনুমান হইতেছে গবর্ণমেণ্ট যে শ্রীক্ষেত্রের কর উঠাইয়া ছিলেন সে কেবল রাজার বংশ প্রতি পালনের জন্য হইবে প্রজাসমূহের উপকার কারণ করেন নাই, লোকেল কমিটী নামে যে কমিটী স্থাপিত করিয়াছেন, কমিটীর মহাশয়েরা রাজার উপর কথাটীও কহেন না, শ্রীযুত বাবু নীলমণি বক্স রায় বাহাদুর ডেপুটি কালেকটর তথা শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মুন্সেক মহাশয় ইহাঁরা লোকেল কমিটীর এক২ জন প্রধান মেম্বর, এ উভয় মহাশয় ভিন্ন এখানকার কালেকটর সাহেব তথা শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব মেম্বর আছেন, উপরিউক্ত মহাশয়দিগকে প্রধান মেম্বর কহিবার কারণ এই যে তাঁহারা হিন্দু, সর্ব্বদা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজার অত্যাচার দেখিতেছেন অতএব তাঁহারদিগের এবিষয় নিবারণের চেষ্টা করা আবশ্যক, আমি অনুমান করি শ্রীযুক্ত উক্ত মহাশয়েরা এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন না এবং নূতন কালেকটর শ্রীযুত ফারবশ সাহেব এখানে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে এসকল বিষয় অবগত করাইয়া ইহার বিহিত করিবেন, শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দির রাজা বাহাদুরের জিম্মা হইবায় তিনি মনে করিয়াছেন তাঁহার পৈত্রিক বিষয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে লাখরাজ স্বরূপ দিয়াছেন, তিনি যাহা মনে করিবেন তাহাই করিতে পারিবেন, এই বিবেচনায় রাজা মহাশয় অরাজকতা করিতেছেন, হণ্ডা গ্রামের রাজা এক জন সাধারণ লোক নহেন, তাঁহার সঙ্গে অতি কম হাজার লোক ছিল, তাঁহার রাজধানী হইতে এখানে আসিতে প্রায় ২০০০০ হাজার টাকার কম খরচ লাগেনাই, তিনি কেবল শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবকে অবলোকন মাত্র করিয়া অপমানে অভিমানী হইয়া আগামী কল্য স্বদেশে যাত্রা করিবেন, একি সাধারণ অপমানের বিষয়, ইংরাজ বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে এক জন মানিলোক অপমানিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং অন্য২ প্রধান২ যাত্রিগণও দোলপূর্ণিমা দিনে শ্রীশ্রী জগন্নাথ জীউর দর্শন পাইলেন না, তাঁহারা সকলে আপন২ দেশ হইতে পূর্ণিমার দিবস দর্শন করিবার মানসেই আসিয়াছিলেন কিন্তু সে মানস কাহারো সফল হয় নাই, উক্ত যাত্রি সকল পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রমে স্ব২ দেশে গমন করিতেছেন, অদ্য প্রায় অর্দ্ধেক লোক বাহির হইয়া গিয়াছেন, অবশিষ্ট যাঁহারা আছেন তাঁহারাও অতি শীঘ্র গমন করিবেন, এখানকার রাজা সকল প্রকারে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবকে পিত্রি অর্জ্জিত পাইয়া নানা প্রকার উৎপাতারম্ভ করিয়াছেন এবং অনেক লোকের অপমান করিতেছেন, যদি কহেন তাঁহারা সন ১৮৪০ সালের ১০ আইনের মর্ম্মানুসারে কি কারণ ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী আদালতে নালিস করেন না, ইহার উত্তর এই যে এখানে যে সকল লোক আসিয়া অপমানিত হইতেছেন তাঁহারা সকলেই বিদেশীয় লোক, দর্শনোপলক্ষে মোকদ্দমা করিতে আইসেন না, এবিধায় তাঁহারা তিষ্ঠিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন কৈ, বিশেষ ৺ পুরী বাসি ও জগন্নাথজীউর পাণ্ডা ও সেবাত কেহ রাজার নামে নালিস করিবেন না, নালিস করা দূরে থাকুক যদ্যপি তাঁহারদিগকে কেহ সাক্ষী মানেন তবে তাঁহারা হলফ করিয়া রাজার ভয়ে মিথ্যা বলিয়া আসিবেন তাহা না কহিলে আপনারদিগের পদে স্থিরথাকিতে পারিবেননা এবিধায় তাঁহারদিগকে মিথ্যাকথা কহিতেই হইবেক, আমি এই পত্রদ্বারা শ্রীযুত লোকেল এজেণ্ট মহাশয়দিগকে মিনতি করিতেছি উক্ত মহাশয়েরা এই পত্র পাঠ করিয়া স্মরণ রাখিবেন, পরে দরখাস্ত পাইলে উচিত বিচারে সাধারণের দুঃখ বিমোচন করিবেন।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্তে দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালৌকিকরক্রিয়ঃ সমুদিতে নবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরৌদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএয বিলসম্ম ও রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫৮৯ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৩০ মার্চ। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১৮ চৈত্র শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকারজন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

ADVERTISEMENT.

To be sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal Against Sreemutty Kistosoondery Dossee widow and Executrix of Sreenauth Mullick deceased Bycauntnauth Mullick, Omeertnauth Mullick, Debindernauth mullick, Rajendronauth mullick, and Samadronauth mullick sons of the said Sreenauth mullick and Sreemutty Soobaney Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on a day of which Notice will hereafter be duly given " all that Upper-roomed Messuage Tenemant or Dwelling House and also those two lower-roomed Messuages Tenements or Dwelling Houses adjoining thereto and piece or parcel of Ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the district of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased. Particulars where of may be had at the said Masters Office or of Mr. Philip Peard Solicitor for the said Complainant Muttyloll Seel at No 1 Garstins Buildings in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON,
Acting Master.

Calcutta. Supreme Court Master's Office, the 2nd March, 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল বাদী। মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের এক জিকিউটি কস শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু অমৃতনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু সমুদ্রনাথ মল্লিক উক্ত মৃত বাবু শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং সুবর্ণাদাসী প্রতিবাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট ইউলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতি ক্রমে কলিকাতা নগরীয় সুপ্রিম কোর্ট হৌসের কথিত মাষ্টর আফিসে এক অবধারিত দিন ইহার পর রীতিমত প্রকাশ করা

য হবেক তদ্দিনে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীতহইবেক।

বিশেষত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং ইহার সামিল যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক অথবা ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূন বা অধিক হউক ও রামকৃষ্ণপুরে স্থিত স্থান যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশ পরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়।

ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত বাদী মতিলাল শীলের পক্ষীয় উকীল মাষ্টর ফিলিপ পিয়ার্ড সাহেবের নামে কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ নং গেরেষ্টিং বিলডিংস্ত আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবেক ইতি।

ডবলিউ মেকফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২ মার্চ ইং ১৮৪৯ সাল।

রাজকর্ম্মোনিয়োগ

৩৬২ নম্বর।
বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব মুরশিদাবাদের মাজিস্ট্রেট হইবেন।

১৮৪৯ সাল ১৭ মার্চ।

শ্রীযুত বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য চাটির্গায় বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

৩৭০ নম্বর।
১৮৪৯ সাল ২২ মার্চ।

শ্রীযুত ডবলিউ ট্রাবর্স সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখ অবধি শাহাবাদের কালেকটর হইবেন।

শ্রীযুত এচ আথর্টন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখ অবধি দ্বিতীয় সংখ্যক অর্থাৎ ঢাকা এলাকার আবকারীর কমিস্যনর হইবেন।

শ্রীযুত এডোর্ডলাটূর সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখ অবধি নওয়াখালীর জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর হইবেন।

শ্রীযুত এডগার এফলাটূর সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখ অবধি ফরিদপুরের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর হইবেন।

১৮৪৯ সাল ২০ মার্চ।

বর্দ্ধমানের মাজিস্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ সি লকনর সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২১ মার্চ।

শ্রীযুত লেপ্তেনেণ্ট সেকসপিয়র সাহেব যাবৎ যুদ্ধস্থলের কর্ম্মেতে থাকেন তাবৎ শ্রীযুত কাপ্তান বর্থউইল সাহেব কাম্পতির ডাকাধ্যক্ষের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ছুটী।
১৮৪৯ সাল ১৭ মার্চ।

কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের হাসিলের কালেকটর শ্রীযুত ডবলিউ ব্রাকেন সাহেব আপনার কর্ম্মের ভার ডেপূটী কালেকটর শ্রীযুত জে ডবলিউ এচ কাম্বেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থান পর্য্যন্ত তাঁহার সিরিস্তার চলিত কর্ম্ম শ্রীযুত কাম্বেল সাহেব চালাইবেন।

১৮৪৯ সাল ২০ মার্চ।

হুগলীর সাবেক প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত জেমস রাইলি সাহেব চাটির্গায় যে নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন হুগলী থাকিয়া সেই স্থানে গমনে যত দিন লাগে তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের সবআসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু উমাচরণ সেট স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ২৪ মার্চ।

শ্রীযুত ডবলিউ এম ডিরম সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে বেহারের অতিরিক্ত জজী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত টি সাণ্ডিস সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

সম্বাদ ভাস্কর

বিবিধ সমাচার।

টাইমস্ পত্রেলেখে গত মঙ্গলবারে আফিসিএটিং একোণ্টেণ্ট শ্রীযুত সি জি মেনসল সাহেব ডাকযোগে অম্বালা ও ফিরোজপরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন ইনি শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদূরের নিকটস্থ হইলে পঞ্জাব রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করণের ভার প্রাপ্ত হইতে পারেন, তৎসম্পাদক মহাশয় বলেন জেনরল জি পি গ্রাণ্ট, আদম, ওয়াকর এবং নেপলস সাহেব ভিন্ন বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আকৌণ্টেণ্টি কর্ম্ম নির্ব্বাহকলোক প্রায় দুষ্প্রাপ্য, এবং ওয়াকর সাহেবের অনাগমন পর্য্যন্ত আদম সাহেব এতৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত পত্র পাঠে অবগতি হইল আমারদিগের বর্ত্তমান মিণ্ট মাষ্টর লেপ্তেনেন্ত কর্ণেল গ্রিণ সাহেব শারীরিক অসুস্থতা জন্য ত্বরায় বিলাত যাত্রা করিবেন, অধিকন্তু লেখেন পূর্ব্ব মিণ্ট মাষ্টর কর্ণেল ফরবেস সাহেব যিনি আপন পারদর্শিতা ও সশৃঙ্খলতা প্রযুক্ত বিলাতের মিণ্টের তত্ত্বাবধারণার্থ রাজ্ঞীর আজ্ঞায় তথায় গমন করিয়াছিলেন তিনি আগামি মে মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে পারেন কিন্তু এমত সম্ভাবনা আছে উক্ত সাহেব ইঞ্জিনিয়রী সম্পর্কে প্রধান পদ প্রাপ্ত হইবেন অতএব কলিকাতার মিণ্টমাষ্টরি কার্য্যে কোন্ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন নিশ্চয় হয় নাই, হরকরা সম্পাদক মহাশয় বলেন মাদ্রাজ রাজ্যস্থ মেজর স্মিথ সাহেব এতৎ পদে মনোনীত হইতে পারেন কিন্তু টাইমস সম্পাদক লেখেন বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত মেজরস ট্রিমেনহিয়র, বইলিও, এবং গুডইন সাহেব উপযুক্তবিধায় তাঁহারদিগের একজন এইপদ প্রাপ্ত হইলেন্যায় নিয়োগহয়।

আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি মেরিণ ডাক্তর আর এম তামসন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট সুবিবেচনা পূর্ব্বক ডাক্তর ইসডেলকে তৎকর্ম্মে মনোনীত করিয়া শ্রীযুত লাড সাহেবের সম্মতি অপেক্ষা করিতেছেন, আমরা ভরসা করি লার্ড ডেলহৌসি এই নিয়োগ সুস্থির রাখিবেন, ইসডেল সাহেব স্বীয় গুণে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার এপদ প্রাপ্তি জন্য সাধারণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে।

প্রচার এইরূপ আমারদিগের গবর্ণর জেনরেলের সহিত প্রধান সেনাপতির মনোভঙ্গ হইয়াতে শেষোক্ত মহাশয় আপন কর্ম্মে অবসর চাহিয়াছেন, অধিকন্তু ব্যক্ত হয় বিলাত হইতে যাবৎ অনেক মহারথী না আইসেন তাবৎ মেজর স্যার ডাডলি হিল সাহেব প্রধান সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, ইহা সত্য বটে এতন্নগরীয় ইংরেজি পত্রে এবং বোম্বাই জেণ্টেলমেন গেজেটে এতৎ সম্বাদ প্রকাশ হইয়াছে, অতএব ইহার মূল থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত ইহার সত্যাসত্য নিশ্চয় করিতে পারি নাই।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক লেপ্তেনেন্ত এডওয়ার্ড সাহেব পঞ্জাবীয় সংগ্রামে বিশেষ যুদ্ধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন এজন্য শ্রীমতীমহারাজ্ঞী সন্তুষ্টা হইয়া উক্ত সাহেবকে লেপ্তেনেণ্টি পদ হইতে এককালীন মেজর পদে সম্বর্দ্ধিত করেন কিন্তু মফস্বল লাইট সম্পাদক এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কহেন কাপ্তান এবট এবং লেপ্তেনেন্ত হারবর্ট সাহেবও তদ্রূপ যোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও কৃপাপাত্র ও পদোন্নত হইবার উপযুক্ত বটেন, অতএব আমরা এতন্ন্যায়োক্তির পোষকতা করিলাম, এবং ভরসা করি মহারাণী তাঁহারদিগকে উচিত পুরস্কার প্রদানে কৃপণতা করিবেন না।

ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রে লেখে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় গবর্ণমেণ্ট এক ঘোষণা করিয়াছেন একজন ডাক্তরের সর্টিফিকেট দর্শাইয়া কেহপেনসিয়ন গ্রহণ করিতে পারিবেন না, চিকিৎসক সম্বন্ধীয় আফিসর গণের নিদর্শন পত্র দেখাইলে পেনসিয়ন পাইবেন।

ইংরাজী পত্রে লেখে দোস্ত মহম্মদ পেসোয়র প্রদেশ পরিত্যাগ করণের পূর্ব্বে ব্রিটিস সৈন্যের সহিত একবার সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কিন্তু ইহাতে প্রত্যয় হয় না।

আমারদিগের রাজপুরুষগণের
দয়ার চিহ্ন।

সেরসিংহের ১৬ সহস্র সৈন্য যাহারা আসিয়া উক্ত শ্রীযুতের হস্তে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক আপনারদিগের অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে তাহারদিগের পাথেয় ব্যয়ার্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেএক২টাকাদিয়া বিদায় করিয়াছেন, একে তাহারা বহুদিন বেতন পায় নাই, বিশেষতঃ কর্ম্ম গেল এই দুঃখের সময়ে কি আহারকরিয়া গৃহে যায় অতএব মেজর মেকসন সাহেব তাহার দিগকে এক২ টাকা দিয়া প্রকৃত দয়ার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন।

ভ্রম শোধন।

অদ্যকার ভাস্করের প্রথম করমায় অর্থাৎ শেষ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভের ২৬ ছত্রে লিখিত "সাড়ে সাতেরো লক্ষ পরিবর্ত্তে" সাড়ে সত্তর লক্ষ,, হইবেক।

পূর্ব্বোক্ত পত্র পাঠে জানাগেল দিল্লীর বাদশাহ আপন ঋণ পরিশোধার্থ কতক অর্থ এবং বিলাতীয় কর্ত্তারা তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি যাহা অধিক প্রদানানুমতি করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষীয়গবর্ণমেণ্টেরনিকটচাহিয়াছিলেন,তাহাতে উত্তর পশ্চমাঞ্চলীয় লেপ্তেনেণ্ট গবরণর উত্তর করিয়াছেন শ্রীযুত বাদশাহ যদি এই সকল নিয়মে বদ্ধ হয়েন তবে প্রার্থনীয় মুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন, তন্নিয়মের কয়েক প্রকরণ এই যে বাদশাহএতদ্রাজগোষ্ঠী দিল্লী ওতন্নিকটবর্ত্তি ভূমি বাটী ও গ্রামাদি একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, রাজবংশ্য কাহারো মৃত্যু হইলে তৎকালাবধি তাঁহার বৃত্তি রহিত হইবেক, শাহ আলম বাদশাহের বংশাবলী ভিন্ন যে কেহ তথায় বসতি করিতেছেন তাঁহারা তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিবেন, বৃত্তিভোগী রাজগোষ্ঠীর মৃত্যু বিবরণ তিন২ মাসান্তে বাদশাহ ব্রিটিস এজেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন, রাজবংশীয় বালকগণের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত বাদশাহের নিজ ব্যয়ে এক বিদ্যালয় করিতে হইবেক, বাদশাহ অল্পব্যয়ে অথচ এজেণ্টের দ্বারা সময়ে২ রাজবাটী মেরামত করাইবেন, এজেণ্ট বা তদধীন কর্ম্মচারিগণ রাজগোষ্ঠীর বৃত্তিসকল বিভাগ করিয়া দিবেন, রাজপ্রহরিগণের বেতন রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে, অবগতি হইল শ্রীযুত বাদশাহ এসকল কঠিন নিয়মে সম্মত হন নাই, তিনি প্রায় ৪।। লক্ষ মুদ্রা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট পত্রে দেখাগেল শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর মেজর জেনরল স্যার ডডলি হিল সাহেবের অধীন রিজর্ব্ব সৈন্যদল ভঙ্গ করিতে আজ্ঞাপ্রকাশ করিয়াছেন,এবং ষ্টাফ আফিসরগণ আপন২ কর্ম্মে যাইতে আজ্ঞা পাইয়াছেন।

কিম্বদন্তী এইরূপ মূলরাজ ভিন্ন বিদ্রোহি শীক সরদারগণ বিমুক্ত হইয়াছেন কিন্তএকথায় আমারদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না।

ইংরাজি পত্রে লেখে পঞ্জাব রাজ্যমধ্যে যে কোন স্থানে বারুদ আছে আমারদিগের রাজপুরুষগণ তাহা ক্রয় করিতে চাহিয়াছেন নিয়মিত কাল পরে যদি কাহারো নিকট বারুদ প্রকাশ পায় তবে তাহা ক্রোক হইবেক, মধ্য প্রদেশীয় শীকজাতিকে নিরস্ত্র করণ ধার্য্য হইয়াছে আমারদিগের রাজপুরুষেরা যত সতর্ক হন ততই মঙ্গলের বিষয়।

বানারস রিকার্ডর সম্পাদক মহাশয় কোন প্রামাণিক লোক দ্বারাবগত হইয়া ২৪ তারিখের পত্রে লেখেন ডি এফ মেকলিউড, জি এফ মেকলিউড, সিমসন,ওয়েডরবর্ণ এবং মণ্টগোমরী সাহেব পঞ্জাব রাজ্যে নিযুক্ত হইবেন এবং এই প্রমাণে তিনি বলেন তদ্রাজ্য ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত হইবে নিশ্চয় হইয়াছে দিল্লী গেজেটেও এতদভিপ্রায় কথিত হইয়াছে।

মফস্বল লাইট সম্পাদক নিশ্চয় করিয়াছেন জম্বুপতি রাজা গোলাপসিংহের মৃত্যু সমাচার অলীক, তিনি লেখেন এতদ্বৃদ্ধশঠ মহারাজা আপন শত্রুকে বিশেষরূপেজ্ঞাত আছেন।

রাজকুমার দলিপ সিংহ মূলরাজকে যুদ্ধানুজ্ঞা দিয়াছিলেন কিনা ইহার অনুসন্ধান হইতে পারে, যদি প্রকাশ হয় রাজকুমার এবিষয়ে সম্বন্ধ আছেন তবে আমারদিগের রাজ্যেশ্বরেরা পঞ্জাব রাজ্য কাড়িয়া লইবেন, দলিপ সিংহ মূলরাজকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন এবিষয় সপ্রমাণ করিতে আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের অধিক আয়াস অপেক্ষা করে না, এইক্ষণে মূলরাজ, ছত্রসিংহ, সের সিংহ প্রভৃতি ফাঁসীর আসামী হইয়াছেন তাহারা আপনারদিগের প্রাণরক্ষার্থ অনায়াসে বলিবেন দলিপ সিংহের আদেশানুসারে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞলোকেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না, যদিও দলিপ সিংহ সংগ্রামানুজ্ঞা করিয়া থাকেন তথাচ সুবোধ লোকেরা কহিবেন গবর্ণমেণ্ট এই এক ছল ধরিয়া শিশুর বিষয় হস্তগত করিলেন, আমরা ইহা স্বীকার করি দলিপ সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই এইক্ষণে রাজ্যরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না, এই জন্যই দলিপ সিংহের গর্ত্তধারিণী শ্রীযুত লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের হস্তে পুত্র সমর্পণ, আত্ম সমর্পণ, রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবেক নৌনেহাল

সিংহের মৃত্যুর পরে শীকদিগের মধ্যে যখন প্রথম কাটাকাটী উপস্থিত হয় তখনও দলিপ সিংহের এবং তাঁহার মাতার বিরুদ্ধে কেহ অস্ত্রধারণ করেন নাই, এবং গত যুদ্ধ যাহাতে খণ্ডপ্রলয় করিয়া ইউরোপীয় মহাবীরেরা জয়ী হইলেন তাহাও দলিপ সিংহের বিপক্ষে উপস্থিত হয় নাই, মূলরাজ এবং শীকেরা বৃটিস জাতির প্রতি ক্রোধ করিয়া অস্ত্রধারণ করেন, অতএব সকলেই স্বীকার করিবেন বৃটিস পক্ষ হইতেই শীকদিগের ক্রোধের নিদান উপস্থিত হইয়াছিল, লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর যে সন্ধি করিয়া যান তাহাতে লিখিয়াছিলেন বৃটিস পক্ষীয়েরা কেবল রাজ্যরক্ষা করিবেন, রাজকীয় ব্যাপারে হস্ত দিবেন না, এই নিয়মানুসারে বৃটিস করে লাহোরাধিকার সমর্পণ করা যায় কিন্তু তৎপরে রেসিডেণ্ট সাহেব রাজকীয় বিষয়ে এমত শক্তাশক্তী করিলেন তাঁহার সহী মোহরে অনুমতি ব্যতীত লাহোর দরবার একটি কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে পারিবেন না, কর্ম্মাধ্যক্ষ সরদারেরা প্রতিদিবস আসিয়া তাঁহার নিকট স্ব২ কর্ম্মের হিসাব দিবেন, কোন স্বাধীন রাজ্যের পরাক্রান্ত অধ্যক্ষেরা কি এত পরাধীনতা সহ্য করিতে পারেন, আত্যন্তিক বিরক্ত না হইলে কেহ যুদ্ধসজ্জা করেন না, লাহোরে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা ছিল না, বৃটিস জাতিরা লাহোরীয় রাজধানীর সিংহদ্বারের সম্মুখে ব্রাহ্মণকে ফাঁসী দিলেন, স্থানে২ গোহত্যা করিতে লাগিলেন, ইহাও শীকেরদের ক্রোধের মহৎ কারণ হইয়াছিল, ইহাতেই ভিতরে২ শীকেরদের মন্ত্রণা উপস্থিত হয়, রেসিডেণ্ট সাহেব এই সূত্র ধরিয়া সরদারগণকে ফাঁসী দিতে আরম্ভ করিলেন, শীক রাণীকে রাজবাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইয়া সেখপুরার কঠিন কারাগারে রাখিলেন, সেখপুরার দুর্গে রাণী কি দুঃখের অবস্থায় ছিলেন তাবৎ সমাচার পত্রে তাহার বর্ণন হইয়াছে, আর পুনরুক্তি করিয়া খেদ করিতে অভিলাষ নাই কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না রাণীকে রাজবাটীতে লইয়া আসিবেন এই কথা বলিয়া সেখ পুরার দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দোলাযানে উঠাইলেন, তৎপরে পথে আনিয়া সেনাপতি সাহেব অনাথিনী রাণীকে গাড়িতে উঠাইয়া লইয়া আসিলেন, এবং হাতে২ কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন, আমরা কোন জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই না কোন স্বাধীন রাজার প্রিয়তমা রাণীর এত অপমান হইয়াছে, রেসিডেণ্ট সাহেব শিশু দলিপসিংহকে কৌশলক্রমে মাতৃ ক্রোড় হইতে লইয়া যাইয়া বাগানের মধ্যে কয়েদ করিলেন, এদিগে মাতাকে রাজবাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন, কোন পরাক্রান্ত রাজা স্ত্রীলোক এবং বালকের প্রতিএরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই, বৃটিস জাতির সভ্যতা মহারাণীর নির্ম্মল ভালে পূর্ব্বেই এই সকল কালী ছিটা পড়িয়াছিল, তৎপরে লাহোর গ্রহণ করিলে ঐ কপাল একেবারে কালীমাখা হইবে কিন্তু আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট লোভের ভৃত্য হইয়াছেন আমরা হিত বলিলেও বিপরীত জ্ঞান করিবেন, করুন, আমারদিগের যাহা বক্তব্য তাহা না বলিয়া বোবার ন্যায় থাকিতেপারিনা, রাজ্যেশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি হয় ইহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি বরং পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট চতুঃসাগরি সম্রাট হয়েন, কিন্তু যেকৌশলেদলিপসিংহের অধিকারলইতেছেন একৌশল সকলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহারপরে আরকোননাবালগেরবিষয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিতে ভয় পাইবেন তাঁহারা সন্দেহ করিবেন গবর্ণমেণ্ট যাঁহারবিষয়ে লাভদেখিবেন এইরূপ কৌশলে তাঁহারবিষয় হস্তগত করিতেচাহিবেন ইহাতে রাজ্যেশ্বরের প্রতি যদিপ্রজাদিগের অবিশ্বাস হয় তবে কিরাজ্যে সুখথাকিতেপারে, সকল প্রজা বিরক্ত হইয়া উঠিলে তোপ বন্দুকে কি করিতে পারিবেন, ফ্রান্স দেশীয় মহারাজের কি তোপবন্দুক ছিলনা, তিনি কেন রাজ্য ভ্রষ্ট হইলেন, ১০।১২ ক্রোর লোক মরিয়া হইয়া উঠিলে গবর্ণমেণ্ট অস্থির হইয়া কোন্ দিগে থামাইবেন, আর যদি থামাইতেই পারেন তবে ১০।১২ কোটি প্রজাকে একেবারে নিপাত করিতে হইবেক, তাহাহইলেপ্রজাশেষহইল, তবেরাজকর কোথায় পাইবেন, আমারদিগের একথায় কেহ মনে করিবেন না আমরা বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিতেছি, ইংরেজি সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ছল ধরিয়া বাঙ্গালি পত্র সম্পাদক দিগকে রাজবিদ্রোহী বলেন কিন্তু আমরা রাজবিদ্রোহী নহি, কায়মনো বাক্যে রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করি, কোন যবনএক ব্যাঘ্রের মুখহইতে একটী ছাগীকে বাঁচাইয়া গৃহে লইয়া যাইয়া তাহার গলায় ছুরী দিয়া ছিলেন, এক ইতিহাসে ইহা লিখিত আছে, লাহোর গ্রহণ বিষয়ে বৃটিস জাতির ইতিহাসে এরূপ লেখা নাহয় ইহাহইলেইতৃপ্তহই।

দিল্লীগেজেটের অতিরেক পত্রে লেখে নিশ্চিত হইয়াছে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট লাহোর লইবেন এই কারণ আমরা উপরিভাগে আপনারদিগের অভিপ্রেত লিখিলাম এইক্ষণে ঐ অতিরেক পত্রের অনুবাদ গ্রহণ করি।

২৩ তারিখের অতিরেক দিল্লী গেজেট পত্রে লেখে পঞ্জাব রাজ্য বৃটিসাধিকার ভুক্ত হইয়া শাসিত হইবে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে, লাহোর শাসনার্থ চারি জন কমিস্যনর নিযুক্ত হইবেন শ্রীযুত তামসন সাহেব অনুমতি পাইয়াছে তাঁহারদিগকে মনোনীত করেন, ইহাঁরা প্রত্যেকে ২৭৫০ টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

অবগতি হইল আর মাইগোমরী, এডওয়ার্ড থরটন, এম, পি এজওয়ার্থ, এবং ডি পি মেক লিউড সাহেব এই চারি ব্যক্তি অতি শীঘ্র তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ যাত্রা করিবেন, এতদতিরিক্ত চারিজন ডেপুটি কমিসনর এবং কয়েক জন সহকারী কর্ম্মচারি নিযুক্ত হইবেন, বেলি এবং উইকিলড সাহেব তথায় কর্ম্ম পাইতেপারেন,,।

পঞ্জাবীয় বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট শ্রীযুত জন লরেন্স সাহেব রাজা দীননাথের দ্বারা তদ্রাজ্যের বার্ষিক আয় ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করাইতেছেন তাহাতে ব্যক্ত হয়, মুলতানের কর ২৭ লক্ষ টাকা, দোয়াব বাড়ীর ২৩ লক্ষ, দোয়াবা ১৩ লক্ষ, দোয়াবাচজ ৯ লক্ষ, দোয়াবা সিন্দ সাগর ১৪ লক্ষ, ডেরাইস মাইল খাঁ ৫ লক্ষ, পেসোয়র ৭॥০ লক্ষ, হাজারা ২ লক্ষ, পরমিট ও অপর আয় ১৪ লক্ষ, জায়গারাদ ৫৬ লক্ষ, সর্ব্বসুদ্ধা এক কোটি সাড়ে সতেরোলক্ষ মুদ্রা বার্ষিক উৎপন্ন হয়।

লরেন্স সাহেব আয় ব্যয়ের তালিকা ভিন্ন কোন২ শীক সরদার কোন২ স্থানে কি২ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাহা এবং তাঁহারদিগের নাম ধামের তালিকা প্রস্তুত করণানুমতি করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের লাহোরীয় পত্র প্রেরক লেখেন পঞ্জাবীয় বিদ্রোহিতাচরণে যেসকল শীক সরদারেরা লিপ্ত ছিলেন তাঁহারদিগের জায়গীর হইতে বার্ষিক ১৪৭৩০০০ টাকা উৎপন্ন হয় এইক্ষণে ঐ সকল জায়গীর ক্রোক হইয়াছে।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতা[illegible] শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশ[illegible]র ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং [illegible]বাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি কর্ম্মালয়ের কর্ম্মা[illegible]ক্ষ বোলষ্ট সাহেবের নামে গবর্ণমেণ্ট যে ই[illegible]ইট করিয়াছিলেন তাঁহার চূড়ান্ত বিচার স[illegible]ন্ন হইয়াছে, স্থান সঙ্কীর্ণতা জন্য গত শুক্রবা[illegible]রীয় ভাস্করে আমরা এবিষয় প্রকাশ করিতে [illegible]রি নাই, জুরীরাবোল্‌ষ্টকে উপস্থিত বিষয়ে [illegible]যাক্‌ষ্ট বলিয়াও অনুরোধ করিলেন তাঁহার [illegible]র্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া বিচার কর্ত্তা দণ্ড প্র[illegible]ন বিষয়ে অনুগ্রহ করেন, বোধ হয় তাহাতে [illegible] সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মহাশয় বোল[illegible]ষ্টের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ [illegible]আসামীকে সার্দ্ধ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে এবং এক [illegible]ৎসর কারাগারে বদ্ধ থাকিতে আজ্ঞা দিয়া[illegible]ছেন, ইহাতে বোল্‌ষ্ট এক প্রকার বাঁচিয়া গেলেন, তিনি আমরণ দ্বীপান্তরে কারাপ্রবেশের [illegible]প করিয়াও দ্বাদশমাস মাত্র কারাগারে থা[illegible]কিয়া স্বচ্ছন্দে পরিবারাদির মধ্যে আসিতে পা[illegible]রিবেন এবং ১৫০০ দণ্ড ইহা বোল্‌ষ্টের এক দিব[illegible]সের লভ্যও নহে, তিনি এদণ্ডকে দণ্ড জ্ঞান করি[illegible]বেন না, ১৫০০ টাকা অনায়াসে দিয়া যাবজ্জীবন [illegible]ড়ি পালকী চড়িয়া সুখে বেড়াইতে পারিবেন [illegible]হকাল কর্ম্ম করিয়াছেন, প্রতি মাসে ৭০০ টা[illegible]কা বেতন পাইতেন, মাসিক বেতন মাসিক ব্য[illegible]য় হয় নাই, ফিঙ্গিদিগের ব্যয় কি, শ্রাদ্ধ বিবাহা[illegible]দিতে ব্যয় নাই, মান্য ইংরেজদিগেরন্যায় আহা[illegible]র পরিচ্ছদাদির ব্যয়ও নাই, এইক্ষণে ফিঙ্গিরা [illegible] কুলিদিগের ন্যায় কোঁকড়া রোহিত মৎস্যের [illegible]ক্ত হইয়াছেন অতএব বেতনের টাকার দ্বারা [illegible] কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া থাকিবেন, [illegible]তদ্ভিন্ন ঠিকা লেখকদিগের বিলেতেপ্রপঞ্চনা পূ[illegible]র্ব্বক অধিক টাকার অঙ্ক লেখাইয়া দুই লক্ষের অধিক টাকা অপহরণ করিয়াছেন, ইহাতে বেতনের টাকা অপহৃত টাকা এক যোগে অধিক হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু আ[illegible]রা দেখিয়াছি শ্রীযুত জজ রায়েণ সাহেবের সম[illegible]য় এক ব্যক্তি স্বকীয় প্রভুর ৭৫ টাকার দ্রব্যা[illegible]দি অপহরণ করিয়াছিল তাহাতে রায়েণ সাহেব তাহাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করেন, এবং এইক্ষণে [illegible] সুপ্রিম কোর্টের বিচার কর্ত্তারা তুচ্ছ২ অপ[illegible]রাধে দোষিগণকে গুরুতর দণ্ডদিতেছেনতবে বো[illegible]ল্‌ষ্ট সাহেব খিদি রাজকিশোর দত্ত প্রাণকৃষ্ণ হালদারাদি অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাসঘাতিত্ব[illegible]রূপে প্রভূত ধন অপহরণ করিয়াছেন তাঁহার এ[illegible]ক বৎসর কারাবাস আর দেড় সহস্র টাকা দণ্ড ইহাতে কি সাধারণ লোকেরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, বাঙ্গালিরা এরূপ ডাকাইতী করিলে কি বিচারপতি মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিতেন, হা, বিচার তুমি কোথায় আছ, দুঃখি লোকেরা যদি উদরের জ্বালায় কাহারো একখানি ছিন্ন বস্ত্র অপহরণ করে তবে সুপ্রিম কোর্টের বিচার কর্ত্তারা তাহারদিগকে আপনার শক্তি পর্য্যন্ত কারাবাসে হরিণ বাটীতে পাতর ভাঙ্গিতে আজ্ঞা দেন, এবং ইষ্টইণ্ডীয়া কোম্পানিরা এক আঁটী খেজুরা চোরকেও বেড়ীদিয়া পথে২ খাটাইতেছেন, যদিও আমরা তাহাতেও চোরেরদের শাসন যোগ্য উচিত দণ্ডজ্ঞান করি না তথাপি বোল্‌ষ্ট সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের বিশ্বাস পাত্র হইয়া যেকুকর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে অবশ্য বলিব তাঁহার দণ্ডাপেক্ষা এতদ্দেশীয় গরীব চোরদিগের পক্ষে অধিক দণ্ডহয়, জুরীরাশ্রীযুতবিচারপতি মহাশয়ের সাক্ষাতে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যদিও বোল্‌ষ্ট এবিষয়ে দোষী হইয়াছেন তথাচ পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করা যায়অতএব আমরা জুরীমহাশয়গণকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রস্তাব শেষ করি প্রথমাবস্থায় যাঁহারা সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা কিপরে তস্করী করিতে ইচ্ছুক হয়েন, আর বিশ্বাসঘাতি অপহারকদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলে নিগ্রহ স্থান আর কোথায় দেখাইবেন।

মেসমেরিক চিকিৎসালয়।

গত প্রকাশিতের শেষ।

আমি ভরসা করি মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের এতদ্দেশীয় অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের স্বদেশীয় লোক সকলকে ইহা বুঝাইবেন দাতারা মেসমেরিক চিকিৎসালয়ে অর্থ প্রদান দ্বারা আমার নিজের কোন উপকার করেন না কারণ আমি প্রথমাবধি ইহা হইতে পারিশ্রমিক বেতন স্বরূপ এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করি নাই।

সাধারণে জ্ঞান করিয়াছেন কোরগু ছেদেই মেসমেরিজন বিশেষ উপকারী হয় এই ভ্রান্তিমূলকানুমান নিরাকণ কর্ত্তব্য হইয়াছে, ফলে অস্ত্র চিকিৎসাযোগ্য সর্ব্ব প্রকার ব্যাধিতেই বিশেষত উক্ত রোগাদি দ্বারা রোগিরা পূর্ব্বাবধি দুর্ব্বল হইবায় ইহাতে বিশেষ গুণ দর্শে।

আমি অস্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন অন্য চিকিৎসায় মেসমেরিজন এপর্য্যন্ত বিস্তারিত রূপে ব্যবহার করিতে পারি নাই, তাহার কারণ এই যে অস্ত্র চিকিৎসোপযুক্ত রোগিরাই অনেকে এস্থানে উপস্থিত হয় এবং আমারদিগের চিকিৎসাগারের সংকীর্ণতা প্রযুক্ত অন্যান্য প্রকার রোগগ্রস্ত অধিক রোগিকে গ্রহণ করিতেও পারি না।

প্রশস্ত,,জেনরল হস্পিটল অন্য রোগ চিকিৎসায় মেসমেরিজন ব্যবহার করিবার উপযুক্ত স্থান, কারণ এইযে রোগিদিগের উৎকট পীড়া জন্য তাহারা তথায় অধিক কাল চিকিৎসকের অধীনে থাকে, আমারদিগের চিকিৎসালয়ে রোগিগণ আইসে এবং স্বেচ্ছাক্রমে চলিয়া যায় ইহাতেই কাহারো বিশেষ গুণ দর্শিতে না দর্শিতে কাহারো বা কিঞ্চিৎ প্রতিকার বোধ হইলে এখানে গতায়াত করে না, তজ্জন্য আমরা তাহারদিগের সকলের চিকিৎসার শেষ অবধারণ করিতে কখন২ অক্ষম হই।

ইথর এবং ক্লোরোফরমা নানা রোগোপশমে উপকারী হয় ইহা সম্প্রতি আমারদিগের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, তথাচ তদুভয় দ্রব্যাপেক্ষা মেসমেরিজনের অধিক গুণ দেখিতেছি অতএব বিবিধ চিকিৎসায় ডাক্তরদিগের ইহা কেন ব্যবহার্য্য হইবেক না।

সুনিদ্রা আনয়ন করণ যাহা মেসমেরিজন ভিন্ন প্রায়ই সংঘটনহয়না এবং অচৈতন্যাবস্থাউপস্থিত করণ শক্তিতেই কেবল মেসমেরিজন সর্ব্ব চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইবার উত্তম হেতু বুঝা যাইতেছে, বিশেষত নাড়ী আদি সরল করা যাহা ইহা ভিন্ন অন্য ঔষধে সম্পন্ন হয় না এই গুণেতেই ইহার অধিক আদর হইতে পারে, অতএব নিম্নলিখিত উদাহরণাদির দ্বারাই মেসমেরিজনের এই গুণ প্রমাণীকৃত হইবেক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট দয়াপূর্ণ সিন্ধুবিশেষ, গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাতিরা ইহা উচ্চস্বরে বলেন, এবং কাযে২ আমরাও অস্বীকার করিতে পারি না, কেন না আপনারদিগের চক্ষে দেখিতেছি গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র প্রজাবর্গের প্রাণ রক্ষার্থ রাজকীয় ধনে চিকিৎসালয় করিয়াছেন অমূল্যে অমূল্য ঔষধ বিতরণ করিতেছেন এবং দরিদ্রলোকেরদের বিদ্যাভ্যাসের জন্য নানা বিদ্যালয়ের ব্যয় সাহায্যও করেন, বিশেষত এতদ্দেশীয় চোরেরদের গ্রাস বাসাদির এমত সুনিয়ম করিয়াছেন চোরেরা কারাগারে গেলে বোধ করিতে পারে পুরাতনশ্বশুরালয়েনা যাইয়ানবীনশ্বশুরালয়ে আসিল, চোরেরা তালপত্রআচ্ছাদিতকুড়েঘরেই প্রায়বাসকরে, দিনান্তেএকবারউদরপূর্ণকরিতেপারেনা, পরিমিতঅন্নেরসঙ্গেই প্রায়সাক্ষাৎহয়নাব্যঞ্জনেরসহিতসাক্ষাতেরবিষয়কি, সিদ্ধস[illegible]শাক

কেই উত্তম ব্যঞ্জন বলে, আর মশূরী সিদ্ধ যদি কখন পায় তবে অমৃত, অথবা দেবভোগ বলে, কিন্তু সে মশূরী সিদ্ধ মধ্যে তৈল ঘৃত সম্পর্ক থাকে না, পরিমিত লবণ দিতে পারে কি না সন্দেহ, যাহারা এইরূপে কালযাপন করে গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে চোরবলিয়া ধৃতকরিয়া লইয়া যাইয়াকোঠাঘরেরাখেন,মৎস্যমাংস দধিদুগ্ধ ঘৃত সহিত দুইবেলা প্রস্তুতান্ন জামাই আদরে আহার দেন, তবে দুঃখিলোকদিগের পক্ষে তস্করি কর্ম্মাপেক্ষা সুখের কর্ম্ম আর কি আছে, তাহারা কারাগার হইতেবাহিরে আসিতেচায়না,গবর্ণমেণ্টেরকর্ম্মচারিরানিয়মিতসময়পূর্ণহইলে তাহারদিগকে বাহির করিয়া দেন, তাহারা বাটীতে আসিয়া আত্মীয় লোক সকলকে কারাবাসের তাবৎ সুখের কথা বলে, ইহাতেই দরিদ্রলোকেরা গবর্ণমেণ্টের কারাগার শ্বশুরবাড়ী জ্ঞান করিয়াছে, এই কারণ সকলেই শ্বশুরালয়ে যাইতে চাহে, কারাগারে চোরেরদের এই রূপ জামাই আদর থাকিলে চোরের সংখ্যাই ক্রমিক বৃদ্ধি পাইবে, অর্থহীন ভদ্রসন্তানেরাও জঠর যন্ত্রণায় তস্করি কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবে অতএব গবর্ণমেণ্ট দস্যুদিগের প্রতি অনুগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া তাহারদিগের আহারাদির বিষয়ে ধরাধরী করুন, জাঠরি যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা, কারাগারে এ যন্ত্রণা পাইলে আর চুরী ডাকাইতী বৃদ্ধি করিবেক না, বরং দেখিবেন ক্রমে ন্যূন হইয়া আসিবে।

ব্রিটিস পক্ষীয় সৈন্যেরদের কপাল দেখ।

আমারদিগের পাঠকগণ দেখিয়াছেন লেটি ব্রাদর্শ কোম্পানি সাহেবেরা ভাস্কর পত্রে সিন্ধুদেশীয় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন তদনুসারে মার্চ্চ মাসের দ্বাদশ দিনে উক্ত কোম্পানি সাহেবদিগের নীলাম ঘরে দ্রব্যাদি বিক্রয়ারম্ভ হইয়াছিল এই নীলামে লেটি ব্রাদর্শ কোম্পানি সাহেবেরা উত্তম যশস্বী হইয়াছেন, ক্রেতাদিগের অনুভব হইয়াছিল ন্যূন মূল্যে বহু মূল্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন, বিশেষত লেটি ব্রাদর্স কোম্পানি সাহেবেরা ক্রেতাদিগের উপবেশনার্থ অতি সুনিয়ম করিয়াছিলেন, মার্চ্চ মাসের প্রথমাবধি প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে অধিক গ্রীষ্ম হইয়াছিল, তাহাতে পাছে গ্রাহক দিগের ক্লেশ হয় এজন্য উক্ত কোম্পানিরা সুসজ্জিত শীতল গৃহে গ্রাহকদিগের অবস্থান স্থান নিরূপণ করিয়া সাধারণ লোকেরদের গোচর নিমিত্ত বিজ্ঞাপন দেন, শীতল গৃহে গ্রাহকগণের উপবেশন স্থান, শ্রেণী পূর্ব্বক আসন স্থাপন, পাখার বাতাস, চুরুট, তোমাক,ভিন্ন২ স্থলে ভিন্ন২ জাতিরপানীয়জল, হিন্দুদিগের কর্ম্মের নিমিত্ত হিন্দু ভৃত্য, হিন্দু ভিন্ন সম্ভ্রান্ত জাতীয় লোকেরদের আজ্ঞাপালন জন্য যবনাদি জাতীয় ভৃত্যেরা নিযুক্ত ছিল, উক্ত কোম্পানি সাহেবেরা আপনারদিগের ব্যয়ে এ সকল করিয়াছেন,কোন নীলামকারির ঘরে এরূপ সুনিয়ম কখন দেখা যায় নাই, লেটি ব্রাদর্স কোম্পানি সাহেবেরা মর্য্যাদক এবং নম্র স্বভাব, এই কারণ তাঁহারদিগের নীলামঘরে ভদ্রলোকেরা গমন করেন ইহাতেই লেটি ব্রাদর্স কোম্পানির বাটীতে অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল, নীলামঘরে ধনাঢ্য বহু লোক একত্র হইলেই আড়াআড়ীতে দ্রব্যাদি অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, এই নীলামে তাহাই হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে যে বস্তুর যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, নীলামকারি কোম্পানিরা ঐ নিরূপিত মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্যে ঐ সকল বস্তু বিক্রয় করিতে পারিয়াছেন অতএব গবর্ণমেণ্ট লেটি ব্রাদর্স কোম্পানি দিগের গুণ বুঝিয়া অবশ্য পারিতোষিক দিবেন কিন্তু এবিষয়ে লেটি ব্রাদর্স কোম্পানির সুখ্যাতির সহিত সৈন্যেরদের কপালের প্রশংসা করিতে হইবেক, সিন্ধুদেশীয় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের টাকা সৈন্যেরা পাইবেন অতএব তাঁহারদিগের অদৃস্টক্রমেতেই সকল বস্তু উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে এই কারণ বলি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা ব্রিটিস পক্ষীয় সৈন্য দিগের কপাল দেখ।

ব্রিটিস বিজয়বার্ত্তা।

শীক সংগ্রাম সমাপন হইল আমরা গত ভাস্করে ইহা লিখিয়াছি, তৎপরে আগ্রা মেসেঞ্জর পত্রে দৃষ্ট হয় সের সিংহ ব্রিটিস শরণ গ্রহণে আবার উন্মত্ততা প্রকাশ করিতেছেন, এতদ্বিষয় পাঠে আমারদিগের উদ্বেগ জন্মিয়াছিল তাহা সাধারণকে জানাইবার অপেক্ষা করে না কিন্তু তৎপরেই অন্যান্য পত্রে পূর্ব্ব কথার প্রতিপোষক সম্বাদ দেখা গেল অর্থাৎ সেরসিংহ প্রায় ১৬ সহস্র স্বীয় সৈন্যসহ আমারদিগের হস্তে আসিয়াছেন,এইরূপ ভিন্ন২ সমাচারে বিশেষত জয়জ্ঞাপক তোপধ্বনিনা হইবায় আমরা কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইএমত অবস্থায় গত দিন প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালীন এতদ্দুর্গ হইতে ঘনং এক বিংশতি তোপ নিনাদ শ্রবণে পুলকিত হইয়া ইংরাজী সমাচারপত্র হস্তে লইয়া দেখিলাম আমারদিগের প্রধান সেনাপতি ও জেনরল গিলবর্ট সাহেব শ্রীযুতগবর্ণরজেনরলবাহাদুরকেবিজয়বার্ত্তাবহযেপত্রলেখেনতাহা প্রকাশ হইয়াছে এবং শ্রীযুত বড় সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন এই শুভ সমাচার সর্ব্বত্র প্রকাশ এবং রাজ্যের সৈন্য সম্বন্ধীয় প্রত্যেকপ্রধানস্থানেজয়জ্ঞাপক২১তোপধ্বনিহয়,অতএব এইক্ষণে নিশ্চিত লিখিতেছি শীক সংগ্রাম সমাপন হইল, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে উপস্থিত রণ এপর্য্যন্ত সাঙ্গোপাঙ্গ সাঙ্গ হয় নাই অর্থাৎ দোস্ত মহম্মদকে পেসোয়র হইতে উচ্ছেদ বা সৈন্যসহ তাঁহাকে তথায়নিপাতিতনাকরিয়া ব্রিটিস সৈন্যেরা ক্ষান্ত হইবেন না, শ্রীযুত গবরণর বাহাদুর আপন পত্রে ইহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন, শ্রীযুতের এতন্ন্যায় মূলক প্রতিজ্ঞার প্রতি কোন কথাই নাই, বিশ্বাসঘাতি আমীরকে প্রতিফল প্রদান না করিলে ব্রিটিস জাতির গৌরব রক্ষা পায় না, ব্রিটিস লবণে এবং তৎকৃপায় পরিত্রাণ পাইয়া দোস্ত বিরুদ্ধাচরণে স্বীয় খলস্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন ইহা কেনা বলিবেন অতএব আমরা তাঁহার দমন সম্বাদ শ্রবণ জন্য প্রতীক্ষায় রহিলাম, প্রাপ্তিমাত্র পাঠকগণের বিদিত করিব কিন্তু এস্থলে ইহাও অনুভবসিদ্ধ হইতেছে দোস্ত ব্রিটিস সৈন্য সম্মুখবর্ত্তি না হইয়া পেসোয়র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইবেন, অতএব পৃথিবী স্বকীয় বীরপুত্রগণের শোণিত পানে বুঝি আর ইচ্ছা করেন না।

শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি মহাশয় ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরলকে এতদ্বার্ত্তা বিজ্ঞাপক যে পত্র লেখেন তন্মর্ম্মানুবাদ এই।

"হেডকোয়ার্টর্স, কেম্প কলুলা,
১৬ মার্চ ১৮৪৯ সাল।

"শ্রীযুত লাড সাহেব সমীপেষু। ২১ তারিখে গুজরাটে যে জয়লাভ হয় পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক তাহার শেষ শুভফল লিখিতেছি, মেজর জেনরল গিলবর্ট স্বীয়বীরতা ধীরতা প্রসিদ্ধজন্য আমি তাঁহাকে মনোনীত করিয়া এতদ্যুদ্ধ সমাপনে ভারার্পণ করি, তিনি অতি বেগে পলায়নপর পরাজিত বৈরিদিগের পৃষ্ঠভাগে আক্রমণ পূর্ব্বক ভারার্পিত বিষয় সিদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ শত্রুরা আমারদিগের পদাবনত হইয়া তাহারদিগের অবশিষ্ট যাবদীয় তোপ ও প্রায় ১৬ সহস্র যুদ্ধাস্ত্র সমর্পণ করিয়াছে, আমি বিশেষ সন্তোষ যুক্ত হইয়া জানাইতেছি এবিষয় সম্পাদনে একটি গোলাও নিক্ষেপ করিতে হয় নাই।

সমুদায় শীকসৈন্য ও সরদারগণ আমারদিগের হস্তে আসিয়াছেন,কেবল ভাই মহারাজ, এবং কর্ণেল রূপপাল সিংহ স্বং সমভিব্যাহারিগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন। গুজরাটে আমারদিগেরজয়লাভে শত্রুরাতথা হইতে পলায়নকালে ৫৬ টা তোপ,পরিত্যাগ করিয়া যায়, আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্ভিন্ন তাহারা জেনরল গিলবর্টের নিকট আরো ৪০ টা তোপসমর্পণ করে,এবংপূর্ব্বে চিনিওয়ালা স্থানে ২১ টা ও মুলতানে যে ৫০ টা তোপ জয়লব্ধ হয় তাবৎ একত্র করিলে এই সংগ্রামে ১৫৮ টা কামান জয়লব্ধ হইল, অতএব শীক সংগ্রাম শুভে সমাপ্ত হইল ইহাই পরমাহ্লাদের বিষয়,,।

মেজর জেনরল স্যারওয়ালটর গিলবর্টকে, সি,বি,ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরীএইচ এমএলিয়ট সাহেবকে যে পত্র লেখেন তদর্থএই।

"কেম্পরোয়াল পিণ্ডী,
১৪ মার্চ ১৮৪৯ সাল।

"১১ তারিখে হরমক হইতে আপনাকে পত্র লিখি তৎপরে ক্রমে ক্রমে অগ্রবর্ত্তি হইয়া অদ্য রোয়ালপিণ্ডী স্থানে উপস্থিত হই।,

শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের বিজ্ঞাপনার্থ আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়া লিখিতেছি মানিকিয়ালা স্থান হইতে শীক সৈন্যগণকে নিরাস্ত্রকরণারম্ভ করিয়া অদ্য তাহা সম্পন্ন করিলাম, অর্থাৎ শীক সরদারগণ ব্রিটিস সৈন্য ডিবিজনের অধ্যক্ষ ও ব্রিগেডাধ্যক্ষ ও ষ্টাফ আফিসরগণ সম্মুখে আমার হস্তে আপনারদিগের করবাল এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

সর্ব্বশুদ্ধা ৪১ টা তোপ তাহারা সমর্পণ করে ইহার বিবরণ পরে পাঠাইব, এতদ্ভিন্ন আমার অধীন সৈন্যাগ্রে শীকেরা প্রায় ১৬ সহস্র যুদ্ধাস্ত্র দিয়াছে,,।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণাদি লিখিয়া দিল্লীগেজেগট সম্পাদক বলেন অনেক ষ্টাফ আফিসর সৈন্যদল হইতে বিদায় লইয়া আপনং কর্ম্ম স্থানে যাত্রা করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায় পঞ্জাবে আর অধিককাল ব্রিটিস সৈন্যেরা অবস্থিতি করিবেক না।

অবগতি হইল ব্রিটিস সৈন্যেরা অটকাক্রমণে যাত্রা করিয়াছেন এবং অটকাধিকার করিয়া তথা হইতে পেসোয়ারে যাইবেন।

নাগপুরের সিংহাসনাভিলাষী অথচ আপা রাজা নামে পরিচয় দিয়া যে ব্যক্তি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তদঞ্চলে সৈন্য সংগ্রহ করিতে ছিলেন সমাচার পত্রে লেখে তিনি এক ব্রিটিস লেপ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল যিনি শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত সৈন্যদল হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ডাকযোগে আগমন করেন তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ পূর্ব্বক কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা সত্য হইলে আপা আপন কাল আহ্বান করিয়াছেন, ইহার সত্যাসত্যতা শীঘ্র জানা যাইবেক,ব্যক্ত হয় উক্ত ব্যক্তি সহস্রেক রোহিলা সৈন্য লইয়া নরমেল নামক পথ অবরুদ্ধ করিয়াছেন অতএব তাঁহার দমনার্থ কর্ণেলউইলিয়মস সাহেবের অধীনে কামপটি স্থান হইতে নিম্ন লিখিত ব্রিটিস সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তদ্যথা,৩২ গণিত দেশীয় পদাতিকের ৪ কোম্পানি, ২৩ সংখ্যক লাইট কেবেলরী ৩ কোম্পানি,৯ গণিতদেশীয় পদাতিকের ৩ কোম্পানি, ২ হর্স আর্টিলরী তোপ, ২ হর্সলাইট ফিলড বেটেরী এবং নাগপুর অশ্বারোহী সৈন্য।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু।

সম্পাদক মহাশয়, আমরা পুনঃ২ মহাশয়কে ক্লেশ দিয়া এবং দেদীপ্যমান ভাস্করপত্রে রবহুমূল্যস্থান নষ্ট করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ফলভোগী হইলাম না তথাপি একবার,, ছুঁইলে নাই দোষ,, বলিয়া যদি ঘুম যান এইজন্যে মোটা মিঞাকে গোটাচারি কথা পুনঃ সুধাইয়া দেখি ইহাতেই বা কি হয়, পশ্চাতে,, যদ্ভবে তদ্ভবিষ্যতি,, প্রথমত, ১৮১৪ সালের ১০ আইনানুসারে প্রমাণ তলব হইলে নিরূপিত সময় মধ্যে প্রমাণাদর্শনে উক্ত আইনের ২৬ ধারানুযায়ি বিচারকেরা উচিত দণ্ড করেন, ইহাতেই কর্ত্তা সাপের পা দেখিয়াছেন, মোকদ্দমা দুই বর্ষেও নিষ্পত্তি হওয়া দায় কেবল ঐ এক সন্ধান প্রাপ্তে জ্ঞানি নামক কতিপয় মান্যলোক ভিন্ন সর্ব্বদাই দণ্ড করিতে একান্তে মনোযোগী, বিবাহের মন্ত্র জানেন বা না জানেন শ্রাদ্ধের মন্ত্রে ভাল সুশিক্ষিত।

দ্বিতীয় দীর্ঘ কালাবধি মান্য শ্রেণীস্থ বিচারকর্ত্তা হইয়া বিপুলার্থোপার্জ্জনে রত থাকিয়া একাদশীর দিনে ডুব দিয়া জল খাওয়ার ন্যায় সন্ধান পূর্ব্বক ধনেশ হইয়া উৎকোচ গ্রহণে শিরশ্ছেদ এই ভঙ্গী দেখাইতেন জগদম্বা আমারদিগকে নৈরাশ করিয়া জ্ঞানের থলিটা কেবল তাহার পেটে এঁটে দিয়াছেন এমত নহে বাজীকরের ন্যায় ছলনাতে আমরা ভুলি না তবে কেবল দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখা যায় ধরা যায় না প্রযুক্ত চুপ ছিলাম কিন্তু শেষকালে নিতান্ত লোভে আছাড় খাইয়া পাছা ভেঙ্গে বসাতে অস্পষ্টস্পষ্ট হইয়াপড়িল এবার গান্ধারী পুত্র যে ঢেকে রাখিলেন না এ তাঁহার কুব্যবহার বৈনহে।

রাজ্য শূন্য রাজ সখা মহাশয় কোন এক শুভ কর্ম্মোপলক্ষে চালাকী করিয়াছেন, উক্ত ক্রিয়ার কিয়ৎ দিনাগে এনগরস্থ ভূস্বামি দিগের প্রত্যেকালয়ে গমনপূর্ব্বক প্রত্যেকস্থানে কিঞ্চিং আনুকূল্য প্রার্থক হইলে সকলেই ভবিষ্যং ভব্য জন্য বলিতে লাগিলেন আপনি যে আজ্ঞা করিবেন তাহাতেই আমরা হাজির আছি তখন তিনি সুধা মাখা বাক্যে কহিলেন আপনারদের অধিকার হইতে কতক দ্রব্যাদি সাহায্য জন্যে আমাকে আনয়ন পূর্ব্বক বৃহৎ ব্যাপার করিলে চিরবাধ্য থাকি,তাহাতে সকলেই কটি বন্ধন পূর্ব্বক লাগিয়া গেলেন, পরে অত্যল্প দিবসেই রাশীকৃত দ্রব্যাদি আনীত হইল এবং কর্ম্ম দিবসে কেহ২ বাদ্যকর কেহবা বাজীকর, কেহবা নৃত্যকর, কেহবা নগদকর সহ আগমন পূর্ব্বক নানা প্রকার সমারোহে কর্ম্মারম্ভ করিলেন, ওদিগে রাত্রি দশ ঘটিকান্তে অন্তঃপুরে টাকারশব্দে বোধ হইল এস্থলে বুঝি দ্বিতীয় ত্রোজরী হইল, সুতরাং পঞ্চশের তাম্রকুট ব্যয় করিয়া যদি এবম্ভূত সমারোহ এবং আগামি ৩ বর্ষের সম্যক্ ব্যয়ের সপন্থা করিয়া উঠিতে শক্য হইলেন এমত উত্তম চালাকীকে আমরা ধন্যবাদ দি, কিন্তু কর্ত্তাটির অন্তঃকরণ যে প্রকার তাহাও স্মরণ রাখিব অতএব সম্পাদক মহাশয় আপনি বিচার করুন যে ঐ দ্রব্যাদি ও মুদ্রা কেবল তাঁহার পদবৃদ্ধি গুণে ভিন্ন অন্যগুণ আইসে নাই।

কস্যচিৎ নাগরদাসস্য।

নন্দ বিদায় যাত্রা।

পূজনীয় শ্রীযুতভাস্কর সম্পাদকমহাশয় শ্রীচরণেষু।

দেশীয় লোকেরদের অবস্থা উত্তম করিবার চেষ্টা দেখিলে অথবা কোন বিষয়ে উন্নতি হইলে মন যে রূপ তুষ্ট হয় বোধ করি এমন আর কিছুতেই হয় না, সেই ব্যক্তি যথার্থ মনষ্য যিনি যে প্রকারে হউক দেশের উপকার করেন, যদ্যপি ও তাহার নানা উপায় আছে তথাপি যে ব্যক্তি আপনার সাধ্য মতে উদ্যোগী হইয়া অতি অল্প করিতে ও সক্ষম হয়েন তাঁহার ধন্যবাদ এবং আদর করা কর্ত্তব্য, যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নন্দ বিদায় নামক যে এক নূতন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে সুর ও গীত প্রস্তুত ক

রেন তাহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসাধারণ গোচরার্থে আমি এই পত্র লিখিলাম এবং বোধ করি তজ্জন্য তাবৎ দেশ হিতৈষি বঙ্গদেশীয় লোকেরা উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বাধিত হইবেন, যেহেতুক তিনি ইহার জন্যে অনেক টাকা ব্যয় ও বহু পরিশ্রম করিতেছেন, বটে এক্ষণে এদেশে ইংরাজি বিদ্যার বিশেষ প্রচার হওয়াতে আমরা দেশের উন্নতির জন্য অন্যান্য অনেক উপায় দেখিতেছি এবং অনেকে ও ইহার জন্য ভিন্ন২ রূপে চেষ্টা করিতেছেন তথাপি আমারদের ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতিকেও সভ্যতার এক প্রকার কারণ বলা যায়, যেং দেশে মহাকবি সকল জন্মিয়াছিলেন এবং যেং দেশে গীত বাদ্যের বিশেষ সমাদর ছিল সেই সকল দেশস্থ লোকেরা পৃথিবীর অন্য জাতি অপেক্ষা অধিক সভ্য হইয়াছেন অতএব বঙ্গ ভূমির যে বর্ত্তমান অবস্থা তাহাতে উক্ত বিদ্যার অনুশীলন হইলে আমারদের মঙ্গলের কারণ হইবে।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা মহানগরে যাত্রার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং যদ্যপি ও তাহাতে অনেকে সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছে তথাচ পেসাদারিতা প্রযুক্ত ভদ্র বিদ্বান লোক তাহারদের মধ্যে না থাকাতে কোন সম্প্রদা যথার্থ রূপে উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই,এবং বোধ কবি শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও এই বিবেচনাতেই সঙ্গীত বিদ্যায় গুণান্বিত কয়েক জন ভদ্র সন্তান লইয়া যাত্রা করিতে মানস করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এ বিষয় সুকঠিন নহে, যেহেতুক তিনি যোড়া সাঁকোর হাফ আখড়াই দলের প্রথমাবস্থাবধি সম্পাদকতা করিতেছেন,এবং কবী ও নিজে ও সুরসিক, ধনাঢ্য, কবিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার প্রচুর ব্যুৎপত্তি আছে, এবং ঐ পাড়ার তাবতে তাঁহার অতিশয় সম্মান করেন।

জ্ঞাত হইলাম এক বৎসর হইল ঐ হাফ আখড়াই দলের প্রধান লোক লইয়া এবং ৪।৫ হাজারটাকাব্যয়ে নন্দবিদায় যাত্রার সূত্রকরেনএবং পূর্ব্বগত তৃতীয় শনিবার রাত্রে ঐ যাত্রার প্রথম বৈঠক হয়,শুনিয়াছি তাহাতে অনেক মান্য ধনাঢ্য এবং সঙ্গীত বিদ্যায় উৎসাহী বাবুরা উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই যাত্রা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যদ্যপি ও আমার সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আলাপ নাই এবং তাঁর মিত্ত নিমন্ত্রিত ও হই নাই, তথাপি ইহা জ্ঞাতা হইয়া গত পূর্ব্ব শনিবারে যাত্রার দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী বড় নহে, তন্নিমিত্ত অনেক দর্শকের সমাগমে অতিশয় জনতা হইয়াছিল তথাপি দেখিলাম কাহারো ক্লেশ হয় নাই তাহার কারণ এই যে উক্ত মহাশয় দর্শক লোকেরদের সমাদরের জন্য অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন, স্থানে২ বেহারা লোকেরা আড়ানী পাখার দ্বারা বাতাস দিয়াছিল, এবং চাকরেরা তাবৎকে সর্ব্বদা তামাকু দিয়াছে,বিশেষ সুখের কারণ এই যে ইতর জাতীয় লোকেরা কেহ বাড়ীর ভিতর যাইতে পায় নাই, যাঁহারা তথায় ছিলেন তাঁহারা তাবতেই ভদ্র লোক।

সমস্ত রাত্রি এবং বেলা চারি দণ্ড পর্য্যন্ত যাত্রা হইয়াছিল, যাত্রা যে অতি উত্তম তাহার কোন সন্দেহ নাই, এবং যেং ব্যক্তি সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তাবতেই ইহা স্বীকার করিবেন, স্বচক্ষে না দেখিলে এবং স্বকর্ণে না শুনিলে বর্ণন দ্বারা যাত্রার বিষয় সম্পূর্ণরূপ জানা যায় না, যে সকল ব্যক্তিরা সাজিয়াছিলেন তাহারদের বস্ত্রালঙ্কারাদি অতি উত্তম হইয়াছে, বেহালা তবলা এবং ঢোলক বাদকেরা অতিশয় গুণান্বিত এবং গাত সকলের মধ্যে প্রচুর কবিতাশক্তি প্রকাশ আছে, বোধ করি বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে মহাকবি নিধুবাবুর টপ্পার সমান অনেক হইবে, প্রায় তাবৎ গীত হাফআখড়াইর খেয়াল, কীর্ত্তনের এবং টপ্পার সুরেতে গাহনা হইবাতে অতিশয় মিষ্ট এবং সুশ্রাব্য হইয়াছিল, শ্রীযুত বাবু তিতুরাম বড়াল, রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র (কি উপাধি তাহা জানি না) প্রভৃতি যাঁহারা নন্দ মন্ত্রী এবং উপানন্দ সাজিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যাঁহারা আসরে বসিয়াছিলেন তাঁহারা যে গান করিলেন বোধ করি এপ্রকার গান সচরাচর শুনা যায় নাই তাঁহারদের হাফআখড়াইর সুরে পয়ার কাটান বড় চমৎকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বোপরি ছিদাম নাম্নী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং চমৎকৃত করিয়াছে, ছিদামের বয়স ঊর্দ্ধ ১৩ বৎসর, বালিকা অতি সুন্দরী নহে কিন্তু চেহারার বিলক্ষণ লাবণ্য আছে,দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তাহার সুরের ন্যায় মিষ্ট সুর আমি আর কখন শ্রবণ করিনাই,আশ্চর্য্য এইযে লয় এবং সুর বোধ আছে,তাহার গান শুনিলে তৎকালে আর অন্যদিগে মন ভ্রমণ করে নাএবং অন্য কিছু ভাল লাগে না, রাত্রি শেষ অর্দ্ধ ঘণ্টাবধি বেলা চারি দণ্ড পর্য্যন্ত ক্রমিক ছিদাম গান করিয়াছিল, সে সময়ে যিনি যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন তিনি সেই স্থানে স্পন্দ রহিতের ন্যায় কালযাপন করিয়াছেন, যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহার বসিতে ইচ্ছা হয় নাই, যিনি বসিয়াছিলেন তিনি পা বদলাইতে অভিলাষ, করেন নাই,অধিক কি লিখিব,পাছে ছিদামেরগান শুনিবার ব্যাঘাত হয় এজন্য বুঝি অনেকে ঢোঁক গিলিতেও পারেন নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ছিদাম এত অল্প বয়সে কি প্রকারে সঙ্গীত বিদ্যায় এমত উৎকৃষ্ট রূপে শিক্ষিতা হইয়াছে, বোধ করি এই বিষয়ে ছিদাম পরমেশ্বরদত্ত অতিরেক শক্তি প্রাপ্তা হইয়া থাকিবেক, যাঁহারা ইংরাজি ভাষা জানেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন উক্তভাষায় এইসকল ব্যক্তিকে (Musical genius) মিউজিকেল জিনিয়াস কহিয়া থাকে, অন্যান্য বালকেরা এবং আর একটী বালিকাও অতি উত্তম গান করিয়াছিল।

যাত্রার সকল বিষয় ভাল হইয়াছে কেবল সখীদের কথোপকথন উত্তম হয় নাই, তাহারদের উচ্চারণ এবং ধরণ মধ্যে২ ইতর এবং সামান্য যাত্রার ন্যায় হইয়াছিল, ইহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

মজলিস দুই বিষয় ব্যতীত অতি উত্তম হইয়াছিল, যদ্যপি অনেক ঝাড় লাণ্ঠন এবং দেয়াল গিরী দেখা গেল তথাপি আসরে উপযুক্ত আলো হয় নাই, আর দুইটা বৈঠকী ঝাড় হইলে উত্তম হইত, দ্বিতীয় বিষয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে প্রণিধান করেন নাই কিন্তু হইলে কি হয় দোষ দিতে হইলে বাড়ীর কর্ত্তাকেই দিতে হয়, পূর্ব্বদিগের বারাণ্ডার নীচে কয়েক জন বেশ্যা বসিয়াছিল, মেছোবাজারের ঐ সকল বিদ্যাধরীরা তাবতে এক২খানা কেদেরা পাইয়াছিল, যেস্থানে ভদ্রলোকের সভা, সেস্থানে তাহারদের আসিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, ভরসা করি আগামিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

বাহির শিমলা নিবাসিনঃ।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভূত বেবোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে ২বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সম্প্রতে নবারম্ভেশাম্ভঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্ন্ুকবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ।।

৫৯০ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৩ এপ্রেল । দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২২ চৈত্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ী ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণেরা বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্যানুসারে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধ মুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

---

২৮ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র ।

সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে আদেশ করিতেচি যে তুমি জিলার আদালতের সরকারী উকীলেরদের তগীর ও নিযুক্ত করণের পরামর্শ যেরূপে এক্ষণে একেবারে বোর্ডের নিকটে পাঠাইয়া থাক উত্তরকালে সেই রূপ না করিয়া আইন সম্পর্কীয় কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সর সাহেবের দ্বারা সেই বিষয় পাঠাও। তাহার অভিপ্রায় এই যে বোর্ডের সাহেবেরা সেই২ কর্ম্মের বিষয়ে ঐ কার্য্যকারক সাহেবের মতও জানিতেপারিবেনএবংসরকারীউকীলেরদের ও রিমেম্ব্রান্সর সাহেবের যে বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত তাহাও থাকিবেক।

জি পৌডন।
সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৮। ১৩ নবেম্বর।

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলর অর্ডর।

---

২২ নম্বর।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়ানীর জজ সাহেব বরাবরেষু।

সদর আদালতের সাহেবেরা অবগত হইয়াছেন যে নানা জিলার জজ সাহেবেরা ননসুট হওয়া মোকদ্দমা আপনারদের সাময়িক কৈফিয়তের মধ্যে ভিন্ন২ প্রকারে লিখিয়া থাকেন অতএব তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে ঐসকল মোকদ্দমা একনম্বরী কৈফিয়তের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে " বিচারক্রমে নিষ্পত্তি হওয়া" এই শিরোনামার নীচে লেখ এবং ঐ সকল মোকদ্দমার নম্বর এক পার্শ্বে লাল সেয়াইতেলেখ।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক।
ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৮ সাল। ৫ আগষ্ট।

২৩ নম্বর।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়ানীর কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে জজ সাহেবেরা ও প্রধান সদর আমীনেরা যখন আসল মোকদ্দমা এবং আপীলী মোকদ্দমার বিচার করেন এবং সদর আ

মীন যখন আসল মোকদ্দমার বিচার করেন তখন তাঁহারা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন। সেই ধারা অবিকলরূপে প্রতিপালন করিতে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৭প্রকরণে পুনরায় হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ ধারাতে হুকুম আছে যে সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত হইলে পর এবং কোন দস্তাবেজ দাখিল হওন কি সাক্ষির তলবহওনের পূর্ব্বে মোকদ্দমার প্রথম শুনানি হওন সময়ে আদালতের বিচারক মোকদ্দমার যথার্থ অভিপ্রায় এবং যেং হেতুর উপর মোকদ্দমার নির্ভর আছে এবং যে বিষয় বা যেং বিষয় বাদি প্রতিবাদির সাবুদ করণের আবশ্যক হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া রোয়দাদে লেখেন।

২। সদর আদালতের সাহেবেরা লেখেন যে এইং বিধান যদ্যপিও অতি স্পষ্ট এবং নিশ্চিত লেখা আছে তথাপি তাহা অনেকং কার্য্যকারক সম্পূর্ণরূপে হেয় করেন অথবা এই মত বিপরীত অর্থ করেন যে ঐং বিধি যে অভিপ্রায়ের নিমিত্তে করা গিয়াছিল তাহা বিফল হয়। সেই অভিপ্রায় এই যে সওয়াল জওয়াবের মূল বিষয় নিশ্চয় করিয়া বাদি প্রতিবাদিরদিগকে হুকুমদেওয়া যে যে দস্তাবেজ কিম্বা সাক্ষ্য তাহারা প্রস্তাব করিতে পারে তাহার দ্বারা সেই বিষয় সাব্যস্ত করে। সদর আদালতের সম্মুখে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহার কতকং মোকদ্দমায় নালিশের অভিপ্রায় এবং যেং হেতুর উপর তাহার নির্ভর আছে এবং বাদি প্রতিবাদির যেং বিষয় সাব্যস্ত করণের আবশ্যক তাহা যেরূপে নিশ্চয় করিয়া লিখিতে হুকুম আছে সেইরূপে লেখা যায় নাই। অন্যান্য মোকদ্দমায় বিচারকেরা আইনের আজ্ঞার অতিরিক্ত এবং আপনারদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া বাদি প্রতিবাদিরদিগকে বিশেষ দস্তাবেজ দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন অথবা প্রকারান্তরে যেপ্রকার সাক্ষ্যের দ্বারা তাহারদের স্বত্ব এজহারের পোষকতা করা উচিত সেই প্রকার সাক্ষ্য তাহারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

৩। যদ্যপি আইনের হুকুম প্রচুরমতে স্পষ্ট ও নিশ্চিত লেখা আছে এবং যদ্যপিও ১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরি তারিখের ৪ নম্বরী সরকুলর অডরের ৭ দফাতে সেই বিষয়ে মনোযোগ করিতে তাঁহারদের প্রতি বিশেষ হুকুম হইয়াছিল তথাপি সদর আদালত মোকদ্দমার বিচারের সময়ে দেখিয়াছেন যে ঐ হুকুম বারম্বার অবহেলা হইয়াছিল এবং কোন এক গতিকে জিলার জজ সাহেবেরা ঐ হুকুমের বিষয়ে ত্রুটি হওনের কোন রিপোর্ট সদর আদালতে করেন নাই।

৪। এক্ষণে সদর আদালত জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনদিগকে উক্ত আইনের বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম করিতেছেন এবং তাঁহারদিগকে জানাইতেছেন যে যে কোন কার্য্যকারক উত্তর কালে এইং অতি আবশ্যক বিষয়ে সামান্যতঃ অমনোযোগী হন সদর আদালত তাঁহাকে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অতিভারি ত্রুটির দোষী জ্ঞান করিবেন।

৫। এই সময়ে সদর আদালত আদালতে আরো আদালতের কার্য্যকারকদিগকে ঐ আইনের ১২ ধারায় যে কার্য্যের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে কর্ম্ম করণের আবশ্যকতা বিশেষরূপে জানাইতে উচিত বোধ করেন যেহেতুক তাহার দ্বারা আসল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির তাগাদা হইবেক (১১৯১ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ) এবং যে বিষয় বা বিষয় সকল সাব্যস্ত করণের আবশ্যক আছে তাহা ১০ ধারার নিরূপিত আলাহিদা রোয়দাদে লেখা গেলে পর জোবানী ও লিখিত সাক্ষ্য দাখিল করণেতে যে অনাবশ্যক ও ক্ষতিজনক বিলম্ব বারম্বার দৃষ্ট হইতেছে তাহা নিবারণ হইবেক। সেই দিবসে যে তারিখে মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপণ হয় সেই তারিখের এস্তেলা ১২ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। এবং যদি সেই দিবসে কিম্বা তৎপর কোন দিবসে উভয় বিবাদির কোন এক জন আপনারদের দস্তাবেজ কি সাক্ষিরদের ইসমনবীসী দাখিল করিতে প্রস্তুত না হয় এবং সেই বিলম্বের কোন উপযুক্ত ও মাতবর কারণ না দর্শায় তবে যে দণ্ড করণের অনুমতি আইনে আছে সেই দণ্ড অপরাধি ব্যক্তির করা উচিত।

৬। আদালতের কার্য্যকারকেরা বিশেষরূপে অবধান করিবেন যে যে বিশেষ দস্তাবেজ বা জোবানী সাক্ষ্য উপস্থিত করা উচিত তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে তাঁহারদের কোন ক্ষমতা নাই। উভয় বিবাদী যে প্রমাণেতে তাহারদের বিশেষ উপকার হইবেক বুঝে সেই প্রমাণ দাখিল করিতে তাহারদের অধিকার আছে এবং আদালতের কর্ত্তব্য যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারানুসারে তাহা হেয় করিবার মাতবর কারণ না থাকিলে তাহা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক।
ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৮। ১৩ আক্তোবর।

সদর দেওনী ও নিজামৎ আদালতের সরকুলর অডর।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল ও সেশন জজ সাহেব ও আইন বহির্ভূত প্রদেশের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।

সরকারী লিখন পঠনের পরিমাণ সাধ্য পর্য্যন্ত হ্রাস করণের বিষয়ে বাঙ্গালাদেশের গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে হুকুম পাওয়া গিয়াছে তদনুসারে সদর আদালত আদেশ করিয়াছেন যে অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ে এবং বিশেষতঃ যে সকল গতিকে কোন কার্য্যের রিপোর্ট মাত্র করা যায় অথবা উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের অনুমতির প্রার্থনা হয় সেইং গতিকে এক্ষণে সামান্যতঃ যেরূপ হইতেছে সেইরূপে একাদিক্রমে নানা অধীন কার্য্যকারকেরদের স্থানে প্রাপ্ত সকল আসল পত্রাদি কিম্বা তাহার নকল আর পাঠান না যায় কিন্তু এক পত্রের দ্বারা অথবা এক লিপির পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা সেই বিষয় জ্ঞাত করা যায় এবং যে সকল গতিকে ইহা সাধ্য হয় সেইং গতিকে এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। যে গতিকে কোন আবশ্যক মূল নিয়ম লিপ্ত থাকে অথবা যে গতিকে বৃত্তান্ত সকল অতি জড়িত থাকে এবং তাহার দ্বারা অতিবাহুল্য বাদানুবাদ জন্মিয়াছে এবং তাহা যথার্থ মতে সংক্ষেপে জানান অসাধ্য সেইং গতিকে সুতরাং সমস্ত কাগজপত্র পাঠাইতে হইবেক কিন্তু যেখানে এইরূপ না করিলে হয় সেইখানে সাধ্যপর্য্যন্ত তাহা না করা যায়।

ডবলিউ, কর্কপাত্রিক।
ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৮। ২০ আক্তোবর।

নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

আন্দুলেশ্বর শ্রীযুক্ত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর।

রঙ্গপুর নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

বরকাগড় প্রবাসি শ্রীযুত কাপ্তান জে সি হেনিংটন সাহেব।

জাড়গ্রাম নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ রায়।

চট্টগ্রাম প্রবাসি শ্রীযুত ইস্কোল সাহেব।

ধর্ম্ম বিষয় উজ্জ্বল।

কলিকাতা কুমারটুলী সাকিনের শ্রীশ্রী৺ গোকুলচাঁদ দেব ঠাকুরের যোড়বাঙ্গালা জীর্ণোদ্ধার ও একান্ন রত্ন নির্ম্মাণের চাঁদার স্বাক্ষরকারীদিগের নাম।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাস	২
,, দেবনাথ ভট্টাচার্য্য	২
,, হরচন্দ্র কুণ্ড	২
,, হরিশচন্দ্র কুণ্ড	২
,, গঙ্গানারায়ণ দাস	২
,, রামলোচন পাল	১
,, নারায়ণচাঁদ সেট	১
,, নীলকমল দাস	২
,, জয়গোপাল বশাখ	২
,, রামচরণ মল্লিক	৫
,, গুরুচরণ বর্ম্মণঃ	৫
,, গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	১০
,, রাজনারায়ণ সিংহ	১
,, সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তি	১
,, রামধন মিত্র	২
,, অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য	৫
,, গৌরীপ্রসাদ মিত্র	৮
,, লোকনাথ ঘোষ	৫
,, কৈলাসনাথ ঘোষ	৫
,, শম্ভুনাথ ঘোষ	৫
,, হরপ্রসাদ ঘোষ	২
,, কালীপ্রসাদ ঘোষ	৫
,, ভৈরবচন্দ্র সরকার	১
,, নবীনচন্দ্র নন্দী	২
,, লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মণঃ	৫
,, নবীনচন্দ্র বসু	১
,, বিশ্বেশ্বর মিত্র	৫
,, পীতাম্বর মিত্র	২
,, গোবিন্দ মিত্র	২
,, পীতাম্বর পাঠক	১
,, ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	১
,, মধুসূদন পাল	১
,, মহেশচন্দ্র ঘোষ	১
,, রাধানাথ পাল	১
,, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ	১
,, দীননাথ দাস	১
,, হরিবংশ নেউগী	১
,, কাশীনাথ পাল	১
,, আনন্দচন্দ্র ঘোষ	১
,, কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়	২
,, মধুসূদন শূর	১
,, রাজকুমার শূর	১

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা নগরীয় বাড়ী সকল জরীপ হইতেছে, আমরা শ্রবণ করিলাম নগরের দক্ষিণাবধি আরম্ভ হইয়া উত্তরে বড়বাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছে, অতি শীঘ্র বাঙ্গালি পাড়ার প্রজাদিগের অন্তঃপুরে সরকারি লোকেরা প্রবিষ্ট হইয়া ছাতের উপর যাইয়া মাপ করিবে, ইহাতে আমরা সন্দেহ করি পাছে বাঙ্গালি পল্লীস্থ মান্য লোকেরা আপত্তি করেন, তাহা হইলে রাজ বিধানে দণ্ড যোগ্য হইবেন, কেননা এদেশের ব্যবহার আছে অন্য লোকেরা কাহারো অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে না, দেশ ব্যবহারে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অপমান জ্ঞান হয়, কিন্তু বিবেচনা করিলে এঅপমান জ্ঞান অভিমানমূলক যেহেতুক বাটীর ভিতরে ছাতের উপর যাইয়া যাহারা মাপ করে তাহারা ভিন্ন দেশীয় লোক নহে, এতদ্দেশীয় মোসলমান রাজমিস্ত্রিরা সরকারি চাকর হইয়াছে তাহারাই প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তাদিগের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে যায় ইহাতে দোষ কি, মোসলমান রাজমিস্ত্রিরা বেতন ভোগী হইয়া যদি বাটী নির্ম্মাণ ও বাড়ী মেরামত করিতে অন্তঃপুরে যাইতে পারে তবে সরকারি চাকর হইয়া অন্তঃপুরে গেলে অপমানের বিষয় কি, বিশেষত গবর্ণমেণ্ট এই জরীপের জন্য বিধি নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন, প্রজাগণ যদি ইহাতে আপত্তি করেন তবে নিবেদন পত্র দ্বারা ভূপতিকে আপনারদিগের আপত্তি করণের কারণ জানাইতে পারেন, তাহা দেখিয়া রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহক প্রধানের বিবেচনা পূর্ব্বক প্রজাদিগের সম্মান রক্ষার উপায় করিবেন, যাঁহারা প্রজাদিগের ধন প্রাণ সম্মানাদি রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা অন্যায় করিতে পারেন না, যদি করেন তবে তাঁহারদিগের উপরেও কর্ত্রী আছেন, তাঁহার নিকট নিবেদন করা যাইবেক অর্থাৎ আমরা যে শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর অধিকারে আছি, তাঁহার সাক্ষাতেই দুঃখ জানাইব তিনি কি আমারদিগের ক্রন্দন শুনিবেননা, তাঁহাকে এবিষয় অবশ্য শুনিতে হইবেক, যেহেতুক পরমেশ্বর আমার দিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যদি তাচ্ছল্য করেন তবে পরমেশ্বর তাঁহাকে দণ্ড দিবেন. পরমেশ্বর ফকীরকেও সম্রাট করিতে পারেন, সম্রাট্‌কেও ভিকারী করিতে সমর্থ হয়েন ইহা সকলেই জানেন, জানিয়াও যদি অন্যায় করেন তবে সর্ব্বোপরিস্থ মহান দণ্ডধর কি ঘাস কাটিতে আছেন।

প্রজারা দুঃখ পাইলে রাজ সমীপে তাহা জানাইবেন কিন্তু রাজ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না, রাজ নিয়োজিত রাজ মিস্ত্রিরা প্রজাদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া বাড়ী জরীপ করিবে, রাজ্যেশ্বর এই নিয়ম করিয়া লোক পাঠাইয়াছেন, রাজ প্রেরিত লোকেরদের প্রতি ক্রোধ করিলে কি হইবে, তাহারা যে কর্ম্মের বেতন পায় তাহা না করিলে কর্ম্ম চ্যুত হইবে, সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সকলেং বিবেচনা করিয়া দেখুন তাঁহারদিগের দ্বারেতে ও দ্বারপাল আছে, তাহারদিগকে যখন যে আজ্ঞা করেন তাহারা তখনি তাহা প্রতিপালন করে অক্ষম হইলে তাহারদিগকে রাখেন না, সর্ব্বত্র এইরূপ জানিবেন, যাহারা নগরীয় বাড়ী সকল জরীপ করণ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ভৃত্যতা স্বীকার করিয়াছে তাহারা প্রভুর নিয়ম হেলন করিয়া কি প্রজার কথা শুনিবে, ইহা যদি হয় তবে পরমেশ্বরের নিয়োজিত কর্ম্মচারিরাও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন, কৈ, তাহা দেখিতে পাই না, সূর্য্য কি কখন পশ্চিম দিগে উদয় হইয়াছেন, চন্দ্র কি অমাবস্যা দিবসীয় রাত্রিতে পূর্ব্বদিগে দেখা দেন, তারাগণ কি দুই প্রহর বেলা কালে দীপ্তি প্রকাশ করে, কোকিলেরা কি বসন্তকাল ব্যতীত সুস্বরেডাকে, ভ্রমরেরা কি মধুহীন পুষ্পে যায়, পুরুষের গর্ব্বে

কি সন্তান হয়, স্ত্রীলোকেরা কি ডিম্বপ্রসবকরেন পক্ষিণীরা কি স্ত্রীলোক দিগের ন্যায় সন্তান প্রসব করিতে পারে, কোন দেশের ইতিহাসে কি কেহ এরূপ লেখা দেখাইতে পারিবেন স্ত্রীলোকের গোঁফ দাড়ী হইয়াছিল, পৌষ মাঘ মাসে কি কোন বৎসর বন্যা হয়, শাল্মলী অর্থাৎ শিমলবৃক্ষ যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য তথাপি কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কি তাহার ফুল কেহ দেখিয়াছেন, স্ত্রীধর্ম্ম না হইলে কি স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়া থাকে, বায়ু কি কখন স্থগিত হইয়াছেন, কি হইতে পারেন, যদি মনুজাবধি বৃক্ষাদিপর্য্যন্ত কোনস্থলে পরমেশ্বরের নিয়মের অন্যথা দৃষ্ট হয় না তবে প্রজাগণ কি সাহসে রাজ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন, এবং ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন মৃত্যু দিনে অবশ্যই মৃত্যু হইবে, ইহাও পরমেশ্বরের নিয়ম, এসকল যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তিনিই মহাপুরুষ, আমরা বুঝিতে ও পারি নাই তাহার কথাও নাই, এই কারণ আর লিখিলাম না কিন্তু আমারদিগের ইহা লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে শ্রবণ করিলাম কেহ২ রাজমিস্ত্রিগণকে বাটীর ভিতরে যাইতে দেন নাই, এজন্য রাজ নিয়মে তাঁহারদিগের অর্থদণ্ড হইয়াছে এবং তৎপরে পোলীসের সাহায্যে রাজমিস্ত্রিরা অন্তঃপুরে ছাতের উপরে যাইয়া জরীপ করিয়া আসিয়াছে, অতএব আপত্তি করিলে দণ্ডও লাগিবে, রাজমিস্ত্রিরাও বাটীর মধ্যে যাইবে, ইহা অপেক্ষা বাটীর কর্ত্তারা রাজমিস্ত্রিগণকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইয়া সাক্ষাতে জরীপ করাইলেশারল্য ব্যবহার জানিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।

জিলা বরিশাল হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

আমি এখানে শারীরিক ভাল আছি, ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে বিদ্যালয়ের মেম্বর মহাশয়েরদের এক সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু মধুসূদন ঘোষের বেতন ১৫ মুদ্রা বৃদ্ধি হইয়াছে, পরন্তু উক্ত দিবসীয় কমিটির হুকুমানুসারে শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র গুপ্তের স্কুলের কর্ম্ম গিয়াছে, শ্রীচরণ মঙ্গল লিখিয়া সন্তুষ্ট করিতে আজ্ঞা হইবেক, গত তিন দিবস এখানে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষতঃ পরশ্ব দিবস দিবাকরের পশ্চিমাচল গমনকালে অনেক শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল, এবং অদ্যও ঝড় বৃষ্টি হইবে এমত আকার দেখা যাইতেছে আর২ সমাচার পরে লিখিব।

রসরাজ হইতে।

আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা উৎসব জ্ঞান করুন পঞ্জাবরাজ্য ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত হইল কলিকাতার ত্রেজরীর কর্ম্মাধ্যক্ষ আক্‌কৌণ্টেণ্ট জেনরেল সাহেব গত মঙ্গলবারে ডাকযোগে অম্বালায় গমন করিয়াছেন, গবর্ণর জেনরল বাহাদুর তাঁহাকে ডাকিয়াছেন পঞ্জাব রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব করিবেন, এবং শ্রীযুত প্রধান গবর্ণর উত্তর পশ্চিম দেশীয় লেপ্তেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুরের প্রতি অনুমতি করিয়াছেন লেপ্তেনেন্ত গবর্ণর লাহোরীয় রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ চারি জন উপযুক্ত কমিস্যনর মনোনীত করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন, এতদ্ভিন্ন আর২ কর্ম্মকারকদিগের জন্যেও লিখিয়াছেন, অতএব কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আলাহাবাদ যেমন প্রধান রাজধানী চতুষ্টয় হইয়াছে, লাহোরেতে ও এইরূপ এক প্রধান রাজধানী হইবে, ঐ রাজধানীতে আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়া রাজ্যশাসন করিবেন, লাহোরীয় উপযুক্ত রেসিডেণ্ট মেজর লরেন্স সাহেব লাহোর দরবারের প্রাচীন কর্ম্মাধ্যক্ষ রাজা দীননাথের দ্বারা লাহোরাধিকারের উপস্বত্বের এক হিসাব প্রস্তুত করাইয়াছেন, তাহাতে রাজা দীননাথ এইক্ষণে লাহোরের আয় এক কোটি সাড়েসত্তর লক্ষ টাকা লেখেন, কিন্তু কাশ্মীরাদি অনেক উর্ব্বর দেশ বাহির হইয়া গিয়াছে এবং আমারদিগের গবর্ণমেণ্টই দাতা হইয়া বিশ্বাসঘাতি সরদারগণকে রাজা করিয়া লাহোরাধিকারের অনেকাংশ জায়গীর দিয়াছিলেন, ঐ সকল জায়গীর এবং কাশ্মীর করে আসিলে বোধ করি দুই কোটি টাকার অধিক আয় হইবে, তাহা হইলে ব্রিটিস পক্ষীয় কর্ম্মকারকদিগের বেতন, সৈন্যদিগের বেতন, দলিপ সিংহের মোশাহেরা ইত্যাদি সমুদায়ব্যয়ে যদি কোটিটাকাও যায় তথাচ কোটি টাকার অধিক আয় থাকিবে, তবে গবর্ণমেণ্ট এত লাভ কেন ছাড়িবেন, বিশেষত দলিপ সিংহ রাজা রণজিৎসিংহের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত নহেন, উপকান্তার সন্তান, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শীকরাজ্য কেন দিবেন, হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও লেখেন না উপকান্তার সন্তানেরা জন্মদাতার বিষয় পায়, অধিকন্তু গত যুদ্ধে অর্থনাশ, সেনা সেনাপতি নাশ, আর অপমানের শেষ, এত কাণ্ডের পর লাহোর হস্তে আসিয়াছে, ইহাতে লার্ড ডেলহৌসি মহাশয়ের অদৃষ্টের ধন্যবাদ করিতে হয়, আমারদিগের স্মরণ হইতেছে লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেবও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে জনরব হইয়াছিল রাজা রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, যদিও সে কথা মিথ্যা তথাচ বলিতে হইবেক ঐ বিজ্ঞ লার্ড যুদ্ধ সজ্জা না করিয়া রণজিৎ সিংহের সঙ্গে সন্ধি নির্ব্বন্ধ করেন, অনন্তর কাবোলী সমর সময়ে লাহোরাধিকারের মধ্য দিয়া আমারদিগের সৈন্য গমনের প্রয়োজন হইয়াছিল, তৎসাময়িক লার্ড বোধ হয় আকলেণ্ড সাহেব কিম্বা লার্ড এলেনবরা পূর্ব্ব মৈত্রীভাব স্মরণ করাইয়া মহারাজ খড়গ সিংহকে অনুরোধ করেন লাহোরাধিকার দিয়া ব্রিটিস সৈন্যেরা গমন করিবে, ইহাতে মহারাজ রণজিৎ সিংহের বীর পৌত্র নৌনেহাল সিংহ সম্মত হইলেন না, কিন্তু মহারাজ খড়্গ সিংহ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে পিতৃমিত্র ভাবিয়া স্বীয়াধিকার দিয়া ব্রিটিস পক্ষীয় সৈন্যগণকে যাইতে বলিয়াছিলেন, সেই মিত্রাধিকার ব্রিটিসাধিকারে আসিল, এইক্ষণে ঐ বিস্তীর্ণ রাজ্য জিলা বন্দী করিতে হইবেক, প্রত্যেক জিলাতে কালেকটর ম্যাজিস্ত্রেট, জজ, না রাখিলে চলিবেক না, কিন্তু ফোর্ট উলিয়ম কালেজে এত সিবিল উপস্থিত নাই লাহোরের তাবৎ জিলায় নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন, অতএব আমরা ভরসা করি লার্ড ডেলহৌসি সাহেব লার্ড বেণ্টিকের ন্যায় সুখ্যাতি লইবেন অর্থাৎ এতদ্দেশীয় উপযুক্ত লোকেরা অনেকে বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিদর্শন পত্র রাখেন, কর্ম্ম উপস্থিত নাই এই কারণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে কর্ম্ম দিতে পারে না, এইক্ষণে লাহোরে অনেক লোকের প্রয়োজন হইবে, অতএব ডেলহৌসি সাহেব এতদ্দেশীয় উপযুক্ত লোক সকলকে লাহোরে কর্ম্ম দিয়া লাড বেণ্টিঙ্কের এবং লার্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন, লাড হার্ডিঞ্জ সাহেব আইন করিয়া গিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় বিদ্বানলোক দিগকে অগ্রে কর্ম্ম দিবেন, অতএব লাড ডেলহৌসি সাহেব তাঁহার পূর্ব্বাধিকারির প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলে, সর্ব্বত্র যশস্বী ও প্রজাপালক নামে গণ্য হইবেন।

একমোনি কোরণ্ড।

গত শনিবারে ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেব মেসমেরিক চিকিৎসাগারে এক মোন ওজন এক কোরণ্ড কাটিয়াছেন তৎকালে আমারদিগের বান্ধবেরা অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, এবং এক বন্ধু উক্ত ব্যাপারের বিবরণ লিখিয়া আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলাম।

বন্ধু লেখেন,, আমি অনুমান করি মহাশয়ের বান্ধবেরা অনেকে মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের আনুকূল্য করেন, এবং স্মরণ হইতেছে এই চিকিৎসালয় স্থাপনের অনুষ্ঠানে আপনি সর্ব্বাগ্রে চাদা করিয়াছিলেন অতএব ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেবের আশ্চর্য্য চিকিৎসার বিবরণ শ্রবণ করিলে মহাশয় এবং মহাশয়ের বান্ধবেরা পুলকিত হইবেন।

গত শনিবার বেলা দুই প্রহর সময়ে আমি ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেবের চিকিৎসাগারে গমন করিয়াছিলাম, তাহাতে দেখিলাম তথায় অনেক লোক একত্র হইয়াছেন, এবং ডাক্তরখানার মধ্যের হালে এক ব্যক্তিকে এক খাটের উপর চীৎভাবে শয়ন করাইয়া ইস্‌ডেল সাহেব তাহার চক্ষের উপর অঙ্গুলী নাড়িতেছেন এবং মস্তকে মধ্যে২ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, ইহাতেই সে ব্যক্তি নিদ্রিত হইল, তৎপরে সাহেব তাহার পুরুষাঙ্গের অনুসন্ধান করিয়া তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া নিকটস্থ ডাক্তর মর্টন সাহেবকে কহিলেন তুমি টিপিয়া দেখ একোরণ্ডের মাংস কিরূপ শক্ত এবং কত পুরো হইয়াছে, আমি যেসকল ক্ষুদ্র২ অস্ত্র দ্বারা অন্যান্য কোরণ্ড কাটিয়াছি তাহার দ্বারা এ কোরণ্ড কাটিতে বিলম্ব হইবেক, তাহাতে রোগির শরীরের তাবৎ রক্ত বহির্গত হইয়া গেলে রক্ষা পাইবেক না, আমি বিলাতে পত্র লিখিয়াছি তথা হইতে সুধারাস্ত্র না আসিলে এমত শক্ত কোরণ্ডের উপর পুরাতন কোমলাস্ত্র ব্যবহার করিতে পারি না, পরে ডাক্তর মর্টন সাহেব টিপিয়া দেখিয়া তিনিও এই কথা বলিলেন এবং মর্টন সাহেব সন্দিগ্ধ হইলেন কিরূপে এ বৃহৎ কোরণ্ড কাটা যায় কিন্তু ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেব সুধার ছুরী বাহির করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে জালাবিশেষ ঐ কোরণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন, এবং শিরা সকল বন্ধ করিতে দুই মিনিট মাত্র হইয়াছিল, আমি ঘড়ী ধরিয়া দেখিয়াছি পটী বন্ধন পর্য্যন্ত সাত মিনিটের মধ্যে শেষ করিয়া ইস্‌ডেল সাহেব ডাকিতে লাগিলেন, ও বৈরাগী, বৈরাগী, বৈরাগী, উঠ, কিন্তু ইহাতেও বৈরাগির চৈতন্য হইল না, পরে অন্য প্রকার ঔষধ দিয়া তাহার চৈতন্য করিলেন, তখন দেখিলাম "শোভাবাজারীয় রাজবাটীতে ৺ গোপীনাথ বিগ্রহের সম্মুখে সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি মৃদঙ্গ বাজায় ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেব সেই মহিষ পাড়িয়াছেন, তাহার কোরণ্ডের সদৃশ কোরণ্ড কলিকাতা নগরে দেখি নাই, ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেব এক জন বলবান যুব ভৃত্যকে কহিলেন কোরণ্ড উঠাও, কিন্তু সে একাকী উঠাইতে পারিলেক না, তিন জনে ধরাধরী করিয়া অতি কষ্টে কাটা কোরণ্ড অন্যত্র লইয়া গেল, শোভাবাজারীয় রাজবাটীর চাকর বৃন্দাবন বৈরাগিকে অনেকে দেখিয়াছেন, স্বভাবের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখুন, বৃন্দাবন বৈরাগী ঐ কোরণ্ড বহন করিয়া বেড়াইয়াছে কিন্তু তাহা কাটা হইলে তিন জনে অতি কষ্টে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিল, ইহা সত্য বটে বৃন্দাবন বৈরাগির শরীর হইতে অনেক রক্ত নির্গত হইয়াছিল, এবং রোগী একবার জাগ্রদবস্থ হইয়া সাহেবকে কহিল শীঘ্র তাহার কোরণ্ড কাটিয়া ফেলেন, তাহাতে সাহেব কহিলেন কাটা হইয়া গিয়াছে, এইকথা শুনিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া পুনর্ব্বার অচৈতন্য হইল, তখন আমি বোধ করিলাম প্রাচীনাবস্থ বৃন্দাবন বৈরাগী রক্ষা পাইবেক না কিন্তু ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেব আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা তাহাকে জাগাইয়া পুনর্ব্বার সবল করিলেন, তাহাতে বোধ করিলাম বৃন্দাবন বৈরাগির পুনর্জ্জন্ম হইল, অতএব অস্ত্র চিকিৎসাকার্য্যে মেস্‌মেরিক বিদ্যা যেমন উপকারিণী অন্যকোন ঔষধএরূপ নহে কিন্তু আশ্চর্য্য জ্ঞান করি মেডিকেল কালেজাদি অন্যান্য চিকিৎসালয়ে মেস্‌মেরিজম কেন ব্যবহার হয় না, অনেক ঔষধ আছে তাহার দ্বারা মনুষ্যকে অচৈতন্য করা যায়, কিন্তু তাহাতে মৃত্যুও হয়, বিস্তর দিন হয় নাই ডাক্তর ওসাগনসি সাহেব এক বালিকার চক্ষের ছানী উঠাইবার জন্য ঔষধ দ্বারা তাহাকে অচৈতন্যা করিয়াছিলেন তাহাতেই বালিকার প্রাণবিয়োগ হয়, অতএব ঔষধ দ্বারা রোগিকে অচেতন করিলে প্রাণবিয়োগাশঙ্কা থাকে, মেস্‌মেরিজমে প্রাণবিয়োগ হয় না, অথচ অনায়াসে রোগের চিকিৎসা করা যায় অতএব উচিত হয় সকল চিকিৎসালয়ে মেস্‌মেরিজম ব্যবহার হয়।

ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেব গত শুক্রবারে বৃন্দাবন বৈরাগিকে মেস্‌মেরিক বিদ্যাবলে একবার অচৈতন্য করিয়া তাহার শরীরের একস্থানে অগ্নি লাগাইয়া দিয়াছিলেন তাহাতেও বৃন্দাবনের চৈতন্য হয় নাই, এই প্রকারে পূর্ব্বদিবস পরীক্ষা করিয়া পরদিবস চিকিৎসা করিলেন।

ইহা সত্য বটে আমারদিগের বিলাতীয় কর্ত্তারা আপনারদিগের লাভের প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কখন২ ন্যায়োক্ত বিষয়েতেও মনোযোগীহন ইহাই রক্ষার বিষয়, সাধারণের সুগোচর আছে কিয়ৎকাল গত হইল লিডিনহাল স্ত্রিটবাসি প্রভুদিগের আদেশক্রমে এতদ্রাজ্যস্থ গবর্ণমেণ্ট এক নিয়মাবধারণ করেন ঠিকাকেরাণিদিগকে পেন্‌সিয়ন দিবেন না, ইহাতেই ঠিকাকেরাণিরা খেদিত হইয়া বিলাতীয় মহাশয়গণের নিকট আপনারদিগের দুঃখেরবিষয় নিবেদন করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন গবর্ণমেণ্টের অন্যান্যভৃত্যেরন্যায় তাঁহারাও অকর্ম্মণ্যাবস্থায় পেন্‌সিয়ন পাইতে পারেন ইহাতে প্রধান রাজপুরুষেরা প্রার্থকদিগের আবেদন অগ্রাহ্য করেন নাই বরং এতদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে অনুজ্ঞা লেখেন তাহাতে বোধ হইতেছে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় প্রভুদিগের অভিমত না বুঝিয়া কথিত বিধি প্রচার করিয়াছেন, অতএব সে নিয়ম পরিবর্ত্তন হইল, এইক্ষণে ঠিকাকেরাণিরা পেন্‌সিয়ন পাইবেন ইহা পরমাহ্লাদের বিষয়, সেক্‌সন লেখকদিগের পত্রোত্তরে কোর্ট আফ ডাইরেকটর্স মহাশয়েরা আমারদিগের গবর্ণমেণ্টকে যে অনুজ্ঞা লিপী লিখিয়াছেন পাঠকবর্গের সুশ্রুষণীয় বোধে আমরা তদর্থ নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

" প্রথমতঃ তোমারদিগের পত্র সম্বলিত আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইলাম তৎপাঠে অবগতি হইল উক্ত সেকসনলেখক আবেদকেরা তোমারদিগের গতমাচ মাসের১৮তারিখের বিধিদর্শনে এমত সশঙ্ক হইয়াছেযে তাঁহারা ইহার পর কর্ম্মকরণাক্ষমাবস্থায় পেন্‌সিয়ন অর্থাৎ অর্থ সাহায্য পাইবেন না।

দ্বিতীয়, তোমারদিগের ঐ বিধানানুসারে সেকসন লেখকেরা কেহই কর্ম্ম পরিত্যাগান্তে পেন্‌সিয়ন পাইবেন না। কিন্তু আমরা ১৮৪৭ সালের ২১ এপ্রেল তারিখে ৯ নং ডিস্পেচের ১১ অবধি ১৩ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি তাহাতে যেসকল সেকসন লেখক কখন২ নিযুক্ত হয়েন ১৮৪৫ সালের১৯অক্টোবর তারিখের

নিয়মক্রাম তোমরা তাঁহারদিগকেপেনসিয়ন দি
তে এক প্রকার স্থির করিয়াছিলে তাঁহারদিগের
প্রতিই আমরা বিশেষরূপে লক্ষ করিয়াছি অত
এব ইহাই আমরা অগ্রাহ্য করি, মান্দ্রাজ রাজ্য
র নিয়ম যাহা তথাকার সিবিল আডিটরের১৮
৪৫ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে ব্যক্ত আ
ছে তাহাতে অবগতি হয় তথায় যে সকল সেক
সন লেখকেরা কখন২ নিযুক্ত হয়েন তাঁহারা
পেনসিয়ন পাইতে পারেন না,আমারদিগের অ
ভিপ্রায় বাঙ্গাল এবং আগ্রা রাজ্যেও সেই নিষে
ধবোধকবিধি প্রচলিত হয়,যেকোনবিষয়ে আম
রা পূর্ব্বে বিশেষাদেশ না করি তত্তাবৎস্থলে “অ
চিহ্নিত ভৃত্যদিগের পেনসিয়ন নিয়ম সর্ব্বদা
নিযুক্ত লেখকেরদের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে অর্শি
বেক যেহেতু ইহাঁরদিগকেও কর্ম্ম স্থানীয় অন্য
নিযুক্ত আমলাদিগের প্রায় একাংশ জ্ঞান ক
রিতে হয়।

তৃতীয়,বাঙ্গাল এবংমান্দ্রাজ রাজ্যে সেকসন
লেখকেরদের পক্ষে পেনসিয়ন লাভের প্রত্যা
শা পূর্ব্বাপর জন্মিয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে দেখাযাই
তেছে বোম্বাই রাজ্যে এপ্রথা প্রচলিত হয় নাই
অতএব তদ্রাজ্যে এ নিয়ম সংস্থাপন করণের প্র
য়োজন করে না ,, ।

চীনরাজ্য।

ওবরলেণ্ড ফ্রেণ্ড আফ চাইনা পাঠে জানা
গেল ১৭ফেব্রুআরি তারিখে কেণ্টন নগরীয় চীনী
য় বর্ত্তমান কমিস্যনর সিউমহাশয় হেষ্টিংসনাম
ক জাহাজে আগত হইয়া ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধি
র সহিত সন্দর্শন পূর্ব্বক অনেক কথোপকথন ক
রেন কিন্তু ১ এপ্রেল তারিখে কাণ্টন নগরে বিদে
শীয় লোকেরা প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন কি না
ইহার কি মীমাংসা হইয়াছে তাহা এপর্য্যন্ত ব্যক্ত
হয় নাই, কারণ এই যে পূর্ব্বোক্ত রাজপুরুষদ্বয়
যৎকালে এতদ্বিষয়ের কথোপকথন করেন তৎ
কালে ডাক্তর গাটজলেফ এবং মাষ্টর মিডওএ
জ সাহেব ভিন্ন অন্যকেহ তথায় উপস্থিত ছিলে
ন না, অবগতি হইল ইহার তিন দিবস পূর্ব্বে সি
উ মহাশয় প্লাই মৌথ জাহাজোপরি আমেরি
কা রাজ্যের কমিস্যনর সাহেবের সহিত এতদ
র্থে সাক্ষাদালাপ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সমাচার পত্রে জনশ্রুতি বলিয়া ই
হাও লিখিত হইয়াছে কেণ্টন নগরবাসি লোকে
রা বিদেশীয়লোককে তথায় প্রবেশকরিতে দি
তে নিতান্ত অনিচ্ছুকহইয়াছেন বরংতাঁহারদিগে
র কমিস্যনর ভয় দেখাইয়াছিলেন ভিন্ন দেশীয়
লোকেরদিগকে উক্তনগরে প্রবেশকরিতেনা দি
লে ইংরাজদিগের সহিত পুনঃ সংগ্রাম উপস্থিত
হইবে কিন্তু তাহাতে প্রজাবর্গ উত্তর দিলেন তাঁ
হারাই অগ্রসর হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করণে প্রস্তুতআছেন,অতএব তত্রস্থরাজপুরুষেরা
বিবাদনিবারণ করণোদ্যোগ করিলেও তন্নিবারণ
হয়কি না এইক্ষণে তাহা নিশ্চয়বলা কঠিনএবং
এতদ্রূপ ঘটনা হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে চীন
রাজ্যের সহিত বিরোধ না করিয়া কেণ্টন প্রদে
শীয় প্রজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে হইবে
ক, এস্থলে ব্যক্ত হইয়াছে ১৬৫০ সালে টারটার
জাতীয়েরা যখন তন্নগরাধিকার, করেন তখন
কেণ্টনস্থ প্রায় ৭০০০০০ প্রজা প্রাণ দেন তথাপি
সহজে পরাধীনতা স্বীকার করেন নাই অতএব
তথায় ব্রিটিসপরাক্রমে দ্বিতীয়বার বহুলপ্রাণি
হানিহইবেক এমতশঙ্কোপস্থিতহইতেছেতজ্জন্য
আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বরএমত দুর্ঘটনা সং
ঘটন হইতে না দেন,এবং ইহাতেএইসাহস আছে
চীনীয় রাজপুরুষেরা বিবাদমীমাংসাপক্ষেই যত্ন
করিতেছেন, বরং ইহাও প্রকাশ হইয়াছে কেণ্ট
ননগরীয় পূর্ব্ব কমিস্যনর কেইংমহাশয় তদ্রাজ্য
পাল কর্ত্তৃক এতদুপদ্রব শান্তি করণার্থ কেণ্টনে
প্রেরিত হইয়াছেন,অনুমান হয় তিনি ব্রিটিসরা
জপুরুষগণকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিবেন, পূ
র্ব্বোক্ত পত্রে লেখে যদি একান্ত পক্ষে মীমাংসা
না হইয়া যুদ্ধ করাই ধার্য্য হয় তথাপি আগামি
শীতকালের পূর্ব্বে সংগ্রাম ঘটনা সম্ভব নহে।

২৭ নবেম্বর তারিখে জলপথে মিডওএজ সা
হেবের প্রতি যে কতিপয় দস্যু আক্রমণ করে চী
নীয় রাজবিচারে তাহারদিগের দোষ সপ্রমাণ
হইবায় ১৩ জানুআরি তারিখে তদ্দলের প্রধা
নাপরাধি ৮ জনের মস্তক চ্ছেদন হইয়াছে, অপ
র ৫জনকে দেশান্তরিত হইবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

হুগলি হইতে আগত পত্রের শেষাংশ।

আমি বোধ করি এদেশ একেবারে অর্থশূন্য
হইয়াছে, গত লাটবন্দির পূর্ব্বে অনেকে সোণা
রূপা জহরাৎ ইত্যাদি লইয়া হুগলির খাজাঞ্চির
নিকট আসিয়া বিস্তর উপাসনা করিয়া কহিলে
ন খাজাঞ্চী এ সকল দ্রব্যাদি রাখিয়া রাজস্বের
টাকা জমা করিয়া লন, তাহা করিলে খাজাঞ্চী
অনেক লভ্য করিতে পারিতেন কিন্তু বোধ হয়
করেন নাই, টাকার সঙ্গে২ বিশ্বাস পদার্থও এ
দেশ হইতে গিয়াছে, এইক্ষণে কেহ কাহাকে
বিশ্বাস করেন না অধিকন্তু কেবল প্রতারণাপ্রবা
হ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতেই অনুভূত হয় কলি
মহারাজ ক্রমে২ প্রবল প্রতাপ প্রকাশ করিতে
আরম্ভ করিলেন।

বাসন্তী পূজা।

কলিকাতা নগরে প্রতি বৎসর অনেক স্থলে
বাসন্তী পূজা হইয়া থাকে এবৎসরও সেইরূপ হ
ইয়াছে, এবং পূজকেরা নির্ব্বিঘ্নে তাহা সম্পন্ন
করিয়াছেন, আমরা অন্যান্য স্থলের বিষয় বি
শেষানুসন্ধান করি নাই, কিন্তু শুনিলাম শ্রীযুত
রায়রাজা সীতানাথ বসু বাহাদুরের বাটীতে এবং
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের ভবনে বাস
ন্তী পূজায় সমারোহ হইয়াছিল, তাহাতে রাজা
বাহাদুর এবং গুহ বাবু সপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

সাংগ্রামিক সমাচার।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক লিখিতেছি জেনর
ল গিলবর্ট সাহেব অতিবেগে গমন পূর্ব্বক ১৭
তারিখে বেলা ১১॥ ঘণ্টা কালে অটক দুর্গ অধি
কার করিয়াছেন তৎকালে তাঁহার অশ্বারো
হী সৈন্যচয় সমভিব্যাহারী ছিল এইক্ষণে পেসো
য়র প্রদেশ হইতে দোস্ত মহম্মদ খাঁকেও তদধীন
সৈন্যগণকে তাড়াইলেই পঞ্জাবীয় সমরানল নি
র্ব্বাণ হয়,ভরসা করি ইহাও অচিরে সম্পন্ন হইবে
ক, মফস্বল লাইট পত্রে লেখে গিলবর্টের অধীন
গোলন্দাজ পদাতিকেরা অটকজয়ের দুই তিন ঘণ্টা
পরে তথায় উপস্থিত হয়, রোয়ালপিণ্ডী হইতে
জেনরল সাহেবের এত শীঘ্র গমন করিবার তাৎ
পার্য্য এই যে নৌকাময় সেতু রক্ষা করিতে পা
রেন, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে, শেষ দিনে ৪৫ মাই
ল যাইয়া অটকে উপস্থিত হইয়া ১৫ খানা বৃহ
ন্নৌকা প্রাপ্ত হন, বিপক্ষীয় ৬ সহস্র বা ততো
ধিক দোরাণী যোদ্ধারা নদীর পরপারে সমর সা
জে প্রথম দণ্ডায়মান ছিল কিন্তু আমারদিগের
তোপাদি নীত হইলে তাহারা পলায়ন করে, ক
থিত হয় দোস্ত মহম্মদ তথায় স্বয়ং উপস্থিত
ছিলেন, উক্ত দুর্গ মধ্যে কেবল দুই টা তোপলাভ
হইয়াছে অবশিষ্ট তোপাদি শত্রুরা লইয়া
গিয়াছে এইক্ষণে আফগানীয়েরা পেসোয়র পরি
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবেন সন্দেহ নাই, তাঁ
হারা বুঝিয়াছেন আমরা সত্বরতায় এবং পরিশ্র
মেকাতর নহি,, পূর্ব্বোক্ত পত্রে এতদ্বিষয়ে অন্য
এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তদর্থ এই

অটক মার্চ ১৮। ১৮৪৯ সাল।

“তাড়াতাড়ী কয়েক ছত্র লিখিতেছি গত ক
ল্য জেনরল গিলবর্ট সাহেব ১১॥০ ঘণ্টা মসরে
বাঙ্গাল সৈন্যগণ সহ আখোরা স্থান হইতে আ
গমন করেন অর্থাৎ ৩১ ঘণ্টাতে ৪৬ মাইল পথ

য়াছেন এবং এই পথ অতি দুর্গম, বিশেষ
ধ্যে দুই তিনটা বেগবতী নদী পার হইতে
ছিল অটক হইতে ৬ মাইল দূরে থাকিয়া
ন্যসাহেবশুনিতে পান বিপক্ষেরা অটক দু
র্গত্যাগ করিয়াছে এবং গমনকালে ৩ টা
প লইয়া যায় কিন্তু তাহারা নৌকাময় সেতু
করণে, উদ্যোগ করিতেছে, এতদ্বার্ত্তা প্রা
মাত্র জেনরল সাহেব নিকলসন ও লমস্‌ডেন
হেবের ৩০ অশ্বারোহী এবং আপনার যাবদী
টাফ যোদ্ধা লইয়া মেকসন সাহেবের সমভি
চারে অতি বেগে যাত্রা করেন এবং অটক
র দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শিখরোপরি উপস্থিত না
য়া একপল কালও গমন বিরাম করেন নাই,
র্ব্বোক্ত পর্ব্বত হইতে কথিত সেতু দৃষ্টিগোচ
য় অতএব আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দে
তেপাইলাম শত্রু পক্ষীয় ন্যূনাধিক একশত সৈ
সেতুভঙ্গ করিতেছে কিন্তু তাহারা আমারদিগ
দেখিবামাত্র হতাশাহইয়া হুতাশগণিয়া নৌকা
ল বন্ধনীয় দড়ী কাটিয়া দিয়া পলায়ন করি
ইহাতেই অনেক নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়,
র অশ্বারোহী ও পদাতিক আফগানসৈন্য৭।৮
ছিল,আমারদিগকে দেখিয়া তাহারা সভয়ে
ত্রস্ত গমন করে, কথিত নৌকা সেতুর ১৪।১৫
না বৃহন্নৌকা আমরা হস্তগত করিয়াছি এবং
ল্য মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত নূতন সেতু নির্ম্মাণ
রা যাইবেক, আমরা অতি শীঘ্র পরপারে উপ
ত হইব।

অদ্য প্রভাতে এক ব্রিগেড যোদ্ধা গুদারা
নৌকাযোগে পার হইয়া হায়দ্রাবাদের ক্ষুদ্র দুর্গা
কার করিয়াছে, দুই এক দিবসের মধ্যে আম
সকলে সিন্ধু নদ পার হইতে পারিব, জেনর
সাহেব দোস্ত মহম্মদকে ও তৎপুত্রকে নিশ্বাস
ত্যাগ করিবার অবকাশ দিবেন না,এবংকাবাস্থা
য় যবনেরা যদি কাবোলীয়েরদের গমনপথরুদ্ধ
রেন তবে আমরা তাঁহাকে জালে আবদ্ধ করি
ত পারিব, বৃদ্ধ সেনাপতি কল্য প্রভাতে যৎকা
লীন তাঁহার জবরদস্ত নামক অশ্বারোহণে নৌ
কাময় সেতু রক্ষার্থ গমন করেন তখনএমত বো
হইল তিনি ঘোড়দৌড় জয় করিতেছেন, আম
তাঁহার ঐ সময়ের শোভার ন্যায় শোভা কি
মার দেখিব।

আমরা অসম্ভব দীর্ঘ পথ আগমন করিয়াছি,
কিন্তু পরমেশ্বর প্রসাদাৎ কোন ব্যাঘাত হয় না
, গিলবর্ট যথায় গমন করেন তথায় আপদ
আসিতে পারে না, এবং সকলেই তাঁহার পশ্চা
বর্ত্তি হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, কথিত নৌকা লা
ভে একপক্ষ বা তিন সপ্তাহ বিলম্ব করণের অপে
ক্ষা হইতে রক্ষা পাইয়াছি, এতদ্ভিন্ন নূতন সেতু
নির্ম্মাণে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হইত তাহাও হই
বেক না, ডাক যাইবার সময় উপস্থিত অতএব
পত্র সমাপন করিলাম।

পুনশ্চ পাঠ। আমারদিগের দুই কোম্পানি
সৈন্য অটক দুর্গ রক্ষা করিতেছে, আমি লিখি
তে বিস্মৃতিহইয়াছি গত দিন আমরা যখন শিখ
রোপরি উপস্থিত হই তখন দোস্ত তিনবার গো
লাক্ষেপ করেন কিন্তু তাহাতে কোন হানি হয়
নাই, বোম্বাই সৈন্য সকল কল্য আমারদিগের স
হিত সমবেত হইবেন, গত রাত্রে জেনরল কেম্প
বেল সাহেব এখানে উপনীত হইয়াছেন ,, ।

বিদিত হইল ১৫ তারিখে বিবি লরেন্স আ
নরকলী স্থানে আগতা হয়েন, তাঁহার সম্মানার্থ
শীক দরবার নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যও ক
তক অর্থ প্রেরণকরেন কিন্তশ্রীমতী আহারীয়বস্তু
সকল গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ পুনঃপ্রেরণ করিয়াছেন।

উজিরাবাদীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ তত্রস্থ মহাজনগণ
কে আহ্বান পূর্ব্বক বলেন তাঁহারদিগের নিকট
মূলরাজের ভ্রাতার কত অর্থ আছে তাহা
র তালিকা প্রদান করেন, ইহাতে মহাজ
নেরা কহিয়াছেন ২৬০০০ মুদ্রা মাত্র তাঁহারদি
গের নিকট গচ্ছিত আছে।

বিদ্রোহী খাক্কপাল সিংহ, বাবা বিকরাম
সিংহ, এবং মহারাজ সিংহ যাঁহারা সেরসিংহে
র সম্প্রদা হইতে পলায়ন পর হইয়াছেন তাঁহার
দিগকে ধৃত করণার্থ সর্ব্বত্র ঘোষণা করাগিয়াছে।

উজিরাবাদে ব্রিটিস সৈন্যেরদের অবস্থান
করণোপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করণ ধার্য্য হইবা
তে লাহোরীয় রেসিডেণ্ট সাহেব মহারাজ গো
লাপ সিংহকে কহিয়াছেন তিনি প্রয়োজনীয়
কাষ্ঠ প্রদান করেন।

লাহোর নগরে ঘোষণা করা গিয়াছে প্রজা
রা সকলে ত্বরায় তাহারদিগের অস্ত্রশস্ত্র প্রদান
করুক, ইহার পর যদি কাহার নিকট হইতে
কোন অস্ত্র বাহির হয় তবে তাহার বিশেষ দ
ণ্ড হইবে।

মেজর এডওয়ার্ড সাহেব ভাওলপুরের নবাব
সাহেবকে লিখিয়াছেন তিনি কতক নৌকা সং
গ্রহ করিয়া রাখেন, বোম্বাই রাজ্যস্থ সৈন্যেরা
ঐ সকল নৌকায় প্রত্যাগমন করিবেক।

জান লরেন্স সাহেব ফিরোজপুর হইতে আ
নরকলীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

আমারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর লা
হোরে গমন করিলে তাঁহাকে কি২ উপাদেয় বস্তু
উপঢৌকন প্রদান করা যাইবেক শীক দরবার
তাহা বাছনী করিতেছেন।

২৪ তারিখে দিল্লী গেজেট পত্রপাঠে অবগত
হইল নাগপারের রাজ্যাভিলাষী আপা রাজা না
মে পরিচয় প্রদানকারী যোগীবর স্বদলবলসহ প
রাজিত হইয়া অবশেষে অরণ্যাশ্রয় করিয়াছেন,
এবং তদধীন যোদ্ধাগণ ছিন্নভিন্ন রূপে পলায়ন
পর হইয়াছে, আপা সাহেব কোথায় সংগোপ
নে আছেন তাহার অনুসন্ধান হয় নাই, অন্য ইং
রাজি পত্রে লেখে তিনি নিম্ব বৃক্ষের রস পানে
জীবন ধারণ করিতে পারেন অতএব তাঁহার
লোকালয়ে আসিবার আবশ্যকতা নাই নিবিড়
বনে অনায়াসে থাকিতে পারিবেন, ইতিপূর্ব্বে
যে সকল সৈন্যদল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হই
য়াছিল তাহারা প্রত্যাগমনাদিষ্ট হইয়াছে।

গত শুক্রবার বিকালে পবলিক লাইব্রেরি
অর্থাৎ সাধারণ পুস্তকালয়ে যে সাম্বৎসরিক
বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে প্রধান লোক দ্বাদশ
জন মাত্র সমাগত হয়েন; পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে
মান্যবর বেথুন সাহেব সভাপতি পদস্থ হইলে
কর্ম্মারম্ভ হইয়া ২॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সভা থাকে, গ
ত বৎসর যে২ মহাশয়েরা এতৎ পুস্তকালয়ের
কিউরেটর তত্ত্বাবধারক পদাভিষিক্ত হইয়াছিলে
ন আগামি বর্ষ জন্য তাঁহারাই পুনর্নিযুক্ত হইলে
ন, এই সভাতে অনেক নূতন সুনিয়ম নিবদ্ধ হ
ইয়াছে স্থানাভাবে অদ্য তাহা গ্রহণ করিতে
পারিলাম না।

দক্ষিণ হায়দ্রাবাদের পত্রে জানাযায় তত্রস্থ
পদচ্যুত রাজসচিব, মাষ্টর ডিগটন সাহেবের নি
কট অনেকার্থ ঋণ করিয়া রাজ্যের ব্যয় সম্প
ন্ন করেন, কিন্তু তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন এজন্য
উক্ত উত্তমর্ণ অনেক প্রাপ্যধন অর্থাৎ ৬০০০০ টা
কা পান নাই, অতএব রেসিডেণ্ট সাহেব নেজা
মের অনুমত্যনুসারে ঐ সাহেবকে পদচ্যুত মন্ত্রি
র নিকট হিসাব করিতে আদেশ করিয়াছেন কি
ন্তু আমরা অনুমান করি নবীন মন্ত্রির সহায়তা
ভিন্ন ইহা পরিষ্কার হইতে পারিবেক না।

সিঁদ।

কলিকাতার পূর্ব্বাংশ রাজার বাগান নাম্নে
প্রসিদ্ধ বাগানে গত বৃহস্পতিবার রাত্রি দুই প্রহ
র কালে বলরাম ঘোষের গৃহে এক সিঁদ দিয়া চো
রেরা গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে, শ্রবণ করিলা
ম তৎসময়ে ঐ বাটীর নিকটে চৌকীদার হাঁক
ছাড়িতেছিল, ইহাও আশ্চর্য্য কৌতুক বটে, চৌকী
দার নিকট হাঁক ছাড়ে তাহার সম্মুখে সিঁদ হয়
সে দেখে না, তবে চৌকীদার রাখাতেই বা প্র
য়োজন কি, চোরেরা কি চৌকীদারদিগকে হা

ত করিয়া লইয়াছে, আমরা শুনিতে পাই উক্ত বাগানে প্রায় সর্ব্বদাই সিঁদ হয়, এবং বোধ করি ইহার সমাচার ডেপুটি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট পর্য্যন্ত যায় না অতএব আমরা জানাইতেছি উক্ত সাহেব তাঁহার অধীন চৌকীদারগণকে সাবধান করিবেন, মেং ফেরল সাহেব যখন কলিকাতার উত্তরভাগে ছিলেন তখন সিঁদ চুরীর বিষয়ে আমরা যখন যাহা বলিয়াছি তিনি তখনি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে লক্ষ্মীছাড়া অনেক চৌকীদারের কর্ম্ম যায় এবং অপরেরা সতর্ক হয়, অতএব ভরসা করি বর্ত্তমান ডেপুটি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও এবিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাধিকারির নিয়ম সুনিয়ম বলিবেন।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ এপ্রেল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বাগুায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফ পুরের শামিল নিজ মুনসেফ পুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা, মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈসা, যাহা কুরলগাছি নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত, মৌজা দশমেশে, মৌজা বরোবড়িয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা গাড়রা মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবস, বিনাম পুকামারি, মৌজা কৌকমারি, মৌজা তারিণী নগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বেনামছোট আন্দলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবক্সা মৌজা গোম্বরা, মৌজা রাজিবপুর, মৌজা সন্তোষপুর বেনাম জপুর, মৌজা বাগয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুটিমারি, মৌজা অন্নদাপুর, বিনাম ধরমপুর মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গোরাতোর গোপীনাথপুর মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতামারি, মৌজা হরনগর মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা সাহেব নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ওখড়া পরগনার শ্রীনগর চাকলার অন্তপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ৬/ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক রাস্তা। দক্ষিণদিগে এবং পূর্ব্বদিগে পাল চৌধুরীর দিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২/ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। উত্তর দিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও খোলা হরি ধোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত এক তালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪/০ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে [নী]লকমল পাল চৌধুরীর ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তর [দি]গে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। [এ]বং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শা[মিল] ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি [যা]হা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি [অনু]মান ৮/০ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক [বা] বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তা[হার] উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধু[রী]র যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা [উ]পরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে [বি]ক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ [বি]শেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তর দিগে প... চৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে দেওয়ান রামচ... বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস বাটী। এবং পূর্ব্ব দি[গে] উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও [তন্]মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূ[মি] তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত [প্রা]চীরের দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ১০/ দশ [বি]ঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তা[হা]তে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বো[ক্ত] আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও [অ]ধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখি[ত] কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবে[ক]। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব[দি]গে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিমদিগে উক্ত [উ]মেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী। উত্তরদি[গে] পালচৌধুরীর ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষি[ণ] দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সক[ল] বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৪ মার্চ ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতা[র] শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশ[ঙ্ক]র ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শু[ক্র]বাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ প্রমুদিতে ...।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্ন শুকবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥

৫৯১ সংখ্যা ১০ বালম, ইং ১৮৪৯ সাল ৬ এপ্রেল। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২৫ চৈত্র শুক্রবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্বশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে, তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতিশুক্রবাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানত করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৩৮৮ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ২১ মার্চ।

দিনাজপুরের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি ই ডবলিউ কূপর সাহেব সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৬ মার্চ।

শ্রীযুত ডাক্তর জে এসডেল সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত নাবিকেরদের চিকিৎসকতা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

নীচের লিখিত কার্য্যকারক সাহেবেরা বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্টে দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরণর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞাধীনে অর্পিত হইয়াছেন।

সিবিল সম্পকীয় সিরিস্তার শ্রীযুত আলঞ্জমনি সাহেব।

সিবিল সম্পকীয় সিরিস্তার শ্রীযুত জি ই ডবলিউ কূপর সাহেব।

শ্রীযুত কাপ্তান ডবলিউ সি বর্চ সাহেব।

শ্রীযুত কাপ্তান জে লাঙ্গ সাহেব।

শ্রীযুত কাপ্তান এফ ই বয়ল সাহেব।

বিজ্ঞাপন।

২৪ মার্চ।

রঙ্গপুরের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত এ জি মাকডনালড সাহেব ১৭ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত ডবলিউ টি টুটর সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

দিনাজপুরের কালেকটর শ্রীযুত সি ষ্টিয়র সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখে আপন খাজানাখানার ভার শ্রীযুত জি কূপর সাহেবের স্থানে পুনগ্রহণ করেন।

২৭ মার্চ।

শ্রীযুত ডবলিউ বি বকল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে ছিলটের মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত সি এফ মণ্টেসর সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত জি ডি উইলকিন্স সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখে ময়মুনসিংহের কালেকটরী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এ এস মেলবিল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

৩০ মার্চ।

কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজ শ্রীযুত আর এচ রাটরি সাহেব বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখে ঐ আদালতে স্বীয় কর্ম্মে উপবিষ্ট হন।

সম্বাদ ভাস্কর

শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী চৌধুরাণী।

ময়মনসিংহের অন্তঃপাতি আলাপসিংহ নিবাসি মান্যবর জমীদার কাশীকান্ত আচার্য্য চৌধরী মহাশয় রোগ শান্ত্যর্থ কলিকাতা নগরে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা ফাল্গুন মাসের দশম দিবসীয় ভাস্করে ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছি এবং চিন্তিত ছিলাম উক্ত বন্ধু জমীদার মহাশয়ের ঐশ্বর্য্য এবং জমীদারী রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবেন, এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম কাশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরি মহাশয়ের সম্পত্তি রক্ষার ভাবনা নাই, সবোধ বন্ধু কাশীকান্ত বাবু সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য অন্তঃপুরে লক্ষ্মী রাখিয়া গিয়াছেন, এই লক্ষ্মী কেবল নামে লক্ষ্মী নহেন, কার্য্যেতেও মহালক্ষ্মী. কাশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরি মহাশয় আপন স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে লক্ষ্মীবিশেষ জানিয়া জীবদ্দশায় লক্ষ্মীদেবীর নামে অনেক জমীদারী করিয়াছিলেন, লক্ষ্মী দেবী গৌড়ীয় ভাষায় সুপণ্ডিত, কাশীকান্ত আচার্য্য এই লক্ষ্মীর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার্থ ভাস্কর পত্রের গ্রাহক হইয়াছিলেন, আমরা এমত অভিমান করিতে পারি না ভাস্কর পাঠাতেই লক্ষ্মী দেবীর বিদ্যাভ্যাস হইয়াছে, কিন্তু আহ্লাদ প্রকাশ করি শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী জমীদারী বিষয় লিখন পঠনা দিতেও সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, লক্ষ্মী দেবীর বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসরের অধিক নহে, ইহাতেই জমীদারী খাতা পত্র, পাট্টা, কবুলাতি, আদালৎ ফৌজদারি কালেকটরি আইন, কনেকষ্টকসন তাবৎ শিক্ষা করিয়াছেন, শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীর তিন কন্যা, দুই কন্যার বিবাহ হইয়াছে, এক কন্যা অবিবাহিতা, বাবু কাশীকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মী দেবী অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়াছিলেন তথাচ ডাকযোগে অতি শীঘ্র গঙ্গাতীরে যাইয়া পতির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, সে শ্রাদ্ধ যদিও লক্ষ্মী দেবীর পক্ষে তিলকাঞ্চন তথাচ তাহাতে অন্যান্য ধনিগণের দানসাগরের ব্যয় হইয়াছে, আগামিতে কাশীকান্ত বাবুর ভারি শ্রাদ্ধ হইবে, কাশীকান্ত বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিয়া উইল পত্রদ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে তাবৎ বিষয়ের কর্ত্রী করিয়া গিয়াছেন, এতদ্দেশীয় লোকেরা বিমলা দেবীর দানের ব্যাপার শুনিয়াছেন, ইহার পরে শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীর দান দর্শনে চমৎকৃত হইবেন, পরমেশ্বর লক্ষ্মী দেবীকে দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকার বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি গুণে বিভূষিতা করিয়াছেন অতএব আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম আর কাশীকান্ত বাবুর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভাবিতে হইবেক না।

সদর আদালত।

পূর্ব্বোক্ত প্রধান আদালতের বিচারপতি মহাশয়েরা তত্রস্থ রেজিষ্টর সাহেবকে ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা, তদাদালতের জাবেদা ওথাস আপীল এবং বিলাত আপীলীয় মোকদ্দমার কাগজ পত্র শৃঙ্খল করণ বিষয়ক আদেশ ও রুবকারী করণার্থ তদ্বিচারালয়ের ১৮৪১ সালের ১৭ আক্ট এবং কৌন্সেলের এক আদেশের মর্ম্মানুসারে সম্প্রতি ভারার্পণ করেন তাহাতে বর্ত্তমান রেজিষ্টর সাহেব গত শনিবারে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবর্ত্ত হইলে তত্রস্থ প্রধান উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মুন্সী গোলাম সফদার, মাষ্টর ওয়ালর সাহেব প্রভৃতি মহাশয়েরা স্বীয়২ এবং তদ্বিচারাগারের যাবদীয় উকীলের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীযুত রেজিষ্টর সাহেব সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন তিনি গবর্ণমেণ্টের স্পষ্টাদেশ দ্বারা উক্ত কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করণের ভার প্রাপ্ত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিলে উত্তম হয় নচেৎ ইহার পরে তাঁহার কোন অনুমতির বিরুদ্ধে বিলাত আপীল করণের আবশ্যকতা হইলে তাহা কিরূপে বিধি বোধিত হইবেক, সুধীবর রেজিষ্টর সাহেব উকীলদিগের এতন্ন্যায়াপত্তি আবেদন শ্রবণে তদ্দিনে উক্ত কার্য্যে হস্তার্পণ না করিয়া বিচক্ষণবিচারপতি মহাশয়গণকে ইহা জানাইলেন এবং মহামতি বিচারপতিরাও কথিত আপত্তির ন্যায়ান্যায় নিরাকরণার্থ গত বুধবারে ইংরাজী মিসিল করিয়াছিলেন তাহাতে আদালতের বর্ত্তমান বিচারক চতুষ্টয়ই উপস্থিত থাকিয়া অনেকক্ষণ বিচারান্তে শেষ বেলায় নির্দ্ধারিত করিলেন তাঁহারা রেজিষ্টর সাহেবকে যে ক্ষমতা বিশিষ্ট করিয়াছেন তাহা বিধেয় হইয়াছে অতএব তিনি তদনুরূপ কর্ম্ম করিবেন, ইহাতেই বলিতে হইল উকীলদিগের আপত্তি বিফল হইয়াছে, যাহাহউক, আমরা তজ্জন্য কোন কথার উল্লেখ করিতে চাহি না কিন্তু শঙ্কা হইতেছে যদি ডিক্রী জারী বিষয়ক বা অন্য কোন কারণে উক্ত সাহেবের অনুমতির বিরুদ্ধে বিলাত আপীল করিতে হয় এবং তাহা গ্রহণীয় না হয় তবে অর্থি প্রত্যর্থিগণের অকারণ হানি হইবেক অতএব অনুভব হইতেছে মহানুভব বিচারকরা গবর্ণমেণ্ট হইতে অচিরাৎ এতদ্ভারার্পণের স্পষ্ট বিধি করাইয়া লইবেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক আমরা গত বৎসর এই কালেই লিখিয়াছিলাম সদর নেজামতের বিচারক মহাশয়েরা এক নিয়মাবধারণ করেন তাঁহারদিগের নিকট যে সকল নেজামত বিষয় উপস্থিত হইবেক তাহাতে উকীলদিগকে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে দিবেন না, এই নিয়ম প্রচলিত হইবায় অনেক বিষয়ে বিহিত বিবেচনা হয় নাই, প্রতিবাদিকে উত্তরে নিরস্ত না করিয়া তাঁহার বিষয়ে আজ্ঞা দিতে হইলে অবিচার সম্ভাবনা থাকে অতএব বিচক্ষণবর বিচারকেরা ইহা অনুধাবন পূর্ব্বক সম্প্রতি পূর্ব্বোল্লেখিত অন্যায় নিয়ম উত্তোলন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম।

অবগতি হইল সদরের শ্রেষ্ঠউকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় সদরে গবর্ণমেণ্টের ও সদরের আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ সকলের এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন, কথিত হয় তত্রস্থ বিচারপতিরা এই পুস্তকালয়ের পেটরণ এবং তথাকার রেজিষ্টর সাহেব প্রেসিডেণ্ট এবং উকীলগণ মেম্বর হইবেন, ব্যক্ত এইরূপ প্রত্যেক মেম্বর অর্থাৎ অধ্যক্ষকে অধ্যক্ষতাপদ গ্রহণকালে ১৬ মুদ্রা এবং মাসত্রয়ান্তে নিয়মিতরূপে ৮ টাকা প্রদান করিতে হইবেক এই অর্থ দ্বারা পুস্তকাদি ক্রয় করা যাইবেক, উক্ত পুস্তকালয় করণের তাৎপর্য্য এই যে যখন যে আইনপুস্তকের প্রয়োজন হয় তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবেন, ইহা সত্য বটে সদরের অনেক উকীল প্রয়োজন মতে অধিক আইন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করণ বহু ব্যয় সাধ্য এবিধায় উপস্থিত বিষয় যুক্তি সিদ্ধ বটে বিশেষত বিচারকালে বিচারপতিকে কোন বিধি দর্শান আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে আইন পুস্তক আনা যায়, অতএব প্রসন্ন বাবু এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে সকল উকীলের উপকার করিবেন, এবং আমরাও অনুমান করি তিন২ মাসান্তে ৮ টাকা দিতে কেহ কাতর হইবেন না, বিশেষত ইহাতে প্রত্যুপকার আছে।

সদর আদালতে গত দুই তিন মাসাবধি অত্যল্প দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হইতেছে কিন্তু নেজামত মোকদ্দমার ন্যূনতা নাই।

নবীন বিচারক শ্রীযুত কলবিন সাহেব সুবিচার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

সমর সমাচার।

আমরা আহ্লাদযুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি জেনরল গিলবর্ট ২১ তারিখে পেসোয়র অধিকার করিয়াছেন, দোস্ত মহম্মদ প্রাণভয়ে ১৯ তারিখে তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন, গমনের পূর্ব্বে বৈরতাচরণ পূর্ব্বক মেজর লরেন্স সাহেবের বাটী ও শীকসৈন্যগণের আবাস স্থান ও নগরের বহির্ভাগস্থ যাবদীয় অট্টালিকা দগ্ধ করিয়া যান, কিন্তু নগরমধ্যে কোন অত্যাচার প্রচার করিতে পারেন নাই।

শীকেরা ইতঃপূর্ব্বেই অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বৃটিস শরণাগত হইয়াছেন, তবে পলায়নপর দুই চারি জন সরদার যাঁহারা এপর্য্যন্ত ধৃত হন নাই তাঁহারাও অচিরাৎ ধৃত হইতে পারেন, আর ধৃত না হইলেও হানি নাই সৈন্যেরদের অস্ত্রশস্ত্র ধনহীনতাবস্থায় তাঁহারদিগের দ্বারা উপ[illegible]োহ সম্ভবে না, তথাপি সতর্কতা প্রযুক্ত আমারদিগের রাজপুরুষেরা তাঁহারদিগকে ধৃত করণার্থ সর্ব্বত্র ঘোষণা দিয়া তৎ সহযোগে ২ সহস্র টাকা প্রদানের প্রলোভ দর্শাইয়াছেন, ইহাতেই পলায়নপর সরদারগণ পরিত্রাণ পাইবেন এমত অনুমান হয় না, বরং এমত জানা যায় রামসিংহ যিনি হুইলর সাহেবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন তিনি জম্বুপতি মহারাজ গোলাপসিংহের পার্ব্বতীয় প্রজাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বৃটিস হস্তে আসিয়াছেন, ব্যক্ত হয় রামসিংহ হডসন সাহেবের অধীনে অবরুদ্ধ থাকিবেন।

…রসিংহ ও রাজা সেরসিংহ লাহোরে আসিতেছেন কিন্তু ইহাঁরা বৃটিস প্রহরি বেষ্টিত নহেন, তাঁহারা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মুখে আপনারদিগের অভিলষিত নিবেদন করিবেন।

শীকজাতিকে নিরস্ত্র করণ আমারদিগের রাজপুরুষগণের পরামর্শ সিদ্ধ হইবাতে তদনুরূপ ব্যবহার হইতেছে কোন২ স্থানে শীকেরা ইহাতে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিল কিন্তু তাহারদিগের দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ হইতেই তাহারা ত্রস্ত হইয়া নিরস্ত্র হয়, শীকেরদের এই দশা, দোস্ত মহম্মদও পেসোয়র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন অতএব পঞ্জাবীয় সমরানল এবারে নির্ব্বাণ হইল, তবে মেজর গিল সাহেব আফগানীয় সৈন্যেরদের পশ্চাদ্বর্ত্তি যদি হয়েন তাহা শুদ্ধ তাহারদিগকে প্রতিফল প্রদানার্থ হইবেক এবং বোধ হয় ইহার বিশেষ বার্ত্তা আগামী পত্রে প্রকাশ করিতে পারিব, দিল্লীগেজেটে লেখে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় পোষ্টমাষ্টর পঞ্জাব রাজ্যে আহূত হইয়াছেন ইহাতে অনুমান হয় তিনি তদ্রাজ্যের ডাকের স্থানাদি অবধারণ করিবার ভার পাইবেন তৎ পত্রের লাহোরীয় সংবাদ দাতা লেখেন রেসিডেণ্ট সাহেব দরবারাধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে জানাইয়াছেন বিলাতীয় আদেশানুসারে বৃটিস কর্ম্মচারি দ্বারা পঞ্জাব রাজ্য শাসিত হইবেক এবং এতদর্থে কতিপয় মহাশয় তথায় উপনীত প্রায়, অধিকন্তু জানাযায় রেসিডেণ্ট সাহেব শীক কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিয়াছেন ফাল্গুন মাস পর্য্যন্তের ব্যয়াদি দরবারের অনুজ্ঞায় হইবেক তৎপরে তাহারদিগের কোন ক্ষমতা থাকিবেক না এবং প্রতি প্রদেশীয় কর্ম্মচারিগণকে আপন২ অধীন স্থানে কত গ্রাম ও কত ভূমি ও কত প্রজা বসতি করে ও কতইবা রাজকর ও কোথায় কি২ ফসল, কত পরিমাণে উৎপন্ন হয় তদ্বিশেষ বিবরণ পাঠান, আমারদিগের রাজপুরুষগণ যখন এত অনুসন্ধান করিতেছেন তখন অনুভূত হয় পঞ্জাবদেশ বৃটিসরাজ্যভুক্ত হইবেক কিন্তু যাবৎ গবর্ণমেণ্টের আদেশপ্রকাশ না প্রকাশপায় আমরা তাবৎ ইহা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি না কারণ এমত হইলেও হইতে পারে শিশু দলিপ সিংহের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া শীক সরদারেরা উক্ত রাজ্য সুশাসনে রাখিতে পারেন না, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট স্বজাতীয় কর্ম্মচারি দ্বারা তদ্রাজ্যের কর্ম্ম পরিচালন করিবেন, যাহাহউক, ইহার নিগূঢ ভাব অবিলম্বে জানা যাইবেক, এবং শিশু রাজাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাঁহার অপরাধ না পাইয়াও তাঁহাকে পদচ্যুত করণ প্রবল প্রতাপান্বিত সুসভ্য বৃটিস জাতির কলঙ্ককর হইবেক, তবে সর্ব্বদা উৎপাতাশঙ্কা হইতে বিমুক্ত থাকা হেতু দর্শাইয়া ছল পূর্ব্বক নিয়ম ভঙ্গ করেন সে স্বতন্ত্র কথা।

আগামী শনিবার বেলা ৫ ঘণ্টা কালে কলিকাতা নগরীয় মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের বাৎসরিক পরীক্ষার পুরস্কার প্রদানীয় প্রকাশ্য সভা হইবেক, আমারদিগের বর্ত্তমান ডেপুটি গবরণর স্যার এইচ লিটলর জি, সি. বি তৎ সভায় স্বয়ং পুরস্কার প্রাপ্তি যোগ্য ছাত্রগণকে প্রশংসা পত্রাদি প্রদান করিবেন।

সুপ্রিমকোর্ট ২৯ মার্চ, সন ১৮৪৯ সাল।

এজলাস কামেলে মোকদ্দমা।

বাদিনী বামাসুন্দরী দাসী, আসামি দ্বারকানাথ ঘোষ, প্রমথনাথ দেব ও রাজকুমারী দাসী।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকের অবগত হইয়া থাকিবে খড়দহ নিবাসি ৺ কৃষ্ণনন্দ বিশ্বাস বাবুর মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই স্ত্রী বিবাদ করিয়া কয়েক বৎসর সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করিতেছিলেন, সম্প্রতি ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব আমরা হরকরা পত্র হইতে ইহার সংক্ষেপ বিবরণ গ্রহণ করিলাম।

সন ১৮৪৪ সালের ১৬ আপ্রেল তারিখে কৃষ্ণানন্দ বাবু এক উইল পত্র করেন, এবং তদ্দ্বারা শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবকে একজিকিউটর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া যান, ঐ উইল পত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে বিশ্বাস বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার দুই স্ত্রী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দাসী ও শ্রীমতী রাজকুমারী দাসী দুই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন এবং ঐ পোষ্যপুত্রদ্বয়ের অথবা একের মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার পোষ্য পুত্র রাখিবেন এবং এইরূপে যতবার পোষ্যপুত্রের মৃত্যু হইবে ততবার নূতন২ পোষ্যপুত্র করিতে পারিবেন, এবং ঐ উইলে যে সকল ব্যক্তিকে যাহা২ দিতে লিখিত হয় তাহা বাদে বক্রী সমুদায় বিষয় ঐ দুই পোষ্যপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারদিগের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রমথনাথ বাবু সকল বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, এবং জমীদারীত্যাদি ইজারা দিতে পারিবেন এবং পোষ্যপুত্রদিগের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জমীদারী নীলকুঠীও অন্যান্য স্থাবরাস্থাবরবিষয়ের উপস্বত্বটাকা ঐ দুই স্ত্রীকে সমানাংশ করিয়া দিবেন, আর সালিয়ানা যাহাকে যাহা দিতে অনমতি রহিল তাহাকে তাহা দিবেন কিন্তু পোষ্যপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দুই স্ত্রী প্রত্যেকে মাসিক এক শত টাকা পাইবেন, এবং তাঁহারদিগের মৃত্যুর পর ঐ টাকা কি হইবেক তাহাও লিখিত আছে পরন্তু যদ্যপি প্রমথনাথবাবুর লোকান্তর হয় অথবা তিনি এই কর্ম্মের ভার গ্রহণ না করেন তবে তস্য ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব কর্ম্মাধ্যক্ষ হইবেন এবং ঐ রূপ ক্ষমতা পাইবেন।

সন ১৮৪৫ সালের ২১ নবেম্বর তারিখে কৃষ্ণানন্দ বাবুর কাল হয় এবং ঐ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে প্রমথনাথ বাবু উল্লেখিত উইলপত্রের প্রোবেট অর্থাৎ উইল প্রমাণে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা পত্র প্রাপ্তির প্রার্থনায় সুপ্রিম কোর্টে আ

বেদন করেন কিন্তু কৃষ্ণানন্দ বাবুর বৈমাত্রেয়া ভগিনীর পুত্রদ্বয় অর্থাৎ দ্বারকানাথ ঘোষ ও কালী কুমার ঘোষ যাঁহারা উইল ব্যতিরেকে কৃষ্ণানন্দ বাবুর কালহইলে তাঁহার দুইস্ত্রীর মৃত্যুরপর উত্তরাধিকারী হইতে পারেন তাঁহারা শপথ করিয়া প্রমথনাথ বাবুকে প্রোবেট প্রদানে প্রতিবন্ধক হইয়া এইমোজাহেম দাখিলকরেন সন১৮৪৩সালের ডিসেম্বর মাসাবধি কৃষ্ণানন্দ বাবুর জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল অতএব তৎপরে কৃত উইল পত্র গ্রাহ্য যোগ্য নহে, পরে সন ১৮৪৬সালের২৮আপ্রেলতারিখেপ্রমথনাথবাবুরআবেদনও দ্বারকানাথ ঘোষের মোজাহেম শুনানি হইয়াআদালত হইতে আজ্ঞা হয় প্রমথনাথ বাবু ধর্ম্মসংক্রান্ত আদালতের রীত্যনুসারে কথিত উইল পত্র সপ্রমাণ করুন, কিন্তু ইতোমধ্যে কৃষ্ণানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠা স্ত্রী রাজকুমারী দাসী এক অনুমতি পত্র বাহির করিয়া কহেন সন ১৮৪৫ সালের ২১ নবেম্বর তারিখে অর্থাৎ উইল পত্রের তারিখের প্রায় এক বৎসর পরে কৃষ্ণানন্দ বাবু উল্লেখিত অনুমতি পত্র দ্বারা কেবল তাঁহাকে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রীকে অনুমতি প্রদান করেন নাই এবংএই অনুমতি পত্র প্রমাণে রাজকুমারীদাসী জেলা আদালতে আবেদন করেন।

সন ১৮৪৬ সালের ১৯ জুন তারিখে কৃষ্ণানন্দ বাবুর কনিষ্ঠা স্ত্রী বামাসুন্দরী দাসী সুপ্রিমকোর্টে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করেন এবং আপন বিলে অর্থাৎ আবেদন পত্রে লেখেন উল্লেখিত অনুমতি পত্র স্বাক্ষর করণ কালীন কৃষ্ণানন্দ বাবুর জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল অতএব প্রার্থনা এই যে সন ১৮৪৪ সালের ১৬ আপ্রিল তারিখে যে উইল পত্র করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য হয় এবং উইল পত্র গ্রাহ্য যোগ্য কি না তাহার বিচার করা যায়, এবং অনুমতি পত্র গ্রাহ্য যোগ্য কি না আর তাহা স্বাক্ষর করণ কালীন কৃষ্ণানন্দ বাবু সজ্ঞান ছিলেন কি না তাহার ও বিচার হয় এবং তাহা যথার্থ বোধ না হইলে তাহা আদালতে আনাইয়া অগ্রাহ্য করা যায় এবং এই সকল বিষয় উত্তম রূপে বিচার করণ জন্য ইসু অর্থাৎ আদালতে সাক্ষির জোবানবন্দি লইবার প্রয়োজন হইলে তাহারও আজ্ঞা হয়।

এই আবেদন পত্রের বিষয়ে প্রমথনাথ বাবু যে উত্তর প্রদান করেন তাহাতে লেখেন উইল পত্র যথার্থ বটে তৎপ্রমাণে আপনি কর্ম্মাধ্যক্ষ হইতে প্রার্থনা রাখেন এবং কহেন উল্লেখিতানুমতি পত্র স্বাক্ষর করণ কালীন কৃষ্ণানন্দ বাবু সজ্ঞান ছিলেন না এবং তাহার তারিখ তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্ব ব্যতীত নহে।

দ্বারকানাথঘোষ আপন উত্তরে লেখেন উইলপত্রে স্বাক্ষর কৃষ্ণানন্দ বাবুর বটে কিন্তু তৎকালীন তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত ছিল এবং অনুমতিপত্র স্বাক্ষর কালীন তিনি পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন।

ফরিয়াদী উইলে স্বাক্ষরকারি কয়েকজন সাক্ষির জোবানবন্দী দেন, তাহাতে সাক্ষিরা সকলেই এই সপ্রমাণ করে উইলে স্বাক্ষর করণ কালীন কৃষ্ণানন্দ বাবুর উত্তম জ্ঞান ছিল এবং প্রায় তাহার এক বৎসর পরে এবং পূর্ব্বোক্ত অনুমতি পত্রের পূর্ব্বে তাঁহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয়।

রাজকুমারী দাসী আপনপক্ষীয় অনুমতিপত্র সপ্রমাণ করণার্থ কোন সাক্ষির জোবানবন্দী দেন নাই সুতরাং বিচার কালীন তাহা গ্রাহ্য করাইবার জন্যেও চেষ্টা হয় নাই।

দ্বারকানাথ ঘোষ তিনজন সাক্ষির জোবানবন্দী দেন, তাহাতে সাক্ষিরা সামান্যত এই মাত্র কহে উইলপত্রে স্বাক্ষরকালীন তাহারা সময়েং কৃষ্ণানন্দ বাবুর বাটীতে গমন করিত, তিনি তাহারদিগের সাক্ষাতে অবোধের ন্যায় কর্ম্ম করিতেন কিন্তু এই তিন সাক্ষির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে প্রমথনাথ বাবুর প্রথম আবেদন কালীন শপথ করিয়া কহিয়াছিল কৃষ্ণানন্দ বাবু সজ্ঞানে উইলে নাম লিখিয়া প্রমথনাথ বাবুকে কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন।

রাজকুমারী দাসীর কৌন্সেলী মেং মার্টন সাহেব অনুমতিপত্র সপ্রমাণ করণ বিষয়ে কিছুই কহিলেন না, যেহেতুক তজ্জন্য কোন সাক্ষির জোবানবন্দী গ্রহণ করা হয় নাই।

মেং ক্লার্ক সাহেব দ্বারকানাথ ঘোষের ইসু প্রার্থনার ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া কহিলেন কৃষ্ণানন্দ বাবু যদি উইল না করিয়াও মরিতেন তথাপি তাঁহার স্ত্রীদ্বয়ের জীবিতাবস্থায় দ্বারকানাথ উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না এবং তিনি কখন উত্তরাধিকারী হইবেন কি না ইহার নিশ্চয় নাই, কৃষ্ণানন্দ বাবুর স্ত্রীদিগের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকার কোথায় থাকিবেক এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যাহারা উত্তরাধিকারী হইবেক তাহারা তাঁহার প্রার্থিত ইসুর মোকদ্দমায় বদ্ধ হইবেক না অতএব দ্বারকানাথের উত্তরাধিকার দূরে থাকুক সাক্ষ্য লইবার জন্য তাঁহার প্রার্থনার ক্ষমতাও নাই।

ইতঃপরে প্রধান বিচারপতি সাহেব আজ্ঞা দিলেন এই মোকদ্দমায় যে সাক্ষ্য গ্রহণ হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না একারণ পুনর্ব্বার ইসুর আজ্ঞা দিয়া সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনাভাব, উইল পত্রে কৃষ্ণানন্দের স্বাক্ষর করণের বিষয় কেহই অস্বীকার করেন না কেবল দ্বারকানাথের পক্ষীয় সাক্ষিরা কহে উইল কারক ব্যক্তি সজ্ঞানে ছিলেন না কিন্তু ইহারদিগের মধ্যে একজন সাক্ষী প্রোবেটের আবেদন কালীন শপথ করিয়া কহিয়াছে উইলকারক ব্যক্তি সজ্ঞানে উইল করিয়া মরিয়াছেন অতএব উইল যে অজ্ঞান ব্যক্তির কৃত ইহা বোধ হয় না, এবং অপর দুই সাক্ষী কেবল সাধারণ কর্ম্মের কথা কহিয়াছে কিন্তু তাহারদিগের জোবানবন্দির বিপক্ষে উইলে লিখিত সাক্ষিরা স্পষ্ট কহিতেছে উইল কারক ব্যক্তি সজ্ঞান ছিলেন এবং অন্যান্য সাক্ষিরাও এইরূপ জোবানবন্দী দিয়াছেন বিশেষত তন্মধ্যে এক ব্যক্তি যাঁহার কথার সত্যতার প্রতি কোন সন্দেহ করা যাইতে পারে না এবং যিনি মৃত ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা বিষয়ালাপ করিতেন তিনি ও তাঁহার সজ্ঞানতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উইল পত্র ও সেইরূপ লিখিত হইয়াছে [...]ন্দুজাতীয় ধনি ব্যক্তিরা যেরূপ উইল করি[...] থাকেন আর উইল পত্র গ্রাহ্য করণাপেক্ষা অগ্রা[...]হ্য করিলেও মৃতব্যক্তির স্ত্রীদিগের পক্ষে অধি[...] লভ্যজনকহইতেপারে, যেহেতুক মৃতব্যক্তিউইল না করিয়া মরিলে তাঁহার স্ত্রীদ্বয় জাবজ্জীবন [...]দায় বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিতে[...] অতএব তাঁহারা যে আপন লভ্যের খর্ব্বতা করি[...]য়া মিথ্যা উইলকে যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রার্থনা করিবেন ইহা সম্ভব নহে একারণ এ[...] মোকদ্দমা এরূপ নহে যে আদালতের সন্তো[...] জন্য ইসুর দ্বারা বিচার করণাবশ্যক এবং [...]রকানাথ ঘোষের এইক্ষণে এরূপ কোন স্বা[...] নাই তাঁহার প্রার্থনা মতে ইসুর আজ্ঞা প্রদান [...]রণের আবশ্যক রাখে অতএব আমরা এই [...]ক্রী দিলাম উইল গ্রাহ্য যোগ্য বটে।

মেং ক্লার্ক সাহেব কহিলেন তিনি ডিক্রীর [...]সাবিদা করিয়া আদালতের গ্রাহ্য করাইবেন।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতা[...] শোভাবাজার বালাখানায় বাগানে শ্রীগৌরীশ[...]র ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং [...] ক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

[...]ভাত বেবোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
[...]ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্বৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

[illegible]

৫৯২ সংখ্যা ১০ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১০ এপ্রেল। দানীশাব্দ ৯৮ বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২৯ চৈত্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্য[প্রদ]ান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ী[য়] ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে [...]মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা[স্ত্রে]র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্ক[র] কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া [ভাস্ক]র যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্ব[সাধা]রণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভা[ষা] শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রাম[মো]হন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপ[ত্তির] উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌ[ড়ীয়] ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করি[য়া]ছেন; এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা [...]ত হইতে পারেন; এবং এইক্ষণে হিন্দু বাল[কে]রা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কি[ন্তু প]থ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রে [ধ]র্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবে [...] আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক ব[াহুল্য] কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌ[ড়ীয়] ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উ[ক্ত] গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [তাহা]র মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়া [...] যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর [যন্ত্রা]লয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[স]র্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যইতেছে প্রতিশুক্র[বাসরী]য় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকের দের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হয় না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল বাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারদিগের নিকট শুক্রবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পাঁচশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

সরিফসেল

বঙ্গ দেশের মধ্যস্থ ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারাগারে হকিয়তের মোকদ্দমা।

বর্ত্তমান এপ্রেল মাসের ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নাচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উক্ত সুপ্রিম কোর্ট হইতে মৃত জান ফ্লেমিং হাইট সাহেবের একজিকিউটর উলিয়ম নেলসন হেজর ও আলবর্ট মিরাবিয়া ডৌলিন্স সাহেব বাদী ও ডনকেন কেল্ডর সাহেব প্রতিবাদী এই বিষয়ে যে এক হুকুম হয় সেই আদেশানুসারে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবেক।

বিশেষত ঘরের সরঞ্জাম মেহগ্নি কাষ্ঠের কৌচ, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি যাহা উক্ত ডনকেন কেল্ডর সাহেবের সম্পত্তি।

এই বিক্রয়ের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধীয় আরং বিশেষ সংবাদ সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে জানিতে পারিবেন।

R. STOPFOD.
মেং ষ্টপফোর্ড
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
৩০মার্চ ১৮৪৯। }

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ এপ্রেল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত রামধন দের বিধবা ও উত্তরাধিকারিণী হীরামণি দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ সহর কলিকাতার কলুটোলার সুরতিবাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১১ নং যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /১॥০ এক কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত রামধন দের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে সার্থক শাহার বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে গুরুচরণ দের বাটী ও ভূমি।

দক্ষিণ দিগে রূপচাঁদ রাঁড়ের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে সুরতি বাগানের গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORDD.
মেং ষ্টপাফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
৩১ মার্চ ১৮৪৯। }

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ এপ্রেল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা বারাসতের আনওরপুর পরগনার হিদয়পুর নামক গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গুরুপ্রসাদ মিত্রের এক খণ্ড ভূমি ও বাটী। উত্তর দিগের একাংশে প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের একখণ্ড ভূমি ও গোয়াল বাটী অপরাংশে ন্যায়ালঙ্কারের এক পুষ্করিণী ও ভূমি। পশ্চিম দিগের একাংশে বিষ্ণুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি অপরাংশে এক গলি এবং পূর্ব্বদিগে চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার শিমুলিয়ার নীলমণি মিত্রের ইষ্টীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ১৭ নং দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ এবং তাহার সঙ্গে যে এক পুষ্করিণী ও এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২॥ দুই বিঘা. দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে রাস্তা উত্তরদিগে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেনের এক খণ্ড ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে নীলমণি মিত্রের ইষ্টীট। দক্ষিণ দিগে আশুতোষ দেবের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিমদিগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একখণ্ড ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত আশুতোষ দেবের এক খণ্ড ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি ও একটা পুষ্করিণী, ভূমি অনুমান ২ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে নীলমণী মিত্রের ইষ্টীট। দক্ষিণ দিগে আশুতোষ দেবের ভূমি। পশ্চিমদিগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে উক্ত আশুতোষ দেবের আর এক খণ্ড ভূমি।

৫ দফা। জিলা বারাসতের আনওরপুর পরগনার হিদয়পুর নামক গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা গোয়ালবাটী যাহা চতুঃদিগে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগের একাংশে উক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বসতি বাটী অপরাংশে ন্যায়ালঙ্কারের ভূমি ও পুষ্করিণী। উত্তর দিগে এক রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে শিবু ধোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে এক রাস্তা।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার প্রসাদপুর নামক গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগাৎ ভূমি যাহাতে নানা প্রকার বৃক্ষ ও এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ২৫ পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে এক রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে রামকুমার দাসের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিমদিগের একাংশে শিবত্র ভূমি। অপরাংশে গুরুচরণ এবং কালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের এক খণ্ড ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে কালী[illegible]সাদ সার্ব্বভৌমের লাখেরাজ ভূমি।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার [illegible]দয়পুর নামক গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক বাগাৎ ভূমি যাহাতে নানা প্রকার বৃক্ষ [illegible]ছে ভূমি অনুমান ১৫/ পনের বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তর দিগের একাংশে গুরুচরণের বাটী ও ভূমি। অপরাংশে মাণিক কবিরাজের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে এক রাস্তা এবং পূর্ব্বদিগে রাধুদাসের বাটী ও ভূমি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১০ দশবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে একবাজার। উত্তর দিগে শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগাৎ ভূমি পশ্চিম দিগে এক রাস্তা। এবং পূর্ব্ব দিগে [illegible] কুমার মুখোপাধ্যায়ে বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
৩ এপ্রেল ১৮৪৯। }

আইন।

কোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।
লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ আইন।

কলিকাতাস্থ ইউনিয়নব্যাঙ্কের কতক২ অংশি ও মহাজনেরদের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনেতে লিখিত ছিল যে কতক২ "কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক,, এই নামবিশিষ্ট এক কোম্পানি অথবা অংশিত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐ আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে সেই২ ব্যক্তি এবং তৎপরে যেং ব্যক্তি উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশী ও শরীক হন তাঁহারদের নামে আইন মতে বা একুটি পক্ষে নালিস হইলে কি তাঁহারদের নালিশ করিতে হইলে তাঁহারদের স্থলাভিষিক্তরূপে ঐ ব্যাঙ্কের তৎকালের সেক্রেটারী অথবা খাজাঞ্চী আসামী কি ফরিয়াদী হইবেন এবং ঐ অংশিত্বের যে কর্জ্জ ও দেনা ছিল তাহা আদায় করিবার জন্যে ঐ আইনে কতক২ বিধান আছে।

এবং যেহেতুক ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি বর্কিণ্যং সাহেব ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেম্‌স হম্ফ্রে সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহী আছে এবং ঐ দরখাস্তের মধ্যে তাঁহারা উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সরবরাহকারী কার্য্যের একসেকুটিব কমিটি নামে বিখ্যাত আছেন এবং ঐ দরখাস্তে ঐ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজনেরদের কমিটির অন্তঃপাতি নামে বিখ্যাত কএক ব্যক্তি বিশেষতঃ গিলন হালিফাক্স মিল্‌স কোম্পানির নিযুক্ত টিষিরূপ বিখ্যাত শ্রীযুত চার্লস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই সাহেব ও শ্রীযুত তামস সেডন কেলসল সাহেব ঐ দরখাস্তে সহী করিয়াছেন এবং ঐ দরখাস্তে এই লিখিত আছে যে ঐ জাইণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক কোম্পানি অর্থাৎ কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৮৪৭ সালের শেষে টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের কর্জ্জ ও দেনা পরিশোধ করণার্থে উক্ত ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট সম্পত্তি অপ্রচুর আছে এবং ঐ ব্যাঙ্কের কতক২ মহাজন উক্ত ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনানুসারে ঐ ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্ম্মকারকের বিরুদ্ধে ফয়সলা পাইয়াছেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি অপ্রচুর হওয়াতে ঐ ফয়সলাক্রমে বিশেষ২ অংশির নামে নালিশ আরম্ভ হইয়াছে এবং দরখাস্তকারিরদের ভয় আছে যে মহাজন ও অংশিরদের মধ্যে পরস্পর খাতিরজমামতে কোন বন্দোবস্ত অগৌণে না করা গেলে ঐ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বাহুল্যরূপে ঝটিতি অপচয় হইবেক এবং অনেক২ লোক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবেক এবং মহাজনেরদের এবং সাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত মহাজনেরদের কমিটি ঐ কর্জ্জ ও দেনার বাবৎ অংশিরদের উপর যে ওয়াজিবী টাকা ধার্য্য করিয়াছেন সেই টাকা যেং অংশী দিতে স্বীকৃত হন তাঁহারদিগকে মহাজনেরদের মধ্যে অনেক জন যে পর্য্যন্ত আইনমতে হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত এই নিয়মে সম্পূর্ণ ফারখৎ দিতে চাহেন যে অন্য২ যেব্যক্তি ঐ কর্জ্জ ও দেনার বিষয়ে দায়ী এবং তাঁহারদের উপর ধার্য্য হওয়া টাকা দিতে অস্বীকার অথবা ত্রুটি করেন তাঁহারা ঐ ফারখতের দ্বারা আপন২ দাওয়া হইতে মুক্ত না হন এবং তাঁহারদের উপর দাওয়া ঐ ফারখতের দ্বারা রহিত না হয় এবং ঐ অংশিরদের মধ্যে অনেক জন তাঁহারদের উপর যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা এই নিয়মে দিতে স্বীকৃত আছেন যে যে কোন মহাজন পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তপত্রে সহী করিয়াছেন এবং সেইরূপে দেওয়া টাকার মধ্যহইতে কোন টাকা গ্রহণ করিয়াছেন সেই মহাজন ঐ কর্জ্জ এবং দেনার বাবৎ আইনমতে অথচ একুটি পক্ষে তাঁহারদের নামে কোন নালিশ করিতে পারিবেন না এবং ঐ বন্দোবস্ত এবং ঐ ফারখতের আইনমতে ফলের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব ঐ দরখাস্তে আরো এই প্রার্থনা আছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের এক্ষণকার বা পূর্ব্বকালীন যে কোন অংশির উপর পূর্ব্বোক্ত মতে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যার টাকা উক্ত বন্দোবস্ত পত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে না দেন সেই অংশির উপর বন্দোবস্ত পত্রে সহীকরণিয়া কোন মহাজনের যে স্বত্ব আছে তাহার ব্যাঘাত না হইয়া অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী না করেন তাঁহার স্বত্ব হানি না করিয়া বন্দোবস্তের ফল ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও স্থাপন হয় অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা। এই আইনের শেষে যে বন্দোবস্তপত্রের নকল আছে অর্থাৎ উক্ত দরখাস্তে উল্লেখিত বন্দোবস্ত পত্র তাহাতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে যে মহাজন সহী করেন এবং পশ্চাৎ লিখিত যে তফসীল উক্ত বন্দোবস্তপত্রের শেষে দেওয়া এ চিহ্নিত তফসীলের ন্যায় বর্ণনা হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থ ধার্য্য টাকা বা অংশমতে দেয় টাকার তফসীল সেই তফসীলের মধ্যের লিখিত যেং ব্যক্তি উক্ত ধার্য্য টাকার তফসীলে প্রত্যেক জনের যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেই২ টাকা উক্ত বন্দোবস্ত পত্রের লিখিত প্রকারে দেন সেই২ ব্যক্তির মধ্যে ঐ বন্দোবস্ত পত্র সংপূর্ণ রূপে প্রবল হইবেক কিন্তু ঐ বন্দোবস্ত পত্রে যাঁহারা সহী না করিয়াছেন ও তদ্বিষয়ে লিপ্ত নহেন তাঁহারদের কোন স্বত্বের কিম্বা দায়ের ক্ষতি বৃদ্ধির জন্যে এবং যাঁহারদের নাম তফসীলে লেখা আছে তাঁহারদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন স্বত্বের কি দায়ের ক্ষতি বৃদ্ধির জন্যে ঐ বন্দোবস্ত পত্র প্রবল হইবেক না।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি বৈশাখমাসের প্রথমাবধি ভাস্করপত্রকে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশ করিব, তাহার আকার প্রকার দীর্ঘ প্রস্থে বৃদ্ধি হইবে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি করিব না, যাঁহারা চারি

আনা মূল্যে শুক্রবারের ভাস্কর গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা এই মূল্যে বৃহস্পতিবারের ভাস্কর পাইবেন, এবিষয়ে আমারদিগের যে২ অভিপ্রায় বৈশাখমাসের প্রথম দিবস বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করেতেই তাহা প্রকাশ হইবে, এইক্ষণে পাঠক মহাশয়গণকে এইমাত্র বলি তাঁহারা পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করেন আমারদিগের এই সংকল্প সফল হয়।

নিদারুণ ডাকাইতী।

চাতরা হইতে এক ক্রোশ ব্যবহিত পশ্চিমাংশে হরিপুর নামক গ্রামে ২০ চৈত্র রবিবার রাত্রিযোগে কার্ত্তিক পোদ্দারের বাটীতে অতি নিদারুণ ডাকাইতী হইয়াছে, দস্যুরা তকমা, চাপরাস, বন্দুকাদি সহিত রাত্রি একাদশ ঘণ্টা কালে গ্রামের নিকট যাইয়া বন্দুকধ্বনি করিয়া চৌকীদার২ বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে, এবং কোম্পানি বাহাদুরের লোক বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাতেই চৌকীদার এবং ফৌজদারি গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, দস্যুরা তাহারদিগকে বেষ্টন করিয়া কহিল, তোরা কি করিস্, নানা স্থানে ডাকাইতী কেন হয়, দারোগা কোথায়, চৌকীদার কহিল এখান হইতে শিঙ্গুর থানা দেড়ক্রোশ ব্যবহিত, দারোগা গ্রামে২ ভ্রমণ করিয়া এস্থানে আসিতে আরো একঘণ্টা বিলম্ব হইবে, কিন্তু আসিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই, এই কথা শ্রবণ মাত্র দস্যুরা চৌকীদারকে এবং ফৌজদারি গোমস্তাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল, এবং মোশাল জ্বালিয়া উক্ত পোদ্দারের বাটীমুখে ধাবমান হইল,এই সময়ে ফৌজদারী গোমস্তা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,,গ্রামস্থ লোক সকল বাহির হও, অরে কমলা পাইক আর কি দেখিস্, ইহারা সরকারিলোক নহে,ডাকাইতী করিতে আসিয়াছে, দারোগা মহাশয়কে শীঘ্র সমাচার দে,, কমলা পাইক পূর্ব্বে চাতরা নিবাসি গোস্বামি বাবুদিগের বাটীতে চাকর ছিল এইক্ষণে তথায় কর্ম্ম নাই, তথাচ গ্রামস্থ লোকেরদের উপকারের জন্য দস্যুদলের নিকট হইতে মহাবেগে দূরে যাইয়া এমত চীৎকার করিল তাহাতেই দারোগা জানিতে পারিলেন হরিপুরে ডাকাইতী হইতেছে, ইত্যবসরে দস্যুদল উক্ত পোদ্দারের বাটী প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকদিগের শরীরে মোশাল ছেঁকা দিয়া অতিশয় নিষ্ঠুরতা করে, এবং সিন্দুক ভাজিয়া বড়২ তোড়া দেখিয়া টাকার তোড়া বলিয়া পয়সার এক তোড়া এবং ছোট তোড়া মোহরের তোড়া জ্ঞান করিয়া টাকারএক তোড়া,আরএক বহুগুণা পরিপূর্ণ বন্ধকী অলঙ্কার বাহির করিতে২ শুনিল দারোগা আসিতেছেন,অতএব ঐ দুই তোড়া এবং বহুগুণা পরিপূর্ণ সোণারূপার অলঙ্কার লইয়া বহির্গত হইল. এদিগে দারোগা আসিয়া কমলা পাইকের সহিত মিলিত হইয়া থানার বরকন্দাজএবংপ্রজাগণ সহিত মাঠের মধ্যে দস্যুদলেরচতুর্দ্দিগবেষ্টন করিলেন,দস্যুরা যদিও তৎ সময়ে বিশাল পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল তথাপি চতুর্দ্দিগে লোকারণ্য দেখিয়া কোনদিগে পলায়ন করিতে পারিল না, দারোগা পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যু স্বীকার করিয়া চতুর্দ্দিগ রক্ষা করিতে লাগিলেন, এইরূপে রাত্রি প্রভাত হয় এমতকালে দস্যুগণ চাতরার অন্তঃপাতি পেয়ারাপুরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল, তৎপরে দিননাথ পূর্ব্বদিগে উঠিয়া বসিলেন, দস্যুরা তখন আর কোথায় যায়, দারোগা বমাল সহিত তাহারদিগকে ধরিয়া ফেলিলেন, ঐ গোলকালে দুই দস্যু বহুগুণা পরিপূর্ণ আভরণ লইয়া উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু শেওড়াফুলীর দশআনী জমীদার যোগীন্দ্রচন্দ্র রায়ের চৌকীদারেরা তাহারদিগকে বহুগুণা সহিত ধৃত করিয়া দারোগার হস্তে দিয়াছে, শুনিলাম দস্যুদলের মধ্যে কোম্পানী বাহাদুরের নাম কাটা সিপাহী, বিমাকোম্পানীদিগের এবং বৈকুণ্ঠ কাসি ককরেল হৌসের চাপরাসধারি লোক, আর কয়েক জন বাঙ্গালি ধৃত হইয়াছে, তাহারা মাজিস্ত্রেটের নিকট গিয়াছে, তথা হইতে হুগলির শেসনে প্রেরিত হইবে, শেসন জজ মহামহিম শ্রীযুত রসল সাহেব কৃষ্ণভক্ত, এইক্ষণে যাহা করেন কৃষ্ণ, অদ্য অবকাশ নাই, কৃষ্ণলীলার কিছুই লিখিতে পারিলাম না সময়ান্তরে বিবেচনা হইবে।

হুগলি হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

আমারদিগের প্রধান সদর আমীন মহাশয় এক মাসের বিদায় লইয়া বাসায় বসিয়া ভাবিতেছেন কি করিবেন, তাঁহার প্রতি অনুমতি হইয়াছে পূর্ব্বদেশে অর্থাৎ চট্টগ্রামে যাইতে হইবেক, হুগলির প্রধান সদর আমীনদিগের পূর্ব্বদেশযাত্রা সুযাত্রা নহে,বরং কুযাত্রাই বলা যায়,রাধাগোবিন্দ সোম বাবুর শ্রীহট্ট যাত্রাই ইহার প্রমাণ হইয়াছে, বিশেষত রাধাগোবিন্দ বাবুর শ্রীহট্টগমনের পূর্ব্বে যে২ ঘটনা হইয়াছিল রেলিসাহেবের চট্টগ্রাম গমনের প্রতিও সেই কারণ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ সোম বাবুর নানা দোষ শ্রবণ করিয়া কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন এমত ব্যক্তিকেও তোমরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে রাখিয়াছ, রেলি সাহেব ঢাকায় থাকিতে কি২ করিয়াছেন পরমেশ্বর জানেন, তদ্বিষয়ক কাগজপত্র বিলাতে গিয়াছিল, বিলাতবাসি মহাপুরুষেরা ঐ সকল কাগজপত্র দেখিয়া রেলি সাহেবের প্রতিও সেইরূপ রাগের লেখা লিখিয়াছেন, এই কারণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দুই শত টাকা বেতন কর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দিতেছেন, ইহাতেই কি সুবোধ লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না গবর্ণমেণ্টের অভিলাষ নাই রেলি সাহেবকে আর কর্ম্মে রাখেন, গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় স্পষ্ট জানা যাইতেছে বেতনের দুই শত টাকা কর্ত্তন করিলেন ইহাতেই সুবোধ সাহেব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, আর যদি তাহা না করেন তবে দ্বীপান্তর বিশেষ চট্টগ্রামে গমন করুন, মান্য কর্ম্মচারিদিগের পক্ষে এদণ্ড সাধারণ দণ্ড নহে, ইহাতে আমারদিগেরই দুঃখ হয় রেলি সাহেবের কত দুঃখ হইতেছে তাহার কি সীমা আছে, কিন্তু এইক্ষণে উপায় নাই গবর্ণমেণ্ট যাহা বলেন তাহাই করুন।

সংবাদ মুক্তাবলী।

কয়েক মাস গত হইল কলিকাতার গঙ্গার পশ্চিম পার শিবপুর গ্রামে সংবাদ মুক্তাবলী নামে সাপ্তাহিক এক সমাচারপত্র প্রচার হইতেছে, আমরা এপর্য্যন্ত উক্ত সমাচারপত্রের বিষয়ে কিছু লিখি নাই, কিন্তু দেখিলাম যুব সম্পাদকেরা উত্তমাভিপ্রায়ে কয়েক মাস ঐ পত্র সম্পাদন করিলেন অতএব সাধারণকে অনুরোধ করি উক্ত পত্র সম্পাদকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি জন্য সহায়তা করেন, কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই, রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় রাজধানীতে,, মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী,, নামে এক সংবাদপত্রী করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদের মাজিস্ত্রেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাদুর বর্ত্তমানেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তৎপরে রঙ্গপুর নিবাসি বিদ্যাভিলাষি মহাশয়দিগের আনুকূল্যে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামে এক পত্র প্রকাশ হয়, তৎ পত্র প্রকাশ কালীন আমরা ভরসা করিতে পারি নাই তাহা সাধারণের আদরযোগ্য হইবে কিন্তু এইক্ষণে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ প্রকৃত বার্ত্তাবহ হইয়াছে, লেখকেরাও যেমন পরিশ্রম করেন গ্রাহকেরাও

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষপ্রান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১২ এপ্রেল । দানীশাব্দ ৯৯ আব্দ রাজাব্দাঃ ১৭৭১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে
পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম
হন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি
য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম
পাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা
র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা
ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে
দ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ
আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের
শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা
লয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা
মোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি
র আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের
লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ
লের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক
প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি
হইতে পারেন,,এবং এইক্ষণে হিন্দু
লকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী
য়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক
লে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই
খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক
আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ
ক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা
র লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে
না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ
৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা
ম মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত
রিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি
হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা
ই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

র্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র
বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্রা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৪০৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবর্ণনর সাহেবের

হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ২৬ মার্চ।

শ্রীযুত এফ ডবলিউ সিম্স সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশ্তায় শ্রীযুত এফ লশিংটন সাহেব ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে কলিকাতা নগর পরিপাটী করণার্থ এক জন কমিস্যনর হইবেন।

১৮৪৯ সাল২৮ মার্চ।

শ্রীযুত হলিং সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত এ এচ টর্ণবুল সাহেব বেহারে আফীনের সবডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮৪৯ সাল ২৯ মার্চ।

মেডিকাল কালেজে সৈন্য সম্পর্কীয় সম্প্রদায়ে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্র চিকিৎসার বিদ্যার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও শিক্ষক শ্রীযুত বাবু মধুসূদন গুপ্ত ১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখের প্রকাশিত বিধির অনুসারে সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকেরদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

ঐ কালেজে ঔষধবিদ্যা ও মাটিরিয়া মেডিকা শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র কর্ম্মকার পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসারে সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকেরদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

৬নম্বর।

২৩ মার্চ।

শ্রীযুত জর্জ আডগস সাহেব অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের আককৌণ্টেণ্টী ও মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের আককৌণ্টেণ্টী ও বাঙ্গাল বেঙ্কের কর্ত্তৃত্বকারি ও টাকশালের কমিটির মেম্বরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত আর এচ স্লেল সাহেব আককৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের এবং বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের আককৌণ্টেণ্ট সাহেবের প্রথম আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ মেপলস সাহেব আককৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের এবং বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের আককৌণ্টেণ্ট সাহেবের দ্বিতীয় আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযত সি পি চবক্তৌস সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার কর্ম্ম রাখিয়া আককৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেব এবং বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের আককৌণ্টেণ্ট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

ছুটী।

২৩ মার্চ।

জিলা পশ্চিম বর্দ্ধমানের সোণামুখীর মুন্সেফ শ্রীযুত কাজী হামিদ আলী বর্ত্তমান মাসের ১২ তারিখঅবধি তিন দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৭ মার্চ।

কটকের কমিস্যনর শ্রীযুত এফ গুলসবেরি সাহেবকে গত মাসের ৩০ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল বর্ত্তমান মাসের ২২ তারিখ অবধি রহিত হইল। ঐ তারিখে তিনি আপন কর্ম্ম স্থানে পুনর্গমন করেন।

৩০ মার্চ।

জিলা যশোহরের কুঙারখালীর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ চাটুয্যা পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৩ মার্চ।

বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আককৌণ্টেণ্ট শ্রীযুত সি জি মান [illegible] এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

৩০ মার্চ।

রঙ্গপুরের কালেকটর শ্রীযুত ডবলিউ টি টুটর সাহেব মফঃসলে গমনার্থ বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখে আপনার খাজানাখানার ভার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু মুকুন্দপ্রসাদ রায়ের প্রতি অর্পণ করেন।

আন্দুলাধিপতি শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

অয়মারম্ভঃশুভায়ভবতু।

হে,বারোশত ছাপ্পান্নবৎসর,তোমাকে অসংখ্য নমস্কার করি, আশীর্ব্বাদ কর আমারদিগের এই আরম্ভ মঙ্গলার্থ হউক, অদ্য তোমার প্রথম দিন, এবং তোমার সময়ে প্রজাপালন শাসনার্থ বৃহস্পতি মহাশয় রাজা হইয়াছেন সুতরাং এই প্রথম দিন রাজবাসর অতএব আমরা অদ্যাবধি ভাস্কর পত্রকে সপ্তাহে বারত্রয় অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, শনিবার, মঙ্গলবার এই তিনবারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, এজন্য প্রার্থনা করি আমারদিগের কার্য্যে তোমার এবং বর্ষরাজ বৃহস্পতি মহাশয়ের অনুগ্রহ থাকে।

বারোশত পঞ্চান্নবৎসর গত কল্য বিদায় হইয়াছেন, তাঁহার জন্য পৃথিবী শোক প্রকাশ করেন নাই,এবংপ্রজারাও বিদায় কালীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন না, যেহেতুক তিনি রাজা প্রজা উভয় পক্ষকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে প্রধান২ বাণিজ্যালয়ের বিনাশ, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অন্যায় ঋণ পরিশোধার্থ অনেকের আয়াস প্রকাশ, লাহোরীয় যুদ্ধে রাজেশ্বরের সৈন্য নাশ অর্থ নাশ, আর প্রতিক্ষণ ভয় কখন কি হয়, এইরূপ প্রজাপীড়ন করিয়া আয়ুঃশেষে তিনি বিদায় হইয়াছেন অতএব সাধারণ লোকেরা কৃতজ্ঞতা দেখাইলেন না কিন্তু আমরা নমস্কার না করিয়া নাস্তিকতা প্রকাশ করিতে পারি না, তিনি আমারদিগের কিঞ্চিন্মাত্র অনিষ্ট করেন নাই, ঐ দুঃসময়েতেও ভাস্করের গ্রাহক সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং দুরবস্থা গ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া এক ব্যক্তিও ভাস্কর পরিত্যাগ করেন নাই, অতএব আমরা বারোশত পঞ্চান্ন বৎসরকে নমস্কার দিলাম।

অদ্যাবধি ভাস্কর পত্র প্রতি পৃষ্ঠায় চারি২ কলমে পূর্ব্বোক্ত তিন দিনে তিন তক্তা কাগজে প্রকাশারম্ভ হইল, ইহার মুখ্য কারণ এই যে গ্রাহক মহাশয়েরা আমারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন;আমরা তাঁহারদিগের সন্তোষার্থ অধিক পরিশ্রম করিতেছি ইহার প্রমাণ না দেখাইলে গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না অতএব ভাস্করের প্রত্যেক পৃষ্ঠার চতুঃপার্শ্বে স্থান বৃদ্ধি করিলাম, ইহাতে পূর্ব্ব ভাস্করের দুই কলম বৃদ্ধি হইল, সপ্তাহে তিনবারে ছয় কলম অধিক লিখিতে পারিব অথচ মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না, এবং শুক্রবারের ভাস্কর যাহা চারিআনা মূল্যে দরিদ্র গ্রাহকগণকে দিয়াছি দিবস পরিবর্ত্ত হইয়া তাহা বৃহস্পতিবারে আসিল, দরিদ্র গ্রাহকেরা ঐ চারিআনা মূল্যে বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পাঠ করিতে পারিবেন।

আমরা লিখিলাম অদ্যাবধি বারত্রয় প্রকাশিত ভাস্করের প্রত্যেক পত্রে পূর্ব্ব ভাস্করের কলমের ন্যায় দুই কলম বৃদ্ধি করিলাম কিন্তু পাঠক মহাশয়েরা হঠাৎইহা বুঝিতেপারিবেননাএতবৃদ্ধি করিয়াছি অতএব সঙ্কেত বলি পূর্ব্ব ভাস্করএবং অদ্যবাসরীয় ভাস্করএকত্র করিয়া দীর্ঘ প্রস্থ কল দেখিবেন, এবংপূর্ব্বকলমের এক শ্রেণী অক্ষর অদ্যকার কমলের এক শ্রেণী অক্ষরগণনা করিবেন, তৎপরে কালী করিলেই অনায়াসে বিশেষ জানিতে পারিবেন আমরা তাঁহারদিগকে উপঢৌকন প্রদানার্থ অধিক পরিশ্রমে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি।

কেহ২ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন প্রতি মঙ্গলবারে দুই তক্তা কাগজে এবং প্রতি শুক্রবারে একতক্তা কাগজে ভাস্কর প্রকাশের যে নিয়ম ছিল সেই নিয়মে বৃদ্ধি করিলে কি হানি হইত. অতএব স্পষ্টরূপে লিখিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইল, মঙ্গলবারে দুইতক্তা কাগজে ও শুক্রবারে একতক্তা কাগজে ভাস্করেরপ্রতিপৃষ্ঠায় বৃহৎ২ কলম প্রকাশ হইত, তাহার বৃহৎ কলমের রিগলেট দীর্ঘ করিলে পুস্তকের ন্যায় কলম হইবে, তাহা পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরা শ্রান্তি জ্ঞান করিবেন, এবং আমরা ও একদা লিখিতে ক্লেশ পাইব, বিশেষত ছাপা যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারিরা অধিক পরিশ্রমে দুঃখী হইবেন, এই সকল কারণে তিনতক্তা কাগজ তিনদিনে প্রকাশ করিতে হইল ইহাতে কোন পক্ষে অধিক ক্লেশ বোধ হইবেক না, অথচ নূতন২ সমাচার সকল যথা সাধ্য সময়ে প্রকাশ করিতে পারিব।

এইক্ষণে আমারদিগের গ্রাহক মহাশয় সকলকে নমস্কার জানাই, তাঁহারদিগের কৃপাতে আমরা উন্নত হইয়াছি, আমারদিগের প্রতি সেই কৃপা রাখিবেন, তাঁহারাই সম্মান দিয়াছেন যদি অপমান দেন তাঁহারাই কলঙ্কী হইবেন।

প্রস্তাব সমাপ্তিকালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রণাম করি, আমারদিগের প্রতি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ না হইলে আমরা এত উন্নত হইতে পারিতাম না, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক ছাপা যন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন আমরা সাহস পূর্ব্বক যাহা লিখি তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন না, দুঃখ হইলে অকুতোভয়ে তাঁহারদিগের নিকট জানাইতে পারি, এবং আমারদিগের নিবেদনে মনোযোগ করেন, কখন২ দুঃখী হইয়া দুর্ব্বাক্যও বলিতেছি তাহাতেও বিরাগ নাই অতএব শুভানুষ্ঠানে এমত রাজাকে প্রণাম না করিলে অকৃতজ্ঞের ব্যবহার হয় এই কারণ গবর্ণমেণ্টকে প্রণাম করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলাম।

এতদ্দেশীয় মান্যলোকদিগের অব্দ।

কয়েক বৎসর গত হইল বনআরি আবদীয় মহারাজ বাহাদুরেরা আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ভাস্কর পত্রে তাঁহারদিগের দানীশাব্দ প্রকাশ হয় তদবধি আমরা দানীশাব্দ প্রকাশ করিতেছি, তৎপরে আন্দুলাধিপতি শ্রীযুতরাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর আন্দুল রাজাব্দ প্রকাশার্থ আমারদিগকেঅনুরোধকরেনঅএতবআমরা বৎসরেরপ্রথমদিবসঅদ্যাবধি তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, সম্ভ্রান্ত লোকদিগেরবৃদ্ধিকালাবধিঅব্দপ্রকাশথাকে ইহা উত্তম বটে যেহেতুক অব্দ দর্শনে সাধারণে অনায়াসে জানিতে পারেন কতকাল হইল কোন্‌বংশ্য বৃদ্ধি দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেসমেরিক চিকিৎসালয়।

গত প্রকাশিতের শেষ।

১৮ বৎসর বয়স্ক গঙ্গা নামক এ[illegible] হিন্দু বালক চিকিৎসালয়ে আইসে[illegible] তাহার এক হস্তের মণিবন্ধ অধি[illegible] স্ফীত হইয়াছিল, তাহা স্পর্শ কর[illegible]লে ও রোগির কষ্ট হইত, এই রোগে[illegible] তাহার সমুদায় হস্ত এমত স্ফীত হইয়া[illegible]ছিল টিপিয়াও অস্থি বোধ হইত না[illegible] এবং মণিবন্ধ ও অঙ্গুলী পর্য্যন্ত হেলন[illegible] করণ শক্তি ছিল না, ঐ রোগের প্র[illegible] কারার্থ ক্রমিক ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত নেটি[illegible]ব হস্পিটেলে জোঁক ও বেলেস্তারা[illegible] দ্বারা চিকিৎসা করা হয় কিন্তু তাহাতে[illegible] কিছুই উপকার দর্শেনাই।

অতএব আমি তাহার সেই হস্তে[illegible] উপর প্রতিদিন একঘণ্টাকাল মেস[illegible] রাইজ করিতে আদেশ করি, এইরূপে[illegible] তিনদিনের পর ঐ স্ফীতক্রমে ন্যূন [illegible]তে আরম্ভ হয়, এবং ৬ সপ্তাহের প[illegible] সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া রোগী [illegible] মন করে, তাহার প্রতি অন্য কোন [illegible]কিৎসা করা হয় নাই, এইরূপ আ[illegible] কয়েকটা সন্ধিস্থানীয় স্ফীত রোগ[illegible] মেরিজ দ্বারা আরোগ্য করি।

২১ বৎসর বয়স্ক সেখ দৌলত না[illegible]ক এক যবন ১০ আক্তোবরে আমার[illegible] কট আইসে দুইমসাবধি তাহার [illegible] কের খুলির ত্বকের উপর এক বাতি[illegible] বেদনা হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন তাহার [illegible] কোপরি অনেক স্থান ফুলিয়া যায়, [illegible]হাও কষ্টকর ছিল, পরে মেসমেরি[illegible] দ্বারা এই সকল ফুলা ন্যূন হইয়া [illegible] স্থান পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, এইর[illegible] চিকিৎসায় ২১ তারিখে সে ব্যক্তি [illegible] সম্পূর্ণারোগ্য হইয়া বিদায় লয়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সমাচার।

দিল্লী গেজেটের লাহোরীয় [illegible] প্রেরক লেখেন মহারাজ দলিপ সি[illegible] কুমার নৌনেহাল সিংহের নিকেত[illegible] বাস করিবেন।

৪ এপ্রিলের দিল্লী গেজেট পত্র দ্বা[illegible] গতি হয় ৮ তারিখ রবিবার পর্য্য[illegible] সেক্রেটরী এলিয়ট সাহেব লাহোর[illegible] হইতে ফিরোজপুরে প্রত্যাগত হইবে[illegible] এবং তৎপরদিনেই শ্রীযুত গবরণর [illegible] নরল তথা হইতে সুশীতল শিমলা [illegible] খরে যাত্রা করিবেন, শ্রীযুতের বাটি[illegible]

[illegible]ত অর্থাৎ শরীর রক্ষক সৈন্যেরা তাঁহাকে তৎ পর্ব্বতে রাখিয়া ঢিরা স্থানে প্রত্যাগমন করিবেক।

পাদরী হোইটৎ সাহেব পঞ্জাবীয় [illegible]ময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন অতএব তিনিই শ্রীযুত লাড সাহেবের পুরোহিত হইবেন।

মফস্বল লাইট পত্রে মূলতানীয় দু[illegible]র্ভাগ্য দেওয়ান মূলরাজের ফাঁসীর স[illegible]মাচার লিখিত হয় নাই এজন্য কেহ২ [illegible] সমাচারের প্রতি সন্দেহ করেন, পর[illegible]মেশ্বর করুন উক্ত সমাচার অমূলকই হ[illegible]উক, এগনু সাহেবের হন্তাকে মূলরাজ [illegible] হস্তী পুরস্কার দিয়াছিলেন শুদ্ধ এ[illegible] অপরাধে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে [illegible]ধ করিলে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন, [illegible]লরাজ প্রাণরক্ষার জন্যই ব্রিটিস জা[illegible]তির হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাঁ[illegible]হাকে ফাঁসী দিলে প্রবল প্রতাপ সভ্য [illegible]জাতির উচিত কর্ম্ম হইবেক না, অন্য [illegible] শীক সরদারেরাও মূলরাজের ন্যায় [illegible]বিদ্রোহ উপস্থিত করণাপরাধে দোষী [illegible]হইয়াছেন তাঁহারা যদি পরিত্রাণ পান [illegible]বে মূলরাজের প্রাণদণ্ড কেন হয়, এ[illegible] মূলরাজের এমত সাধ্য নাই সংগ্রা[illegible]ম পুনঃপ্রবর্ত্ত হইবেন, আর যদি সেই [illegible]শিকাই থাকে তবে তাঁহাকে ভারত[illegible]বর্ষের মধ্যে ব্রিটিস আয়ত্ত কোন কারা[illegible]গারে রাখিলেই হয়, এক ব্যক্তিকে অ[illegible]নায়াসে নষ্ট করা যায় কিন্তু কোন মনু[illegible]ষ্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে পারেন [illegible], অতএব মূলরাজের বীরত্বের প্রশংসা করিয়াও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার [illegible]প্রাণপুরুষ পারিতোষিক প্রদান করি[illegible]তে পারেন।

বিলাত বাসি লোকেরা ভারতবর্ষে [illegible]রেইলরোড নির্ম্মাণ করণোদ্যোগে এ[illegible]বারে ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু আমরা [illegible]প্রত্যাশা করিতে পারি না ইহা সম্প[illegible] হইবে, বিলাতীয় সমাচার পত্রে লে[illegible] কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্সের অধ্যক্ষ [illegible]মহাশয়েরা মনস্থ করিয়াছেন কোন স[illegible]ম্প্রদায় ভদ্র ব্যক্তিরা কলিকাতা হই[illegible] উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক কোটি মু[illegible] ব্যয়ে এক লৌহময় পথ প্রস্তুত ক[illegible]রিয়া তাহার উপকারাদি পরীক্ষা করি[illegible] অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগকে [illegible]চিত মত সাহায্য প্রদান করিতে পা[illegible]রেন অতএব ব্যক্ত হইয়াছে “ইষ্টইণ্ডিয়া রেইলওএ কোম্পানি,, নামক বণি[illegible] সম্প্রদা যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষে রেইলওএ প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ উদ্যোগ করিয়া বিলাতীয় রাজপুরুষগণের বিশেষানুকূল্যাভাবে তাহাতে বিরত হন তাঁহারাই পুনঃ প্রবর্ত্ত হইতে বাসনা করিয়াছেন কিন্তু ডাইরেক্টর্স মহাশয়েরা কিরূপ সাহায্য করিবেন এবং যেসাহায্য দ্বারা তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না ইহা স্থির করিয়া যথা বিহিত করিবেন।

লক্ষ্ণৌ রাজ্যের রেসিডেন্ট সাহেবের উরুতের অস্থিভঙ্গ হওন বার্ত্তা আগত হইয়াছে পরমেশ্বর করুন তিনি রক্ষা পাউন কারণস্লিমেনসাহেবেরগুণেতাঁহার অধীন লোকেরা সুখী আছেন।

পঞ্জাবীয় সমাচার।

জেনরল গিলবর্টের সৈন্য সিবির হইতে আগত ২৪ মার্চ পর্য্যন্তের সমাচারে জানা যায় তাঁহারা পেসোয়র ও জমরুদ স্থানের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন, দোস্ত মহম্মদ খাঁ নির্ব্বিরোধে ক্ষীবা পথ পার হইয়াছেন, কথিত হয় আফরিডিজ নামক যবন জাতীয়েরা আমারদিগের কতিপয় সিবিরবাহককে বিনাশ করিয়াছে।

২৭ তারিখে নওরঙ্গাবাদস্থ সিবির হইতে যে পত্রাগত হয় তাহাতে লেখে শীক সরদারদিগের নিকট হইতে জেনরল গিলবর্ট সাহেব যে ৪১ টা তোপ প্রাপ্ত হন তত্তাবৎ লইয়া খাইস্ট সাহেব তদ্দিনে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, ব্যক্ত হয় পরদিনে তিনি লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিবেন কিন্তু এসকল তোপ লইয়া তিনি ২৭ এপ্রিল পর্য্যন্ত লাহোরে আসিতে পারেন।

সমাচারে লেখে মূলরাজের বন্দীঘর হইতে দশ লক্ষ মুদ্রার স্বর্ণ লাভ হইয়াছে।

২৮ মার্চ তারিখে সরদার ছত্র সিংহ, রাজা সের সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহি শীক সরদারগণ লাহোরীয় ব্রিটিস রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন, শ্রীযুত লরেন্স সাহেব তাঁহারদিগের দত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সের সিংহ, লাল সিংহ মোরারিয়, দেওয়ান হাকিম রায় এবং খাঁ সিংহ রৌবার সহিত বহুক্ষণ কথোপকথন করেন।

বিদ্রোহি শীক সৈন্যদ যাহারদিগকে নিরস্ত্র করা গিয়াছে তাহারা অনেকেই লাহোর নগরের নিকট সমবেত হইয়া আপনারদিগের প্রাপ্য বেতন জন্য গোলযোগ করিতেছে।

পঞ্জাব রাজ্যে শীক জাতিকে সর্ব্বত্র নিরস্ত্র করিয়া তাহারদিগের অস্ত্র সকল লাহোরে প্রেরণানুমতি হইয়াছে।

আমরা ভ্রমক্রমে গত ভাস্করে লিখি সেখ এমামুদ্দীন ২৯ তারিখে লাহোরীয় দরবারে উপস্থিত ছিলেন ফলে তিনি প্রদেশীয় শাসন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

লার্ড হাডিঞ্জ সাহেবের সাময়িক এবং এতদ্বর্ষীয় শীক সংগ্রামে যে সকল তোপ জয়লব্ধ হয় ইহার সহিত যে সকল তোপ লাহোরীয় অমৃতসর প্রভৃতি দুর্গ মধ্যে পাওয়া যায় তত্তাবৎ গণনা করিলে ৫০০ শতের কিঞ্চিদধিক হইবেক, কথিত হয় এতদ্ভিন্ন শীকদিগের আরো অনেক কামান স্থানে২ মৃত্তিকা মধ্যে সঙ্গোপনে আছে, অল্পকালেই তাহার অনুসন্ধান হইবেক।

আমারদিগের কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল লাহোরীয়া মহারাণী স্বীয় ভরণ পোষণার্থ মাসিক সহস্রেক মুদ্রা মাত্র প্রাপ্তা হন ইহা সত্য হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমরা নিষ্ঠুরতাচরণের দোষারোপ করিতে পারি, এক সম্রাটের মহিষী কি এত অল্প টাকায় সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন।

কয়েক সপ্তাহ গত হইল আমরা লিখিয়াছিলাম দিল্লীর বাদশাহ ঋণগ্রস্ত হইয়া তৎপরিশোধার্থ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থানুকূল্য চাহিয়াছেন, ইহাতে আমারদিগের রাজপুরুষেরা তাঁহাকে কয়েক কঠিন নিয়মে বদ্ধ হইতে কহেন, ঐ সকল নিয়মের সারাংশও আমরা তৎকালে প্রকাশ করিয়াছি এইক্ষণে দিল্লী গেজেট দৃষ্টে বোধ হইল বাদশাহ সেই নিয়মাদিতেস্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীযুত বাদশাহ স্বেচ্ছাক্রমে অঙ্গীকার করিয়াছেন আমরা এমত বিশ্বাস করিতে পারিনা।

দিল্লী গেজেটে লেখে ১৭৩৮ সালের ২৯ মার্চ তারিখে নাদের শাহ দিল্লী নগরাক্রমণ পূর্ব্বক মহামারী করিয়া তদ্রাজধানী লুঠ করেন, তৎকালেই অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে তিনি ময়ূরাকৃতি প্রসিদ্ধ রাজসিংহাসন হইতে কোহিনূর নামক মহামণি হরণ করিয়াছিলেন অতএব বলিতেছি ইতিমধ্যে ১১১ বৎসরের পর সেই অমূল্য রত্ন ভারতবর্ষাধিকারী পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, ইহা তিনপুরুষপর্য্যন্ত আবদালীরাজবংশীয় ও দুইপুরুষপর্য্যন্ত শীক রাজালয়ে অবস্থিত হইয়াছিল।

রাজ কার্য্যে অমনোযোগ।

মফস্বলবর্ত্তি লোকেরা আপনারদিগের দাখিল দস্তাবেজ রেজেষ্টরী করাইতে রেজষ্টর সাহেবদিগের নিকট গমনাগমনে অধিককষ্টপানএবং বিস্তর ধন ব্যয় করেন বাধ্যহন,এইজন্যইকাজীরা গ্রামে বসিয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করণে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা রাজপুরুষদিগের সুবিবেচনার কর্ম্ম বলিতে হয় কিন্তু আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি অনেক কাজীসাহেবেরা আপনারদিগেরকর্ম্মস্থানেনিয়ত থাকেননা অন্য কোন ব্যক্তির উপর আপনারদিগের কর্ম্মের ভার প্রদান করিয়া নিজালয়ে সুখে বাস করেন ইহাতে প্রজাবর্গের অনেকানিষ্ট হইতেছে তাহারা ঐ কাজীর প্রতিনিধির দ্বারা কাগজ পত্রাদি রেজষ্টরী করাইতে পারেন না যেহেতুক ইহা আইন বোধিত হয় নাই, সুতরাং আপনারদিগের কার্য্যোদ্ধারার্থ তাঁহারদিগকে রেজষ্টর আদালতে গমনাগমন করিতে হয়, প্রধান রাজপুরুষেরা যদি আমারদিগের এই কথার প্রমাণ জানিতে চাহেন তবে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিগণের রেজষ্টরী বহী দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন অতএব রাজপুরুষেরা মধ্যে২ এই কার্য্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে উত্তম হয়, এতদ্দেশ থানার কাজী সাহেব কি আপন কর্ম্ম স্থানে অবস্থান করেন, কদাচ নহে অতএব তাঁহার হস্তে এ কর্ম্ম সমর্পণ করিবার প্রয়োজন কি, প্রজার কষ্টকর তাঁহার উচ্চপদ আমরা দেখিতে চাহি না, হয় তিনি স্বকর্ম্ম স্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদন করুন নচেৎ তাঁহাকে দূরীকৃত করা উচিত, ইহার একপক্ষ নিশ্চিত না হইলে আমরা এতদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইব না।

পেরিত পত্র।

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত, ভাস্কর সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং গত ২২ চৈত্র মঙ্গলবার দিবসীয় ভাস্কর পত্রে কলিকাতা নগরীয় বাড়ী সকল জরীপ করণ বিষয়ে মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা দৃষ্টি করণানন্তর অত্যন্ত চমৎকার জ্ঞান হইল, যেহেতু মহাশয় লেখেন,, এতদ্দেশীয় মোসলমান রাজমিস্ত্রিরা সরকারি চাকর হইয়াছে তাহারাই প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তা দিগের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে যায়, ইহাতে দোষ কি,, ইহাতে আমার বক্তব্য এই, যদিস্যাৎ আমরা আপন স্বেচ্ছায় অন্তঃপুর মধ্যে অপর ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি প্রদান করি তবে হানি নাই, কেন না সে আমারদিগের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নিভর করে, কিন্তু বলপূর্ব্বক যদিস্যাৎ কোন ব্যক্তি আমারদিগের বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে চাহে এবং তৎক্ষণাৎ আমরা আপত্তি না করিয়া তাহাকে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি করি, তবে একেবারে আমারদিগের প্রাচীন সংস্থাপিত হিন্দু নিয়মের বৈপরীত্যাচরণ করা হয়, সম্পাদক মহাশয়, আপনি এই এক সাধারণপ্রমাণ দৃষ্টি করুন, যদিস্যাৎ আপনি কোন ব্যক্তিকে আপন বাটীতে অধিষ্ঠান হেতু নিমন্ত্রণ করেন তবে সে ব্যক্তি অনায়াসে আপনকার বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইতে পারিবে তাহাতে মহাশয়ের বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক অত্যন্ত হৃষচিত্তে তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কোন সময়ে বিনা আবাহনে যদিস্যাৎ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তবে তৎক্ষণাৎ আপনি তাহাকে যথোচিত দণ্ড প্রদান করিবেন, অনন্তর আরো এক প্রমাণ দেখুন জেলের মধ্যে রুদ্ধ কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে জেলে যাইবার যে এক আশঙ্কা তাহা কখনও হয় না, কিন্তু সেই জেলের মধ্যে অর্দ্ধ ঘটিকা রুদ্ধ থাকিতে হইবেক এমত আজ্ঞা কর্ণকুহরে প্রবেশ হইবামাত্রই মনের মধ্যে কত মহাভয় উপস্থিত হয়, অতএব এইস্থলে সেইরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক, রাজা আমারদিগের প্রতি বল প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে মনুষ্য প্রেরণ করিয়া বাটীর ভিতরের ছাত মাপিতেছেন, আমরা তাহাতে প্রতিবাদী নহি এবং প্রতিবাদী হইলেই বা কি হইবে, কেননা আমরা দুর্ব্বল প্রজা, আমারদিগের সৈন্য নাই, তোপ নাই, গোলা নাই, গুলী নাই, বন্দুক নাই, দুর্গ নাই, সুতরাং সাহস নাই, কেবল "যে আজ্ঞ,, এই শব্দ মাত্র আমারদিগের সম্বল ইহাতে রাজা অত্যাচার করিলে রাজার দোহাই ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না।

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, আপনি আমারদিগের স্বদেশীয় হিন্দু বিশেষত সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন যদিস্যাৎ গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের বিষয়ে অথবা বিষয় ঘটিত কোন ব্যাপারের প্রতি কোন আজ্ঞা পালনজন্য অনুরোধ কিম্বা বল প্রকাশ করেন, তবে তাহার বিপক্ষে আপনাকে সাহসিক হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য কি না, এবং তাহা বজ্জির্ত করণজন্য লেখনীকে সহায় করিয়া তর্ক করিতে হইবে কি না আমারদিগের বিবেচনায় আপনাকে অবশ্যই তাহা করিতে হইবেক, এস্থলে তাহা না করিয়া একেবারে পেয়াদা সাহেব হাত ধরিয়াছেন, বলিয়া শরীর এলাইয়া দিলেন একি আপনকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে, আমরা বিষয়ি লোক সর্ব্বদা পরাধীন আপনাপন বিষয় কর্ম্মে অনুক্ষণ বিব্রত থাকি, রাজার নিয়মানিয়মের প্রতি লক্ষ করি এমত অবকাশ রহিত, তবে কেবল সম্পাদক মহাশয়েরা এতদ্দেশে আছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি যদি তাঁহারাই কতকগুলিন কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বদেশীয় প্রাচীন নিয়মকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন, তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করা যায়, বিশেষত আপনি দেখুন, আপনকার এই লেখার দ্বারা ভিন্ন দেশীয় লোকের নিকট আমরা কত হেয় হইলাম যেহেতু যে বিষয়ে আপনি সপক্ষ সেই বিষয়ে প্রায় সকলেই বিপক্ষ, আপনি শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ রক্ষা করিয়া স্বদেশীয় প্রাচীন প্রচলিত নিয়মের এবং মনুষ্যের মতের বিপরীত পক্ষে লেখনীকে নৃত্য করাইতেছেন একি সম্পাদকের উচিত কার্য্য হইয়াছে, যাহা হউক, ভবিষ্যতে কোন বিষয় লিখিতে হইলে বিবেচনা করিয়া লিখিবেন নিবেদন মিতি তারিখ ২৮ চৈত্র সন ১২৫৫ সাল।

অহং যথার্থবাদি হিন্দু।

সম্পাদকীয় উক্তি।

অদ্য আমারদিগের আহ্লাদের দিন যেহেতুক নূতন কাগজ হইল কিন্তু ইহাতেও যথার্থবাদি হিন্দু স্বাক্ষরিত পত্র প্রকাশ করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইলাম, কলিকাতা নগরীয় বাটী সকলের ছাত জরীপ করণ বিষয়ে চৈত্র মাসের দ্বাবিংশ দিবসীয় ভাস্করে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে এমত কোন শব্দ লিখি নাই রাজ প্রেরিত কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক এতদ্দেশীয় লোক দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুক, আমারদিগের লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে রাজার সহিত বলে পারিব না, বিনয় বাক্যে রাজসমীপে নিবেদন করিয়া অন্যায় নিয়ম নিবারণ করিতে হইবেক, ঐ প্রস্তাবের মধ্যে ইহাই স্পষ্ট লিখিত আছে যথা,, প্রজাগণ যদি ইহাতে আপত্তি করেন তবে নিবেদন পত্র দ্বারা ভূপতিকে আপনারদিগের আপত্তি করণের কারণ জানাইতে পারেন, তাহা দেখিয়া রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহক প্রধানের বিবেচনা পূর্ব্বক প্রজাদিগের সম্মানরক্ষার উপায় করিবেন, যাঁহারা প্রজাদিগের ধন প্রাণ সম্মানাদি রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা অন্যায় করিতে পারেন না, যদি করেন তবে তাঁহারদিগের উপরেও কর্ত্রী আছেন, তাঁহার নিকট নিবেদন করা যাইবেক অর্থাৎ আমরা যে শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর অধিকারে আছি, তাঁহার সাক্ষাতেই দুঃখ জানাইব তিনি কি আমারদিগের ক্রন্দন শুনিবেন না, তাঁহাকে এবিষয় অবশ্য শুনিতে হইবেক, যেহেতুক পরমেশ্বর আমারদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যদি তাচ্ছল্য করেন তবে পরমেশ্বর তাহাকে দণ্ড দিবেন, পরমেশ্বর ফকীরকে ও সম্রাট করিতে পারেন, সম্রাটকেও ভিক্ষারী করিতে সমর্থ হয়েন ইহা সকলেই জানেন, জানিয়াও যদি অন্যায় করেন তবে সর্ব্বোপরিস্থ মহান দণ্ডধর কিম্বাস কাটিতেছেন,, এবং অগ্রে... রক ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা,, রাজা আমারদিগের প্রতি বল প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে মনুষ্য প্রেরণ করিয়া বাটীর ভিতরের ছাত মাপিতেছেন, আমরা তাহাতে প্রতিবাদী নহি এবং প্রতিবাদী হইলেই বা কি হইবে, কেননা আমরা দুর্ব্বল প্রজা, আমারদিগের সৈন্য নাই, তোপ নাই, গোলা নাই, গুলী নাই, বন্দুক নাই, দুর্গ নাই, সুতরাং সাহস নাই "কেবল যে আজ্ঞা,, এই শব্দ মাত্র আমারদিগের সম্বল,, তথাচ যথার্থবাদি হিন্দু নাম ধারণ করিয়াও লিখিয়াছেন,, আমরা গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ রক্ষা করিয়া স্বদেশী... প্রাচীন প্রচলিত নিয়মের এবং মনুষ্যের মতের বিপরীত পক্ষে লেখনীকে নৃত্য করাইতেছি, ফলে আমরা গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য নহি, তাঁহারা ন্যায় কর্ম্ম করিলে তাঁহারদিগের প্রশংসা লিখি... অন্যায় করিলে তাঁহারদিগকে শত্রু... ন করি কিন্তু রাজবিপক্ষে বল প্রকা... করিতে শক্তি নাই তাহাতে অভি... চিও নাই, অতএব স্বদেশস্থ বান্ধবগণ... অগ্রে সাবধান করিয়াছি সকলে এক... বাক্যে রাজদ্বারে আবেদন করেন, রা... যদি আদেশ করিয়া থাকেন তাঁহারদি... গের প্রেরিত যবনেরা বলপূর্ব্বক হি... প্রজাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করি... তবে অবশ্য কহিব সম্পূর্ণ অন্যায় করি... য়াছেন, এপ্রকারে যদি হিন্দুপ্রজাগ... র অপমান করেন তবে স্পষ্ট বলিতে... হয় হিন্দু প্রজা সকল কলিকাতা নগ... পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থা... করুন, নতুবা প্রাণ থাকিতে কেহ অপ... লোককে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে... বেন না এবং আমরা উক্ত বাহু হইয়া... চত্বরে কহিব সভ্য জাতীয় রাজারা... তাঁহারদিগের মঙ্গলচিন্তকা জাপাল... হিন্দু প্রজাগণের প্রতি অরাজক... করিলেন।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর ক... লিকাতার শোভাবাজার বালাখানা... বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের... জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এব... শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়...

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্তদিগন্তরংবৃজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

...সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১২ এপ্রেল । দানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজাব্দাঃ ১৭৭১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

...আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে... পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা... ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের ... বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা ... বিদ্যালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি... আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের ... লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ ... র অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক... পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন,, এবং এইক্ষণে হিন্দু ... করা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী... ন হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক... তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই... খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক ... গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ... বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা... লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে ... প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ... পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা ... মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত ... ছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি... হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা... প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

...সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নিদ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৪০৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবরনর সাহেবের

হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ২৩ মার্চ।

শ্রীযুত এফ ডবলিউ সিম্‌স সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশ্তার শ্রীযুত এফ লশিংটন সাহেব ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে কলিকাতা নগর পরিপাটী করণার্থ এক জন কমিস্যনর হইবেন।

১৮৪৯ সাল ২৮ মার্চ।

শ্রীযুত ইর্‌লং সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত এ এচ টর্নবুল সাহেব বেহারে আফীনের সবডেপূটী এজেন্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮৪৯ সাল ২৯ মার্চ।

মেডিকাল কালেজে সৈন্য সম্পর্কীয় সম্প্রদায়ে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্র চিকিৎসার বিদ্যার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও শিক্ষক শ্রীযুত বাবু মধুসূদন গুপ্ত ১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখের প্রকাশিত বিধির অনুসারে সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকেরদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

ঐ কালেজে ঔষধবিদ্যা ও মাটিরিয়া মেডিকা শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র কর্ম্মকার পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসারে সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকেরদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

৬নম্বর।

২৩ মার্চ।

শ্রীযুত জর্জ আণ্ডস সাহেব অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের আককোণ্টেণ্টী ও মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের আককোণ্টেণ্টী ও বাঙ্গাল বেঙ্কের কর্ত্তৃত্বকারি ও টাকশালের কামিটির মেম্বরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত আর এচ সেল সাহেব আককৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের এবং বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের আককৌণ্টেণ্ট সাহেবের প্রথম আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ মেপলস সাহেব আককৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের এবং বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের আককৌণ্টেণ্ট সাহেবের দ্বিতীয় আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত সি পি হবহৌস সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার কর্ম্ম রাখিয়া আককৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেব এবং বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের আককৌণ্টেণ্ট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

ছুটী।

২৩ মার্চ।

জিলা পশ্চিম বর্দ্ধমানের সেলিমাবাদ খীর মুন্সেফ শ্রীযুত কাজী হামিদ আলী বর্ত্তমান মাসের ১২ তারিখ অবধি তিন দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৭ মার্চ।

কটকের কমিস্যনর শ্রীযুত এফ গুডসবেরি সাহেবকে গত মাসের ৩০ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল বর্ত্তমান মাসের ২২ তারিখ অবধি রহিত হইল। ঐ তারিখে তিনি আপন কর্ম্ম স্থানে পুনর্গমন করেন।

৩০ মার্চ।

জিলা যশোহরের কুণ্ডারখালীর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ চাটুয্যা পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৩ মার্চ।

বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আককৌণ্টেণ্ট শ্রীযুত সি জি মানসেল সাহেব স্বীয় কর্ম্মো পলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

৩০ মার্চ।

রঙ্গপুরের কালেকটর শ্রীযুত ডবলিউ টি টুটর সাহেব মফঃসলে গমনার্থ বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখে আপনার খাজানাখানার ভার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু মুকুন্দপ্রসাদ রায়ের প্রতি অর্পণ করেন।

আন্দুলাধিপতি শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

অয়মারম্ভঃ শুভায়ভবতু।

হে, বারোশত ছাপ্পান্নবৎসর, তোমাকে অসংখ্য নমস্কার করি, আশীর্ব্বাদ কর আমারদিগের এই আরম্ভ মঙ্গলার্থ হউক, অদ্য তোমার প্রথম দিন, এবং তোমার সময়ে প্রজাপালন শাসনার্থ বৃহস্পতি মহাশয় রাজা হইয়াছেন সুতরাং এই প্রথম দিন রাজবাসর অতএব আমরা অদ্যাবধি ভাস্কর পত্রকে সপ্তাহে বারত্রয় অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, শনিবার, মঙ্গলবার এই তিনবারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, এজন্য প্রার্থনা করি আমারদিগের কার্য্যে তোমার এবং বর্ষরাজ বৃহস্পতি মহাশয়ের অনুগ্রহ থাকে।

বারোশত পঞ্চান্নবৎসর গত কল্য বিদায় হইয়াছেন, তাঁহার জন্য পৃথিবী শোক প্রকাশ করেন নাই, এবং প্রজারাও বিদায় কালীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন না, যেহেতুক তিনি রাজা প্রজা উভয় পক্ষকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে প্রধান২ বাণিজ্যালয়ের বিনাশ, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অন্যায় ঋণ পরিশোধার্থ অনেকের আয়াস প্রকাশ, লাহোরীয় যুদ্ধে রাজেশ্বরের সৈন্য নাশ অর্থ নাশ, আর প্রতিক্ষণ ভয় কখন কি হয়, এইরূপ প্রজাপীড়ন করিয়া আয়ুঃশেষে তিনি বিদায় হইয়াছেন অতএব সাধারণ লোকেরা কৃতজ্ঞতা দেখাইলেন না কিন্তু আমরা নমস্কার না করিয়া নাস্তিকতা প্রকাশ করিতে পারি না, তিনি আমারদিগের কিঞ্চিন্মাত্র অনিষ্ট করেন নাই, ঐ দুঃসময়েতেও ভাস্করের গ্রাহক সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া এক ব্যক্তি ও ভাস্কর পরিত্যাগ করেন নাই, অতএব আমরা বারোশত পঞ্চান্ন বৎসরকে নমস্কার দিলাম।

অদ্যাবধি ভাস্কর পত্র প্রতি পৃষ্ঠায় চারি২ কলমে পূর্ব্বোক্ত তিন দিনে তিন তক্তা কাগজে প্রকাশারম্ভ হইল, ইহার মুখ্য কারণ এই যে গ্রাহক মহাশয়েরা আমারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন, আমরা তাঁহারদিগের সন্তোষার্থ অধিক পরিশ্রম করিতেছি ইহার প্রমাণ না দেখাইলে গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না অতএব ভাস্করের প্রত্যেক পৃষ্ঠার চতুঃপার্শ্বে স্থান বৃদ্ধি করিলাম, ইহাতে পূর্ব্ব ভাস্করের দুই কলম বৃদ্ধি হইল, সপ্তাহে তিনবারে ছয় কলম অধিক লিখিতে পারিব অথচ মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না, এবং শুক্রবারের ভাস্কর যাহা চারিআনা মূল্যে দরিদ্র গ্রাহকগণকে দিয়াছি দিবস পরিবর্ত্ত হইয়া তাহা বৃহস্পতিবারে আসিল, দরিদ্র গ্রাহকেরা ঐ চারিআনা মূল্যে বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পাঠ করিতে পারিবেন।

আমরা লিখিলাম অদ্যাবধি বারত্রয় প্রকাশিত ভাস্করের প্রত্যেক পত্রে পূর্ব্ব ভাস্করের কলমের ন্যায় দুই কলম বৃদ্ধি করিলাম কিন্তু পাঠক মহাশয়েরা হঠাৎ ইহা বুঝিতে পারিবেন না এতবৃদ্ধি করিয়াছি অতএব সঙ্কেত বলি পূর্ব্ব ভাস্কর এবং অদ্যবাসরীয় ভাস্কর একত্র করিয়া দীর্ঘ প্রস্থ কল দেখিবেন, এবং পূর্ব্ব কলমের এক শ্রেণী অক্ষর অদ্যকার কমলের এক শ্রেণী অক্ষর গণনা করিবেন, তৎপরে কালী করিলেই অনায়াসে বিশেষ জানিতে পারিবেন আমরা তাঁহারদিগকে উপঢৌকন প্রদানার্থ অধিক পরিশ্রমে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি।

কেহ২ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন প্রতি মঙ্গলবারে দুই তক্তা কাগজ এবং প্রতি শুক্রবারে একতক্তা কাগজে ভাস্কর প্রকাশের যে নিয়ম ছিল সেই নিয়মে বৃদ্ধি করিলে কি হানি হইত. অতএব স্পষ্টরূপে লিখিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইল, মঙ্গলবারে দুইতক্তা কাগজে ও শুক্রবারে একতক্তা কাগজে ভাস্করের প্রতিপৃষ্ঠায় বৃহৎ২ কলম প্রকাশ হইত, তাহার বৃহৎ কলমের রিগলেট দীর্ঘ করিলে পুস্তকের ন্যায় কলম হইবে, তাহা পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরা ভ্রান্তি জ্ঞান করিবেন, এবং আমরাও একদা লিখিতে ক্লেশ পাইব, বিশেষত ছাপা যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারিরা অধিক পরিশ্রমে দুঃখী হইবেন, এই সকল কারণে তিনতক্তা কাগজ তিনদিনে প্রকাশ করিতে হইল ইহাতে কোন পক্ষে অধিক ক্লেশ বোধ হইবেক না, অথচ নূতন২ সমাচার সকল যথা সাধ্য সময়ে প্রকাশ করিতে পারিব।

এইক্ষণে আমারদিগের গ্রাহক মহাশয় সকলকে নমস্কার জানাই, তাঁহারদিগের কৃপাতে আমরা উন্নত হইয়াছি, আমারদিগের প্রতি সেই কৃপা রাখিবেন, তাঁহারাই সম্মান দিয়াছেন যদি অপমান দেন তাঁহারাই কলঙ্কী হইবেন।

প্রস্তাব সমাপ্তিকালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রণাম করি, আমারদিগের প্রতি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ না হইলে আমরা এত উন্নত হইতে পারিতাম না, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক ছাপা যন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন আমরা সাহস পূর্ব্বক যাহা লিখি তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন না, দুঃখ হইলে অকুতোভয়ে তাঁহারদিগের নিকট জানাইতে পারি, এবং আমারদিগের নিবেদনে মনোযোগ করেন, কখন২ দুঃখী হইয়া দুর্ব্বাক্যও বলিতেছি তাহাতেও বিরাগ নাই অতএব শুভানুষ্ঠানে এমত রাজাকে প্রণাম না করিলে অকৃতজ্ঞের ব্যবহার হয় এই কারণ গবর্ণমেণ্টকে প্রণাম করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলাম।

এতদ্দেশীয় মান্য লোক দিগের অব্দ।

কয়েক বৎসর গত হইল বনআরি আবদীয় মহারাজ বাহাদুরেরা আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ভাস্কর পত্রে তাঁহারদিগের দানীশাব্দ প্রকাশ হয় তদবধি আমরা দানীশাব্দ প্রকাশ করিতেছি, তৎপরে আন্দুলাধিপতি শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর আন্দুল রাজাব্দ প্রকাশার্থ আমারদিগকে অনুরোধ করেন অতএব আমরা বৎসরের প্রথম দিবস অদ্যাবধি তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, সম্ভ্রান্ত লোকদিগের বৃদ্ধিকালাবধি অব্দ প্রকাশ প্রথাকে ইহা উত্তম বটে যেহেতুক অব্দ দর্শনে সাধারণে অনায়াসে জানিতে পারেন কতকাল হইল কোন বংশ্য বৃদ্ধি দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেসমেরিক চিকিৎসালয়।

গত প্রকাশিতের শেষ।

১৮ বৎসর বয়স্ক গঙ্গা নামক এ[illegible] হিন্দু বালক চিকিৎসালয়ে আ[illegible] তাহার এক হস্তের মণিবন্ধ অস্থি[illegible] স্ফীত হইয়াছিল, তাহা স্পর্শ ক[illegible]লেও রোগির কষ্ট হইত, এই রো[illegible] তাহার সমুদায় হস্ত এমত স্ফীত হই[illegible] ছিল টিপিয়াও অস্থি বোধ হইত ন[illegible] এবং মণিবন্ধ ও অঙ্গুলী পর্য্যন্ত হে[illegible] করণ শক্তি ছিল না, ঐ রোগের প্র[illegible] কারার্থ ক্রমিক ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত নে[illegible] ব হস্পিটেলে জোঁক ও বেলেস্তা[illegible] দ্বারা চিকিৎসা করা হয় কিন্তু তাহা[illegible] কিছুই উপকার দর্শেনাই।

অতএব আমি তাহার সেই হ[illegible] উপর প্রতি দিন একঘণ্টাকাল মে[illegible] রাইজ করিতে আদেশ করি, এইবা[illegible] তিনদিনের পর ঐ স্ফীত ক্রমে ন্যূন[illegible]তে আরম্ভ হয়, এবং ৬ সপ্তাহের [illegible] সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া রোগী[illegible] মন করে, তাহার প্রতি অন্য কোন[illegible] কিৎসা করা হয় নাই, এইরূপ আ[illegible] কয়েকটা সন্ধিস্থানীয় স্ফীত রোগ[illegible] মেরিজ দ্বারা আরোগ্য করি।

২১ বৎসর বয়স্ক সেখ দৌলত [illegible]ক এক যবন ১০ আক্তোবরে আমার[illegible] কট আইসে দুইমাসাবধি তাহার [illegible] কের খুলির ত্বকের উপর এক বা[illegible] বেদনা হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন তাহার[illegible] কোপরি অনেক স্থান ফুলিয়া যায়,[illegible] হাও কষ্টকর ছিল, পরে মেসমে[illegible] দ্বারা এই সকল ফুলা ন্যূন হইয়া [illegible] স্থান পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, এই[illegible] চিকিৎসায় ২১ তারিখে সে ব্যক্তি[illegible] স্পূর্ণারোগ্য হইয়া বিদায় লয়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সমাচার।

দিল্লী গেজেটের লাহোরীয় [illegible] প্রেরক লেখেন মহারাজ দলিপ [illegible] কুমার নৌনেহাল সিংহের নিবে[illegible] বাস করিবেন।

৪ এপ্রিলের দিল্লী গেজেট পত্রে [illegible] গতি হয় ৮ তারিখ রবিবার প[illegible] সেক্রেটরী এলিয়ট সাহেব লাহো[illegible] হইতে ফিরোজপুরে প্রত্যাগত হই[illegible] এবং তৎপরদিনেই শ্রীযুত গবরণ[illegible] নরল তথা হইতে সুশীতল শিমলা[illegible] খরে যাত্রা করিবেন, শ্রীযুক্তের বা[illegible]

[illegible] অর্থাৎ শরীর রক্ষক সৈন্যেরা তাঁহা[illegible] পর্ব্বতে রাখিয়া ফিরিয়া স্থানে প্রত্যাগমন করিবেক।

[illegible] পাদরী হোইটং সাহেব পঞ্জাবীয় [illegible]বরে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন অতএব তিনিই শ্রীযুক্তলার্ড সাহেবের পুরোহিত হইবেন।

[illegible] মফস্বল লাইট পত্রে মূলতানীয় দুর্ভাগ্য দেওয়ান মূলরাজের ফাঁসীর সমাচার লিখিত হয় নাই এজন্য কেহ২ এ সমাচারের প্রতি সন্দেহ করেন, পরমেশ্বর করুন উক্ত সমাচার অমূলকই হউক, এগনু সাহেবের হন্তাকে মূলরাজ এক হস্তী পুরস্কার দিয়াছিলেন শুদ্ধ এই অপরাধে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বধ করিলে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন, [illegible] মূলরাজ প্রাণরক্ষার জন্যই ব্রিটিস জাতির হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে ফাঁসী দিলে প্রবল প্রতাপ সভ্য জাতির উচিত কর্ম্ম হইবেক না, অন্যান্য শীক সরদারেরাও মূলরাজের ন্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত করণাপরাধে দোষী হইয়াছেন তাঁহারা যদি পরিত্রাণ পান তবে মূলরাজের প্রাণদণ্ড কেন হয়, এবং মূলরাজের এমত সাধ্য নাই সংগ্রামে পুনঃপ্রবর্ত্ত হইবেন, আর যদি সেই আশঙ্কাই থাকে তবে তাঁহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রিটিস আয়ত্ত কোন কারাগারে রাখিলেই হয়, এক ব্যক্তিকে অনায়াসে নষ্ট করা যায় কিন্তু কোন মনুষ্য তাহাকে প্রস্তুত করিতে পারেন না, অতএব মূলরাজের বীরত্বের প্রশংসা করিয়াও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার প্রাণপুরুষ পারিতোষিক প্রদান করিতে পারেন।

বিলাত বাসি লোকেরা ভারতবর্ষে রেইলরোড নির্ম্মাণ করণোদ্যোগে একেবারে ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি না ইহা সম্পন্ন হইবে, বিলাতীয় সমাচার পত্রে লেখে কোর্ট আফ ডাইরেকটর্সের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা মনস্থ করিয়াছেন কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিরা কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক কোটি মুদ্রা ব্যয়ে এক লৌহময় পথ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপকারাদি পরীক্ষা করিলে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগকে উচিত মত সাহায্য প্রদান করিতে পারেন অতএব ব্যক্ত হইয়াছে "ইষ্টইণ্ডিয়া রেইলওএ কোম্পানি,, নামক বণিক সম্প্রদায় যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষে রেইলওএ প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ উদ্যোগ করিয়া বিলাতীয় রাজপুরুষগণের বিশেষানুকূল্যাভাবে তাহাতে বিরত হন তাঁহারাই পুনঃ প্রবর্ত্ত হইতে বাসনা করিয়াছেন কিন্তু ডাইরেকটর্স মহাশয়েরা কি রূপ সাহায্য করিবেন এবং যে সাহায্য দ্বারা, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না ইহা স্থির করিয়া যথা বিহিত করিবেন।

লক্ষ্মণৌরাজ্যের রেসিডেণ্ট সাহেবের উরস্তের অস্থিভঙ্গ হওন বার্ত্তা আগত হইয়াছে পরমেশ্বর করুন তিনি রক্ষা পাউন কারণ স্লিমেন সাহেবের গুণে তাঁহার অধীন লোকেরা সুখী আছেন।

পঞ্জাবীয় সমাচার।

জেনরল গিলবর্টের সৈন্য শিবির হইতে আগত ২৪ মার্চ পর্য্যন্তের সমাচারে জানা যায় তাঁহারা পেসোয়র ও জমরুদ স্থানের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন, দোস্ত মহম্মদ খাঁ নির্ব্বিরোধে ক্ষীবা পথ পার হইয়াছেন, কথিত হয় আফরিডিজ নামক যবন জাতীয়েরা আমারদিগের কতিপয় সিবিরবাহককে বিনাশ করিয়াছে।

২৭ তারিখে নওরঙ্গাবাদস্থ শিবির হইতে যে পত্রাগত হয় তাহাতে লেখে শীক সরদারদিগের নিকট হইতে জেনরল গিলবর্ট সাহেব যে ৪১ টা তোপ প্রাপ্ত হন তত্তাবৎ লইয়া খাইষ্ট সাহেব তদ্দিনে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, ব্যক্ত হয় পরদিনে তিনি লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিবেন কিন্তু এসকল তোপ লইয়া তিনি ২৭ এপ্রিল পর্য্যন্ত লাহোরে আসিতে পারেন।

সমাচারে লেখে মূলরাজের বন্দীঘর হইতে দশ লক্ষ মুদ্রার স্বর্ণ লাভ হইয়াছে।

২৮ মার্চ তারিখে সরদার ছত্র সিংহ, রাজা সের সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহি শীক সরদারগণ লাহোরীয় ব্রিটিস রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন, শ্রীযুক্ত লরেন্স সাহেব তাঁহারদিগের দত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সের সিংহ, লাল সিংহ মোরারিয়, দেওয়ান হাকিম রায় এবং খাঁ সিংহ রৌথার সহিত বহুক্ষণ কথোপকথন করেন।

বিদ্রোহি শীক সৈন্য দ যাহারদিগকে নিয়ন্ত্র করা গিয়াছে তাহারা অনেকেই লাহোর নগরের নিকট সমবেত হইয়া আপনা২দিগের প্রাপ্য বেতন জন্য গোলযোগ করিতেছে।

পঞ্জাব রাজ্যে শীক জাতিকে সর্ব্বত্র নিরাস্ত্র করিয়া তাহারদিগের অস্ত্র সকল লাহোরে প্রেরণানুমতি হইয়াছে।

আমরা ভ্রমক্রমে গত ভাস্করে লিখি সেখ এমামুদ্দীন ২৯ তারিখে লাহোরীয় দরবারে উপস্থিত ছিলেন ফলে তিনি প্রদেশীয় শাসন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের সাময়িক এবং এতদ্বর্ষীয় শীক সংগ্রামে যে সকল তোপ জয়লব্ধ হয় ইহার সহিত যে সকল তোপ লাহোরীয় অমৃতসর প্রভৃতি দুর্গ মধ্যে পাওয়া যায় তত্তাবৎ গণনা করিলে ৫০০ শতের কিঞ্চিদধিক হইবেক, কথিত হয় এতদ্ভিন্ন শীকদিগের আরো অনেক কামান স্থানে২ মৃত্তিকা মধ্যে সঙ্গোপনে আছে, অল্পকালেই তাহার অনুসন্ধান হইবেক।

আমারদিগের কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল লাহোরীয়া মহারাণী স্বীয় ভরণ পোষণার্থ মাসিক সহস্রেক মুদ্রা মাত্র প্রাপ্তা হন ইহা সত্য হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমরা নিষ্ঠুরতাচরণের দোষারোপ করিতে পারি, এক সম্রাটের মহিষী কি এত অল্প টাকায় সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন।

কয়েক সপ্তাহ গত হইল আমরা লিখিয়াছিলাম দিল্লীর বাদশাহ ঋণগ্রস্ত হইয়া তৎপরিশোধার্থ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থানুকূল্য চাহিয়াছেন, ইহাতে আমারদিগের রাজপুরুষেরা তাঁহাকে কয়েক কঠিন নিয়মে বদ্ধ হইতে কহেন, ঐ সকল নিয়মের সারাংশও আমরা তৎকালে প্রকাশ করিয়াছি এইক্ষণে দিল্লী গেজেট দৃষ্টে বোধ হইল বাদশাহ সেই নিয়মাদিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীযুত বাদশাহ স্বেচ্ছাক্রমে অঙ্গীকার করিয়াছেন আমরা এমত বিশ্বাস করিতে পারিনা।

দিল্লী গেজেটে লেখে ১৭৩৮ সালের ২৯ মার্চ তারিখে নাদের শাহ দিল্লী নগরাক্রমণ পূর্ব্বক মহামারী করিয়া তরাজধানী লুঠ করেন, তৎকালেই অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে তিনি ময়ূরাকৃতি প্রসিদ্ধ রাজসিংহাসন হইতে কোহিনুর নামক মহামণি হরণ করিয়াছিলেন অতএব বলিতেছি ইংরাজী ১১১ বৎসরের পর সেই অমূল্যরত্ন ভারতবর্ষাধিকারী পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, ইহা তিনপুরুষপর্য্যন্ত আবদালীরাজবংশীয় ও দুইপুরুষপর্য্যন্ত শীক রাজালয়ে অবস্থিত হইয়াছিল।

রাজ কার্য্যে অমনোযোগ।

দূরবর্ত্তি লোকেরা আপনারদিগের দলিল দস্তাবেজ রেজেষ্টরী করাইতে রেজেষ্টর সাহেবদিগের নিকট গমনাগমনে অধিককষ্টপান এবং বিস্তর ধন ব্যয় করেন বাধ্য হন, এইজন্যই কাজীরা গ্রামে বসিয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করণে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা রাজপুরুষদিগের সুবিবেচনার কর্ম্ম বলিতে হয় কিন্তু আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি অনেক কাজীসাহেবেরা আপনারদিগের কর্ম্ম স্থানে নিয়ত থাকেন না অন্য কোন ব্যক্তির উপর আপনারদিগের কর্ম্মের ভার প্রদান করিয়া মিজালয়ে সুখে বাস করেন ইহাতে প্রজাবর্গের অনেকানিষ্ট হইতেছে তাহারা ঐ কাজীর প্রতিনিধির দ্বারা কাগজ পত্রাদি রেজেষ্টরী করাইতে পারেন না যেহেতুক ইহা আইন বোধিত হয় নাই, সুতরাং আপনারদিগের কার্য্যোদ্ধারার্থ তাঁহারদিগকে রেজেষ্টর আদালতে গমনাগমন করিতে হয়, প্রধান রাজপুরুষেরা যদি আমারদিগের এই কথার প্রমাণ জানিতে চাহেন তবে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিগণের রেজেষ্টরী বহী দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন অতএব রাজপুরুষেরা মধ্যে২ এই কার্য্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে উত্তম হয়, এড়েদহ থানার কাজী সাহেব কি আপন কর্ম্ম স্থানে অবস্থান করেন, কদাচ নহে অতএব তাঁহার হস্তে এ কর্ম্ম সমর্পণ করিবার প্রয়োজন কি, প্রজার কষ্টকর তাঁহার উচ্চপদ আমরা দেখিতে চাহি না, হয় তিনি স্বকর্ম্ম স্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদন করুন নচেৎ তাঁহাকে দূরীকৃত করা উচিত, ইহার একপক্ষ নিশ্চিত না হইলে আমরা এতদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইব না।

পেরিত পত্র।

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত, ভাস্কর সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং গত ২২ চৈত্র মঙ্গলবার দিবসীয় ভাস্কর পত্রে কলিকাতা নগরীয় বাড়ী সকল জরীপ করণ বিষয়ে মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা দৃষ্টি করণানন্তর অত্যন্ত চমৎকার জ্ঞান হইল, যেহেতু মহাশয় লেখেন,, এতদ্দেশীয় মোসলমান রাজমিস্ত্রিরা সরকারি চাকর হইয়াছে তাহারাই প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তাদিগের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে যায়, ইহাতে দোষ কি,, ইহাতে আমার বক্তব্য এই, যদিস্যাৎ আমরা আপন স্বেচ্ছায় অন্তঃপুর মধ্যে অপর ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি প্রদান করি তবে হানি নাই, কেননা সে আমারদিগের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে,কিন্তু বলপূর্ব্বক যদিস্যাৎ কোন ব্যক্তি আমারদিগের বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে চাহে এবং তৎক্ষণাৎ আমরা আপত্তি না করিয়া তাহাকে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি করি, তবে একেবারে আমারদিগের প্রাচীন সংস্থাপিত হিন্দু নিয়মের বৈপরীত্যাচরণ করা হয়, সম্পাদক মহাশয়, আপনি এই এক সাধারণ প্রমাণ দৃষ্টি করুন, যদিস্যাৎ আপনি কোন ব্যক্তিকে আপন বাটীতে অধিষ্ঠান হেতু নিমন্ত্রণ করেন তবে সে ব্যক্তি অনায়াসে আপনকার বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইতে পারিবে তাহাতে মহাশয়ের বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কোন সময়ে বিনা আবাহনে যদিস্যাৎ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তবে তৎক্ষণাৎ আপনি তাহাকে যথোচিত দণ্ড প্রদান করিবেন, অনন্তর আরো এক প্রমাণ দেখুন জেলের মধ্যে রুদ্ধ কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে জেলে যাইবার যে এক আশঙ্কা তাহা কখনও হয় না, কিন্তু সেই জেলের মধ্যে অর্দ্ধ ঘটিকা রুদ্ধ থাকিতে হইবেক এমত আজ্ঞা কর্ণকুহরে প্রবেশ হইবা মাত্রই মনের মধ্যে কত মহাভয় উপস্থিত হয়,অতএব এইস্থলে সেইরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক, রাজা আমারদিগের প্রতি বল প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে মনুষ্য প্রেরণ করিয়া বাটীর ভিতরের হাত মাপিতেছেন, আমরা তাহাতে প্রতিবাদী নহি এবং প্রতিবাদী হইলেই বা কি হইবে, কেননা আমরা দুর্ব্বল প্রজা, আমারদিগের সৈন্য নাই, তোপ নাই, গোলা নাই, গুলী নাই, বন্দুক নাই, দুর্গ নাই, সুতরাং সাহস নাই,কেবল " যে আজ্ঞ,, এই শব্দ মাত্র আমারদিগের সম্বল ইহাতে রাজা অত্যাচার করিলে রাজার দোহাই ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না।

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, আপনি আমারদিগের স্বদেশীয় হিন্দু বিশেষত সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন যদিস্যাৎ গবর্ণমেন্ট আমারদিগের বিষয়ে অথবা বিষয় ঘটিত কোন ব্যাপারের প্রতি কোন আজ্ঞা পালনজন্য অনুরোধ কিম্বা বল প্রকাশ করেন, তবে তাহার বিপক্ষে আপনাকে সাহসিক হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য কি না, এবং তাহা বজ্জিত করণ জন্য লেখনীকে সহায় করিয়া তর্ক করিতে হইবে কি না আমারদিগের বিবেচনায় আপনাকে অবশ্যই তাহা করিতে হইবেক, এস্থলে তাহা না করিয়া একেবারে পেয়াদা সাহেব হাত ধরিয়াছেন, বলিয়া শরীর এলাইয়া দিলেন একি আপনকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে, আমরা বিষয়ি লোক সর্ব্বদা পরাধীন আপনাপন বিষয় কর্ম্মে অনুক্ষণ বিব্রত থাকি, রাজার নিয়মানিয়মের প্রতি লক্ষ করি এমত অবকাশ রহিত, তবে কেবল সম্পাদক মহাশয়েরা এতদ্দেশে আছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি যদি তাঁহারাই কতকগুলিন কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বদেশীয় প্রাচীন নিয়মকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন, তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করা যায়, বিশেষত আপনি দেখুন, আপনকার এই লেখার দ্বারা ভিন্ন দেশীয় লোকের নিকট আমরা কত হেয় হইলাম যেহেতু যে বিষয়ে আপনি সপক্ষ সেই বিষয়ে প্রায় সকলেই বিপক্ষ, আপনি শুদ্ধ গবর্ণমেন্টের অনুরোধ রক্ষা করিয়া স্বদেশীয় প্রাচীন প্রচলিত নিয়মের এবং মনুষ্যের মতের বিপরীত পক্ষে লেখনীকে নৃত্য করাইতেছেন একি সম্পাদকের উচিত কার্য্য হইয়াছে, যাহা হউক, ভবিষ্যতে কোন বিষয় লিখিতে হইলে বিবেচনা করিয়া লিখিবেন নিবেদন মিতি তারিখ ২৮ চৈত্র সন ১২৫৫ সাল।

অহং যথার্থবাদি হিন্দু।

সম্পাদকীয় উক্তি।

অদ্য আমারদিগের আহ্লাদের দিন যেহেতুক নূতন কাগজ হইল কিন্তু ইহাতেও যথার্থবাদি হিন্দু স্বাক্ষরিত পত্র প্রকাশ করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইলাম, কলিকাতা নগরীয় বাটী সকলের হাত জরীপ করণ বিষয়ে চৈত্র মাসের দ্বাবিংশ দিবসীয় ভাস্করে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে এমত কোন শব্দ লিখি নাই রাজপ্রেরিত কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক এতদ্দেশীয় লোকদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুক, আমারদিগের লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে রাজার সহিত বলে পারিব না, বিনয় বাক্যেরা জসমীপে নিবেদন করিয়া অন্যায় নিয়ম নিবারণ করিতে হইবেক, ঐ প্রস্তাবের মধ্যে ইহাই স্পষ্ট লিখিত আছে যথা,, প্রজাগণ যদি ইহাতে আপত্তি করেন তবে নিবেদন পত্র দ্বারা ভূপতিকে আপনারদিগের আপত্তি করণের কারণ জানাইতে পারেন,তাহা দেখিয়া রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহক প্রধানেরা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রজাদিগের সম্মান রক্ষার উপায় করিবেন,যাঁহারা প্রজাদিগের ধন প্রাণ সম্মানাদি রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা অন্যায় করিতে পারেন না, যদি করেন তবে তাঁহারদিগের উপরেও কর্ত্রী আছেন, তাঁহার নিকট নিবেদন করা যাইবেক অর্থাৎ আমরা যে শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর অধিকারে আছি, তাঁহার সাক্ষাতেই দুঃখ জানাইব তিনি কি আমারদিগের ক্রন্দন শুনিবেন না, তাঁহাকে এবিষয় অবশ্য শুনিতে হইবেক, যেহেতুক পরমেশ্বর আমারদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যদি তাচ্ছল্য করেন তবে পরমেশ্বর তাহাকে দণ্ড দিবেন, পরমেশ্বর ফকীরকেও সম্রাট করিতে পারেন, সম্রাটকেও ভিকারী করিতে সমর্থ হয়েন ইহা সকলেই জানেন, জানিয়াও যদি অন্যায় করেন তবে সর্ব্বোপরিস্থ মহান দণ্ডধর কিম্বাস কাটিতেছেন,, এবং পর... রক ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা,, রাজা আমারদিগের প্রতি বল প্রকা... পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে মনুষ্য প্রেরণ করিয়া বাটীর ভিতরের হাত মাপিতেছেন, আমরা তাহাতে প্রতিবাদী নহি এবং প্রতিবাদী হইলেই বা কি হইবে, কেননা আমরা দুর্ব্বল প্রজা, আমারদিগের সৈন্য নাই, তোপ নাই, গোলা নাই, গুলী নাই, বন্দুক নাই, দুর্গ নাই, সুতরাং সাহস নাই " কেবল যে আজ্ঞা,, এই শব্দ মাত্র আমারদিগের সম্বল,, তথাচ যথার্থবাদি হিন্দু নাম ধারণ করিয়াও লিখিয়াছেন,, আমরা গবর্ণমেন্টের অনুরোধ রক্ষা করিয়া স্বদেশীয় প্রাচীন প্রচলিত নিয়মের এবং মনুষ্যের মতের বিপরীত পক্ষে লেখনীকে নৃত্য করাইতেছি, ফলে আমরা গবর্ণমেন্টের ভৃত্য নহি, তাঁহারা ন্যায় কর্ম্ম করিলে তাহারদিগের প্রশংসা লিখি, অন্যায় করিলে তাঁহারদিগকে শত্রু জ্ঞান করি কিন্তু রাজবিপক্ষে বল প্রকাশ করিতে শক্তি নাই তাহাতে অভিরুচিও নাই, অতএব স্বদেশস্থ বান্ধবগণকে অগ্রে সাবধান করিয়াছি সকলে ঐক্য বাক্যে রাজদ্বারে আবেদন করেন,রাজা যদি আদেশ করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের প্রেরিত যবনেরা বলপূর্ব্বক হিন্দু প্রজাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে তবে অবশ্য কহিব সম্পূর্ণ অন্যায় করিয়াছেন, এপ্রকারে যদি হিন্দুপ্রজাগণের অপমান করেন তবেস্পষ্ট বলিলেই হয় হিন্দু প্রজা সকল কলিকাতা নগর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করুন, নতুবা প্রাণ থাকিতে. কেহ অপর লোককে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিবেন না এবং আমরা উর্দ্ধ বাহু হইয়া উচ্চস্বরে কহিব সভ্য জাতীয় রাজারাও তাঁহারদিগের মঙ্গলচিন্তক। প্রজাপালক হিন্দু প্রজাগণের প্রতি অরাজকতা করিলেন।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভূত বের্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্বৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককুরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
...দেশ বিলাসপ্রব বিল...জ্জু...গোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

২ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৪ এপ্রেল। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ১৭৭১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৩ বৈশাখ শনিবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে... পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা,হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা... ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা ...ক্কালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ ...কলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই... খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক ... আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ...ক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে ...ক না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ...৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা ...হার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত ...রিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি...ষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা...লেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে... বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নিদ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সিরিররের বিজ্ঞাপন।

জমীদারীদিগর ইজারা।
জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী বাদী।
কৃষ্ণকিশোর বিয়োগী প্রভৃতি প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ এপ্রেল সোমবার বেলা দুই প্রহর একঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত মারিষ কিট জেরেণ্ড সেণ্ডেস সাহেব তাঁহার আফিস উপরি উক্ত বাদি জয়চন্দ্র পাল চৌধুরির নীচের লিখিত জমীদারী দিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লইতে ইচ্ছুক হয়েন তাঁহারা ঐসময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালক পরগণে দ্বিতীয়া হোঁসনপুর বাগমারা, মাগুরা ঘমা, মুড়াগাছা, রকম ।০ চারিয়ানা।

সহর কলিকাতা সূতালুটীর শামিল এককেতা জমী অনুমান ।। ১ ।। সাড়ে এগারো কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষতঃ উত্তরদিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা, দক্ষিণদিগে মৃত জয়রাম ঘোষের জায়গা, পূর্ব্বদিগে মৃত গোকুল চন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা, এবং পশ্চিমদিগে কোম্পানির রাস্তা,রকম আটআনা ১ আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিস তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা রিসিবর আফিস।
কোর্টহৌস তারিখ
১২ এপ্রেল। ১৮৪৯ সাল।

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপাটমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১৫ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত রাইট অনররিল গবরণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি ক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনররিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎলিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতি পত্রপাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ আইন।

কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতক২ অংশি ও মহাজনেরদের মধ্যেযে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন।

গত প্রকাশিতের শেষ।

২ ধারা। ঐ ধার্য্য টাকার তফসীলের লিখিত যে কোন ব্যক্তি ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে উক্ত ধার্য্য হওয়া টাকার তফসীলে তাঁহার উপর যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপেদেন এমত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী করিয়াছেন সেই মহাজন উক্ত ব্যাঙ্কের কোন দেনা বা কর্জ্জের বাবতে " সৈরিফাসিস,, নামক কোন পরওয়ানা যদি বাহির করেন অথবা আইনমতে বা একুটিপক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন কার্য্য করেন তবে ঐ মহাজনের ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহীকরণ কার্য্য এবং যেব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ পরওয়ানা বাহির হইয়াছে বা ঐ কার্য্য হইয়াছে সেই ব্যক্তির উক্ত ধার্য্য হওয়া টাকাদেওয়া কার্য্য ঐ নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক এবং ঐ পরওয়ানা অথবা ঐ কার্য্য বিফলকরণার্থে ঐ আসামীর যে সকল খরচা লাগে তাহা যে মহাজন নালিশ করিয়াছিলেন সেইমহাজনের দিতেহইবেকইতি।

৩ ধারা। উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন,মহাজন ঐ বন্দোবস্ত পত্রে সহী না করিয়া

থাকেন এমত মহাজন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে
র কোন কর্জ অথবা দেনার বাবতে ঐ
দেনা বা তাহার কোন অংশের দায়ি
ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি "সৈরি ফাসিস,,
নামক কোন পরওয়ানা বাহির করেন
অথবা আইনমতে কিএকুটিপক্ষে অন্য
কোন কার্য্য করেন অথবা ইউনিয়ন ব্যা
ঙ্কের কোন কর্জ বা দেনা কি তাহারকো
ন অংশ পরিশোধ করণের দায়ি যে
কোন ব্যক্তি উক্ত ধার্য্য হওয়া টাকার
তফসীলে তাঁহার নামে যে টাকা ধার্য্য
হইয়াছে তাহা ঐ বন্দোবস্তপত্রের লি
খিত প্রকারে সম্পূর্ণরূপে না দেন এই
মত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ ইউনিয়ন ব্যা
ঙ্কের কর্জ বা দেনার বাবতে উক্ত বন্দো
বস্তপত্রে সহীকরণিয়া উক্ত ব্যাঙ্কেরকো
ন মহাজন যদি "সৈরি ফ্যাসিয়স,, না
মক কোন পরওয়ানা বাহির করেন,অ
থবা আইনমতে কি একুটি পক্ষে অন্য
কোন কার্য্য করেন তবে ঐ পরওয়ানা
অথবা কার্য্য বিফল করণার্থে ঐ বন্দো
বস্তপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে
ক না এবং ঐ ব্যক্তির স্থানে একর্জ অথ
বা দেনা পাইবার জন্যে যে কোন মো
কদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমায় ঐ বন্দোব
স্ত পত্রের লিখিত বৃত্তান্ত আইনের অথ
বা একুটির কোন আদালতে সাক্ষ্য স্বরূ
প গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবে।

সম্বাদ ভাস্কর

শিবদ্বয় স্থাপন।

বড়বাজার নিবাসি মৃত অথচ বি
খ্যাত ধনাঢ্য বাবু হরসুন্দর সেটের ম
হিলা শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী গত সং
ক্রান্তিদিনে মন্দিরদ্বয়প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বকতা
হাতে দুই শিবস্থাপন করিয়াছেন, তদু
পলক্ষে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণে
র নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, শুনিলাম ব্রাহ্মণ
ভোজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়, কাঙ্গালি
বিদায়াদি তাবৎ কর্ম্ম অতি পারিপাট্য
রূপে সম্পন্ন হইয়াছে, শ্রীযুক্ত মহেশ
চন্দ্র তর্কচূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প
ণ্ডিতাধ্যক্ষ এবং বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু র
মানাথ বশাখ মহাশয় কর্ম্মাধ্যক্ষ ছি
লেন, তাঁহারদিগের সুবিবেচনায় দান
কারিণী সর্ব্ববিষয়ে যশস্বিনী হই
য়াছেন।

প্রভাকর পত্রের বর্ষবৃদ্ধি।

বৎসরের প্রথমদিবস গতবুধবাসরী
য় রজনীযোগে প্রভাকর সম্পাদক প্র
ভাকর যন্ত্রাগারে প্রভাকরের বর্ষবৃদ্ধি
সম্বন্ধীয় সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে
ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং বান্ধবগণ উপস্থিত
হইয়া আমোদে রাত্রিযাপন করিয়াছে
ন, শ্রুত হইল আহারীয় অনেক দ্রব্যাদি
আয়োজন হইয়াছিল এবং বহু মনুষ্য
আহার করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, সমাচা
র পত্রের বর্ষবৃদ্ধি সম্বন্ধে আত্মীয়গণকে
নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ করণ এক প্র
কার উত্তম বটে, বর্ষারম্ভে তদুপলক্ষে
বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু
এতদ্দেশীয় লোকেরা যাহাকে বর্ষবৃদ্ধি
জ্ঞান করেন আমরা তাহাকে বর্ষনাশ
বলি, মনুষ্যের আয়ুর বর্ষ পরিমাণ যা
হা শাস্ত্রে লেখেন যদ্যপি তাহাতে বি
শ্বাস করা যায় তবে বর্ষশেষে স্বীকার
করিতে হইবেক, জীবনের এক বর্ষ গে
ল, অতএব যথাকালে পিতামাতার মৃ
ত্যু হইলে স্বভাবত যেরূপ শোক প্র
কাশ করা যায়, পরিমিত জীবনের বর্ষ
নাশেতেও শোক বিকাশ করিতে হয়,
কিন্তু এতদ্দেশে এরূপ ব্যবহার নাই সু
তরাং দেশব্যবহারমতে আমরা বর্ষগ
তে মৃত বর্ষের জন্য শোক প্রকাশ করি
তে পারি না, অনেকের এমত প্রথা আ
ছে জন্মদিনে মদ্গুরাদি মৎস্যকে জলে
ছাড়িয়া দেন ব্রাহ্মণদিগের বাটীতে মৎ
স্য পাঠান, বিশ্বাস এই যে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি
হইবে, কিন্তু যে বর্ষ যায় সে বর্ষ আর
আইসে না, অতএব রাজা রামমোহন রায়
স্বকৃত গানের মধ্যে উপদেশ দিয়াছে
ন "বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুজনে,,
অতএব আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি এত
দ্দেশীয় লোকেরা জ্ঞানালোচনায় নিযু
ক্ত হইয়াও অদ্যাপি বর্ষনাশে বর্ষ বৃদ্ধি
বলিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রূপচাঁদ দাস।

ধনাঢ্য মহাজন শ্রীযুত বাবু রূপচাঁদ
দাস খড়োপোস্তায় তাঁহার গদিতে শ্রী
রামনবমী দিনে অধিক সমারোহ করি
য়াছিলেন ঐ দিবস রূপচাঁদ বাবুর নবী
ন খাতা হইল, তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ কায়
স্থাদি নানা জাতীয় লোক নিমন্ত্রণ, বি
বিধ প্রকার উপাদেয় দ্রব্যাদি দ্বারা স
কালের জলপান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়,
কাঙ্গালি বিদায় এবং উপস্থিত যাচক
মাত্রকে দান ইত্যাদি করিয়াছেন, বাবু
রূপচাঁদ দাস উদ্যমদাতা, সুতরাং আপ
ন কর্ম্মে দান দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন।

জীবনবৃত্তান্ত।

গত বৃহস্পতিবাসরীয়া চন্দ্রিকার সহি
ত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আ
সিয়াছে, আমরা পাঠ করিয়া দেখিলা
ম তাহাতে ৺ বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যো
পাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত লিখি
ত হইয়াছে, অতএব উক্ত পুস্তক হইতে
এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম ইহাতেই
পাঠক মহাশয়েরা এতদ্দেশীয় সম্পাদ
কদিগের অগ্রগণ্য মান্যবর বাবু ভবানী
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্রে
র বিষয় জানিতে পারিবেন।

চরিত্র বর্ণন।

মান্য মহাশয় নবমবর্ষ বয়ঃক্রমে
উপনীত ও দশমবর্ষে উদ্বাহিত হন, প
রগনা উখড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক নওয়া
পাড়া গ্রাম নিবাসি ৺ কালীকিঙ্কর ম
ল্লিকের কন্যা সহিত তাঁহার প্রথম প
রিণয় হয়, তাঁহার বিংশবর্ষ বয়সে প্রথ
ম পুত্র শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পু
ত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্র
হণ করেন, তাঁহার চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্র
মে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়োপলক্ষে
গতপ্রাণা হন, ঐ স্ত্রীর সদ্গুণ সমূহে আ
কৃষ্টমনা সমস্ত পরিবার শোকার্ত্ত হই
য়াছিলেন, যদ্যপি দৈহিক মর্ম্ম বশত
প্রণয়িনী ধর্ম্মপত্নীর প্রাণত্যাগ জনিত
তাঁহার হৃদয়ে শোকানল প্রজ্বলিত হ
ইয়াছিল কিন্তু তাহা প্রকাশ্য লক্ষণে
প্রকাশ পায় নাই, সদসদ্বস্তু বিচারদ্বারা
নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের অনিত্যতা
লোচনায় জ্ঞানবারি সেচনে তাহা নি
র্ব্বাণ করিয়া স্থিরচিত্ত হন, পরন্তু জন
কের অনুল্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বা
র বিবাহ করেন, তৎপত্নী গর্ব্ভে শ্রী
যুত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীম
তী সতী নাম্নী কন্যারজন্ম পরিগ্রহহয়।
কথিত মহাশয় অতি দয়াশয় ও নির্ম্ম
লাশয় ছিলেন দেব দ্বিজ পূজনে স্বধর্ম্ম
যজনে তাঁহার নিশ্চলামতি ছিল,
তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান কর
তঃ প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যা
বন্দনাদি সমাধানান্তে তৈল গ্রহণ সময়ে
সমাগত পরিচিতাপরিচিত শিষ্ট সা
ম্প্রদায়িক জনগণের সহিত ইষ্ট মিষ্টা
লাপ করতঃ স্নান তর্পণ দেবপূজাদি নি
ত্যকর্ম্ম বসানে ভোজনোত্তর বিষয় কা
র্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, নি
রালয়ে তাঁহার বৃথা কালযাপন হইত
না, নিকটে জনশূন্য হইলে পুস্তকা[...]
পাঠ করিতেন, প্রায় দিবসে নিদ্রা যা[...]
তেন না, বিষয়কর্ম্মে আবৃত থাকিলে[...]
ও নিকটে মনুষ্য আগত হইলে সমা[...]
রের সহিত তৎসহ কিয়ৎকাল কথো[...]
পকথন করিতেন, অপরিচিত দীন[...]
নেরা ও তাপিত লোকেরা তাঁহার [...]
য়ালাপে শীতল হইত, তিনি পণ্ডি[...]
গণকে লইয়া মধ্যে২ শাস্ত্রীয়ালাপ [...]
রিতেন, এবং সর্ব্বদা অধ্যাপকগণে[...]
উপকারেচ্ছু ছিলেন, নৈমিত্তিক কা[...]
কর্ম্ম দান দেবার্চ্চনাতে তাঁহার বি[...]
য শ্রদ্ধা ছিল, আত্মীয় বান্ধবগণকে [...]
খিয়া দূরে হইতে প্রফুল্লবদনে প্রিয়[...]
নে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, [...]
রোক্ষে প্রিয়জনের প্রশংসা করা তাঁ[...]
র স্বাভাবিক কার্য্য ছিল, পরনিন্দা [...]
ণে অসহিষ্ণু ছিলেন, ভদ্রিকট বাত্তা[...]
র সমক্ষে অন্যের নিকট কেহ পর[...]
ণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রতিবাদ ক[...]
য়া যদ্বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ হইত তাহার[...]
ণানুবাদে নতশিরা করিতেন, তাঁ[...]
এই গুণে কোন২ বিপক্ষও সপক্ষ হই[...]
ছিল, তিনি আত্মীয় সজ্জনের ও প্র[...]
বাসিগণের পীড়া সংবাদ পাইলে ক[...]
স্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পীড়িত জ[...]
ঔষধ পথ্য প্রদান বা প্রদানীয় উপ[...]
শ দান করিতেন, বিপদাপন্ন মনুষ্য [...]
হার শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তা[...]
বিশিষ্ট হিতচেষ্টা করিতেন, কৃত[...]
র্য্য হইলে ঈশ্বরের প্রতি সাধুবাদ প্র[...]
ক প্রফুল্ল হইতেন, তিনি দেবীম[...]
ত্ম্য পাঠশ্রবণে নিয়তানুরক্ত ছিলে[...]
অসাধ্য সাধনে উৎসুকতা ছিল না, [...]
বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা প্রায় [...]
সিদ্ধ হইত না, এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে[...]
ধর্ম্ম ও স্বভাষানুরাগী করিতে তাঁ[...]
বিশেষ উদ্যোগ ছিল, ধর্ম্মদ্বেষি [...]
নিন্দক নাস্তিকাদির সহিত তিনি [...]
লাপও করিতেন না, তাঁহার বাক্[...]
ত্বা ও বক্তৃতাশক্তি এমত নিপুণা [...]
যে তিনি যে সভায় গমন করিতেন [...]
তত্রস্থ সভ্যেরা তাঁহার নবরস বিক[...]
বাক্‌শ্লেষে আহ্লাদিত হইতেন, তজ্জ[...]
তিনি ভূরি২ সভায় সদ্বক্তৃতা দ্বারা [...]
ন্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন, তিনি প্র[...]
দিবসাবসানে সন্ধ্যার পর পুরাণ শ্রবণ [...]
র্ব্বক নগরীয় যাবদীয় সংবাদ পত্র [...]
ঠ করিয়া রাত্রি দুই প্রহর পরে [...]
যাইতেন।

গুণের পুরস্কার।

আমারদিগের কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর প্র
[...]থাৎ জ্ঞাত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক প্র
[...]শ করিতেছি চব্বিশ পরগণার
[...]পযুক্ত মাজিস্ত্রেট মিটন সাহেব বিনি
[...]প্রতি তত্রত্য জজপদে উন্নত হইয়া
[...]লেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আরো উচ্চ
[...]দস্থ করিবেন অর্থাৎ তিনি ঢাকা সর
[...]কিউটের রাজস্বের কমিস্যনরী পদাভি
[...]ক্ত হইবেন, পাঠকগণের বিদিত থা
[...]কবে ঢাকা সরকিউটের মধ্যে জিলা ঢা
[...]কা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, এবং বাখ
[...]রগঞ্জ সংযুক্ত আছে।

ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি।

আমারদিগের বর্ত্তমান প্রধান রথি
[...]পরিবর্ত্তে স্যার লেপ্‌টনেণ্ট জেনরল
[...]র্ল আফ বার্থরাইট কে সি,বি মহাশ
[...]তৎপদাভিষিক্ত হইতে পারেন, ইং
[...]নমেনে লেখে স্যার জর্জ পালক সা
[...]ব এইকর্ম্ম পাইবেন।

মেসমেরিক চিকিৎসালয়।

গত প্রকাশিতের শেষ।

ডাক্তর ওএর একজন হৃষ্টপুষ্ট না
[...]কক্কে মেসমেরাইজ করিবার জন্য
[...]মার নিকট পাঠান, তাহাকে আমি
[...]থম জিজ্ঞাসা করি তুমি কি জন্য মেস্
[...]রাইজ হইতে চাহ তোমার আকারে
[...]থায় তুমি আমার লোককে অনায়া
[...]মেস্‌মেরাইজ করিতে পার, ইহাতে
[...]ব্যক্তি উত্তর করিল তাহার এক ব্রণ
[...]শাব হইয়াছে তাহাতে অস্ত্র চিকিৎ
[...]করাইতে চায় কিন্তু ব্রণের মুখ অতি
[...] এবং ব্রণ স্থান এমত বেদনা
[...]ক্ত যে অস্ত্রাদি স্পর্শ করাইতে তাহার
[...]কা উপস্থিত হয় অতএব সে মেস্
[...]রাইজ হইতে বাসনা রাখে এতৎ শুন
[...] আমি বলিলাম তোমার আকারে
[...]ভব হইতেছে ইহা সাধ্য হইবেক না
[...]পি চেষ্টা করা যাউক, ইহা বলিয়া
[...]হাকে এক কেদেরার উপর বসাইয়া
[...]মেরাইজ করিতে আরম্ভ করি তা
[...]ত দুই মিনিটের মধ্যেই তাহার চক্ষু
[...]২ করিয়া মুদ্রিত হয় এবং ৩।৪ মি
[...]টের পর আমি তাহার নাম ধরিয়া
[...]কিলাম কিন্তু উত্তর দিলেক না তৎ
[...] একগাছা দাড়ি উৎপাটন করি এ
[...]তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলী মধ্যে এক আল
পিন প্রবেশ করাই কিন্তু ইহাতেও তাহা
র চৈতন্য হয় না, আমি তাহার নিকট
একাকী ছিলাম এজন্য তৎকালে এক
খানা অস্ত্র আনয়নার্থ যাই কিন্তু ঐ গৃহে
পুনঃ প্রবেশ মাত্র দেখিলাম ঐ ব্যক্তি
হঠাৎ চৈতন্য পাইলেক, এবং তাহার
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যে এক আলপিন প্রবিষ্ট
দেখিয়া চমৎকৃত হইল, আমি এইরূ
পে তাহাকে ডাক্তর ওএরের সাক্ষাতে
দ্বিতীয় দিন মেসমেরাইজ করিতে আর
ম্ভ করি তাহাতে দুই মিনিটের মধ্যেই
অচৈতন্য হইল এবং তৎকালে তাহার
মস্তকেরচর্ম্ম হেলিতেআরম্ভহয়,আরতা
হার মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ টানিতে আরম্ভ হই
ল, তৎপরে শয়নাবস্থা হইতে চক্ষু মে
লিয়া উঠিয়া বইসে,এবং পরক্ষণেই বা
ম হস্ত দিয়া কিঞ্চিৎকাল পর্য্যন্ত আপন
দক্ষিণ হস্তের নাড়ী স্পর্শ করিয়া থাকে
কিন্তু আমি তাহাকে মেসমেরাইজ ক
রিতে ক্ষান্ত হই নাই এবং অল্পকাল ম
ধ্যে সে পুনর্ব্বার অচৈতন্য হইয়া শয়ন
করে,তাহার একঘণ্টাপর জাগ্রদবস্থহই
য়াকহিলনিদ্রাকালে তাহারকোনব্যাঘা
ত জন্মে নাই ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা ক
রিলাম তুমি উঠিয়া আপনার নাড়ী
স্পর্শকরিয়া দেখ তাহা কি তোমার
স্মরণ হয় না তাহাতে হাসিয়া কহিল
আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে আমি না
ড়ী স্পর্শ করিতে পারিতাম ফলে আমা
র নাড়ী কখন২ এক মিনিট কালের ম
ধ্যে ৫০ বার বেগবতী হয় এবং আমি
ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি
নাই অতএব আমি তজ্জন্য মধ্যে২ না
ড়ী পরীক্ষা করি, ইহাতেই জাহাজ ম
ধ্যে যদি কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসে আমি
কোথায় আছি তাহাতে অনেকেই ক
হিয়া থাকেন আপন নাড়ীর গতি গণনা
করিতেছে।

তৃতীয় দিন আমি তাহাকে পুনর্ব্বা
র সহজেই অচৈতন্য করি এবং সে দি
নে শরীর টানা হয় না, তদ্দিনে ঐ ব্য
ক্তি নিদ্রাবস্থাতে কহিলেক সে আপনা
কে এইক্ষণে অস্ত্র চিকিৎসা সহ্য করণ
ক্ষম বুঝিতেছে অতএব তাহা অনায়াসে
করা যায়,ইহাতেআমি যেরূপ কষ্ট পা
ই সে ব্যক্তিও তদ্রূপ ক্লেশ সহ্য করে,
৯দিনেঐকাপ্তেনসাহেবেরসাক্ষাতেজাগ্র
দবস্থায় আমি ঐ অস্ত্র চালনা করি,ইতি
পূর্ব্বে ইহার মধ্য রাত্রে এবং প্রাতে দু
ইবার নিদ্রা ভঙ্গ হইত কিন্তু এইক্ষণে তা
হা হয় না মেসমেরিজ করণাবধি তাহা
র গাঢ় নিদ্রা হয় এবং প্রভাতে তাহার
সন্তানেরা বায়ু সেবন করিয়া গৃহে প্রত্যা
গত হইলে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরে
সমভিব্যাহারী আমারদিগের বন্ধু ২তা
রিখে যে পত্র লেখেন তদ্দ্বারাবগত হ
ইল পঞ্জাব রাজ্য বিটিস রাজভুক্ত ক
রণ ঘোষণা প্রকাশ হইলে পর লাহো
রীয় প্রজাসকল তিন দিবারাত্রি হাহা
কারে ও রোদনে কালযাপন করে এ
বং আবালবৃদ্ধ বণিতাদি কেহ তিন দিন
জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই, ইংরাজি
পত্র সকলে প্রকাশ হয় বিটিস গবর্ণমে
ণ্ট মহারাজা দলিপ সিংহকে বার্ষিক
চারি লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি দিবেন, কিন্তু আ
মারদিগের বন্ধু বলেন পদচ্যুত শিশু
মহারাজ বার্ষিক বৃত্তি ৫ লক্ষ বা ততো
ধিক টাকা পাইবেন, দিল্লীর বাদশাহ,
মুরশিদাবাদের নবাব নেজাম, টেপুবং
শীয় রাজবংশ্য ইত্যাদি রাজ্যভ্রষ্ট অ
পর মহিপালগণের পরিবারাদির প্র
তিপালনার্থ বিটিস গবর্ণমেণ্ট যে বৃত্তি
প্রদান করিতেছেন তাহার সহিত তুল
না করিয়া দলিপ সিংহের মোশাহেরা
দিতে হইলে ন্যূনকল্পে বার্ষিক ১৬ ল
ক্ষ টাকা দিতে হয়, মুরশিদাবাদের ন
বাবাপেক্ষা পঞ্জাবাধীশ্বর অধিক উচ্চ
পদস্থ ইহা কেনা স্বীকার করিবেন, এ
বং বঙ্গরাজ্য যখন বিটিস হস্তগত হয়
তখন বঙ্গরাজ্য হইতে যে রাজস্ব সংগ্র
হ হইত পঞ্জাব রাজ্য হইতে তদপেক্ষা
ন্যূন রাজস্ব সংগ্রহ হয় না, অতএব দ
লিপসিংহ ন্যায় বিচারে অল্প বৃত্তি কে
ন পাইবেন, তবে যাহার রাজ্যগ্রহণে
বিটিস গবর্ণমেণ্ট রক্ষক হইয়া ভক্ষক
হইলেন তাঁহাকে অধিক বৃত্তি না দিলে
ও তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শক্তি প্র
কাশ করিতে পারেন না, আমার
দিগের বন্ধু বলেন হা, কি আ
ক্ষেপের বিষয়, শিশু রাজকুমার রাজ্য
চ্যুত হইবার পূর্ব্বক্ষণেও বালস্বভাবে
এক স্বর্ণ ঘোড়াতে বসিয়াছিলেন, ইহা
র পরে তাঁহাকে চাইগাদায় বসিতে হ
ইবেক, যাহা হউক, লাহোরীয় প্রজাস
কল রাজভক্ত বটেন এলিএট সাহেবে
র লাহোর হইতে প্রত্যাগমন কালে তা
বৎ প্রজা আপনারদিগের শিশু মহারা
জের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে অনেক উপ
রোধ করিয়াছেন।

পঞ্জাবীয় সমাচার।

জেনরল গিলবর্টের সিবির হইতে
২৯ মার্চ তারিখ পর্য্যন্তের সমাচার
গত হইয়াছে তাহাতে লেখে পেসোয়
র প্রদেশ রক্ষার্থ ন্যূন কল্পে ৮ সহস্র
সৈন্যের প্রয়োজন হইবেক, তন্নিকটব
র্ত্তি পর্ব্বতীয় যবন জাতীয়েরা আমার
দিগের সৈন্য বা সিবির বাহক গণকে
একক পাইলে হনন বা তাহারদিগের
দ্রব্য হরণ করে এজন্য আদেশ হইয়া
ছে রাত্রিকালে কেহ সিবির হইতে বা
হির না হয়,তথায় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভা
ব হইয়াছে।

মফস্বল লাইট পত্র পাঠে অবগতি
হইল মহারাজ দলিপসিংহ পুনা নগরে
অবস্থিত হইবেন এবং তাঁহার মাতার
অভিমত হইলে তিনিও তথায় থাকি
তে পারিবেন, কিন্তু বেনারস রিকর্ড
র পত্রের এক সম্বাদ দাতা লেখেন মহা
রাণী চন্দ্রাবতী এক গোলযোগের উ
দ্যোগ কারিণী হওয়াতে বিটিস এজেণ্ট
সাহেব তাহাকে চুনার দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধা
রাখা বিধেয় বোধে তথায় পাঠাইয়া
ছেন, কোন প্রামানিক লোক দ্বারা জ্ঞা
ত হইয়া মফস্বললাইট সম্পাদক লে
খেন বাঙ্গালা রাজ্যে ন্যূন কল্পে দশ প
লটন সৈন্য বৃদ্ধি হইবেক, আমরা অনু
মান করি পঞ্জাব রক্ষার্থ এত সৈন্যের
প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রধান সেনাপতি ৩ পর্য্যন্ত লাহো
র হইতে যাত্রা করিতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত পত্রের এক পত্র প্রেরক
লেখেন পঞ্জাব রাজ্য বিটিসাধিকার ভু
ক্ত হইবার ঘোষণা প্রকাশ হইলে গো
বিন্দগড় বাসী লোকেরা বিশেষ পুলকি
ত হইয়াছেন, পত্র প্রেরক বলেন তিনি
তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দর্শন ও
শ্রবণ করিয়াছেন তত্রস্থ যাবদীয় প্র
জা এজন্য আনন্দোৎসব ও নগর আলো
কময় করিয়াছিলেন, এবং অনেকেই
ইংরাজ রাজ্যের কল্যাণ প্রার্থনা করি
তেছেন।

জলাশয় প্রতিষ্ঠা।

শ্যামপুকুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু
শিবশঙ্কর মল্লিক গত বুধবারে এক জ
লাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তৎ সভা
রোহণার্থ শতাধিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং

কুলীন কায়স্থাদি বহুতর ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, নির্ব্বিঘ্নে সঙ্কল্পিত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দুই টাকা এক টাকা হারে বিদায় দিলেন এবং কায়স্থ কুলীনেরা উত্তমরূপে জলপান করিয়া উক্ত হারে বিদায় পাইয়াছেন, এবং উপস্থিত কাঙ্গালিগণকেও শিবশঙ্কর বাবু যথাসাধ্য বিদায় দিয়াছেন।

নৃত্যগীত।

৺কাশীনাথেশ্বর্য্যন্নপূর্ণা মূর্ত্তির জন্মতিথ্যুপলক্ষে গত বুধবাসরীয় যামিনীযোগে আন্দুল রাজধানীতে নৃত্যগীতাদির মহাসভা হইয়াছিল তাহাতে এতদ্দেশীয় মান্যলোকেরা এবং সম্ভ্রান্ত যবন ইংরেজাদি মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া পরমামোদে রাত্রিযাপন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ভূপাল বাহাদুরের শিষ্টাচার মিষ্টালাপে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া রজনী প্রভাতকালে বিদায় হইলেন।

প্রেরিত পত্র।

পূজ্যবর গুণাকর সর্ব্বপ্রভাকরেশ্বর
শ্রীমান সংবাদ ভাস্কর সম্পাদক
ভূদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়
শত্রুমর্দ্দনেষু।

গত ২৩ চৈত্র দিবসে প্রভাকর পত্রশিরগাত্রে প্রকাশ,, কতকগুলিন ব্রাহ্মণানাং,, স্বাক্ষরিত প্রশ্ন (৩) ত্রিধা।

যথা

১ প্রশ্ন। আন্দুলাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাজনারায়ণের পুত্রের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরতা হইয়াছে এস্থলে আমি কৌস্তুভকার মহাশয়কে বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি যে রাজা বাহাদুর পূর্ব্ব হইতে দাসত্ব মোচন হইয়া বর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ঘোষ বাবু অদ্যাপি দাসত্বাপবাদ হইতে নিষ্কৃতি হয়েন নাই, এস্থলে ক্ষত্রিয়ের পুত্রের সহিত শূদ্রের কন্যার পানীগ্রহণ কোন প্রমাণানুসারে হইবে।

২ প্রশ্ন। ভল্লুকের কি জন্য জ্বর হয়, শ্রীরামচন্দ্র ভল্লুক সৈন্যসামন্তের সহায়তায় লঙ্কা জয়ী হইয়াছিলেন তথন ভল্লুকের জ্বর আসিত এমত লিখিত নাই এবং জাম্বুবান ভল্লুক রাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতেও কোনস্থানে কহেন নাই যে জাম্বুবানের জ্বর হইয়াছিল অধুনা দণ্ডে২ জাম্বুর জ্বর আইসে ইহার কারণ কি।

৩ প্রশ্ন। কায়স্থদিগের মধ্যে দেব উপাধি কাহা হইতে হইয়াছে এবং কতদিন হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয়, চারিযুগের মধ্যে কেবল ভীষ্মদেব ভিন্ন অন্য দেব শুনা যায় নাই, এইক্ষণে কলিতে কায়স্থের অনেকের দেব পদবী দেখিতে পাই ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি।

উক্ত ত্রিধা প্রশ্নের প্রত্যুত্তর লিখি প্রকাশ করিতে অনুমতি হইবেক।

১ উত্তর শ্রীমান আন্দুলাধিপতি মহামতি মহারথী সৈন্যদলাধিপতি কায়স্থ রাজন্য মহারাজ শ্রীযুক্ত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের শ্রীযুক্ত রাজকুমারের সহিত যদি উক্ত শ্রীযুক্ত বাহুজ ঘোষজ বাবুজীউ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রাজন্যকুমারীর শুভ বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরতা হইয়া থাকে তবে যথাশাস্ত্র প্রমাণানুসারে ক্ষত্রিয় বিধায় উভয় পক্ষেই সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হইয়া থাকিবে, যেহেতু ঘোষজ বাহুজ ইন্দু নক্ষত্র বিঘুত বংশজ ক্ষত্রিয়, যথা,, বিঘুতঃ শনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্র ধনূংষিচ। উলকা নির্ঘাত কেতূংশ্চ জ্যোতিংষ্যুচ্চা বচানিচ॥ ইতি মনুঃ।

অর্থাৎ মেঘ ইন্দ্রধনু ধূমকেতু ও অগস্ত্যাদি নক্ষত্র সহিত ইন্দ্র দেবরাজ ঘোষ মহাশয় হয়েন। এবং অষ্টসিদ্ধ মৌলিকা ঘটক কারিকা বিবাহ সমাজে পাঠ হইয়া থাকে যথা,, মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ। দ্বিজবন্দ্য কুলোদ্ভব ভট্ট গতিঃ॥ সচ ঘোষ কুলাম্বুজ ভানুরয়ং। ইত্যাদি।

অর্থাৎ মকর জলজন্তুরন্যায় ভয়ানক বলবান ক্ষত্রিয় দেবজ্ঞ ভট্টনারায়ণ মহাশয়ের ছাত্র ঘোষজ সূর্য্য তুল্য ইন্দু নক্ষত্র বংশজ হয়েন॥ এবম্ভূত বাহুজ বাবুজীউ মহাশয়কে অধুনা এক মিথ্যা শূদ্র অপবাদ অনর্থক অজ্ঞাত ব্যক্তিরা নিজ দর্পে গপ্পে প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহার অন্বেষণীয় নহেন। অধিকন্তু ক্ষত্রিয় বংশজ দিগের পুরুষানুক্রমে শূদ্র অপবাদ ও শূদ্র অঙ্গীকার ও শূদ্র কর্ম্ম করিলেও ক্ষত্রিয়ত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না সঙ্কল্প করিলেই প্রকট ক্ষত্রিয় হয়েন

যথা।

সন্তি বৃক্ষময়ি গুপ্তাঃ স্ত্রীষু ক্ষত্রিয় পুঙ্গবাঃ। হৈহয়ানাং কুলেজাতা স্তে সংরক্ষন্তুমাংমুনে॥ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুরুতে শূদ্রবত্তস্য সর্ব্বিজঃ। সর্ব্বকর্ম্মেত্যভিখ্যাতঃ সমাংরক্ষতু পার্থিবঃ॥ ততঃ পৃথিব্যানিদ্দিষ্টাং স্তান সমামীয় কশ্যপঃ। অভিষিক্তম্মহী পালানক্ষত্রিয়ান্বীর্য্য সম্মতান॥ ইতি মহাভারতে রাজধর্ম্মে॥

অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ কশ্যপ হৈহয় কুলেজাত ক্ষত্রিয়দিগকে শূদ্র অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়া প্রকট ক্ষত্রিয় কর, যাঁহারা বহু পুরুষানুক্রমে শূদ্র হইয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীর এই নিবেদন কশ্যপ মহাশয় শুনিয়া ঐ সকল অপ্রকট ক্ষত্রিয়দিগকে আনয়ন করিয়া রাজ অভিষেক বপ্র সঙ্কল্প দ্বারা করিয়া প্রকট ক্ষত্রিয় করিলেন।

২ উত্তর। শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ সময়ে ও শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধসময়ে জাম্বুজ্বর কম্পজ্বর যাহাকে ভাষায় ভল্লুকজ্বর কহে ইহা ছিল না, এই ভল্লুকজ্বরের ওষধ ঋক্ষবৃক্ষ ঋক্ষ নামা নক্ষত্রহইতে বান রাজার যুদ্ধ সময়ে পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে॥ জম্বুশব্দে সুবর্ণ, বাণ শব্দে যুক্ত ইতি রাজনির্ঘণ্ট।

অর্থাৎ সুবর্ণাকৃতি বেশধারী মহাযোদ্ধাপতি ঋক্ষরাজ হয়েন। স বৃক্ষ পুত্র যথা,, ঋক্ষরাজস্য পুত্রোহত্র মহাপ্রাজ্ঞ সুদুর্জ্জয়ঃ। পিতামহ সুতশ্চাত্র জাম্বুবানিতি বিশ্রুতঃ॥ ইতি রামায়ণ। পূর্ব্বে জাম্বু নামা একদল (পল্টন) মহা যোদ্ধা ভল্ল অস্ত্রধারিরা ছিলেন. যেমন এক্ষণে দ্বাগুণ নামা পল্টন (সর্প সৈন্য) যেমন দুমীডরী (উঠ পল্টন) জম্বুরা নামা অস্ত্রধারিরা আছেন। এতদ্রূপ ভল্লুকেশ্বর জাম্বুবান নামে খ্যাত ঐ জাম্বুবান জাম্বুবতী নামা আপন কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ দিয়া যৌতুকে জাম্বু নামা সৈন্য ঋক্ষচর্ম্ম পরিধান ভল্লাস্ত্রধারীদিগকে দিয়াছিলেন ঐ জাম্বু দল সৈন্য লইয়া জাম্বুবতীর পুত্র শাম্ব বান রাজার সহিত যুদ্ধে গিয়াছিলেন ঐ যুদ্ধে রুদ্রজ্বর উৎপন্ন হইয়াছিল ভল্লুকরূপধারী সৈন্য ভল্লুকজাতি নামে খ্যাত তদবধি কৃষ্ণ ভল্লুক পশুরা ঐ কম্পজ্বরে কম্পিত হইয়াছে। যথা

জাম্বুজ্বরং সমাশ্রিত্য রুদ্রাজ্ঞায়বতী সুতা। চক্রবক্র বিনিক্ষেপে স্বসুখে সুজ্বরেণ বৈ॥

ইতি শাম্ব পুরাণং।

৩ উত্তর। আদৌ পরমাত্মা বিরাট কায়ে কায়স্থ দেব হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব কায়স্থ বিরাট দেব হয়েন যথা,, স্থূল শরীর সমষ্ট্যুপ হিত চৈতন্যং। ইতি বেদান্ত সার॥ দ্বিতীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় যমাবতার চিত্রগুপ্ত পিতৃদেব বংশজ হয়েন ইহাঁরদিগের স্বভাবত দেব পদবী হইয়া থাকে যেহেতু যম দেবতা স্বয়ং ইহাঁরদিগের হৃদস্থিত হয়েন যথা,, যমোবৈবস্বতোদেবো যস্তবৈষ হৃদিস্থিতঃ। তেনচে দবিবাদস্তেমাগঙ্গাং মাকুরুংগমঃ॥

ইতি মনু ৮ অধ্যায় ৯২ শ্লোক।

অর্থাৎ দণ্ডধারী যে যমদেবতা তিনি কায়স্থ হৃদয়ে বাস করেন অতএব ঐ কায়স্থদিগের সহিত যদি তোমরা বিবাদ না কর তবে তোমারদিগের গঙ্গা তীর্থে ও কুরুক্ষেত্র তীর্থে গমন করিবার প্রয়োজন নাই কায়স্থ দেব কৃপায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে॥

তৃতীয়। ঘটক কারিকায় লিখেন দেবল নক্ষত্র বংশজ দেব কায়স্থ ক্ষত্রিয় ইহাঁর দিগের দেব পদবী যথা।

দেবোভূদেব ভক্তোগুহ সদৃশোগুণে দোষ ইশান দাসঃ। ইত্যাদি কুলাচার্য্য কারিকা॥

চতুর্থ। কায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগের পূর্ব্বাপর চারি যুগেই দেব পদবী প্রসিদ্ধ আছে যথা,, সূর্য্যদেব, নৃসিংহ দেব, ঋষভ দেব, বসুদেব, বাসুদেব, বলদেব, পরীক্ষিত দেব, কামদেব, ইত্যাদি কেবল ভীষ্মদেব দেব ছিলেন এমত নহে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের এক শ্রেণী দেব পদবীতে খ্যাত বৃহ্মার সৃষ্টি অবধি জানিবেন এ গুপ্ত নহে ইতি তাং ২৬চৈত্র ১২৫৫ সন কলিকাতা।

শ্রীবিশ্বামিত্র বর্ম্মণঃ।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশহয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ
নানাদেশ বিলাসসম্পত্তিসমন্বুরুকর্ণোপসদ্রো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৩ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৭ এপ্রেল। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দলরাজাব্দাঃ ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৬ বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদানা গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা পাঠকালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু লোকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টিয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না এবং যাঁহারা গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ...৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা ইহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি ... বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র ... কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সম্বাদ ভাস্কর

বিদ্যা কল্পদ্রুম।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত বিদ্যা কল্পদ্রুম গ্রন্থের দশম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম. এই গ্রন্থ পাঠ করিতে২ আমারদিগের নানাভাব প্রকাশ হইল অর্থাৎ কোন স্থলে মতাভয়. কোনস্থলে ক্রোধ, কোন স্থলে মুখমালিন্য, কোনস্থলে লোমাঞ্চ, কোনস্থলে দুঃখ কোন স্থলে হৃদয় প্রফুল্লতা, কোন স্থল ঔদাস্য, কোন স্থলে আনন্দাশ্রু নিপাত ইত্যাদি বহুভাব প্রকাশ পাইল, কৃষ্ণমোহন বাবুর কৃত নবম খণ্ড পর্য্যন্ত আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি তাবৎ খণ্ড উত্তম বটে কিন্তু দশম খণ্ডের তুল্য পুস্তক বুঝি গৌড়ীয় ভাষায় আসিরা খণ্ডে প্রকাশ পায় নাই, তবে সর্ব্ব সাধারণ লোকেরা অনায়াসে ইহা বুঝিতে পারিবেন কি না, এবং ইহার সম্যাবধারণে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা করে কি না অনুমান করি সুপণ্ডিত গ্রন্থ কর্ত্তা এবিষয় স্মরণ করিতে অবকাশ রহিত হইয়াছিলেন, অথবা গ্রন্থ রচনা কালীন মনে করিয়াথাকিবেন এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকেরা দেশ ভাষায় তাঁহার তুল্য বিচক্ষণ হইয়াছেন, যাহাহউক, গ্রন্থপাঠ কালীন যে প্রস্তাব পাঠে আমারদিগের অশ্রুপাত হইয়াছিল আমরা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম, ইহার মধ্যে যে২ স্থলে অপরিচিত পুরুষ লিখিত আছে সেই২ স্থলে,, অপরিচিত পুরুষ,, শব্দার্থ যম এবং রাজন শব্দে পরমেশ্বর বুঝিতে হইবেক।

“ অগ্রজ বণিক ত্রয়ের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল কিন্তু এতদ্বর্ণনানন্তর সুচেতার ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণন করিলে চিত্তের সন্তোষ হইবে। ভ্রাতৃবর্গের প্রয়াণে সুচেতা বিষণ্ণ চিত্তে রোদন করিয়াছিলেন কিন্তু সুজনাভিমানির ন্যায় বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক স্নেহ প্রকাশ করেন নাই এবং আপনি যাত্রা করিতে প্রস্তুত বলিয়াও দর্প করেন নাই কেবল বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেন এবং মনে২ রাজভবনে গমন করিবার প্রত্যাশায় থাকিতেন। তিনি প্রতিক্ষণ রাজাজ্ঞাবাহক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করত নিজ কুটীর সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন বস্তুতঃ নিজ প্রয়াণ কালের নিমিত্ত সর্ব্বদা এমত প্রস্তুত থাকিতেন যে অপরিচিত পুরুষের সমক্ষেই যেন কাল হরণ করিতেছেন। তথাপি রাজাজ্ঞাবাহক উপস্থিত হইলে মনে এমত জ্ঞান জন্মিল যে হৃদয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইয়াছে।

ঐ সময়ে তিনি প্রদোষ কালের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে স্বীয় চিত্তরঞ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ কেবল শরৎকালীন কুসুম বিশিষ্ট এক পুষ্পাধারে শোভিত ছিল তাহার এক পার্শ্বে একটী সামান্য দীপ জ্বলিত তাহাতে অত্যল্প জ্যোতিঃ নির্গত হইত তথাপি তিনি একাকী কিম্বা অন্ধকারাবৃত অথবা দরিদ্র ভাবে থাকিতেন না কেননা সায়ংকাল উপস্থিত হইবামাত্র গৃহদ্বার মুক্তাফলে বিরাজমান হইত এবং পারিষদের রব তুল্য সুমধুর বাদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইত, অপর বিচিত্র শুভ্র আলোকে গৃহ উজ্জ্বল করিত। এই সকল শুভ দ্রব্য অবলোকন করাতে তাঁহার অন্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার ভাবোদয় হইল এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সহসা মনোমধ্যে দুঃখ ও ভয়ের উদ্রেক হইলে বোধ হইল যেন গৃহের ভিত্তি এক জঙ্গম ছায়াতে ব্যাপ্ত হইতেছে। ঐ ছায়া যে২ বস্তুর উপর পতিত হইল তাহা তৎক্ষণাৎ রূপান্তর হইয়া গেল এবং প্রদীপের জ্যোতিঃ পূর্ব্বাপেক্ষা মলিন হইল আর শরৎপুষ্প স্তবক সকল ম্লান হইয়া পড়িল। এই সকল পূর্ব্ব লক্ষণ নয়নগোচর না হইলেও সুচেতার মনে এমত প্রতীতি হইল যে দর্পণ মধ্যে আদৌ যে মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাই পুনর্ব্বার উপস্থিত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ঐ ছায়ার প্রতি

স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল এবং তাঁহার মানসিক ভাবের বিকৃতি হইল তাহাতে অবশেষে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করাতে দেখিলেন যে সেই বৃদ্ধ পুরুষ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন তাঁহার সমভিব্যাহারে কোন অশুভ অনুচর নাই কেবল হস্তেএকদর্পণ রহিয়াছে মাত্র দর্পণের নিম্নভাগে এই লেখা আছে যথা "ইহা অতীত কালের প্রতিবিম্ব,,। সুচেতাঃ তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহার মনে ভয়োদ্রেক হইল না কেননা যে সকল বিষয় তদ্দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইল তদ্দর্শনে বহুকালাবধি তাঁহার অভ্যাস ছিল। মধ্যে২ দর্পণোপরি ছায়ারূপি মূর্ত্তির গতিবিধি হইতে লাগিল কিন্তু সে সকল রাজদূতগণের প্রতিবিম্ব মাত্র, তদ্দর্শনে সুচেতার নয়ন যুগল ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থির থাকিল না কেননা সেই ছায়া প্রকাশ হইবামাত্র তিনি রাজভবন ও রমণীয় নগরীর চিন্তায় সমাহিত হইলেন।

অবশেষে বৃদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন "হে বণিক,এ কি ঘটনা, আমার উপস্থিতিতে ধন সম্পত্ত্যাদির চিহ্ন মাত্র থাকে না কিন্তু তোমার গৃহে তাহা হইল না, আমি তোমার দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম অমূল্য মুক্তাফল ভূমিতে বিকীর্ণ আছে ঐ সকল মুক্তা এই নগরী সংক্রান্ত সম্পত্তি নহে যেহেতুক আমার পদার্পণে তাহা মলিন না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইল,,।

ইহাতে সুচেতঃ উত্তর করিলেন "আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এ সকল মুক্তা জগৎ পুরস্থ নহে, ইহা যথার্থ বটে, কেন না আমার পিতার যে বিপুল অর্থ ছিল তৎসমুদায়ি একত্র করিলেও উহার একটীর মূল্য হয় না, এসকল পূর্ব্বাঞ্চলস্থ মুক্তার সদৃশ। আমিও এসমস্তকে অধীশ্বরের দত্ত দ্রব্য জ্ঞান করিয়া থাকি কিন্তু কোন্ ব্যক্তি আমার গৃহদ্বারে এই মুক্তা বৃষ্টি করিয়াছে আমি তাহা অবগত নহি,,।

তাঁহার বচন সমাপ্ত না হইতে২ দর্পণমধ্যে এক ছায়াময়ী মূর্ত্তির সঞ্চালন হইতে লাগিল ও তাহা হইতে অশরীরিণী এই বাণী নির্গত হইল "আমি পতিহীনা অনাথা দরিদ্র অবলা এপ্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণীমধ্যে গণিত ছিলাম, একদা কাঞ্চনপ্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গমন করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন তাঁহার ধনে তাঁহারই স্বত্ব আছে, পরে সুচেতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহাতে তিনি নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করত আমার দুঃখ মোচন করিয়া কহিয়াছিলেন "তুমি অবাধে আমার অর্থ গ্রহণ কর কেননা অধীশ্বর তোমার উপকারার্থ আমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়াছেন,,। অপর সুচেতার নিকট বিদায় লইবার কালে আমি কৃতজ্ঞতা ও আত্মভাবে পূর্ণ হওয়াতে আমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রু নিঃসরণ হইয়াছিল অধীশ্বর সেই অশ্রুর প্রত্যেক বিন্দুকে মুক্তাফল করিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি সুচেতার গৃহ দ্বারে দীপ্তিমান হইতেছে,,।

অনন্তর বৃদ্ধ কহিলেন "এ বিচিত্র সুমধুর ধ্বনি কোথা হইতে নির্গত হইতেছে, আমি নিশ্চয় জানি এ নগরীস্থ কোন বাদকের একরূপ বাদ্যশক্তি নাই, আমার সন্নিকর্ষে অত্রত্য বীনা সকল বিকৃত হইয়া যায় এবং তদুত্থ সুমধুর রবও একেকালে কর্কশ ও তালহীন হয়। কিন্তু অধুনা যে বাদ্য আমার কর্ণগত হইতেছে ইহার মোহন শক্তি আছে। আমার আগমনে ইহার ধ্বনিতে কোন ব্যত্যয় না হইয়া অধিক উৎকর্ষ হইতেছে এবং আমার আপনার বাক্যও তৎসহকারে মধুর হইতেছে,,।

সুচেতা উত্তর করিলেন "আমি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ পরন্তু ইহা সত্য বটে যে এ সঙ্গীতের মোহন শক্তি আছে কারণ ইহার মাধুর্য্য চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হয় এবং ইহা জনতাকল এই নগরীর কোলাহল অতিক্রমণ করিয়া সতত আমার চিত্ত রঞ্জন করে, ইহার স্নিগ্ধতা শক্তিতে আমার মানসিক সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ দূর হইয়া চিত্তশান্তি হয় এবং এস্থলে দিন২ যেসকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমার ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় নাই কিন্তু এই মধুর ধ্বনি আমার আপন গৃহ মধ্যে থাকাতে তৎ শ্রবণে আমি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছি বটে তথাচ আমারএমত বোধহইতেছে ইহা কোন দূরদেশীয় মধুরতর সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি মাত্র,,।

অনন্তর দর্পণ হইতে পুনর্ব্বার এক শব্দ নির্গত হইল তাহাতে বোধ হইল যেন অর্দ্ধ স্ফুট মৃদু ভাষাতে এইরূপ বাক্য উক্ত হইতেছে যথা। "আমি বাল্য কালে পিতৃ মাতৃ হীন হওয়াতে নিঃসহায় এবং ক্ষীণতা প্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণীমধ্যে গণিত ছিলাম। একদা কীর্ত্তিপ্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি আমাকে এক প্রকাণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর উত্তোলনকরিতেআদেশকরিলেনকিন্তু আমার দুর্ব্বল হস্ত দ্বারা সে কর্ম্ম সমাধা না হওয়াতে তাঁহার ভৃত্যবর্গ আমাকে দূরীকৃত করত কহিলেক যশোমন্দিরে ক্ষুদ্র শিশুগণের উপযুক্ত স্থান নাই। তৎপরে আমি সুচেতার নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি আমাকে অশন বসন প্রদান করিয়া কহিলেন "যে বাটীতে আমি বাস করি তাহা পিতৃ মাতৃ হীন শিশুর আশ্রয়ের নিমিত্ত আমার নিকট নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে.,। অনন্তর সচেতঃ আমাকে অমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন আমি তাহা লইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অধীশ্বরের নিকট গোপনে গমন করিতাম। অধীশ্বর আমার প্রতি এই আদেশ করিতেন এই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা ও প্রণয় রসে উৎফুল্ল সরল হৃদয় তাহাকে সমর্পণ কর অতএব আমার বিনয় দৃষ্টি ও উক্তি তাঁহার বাটীতে নিত্য গীতরূপে প্রকাশ হয় এবং এইক্ষণেও গৃহমধ্যে সেই মৃদু স্বর আপনারদের কর্ণগোচর হইতেছে,,।

পরে বৃদ্ধ কহিলেন "হে সুচেতঃ জ্যোতিঃ প্রবাহ কোথা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ময় করিতেছে এ আলোক জগৎ পুরস্থ নহে, যেহেতু যামিনীর অসিত পরিচ্ছদে এক্ষণে নগরস্থ সকল বস্তুই আবৃত হইয়াছে যদিও এখানে তাহা না হইয়া থাকে তথাপি আমার আগমনের প্রাক্কালে সর্ব্বস্থান কুজ্ঝটিকা ও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়। দেখ আমার ছায়া স্পর্শে তোমার গৃহস্থ প্রদীপ মলিন হইয়া এইক্ষণে এইক্ষণে নির্ব্বাণ হইতেছে। অতএব তোমার গৃহে কি কারণ চিরবিরাজিত দিন রহিয়াছে,,।

এই সময়ে সুচেতাঃ ক্রমশঃ তন্দ্রাভিভূত হইতে লাগিলেন তাঁহার নয়ন যুগল নিমীলিত এবং স্বর অস্পষ্ট হইয়াছিল তথাপি মধুর স্বরে শেষে এই উত্তর করিলেন যথা "হে অপরিচিত পুরুষ, আমি এবিষয়েও অনভিজ্ঞ, এই আলোকের রশ্মি পূর্ব্বাবধি আমার উপর পতিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি মুদ্রিত নয়নে আর দর্শন পাই না, কিন্তু আমার মনোমধ্যে হৃদয় মধ্যস্থিত জ্যোতিঃ প্রবাহের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, ইহা বস্তুতঃ সত্য হউক অথবা স্বপ্ন কল্পিত হউক, কিন্তু আমার বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, তথাপি কোন্ স্থান হইতে নির্গত হইতেছে তাহা জানি না.,।

অনন্তর দর্পণ মধ্যে আর এক ছায়াময়ী মূর্ত্তি সঞ্চালিত হওয়াতে তৃতীয় বার এক শব্দ হইল যথা "আমি পূর্ব্বে বহু ধনাধিকারী থাকিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতাম কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত পীড়াগ্রস্ত থাকাতে দরিদ্র ও দুঃখী হইয়াছিলাম তাহাতে সুজনাভিমানির ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দ্বারে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম ক্লিষ্ট জনতার সমারোহ ও তুরীর ধ্বনি প্রযুক্ত ভয় ও লজ্জাতে সঙ্কুচিত হইলাম এবং নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার নিভৃতালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম পরে সুচেতাঃ অন্বেষণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হওত আমার পীড়িতাবস্থায় সেবা করিলেন এবং আমারদারিদ্র্য দূর করিয়া কহিলেন "তোমার ভয় নাই, অধন জনের প্রার্থনা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা স্বরূপ ধন তোমার প্রচুর আছে,,। অনন্তর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে তিনি কহিলেন ঐ অর্থের কিয়দংশ আমাকে দান কর। আমার তখন স্মরণ হইল যে অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখগ্রস্ত হওয়াতে আমিও অধীশ্বরের দূত হইয়াছি অতএব আমি প্রার্থনা এবং আশীর্ব্বাদ সঙ্গে লইয়া ত্বরায় রাজভবনে গমন করিলাম। অধীশ্বর আমার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া চিরবিরাজমান দিবাকর রশ্মিরূপে সুচেতার গৃহোপরি তাহা বর্ষণ করিলেন তাহাতেই গৃহ মধ্যে এই শুভ্র তেজঃপুঞ্জ হইয়াছে,,।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ইতোমধ্যে সুচেতাঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হওয়াতে শনৈঃ২ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন "হে শুভংযু বণিক, তুমি অর্থ সহকারে উত্তম ব্যবহার করিয়াছ, তুমি অনিত্য স্বর্ণ রূপ্যাদি বিনিময়ে বিধবার কৃতজ্ঞতা ও পিতৃ হীন শিশুর অনুরাগ এবং দরিদ্রের প্রার্থনা রূপ পরম পদার্থ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার প্রয়াণ হইতেছে এই সকল পরম পদার্থ তোমার সঙ্গে যাইবে। এই অমূল্য মুক্তাফল এবং মধুর বাদ্য ও শুভ্র আলোক রমণীয় নগরীয় গোপুর পর্য্যন্ত তোমার সমভিব্যাহারে যাইবে সেস্থানে ইহা অপেক্ষা রুচিরতর ঐশ্বর্য্য ও সুমধুর বাদ্য ও অনির্ব্বচনীয় শুভ্র আলোক মণ্ডল তোমার নিমিত্ত প্রস্তুত আছে,,।

বৃদ্ধ এই কথা কহিতে২ সুচেতার মুখে অপর এক দর্পণ ধারণ করিলে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিদ্রা বশত নীমিলিত হইলেও মুখ ঈষদ্ধাস্যে ও আনন্দে প্রফুল্ল হইল। ঐ দর্পণমধ্যে তিনি কি অপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন করিলেন তাহা বর্ণনা সাধ্যাতীত, কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে সেই দর্পণে পারত্রিকে আভাস ছিল।এবং বৃদ্ধ তাহা ধারণ করিতে২ অন্তর্হিত হইলেন। পরে কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে পক্ষ সঞ্চালনের ধ্বনির ন্যায় এক শব্দ হইল, এবং তদনন্তর সুচেতার গৃহ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে নগরে সূর্য্যোদয় হইলে রাজবর্ত্ম নানা ব্যবসায়ি লোক ব্যাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্ব রীতিক্রমে কলরবে পূর্ণ হইল কিন্তু সুচেতার গৃহস্থ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছিল এবং সেই বৃদ্ধ বণিকও প্রয়াণ করিয়াছিলেন। পথিকদের মধ্যে অত্যল্প লোক ঐ শূন্যগৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু রাজদূতগণ দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং পিতৃ মাতৃ হীন শিশুগণের সুমধুর গীতে কারুণ্য রস প্রকাশিত হইল। তাহারা আপনারদের দৌত্য ক্রিয়ার অবসান হওয়াতে বিলাপ করিল কিন্তু সুচেতার অবস্থা স্মরণ করাতে তাহারদের দঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দের উদয় হইল কারণ তাহারা বিলক্ষণজানিত যে তাঁহার সকল অর্থ রাজভবনে সঞ্চিত হইয়াছে এবং তিনি সেই আনন্দনগরে স্থান পাইয়াছেন যেখানে নির্ব্বাসন বিধির প্রসঙ্গ মাত্র নাই।

বিলাতীয় সমাচার।

গত শনিবারে বিলাত হইতে ৯ মার্চ তারিখ পর্য্যন্তের সমাচার এতন্নগরে আগত হয়, তাহাতে তদ্রাজ্যের শুভ সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমারদিগের মহারাজ্ঞী রাজ পরিজন সহ স্বচ্ছন্দ আছেন এবং বাণিজ্যের প্রতুল হইতেছে, এবং রাজ্যে শান্তি স্থিতি আছে।

৩ মার্চ তারিখে বিলাতীয় রাজ মন্ত্রিগণের এক সভা হইয়াছিল এমত কালে বোম্বাই হইতে ৩ ফিব্রুআরি পর্য্যন্তের সমাচার উপস্থিতহয়, তাহাতে চিলিএনওয়ালা স্থানীয় সংগ্রাম বার্ত্তা পাঠে মন্ত্রিগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া বিলাত রাজ্যে সৈন্য নূ্যন করণাদেশ যাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল আপাতত তাহা স্থগিত করণ ঘোষণা দিলেন এবং ৫ তারিখে সমাচার সম্পাদকেরা স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেবকে ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি পদাভিষিক্ত করিয়া আশু পাঠাইতে পরামর্শ প্রদান করেন, রাজমন্ত্রগণ ও এই যুক্তি অবধারিত করিয়া মহারাজ্ঞীর নিকট আবেদন করিলেন তাহাতে শ্রীমতীও এই পরামর্শেতেই সম্মতি দেন, ভারতবর্ষীয় উক্ত অশুভ রণ সমাচারে তত্রস্থ প্রধান লোকেরা এমত ভাবিয়াছেন ভারতবর্ষীয় ব্রিটিস রাজত্বের পক্ষেইবা কোন ব্যাঘাত জন্মে, বরং এজন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভার ৫ তারিখের বৈঠকে ত্রাসিতান্তঃকরণে মাষ্টর হিউম সাহেব প্রধান রাজ সচিব লার্ড জান রসলকে জিজ্ঞাসা করেন ভারতবর্ষীয় ব্যাপারের কি বিবেচনা করিয়াছেন ইহাতে তিনি ধীরতা পূর্ব্বক উত্তর করিলেন শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর সমীপে তাঁহারা আপনারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার আদেশ প্রাপ্তি মাত্র বিজ্ঞাত করিবেন, তৎ পরদিনে ঐ মন্ত্রি মহাশয় সভা মধ্যে উপনীত হইয়া প্রকাশ করিলেন তাঁহার দিগের অভিমত্যনুসারে শ্রীমতী স্যার চার্লস নেপিয়রকে ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি পদাভিষিক্ত করণে সম্মতি দিয়াছেন, রাজ সচিবের এতৎ কথা গ্রাহ্য করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকে অত্যন্ত সন্তোষ জ্ঞাপন করেন, ফলে নেপিয়র সাহেবের সাহস ও যুদ্ধ নিপুণতায় তদ্রাজ্যের লোকেরা ব্রিটিস পরাক্রম প্রবল হইবেক ইহা নিশ্চিত করিয়াছেন, এবং অনেকেই অনুমান করেন এমত উৎপাত সময়ে নেপিয়র ভিন্ন কোন সেনাপতিকে এতৎ প্রধান পদ দিলে প্রতুল হইত না এতদভিপ্রায় সাধারণের মৌখিক কথা নহে আন্তরিক বলিতে হইবেক, যেহেতুক জর্জ নেপিয়র সাহেব শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত এতৎকর্ম্ম অস্বীকার করিলে স্যার উইলিয়ম গম সাহেব ভারতবর্ষীয় মহারথিত্ব পদে মনোনীত হন কিন্তুচিলিএলওয়ালারসমরসম্বন্ধীয়পত্র পাঠে প্রধানরাজপুরুষেরাএবংবিলাতীয় অন্যান্য লোকেরা ভীত হইয়া নেপিয়র ভিন্ন অন্য কাহাকে একর্ম্ম দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, এই সেনাপতি ইতঃপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে দুর্ব্বাক্য বিষয়ে কি না বলিয়াছেন তথাচ অল্পকালে অধ্যক্ষগণ তাহা বিস্মৃতি হইলেন,প্রধান লোকেরা যাহা করিয়াছেন তাহা উত্তমই হইয়াছে কিন্তু এমত উতলা না হইলে তাঁহারা নেপিয়র সাহেবকে তোষামোদ করিয়া এমত গুরুতর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন না, সমাচার পত্রে লেখে ৭ তারিখে বাদানুবাদের পর ডাইরেকটর্স মহাশয়েরা আপনারদিগের নিন্দক উক্ত সেনাপতিকে ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের অধ্যক্ষ এবং সৈন্যের প্রধান কর্ত্তৃত্ব পদে মনোনীত করিয়াছেন, আগত মেল এই মহারথিকে আনয়নার্থ দুই দিন কাল বিলাতে রহিয়াছিল, তিনি তৎসময়ে এতদ্রাজ্যে যাত্রা করণে প্রস্তুত হইতেপারিলেন না এই কারণ মেল আইসে অতএব আগামি মেল পর্য্যন্ত নেপিয়র সাহেব ভারতবর্ষে পুনঃপদার্পণ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সিন্ধুজেতা বীরের অদৃষ্টে লিখিত নাই পঞ্জাব রাজ্য জয় করণ পৌরুষ ও গৌরব লাভ করিবেন, এই কারণ তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তদ্রাজ্য ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, ব্যক্ত হয় পঞ্জাবীয় সমরে তিনি রাজকীয় মতামতির অতীত ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহা ব্যর্থ হইল,নেপিয়র সাহেবের নিষ্ঠুরতার বিষয় সিন্ধু রাজ্যাধিকারেতেই সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে অতএব এমত নির্দ্দয় সৈন্যাধ্যক্ষ এক সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া ক্ষুদ্র২ রাজাদিগকে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত করিবেন তাহা এইক্ষণে বলিতে বাসনা করি না, বিলাত হইতে ৭৫। ৮৭ গণিত মহারাজ্ঞীর পদাতিক দলস্থেরা ভারতবর্ষে শীঘ্র আসিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিলাতীয় বলেণ্টিয়র সৈন্য দ্বারা অত্রস্থ সৈন্যদল সকল সম্পূর্ণ হইবে ইহা ও ধার্য্য হইয়াছে,যে সকল সেনাপতিরা পীড়াদি জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে ত্বরায় আপনং দলভুক্ত হইতেআদেশপ্রকাশ হইবেক,নেপিয়র সাহেবভারতবর্ষীয় সেনাপতিহইতে না হইতে টাইমস পত্রে পঞ্জাব দেশ ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত করণাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, দলীপ সিংহের ভাগ্যে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে এইক্ষণে গোলাব সিংহের অদৃষ্ট দেখিতে হইবেক।

ফ্রান্স রাজ্যে কোন গোলযোগ নাই তথায় প্রজা প্রভুত্ব গবর্ণমেণ্টের বর্ষবৃদ্ধি দনোপলক্ষে আনন্দোৎসব হয়, তদ্রাজ্যের প্রধানাধ্যক্ষ নেপোলিয়ন সর্ব্বপ্রিয় হইতেছেন।

জরমেণ রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রুষিয়াধিপতি এক উত্তম বক্তৃতা দ্বারা স্বরাজ্যের পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে প্রজাগণকে সুশাসনের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রধান গুরু পোপ মহাশয় স্বরাজ্য চ্যুত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের রাজ্যপাল দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে ফ্রান্স স্পেন অস্ত্রিয়া, এবং লিপরস রাজ্য হইতে তদনুকূলে সৈন্য প্রেরণ হইতেছে, সমাচারে লেখে শেষোক্ত রাজ্য হইতে ১০০০০ সহস্র যোদ্ধা যাত্রা করিয়াছে।

বেলজম দেশীয় মহারাণী ৬ তারিখে বিলাতে আগতা হইয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেইলওএ কোম্পানির প্রেরিত পঞ্চম রিপোর্ট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি সাবকাশক্রমে তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

বন্ধু হইতে।

কাশী হইতে আগত পত্রে জানাযায় টেপু সুলতানের এক পুত্র তথায় সম্প্রতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যুবরাজ আপন বিভবাদি স্বীয় সন্তানগণকে না দিয়া মরণকালীন দানপত্র দ্বারা তত্তাবৎ বিষয় দৌহিত্র গণকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, অতএব এই উপলক্ষে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কি না তাহা বলা যায় না।

শ্রীযুত বাবু রাইচরণ পাল।
কলিকাতা নগরীয় তালতলা নিবা

সি উক্ত বাবু গত রবিবারে তাঁহার শ্রীমান পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে স্ববাটীতে নৃত্যগীতের সভা হইয়াছিল এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা তথায় গমন পূর্ব্বক পাল বাবুর বিনীত ব্যবহারে এবং নৃত্য গীতের আমোদে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, শ্রুত হইল বাবু রাইচরণ পাল মহাশয় এই বিবাহোপলক্ষে নানা প্রকার দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু মধুসূদন বসু।

গত রবিবার রাত্রিতে উক্ত বসুবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে ইহাতে বাবু মধুসূদন বসু কুলীনের বিবাহ বলিয়া দান বিতরণে এবং সমারোহে ত্রুটি করেন নাই, শুনিলাম বিবাহে বিলক্ষণ ঘটা হইয়াছিল, এবং মধুসূদন বাবু তাহাতে সকল বিষয়ে যশস্বী হইয়াছেন।

নন্দবিদায় যাত্রা।

গত শনিবাসরীয় রজনীযোগে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে নন্দবিদায় যাত্রা হইয়াছিল, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের আহ্বানানুসারে আমরা যাত্রার সভায় যাইয়া দেখিলাম সিংহ মহাশয়দিগের প্রশস্ত বহির্ব্বাটী নীচে উপরে লোক পরিপূর্ণ হইয়াগিয়াছে, কলিকাতা নগরীয় এবং ইতস্তত নানা স্থানীয় প্রায় তাবৎ প্রধান লোক ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাত্রার অগ্র পূর্ব্বে কিং হইয়াছিল আমরা তাহা দেখি নাই, ধোপা, ধোপানী, ধোপানীর বালক, এবং কুব্জা ইত্যাদির কৌতুক দর্শন ও গান শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে কর্ণ সুখ দৃষ্টিসুখ উত্তম হইয়াছিল, বিশেষত একাদশ বর্ষীয়া এক বালিকা কুব্জা সাজিয়া যে প্রকার সুস্বরে গান করিল বোধ হয় এপ্রকার সুস্বর বহু কাল কর্ণ গোচর হয় নাই, হীরা নাম্নী প্রসিদ্ধা গায়িকা যাহাকে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্তবাহাদুর দুর্গোৎসব সময়ে সহস্র মুদ্রা বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন বোধ করি ইহারস্বরে তাহার স্বরকেও লজ্জিত করিতে পারে, আমরা আপনারদিগের কর্ম্মানুরোধে শেষরাত্রি তথায় থাকিতে পারি নাই শুনিলাম রাত্রি শেষে এই বালিকা সভাস্থ তাবতের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়াছিল, এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এযাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার, এবং শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাত্রারবিষয়েগানশক্তি, কবিত্বশক্তি, বাদনশক্তি, আদিরস, ভক্তিরস ইত্যাদি তাবৎ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা গত শনি বাসরীয় ভাস্করে আন্দুল রাজধানীর নৃত্য গীতাদির সমাচার সংক্ষেপে লিখিয়াছি তৎপরে আমারদিগের কোন বন্ধু যিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন তিনি আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত এই লেখেন।

আন্দুল রাজবাটী।

গত বর্ষীয় ৩০ চৈত্র বুধবারে আন্দুলীয় রাজ ভবনে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণার শুভ জন্মদিনোৎসবোপলক্ষে যামিনী যোগে বার্ষিকী নৃত্যগীত বাদ্যয়ী সভা হইয়াছিল প্রথমতঃ আমন্ত্রিত ব্যক্তি বৃন্দ সমাগমে রাজ বাটীর আনন্দধাম বৃহন্ন্‌ত্যাগার পরিপূর্ণ হইলে রাত্রি সার্দ্ধ নবমঘটিকা সময়ে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর হীরকাদি রচিত রাজ পরিচ্ছদ মুকুটাদি ধারণ পূর্ব্বক স্বীয়ামাত্য বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত প্রাসাদে আগমন করত একাদিক্রমে আহ্বানিত মহাশয় চয় সহিত কুশল প্রশ্নাদি কথোপকথনানন্তর নৃপাসনে উপবেশন করিলেন, তৎকালে রাজবাটী হইতে বারম্বার উক্ত মহোৎসবীয় তোপধ্বনি এবং ইংরাজী বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, ঐ নাট্য মন্দির অপূর্ব্ব আলোকময় বিলোকে দিদৃক্ষুলোক পুলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের স্বাভাবিক কোমলান্তঃ করণে সভ্যসহ যথা যোগ্য সমাদরালাপ করণে প্রায় সকলেই মিষ্টান্নাদি ভোজনে রাজদত্ত আতর তথা পুষ্প স্তবক গ্রহণে আনন্দমনে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করেন, এই সভা সর্ব্ব সর্ব্বরী ব্যাপিনী থাকিয়া মঙ্গলারতি সময়ে বিরতি পূর্ব্বক শ্রীভূকাশী বাটীতে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণার সম্মুখ বর্ত্তিনী হইলেন, এবং ইতি পূর্ব্বে যে শ্রীরাম লীলা যাত্রা দ্বারা ঐ বাটীতে লোকরঞ্জন হইতেছিল তাহা বিরাম হইল। তত্রক্ষণ কাল তৌর্য্য ত্রিকীয় যায় সম্পাদনানন্তর গায়ক গায়িকাগণ পুরস্কার প্রাপ্তে সভা সাঙ্গা হইলেন।

কথিত আছে যে উক্ত সভায় বহুতর সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডীয় এবং এতদ্দেশীয় গণের আগমন হয়, বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুক্ত আনরেবিল ডেপুটী গবরণ বাহাদুর স্বীয় দৈহিকাস্বচ্ছন্দতা প্রযুক্ত গমনাক্ষমতা জন্য অনুতাপ প্রকাশে স্বকীয় এডিকম্প শ্রীযুক্ত কাপ্তেন হিউজ সাহেবের স্বাক্ষরিত লিপী রাজ সমীপে প্রেরণ করেন, এবং শ্রীশ্রীযুক্তের মেলেটরী সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ক্রকার সাহেব প্রভৃতি গবরণর বাহাদুরের সমভিব্যাহারি কতিপয় সম্ভ্রান্ত সাহেব সরকারি বিশেষ কার্য্যানুরোধে গমনাক্ষম হেতুক আক্ষেপোক্তি পত্রিকা প্রেরণ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই যে কথিত লিপী উক্ত মহোদয়দিগের অনাগমনেও আগমন তুল্য রাজ সন্তোষ জনিকা হইয়া থাকিবেক।

পেরিত পত্র।

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্তভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথা যোগ্য সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।

কলিকাতা নগরীয় বাটী সকলের ছাত ইত্যাদি জরীপ করণ বিষয়ে গত ২২ দিবসীয় ভাস্কর পত্রে মহাশয় আপন অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার প্রতি আমি দোষ বিবেচনা করিয়া গত ২৮ চৈত্র দিবসে যে প্রেরিত পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা বর্ত্তমান সালের প্রথম দিবসীয় সম্বাদ ভাস্কর স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত এবং আপনকার নিকট বাধিত হইলাম কিন্তু আমার পত্রের প্রত্যুত্তর যাহা তাহার নিম্ন ভাগে আপনি লিখিয়াছেন তাহা কি মহাশয়ের যোগ্য উত্তর প্রদান করা হইয়াছে, না কখনই নহে, যেহেতু মহাশয় লেখেন আপনকার লিখনের তাৎপর্য্য এই যে " রাজার সহিত বলে পারিব না, বিয়ন বাক্যে রাজ সমীপে নিবেদন করিয়া অন্যায় নিয়ম নিবারণ করিতে হইবেক,, ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট যখন যাহা করেন পূর্ব্বে তাহার আইনের মুসাবিদার দ্বারা সাধারণের জ্ঞাত কবিয়া থাকেন তাহাতে কেহ প্রতিবাদী হইয়া বিশেষ কারণ দর্শাইলে গবর্ণমেণ্ট প্রায় নিয়ম বহিষ্কৃত করিয়া থাকেন অতএব গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই ইহার আইনের মুসাবিদা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন তাহারপ্রতিআপনকারদিগের দৃষ্টির অন্যথা হওয়াতেই এ নিয়ম অনায়াসে প্রচলিত হইয়াছে, তৎকালীন আপনি সাবধান না হইয়া যখন কোম্পানির গজ বাটীর ভিতর প্রবেশ হইল তখন সকলকে সতর্ক করিতেছেন, হায়, বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, আপনাকে আর অধিক কি কহিব এবিষয়ে আপনকার প্রত্যুত্তর না দিয়া বরং দোষ স্বীকার করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য ছিল।

আমি মহাশয়ের লেখার প্রতি দোষার্পণ করিয়া বিবাদ করিব এমত অভিপ্রায় কখন নহে কেবল আপনকার প্রতি অভিমান করিয়া প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলাম কেননা আপনি কি জানেন না হিন্দুদিগের অন্তঃপুরে ভিন্ন লোক আবাহন ব্যতীত যাইতে পারে না, এবং গবর্ণমেণ্ট কি আমারদিগের প্রাচীন প্রচলিত নিয়ম অবগত নহেন, অতএব এস্থানে এই বিবেচনা করিতে হইবেক এবিষয়ে আপনকার দিগের তাচ্ছল্য আছে এবং গবর্ণমেণ্টের সমূহ দৌরাত্ম্য বলিয়া মানিতে হইবেক গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম ইত্যাদি রক্ষা কর্ত্তা বলিয়া কি অত্যাচার করিবেন, তাঁহারদিগের রাজ্যে বাস করিয়া কি আমারদিগেররীতি নীতি সমুদায় ত্যাগ করিতে হইল, হা পরমেশ্বর তোমার মনে কি এই ছিল, তুমি কি বঙ্গদেশীয় সম্পাদকদিগের স্কন্ধে বসিয়া গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করি অনুমতি দিবা না, এবংগবর্ণমেণ্টকে আমারদিগের নিয়মের বিরুদ্ধেঅস্ত্রধরিতে নিষেধ করিবা না, আমরা তোমার নিকট আবেদন ব্যতীত এমত সকল ঘোর বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার হইব, আমরা যদি বৃটিস গবর্ণমেণ্টের রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে গমন করি তথাচ তোমার এই অসীম রাজ্য হইতে কদাচ বাহির হইতে সক্ষম হইব না, এইক্ষণে প্রার্থনা করি তোমার হিন্দু প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও নিয়ম গুলিনকে স্থির রাখিয়া সর্ব্ব বিধায় রক্ষা কর ইতি তারিথ ২ বৈশাখ ১২৫৬।

অহং যথার্থ বাদি হিন্দু।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাথানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশহয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবুজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণানুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩ সংখ্যা। ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৭ এপ্রেল। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজাব্দাঃ ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৬ বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদানা গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা ... কালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তমে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ ... কলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে ... না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ...৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিৰ্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ কবিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সম্বাদ ভাস্কর

বিদ্যাকল্পদ্রুম।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত বিদ্যা কল্পদ্রুম গ্রন্থের দশম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম, এই গ্রন্থ পাঠ করিতেং আমারদিগের নানাভাব প্রকাশ হইল অর্থাৎ কোন স্থলে মহাভয়, কোনস্থলে ক্রোধ, কোন স্থলে মুখমালিন্য, কোনস্থলে লোমাঞ্চ, কোনস্থলেদুঃখ কোন স্থলে হৃদয় প্রফুল্লতা, কোন স্থলে ঔদাস্য, কোন স্থলে আনন্দাশ্রু নিপাত ইত্যাদি বহুভাব প্রকাশ পাইল, কৃষ্ণমোহন বাবুর কৃত নবম খণ্ড পর্য্যন্ত আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি তাবৎ খণ্ড উত্তম বটে কিন্তু দশম খণ্ডের তুল্য পুস্তক বুঝি গৌড়ীয় ভাষায় আসিয়া খণ্ডে প্রকাশ পায় নাই, তবে সর্ব্ব সাধারণ লোকেরা অনায়াসে ইহা বুঝিতে পারিবেন কি না, এবং ইহার সম্যগবধারণে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা করে কি না অনুমান করি সুপণ্ডিত গ্রন্থ কর্ত্তা এবিষয় স্মরণ করিতে অবকাশ রহিত হইয়াছিলেন, অথবা গ্রন্থ রচনা কালীন মনে করিয়া থাকিবেনএতদ্দেশীয়সর্ব্বসাধারণ লোকেরা দেশ ভাষায় তাঁহার তুল্য বিচক্ষণ হইয়াছেন, যাহাহউক, গ্রন্থপাঠ কালীন যে প্রস্তাব পাঠে আমারদিগের অশ্রুপাত হইয়াছিল আমরা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম, ইহার মধ্যে যেং স্থলে অপরিচিত পুরুষ লিখিত আছে সেইং স্থলে,, অপরিচিত পুরুষ,, শব্দার্থ যম এবং রাজন শব্দে পরমেশ্বর বুঝিতে হইবেক।

" অগ্রজ বণিক ত্রয়ের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল কিন্তু এতদ্বর্ণনানন্তর সুচেতার ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণন করিলে চিত্তের সন্তোষ হইবে। ভ্রাতৃবর্গের প্রয়াণে সুচেতা বিষণ্ন চিত্তে রোদন করিয়াছিলেন কিন্তু সুজনাভিমানির ন্যায় বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক স্নেহ প্রকাশ করেন নাই এবং আপনি যাত্রা করিতে প্রস্তুত বলিয়াও দর্প করেন নাই কেবল বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেন এবং মনেং রাজ ভবনে গমন করিবার প্রত্যাশায় থাকিতেন। তিনি প্রতিক্ষণ রাজাজ্ঞাবাহক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করত নিজ কুটীর সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন বস্তুতঃ নিজ প্রয়াণ কালের নিমিত্ত সর্ব্বদা এমত প্রস্তুত থাকিতেন যে অপরিচিত পুরুষের সমক্ষেই যেন কাল হরণ করিতেছেন। তথাপি রাজাজ্ঞাবাহক উপস্থিত হইলে মনে এমত জ্ঞান জন্মিল যে হৃদয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইয়াছে।

ঐ সময়ে তিনি প্রদোষ কালের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে স্বীয় চিত্তরঞ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্রগৃহ কেবল শরৎকালীন কুসুম বিশিষ্ট এক পুষ্পাধারে শোভিত ছিল তাহার এক পার্শ্বে একটী সামান্য দীপ জ্বলিত তাহাতে অতল্প জ্যোতিঃ নির্গত হইত তথাপি তিনি একাকী কিম্বা অন্ধকারাবৃত অথবা দরিদ্র ভাবে থাকিতেন না কেননা সায়ংকাল উপস্থিত হইবামাত্র গৃহদ্বার মুক্তাফলে বিরাজমান হইত এবং পারিষদের রব তুল্য সুমধুর বাদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইত, অপর বিচিত্র শুভ্র আলোকে গৃহ উজ্জ্বল করিত। এই সকল শুভ দ্রব্য অবলোকন করাতে তাঁহার অন্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার ভাবোদয় হইল এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সহসা মনোমধ্যে দুঃখ ও ভয়ের উদ্রেক হইলে বোধ হইল যেন গৃহের ভিত্তি এক জঙ্গম ছায়াতে ব্যাপ্ত হইতেছে। ঐ ছায়া যেং বস্তুর উপর পতিত হইল তাহা তৎক্ষণাৎ রূপান্তর হইয়া গেল এবং প্রদীপের জ্যোতিঃ পূর্ব্বাপেক্ষা মলিন হইল আর শরৎপুষ্প স্তবক সকল ম্লান হইয়া পড়িল। এই সকল পূর্ব্ব লক্ষণ নয়নগোচর না হইলেও সুচেতার মনে এমত প্রতীতি হইল যে দর্পণ মধ্যে আদৌ যে মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাই পুনর্ব্বার উপস্থিত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ঐ ছায়ার প্রতি

স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল এবং তাঁহার মান সক ভাবের বিকৃতি হইল তাহাতে অবশেষে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করাতে দেখিলেন যে সেই বৃদ্ধ পুরুষ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন তাঁহার সমভিব্যাহারে কোন অশুভ অনুচর নাই কেবল হস্তেএকদর্পণ রহিয়াছে মাত্র দর্পণের নিম্নভাগে এই লেখা আছে যথা "ইহা অতীত কালের প্রতিবিম্ব,,। সুচেতাঃ তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহার মনে ভয়োদ্রেক হইল না কেননা যে সকল বিষয় তদ্দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইল তদ্দর্শনে বহুকালাবধি তাঁহার অভ্যাস ছিল। মধ্যে২ দর্পণোপরি ছায়ারূপি মূর্ত্তির গতিবিধি হইতে লাগিল কিন্তু সে সকল রাজদূতগণের প্রতিবিম্ব মাত্র, তদ্দর্শনে সুচেতার নয়ন যুগল ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থির থাকিল না কেননা সেই ছায়া প্রকাশ হইবামাত্র তিনি রাজভবন ও রমণীয় নগরীর চিন্তায় সমাহিত হইলেন।

অবশেষে বৃদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন "হে বণিক,এ কি ঘটনা, আমার উপস্থিতিতে ধন সম্পত্ত্যাদির চিহ্ন মাত্র থাকে না কিন্তু তোমার গৃহে তাহা হইল না, আমি তোমার দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম অমূল্য মুক্তাফল ভূমিতে বিকীর্ণ আছে ঐ সকল মুক্তা এই নগরী সংক্রান্ত সম্পত্তি নহে যেহেতুক আমার পদার্পণে তাহা মলিন না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইল,,।

ইহাতে সুচেতঃ উত্তর করিলেন "আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এ সকল মুক্তা জগৎ পুরস্থ নহে, ইহা যথার্থ বটে, কেন না আমার পিতার যে বিপুল অর্থ ছিল তৎসমুদায় একত্র করিলেও উহার একটীর মূল্য হয় না, এসকল পূর্ব্বাঞ্চলস্থ মুক্তার সদৃশ। আমিও এসমস্তকে অধীশ্বরের দত্ত দ্রব্য জ্ঞান করিয়া থাকি কিন্তু কোন্ ব্যক্তি আমার গৃহদ্বারে এই মুক্তা বৃষ্টি করিয়াছে আমি তাহা অবগত নহি,,।

তাঁহার বচন সমাপ্ত না হইতে২ দর্পণমধ্যে এক ছায়াময়ী মূর্ত্তির সঞ্চালন হইতে লাগিল ও তাহা হইতে অশরীরিণী এই বাণী নির্গত হইল "আমি পতিহীনা অনাথা দরিদ্র অবলা এপ্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণীমধ্যে গণিত ছিলাম, এ কদা কাঞ্চনপ্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গমন করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন তাঁহার ধনে তাঁহারই স্বত্ব আছে, পরে সুচেতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহাতে তিনি নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করত আমার দুঃখ মোচন করিয়া কহিয়াছিলেন "তুমি অবাধে আমার অর্থ গ্রহণ কর কেননা অধীশ্বর তোমার উপকারার্থ আমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়াছেন,,। অপর সুচেতার নিকট বিদায় লইবার কালে আমি কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদে পূর্ণ হওয়াতে আমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রু নিঃসরণ হইয়াছিল অধীশ্বর সেই অশ্রুর প্রত্যেক বিন্দুকে মুক্তাফল করিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি সুচেতার গৃহ দ্বারে দীপ্তিমান হইতেছে,,।

অনন্তর বৃদ্ধ কহিলেন "এ বিচিত্র সুমধুর ধ্বনি কোথা হইতে নির্গত হইতেছে, আমি নিশ্চয় জানি এ নগরীস্থ কোন বাদকের এরূপ বাদ্যশক্তি নাই, আমার সন্নিকর্ষে অত্রত্য বীনা সকল বিকৃত হইয়া যায় এবং তদুত্থ সুমধুর রবও এককেকালে কর্কশ ও তালহীন হয়। কিন্তু অধুনা যে বাদ্য আমার কর্ণগত হইতেছে ইহার মোহন শক্তি আছে। আমার আগমনে ইহার ধ্বনিতে কোন ব্যত্যয় না হইয়া অধিক উৎকর্ষ হইতেছে এবং আমার আপনার বাক্যও তৎসহকারে মধুর হইতেছে,,।

সুচেতা উত্তর করিলেন "আমি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ পরন্তু ইহা সত্য বটে যে এ সঙ্গীতের মোহন শক্তি আছে কারণ ইহার মাধুর্য্য চতুর্দিগে ব্যাপ্ত হয় এবং ইহা জনতাকল এই নগরীর কোলাহল অতিক্রমণ করিয়া সতত আমার চিত্ত রঞ্জন করে, ইহার স্নিগ্ধতা শক্তিতে আমার মানসিক সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ দূর হইয়া চিত্তশান্তি হয় এবং এস্থলে দিনং যেসকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমার ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় নাই কিন্তু এই মধুর ধ্বনি আমার আপন গৃহ মধ্যে থাকাতে তৎ শ্রবণে আমি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছি বটে তথাচ আমারএমত বোধহইতেছে ইহা কোন দূরদেশীয় মধুরতর সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি মাত্র,,।

অনন্তর দর্পণ হইতে পুনর্ব্বার এক শব্দ নির্গত হইল তাহাতে বোধ হইল যেন অস্ফুট মৃদু ভাষাতে এইরূপ বাক্য উক্ত হইতেছে যথা "আমি বাল্যকালে পিতৃ মাতৃ হীন হওয়াতে নিঃসহায় এবং ক্ষীণতা প্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণীমধ্যে গণিত ছিলাম। একদা কীর্ত্তিপ্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি আমাকে এক প্রকাণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর উত্তোলনকরিতেআদেশকরিলেনকিন্তু আমার দুর্ব্বল হস্ত দ্বারা সে কর্ম্ম সমাধা না হওয়াতে তাঁহার ভৃত্যবর্গ আমাকে দূরীকৃত করত কহিলেক যশোমন্দিরে ক্ষুদ্র শিশুগণের উপযুক্ত স্থান নাই। তৎপরে আমি সুচেতার নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি আমাকে অশন বসন প্রদান করিয়া কহিলেন "যে বাটীতে আমি বাস করি তাহা পিতৃ মাতৃ হীন শিশুর আশ্রয়ের নিমিত্ত আমার নিকট নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে,,। অনন্তর সচেতঃ আমাকে অমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন আমি তাহা লইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অধীশ্বরের নিকট গোপনে গমন করিতাম। অধীশ্বর আমার প্রতি এই আদেশ করিতেন এই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা ও প্রণয় রসে উৎফুল্ল সরল হৃদয় তাহাকে সমর্পণ কর অতএব আমার বিনয় দৃষ্টি ও উক্তি তাঁহার বাটীতে নিত্য গীতরূপে প্রকাশ হয় এবং এইক্ষণেও গৃহমধ্যে সেই মৃদুস্বর আপনারদের কর্ণগোচর হইতেছে,,।

পরে বৃদ্ধ কহিলেহ "হে সুচেতঃ জ্যোতিঃ প্রবাহ কোথা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ম্ময় করিতেছে এ আলোক জগৎ পুরস্থ নহে, যেহেতু যামিনীর অসিত পরিচ্ছদে এক্ষণে নগরস্থ সকল বস্তুই আবৃত হইয়াছে যদিও এখানে তাহা না হইয়া থাকে তথাপি আমার আগমনের প্রাক্কালে সর্ব্বস্থান কুজ্ঝটিকা ও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়। দেখ আমার ছায়া স্পর্শে তোমার গৃহস্থ প্রদীপ মলিন হইয়া এইক্ষণে এইক্ষণে নির্ব্বাণ হইতেছে। অতএব তোমার গৃহে কি কারণ চিরবিরাজিত দিন রহিয়াছে,,।

এই সময়ে সুচেতাঃ ক্রমশঃ তন্দ্রাভিভূত হইতে লাগিলেন তাঁহার নয়ন যুগ
ল নিমীলিত এবং স্বর অস্পষ্ট হইয়াছি
ল তথাপি মধুর স্বরে শেষে এই উত্তর
করিলেন যথা "হে অপরিচিত পুরুষ,
আমি এবিষয়েও অনভিজ্ঞ, এই আলো
কের রশ্মি পূর্ব্বাবধি আমার উপর প
তিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি মুদ্রিত নয়
নে আর দর্শন পাই না, কিন্তু আমার
মনোমধ্যে হৃদয় মধ্যস্থিত জ্যোতিঃ প্র
বাহের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, ইহা ব
স্তুতঃ সত্য হউক অথবা স্বপ্ন কল্পিত
হউক, কিন্তু আমার বিলক্ষণ অনুভূত হ
ইতেছে, তথাপি কোন্ স্থান হইতে নি
র্গত হইতেছে তাহা জানি না,,।

অনন্তর দর্পণ মধ্যে আর এক ছায়া
ময়ী মূর্ত্তি সঞ্চালিত হওয়াতে তৃতীয় ব
র এক শব্দ হইল যথা "আমি পূর্ব্বে
বহু ধনাধিকারী থাকিয়া স্বচ্ছন্দে কাল
যাপন করিতাম কিন্তু অনেক দিবস প
র্য্যন্ত পীড়াগ্রস্ত থাকাতে দরিদ্র ও দুঃখী
হইয়াছিলাম তাহাতে সুজনাভিমানি
ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দ্বারে গ
ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু
নতার সমারোহ ও তূরীর ধ্বনি প্রযু
ভয় ও লজ্জাতে সঙ্কুচিত হইলাম এ
নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার
ভূতালয়ে প্রত্যাগমন করিলায প
সুচেতাঃ অন্বেষণ করিয়া আমার নি
ট উপস্থিত হওত আমার পীড়িতাব
য় সেবা করিলেন এবং আমারদারিদ্র
দূর করিয়া কহিলেন "তোমার ভ
নাই, অধন জনের প্রার্থনা ও মঙ্গলা
ঙ্ক্ষা স্বরূপ ধন তোমার প্রচুর আছে,,
অনন্তর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
তিনি কহিলেন ঐ অর্থের কিয়দং
আমাকে দান কর। আমার তখন
রণ হইল যে অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখগ্র
হওয়াতে আমিও অধীশ্বরের দূত হই
ছি অতএব আমি প্রার্থনা এবং আ
র্ব্বাদ সঙ্গে লইয়া ত্বরায় রাজভবনে গ
ন করিলাম। অধীশ্বর আমার নি
হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া চিরবিরা
মান দিবাকর রশ্মিরূপে সুচেতার গৃ
পরি তাহা বর্ষণ করিলেন তাহাতে
গৃহ মধ্যে এই শুভ্র তেজঃপুঞ্জ
য়াছে,,।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ সকলে মৌনা
লম্বন করিয়া রহিলেন ইতোমধ্যে সু
তাঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হওয়াতে শনৈঃ২
শ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি এ
বাক্য প্রয়োগ করিলেন "হে শুভা

ণিক, তুমি অর্থ সহকারে উত্তম ব্যবসা
য় করিয়াচ, তুমি অনিত্য স্বর্ণ রূপ্যাদি
র বিনিময়ে বিধবার কৃতজ্ঞতা ও পিতৃ
মাতৃ হীন শিশুর অনুরাগ এবং দরিদ্রে
র প্রার্থনা রূপ পরম পদার্থ লাভ করি
য়াছ। এক্ষণে তোমার প্রয়াণ হইতেছে
এই সকল পরম পদার্থ তোমার সঙ্গে
যাইবে। এই অমূল্য মুক্তাফল এবং
সুমধুর বাদ্য ও শুভ্র আলোক রমণীয়
নগরীয় গোপুর পর্য্যন্ত তোমার সমভি
ব্যাহারে যাইবে সেস্থানে ইহা অপেক্ষা
প্রচুরতর ঐশ্বর্য্য ও সুমধুর বাদ্য ও অ
নির্ব্বচনীয় শুভ্র আলোক মণ্ডল তোমা
র নিমিত্ত প্রস্তুত আছে,,।

বৃদ্ধ এই কথা কহিতে২ সুচেতার
সম্মুখে অপর এক দর্পণ ধারণ করিলে
ন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিদ্রা বশত নীমিলি
ত হইলেও মুখ ঈষদ্ধাস্যে ও আনন্দে
প্রফুল্ল হইল। ঐ দর্পণমধ্যে তিনি কি
অপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন করিলেন তাহা
র বর্ণনা সাধ্যাতীত, কেবল এইমাত্র ব
লিতে পারি যে সেই দর্পণে পারত্রিকে
র আভাস ছিল। এবং বৃদ্ধ তাহা ধারণ
করিতে২ অন্তর্হিত হইলেন। পরে কি
য়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে পক্ষ সঞ্চা
লনের ধ্বনির ন্যায় এক শব্দ হইল, এবং
তদনন্তর সুচেতার গৃহ একেবারে নিস্ত
ব্ধ হইয়া রহিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে নগরে সূর্য্যোদয় হইলে রাজবর্ত্ম নানা ব্যবসায়ি লোকে ব্যাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্ব রীতিক্রমে কলরবে পূর্ণ হইল কিন্তু সুচেতার গৃহস্থ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছিল এবং সেই বৃদ্ধ বণিকও প্রয়াণ করিয়াছিলেন। পথিকদের মধ্যে অত্যল্প লোক ঐ শূন্য গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু রাজদূতগণ দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং পিতৃ মাতৃ হীন শিশুগণের সুমধুর গীতে কারুণ্য রস প্রকাশিত হইল। তাহারা আপনারদের দৌত্য ক্রিয়ার অবসান হওয়াতে বিলাপ করিল কিন্তু সুচেতার অবস্থা স্মরণ করাতে তাহারদের দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দের উদয় হইল কারণ তাহারা বিলক্ষণজানিত যে তাঁহার সকল অর্থ রাজভবনে সঞ্চিত হইয়াছে এবং তিনি সেই আনন্দনগরে স্থান পাইয়াছেন যেখানে নির্ব্বাসন বিধির প্রসঙ্গ মাত্র নাই।

বিলাতীয় সমাচার।

গত শনিবারে বিলাত হইতে ৯ মার্চ তারিখ পর্য্যন্তের সমাচার এতন্নগরে আগত হয়, তাহাতে তদ্রাজ্যের শুভ সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াচি, আমারদিগের মহারাজ্ঞী রাজ পরিজন সহ স্বচ্ছন্দ আছেন এবং বাণিজ্যের প্রতুল হইতেছে, এবং রাজ্যে শান্তি স্থিতি আছে।

৩ মার্চ তারিখে বিলাতীয় রাজ মন্ত্রিগণের এক সভা হইয়াছিল এমত কালে বোম্বাই হইতে ৩ ফিব্রুআরি পর্য্যন্তের সমাচার উপস্থিত হয়, তাহাতে চিলিএলওয়ালা স্থানীয় সংগ্রাম বার্ত্তা পাঠে মন্ত্রিগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া বিলাত রাজ্যে সৈন্য ন্যূন করণাদেশ যাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল আপাতত তাহা স্থগিত করণ ঘোষণা দিলেন এবং ৫ তারিখে সমাচার সম্পাদকেরা স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেবকে ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি পদাভিষিক্ত করিয়া আশু পাঠাইতে পরামর্শ প্রদান করেন, রাজমন্ত্রগণ ও এই যুক্তি অবধারিত করিয়া মহারাজ্ঞীর নিকট আবেদন করিলেন তাহাতে শ্রীমতীও এই পরামর্শেতেই সম্মতি দেন, ভারতবর্ষীয় উক্ত অশুভ রণ সমাচারে তত্রস্থ প্রধান লোকেরা এমত ভাবিয়াছেন ভারতবর্ষীয় বৃটিস রাজত্বের পক্ষেইবা কোন ব্যাঘাত জন্মে, বরং এজন্য পার্লিয়ামেন্ট সভার ৫ তারিখের বৈঠকে ত্রাসিতান্তঃকরণে মাষ্টর হিউম সাহেব প্রধান রাজ সচিব লার্ড জান রসলকে জিজ্ঞাসা করেন ভারতবর্ষীয় ব্যাপারের কি বিবেচনা করিয়াছেন ইহাতে তিনি ধীরতা পূর্ব্বক উত্তর করিলেন শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর সমীপে তাঁহারা আপনারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার আদেশ প্রাপ্তি মাত্র বিজ্ঞাত করিবেন, তৎ পরদিনে ঐ মন্ত্রি মহাশয় সভা মধ্যে উপনীত হইয়া প্রকাশ করিলেন তাঁহার দিগের অভিমত্যনুসারে শ্রীমতী স্যার চার্লস নেপিয়রকে ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি পদাভিষিক্ত করণে সম্মতি দিয়াছেন, রাজ সচিবের এতৎ কথা গ্রাহ্য করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকে অত্যন্ত সন্তোষ জ্ঞাপন করেন, ফলে নেপিয়র সাহেবের সাহস ও যুদ্ধ নিপুণতায় তদ্রাজ্যের লোকেরা বৃটিস পরাক্রম প্রবল হইবেক ইহা নিশ্চিত করিয়াচেন, এবং অনেকেই অনুমান করেন এমত উৎপাত সময়ে নেপিয়র ভিন্ন কোন সেনাপতিকে এতৎ প্রধান পদ দিলে প্রতুল হইত না এতদভিপ্রায় সাধারণের মৌখিক কথা নহে আন্তরিক বলিতে হইবেক, যেহেতুক জর্জ নেপিয়র সাহেব শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত এতৎকর্ম্ম অস্বীকার,করিলে স্যার উইলিয়ম গম্ফ সাহেব ভারতবর্ষীয় মহারথিত্ব পদে মনোনীত হন কিন্তুচিলিএলওয়ালারসমরসম্বন্ধীয়পত্র পাঠে প্রধানরাজপুরুষেরাএবংবিলাতীয় অন্যান্য লোকেরা ভীত হইয়া নেপিয়র ভিন্ন অন্য কাহাকে এক্ষর্ম্ম দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, এই সেনাপতি ইতঃপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে দুর্ব্বাক্য বিষয়ে কি না বলিয়াছেন তথাচ অল্পকালে অধ্যক্ষগণ তাহা বিস্মৃতি হইলেন,প্রধান লোকেরা যাহা করিয়াছেন তাহা উত্তমই হইয়াছে কিন্তু এমত উতলা না হইলে তাঁহারা নেপিয়র সাহেবকে তোষামোদ করিয়া এমত গুরুতর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন না, সমাচার পত্রে লেখে ৭ তারিখে বাদানুবাদের পর ডাইরেকটর্স মহাশয়েরা আপনার দিগের নিন্দক উক্ত সেনাপতিকে ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের অধ্যক্ষ এবং সৈন্যের প্রধান কর্ত্তৃত্ব পদে মনোনীত করিয়াছেন, আগত মেল এই মহারথিকে আনয়নার্থ দুই দিন কাল বিলাতে রহিয়াছিল, তিনি তৎসময়ে এতদ্রাজ্যে যাত্রা করণে প্রস্তুত হইতেপারিলেন না এই কারণ মেল আইসে অতএব আগামি মেল পর্য্যন্ত নেপিয়র সাহেব ভারতবর্ষে পুনঃপদার্পণ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সিন্ধুজেতা বীরের অদৃষ্টে লিখিত নাই পঞ্জাব রাজ্য জয় করণ পৌরুষ ও গৌরব লাভ করিবেন, এই কারণ তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তদ্রাজ্য বৃটিসাধিকার ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, ব্যক্ত হয় পঞ্জাবীয় সমরে তিনি রাজকীয় মতামতির অতীত ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহা ব্যর্থ হইল,নেপিয়র সাহেবের নিষ্ঠুরতার বিষয় সিন্ধু রাজ্যাধিকারেতেই সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে অতএব এমত নির্দ্দয় সৈন্যাধ্যক্ষ এক সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া ক্ষুদ্র২ রাজাদিগকে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত করিবেন তাহা এইক্ষণে বলিতে বাসনা করি না, বিলাত হইতে ৭৫।৮৭ গণিত মহারাজ্ঞীর পদাতিক দলস্থেরা ভারতবর্ষে শীঘ্র আসিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিলাতীয় বলেষ্টিয়র সৈন্য দ্বারা অত্রস্থ সৈন্যদল সকল সম্পূর্ণ হইবে ইহা ও ধার্য্য হইয়াছে,যে সকল সেনা পতিরা পীড়াদি জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে ত্বরায় আপনং দলভুক্ত হইতেআদেশপ্রকাশ হইবেক,নেপিয়র সাহেবভারতবর্ষীয় সেনাপতিত্ব হইতে না হইতে টাইমস পত্রে পঞ্জাব দেশ বৃটিস রাজ্যভুক্ত করণাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, দলপ সিংহের ভাগ্যে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে এইক্ষণে গোলাব সিংহের অদৃষ্ট দেখিতে হইবেক।

ফ্রান্স রাজ্যে কোন গোলযোগ নাই তথায় প্রজা প্রভুত্ব গবর্ণমেন্টের বর্ষবৃদ্ধি দনোপলক্ষে আনন্দোৎসব হয়, তদ্রাজ্যের প্রধানাধ্যক্ষ নেপোলিয়ন সর্ব্ব প্রিয় হইতেছেন।

জরমেণ রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রুষিয়াধিপতি এক উত্তম বক্তৃতা দ্বারা স্বরাজ্যের পার্লিয়ামেন্ট সভাতে প্রজাগণকে সুশাসনের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রধান গুরু পোপ মহাশয় স্বরাজ্য চ্যুত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের রাজ্যপাল দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে ফ্রান্স স্পেন অষ্ট্রিয়া, এবং লিপরস রাজ্য হইতে তদনুকূলে সৈন্য প্রেরণ হইতেছে, সমাচারে লেখে শেষোক্ত রাজ্য হইতে ১০০০০ সহস্র যোদ্ধা যাত্রা করিয়াছে।

বেলজম দেশীয় মহারাণী ৬ তারিখে বিলাতে আগতা হইয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেইলওএ কোম্পানির প্রেরিত পঞ্চম রিপোর্ট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি সাবকাশক্রমে তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

বঙ্গ হইতে।

কাশী হইতে আগত পত্রে জানা যায় টেপু সুলতানের এক পুত্র তথায় সম্প্রতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যুবরাজ আপন বিত্তাদি স্বীয় সন্তানগণকে না দিয়া মরণকালীন দানপত্র দ্বারা তত্তাবৎ বিষয় দৌহিত্র গণকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, অতএব এই উপলক্ষে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কি না তাহা বলা যায় না।

শ্রীযুত বাবু রাইচরণ পাল।

কলিকাতা নগরীয় তালতলা নিবা

সি উক্ত বাবু গত রবিবারে তাঁহার শ্রীমান পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে স্ববাটীতে নৃত্যগীতের সভা হইয়াছিল এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা তথায় গমন পূর্ব্বক পাল বাবুর বিনীত ব্যবহারে এবং নৃত্য গীতের আমোদে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, শ্রুত হইল বাবু রাইচরণ পাল মহাশয় এই বিবাহোপলক্ষে নানা প্রকার দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু মধুসূদন বসু।

গত রবিবার রাত্রিতে উক্ত বসু বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে ইহাতে বাবু মধুসূদন বসু কুলীনের বিবাহ বলিয়া দান বিতরণে এবং সমারোহে ত্রুটি করেন নাই, শুনিলাম বিবাহে বিলক্ষণ ঘটা হইয়াছিল, এবং মধুসূদন বাবু তাহাতে সকল বিষয়ে যশস্বী হইয়াছেন।

নন্দবিদায় যাত্রা।

গত শনিবাসরীয় রজনীযোগে শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে নন্দবিদায় যাত্রা হইয়াছিল, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের আবাহনানুসারে আমরা যাত্রার সভায় যাইয়া দেখিলাম সিংহ মহাশয়দিগের প্রশস্ত বহির্ব্বাটী নীচে উপরে লোক পরিপূর্ণ হইয়াগিয়াছে, কলিকাতা নগরীয় এবং ইতস্তত নানা স্থানীয় প্রায় তাবৎ প্রধান লোক ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাত্রার অঙ্গ পূর্ব্বে কিং হইয়াছিল আমরা তাহা দেখি নাই, ধোপা, ধোপানী, ধোপানীর বালক, এবং কুব্জা ইত্যাদির কৌতুক দর্শন ও গান শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে কর্ণ সুখ দৃষ্টিসুখ উত্তম হইয়াছিল, বিশেষত একাদশ বর্ষীয়া এক বালিকা কুব্জা সাজিয়া যে প্রকার সুস্বরে গান করিল বোধ হয় এপ্রকার সুস্বর বহু কাল কর্ণ গোচর হয় নাই, হীরা নাম্নী প্রসিদ্ধা গায়িকা যাহাকে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্তবাহাদুর দুর্গোৎসব সময়ে সহস্র মুদ্রা বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন বোধ করি ইহারস্বরে তাহার স্বরকেও লজ্জিত করিতে পারে, আমরা আপনারদিগের কর্ম্মানুরোধে শেষরাত্রি তথায় থাকিতে পারি নাই শুনিলাম রাত্রি শেষে এই বালিকা সভাস্থ তাবতের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়াছিল, এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এযাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার, এবং শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাত্রারবিষয়েগানশক্তি, কবিত্বশক্তি, বাদনশক্তি, আদিরস, ভক্তিরস ইত্যাদি তাবৎ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা গত শনি বাসরীয় ভাস্করে আন্দুল রাজধানীর নৃত্য গীতাদির সমাচার সংক্ষেপে লিখিয়াছি তৎপরে আমারদিগের কোন বন্ধু যিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন তিনি আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত এই লেখেন।

আন্দুল রাজবাটী।

গত বর্ষীয় ৩০ চৈত্র বুধবারে আন্দুলীয় রাজ ভবনে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণার শুভ জন্মদিনোৎসবোপলক্ষে যামিনী যোগে বার্ষিকী নৃত্যগীত বাদ্যয়ী সভা হইয়াছিল প্রথমতঃ আমন্ত্রিত ব্যক্তি বৃন্দ সমাগমে রাজ বাটীর আনন্দধাম বৃহন্নৃত্যাগার পরিপূর্ণ হইলে রাত্রি সার্দ্ধ নবমঘটিকা সময়ে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর হীরকাদি রচিত রাজ পরিচ্ছদ মুকুটাদি ধারণ পূর্ব্বক স্বীয়ামাত্য বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত প্রাসাদে আগমন করত একাদিক্রমে আহ্বানিত মহাশয় চয় সহিত কুশল প্রশ্নাদি কথোপকথনানন্তর নৃপাসনে উপবেশন করিলেন, তৎকালে রাজবাটী হইতে বারম্বার উক্ত মহোৎসবীয় তোপধ্বনি এবং ইংরাজী বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, ঐ নাট্য মন্দির অপূর্ব্ব আলোকময় বিলোকে দিদৃক্ষুলোক পুলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের স্বাভাবিক কোমলান্তঃ করণে সভ্যসহ যথা যোগ্য সমাদরালাপ করণে প্রায় সকলেই মিষ্টান্নাদি ভোজনে রাজদত্ত আতর তথা পুষ্প স্তবক গ্রহণে আনন্দমনে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করেন, এই সভা সর্ব্ব সর্ব্বরী ব্যাপিনী থাকিয়া মঙ্গলারতি সময়ে বিরতি পূর্ব্বক শ্রীভূকাশী বাটীতে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণার সম্মুখ বর্ত্তিনী হইলেন, এবং ইতি পূর্ব্বে যে শ্রীরাম লীলা যাত্রা দ্বারা ঐ বাটীতে লোকরঞ্জন হইতেছিল তাহা বিরাম হইল। তত্রক্ষণ কাল তৌর্য্য ত্রিকীয় যাব্য সম্পাদনানন্তর গায়ক গায়িকাগণ পুরস্কার প্রাপ্তে সভা সাঙ্গ হইসেন।

কথিত আছে যে উক্ত সভায় বহুতর সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডীয় এবং এতদ্দেশীয় গণের আগমন হয়, বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুক্ত আনরেবিল ডেপুটী গবরণ বাহাদুর স্বীয় দৈহিকাস্বচ্ছন্দতা প্রযুক্ত গমনাক্ষমতা জন্য অনুতাপ প্রকাশে স্বকীয় এডিকঙ্গ শ্রীযুক্ত কাপ্তেন হিউজ সাহেবের স্বাক্ষরিত লিপী রাজ সমীপে প্রেরণ করেন, এবং শ্রীশ্রীযুক্তের মেলেটরী সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ক্রকার সাহেব প্রভৃতি গবরণর বাহাদুরের সমভিব্যাহারি কতিপয় সম্ভ্রান্ত সাহেব সরকারি বিশেষ কার্য্যানুরোধে গমনাক্ষম হেতুক আক্ষেপোক্তি পত্রিকা প্রেরণ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই যে কথিত লিপী উক্ত মহোদয়দিগের অনাগমনেও আগমন তুল্য রাজ সন্তোষ জনিকা হইয়া থাকিবেক।

প্রেরিত পত্র।

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্তভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথা যোগ্য সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।

কলিকাতা নগরীয় বাটী সকলের ছাত ইত্যাদি জরীপ করণ বিষয়ে গত ২২ দিবসীয় ভাস্কর পত্রে মহাশয় আপন অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার প্রতি আমি দোষ বিবেচনা করিয়া গত ২৮ চৈত্র দিবসে যে প্রেরিত পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা বর্ত্তমান সালের প্রথম দিবসীয় সম্বাদ ভাস্কর স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত এবং আপনকার নিকট বাধিত হইলাম কিন্তু আমার পত্রের প্রত্যুত্তর যাহা তাহার নিম্ন ভাগে আপনি লিখিয়াছেন তাহা কি মহাশয়ের যোগ্য উত্তর প্রদান করা হইয়াছে, না কখনই নহে, যেহেতু মহাশয় লেখেন আপনকার লিখনের তাৎপর্য্য এই যে "রাজার সহিত বলে পারিব না, বিনয় বাক্যে রাজ সমীপে নিবেদন করিয়া অন্যায় নিয়ম নিবারণ করিতে হইবেক" ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট যখন যাহা করেন পূর্ব্বে তাহার আইনের মুসাবিদার দ্বারা সাধারণের জ্ঞাত করিয়া থাকেন তাহাতে কেহ প্রতিবাদী হইয়া বিশেষ কারণ দর্শাইলে গবর্ণমেণ্ট প্রায় নিয়ম বহিস্কৃত করিয়া থাকেন অতএব গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই ইহার আইনের মুসাবিদা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন তাহার প্রতি আপনকারদিগের দৃষ্টির অন্যথা হওয়াতেই এ নিয়ম অনায়াসে প্রচলিত হইয়াছে, তৎকালীন আপনি সাবধান না হইয়া যখন কোম্পানির গজ বাটীর ভিতর প্রবেশ হইল তখন সকলকে সতর্ক করিতেছেন, হায়, বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, আপনাকে আর অধিক কি কহিব এবিষয়ে আপনকার প্রত্যুত্তর না দিয়া বরং দোষ স্বীকার করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য ছিল।

আমি মহাশয়ের লেখার প্রতি দোষার্পণ করিয়া বিবাদ করিব এমত অভিপ্রায় কখন নহে কেবল আপনকার প্রতি অভিমান করিয়া প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলাম কেননা আপনি কি জানেন না হিন্দুদিগের অন্তঃপুরে ভিন্ন লোক আবাহন ব্যতীত যাইতে পারে না, এবং গবর্ণমেণ্ট কি আমারদিগের প্রাচীন প্রচলিত নিয়ম অবগত নহেন, অতএব এস্থানে এই বিবেচনা করিতে হইবেক এবিষয়ে আপনকার দিগের তাচ্ছল্য আছে এবং গবর্ণমেণ্টের সমূহ দৌরাত্ম্য বলিয়া মানিতে হইবেক গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম ইত্যাদি রক্ষা কর্ত্তা বলিয়া কি অত্যাচার করিবেন, তাঁহারদিগের রাজ্যে বাস করিয়া কি আমারদিগেররীতি নীতি সমুদায় ত্যাগ করিতে হইল, হা পরমেশ্বর তোমার মনে কি এই ছিল, তুমি কি বঙ্গদেশীয় সম্পাদকদিগের স্কন্ধে বসিয়া গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করি অনুমতি দিবা না, এবং গবর্ণমেণ্টকে আমারদিগের নিয়মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধরিতে নিষেধ করিবা না, আমরা তোমার নিকট আবেদন ব্যতীত এমত সকল ঘোর বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার হইব, আমরা যদি বৃটিস গবর্ণমেণ্টের রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে গমন করি তথাচ তোমার এই অসীম রাজ্য হইতে কদাচ বাহির হইতে সক্ষম হইব না, এইক্ষণে প্রার্থনা করি তোমার হিন্দু প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও নিয়ম গুলিনকে স্থির রাখিয়া সর্ব্ব বিধায় রক্ষা কর ইতি তারিখ ২ বৈশাখ ১২৫৬।

অহং যথার্থ বাদি হিন্দু।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশহয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবুজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসকরবিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৭ এপ্রেল। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজাব্দাঃ ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৬ বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য নাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের মানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সম্বাদ ভাস্কর

বিদ্যা কল্পদ্রুম।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত বিদ্যা কল্পদ্রুম গ্রন্থের দশম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম. এই গ্রন্থ পাঠ করিতেং আমারদিগের নানাভাব প্রকাশ হইল অর্থাৎ কোন স্থলে মহাভয়. কোনস্থলে ক্রোধ, কোন স্থলে মুখমালিন্য, কোনস্থলে লোমাঞ্চ, কোনস্থলেদুঃখ কোন স্থলে হৃদয় প্রফুল্লতা, কোন স্থল ঔদাস্য, কোন স্থলে আনন্দাশ্রু নিপাত ইত্যাদি বহুভাব প্রকাশ পাইল, কৃষ্ণমোহন বাবুর কৃত নবম খণ্ড পর্য্যন্ত আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি তাবৎ খণ্ড উত্তম বটে কিন্তু দশম খণ্ডের তুল্য পুস্তক বুঝি গৌড়ীয় ভাষায় আসিয়া খণ্ডে প্রকাশ পায় নাই, তবে সর্ব্ব সাধারণ লোকেরা অনায়াসে ইহা বুঝিতে পারিবেন কি না, এবং ইহার সম্যগবধারণে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা করে কি না অনুমান করি সুপণ্ডিত গ্রন্থ কর্ত্তা এবিষয় স্মরণ করিতে অবকাশ রহিত হইয়াছিলেন, অথবা গ্রন্থ রচনা কালীন মনে করিয়াথাকিবেনএতদ্দেশীয়সর্ব্বসাধারণ লোকেরা দেশ ভাষায় তাঁহার তুল্য বিচক্ষণ হইয়াছেন, যাহাহউক, গ্রন্থপাঠ কালীন যে প্রস্তাব পাঠে আমারদিগের অশ্রুপাত হইয়াছিল আমরা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম, ইহার মধ্যে যেং স্থলে অপরিচিত পুরুষ লিখিত আছে সেইং স্থলে "অপরিচিত পুরুষ" শব্দার্থ যম এবং রাজন শব্দে পরমেশ্বর বুঝিতে হইবেক।

"অগ্রজ বণিক ত্রয়ের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল কিন্তু এতদ্বর্ণনানন্তর সুচেতার ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণন করিলে চিত্তের সন্তোষ হইবে। ভ্রাতৃবর্গের প্রয়াণে সুচেতা বিষণ্ণ চিত্তে রোদন করিয়াছিলেন কিন্তু সুজনাভিমানির ন্যায় বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক স্নেহ প্রকাশ করেন নাই এবং আপনি যাত্রা করিতে প্রস্তুত বলিয়াও দর্প করেন নাই কেবল বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেন এবং মনেং রাজ ভবনে গমন করিবার প্রত্যাশায় থাকিতেন। তিনি প্রতিক্ষণ রাজাজ্ঞাবাহক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করত নিজ কুটীর সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন বস্তুতঃ নিজ প্রয়াণ কালের নিমিত্ত সর্ব্বদা এমত প্রস্তুত থাকিতেন যে অপরিচিত পুরুষের সমক্ষেই যেন কাল হরণ করিতেছেন। তথাপি রাজাজ্ঞাবাহক উপস্থিত হইলে মনে এমত জ্ঞান জন্মিল যে হৃদয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইয়াছে।

ঐ সময়ে তিনি প্রদোষ কালের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে স্বীয় চিত্তরঞ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ কেবল শরৎকালীন কুসুম বিশিষ্ট এক পুষ্পাধারে শোভিত ছিল তাহার এক পার্শ্বে একটী সামান্য দীপ জ্বলিত তাহাতে অত্যল্প জ্যোতিঃ নির্গত হইত তথাপি তিনি একাকী কিম্বা অন্ধকারাবৃত অথবা দরিদ্র ভাবে থাকিতেন না কেননা সায়ংকাল উপস্থিত হইবামাত্র গৃহদ্বার মুক্তাফলে বিরাজমান হইত এবং পারিষদের রব তুল্য সুমধুর বাদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইত, অপর বিচিত্র শুভ্র আলোকে গৃহ উজ্জ্বল করিত। এই সকল শুভ দ্রব্য অবলোকন করাতে তাঁহার অন্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার ভাবোদয় হইল এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সহসা মনোমধ্যে দুঃখ ও ভয়ের উদ্রেক হইলে বোধ হইল যেন গৃহের ভিত্তি এক জঙ্গম ছায়াতে ব্যাপ্ত হইতেছে। ঐ ছায়া যেং বস্তুর উপর পতিত হইল তাহা তৎক্ষণাৎ রূপান্তর হইয়া গেল এবং প্রদীপের জ্যোতিঃ পূর্ব্বাপেক্ষা মলিন হইল আর শরৎপুষ্প স্তবক সকল ম্লান হইয়া পড়িল। এই সকল পূর্ব্ব লক্ষণ নয়নগোচর না হইলেও সুচেতার মনে এমত প্রতীতি হইল যে দর্পণ মধ্যে আদৌ যেমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাই পুনর্ব্বার উপস্থিত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ঐ ছায়ার প্রতি

স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। অনতি বিলম্বে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল এবং তাঁহার মানসিক ভাবের বিকৃতি হইল তাহাতে অবশেষে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করাতে দেখিলেন যে সেই বৃদ্ধ পুরুষ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন তাঁহার সমভিব্যাহারে কোন অশুভ অনুচর নাই কেবল হস্তেএকদর্পণ রহিয়াছে মাত্র দর্পণের নিম্নভাগে এই লেখা আছে যথা "ইহা অতীত কালের প্রতিবিম্ব,,। সুচেতাঃ তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহার মনে ভয়োদ্রেক হইল না কেননা যে সকল বিষয় তদ্দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইল তদ্দর্শনে বহুকালাবধি তাঁহার অভ্যাস ছিল। মধ্যে২ দর্পণোপরি ছায়ারূপি মূর্ত্তির গতিবিধি হইতে লাগিল কিন্তু সে সকল রাজদূতগণের প্রতিবিম্ব মাত্র, তদ্দর্শনে সুচেতার নয়ন যুগল ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থির থাকিল না কেননা সেই ছায়া প্রকাশ হইবামাত্র তিনি রাজভবন ও রমণীয় নগরীর চিন্তায় সমাহিত হইলেন।

অবশেষে বৃদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন "হে বণিক,এ কি ঘটনা, আমার উপস্থিতিতে ধন সম্পত্ত্যাদির চিহ্ন মাত্র থাকে না কিন্তু তোমার গৃহে তাহা হইল না, আমি তোমার দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম অমূল্য মুক্তাফল ভূমিতে বিকীর্ণ আছে ঐ সকল মুক্তা এই নগরী সংক্রান্ত সম্পত্তি নহে যেহেতুক আমার পদার্পণে তাহা মলিন না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইল,,।

ইহাতে সুচেতঃ উত্তর করিলেন "আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এ সকল মুক্তা জগৎ পুরস্থ নহে, ইহা যথার্থ বটে, কেন না আমার পিতার যে বিপুল অর্থ ছিল তৎসমুদায়ি একত্র করিলেও উহার একটীর মূল্য হয় না, এসকল পূর্ব্বাঞ্চলস্থ মুক্তার সদৃশ। আমিও এসমস্তকে অধীশ্বরের দত্ত দ্রব্য জ্ঞান করিয়া থাকি কিন্তু কোন্ ব্যক্তি আমার গৃহদ্বারে এই মুক্তা বৃষ্টি করিয়াছে আমি তাহা অবগত নহি,,।

তাঁহার বচন সমাপ্ত না হইতে২ দর্পণমধ্যে এক ছায়াময়ী মূর্ত্তির সঞ্চালন হইতে লাগিল ও তাহা হইতে অশরীরিণী এই বাণী নির্গত হইল "আমি পতিহীনা অনাথা দরিদ্র অবলা এপ্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণীমধ্যে গণিত ছিলাম, একদা কাঞ্চনপ্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গমন করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন তাঁহার ধনে তাঁহারই স্বত্ব আছে, পরে সুচেতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহাতে তিনি নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করত আমার দুঃখ মোচন করিয়া কহিয়াছিলেন "তুমি অবাধে আমার অর্থ গ্রহণ কর কেননা অধীশ্বর তোমার উপকারার্থ আমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়াছেন,,। অপর সুচেতার নিকট বিদায় লইবার কালে আমি কৃতজ্ঞতা ও আত্মভাবে পূর্ণ হওয়াতে আমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রু নিঃসরণ হইয়াছিল অধীশ্বর সেই অশ্রুর প্রত্যেক বিন্দুকে মুক্তাফল করিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি সুচেতার গৃহ দ্বারে দীপ্তিমান হইতেছে,,।

অনন্তর বৃদ্ধ কহিলেন "এ বিচিত্র সুমধুর ধ্বনি কোথা হইতে নির্গত হইতেছে, আমি নিশ্চয় জানি এ নগরীস্থ কোন বাদকের এরূপ বাদ্যশক্তি নাই, আমার সন্নিকর্ষে অত্রত্য বীনা সকল বিকৃত হইয়া যায় এবং তদুত্থ সুমধুর রবও একেকালে কর্কশ ও তালহীন হয়। কিন্তু অধুনা যে বাদ্য আমার কর্ণগত হইতেছে ইহার মোহন শক্তি আছে। আমার আগমনে ইহার ধ্বনিতে কোন ব্যত্যয় না হইয়া অধিক উৎকর্ষ হইতেছে এবং আমার আপনার বাক্যও তৎসহকারে মধুর হইতেছে,,।

সুচেতা উত্তর করিলেন "আমি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ পরন্তু ইহা সত্য বটে যে এ সঙ্গীতের মোহন শক্তি আছে কারণ ইহার মাধুর্য্য চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হয় এবং ইহা জনতাকল এই নগরীর কোলাহল অতিক্রমণ করিয়া সতত আমার চিত্ত রঞ্জন করে, ইহার স্নিগ্ধতা শক্তিতে আমার মানসিক সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ দূর হইয়া চিত্তশান্তি হয় এবং এস্থলে দিন২ যেসকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমার ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় নাই কিন্তু এই মধুর ধ্বনি আমার আপন গৃহ মধ্যে থাকাতে তৎ শ্রবণে আমি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছি বটে তথাচ আমারএমত বোধহইতেছে ইহা কোন দূরদেশীয় মধুরতর সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি মাত্র,,।

অনন্তর দর্পণ হইতে পুনর্ব্বার এক শব্দ নির্গত হইল তাহাতে বোধ হইল যেন অস্ফুট মৃদু ভাষাতে এইরূপ বাক্য উক্ত হইতেছে যথা "আমি বাল্যকালে পিতৃ মাতৃ হীন হওয়াতে নিঃসহায় এবং ক্ষীণতা প্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণীমধ্যে গণিত ছিলাম। একদা কীর্ত্তিপ্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি আমাকে এক প্রকাণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর উত্তোলনকরিতেআদেশকরিলেনকিন্তু আমার দুর্ব্বল হস্ত দ্বারা সে কর্ম্ম সমাধা না হওয়াতে তাঁহার ভৃত্যবর্গ আমাকে দূরীকৃত করত কহিলেক যশোমন্দিরে ক্ষুদ্র শিশুগণের উপযুক্ত স্থান নাই। তৎপরে আমি সুচেতার নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি আমাকে অশন বসন প্রদান করিয়া কহিলেন "যে বাটীতে আমি বাস করি তাহা পিতৃ মাতৃ হীন শিশুর আশ্রয়ের নিমিত্ত আমার নিকট নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে,,। অনন্তর সচেতঃ আমাকে অমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন আমি তাহা লইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অধীশ্বরের নিকট গোপনে গমন করিতাম। অধীশ্বর আমার প্রতি এই আদেশ করিতেন এই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা ও প্রণয় রসে উৎফুল্ল সরল হৃদয় তাহাকে সমর্পণ কর অতএব আমার বিনয় দৃষ্টি ও উক্তি তাঁহার বাটীতে নিত্য গীতরূপে প্রকাশ হয় এবং এইক্ষণেও গৃহমধ্যে সেই মৃদুস্বর আপনারদের কর্ণগোচর হইতেছে,,।

পরে বৃদ্ধ কহিলেহ "হে সুচেতঃ জ্যোতিঃ প্রবাহ কোথা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ম্ময় করিতেছে এ আলোক জগৎ পুরস্থ নহে, যেহেতু যামিনীর অসিত পরিচ্ছদে এক্ষণে নগরস্থ সকল বস্তুই আবৃত হইয়াছে যদিও এখানে তাহা না হইয়া থাকে তথাপি আমার আগমনের প্রাক্কালে সর্ব্বস্থান কুজ্ঝটিকা ও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়। দেখ আমার ছায়া স্পর্শে তোমার গৃহস্থ প্রদীপ মলিন হইয়া এইক্ষণে এইক্ষণে নির্ব্বাণ হইতেছে। অতএব তোমার গৃহে কি কারণ চিরবিরাজিত দিন রহিয়াছে,,।

এই সময়ে সুচেতাঃ ক্রমশঃ তন্দ্রাভিভূত হইতে লাগিলেন তাঁহার নয়ন যুগল নিমীলিত এবং স্বর অস্পষ্ট হইয়াছিল তথাপি মধুর স্বরে শেষে এই উত্তর করিলেন যথা "হে অপরিচিত পুরুষ, আমি এবিষয়েও অনভিজ্ঞ, এই আলোকের রশ্মি পূর্ব্বাবধি আমার উপর পতিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি মুদিত নয়নে আর দর্শন পাই না, কিন্তু আমার মনোমধ্যে হৃদয় মধ্যস্থিত জ্যোতিঃ প্রবাহের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, ইহা বস্তুতঃ সত্য হউক অথবা স্বপ্ন কল্পিত হউক, কিন্তু আমার বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, তথাপি কোন্ স্থান হইতে নির্গত হইতেছে তাহা জানি না,,।

অনন্তর দর্পণ মধ্যে আর এক ছায়াময়ী মূর্ত্তি সঞ্চালিত হওয়াতে তৃতীয় বার এক শব্দ হইল যথা "আমি পূর্ব্বে বহু ধনাধিকারী থাকিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতাম কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত পীড়াগ্রস্ত থাকাতে দরিদ্র ও দুঃখী হইয়াছিলাম তাহাতে সুজনাভিমানির ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দ্বারে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু জনতার সমারোহ ও তুরীর ধ্বনি প্রযুক্ত ভয় ও লজ্জাতে সঙ্কুচিত হইলাম এবং নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার নিভৃতালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম পরে সুচেতাঃ অন্বেষণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হওত আমার পীড়িতাবস্থায় সেবা করিলেন এবং আমারদারিদ্র দূর করিয়া কহিলেন "তোমার ভয় নাই, অধন জনের প্রার্থনা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা স্বরূপ ধন তোমার প্রচুর আছে,,। অনন্তর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে তিনি কহিলেন ঐ অর্থের কিয়দংশ আমাকে দান কর। আমার তখন স্মরণ হইল যে অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখগ্রস্ত হওয়াতে আমিও অধীশ্বরের দূত হইয়াছি অতএব আমি প্রার্থনা এবং আশীর্ব্বাদ সঙ্গে লইয়া ত্বরায় রাজভবনে গমন করিলাম। অধীশ্বর আমার নিকট হইতে তাহা গ্রহন করিয়া চিরবিরাজমান দিবাকর রশ্মিরূপে সুচেতার গৃহোপরি তাহা বর্ষণ করিলেন তাহাতেই গৃহ মধ্যে এই শুভ্র তেজঃপুঞ্জ হইয়াছে,,।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ইতোমধ্যে সুচেতাঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হওয়াতে শনৈঃ২ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন "হে শুভংযু

নিক, তুমি অর্থ সহকারে উত্তম ব্যবসা
করিয়াছ, তুমি অনিত্য স্বর্ণ রূপ্যাদি
বিনিময়ে বিধবার কৃতজ্ঞতা ও পিতৃ
াতৃ হীন শিশুর অনুরাগ এবং দরিদ্রে
প্রার্থনা রূপ পরম পদার্থ লাভ করি
াছ। এক্ষণে তোমার প্রয়াণ হইতেছে
ই সকল পরম পদার্থ তোমার সঙ্গে
াইবে। এই অমূল্য মুক্তাফল এবং
মধুর বাদ্য ও শুভ্র আলোক রমণীয়
গরীয় গোপুর পর্য্যন্ত তোমার সমভি
াহারে যাইবে সেস্থানে ইহা অপেক্ষা
প্রচুরতর ঐশ্বর্য্য ও সুমধুর বাদ্য ও অ
নির্ব্বচনীয় শুভ্র আলোক মণ্ডল তোমা
নিমিত্ত প্রস্তুত আছে,,।

বৃদ্ধ এই কথা কহিতে২ সুচেতার
মুখে অপর এক দর্পণ ধারণ করিলে
, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিদ্রা বশত নীমিলি
হইলেও মুখ ঈষদ্ধাস্যে ও আনন্দে
ফুল্ল হইল। ঐ দর্পণমধ্যে তিনি কি
পূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন করিলেন তাহা
বর্ণনা সাধ্যাতীত, কেবল এইমাত্র ব
তে পারি যে সেই দর্পণে পারত্রিকের
আভাস ছিল এবং বৃদ্ধ তাহা ধারণ
রিতেই অন্তর্হিত হইলেন। পরে কি
ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে পক্ষ সঞ্চা
নের ধ্বনির ন্যায় এক শব্দ হইল, এবং
দনন্তর সুচেতার গৃহ একেবারে নিস্ত
হইয়া রহিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে নগরে সূর্য্যো
য় হইলে রাজবর্ত্ম নানা ব্যবসায়ি লো
ক ব্যাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্ব রীতিক্রমে ক
রবে পূর্ণ হইল কিন্তু সুচেতার গৃহস্থ
দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছিল এবং সেই বৃ
বণিকও প্রয়াণ করিয়াছিলেন। পথি
দের মধ্যে অত্যল্প লোক ঐ শূন্যগৃ
হের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু রাজ
তগণ দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া ক্র
ন করিতে লাগিল এবং পিতৃ মাতৃ হী
শিশুগণের সুমধুর গীতে কারুণ্য রস
কাশিত হইল। তাহারা আপনারদে
দৌত্য ক্রিয়ার অবসান হওয়াতে বি
াপ করিল কিন্তু সুচেতার অবস্থা স্মর
করাতে তাহারদের দুঃখের পরিবর্ত্তে
আনন্দের উদয় হইল কারণ তাহারা বি
ক্ষণজানিত যে তাঁহার সকল অর্থ রা
ভবনে সঞ্চিত হইয়াছে এবং তিনি সে
আনন্দনগরে স্থান পাইয়াছেন যেখা
ন নির্ব্বাসন বিধির প্রসঙ্গ মাত্র নাই।

বিলাতীয় সমাচার।

গত শনিবারে বিলাত হইতে ৯ মার্চ তারিখ পর্য্যন্তের সমাচার এতন্নগরে আগত হয়, তাহাতে তদ্রাজ্যের শুভ সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমারদিগের মহারাজ্ঞী রাজ পরিজন সহ স্বচ্ছন্দ আছেন এবং বাণিজ্যের প্রতুল হইতেছে, এবং রাজ্যে শান্তি স্থিতি আছে।

৩ মার্চ তারিখে বিলাতীয় রাজমন্ত্রিগণের এক সভা হইয়াছিল এমত কালে বোম্বাই হইতে ৩ ফিব্রুআরি পর্য্যন্তের সমাচার উপস্থিতহয়, তাহাতে চিলিএলওয়ালা স্থানীয় সংগ্রাম বার্ত্তা পাঠে মন্ত্রিগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া বিলাত রাজ্যে সৈন্য ন্যূন করণাদেশ যাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়য়াছিল আপাতত তাহা স্থগিত করণ ঘোষণা দিলেন এবং ৫ তারিখে সমাচার সম্পাদকেরা স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেবকে ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি পদাভিষিক্ত করিয়া আশু পাঠাইতে পরামর্শ প্রদান করেন, রাজমন্ত্রগণ ও এই যুক্তি অবধারিত করিয়া মহারাজ্ঞীর নিকট আবেদন করিলেন তাহাতে শ্রীমতী ও এই পরামর্শেতেই সম্মতি দেন, ভারতবর্ষীয় উক্ত অশুভ রণ সমাচারে তত্রস্থ প্রধান লোকেরা এমত ভাবিয়াছেন ভারতবর্ষীয় ব্রিটিস রাজত্বের পক্ষেইবা কোন ব্যাঘাত জন্মে, বরং এজন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভার ৫ তারিখের বৈঠকে ত্রাসিতান্তঃকরণে মাষ্টর হিউম সাহেব প্রধান রাজ সচিব লার্ড জান রসলকে জিজ্ঞাসা করেন ভারতবর্ষীয় ব্যাপারের কি বিবেচনা করিয়াছেন ইহাতে তিনি ধীরতা পূর্ব্বক উত্তর করিলেন শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর সমীপে তাঁহারা আপনারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার আদেশ প্রাপ্তি মাত্র বিজ্ঞাত করিবেন, তৎ পরদিনে ঐ মন্ত্রি মহাশয় সভা মধ্যে উপনীত হইয়া প্রকাশ করিলেন তাঁহার দিগের অভিমত্যনুসারে শ্রীমতী স্যার চার্লস নেপিয়রকে ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি পদাভিষিক্ত করণে সম্মতি দিয়াছেন, রাজ সচিবের এতৎ কথা গ্রাহ্য করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকে অত্যন্ত সন্তোষ জ্ঞাপন করেন, ফলে নেপিয়র সাহেবের সাহস ও যুদ্ধ নিপুণতায় তদ্রাজ্যের লোকেরা ব্রিটিস পরাক্রম প্রবল হইবেক ইহা নিশ্চিত করিয়াছেন, এবং অনেকেই অনুমান করেন এমত উৎপাত সময়ে নেপিয়র ভিন্ন কোন সেনাপতিকে এতৎ প্রধান পদ দিলে প্রতুল হইত না এতদভিপ্রায় সাধারণের মৌখিক কথা নহে আন্তরিক বলিতে হইবেক, যেহেতুক জর্জ নেপিয়র সাহেব শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত এতৎকর্ম্ম অস্বীকার করিলে স্যার উইলিয়ম গফ সাহেব ভারতবর্ষীয় মহারথিত্ব পদে মনোনীত হন কিন্তু চিলিএলওয়ালার সমরসম্বন্ধীয়পত্র পাঠে প্রধানরাজপুরুষেরাএবংবিলাতীয় অন্যান্য লোকেরা ভীত হইয়া নেপিয়র ভিন্ন অন্য কাহাকে একর্ম্ম দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, এই সেনাপতি ইতঃপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে দুর্ব্বাক্য বিষয়ে কি না বলিয়াছেন তথাচ অল্পকালে অধ্যক্ষগণ তাহা বিস্মৃতি হইলেন,প্রধান লোকেরা যাহা করিয়াছেন তাহা উত্তমই হইয়াছে কিন্তু এমত উতলা না হইলে তাঁহারা নেপিয়র সাহেবকে তোষামোদ করিয়া এমত গুরুতর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন না, সমাচার পত্রে লেখে ৭ তারিখে বাদানুবাদের পর ডাইরেকটর্স মহাশয়েরা আপনারদিগের নিন্দক উক্ত সেনাপতিকে ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের অধ্যক্ষ এবং সৈন্যের প্রধান কর্ত্তৃত্ব পদে মনোনীত করিয়াছেন, আগত মেল এই মহারথিকে আনয়নার্থ দুই দিন কাল বিলাতে রহিয়াছিল, তিনি তৎসময়ে এতদ্রাজ্যে যাত্রা করণে প্রস্তুত হইতেপারিলেন না এই কারণ মেল আইসে অতএব আগামি মেল পর্য্যন্ত নেপিয়র সাহেব ভারতবর্ষে পুনঃপদার্পণ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সিন্ধুজেতা বীরের অদৃষ্টে লিখিত নাই পঞ্জাব রাজ্য জয় করণ পৌরুষ ও গৌরব লাভ করিবেন, এই কারণ তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তদ্রাজ্য ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, ব্যক্ত হয় পঞ্জাবীয় সমরে তিনি রাজকীয় মতামতির অতীত ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহা ব্যর্থ হইল,নেপিয়র সাহেবের নিষ্ঠুরতার বিষয় সিন্ধু রাজ্যাধিকারেতেই সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে অতএব এমত নির্দ্দয় সৈন্যাধ্যক্ষ এক সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া ক্ষুদ্র২ রাজাদিগকে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত করিবেন তাহা এইক্ষণে বলিতে বাসনা করি না, বিলাত হইতে ৭৫।৮৭ গণিত মহারাজ্ঞীর পদাতিক দলস্থেরা ভারতবর্ষে শীঘ্র আসিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিলাতীয় বণ্ডেষ্টিয়র সৈন্য দ্বারা অত্রস্থ সৈন্যদল সকল সম্পূর্ণ হইবে ইহাও ধার্য্য হইয়াছে,যে সকল সেনাপতিরা পীড়াদি জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে ত্বরায় আপন২ দলভুক্ত হইতেআদেশপ্রকাশ হইবেক,নেপিয়র সাহেবভারতবর্ষীয় সেনাপতিত্ব হইতে না হইতে টাইমস পত্রে পঞ্জাব দেশ ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত করণাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, দলিপ সিংহের ভাগ্যে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে এইক্ষণে গোলাব সিংহের অদৃষ্ট দেখিতে হইবেক।

ফ্রান্স রাজ্যে কোন গোলযোগ নাই তথায় প্রজা প্রভুত্ব গবর্ণমেণ্টের বর্ষবৃদ্ধি দনোপলক্ষে আনন্দোৎসব হয়, তদ্রাজ্যের প্রধানাধ্যক্ষ নেপোলিয়ন সর্ব্বপ্রিয় হইতেছেন।

জরমেণ রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রুষিয়াধিপতি এক উত্তম বক্তৃতা দ্বারা স্বরাজ্যের পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে প্রজাগণকে সুশাসনের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রধান গুরু পোপ মহাশয় স্বরাজ্য চ্যুত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের রাজ্যপাল দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে ফ্রান্স স্পেন অস্ট্রিয়া, এবং নিপলস রাজ্য হইতে তদনুকূলে সৈন্য প্রেরণ হইতেছে, সমাচারে লেখে শেষোক্ত রাজ্য হইতে ১০০০০ সহস্র যোদ্ধা যাত্রা করিয়াছে।

বেলজম দেশীয় মহারাণী ৬ তারিখে বিলাতে আগতা হইয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেইলওএ কোম্পানির প্রেরিত পঞ্চম রিপোর্ট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি সাবকাশক্রমে তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

বঙ্গ হইতে।

কাশী হইতে আগত পত্রে জানা যায় টেপু সুলতানের এক পুত্র তথায় সম্প্রতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যুবরাজ আপন বিভবাদি স্বীয় সন্তানগণকে না দিয়া মরণকালীন দানপত্র দ্বারা তস্তাবৎ বিষয় দৌহিত্র গণকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, অতএব এই উপলক্ষে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কি না তাহা বলা যায় না।

শ্রীযুত বাবু রাইচরণ পাল।
কলিকাতা নগরীয় তালতলা নিবা

সি উক্ত বাবু গত রবিবারে তাঁহার শ্রীমান পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে ঐ বাটীতে নৃত্যগীতের সভা হইয়াছিল এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা তথায় গমন পূর্ব্বক পাল বাবুর বিনীত ব্যবহারে এবং নৃত্য গীতের আমোদে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, শুত হইল বাবু রাইচরণ পাল মহাশয় এই বিবাহোপলক্ষে নানা প্রকার দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু মধুসূদন বসু।

গত রবিবার রাত্রিতে উক্ত বসু বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে ইহাতে বাবু মধুসূদন বসু কুলীনের বিবাহ বলিয়া দান বিতরণে এবং সমারোহে ত্রুটি করেন নাই, শুনিলাম বিবাহে বিলক্ষণ ঘটা হইয়াছিল, এবং মধুসূদন বাবু তাহাতে সকল বিষয়ে যশস্বী হইয়াছেন।

নন্দবিদায় যাত্রা।

গত শনিবাসরীয় রজনীযোগে শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে নন্দবিদায় যাত্রা হইয়াছিল, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের আবাহনানুসারে আমরা যাত্রার সভায় যাইয়া দেখিলাম সিংহ মহাশয়দিগের প্রশস্ত বহির্ব্বাটী নীচে উপরে লোক পরিপূর্ণ হইয়াগিয়াছে, কলিকাতা নগরীয় এবং ইতস্তত নানা স্থানীয় প্রায় তাবৎ প্রধান লোক ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাত্রার অল্প পূর্ব্বে কিং হইয়াছিল আমরা তাহা দেখি নাই, ধোপা, ধোপানী, ধোপানীর বালক, এবং কুব্জা ইত্যাদির কৌতুক দর্শন ও গান শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে কর্ণ সুখ দৃষ্টিসুখ উত্তম হইয়াছিল, বিশেষত একাদশ বর্ষীয়া এক বালিকা কুব্জা সাজিয়া যে প্রকার সুস্বরে গান করিল বোধ হয় এপ্রকার সুস্বর বহু কাল কর্ণ গোচর হয় নাই, হীরা নাম্নী প্রসিদ্ধা গায়িকা যাহাকে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্তবাহাদুর দুর্গোৎসব সময়ে সহস্র মুদ্রা বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন বোধ করি ইহারস্বরে তাহার স্বরকেও লজ্জিত করিতে পারে, আমরা আপনারদিগের কর্ম্মানুরোধে শেষরাত্রি তথায় থাকিতে পারি নাই শুনিলাম রাত্রি শেষে এই বালিকা সভাস্থ তাবতের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়াছিল, এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এযাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার, এবং শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাত্রারবিষয়েগানশক্তি, কবিতাশক্তি, বাদনশক্তি, আদিরস, ভক্তিরস ইত্যাদি তাবৎ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা গত শনি বাসরীয় ভাস্করে আন্দুল রাজধানীর নৃত্য গীতাদির সমাচার সংক্ষেপে লিখিয়াছি তৎপরে আমারদিগের কোন বন্ধু যিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন তিনি আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত এই লেখেন।

আন্দুল রাজবাটী।

গত বর্ষীয় ৩০ চৈত্র বুধবারে আন্দুলীয় রাজ ভবনে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণার শুভ জন্মদিনোৎসবোপলক্ষে যামিনী যোগে বার্ষিকী নৃত্যগীত বাদ্যয়ী সভা হইয়াছিল প্রথমতঃ আমন্ত্রিত ব্যক্তি বৃন্দ সমাগমে রাজ বাটীর আনন্দধাম বৃহন্নৃত্যাগার পরিপূর্ণ হইলে রাত্রি সার্দ্ধ নবমঘটিকা সময়ে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর হীরকাদি রচিত রাজ পরিচ্ছদ মুকুটাদি ধারণ পূর্ব্বক স্বীয়ামাত্য বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত প্রাসাদে আগমন করত একাদিক্রমে আহ্বানিত মহাশয় চয় সহিত কুশল প্রশ্নাদি কথোপকথনানন্তর নৃপাসনে উপবেশন করিলেন, তৎকালে রাজবাটী হইতে বারম্বার উক্ত মহোৎসবীয় তোপধ্বনি এবং ইংরাজী বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, ঐ নাট্য মন্দির অপূর্ব্ব আলোকময় বিলোকে দিদৃক্ষুলোক পুলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের স্বাভাবিক কোমলান্তঃ করণে সভ্যসহ যথা যোগ্য সমাদরালাপ করণে প্রায় সকলেই মিষ্টান্নাদি ভোজনে রাজদত্ত আতর তথা পুষ্প স্তবক গ্রহণে আনন্দমনে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করেন, এই সভা সর্ব্ব সর্ব্বরী ব্যাপিনী থাকিয়া মঙ্গলারতি সময়ে বিরতি পূর্ব্বক শ্রীভূকাশী বাটীতে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণার সম্মুখ বর্ত্তিনী হইলেন, এবং ইতি পূর্ব্বে যে শ্রীরাম লীলা যাত্রা দ্বারা ঐ বাটীতে লোকরঞ্জন হইতেছিল তাহা বিরাম হইল। তত্রক্ষণ কাল তৌর্য্য ত্রিকীয় যাথ্য সম্পাদনানন্তর গায়ক গায়িকাগণ পুরস্কার প্রাপ্তে সভা সাঙ্গা হইলেন।

কথিত আছে যে উক্ত সভায় বহুতর সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডীয় এবং এতদ্দেশীয় গণের আগমন হয়, বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুক্ত আনরেবিল ডেপুটী গবরণ বাহাদুর স্বীয় দৈহিকাস্বচ্ছন্দতা প্রযুক্ত গমনাক্ষমতা জন্য অনুতাপ প্রকাশে স্বকীয় এডিকন্দ শ্রীযুক্ত কাপ্তেন হিউজ সাহেবের স্বাক্ষরিত লিপী রাজ সমীপে প্রেরণ করেন, এবং শ্রীশ্রীযুক্তের মেলেটরী সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ক্রকার সাহেব প্রভৃতি গবরণর বাহাদুরের সমভিব্যাহারি কতিপয় সম্ভ্রান্ত সাহেব সরকারি বিশেষ কার্য্যানুরোধে গমনাক্ষম হেতুক আক্ষেপোক্তি পত্রিকা প্রেরণ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই যে কথিত লিপী উক্ত মহোদয়দিগের অনাগমনেও আগমন তুল্য রাজ সন্তোষ জনিকা হইয়া থাকিবেক।

প্রেরিত পত্র।

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্তভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথা যোগ্য সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।

কলিকাতা নগরীয় বাটী সকলের ছাত ইত্যাদি জরীপ করণ বিষয়ে গত ২২ দিবসীয় ভাস্কর পত্রে মহাশয় আপন অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার প্রতি আমি দোষ বিবেচনা করিয়া গত ২৮ চৈত্র দিবসে যে প্রেরিত পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা বর্ত্তমান সালের প্রথম দিবসীয় সম্বাদ ভাস্কর স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত এবং আপনকার নিকট বাধিত হইলাম কিন্তু আমার পত্রের প্রত্যুত্তর যাহা তাহার নিম্ন ভাগে আপনি লিখিয়াছেন তাহা কি মহাশয়ের যোগ্য উত্তর প্রদান করা হইয়াছে, না কখনই নহে, যেহেতু মহাশয় লেখেন আপনকার লিখনের তাৎপর্য্য এই যে "রাজার সহিত বলে পারিব না, বিনয় বাক্যে রাজ সমীপে নিবেদন করিয়া অন্যায় নিয়ম নিবারণ করিতে হইবেক," ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট যখন যাহা করেন পূর্ব্বে তাহার আইনের মুসাবিদার দ্বারা সাধারণের জ্ঞাত করিয়া থাকেন তাহাতে কেহ প্রতিবাদী হইয়া বিশেষ কারণ দর্শাইলে গবর্ণমেণ্ট প্রায় নিয়ম বহিষ্কৃত করিয়া থাকেন অতএব গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই ইহার আইনের মুসাবিদা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন তাহারপ্রতিআপনকারদিগের দৃষ্টির অন্যথা হওয়াতেই এ নিয়ম অনায়াসে প্রচলিত হইয়াছে, তৎকালীন আপনি সাবধান না হইয়া যখন কোম্পানির গজ বাটীর ভিতর প্রবেশ হইল তখন সকলকে সতর্ক করিতেছেন, হায়, বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, আপনাকে আর অধিক কি কহিব এবিষয়ে আপনকার প্রত্যুত্তর না দিয়া বরং দোষ স্বীকার করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য ছিল।

আমি মহাশয়ের লেখার প্রতি দোষার্পণ করিয়া বিবাদ করিব এমত অভিপ্রায় কখন নহে কেবল আপনকার প্রতি অভিমান করিয়া প্রত্যুর লিখিয়াছিলাম কেনন আপনি কি জানেন না হিন্দুদিগের অন্তঃপুরে ভিন্ন লোক আবাহন ব্যতীত যাইতে পারে না, এবং গবর্ণমেণ্ট কি আমারদিগের প্রাচীন প্রচলিত নিয়ম অবগত নহেন, অতএব এস্থানে এই বিবেচনা করিতে হইবেক এবিষয়ে আপনকার দিগের ভা[illegible] চ্ছল্য আছে এবং গবর্ণমেণ্টের স[illegible] গুহ্ দৌরাত্ম্য বলিয়া মানিতে হইবেক গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের ধন প্রাণ মা[illegible] ন সম্ভ্রম ইত্যাদি রক্ষা কর্ত্তা বলিয়া কি[illegible] অত্যাচার করিবেন, তাঁহারদিগের রাজ্যে বাস করিয়া কি আমারদিগেররীতি নীতি সমুদায় ত্যাগ করিতে হইল, হা পরমেশ্বর তোমার মনে কি এই ছিল, তুমি কি বঙ্গদেশীয় সম্পাদকদিগের স্কন্ধে বসিয়া গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করি[illegible] অনুমতি দিবা না, এবংগবর্ণমেণ্টকে আমারদিগের নিয়মের বিরুদ্ধেঅস্ত্রধরিতে নিষেধ করিবা না, আমরা তোমার নিকট আবেদন ব্যতীত এমত সকল ঘোর বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার হইব, আমরা যদি বৃটিস গবর্ণমেণ্টের রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে গমন করি তথাচ তোমার এই অসীম রাজ্য হইতে কদাচ বাহির হইতে সক্ষম হইব না, এক্ষণে প্রার্থনা করি তোমার হিন্দু প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও নিয়ম গুলিনকে স্থির রাখিয়া সর্ব্ব বিধায় রক্ষা কর ইতি তারিখ ২ বৈশাখ ১২৫৬।

অহং যথার্থ বাদি হিন্দু।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নি[illegible] জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশহয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোমসরোজ কিংচিরমসে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্য মত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

মানলোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণামুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ। নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৯ এপ্রেল। কালীশাক ২২ আম [illegible] বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৮ বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

[illegible]

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা বিদ্যালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি গণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেকমূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা, কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

ADVERTISEMENT.

To be Sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal against Sreemutty Kisto soondery Dossee Widow and Executrix of Sree nauth Mullick deceased Bycaunt nauth mullick Omeeta nauth Mullick Debindernauth mullick Rajindronauth mullick and Samadro nauth Mullick sons of the said Sree nauth Mullick and Sreemutty Soobany Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O-Clock noon.

All that Upper Roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lowerroomed Messuages Tenments or Dwelling Houses adjoining thereto and the piece or parcel of ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the District of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased particulars whereof may be had at the said Master's Office or of Mr. W. N. Hedger Solicitor for the Defendant Sreemutty Kistosoondery Dossee and Bycauntnauth mullick at Nos. Larkin's lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.

Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court.
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল বাদী।

মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অবচ তাঁহার বিষয় বিভবের একজিকিউট্রিক্স শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সমুদ্রনাথমল্লিক উক্ত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং শ্রীমতী সুবর্ণা দাসী প্রতি বাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন উক্ত সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা নগরীয় উক্ত কোর্ট বিচারাগারের মধ্যস্থিত মাষ্টর আপিসে ৩০ এপ্রেল সোমবার তারিখে বেলা ঠিক ১২ বার ঘণ্টা সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণপুর নিবাসি উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার শামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতবাটী এবং তাহারসামিল যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপরএই সকলপ্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক ও যাহা রামকৃষ্ণপুরে স্থিত হয় যাহা ইহার পূর্ব্বেহাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপর

পণ্যাদি সম্বন্ধেতে হয়, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিস অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী এবং বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পক্ষায় উকীল মাষ্টর ডবলিউ, এন, হেজর সাহেবের কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ এ কর নম্বর লারকিনসলেন নামক স্থানস্থিত আপিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবে ইতি।

ডবলিউ মেক ফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আপিস।
১৬ এপ্রেল ১৮৪৯।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৩৬২ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবরনর সাহেবের

হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

ছুটী।

১৬ ফেব্রুআরি।

মালদহের সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জেলাম সাহেব ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২০ মার্চ।

বালেশ্বরে জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারী শ্রীযুত আর আলেকজাণ্ডর সাহেব ছুটী বিষয়ক বিধির ১২ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর ও নিমকের এজেন্ট শ্রীযুত এক লোথ সাহেবকে গত মাসের ১৫ তারিখে যে চৌদ্দ দিনের ছুটী দেওয়া যায় তাহা তাঁহার প্রার্থনায় রহিত হইয়াছে।

১৮৪৯ সাল ২২ মার্চ।

পাটনার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত রায় জয়গোপাল বাঁড়ুর্য্যা চিকিৎসকের সার্টিফিকটক্রমে এক মাসের ছুটী পাইয়াছে।

হাবড়ার ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি জে বেল সাহেব স্বীয় স্বাস্থ্যার্থে সিংহপুরে যাত্রার্থ দশ মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রম শোধন।

৬ বৈশাখের ভাস্করের ১১ পৃষ্ঠার ৩ স্তম্ভের ৪ ছত্রে লিখিত "স্যার উইলিয়ম গক,, পরিবর্ত্তে "সার উইলিয়ম গম,, হইবেক।

৬ বৈশাখের ভাস্করের ৭ পৃষ্ঠার ৪ স্তম্ভে জলাশয় প্রতিষ্ঠা শিরোনামার নিম্নে লিখিত "শ্রীযুত বাবু শিবশঙ্কর মল্লিক গত বুধবারে এক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,, ইহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু শিবশঙ্কর মল্লিক গত বুধবারে আপন জননী দ্বারা এক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন।

অবগতি হইল পূর্ব্বোক্ত পুণ্য কর্ম্মোপলক্ষে ৪ মাঘে মল্লিক বাবু প্রায় চারিশত ব্রাহ্মণকে চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়াছেন।

সদর নেজামত আদালত।

জেলা চব্বিশপরগণার নারায়ণপুরের লবণ গোলার ডাকাইতী যাহাতে তথাকার দারোগা কালীমোহন চট্টোপাধ্যায় মারা পড়েন, এবং তৎকালীন অনুসন্ধানে যে সকল তস্করেরা ধৃত হয় তাহারদিগের বাক্যানুসারে প্রকাশ হয় ঐ গোলার পেস্কার বনমালী ঘোষ ও অপর কয়েক জন আমলা এই দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন একারণ মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং তৎপরে সেসন জজ টরেন্স সাহেব ঐ সকল আসামিকে দোষী করিয়া ফাঁসীর আদেশজন্য নেজামতের বিচারে অর্পণ করেন, কিন্তু শেসন বিচারক ব্যবস্থাপক মৌলবী আহম্মদ সাহেব জজ সাহেবের সহিত অনৈক্য মত প্রকাশ পূর্ব্বক প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন বনমালী ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় আসামী অব্যাহতি পায় অতএব ১৬ এপ্রেল সোমবারে সদরের বিচারক স্যার রবর্ট বারলো সাহেব এতদ্বিষয়ের চূড়ান্তানুমতি প্রদানে উক্ত বনমালী ঘোষ ও অপর চারি জন আসামীকে নির্দ্দোষী বিবেচনায় পরিত্রাণ প্রদানানুমতি করিয়াছেন, অবগতি হইল তৎপর দিনেই তাহারদিগের অব্যাহতি প্রদানীয় ওয়ারেন্ট প্রচার হইয়াছে, আগে মৌলবীর কণ্ঠে সরস্বতী অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন এই কারণ অকৃতাপরাধ ব্যক্তিদিগের প্রাণ রক্ষা হইল।

পঞ্জাবীয় সমাচার।

দিল্লী গেজেটের লিখনানুসারে বিদিত হইল, মেজর লরেন্স সাহেব পেশোয়র প্রদেশীয় অধ্যক্ষতা পদে নিযোজিত হইয়াছেন, তিনি তথায় যাত্রা করিবেন।

জলন্দর দোয়াবের ডেপটি কমিসনর জর্জ বার্ণস সাহেব লাহোরীয় কৌন্সেলের সেক্রেটরীর কর্ম্ম স্বীকার করিলেন না একারণ মেজর এডওয়ার্ড সাহেব তৎ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া লাহোরে গমন করিয়াছেন।

মাষ্টর মন্টগোমারী সাহেব বারী দোয়াব প্রদেশীয় অধ্যক্ষ হইবেন, মাঝা প্রদেশ ইহার শাসনাধীনে থাকিবেক।

বারাণসীর পূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মেকলিউড সাহেব জান লরেন্স সাহেবের পূর্ব্ব শাসিত দোয়াব প্রদেশের অধ্যক্ষ হইবেন।

জেচ দোয়াবের শাসনকার্য্য মাষ্টর এডওয়ার্ড থরটন সাহেবের অংশে পড়িবেক।

৩০ মার্চ তারিখ অবধি লাহোর দরবারের বৈঠক হয় নাই কর্ণেল লরেন্স সাহেব আনারকলী স্থানে বসিয়া সকল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ৩১ তারিখে মেজর লরেন্স সাহেব মূলরাজের বন্দীঘরে উপস্থিত হইয়া এগনু সাহেবের হত্যা বিষয়ে তাঁহার দোষাদোষ বিবেচনারম্ভ করেন।

লক্ষ্ণৌ রাজ্যের পূর্ব্ব সিবিল সার্জন ডাক্তর লজিন সাহেব, মহারাজা দলিপ সিংহের তত্ত্বাবধারক হইতে পারেন, শ্রীযুত রাজকুমার অমৃতসরে অথবা পুনা নগরে অবস্থিত হইবেন।

দিল্লী নিবাসি লোকেরদের মধ্যে অনেকে কহেন মূলরাজ বৃটিস হস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই তদাকার অন্য কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়াছেন, এই কথা লইয়া তথায় অনেকে অর্থ বাজী রাখিতেছেন, কিন্তু মূলরাজ এমত চাতুরী করিতে পারিয়াছেন ইহা অনুভব সিদ্ধ নহে।

শীক কর্ম্মচারিগণের প্রতি আদেশ হইয়াছে তাঁহারা যিনি যেখানে নিযুক্ত আছেন তথায় অবস্থান করুন, তাঁহারদিগের কর্ম্মকুশলতা ও প্রভুভক্তি বুঝিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, দরবারের প্রাচীন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ২ পেন্সিয়ন পাইবেন, প্রত্যেক স্থানীয় দেওয়ানী ফৌজদারী প্রভৃতি কার্য্যের উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ প্রত্যেক কর্ম্মচারির নাম ধাম ও বেতনের তালিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ হইয়াছে।

বৃটিস অফিসরগণ ১ এপ্রেল তারিখে কোহিনূর মণি দর্শনার্থ লাহোরীয় রাজভবনে গমন করেন।

রাজা সেরসিংহের পরিজনগণ শ্রীমহলে অবস্থান করিতে আবাস পাইয়াছেন, গত সংগ্রামে কোন২ সরদার কত সৈন্য সহ তাঁহার সহিত সংযোজিত হইয়াছিলেন বৃটিস রেসিডেন্ট মহাশয় সেরসিংহের নিকট ইহার এক তালিকা চাহিবাতে তাঁহার উকীল হীরানন্দ সিংহ ১ তারিখে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেন, সেরসিংহের অশ্ব সকল অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

লাহোর নগরে ও তদিতরস্থ স্থানে দরবারের কত সৈন্য আছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করণাজ্ঞা হইয়াছে।

মহারাজ দলিপসিংহের অধিকাংশ ভৃত্যগণের বেতন পরিশোধ করিয়া তাহারদিগকে বিদায়দানের আদেশ হইয়াছে, শিশু রাজার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিয়মিত লোক মাত্র থাকিবেক, দলিপ সিংহ রাজ্যচ্যুত হইয়া শোকে কিঞ্চিৎ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে রাজা তেজঃসিংহ ও রাজা দীননাথ তাঁহাকে শান্ত করেন।

আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় লাহোরীয় দর্গাদি দর্শন করিয়া ৩ এপ্রেল তারিখে ফিরোজপুরাভিমুখে যাত্রা করেন।

ইংরাজী পত্রে লেখে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যেক অশ্বারোহী দলে ৫ জন পরিবর্ত্তে ৬ জন কাপ্তান নিযুক্ত হইবেন বিলাত হইতে এমত আজ্ঞা আসিয়াছে।

আমরা অতি আশ্চর্য্য এক বিষয় প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম, যদিও ভিন্নদেশীয় লোকেরা বিশেষত ইংরাজি সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এই বিষয় গ্রহণ করিয়া এতদ্দেশীয় লোককে উপহাস করিবেন এবং কহি আমরাই আমারদিগের কুব্যবহার ... করিতেছি তথাপি জানিলোকে ... অবশ্য কহিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে য ... কুকর্ম্ম হয় তথাপি হিন্দুরা তাহা ... গোপন রাখেন না এবং সত্যের ও শা ... বিধির প্রতি হিন্দুদিগের অধিকাংশের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে তদনুসারে ... দিগের দণ্ড জন্য তাঁহারা অতিশয় ... করেন, যাহা হউক, কলিকাতা ... সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি মহাশয় ... দেখিবেন অতি শীঘ্র তাঁহারদিগের সাক্ষাতে এমত এক আশ্চর্য্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে সুপ্রিম কোর্টে ... হিন্দুদিগের দ্বারা একরূপ অদ্ভুত ... যোগ উপস্থিত হয় নাই, এবং এ ... পর্য্যন্ত ব্যবস্থাদায়ক পণ্ডিতেরা ... কালি তরূপে এবিষয়ের প্রায়শ্চিত্ত ... এর ব্যবস্থাপত্র দেন নাই এবং কে ... ত্য স্বীকার করিয়া ব্যবস্থা লইতেও ... নাই, ইহাতেই আমরা অধিক আ ... হ্লাদিত হইতেছি এই ঘোরতর ক ... লেও সত্যযুগের ন্যায় ব্যবহার হ ... ছে অতএব ইহা কেবল সত্যের ব ... বলিতে হইবেক।

... বৈষ্ণব জাতীয় কোন ধনি হিন্দু তাঁ ... পুত্রবধূকে বলাৎকার করিয়াছেন ... বিষয় তিনি গোপন রাখিয়াছিলে ... কিন্তু পরমেশ্বরের অচিন্ত মহিমার প্র ... বে এই পাপকর্ম্ম প্রকাশ হইলেপর ... স্ত্রীলোকের স্বামী চমৎকৃত হইলেন ... সত্যাসত্যতা নির্ণয় করণার্থ তাঁ ... স্ত্রীকে আপন পিতার বাটী হইতে ... বাটীতে আনয়ন করিয়া স্বতন্ত্র এক গৃহে রাখিলেন, এবং তৎপরে স্বামী দুই ... দিন স্বস্ত্রীর সহিত শান্তস্বভাবে হা ... বদনে মিষ্টালাপ করিয়া এক সময় আলোকময় এক গৃহমধ্যে বনিতার ... নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ... তাতেই স্ত্রীলোকের মনের ভাব জানিতে পারিলেন তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, ... রেজিভাষায় লেখে,, ফিজিয়গনমি,, ... তুর্যের মুখাকৃতি দেখিয়া স্বভাবনির্ণয়ক ... য়া বিদ্যা, এবং সংস্কৃত ভাবাতেও ... বিত আছে,, বাচামুখ দৃশোর্ভঙ্গ্যা ... জানাতি হৃৎস্থিতং,, অর্থাৎ বা ... এবং মুখ চক্ষের ভঙ্গী দ্বারা হৃদয়স্থ ... য় মন জানিতে পারেন, অতএব স্বা ... বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীলোকের স্বভাব ... কথা কহিতে২ হঠাৎ কহিলে ... এ কর্ম্ম করিয়াছ আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, তোমার পিতা আমার পিতা কি ভিন্ন, আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি একর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি কিরূপে হইল,, এই কথা শ্রবণ মাত্র ঐ স্ত্রীলোক একেবারে চমৎকৃতা এবং লজ্জিতা হইয়া উত্তর করিলেন,, এবিষয়ে আমার অপরাধ নাই, তোমার পিতার অন্তঃপুরে আমি একাকিনী এক গৃহে থাকিতাম, তোমার পিতা ছলক্রমে আমাকে বলাৎকার করিয়াছেন, আমি তাঁহার অধীনে ছিলাম এবং মায়ের ভয়ে চীৎকার করিতে পারি না, তথাচ কহিয়াছিলাম আপনি শ্বশুর হইয়া আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন যদি কখনও আপনকার পুত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় তবে আমি এ বিষয় বলিয়া দিব, এবং পাপকর্ম্ম অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে আপনি সর্ব্বত্র লজ্জিত হইবেন,, ইহাতে শ্বশুর উত্তর করিলেন,, লজ্জা কি, কাহার ঘরে কি না হইতেছে, আমার কে কি করিতে পারে,,।

ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী এতন্নগরীয় কোন রাজার পোষ্যপুত্র অথচ কুমার বাহাদুর নামে বিখ্যাত, রাজকুমার প্রথমাবস্থায় বহুধন প্রাপ্ত হইয়া ধনাভিমানে এবং বয়স স্বভাবে প্রায় আপন উদ্যানেই থাকিতেন এবং সর্ব্বদা আমোদে কালক্ষেপ করিতেন, স্ত্রীর সহিত প্রায় সাক্ষাৎ হইত না, এই কারণ রাজকুমার আপন জনকের বাটীতে স্ত্রীকে রাখিয়াছিলেন, ঐ জনক পুত্রবধূর রক্ষক হইয়া ভক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের সত্য কথনে স্বামী রাজকুমার দয়ার্দ্র হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন পরমেশ্বর স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সমান সুখভোগের অধিকার দিয়াছেন আমি ইহাকে সুখে বঞ্চিত করিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক আমার পিতার গৃহে রাখিয়াছিলাম, পিতা বিশ্বাসঘাতিতা পূর্ব্বক ইহাকে বলাৎকার করিয়াছেন ইহাতে স্ত্রীলোকের অপরাধ নাই অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে, এই বিবেচনায় প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করিবেন এবং আপনিও যেং পাপ করিয়াছেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কিন্তু পিতাকে এই কুকর্ম্মের প্রতিফল দিতে হইবেক যেহেতুক এমত দৃষ্টান্ত রাখা উচিত অন্য কেহ একরূপ কুকর্ম্ম করিতে না পারে।

অনন্তর কুমার বাহাদুর স্বজাতীয় প্রধান২ ব্যক্তি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কি করা যায়, মনে২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্ত্রীর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না অতএব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এবং এমত বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ পিতাকে দণ্ডপ্রদান ব্যতিরেক পরিত্যাগ করিলেও পৃথিবীতে এই প্রকার পাপ বৃদ্ধি হইবে, এবিষয়েতে ইহা কি বিবেচনা হয়, তাহাতে স্বজাতীয় জ্ঞাতি কুটুম্বাদি মান্য লোকেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে পিতার প্রতি ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু কুমার বাহাদুর ইহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি কলুটোলা নিবাসি সত্যপরায়ণ কোন মহাশয়কে তাবৎ বৃত্তান্ত বলিয়া কহিলেন, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব, এবং ঐ বাবু যেমন ধার্ম্মিক সত্যবাদি পরোপকারীবত, রাজকুমারকে তেমনি সৎ পরামর্শ দিলেন, তিনি কহিলেন তোমার স্ত্রীর প্রতি দয়া হইবায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা রক্ষা করিতে হইবেক, যথা শাস্ত্র ব্যবস্থা লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ কর, এদেশের স্ত্রীলোকেরা পরাধীনা, তাহারদিগের যথার্থ অপরাধ হইলেও ক্ষমা করা যাইতে পারে, এবং তোমার পিতা যে পুত্রবধূকে বলাৎকার করিয়াছেন, তিনি যদি যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিজ্ঞলোক দিগের সমক্ষে তোমার স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করেন আর তাহাতে তোমার ক্রোধ নিবৃত্তি হয় তবে তাঁহাকেও রাজদণ্ড হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে পার, এবং বিজ্ঞবর কোন ঠাকুর বাবুকে জিজ্ঞাসাতে ঐ সত্যপরায়ণ ঠাকুর মহাশয়ও এই পরামর্শ দিয়াছেন, পরে কুমার বাহাদুর উক্ত মহাশয়দিগের পরামর্শক্রমে ... ভট্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্র লইয়াছেন তাঁহার স্ত্রীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং আপনিও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবেন আর বলাৎকার কারি পিতা ও যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভদ্র লোকদিগের সাক্ষাতে পুত্র বধূকে মাতৃ সম্বোধন করেন তবে তাঁহাকে ও ক্ষমা করা যাইবেক, এবং বলাৎকার কারি বাবু ও স্বীকার করিয়া ছিলেন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভদ্রলোক দিগের সাক্ষাতে পুত্র বধূকে মাতৃ সম্বোধন করিবেন কিন্তু পরে তাহা করেন নাই অতএব ইহা কে, না বুঝিতে পারিবেন তিনি পুত্রবধূকে বলাৎকার করিয়াছেন, যিনি মালীর কন্যাকে বলাৎকার করিয়া রাজবিচারে দণ্ড দিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে এবিষয় আশ্চর্য্য নহে, অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা হইবে, উকীল কৌন্সেলিরা কাগজ পত্র প্রস্তুত করিতেছেন।

এইক্ষণে আমরা ইহাও বুঝিতেছি কুমার বাহাদুরকে স্বজাতীয় লোকেরা কহিবেন তিনি পিতার নামে একরূপ লজ্জাকর অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, কিন্তু শাস্ত্রে লেখেন "শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি,, অপিচ, পতিতং পিতরং ত্যজেৎ,, অতএব তুলসীবনের ব্যাঘ্রস্বরূপ যে পিতা সত্যবাদি পুত্রের বিশ্বাসের ব্যাঘাত করিয়াছেন এমত পাপিষ্ঠ পিতাকে যদি কুমার বাহাদুর ছাড়েন তবে নিশ্চিত জানিবেন সত্যবাদি লোকেরা তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন না, আমরা যে ব্যাসকে বেদব্যাস বলি তিনি কেন তাঁহার জন্মদাতা পরাশরের মৎস্যগন্ধাকে বলাৎকারের ব্যাপার লিখিয়াছেন, এবং পাণ্ডুবংশের বংশ রক্ষার্থ ব্যাস যাহা করিয়াছিলেন তাহা কেন গোপন রাখেন নাই, অতএব সত্যবিষয় গোপন করা উচিত নহে, যাঁহারদিগের এই রূপ নানা দোষ আছে তাঁহারাই অসন্তুষ্ট হইবেন, জ্ঞানি লোকেরা ইহাতে কুমার বাহাদুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন, অতএব কুমারবাহাদুর পাপিষ্ঠ পিতাকে দণ্ড প্রদান করিতে ক্ষান্ত হইবেন না, যদি ক্ষান্ত হয়েন তবে আমরা স্পষ্ট রূপে লিখিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিব।

জিলা চট্টগ্রাম হইতে কোন আত্মীয় লোকের পত্র ক্রোড়ে এক পত্র আসিয়াছে, তাহাতে পত্র প্রেরক এই সকল বিষয় লেখেন।

এজিলার নিম্নে লিখিত চিহ্নিত ও
অচিহ্নিত কার্য্যকারকগণ
নিযুক্ত আছেন।

চিহ্নিত কার্য্যকারক।

এক ক্রিপিউইত সাহেব সিবিল জজ।
এ ক্লোজ সাহেব সেসন জজ।
এলেন সাহেব কালেকটর।
সি, টি, বক্‌লেগু সাহেব মাজিষ্ট্রেট।
ট্রাটর সাল্ট এজেন্ট।
আরটরেন্স কমিস্যনর।
স্পোকি সাহেব একটিন মাজিষ্ট্রেট।

অচিহ্নিত কার্য্যকারক।

মৌলবী আসরফ আলী প্রধান সদর আমীন।
মৌলবী সদা হোসন প্রঃ শ্রেঃ সদর মুন্সেফ।
বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় অঃ প্রঃ সঃ আঃ।
শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ প্রঃ সঃ আঃ।
বাবু রামচন্দ্র রায় ডেপুটি কালেকটর
বাবু গৌরচন্দ্র রায় ঐ
বাবু কৃষ্ণকান্ত রায় ঐ
বাবু গৌরকিশোর রায় ঐ
বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় ঐ
আবদুল হামিদ খাঁ বাহাদুর সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট।
বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য প্রঃ শ্রেঃ আবগারী
এইচ এম রবর্টস সাহেব দ্বিঃ শ্রেঃ আবগারী সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট।

উপরোক্ত কার্য্যকারকগণ ব্যতীত এজিলার সদর মোকামে ও মফস্বলে আরো মুন্সেফ ও সাল্ট সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট আছেন, উপরে যে সকল কার্য্যকারকগণের নাম উক্ত হইয়াছে তাঁহারদের রাজকর্ম্মে পারগতাপারগতার বিষয় নিম্নভাগে লিপী করিতেছি।

এথাকার প্রজাবর্গ পরমাহ্লাদিত আছেন এজিলার দেওয়ানী মোকদ্দমাদি যেরূপ কঠিন, বিচার কর্ত্তা ও তত্তুল্য পারগ হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত ক্রিপিউইত সাহেব ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য ও কানুনাদি বিদ্যাতে যদ্রূপ সুশিক্ষিত এতাদৃক্ অত্যল্প ইংরাজ চট্টগ্রামের জজিপদে আসিয়াছিলেন, জনরব হইতেছে উক্ত সাহেব শ্রীহট্ট জিলার জজিপদের জন্যে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন যদ্যপি তিনি এদেশ হইতে গমন করেন তবে তাঁহার প্রায় করুণাশীল বিচক্ষণ সুধীবর ও পক্ষপাতরহিত বিচার কর্ত্তাকে কদাচিত আর আমরা তাঁহার পদ পরিপূর্ণ করিতে দেখিব, আমরা পরমেশ্বর নিকট অহরহ এই প্রার্থনা করিতেছি গবর্ণমেণ্ট এই দেশের মোকদ্দমাদির কাঠিন্যের প্রতিও উক্ত মহাত্মার এদেশ পরিত্যাগ করণে প্রজাবর্গের যে ক্ষোভ হইবে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে এই জিলাতেই রাখেন।

শ্রীযুত ক্লোজসাহেবও বিদ্যা বুদ্ধিতে উক্ত সাহেব হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন, ইনি পূর্ব্বে এজিলার কালেকটরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎপদে সুখ্যাতিপূর্ব্বক কর্ম্মাদি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কদাচিৎ কোন কর্ম্মে অযশ প্রাপ্ত হন নাই।

শ্রীযুক্ত এলেন সাহেব রাজকার্য্যে উত্তম পারগ ও বিচক্ষণ বটেন কিন্তু তিনি যদ্যপি তাঁহার নবীনা যুবতী মেম সাহেবের সঙ্গে রসালাপে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া সরকারি কর্ম্মে সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগী ও পরিশ্রমী হন তবে কালেকটরির কর্ম্মাদি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে অতএব ভরসা করি সাহেব অচিরেই উক্ত বিষয় হইতে কিঞ্চিৎ নিরস্ত হইয়া আমারদিগকে সুখে রাখিবেন।

শ্রীযুক্ত বকলেগু সাহেব এদেশের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট পদাভিষিক্ত হইলে তদবধি দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি অনেক দমন হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে এদেশে দেখিয়াছি প্রায় প্রত্যেক মাসে ডাকাইতা ও সিঁদচুরী ও অন্যান্য প্রকার উপদ্রব ঘটিত নানা বিষয় ঘটিয়াছে কিন্তু উক্ত সাহেব মহাশয় এদেশীয় উৎপাত প্রায় হ্রাস দ্বারে আনিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার সরকারি কর্ম্মে অধিক পারগতা ও অশৈথিল্য দেখা যায়, এবং তজ্জন্য আমরাই তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি, উক্ত সাহেব ইংরাজী ও বঙ্গভাষাতে যদ্রূপ সুশিক্ষিত এমত অত্যল্প ইংরাজ এজিলায় আছেন, বকলেগু সাহেব অন্যান্য নব্য বিলাতীয় হাকীমদিগের ন্যায় কোন আমলার বশীভূত হইয়া কোন অন্যায় কর্ম্ম করেন না, সর্ব্বদা দারোগাগণের রিপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজ পত্র স্বয়ং পড়িয়া যে আদেশ উচিত বোধ হয় তাহাই দেন, এথাকার স্কুলের সেক্রেটরীর কর্ম্ম ও উক্তসাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, এদেশে সাহেবের শুভাগমনারম্ভ দেখিতেছি স্কুলের সুশিক্ষিত ছাত্রদিগকে কর্ম্মাদি প্রদানে যশস্বী আছেন, বাস্তব এজিলার মধ্যে শ্রীযুক্ত বকলেগু, শ্রীযুক্ত ক্রিপি উইত সাহেব ও শ্রীযুত বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য এই ত্রয় মহাত্মারাই শ্রীযুক্ত লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের ১৮৪৪ সালের ১০ আক্টোবরের ঘোষণা পত্রের মর্ম্মানুযায়ি কর্ম্ম করিতে যত্নবান ও মনোযোগী আছেন।

শ্রীযুত স্পোকি সাহেব কয়েক মাস গত হইল এজিলার এসিষ্টান্ট কালেকটর ও এসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, ইনি যদ্যপি ও সরকারি কর্ম্মে নব্য তথাপি মোকদ্দমাদির বিচার অতি উত্তমরূপ করিতেছেন, ইহাঁর বুৎপত্তির যে প্রকার তেজ দেখা যায় ইহাতে বোধ হয় ইনি কিয়ৎ কাল পরেই বিলক্ষণ বিচারকর্ত্তা হইবেন এবং ইহাঁর বিচার দ্বারা প্রজাবর্গ যথেষ্ট সুখে থাকিবেক।

শ্রীযুক্ত ট্রাটর সাহেবের এজিলায় আগমনাবধি ইহাঁর কোন অযশ শুনি নাই এবং সরকারি কর্ম্ম বিলক্ষণ রূপে চালাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত টরেন্স সাহেব কয়েক দিবস গত হইল এথায় আগত হইয়াছেন, ইনি সরকারী কর্ম্মে পরিশ্রমী ও পারগ এমত শ্রুত হইয়াছে কিন্তু আমি স্বয়ং এক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই ও ইঁহার বিচারালয়েও উপস্থিত হইয়া বিচারের বিষয় নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই সুতরাং সাহেবের বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে অক্ষম হইলাম।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

প্রেরিত পত্র।

বিবিধ শাস্ত্রাধ্যাপক পরোপকারক
শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ
ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়
মহিমাবরেষু।

সম্পাদক মহাশয়, মদুক্তি কতিপয় পংক্তি মহাশয় সমীপে প্রেরিত হইতেছে অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধনানন্তর জগৎব্যাপক ভাস্করে উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

কীর্ত্তিমান মহদ্বংশোদ্ভব মহাপুরুষদিগের যথা যোগ্য পদে পূরস্থ হওয়ার সুসম্বাদ শ্রবণ করিলে সম্ভ্রান্ত মহাত্মাগণের যে পর্য্যন্ত আহ্লাদ জন্মে তাহা বি... কণ ব্যক্তি মাত্রের অবিদিত নাই, এবং বঙ্গরাজ্যের প্রাচীন বিখ্যাত মহানগর মুরশিদাবাদস্থ জগৎশেঠ নিবাসি ... শী যশঃকীর্ত্তি প্রকাশক বহুজন প্রতিপালক মহামান্য বঙ্গাধিকারি মহাশয়েরা ভারতবর্ষের পূর্ব্বাধিপতিগণের রাজত্ব সময়ে যে প্রকার সম্মানে সুখালয়ে বিরাজমান থাকিয়া স্বীয় যশঃকীর্ত্তি পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়াছিলেন তাহা জগৎ বিখ্যাত আছে, ... ই পূর্ব্বতন অসীম সম্মানবর্ত্তমান রাজেশ্বরদিগের দ্বারা উন্নতি না পাওয়াতে ... বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিব্যূহের অন্তঃকরণে যে কত প্রকার আক্ষেপের সঞ্চার ... ত তাহা লেখনী মুখাগ্র হইতে ব্যক্ত ... রগ্রাশক্ত, সংপ্রতি জগৎশেঠ জাতি গুণাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারি মহাশয়কে ... শ্বর আপনারদিগের প্রাচীন চিহ্নিত মাত্য এবং সম্ভ্রান্ত মন্ত্রিত্ব পদোপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় তৎপদাভিষিক্ত করিতে গত অগ্রহায়ণ মাসাবধি ... মহাশয় স্বীয় সম্ভ্রান্ত পদোপযুক্ত ... উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়া দিনং ... পক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় তাঁহার সুখ্যাতির ভাতি প্রকাশ করিতেছেন এ... প্রশংসিত মন্ত্রিবরের সম্মানের পুরস্কার নিমিত্ত দিল্লীশ্বর অতি সমাদরে " মহাজল ওমরা মওয়া তমদেল মোলক রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মজফর জঙ্গ,, উপাধি প্রদান করিয়াছেন অত... ব প্রার্থনা করি বাঞ্ছাফল প্রদ দীনদ... ময় এমত মহদ্ব্যক্তিকে স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘায়ুঃ করত উক্ত অতুল্য পদ চিরপ... রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে সন্তোষ প্রদান করিতে থাকুন কিমধিকং নিবেদন মিতি।

পত্রপ্রেরক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাং হাং সহর কলিকাতা
পটোলডাঙ্গা।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানা বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ... জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এ... শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়...

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোমসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪ সংখ্যা ১১ বানম ইং ১৮৪৯ সাল ১৯ এপ্রেল। রানীশাঙ্ক ৯৯ আন্দরাজ বাং ৮১বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৮ বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার্থিরদের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

ADVERTISEMENT.

To be Sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal against Sreemutty Kisto soondery Dossee widow and Executrix of Sree nauth Mullick deceased Bycaunt nauth mullick Omeerta nauth Mullick Debindernauth mullick Rajindronauth mullick and Samadro nauth Mullick sons of the said Sree nauth Mullick and Sreemutty Soobany Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O-Clock noon.

All that Upper Roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lowerroomed Messuages Tenments or Dwelling Houses adjoining thereto and the piece or parcel of ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the District of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth Mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased particulars whereof may be had at the said Master's Office or of Mr. W. N. Hedger Solicitor for the Defendant Sreemutty Kistosoondery Dossee and Byeauntnauth mullick at Nos. Larkin's lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court.
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল বাদী।

মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবাস্ত্রী অর্থাৎ তাঁহার বিষয় বিভবের এক্‌জিকিউটিক্স শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত অমৃতনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সমুদ্রনাথমল্লিক উক্ত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং শ্রীমতী সুবর্ণা দাসী প্রতি বাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন উক্ত সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সমক্ষক্রমে কলিকাতা নগরীয় উক্ত কোর্ট বিচারাগারের মধ্যস্থিত মাষ্টর আপিসে ৩০ এপ্রেল সোমবার তারিখে বেলা ঠিক ১২ বার ঘণ্টা সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণপুর নিবাসি উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার শামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতবাটী এবং তাহার সামিল যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক ও যাহা রামকৃষ্ণপুরে স্থিত হয় যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপর

গণার মধ্যবর্ত্তি হয়, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিস অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী এবং বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পক্ষায় উকীল মাষ্টর ডবলিউ, এন. হেজর সাহেবের কথিত কলিকাতা নগরায় ১ এর নম্বর লারকিনসলেন নামক স্থানস্থিত আপিসে অনুসন্ধানকরিলে জানা যাইতে পারিবে ইতি।

ডবলিউ মেক ফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা॥
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আপিস।
১৬ এপ্রেল ১৮৪৯।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৩৬২ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবরনর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

ছুটী।

১৬ ফেব্রুআরি।

মালদহের সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জেলাম সাহেব ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২০ মার্চ।

বালেশ্বরে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারী শ্রীযুত আর আলেকজাণ্ডর সাহেব ছুটী বিষয়ক বিধির ১২ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর ও নিমকের এজেণ্ট শ্রীযুত এফ লৌথ সাহেবকে গত মাসের ১৫ তারিখে যে চৌদ্দ দিনের ছুটী দেওয়া যায় তাহা তাঁহার প্রার্থনায় রহিত হইয়াছে।

১৮৪৯ সাল ২২ মার্চ।

পাটনার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত রায় জয়গোপাল বাঁড়ুর্য্যা চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাসের ছুটী পাইয়াছে।

হাবড়ার ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি জে বেল সাহেব স্বীয় স্বাস্থ্যার্থে সিংহপুরে গমনার্থ দশ মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রম শোধন।

৬ বৈশাখের ভাস্করের ১১ পৃষ্ঠার ৩ স্তম্ভের ৪ ছত্রে লিখিত "স্যার উইলিয়ম গফ,, পরিবর্ত্তে "স্যার উইলিয়ম গম,, হইবেক।

৩ বৈশাখের ভাস্করের ৭ পৃষ্ঠার ৪ স্তম্ভে জলাশয় প্রতিষ্ঠা শিরোনামার নিম্নে লিখিত "শ্রীযুত বাবু শিবশঙ্কর মল্লিক গত বুধবারে এক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,, ইহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু শিবশঙ্কর মল্লিক গত বুধবারে আপন জননী দ্বারা এক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন।

অবগতি হইল পূর্ব্বোক্ত পুণ্য কর্ম্মোপলক্ষে ৪ মাঘে মল্লিক বাবু প্রায় চারিশত ব্রাহ্মণকে চর্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয় উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়াছেন।

সদর নেজামত আদালত।

জেলা চব্বিশপরগণার নারায়ণপুরের লবণ গোলার ডাকাইতী যাহাতে তথাকার দারোগা কালীমোহন চট্টোপাধ্যায় মারা পড়েন, এবং তৎকালীন অনুসন্ধানে যে সকল তস্করেরা ধৃত হয় তাহারদিগের বাক্যানুসারে প্রকাশ হয় ঐ গোলার পেস্কার বনমালী ঘোষ ও অপর কয়েক জন আমলা এই দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন এজন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং তৎপরে সেসন জজ টরেন্স সাহেব ঐ সকল আসামিকে দোষী করিয়া ফাঁসীর আদেশজন্য নেজামতেরবিচারে অর্পণ করেন, কিন্তু শেসন বিচারক ব্যবস্থাপক মৌলবী আহম্মদ সাহেব জজ সাহেবের সহিত অনৈক্য মত প্রকাশ পূর্ব্বক প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন বনমালীঘোষপ্রভৃতিকতিপয়আসামীঅব্যাহতিপায় অতএব১৬এপ্রেলসোমবারে সদরের বিচারক স্যার রবর্ট বারলো সাহেব এতদ্বিষয়ের চূড়ান্তানুমতি প্রদানে উক্ত বনমালী ঘোষ ও অপর চারিজন আসামীকে নির্দ্দোষী বিবেচনায় পরিত্রাণ প্রদানানুমতি করিয়াছেন, অবগতি হইল তৎপর দিনেই তাহারদিগের অব্যাহতি প্রদানীয় ওয়ারেণ্ট প্রচার হইয়াছে, ভাগ্যে মৌলবীর কণ্ঠে সরস্বতী অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন এই কারণ অকৃতাপরাধ ব্যক্তি দিগের প্রাণ রক্ষা হইল।

পঞ্জাবীয় সমাচার।

দিল্লী গেজেটের লিখনানুসারে বিদিত হইল মেজর লরেন্স সাহেব পেসোয়র প্রদেশীয় অধ্যক্ষতা পদে নিযোজিত হইয়াছেন, তিনি তথায় ত্বরায় যাত্রা করিবেন।

জলন্ধর দোয়াবের ডেপটি কমিসনর জর্জ বার্ণস সাহেব লাহোরীয় কৌন্সেলেরসেক্রেটরীর কর্ম্ম স্বীকার করিলেন না এজন্য মেজর এডওয়ার্ড সাহেব তৎকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া লাহোরে গমন করিয়াছেন।

মাষ্টর মণ্টগোমারী সাহেব বারীদোয়াব প্রদেশীয় অধ্যক্ষ হইবেন, মাঝা প্রদেশ ইহার শাসনাধীনে থাকিবেক।

বারাণসীর পূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মেকলিউড সাহেব জান লরেন্স সাহেবের পূর্ব্ব শাসিত দোয়াব প্রদেশের অধ্যক্ষ হইবেন।

জেচ দোয়াবের শাসনকার্য্য মাষ্টর এডওয়ার্ড থরটন সাহেবের অংশে পড়িবেক।

৩০ মার্চ তারিখ অবধি লাহোর দরবারের বৈঠক হয় নাই কর্ণেল লরেন্স সাহেব আনারকলী স্থানে বসিয়া সকল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ৩১ তারিখে মেজর লরেন্স সাহেব মূলরাজের বন্দীঘরে উপস্থিত হইয়া এগনু সাহেবের হত্যা বিষয়ে তাঁহার দোষাদোষ বিবেচনারম্ভ করেন।

লক্ষ্ণৌ রাজ্যের পূর্ব্ব সিবিল সারজন ডাক্তর লগিন সাহেব, মহারাজা দলিপ সিংহের তত্ত্বাবধারক হইতে পারেন, শ্রীযুত রাজকুমার অমৃতসরে অথবা পুনা নগরে অবস্থিত হইবেন।

দিল্লী নিবাসি লোকেরদের মধ্যে অনেকে কহেন মূলরাজ বৃটিস হস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই তদাকার অন্য কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়াছেন, এই কথা লইয়া তথায় অনেকে অর্থ বাজী রাখিতেছেন, কিন্তু মূলরাজ এমত চাতুরী করিতে পারিয়াছেন ইহা অনুভব সিদ্ধ নহে।

শীক কর্ম্মচারিগণের প্রতি আদেশ হইয়াছে তাঁহারা যিনি যেখানে নিযুক্ত আছেন তথায় অবস্থান করুন, তাঁহারদিগের কর্ম্মকুশলতা ও প্রভুভক্তি বুঝিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, দরবারের প্রাচীন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ২ পেন্সিয়ন পাইবেন, প্রত্যেক স্থানীয় দেওয়ানী ফৌজদারী প্রভৃতি কার্য্যের উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ প্রত্যেক কর্ম্মচারির নাম ধাম ও বেতনের তালিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ হইয়াছে।

বৃটিস অজমাগণ ১ এপ্রেল তারিখে কোহিনুর মণি দর্শনার্থ লাহোরীয় রাজভবনে গমন করেন।

রাজা সেরসিংহের পরিজনগণ শ্রীমহলে অবস্থান করিতে আবাস পাইয়াছেন, গত সংগ্রামে কোন২ সরদার কত সৈন্য সহ তাঁহার সহিত সংযোজিত হয়েন বৃটিস রেসিডেণ্ট মহাশয় সেরসিংহের নিকট ইহার এক তালিকা চাহিবাতে তাঁহার উকীল হীরানন্দ সিংহ ১ তারিখে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেন, সেরসিংহের অশ্ব সকল অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

লাহোর নগরে ও তদিতস্তত স্থানে দরবারের কত সৈন্য আছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করণানুজ্ঞা হইয়াছে।

মহারাজ দলিপসিংহের অধিকাংশ ভৃত্যগণের বেতন পরিশোধ করিয়া তাহারদিগকে বিদায়দানের আদেশ হইয়াছে, শিশু রাজার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিয়মিত লোক মাত্র থাকিবেক, দলিপসিংহ রাজ্যচ্যুত হইয়া শোকে কিঞ্চিৎ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে রাজা তেজঃসিংহ ও রাজা দীননাথ তাঁহাকে শান্ত করেন।

আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় লাহোরীয় দুর্গাদি দর্শন করিয়া ৩ এপ্রেল তারিখে ফিরোজপুরাঞ্চলে যাত্রা করেন।

ইংরাজী পত্রে লেখে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যেক অশ্বারোহী দলে ৫ জন পরিবর্ত্তে ৬ জন কাপ্তান নিযুক্ত হইবেন বিলাত হইতে এমত আজ্ঞা আসিয়াছে।

আমরা অতি আশ্চর্য্য এক বিষয় প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম, যদিও ভিন্নদেশীয় লোকেরা বিশেষত ইংরাজি সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এই বিষয় গ্রহণ করিয়া এতদ্দেশীয় লোককে উপহাস করিবেন এবং কহিবেন আমরাই আমারদিগের কুব্যবহার ব্যক্ত করিতেছি তথাপি জ্ঞানিলোকে অবশ্য কহিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে যদি কুকর্ম্ম হয় তথাপি হিন্দুরা তাহা গোপন রাখেন না এবং সত্যের ও শাস্ত্রবিধির প্রতি হিন্দুদিগের অধিকাংশের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে তদনুসারে পাপিদিগের দণ্ড জন্য তাঁহারা অতিশয় যত্ন করেন, যাহা হউক, কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি মহাশয়েরা দেখিবেন অতি শীঘ্র তাঁহারদিগের সাক্ষাতে এমত এক আশ্চর্য্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে সুপ্রিম কোর্টে কখনও হিন্দুদিগের দ্বারা এরূপ অদ্ভুত অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই, এবং এ কাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থাদায়ক পণ্ডিতেরা প্রকাশিতরূপে এবিষয়ের প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থাপত্র দেন নাই এবং কেহ সত্য স্বীকার করিয়া ব্যবস্থা লইতেও যান নাই, ইহাতেই আমরা অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি এই ঘোরতর কলিকালেও সত্যযুগের ন্যায় ব্যবহার হইতেছে অতএব ইহা কেবল সত্যের স্বভাব বলিতে হইবেক।

বৈষ্ণব জাতীয় কোন ধনি হিন্দু তাঁহার পুত্রবধূকে বলাৎকার করিয়াছেন এই বিষয় তিনি গোপন রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরমেশ্বরের অচিন্ত্য মহিমার প্রভাবে এই পাপকর্ম্ম প্রকাশ হইলেপর ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী চমৎকৃত হইলেন এবং সত্যাসত্যতা নির্ণয় করণার্থ তাঁহার স্ত্রীকে আপন পিতার বাটী হইতে স্ববাটীতে আনয়ন করিয়া স্বতন্ত্র এক গৃহে রাখিলেন, এবং তৎপরে স্বামী দুই চারি দিন স্বস্ত্রীর সহিত শান্তস্বভাবে হাস্য বদনে মিষ্টালাপ করিয়া এক সময় আলোকময় এক গৃহমধ্যে বনিতার মুখ নিরীক্ষন করিতে লাগিলেন এবং তাহাতেই স্ত্রীলোকের মনের ভাব জানিতেপারিলেন তিনিউদ্বিগ্নাহইয়াছেন, ইংরেজিভাষায় লেখে,,ফিজিয়গনমি,, অর্থাৎমুখেরভাবদেখিয়া স্বভাবনির্ণয়ক ঐ বিদ্যা, এবং সংস্কৃত ভাষাতেও লিখিত আছে,, বাচামুখ দৃশোর্ভঙ্গ্যা মনোজানাতি হৃৎস্থিতং,, অর্থাৎ বাক্য এবং মুখ চক্ষের ভঙ্গী দ্বারা হৃদয়স্থ বিষয় মন জানিতে পারেন, অতএব স্বামী ঐ বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীলোকের স্বভাব বুঝিয়া কথা কহিতে২ হঠাৎ কহিলেন, তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, তোমার পিতা আমার পিতা কি ভিন্ন, আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি এ কর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি কিরূপে হইল,, এই কথা শ্রবণ মাত্র ঐ স্ত্রীলোক একেবারে চমৎকৃতা এবং লজ্জিতা হইয়া উত্তর করিলেন,, এবিষয়ে আমার অপরাধ নাই, তোমার পিতার অন্তঃপুরে আমি একাকিনী এক গৃহে থাকিতাম, তোমার পিতা ছলক্রমে আমাকে বলাৎকার করিয়াছেন, আমি তাঁহার অধীনে ছিলাম এবং মানের ভয়ে চীৎকার করিতে পারি না, তথাচ কহিয়াছিলাম আপনি শ্বশুর হইয়া আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন যদি কখনও আপনকার পুত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় তবে আমি এ বিষয় বলিয়া দিব, এবং পাপকর্ম্ম অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে আপনি সর্ব্বত্র লজ্জিত হইবেন,, ইহাতে শ্বশুর উত্তর করিলেন,, লজ্জা কি, কাহার ঘরে কি না হইতেছে, আমার কে কি করিতে পারে,,।

ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী এতন্নগরীয় কোন রাজার পোষ্যপুত্র অথচ কুমার বাহাদুর নামে বিখ্যাত, রাজকুমার প্রথমাবস্থায় বহুধন প্রাপ্ত হইয়া ধনাভিমানে এবং বয়স দোষে প্রায় আপন উদ্যানেই থাকিতেন এবং সর্ব্বদা আমোদে কালক্ষেপ করিতেন, স্ত্রীর সহিত প্রায় সাক্ষাৎ হইত না, এই কারণ রাজকুমার আপন জনকের বাটীতে স্ত্রীকে রাখিয়াছিলেন, ঐ জনক পুত্রবধূর রক্ষক হইয়া ভক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের সত্য কথনে স্বামী রাজকুমার দয়ার্দ্র হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন পরমেশ্বর স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সমান সুখভোগের অধিকার দিয়াছেন আমি ইহাকে সুখে বঞ্চিত করিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক আমার পিতার গৃহে রাখিয়াছিলাম, পিতা বিশ্বাসঘাতিতা পূর্ব্বক ইহাকে বলাৎকার করিয়াছেন ইহাতে স্ত্রীলোকের অপরাধ নাই অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে, এই বিবেচনায় প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করিবেন এবং আপনিও যে২ পাপ করিয়াছেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কিন্তু পিতাকে এই কুকর্ম্মের প্রতিফল দিতেহইবেক যেহেতুক এমতদৃষ্টান্ত রাখা উচিত অন্য কেহ এরূপ কুকর্ম্ম করিতে না পারে।

অনন্তর কুমার বাহাদুর স্বজাতীয় প্রধান২ ব্যক্তি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কি করা যায়, মনেং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্ত্রীর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না অতএব তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এবং এমত বিশ্বাসঘাতি পাপিষ্ঠ পিতাকে দণ্ডপ্রদান ব্যতীত পরিত্যাগ করিলেও পৃথিবীতে এই প্রকার পাপ বৃদ্ধি হইবে, এবিষয়েতে ইহা কি বিবেচনা হয়, তাহাতে স্বজাতীয় জ্ঞাতি কুটুম্বাদি মান্য লোকেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে পিতার প্রতি ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু কুমার বাহাদুর ইহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি কলুটোলা নিবাসি সত্যপরায়ণ কোন মহাশয়কে তাবৎ বৃত্তান্ত বলিয়া কহিলেন, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব, এবং ঐ বাবু যেমন ধার্ম্মিক সত্যবাদি পরোপকারবৃত, রাজকুমারকে তেমনি সৎ পরামর্শ দিলেন, তিনি কহিলেন তোমার স্ত্রীর প্রতি দয়া হইবায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা রক্ষা করিতে হইবেক, যথা শাস্ত্র ব্যবস্থা লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ কর, এদেশের স্ত্রীলোকেরা পরাধীনা, তাহারদিগের যথার্থ অপরাধ হইলেও ক্ষমা করা যাইতে পারে, এবং তোমার পিতা যে পুত্র বধূকে বলাৎকার করিয়াছেন, তিনি যদি যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিজ্ঞলোক দিগের সমক্ষে তোমার স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করেন আর তাহাতে তোমার ক্রোধ নিবৃত্তি হয় তবে তাঁহাকেও রাজদণ্ড হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে পার, এবং বিজ্ঞবর কোন ঠাকুর বাবুকে জিজ্ঞাসাতে ঐ সত্য পরায়ণ ঠাকুর মহাশয়ও এই পরামর্শ দিয়াছেন, পরে কুমার বাহাদুর উক্ত মহাশয়দিগের পরামর্শক্রমে শত২ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্র লইয়াছেন তাঁহার স্ত্রীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং আপনিও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবেন আর বলাৎকার কারি পিতা ও যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভদ্র লোকদিগের সাক্ষাতে পুত্র বধূকে মাতৃ সম্বোধন করেন তবে তাঁহাকে ও ক্ষমা করা যাইবেক, এবং বলাৎকারকারি বাবু ও স্বীকার করিয়া ছিলেন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভদ্রলোক দিগের সাক্ষাতে পুত্র বধূকে মাতৃ সম্বোধন করিবেন কিন্তু পরে তাহা করেন নাই অতএব ইহা কে, না বুঝিতে পারিবেন তিনি পুত্রবধূকে বলাৎকার করিয়াছেন, যিনি মাসীর কন্যাকে বলাৎকার করিয়া রাজবিচারে দণ্ড দিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে এবিষয় আশ্চর্য্য নহে, অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা হইবে, উকীল কৌন্সেলিরা কাগজ পত্র প্রস্তুত করিতেছেন।

এইক্ষণে আমরা ইহাও বুঝিতেছি কুমার বাহাদুরকে স্বজাতীয় লোকেরা কহিবেন তিনি পিতার নামে এরূপ লজ্জাকর অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, কিন্তু শাস্ত্রেলেখেন "শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি,, অপিচ, পতিতং পিতরংত্যজেৎ,, অতএব তুলসীবনের ব্যাঘ্রস্বরূপ যেপিতা সত্যবাদি পুত্রের বিশ্বাসের ব্যাঘাত করিয়াছেন এমত পাপিষ্ঠ পিতাকে যদি কুমার বাহাদুর ছাড়েন তবে নিশ্চিত জানিবেন সত্যবাদি লোকেরা তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন না, আমরা যেব্যাসকে বেদব্যাস বলি তিনি কেন তাঁহার জন্মদাতা পরাসরের মৎস্যগন্ধাকে বলাৎকারের ব্যাপার লিখিয়াছেন, এবং পাণ্ডুবংশের বংশ রক্ষার্থ ব্যস যাহা করিয়াছিলেন তাহা কেন গোপন রাখেন নাই, অতএব সত্যবিষয় গোপন করা উচিত নহে, যাঁহারদিগের এইরূপ নানা দোষ আছে তাঁহারাই অসন্তুষ্ট হইবেন, জ্ঞানি লোকেরা ইহাতে কুমার বাহাদুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন, অতএব কুমারবাহাদুর পাপিষ্ঠ পিতাকে দণ্ড প্রদান করিতে ক্ষান্ত হইবেন না, যদি ক্ষান্ত হয়েন তবে আমরা স্পষ্ট রূপে লিখিয়া তাহাকে লজ্জা দিব।

জিলা চট্টগ্রাম হইতে কোন আত্মীয় লোকের পত্র ক্রোড়ে এক পত্র আসিয়াছে, তাহাতে পত্র প্রেরক এই সকল বিষয় লেখেন।

এজিলায় নিম্নে লিখিত চিহ্নিত ও
অচিহ্নিত কার্য্যকারকগণ
নিযুক্ত আছেন।

চিহ্নিত কার্য্যকারক।

এক ক্লিপিউইত সাহেব সিবিল জজ।
এ ক্লোজ সাহেব সেসন জজ।
এলেন সাহেব কালেকটর।
সি, টি, বক্লেগু সাহেব মাজিস্ট্রেট।
ট্রাটর সাল্ট এজেন্ট।
আর টরেন্স কমিস্যনর।
স্পোকি সাহেব একটিন মাজিস্ট্রেট।

অচিহ্নিত কার্য্যকারক।

মৌলবী আসরফ আলী প্রধান সদর আমীন।
মৌলবী সদা হোসন প্রঃ শ্রেঃ সদর মুন্সেফ।
বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় অঃ প্রঃ সঃ আঃ।
শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ প্রঃ সঃ আঃ।
বাবু রামচন্দ্র রায় ডেপুটি কালেকটর
বাবু গৌরচন্দ্র রায় ঐ
বাবু কৃষ্ণকান্ত রায় ঐ
বাবু গৌরকিশোর রায় ঐ
বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় ঐ
আবদুল হামিদ খাঁ বাহাদুর সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট।
বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য প্রঃ শ্রেঃ আবগারী
এইচ এম রবর্টস সাহেব দ্বিঃ শ্রেঃ আবগারী সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট।

উপরোক্ত কার্য্যকারকগণ ব্যতীত এজিলার সদর মোকামে ও মফস্বলে আরো মুন্সেফ ও সালট সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন, উপরে যে সকল কার্য্যকারকগণের নাম উক্ত হইয়াছে তাঁহারদের রাজকর্ম্মে পারগতাপারগতার বিষয় নিম্নভাগে লিপী করিতেছি।

এথাকার প্রজাবর্গ পরমাহ্লাদিত আছেন এজিলার দেওয়ানী মোকদ্দমাদি যেরূপ কঠিন, বিচার কর্ত্তাও তত্তুল্য পারগ হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত ক্লিপিউইত সাহেব ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য ও কানুনাদি বিদ্যাতে যক্রপ সুশিক্ষিত এতাদৃক্ অত্যল্প ইংরাজ চট্টগ্রামের জজিপদে আসিয়াছিলেন, জনরব হইতেছে উক্ত সাহেব শ্রীহট্ট জিলার জজিপদের জন্যে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন যদ্যপি তিনি এদেশ হইতে গমন করেন তবে তাঁহার প্রায় করুণাশীল বিচক্ষণ সুধীবর ও পক্ষপাতরহিত বিচার কর্ত্তাকে কদাচিত আর আমরা তাঁহার পদ পরিপূর্ণ করিতে দেখিব, আমরা পরমেশ্বর নিকট অহরহ এই প্রার্থনা করিতেছি গবর্ণমেণ্ট এই দেশের মোকদ্দমাদির কঠিনত্বের প্রতিও উক্ত মহাত্মার এদেশ পরিত্যাগ করণে প্রজাবর্গের যে ক্ষোভ হইবে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে এই জিলাতেই রাখেন।

শ্রীযুত ক্লোজসাহেবও বিদ্যা বুদ্ধিতে উক্ত সাহেব হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন, ইনি পূর্ব্বে এজিলার কালেকটরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎপদে সুখ্যাতিপূর্ব্বক কর্ম্মাদি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কদাচিৎ কোন কর্ম্মে অযশ প্রাপ্ত হন নাই।

শ্রীযুক্ত এলেন সাহেব রাজকার্য্যে উত্তম পারগ ও বিচক্ষণ বটেন কিন্তু তিনি যদ্যপি তাঁহার নবীনা যুবতী মেম সাহেবের সঙ্গে রসালাপে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া সরকারি কর্ম্মে সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগী ও পরিশ্রমী হন তবে কালেকটরির কর্ম্মাদি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে অতএব ভরসা করি সাহেব অচিরেই উক্ত বিষয় হইতে কিঞ্চিৎ নিরস্ত হইয়া আমারদিগকে সুখে রাখিবেন।

শ্রীযুক্ত বকলেগু সাহেব এদেশের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট পদাভিষিক্ত হইলে তদবধি দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি অনেক দমন হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে এদেশে দেখিয়াছি প্রায় প্রত্যেকমাসে ডাকাইতা ও সিদচুরী ও অন্যান্য প্রকার উপদ্রব ঘটিত নানা বিষয় ঘটিয়াছে কিন্তু উক্ত সাহেব মহাশয় এদেশীয় উৎপাত প্রায় হ্রাস দ্বারে আনিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার সরকারি কর্ম্মে অধিক পারগতা ও অশৈথিল্য দেখা যায়, এবং তজ্জন্য আমরাই তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি, উক্ত সাহেব ইংরাজী ও বঙ্গভাষাতে যদ্রূপ সুশিক্ষিত এমত অত্যল্প ইংরাজ এজিলায় আছেন, বকলেগু সাহেব অন্যান্য নব্য বিলাতীয় হাকীমদিগের ন্যায় কোন আমলার বশীভূত হইয়া কোন অন্যায় কর্ম্ম করেন না, সর্ব্বদা দারোগাগণের রিপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজ পত্র স্বয়ং পড়িয়া যে আদেশ উচিত বোধ হয় তাহাই দেন, এথাকার স্কুলের সেক্রেটরীর কর্ম্ম ও উক্তসাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, এদেশে সাহেবের শুভাগমনাবধি দেখিতেছি স্কুলের সুশিক্ষিত ছাত্রদিগকে কর্ম্মাদি প্রদানে যথেষ্ট আছেন, বাস্তব এজিলার মধ্যে শ্রীযুক্ত বকলেগু, শ্রীযুক্ত ক্লিপি উইত সাহেব ও শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য এই ত্রয় মহাত্মারাই শ্রীযুক্ত লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের ১৮৪৪ সালের ১০ আক্টোবরের ঘোষণা পত্রের মর্ম্মানুযায়ি কর্ম্ম করিতে যত্নবান ও মনোযোগী আছেন।

শ্রীযুত স্পোকি সাহেব কয়েক মাস গত হইল এজিলায় এসিষ্টাণ্ট কালেকটর ও এসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, ইনি যদ্যপিও সরকারি কর্ম্মে নব্য তথাপি মোকদ্দমাদির বিচার অতি উত্তমরূপ করিতেছেন, ইহাঁর ব্যুৎপত্তির যে প্রকার তেজ দেখা যায় ইহাতে বোধ হয় ইনি কিয়ৎকাল পরেই বিলক্ষণ বিচারকর্ত্তা হইবেন এবং ইহাঁর বিচার দ্বারা প্রজাবর্গ যথেষ্ট সুখে থাকিবেক।

শ্রীযুত ট্রাটর সাহেবের এজিলায় আগমনাবধি ইহাঁর কোন অযশ শুনি নাই এবং সরকারি কর্ম্ম বিলক্ষণ রূপে চালাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত টরেন্স সাহেব কয়েক দিবস গত হইল এথায় আগত হইয়াছেন, ইনি সরকারী কর্ম্মে পরিশ্রমী ও পারগ এমত শ্রুত হইয়াছে কিন্তু আমি স্বয়ং এক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই ও ইহাঁর বিচারালয়েও উপস্থিত হইয়া বিচারের বিষয় নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই সুতরাং সাহেবের বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে অক্ষম হইলাম।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

প্রেরিত পত্র।

বিবিধ শাস্ত্রাধ্যাপক পরোপকারক
শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ
ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়
মহিমাবরেষু।

সম্পাদক মহাশয়, মদুক্তি কতিপয় পংক্তি মহাশয় সমীপে প্রেরিত হইতেছে অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধনানন্তর জগৎব্যাপক ভাস্করে উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

কীর্ত্তিমান মহদ্বংশোদ্ভব মহাপুরুষদিগের যথা যোগ্য পদে পদস্থ হওয়ার সুসম্বাদ শ্রবণ করিলে সম্ভ্রান্ত মহাত্মাগণের যে পর্য্যন্ত আহ্লাদ জন্মে তাহা … ক্ষণ ব্যক্তি মাত্রের অবিদিত নাই, এ… বঙ্গরাজ্যের প্রাচীন বিখ্যাত মহান… মুরশিদাবাদস্থ তক্তবাসী নিবাজি … শী যশঃকীর্ত্তি প্রকাশক বহুজন প্র… পালক মহামান্য বঙ্গাধিকারি সদা… মহাশয়েরা ভারতবর্ষের পূর্ব্বাধিপতি… গের রাজত্ব সময়ে যে প্রকার সম্মান… সুখাসনে বিরাজমান থাকিয়া স্বীয়… শঃকীর্ত্তি পতাকা উড্ডীয়মানা করি… ছিলেন তাহা জগৎ বিখ্যাত আছে, … ই পূর্ব্বতন অসীম সম্মানবত্ত মানরা… শ্বরদিগের দ্বারা উন্নতি না পাওয়া… বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের অন্তঃক… যে কত প্রকার আক্ষেপের সঞ্চার… ত তাহা লেখনী মুখাগ্র হইতে ব্যক্ত… রূপালঙ্ক, সংপ্রতি তদ্বংশজাত … গাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত সূর্য্য… রণ রায় বঙ্গাধিকারি মহাশয়কে দি… শ্বর আপনারদিগের প্রাচীন চিহ্নিত… মাত্য এবং সম্ভ্রান্ত মন্ত্রিত্ব পদোপযু… পাত্র বিবেচনায় তৎপদাভিষিক্ত … তে গত অগ্রহায়ণ মাসাবধি প্রশংসি… মহাশয় স্বীয় সম্ভ্রান্ত পদোপযুক্ত ক… উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়া দিনং … পক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় তাঁহার সু… তির ভাতি প্রকাশ করিতেছেন এ… প্রশংসিত মন্ত্রিবরের সম্মানের পুর… নিমিত্ত দিল্লীশ্বর অতি সমাদরে “ মম… জল ওমরা মওয়া তমদেল মোলক রা… সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মজ… জঙ্গ,, উপাধি প্রদান করিয়াছেন অত… ব প্রার্থনা করি বাঞ্ছাফল প্রদ দীন … ময় এমত মহদ্ব্যক্তিকে স্বচ্ছন্দ শরী… দীর্ঘায়ুঃ করত উক্ত অতুল্য পদ চির … রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে সন্তোষ প্রদা… করিতে থাকুন কিমধিকং নিবে… মিতি।

পত্রপ্রেরক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র…
বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাং হাং সহর কলিকাতা
পটৌলডাঙ্গা।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর ক… লিকাতার শোভাবাজার বালাখানা… বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের … জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিমলমঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

… সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৯ এপ্রেল। হানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজাব্দাঃ ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৮ বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে… পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম… মোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি… খিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম… উপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা… স্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা… ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে … মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ… স্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের … জন্যেক হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা … বিদ্যালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা … রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি… দের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের … প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষার প্রমাণ … বচনের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক… পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি… ত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু … বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী… ষ্টিয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক… রিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই… য়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক … আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ… ধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা… য়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে … না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ … ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা … তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত … করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি… লাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা… ইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

…সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র… তি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

ADVERTISEMENT.

To be Sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal against Sreemutty Kisto soondery Dossee widow and Executrix of Sree nauth Mullick deceased Bycaunt nauth Mullick, Omeerta nauth Mullick Debindernauth Mullick Rajindronauth Mullick and Samadro nauth Mullick sons of the said Sree nauth Mullick and Sreemutty Soobany Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O-Clock noon.

All that Upper Roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lowerroomed Messuages Tenements or Dwelling Houses adjoining thereto and the piece or parcel of ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the District of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth Mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased particulars whereof may be had at the said Master's Office or of Mr. W. N. Hedger Solicitor for the Defendant Sree mutty Kistosoondery Dossee and Bycauntnauth Mullick at Nos. Larkin's Jane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court.
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল বাদী।

মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অর্থাৎ তাঁহার বিষয় বিভবের একজিকিউটিক্স শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত অমৃতনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সমুদ্রনাথ মল্লিক উক্ত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং শ্রীমতী সুবর্ণা দাসী প্রতিবাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন উক্ত সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন ক্ষোয়ার সাহেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা নগরীয় উক্ত কোর্ট বিচারাগারের মধ্যস্থিত মাষ্টর আপিসে ৩০ এপ্রেল সোমবার তারিখে বেলা ঠিক ১২ বার ঘণ্টা সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণপুর নিবাসি উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার শামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতবাটী এবং তাহার সামিল যে এক খণ্ড ও বদ্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক ও যাহা রামকৃষ্ণপুরে স্থিত হয় যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপর

গণার মধ্যবর্ত্তি হয়, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী এবং বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পক্ষায় উকীল মাষ্টর ডবলিউ, এন. হেজর সাহেবের কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ এ:কের নম্বর লারকিনসলেন নামক স্থানস্থিত আপিসে অনুসন্ধানকরিলে জানা যাইতে পারিবে ইতি।

ডবলিউ মেক ফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আপিস।
১৬ এপ্রেল ১৮৪৯।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৩৬২ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযত অনরবিল ডেপুটি গবরনর সাহেবের
হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব মুরশিদাবাদের মাজিস্ত্রেট হইবেন।

ছুটী।

১৬ ফেব্রুআরি।

মালদহের সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযত জেলাম সাহেব ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২০ মার্চ।

বালেশ্বরে জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারী শ্রীযুত আর আলেকজাণ্ডর সাহেব ছুটী বিষয়ক বিধির ১২ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বালেশ্বরের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর ও নিমকের এজেণ্ট শ্রীযুত এফ লৌথ সাহেবকে গত মাসের ১৫ তারিখে যে চৌদ্দ দিনের ছুটী দেওয়া যায় তাহা তাঁহার প্রার্থনায় রহিত হইয়াছে।

১৮৪৯ সাল ২২ মার্চ।

পাটনার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত রায় জয়গোপাল বাঁড়ুর্য্যা চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাসের ছুটী পাইয়াছে।

হাবড়ার ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি জে বেল সাহেব স্বীয় স্বাস্থার্থে সিংহপুরে গমনার্থ দশ মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রম শোধন।

৬ বৈশাখের ভাস্করের ১১ পৃষ্ঠার ৩ স্তম্ভের ৪ ছত্রে লিখিত “ স্যার উইলিয়ম গক,, পরিবর্ত্তে “ স্যার উইলিয়ম গম,, হইবেক।

৩বৈশাখের ভাস্করের ৭ পৃষ্ঠার ৪ স্তম্ভে জলাশয় প্রতিষ্ঠা শিরোনামার নিম্নে লিখিত “ শ্রীযুত বাবু শিবশঙ্কর মল্লিক গত বুধবারে এক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,, ইহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু শিবশঙ্কর মল্লিক গত বুধবারে আপন জননী দ্বারা এক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন।

অবগতি হইল পূর্ব্বোক্ত পুণ্য কর্ম্মোপলক্ষে ৪ মাঘে মল্লিক বাবু প্রায় চারি শত ব্রাহ্মণকে চর্ব চোষ্য লেহ্যপেয় উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়াছেন।

সদর নেজামত আদালত।

জেলা চব্বিশপরগণার নারায়ণপুরের লবণ গোলার ডাকাইতী যাহাতে তথাকার দারোগা কালীমোহন চট্টোপাধ্যায় মারা পড়েন, এবং তৎকালীন অনুসন্ধানে যে সকল তস্করেরা ধৃত হয় তাহারদিগের বাক্যানুসারে প্রকাশ হয় ঐ গোলার পেস্কার বনমালী ঘোষ ও অপর কয়েক জন আমলা এই দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন এজন্য মাজিস্ত্রেট সাহেব এবং তৎপরে সেসন জজ টরেন্স সাহেব ঐ সকল আসামিকে দোষী করিয়া ফাঁসীর আদেশজন্য নেজামতের বিচারে অর্পণ করেন, কিন্তু শেসন বিচারক ব্যবস্থাপক মৌলবী আহম্মদ সাহেব জজ সাহেবের সহিত অনৈক্য মত প্রকাশ পূর্ব্বক প্রার্থন জানাইয়াছিলেন বনমালীঘোষপ্রভৃতিকতিপয়আসামীঅব্যাহতপায় অতএব১৬এপ্রেলসোমবারে সদরের বিচারক স্যার রবর্ট বারলো সাহেব এতদ্বিষয়ের চূড়ান্তানুমতি প্রদানে উক্ত বনমালী ঘোষ ও অপর চারিজন আসামীকে নির্দ্দোষী বিবেচনায় পরিত্রাণ প্রদানানুমতি করিয়াছেন, অবগতি হইল তৎপর দিনেই তাহারদিগের অব্যাহতি প্রদানীয় ওয়ারেণ্ট প্রচার হইয়াছে, ভাগ্যে মৌলবীর কণ্ঠে সরস্বতী অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন এই কারণ অকৃতাপরাধ ব্যক্তি দিগের প্রাণ রক্ষা হইল।

পঞ্জাবীয় সমাচার।

দিল্লী গেজেটের লিখনানুসারে বিদিত হইল মেজর লরেন্স সাহেব পেসোয়র প্রদেশীয় অধ্যক্ষতা পদে নিযোজিত হইয়াছেন; তিনি তথায় স্বরায় যাত্রা করিবেন।

জলন্দর দোয়াবের ডেপটি কমিসনর জর্জ বার্ণস সাহেব লাহোরীয় কৌন্সেলের সেক্রেটরীর কর্ম্ম স্বীকার করিলেন না এজন্য মেজর এডওয়ার্ড সাহেব তৎ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া লাহোরে গমন করিয়াছেন।

মাষ্টর মণ্টগোমারী সাহেব বারী দোয়াব প্রদেশীয় অধ্যক্ষ হইবেন, মাঝা প্রদেশ ইঁহার শাসনাধীনে থাকিবেক।

বারাণসীর পূর্ব্ব মাজিস্ত্রেট মেকলিউড সাহেব জান লরেন্স সাহেবের পূর্ব্ব শাসিত দোয়াব প্রদেশের অধ্যক্ষ হইবেন।

জেচ দোয়াবের শাসনকার্য্য মাষ্টর এডওয়ার্ড থরটন সাহেবের অংশে পড়িবেক।

৩০ মার্চ তারিখ অবধি লাহোর দরবারের বৈঠক হয় নাই কর্ণেল লরেন্স সাহেব আনারকলী স্থানে বসিয়া সকল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ৩১ তারিখে মেজর লরেন্স সাহেব মূলরাজের বন্দীঘরে উপস্থিত হইয়া এগন্ সাহেবের হত্যা বিষয়ে তাঁহার দোষাদোষ বিবেচনারম্ভ করেন।

লক্ষ্মণৌ রাজ্যের পূর্ব্ব সিবিল সার জন ডাক্তর লগিন সাহেব, মহারাজা দলিপ সিংহের তত্ত্বাবধারক হইতে পারেন, শ্রীযুত রাজকুমার অমৃতসরে অথবা পুনা নগরে অবস্থিত হইবেন।

দিল্লী নিবাসি লোকেরদের মধ্যে অনেকে কহেন মূলরাজ বৃটিস হস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই তদাকার অন্য কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়াছেন, এই কথা লইয়া তথায় অনেকে অর্থ বাজী রাখিতেছেন, কিন্তু মূলরাজ এমত চাতুরী করিতে পারিয়াছেন ইহা অনুভব সিদ্ধ নহে।

শীক কর্ম্মচারিগণের প্রতি আদেশ হইয়াছে তাঁহারা যিনি যেখানে নিযুক্ত আছেন তথায় অবস্থান করুন, তাঁহারদিগের কর্ম্ম কুশলতা ও প্রভুভক্তি বুঝিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, দরবারের প্রাচীন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ২ পেন্সিয়ন পাইবেন, প্রত্যেক স্থানীয় দেওয়ানী ফৌজদারী প্রভৃতি কর্ম্মের উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ প্রত্যেক কর্ম্মচারির নাম ধাম ও বেতনের তালিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ হইয়াছে।

বৃটিস অক্ষমাগণ ১এপ্রেল তারিখে কোহিনুর মণি দর্শনার্থ লাহোরীয় রাজভবনে গমন করেন।

রাজা সেরসিংহের পরিজনগণ শ্রী মহলে অবস্থান করিতে আবাস পাইয়াছেন, গত সংগ্রামে কোন২ সরদার কত সৈন্য সহ তাঁহার সহিত সংযোজিত হয়েন বৃটিস রেসিডেণ্ট মহাশয় সের সিংহের নিকট ইহার এক তালিকা চাহিবাতে তাঁহার উকীল হীরানন্দ সিংহ ১ তারিখে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেন, সেরসিংহের অশ্ব সকল অপ... লে বিক্রীত হইয়াছে।

লাহোর নগরে ও তদিতরত স্থানে দরবারের কত সৈন্য আছে তাঁহার তালিকা প্রস্তুত করণানুজ্ঞা হইয়াছে।

মহারাজ দলিপসিংহের অধিকাংশ ভৃত্যগণের বেতন পরিশোধ করিয়া তাহারদিগকে বিদায়দানের আদেশ হইয়াছে, শিশু রাজার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিয়মিত লোক মাত্র থাকিবেক, দলিপ সিংহ রাজ্যচ্যুত হইয়া শোকে কিঞ্চিৎ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে রাজা তেজসিংহ ও রাজা দীননাথ তাঁহারে শান্ত করেন।

আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় লাহোরীয় দর্গাদি দর্শন করিয়া ৩ এপ্রেল তারিখে ফিরোজপুরাভিমুখে যাত্রা করেন।

ইংরাজী পত্রে লেখে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যেক অশ্বারোহী দলে ৫ জন পরিবর্ত্তে ৬ জন কাপ্তান নিযুক্ত হইবেন বিলাত হইতে এমত আজ্ঞা আসিয়াছে।

আমরা অতি আশ্চর্য্য এক বিষয় প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম যদিও ভিন্নদেশীয় লোকেরা বিশেষতঃ ইংরাজি সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এ বিষয় গ্রহণ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগকে উপহাস করিবেন এবং কহিবেন আমরাই আমারদিগের কুব্যবহার ব্যক্ত করিতেছি তথাপি জানিলোকেরা অবশ্য কহিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে যদিও কুকর্ম্ম হয় তথাপি হিন্দুরা তাহা গোপন রাখেন না এবং সত্যের ও শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি হিন্দুদিগের অধিকাংশের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে তদনুসারে পাপিদিগের দণ্ড জন্য তাঁহারা অভিমত করেন, যাহা হউক, কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি মহাশয়েরা দেখিবেন অতি শীঘ্র তাঁহারদিগের সাক্ষাতে এমত এক আশ্চর্য্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে সুপ্রিম কোর্টে কখনও হিন্দুদিগের দ্বারা এরূপ অদ্ভুত অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই, এবং এ কাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থাদায়ক পণ্ডিতেরা প্রকাশিতরূপে এবিষয়ের প্রায়শ্চিত্ত করণের ব্যবস্থাপত্র দেন নাই এবং কেহ সত্য স্বীকার করিয়া ব্যবস্থা লইতেও যান নাই, ইহাতেই আমরা অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি এই ঘোরতর কলিকালেও সত্যযুগের ন্যায় ব্যবহার হইতেছে অতএব ইহা কেবল সত্যের স্বভাব বলিতে হইবেক।

বৈষ্ণব জাতীয় কোন ধনি হিন্দু তাঁহার পুত্রবধূকে বলাৎকার করিয়াছেন এই বিষয় তিনি গোপন রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরমেশ্বরের অচিন্ত মহিমার প্রভাবে এই পাপকর্ম্ম প্রকাশ হইলেপর ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী চমৎকৃত হইলেন এবং সত্যাসত্যতা নির্ণয় করণার্থ তাঁহার স্ত্রীকে আপন পিতার বাটী হইতে স্ববাটীতে আনয়ন করিয়া স্বতন্ত্র এক গৃহে রাখিলেন, এবং তৎপরে স্বামী দুই চারি দিন স্বস্ত্রীর সহিত শান্তস্বভাবে হাস্যবদনে মিষ্টালাপ করিয়া এক সময়ে আলোকময় এক গৃহমধ্যে বনিতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাতেই স্ত্রীলোকের মনের ভাব জানিতেপারিলেন তিনিউদ্বিগ্নাহইয়াছেন, ইংরেজিভাষায় লেখে,,ফিজিয়গনমি,, অর্থাৎমুখেরভাবদেখিয়া স্বভাবনির্ণয়ক বর্ণনীয় বিদ্যা, এবং সংস্কৃত ভাষাতেও লিখিত আছে,, বাচামুখ দৃশোর্ভঙ্গ্যা মনোজানাতি হৃৎস্থিতং,, অর্থাৎ বাক্য এবং মুখ চক্ষের ভঙ্গী দ্বারা হৃদয়স্থ বিষয় মন জানিতে পারেন, অতএব স্বামী ঐ বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীলোকের স্বভাব বুঝিয়া কথা কহিতেং হঠাৎ কহিলেন, তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, তোমার পিতা আমার পিতা কি ভিন্ন, আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি একর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি কিরূপে হইল,, এই কথা শ্রবণ মাত্র ঐ স্ত্রীলোক একেবারে চমৎকৃতা এবং লজ্জিতা হইয়া উত্তর করিলেন,, এবিষয়ে আমার অপরাধ নাই, তোমার পিতার অন্তঃপুরে আমি একাকিনী এক গৃহে থাকিতাম, তোমার পিতা ছলক্রমে আমাকে বলাৎকার করিয়াছেন, আমি তাঁহার অধীনে ছিলাম এবং মানের ভয়ে চীৎকার করিতে পারি না, তথাচ কহিয়াছিলাম আপনি শ্বশুর হইয়া আমার ধর্ম্মনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন যদি কখনও আপনকার পুত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় তবে আমি এ বিষয় বলিয়া দিব, এবং পাপকর্ম্ম অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে আপনি সর্ব্বত্র লজ্জিত হইবেন,, ইহাতে শ্বশুর উত্তর করিলেন,, লজ্জা কি, কাহার ঘরে কি না হইতেছে, আমার কে কি করিতে পারে,,।

ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী এতন্নগরীয় কোন রাজার পোষ্যপুত্র অথচ কুমার বাহাদুর নামে বিখ্যাত, রাজকুমার প্রথমাবস্থায় বহুধন প্রাপ্ত হইয়া ধনাভিমানে এবং বয়স স্বদোষে প্রায় আপন উদ্যানেই থাকিতেন এবং সর্ব্বদা আমোদে কালক্ষেপ করিতেন, স্ত্রীর সহিত প্রায় সাক্ষাৎ হইত না, এই কারণ রাজকুমার আপন জনকের বাটীতে স্ত্রীকে রাখিয়াছিলেন, ঐ জনক পুত্রবধূর রক্ষক হইয়া ভক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের সত্য কথনে স্বামী রাজকুমার দয়ার্দ্র হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন পরমেশ্বর স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সমান সুখভোগের অধিকার দিয়াছেন আমি ইহাকে সুখে বঞ্চিত করিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক আমার পিতার গৃহে রাখিয়াছিলাম, পিতা বিশ্বাসঘাতিতা পূর্ব্বক ইহাকে বলাৎকার করিয়াছেন ইহাতে স্ত্রীলোকের অপরাধ নাই অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে, এই বিবেচনায় প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করিবেন এবং আপনিও যেং পাপ করিয়াছেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কিন্তু পিতাকে এই কুকর্ম্মের প্রতিফল দিতেহইবেক যেহেতুক এমতদৃষ্টান্ত রাখা উচিত অন্য কেহ এরূপ কুকর্ম্ম করিতে না পারে।

অনন্তর কুমার বাহাদুর স্বজাতীয় প্রধান২ ব্যক্তি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কি করা যায়, যেহেতু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্ত্রীর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না অতএব তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এবং এমত বিশ্বাসঘাতি পাপিষ্ঠ পিতাকে দণ্ডপ্রদান ব্যতীত পরিত্যাগ করিলেও পৃথিবীতে এই প্রকার পাপ বৃদ্ধি হইবে, এবিষয়েতে ইহা কি বিবেচনা হয়, তাহাতে স্বজাতীয় জ্ঞাতি কুটুম্বাদি মান্য লোকেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে পিতার প্রতি ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু কুমার বাহাদুর ইহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি কলুটোলা নিবাসি সত্যপরায়ণ কোন মহাশয়কে তাবৎ বৃত্তান্ত বলিয়া কহিলেন, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব, এবং ঐ বাবু যেমন ধার্ম্মিক সত্যবাদি পরোপকারব্রত, রাজকুমারকে তেমনি সৎ পরামর্শ দিলেন, তিনি কহিলেন তোমার স্ত্রীর প্রতি দয়া হইবায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা রক্ষা করিতে হইবেক, যথা শাস্ত্র ব্যবস্থা লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ কর, এদেশের স্ত্রীলোকেরা পরাধীনা, তাহারদিগের যথার্থ অপরাধ হইলেও ক্ষমা করা যাইতে পারে, এবং তোমার পিতা যে পুত্রবধূকে বলাৎকার করিয়াছেন, তিনি যদি যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিজ্ঞলোক দিগের সমক্ষে তোমার স্ত্রীকে মাতৃসম্বোধন করেন আর তাহাতে তোমার ক্রোধ নিবৃত্তি হয় তবে তাঁহাকেও রাজদণ্ড হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে পার, এবং বিজ্ঞবর কোন ঠাকুর বাবুকে জিজ্ঞাসাতে ঐ সত্য পরায়ণ ঠাকুর মহাশয়ও এই পরামর্শ দিয়াছেন, পরে কুমার বাহাদুর উক্ত মহাশয়দিগের পরামর্শক্রমে শত২ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্র লইয়াছেন তাঁহার স্ত্রীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং আপনিও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবেন আর বলাৎকার কারি পিতা ও যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভদ্র লোকদিগের সাক্ষাতে পুত্রবধূকে মাতৃ সম্বোধন করেন তবে তাঁহাকে ও ক্ষমা করা যাইবেক, এবং বলাৎকারকারি বাবুও স্বীকার করিয়া ছিলেন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভদ্রলোক দিগের সাক্ষাতে পুত্র বধূকে মাতৃ সম্বোধন করিবেন কিন্তু পরে তাহা করেন নাই অতএব ইহা কে, না বুঝিতে পারিবেন তিনি পুত্রবধূকে বলাৎকার করিয়াছেন, যিনি মাসীর কন্যাকে বলাৎকার করিয়া রাজবিচারে দণ্ড দিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে এবিষয় আশ্চর্য্য নহে, অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা হইবে, উকীল কৌন্সেলিরা কাগজ পত্র প্রস্তুত করিতেছেন।

এইক্ষণে আমরা ইহাও বুঝিতেছি কুমার বাহাদুরকে স্বজাতীয় লোকেরা কহিবেন তিনি পিতার নামে একরূপ লজ্জাকর অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, কিন্তু শাস্ত্রেলেখেন “শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি,, অপিচ, পতিতং পিতরংত্যজেৎ,, অতএব তুলসীবনের ব্যঘ্রস্বরূপ যেপিতা সত্যবাদি পুত্রের বিশ্বাসের ব্যাঘাত করিয়াছেন এমত পাপিষ্ঠ পিতাকে যদি কুমার বাহাদুর ছাড়েন তবে নিশ্চিত জানিবেন সত্যবাদি লোকেরা তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন না, আমরা যেব্যাসকে বেদব্যাস বলি তিনি কেন তাঁহার জন্মদাতা পরাসরের মৎস্যগন্ধাকে বলাৎকারের ব্যাপার লিখিয়াছেন, এবং পাণ্ডুবংশের বংশ রক্ষার্থ ব্যাস যাহা করিয়াছিলেন তাহা কেন গোপন রাখেন নাই, অতএব সত্যবিষয় গোপন করা উচিত নহে, যাঁহারদিগের এই রূপ নানা দোষ আছে তাঁহারাই অসন্তুষ্ট হইবেন, জ্ঞানি লোকেরা ইহাতে কুমার বাহাদুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন, অতএব কুমারবাহাদুর পাপিষ্ঠ পিতাকে দণ্ড প্রদান করিতে ক্ষান্ত হইবেন না, যদি ক্ষান্ত হয়েন তবে আমরা স্পষ্ট রূপে লিখিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিব।

জিলা চট্টগ্রাম হইতে কোন আত্মীয় লোকের পত্র ক্রোড়ে এক পত্র আসিয়াছে, তাহাতে পত্র প্রেরক এই সকল বিষয় লেখেন।

এজিলায় নিম্নে লিখিত চিহ্নিত ও অচিহ্নিত কার্য্যকারকগণ নিযুক্ত আছেন।

চিহ্নিত কার্য্যকারক।

এক ক্লিপিউইড সাহেব সিবিল জজ।
এ কৌর্ন সাহেব সেসন জজ।
এলেন সাহেব কালেকটর।
সি, টি, বকলেণ্ড সাহেব মাজিস্ত্রেট।
ট্রটর সাল্ট এজেন্ট।
আর টরেন্স কমিস্যনর।
স্পোকি সাহেব একটিন মাজিস্ত্রেট।

অচিহ্নিত কার্য্যকারক।

মৌলবী আসরফ আলী প্রধান সদর আমীন।
মৌলবী মদা হোসন প্রঃ শ্রেঃ সদর মুন্সেফ।
বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় অঃ প্রঃ সঃ আঃ।
শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ প্রঃ সঃ আঃ।
বাবু রামচন্দ্র রায় ডেপুটি কালেকটর
বাবু গৌরচন্দ্র রায় ঐ
বাবু কৃষ্ণকান্ত রায় ঐ
বাবু গৌরকিশোর রায় ঐ
বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় ঐ
আব্দুল হামিদ খাঁ বাহাদুর সুপ্রেন্টেণ্ডেন্ট।
বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য প্রঃশ্রেঃ আবগারী
এইচ এম রবর্টস সাহেব দ্বিঃ শ্রেঃ আবগারী সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট।

উপরোক্ত কার্য্যকারকগণ ব্যতীত এজিলার সদর মোকামে ও মফস্বলে আরো মুন্সেফ ও সাল্ট সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট আছেন, উপরে যে সকল কার্য্যকারকগণের নামে উক্ত হইয়াছে তাঁহারদের রাজকর্ম্মে পারগতাপারগতার বিষয় নিম্নভাগে লিপী করিতেছি।

এখাকার প্রজাবর্গ পরমাহ্লাদিত আছেন এজিলার দেওয়ানী মোকদ্দমাদি যেরূপ কঠিন, বিচার কর্ত্তাও তত্তুল্য পারগ হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত ক্লিপিউইড সাহেব ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য ও কানুনাদি বিদ্যাতে যদ্রূপ সুশিক্ষিত এতাদৃক অত্যল্প ইংরাজ চট্টগ্রামের জজিপদে আসিয়াছিলেন, জনরব হইতেছে উক্ত সাহেব শ্রীহট্ট জিলার জজিপদের জন্যে গবর্ণমেন্টে আবেদন করিয়াছেন যদ্যপি তিনি এদেশ হইতে গমন করেন তবে তাঁহার প্রায় করুণাশীল বিচক্ষণ সুধীবর ও পক্ষপাত রহিত বিচারকর্ত্তাকে কদাচিত আর আমরা তাঁহার পদ পরিপূর্ণ করিতে দেখিব, আমরা পরমেশ্বর নিকট স্বরহ এই প্রার্থনা করিতেছি গবর্ণমেন্ট এই দেশের মোকদ্দমাদির কঠিনত্বের প্রতিও উক্ত মহাত্মার এদেশ পরিত্যাগ করণে প্রজাবর্গের যে ক্ষোভ হইবে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে এই জিলাতেই রাখেন।

শ্রীযুক্ত কৌর্নসাহেবও বিদ্যা বুদ্ধিতে উক্ত সাহেব হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন, ইনি পূর্ব্বে এজিলার কালেকটরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎপদে সুখ্যাতিপূর্ব্বক কর্ম্মাদি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কদাচিৎ কোন কর্ম্মে অযশ প্রাপ্ত হন নাই।

শ্রীযুক্ত এলেন সাহেব রাজকার্য্যে উত্তম পারগ ও বিচক্ষণ বটেন কিন্তু তিনি যদ্যপি তাঁহার নবীনা যুবতী মেম সাহেবের সঙ্গে রসালাপে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া সরকারি কর্ম্মে সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগী ও পরিশ্রমী হন তবে কালেকটরির কর্ম্মাদি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে অতএব ভরসা করি সাহেব অচিরেই উক্ত বিষয় হইতে কিঞ্চিৎ নিরস্ত হইয়া আমারদিগকে সুখে রাখিবেন।

শ্রীযুক্ত বকলেণ্ড সাহেব এদেশের জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট পদাভিষিক্ত হইলে তদবধি দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি অনেক দমন হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে এদেশে দেখিয়াছি প্রায় প্রত্যেক মাসে ডাকাইতী ও সিন্দচুরী ও অন্যান্য প্রকার উপদ্রব ঘটিত নানা বিষয় ঘটিয়াছে কিন্তু উক্ত সাহেব মহাশয় এদেশীয় উৎপাত প্রায় হ্রাস দ্বারে আনিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার সরকারি কর্ম্মে অধিক পারগতা ও অশৈথিল্য দেখা যায়, এবং তজ্জন্য আমরাই তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি, উক্ত সাহেব ইংরাজী ও বঙ্গভাষাতে যদ্রূপ সুশিক্ষিত এমত অত্যল্প ইংরাজ এজিলায় আছেন, বকলেণ্ড সাহেব অন্যান্য নব্য বিলাতীয় হাকীমদিগের ন্যায় কোন আমলার বশীভূত হইয়া কোন অন্যায় কর্ম্ম করেন না, সর্ব্বদা দারোগাগণের রিপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজ পত্র স্বয়ং পড়িয়া যে আদেশ উচিত বোধ হয় তাহাই দেন, এখাকার স্কুলের সেক্রেটরীর কর্ম্ম ও উক্ত সাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, এদেশে সাহেবের শুভাগমনাবধি দেখিতেছি স্কুলের সুশিক্ষিত ছাত্রদিগকে কর্ম্মাদি প্রদানে যথেষ্ট [illegible], বাস্তব এজিলার মধ্যে শ্রীযুক্ত বকলেণ্ড, শ্রীযুক্ত ক্লিপি উইড সাহেব ও শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য এই ত্রয় মহাত্মারাই শ্রীযুক্ত লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের ১৮৪৪ সালের ১০ আক্টোবরের ঘোষণা পত্রের মর্ম্মানুযায়ি কর্ম্ম করিতে যত্নবান ও মনোযোগী আছেন।

শ্রীযুক্ত স্পেকি সাহেব কয়েক মাস গত হইল এজিলার এসিষ্টান্ট কালেকটর ও একটিং মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, ইনি যদ্যপি ও সরকারি কর্ম্মে নব্য, তথাপি মোকদ্দমাদির বিচার অতি উত্তমরূপ করিতেছেন, ইহার ব্যুৎপত্তির যে প্রকার তেজ দেখা যায় ইহাতে বোধ হয় ইনি কিয়ৎ কাল পরেই বিলক্ষণ বিচারকর্ত্তা হইবেন এবং ইহার বিচার দ্বারা প্রজাবর্গ যথেষ্ট সুখে থাকিবেক।

শ্রীযুত ট্রটর সাহেবের এজিলায় আগমনাবধি ইহার কোন অযশ শুনি নাই এবং সরকারি কর্ম্ম বিলক্ষণ রূপে চালাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত টরেন্স সাহেব কয়েক দিবস গত হইল এখায় আগত হইয়াছেন, ইনি সরকারী কর্ম্মে পরিশ্রমী ও পারগ এমত শ্রুত হইয়াছে কিন্তু আমি স্বয়ং এক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই ও ইহার বিচারালয়েও উপস্থিত হইয়া বিচারের বিষয় নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই সুতরাং সাহেবের বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে অক্ষম হইলাম।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

প্রেরিত পত্র।

বিবিধ শাস্ত্রাধ্যাপক পরোপকারক
শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ
ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়
মহিমাবরেষু।

সম্পাদক মহাশয়, মদুক্তি কতিপয় পংক্তি মহাশয় সমীপে প্রেরিত হইতেছে অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধনানন্তর জগৎব্যাপক ভাস্করে উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

কীর্ত্তিমান মহদ্বংশোদ্ভব মহাপুরুষদিগের যথা যোগ্য পদে পদস্থ হওয়ার সুসম্বাদ শ্রবণ করিলে সন্তুষ্ট মহাত্মাদের যে পর্য্যন্ত আহ্লাদ জন্মে তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রের অবিদিত নাই, এবং বঙ্গরাজ্যের প্রাচীন বিখ্যাত মহানগর মুরশিদাবাদস্থ [illegible] নিবাসি [illegible] যশঃকীর্ত্তি প্রকাশক বহুজন প্রতিপালক মহামান্য মন্ত্রাধিকারি মহোদয় মহাশয়েরা ভারতবর্ষের পূর্ব্বাধিপতিদিগের রাজত্ব সময়ে যে প্রকার সম্মানের সুখাসনে বিরাজমান থাকিয়া স্বীয়২ যশঃকীর্ত্তি পতাকা উত্তোলনমান করিয়াছিলেন তাহা জগৎ বিখ্যাত আছে, সেই পূর্ব্বতন অসীম সম্মানবত্ত [illegible] ধর্ম্মদিগের দ্বারা উন্নতি না পাওয়াতে বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিরা [illegible] অন্তঃকরণে যে কত প্রকার আক্ষেপের কথার হইত তাহা লেখনী মুখাগ্র হইতে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য, সম্প্রতি [illegible] শ্রীল শ্রীযুক্ত সূর্য্য [illegible] রায় বঙ্গাধিকারি মহাশয়কে দিল্লীশ্বর আপনারদিগের প্রাচীন চিহ্নিত অমাত্য এবং সম্ভ্রান্ত মন্ত্রিত্ব গুণোপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় তৎপদাভিষিক্ত করাতে গত অগ্রহায়ণ মাসাবধি প্রশংসিত মহাশয় স্বীয় সম্ভ্রান্ত পদোপযুক্ত কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়া দিনং সিত পক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় তাঁহার সুখ্যাতির ভাতি প্রকাশ করিতেছেন এবং প্রশংসিত মন্ত্রিবরের সম্মানের পুরস্কার নিমিত্ত দিল্লীশ্বর অতি সমাদরে [illegible] মোলক রাজা সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মজফর জঙ্গ, উপাধি প্রদান করিয়াছেন অতএব প্রার্থনা করি [illegible] এমত মহদ্ব্যক্তিকে স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘায়ুঃ করত উক্ত অতুল্য পদ চির পদ রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে সন্তোষ প্রদান করিতে থাকুন কিমধিকং নিবেদন মিতি।

পত্রপ্রেরক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাং হাং সহর কলিকাতা
পটোলডাঙ্গা।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানা বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বের্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হক্স্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫ সংখ্যা ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ২১ এপ্রেল। দানীপাব্দ ৯৯ আন্দ লরাজ ব্দঃ ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১১ বৈশাখ শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র [illegible] ক্রো কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

রিসিবরের বিজ্ঞাপন।

জমীদারীদিগর ইজারা।
জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী বাদী।
কৃষ্ণকিশোর বিয়োগী প্রভৃতি প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ এপ্রেল সোমবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত মারিস ফিট জেরেল্ড সেণ্ডেস সাহেব তাঁহার আফিস উপরি উক্ত বাদি জয়চন্দ্র পাল চৌধরির নীচের লিখিত জমীদারী দিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লইতে ইচ্ছুক হয়েন তাঁহারা ঐসময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালক পরগণে দতীয়া হোঁসনপুর বাগমারা, মাগুরঘনা, মুড়াগাছা, রকম ।০ চারিয়ানা।

সহর কলিকাতা সূতালুটীর শামিল একেকেতা জমী অনুমান ।। ১ ।। সাড়ে এগারো কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমবদ্ধ, বিশেষতঃ উত্তরদিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা, দক্ষিণদিগে মৃত জয়রাম ঘোষের জায়গা, পূর্ব্বদিগে মৃত গোকুল চন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা, এবং পশ্চিমদিগে কোম্পানির রাস্তা, রকম আটআনা ১ আরং বত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস তারিখ
১২ এপ্রেল। ১৮৪৯ সাল।

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি ক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সলে ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতি পত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ আইন।

কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতক২ অংশি ও মহাজনেরদের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৪ ধারা। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের পূর্ব্বের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন অংশির নামে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেই টাকা দেওনের পূর্ব্বে সেই অংশির বিরুদ্ধে কোন " সৈরি ফাসিয়স " নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে অথবা যে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশ করিয়া ব্যক্তি যদি তাহা চালাইতে চাহেন তবে তৎপরে সেই নালিশ চালাওনের এবং নির্ব্বাহ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি।

৫ ধারা। এই আইন জারী হওনের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি বকিংং সাহেব ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেমস হম্ফ্রে সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত চার্লস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই সাহেব ও শ্রীযুত তামস সেডন কেলসল সাহেবের তাহাতে সহী করা ধার্য্য হওয়া টাকার উক্ত তফসীলের এক নকল বাঙ্গালা দেশের

কোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কো
র্টের রিকার্ডরাপণিয়া সাহেবের সিরি
স্তার রোয়দাদে দাখিল হইবেক ও লে
খা যাইবেক এবং ঐরূপে দাখিলহওয়া
তকসীল এই আইনের এবং উক্ত বন্দো
বস্তপত্রের উল্লেখিত তকসীল জ্ঞান হই
বেক এবং এই আইনের যথার্থ অভিপ্রা
য় ও অর্থের অনুসারে তাহার মধ্যেরলি
খিত ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে ধার্য্য হওয়া
নানা টাকার সংখ্যার সর্ব্বতোভাবে সা
ক্ষ্য স্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবে।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা নগরে কি অরাজকতা
উপস্থিত হইল, গবর্ণমেণ্ট কি নগর নি
বাসিগণকে নগরে থাকিতে দিবেন না,
নগরশোভাকারি কমিস্যনরদিগের উৎ
পাতে নগরবাসিরা অস্থির হইয়াছেন,
যাহারা নর্দ্দমায় মজুর খাটায় তাহা
রা বেতন পায়, এবং মজুরেরাও বিনা
বেতনে কর্ম্ম করে না, তথাপি যাঁহার
দিগের বাটীর নিকটস্থ নর্দ্দমায় মজুর
লাগে তাঁহারদিগের স্থানে ঐ সকল
লোকেরা ঘুস চায়, তাহা না দিলে রাগা
রাগী করিয়া প্রজাগণের উপর মোকদ্দ
মা উপস্থিত করে, এই এক ঘোরতর উৎ
পাত, ইহার উপর কমিস্যনরদিগের
প্রেরিত আমীনগণ যাহারা গাড়ি ঘো
ড়ার সংখ্যা লিখিতে নিযুক্ত হইয়াছে
তাহারা প্রজাসকলকে আরো ব্যতিব্য
স্ত করিয়াছে, লোকেরদের আস্তবালের
কপাট খুলিয়া হড়২ শব্দে গাড়ি রা
স্তায় বাহির করিয়া ফেলে, এবং এক
ঘোড়ার গাড়ির কোম্পাস দেখিয়াও ব
লে এ যুড়ী গাড়ি, ইহার বোম কোথা
য় লুকাইয়া রাখিয়াছে, এই ছল করি
য়া আস্তাবালে যাইয়া সহিশাদির বস্ত্রা
দি টানাটানি করে, গবর্ণমেণ্টের ভয়ে
কেহ বিবাদ করিতে পারে না কিন্তু স
হিশাদির এমত ক্রোধ হয় কমিস্যনর
দিগের প্রেরিত নীচলোকদিগের মস্তক
দ্বিধা করে, প্রজাপক্ষীয় কমিস্যনরি কা
র্য্যে যে কয়েকজন শিশু নিযুক্তহইয়াছে
ন, তাহারদিগের বিদ্যা বুদ্ধির বিষয়
অপ্রকাশ নাই, টাক্স দপ্তরখানার বহী
বাহির করিয়া বাটীর সংখ্যা অর্থাৎ ন
ম্বর দেখিয়া বাড়ীং বেড়াইয়া যাঁহারা
টিকীট লইয়াছেন তাঁহারা কেমনউত্তম
লোক তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন,

প্রজাপক্ষীয় কমিস্যনরদিগের মধ্যে
কি কোন বিজ্ঞতম ভদ্রসন্তান আছেন,
কোন অজ্ঞকে সিংহাসনে বসাইলে কি
সে রাজত্ব করিতে পারে, রাজপুত্র দলি
প সিংহ রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন
না, এই কথা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এক স্বা
ধীন রাজকুমারকে রাজ্যচ্যুত করিলে
ন, আর যাঁহারা কলিকাতা নগরীয় মা
ন্যলোকদিগের আসনের নিকটেও যাই
তে পারেন না তাঁহারদিগকে এই মহা
নগরের কমিস্যনরি কার্য্য দিলেন, গব
র্ণমেণ্টের এবিবেচনা বড় সুবিবেচনা হই
য়াছে, সামান্য লোকের উচ্চ পদ হই
লে তাহার অভিমানের লাঙ্গূল স্বর্গ প
র্য্যন্ত যাইতে চায়, কিন্তু সেঅভিমানপরে
থাকে না, এইখানেই অপবর্গে যায়, আ
মারদিগের কমিস্যনরেরা কেবল অভি
মান করেন। উচ্চপদস্থ হইয়াছেন কিন্তু
কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে তাঁহারা
উক্ত পদের উপযুক্ত পাত্র নহেন, বি
শেষত ঐ সকল কমিস্যনরেরাই গাড়ি
ঘোড়ার কর সংগ্রাহক হইয়াছেন, তাঁ
হারা গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা নির্ণয়ার্থ
আপনারদিগের আত্মীয় কুটুম্বাদিকে
নিযুক্ত করিয়াছেন, কমিস্যনরদিগের
ঐ সকল আত্মীয় কুটুম্বাদিরা নগরস্থ
লোকেরদের প্রতি কথিত প্রকার অ
ত্যাচার করিতেছে, অতএব আমরা প্রা
র্থনা করি গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের ক
র্ম্মের প্রতি নিরীক্ষণ করেন।

আর কত কাল কলিকাতার পো
লীস পোলীসপ্রহরিদিগের দোষ গোপ
ন করিয়া রাখিবেন, রক্ষক হইয়া যাহা
রা ভক্ষকের কর্ম্ম করে তাহারদিগের
অপরাধ কি গোপন থাকে, প্রধান মা
জিস্ত্রেট সাহেবের অভিপ্রায় ছিল তস্ক
রেরা চৌকীদারদিগকে দেখিতে পাই
বেক না, চৌকীদারেরা দূরে থাকিয়া
তস্করগণকে দমন করিয়া ধৃত করিতে
পারিবে এই কারণ চৌকাদারদিগকেকৃ
ষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জীভূত করিয়াছিলে
ন কিন্তু তাহারদিগের সেই পরিচ্ছদ এই
ক্ষণে ডাকাইতির অনুকূল হইয়াছে, অ
ন্ধকার চৌকীদারেরা অন্ধকার রাত্রিতে
অন্ধকারে মিলিয়া যায় লোকেরা তা
হারদিগকে চিনিতে পারেন না, রজনী
যোগে পথিকেরা রাজপথে গমনাগম
নে অন্ধকার চৌকীদারগণকে দেখিতে
পান না, চৌকীদারেরা স্বচ্ছন্দে পথিক
দিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করে, অনেক

চৌকীদারের এইরূপ দোষ সপ্রমাণ হ
ইয়াছে, বিশেষতঃ সম্প্রতি পোলীসের
তৃতীয় মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হিউম সাহে
বের সাক্ষাতে এক চোর চৌকীদার আ
সামিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, প
রে সপ্রমাণ হইল ঐ চৌকীদার এক জ
ন খালাসির জেব হইতে দুই টাকা অপ
হরণ করে, তাহাতে মেং হিউম তাহা
কে চারিমাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়া
ছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এ বিচারকে
সুবিচার বলিতে লজ্জা পাই, ঐ চৌকী
দার যাহা নিবারণের জন্য বেতনভোগি
ত্ব রূপে নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কুকর্ম্ম
আপনি করিয়াছে, এমত বিশ্বাসঘাতি
র প্রাণ দণ্ড করিলেও রাগ যায় না, য
দ্যপি তাহাও নিদারুণ বলিয়া না করুন
তথাচ তাহাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করি
লে উচিত দণ্ড হইত, এবং এই দৃষ্টান্তে
চৌকীদারেরা সকলে ভীত হইয়া
আর কেহ পথিকদিগের কটিদেশে
বস্ত্রে হস্ত দিত না, রক্ষাকার্য্যে নিযু
ক্ত হইয়া যাহারা ডাকাইতী করে তা
হারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলে নিগ্
হ স্থল আর কোথায়, আমরা জিজ্ঞাসা
করি চোর চৌকীদারদিগের প্রতি অনু
গ্রহ প্রকাশে ভাল হয় কি মন্দ হয়, সভ্য
দেশীয় লোকেরা প্রকাশিত রূপে বলি
তে পারিবেননা ইহাতে মন্দব্যতীত ভাল
হইতেপারে, এবং কলিকাতাময় যেমনজ
নরব হইয়াছে তদনুসারে জিজ্ঞাসা করি
তে পারি এই সাহসেতেই কি চৌকীদা
রেরা সারজন সহ একত্র হইয়া চাঁপাত
লায় ডাকাইতী করিতে গিয়াছিল, গৃহ
স্থের বাটীতে যাইয়া কুক্কুরকে গুলী
দ্বারা নষ্ট করণের সাহস কি অন্য লো
কের হইতে পারে, হা, প্রভু ভক্ত পশু
সৎকর্ম্ম করিয়াও প্রাণে মারা গেল, ই
হাতে কি পোলিস প্রহরিদিগের আশ্চ
র্য্য প্রভু ভক্তি প্রকাশ হয় নাই, পোলী
স সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং মেকান সাহেব য
দি মনে করেন তিনি প্রধান মাজিস্ত্রেট
পেটন সাহেবের মুখের পান হইয়াছেন
তবে কি ইহাও বলা যাইতে পারে না আ
মরাও গবর্ণরবাহাদুরের মুখেরচুরুট হই
য়াছি, চুরুটের অগ্নি দ্বারা কি বিচারস্থল
আলোকময় করা যায় না, চাঁপাতলা
র শেষ ডাকাইতির বিষয় কৌশলরূপ
জঞ্জাল চাপায় চাপা থাকিবেক না,
চাপায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, মেং মে
কান যেমন সন্ধান করিতেছেন আমরা

ও ততোধিক সন্ধানে আছি কিন্তু অদ্য
বিশেষ লিখিলাম না, পোলীসে কি বি
চার হয় তাহা দেখিয়া একেবারে গবর্ণ
র কৌন্সেলেতেই রিপোর্ট দিব।

এইক্ষণে আক্ষেপ করিয়া বলিতে
হইল সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ও অ
দ্যাপি সমাচার পত্রের মান বুঝিতে পা
রিলেন না, আপনারাই লিখিয়া থা
কেন স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্য এবিষয় প্র
কাশ করিতে পারিলাম না অতএব সমা
চার পত্রের স্থান অতি দুর্লভ ইহা সক
লেই স্বীকার করিবেন, তথাচ এতদ্দে
শীয় সম্পাদকেরা দুর্লভ স্থানকে সুলভমূ
ল্যে বিক্রয় করিতেছেন, পূর্ব্বে সমাচা
র পত্রের বিজ্ঞাপনের পঁক্তি মূল্য কথন
ও চুক্তি করা ছিল না, সমাচার দর্পণ,
সম্বাদ কৌমুদী প্রভৃতি প্রাচীন সমাচার
পত্রের বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তির মূল্য
চারিআনা সকলেই দিয়াছেন তৎপ
রে চন্দ্রিকাতেও এই নিয়মে বিজ্ঞাপন
প্রকাশ হইত, চন্দ্রিকার পূর্ব্ব সম্পাদক
৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা
শয় বরং মধ্যে২ বিজ্ঞাপন দিতেন চন্দ্রি
কাপত্রে কেহ কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ
করিলে প্রতি পংক্তির মূল্য চারিআনা
দিতে হইবেক, চন্দ্রিকার পূর্ব্ব সম্পাদ
ক এই নিয়মেতেই প্রায় বিজ্ঞাপনের মূ
ল্য গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব যথার্থ
কথা বলিতে বাধা নাই পূর্ণচন্দ্রোদয় প
ত্র হইয়া অবধি বাঙ্গালা সমাচার পত্রে
র উজ্জ্বল মুখে কজ্জল পড়িয়াছে, পূর্ণচ
ন্দ্রোদয় সম্পাদক বিবেচনা করিলেন অ
ল্প মূল্যে বিজ্ঞাপন লইলেই তাঁহার অ
ধিক লভ্য হইবে, অতএব চুক্তি করিয়া
একপয়সা পংক্তি মূল্যেতেও আপনারা
যাইয়া উপাসনা করিয়া বিজ্ঞাপন লই
তে আরম্ভ করিলেন এবং সেই দৃষ্টান্তে
চন্দ্রিকাসম্পাদক প্রভাকর সম্পাদক
ও অনুগামী হইলেন, পূর্ণচন্দ্রোদয় স
ম্পাদকের পরিশ্রম করিতে হয় না বা
ঙ্গালা সমাচারপত্রের উদ্গারেতেই পূ
র্ণচন্দ্র বাজিকরদিগের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়
প্রকাশ পায়, একপয়সা পংক্তির মূল্য
ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু পূর্ণচ
ন্দ্রোদয় সম্পাদক এই চতুরতাতেও গব
র্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনে বঞ্চিত আ
ছেন, যদি বলেন বাস্পীয় জাহাজের কু
দ্রং বিজ্ঞাপন পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশ হয়
তদুত্তর এই যে তাহা পূর্ণচন্দ্রোদয়ের

গুণে নহে, ষ্টিম আফিসের কর্ম্মচারি জ
নষ্টন সাহেব এতদ্দেশীয় ভাষার সমাচা
র পত্রের গুণাগুণ জানেন না এই কারণ
পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বাস্পীয় জাহাজের বি
জ্ঞাপন দেন, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক সর্ব্বা
গ্রে প্রতি পংক্তির মূল্য এক আনা তৎ
পরে দুই পয়সা চুক্তি করিয়া ল
ইয়া ছিলেন, সেই দৃষ্টে চন্দ্রিকা
সম্পাদক প্রভাকর সম্পাদকও তাহাই
লইতেছেন, যাঁহারদিগের কাগজের পং
ক্তির মূল্য নাই অর্থাৎ গ্রাহক অধিক
নাই, এবং যে অল্পলোকে কাগজ লই
য়া থাকেন তাঁহারাও মূল্য দেন না ঐ
সকল সম্পাদকেরা পংক্তির মূল্য দুই প
য়সা এক পয়সা লাভকেও যথেষ্ট লা
ভ জ্ঞান করিতে পারেন কিন্তু যাঁহারা
বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন তাঁহারদিগের
কি লাভ হইতেছে ইহাও বিবেচনা করি
তে হয়, যে কাগজ অধিক লোকের হ
স্তে যায় না সে কাগজের পংক্তির মূল্য
দুই পয়সা এক পয়সাও জলে নিক্ষেপ
করা হইতেছে, অতএব যাঁহারা বিজ্ঞাপ
ন দিবেন তাঁহারদিগের উচিত হয় কো
ন কাগজের কতগ্রাহক আছেন অগ্রে
তাহা বিবেচনা করেন।

নিয়োগ।

সুপ্রিম কোর্টের বর্ত্তমান রিসিবর
মাষ্টর মরিস ফিট জেরলড সেণ্ডিস সা
হেব ১৮৪৯ সালের ৭ আক্টানুসারে সু
প্রিম কোর্টের এডমিনিষ্ট্রেটর জেন
রলি কর্ম্মে এবং তত্রস্থ বর্ত্তমান একটিং
মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন সাহেব ত
ত্রাকার ইকুইটি, ইক্লিজিএষ্টিকল এবং
এডমিরেলটী সম্পর্কীয় রেজষ্টরি পদে
নিযুক্তহইয়াছেন, এতদুভয়মহাশয়কর্ম্ম
দক্ষতা, ধীরতা ও সচ্চরিত্রতা গুণে যেরূ
প প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহাতে ইহাঁর
দিগের পদোন্নতি সর্ব্বপ্রার্থনীয়, পর
মেশ্বর ইহাঁরদিগকে আরো অধিক উন্ন
ত করুন।

সমাচারপত্রে একঅমূলকসমাচার
প্রচার হইয়াছিল বর্দ্ধমান ব্যাঙ্ক নামে
এক ব্যাঙ্ক হইবে তাহার মূলধন এক
কোটি টাকা বর্দ্ধমানাধিরাজ দিবেন,
কিন্তু আমরা তৎকালেই অনুভবে লি
খিয়াছিলাম এবিষয় মূল শূন্য, বর্দ্ধমা
নাধীশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই কো
টি টাকা দিয়া ব্যাঙ্ক করেন, এবং এত

সময়ে ইহার হেতুবাদ ও অনেক লি
খিয়াছি এইক্ষণে আনন্দে পরিপূর্ণ হই
লাম মহারাজাধিরাজ রাজ শ্রীমহাতা
পচন্দ্র বাহাদুর আমারদিগের ঐ লেখা
তে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহার প্রমাণার্থ শ্রী
যুক্তের কর্ম্মকারক যে পত্র লিখিয়া
ছেন সর্ব্বসাধারণ লোকেরা ইহা দর্শন
করুন।

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহা
রাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুমত্যনুসা
রে আপনকাকে লিখিতেছি বর্দ্ধমানে
র নৃপতি বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে শহ
র কলিকাতা মোকামে এক অভিনব
ব্যাঙ্ক প্রকাশ হওনের যে এক অমূলক
সম্বাদ পরম্পরা রাষ্ট্র হইয়াছিল তাহা
অতি অন্যায় কহিতে হয়, কারণ যে
বিষয়ের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই তাহা বা
রম্বার শ্রবণীয় হইলে অবশ্যই চিত্তে মা
লিন্য হইবার সম্ভাবনা, এতদ্বিষয় সং
বাদ পত্রে প্রকটিত হইয়া সর্ব্বসাধারণ
কে যথার্থ জানাইবার কারণ আপনকা
কে না লেখাতেও আপনি শ্রীলশ্রীযুক্ত
হজুরের অভিপ্রায় মত এই জনরব সমু
দায় মিথ্যা ও অলীক জানিয়া ভাস্কর
পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা শ্রীল
শ্রীযুত হজুরের কর্ণগোচর করায় শ্রীল
শ্রীযুক্ত আপনকার প্রতি অন্যং বিষয়ে
যদ্রূপ সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট আছেন তদপে
ক্ষা অত্র বিষয়ে বিশেষ তুষ্ট হইলেন,
অতএব এই অনুগ্রহের স্মরণার্থ চিহ্ন সম
য়ানুসারে প্রেরণ হইবেক, এই পত্র অবি
কল আপনি ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করি
তে পারেন ইহাতে কোন বাধা নাই ই
হা নিবেদনমিতিসন ১২৫৬।৬ বৈশাখ।

শ্রীরামদাস মজুমদার।

বিবিধ সমাচার।

ঠিকা কেরাণীদিগের আবেদন গ্রা
হ্য হইয়াছে, তাঁহারা কর্ম্ম করণাক্ষম
কালে পেন্সিয়ন পাইবেন বিলাতীয় ক
র্ত্তা মহাশয়েরা এমত আদেশ প্রদান
করিয়াছেন, গত বুধবার বৈকালে উক্ত
সম্প্রদায়স্থ লোকেরা এক সভা আহ্বান
করিয়াছিলেন, স্থানাভাবে অদ্যতাহারবি
বরণলিখিতেপারিলামনা কিন্তুতাঁহারদি
গের এক কর্ম্মে আমরা অধিক সুখী হ
ইয়াছি অতএব এইস্থলে তাহাই প্রকা
শ করি, উক্ত সভায় ধার্য্য হয় তাঁহার
দিগের মধ্যে কয়েক জন এক কমিটি
ভুক্ত হইয়া আপনারদিগের সম্প্রদা ম

ধ্যে এক চাঁদা করিয়া ধন সংগ্রহ পূর্ব্ব
ক ধর্ম্মার্থ ডিষ্ট্রিক্ট চারিটাবল সোসৈ
টিতে প্রদান করিবেন।

আমরা সন্তোষ চিত্তে প্রকাশ করি
তেছি এতদ্রাজ্যের ব্যবস্থাপক সমাজের
পুনরুদ্দীপন হইল, শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেন
রলের সম্মতিক্রমে মান্যবর বেথুন ও
লোইস সাহেব ব্যবস্থাপক সমাজের অ
ধ্যক্ষ হইয়া কর্ম্ম সম্পাদানের ভার প্রাপ্ত
হইলেন, কিন্তু আনন্দ সময়ে নিরানন্দও
আমারদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, বি
লাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা এদেশের অ
বস্থা সংশোধনার্থ এই সমাজ সংস্থাপ
ন করেন, ইহার প্রথমাবধি অনেক বি
চক্ষণ ব্যক্তি সমাজাধ্যক্ষ হইয়াও কৃত
কার্য্য হইতে পারেন নাই, রাজকোষ হ
ইতে এজন্য ২০।২৫লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়া
গিয়াছে তাহাতে রাজা প্রজা কোন প
ক্ষেই লাভ হয় নাই, অধ্যক্ষ মহাশয়ে
রা যে সকল নিয়মের পাণ্ডুলিপী করি
য়া বিলাতের মহাসভার গোচরার্থ প্রে
রণ করেন তাহা তথায় এপর্য্যন্ত অবি
বেচিত রহিয়াছে অতএব আমরা শঙ্কা
করি যদি তদ্রূপ কর্ম্ম হয় তবে উক্ত
সমাজ সংস্থাপনে বা তদঙ্গরাগে কি ফ
লোদয় হইবে, এই ভাবনাই আমারদি
গের নিরানন্দের হেতু হইয়াছে, অতএ
ব নিবেদন করি ভারপ্রাপ্ত নবীন অধ্য
ক্ষ মহাশয়েরা এইক্ষণে দেশের হিতকর
নিয়মাবধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব কলঙ্ক মোচ
ন করুন, ইহাঁরা উভয়েই উপযুক্ত ও শ্রে
ষ্ঠ পাত্র, বিশেষত লোইস সাহেব এত
দ্দেশে অনেককাল অবস্থান করিয়া এ
বং নিম্নরাজকর্ম্মে প্রবর্ত্ত থাকিয়া ক্রমো
ন্নতি পাইয়া দেশের অবস্থাভিজ্ঞ হইয়া
ছেন, এবং বেথুন সাহেবও বহুদর্শিতা
গুণে তত্তুল্য, এমত ব্যক্তিদ্বয় হইতে য
দি আমারদিগের রাজ্য শাসনের সুবিধি
না হয় তবে এতদ্রাজ্যের দুর্ভাগ্য ভিন্ন
আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

কয়েক দিন পূর্ব্বের দিল্লী গেজেট প
ত্র পাঠে জানা গেল লাহোরীয়া মহারা
ণী রাজা সের সিংহকে এক পত্র লিখি
য়াছিলেন পথিমধ্যে ঐ পত্র ধৃত হয়,
সমাচার পত্রে তদনুবাদ প্রকাশ হইয়া
ছে, তাহাতে জানা যায় তিনি সেরসিং
হকে সংগ্রাম করিতে উপদেশ দিয়া ত
দ্ব্যয়ানুকূল্য হেতুক শিকারপুরে সঙ্গো
পনে রক্ষিত এক কোটি মুদ্রা উদ্ধার ক
রিয়া লইতে লেখেন কিন্তু আমরা ইহার
সত্যাসত্যতার প্রতি নির্ভর করিতেপা

রিলাম না, সত্য হইলে বলিতে হইবে
ক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সৌভাগ্যক্রমে এ
ই গোপনীয় ধন প্রকাশ পাইয়াছে, প
ঞ্জাব রাজ্য ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত হইয়া
ছে এইক্ষণে উক্ত রাজ্যে যাহা প্রকাশ
হইবে তাহা আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট
পাইবেন।

লাহোরীয়া রাজ্ঞী চুণার দুর্গে প্রেরি
তা হইয়াছেন ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশ ক
রিয়াছি কিন্তু আমারদিগের রাজপুরু
ষেরা এক প্রধান রাজমহিলার প্রতি
যে এমত কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন
অদ্যাপি ইহার নিগূঢ় হেতু প্রকাশ হয়
নাই, কোন২ ইংরাজী পত্রে এতদ্বিষয়ে
যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই যদি স
ত্য হয় তবে আমরা প্রবল পরাক্রান্ত
সভ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে নিষ্ঠু
রাচরণে দোষী বলিব, কেননা তাঁহা
র এই মাত্র দোষ ব্যক্ত হয় উক্ত রাজ্ঞা
ঙ্গনার এক দাসী রাণীর এক প্রহরির
সহিত প্রেমাসক্তা হইয়া পুরুষবেশে
পলায়নোদ্যোগ করিয়াছিল ইহাতেই
মেজর মেকগ্রিগর সন্দেহ করেন রাণীর
এক সামান্যা সহচরী যখন এমত সাহ
সিকা হইয়াছে তখন রাজ্ঞী ও এইরূপে
পলায়ন করিতে পারেন এই কারণ রা
ণীকে কঠিন স্থানে অবরুদ্ধা রাখি
য়াছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক অল্প
কাল গত হইল আমারদিগের গবর্ণমে
ণ্টের সৈন্যগণকে বশীভূত করিয়া জাল
প্রতাপচন্দ্র কলিকাতা নগরে এক উপ
দ্রবের উপায় করিতে ছিলেন, তাহা
তেই এক মোকদ্দমা হয়, এবং জাল
রাজা প্রতিভূ প্রদানে অশক্ত হইয়া কা
রাগারে রহিয়াছেন, জালের কপালে
যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে,
তাহাতে আমরা কোন আপত্তি ক
রিতে বাসনা করি না, পরন্তু এইক্ষণে সু
খী হইয়া লিখিতেছি গবর্ণমেণ্ট সতর্ক
তা পূর্ব্বক এক নিয়মাবধারণ করিয়াছে
ন সৈন্যগণকে যে কেহ কুমন্ত্রণা দিবে
মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা তাহাকে ১৪ বৎ
সর জন্য দ্বীপান্তর প্রেরণ বা দীর্ঘকাল
পর্য্যন্ত কারাভুক্ত করিতে পারিবেন।

কর্ণাট প্রদেশীয় নবাব তথাকার
অনেক মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া
ছেন তাহা পরিশোধ করেন না, এই বি
ষয় লইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অনেক আ
ন্দোলন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের অভি

প্রায় ছিল উত্তমর্ণগণের যথার্থ প্রাপ্য ধন প্রদান জন্য উক্ত নবাবের প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করেন কিন্তু বিলাতীয় ডাইরেক্টর্স মহাশয়েরা একবিষয়ে হস্তার্পণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে নিষেধ করিয়াছেন উক্ত নবাবের পূর্ব্বপুরুষের সহিত যে সন্ধি সংস্থাপন হয় তদনুরূপ ব্যবহার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট নবাবের এতাদৃশ বিষয়কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে পারেন না, যাহা হউক, আমরা বোধ করি বৃটিস রাজপুরুষেরা এবিষয়ে কোন অংশেই ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই, এই কারণ প্রতিজ্ঞার এত নিষ্ঠতা বিদিত করিলেন নচেৎ নবাবের প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন না, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় এতদ্বিষয়োপলক্ষে লেখেন হায়দ্রাবাদের নেজামের সহিত গবর্ণমেণ্ট যে সন্ধি নির্ব্বন্ধ করেন একরূপে তাহা প্রতিপালন হইতেছে না, ঐ সন্ধিপত্রে লিখিত আছে সমর সময়ে নেজাম গবর্ণমেণ্টকে ১৫০০০ সহস্র সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ না করিয়া শান্তি সংস্থাপিত কালে ও কণ্টিজেণ্ট সৈন্য প্রতিপালনার্থ নেজামের নিকট হইতে বার্ষিক ৩২ লক্ষ মুদ্রা লইতেছেন ইহা প্রদানে নেজামের অতিশয় কষ্ট হয় অতএব এক স্থলে যদি এইরূপে নিয়ম ভঙ্গ করা হইল তবে অন্য স্থলে বিশেষত যথায় অনেক প্রজা অকারণ হানিগ্রস্ত হয় তথায় যথার্থ বিচার করণের ভার গ্রহণ করিলে কি নিয়মাতিরিক্ত হয়, আমরা এস্থলে ফ্রেণ্ড মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি একবার যদি গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়া থাকেন তবে পুনঃ২ সেই অন্যায় ব্যবহার কি তিনি বিধেয় বোধ করেন।

ইংরাজীপত্রে লেখে ১ তারিখে শ্রীযুক্ত গবরণর জেনরল বাহাদুর ফিরোজপুরে এক দরবার করিয়া পরদিনে শিমলা শিখরাঞ্চলে গিয়াছেন।

বোম্বাই জেণ্টেলমেন গেজেট পত্র পাঠে অবগতি হইল, গুজর সিংহ নামা এক ব্যক্তি আমারদিগের রাজপুরুষগণের বিচারে এগন্ সাহেবের হত্যাকারী প্রমাণ হইবাতে মুলতান নগরে তাহার ফাঁসী হয়, তৎকালে ঐ ফাঁসি কাষ্ঠের নিকট এক কোম্পানি রাইফেল বন্দুক ধারি সৈন্য সমরসাজে প্রস্তুত ছিল, এবং মেজর এডওয়ার্ড ইহার কর্ত্তৃত্ব করেন, ইংরাজী পত্রে লেখে এই হত্যাকারির বিচারোপলক্ষে মূলরাজ এগন্ সাহেবের হত্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন ইহা সপ্রমাণ হয়, কিন্তু এস্থলে আমারদিগের এই বক্তব্য অপরাধস্থ ও রাজকোপে পতিত ব্যক্তির বিপক্ষে সামান্য সাক্ষিগণের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না, বিশেষত এক ব্যক্তির দোষ গুণ বিবেচনা কালে অপরের বিচার সূক্ষ্ম রূপ হইতে পারে না ইহাও বিবেচ্য হয়, মূলরাজকে নিরুত্তর করিয়া তাঁহার দোষ সপ্রমাণ করিলে প্রকৃত বিচার হইত তদভাবে আমরা সুখী হইতে পারি না, তবে মূলরাজের প্রাণদণ্ড করিয়া পঞ্জাব রাজ্যবাসি লোকেরদের ভয় প্রদর্শন কারণ যদি এতদ্ভিপ্রায় হইয়া থাকে তথাপি আমরা ন্যায়বিচার বলিতে পারি না, ফলে সের সিংহ প্রভৃতি যদি নিস্তার পান তবে মূলরাজও অব্যাহতি যোগ্য হইবেন, কিন্তু ইহাতে এমত আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে সেরসিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহি শীক সরদারগণকে প্রাণের আশ্বাস দিয়া নিরস্ত্র করা হইয়াছে, মূলরাজের সহিত কোন নিয়মাবধারণ হয় নাই একথা যথার্থ বটে, কিন্তু উভয় পক্ষের দোষ তুল্য, বরং বিশ্বাসঘাতী ও কপট বন্ধু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রু ভাল, বিশেষত বীরত্বগুণে মূলরাজ প্রতিপন্ন হইয়া সভ্য জাতির প্রশংসা লভ্য করিয়াছেন এবিধায় আমরা তাঁহার প্রাণদানের জন্য রাজপুরুষগণকে পুনঃ২ অনুরোধ করিতেছি।

দক্ষিণ হায়দ্রাবাদের সমাচারে ব্যক্ত হয় তত্রস্থ নবীন রাজ সচিব সুনিয়ম পূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিতেছেন, তিনি বক্রী রাজস্ব সংগ্রহ এবং বর্ত্তমান ব্যয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন তাঁহার সূক্ষ্মানুসন্ধানে প্রচার হইয়াছে অনেকে পূর্ব্ব মন্ত্রিগণের নামের মোহর জাল করিয়া নেজামের নিকট পাওনা করে অতএব এইরূপ নানা কারণে সরকারের বহুল ঋণ হয় তত্তাবতের যথার্থ হিসাব প্রস্তুত করণাদেশ করিয়াছেন, এবং এই জাল সাজদিগের গুরুদণ্ড ও করিবেন, ফলে নবীন মন্ত্রির সুনিয়ম মতে কিয়ৎকাল রাজকীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইলেই নেজাম বাহাদুর ঋণী হইতে পারিবেন এমত সম্ভাবনা হইয়াছে, এক প্রধান রাজ্যের সদবস্থা শ্রবণে আমরা পুলকিত হইলাম, এবং প্রার্থনা করি তাহাই হউক।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট দ্বারা জানা যায় শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল পঞ্জাবীয় যুদ্ধ জয়ার্থ এতৎসমর হইতে আগত প্রত্যেক যোদ্ধাকে এক২ মেডল প্রদান করিবেন। এবং লার্ড বিসাপ সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন এই জয় জন্য যে মাসের প্রথম রবিবারে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গিরিজা মধ্যে পরমেশ্বরের ভজনা করা হয়।

মফঃস্বল লাইট পত্রে লেখে ছত্রসিংহ ও সেরসিংহ আপনার দিগের পূর্ব্বাবাসে অবস্থানানুমতি পাইয়াছেন।

জেনরল স্যার ডডনি হিল সাহেব লাহোরীয় বিটিস সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন, এবং জেনরল গিলবর্ট সরহিন্দ ডিবিজনে আসিবেন।

৯ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত গবরণর জেনরলের সিবির লুধিয়ানাতে উপস্থিত হইতে পারে।

জেনরল হুইস ফিরোজপুরে আগত হইয়াছেন, এতন্নগরে ত্বরায় উপস্থিত হইবেন।

মেজর মেকগ্রিগর পঞ্জাব রাজ্যে কর্ম্ম পাইতে পারেন।

সরদার নারায়ণ সিংহ যিনি দোয়াব রাজ্যে বিশেষ উপদ্রব করেন ইংরাজী পত্রে লেখে তিনি ফাঁসী দ্বারা বিনষ্ট হইবেন।

মহারাজা দলিপ সিংহের তত্ত্বাবধারক ডাক্তর লজিন সাহেব মাসিক ১২০০ মুদ্রা বেতন পাইবেন।

শীকেরদের নিকট প্রাপ্ত জয়লব্ধ তোপের অধিকাংশ ৭ তারিখে ফিরোজপুরে নীত হইয়াছে, সেরসিংহের প্রদত্ত কামান সকল ত্বরায় আসিবেক।

বেনারস রিকর্ডর সম্পাদক লেখেন লাহোরীয় মহারাণী নেপালে পলায়ন করিবার উদ্যোগে ডাক বসাইয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ হইবাতে মেজর মেকগ্রিগর সাহেব তাঁহাকে চুণার দুর্গে প্রেরণ করেন, কিন্তু আমরা এতদ্বার্ত্তার প্রতি বিশেষ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

ভ্রম শোধন।

গত ভাস্করে প্রকাশিত "গবরমেণ্ট আদালত,, শিরোনামা বিশিষ্ট নারায়ণপুরের লবণ গোলার ডাকাইতী বিচার সমাচার মধ্যে "সেসন জজ টরেন্স সাহেব,, পরিবর্ত্তে "এডিসনাল সেসন জজ বেটল সাহেব,, হইবেক।

অবগতি হইল উক্ত ডাকাইতি সম্বন্ধীয় দোষি গণের কিয়দংশ যাবজ্জীবন জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরণ এবং কিয়দংশ ১৪ বৎসর জন্য শৃঙ্খল বদ্ধ পরিশ্রম যুক্ত কারাবাসানুজ্ঞা পাইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে।

ভাঙ্গড় ও চালতা বেড়িয়ার খালের জমী পারঘাট ও জলকর এবং বালিয়া ঘাটার ফিসরি, অর্থাৎ সরকারি ডকের উদ্বৃত্ত জমীর জলকরের ইজারার মেয়াদ বর্ত্তমান মাসের ৩০ তারিখে গত হইবেক, যে কেহ নূতন পাট্টা ১ এক সন মেয়াদে উপরি উক্ত মহাল সমুদায় ইজারা লওনের অভিলাষ রাখেন তাঁহারা বর্ত্তমান মাসের ২৭ তারিখে শুক্রবার প্রাতে দশ ঘণ্টার সময়ে মোকাম কেনাল কাছারীতে উপস্থিত হইলে পাইতে পারিবেন ইতি সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ১৮ এপ্রেল।

জমার তফসীল।

ভাঙ্গড় দিগরের খাজনা মাসে ১৯ উনিশ টাকা।

বেলিয়া ঘাটা ফিসরি অর্থাৎ ডকের উদ্বৃত্ত জমীর জলকর ২৫ পঁচিশ টাকা।

(F. A. LUSHINGTON.
Offg. Exe. Officer Canals.

Calcutta.
Canal Office.
The 18th apl. 1849.

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাম্বগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্‌ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসম্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২১ এপ্রেল। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজ ব্দাঃ ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১০ বৈশাখ শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র [illegible] কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্ম উপস্থিত আছে।

এই কর্ম্মের বেতন ২৫ পঁচিশ টাকা কিন্তু ৮০০ টাকা আমানৎ করিতে হইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

রিসিবরের বিজ্ঞাপন।

জমীদারীদিগর ইজারা।
জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী বাদী।
কৃষ্ণকিশোর বিয়োগী প্রভৃতি প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ এপ্রেল সোমবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুক্ত মারিস ফিট জেরোল্ড সেগুস সাহেব তাঁহার আফিস উপরি উক্ত বাদি জয়চন্দ্র পাল চৌধুরির নীচের লিখিত জমীদারী দিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লইতে ইচ্ছুক হয়েন তাঁহারা ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালক পরগণে দাঁতীয়া কোঁসনপুর বাগমারা, মাগুরঘনা, মুড়াগাছা, রকম ।০ চারিয়ানা।

সহর কলিকাতা সুতালুটীর শামিল এককেতা জমী অনুমান ॥ ১ ॥ সাড়ে এগারো কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমবদ্ধ, বিশেষতঃ উত্তরদিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা, দক্ষিণদিগে মৃত জয়রাম ঘোষের জায়গা, পূর্ব্বদিগে মৃত গোকুল চন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা, এবং পশ্চিমদিগে কোম্পানির রাস্তা, রকম আটআনা ১ আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা রিসিবর আফিস।
কোর্টহৌস তারিখ
১২ এপ্রেল। ১৮৪৯ সাল।

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সলে ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎলিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতি পত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ আইন।

• কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতক২ অংশি ও মহাজনেরদের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৪ ধারা। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের পূর্ব্বের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন অংশির নামে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেই টাকা দেওনের পূর্ব্বে সেই অংশির বিরুদ্ধে কোন "সৈরি ফাসিয়স,, নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে অথবা যে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশ করিয়া ব্যক্তি যদি তাহা চালাইতে চাহেন তবে তৎপরে সেই নালিশ চালাওনের এবং নির্ব্বাহ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি।

৫ ধারা। এই আইন জারী হওনের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি বকিংহং সাহেব ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেমস হম্ফ্রে সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত চার্লস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌট সাহেব ও শ্রীযুত তামস সেডন কেলসল সাহেবের তাহাতে সহী করা ধার্য্য হওয়া টাকার উক্ত তফসীলের এক নকল বাঙ্গালা দেশের

কোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডরাখদিয়া সাহেবের জিরিস্তার দোয়ারাতে দাখিল হইবেক ও লেখা যাইবেক এবং একপে দাখিলহওয়া তকসীল এই আইনের এবং উক্ত বন্দোবস্তপত্রের উল্লেখিত তকসীল জ্ঞান হইবেক এবং এই আইনের যথার্থ অভিপ্রায় ও অর্থের অনুসারে তাহার মধ্যেরলিখিত ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে ধার্য্য হওয়া মান। টাকার সংখ্যার সর্ব্বতোভাবে সাক্ষ্য স্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবে।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা নগরে কি অরাজকতা উপস্থিত হইল, গবর্ণমেণ্ট কি নগর নিবাসিগণকে নগরে থাকিতে দিবেন না, নগরশোভাকারি কমিস্যনরদিগের উৎপাতে নগরবাসিরা অস্থির হইয়াছেন, যাহারা নদ্দমায় মজুর থাটায় তাহারা বেতন পায়, এবং মজুরেরাও বিনা বেতনে কর্ম্ম করে না, তথাপি যাঁহারদিগের বাটীর নিকটস্থ নদ্দমায় মজুর লাগে তাঁহারদিগের স্থানে ঐ সকল লোকেরা ঘুস চায়, তাহা না দিলে রাগারাগী করিয়া প্রজাগণের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করে, এইএক ঘোরতর উৎপাত, ইহার উপর কমিস্যনরদিগের প্রেরিত আমীনগণ যাহারা গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা লিখিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা প্রজাসকলকে আরো ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, লোকেরদের আস্তবালের কপাট খুলিয়া হড়২ শব্দে গাড়ি রাস্তায় বাহির করিয়া ফেলে, এবং এক ঘোড়ার গাড়ির কোম্পাস দেখিয়াও বলে এ যুড়ী গাড়ি, ইহার বোম কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, এই ছল করিয়া আস্তাবালে যাইয়া সহিশাদির বস্ত্রাদি টানাটানি করে, গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কেহ বিবাদ করিতে পারে না কিন্তু সহিশাদির এমত ক্রোধ হয় কমিস্যনরদিগের প্রেরিত নীচ লোকদিগের মস্তক দ্বিধা করে, প্রজাপক্ষীয় কমিস্যনরি কার্য্যে যে কয়েকজন শিশু নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহারদিগের বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় অপ্রকাশ নাই, টাক্স দপ্তরখানার বহী বাহির করিয়া বাটীর সংখ্যা অর্থাৎ নম্বর দেখিয়া বাড়ী২ বেড়াইয়া যাঁহারা টিকীট লইয়াছেন তাঁহারা কেমন উত্তম লোক তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, প্রজাপক্ষীয় কমিস্যনরদিগের মধ্যে কি কোন বিজ্ঞতম তদুসন্তান আছেন, কোন অজ্ঞকে সিংহাসনে বসাইলে কি সে রাজত্ব করিতে পারে, রাজপুত্র দলিপ সিংহ রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন না, এই কথা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এক স্বাধীন রাজকুমারকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, আর যাঁহারা কলিকাতানগরীয় মান্যলোকদিগের আসনের নিকটেও যাইতে পারেন না তাঁহারদিগকে এই মহানগরের কমিস্যনরি কার্য্য দিলেন, গবর্ণমেণ্টের এবিবেচনা বড় সুবিবেচনা হইয়াছে, সামান্য লোকের উচ্চ পদ হইলে তাহার অভিমানের লাঙ্গুল স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইতে চায়, কিন্তু সেঅভিমানপরে থাকে না, এইখানেই অপবর্গে যায়, আমারদিগের কমিস্যনরেরা কেবল অভিমান করেন উচ্চপদস্থ হইয়াছেন কিন্তু কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে তাঁহারা উক্ত পদের উপযুক্ত পাত্র নহেন, বিশেষত ঐ সকল কমিস্যনরেরাই গাড়ি ঘোড়ার কর সংগ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহারা গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা নির্ণয়ার্থ আপনারদিগের আত্মীয় কুটুম্বাদিকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কমিস্যনরদিগের ঐ সকল আত্মীয় কুটুম্বাদিরা নগরস্থ লোকেরদের প্রতি কথিত প্রকার অত্যাচার করিতেছে, অতএব আমরা প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের কর্ম্মের প্রতি নিরীক্ষণ করেন।

আর কত কাল কলিকাতার পোলীস পোলীসপ্রহরিদিগের দোষ গোপন করিয়া রাখিবেন, রক্ষক হইয়া যাহারা ভক্ষকের কর্ম্ম করে তাহারদিগের অপরাধ কি গোপন থাকে, প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেবের অভিপ্রায় ছিল তস্করেরা চৌকীদারদিগকে দেখিতে পাইবেক না, চৌকীদারেরা দূরে থাকিয়া তস্করগণকে দমন করিয়া ধৃত করিতে পারিবে এই কারণ চৌকীদারদিগকে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জীভূত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারদিগের সেই পরিচ্ছদ এইক্ষণে ডাকাইতির অনুকূল হইয়াছে, অন্ধকার চৌকীদারেরা অন্ধকার রাত্রিতে অন্ধকারে মিলিয়া যায় লোকেরা তাহারদিগকে চিনিতে পারেন না, রজনী যোগে পথিকেরা রাজপথে গমনাগমনে অন্ধকার চৌকীদারগণকে দেখিতে পান না, চৌকীদারেরা স্বচ্ছন্দে পথিকদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করে, অনেক চৌকীদারের এইরূপ দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, বিশেষতঃ সম্প্রতি পোলীসের তৃতীয় মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হিউম সাহেবের সাক্ষাতে এক চোর চৌকীদার আসামিরূপে হওয়ায়দাম হইয়াছিল, পরে সপ্রমাণ হইল ঐ চৌকীদার এক জন খালাসির জেব হইতে দুই টাকা অপহরণ করে, তাহাতে মেং হিউম তাহাকে চারিমাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এ বিচারকে সবিচার বলিতে লজ্জা পাই, ঐ চৌকীদার যাহা নিবারণের জন্য বেতনভোগিস্বরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কুকর্ম্ম আপনি করিয়াছে, এমত বিশ্বাসঘাতির প্রাণ দণ্ড করিলেও রাগ যায় না, যদ্যপি তাহাও নিদারুণ বলিয়া না করুন তথাচ তাহাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিলে উচিত দণ্ড হইত, এবং এই দৃষ্টান্তে চৌকীদারেরা সকলে ভীত হইয়া আর কেহ পথিকদিগের কটিদেশে বস্ত্রে হস্ত দিত না, রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাহারা ডাকাইতী করে তাহারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলে নিগ্রহ স্থল আর কোথায়, আমরা জিজ্ঞাসা করি চোর চৌকীদারদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে ভাল হয় কি মন্দ হয়, সভ্য দেশীয় লোকেরা প্রকাশিত রূপে বলিতে পারিবেননা ইহাতে মন্দব্যতীত ভাল হইতেপারে, এবং কলিকাতায়যেমনজনরব হইয়াছে তদনুসারে জিজ্ঞাসা করিতে পারি এই সাহসেতেই কি চৌকীদারেরা সারজন সহ একত্র হইয়া চাঁপাতলায় ডাকাইতী করিতে গিয়াছিল, গৃহস্থের বাটীতে যাইয়া কুক্কুরকে গুলী দ্বারা নষ্ট করণের সাহস কি অন্য লোকের হইতে পারে, হা, প্রভু ভক্ত পশু সৎকর্ম্ম করিয়াও প্রাণে মারা গেল, ইহাতে কি পোলিস প্রহরিদিগের আশ্চর্য্য প্রভু ভক্তি প্রকাশ হয় নাই, পোলীস সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেং মেকান সাহেব যদি মনে করেন তিনি প্রধান মাজিস্ত্রেট পেটন সাহেবের মুখের পান হইয়াছেন তবে কি ইহাও বলা যাইতে পারে না আমরাও গবর্ণরবাহাদুরের মুখেরচরুট হইয়াছি, চুরুটের অগ্নি দ্বারা কি বিচারস্থল আলোকময় করা যায় না, চাঁপাতলার শেষ ডাকাইতির বিষয় কৌশলরূপ জঞ্জাল চাপায় চাপা থাকিবেক না, ছাপায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, মেং মেকান যেমন সন্ধান করিতেছেন আমরাও ততোধিক সন্ধানে আছি কিন্তু অদ্য বিশেষ লিখিলাম না, পোলীসে কি বিচার হয় তাহা দেখিয়া একেবারে গবর্ণর কৌন্সেলেতেই রিপোর্ট দিব।

এইক্ষণে আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইল সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ও অদ্যাপি সমাচার পত্রের মান বুঝিতে পারিলেন না, আপনারাই লিখিয়া থাকেন স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্য এবিষয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না অতএব সমাচার পত্রের স্থান অতি দুর্লভ ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, তথাচ এতদ্দেশীয় সম্পাদকেরা দুর্লভ স্থানকে সুলভমূল্যে বিক্রয় করিতেছেন, পূর্ব্বে সমাচার পত্রের বিজ্ঞাপনের পংক্তি মূল্য কথন ও চুক্তি করা ছিল না, সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী প্রভৃতি প্রাচীন সমাচার পত্রের বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তির মূল্য চারিআনা সকলেই দিয়াছেন তৎপরে চন্দ্রিকাতেও এই নিয়মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইত, চন্দ্রিকার পূর্ব্ব সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরং মধ্যে২ বিজ্ঞাপন দিতেন চন্দ্রিকাপত্রে কেহ কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে প্রতি পংক্তির মূল্য চারিআনা দিতে হইবেক, চন্দ্রিকার পূর্ব্ব সম্পাদক এই নিয়মেতেই প্রায় বিজ্ঞাপনের মূল্য গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব যথার্থ কথা বলিতে বাধা নাই পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র হইয়া অবধি বাঙ্গালা সমাচার পত্রের উজ্জ্বল মুখে কজ্জল পড়িয়াছে, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক বিবেচনা করিলেন অল্প মূল্যে বিজ্ঞাপন লইলেই তাঁহার অধিক লভ্য হইবে, অতএব চুক্তি করিয়া একপয়সা পংক্তি মূল্যেতেও আপনারা যাইয়া উপাসনা করিয়া বিজ্ঞাপন লইতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই দৃষ্টান্তে চন্দ্রিকা সম্পাদক প্রভাকর সম্পাদক ও অনুগামী হইলেন, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকের গরিমার করিতে হয় না বাঙ্গালা সমাচারপত্রের উদ্ধারেতেই পূর্ণচন্দ্র বাজিকরদিগের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পায়, একপয়সা পংক্তির মূল্য ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক এই চতুরতাতেও গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনে বঞ্চিত আছেন, যদি বলেন বাষ্পীয় জাহাজের দুই২ বিজ্ঞাপন পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশ হয় তদুত্তর এই যে তাহা পূর্ণচন্দ্রোদয়ের দানে নহে, তিন আফিসের কর্ম্মচারি জ[...]উন সাহেব এতদ্দেশীয় ভাষার সমাচার পত্রের গুণাগুণ জানেন না এই কারণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন দেন, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক সর্ব্বত্র প্রতি পংক্তির মূল্য এক আনা তৎপরে দুই পয়সা চুক্তি করিয়া লয়া ছিলেন, সেই দৃষ্টে চন্দ্রিকা সম্পাদক প্রভাকর সম্পাদকও তাহাই লইতেছেন, যাঁহারদিগের কাগজের পংক্তির মূল্য নাই অর্থাৎ গ্রাহক অধিক নাই, এবং যে অল্পলোকে কাগজ লই[য়া] থাকেন তাঁহারাও মূল্য দেন না ঐ সকল সম্পাদকেরা পংক্তির মূল্য দুই পয়সা এক পয়সা লাভকেও যথেষ্ট লাভ জ্ঞান করিতে পারেন কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন তাঁহারদিগের কি লাভ হইতেছে ইহাও বিবেচনা করিতে হয়, যে কাগজ অধিক লোকের হস্তে যায় না সে কাগজের পংক্তির মূল্য দুই পয়সা এক পয়সাও জলে নিক্ষেপ করা হইতেছে, অতএব যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন তাঁহারদিগের উচিত হয় কোন কাগজের কতগ্রাহক আছেন অগ্রে তাহা বিবেচনা করেন।

নিয়োগ।

সুপ্রিম কোর্টের বর্ত্তমান রিসিবর [ম]াষ্টর মরিস কিট জেরল্ড সেণ্ডিস সাহেব ১৮৪৯ সালের ৭ আক্টানুসারে সুপ্রিম কোর্টের এডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলি কর্ম্মে এবং তত্রস্থ বর্ত্তমান একাটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন সাহেব তাকার ইকুইটি, ইক্লিজিএষ্টিকল এবং এডমিরেলটী সম্পর্কীয় রেজেষ্টরি পদে নিযুক্তহইয়াছেন, এতদুভয়মহাশয়কর্ম্মদক্ষতা, ধীরতা ও সচ্চরিত্রতা গুণে যেরূপ প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহাতে ইহাঁরদিগের পদোন্নতি সর্ব্বপ্রার্থনীয়, পরমেশ্বর ইহাঁরদিগকে আরো অধিক উন্নত করুন।

সমাচারপত্রে একঅমূলক সমাচার প্রচার হইয়াছিল বর্দ্ধমান ব্যাঙ্ক নামে এক ব্যাঙ্ক হইবে তাহার মূলধন এক কোটি টাকা বর্দ্ধমানাধিরাজ দিবেন, কিন্তু আমরা তৎকালেই অনুভবে লিখিয়াছিলাম এবিষয় মূল শূন্য, বর্দ্ধমানাধীশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই কোটি টাকা দিয়া ব্যাঙ্ক করেন, এবং তৎসময়ে ইহার হেতুবাদ ও অনেক লিখিয়াছি এইক্ষণে আনন্দে পরিপূর্ণ হইলাম মহারাজাধিরাজ রাজ শ্রীমহাতাপচন্দ্র বাহাদুর আমারদিগের ঐ লেখাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহার প্রমাণার্থ শ্রীযুক্তের কর্ম্মকারক যে পত্র লিখিয়াছেন সর্ব্বসাধারণ লোকেরা ইহা দর্শন করুন।

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে আপনকাকে লিখিতেছি বর্দ্ধমানের নৃপতি বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে শহর কলিকাতা মোকামে এক অভিনব ব্যাঙ্ক প্রকাশ হওনের যে এক অমূলক সম্বাদ পরম্পরা রাষ্ট্র হইয়াছিল তাহা অতি অন্যায় কহিতে হয়, কারণ যে বিষয়ের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই তাহা বারম্বার শ্রবণীয় হইলে অবশ্যই চিত্তে মালিন্য হইবার সম্ভাবনা, এতদ্বিষয় সংবাদ পত্রে প্রকটিত হইয়া সর্ব্বসাধারণকে যথার্থ জানাইবার কারণ আপনকাকে না লেখাতেও আপনি শ্রীলশ্রীযুক্ত হজুরের অভিপ্রায় মত এই জনরব সমুদায় মিথ্যা ও অলীক জানিয়া ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা শ্রীলশ্রীযুত হজুরের কর্ণগোচর করায় শ্রীলশ্রীযুক্ত আপনকার প্রতি অন্য২ বিষয়ে যদ্রূপ সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট আছেন তদপেক্ষা অত্র বিষয়ে বিশেষ তুষ্ট হইলেন. অতএব এই অনুগ্রহের স্মরণার্থ চিহ্ন সময়ানুসারে প্রেরণ হইবেক, এই পত্র অবিকল আপনি ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করিতে পারেন ইহাতে কোন বাধা নাই ইহা নিবেদনমিতিসন ১২৫৬।৬ বৈশাখ।

শ্রীরামদাস মজুমদার।

বিবিধ সমাচার।

ঠিকা কেরাণীদিগের আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা কর্ম্ম করণাক্ষম কালে পেন্সিয়ন পাইবেন বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা এমত আদেশ প্রদান করিয়াছেন, গত বুধবার বৈকালে উক্ত সম্প্রদায়স্থ লোকেরা এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, স্থানাভাবে অদ্যতাহারবিবরণলিখিতেপারিলামনা কিন্তুতাঁহারদিগের এক কর্ম্মে আমরা অধিক সুখী হইয়াছি অতএব এইস্থলে তাহাই প্রকাশ করি, উক্ত সভায় ধার্য্য হয় তাঁহারদিগের মধ্যে কয়েক জন এক কমিটি ভুক্ত হইয়া আপনারদিগের সম্প্রদায় মধ্যে এক চাঁদা করিয়া ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ দিস্ত্রিক্ট চারিটাবল সোসৈটিতে প্রদান করিবেন।

আমরা সন্তোষ চিত্তে প্রকাশ করিতেছি এতদ্রাজ্যের ব্যবস্থাপক সমাজের পুনরুদ্দীপন হইল, শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরলের সম্মতিক্রমে মান্যবর বেথূন ও লোইস সাহেব ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ হইয়া কর্ম্ম সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু আনন্দ সময়ে নিরানন্দও আমারদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা এদেশের অবস্থা সংশোধনার্থ এই সমাজ সংস্থাপন করেন, ইহার প্রথমাবধি অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি সমাজাধ্যক্ষ হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, রাজকোষ হইতে এজন্য ২০।২৫লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছে তাহাতে রাজা প্রজা কোন পক্ষেই লাভ হয় নাই, অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে সকল নিয়মের পাণ্ডুলিপী করিয়া বিলাতের মহাসভার গোচরার্থ প্রেরণ করেন তাহা তথায় এপর্য্যন্ত অবিবেচিত রহিয়াছে অতএব আমরা শঙ্কা করি যদি তদ্রূপ কর্ম্ম হয় তবে উক্ত সমাজ সংস্থাপনে বা তদঙ্গরাগে কি ফলোদয় হইবে, এই ভাবনাই আমারদিগের নিরানন্দের হেতু হইয়াছে, অতএব নিবেদন করি ভারপ্রাপ্ত নবীন অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এইক্ষণে দেশের হিতকর নিয়মাবধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব কলঙ্ক মোচন করুন, ইহাঁরা উভয়ই উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ পাত্র, বিশেষত লোইস সাহেব এতদ্দেশে অনেককাল অবস্থান করিয়া এবং নিম্নরাজকর্ম্মে প্রবর্ত্ত থাকিয়া ক্রমোন্নতি পাইয়া দেশের অবস্থাভিজ্ঞ হইয়াছেন, এবং বেথূন সাহেবও বহুদর্শিতা গুণে তত্তুল্য, এমত ব্যক্তিদ্বয় হইতে যদি আমারদিগের রাজ্য শাসনের সবিধি না হয় তবে এতদ্রাজ্যের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

কয়েক দিন পূর্ব্বের দিল্লী গেজেট পত্র পাঠে জানা গেল লাহোরীয়া মহারাণী রাজা সের সিংহকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন পথিমধ্যে ঐ পত্র ধৃত হয়. সমাচার পত্রে তদনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় তিনি সেরসিংহকে সংগ্রাম করিতে উপদেশ দিয়া তদ্ব্যয়ানুকূল্য হেতুক শিকারপুরে সঙ্গোপনে রক্ষিত এক কোটি মুদ্রা উদ্ধার করিয়া লইতে লেখেন কিন্তু আমরা ইহার সত্যাসত্যতার প্রতি নির্ভর করিতেপারিলাম না, সত্য হইলে বলিতে হইবেক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সৌভাগ্যক্রমে এই গোপনীয় ধন প্রকাশ পাইয়াছে, পঞ্জাব রাজ্য ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত হইয়াছে এইক্ষণে উক্ত রাজ্যে যাহা প্রকাশ হইবে তাহা আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট পাইবেন।

লাহোরীয়া রাজ্ঞী চুণার দুর্গে প্রেরিতা হইয়াছেন ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু আমারদিগের রাজপুরুষেরা এক প্রধান রাজমহিলার প্রতি যে এমত কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন অদ্যাপি ইহার নিগূঢ় হেতু প্রকাশ হয় নাই, কোন২ ইংরাজী পত্রে এতদ্বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই যদি সত্য হয় তবে আমরা প্রবল পরাক্রান্ত সভ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে নিষ্ঠুরাচরণে দোষী বলিব, কেননা তাঁহার এই মাত্র দোষ ব্যক্ত হয় উক্ত রাজ্ঞীর এক দাসী রাণীর এক প্রহরির সহিত প্রেমাশক্তা হইয়া পুরুষবেশে পলায়নোদ্যোগ করিয়াছিল ইহাতেই মেজর মেকগ্রিগর সন্দেহ করেন রাণীর এক সামান্যা সহচরী যখন এমত সাহসিকা হইয়াছে তখন রাজ্ঞী ও এইরূপে পলায়ন করিতে পারেন এই কারণ রাণীকে কঠিন স্থানে অবরুদ্ধা রাখিয়াছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক অল্পকাল গত হইল আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণকে বশীভূত করিয়া জাল প্রতাপচন্দ্র কলিকাতা নগরে এক উপদ্রবের উপায় করিতে ছিলেন, তাহাতেই এক মোকদ্দমা হয়, এবং জাল রাজা প্রতিভূ প্রদানে অশক্ত হইয়া কারাগারে রহিয়াছেন. জালের কপালে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, তাহাতে আমরা কোন আপত্তি করিতে বাসনা করি না, পরন্তু এইক্ষণে সুখী হইয়া লিখিতেছি গবর্ণমেণ্ট সতর্কতা পূর্ব্বক এক নিয়মাবধারণ করিয়াছেন সৈন্যগণকে যে কেহ কুমন্ত্রণা দিবে মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা তাহাকে ১৪ বৎসর জন্য দ্বীপান্তর প্রেরণ বা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কারাভুক্ত করিতে পারিবেন।

কর্ণাট প্রদেশীয় নবাব তথাকার অনেক মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা পরিশোধ করেন না, এই বিষয় লইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অনেক আন্দোলন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের অভি

প্রায় ছিল উত্তমর্ণগণের যথার্থ প্রাপ্য ধন প্রদান জন্য উক্ত নবাবের প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করেন কিন্তু বিলাতীয় ডাইরেক্তর্স মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে নিষেধ করিয়াছেন উক্ত নবাবের পূর্ব্বপুরুষের সহিত যে সন্ধি সংস্থাপন হয় তদনুরূপ ব্যবহার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট নবাবের এতাদৃশ বিষয়কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে পারেন না, যাহা হউক, আমরা বোধ করি বৃটিস রাজপুরুষেরা এবিষয়ে কোন অংশেই ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই, এই কারণ প্রতিজ্ঞার এত নিষ্ঠতা বিদিত করিলেন নচেৎ নবাবের প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন না, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় এতদ্বিষয়োপলক্ষে লেখেন হায়দ্রাবাদের নেজামের সহিত গবর্ণমেণ্ট যে সন্ধি নির্ব্বন্ধ করেন একপে তাহা প্রতিপালন হইতেছে না, ঐ সন্ধিপত্রে লিখিত আছে সময় সময়ে নেজাম গবর্ণমেণ্টকে ১৫০০০ সহস্র সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ না করিয়া শান্তি সংস্থাপিত কালে ও কণ্টিজেণ্ট সৈন্য প্রতিপালনার্থ নেজামের নিকট হইতে বার্ষিক ৩২ লক্ষ মুদ্রা লইতেছেন ইহা প্রদানে নেজামের অতিশয় কষ্ট হয় অতএব এক স্থলে যদি এইরূপে নিয়ম ভঙ্গ করা হইল তবে অন্য স্থলে বিশেষত যথায় অনেক প্রজা অকারণ হানিগ্রস্ত হয় তথায় যথার্থ বিচার করণের ভার গ্রহণ করিলে কি নিয়মাতিরিক্ত হয়, আমরা এস্থলে ফ্রেণ্ড মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি একবার যদি গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়া থাকেন তবে পুনঃ২ সেই অন্যায় ব্যবহার কি তিনি বিধেয় বোধ করেন।

ইংরাজীপত্রে লেখে ১ তারিখে শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর ফিরোজপুরে এক দরবার করিয়া পরদিনে শিমুলা শিখরাঞ্চলে গিয়াছেন।

বোম্বাই জেণ্টেলমেন গেজেট পত্র পাঠে অবগতি হইল, গুজর সিংহ নামা এক ব্যক্তি আমারদিগের রাজপুরুষগণের বিচারে এগনু সাহেবের হত্যাকারী সপ্রমাণ হইবাতে মুলতান নগরে তাহার ফাঁসী হয়, তৎকালে ঐ ফাঁসি কাষ্ঠের নিকট এক কোম্পানি রাইফেল বন্দুক ধারি সৈন্য সমরসাজে প্রস্তুত ছিল, এবং মেজর এডওয়ার্ড ইহার কর্ত্তৃত্বক রেন, ইংরাজী পত্রে লেখে এই হত্যাকারির বিচারোপলক্ষে মূলরাজ এগনু সাহেবের হত্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন ইহা সপ্রমাণ হয়, কিন্তু এস্থলে আমারদিগের এই বক্তব্য অপদস্থ ও রাজকোপে পতিত ব্যক্তির বিপক্ষে সামান্য সাক্ষিগণের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না, বিশেষত এক ব্যক্তির দোষ গুণ বিবেচনা কালে অপরের বিচার সূক্ষ্ম রূপ হইতে পারে না ইহাও বিবেচ্য হয়, মূলরাজকে নিরুত্তর করিয়া তাঁহার দোষ সপ্রমাণ করিলে প্রকৃত বিচার হইত তদভাবে আমরা সুখী হইতে পারি না, তবে মূলরাজের প্রাণদণ্ড করিয়া পঞ্জাব রাজ্যবাসি লোকেরদের ভয় প্রদর্শনকারণ যদি এতদভিপ্রায় হইয়া থাকে তথাপি আমরা ন্যায়বিচার বলিতে পারি না, ফলে সের সিংহ প্রভৃতি যদি নিস্তার পান তবে মূলরাজও অব্যাহতি যোগ্য হইবেন, কিন্তু ইহাতে এমত আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে সেরসিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহি শীক সরদারগণকে প্রাণের আশ্বাস দিয়া নিরস্ত্র করা হইয়াছে, মূলরাজের সহিত কোন নিয়মাবধারণ হয় নাই একথা যথার্থ বটে, কিন্তু উভয় পক্ষের দোষ তুল্য, বরং বিশ্বাসঘাতী ও কপট বন্ধু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রু ভাল, বিশেষত বীরত্বগুণে মূলরাজ প্রতিপন্ন হইয়া সভ্য জাতির প্রশংসা লভ্য করিয়াছেন এবিধায় আমরা তাঁহার প্রাণদানের জন্য রাজপুরুষগণকে পুনঃ২ অনুরোধ করিতেছি।

দক্ষিণ হায়দ্রাবাদের সমাচারে ব্যক্ত হয় তত্রস্থ নবীন রাজ সচিব সুনিয়ম পূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিতেছেন, তিনি বক্রী রাজস্ব সংগ্রহ এবং বর্ত্তমান ব্যয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন তাঁহার সূক্ষ্মানুসন্ধানে প্রচার হইয়াছে অনেকে পূর্ব্ব মন্ত্রিগণের নামের মোহর জাল করিয়া নেজামের নিকট পাওনা করে অতএব এইরূপ নানা কারণে সরকারের বহুল ঋণ হয় তন্তাবতের যথার্থ হিসাব প্রস্তুত করণাদেশ করিয়াছেন, এবং এই জাল সাজদিগের গুরুদণ্ড ও করিবেন, ফলে নবীন মন্ত্রির সুনিয়ম মতে কিয়ৎকাল রাজকীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইলেই নেজাম বাহাদুর অঋণী হইতে পারিবেন এমত সম্ভাবনা হইয়াছে, এক প্রধান রাজ্যের সুব্যবস্থা শ্রবণে আমরা পুলকিত হইলাম, এবং প্রার্থনা করি তাহাই হউক।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট দ্বারা জানাযায় শ্রীযুত গবরণ জেনরল পঞ্জাবীয় যুদ্ধ জয়ার্থ এতৎসমর হইতে আগত প্রত্যেক যোদ্ধাকে এক২ মেডল প্রদান করিবেন। এবং লাড বিসাপ সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন এই জয় জন্য যে মাসের প্রথম রবিবারে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গিরিজা মধ্যে পরমেশ্বরের ভজনা করা হয়।

মফঃস্বল লাইট পত্রে লেখে ছত্রসিংহ ও সেরসিংহ আপনার দিগের পূর্ব্বাবাসে অবস্থানানুমতি পাইয়াছেন।

জেনরল স্যার ডডলি হিল সাহেব লাহোরীয় বৃটিস সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন, এবং জেনরল গিলবর্ট সরহিন্দ ডিবিজনে আসিবেন।

৯ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীযুত গবরণর জেনরলের সিবির লুধিয়ানাতে উপস্থিত হইতে পারে।

জেনরল হুইস ফিরোজপুরে আগত হইয়াছেন, এতন্নগরে ত্বরায় উপস্থিত হইবেন।

মেজর মেকগ্রিগর পঞ্জাব রাজ্যে কর্ম্ম পাইতে পারেন।

সরদার নারায়ণসিংহ যিনি দোয়াব রাজ্যে বিশেষ উপদ্রব করেন ইংরাজী পত্রে লেখে তিনি ফাঁসী দ্বারা বিনষ্ট হইবেন।

মহারাজা দলিপ সিংহের তত্ত্বাবধারক ডাক্তর লজিন সাহেব মাসিক ১২০০ মুদ্রা বেতন পাইবেন।

শীকেরদের নিকট প্রাপ্ত জয়লব্ধ তোপের অধিকাংশ ৭ তারিখে ফিরোজপুরে নীত হইয়াছে, সেরসিংহের প্রদত্ত কামান সকল ত্বরায় আসিবেক।

বেনারস রিকর্ডর সম্পাদক লেখেন লাহোরীয় মহারাণী নেপালে পলায়ন করিবার উদ্যোগে ডাক বসাইয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ হইবাতে মেজর মেকগ্রিগর সাহেব তাঁহাকে চুণার দুর্গে প্রেরণ করেন, কিন্তু আমরা এতদ্বার্ত্তার প্রতি বিশেষ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

ভ্রম শোধন।

গত ভাস্করে প্রকাশিত ''সদরনেজামত আদালত,, শিরোনামা বিশিষ্ট নারায়ণপুরের লবণ গোলার ডাকাই[illegible]তী বিচার সমাচার মধ্যে ''সেসন জজ টরেন্স সাহেব,, পরিবর্ত্তে ''এডিসনাল সেসন জজ রেটল সাহেব,, হইবেক।

অবগতি হইল উক্ত ডাকাইতি স[illegible]ন্ধীয় দোষি গণের কিয়দংশ যাবজ্জীবন জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরণ এবং কিয়দংশ ১৪ বৎসর জন্য শৃঙ্খল বদ্ধ পরিশ্রম যুক্ত কারাবাসানুজ্ঞা পাইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

ইশ্তেহার দেওয়া যাইতেছে।

ভাঙ্গড় ও চালতা বেড়িয়ার খালের জমী পারঘাটা ও জলকর এবং বালিয়া ঘাটার কিসরি অর্থাৎ সরকারি ডাকের উদ্বর্ত্ত জমীর জলকরের ইজারার মেয়াদ বর্ত্তমান মাসের ৩০ তারিখে [illegible]ত হইবেক, যে কেহ নূতন পাট্টা ১ এ[illegible] সন মেয়াদে উপরি উক্ত মহাল সমুদায় ইজারা লওনের অভিলাষ রাখেন তাহারা বর্ত্তমান মাসের ২৭ তারিখে শুক্রবার প্রাতে দশ ঘণ্টার সময়ে মোকাম কেনাল কাছারীতে উপস্থিত হইলে পা[illegible]ইতে পারিবেন ইতি সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ১৮ এপ্রেল।

জমার তফসীল।

ভাঙ্গড় দিগরের খাজনা মাসে ১৯ [illegible]নিশ টাকা।

বেলিয়া ঘাটা কিসরি অর্থাৎ ডকের উদ্বর্ত্ত জমীর জলকর ২৫ পঁচিশ টাকা।

F. A. LUSHINGTON.
Offg. Exe. Officer Canals.

Calcutta.
Canal Office.
The 18th Apl. 1849.

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নি[illegible]জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ধ্বান্তং বোধমরাজ কিংচিরমলে মৌনস্য [illegible] দোষপ্রান্ত দিগন্তরংবজনতে হর্ষান সন্ত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরঞ্জকঃ সমুদিতোনকায়তো শাশ্বতঃ [illegible] দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ। নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্নাজু [illegible] গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বকপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

[illegible] সংখ্যা ১১ [illegible] ইং ১৮৪৯ সাল ২৪ এপ্রেল । দানীপাত্র ১৯ [illegible] ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৩ বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র[illegible] বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতিবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

ADVERTISEMENT.

To be Sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal against Sreemutty Kisto soondery Dossee widow and Executrix of Sree nauth Mullick deceased Bycaunt nauth Mullick Omeerta nauth Mullick Debindernauth Mullick Rajindronauth Mullick and Samadro nauth Mullick sons of the said Sree nauth Mullick and Sreemutty Soobany Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O-Clock noon.

All that Upper Roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lowerroomed Messuages Tenments or Dwelling Houses adjoining thereto and the piece or parcel of ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the District of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth Mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased particulars whereof may be had at the said Master's Office or of Mr. W. N. Hedger Solicitor for the Defendant Sreemutty Kistosoondery Dossee and Bycauntnauth Mullick at Nos. Larkin's lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court.
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল বাদী।

মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অর্থাৎ তাঁহার বিষয় বিভবের একজিকিউট্রিক্স শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত অমৃতনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সমুদ্রনাথ মল্লিক উক্ত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং শ্রীমতী সুবর্ণা দাসী প্রতিবাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন উক্ত সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা নগরীয় উক্ত কোর্ট বিচারাগারের মধ্যস্থিত মাষ্টর আপিসে ৩০ এপ্রেল সোমবার তারিখে বেলা ঠিক ১২ বার ঘণ্টা সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণপুর নিবাসি উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার শামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং তাহার সামিল যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক ও যাহা রামকৃষ্ণপুরে স্থিত হয় যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী এবং বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পক্ষীয় উকীল মাষ্টর ডবলিউ, এন, হেজর সাহেবের কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ একের নম্বর লারকিনসলেন নামক স্থা

সহিত আপিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবে ইতি।

ডবলিউ মেক করমন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আপিস।
১৬ এপ্রেল ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ এপ্রেল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলির পরগনে মলহির, থানা ধন্যাখালির বাকুলের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পত্তনি তালুক যাহা লাট বাকুল বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক কাছারী বাটী আছে তাহার সালিয়ানা মালগুজারী কোম্পানির ২৪৮৪।।৮ দুই হাজার চারি শত চৌরাসিত টাকা আট আনা আট পাই বর্দ্ধমানের রাজাকে প্রদান করিতে হয় তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার পাতুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ১৮ নং দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলি। পশ্চিম দিগে পঞ্চুবাবুর বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে কালীচরণ হালদারের বসতি বাটী এবং দক্ষিণদিগে কোম্পানির রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নর্দ্দমা। পশ্চিম দিগে অদ্বৈতচরণ আঢ্যের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে গঙ্গানারায়ণ দত্তের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৭ এপ্রেল ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ এপ্রেল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব পীতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার ওএসিংটন ইস্কোএরের এওলিংটন ইষ্ট্রীটের শামিল যে সরাপের বাণিজ্যালয় আছে তাহাতে যে সকল সরাপ ও লিকর সরাপের পিপা ও বোতোল ও সমুদয় সরঞ্জাম আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত সহর কলিকাতার চাঁদনি চকের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক সরাপের পীপা ও বোতোল ও আর২ সরঞ্জাম আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার যে স্বত্ব অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৭ এপ্রেল ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

ত্রিপুরা হইতে আগত পত্রের একাংশ।

বৈশাখ মাসে এখানে অধিক ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বজ্রপাতের ত্রুটি হয় নাই, গত চৈত্র মাসাবধি এই জিলায় নিয়ত বারি বরিষণে নিম্ন ভূমি সকল এক প্রকার জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, অতএব এই বৈশাখ মাসীয় বৃষ্টি এক প্রকার অনিষ্টকর বলিতে পারি, বিশেষত এতদ্বর্ষে তদুপলক্ষে আরো এক বিলাপনীয় দুর্দ্দৈব ঘটনা হইয়াছে, ত্রিপুরার মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বজ্রাঘাতে নিহত হইয়াছেন, মহারাজা মৃত্যুশঙ্কায় সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন এবং এই ভয়ে সিংহাসনে বসিতেন না, কারণ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা সিংহাসনারূঢ় হইয়া কেহই অধিক কাল জীবিত থাকেন নাই মহারাজা এই ত্রাসে শরীর রক্ষার্থ অনেক নিয়ম রক্ষা করিতেন কিন্তু কালাগতে তত্তাবৎচেষ্টা বিফল হইল, মহারাজ বাহাদুর ১২৩৬ সালে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ৫৬ সালের তৃতীয় দিনে বেলা ১১ ঘন্টাকালে প্রায় ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে পঞ্চত্ব পাইলেন, মহারাজ বিষয়কর্ম্মে অধিক মনোযোগ করিতেন না ইহাতেই অনেক ঋণ হইয়াছিলেন, যুবরাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তৎ পরিশোধার্থ কি রূপ প্রথা করেন দেখা যাউক, মৃত মহারাজের অসাধিকতা দাতৃত্বাদি গুণে ত্রিপুরাবাসি লোক সকল তাঁহার মরণে শোকাকুল হইয়াছেন।

অবগতি হইল গবর্ণমেণ্ট নিজামের সৈন্যগণ হইতে বাছনী করিয়া ৩ পলটন ইররেগুলর অশ্বারোহী এবং ৯ পলটন পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করিবেন কিন্তু ইহারদিগের চালনার্থ বিটিস পক্ষীয় সেনাপতি নিযুক্ত হইবেন।

হরকরা পত্রে লেখে যে মাসের ৫। ৬ তারিখ পর্য্যন্ত জেনরল নেপিয়র সাহেব এতন্নগরে আগত হইবেন, এবং কলিকাতা হইতে ডাকযোগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিবেন।

ইংরাজী পত্রে বিদিত করে অষ্ট্রেলিয়াতে যে নূতন স্বর্ণাকর প্রকাশ পাইয়াছে তদপেক্ষা কেলিফরনিয়াহ সুবর্ণ খনি হইতে অল্প পরিমাণে স্বর্ণ প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কোন২ পত্রে এতদ্বার্তা অলীকতাও বর্ণন করে।

হরকরা পত্র পাঠে অবগতি হয় সিডনি স্থান হইতে কতকগুলিন গোরা সিপাহী এতন্নগরে আসিয়াছে কলিকাতা পোলিস ইহারদিগের বিশেষানুসন্ধান না করিলে নগর নিবাসিগণের অনিষ্ট সম্ভাবনা দেশীয় চোরেরা লোক সকলকেই অস্থির করিয়াছে তাহার উপর বিলাতী চোর আসিয়া উপস্থিত হইল ইহাতে বোধ হয় নগরবাসি গণকে অগত্যা বাস্তু পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

জিলা চট্টগ্রাম নিবাসি মান্যলোকেরা এক পত্র সহযোগে এই প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, উৎকৃষ্ট বিষয় জ্ঞানে আমরা আপনারদিগের উক্তি খণ্ডে ইহা গ্রহণ করিলাম।

চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং ভলুয়া প্রদেশস্থ রেবিনিউ কমিস্যনর পরম ধার্ম্মিক শ্রীলশ্রীযুক্ত হেনরি রিকট সাহেব কলিকাতা সদরবোর্ডের মেম্বরি পদাভিষিক্ত হইয়া গমস্থানে প্রস্থান করিলে তাঁহার অসাধারণ দয়া এবং দেশহিতৈষিতার চিহ্ন স্থাপন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশমানসে তত্রস্থ ভূম্যধিকারিগণের ও রাজকর্ম্মচারিদিগের এক সাধারণ সভা হইয়া দেশবিদেশীয় সমুদায় ভদ্র লোকেরদের সমাগম হয় তাহাতে শ্রীযুত সেখ ওবেদোল্লা খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি [illegible] করিলেন এই কমিস্যনর সাহেবের [illegible] রাবরেন্দের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে তাহা সূর্য্যকিরণের ন্যায় সর্ব্বত্র বিদিত আছে ইহাতে এই মহাত্মার নাম এদেশে চিরস্মরণার্থে কোন চিহ্ন স্থাপন করা এবং সাহেবকে কৃতজ্ঞতা সূচক এক পত্র দেওয়া আমারদিগের স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ অত্যাবশ্যক হয়, কিন্তু আমারদিগের প্রবন্ধ অবগত হইয়া কমিস্যনর সাহেব আমারদিগের হইতে কোন পত্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহেন এবং তিনি কহিলেন গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রজার মঙ্গলোন্নতিকে অগ্রগণ্য করিতে যে আদেশ পাইয়াছেন তদনুসারে কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাকে প্রশংসাপত্র প্রদানে প্রয়োজন কি, এই উপক্রমে শ্রীযুক্ত দেওয়ান কালীনাথ সেন বাবু যে বক্তৃতা করিলেন তাহা অবিকল এই।

চট্টগ্রাম দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বদক্ষিণ সীমাবচ্ছিন্ন সমুদ্র তীরে পর্ব্বত মধ্যে ১৯২ বৎসর পূর্ব্বে মগ জাতীয় বন্য ভূপালদিগের শাসনায়ত্ত থাকাতে অসভ্য ভব্য জাতীয়েরা এদেশের প্রতি চিত্তবৃত্তি পর্য্যন্ত অন্তরে রাখিয়া কৌতুকচ্ছলে অধিক দুর্গম্য দেশের নামোল্লেখ কালে চট্টগ্রামকে অগ্রগণ্য করিতেন, ১৬৮৯ ইংরাজি সালে জাহাঙ্গির নগর ঢাকার শাসনকর্ত্তা এচলাম খাঁ সেনানী ওমেদ খাঁ কতক মগ লোকের দুরবস্থা পূর্ব্বক মবন রাজ্যাধিকার ভুক্ত করেন, তাহাতেই ক্রমে দেশে রাজকর্ম্মকারী ও সৈন্যসামন্ত জাতীয় হিন্দু এবং মোসলমানদিগের বসতি হইতে লাগিল এবং উপাত্যকা অধিত্যকা ভূমি সকলের কিঞ্চিৎ উর্ব্বরতা প্রযুক্ত প্রথমাবস্থাতে ভূম্যধিকারিত্বে যে ঈষৎ সুখানুভব হইয়াছিল সেই লোভে আকৃষ্ট হইয়া অল্পকালের মধ্যে জনতার বৃদ্ধি ও বহু অংশে ভূমির সঙ্কীর্ণতা ও স্বং২ প্রধানতা ও পরস্পর মৎসরতা এবং শাসনকর্ত্তাদিগের কার্য্য স্বভাবিতা এবং সুবিচারের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ভূম্যধিকার জন্য যে বিশেষ সুখাস্বাদন তাহা এদেশস্থদিগের পক্ষে লোপ হইল, ১৭৬০ সালে নবাব জাফর আলী খাঁর কতক প্রদত্তরূপে এদেশ ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুরের শাসনায়ত্ত হওয়াতে যদ্যপি উত্তপ্ত বিস্তৃত বালুকা ক্ষেত্র পরিব্রাজক শ্রান্ত পথিকের সুমিষ্ট জলালম্বন তরুনাল নি[illegible] জুন প্রভুস্বপ্নালী রজনীর উদ্যান প্রাপ্ত আশার ন্যায় ক্রমে মঙ্গলোন্নতির আশালতা অঙ্কুরিতা হইয়াছিল কিন্তু মৃত্যুমাত্র ক্রমে সম্বৎসরে২ ভূমি পরিমাপক অনুজ্ঞা ওমরাবাদ নামক ভূমির নিকৃষ্ট কিরণ পূর্ব্বক কাটিতে সে আশালতার নিকৃষ্ট দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট ছিল, আবাল বৃদ্ধবনিতার হাহুতাশ ধ্বনি ক্রমে দেশ ব্যাপ্ত হইল, কোম্পানির লবণের ব্যবসায় সম্বন্ধে যে দাদন হইত তাহাই মাত্র ভূম্যধিকারি দিগের রাজকর প্রদানের হেতু এবং অধিকাংশ পরিশ্রমি লোকদিগের জীবনোপায় ছিল, লবণের বিনিময়ে রাকি নামক এক প্রকার খাদ্য সংযুক্ত ছাই উত্তমাধমের আহারে ব্যবহার হইত, গজ্জন বৃক্ষের নির্য্যাসের যে ময়লা তাহা তুষেতে যুক্ত করিয়া তৈলের বিনিময়ে জ্বালানি ব্যবহার ছিল, এই চট্টগ্রাম নগরে ৫০ পঞ্চাশ জন ভারবাহি পরিশ্রমি লোকের প্রয়োজন প্রায় হইত না, সকল নগর অন্বেষণ করিলে একমোন শর্করা অপ্রাপ্য ছিল, ফলে দৈহিক সুখের যে সকল ব্যাপার তাহা এদেশে দৃষ্ট হয় নাই, বর্ত্তমান কালের অবস্থাতে পূর্ব্বকালীনাবস্থা স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে লজ্জা এবং দুঃখের অধিষ্ঠান হয়, ১৮৪১ সালের মার্চ মাসে এই হেনরি রিকট সাহেব এতৎ প্রদেশে শুভাগমন করাতে হিমানী দগ্ধ পদ্মবনে বসন্ত কালীয় মিত্র কিরণাবলীর সংস্পর্শের ন্যায় এদেশের কি অবস্থা হইয়াছে তাহাতে সভ্য মহাশয়দিগের হৃৎপদ্ম সংশয় প্রদান করিবে, এই মহাত্মার করুণা দৃষ্টি অবলম্বন মাত্র করিয়া এই ৮ বৎসরের মধ্যে এদেশ দেশ গণ্য হইয়াছে, শতত্রয়াধিক ব্যবসায়ের দোকান নগরে নব স্থাপিত হয়, শতাধিক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ দ্বারা রাজবর্ত্মের পার্শ্বদ্বয় শোভিত হইয়াছে চতুঃশতাধিক ভারবাহী শকট অহরহ প্রয়োজন হইতেছে, সহস্রাধিক পরিশ্রমি লোক দিনদিন শ্রমবৃত্তি ভোগ করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে, চতুঃশতাধিক জাহাজ সলুকে নদী সদ্য বর্দ্ধিতা হইয়াছে, শতাধিক অশ্বযোজিত বগী ও পালকী গাড়ী এবং ততোধিক নরযানাদি দ্বারা রাজবর্ত্ম সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, উত্তম শর্করা কান্দাদি যাহার আকার পর্য্যন্ত এদেশে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা শতাধিক মোন কেবল দেশের ব্যয়ার্থ ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, এই সকল অপ্রমিত রূপে মঙ্গলোন্নতি যে কেবল এই গুণাকরের ধার্ম্মিক মহাত্মা হিম কমিস্যনর সাহেবের পুণ্যদৃষ্টি দ্বারা হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না যেহেতু বহুকাল সময়ে এদেশের যে উন্নতি দর্শন হইতেছে ইহা পূর্ব্বে কখনই দর্শন হয় নাই, এতদ্দেশীয় লোকেরা দেশান্তর হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছে অথবা স্বাপ্য ধন ব্যয় করিতেছে ইহাও নহে সুতরাং এই মঙ্গলোন্নতির প্রতি যে কেবল এই সাহেবের দয়ার্দ্র চিত্ততা মাত্র কারণ ইহা সাধারণের স্বীকার্য্য হইয়াছে, এই বিষয়ে এক উদাহরণ কহি সকলে শ্রবণ করুন, পারস্য দেশে বহরামগোর নামক এক বাদশাহ ছিলেন, তিনি একদা মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন কালে অশ্বের দ্রুত গমনে বাহিনী হইতে অন্তর ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে উত্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসাতে কাতর হইয়া গ্রাম্য কোন কৃষকের উদ্যান সমীপে উপস্থিত হন এবং ছদ্মবেশে জল প্রার্থনা করিলে কৃষক উদ্যান হইতে ২ দুইটি দাড়িম্ব আনিয়া এক পাত্রে তাহার একটিকে নিষ্পীড়ন করাতে সম্পূর্ণ একসের অতিসুমিষ্ট রস নির্গত হইল, বাদশাহ তাহা পান করিয়া একটি দাড়িম্ব হইতে একসের রস নির্গত হইল ইহা দর্শনে অতি চমৎকৃত হইয়া কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন এই উদ্যানের রাজকর কি দিয়া থাক পরে কৃষক যাহা কহিল তাহা অতি অল্পজ্ঞান করিয়া মনে করিলেন এমত উর্ব্বরা ভূমির কর এত অল্প হইতে পারে না, আরো কিছু অধিক করিতে হইবেক, এই কামনা করিতে করিতে অন্য দাড়িম্ব নিষ্পীড়ন করিতেও কহিলেন কিন্তু তাহাতে যে রস প্রাপ্ত হইল তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অষ্ট ভাগের এক ভাগ মাত্র, বাদশাহ ইহাতেও অধিক চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা হইলে কৃষক বাষ্পপূর্ণ নয়নে খেদ করিতে করিতে কহিল এতকাল এদেশে বহরামগোর বাদশাহের নির্ম্মল এবং স্বচ্ছন্দ চিত্তত স্বভাবে এতাদৃশ উন্নতি ছিল, যাহার অল্প চিহ্ন তুমি প্রথম দাড়িম্ব দ্বারা দেখিয়াছ এখন আমি অনুমান করি সেই বাদশাহের মনে কোন কাঠিন্য স্বভাব উদয় হইয়াছে যাহার লক্ষণ তুমি এই দ্বিতীয় দাড়িম্ব দ্বারা দর্শন করিতেছ, এখন এদেশ বসতির উপযুক্ত রহিল না, বাদশাহ এই আশ্চর্য্য দর্শন এবং আপমানসিক ঘৃণিত ব্যাপার কৃষক মুখে অবিকল শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত এবং ক্ষোভিত হইয়া স্বীয় পরিচয় দিয়া মানস ভূমিস্থিত বিবরণ ব্যক্ত কহিলেন এবং ঐ উদ্যান নিষ্কর রূপে কৃষককে দিয়া রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

এই উদাহরণ দ্বারা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবেক রাজার যে সুদৃষ্টি ও করুণাযুক্ত চিত্ততা ইহাই দেশের মঙ্গলের প্রতি মুখ্য কারণ হয়, এদেশে পূর্ব্বে যে সকল রাজপুরুষেরা ছিলেন তাঁহারা কোন প্রজার ধনাপহরণ করেন নাই এই কমিস্যনর সাহেবও রাজকোষ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক কাহাকে ধন দেন নাই বরং এদেশে পূর্ব্বে যে রাজকর নিরূপিত ছিল তদপেক্ষা ন্যূনাধিক ৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতেও যে দেশের উন্নতি ইহা কেবল এই মহাত্মার রাজধর্ম্ম প্রতিপালন রূপ সদাচারে বলিতে হইবেক, এই মহাত্মা কমিস্যনর সাহেবের যে অসাধারণ গুণে এদেশের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ কিঞ্চিৎ গুণ এই।

ইনি এতদ্দেশে আগমনাবধি প্রতি শনিবার সাধারণ সভা করিয়া দেশস্থ তাবৎ ভদ্রলোককে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণানন্তর যাহাতে দেশের মঙ্গল হইবেক সেই বিষয়ের আলোচনা মাত্র করিতেন, সুতরাং সাধারণের নিকট শ্রবণ করিতে২ এদেশের কোন বিবরণ ইহাঁর নিকটে অবিদিত ছিল না, দ্বিতীয় অতি উচ্চপদস্থ লোক হইয়াও অন্তঃকরণে কোন বিষয়ের গৌরব মাত্র করেন নাই, ভূমি সম্বন্ধে যে সে লোক অতি নিকটে গমন করিয়া এক কথাকে ১০ দশবার জিজ্ঞাসা বলিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়াছে সাহেব ও তিলার্দ্ধ মাত্র ঘৃণা ও আলস্য না করিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কথার উত্তর ক্ষণে২ দিয়াছেন, তৃতীয় কাছারীতে বসিলে ভূমি সম্বন্ধীয় লোকের বড় ছোট ভেদ করেন নাই এক বিঘা স্বত্বাধিকারির স্বত্ব স্থাপনার্থ যে যত্ন করিয়াছেন তাহা অতি প্রধান জমীদারীর যত্ন হইতে ন্যূন হইল ইহা এমহাত্মার বিচারে কহিবার সাধ্য নাই সুতরাং ছোট বড় কাহারই মনের মালিন্য রহে নাই, চতুর্থ সমুদায় বিষয়ে প্রজার মঙ্গলকে অগ্রগণ্য করিয়া রাজার মঙ্গল আনুসঙ্গিক রূপে স্বীকার করিয়াছেন, পঞ্চম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি রিপুগণ রাজকর্ম্ম বিষয়ে এই মহাত্মা হইতে অন্তর ছিল, ক্রোধেকি ভ্রমে কি অহঙ্কারে কি মৎসরতাতে, কাহার

[illegible] হানি হইয়াছে এমত পুরুষ ও এ দেশে নাই অতএব এইরূপ মহাত্মা ব্যক্তিদ্বারা যে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে, ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা যে পরমেশ্বর এই মহাত্মাকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু করিয়া ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ রক্ষা করুন, কৌন্সেলের সাধারণ আদেশ মতে এসকল মঙ্গলোন্নতি হইয়াছে যাহা কমিস্যনর সাহেব কহেন তাহা আমরা মান্য করিতে পারি না যেহেতু গবর্ণমেন্টের আদেশ যেমত এই মহাত্মার প্রতি ছিল সেই রূপ অন্যান্য প্রদেশেও আছে কিন্তু অন্য কোন স্থানেতেই এরূপ মঙ্গলের চিহ্ন দর্শন হইতেছে না আমারদিগের কৃতজ্ঞতা স্বীকার রূপ কোন পত্র গ্রহণ করিতে যে সাহেব অনিচ্ছু হইয়াছেন ইহা ও অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না যেহেতু যাহার প্রশংসা বাদ তাঁহার কর্ণে কহিলে বক্তা শ্রোতা উভয়েরই সুখ প্রাপ্ত হয় না, অতএব এই মহাশয়ের গুণে [illegible] উপাখ্যান তাহা সমাচার পত্র দ্বারা বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশ করা আমারদিগের উচিত, এবং এই মহাত্মার নাম বহুকাল সাধারণের মুখোচ্চারিত থাকে এনিমিত্ত কোন বিশেষ চিহ্ন এই নগরে স্থাপিত করা সর্ব্বথা [illegible] প্রয়োজনীয় অতএব প্রার্থনা করি সাধারণ মহাশয়েরা এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন।

পরে সকল মহাশয়েরা নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে ধন্যবাদ করত চাঁদাতে স্বং নাম্নাঙ্কিত করিলেন, অনন্তর শ্রীযুক্ত দেওয়ান কালীনাথ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সেখ ওবেদুল্লা খাঁ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র রায় বাহাদুরের সম্মতি মতে এই স্থির হইল কমিস্যনরী কাছারী ও কালেকটরী ও ফৌজদারী ও নেমক মহালের কাছারীর সান্নিধ্য ইংরেজী গীর্জার সম্মুখে রাজবর্ত্মের পূর্ব্বাংশে লালদিঘী নামক প্রসিদ্ধ যে পুষ্করিণী আছে তাহার পশ্চিম পাড়ে এক পাকা ঘাট করিয়া স্তম্ভোপরি ছাত বসাইলে তাহা সাধারণের উপকারক সদৃশ্য এবং সর্ব্বদা বহুলোক কর্ত্তৃক দর্শন এবং সর্ব্বদা প্রসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার নাম [illegible] ঘাট রাখা যাইবেক, পরে ভলুয়া জেলাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু জয়চন্দ্র মজুমদার ও মৌলবি সেলামত উল্লা খাঁ বাহাদুর বাবু কৃষ্ণসুন্দর সিংহ বাবু তারিকনাথ বসু চৌধুরী সরকারি আমী প্রভৃতির যে পত্র দেওয়ান কালীনাথ সেন মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিল তাহা পাঠ হইল, যথা, মহাশয়ের অনুষ্ঠান পত্র পাইয়া পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক অবগত হইলাম, মহাশয় যেমত বিজ্ঞ মান্যলোক সেইমত উত্তম কর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইয়াছেন, প্রশংসনীয় কমিস্যনর সাহেব দ্বারা এদেশের ভূম্যধিকারি সাধারণ যে উপকৃত হইয়াছেন তাহার বর্ণন করিতে লেখনী অশক্তা, আমরা অনুমান করি এইরূপ দয়ার্দ্র চিত্ত মহামহিম বিচারকর্ত্তা শান্তিরক্ষক কখনই এদেশে পদার্পণ করেন নাই, আমরা পূর্ব্বাবধি এই মহাত্মার স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপনার্থ উদ্যোগী থাকিয়া ও ক্ষুদ্র জেলা সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় কি না, এই আশঙ্কাতে সাহসকে অবলম্বন করিতে পারি নাই, মহাশয়ের পত্র পাইয়া আমারদিগের সেই উদ্যোগ সফল হইয়াছে, অতএব সকলের পরম হৃষ্টচিত্তে দত্ত যে ৮৫০ টাকা সংগ্রহ হইল তাহা পাঠাই গ্রহণ করিয়া কর্ম্মারম্ভ করিবেন, ক্ষুদ্রং যেসকল ভূম্যধিকারী ছিলেন তাঁহারদিগের উৎসাহ সত্ত্বেও আমরা বারণ করিলাম।

পরে ধন্যবাদ পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল, যে যে মহাশয়েরা অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারদিগের নামধাম ক্রমে নিবেদন করিব ইতি।

প্রেরিত পত্র।

খেদজনক মৃত্যু।

বিবিধ বিদ্যা বিশারদ শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমরা অকূল শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া লিখিতেছি যশোহরের অন্তঃপাতি বগচরনিবাসি গুণরাশী রায় কালীপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয় গত ৩০ চৈত্র বুধবার মধ্যাহ্ন কালে পরমেশ্বর নামোচ্চারণ করিতেং শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দরজীউ বিগ্রহ তথা তুলসী বৃক্ষাদি সম্মুখে স্থিতি করিয়া স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, উক্ত বাবুর মৃত্যু শ্রবণে অত্র জিলাস্থ প্রায় সমুদয় ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি তাবতেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহার দয়া ধর্ম্ম সমুতা বিশ্বব্যাপ্ত ছিল, মি[illegible] তাঁহার [illegible] থাকেনাই, [illegible] নগরী [illegible] মহাশয়ের সৌজন্য রূপ গুণ [illegible] প্রশংসিবেন না, যথার্থ দাতৃত্ব এবং পরোপকারিত্ব চরিত্র উক্ত বাবুতেই ছিল, কেননা তাঁহার অপেক্ষা এই জিলায় এবং অন্যং স্থানে অনেকানেক সম্পন্ন ভূম্যধিকারী প্রভৃতি আছেন কিন্তু রায় বাবু যাবজ্জীবন পরোপকার [illegible] তাহার সঞ্চিত ধনের প্রায় অধিকাংশ কেবল সদ্ব্যয়ে দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইয়াছে, "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" [illegible] কীর্ত্তিমান লোক মরিলেও তাঁহার নাম স্মরণ থাকে, বিশেষত ১৮৪৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে এই মহাশয়ের নাম প্রকাশ হইয়াছিল এবং কোর্ট আফ ডাইরেকটর কর্ত্তৃক সম্মানসূচক, রায় উপাধি ও পরিচ্ছদাদি খেলয়াৎ পোসহরা, ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়েন, এ মহাশয় এইং সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন।

যশোহরের অন্তর্বর্ত্তি নীলগঞ্জ নামক স্থানে সেতু নির্ম্মাণার্থ ৫০০।

নীলগঞ্জের ঐ পুলের রাস্তের জন্য ৫০০ টাকা।

যশোহরের জুডিস কাটাই জন্য ৩০০ টাকা।

পশ্চিম দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ১৫০ টাকা।

অত্র জিলার দাতব্য ঔষধালয়ের ও গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত বিদ্যালয়ের সাহায্য কারণ ৭৫০ টাকা।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাসিক চাঁদা ২ টাকা।

নবদ্বীপের অন্তঃপাতি বনগ্রাম হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত এক পরিসর রাস্তা এবং ছায়াতে পথিক লোকের বিশ্রাম কারণ বৃক্ষাদি এবং ঐ রাস্তার মধ্যেং স্থানেং সেতু ৩৫টা এবং ঐ রাস্তার বৎসরীয় রাজস্ব ইত্যাদি কারণ ২০০০০ টাকা।

চূড়ামন কাটী হইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ কারণ ২৫০০০ টাকা।

[illegible] দুইটী সেতু নির্ম্মাণ [illegible] ২১৫ টাকা।

[illegible]

৺ পূর্ব্বোক্ত কেত্রে গমনীয় [illegible] আটাঁয়ো [illegible] নামক স্থানে [illegible] লোকের বাসজন্য প্রস্তর নির্ম্মিত [illegible] নির্ম্মাণ কারণ ২০০০ টাকা।

৺ জগন্নাথ দেবের পূজার [illegible] বার্ষিক ৩৬০ টাকা।

জিলা চট্টগ্রামে ৺চন্দ্রনাথ ঠা[illegible] মন্দিরের দ্বারদালান নির্ম্মাণ [illegible] ৬০০ টাকা।

তথায় পর্ব্বতের উপর গমনাগমনের রাস্তা নির্ম্মাণ হেতুক ১০০০ টাকা।

অত্র জিলার অন্তর্গত দাইতলা [illegible] গঞ্জের সেতু ও পথিকদিগের [illegible] বার এক এক বাসস্থান নির্ম্মাণ [illegible] ৪৫০০ টাকা।

এই জিলার অন্তঃপাতি ঝিকর[illegible] নামক স্থানে লৌহ সেতু প্রস্তুত [illegible] ৯০০০ টাকা।

যশোহর হইতে কলিকাতা প[illegible] এক রাস্তা ও তন্মধ্যেং ধর্ম্মশালা [illegible] কারণ ১৭০০০ টাকা।

জিলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতি [illegible] বনগ্রামের পুল কারণ ২০০০০ টাকা।

উপরিক্ত রাস্তা সকল মেরামত [illegible] স্বীয় সম্পত্তি হইতে বার্ষিক দান [illegible] টাকার নিমিত্ত মোনকার নামক [illegible] তালুক গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ।

উক্ত মহাত্মা স্বর্ণবণিক কুলো[illegible] হইয়াও এমতং অনেক মহৎ কীর্ত্তি [illegible] রিয়াছেন, এরূপ সৎস্বভাব মনুষ্যে[illegible] ন্য পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরাও খেদো[illegible] করিবেন।

যশোহর নিবাসিনঃ কস্যচি[illegible] যথার্থবাদি [illegible]

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র মহা[illegible] লিকাতার শোভাবাজার বালাখা[illegible] বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যে[illegible] জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি[illegible] অধিবাসীর আজ্ঞাকাজে প্রকাশ[illegible]

সম্বাদ ভাস্কর

ভূত বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
[illegible] পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

[illegible] সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৪ এপ্রেল। দানীশাক ৯৯ আন্দুলরাজ। অং ৮১ বাঙ্গাল। ১২৫৬ সাল ১২ বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা [illegible]লয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদির আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু [illegible]কেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible] গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible]ক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায় লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible] প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible] মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত [illegible]হি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[illegible]য় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[illegible] প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]ধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

ADVERTISEMENT.

To be Sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal against Sreemutty Kisto soondery Dossee widow and Executrix of Sree nauth Mullick deceased Bycaunt nauth Mullick Omeerta nauth Mullick Debindernauth Mullick Rajindronauth Mullick and Samadro nauth Mullick sons of the said Sree nauth Mullick and Sreemutty Soobany Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O-Clock noon.

All that Upper Roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lowerroomed Messuages Tenments or Dwelling Houses adjoining thereto and the piece or parcel of ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the District of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth Mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased particulars whereof may be had at the said Master's Office or of Mr. W. N. Hedger Solicitor for the Defendant Sreemutty Kistosoondery Dossee and Bycauntnauth Mullick at Nos. Larkin's lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court.
Master's Office.
The 10th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল বাদী।

মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের একজিকিউট্রিক্স শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সমুদ্রনাথমল্লিক উক্ত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং শ্রীমতী সুবর্ণা দাসী প্রতি বাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন উক্ত সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেক্‌ফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা নগরীয় উক্ত কোর্ট বিচারাগারের মধ্যস্থিত মাষ্টর আপিসে ৩০ এপ্রেল সোমবার তারিখে বেলা ঠিক ১২ বার ঘণ্টা সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণপুর নিবাসি উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার শামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং তাহারসামিল যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক ও যাহা রামকৃষ্ণপুরে স্থিত হয় যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী এবং বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পক্ষীয় উকীল মাষ্টর ডবলিউ, এন. হেজর সাহেবের কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ একের নম্বর লারকিনস্লেন নামক স্থা

নম্বিতআপিসে অনুসন্ধানকরিলে জানা যাইতে পারিবে ইতি।

ডবলিউ মেক করসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আপিস।
১৬ এপ্রেল ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ এপ্রেল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচেরবারাণ্ডায়সরিফেরদপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎপ্রকাশ্যনীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলির পরগনে ললহির, থানা ধন্যাখালির বাকলের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পত্তনি তালুক যাহা লাট বাকল বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক কাছারী বাটী আছে তাহার সালিয়ানা মালগুজারী কোম্পানির ২৪৮৪॥৮ দুই হাজার চারি শত চৌরঅসিত টাকা আট আনা আট পাই বর্দ্ধমানের রাজাকে প্রদান করিতে হয় তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার পাতুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ১৮ নং দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ॥৹ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলি। পশ্চিম দিগে পঞ্চুবাবুর বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে কালীচরণ হালদারের বসতি বাটী এবং দক্ষিণদিগে কোম্পানির রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ।৪ নয়কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নর্দ্দমা। পশ্চিম দিগে অদ্বৈতচরণ আঢ্যের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে গঙ্গানারায়ণ দত্তের বাটী ওভূমি।

সরিফের দপ্তরে অনুষণ করিলে এই সকলবিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
৭ এপ্রেল ১৮৪৯। }

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ এপ্রেল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব পীতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার ওএসিংটন ইস্কোএরের এওলিংটন ইষ্ট্রীটের শামিল যে সরাপের বাণিজ্যালয় আছে তাহাতে যে সকল সরাপ ও লিকর সরাপের পিপা ও বোতোল ও সমুদয় সরঞ্জাম আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত সহর কলিকাতার চাঁদনি চকের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক সরাপের পীপা ও বোতোল ও আর২ সরঞ্জাম আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার যে স্বত্ব অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অনুষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
১৭ এপ্রেল ১৮৪৯। }

সম্বাদ ভাস্কর

ত্রিপুরা হইতে আগত পত্রের একাংশ।

বৈশাখ মাসে এখানে অধিক ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে. তাহাতে বজ্রপাতের ত্রুটি হয় নাই, গত চৈত্র মাসাবধি এই জিলায় নিয়ত বারি বরিষণে নিম্ন ভূমি সকল এক প্রকার জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, অতএব এই বৈশাখ মাসীয় বৃষ্টি এক প্রকার অনিষ্টকর বলিতে পারি, বিশেষত এতদ্বর্ষে তদুপলক্ষে আরো এক বিলাপনীয় দুর্দ্দৈব ঘটনা হইয়াছে, ত্রিপুরার মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বজ্রঘাতে নিহত হইয়াছেন, মহারাজা মৃত্যুশঙ্কায় সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন এবং এই ভয়ে সিংহাসনে বসিতেন না, কারণ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা সিংহাসনারূঢ় হইয়া কেহই অধিক কাল জীবিত থাকেন নাই মহারাজা এই ত্রাসে শরীর রক্ষার্থ অনেক নিয়ম রক্ষা করিতেন কিন্তু কাল গতেতত্তাবৎচেষ্টা বিফলহইল, মহারাজ বাহাদুর১২৩৬সালেরাজ্যাভিষিক্তহইয়া ৫৬সালেরতৃতীয়দিনেবেলা ১১ঘণ্টাকালে প্রায়৪০বৎসরবয়ঃক্রমে পঞ্চত্বপাইলেন, মহারাজ বিষয়কর্ম্মে অধিক মনোযোগ করিতেন না ইহাতেই অনেক ঋণ হ ইয়াছিলেন, যুবরাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তৎ পরিশোধার্থ কিরূপ প্রথা করেন দেখা যাউক, মৃত মহারাজের অমায়িকতা দাতৃতাদি গুণে ত্রিপুরাবাসি লোক সকল তাঁহার মরণে শোকাকুল হইয়াছেন।

অবগতি হইল গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত্র শীক সৈন্যগণ হইতে বাছনী করিয়া পাঞ্জাব ইররেগুলর অশ্বারোহী এবং ৯ পল্টন পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করিবেন কিন্তু ইহারদিগের চালনার্থ বিটিস পক্ষ সেনাপতি নিযুক্ত হইবেন।

হরকরা পত্রে লেখে মে মাসের ৬ তারিখ পর্য্যন্ত জেনরল নেপিয়র সাহেব এতন্নগরে আগত হইবেন, এবং কলিকাতা হইতে ডাকযোগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিবেন।

ইংরাজী পত্রে বিদিত করে অষ্ট্রেলিয়াতে যেনূতনস্বর্ণাকরপ্রকাশপাইয়াছে তদপেক্ষা কেলিফরনিয়াস্থ সুবর্ণ খনি হইতে অল্প পরিমাণে স্বর্ণ প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কোনং পত্রে এতদ্বার্ত্তা অলীকতাও বর্ণন করে।

হরকরা পত্র পাঠে অবগতি হয় ভনি স্থান হইতে কতকগুলিন গোরা দাল এতন্নগরে আসিয়াছে কলিকাতার পোলিস ইহারদিগের বিশেষানুসন্ধান না করিলে নগর নিবাসিগণের অনিষ্ট সম্ভাবনা দেশীয় চোরেরা লোক সকলকে ই অস্থির করিয়াছে তাহার উপর বিলাতী চোর আসিয়া উপস্থিত হইল ইহাতে বোধ হয় নগরবাসি গণকে প্রত্যা বাস্ত পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

জিলা চট্টগ্রাম নিবাসি মান্য কেরা এক পত্র সহযোগে এই প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, উৎকৃষ্ট বিবে জ্ঞানে আমরা আপনারদিগের উক্তি লে ইহা গ্রহণ করিলাম।

চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং ভলুয়া প্রা শস্থ রেবিনিউ কমিস্যনর পরম ধার্মি ক শ্রীলশ্রীযুক্ত হেনরি রিকুট সাহেব ক লিকাতা সদরবোর্ডের মেম্বরি পদাভি ষিক্ত হইয়া গমস্থানে প্রস্থান করিলে তাঁহার অসাধারণ দয়া এবং দেশহিতৈ ষিতার চিহ্ন স্থাপন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশমানসে ভূতস্থ ভূম্যধিকারিগণের ও রাজকর্ম্ম চারিদিগের এক সাধারণ সভা হইয়া দেশবিদেশীয় সমুদায় ভদ্র লোকেরদের সমাগম হয় তাহাতে খান বুত সেখ ওবেদোল্লা খাঁ বাহাদুর প্রস্তাব করিলেন এই কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা এদেশের যে অসংখ্য মঙ্গল হইয়াছে তাহা সূর্য্যকিরণেরন্যায় সর্ব্বত্র বিদিত আছে ইহাতে এই মহাত্মার নাম এদেশে চিরস্মরণার্থে কোন চিহ্ন স্থাপন করা এবং সাহেবকে কৃতজ্ঞতা সূচক এক পত্র লেখা আমারদিগের স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ অত্যাবশ্যক হয়, কিন্তু আমারদিগের প্রযত্ন অবগত হইয়া কমিস্যনর সাহেব আমারদিগ হইতে কোন পত্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহেন এবং তিনি বলেন গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রজার মঙ্গলোন্নতিকে অগ্রগণ্য করিতে যে আদেশ পাইয়াছেন তদনুসারে কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাকে প্রশংসাপত্র প্রদানে প্রয়োজন কি, এইউপক্রমে শ্রীযুক্তদেওয়ান কালীনাথ সেন বাবু যে বক্তৃতা করিলেন তাহা অবিকল এই।

চট্টগ্রাম দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বদক্ষিণ সীমাবচ্ছিন্ন সমুদ্র তীরে পর্ব্বত মধ্যে ১৬২ বৎসর পূর্ব্বে মগ জাতীয় বন্য ভূপালদিগের শাসনায়ত্ত থাকাতে অন্য সভ্য ভব্য জাতীয়েরা এদেশের প্রতি চিত্তবৃত্তি পর্য্যন্ত অন্তরে রাখিয়া কৌতুকচ্ছলে অধিক দুর্গম্য দেশের নাম উল্লেখ কালে চট্টগ্রামকে অগ্রগণ্য করিতেন, ১৬৮৯ ইঙ্গ্রাজি সালে জাহাঙ্গির নগর ঢাকার শাসনকর্ত্তা এহলাম খাঁর সেনানী ওমেদ খাঁ কতক মগ লোককে দূরাবসরণ পূর্ব্বক যবন রাজাদিগের অধিকার ভুক্ত করেন, তাহাতেই ক্রমে এদেশে রাজকর্ম্মকারী ও সৈন্যসামন্ত সম্বন্ধীয় হিন্দু এবং মোসলমানদিগের বসতি হইতে লাগিল এবং উপাত্যকা ও অধিত্যকা ভূমি সকলের কিঞ্চিৎ উর্ব্বরতা প্রযুক্ত প্রথমাবস্থাতে ভূম্যধিকারিত্বে যেঈষৎ সুখানুভব হইয়াছিল সেই লোভে আকৃষ্ট হইয়া অল্পকালের মধ্যে জনতার বৃদ্ধি ও বহু অংশে ভূমির লক্ষীর্ণতা ও স্বং প্রধানতা ও পরস্পরমৎসরতাএবংশাসনকর্ত্তাদিগেরকাঠিন্যস্বভাবিতা এবং সুবিচারের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ভূম্যধিকার জন্য যে বিশেষ সুখাস্বাদন তাহা এদেশস্থদিগের পক্ষে লোপ হইল, ১৭৬০ সালে নবাব জাফরআলী খাঁর কতক প্রদত্তরূপে এদেশ ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুরের শাসনায়ত্ত হওয়াতে যদ্যপি উত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুকা ক্ষেত্র পরিব্রাজক শ্রান্ত পথিকের সুমিষ্ট ফলালম্বন তরুমাল নিৰ্ম্মল শীতল জল প্রসুবণশালী রমণীয় উদ্যান প্রাপণাশার ন্যায় ক্রমে মঙ্গলোন্নতির আশালতা অঙ্কুরিতা হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমেসময়েং ভূমি পরিমাপক অনুজ্ঞা ওনয়াবাদ নামক ভূমির নিষ্কৃমণস্বরূপকুঠিকাতে সেআশালতার নিস্তম্ভ দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট ছিল, আবাল বৃদ্ধবনিতার হাহতশী ধ্বনি ক্রমে দেশ ব্যাপ্ত হইল, কোম্পানির লবণের ব্যবসায় সম্বন্ধে যে দাদন হইত তাহাই মাত্র ভূম্যধিকারি দিগেররাজকর প্রদানের হেতু এবং অধিকাংশ পরিশ্রমি লোকদিগের জীবনোপায় ছিল, লবণের বিনিময়ে রাক নামক এক প্রকারখাদ্যযুক্ত ছাই উত্তমাধমের আহারে ব্যবহার হইত, গজ্জন বৃক্ষের নিজ্ঝাসের যে ময়লা তাহা তুষেতে যুক্ত করিয়া তৈলের বিনিময়ে জ্বালান ব্যবহার ছিল, এই চট্টগ্রাম নগরে ৫০ পঞ্চাশ জন ভারবাহি পরিশ্রমিলোকের প্রয়োজন প্রায় হইত না, সকল নগর অনুষণ করিলে একমোন শর্করা অপ্রাপ্য ছিল, ফলে দৈহিক সুখের যে সকল ব্যাপার তাহা এদেশে দৃষ্ট হয় নাই, বর্ত্তমান কালের অবস্থাতে পূর্ব্বকালীনাবস্থা স্মরণহইলে অন্তঃকরণে লজ্জা এবং দুঃখের অধিষ্ঠান হয়, ১৮৪১ সালের মার্চ মাসে এই হেনরি রিকুট সাহেব এতৎ প্রদেশে শুভাগমন করাতে হিমানী দগ্ধ পদ্মবনে বসন্ত কালীয় মিত্র কিরণাবলীর সংস্পর্শের ন্যায় এদেশের কি অবস্থা হইয়াছে তাহাতেসভ্যমহাশয়দিগের হৃৎপদ্মইসাক্ষ্য প্রদান করিবে, এই মহাত্মার করুণাপাঙ্গ অবলম্বন মাত্র করিয়া এই ৮ বৎসরের মধ্যে এদেশ দেশ গণ্য হইয়াছে, শতত্রয়াধিক ব্যবসায়ের দোকান নগরে নব্যস্থাপিত হয়, শতাধিক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ দ্বারা রাজবর্ত্মের পার্শ্বদ্বয় শোভিত হইয়াছে চত্বঃশতাধিক ভারবাহী শকট অহরহ প্রয়োজনহইতেছে, সহস্রাধিক পরিশ্রমি লোক দিনদিন শ্রমবৃত্তি ভোগ করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে. চত্বঃশতাধিক জাহাজ সুলুফে নদী নন্দনবর্দ্ধিতা হইয়াছে, শতাধিক অশ্বযোজিত বগী ও পাল্কীগাড়ী এবং ততোধিক নরযানাদি দ্বারা রাজ বর্ত্ম সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, উত্তম শর্করা কন্দাদি যাহার আকারপর্য্যন্ত এদেশেপ্রচ্ছন্ন ছিল তাহা শতাধিক মোন কেবল দেশের ব্যয়ার্থ ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, এই সকল অপ্রমিত রূপে মঙ্গলোন্নতি যে কেবল এই অরণ্যকর্ণৈক ধাম মহাত্মা হিম কমিস্যনর সাহেবেরশুভদৃষ্টি দ্বারা হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে এদেশের যে উন্নতি দর্শন হইতেছে ইহা পূর্ব্বে কখনই দর্শন হয় নাই, এদেশীয় লোকেরা দেশান্তর হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছে অথবা স্থাপ্যধন ব্যয় করিতেছে ইহাও নহে সুতরাং এই মঙ্গলোন্নতির প্রতি যে কেবল এই সাহেবের দয়ার্দ্র চিত্ততা মাত্র কারণ ইহা সাধারণের স্বীকার্য্য হইয়াছে, এই বিষয়ে এক উদাহরণ কহি সকলে শ্রবণ করুন, পারস্য দেশে বহরামগোর নামক একবাদশাহ ছিলেন, তিনি একদা মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন কালে অশ্বের দ্রুত গমনে বাহিনী হইতে অন্তর ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে উত্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসাতে কাতর হইয়া গ্রাম্য কোন কৃষকের উদ্যান সমীপে উপস্থিত হন এবং ছদ্মবেশেজল প্রার্থনা করিলে কৃষক উদ্যান হইতে ২ দুইটি দাড়িম্ব আনিয়া এক পাত্রে তাহার একটিকে নিষ্পীড়ন করাতে সম্পূর্ণ একশের অতিসুমিষ্ট রস নির্গত হইল, বাদশাহ তাহা পান করিয়া একটি দাড়িম্ব হইতে একসের রস নির্গত হইল ইহা দর্শনে অতি চমৎকৃত হইয়া কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন এই উদ্যানের রাজকর কি দিয়া থাক পরে কৃষক যাহা কহিল তাহা অতি অল্পজ্ঞান করিয়া মনে করিলেন এমত উর্ব্বরা ভূমির কর এতঅল্প হইতে পারে না, আরো কিছু অধিক করিতে হইবেক, এই কামনা করিতে করিতে অন্যদাড়িম্ব নিষ্পীড়ন করিতেও কহিলেন কিন্তু তাহাতে যেরস প্রাপ্ত হইল তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অষ্ট ভাগের এক ভাগ মাত্র, বাদশাহ ইহাতেও অধিক চমৎকৃতহইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে কৃষক বাষ্পপূর্ণ নয়নে খেদ করিতে করিতে কহিল এত কাল এদেশে বহরামগোর বাদশাহের নির্ম্মল এবং স্বচ্ছন্দ চিত্তত স্বভাবে এতাদৃশ উন্নতি ছিল, যাহার অল্প চিহ্ন তুমি প্রথম দাড়িম্ব দ্বারা দেখিয়াছ এখন আমি অনুমান করি সেই বাদশাহের মনে কোন কাঠিন্য স্বভাব উদয় হইয়াছে যাহার লক্ষণ তুমি এই দ্বিতীয় দাড়িম্ব দ্বারা দর্শন করিতেছ, এখন এদেশ বসতির উপযুক্ত রহিল না, বাদশাহ এই আশ্চর্য্য দর্শনএবং আপনমানসিক ঘটিত ব্যাপার কৃষক মুখে অবিকল শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত এবং ক্রোধিত হইয়া স্বীয় পরিচয় দিয়া মানস দুষ্কৃতির বিবরণ স্পষ্ট কহিলেন এবং ঐ উদ্যান নিষ্কর রূপে কৃষককে দিয়া রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

এই উদাহরণ দ্বারা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবেক রাজার যে সুদৃষ্টি ও করুণার্দ্র চিত্ততা ইহাই দেশের মঙ্গলের প্রতি মুখ্য কারণ হয়, এদেশে পূর্ব্বে যে সকল রাজপুরুষেরা ছিলেন তাঁহারা কোন প্রজার ধনাপহরণ করেন নাই এই কমিস্যনর সাহেব ও রাজকোষ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক কাহাকে ধন দেন নাই বরং এদেশে পূর্ব্বে যে রাজকর নিরূপিত ছিল তদপেক্ষা ন্যূনাধিক ৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতেও যে দেশের উন্নতি ইহা কেবল এই মহাত্মার রাজধর্ম্ম প্রতিপালন রূপ সদাচারে বলিতে হইবেক, এই মহাত্মা কমিস্যনর সাহেবের যে অসাধারণ গুণে এদেশেরবিশেষ মঙ্গল হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ কিঞ্চিৎ গুণ এই।

ইনিএতদ্দেশে আগমনাবধি প্রতি শনিবার সাধারণ সভা করিয়া দেশস্থ তাবৎ ভদ্রলোককে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণানন্তর যাহাতে দেশের মঙ্গল হইবেক সেই বিষয়ের আলোচনা মাত্র করিতেন, সুতরাং সাধারণের নিকট শ্রবণকরিতেং এদেশের কোনবিবরণ ইহাঁর নিকটে অবিদিত ছিল না, দ্বিতীয় অতি উচ্চপদস্থ লোক হইয়াওঅন্তঃকরণে কোন বিষয়ের গৌরবমাত্রকরেন নাই, ভূমি সম্বন্ধে যে সে লোকঅতি নিকটে গমন করিয়া এক কথাকে ১০ দশবার জিজ্ঞাসা বলিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়াছে সাহেব ও তিলার্দ্ধ মাত্র ঘৃণা ও আলস্য না করিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কথার উত্তর ক্রমেং দিয়াছেন, তৃতীয় কাছারীতে বসিলে ভূমি সম্বন্ধীয় লোকের বড় ছোট ভেদ করেন নাই এক বিঘা স্বত্বাধিকারির স্বত্ব স্থাপনার্থ যেযত্ন করিয়াছেন তাহা অতি প্রধান জমীদারীর যত্ন হইতে ন্যূন হইল ইহা এম হাত্মার বিচারে কহিবার সাধ্য নাই সুতরাং ছোট বড় কাহারই মনের মালিন্য রহে নাই, চতুর্থ সমুদায় বিষয়ে প্রজার মঙ্গলকে অগ্রগণ্য করিয়া রাজার মঙ্গল আনুসঙ্গিক রূপে স্বীকার করিয়াছেন, পঞ্চম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি রিপুগণ রাজকর্ম্ম বিষয় এই মহাত্মা হইতে অন্তরহিল, ক্রেধেকি ভ্রমে কি অহঙ্কারে কিম্বৎসরতাতে, কাহার

কোন হানি হইয়াছে এমত প্রসঙ্গ ও এদেশে নাই অতএব এইরূপ মহাত্মা ব্যক্তি দ্বারা যে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে আরসন্দেহ কি আছে, ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা যে পরমেশ্বর এই মহাত্মাকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু করিয়া ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ রক্ষা করুন, কৌন্সেলের সাধারণ আদেশ মতে এসকল মঙ্গলোন্নতি হইয়াছে যাহা কমিস্যনর সাহেব কহেন তাহা আমরা মান্য করিতে পারি না যেহেতু গবর্ণমেণ্টের আদেশ যেমত এই মহাত্মার প্রতি ছিল সেইরূপ অন্যান্য প্রদেশেও আছে কিন্তু অন্য কোন স্থানেতেই এরূপ মঙ্গলের চিহ্ন দর্শন হইতেছেনা আমারদিগের কৃতজ্ঞতা স্বীকার রূপ কোন পত্র গ্রহণ করিতে যে সাহেব অনিচ্ছু হইয়াছেন ইহাও অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না যেহেতু যাহার প্রসংসা বাদ তাঁহার কর্ণে কহিলে বক্তা শ্রোতা উভয়েরই সুখ প্রাপ্ত হয় না, অতএব এই মহাশয়ের গুণের যে স্বরূপাখ্যান তাহা সমাচার পত্র দ্বারা বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশ করা আমারদিগের উচিত, এবং এই মহাত্মারনাম বহুকাল সাধারণের মুখোচ্চারিত থাকে এনিমিত্ত কোন বিশেষ চিহ্ন এই নগরে স্থাপিত করা সর্ব্বথাকপে প্রয়োজনীয় অতএব প্রার্থনা করি সাধারণ মহাশয়েরা এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন।

পরে সকল মহাশয়েরা নিতান্ত হর্ষচিত্তে ধন্যবাদ করত চাঁদাতে স্ব২ নাম্মাঙ্কিত করিলেন, অনন্তর শ্রীযুক্ত দেওয়ান কালীনাথ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সেখ ওবেদুল্লা খাঁ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র রায় বাহাদুরের সম্মতি মতে এই স্থির হইল কমিস্যনরী কাছারী ও কালেকটরী ও ফৌজদারী ও নেমক মহালের কাছারীর সান্নিধ্য ইংরেজী গীর্জার সম্মুখে রাজবর্ম্মের পূর্ব্বাংশে লালদিঘী নামক প্রসিদ্ধ যে পুষ্করিণী আছে তাহার পশ্চিম পাড়ে এক পাকা ঘাট করিয়া গুম্ভোপরি হাত বসাইলে তাহা সাধারণের উপকারক সদৃশ্য এবং সর্ব্বদা বহুলোক কর্তৃক দর্শন এবং সর্ব্বদা প্রসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার নাম রিকট ঘাট রাখা যাইবেক, পরে ভুলুয়া জেলাস্থ শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র মজুমদার ও মৌলবি সেলামত উল্লা খাঁ বাহাদুর বাবু কৃষ্ণসুন্দর সিংহ বাবু তারকনাথ বসু চৌধুরী সরাফত আলী প্রভৃতির যে পত্র দেওয়ান কালীনাথ সেন মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিল তাহা পাঠ হইল, যথা, মহাশয়ের অনুষ্ঠান পত্র পাইয়া পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক অবগত হইলাম, মহাশয় যেমত বিজ্ঞ মান্যলোক সেইমত উত্তম কর্ম্মে প্রাবর্ত্তক হইয়াছেন, প্রশংসীয় কমিস্যনর সাহেব দ্বারা এদেশের ভূম্যধিকারি সাধারণ যে উপকৃত হইয়াছেন তাহার বর্ণন করিতে লেখনী অশক্তা, আমরা অনুমান করি এইরূপ দয়ার্দ্র চিত্ত মহামহিম বিচারকর্ত্তা শান্তি রক্ষক কখনই এদেশে পদার্পণ করেন নাই, আমরা পূর্ব্বাবধি এই মহাত্মার স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপনার্থ উদ্যোগী থাকিয়া ও ক্ষুদ্রজেলা সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় কি না, এই আশঙ্কাতে সাহসকে অবলম্বন করিতে পারি নাই, মহাশয়ের পত্র পাইয়া আমারদিগের সেং উদ্যোগ সফল হইয়াছে, অতএব সকলের পরম হৃষ্টচিত্তে দত্ত যে ৮৫০ টাকা সংগ্রহ হইল তাহা পাঠাই গ্রহণ করিয়া কর্ম্মারম্ভ করিবেন, ক্ষুদ্র২ যেসকল ভূম্যধিকারী ছিলেন তাঁহারদিগের উৎসাহ সত্ত্বেও আমরা বারণ করিলাম।

পরে ধন্যবাদ পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল, যে যে মহাশয়েরা অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারদিগের নামধাম ক্রমে নিবেদন করিব ইতি।

প্রেরিত পত্র।

খেদজনক মৃত্যু।

বিবিধ বিদ্যা বিশারদ শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমরা অকূল শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া লিখিতেছি যশোহরের অন্তঃপাতি বগচরনিবাসি গুণরাশী রায় কালীপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয় গত ৩০ চৈত্র বুধবার মধ্যাহ্ন কালে পরমেশ্বর নামোচ্চারণ করিতে২ শ্রীশ্রী৺ শ্যামসুন্দরজীউ বিগ্রহ তথা তুলসী বৃক্ষাদি সম্মুখে স্থিতি করিয়া স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, উক্ত বাবুর মৃত্যু শ্রবণে অত্র জিলাস্থ প্রায় সমস্ত ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি তাবতেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহার দয়াধর্ম্ম নম্রতা বিশ্বব্যাপ্ত ছিল, মিথ্যা বাক্য প্রবঞ্চনাদি তাঁহার জীবনাবধি কখন ও নিকটস্থ হইতে পারে নাই, কি ভদ্র, কি নীচ, সকলেই উক্ত বাবুর সহিত মিষ্টালাপে পরম হর্ষ চিত্ত হইতেন, যে কেহ তাঁহার সহিত একবার বাক্যালাপ করিয়াছেন তিনি উক্ত মহাশয়ের সৌজন্য কদাপি ভুলিতে পারিবেন না, যথার্থ দাতৃত্ব শক্তি এবং পরোপকারিত্ব চরিত্র উক্ত বাবুতেই ছিল, কেননা তাঁহার অপেক্ষা এই জিলায় এবং অন্য২ স্থানে অনেকানেক ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী প্রভৃতি আছেন কিন্তু রায় বাবু যাবজ্জীবন পরোপকারে রত থাকিয়া তাঁহার সঞ্চিত ধনের প্রায় অধিকাংশ কেবল সদ্ব্যয়ে দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইয়াছে, ,, কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি ,, অর্থাৎ কীর্ত্তি মান্ লোক মরিলেও তাঁহার নাম স্মরণ থাকে, বিশেষত ১৮৪৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে ঐ মহাশয়ের নাম প্রকাশ হইয়াছিল এবং কোর্ট আফ ডাইরেকটর কর্ত্তৃক সম্মানসূচক, রায় উপাধি ও পরিচ্ছদাদি খেলয়াৎ গোসহরা, ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়েন, ঐ মহাশয় এই২ সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন।

যশোহরের অন্তর্ব্বর্ত্তি নীলগঞ্জ নামক স্থানে সেতু নির্ম্মাণার্থ ৫০০।

নীলগঞ্জের ঐ পুলের ঘাটের জন্য ৫০০ টাকা।

যশোহরের জঙ্গল কাটাই জন্য ৩০০ টাকা।

পশ্চিম দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ১৫০ টাকা।

অত্র জিলার দাতব্য ঔষধালয়ের ও গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত বিদ্যালয়ের সাহায্য কারণ ৭৫০ টাকা।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাসিক চাঁদা ২ টাকা।

নবদ্বীপের অন্তঃপাতি বনগ্রাম হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত এক পরিসর রাস্তা এবং ছায়াতে পথিক লোকের বিশ্রাম কারণ বৃক্ষাদি এবং ঐ রাস্তার মধ্যে স্থানে২ সেতু ৩৫টা এবং ঐ রাস্তার বৎসরীয় রাজস্ব ইত্যাদি কারণ ২০০০০ টাকা।

চূড়ামন কাটী হইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ কারণ ২৪০০০ টাকা।

তথায় দুইটা সেতু নির্ম্মাণ কারণ ২১০০ টাকা।

অগ্রদ্বীপস্থ শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথ জীউর ইষ্টক নির্ম্মিত দুই গৃহ ও আগ্রাদ নগর দিগরতে ৪ টা পুষ্করিণী খনন জন্য ৫০০০ টাকা, তথায় মানব সকল বারি অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেন।

৺ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনীয় পথিমধ্যে আঠারো নালা নামক স্থানে যাত্রি লোকের বাস জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ কারণ ২০০০ টাকা।

৺ জগন্নাথ দেবের পূজার কারণ বাৎসরিক ৩৬০ টাকা।

জিলা চট্টগ্রামে ৺ চন্দ্র নাথ ঠাকুরের মন্দিরের দ্বারদালান নির্ম্মাণ কারণ ৬০০ টাকা।

তথায় পর্ব্বতের উপর গমনাগমনের রাস্তা নির্ম্মাণ হেতুক ১০০০ টাকা।

অত্র জিলার অন্তর্গত দাইতলা ওনীলগঞ্জের সেতু ও পথিকদিগের থাকিবার এক এক বাসস্থান নির্ম্মাণ কারণ ৪৫০০ টাকা।

এই জিলার অন্তঃপাতি বিকরগাছা নামক স্থানে লৌহ সেতু প্রস্তুত কারণ ৯০০০ টাকা।

যশোহর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এক রাস্তা ও তন্মধ্যে২ ধর্ম্মশালা প্রস্তুত কারণ ১৭০০০ টাকা।

জিলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতি মোং বনগ্রামের পুল কারণ ২০০০০ টাকা।

উপরিক্ত রাস্তা সকল মেরামত জন্য স্বীয় সম্পত্তি হইতে বার্ষিক দান ৩০০ টাকার নিমিত্ত মোনকার নামক এক তালূক গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ।

উক্ত মহাত্মা স্বর্ণবণিক কুলোদ্ভব হইয়াও এমত২ অনেক মহৎ কীর্ত্তি করিয়াছেন, এরূপ সৎস্বভাব মনুষ্যের জন্য পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরাও খেদোক্তি করিবেন।

যশোহর নিবাসিনঃ কস্যচিৎ
যথার্থবাদি জনস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের রিক্ত ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ্যতে।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোরসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাম্বগুণামুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্গোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৭ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৬ এপ্রেল। হানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৫ বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি লোকের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রত্যহ বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্রকা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্যপ্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

ADVERTISEMENT.

To be Sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal against Sreemutty Kisto soondery Dossee widow and Executrix of Sree nauth Mullick deceased By caunt nauth Mullick Omerta naut Mullick Debindernauth Mullick Rajindronauth Mullick and Saadro nauth Mullick sons of the said Sree nauth Mullick and Sreemutty Soobany Dossee with the aprobation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O-Clock noon.

All that Upper Roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lowerroomed Messuages Tenments or Dwelling Houses adjoining thereto and the piece or parcel of ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the District of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth Mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased particulars whereof may be had at the said Master's Office or of Mr. W. N. Hedger Solicitor for the Defendant Sreemutty Kistosoondery Dossee and Byaauntnauth Mullick at Nos. Larkin's lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court.
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল বাদী।

মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের একজিকিউটিক্স শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত অমৃতনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সমুদ্রনাথমল্লিক উক্ত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং শ্রীমতী সুবর্ণদাসী প্রতি বাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন উক্ত সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা নগরীয় উক্ত কোর্ট বিচারাগারের মধ্যস্থিত মাষ্টর আপিসে ৩০ এপ্রেল সোমবার তারিখে বেলা ঠিক ১২ বার ঘণ্টা সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণপুর নিবাসি উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার শামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং তাহারসামিল যে এক খণ্ড ভূমি যাহার কিয়দংশের উপরএই সকলপ্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক ও যাহা রামকৃষ্ণপুরে স্থিত হয় যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী এবং বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পক্ষার উকীল মাষ্টর ডবলিউ, এন, হেজর সাহেবের কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ একের নম্বর লারকিনসলেন নামক স্থা

নম্বিত আপিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবে ইতি।

ডবলিউ মেক ফরসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আপিস।
১৬ এপ্রেল ১৮৪৯।

রিসিবরের বিজ্ঞাপন।

জমীদারীদিগর ইজারা।
জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী বাদী।
কৃষ্ণকিশোর বিয়োগী প্রভৃতি প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ এপ্রেল সোমবার বেলা দই প্রহর একঘন্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত মারিস ফিট জেরেল্ড সেগুেস সাহেব তাঁহার আফিসে উপরি উক্ত বাদি জয়চন্দ্র পাল চৌধুরির নীচের লিখিত জমীদারী দিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লইতে ইচ্ছুক হয়েন তাঁহার এসময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালক পরগণে দ্বতীয়া হোঁসনপুর বাগমারা, মাগুরা ঘনা, মুড়াগাছা, রকম।০ চারিয়ানা।

সহর কলিকাতা সূতালুটীর শামিল এককেতা জমী অনুমান॥ ১ ॥ সাড়ে এগারো কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ উত্তরদিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা, দক্ষিণদিগে মৃত জয়রাম ঘোষের জায়গা, পূর্ব্বদিগে মৃত গোকুল চন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা, এবং পশ্চিমদিগে কোম্পানির রাস্তা, রকম আটআনা ১ আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা রিসিবর আফিস।
কোর্টহৌস তারিখ
১২ এপ্রেল। ১৮৪৯ সাল।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৪২৯ নম্বর।
বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।
১৮৪৯ সাল ৩১ মার্চ।

শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেব জিলা মেদিনীপুরে কালেকটরের সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩ আপ্রিল।

শ্রীযুত ডাক্তর জে জৌএট সাহেব দিনাজপুরে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

৪৫৯ নম্বর।
২ আপ্রিল।

চাটিগাঁর মাজিস্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টান্ট শ্রীযুত জে এস স্পাঙ্কি সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩ আপ্রিল।

শ্রীযুত ডবলিউ জে মোর সাহেব বাগণ্ডীতে নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। এবং লবণের আইনের উল্লংঘনবিষয়ক মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছুটী।
৩০ মার্চ।

দিনাজপুরের মাজিস্ত্রট শ্রীযুত আর জে স্কট সাহেব যে তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার কালেকটর শ্রীযুত ফ্টিয়র সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন সেই তারিখ অবধি ছুটী বিষয়ক বিধির ১১ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিস্ত্রেট শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণবাহাদুর গত জানুআরি মাসের ৩০ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে আট দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

৩১ মার্চ।

নদীয়ার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত আর কিনি সাহেব গত আক্তোবর মাসের ২ তারিখ অবধি ১৩ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

৩ আপ্রিল।

আসামের কমিস্যনর সাহেবের সব আসিষ্টান্ট শ্রীযুত এচ ড্রাইবর সাহেবকে গত ফেব্রুআরি মাসের ১৩ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল গত মাসের ১ তারিখ অবধি রহিত হইল। ঐ তারিখে তিনি আপনার কর্ম্ম স্থানে পুনর্গমন করেন।

পূরণিয়ার সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জেমস আলান সাহেব গত মাসের ৬ তারিখে যে এক মাসের ছুটী পান তাহা তাঁহার প্রার্থনামতে রহিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।
৩ আপ্রিল।

দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত জেমস গ্রান্ট সাহেব গত মাসের ২৬ তারিখে আপন সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী গোলাম আসগরের প্রতি অর্পণ করেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত এচ এস পর্টর সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন।

৭ আপ্রিল।

রঙ্গপুরের কালেকটর শ্রীযুত ডবলিউ টি টুটর সাহেব গত মাসের ৩১ তারিখে আপনার খাজানাখানার ভার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত রায় মুকুন্দ প্রসাদের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

ভাগলপুরের জজ শ্রীযুত ডবলিউ এস আলেকজাণ্ডর সাহেব দায়েরসায়েরী কর্ম্মে গমনার্থে গত মাসের ৩১ তারিখে আপনার সিরিস্তার চলত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী মোআজেম হুসেনের প্রতি অর্পণ করেন।

মেদিনীপরের একটিং মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বি এচ শক সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৩ তারিখে হুগলী জিলাতে ঠগী নিবারণার্থ আসিস্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম্মের ভার শ্রীযুত কাপ্তান ডবলিউ সি বচ সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

ঢাকার সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ সুইটনহাম সাহেব বর্ত্তমান মাসের ২ তারিখে আপনার সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সৈয়দ আব্বাস আলীর প্রতি অর্পণ করেন।

নীচে লিখি তব্য মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

ইংলণ্ডবাসি শ্রীযুত পেটর্সন সাহেব
রাংচে নিবাসি শ্রীযুত বাবু জগদম সহায়।
কলিকাতার ছোট আদালতের বিচারপতি শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।

সম্বাদ ভাস্কর

সুপ্রিমকোর্টের বিচক্ষণ প্রধান বিচারক স্যার [illegible] পীল সাহেব কলিকাতা পোলীসের কর্ম্মের প্রতি বিশেষ বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ মহামহিম বিচারকর্ত্তা বুঝিয়াছেন মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা উচিতমত সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া মোকদ্দমা সকল শেসন বিচারে পাঠাইয়া দেন এবং পোলীস সারজনেরা মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের অনুমতি ব্যতীত আপনারাই মোকদ্দমা করে এবং কোন২ স্থলে লোকবিশেষকে অবরুদ্ধ রাখে, উক্ত মহাশয় এই কথা বলিয়া তাহার দিগকে বিধিমত শিক্ষা দিয়াছেন, আমারদিগের প্রধান বিচারপতি মহাশয় এতদিনের পর কলিকাতা পোলীসের কর্ম্মের গতিক বুঝিতে পারিয়াছেন ই হাতেও আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, শ্রীযুত এতদ্বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলে প্রজাগণ রক্ষা পায় এবং যদি আজ্ঞা করেন পোলীসকে সংশোধন করিবেন তবে কলিকাতার পোলীসের যত দোষ আছে আমরা সাহসিক রূপে তাহা প্রকাশ করিব, কলিকাতা পোলিসের অন্যায়াচরণে প্রজাগণের ধন প্রাণ অরক্ষণীয় হইয়াছে অথচ পোলীসের ক্ষুদ্র২ কর্ম্মচারিরা ধনী হইয়া [illegible]ল, পরমেশ্বর কি এমত সুমতি দি[illegible]ন শ্রীযুত পীল সাহেব পোলীসের বি[illegible]য়ে উচিত মনোযোগ করিবেন, আম[illegible]রা পুনঃ২ গবর্ণমেন্টকে এতদ্বিয়ের অ[illegible]নেক উদাহরণ দর্শাইয়াছি কিন্তু তাহাতে প্রধান রাজপুরুষগণের বিশেষ প্র[illegible]ত্যয় জন্মিয়াছে এমত আকার বোধ[illegible]য় নাই তাহা হইলে পোলিস কর্ম্মচা[illegible]রিগণের সতকতা বিদিত হইত, পোলি[illegible]স কর্ম্মাধ্যক্ষেরা কেবল চাতুরী দ্বারা [illegible]ক্ষা পাইতেছেন তাহাও আমরা স্পষ্ট বলি, চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্ম যাহা এতন্নগরে বর্দ্ধমান হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তাঁহারা গোপন করেন, গবর্ণমেন্ট পোলীস সম্পর্কীয় লোকদিগের রিপোর্টের প্রতিই অধিক আস্থা রাখেন ইহাতেই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে পোলিস সম্পর্কীয় রক্ষকেরাই মধ্যে২ তাস্করিক ব্যাপারে ধৃত হইয়াছে, যদি গবর্ণমেন্ট ইহার সত্যতা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা স্পষ্ট রূপে দে[illegible]খাইব পোলীসের লোক হইতেই অনিষ্ট হইতেছে, প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেব এক একগুঁয়া নিয়ম করিয়াছেন তাহা ছাড়িবেন না, তাঁহার কালে ভূত, রাজা ভূতেরা তাহাতেই আস্পর্দ্ধা পাইয়াছে কিন্তু ইহাতে যে রাজার ক্ষতি হইয়াছে [illegible]হাতে ও মনোযোগ নাই অতএব য[illegible] প্রধান রাজ পুরুষেরা আমারদিগকে [illegible]র্ভয় বলেন তবে আমরা তাঁহাদিগে পথ প্রদর্শক হইতে পারিব।

বরিশাল হইতে আগত পত্রের একাংশ।

সম্পাদক মহাশয় ১২৫৫ সাল [illegible]ত কল্য জন্মের শোধ বিদায় গ্রহণ [illegible]রিয়া অবসর হইলেন, এবং তৎসহ [illegible]ত কিম্বা তদানীত বিপদাদি তৎ সঙ্গে [illegible] এক কালীন তৎ পশ্চাৎগামী হইল, [illegible]ইক্ষণে সকলে আনন্দানুভব করুন ১২[illegible]৫ সাল গয়ার পাপ স্বরূপ হইয়া আ[illegible]সিয়াছিলেন তিনি বিদায় হইলেন, ১২৫৫ সাল অতি অশুভক্ষণে জন্ম পরি[illegible]গ্রহ পূর্ব্বক কুক্ষণ জন্মার ন্যায় অনং[illegible] মর্ম্ম ভেদি কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে [illegible]সাতলাশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ১২৫৫ সা[illegible]লে পৃথিবী বিলক্ষণ শস্য শালিনী হইয়াছিলেন, সুতরাং শস্যাদির প্রাচুর্য্য সহ[illegible]জেই অনুভূত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার [illegible]ভাগ্য বলে যেরূপ যশোলাভ করিয়া প্রস্থান করিলেন তাহা কাহার অবিদিত নাই, স্বাভাবিক কিম্বা প্রচুর শস্যাদি [illegible]ত্ত্বে ১২৫৫ সালের ন্যায় দুর্ব্বৎসর কি কাহারো নেত্রগোচর হইয়াছে, যাহা হউক, গত কল্য গত বৎসরের ন্যায় কুবৎসর আমরা অবনীতে জন্ম গ্রহণাবধি শ্রবণ কিম্বা দৃষ্টি করি নাই, কাল স্বরূপ ১২৫৫ সাল রাজা, প্রজা, এবং অপরাপর সাধারণ জনগণ তাবতের পক্ষেই [illegible]াল হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকার কালে কত২ রাজা রাজ্য ভ্রষ্ট, আসন ভ্রষ্ট, প্রাণি নষ্ট, অশেষ কষ্ট, নিরন্তর হাহাকার, অরাজকতা, বাণিজ্য কর্ম্মালয়ের অবসন্নতা, ধন কষ্টে হাহাকার ধনি, শোক, সন্তাপ, অকালে কালগ্রস্ত, যুদ্ধ বিগ্রহ, অতিশ্রম, দুঃখ ইত্যাদি ব্যাপারে ৫৫ মহাশয়টি চিরস্মরণীয় এবং সর্ব্বসাধারণের বক্ষস্থল প্রস্তরোপরি খোদিত অক্ষরের ন্যায় হইয়া রহিলেন, সম্পাদক মহাশয়, ৫৫ মহাশয়ের অধিকার কালের দুঃখানুভবের অংশী হয়েন নাই, এমত ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টি গোচর হয়েন না, যাহাহউক, ৫৫ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার উপর খড়্গাঘাত বিধেয় নহে, কিন্তু অনুভব করি তিনি সর্ব্বসাধারণকে যে প্রকার ক্লেশে আচ্ছন্ন করিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহার বিদায় কালীন যে প্রশংসা হয় নাই তদ্বিষয়ে দেশ মান্য ভাস্করের সম্পাদকীয় উক্তি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না, ৫৫ মহাশয় আপদ স্বরূপ হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রস্থানে কাহার হর্ষানুভব না হইবেক, এইক্ষণে নবীন সাল ১২৫৬ মহাশয় অদ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, জগজ্জাগরূক জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনীয় এই যে ইনি ৫৫ মহাশয়ের ন্যায় ধারা বাহিকত্ব গুণ প্রাপ্ত অথবা তন্ময়মানুগামী হইবেন না, নবীন কাল মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বাধিকারির পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল এবং হিতজনক নবীন নিয়ম স্থাপন করিয়া যশোলাভ করুন, অবশেষে ৫৬ মহাশয়ের চিন্তা করণাবশ্যক যে আগামি চৈত্র মাসে তাঁহার অধিকার কালীন রাজ্যের অবস্থা বর্ণন এবং তাঁহার দোষ গুণ বিবেচনা করিতে ত্রুটি হইবেক না তারিখ ১ বৈশাখ।

বিবিধ সমাচার।

বিদিত হইল উইনিয়ন ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধার্থ কর্ম্মকারক গণেরদের বেতনাদিতে মাসিক ৩ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতেছে, বিবেচনামতে ইহার ন্যূনতা হইলে উত্তম হয়, নচেৎ এই হিসাবে অনেক ব্যয় হইয়া উত্তমর্ণগণের হানি সম্ভবনা।

১৬ এপ্রেল তারিখে "চেম্বর আফ কমর্সের,, এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে এতদর্থে চালর্স, বাইনি, স্কিনর সাহেব প্রেসিডেন্ট এবং উইলিয়ম ওয়াইল্ডমেন, কেটেলওএল সাহেব বাইস প্রসিডেন্ট পদে মনোনীত হইয়াছেন।

দিল্লীগেজেট পত্রে লেখে জেনরল গিলবর্ট পেসোয়র হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ৬ তারিখে অটকে আসিয়াছেন।

লাহোর নগরীয় লোকেরদের এমত অনুভব হইয়াছে মূলরাজ, নারায়ণ সিংহ, এবং রামসিংহ ফাঁসী দ্বারা বিনষ্ট হইবেন, মূলরাজের নিজের আহার্থ প্রতিদিন ২।০ নয় সিকা প্রস্তুত হইতেছে।

কথিত হয় মাষ্টর মেনসল সাহেব যিনি ইতঃপূর্ব্বে একটিনরূপে এতদ্দ্যুস্ত একৌন্টেণ্ট কর্ম্ম করেন তিনি পঞ্জাবীয় নূতন পদ স্বীকার বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসম্মত আছেন, এতৎপদের মাসিক বেতন ৩৫০০ সহস্র টাকা হইতে পারে।

পঞ্জাবীয় কমিসনরেরা ২৭৫০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন, এবং তাঁহার দিগের ডেপুটিগণ পাত্রভেদে ১০০০। ১৫০০ ও তৎ সহকারীরা ৫০০।৭০০ মুদ্রা মাসিক প্রাপ্ত হইবেন, এবং পঞ্জাবীয় বোর্ড আব কমিসনরের সম্পাদকের মাসিক বেতন ২৫০০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

পঞ্জাবীয় রাজকর শীক সংগ্রাহকদিগের প্রতি আদেশ হইয়াছে তাঁহারা সংগৃহীত রাজকর প্রতি প্রাদেশীয় বৃটিস কর্ম্মচারি দিগের নিকট সমর্পণকরেন।

রাজা দলিপ সিংহের তোষাখানা হইতে নগদ ১২০০০ টাকা মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

রাজা সেরসিংহের সহিত যেসকল শীক্ষ সরদার সম্মিলিত হইয়াছিলেন তিনি বৃটিস রেসিডেন্ট সাহেবের আদেশক্রমে তাঁহারদিগের নামের এক তালিকা দিয়াছেন কিন্তু ইহার সত্যতার প্রতি প্রত্যয় না জন্মিবাতে রেসিডেন্ট মহাশয় হরশরণ দাসের প্রতি অনুজ্ঞা করিয়াছেন তিনি ঐ তালিকা পুনঃ প্রস্তুত করিবেন।

৭ এপ্রেল তারিখে কয়েক জন বিদ্রোহি শীক সরদারগণের জোবানবন্দী হইয়াছে।

রামসিংহের জনেক অনুচর তৎপ্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছে।

মাষ্টর সিম্পসন সাহেব শীক দরবারের অস্ত্রশালা সকল দর্শন করিয়াছেন।

সরকারী পশ্বাদির তালিকা প্রস্তুত করণাদেশ হইয়াছে।

সেখ এমামুদ্দীন তদধীন প্রদেশীয় কৃষক প্রজার নিকট যে সকল অস্ত্র পান তাহা এক নৌকাযোগে লাহোরে প্রেরণ করিয়াছেন।

এক ঘোষণা প্রকাশ করা গিয়াছে প্রজাদিগের কোন দুঃখের আবেদন করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রদেশীয় বৃটিস পক্ষীয় রাজকর্ম্মচারির নিকট তাহা নিবেদন করিবেন।

রেসিডেন্ট সাহেব লাহোরীয় ডাকের ব্যয়ের তালিকা দেখিতে চাহিয়াছেন।

নিকলসন সাহেবের অধীনে কতিপয় লোক কর্ম্মকুশলতা জন্য বৃটিস কর্ত্তৃক খেলাৎ পাইবেন, তজ্জন্য কয়েক প্রস্থ সম্মান চিহ্ন পরিচ্ছদ রোয়াল পিণ্ডি স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

৬ তারিখে রাজা সের সিংহ আমর্কলীতে রেসিডেন্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাদালাপ করেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লেপ্তেনেন্ত গবর্ণর শ্রীযুত তামসন সাহেব শারীরিক স্বাস্থ্যার্থ শিমলা শিখরে যাত্রা করিয়াছেন তিনি কিছুকাল তথায় থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন।

কলিকাতা পোলীসের সুপ্রিন্টেণ্ডেন্টী পদ প্রাপনার্থ ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেন্ট মেকান এবং ল সাহেব প্রার্থনা করিয়াছেন।

মাজিস্ত্রেট হিউম সাহেবের বিচারে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তদুপলক্ষে পোলীস কর্ম্মচারিগণের অনিয়মিত ব্যবহার দর্শাইয়া তিনি তাহারদিগকে বিধি বোধিত উপদেশ দিতেছেন, এতচ্ছ্রবণে আমরা আপ্যায়িত হইলাম, পোলীস সারজন ও তদধীন প্রহরী প্রভৃতিরা নিয়মাজ্ঞানে এবং তাহারদিগের শাসনাভাবে মধ্যে২ অনেক অত্যাচার প্রচার করে, মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা এবিষয়ের অনুসন্ধান রাখিলে তাহারদিগের দমনের উপায় হইবে, এবং তাহাতে প্রজাগণকে সুখে রাখিবেন, অতএব বিধিজ্ঞ হিউম সাহেবের দৃষ্টান্তক্রমে অপর মাজিস্ত্রেট সাহেবেরাও প্রজাহিত চিন্তা করেন ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

চাঁপাতলার ডাকাইতির বিষয় আমরা অনসন্ধান করিতেছিলাম ইহাতে আমারদিগের কোন বন্ধু এই বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

গত অন্ধকার পক্ষীয় রজনীতে চাঁপাতলার পুষ্করিণীর পশ্চিম গলীর ভিতর বৈষ্ণবচরণ দের বাটীতে যে রূপ ভয়ানক ডাকাইতীহইয়াছে নগরমধ্যে এরূপ দস্যুকর্ম্ম কথনশ্রুতিগোচরহয়নাই, যদিও অন্যান্য ইংরেজি সমাচার পত্রে এই বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে তথাচ আনুপূর্ব্বিক সমাচার লেখা যায় নাই, ঐ দস্যু বৃত্তির চারি দিবস পূর্ব্বে বৈষ্ণবচরণদে একখানি বাটী বিক্রয় করিয়া নগদ ৬০০ টাকা ঘরে আনিয়া এক সিন্দুকে রাখিয়াছিল ইহার সন্ধান পাইয়া ১২ জন দস্যু রাত্রি দুই প্রহর এক ঘটা সময়ে আসিয়া প্রাচীরে উঠিয়া বৈষ্ণবের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়, এবং মশাল জ্বালিয়া দ্বার ভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রবেশ করে এমত কালে বৈষ্ণবচরণ দে স্ত্রীপুরুষে

যেমত ভয়ে বাহিরে আসিবেক অমনি দেখে চারিখানা খোলা তলবার হস্তে চারিজন দস্যু প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারা কহিল যদি গোল যোগ করিস তবে কাটিয়া ফেলিব, ইহাতে গৃহস্থেরা প্রাণ ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর নীরব হইয়া রহিল, দস্যুরা স্বচ্ছন্দে গৃহস্থিত সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ছয়শত টাকা এবং চারিশত টাকার স্বর্ণ রজত আভরণ লইয়া প্রস্থান করিল, প্রতিবাসিরা সকলেই জাগিয়াছিল কিন্তু কাটিয়া ফেলিবে এই ভয়ে কেহ বাহির হইতে পারে নাই, পরে দস্যুরা পলায়ন পর হইলে গৃহস্থেরা নিকটস্থ চৌকীদারদিগকে সংবাদ দিলে তাহারা আসিয়া গৃহস্থ দিগকে বান্ধিয়া লইয়া ডবিজনের ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কারাঘরে কয়েদ রাখে এবং কহে তোমরাই ডাকাইতী করিয়া মিথ্যা রটনা করিতেছ, গৃহস্থেরা একে সর্ব্বস্বান্ত হইল তদুপরি কারাগারে অত্যাচারে প্রাণাবশেষ, তৎপর দিবস প্রধান সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেবের সমীপে তাহারদিগকে উপস্থিত করিলে তিনি ডাকাইতির কথা উপেক্ষা করিয়া কহিলেন তোমরা জামীন দিলে মুক্ত হইতে পারিবা, অনন্তর প্রতিবাসিরা জামীন হইয়া তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন কিন্তু এই অরাজকতারবিষয় পোলিস মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট অদ্যাপিও যায় নাই, ইহাতে পোলিসের লোকদিগের প্রশ্রয়ের সীমা কি যাহা মনে করে তাহাই করিয়া উঠিতেছে।

গত ৩০ চৈত্র সংক্রান্তি দিবসীয় রজনীতে উক্ত চাঁপাতলায় আরএক ভয়ানক দস্যু বৃত্তির উপক্রম হয় কেবল অল্প রাত্রি এবং হিন্দুদিগের পর্ব্বোপলক্ষে বহু লোকের জনতাহেতুক দস্যুরা কৃতকার্য্যহইতে পারেনাই কিন্তু যেরূপঘটনা হয় ইহা শুনিলে পাঠকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন,চাঁপাতলার বদনচন্দ্রমুখোপাধ্যায় তথাকার লক্ষ্মীনারায়ণ দাস উড়ের নিকট আপন ভদ্রাসন বাটী বিক্রয় করিয়া নগদ ৪০০০ টাকা সেই দিবস আপন বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন এই সন্ধান পাইয়া তথাকার সারজন প্রথমত এক পিস্তল হস্তে চারি জন অস্ত্রধারি কালো ভূত চৌকীদার সমভিব্যাহারে বদনমুখোপাধ্যায়ের বাটীতে প্রবেশ করিল ঐ বাটীতে একটা কুক্কুর ছিল ঐ পশু সারজন এবং তাহার দলবলকে দেখিয়া অতিশয় চীৎকার করিতে লাগিল,তাহাতে সাহেব অমনি তাহার প্রতি পিস্তলের গুলীনিঃক্ষেপ করিলে ছিটা গুলী কুক্কুরের গলে লগ্ন হইয়া তাহার প্রাণ হরণ করে, এবং নিঃক্ষিপ্ত অন্য গুলী বদন মুখোপাধ্যায়ের মাতার পৃষ্ঠদেশেলাগিয়াপৃষ্ঠদগধ হয় এবং গৃহস্থিত একটি শিশু ঐ পিস্তলের শব্দে মূর্চ্ছা গত মৃত প্রায় হইয়া যায়,তাহাতেগৃহস্থিত স্ত্রীলোকেরা চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন, সেই গোলে চতুর্দ্দিগ হইতে প্রতিবাসিগণ আসিয়া পড়িলেন, ইহা দেখিয়া সাহেব চোরের মত ছুট মারিয়া পলায়নপর হয়, তাহার সঙ্গী এক জন চৌকীদারকে প্রতিবাসিরা ধরেন কিন্তু তৎপরক্ষণেই ঐ সারজন থানা হইতে ৩০। ৪০ জন চৌকীদার সহিত সাথু হইয়া আসিয়া উক্ত বাটীর মধ্যে যাহাকে সম্মুখে দেখিল তাহাকেই নির্দ্দয় যষ্টি প্রহার এবং বন্ধনদশায় প্রায় ১৬ জন ভদ্রসন্তানকে প্রহরী বেষ্টনপূর্ব্বক থানায় লইয়া যায় অবশেষে ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জামীন লইয়া ঐ নির্দ্দোষী ভদ্রসন্তানাদিগকে পারত্রাণ করেন কিন্তু এপর্য্যন্ত এসকল দৌরাত্ম্য পোলিস মাজিস্ত্রেটদিগের নিকট প্রকাশ হয় নাই অমনি ঘরেঘরেই মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে, বদন মুখোপাধ্যায় প্রতিবাসি সহিত কৌন্সেলি ক্লার্কসাহেবকে আশ্রয় করিয়া পোলিসের প্রধান মাজিস্ত্রেট পেটন সাহেবের নিকট বিচারার্থী হইয়াছেন, দেখা যাইবেক প্রধান মহাশয় কি বিচার করেন।

প্রেরিত পত্র।

বিশ্বোপাস্য শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভূদেব ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণামল কমলেষু।

মহাশয়, আপনি বঙ্গীয় সম্পাদকগণাগ্রগণ্য হইয়া অবিবাদে নিরাপদে পূর্ণ সম্পদে সম্পাদকীয় কর্ম্ম ব্যগ্রতাসহ নির্ব্বাহ করিতেছেন, বিশেষত আপনকার অসাধারণ মহদ্গুণদ্বয় সত্যবাদিত্ব ও পক্ষপাত বিহীনত্ব লোক সমাজে বিলক্ষণ বিরাজমান আছে, আমি তদুপরি নির্ভর করিয়া কতিপয় পংক্তি সমীপে প্রেরণ করিতেছি, কলিঅগ্রে পুর্ব্ব স্নেহ প্রকাশ পুরঃসর বর্ণাবলী শোধনান্তে ইহা অবিকল [illegible] করিয়া চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, আমি রাজধানী দর্শনাভিপ্রায়ে ১৫ কাল্গুন ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া ১৮ তারিখ প্রাতঃসময়ে বরিশাল মোকামে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলাম উক্ত দিবস পরাহ্ণ চারি ঘটিকা সময়ে এখানকার বিদ্যাগারে বিদ্যাধ্যাপনীয় সভাধ্যক্ষগণের সমাগম হইবেক, তৎপ্রযুক্ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এথায় অবস্থান মানসে নিয়মিত কালে বিদ্যালয়ে গমন করিয়া দর্শন করিলাম সরকারি উকীল বাবু রামকানাই রায়, জজ, কালেকটর, মাজিস্ত্রেট, সহকারি মাজিস্ত্রেট, ডাক্তর প্রভৃতি ইউরোপীয় মান্য ব্যক্তিগণ ও ভূকৈলাশ নিবাসি রাজানুজ কুমার বাহাদুর এবং এথাকার আসন ভুক্ত কালেকটর ষ্টার্ট সাহেব প্রভৃতি সভায়াগমন করিয়াছেন, কোলাহল পূর্ব্বক কেবল স্বদল বল প্রবল করণ মানসে ষ্টার্ট সাহেবের সভায় শুভাগমন হয়, সে যাহা হউক, শ্রুত হইল বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের সংস্থান জন্য জজ সাহেব এবং কালেকটর রিড সাহেব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন আয় হইতে ব্যয় বাহুল্য অতএব তাহা লাঘব করিয়া বিদ্যালয়ের মাসিকোৎপন্নানুসারে ইংলণ্ডীয় পারস্য এবং বঙ্গীয় ভাষাত্রয়ের শিক্ষকত্রয়ের বেতন কর্ত্তন যুক্তিসিদ্ধ, তাহাতে কালেকটর ও মাজিস্ত্রেটের সাহায্যকারক পেকসটন সাহেব ও ডাক্তর সেকনলেন সাহেব তাঁহারদিগের মতের পোষকতা করিলেন কিন্তু পক্ষান্তরে কুমার বাহাদুর এই বক্তৃতা করেন পারস্য ভাষার পঞ্চত্ব হইয়াছে এবং বঙ্গভাষা,এতদ্দেশীয় লোকেরদের মাতৃভাষা সুতরাং এই দুই ভাষা শিক্ষা রহিত করিয়া শুদ্ধ ইংলণ্ডীয় ভাষানুশীলন করা কর্ত্তব্য, পরে সা সাহেব এবং ষ্টার্ট সাহেব কুমারের বাক্যে ঐক্য হইবায় ইহাই স্থিরীকৃত হয় সম্পাদক মহাশয়, দেশীয় ভাষাদ্বয় শিক্ষাদান রহিত করণোপলক্ষে যে ব্যক্তিদ্বয়ের জীবনোপায়াভাব হইয়াছে ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়, যুগ মাহাত্ম্যে সত্যই কি একেবারে যথার্থবাদিত্ব রহিত হইল, পরন্তু দর্শকেরা সভার ব্যবহার অবস্থাবলোকনে জজ, কালেকটর, ডাক্তরাদি সভ্য[illegible] দের সদভিপ্রায়ের জন্য অগণ্য ধন্যবা[illegible] করিয়া কুমার বাহাদুরের পক্ষে [illegible] ছাড়া বিচারে স্বচ্ছন্দ আক্ষেপ করি[illegible] এবং বলিতে লাগিলেন পারস্য ভা[illegible] রহিত হইলেও নানা বিচারালয়ে সর্ব্ব[illegible] ণ পারস্য ভাষায় লিখন পঠন হয়, [illegible] র বঙ্গভাষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়া না[illegible] লে এবং তাহা যত্নালয়ে উপার্জ্জন প[illegible] রুদ্ধ না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট একদো[illegible] র প্রত্যেক প্রদেশে বহুব্যয়ে দেশ[illegible] ভাষার বিদ্যালয়চয় স্থাপন করিতে[illegible] কেন,তবে কি সভ্যেরা গবর্ণমেণ্ট অ[illegible] ক্ষাও অধিক বুদ্ধিমানহইলেন,সম্পা[illegible] মহাশয়, এরূপ হইলে সুবিচার হও[illegible] ভার এবং সিবিল সাহেবেরা যে ক[illegible] জ্ঞাত নিবাসি সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের [illegible] স্তোষ প্রয়াশী তাহা অতি যথার্থ, [illegible] র্থে সংশয় বিরহ, বাস্তব বিষয়ী ব্য[illegible] বিষয় বিহীন হইলে কিরূপাপদগ্রস্ত [illegible] ন তাহা অন্যাপেক্ষা ষ্টার্ট সাহেব [illegible] ল জ্ঞানেন, এবং আপদকালে লোকে[illegible] কি দশা উপস্থিত হয় খুল্নার মোক[illegible] মায় সা সাহেবও একদা মহারাণীর সু[illegible] মকোর্টে গমন করিয়া তাহা জ্ঞাত হ[illegible] য়া আসিয়াছেন ইহাতে অন্যে পা[illegible] কা কথা।

মহাশয়, আমার সভামধ্যে গমনে হর্ষবিষাদ দুই লাভ হইয়াছে, হর্ষের হেতু এই যে ৩ বৎসর পরে ষ্টার্ট সাহে[illegible] ব সর্ব্বসাধারণ লোকের সমাগম স্থানে সমাগত হইবায় তাঁহার শ্রীমুখাবলোকন হইল, বিষয়াভাবে ষ্টার্ট সাহেবকে শ্রীভ্রষ্ট ও অঙ্গভঙ্গ দর্শন করিলাম,ফলে এতঅধিক কষ্টেতেও যে তাঁহার শরীর কিঞ্চিন্মাত্র ক্লিষ্ট হয় নাই ইহা অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক, বিষাদের কারণ ব্যক্তিদ্বয়াপরাধাভাবে কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়াছেন।বিস্তারিত সাক্ষাতে নিবেদিব ইতি ১২৫৫ সাল তারিখ ১৮ কাল্গুন।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশহয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোৎপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেনাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৭ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৬ এপ্রেল। হানীশাব্দ ৯৯ আন্দুলরাজাব্দা ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৫বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র [illegible] যে কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক,উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

ADVERTISEMENT.

To be Sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal against Sreemutty Kisto soondery Dossee widow and Executrix of Sree nauth Mullick deceased Bycaunt nauth Mullick Omeerta nauth Mullick Debindernauth Mullick Rajindronauth Mullick and Samadro nauth Mullick sons of the said Sree nauth Mullick and Sreemutty Soobany Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O-Clock noon.

All that Upper Roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lowerroomed Messuages Tenments or Dwelling Houses adjoining thereto and the piece or parcel of ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the District of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth Mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased particulars whereof may be had at the said Master's Office or of Mr. W. N. Hedger Solicitor for the Defendant Sreemutty Kistosoondery Dossee and Bycauntnauth Mullick at Nos. Larkin's lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court.
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল বাদী।

মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের একজিকিউটি্রক্স শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত অমৃতনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সমুদ্রনাথমল্লিক উক্ত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং শ্রীমতী সুবর্ণা দাসী প্রতি বাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন উক্ত সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা নগরীয় উক্ত কোর্ট বিচারাগারের মধ্যস্থিত মাষ্টর আপিসে ৩০ এপ্রেল সোমবার তারিখে বেলা ঠিক ১২ বার ঘণ্টা সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণপুর নিবাসি উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার শামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং তাহারসামিল যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার কিয়দংশের উপরএই সকলপ্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক ও যাহা রামকৃষ্ণপুরে স্থিত হয় যাহা ইহার পূর্ব্বেহাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী এবং বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পক্ষায় উকীল মাষ্টর ডবলিউ, এন, হেজর সাহেবের কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ একের নম্বর লারকিনসলেন নামক স্থা

নস্থিত আপিসে অনুসন্ধান করিলে জান।
যাইতে পারিবে ইতি।

ডবলিউ মেক করসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আপিস।
১৬ এপ্রেল ১৮৪৯।

রিসিবরের বিজ্ঞাপন।

জমীদারীদিগর ইজারা।
জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী বাদী।
কৃষ্ণকিশোর বিয়োগী প্রভৃতি
প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আ
গামি ৩০ এপ্রেল সোমবার বেলা দুই
প্রহর একঘন্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের
রিসিবর শ্রীযুত মারিস ফিট জেরেল্ড
সেগুেস সাহেব তাঁহার আফিসে উপ
রি উক্ত বাদি জয়চন্দ্র পাল চৌধুরির
নীচের লিখিত জমীদারী দিগরের ইজা
রার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লই
তে ইচ্ছুক হয়েন তাঁহার ঐসময়ে উক্ত
আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালক পরগণে
দঁতীয়া হোঁসনপুর বাগমারা, মাগুরা
ঘনা, মুড়াগাছা, রকম ।• চারিয়ানা।

সহর কলিকাতা সূতালুটীর শামি
ল এককেতা জমী অনুমান॥ ১ ॥ সাড়ে
এগারো কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমা
বদ্ধ, বিশেষতঃ উত্তরদিগে মৃত কাশী
নাথ দত্তের দরুণ জায়গা, দক্ষিণদিগে
মৃত জয়রাম ঘোষের জায়গা, পূর্ব্বদি
গে মৃত গোকুল চন্দ্র দত্তের দরুণ জায়
গা, এবং পশ্চিমদিগে কোম্পানির রা
স্তা, রকম আটআনা ১ আর২ বৃত্তান্ত রি
সিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে
পারিবেন।

কলিকাতা রিসিবর আফিস।
কোর্টহৌস তারিখ
১২ এপ্রেল। ১৮৪৯ সাল।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৪২৯ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডে
পুটী গবরণর সাহেবের
হুকুম।
১৮৪৯ সাল ৩১ মার্চ।

শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেব জিলা মেদি
নীপুরে কালেকটরের সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রা
প্ত হইয়াছেন।

৩ আপ্রিল।

শ্রীযুত ভাক্তর জে জোএট সাহেব
দিনাজপুরে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রা
প্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটি
র মেম্বর হইবেন।

৪৫৯ নম্বর।
২ আপ্রিল।

চাটিগাঁর মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর
সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে এস
স্পাক্কি সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আই
নের ২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা
প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩ আপ্রিল।

শ্রীযুত ডবলিউ জে মোর সাহেব রা
গণ্ডীতে নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডে
ণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। এবং লবণে
র আইনের উল্লংঘনবিষয়ক মোকদ্দমা
র বিচার করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া
ছেন।

ছুটী।
৩০ মার্চ।

দিনাজপুরের মাজিস্ত্রট শ্রীযুত আ
র জে স্কট সাহেব যে তারিখে আপনা
র কর্ম্মের ভার কালেকটর শ্রীযুত ষ্টিয়
র সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন সেই তা
রিখ অবধি ছুটী বিষয়ক বিধির ১১ ধারা
নুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিস্ত্রেট
শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণবাহাদুর গত জা
নুআরি মাসের ৩০ তারিখে যে ছুটী পা
ন তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে আ
ট দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

৩১ মার্চ।

নদীয়ার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত
আর ফ্রিনি সাহেব গত আক্তোবর মা
সের ২ তারিখ অবধি ১০ তারিখ পর্য্য
ন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

৩ আপ্রিল।

আসামের কমিস্যনর সাহেবের সব
আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এচ ড্রাইবর সাহেব
কে গত ফেব্রুআরি মাসের ১৩ তারিখে
যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্টকা
ল গত মাসের ১ তারিখ অবধি রহিত
হইল। ঐ তারিখে তিনি আপনার কর্ম্ম
স্থানে পুনর্গমন করেন।

পুরণিয়ার সিবিল আসিষ্টাণ্ট চি
কিৎসক শ্রীযুত জেমস আলান সাহেব
গত মাসের ৬ তারিখে যে এক মাসের
ছুটী পান তাহা তাঁহার প্রার্থনামতে
রহিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।
৩ আপ্রেল।

দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজ
শ্রীযুত জেমস গ্রাণ্ট সাহেব গত মাসের
২৬ তারিখে আপন সিরিস্তার চলিত
কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযু
ত মৌলবী গোলাম আসগরের প্রতি অ
র্পণ করেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিস্ত্রেটী
কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রীযুত এচ এস পটর সা
হেব গত মাসের ২৭ তারিখে আপনার
কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন।

৭ আপ্রিল।

রঙ্গপুরের কালেকটর শ্রীযুত ডবলি
উ টি টুটর সাহেব গত মাসের ৩১ তা
রিখে আপনার খাজানাখানার ভার
ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত রায় মুকুন্দ
প্রসাদের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

ভাগলপুরের জজ শ্রীযুত ডবলিউ এ
স আলেকজাণ্ডর সাহেব দায়েরসায়েরী
কর্ম্মে গমনার্থে গত মাসের ৩১ তারি
খে আপনার সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের
ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌল
বী মোআজেম হুসেনের প্রতি অর্পণ
করেন।

মেদিনীপুরের একটিং মাজিস্ত্রেট
শ্রীযুত বি এচ শক সাহেব বর্ত্তমান মা
সের ৩ তারিখে হুগলী জিলাতে ঠগী
নিবারণার্থ আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টে
র কর্ম্মের ভার শ্রীযুত কাপ্তান ডবলিউ
সি বচ সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

ঢাকার সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত
এচ সুইটনহাম সাহেব বর্ত্তমান মাসের
২ তারিখে আপনার সিরিস্তার চলিত
কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত
সৈয়দ আব্বাস আলীর প্রতি অর্পণ
করেন।

নীচে লিখিত ভব্য মহাশয়েরা এক
বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।
ইংলণ্ডবাসি শ্রীযুত পেটর্সন সাহেব
রাংচে নিবাসি শ্রীযুত বাবু জগদম
সহায়।
কলিকাতার ছোট আদালতের বি
চারপতি শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।

সম্বাদ ভাস্কর

সুপ্রিমকোর্টের বিচক্ষণ প্রধান বিচার
ক স্যার লরেন্স পীল সাহেব কলিকা
তা পোলীসের কর্ম্মের প্রতি বিশেষবিয়া
গ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ মহামহিম বি
চারকর্ত্তা বুঝিয়াছেন মাজিস্ত্রেট সাহে
বেরা উচিতমত সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া
মোকদ্দমা সকল শেসন বিচারে পাঠা
ইয়া দেন এবং পোলীস সারজনেরা মা
জিস্ত্রেট সাহেবদিগের অনুমতি ব্যতীত
আপনারাই মোকদ্দমা করে এবং কো
ন২ স্থলে লোকবিশেষকে অবরুদ্ধ রাখে,
উক্ত মহাশয় এই কথা বলিয়া তাহার
দিগকে বিধিমত শিক্ষা দিয়াছেন, আ
মারদিগের প্রধান বিচারপতি মহাশয়
এতদিনের পর কলিকাতা পোলীসের
কর্ম্মের গতিক বুঝিতে পারিয়াছেন ই
হাতেও আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, শ্রীযুত
এতদ্বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান
করিলে প্রজাগণ রক্ষা পায় এবং যদি
আজ্ঞা করেন পোলীসকে সংশোধন ক
রিবেন তবে কলিকাতার পোলীসের
যত দোষ আছে আমরা সাহসিক রূপে
তাহা প্রকাশ করিব, কলিকাতা পো
লিসের অন্যায়াচরণে প্রজাগণের ধন
প্রাণ অরক্ষণীয় হইয়াছে অথচ পোলী
সের ক্ষুদ্র২ কর্ম্মচারিরা ধনী হইয়া গে
ল, পরমেশ্বর কি এমত সুমতি দিবে
ন শ্রীযুত পীল সাহেব পোলীসের বিষ
য়ে উচিত মনোযোগ করিবেন, আম
রা পুনঃ২ গবর্ণমেণ্টকে এতদ্বিষয়ের অ
নেক উদাহরণ দর্শাইয়াছি কিন্তু তাহা
তে প্রধান রাজপুরুষগণের বিশেষ প্র
ত্যয় জন্মিয়াছে এমত আকার বোধ হ
য় নাই তাহা হইলে পোলিস কর্ম্মচা
রিগণের সতকতা বিদিত হইত, পোলি
স কর্ম্মাধ্যক্ষেরা কেবল চাতুরী দ্বারা র
ক্ষা পাইতেছেন তাহাও আমরা স্পষ্ট
বলি, চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্ম যাহা এতন্নগরে
বর্দ্ধমান হইয়াছে তাহার অধিকাংশই
তাঁহারা গোপন করেন, গবর্ণমেণ্ট পো
লীস সম্পর্কীয় লোকদিগের রিপোর্টে
র প্রতিই অধিক আস্থা রাখেন ইহা
তেই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে
পোলিস সম্পর্কীয় রক্ষকেরাই মধ্যে২
তাস্করিক ব্যাপারে ধৃত হইয়াছে, য
দি গবর্ণমেণ্ট ইহার সত্যতা জানিতে ই
চ্ছা করেন তবে আমরা স্পষ্ট রূপে দে
খাইব পোলীসের লোক হইতেই অনি
ষ্ট হইতেছে, প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেব
এক একগুঁয়া নিয়ম করিয়াছেন তাহা
ছাড়িবেন না, তাঁহার কালো ভূত, রাজ্য
ভৃত্যেরা তাহাতেই আস্পর্দ্ধা পাইয়াছে
কিন্তু ইহাতে যে রাজার ক্ষতি হইয়াছে
তাহাতেও মনোযোগ নাই অতএব য
দি প্রধান রাজপুরুষেরা আমারদিগকে
নির্ভয় বলেন তবে আমরা তাঁহারদিগে
র পথপ্রদর্শক হইতে পারিব।

বরিশাল হইতে আগত পত্রের একাংশ।

সম্পাদক মহাশয় ১২৫৫ সাল
গত কল্য জন্মের শোধ বিদায় গ্রহণ
করিয়া অবসর হইলেন, এবং তৎসহ
ত কিম্বা তদানীত বিপদাদি তৎ সঙ্গে
এক কালীন তৎ পশ্চাৎগামী হইল,
ইরূপে সকলে আনন্দানুভব করুন ১২
৫ সাল গয়ার পাপ স্বরূপ হইয়া আ
সিয়াছিলেন তিনি বিদায় হইলেন,
১২৫৫ সাল অতি অশুভক্ষণে জন্ম পরি
গ্রহ পূর্ব্বক কুক্ষণ জন্মার ন্যায় অসৎ
মর্ম্ম ভেদি কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে
াতলাশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ১২৫৫ সা
পৃথিবী বিলক্ষণ শস্য শালিনী হইয়া
লেন, সুতরাং শস্যাদির প্রাচুর্য্য সহ
ই অনুভূত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার
গ্য বলে যে রূপ যশোলাভ করিয়া
হান করিলেন তাহা কাহার অবিদি
নাই, স্বাভাবিক কিম্বা প্রচুর শস্যাদি
ত্ত ১২৫৫ সালের ন্যায় দুর্ব্বৎসর কি
হারো নেত্রগোচর হইয়াছে, যাহা
ক, গত কল্য গত বৎসরের ন্যায় কু
সর আমরা অবনীতে জন্ম গ্রহণাবধি
ন কিম্বা দৃষ্টি করি নাই, কাল স্বরূপ
৫ সাল রাজা, প্রজা, এবং অপরা
সাধারণ জনগণ ভাবতের পক্ষেই
হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার অ
ার কালে কত২ রাজা রাজ্য ভ্রষ্ট,
ন ভ্রষ্ট, প্রাণি নষ্ট, অশেষ কষ্ট,
ত্তর হাহাকার, অরাজকতা, বাণি
কর্ম্মালয়ের অবসন্নতা, ধন কষ্টে
কার ধনি, শোক, সন্তাপ, অকা
ালগ্রস্ত, যুদ্ধ বিগ্রহ, অতিশ্রম, দুঃখ
দি ব্যাপারে ৫৫ মহাশয়টি চির
য় এবং সর্ব্বসাধারণের বক্ষস্থল প্র
পরি খোদিতাক্ষরের ন্যায় হইয়া
লেন, সম্পাদক মহাশয়, ৫৫ মহাশ
অধিকার কালের দুঃখানুভবের
ী হয়েন নাই, এমত ব্যক্তি প্রায়
গোচর হয়েন না, যাহাহউক, ৫৫
য়ের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার উপর
াঘাত বিধেয় নহে, কিন্তু অনুভব
উনি সর্ব্বসাধারণকে যে প্রকার
আচ্ছন্ন করিয়া গেলেন, তাহা
তে তাঁহার বিদায় কালীন যে প্রশংসা
হয় নাই তদ্বিষয়ে দেশ মান্য ভাস্করের
সম্পাদকীয় উক্তি হইতে পরিত্রাণ প্রা
প্ত হইতে পারিবেন না, ৫৫ মহাশয় আ
পদ স্বরূপ হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁ
হার প্রস্থানে কাহার হর্ষানুভব না হই
বেক, এইরূপে নবীন সাল ১২৫৬ মহাশ
য় অদ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, জগজ্জাগ
রূক জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনীয় এই যে
ইনি ৫৫ মহাশয়ের ন্যায় ধারা বাহিকত্ব
গুণ প্রাপ্ত অথবা তন্ময়মানুগামী হইবে
ন না, নবীন কাল মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বা
ধিকারির পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক
সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল এবং হিতজনক ন
বীন নিয়ম স্থাপন করিয়া যশোলাভ ক
রুন, অবশেষে ৫৬ মহাশয়ের চিন্তা
করণাবশ্যক যে আগামি চৈত্র মাসে তাঁ
হার অধিকার কালীন রাজ্যের অবস্থা
বর্ণন এবং তাঁহার দোষ গুণ বিবেচনা
করিতে ত্রুটি হইবেক না তারিখ ১
বৈশাখ।

বিবিধ সমাচার।

বিদিত হইল উইনিয়ন ব্যাঙ্কের ঋ
ণ পরিশোধার্থ কর্ম্মকারক গণেরদের
বেতনাদিতে মাসিক ৩ সহস্র মুদ্রা ব্যয়
হইতেছে, বিবেচনামতে ইহার ন্যূনতা হ
ইলে উত্তম হয়, নচেৎ এই হিসাবে অনে
ক ব্যয় হইয়া উত্তমর্ণগণের হানি স
ম্ভাবনা।

১৬ এপ্রেল তারিখে "চেম্বর আফ
কমর্সের", এক সভা হইয়াছিল, তাহা
তে এতদ্বর্ষে চালর্স, বাইনি, স্কিনর সা
হেব প্রেসিডেণ্ট এবং উইলিয়ম ওয়াই
লডমেন, কেটেলওএল সাহেব বাইস প্র
সিডেণ্ট পদে মনোনীত হইয়াছেন।

দিল্লীগেজেট পত্রে লেখে জেনরল
গিলবর্ট পেসোয়র হইতে প্রত্যাগমন
পূর্ব্বক ৬ তারিখে অটকে আসিয়া
ছেন।

লাহোর নগরীয় লোকেরদের এম
ত অনুভব হইয়াছে মূলরাজ, নারায়ণ
সিংহ, এবং রামসিংহ যাঁ সা দ্বারা বিন
ষ্ট হইবেন, মূলরাজের নিজের আহারা
র্থ প্রতিদিন ২।০ নয় সিকা প্রদত্ত
হইতেছে।

কথিত হয় মাষ্টর মেনসল সাহেব
যিনি ইতঃপূর্ব্বে একটিনরূপে এতদ্দ
েশস্থ একৌণ্টেণ্ট কর্ম্ম করেন তিনি
পঞ্জাবীয় নূতন পদ স্বীকার করণে কি
ঞ্চিৎ অসম্মত আছেন, এতৎ পদের মা
সিক বেতন ৩৫০০ সহস্র টাকা হইতে
পারে।

পঞ্জাবীয় কমিসনরেরা ২৭৫০ টাকা
মাসিক বেতন পাইবেন, এবং তাঁহার
দিগের ডেপুটিগণ পাত্রভেদে ১০০০।
১৫০০ ও তৎ সহকারীরা ৫০০।৭০০ মুদ্রা
মাসিক প্রাপ্ত হইবেন, এবং পঞ্জাবীয়
বোর্ড আব কমিস্যনরের সম্পাদকের
মাসিক বেতন ২৫০০ টাকা ধার্য্য হই
য়াছে।

পঞ্জাবীয় রাজকর শীক সংগ্রাহকদিগে
র প্রতি আদেশ হইয়াছে তাঁহারা সং
গৃহীত রাজকর প্রতি প্রদেশীয় ব্রিটিস
কর্ম্মচারি দিগের নিকট সমর্পণ করেন।

রাজা দলিপ সিংহের তোষাখানা
হইতে নগদ ১২০০০ টাকা মাত্র পাওয়া
গিয়াছে।

রাজা সেরসিংহের সহিত যেসকল
শীক সরদার সম্মিলিত হইয়াছিলেন
তিনি ব্রিটিস রেসিডেণ্ট সাহেবের আ
দেশক্রমে তাঁহারদিগের নামের এক
তালিকা দিয়াছেন কিন্তু ইহার সত্যতা
র প্রতি প্রত্যয় না জন্মিবাতে রেসিডে
ণ্ট মহাশয় হরশরণ দাসের প্রতি অনু
জ্ঞা করিয়াছেন তিনি ঐ তালিকা পুনঃ
প্রস্তুত করিবেন।

৭ এপ্রেল তারিখে কয়েক জন বি
দ্রোহি শীক সরদারগণের জোবানবন্দী
হইয়াছে।

রামসিংহের জনেক অনুচর তৎপ্র
তিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছে।

মাষ্টর সিম্পসন সাহেব শীক দরবা
রের অশ্বশালা সকল দর্শন করিয়াছেন।

সরকারী পশ্বাদির তালিকা প্রস্তুত
করণাদেশ হইয়াছে।

সেখ এমামুদ্দীন তদ্ধীন প্রদেশীয়
কতক প্রজার নিকট যে সকল অস্ত্র পা
ন তাহা এক নৌকাযোগে লাহোরে
প্রেরণ করিয়াছেন।

এক ঘোষণা প্রকাশ করা গিয়াছে
প্রজাদিগের কোন দুঃখের আবেদন ক
রিতে হইলে প্রথমতঃ প্রদেশীয় ব্রিটিস
পক্ষীয় রাজকর্ম্মচারির নিকট তাহা
নিবেদন করিবেন।

রেসিডেণ্ট সাহেব লাহোরীয় ডা
কের ব্যয়ের তালিকা দেখিতে চাহি
য়াছেন।

নিকলসন সাহেবের অধীনে কতিপয়
লোক কর্ম্মকুশলতা জন্য ব্রিটিস ক
র্ত্তৃক খেলাৎ পাইবেন, তজ্জন্য কয়েক
প্রস্থ সম্মান চিহ্ন পরিচ্ছদ রোয়াল পি
ণ্ডি স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

৬ তারিখে রাজা সের সিংহ আমর
কলীতে রেসিডেণ্ট সাহেবের সহিত সা
ক্ষাদালাপ করেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লেপ্তেনেন্ত গ
বর্ণর শ্রীযুত তামসন সাহেব শারীরিক
স্বাস্থ্যার্থ শিমলা শিখরে যাত্রা করিয়া
ছেন তিনি কিছুকাল তথায় থাকিয়া
রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন।

কলিকাতা পোলীসের সুপ্রিন্টে
ণ্ডেণ্টী পদ প্রাপণার্থ ডেপুটি সুপ্রিন্টে
ণ্ডেণ্ট মেকান এবং ল সাহেব প্রার্থনা
করিয়াছেন।

মাজিস্ত্রেট হিউম সাহেবের বিচারে
যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তদু
পলক্ষে পোলীস কর্ম্মচারিগণের অনি
য়মিত ব্যবহার দর্শাইয়া তিনি তাহার
দিগকে বিধি বোধিত উপদেশ দিতেছে
ন, এতচ্ছ্রবণে আমরা আপ্যায়িত হই
লাম, পোলীস সারজন ও তদধীন প্রহ
রী প্রভৃতিরা নিয়মাজ্ঞানে এবং তাহার
দিগের শাসনাভাবে মধ্যে২ অনেক অ
ত্যাচার প্রচার করে, মাজিস্ত্রেট সাহে
বেরা এবিষয়ের অনুসন্ধান রাখিলে
তাহারদিগের দমনের উপায় হইবে, এ
বং তাহাতে প্রজাগণকে সুখে রাখিবে
ন, অতএব বিধিজ্ঞ হিউম সাহেবের দৃ
ষ্টান্তক্রমে অপর মাজিস্ত্রট সাহেবেরা
ও প্রজাহিত চিন্তা করেন ইহাই আমরা
প্রার্থনা করি।

চাঁপাতলার ডাকাইতির বিষয় আ
মরা অনুসন্ধান করিতেছিলাম ইহাতে
আমারদিগের কোন বন্ধু এই বৃত্তান্ত লি
খিয়া পাঠাইয়াছেন।

গত অন্ধকার পক্ষীয় রজনীতে চাঁ
পাতলার পুষ্করিণীর পশ্চিম গলীর ভি
তর বৈষ্ণবচরণ দের বাটীতে যে রূপ ভ
য়ানক ডাকাইতী হইয়াছে নগরমধ্যে এ
রূপ দস্যুকর্ম্ম কখনশ্রুতিগোচর হয় নাই,
যদিও অন্যান্য ইংরেজি সমাচার পত্রে
এই বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে তথাচ আ
নুপূর্ব্বিক সমাচার লেখা যায় নাই,
ঐ দস্যু বৃত্তির চারি দিবস পূর্ব্বে বৈষ্ণবচ
রণদে একখানি বাটী বিক্রয় করিয়া নগ
দ ৬০০ টাকা ঘরে আনিয়া এক সিন্দুকে
রাখিয়াছিল ইহার সন্ধান পাইয়া ১২
জন দস্যু রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টা সম
য়ে আসিয়া প্রাচীরে উঠিয়া বৈষ্ণবের
অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়, এবং মশাল জ্বা
লিয়া দ্বার ভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রবেশ ক
রে এমত কালে বৈষ্ণবচরণ দে স্ত্রীপুরুষে

যেমত ভয়ে বাহিরে আসিবেক অমনি দেখে চারিখানা খোলা তলবার হস্তে চারিজন দস্যু প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারা কহিল যদি গোল যোগ করিস তবে কাটিয়া ফেলিব, ইহাতে গৃহস্থেরা প্রাণ ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর নীরব হইয়া রহিল, দস্যুরা স্বচ্ছন্দে গৃহস্থিত সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ছয়শত টাকা এবং চারিশত টাকার স্বর্ণ রজতাভরণ লইয়া প্রস্থান করিল, প্রতিবাসিরা সকলেই জাগিয়াছিল কিন্তু কাটিয়া ফেলিবে এই ভয়ে কেহ বাহির হইতে পারে নাই, পরে দস্যুরা পলায়নপর হইলে গৃহস্থেরা নিকটস্থ চৌকীদার দিগকে সংবাদ দিলে তাহারা আসিয়া গৃহস্থ দিগকে বান্ধিয়া লইয়া ডবিজনের ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কারাঘরে কয়েদ রাখে এবং কহে তোমরাই ডাকাইতী করিয়া মিথ্যা রটনা করিতেছ, গৃহস্থেরা একে সর্ব্বস্বান্ত হইল তদুপরি কারাগারে অত্যাচারে প্রাণাবশেষ, তৎপর দিবস প্রধান সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেবের সমীপে তাহারদিগকে উপস্থিত করিলে তিনি ডাকাইতির কথা উপেক্ষা করিয়া কহিলেন তোমরা জামীন দিলে মুক্ত হইতে পারিবা, অনন্তর প্রতিবাসিরা জামীন হইয়া তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন কিন্তু এই অরাজকতারবিষয় পোলিস মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট অদ্যাপিও যায় নাই, ইহাতে পোলিসের লোকদিগের প্রশ্রয়ের সীমা কি যাহা মনে করে তাহাই করিয়া উঠিতেছে।

গত ৩০ চৈত্র সংক্রান্তি দিবসীয় রজনীতে উক্ত চাঁপাতলায় আরএক ভয়ানক দস্যু বৃত্তির উপক্রম হয় কেবল অল্প রাত্রি এবং হিন্দুদিগের পর্ব্বোপলক্ষে বহু লোকের জনতাহেতুক দস্যুরা কৃতকার্য্য হইতে পারেনাই কিন্তু যেরূপঘটনা হয় ইহা শুনিলে পাঠকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, চাঁপাতলার বদনচন্দ্রমুখোপাধ্যায় তথাকার লক্ষ্মীনারায়ণ দাস উড়ের নিকট আপন ভদ্রাসন বাটী বিক্রয় করিয়া নগদ ৪০০০ টাকা সেই দিবস আপন বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন এই সন্ধান পাইয়া তথাকার সারজন প্রথমত এক পিস্তল হস্তে চারিজন অস্ত্রধারি কালো ভূত চৌকীদার সমভিব্যাহারে বদনমুখোপাধ্যায়ের বাটীতে প্রবেশ করিল ঐ বাটীতে একটা কুক্কুর ছিল ঐ পশু সারজন এবং তাহার দলবলকে দেখিয়া অতিশয় চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে সাহেব অমনি তাহার প্রতি পিস্তলের গুলী নিঃক্ষেপ করিলে ছিটা গুলী কুক্কুরের গলে লগ্ন হইয়া তাহার প্রাণ হরণ করে, এবং নিঃক্ষিপ্ত অন্য গুলী বদন মুখোপাধ্যায়ের মাতার পৃষ্ঠদেশেলাগিয়াপৃষ্ঠদগ্ধ হয় এবং গৃহস্থিত একটি শিশু ঐ পিস্তলের শব্দে মূর্চ্ছাগত মৃত প্রায় হইয়া যায়, তাহাতেগৃহস্থিত স্ত্রীলোকেরা চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন, সেই গোলে চতুর্দ্দিগ হইতে প্রতিবাসিগণ আসিয়া পড়িলেন, ইহা দেখিয়া সাহেব চোরের মত ছুট মারিয়া পলায়নপর হয়, তাহার সঙ্গী এক জন চৌকীদারকে প্রতিবাসিরা ধরেন কিন্তু তৎপরক্ষণেই ঐ সারজন থানা হইতে ৩০। ৪০ জন চৌকীদার সহিত সাধু হইয়া আসিয়া উক্ত বাটীর মধ্যে যাহাকে সম্মুখে দেখিল তাহাকেই নির্দ্দয় যষ্টি প্রহার এবং বন্ধনদশায় প্রায় ১৬ জন ভদ্রসন্তানকে প্রহরী বেষ্টনপূর্ব্বক থানায় লইয়া যায় অবশেষে ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জামীন লইয়া ঐ নির্দ্দোষী ভদ্রসন্তানদিগকে পরিত্রাণ করেন কিন্তু এপর্য্যন্ত এসকল দৌরাত্ম্য পোলিস মাজিস্ত্রেটদিগের নিকট প্রকাশ হয় নাই অমনি ঘরেঘরেই মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে, বদন মুখোপাধ্যায় প্রতিবাসি সহিত কৌন্সেলি ক্লার্কসাহেবকে আশ্রয় করিয়া পোলিসের প্রধান মাজিস্ত্রেট পেটন সাহেবের নিকট বিচারার্থী হইয়াছেন, দেখা যাইবেক প্রধান মহাশয় কি বিচার করেন।

প্রেরিত পত্র।

বিশ্বোপাস্য শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্ক
বাগীশ ভূদেব ভট্টাচার্য্য ভাস্কর
সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণা
মল কমলেষু।

মহাশয়, আপনি বঙ্গীয় সম্পাদকগণাগ্রগণ্য হইয়া অবিবাদে নিরাপদে পূর্ণ সম্পদে সম্পাদকীয় কর্ম্ম ব্যাখ্যা সহ নির্ব্বাহ করিতেছেন, বিশেষত আপনকার অসাধারণ মহদ্গুণদ্বয় সত্যবাদিত্ব ও পক্ষপাত বিহীনত্ব লোক সমাজে বিলক্ষণ বিরাজমান আছে, আমি তদুপরি নির্ভর করিয়া কতিপয় পঙ্ক্তি সমীপে প্রেরণ করিতেছি, কলিতার্থে পূর্ব্ব স্নেহ প্রকাশ পুরঃসর বর্ণাবলী শোধনান্তে ইহা অবিকল জগদ্ব্যাপক ভাস্করারূঢ় করিয়া চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, আমি রাজধানী দর্শনাভিপ্রায়ে ১৫ ফাল্গুন ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া ১৮ তারিখ প্রাতঃ সময়ে বরিশাল মোকামে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলাম উক্ত দিবস পরাহ্ণ চারি ঘটিকা সময়ে এথাকার বিদ্যাগারে বিদ্যাধ্যাপনীয় সভাধ্যক্ষগণের সমাগম হইবেক, তৎপ্রযুক্ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এথায় অবস্থান মানসে নিয়মিত কালে বিদ্যালয়ে গমন করিয়া দর্শন করিলাম সরকারি উকীল বাবু রামকানাই রায়, জজ, কালেকটর, মাজিস্ত্রেট, সহকারি মাজিস্ত্রেট, ডাক্তর প্রভৃতি ইউরোপীয় মান্য ব্যক্তিগণ ও ভূকৈলাশ নিবাসি রাজানুজ কুমার বাহাদুর এবং এথাকার আসন ভুক্ত কালেকটর ষ্টার্ট সাহেব প্রভৃতি সভায়াগমন করিয়াছেন, কোলাহল পূর্ব্বক কেবল স্বদলবল প্রবল করণ মানসে ষ্টার্ট সাহেবের সভায় শুভাগমন হয়, সে যাহা হউক, শ্রুত হইল বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের সংস্থান জন্য জজ সাহেব এবং কালেকটর রিড সাহেব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন আয় হইতে ব্যয় বাহুল্য অতএব তাহা লাঘব করিয়া বিদ্যালয়ের মাসিকোৎপন্নানুসারে ইংলণ্ডীয় পারস্য এবং বঙ্গীয় ভাষাত্রয়ের শিক্ষকত্রয়ের বেতন কর্ত্তন যুক্তিসিদ্ধ, তাহাতে কালেকটর ও মাজিস্ত্রেটের সাহায্যকারক পেকসটন সাহেব ও ডাক্তর সেকুনলেন সাহেব তাঁহারদিগের মতের পোষকতা করিলেন কিন্তু পক্ষান্তরে কুমার বাহাদুর এই বক্তৃতা করেন পারস্য ভাষার পঞ্চত্ব হইয়াছে এবং বঙ্গভাষা এতদ্দেশীয় লোকেরদের মাতৃভাষা সুতরাং এই দুই ভাষা শিক্ষা রহিত করিয়া শুদ্ধ ইংলণ্ডীয় ভাষানুশীলন করা কর্ত্তব্য, পরে সা সাহেব এবং ষ্টার্ট সাহেব কুমার বাক্যে ঐক্য হইবায় ইহাই স্থিরীকৃত হয়, সম্পাদক মহাশয়, দেশীয় ভাষাদ্বয় শিক্ষাদান রহিত করণোপলক্ষে যে ব্যক্তিদ্বয়ের জীবনোপায়াভাব হইয়াছে ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়, যুগমাহাত্ম্যে সত্যই কি একেবারে যথার্থ পদার্থ রহিত হইল, পরঞ্চ দর্শকেরা সভার ব্যবহার অবস্থাবলোক

নে জজ, কালেকটর, ডাক্তরাদি সত্যা
শের সদভিপ্রায়ের জন্য অগণ্য ধন্যবা
করিয়া কুমার বাহাদুরের পক্ষের সৃ
ছাড়া বিচারে স্বচ্ছন্দ আক্ষেপ করিলে
এবং বলিতে লাগিলেন পারস্য ভা
রহিত হইলেও নানা বিচারালয়ে সর্ব্ব
ণ পারস্য ভাষায় লিখন পঠন হয়, অ
র বঙ্গভাষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়া না
লে এবং তাহা স্বস্বালয়ে উপার্জ্জন প
রুদ্ধ না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দে
র প্রত্যেক প্রদেশে বহুব্যয়ে দেশী
ভাষার বিদ্যালয়চয় স্থাপন করিলে
কেন, তবে কি সভ্যেরা গবর্ণমেণ্ট অ
ক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান হইলেন, সম্পাদ
মহাশয়, এরূপ হইলে সুবিচার হও
ভার এবং সিবিল সাহেবেরা যে ক
কাতা নিবাসি সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের
স্তোষ প্রয়াশী তাহা অতি যথার্থ,
র্থে সংশয় বিরহ, বাস্তব বিষয়ী ব্য
বিষয় বিহীন হইলে কিরূপাপদগ্রস্ত
ন তাহা অন্যাপেক্ষা ষ্টার্ট সাহেব
ল জানেন, এবং আপদ্‌কালে লোকে
কি দশা উপস্থিত হয় খুলনার মো
মায় সা সাহেবও একদা মহারাণীর সু
মকোর্টে গমন করিয়া তাহা জ্ঞাত
য়া আসিয়াছেন ইহাতে অন্যে প
কা কথা।

মহাশয়, আমার সভামধ্যে গম
হর্ষবিষাদ দুই লাভ হইয়াছে, হর্ষো
তু এই যে ৩ বৎসর পরে ষ্টার্ট সা
ব সর্ব্বসাধারণ লোকের সমাগম স্থা
সমাগত হইবায় তাঁহার শ্রীমুখাবলো
ন হইল, বিষয়াভাবে ষ্টার্ট সাহেব
শ্রীভ্রষ্ট ও অঙ্গভঙ্গ দর্শন করিলাম, ক
এতঅধিক কষ্টেতেও যে তাঁহারশা
কিঞ্চিন্মাত্র ক্লিষ্ট হয় নাই ইহা অ
আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক, বিষাদের
রণ ব্যক্তিদ্বয়াপরাধাভাবে কর্ম্ম হই
অবসন্ন হইয়াছেন বিস্তারিত সাক্ষা
নিবেদিব ইতি ১২৫৫ সাল তারি
১৮ ফাল্গুন।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর
লিকাতার শোভাবাজার বালাখানা
বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের
জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এ
শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হ

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাস্থ্যগুণানুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিনয়ভাস্করাগ্রেপারো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৭ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৩ এপ্রেল। হেজীরাব্দ ৯৯ আন্দুলরাজ বং ৪৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৫ বৈশাখ বৃহস্পতবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণলিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্রকা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রথানুসারে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

ADVERTISEMENT.

To be Sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal against Sreemutty Kisto soondery Dossee widow and Executrix of Sree nauth Mullick deceased Bycaunt nauth mullick Omeerta nauth Mullick Debindernauth mullick Rajindronauth mullick and Samadro nauth Mullick sons of the said Sree nauth Mullick and Sreemutty Soobany Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O-Clock noon.

All that Upper Roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lowerroomed Messuages Tenments or Dwelling Houses adjoining thereto and the piece or parcel of ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the District of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased particulars whereof may be had at the said Master's Office or of Mr. W. N. Hedger Solicitor for the Defendant Sreemutty Kistosoondery Dossee and Bycauntnauth mullick at Nos. Larkin's lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON,
Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court.
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল বাদী।

মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের একজিকিউট্রিক্স শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত অমৃতনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সমুদ্রনাথমল্লিক উক্ত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং শ্রীমতী সুবর্ণা দাসী প্রতি বাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন উক্ত সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেকফরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা নগরীয় উক্ত কোর্ট বিচারাগারের মধ্যস্থিত মাষ্টর আপিসে ৩০ এপ্রেল সোমবার তারিখে বেলা ঠিক ১২ বার ঘণ্টা সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণপুর নিবাসি উল্লিখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার শামিলা আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং [illegible] যে এক খণ্ড ভূমি [illegible] কিয়দংশের উপর এই সকল প্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক ও যাহা রামকৃষ্ণপুরে স্থিত হয় যাহা ইহার পূর্ব্বে হাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল [illegible] সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী এবং বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পক্ষীয় উকীল মাষ্টর ডবলিউ. এন. হেজর সাহেবের কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ একের নম্বর লারকিনসলেন নামক স্থা

নম্বিত আপিসে অনুসন্ধান করিলে জান যাইতে পারিবে ইতি।

ডবলিউ মেক করসন।

একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আপিস।
১৬ এপ্রেল ১৮৪৯।

রিসিবরের বিজ্ঞাপন।

জমীদারীদিগর ইজারা।
জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী বাদী।
কৃষ্ণকিশোর বিয়োগী প্রভৃতি প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ এপ্রেল সোমবার বেলা দুই প্রহর একঘন্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত মারিস ফিট জেরেল্ড সেগুস সাহেব তাঁহার আফিসে উপরি উক্ত বাদি জয়চন্দ্র পাল চৌধুরির নীচের লিখিত জমীদারী দিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লইতে ইচ্ছুক হয়েন তাঁহার এসময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালক পরগণে ইতীয়া হোঁসনপুর বাগমারা, মাগুরা ঘনা, মড়াগাছা, রকম।০ চারিয়ানা।

সহর কলিকাতা সুতালুটীর শামিল এককেতা জমী অনুমান ॥ ১ ॥ সাড়ে এগারো কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষতঃ উত্তরদিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা, দক্ষিণদিগে মৃত জয়রাম ঘোষের জায়গা, পূর্ব্বদিগে মৃত গোকুল চন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা, এবং পশ্চিমদিগে কোম্পানির রাস্তা, রকম আটআনা ১ আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস তারিখ
১২ এপ্রেল। ১৮৪৯ সাল।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৪২৯ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৩১ মার্চ।

শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেব জিলা মেদিনীপুরে কালেকটরের সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩ আপ্রিল।

শ্রীযুত ডাক্তর জে জোএট সাহেব দিনাজপুরে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

৪৫৯ নম্বর।

২ আপ্রিল।

চাটিগাঁর মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে এস স্পাঙ্কি সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩ আপ্রিল।

শ্রীযুত ডবলিউ জে মোর সাহেব বাগণ্ডীতে নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। এবং লবণের আইনের উল্লংঘনবিষয়ক মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছুটী।

৩০ মার্চ।

দিনাজপুরের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত আর জে স্কট সাহেব যে তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার কালেকটর শ্রীযুত ষ্টিয়র সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন সেই তারিখ অবধি ছুটী বিষয়ক বিধির ১১ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিস্ত্রেট শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণবাহাদুর গত জানুআরি মাসের ৩০ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে আট দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

৩১ মাচ।

নদীয়ার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত আর ফিনি সাহেব গত অক্তোবর মাসের ২ তারিখ অবধি ১৩ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

৩ আপ্রিল।

আসামের কমিস্যনর সাহেবের নব আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত এচ ড্রাইবর সাহেবকে গত ফেব্রুআরি মাসের ১৩ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্টকাল গত মাসের ১ তারিখ অবধি রহিত হইল। ঐ তারিখে তিনি আপনার কর্ম্মস্থানে পুনর্গমন করেন।

পুরণিয়ার সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জেমস আলান সাহেব গত মাসের ৬ তারিখে যে এক মাসের ছুটী পান তাহা তাঁহার প্রার্থনামতে রহিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

৩ আপ্রিল।

দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত জেমস গ্রাণ্ট সাহেব গত মাসের ২৬ তারিখে আপন সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী গোলাম আসগরের প্রতি অর্পণ করেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রীযুত এচ এস পর্টর সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন।

৭ আপ্রিল।

রঙ্গপুরের কালেকটর শ্রীযুত ডবলিউ টি টুটর সাহেব গত মাসের ৩১ তারিখে আপনার খাজানাখানার ভার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত রায় মুকুন্দ প্রসাদের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

ভাগলপুরের জজ শ্রীযুত ডবলিউ এস আলেকজাণ্ডর সাহেব দায়েরসায়েরী কর্ম্মে গমনার্থে গত মাসের ৩১ তারিখে আপনার সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী মো আজেম হুসেনের প্রতি অর্পণ করেন।

মেদিনীপরের একটিং মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বি এচ শক সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৩ তারিখে হুগলী জিলাতে ঠগী নিবারণার্থ আসিস্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্মের ভার শ্রীযুত কাপ্তান ডবলিউ সি বচ সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

ঢাকার সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ সুইটনহাম সাহেব বর্ত্তমান মাসের ২ তারিখে আপনার সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সৈয়দ আব্বাস আলীর প্রতি অর্পণ করেন।

নীচে লিখিত মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

ইংলণ্ডবাসি শ্রীযুত পেটর্সন সাহেব
রাংচে নিবাসি শ্রীযুত বাবু জগদম সহায়।
কলিকাতার ছোট আদালতের বিচারপতি শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।

সম্বাদ ভাস্কর

সুপ্রিমকোর্টের বিচক্ষণ প্রধান বিচারক স্যার লরেন্স পীল সাহেব কলিকাতা পোলীসের কর্ম্মের প্রতি বিশেষবিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ মহামহিম বিচারকর্ত্তা বুঝিয়াছেন মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা উচিতমত সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া মোকদ্দমা সকল শেসন বিচারে পাঠাইয়া দেন এবং পোলীস সারজনেরা মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের অনুমতি ব্যতীত আপনারাই মোকদ্দমা করে এবং কোন২ স্থলে লোকবিশেষকে অবরুদ্ধ রাখে, উক্ত মহাশয় এই কথা বলিয়া তাহারদিগকে বিধিমত শিক্ষা দিয়াছেন, আমারদিগের প্রধান বিচারপতি মহাশয় এতদিনের পর কলিকাতা পোলীসের কর্ম্মের গতিক বুঝিতে পারিয়াছেন ইহাতেও আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, শ্রীযুত এতদ্বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলে প্রজাগণ রক্ষা পায় এবং যদি আজ্ঞা করেন পোলীসকে সংশোধন করিবেন তবে কলিকাতার পোলীসের যত দোষ আছে আমরা সাহসিক রূপে তাহা প্রকাশ করিব, কলিকাতা পোলিসের অন্যায়াচরণে প্রজাগণের ধন প্রাণ অরক্ষণীয় হইয়াছে অথচ পোলীসের ক্ষুদ্র২ কর্ম্মচারিরা ধনী হইয়া গেল, পরমেশ্বর কি এমত সুমতি দিবেন শ্রীযুত পীল সাহেব পোলীসের বিষয়ে উচিত মনোযোগ করিবেন, আমরা পুনঃ২ গবর্ণমেণ্টকে এতদ্বিয়ের অনেক উদাহরণ দর্শাইয়াছি কিন্তু তাহাতে প্রধান রাজপুরুষগণের বিশেষ প্রত্যয় জন্মিয়াছে এমত আকার বোধ হয় নাই তাহা হইলে পোলিস কর্ম্মচারিগণের সতকতা বিদিত হইত, পোলিস কর্ম্মাধ্যক্ষেরা কেবল চাতুরী দ্বারা রক্ষা পাইতেছেন তাহাও আমরা স্পষ্ট বলি, চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্ম যাহা এতন্নগরে বর্দ্ধমান হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তাঁহারা গোপন করেন, গবর্ণমেণ্ট পোলীস সম্পর্কীয় লোকদিগের রিপোর্টের প্রতিই অধিক আস্থা রাখেন ইহাতেই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে পোলিস সম্পর্কীয় রক্ষকেরাই মধ্যে২ তাস্করিক ব্যাপারে ধৃত হইয়াছে, যদি গবর্ণমেণ্ট ইহার সত্যতা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা স্পষ্ট রূপে দেখাইব পোলীসের লোক হইতেই অনিষ্ট হইতেছে, প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেব এক একগুঁয়া নিয়ম করিয়াছেন তাহা ছাড়িবেন না, তাঁহার কালো ভূত,রাজ্য ভৃত্তেরা তাহাতেই আস্পদ্ধা পাইয়াছে কিন্তু ইহাতে যে রাজার ক্ষতি হইয়াছে তাহাতেও মনোযোগ নাই অতএব যদি প্রধান রাজপুরুষেরা আমারদিগকে নির্ভয় বলেন তবে আমরা তাঁহারদিগের পথ প্রদর্শক হইতে পারিব।

বরিশাল হইতে আগত পত্রের একাংশ।

সম্পাদক মহাশয় ১২৫৫ সাল গত কল্য জন্মের শোধ বিদায় গ্রহণ করিয়া অবসর হইলেন, এবং তৎসহ গত কিম্বা তদাগত বিপদাদি তৎ সঙ্গেই এক কালীন তৎ পশ্চাৎগামী হইল, এইক্ষণে সকলে আনন্দানুভব করুন ১২৫৫ সাল গয়ার পাপ স্বরূপ হইয়া আসিয়াছিলেন তিনি বিদায় হইলেন, ১২৫৫ সাল অতি অশুভক্ষণে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক কুক্ষণ জন্মার ন্যায় অসংখ্য মর্ম্ম ভেদি কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে রসাতলাশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ১২৫৫ সালে পৃথিবী বিলক্ষণ শস্য শালিনী হইয়াছিলেন, সুতরাং শস্যাদির প্রাচুর্য্য সহজেই অনুভূত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার ভাগ্য বলে যে রূপ যশোলাভ করিয়া প্রস্থান করিলেন তাহা কাহার অবিদিত নাই, স্বাভাবিক কিম্বা প্রচুর শস্যাদি সত্ত্বে ১২৫৫ সালের ন্যায় দুর্ব্বৎসর কি কাহারো নেত্রগোচর হইয়াছে, যাহা হউক, গত কল্য গত বৎসরের ন্যায় কুবৎসর আমরা অবনীতে জন্ম গ্রহণাবধি শ্রবণ কিম্বা দৃষ্টি করি নাই, কাল স্বরূপ ১২৫৫ সাল রাজা, প্রজা, এবং অপরাপর সাধারণ জনগণ তাবতের পক্ষেই কাল হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকার কালে কত২ রাজা রাজ্য ভ্রষ্ট, আসন ভ্রষ্ট, প্রাণি নষ্ট, অশেষ কষ্ট, নিরন্তর হাহাকার, অরাজকতা, বাণিজ্য কর্ম্মালয়ের অবসন্নতা, ধন কষ্টে হাহাকার ধনি, শোক, সন্তাপ, অকালে কালগ্রস্ত, যুদ্ধ বিগ্রহ, অতিশ্রম, দুঃখ ইত্যাদি ব্যাপারে ৫৫ মহাশয়টি চিরস্মরণীয় এবং সর্ব্বসাধারণের বক্ষস্থল প্রস্তরোপরি খোদিতাক্ষরের ন্যায় হইয়া রহিলেন, সম্পাদক মহাশয়, ৫৫ মহাশয়ের অধিকার কালের দুঃখানুভবের অংশী হয়েন নাই, এমত ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টি গোচর হয়েন না, যাহাহউক, ৫৫ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার উপর খড়্গাঘাত বিধেয় নহে, কিন্তু অনুভব করি তিনি সর্ব্বসাধারণকে যে প্রকার ক্লেশে আচ্ছন্ন করিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহার বিদায় কালীন যে প্রশংসা হয় নাই তদ্বিষয়ে দেশ মান্য ভাস্করের সম্পাদকীয় উক্তি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না, ৫৫ মহাশয় আপদ স্বরূপ হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রস্থানে কাহার হর্ষানুভব না হইবেক, এইক্ষণে নবীন সাল ১২৫৬ মহাশয় অদ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, হে গঙ্গাগবক্ষ জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনীয় এই যে ইনি ৫৫ মহাশয়ের ন্যায় ধারা বাহিকত্ব গুণ প্রাপ্ত অথবা তদ্বয়মানুগামী হইবেন না, নবীন কাল মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বাধিকারির পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন পর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল এবং হিতজনক নবীন নিয়ম স্থাপন করিয়া যশোলাভ করুন, অবশেষে ৫৬ মহাশয়ের চিন্তা করণাবশ্যক যে আগামি চৈত্র মাসে তাঁহার অধিকার কালীন রাজ্যের অবস্থা বর্ণন এবং তাঁহার দোষ গুণ বিবেচনা করিতে ত্রুটি হইবেক না তারিখ ১ বৈশাখ।

বিবিধ সমাচার।

বিদিত হইল উইনিয়ন ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধার্থ কম্মকারক গণেরদের বেতন দিতে মাসিক ৩ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতেছে, বিবেচনামতে ইহার ন্যূনতা হইলে উত্তম হয়, নচেৎ এই হিসাবে অনেক ব্যয় হইয়া উত্তমর্ণগণের হানি সম্ভাবনা।

১৬ এপ্রেল তারিখে "চেম্বর আফ কমর্সে", এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে এতদ্বর্ষে চালর্স, বার্নি, স্কিনর সাহেব প্রসিডেণ্ট এবং উইলিয়ম ওয়াইলডমেন, কেটেলওএল সাহেব বাইস প্রসিডেণ্ট পদে মনোনীত হইয়াছেন।

দিল্লীগেজেট পত্রে লেখে জেনরল গিলবর্ট পেসোয়র হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ৬ তারিখে অটকে আসিয়াছেন।

লাহোর নগরীয় লোকেরদের এমত অনুভব হইয়াছে মূলরাজ, নারায়ণ সিংহ, এবং রামসিংহ যাঁ সাদ্বারা বিনষ্ট হইবেন, মূলরাজের নিজের আহারার্থ প্রতিদিন ২।০ নয় সিকা প্রদত্ত হইতেছে।

কথিত হয় মাষ্টর মেনসল সাহেব যিনি ইতঃপূর্ব্বে একটিনরূপে এতদ্দ্বারা জ্যন্ত একোণ্টেণ্টি কর্ম্ম করেন তিনি পঞ্জাবীয় নূতন পদ স্বীকার করণে কিঞ্চিৎ অসম্মত আছেন, এতৎ পদের মাসিক বেতন ৩৫০০ সহস্র টাকা হইতে পারে।

পঞ্জাবীয় কমিসনরেরা ২৭৫০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন, এবং তাঁহারদিগের ডেপুটিগণ পাত্রভেদে ১০০০। ১৫০০ ও তৎ সহকারীরা ৫০০। ৭০০ মুদ্রা মাসিক প্রাপ্ত হইবেন, এবং পঞ্জাবীয় বোর্ড আব কমিস্যনরের সম্পাদকের মাসিক বেতন ২৫০০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

পঞ্জাবীয় রাজকর শীক সংগ্রাহকদিগের প্রতি আদেশ হইয়াছে তাঁহারা সংগৃহীত রাজকর প্রতি প্রদেশীয় বৃটিস কর্ম্মচারি দিগের নিকট সমর্পণ করেন।

রাজা দলিপ সিংহের তোষাখানা হইতে নগদ ১২০০০ টাকা মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

রাজা সেরসিংহের সহিত যেসকল শীক সরদার সম্মিলিত হইয়াছিলেন তিনি বৃটিস রেসিডেণ্ট সাহেবের আদেশক্রমে তাঁহারদিগের নামের এক তালিকা দিয়াছেন কিন্তু ইহার সত্যতার প্রতি প্রত্যয় না জন্মিবাতে রেসিডেণ্ট মহাশয় হরশরণ দাসের প্রতি অনুজ্ঞা করিয়াছেন তিনি ঐ তালিকা পুনঃ প্রস্তুত করিবেন।

৭ এপ্রেল তারিখে কয়েক জন বিদ্রোহি শীক সরদারগণের জোবানবন্দী হইয়াছে।

রামসিংহের জনেক অনচর তৎপ্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছে।

মাষ্টর সিম্পসন সাহেব শীক দরবারের অশ্বশালা সকল দর্শন করিয়াছেন।

সরকারী পশ্বাদির তালিকা প্রস্তুত করণাদেশ হইয়াছে।

সেখ এমামুদ্দীন তদধীন প্রদেশীয় কতক প্রজার নিকট যে সকল অস্ত্র পান তাহা এক নৌকাযোগে লাহোরে প্রেরণ করিয়াছেন।

এক ঘোষণা প্রকাশ করা গিয়াছে প্রজাদিগের কোন দুঃখের আবেদন করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রদেশীয় বৃটিস পক্ষীয় রাজকর্ম্মচারির নিকট তাহা নিবেদন করিবেন।

রেসিডেণ্ট সাহেব লাহোরীয় ডাকের ব্যয়ের তালিকা দেখিতে চাহিয়াছেন।

নিকলসন সাহেবের অধীনে কতিপয় লোক কর্ম্মকুশলতা জন্য বৃটিস কর্ত্তৃক খেলাৎ পাইবেন, তজ্জন্য কয়েক প্রস্থ সম্মান চিহ্ন পরিচ্ছদ রোয়াল পিণ্ডি স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

৬ তারিখে রাজা সের সিংহ আমরকলীতে রেসিডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাদালাপ করেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লেপ্তেনেন্ত গবর্ণর শ্রীযুত তামসন সাহেব শারীরিক স্বাস্থ্যার্থ শিমলা শিখরে যাত্রা করিয়াছেন তিনি কিছুকাল তথায় থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন।

কলিকাতা পোলীসের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টী পদ প্রাপণার্থ ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেকান এবং ল সাহেব প্রার্থনা করিয়াছেন।

মাজিস্ত্রেট হিউম সাহেবের বিচারে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তদুপলক্ষে পোলীস কর্ম্মচারিগণের অনিয়মিত ব্যবহার দর্শাইয়া তিনি তাহারদিগকে বিধি বোধিত উপদেশ দিতেছেন, এতচ্ছ্রবণে আমরা আপ্যায়িত হইলাম, পোলীস সারজন ও তদধীন প্রহরী প্রভৃতিরা নিয়মাজ্ঞানে এবং তাহারদিগের শাসনাভাবে মধ্যে২ অনেক অত্যাচার প্রচার করে, মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা এবিষয়ের অনুসন্ধান রাখিলে তাহারদিগের দমনের উপায় হইবে, এবং তাহাতে প্রজাগণকে সুখে রাখিবেন, অতএব বিধিজ্ঞ হিউম সাহেবের দৃষ্টান্তক্রমে অপর মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা ও প্রজাহিত চিন্তা করেন ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

চাঁপাতলার ডাকাইতির বিষয় আমরা অনুসন্ধান করিতেছিলাম ইহাতে আমারদিগের কোন বন্ধু এই বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

গত অন্ধকার পক্ষীয় রজনীতে চাঁপাতলার পুষ্করিণীর পশ্চিম গলীর ভিতর বৈষ্ণবচরণ দের বাটীতে যে রূপ ভয়ানক ডাকাইতী হইয়াছে নগরমধ্যে এরূপ দস্যুকর্ম্ম কখনশ্রুতিগোচর হয় নাই, যদিও অন্যান্য ইংরেজি সমাচার পত্রে এই বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে তথাচ আনুপূর্ব্বিক সমাচার লেখা যায় নাই, ঐ দস্যুবৃত্তির চারি দিবস পূর্ব্বে বৈষ্ণবচরণদে একখানি বাটী বিক্রয় করিয়া নগদ ৬০০ টাকা ঘরে আনিয়া এক সিন্দুকে রাখিয়াছিল ইহার সন্ধান পাইয়া ১২ জন দস্যু রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টা সময়ে আসিয়া প্রাচীরে উঠিয়া বৈষ্ণবের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়, এবং মশাল জ্বালিয়া দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করে এমত কালে বৈষ্ণবচরণ দে স্ত্রীপুরুষে

যেমত ভয়ে বাহিরে আগবেক এমনি দেখে চারিখানা খোলা তলবার হস্তে চারিজন দস্যু প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারা কহিল যদি গোল যোগ করিস তবে কাটিয়া ফেলিব, ইহাতে গৃহস্থেরা প্রাণ ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর নীরব হইয়া রহিল, দস্যুরা স্বচ্ছন্দে গৃহস্থিত সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ছয়শত টাকা এবং চারিশত টাকার স্বর্ণ রজতাভরণ লইয়া প্রস্থান করিল, প্রতিবাসিরা সকলেই জাগিয়াছিল কিন্তু কাটিয়া ফেলিবে এই ভয়ে কেহ বাহির হইতে পারে নাই. পরে দস্যুরা পলায়নপর হইলে গৃহস্থেরা নিকটস্থ চৌকীদার দিগকে সংবাদ দিলে তাহারা আসিয়া গৃহস্থ দিগকে বান্ধিয়া লইয়া ডেখিজনের ডেপুটি সুপিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কারাঘরে কয়েদ রাখে এবং কহে তোমরাই ডাকাইতী করিয়া মিথ্যা রট না করিতেছ, গৃহস্থেরা একে সর্ব্বস্বাস্ত হইল তদুপরি কারাগারে অত্যাচারে প্রাণাবশেষ, তৎপর দিবস প্রধান সুপিন্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেবের সমীপে তাহারদিগকে উপস্থিত করিলে তিনি ডাকাইতির কথা উপেক্ষা করিয়া কহিলেন তোমরা জামীন দিলে মুক্ত হইতে পারিবা, অনন্তর প্রতিবাসিরা জামীন হইয়া তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন কিন্তু এই অরাজকতারবিষয় পোলিস মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট অদ্যাপিও যায় নাই, ইহাতে পোলিসের লোকদিগের প্রশ্রয়ের সীমা কি যাহা মনে করে তাহাই করিয়া উঠিতেছে।

গত ৩০ চৈত্র সংক্রান্তি দিবসীয় রজনীতে উক্ত চাঁপাতলায় আরএক ভয়ানক দস্যু বৃত্তির উপক্রম হয় কেবল অল্প রাত্রি এবং হিন্দুদিগের পর্ব্বোপলক্ষে বহু লোকের জনতাহেতুক দস্যুরা কৃতকার্য্যহইতে পারেনাই কিন্তু যেরূপঘটনা হয় ইহা শুনিলে পাঠকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, চাঁপাতলার বদনচন্দ্রমুখোপাধ্যায় তথাকার লক্ষ্মীনারায়ণ দাস উড়ের নিকট আপন ভদ্রাসন বাটী বিক্রয় করিয়া নগদ ৪০০০ টাকা সেই দিবস আপন বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন এই সন্ধান পাইয়া তথাকার সারজন প্রথমত এক পিস্তল হস্তে চারি জন অস্ত্রধারি কালো ভূত চৌকীদার সমভিব্যাহারে বদনমুখোপাধ্যায়ের বাটীতে প্রবেশ করিল ঐ বাটীতে একটা কুক্কুর ছিল ঐ পশু সারজন এবং তাহার দলবলকে দেখিয়া অতিশয় চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে সাহেব অমনি তাহার প্রতি পিস্তলের গুলীনিঃক্ষেপ করিলে ছিটা গুলী কুক্কুরের গলে লগ্ন হইয়া তাহার প্রাণ হরণ করে, এবং নিঃক্ষিপ্ত অন্য গুলী বদন মুখোপাধ্যায়ের মাতার পৃষ্ঠদেশেলাগিয়াপৃষ্ঠদগধ হয় এবং গৃহস্থিত একটি শিশু ঐ পিস্তলের শব্দে মূর্চ্ছাগত মৃত প্রায় হইয়া যায়, তাহাতেগৃহস্থিত স্ত্রীলোকেরা চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন, সেই গোলে চতুর্দ্দিগ হইতে প্রতিবাসিগণ আসিয়া পড়িলেন, ইহা দেখিয়া সাহেব চোরের মত ছুট মারিয়া পলায়নপর হয়, তাহার সঙ্গী এক জন চৌকীদারকে প্রতিবাসিরা ধরেন কিন্তু তৎপরক্ষণেই ঐ সারজন থানা হইতে ৩০। ৪০ জন চৌকীদার সহিত সাধু হইয়া আসিয়া উক্ত বাটীর মধ্যে যাহাকে সম্মুখে দেখিল তাহাকেই নির্দ্দয় যষ্টি প্রহার এবং বন্ধনদশায় প্রায় ১৬ জন ভদ্রসন্তানকে প্রহরী বেষ্টনপূর্ব্বক থানায় লইয়া যায় অবশেষে ডেপুটি সুপিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জামীন লইয়া ঐ নির্দ্দোষী ভদ্রসন্তানদিগকে পরিত্রাণ করেন কিন্তু এপর্য্যন্ত এসকল দৌরাত্ম্য পোলিস মাজিস্ত্রেটদিগের নিকট প্রকাশ হয় নাই অমনি ঘরেঘরেই মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে, বদন মুখোপাধ্যায় প্রতিবাসি সহিত কৌন্সেলি ক্লার্কসাহেবকে আশ্রয় করিয়া পোলিসের প্রধান মাজিস্ত্রেট পেটন সাহেবের নিকট বিচারার্থী হইয়াছেন, দেখা যাইবেক প্রধান মহাশয় কি বিচার করেন।

প্রেরিত পত্র।

বিশ্বোপাস্য শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভূদেব ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণামল কমলেষু।

মহাশয়, আপনি বঙ্গীয় সম্পাদক গণাগ্রগণ্য হইয়া অবিবাদে নিরাপদে পূর্ণ সম্পদে সম্পাদকীয় কর্ম্ম ব্যাখ্যা সহ নির্ব্বাহ করিতেছেন, বিশেষত আপনকার অসাধারণ মহদ্গুণদ্বয় সত্যবাদিত্ব ও পক্ষপাত বিহীনত্ব লোক সমাজে বিলক্ষণ বিরাজমান আছে, আমি তদুপরি নির্ভর করিয়া কতিপয় পঙ্ক্তি সমীপে প্রেরণ করিতেছি, কলিতার্থে পূর্ব্ব স্নেহ প্রকাশ পুরঃসর বর্ণাবলী শোধনান্তে ইহা অবিকল জগদ্ব্যাপক ভাস্করাকৃত করিয়া চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, আমি রাজধানী দর্শনাভিপ্রায়ে ১৫ ফাল্গুন ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া ১৮ তারিখ প্রাতঃ সময়ে বরিশাল মোকামে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলাম উক্ত দিবস পরাহ্ণ চারি ঘটিকা সময়ে এথাকার বিদ্যাগারে বিদ্যাধ্যাপনীয় সভাধ্যক্ষগণের সমাগম হইবেক, তৎপ্রযুক্ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এথায় অবস্থান মানসে নিয়মিত কালে বিদ্যালয়ে গমন করিয়া দর্শন করিলাম সরকারি উকীল বাবু রামকানাই রায়, জজ, কালেকটর, মাজিস্ত্রেট, সহকারি মাজিস্ত্রেট, ডাক্তর প্রভৃতি ইউরোপীয় মান্য ব্যক্তিগণ ও ভূকৈলাশ নিবাসি রাজানুজ কুমার বাহাদুর এবং এথাকার আসন ভ্রষ্ট কালেকটর ষ্টাট সাহেব প্রভৃতি সভায়াগমন করিয়াছেন, কোলাহল পূর্ব্বক কেবল স্বদলবল প্রবল করণ মানসে ষ্টাট সাহেবের সভায় শুভাগমন হয়, সে যাহা হউক, শ্রুত হইল বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের সংস্থান জন্য জজ সাহেব এবং কালেকটর রিড সাহেব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন আয় হইতে ব্যয় বাহুল্য অতএব তাহা লাঘব করিয়া বিদ্যালয়ের মাসিকোৎপন্নানুসারে ইংলণ্ডীয় পারস্য এবং বঙ্গীয় ভাষাত্রয়ের শিক্ষকত্রয়ের বেতন কর্ত্তন যুক্তিসিদ্ধ, তাহাতে কালেকটর ও মাজিস্ত্রেটের সাহায্য কারক পেকসটন সাহেব ও ডাক্তর সেকনলেন সাহেব তাঁহারদিগের মতের পোষকতা করিলেন কিন্তু পক্ষান্তরে কুমার বাহাদুর এই বক্তৃতা করেন পারস্য ভাষার পঞ্চত্ব হইয়াছে এবং বঙ্গভাষা, এতদ্দেশীয় লোকেরদের মাতৃভাষা সুতরাং এই দুই ভাষা শিক্ষা রহিত করিয়া শুদ্ধ ইংলণ্ডীয় ভাষানুশীলন করা কর্ত্তব্য, পরে সা সাহেব এবং ষ্টাট সাহেব কুমার বাক্যে ঐক্য হইবায় ইহাই স্থিরীকৃত হয়, সম্পাদক মহাশয়, দেশীয় ভাষাদ্বয় শিক্ষাদান রহিত করণোপলক্ষে যে ব্যক্তিদ্বয়ের জীবনোপায়াভাব হইয়াছে ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়, যুগমাহাত্ম্যে সত্যই কি একেবারে যথার্থ পদার্থ রহিত হইল, পরন্তু দর্শকেরা সভার ব্যবহার অবস্থাবলোক

নে জজ, কালেকটর, ডাক্তরাদি সভ্য[...] গের সদভিপ্রায়ের জন্য অগণ্য ধন্য[...] করিয়া কুমার বাহাদুরের পক্ষের স্তু[...] ছাড়া বিচারে স্বচ্ছন্দ আক্ষেপ করি[...] এবং বলিতে লাগিলেন পারস্য ভা[...] রহিত হইলেও নানা বিচারালয়ে সর্ব্ব[...] ণ পারস্য ভাষায় লিখন পঠন হয়, [...] র বঙ্গভাষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়া না[...] লে এবং তাহা বিদ্যালয়ে উপার্জ্জন প[...] রুদ্ধ না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দে[...] র প্রত্যেক প্রদেশে বহুব্যয়ে দেশী[...] ভাষার বিদ্যালয়চয় স্থাপন করি[...] কেন, তবে কি সভ্যেরা গবর্ণমেণ্ট অ[...] ক্ষাও অধিক বুদ্ধিমানহইলেন, সম্পা[...] মহাশয়, একপ হইলে সুবিচার হও[...] ভার এবং সিবিল সাহেবেরা যে ক[...] কাতা নিবাসি সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের [...] ন্তোষ প্রয়াশী তাহা অতি যথার্থ, [...] র্থে সংশয় বিরহ, বাস্তব বিষয়ী ব্যক্তি[...] বিষয় বিহীন হইলে কিরূপাপদগ্রস্ত [...] ন তাহা অন্যাপেক্ষা ষ্টাট সাহেব [...] ল জানেন, এবং আপদ্কালে লোকে[...] কি দশা উপস্থিত হয় খুলনার মোক[...] মায় সা সাহেবওএকদা মহারাণীর সু[...] মকোর্টে গমন করিয়া তাহা জ্ঞাত হ[...] য়া আসিয়াছেন ইহাতে অন্যে পা[...] কা কথা।

মহাশয়, আমার সভামধ্যে গমনে হর্ষবিষাদ দুই লাভ হইয়াছে, হর্ষের হেতু এই যে ৩ বৎসর পরে ষ্টাট সাহেব সর্ব্বসাধারণ লোকের সমাগম স্থানে সমাগত হইবায় তাঁহার শ্রীমুখাবলোকন হইল, বিষয়াভাবে ষ্টাট সাহেবকে শ্রীভ্রষ্ট ও অঙ্গভঙ্গ দর্শন করিলাম, ফলে এতঅধিক কষ্টেতেও যে তাঁহারশরীর কিঞ্চিন্মাত্র ক্লিষ্ট হয় নাই ইহা অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক, বিষাদের কারণ ব্যক্তিদ্বয়াপরাধাভাবে কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়াছেন বিস্তারিত সাক্ষাতে নিবেদিব ইতি ১২৫৫ সাল তারিখ ১৮ ফাল্গুন।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোমসরোজে কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্মগুণামুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্নাগূ রুবর্গোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৮ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৮ এপ্রেল। সনীপাব্দ ৯৯ আব্দ লরাজ্যাব্দাঃ ৮১ বঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৭ বৈশাখ শনিবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

ADVERTISEMENT.

To be Sold pursuant to a Decree of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal made in a cause of Muttylall Seal against Sreemutty Kisto soondery Dossee widow and Executrix of Sree nauth Mullick deceased Bycaunt nauth Mullick Omerta nauth Mullick Debindernauth Mullick Rajindronauth Mullick and Samadro nauth Mullick sons of the said Sree nauth Mullick and Sreemutty Soobany Dossee with the approbation of William Macpherson Esquire Acting Master of the said Supreme Court at his Office in the Court House in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O-Clock noon.

All that Upper Roomed Messuage Tenement or Dwelling House and also those two lowerroomed Messuages Tenments or Dwelling Houses adjoining thereto and the piece or parcel of ground on part whereof the same are erected and built containing by estimation Eighty three Biggahs be the same more or less situate lying and being at Ramkissenpore formerly known by the name of Howrah in the District of the Twenty four Purgunnahs and in the Province of Bengal late the property of Sreenauth Mullick of Ramkissenpore aforesaid deceased particulars whereof may be had at the said Master's Office or of Mr. W. N. Hedger Solicitor for the Defendant Sreemutty Kistosoondery Dossee and Bycauntnauth Mullick at Nos. Larkin's lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court.
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল বাদী।

মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী অথচ তাঁহার বিষয় বিভবের একজিকিউটিক্স শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক শ্রীযুত অমৃতনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সমুদ্রনাথমল্লিকউক্ত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্রগণ প্রতিবাদী এবং শ্রীমতী সুবর্ণা দাসী প্রতি বাদিনী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে আদেশ হয় তদনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন উক্ত সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বর্ত্তমান একটিং মাষ্টর উইলিয়ম মেককরসন স্কোয়ার সাহেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা নগরীয় উক্ত কোর্ট বিচারাগারের মধ্যস্থিত মাষ্টর আপিসে ৩০ এপ্রেল সোমবার তারিখে বেলা ঠিক ১২ বার ঘণ্টা সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণপুর নিবাসি উল্লেখিত মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার শামিল আর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং তাহারসামিল যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমিযাহার কিয়দংশের উপরএই সকলপ্রস্তুত বা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা পরিমাণে ৮৩ তিরাশী বিঘা হইবেক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক ও যাহা রামকৃষ্ণপুরে স্থিত হয় যাহা ইহার পূর্ব্বেহাওড়া নামে বিখ্যাত ছিল ও যাহা সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপরগণার মধ্যবর্ত্তি হয়, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকল উক্ত মাষ্টর আফিসে অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী এবং বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পক্ষায় উকীল মাষ্টর ডবলিউ, এন. হেজর সাহেবের কথিত কলিকাতা নগরীয় ১ একের নম্বর লারকিনসলেন নামক স্থা

নস্থিত আপিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবে ইতি।

ডবলিউ মেক করসন।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আপিস।
১৬ এপ্রেল ১৮৪৯।

রিসিবরের বিজ্ঞাপন।

জমীদারীদিগর ইজারা।
জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী বাদী।
কৃষ্ণকিশোর বিয়োগী প্রভৃতি
প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ এপ্রেল সোমবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত মারিস ফিট জেরেল্ড সেগুেস সাহেব তাঁহার আফিসে উপরি উক্ত বাদি জয়চন্দ্র পাল চৌধুরির নীচের লিখিত জমীদারী দিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লইতে ইচ্ছুক হয়েন তাঁহারা এসময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালক পরগণে দঁতীয়া হোঁসনপুর বাগমারা, মাগুরা ঘনা, মুড়াগাছা, রকম ।০ চারিয়ানা।

সহর কলিকাতা সুতালুটীর শামিল এককেতা জমী অনুমান ॥ ১ ॥ সাড়ে এগারো কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষতঃ উত্তরদিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা, দক্ষিণদিগে মৃত জয়রাম ঘোষের জায়গা, পূর্ব্বদিগে মৃত গোকল চন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা, এবং পশ্চিমদিগে কোম্পানির রাস্তা, রকম আটআনা ১ আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস তারিখ
১২ এপ্রেল। ১৮৪৯ সাল।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা গত বৃহস্পতবাসরীয় ভাস্করে এক দীর্ঘ প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছি তৎপাঠে পাঠক মহাশয়েরা এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন কোন ধনি বাবু তাঁহার পুত্রবধূকে বলাৎকার করিয়াছেন এইক্ষণে সমাচার প্রাপ্ত হইলাম পুত্রবধূ ঐ পাপ মোচনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, গত বুধবার অক্ষয়তৃতীয়া শুভদিনে গুরুপুরোতাধিষ্ঠিত সভামধ্যে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, ঐ সময়ে সুবর্ণ বণিক জাতির ব্রাহ্মণেরা কয়েক শত লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ব্যবস্থাপত্র শ্রবণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কারিণীর এবং তৎস্বামির যথেষ্ট ধন্যবাদ করিলেন, তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা জলপান করিয়া এক কাগজে আপনারদিগের নাম লিখিয়া দিয়া দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইয়াছেন, পুত্রবধূ অবলা তথাচ সত্য প্রকাশ করিয়া পাপ মোচনার্থ বহুব্যয়ে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, শ্বশুর পরুষ হইয়াও প্রায়শ্চিত্ত করেননাই উন্মত্ত স্বভাবে কুকর্ম্ম করিয়া তাহা গোপন জন্য সত্যের অপলাপ করিতেছেন অতএব তাঁহার পুত্র এবং পুত্রবধূ যখন সত্য প্রকাশ করিয়া দিলেন তখন আমারদিগের বোধ হইল এমত নির্ভয় ব্যক্তির নাম আর গোপন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

কুকর্ম্মান্বিত শ্বশুরের নাম বাবু লোকনাথমল্লিক তাঁহার একমাত্র পুত্র, তিনি পরব্রহ্মমতাবলম্বী, পাপগোপনঅনিচ্ছু. লোকনাথ বাবু সেই পুত্রের বিবাহিতা স্ত্রীর সতীধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছেন, পুত্রবধূ যখন প্রায়শ্চিত্ত করিলেন তখন এ বিষয়ের প্রতি আর সন্দেহ নাই অতএব আমরা সুবর্ণবণিক জাতীয় মান্য মহাশয়গণকে বিশেষতরাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর, রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর, বাবু বীর নৃসিংহ মল্লিক, বাবু কাশীনাথ মল্লিক, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লি, বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা এইক্ষণে সভ্যতা দ্বারা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ঐ সকল মহাশয়েরা কি পুত্রবধূ বলাৎকারকারি ইন্দ্রিয় মদান্ধ বাবুকে আস্পর্দ্ধা দিবেন, তাঁহারদিগের সভ্যতা এবং সদ্ব্যবহার ও দানাদি ব্যাপার দর্শনে আমরা তাঁহারদিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যজাতির ন্যায় মান্যজ্ঞানকরি, আরো জানা আছে ঐ সকল মান্য মহাশয়েরা স্ব২ প্রধান, কেহ কাহার অধীন নহেন, তবে পুত্রবধূ বলাৎকার কারি লোকনাথ মল্লিকের দমনার্থ কেন উদ্যোগ করেন নাই, পাপিষ্ঠ সংস্রবে কি আপনারা পাপিষ্ঠ হইবেন না, এই পাপির সংস্রব দোষে পরকালে নরক যাতনা সহ্য করিতে হইবেক, এতৎ প্রমাণার্থ শাস্ত্রীয় মর্ম্ম এই যে " রহসি কৃতাতি পাতকয়োঃ সুষা শ্বশুরয়ো রহঃ কৃতত্ত্বে নাত্র সাক্ষ্যন্তর সম্ভবাৎ তৎপাতকস্য সুষায়াঃ সত্যাত্বন স্বীকারেণৈব শ্বশুরস্যাপি তৎপাতক নিশ্চয়াৎ স যদি যথোক্তং প্রায়শ্চিত্তং নকরোতি তদা তেনাতি পাতকিনা সহান্নজল ভোজন পানাদি রূপ ব্যবহারং কুর্ব্বতাং জ্ঞাতি কুটুম্বাদীনামপি তত্তুল্যাতিপাতকিত্ব মব্যবহার্য্যত্বঞ্চাবশ্যং ভবতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ ,, বিশেষত অনেক প্রধান প্রধান সাহেবদিগের সহিত এই সকল প্রধানদিগের অনেকের আলাপ আছে তাহাতে যদি সম্ভ্রান্ত বণিক মহাশয়েরা লোকনাথ মল্লিকের পাপ গোপন রাখেন তবে কি উচ্চ পদস্থ সাহেবেরা তাঁহারদিগের সহিত আলাপ করিবেন, যদিকেহ আলাপ করেন তবে হাসিতে২ লোকনাথ বাবুর এই পাপের কথা বলিয়া কি লজ্জা দিবেন না, আর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরাও কি বিবেচনা করিবেন না যাঁহারা আপনারদিগের জাতির মধ্যে পুত্রবধূ বলাৎকারকারির মহাদোষ গোপন করেন তাঁহারা জুরীশ্রেণীর উপযুক্ত নহেন, অতএব জুরীর ফর্দ্দেতেও সুবর্ণ বণিক মহাশয়দিগের নাম রাখেন কি না সন্দেহ, সম্ভ্রান্ত মহাশয়দিগের পক্ষে এ অপমান সামান্য অপমান নহে, আর বিজ্ঞবর বাবু কাশীনাথ মল্লিক মহাশয়কে অনেকে মধ্যস্থ মানিয়া থাকেন তাঁহার সহোদর এই কুকর্ম্ম করিয়াছেন কাশীবাবু যদি ঐ ভ্রাতার সহিত আহার ব্যবহারাদি রাখেন তবে কি সাধারণ লোক সমাজে কাশীনাথ মল্লিক বাবুর সেমান থাকিবে, এতদ্ভিন্ন সবর্ণ বণিক জাতির পুরোহিতেরা মনে করিতে পারেন এক জাতির পুরোহিত হইয়াছেন কিন্তু অর্থলোভে সুবর্ণবণিক জাতির পৌরোহিত্য করিয়া একে পতিতহইয়া রহিয়াছেন ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির বাটীতে যাইতে পারেননা, ইহারপরে লোকনাথ মল্লিকের বাটীতে গেলে বাহিরের জমীদারেরাও তাঁহারদিগের বৃত্তি ভূম্যাদিউচ্ছেদ করিতে পারেন, এবিষয়ে চক্ষুঃসাগরিযোগ হইয়াছে ইহা সামান্যে নিষ্পত্তি হইবেক না।

সর্ব্বশেষে অপক্ষপাতি সত্য [illegible]
রায়ণ বাবু মতিলাল শীল মহা[illegible]
য়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তি[illegible]
কি আর লোকনাথ বাবুর সহিত [illegible]
লাপ করিবেন, বোধ হয় দুই বৎসর [illegible]
ল এক দিবসীয় রাত্রি নয় ঘণ্টা কালে [illegible]
যখন দয়ালচাঁদ বশাক বিপদগ্রস্ত হই[illegible]
শীল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হয়েন [illegible]
সেই সময়ে দেখিয়াছি দয়ালচাঁদ বাবু [illegible]
পরিত্রাণার্থ মতিবাবুকে অনুরোধ ক[illegible]
তে যাইয়া লোকনাথ বাবু মতিলাল [illegible]
ল বাবুর সহিত একাসনে সমাদরে [illegible]
গৃহীত হইয়াছিলেন লোকনাথ বা[illegible]
কি মতিলাল শীল বাবুর নিকট [illegible]
র সে মান প্রাপ্ত হইবেন, বাবু মতিল[illegible]
শীল পাপি সংস্রব ও প্রতারণাদি[illegible]
করেন, তিনি শীলকালেজ নামে প্র[illegible]
দ্ধ বিদ্যালয় করিয়াছেন, এবং বেলঘ[illegible]
য়ার বাগানে আতিথ্যশালা যাহাতে [illegible]
প্রতি দিবস ন্যূনাধিক পাঁচশত দরি[illegible]
লোকে পক্ক ব্যঞ্জনান্ন আহার পায়, অ[illegible]
র প্রতি মাসে নগরবাসি নিরাশ্রয় ভদ্র[illegible]
রিবারদিগের প্রতিপালনার্থ দান, [illegible]
র্গোৎসব সময়ে প্রতি বৎসর নগরীয় [illegible]
রিদ্র ভদ্র পরিবারদিগের স্ত্রী পুরুষ বা[illegible]
ক বালিকা সাধারণ বস্ত্র এবং পূজার [illegible]
য়েক দিবস দরিদ্র ভদ্র পরিবারেরা স্ব[illegible]
ন্দে আহার করিতে পারেন তদুপযুক্ত [illegible]
টাকা দান ইত্যাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা যিনি [illegible]
যশস্বী হইয়াছেন, এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশি[illegible]
ষ্ট বাবু কি স্বমাংস প্রত্যাশি সু ষাধর[illegible]
ন্নাশি পাপরাশি বাবুর সহিত আর ক[illegible]
থা কহিবেন, বাবু মতিলাল শীল স্বজা[illegible]
তির পাপ মোচনার্থ জন্মগ্রহণ করি[illegible]
য়াছেন, তাঁহার উচিত কর্ম্ম তিনি ক[illegible]
রিবেন।

মহারাণী চন্দবাতী।

লাহোরীয় উক্ত রাজমহিলা কপ[illegible]
র কি বাষ্পময়ী হইলেন, আমরা ইহ[illegible]
নির্ণয় করিতে পারিলাম না, ইংরাজি[illegible]
পত্রে বিদিত হইল ব্রিটিস পক্ষীয় ক[illegible]
ঠিন প্রহরি বেষ্টিত চুণার দুর্গ হই[illegible]
তে তিনি পলায়ন পরায়ণা হইয়াছেন[illegible]
ইহার অনুসন্ধানার্থ কোর্ট আফ এ[illegible]
কোয়ারী বসিয়াছিল তাহাতে কিছুই [illegible]
স্থির হয় নাই রাণী কিরূপে কাহার স[illegible]
জে কোন সময়ে কোথা হইতে পলায়[illegible]
ন করিয়াছেন, জনরব প্রকাশ করে [illegible]
তিনি উৎকোচে বশীভূত করিয়া দু[illegible]

[illegible] ব্রিটিস প্রহরি সহিত মৃজাপুর অথবা রেওয়া স্থানে গমন করিয়াছেন, ১৮ তারিখ বুধবার যামিনী যামার্দ্ধ কালে রাণী উক্ত দুর্গমধ্যে দৃশ্যা হন নাই এবং তৎস্থলে অনুসন্ধানে প্রাচীরোপরি রজ্জু নির্ম্মিত সিঁড়ি দেখা গিয়াছে, ইহাতেই অনুভব হয় তিনি ঐ সোপান দ্বারা পলায়ন করিয়া থাকিবেন, পশ্চাত্তরে কেহ এমত আশঙ্কা করেন শিকরা[illegible]রহ পূর্ব্ব কারাগার হইতে রাজ্ঞী পলায়ন করেন, চণার দুর্গে তাঁহারা অন্য কোন স্ত্রীলোক আনীতা হয়, ফলে ইহা[illegible] কিছুই নিশ্চিত হয় নাই, রাজাঙ্গনার সহিত যে আভরণ ও নগদ অর্থ ছিল তাহা প্রায় ৩০ লক্ষ মুদ্রা হইবেক, তত্তাবৎ আমারদিগের রাজপুরুষগণের হস্তগত হইয়াছে অতএব ইহা এইক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের লভ্য হইল বলিতে [illegible]হয়, পঞ্জাব রাজ্য এইক্ষণে ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত হইয়াছে, তথায় বা ভারতবর্ষীয় অন্য কোন রাজ্যে রাণী চন্দ্রা[illegible]কী আশ্রয়প্রাপ্তা হইবেন ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি না, অপর মহীপালেরা আত্ম রক্ষা করিতে পারিলেই ধন্য মানেন তাঁহারা প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস বিরুদ্ধে এই দুর্ভাগ্যা স্ত্রীকে আশ্রয় প্রদান করিবেন ইহা বুদ্ধিতে আইসে না, অতএব তিনি পলায়ন করিয়া কি লভ্য করিবেন বুঝা যায় না, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এক রাজ্যচ্যুতা অমাত্য হীনা অবলার অনুসন্ধানে ব্যর্থ পরিশ্রম ও ব্যয় করিবেন না, রাণীকে যে বৃত্তি দিতেন এইক্ষণে তাহাই লাভ হইল অতএব গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হউন, দুর্ভাগ্যা রাণী কোন উপদ্রব উপস্থিত করিতে পারিবেন এমত আশঙ্কার বিষয় নাই।

রাজা সের সিংহের পুনঃপলায়ন।

মফস্বল লাইট পত্রের কোন পত্র প্রেরক ফিরোজপুর হইতে ১৬ তারিখে লেখেন " সমাচারাগত হইয়াছে [illegible]র হেনরি লরেন্স সাহেব সের সিংহকে আবাহন করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সাহেবের নিকট না আসিয়া পলায়ন করেন, ইহাতে এক দল অশ্বারোহী উক্ত সরদারকে ধৃত করণার্থ প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহারা অবশেষে তাঁহাকে না লইয়া আইসে,, এই সমাচারোপলক্ষে তৎ সম্পাদক মহাশয় বলেন ব্রিটিস রাজপুরুষগণের ব্যবহার দোষেই এতদ্দেশীয় লোকেরা এইক্ষণে তাঁহারদিগের প্রতি অনাস্থা করিতেছেন।

হেনরি লরেন্স সাহেব তাঁহার এতৎ রেসিডেন্সী পদের ৭সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতনের পরিবর্ত্তে অধুনা ৫ সহস্র টাকায় তৎকর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে তৎ সম্পাদক কর্ত্তৃক আরো কটাক্ষপাত হইয়াছেন, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাব শাসনে এইক্ষণে প্রথমতঃ অল্প ব্যয় করণাভিপ্রায় করেন তাহাতে লরেন্স সাহেব সম্মত হইয়া অল্প বেতন গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন, ইহাতে এবিষয়ে আমরা তাঁহার প্রতি সহসা দোষার্পণ করিতে পারি না, ইহার পরে তাঁহার অন্য কোন অন্যায়াচরণ প্রকাশ পাইলে তৎকালে উচিত কহিতে ত্রুটি করিব না।

পোলীস রক্ষক তস্কর।

মেকানপ্রিয় গঙ্গারাম জমাদার যে অপকর্ম্ম করিয়া উচ্চ বিচারক দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াও সহায়বলে উচ্চ পদস্থ অর্থাৎ জমাদারী হইতে ইনসপেক্টরী পদাভিষিক্ত হয়, বাণ্টামল নামক একজন খোট্টা সেট গঙ্গারামের নামে অধুনা লুঠ করণাভিযোগ করিয়াছে, বাদী অপহৃত দ্রব্যের যে তালিকা দেয় তাহা এই, ৩৩৬ টাকা মূল্যবান চারি থান কমখাব, ১৫০ টাকার এক বারাণশী শাড়ী, ৫০ টাকার এক বারাণশী দোপাট্টা, ২৫০ টাকা মূল্যের এক হীর কাঙ্গুরী, ৭৪০ টাকা মূল্যের নানাবিধ মণি মুক্তাদি, ৮ টাকা মূল্যের এক টুপী সর্ব্বশুদ্ধা ১৫৩৪টাকা, পোলীস অপর তস্কর দমনে যেরূপ কাঠিন্য ব্যবহার করেন কৃতাপরাধভৃত্যগণকে তদপেক্ষা অধিক দমন না করিলে প্রজাবর্গ রক্ষা পাইবেননা, অতএব এমত বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার করিবেন, প্রস্তাব সমাপন কালে আমরা এই দুষ্কর্ম্মের আমুল বলিতে নিযুক্ত হইলাম, তাহা এই যে উপস্থিত বাদী অন্য তাস্করিক ব্যাপারে আসামী স্থলে গৃহীত হইবাতে তাহার গৃহ অনুসন্ধান করা হয় কিন্তু আসামী সুপ্রিম কোর্টের বিচারে মুক্তি পাইয়া আপন গৃহ অনুসন্ধান কালে গঙ্গারাম যে সকল দ্রব্য গ্রহণ করে তত্তাবৎ পুনঃপ্রাপ্ত জন্য এইক্ষণে অভিযোগ করিয়াছে ইহার চূড়ান্ত বিচার দেখিবার জন্য আমরা স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করণে সম্প্রতি ক্ষান্ত্যবলম্বন করিলাম।

এইক্ষণে হিন্দু জাতীয়া বিধবাগণের বিবাহ বিষয়ে যুব হিন্দুদিগের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা হইতেছে, যুব মহাশয়দিগের নিতান্ত অভিলাষ বিধবাদিগের দুঃখমোচনকরেন, কিন্তু তাঁহারদিগের উদ্যোগ মাত্রই দেখা যায় কলে কেহ সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, এবং মনে করি যুবাদিগের আশার ফল শীঘ্র প্রকাশ পাইবেক না, যেহেতুক এতদ্বিষয়ে যুব হিন্দু মহাশয়দিগের আবেদন আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিতে চাহেন না, কেননা কৌন্সেলি শ্রীযুত লিথ সাহেবের বিলাত গমন কালে এমত উদ্যোগ হইয়াছিল তাঁহাকে কৌন্সেলি নিযুক্ত করিয়া বিলাতে এই বিষয়ের আবেদন প্রেরণ করা যায়, তৎকালীন আমরা ইহার যুক্তি প্রমাণাদি সমুদায় প্রদান করিয়াছিলাম এবং ইংরেজি ভাষায় তাবৎ প্রমাণাদির অনুবাদ হইয়া আবেদন পত্রে তাহা লিখিত হয়, তৎপরে এতদ্দেশীয় মান্য পদস্থ কতিপয় মহাশয় ব্যক্তিরাও ইচ্ছাপুর্ব্বকাউক্ত আবেদন পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিধান আছে বিলাতে আবেদন করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের যোগে তাহা পাঠাইতে হয়, অন্য যোগে প্রেরণ করিলে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তারা গ্রহণ করেন না, অতএব লিথ সাহেব ঐ আবেদন পত্র লইয়া ডেপুটি গবর্ণর শ্রীযুত মেডাক সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিতে গিয়াছিলেন, মেডাক সাহেব তাহা পাঠ করিয়া স্পষ্ট রূপে কহিলেন, মেং লিথ তুমি হিন্দুদিগকে বল, প্রাচীন হিন্দুরা কতিপয় ব্যক্তি ইহাতে নাম স্বাক্ষর করুন, তাহা হইলে আমি ই বিধি প্রচার করিব হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ দিতে হইবেক, মেডাক সাহেবের অভিপ্রায় ছিল হিন্দু বিধবা গণের বিবাহের আইন প্রচার করিয়া তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখেন, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুরা আবেদন পত্রে নাম স্বাক্ষর করিলেন না এই কারণ সে উদ্যোগ বিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব যুবলোকদিগের আকুঞ্চন শীঘ্র সুসিদ্ধ হইবেক না, তবেযুবারাআন্দোলন করিতেছেন করুন, কোন কালে ইহার ফল প্রদর্শন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ হইবে ইহাতেসন্দেহ নাই হিন্দু জাতীয়া বিধবারা কর্ত্তাদিগের অগোচরে উপপতি করেন, বাটী হইতে বাহির হইয়া বেশ্যা হয়েন, কর্ত্তাদিগের ভয়ে গর্ব্ভপাত করিতেছেন, শাস্ত্রীয় বিধান বর্জ্জিত এই সকল অতি পাতক মহাপাতকে যখন তাঁহারা নির্ভীতা হইয়াছেন তখন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ইহা যখন জানিতে পারিবেন তখন মনোনীত পুরুষ দেখিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনারাই বিবাহ করিবেন, প্রাচীন হিন্দু মহাশয়েরা তৎ সময়ে কোন বিধবাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না, কেবল এই মাত্র লাভ হইবে সম্পত্তি লইয়া টানাটানী পড়িবে, ধনি হিন্দুদিগের অবীরা যুবতীরা বিবাহ করিতে চাহিলে কেন, বিবাহ করিবেন, বিধবারা গোপনীয় রূপে দাসী পাঠাইয়া কি মনোনীত পুরুষের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিতে পারিবেন না, যাঁহারা অন্তঃপুরে থাকিয়া কর্ত্তাদিগের চক্ষে ধূলিক্ষেপ করিয়া পরপুরুষ বিহার করিতেছেন তাঁহারা শাস্ত্রবলে বিবাহ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই, তবে এই এক দোষ উপস্থিত হইবে জাতিভেদ থাকিবেক না অতএব প্রাচীন হিন্দু মহাশয়েরা এই সময়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে নিয়ম বদ্ধ করিয়া যদি বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত করেন তবে তাঁহারদিগের বংশাবলীকে উত্তর কালীন আপদ হইতে মুক্ত রাখিয়া যাইবেন।

কলিকাতা পোলীস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টী।

ইংরাজী পত্রেলেখে শান্তিপুরেরপূর্ব্ব ডেপুটি মাজিস্ত্রেট ল সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা পোলীসের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টী পদে মনোনীত করিয়া শ্রীযুত গবরণর জেনরলের অভিমত অপেক্ষা করিতেছেন, কলিকাতা ষ্টার সম্পাদক মহাশয় এতদুপলক্ষে লেখেন লার্ড সাহেব ইহাতে সম্মত হইলে ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেব স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, কারণ তিনি বহুকালীন নিম্ন পদস্থ বিধায় এইক্ষণে আপনি এতৎ উচ্চ পদস্থ হইবার যোগ্য পাত্র বিবেচনা করেন।

সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে ডাক্তর ডফ সাহেব বিলাত যাত্রা করিয়াছেন কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমরাই তাঁহার বিলাত গমনের হেতু লিখিয়াছিলাম, ইণ্ডীয়ান টাইমস নামক মান্য সমাচার পত্রে আমারদিগের লিখিত ঐ প্রস্তাবের অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা সাধারণ লোকেরদের দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকিবে, তৎপরে সমাচার পত্রে প্রকা

শ হয় ডফ সাহেব বিলাত যাত্রা করিয়াছেন ইহাতে আমরা তটস্থ হইয়া সন্ধানকরিলামদ্বাবিংশতিবৎসরেরঅধিক হইল যাঁহার সহিত আলাপ তিনি কি আমারদিগকে কিছুই না বলিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তৎপরে আমারদিগের কোন বন্ধু আসিয়া কহিলেন ডফ সাহেব বিলাত গমন করেন নাই, মান্দ্রাজের বিদ্যালয় দর্শনার্থ গিয়াছেন, মান্দ্রাজ হইতে বোম্বে যাইয়া বিদ্যালয় সকল দেখিয়া লুধিয়ানায় গমন করিবেন, তৎপরে লুধিয়ানা হইতে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া বিলাত যাত্রা করিবেন, পূর্ব্বোক্ত ভিনস্থানে যথাক্রমে অবস্থিতিহইবেন তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কলিকাতাস্থ বান্ধবেরা যদি পত্র লেখেন তবে ডাকযোগে ঐ সকল স্থলে পত্র পাঠাইলেই তিনি পাইবেন।

কলিকাতা নগরীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ডাক্তর ডফ সাহেবের বুদ্ধির গতি বুঝিতে পারেন নাই এই কারণ লিখিয়াছেন এদেশের লোকেরা ডাক্তর ডফ সাহেবের বিলাত গমন কালীন তাঁহাকে প্রশংসা পত্র দিলেন না কিন্তু এই কথা বলিলে উচিত কর্ম্ম হইত ডাক্তর ডফ সাহেব যাহারদিগের উপকার করিতেআসিয়াছিলেন তাহারদিগের নিকট প্রশংসা পত্র চাহেননা, ডাক্তর ডফ এদেশে গবর্ণরি করিতে আইসেন নাই এতদ্দেশীয় লোকদিগের লিখিত প্রশংসা পত্রলইয়া বিলাতে যাইয়া বান্ধবাদিকেএবং কোর্ট অফডৈরেকটর্সদিগকেদেখাইয়া প্রতিপন্ন হইবেন, ডাক্তর ডফ ঞ্চোম মনুষ্যের প্রেরিত নহেন তিনি পরমেশ্বরের দূত, পরমেশ্বরের নিকট প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা করেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ডফ সাহেব এতদ্দেশীয় অসংখ্য মনুষ্যকে বিদ্যা দানকরিয়াছেন, বহু সহস্র নিরাশ্রয় লোকেরদের ভরণ পোষণাদির সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, পিতামাতা বিহীন বালিকাদিগের প্রতিপালন ও বিদ্যাভ্যাসেরজন্যস্থানে২ বিদ্যালয় করিয়াছেন, দরিদ্র বালক গণকে আহারাচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন, ডাক্তর ডফ সাহেবেরনিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া এতদ্দেশীয় অনেক লোকে কর্ম্ম পাইয়া তাঁহারদিগের পিতামাতাদিকে প্রতিপালন করিতেছেন, আমারদিগের বাটীর চতুর্দ্দিগেই দেখিতেছি তিন চারি শত যুবলোক যাঁহারা ডফ সাহেবের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়া ক্রমে২ ধনী হইতেছেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় লোক যাঁহারা ডফসাহেবেরকার্য্যে রপ্রতিবন্ধকহইয়াছিলেন তাঁহারদিগের কার্য্যদ্বারা সুশিক্ষিতহইয়াছেএমতএকটি বালক ও দেখিতে পাই না অতএব ডফ সাহেব পরমেশ্বর সমীপে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সামান্য মনুষ্যের ধন্যবাদের আকাঙ্ক্ষা করেন না।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ভারতবর্ষীয় কতিপয় প্রজারা খেদ পূর্ব্বক আপনকার সমীপে নিবেদন জানাইতেছেন, আমারদিগের ভারতবর্ষের ৺ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কালের পূর্ব্বাবধি মহারত্ন চন্দ্রকান্ত মণি যাহা কোহিনুর নামে বিখ্যাত হইয়া এই ভারতভূমিতে আছে তাহা এই রাজ্যের শোভাকর অদ্বিতীয় মূলধন, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট অত্র রাজ্যের রাজ্যেশ্বর হওয়ায় আমরা সুখে কালযাপন করিতেছি ও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই রাজ্য বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকিয়া দুষ্টদমন শিষ্ট প্রতিপালন হইয়া রাজধর্ম্মানুরূপ সুশাসনে থাকে এইক্ষণে আমরা শ্রবণ করিতেছি রাজপুরুষেরা আমারদিগের এই দেশের মহারত্ন কোহিনুর ইংলণ্ড দেশে প্রেরণ করিবেন, কিন্তু আমরা এবিষয় সম্পূর্ণরূপেবিশ্বাস করিতে পারিন, যেহেতু এই ব্যবস্থা নিতান্ত রাজনীতির বিরুদ্ধ, কেননা যে রাজ্যের যে শোভা তাহা অবিকলরূপে স্থির রাখা রাজ্যেশ্বরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তৎ প্রতিকূলে আমারদিগের দেশের শ্রী মহারত্ন কি বিধি ও ব্যবস্থানুসারে সমুদ্র পারে ভিন্নদেশে লইয়া গিয়া এদেশস্থ প্রজাবর্গের মর্ম্ম বেদনার কারণ করিবেন, আমরা কি ইংলণ্ডীয় মহারাজ্ঞীর সন্তান নহি, মাতৃস্নেহ তাবৎ সন্তানের প্রতি তুল্য বরং আমরা অকৃতী ও হীনবল ও অসভ্য বিধায় আমারদিগের প্রতি স্নেহের আধিক্য হইতে পারে, অতএব আমারদিগের মানস এই যে মহারত্ন কোহিনুর এই ভারতবর্ষেরাজ্যেশ্বরের অধীনে থাকিয়া রক্ষিত হউক, যদি কখন আমারদিগের ভাগ্যক্রমেঅস্মদাদির মাতাইংলণ্ডীয়া মহারাজ্ঞী এদেশে পদার্পণ করেন তবে ঐ মহারত্ন ধারণ করিবেন, আমরা তাহা দেখিয়া তুষ্ট হইব, যদি বলেন মহারাজ্ঞী ইংলণ্ডদেশে বসিয়া ঐ মহারত্ন অঙ্গভূষণ করিবেন কিন্তু ইহাতে আমারদিগের দুই আপত্তি আছে, আদৌ ঐ মহারত্নকে ইংলণ্ড দেশেধারণ করিলে আমারদিগের দর্শন ও আহ্লাদের কারণাভাব, দ্বিতীয় যে অবস্থায় আমারদিগের ভারতবর্ষীয় ধনব্যয়ের দ্বারা পঞ্জাব দেশ অধিকৃত হইয়াছে ও আমারদিগের দেশীয় ভ্রাতৃ সেনাগণ পঞ্জাবের যুদ্ধে যমালয়ে গিয়াছেন, এস্থলে কি বিধিক্রমে রাজপুরুষেরা আমারদিগের দেশের মহারত্ন কোহিনুর ভিন্ন দেশে প্রেরণ করার মন্ত্রণা করিয়াছেন, এস্থলে আমরা আপনকাকে আর এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যদি ভাগ্য বশত আমরা কখন ইংলণ্ড দেশের অধিকারী হইয়া ঐ রাজ্যের শোভাকারক ও অমূল্য অদ্বিতীয় কোন বস্তু উক্ত দেশ হইতে অস্মদ্দেশে আনিতে চাহি তবে কি ইংলণ্ডীয় প্রজারা তদ্বিরহে মর্ম্ম বেদনা পাইবেন না, রাজেশ্বরের কি এই কর্ত্তব্য যে এক দেশের শ্রীভ্রষ্ট করিয়া অন্য দেশের শ্রীবৃদ্ধি করেন, এইক্ষণে আমারদিগের প্রার্থনা এই যে মহারত্ন কোহিনুর এদেশ হইতে অন্য দেশে প্রেরণাগ্রে আমারদিগের লিখিত প্রাগুক্ত হেতুবাদের বিরুদ্ধ যদি কোন বিশেষ হেতু থাকে তবে আপনি স্বীয় সম্পাদকীয় উক্তিতে প্রকাশ করেন।

কেষাঞ্চিৎ ভাস্কর পাঠকানাং।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচেরবারাণ্ডায়সরিফেরদপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জয়নারায়ণ দত্ত ও প্রতাপচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলি পরগণে আরমা চুচুড়া গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা এবং একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং তাহার সহিত একখণ্ড ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ দত্ত ও প্রতাপচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে ভারতচন্দ্র শীলের বাগান। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ দত্ত ও প্রতাপচন্দ্র দত্তেরফুলবাগান দক্ষিণদিগে একগলী। পূর্ব্বদিগে জয়নারাণ রায়ের পুষ্করিণী।

২ দফা। বিশেষত উপরোক্ত জিলা ও পরগণার এবং গ্রামের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাং ভূমি যাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত আছে অর্থাৎ ফুলবাগিচা, অনুমান চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ দত্ত ও প্রতাপচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে এক গলী; পূর্ব্বদিগে পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ দত্ত ও প্রতাপচন্দ্র দত্তের বসতি বাটী। পশ্চিমদিগে রাধাবল্লভ দাসের বাটী।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৮এপ্রেল ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশহয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৯ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮১বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ২০ বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্রা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ গুমানির বিরুদ্ধে জিলা চব্বিশপরগণার ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের এক শিলের ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। সহর কলিকাতার ডিঙ্গাভাঙ্গার শামিল তন্মধ্যস্থিত যে এক তৃণ নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী যাহাতে রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ।৩॥৵ আট কাঠা দশ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ গুমানির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে অনরবিল কোম্পানির রাস্তা। পশ্চিম দিগে মেং ফেরল সাহেবের এক খণ্ড ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে এক গলি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান দুই কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ গুমানির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ওস্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে রামকান্ত পালের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে সেখ ইটারির এক খণ্ড ভূমি। এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগে মান্যবর কোম্পানির রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকলবিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২১ এপ্রেল ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরেরনীচেরবারাণ্ডায় সরিফেরদপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জেম্স হিল সাহেব ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার চৌরঙ্গির কেমাক ইষ্ট্রীটের নিকটবর্ত্তী শাট বাজার ইষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১ নং এক একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৵১ এক বিঘা এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জেম্স হিলডাস সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব দিগে বাটী ও ভূমি। যাহা মৃত চার্লস ক্রিষ্টফর ফ্রেন্সিসের সম্পত্তি। এবং উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা ও এক প্রাচীর যাহা উক্ত বাটীর উত্তর পূর্ব্বদিগে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

২ দফা। এবং উক্ত সহর কলিকাতার চৌরঙ্গির লিণ্ডসে ইষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৯ নং এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার একাংশে উক্ত বাটী নির্ম্মাণ হইয়াছে ভূমি অনুমান ৴৩।৴ তিন কাঠা পাঁচ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জেম্স হিলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে

লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে লিগুসে চষ্টীট। দক্ষিণ দিগে মেং লয়ডের সম্পত্তি। পূর্ব্ব দিগে ব্রজনাথ মিত্রের পূর্ব্বো সম্পত্তি। এবং পশ্চিম দিগে মেং জান মেজদি ক্রাডবের সম্পত্তি।

৩ দফা। এবং সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি সহর কলিকাতার হিলস্ লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ যাহা পূর্ব্বে একতালা ছিল এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥১ এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জেম্স হিলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে উক্ত খানশামার এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি ও সম্পত্তি কিন্তু এইক্ষণে প্রকাশ্য নর্দ্দমা। দক্ষিণ দিগে এক প্রকাশ্য রাস্তা তাহা হিলস লেন নামে বিখ্যাত। পূর্ব্ব দিগে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি ও সম্পত্তি যাহা ইতি পূর্ব্বে ভবানী বাবুর সম্পত্তি ছিল তাহা এক্ষণে মেং ফোলিয়রের দখলে আছে। এবং পশ্চিম দিগে এক খণ্ড ভূমি ও বাটী যাহা নাজির সম্পত্তি।

সরিফের দপ্তরে অনেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

মেং ষ্টপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা। }
১৭ এপ্রেল ১৮৪৯। }

সম্বাদ ভাস্কর

ইংরাজ সম্পাদক মহাশয়েরা অনেকেই পঞ্জাব দেশ বৃটিস রাজ্যভুক্ত করণোপদেশ পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন কেবল কলিকাতাষ্টার বোম্বাই টাইম্স সম্পাদকপ্রথমাবধিই ইহারপ্রতিকূলবাদ কহেন, এবং স্বং মত রক্ষার্থ তাঁহার কারণ প্রদর্শন করাইতেও ত্রুটি করেন নাই কিন্তু রাজপুরুষেরা যাহা উত্তম বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন ইংলণ্ডীয় বা গৌড়ীয় সম্পাদকদিগের মতামত ও হেতুবাদ কোথায় রহিল, যাহা হউক, তৎপ্রসঙ্গে এইক্ষণে প্রয়োজন করে না, পঞ্জাব রাজ্য শাসনে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের লাভ কি এতদুপলক্ষে সমাচার পত্রে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে এস্থলে তাহারমর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করি, বোম্বাই টাইমস সম্পাদক মহাশয় বলেন " পঞ্জাব রাজ্য গ্রহণে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকিয়া এতদ্রাজ্যের মঙ্গালামৃতি বিষয় একেবারে বিস্মৃতি হইবেন, এবং রাজকোষ ধনশূন্য করিবেন ইহাতে সৈন্যগণের পক্ষেও মনোযোগসম্ভাবনা নাই,, ফ্রেণ্ড মহাশয় এই হেতুবাদের প্রতিকূলে বলেন পঞ্জাব রাজ্যের বর্ত্তমান উৎপন্ন প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ মুদ্রা, কিন্তু নিম্ন লিখিত ব্যয়ে তদ্রাজ্য শাসন সম্পন্ন হইতে পারিবে।

বার্ষিক ব্যয়।	টাকা।
৩ দল অধিক গোরা সৈন্যের বেতন	২৪০০০০০
৭ দল নূতন অশ্বারোহীরবেতন	১৭৫০০০০
সিবিল সমপর্কীয় গোরাগণের ব্যয়	৭০০০০০
রাজা ও রাজমাতার বৃত্তি	৫৫০০০০
	৫৪০০০০০

এতদতিরিক্ত দেশীয় আমলাদিগের বেতনাদিতে বার্ষিক ১৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইতে পারে অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধা ৭০ লক্ষ মুদ্রা দ্বারা পঞ্জাব রাজ্যের রাজকীয় ও সৈন্য সম্বন্ধীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া বার্ষিক এক কোটি মুদ্রা লভ্য হইবেক এতদ্ভিন্ন পঞ্জাবাধিকারে সিন্ধুপ্রদেশীয় রাজকীয় ব্যয় সংক্ষেপ সম্ভাবনা, অতএব অর্থলাভের পক্ষে এই তালিকা লিখিয়া ফ্রেণ্ড মহাশয় বলেন সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকায় প্রয়োজন মতে তথায় ত্বরায় সৈন্য সামন্ত প্রেরণ হইবে অতএব তদ্রাজ্যে অধিক সৈন্য নিযুক্ত রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, এবং সুশাসিত বঙ্গরাজ্যের ন্যায় তথায় উপদ্রব নিবৃত্তি ও সম্ভাবনীয়া ইত্যাদি।,, ফ্রেণ্ড মহাশয় পঞ্জাবীয় লোকেরদের দুরন্ত স্বভাব বুঝিয়াও যে বঙ্গরাজ্যের প্রজাবর্গের সহিত তাহারদিগের তুল্যতা বিধান করিয়াছেন ইহাতেই আমরা চমৎকৃত হইলাম সেরসিংহের পুনঃপলায়ন সমাচার যাহা ইংরাজী পত্র হইতে গত ভাস্করে গ্রহণ করা গিয়াছে তাহাতেই কি উপলব্ধি হয় না তদ্রাজ্যে সমর্পণ শান্তি সংস্থাপন করিতে গবর্ণমেণ্টের অধিক আয়াস ও ব্যয় লাগিবেক এবং উদ্বেগ থাকিলে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ হইতে পারে না ইহা কেনা স্বীকার করিবেন অতএব চারটরের শেষসময়ে এইরূপউদ্বেগযাত্রে যে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অবস্থা সংশোধিতকরণে মানাস্বাগী হইবেন ইহাতে আমরা কিপ্রকার বিশ্বাস করিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত কালেই বা এই রাজ্যের হিত চেষ্টায় কি অর্থব্যয় করিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভার এবিবরণ কি ফ্রেণ্ড মহাশয়ের বিস্মৃত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক ২৪ কোটি টাকা গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর ইহার মঙ্গলার্থ কি দুই কোটি অর্থ ব্যয় করিয়াছেন অতএব বিবেচনা মতে টাইমস সমপাদক মহাশয়ের উক্তিই অনেক বিষয়ে যুক্তিযুক্তা বোধ হয়, যাহাহউক, অল্পকাল মধ্যেই পঞ্জাবীয় আয় ব্যয় দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ দেখা যাইবেক এইক্ষণে আমারদিগের আনুমানিক হিসাবে প্রয়োজন করে না।

পঞ্জাব রাজ্যে সম্প্রতি ৫৪ জন বৃটিস কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে ২৪ জন ইংলণ্ড বাসী ২০ জন স্কটলেণ্ড ও ১০ জন আয়রলেণ্ড নিবাসী, সিবিল ও সৈন্য সংক্রান্ত উভয় দল হইতে এই কর্ম্ম চারিগণ পরিমিত রূপে বাছনী হইয়াছেন এইরূপপ্রকাশিত হয়।

বিদ্রোহি শীক সরদারগণের দোষাদোষ বিবেচনা হইতেছে, তন্মধ্যে কাহারো গেহাদি পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট হস্তগত করিতেছেন।

পঞ্জাবীয় সমাচারে লেখে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন তিন বৎসর যাবৎ তদ্রাজ্যের পূর্ব্ব হিসাবানুসারে রাজস্য লইবেন, তৎপরে নূতন জরীপ জমাবন্দী হইবেক।

ইংরাজিপত্রে লেখে গবর্ণর এজেণ্ট মেজর মেকসন এবং কর্ণেল কিং কাশ্মীরে গমনকরিবেন কিন্তু ইহার কারণ প্রচার হয় নাই।

চীন দেশ হইতে আগত সমাচারে ব্যক্ত করে তদ্রাজ্যপাল নিভর করিয়াছেন কেণ্টন নগরে বিদেশীয় লোকদিগকে প্রবিষ্ট হইতে দেন, না দেন, তাঁহার পক্ষীয় কেণ্টন নগরীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ জানেন, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন তথায় বিরোধ উপস্থিত হইবেক না।

কলিকাতা নগরে গত কল্য এক জনরব প্রকাশ হয় গরুর গাড়িওয়ালেরা তাহারদিগের গাড়ির টাক্স প্রদানে অসম্মত হইয়া অনেকে আপনারদিগের গাড়ি ভাড়া দেয় নাই এবং অপর গাড়িওয়ালাদিগকে আপনারদের মতে আনিবার চেষ্টায় আছে কলরবেক্তী কমিস্যনরেরা ইহার কি উপায় করেন তাহা দেখিতে হইবেক, সামান্য লোকেরদের এমত ঐক্যবাক্যে আমরা তাহারদিগের ধন্যবাদ করি, কিন্তু ইহা সুস্থির থাকিলে হয়, বাণিজ্যের অনিষ্ট জনক বিষয়ের প্রতি রাজপুরুষগণের অবশ্য আশু বিবেচনা উচিত।

পঞ্জাব শাসনে যেসকল বৃটিস রাজকর্ম্মচারি নিযুক্ত হইয়াছেন আগ্রা মেসেঞ্জর পত্রে তাঁহারদিগের মাসিক বেতনের তালিকা এইরূপ প্রকাশ হয়।

বোর্ড আফ এডমিনিষ্ট্রেসনের।

	টাকা	
প্রেসিডেণ্ট		৫০০০
২ অধ্যক্ষ প্রত্যেকে ৩৫০০ হিং		৭০০০
সম্পাদক		২৫০০
		১৪৫০০
কমিস্যনর ৫ জন ২৭৫০ হিং		১৩৭৫০

ডেপুটি কমিস্যনর।

১ জন	১৬০০
৪ জন ১৫০০ হিং	৬০০০
৬ জন ১২০০ হিং	৭২০০
৭ জন ১০০০ হিং	৭০০০
	২১৮০০

আসিসটেণ্ট কমিসনরস।

১১ জন ৭০০ হিং	৭৭০০
৪ জন ৬০০ হিং	২৪০০
১১ জন ৫০০ হিং	৫৫০০
	১৫৬০০

সর্ব্বশুদ্ধা ৬৫৬৫০

পূর্ব্বে প্রকাশ হয় শীক কণ্টিনজেণ্ট সৈন্য নিরস্ত্রীকৃত শীক সৈন্য হইতে বাছনী করিয়া নিযুক্ত করা যাইবেক, এইক্ষণে আবার লেখে যে সকল শীকেরা বৃটিস বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে নাই তাঁহারদিগের মধ্য হইতে বলিষ্ঠ দেখিয়া বাছনী করা যাইবেক, এবং এইনূতন পলটনের অর্দ্ধেক শীক ও অপরার্দ্ধ পুরবী সৈন্য দ্বারা প্রস্তুত হইবেক।

নারায়ণপুরের লবণগোলার ডাকাইতগণেরপক্ষে সদর নেজামতের যে আদেশ হইয়াছিল আমরা তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, সম্প্রতি হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর পত্রপাঠে অবগতি হইল ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সদরের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার তিন দিন পূর্ব্বে প্রধান দস্যু স্বরূপ মণ্ডল ২৪ পরগণার কারাগারের লৌহ গরাদিয়া ভঙ্গ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, কথিত ডাকাইতি মোকদ্দমায় উক্ত গোলার পেস্কার প্রভৃতি যে কয়েকজন আসামী নেজামত বিচারে নিষ্কৃতি পায়, তাহারা স্বরূপ মণ্ডলের পলায়ন উদ্যোগে সাহায্য করণাপরাধে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচারিতহইয়া দোষী সাব্যস্থ হইবাতে বনমালী ঘোষ, কমল আদিত্য, এবং লবণ মহাজনের গোমস্তা প্রত্যেকে ৩ মাস কারাবাস এবং পরিমশ্র পরিবর্ত্তে ৫০ টাকা দণ্ডাহ হইয়াছে, এবং অপর অপরাধিগণ পূর্ব্ব পরিমিত কাল কারাবাসের ও পরিশ্রম বিনিময়ে ১০ টাকা দণ্ড প্রদানের অনুজ্ঞা পাইয়াছে।

সদর দেওয়ানী আদালত।

পাঠকগণেরস্মরণথাকিবেক আমরা লিখিয়াছিলাম উক্ত শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের পূর্ব্ব প্রথানুসারে উকীলদিগের বেতন গচ্ছিত রাখা হইলেভালহয়, এবংইহাতে যে গুণ আছে তাহা দর্শাইয়া রাজপুরুষগণকে তন্নিয়ম প্রচলিত করণার্থ অনুরোধ করিয়াছি, পরে জানা যায় আমারদিগের তৎপ্রস্তাবপ্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই তত্রস্থবিচারকমহাশয়েরাও এবিষয় আন্দোলনকরেন এবংতৎকালীনজজ শ্রীযুক্ত হকিন্স সাহেব পূর্ব্বপ্রথা প্রচলিতকরণে আপনি সম্মতহইয়া এক"মিনিট,, লেখেন, এইক্ষণে অবগতি হইল বর্ত্তমানবিচারকগণ ১৩ এপ্রিলতারিখের বৈঠকে, এক"রেজোলিউসন,, করিয়াছেন অর্থি প্রত্যর্থিগণ স্বেচ্ছামতে উকীলদিগেরবেতন তদাদালতের ধনরক্ষকেরনিকট সংস্থাপিত করিতে পারিবেন, এবং তজ্জন্য কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ও উক্ত হিসাবের নূতন খাতা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৮ সুলতান এয়াসীল শাহের বর্ত্তমান কালে স্বীয় স্থাবর আদি যাহা চৌরঙ্গী ও মিঠাপুকুর ও রসাপাগলাতে আছে শ্রীযুত হোমা ইওজা ও শ্রীমতী সাহ রোখ বেগমকে তাহা দান করিয়াছেন তাহার প্রতি বিবাদী অনেকে আছেন তজ্জন্য তাহা বিক্রয় ও বন্ধক আদিতে কেহ গ্রহণ না করেন ইতি তারিখ ৩০ আপরেল সন ১৮৪৯ সাল।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ মোদত আলীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনিঃ এক্সপোনাস নামক পরবানার মর্ম্মতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা হাবড়া পরগণে বালিয়ার কুরফুরা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি এবং তাহাতে কতকগুলিন খড়ুয়া ঘর ও অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহাতে হাপাজাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তরদিগে আহম্মদের ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খড়ুয়া বসতি বাটী তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে আলি আহম্মদের ভূমি। পশ্চিমদিগে আবদুল গফরের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে পানা হলহকের ও অন্যান্যের ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি তাহাতে খড়ুয়া ঘর ও একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান এক বিঘা চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অষ্টাংশের একাংশে ও তাহার অষ্টাংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার অষ্টাংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে শাজাহানের বাটী। পশ্চিম দিগে নদী। উত্তরদিগে আবদুল গফুরের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে নিয়ামত উল্লা ও সেখ রাইনদ্দীর বাটী।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে অনেক বাঁশঝাড় আছে ভূমি অনুমান ॥৪ চৌদ্দকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে নিয়ামত উল্লা ও অন্যান্যের ভূমি। পশ্চিমদিগে নদী। উত্তরদিগে সেখ বেকরের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে আবদুল গফুরের ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মাগুরখালির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খড়ুয়া বসতি বাটী তাহাতে একটা পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা হানিফ নস্করের অধিকারে আছে ভূমি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে আবদুল হকের ভূমি। পশ্চিমদিগে গোলাম কেদারের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে খাল।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি যাহা সেখ গফুরের অধিকারে আছে ভূমি অনুমান ॥।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর দিগে গলি ও আহম্মদের ভূমি। দক্ষিণ দিগে আবদুল হকের ভূমি।

৭ দফা। পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা মাগুরকরি স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড রাইয়তি ভূমি যাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে যাহা এইক্ষণে মাধব কলুর যোতে আছে ভূমি অনুমান পোনের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আবদুল হকের ভূমি। পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিগে আলী আহাম্মদের ভূমি। উত্তরদিগে গোলাম কাদেরের ভূমি।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য জমী যাহা এইক্ষণে নব সেখের জোতে আছে ভূমি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে খোরাজি ভূমি। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে গোলাম কেদার ও অন্যান্যের ভূমি। এবং উত্তরদিগে আলি আহম্মদের ভূমি।

৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড

ও বন্দ ধান্য ভূমি যাহা সেখ হকুকে খাজনা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যেস্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আইয়াজ মিঞার ভূমি। পশ্চিমদিগে ও উত্তর দিগে খাজর মিঞার ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে আবদুল হকের ভূমি।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য ভূমি যাহা সেখ নব্বুকে খাজানা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ৪।।৩ চারি বিঘা তের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যেস্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্ব পশ্চিম দিগে আলি আহম্মদের ভূমি। উত্তরদিগে গোলাম কেদারের ও অন্যান্যের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে আবদুল হকের ভূমি।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার লস্করপুর স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অধিক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪৯।। উনপঞ্চাশ বিঘা দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা এইক্ষণে নীচে লিখিত ব্যক্তি দিগের জোতে আছে বিশেষতঃ পরাণ কাঁড়ার জোতে ১৩ তের বিঘা, মদন ভড়ের জোতে ১ এক বিঘা পাঁচ কাঠা, স্বরূপ করের জোতে ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা, নীলু মাখালের জোতে এক বিঘা দশ কাঠা, হারাণ মাখালের জোতে ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা, দ্বিতীয় হারাণ কাঁড়ার জোতে ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা, দ্বারকানাথ কাঁড়ার জোতে ৩।।০ তিন বিঘা দশ কাঠা, নারায়ণ কাঁড়ার জোতে ২৸ দুই বিঘা পোনের কাঠা, কার্ত্তিক সেওটের জোতে ৮।।০ আট বিঘা দশকাঠা, আনন্দ আরজের জোতে ২।০ দুই বিঘা পাঁচকাঠা, রামকুমার সাঁতরার জোতে ২৸ দুই বিঘা পোনের কাঠা, গঙ্গানারায়ণ করের জোতে ২৸ দুই বিঘা পনের কাঠা বংশী মাইতির জোতে ২৸ দুই বিঘা পোনের কাঠা অদ্বৈত কাঁড়ার জোতে ২৴ দুই বিঘা এবং কাশী সেওটের জোতে দুই বিঘা, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে এক বাঁধ। পশ্চিম দিগে ও উত্তর দিগে এবং দক্ষিণ দিগে কাজী আবদুল হকের ভূমি।

১২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মধ্যে বেলপাড়া স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ ধান্য জমী যাহার শামিল একটা পুষ্করিণী এবং দুই টা নারিকেল বৃক্ষ আছে যাহা এইক্ষণে সাবর হোসনের জোতে আছে ভূমি অনুমান ছয়কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহার সঙ্গে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে যাহা এইক্ষণে উপরোক্ত সাবর হোসেনের জোতে আছে ভূমি অনুমান ষোল কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার চতুর্থাংশের একাংশে ও তাহার চতুর্থাংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার চতুর্থাংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিগে মহব্বত আলী এবং অপরাপরের ভূমি। উত্তর দিগে এক খণ্ড পতিত ভূমি। দক্ষিণ দিগে সাইএদ আরমান আলীর বসত বাটী।

১৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা এইক্ষণে সাবর হোসেনের জোতে আছে ভূমি অনুমান বারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আমানত উল্লার ও অপরাপরের ভূমি। পশ্চিমদিগে রেয়াজ আলীর ভূমি। উত্তর দিগে রাস্তা। দক্ষিণ দিগে সাইএদ সফতালীর ভূমি।

১৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী তাহার সঙ্গে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাকে শিবনপুকুর বলে যাহা এইক্ষণে সমউল হকের জোতে আছে ভূমি অনুমান ৴২।। দুই কাঠা আঠ চটাক তাহা কিছু কমীক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আবদুল আলীর ভূমি। পশ্চিমদিগে অমানত উল্লার এবং অপরাপরের ভূমি। উত্তর দিগে আতাব হোসেনের ভূমি। দক্ষিণদিগে মহব্বৎ আলী এবং অপরাপরের ভূমি।

১৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী এবং তাহার সহিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার অর্দ্ধেক মহব্বৎ আলীর জোতে আছে ভূমি অনুমান ৴৪ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে আমানত উল্লার ভূমি। দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিগে এমামবক্সের ভূমি। উত্তরদিগে গোলাম সফরের ভূমি।

১৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে একখানা খড়ুয়া ঘর আছে যাহা এইক্ষণে গুই মল্লিকের জোতে আছে ভূমি অনুমান ।।১ এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আবদুল্লা কাজী এবং অপরাপরের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে সাইএদ মহতাজ আলীর এবং অপরাপরের ভূমি। উত্তরদিগে রাস্তা।

১৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা এইক্ষণে রামসর্ব্বস্ব তেলির জোতে আছে ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিগে মহম্মদ নাজেমের ভূমি। পশ্চিমদিগে এক বাঁধ। উত্তর দিগে এক খেরাজি ভূমি।

১৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মল্লিকপুরস্থ রামানন্দবাটী নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি যাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ আবদুল আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব এবং উত্তর দিগে রাস্তা সকল। পশ্চিম দিগে সয়রনিসা বিবির দেওয়াল। দক্ষিণদিগে হারমত বিবির পুষ্করিণী।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ এপ্রেল ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।
নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
...গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৯ সংখ্যা ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ১ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ২০ বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালুদের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ গুমানির বিরুদ্ধে জিলা চব্বিশপরগণার ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের এক শিলের ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীমামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। সহর কলিকাতার ডিঙ্গাভাঙ্গার শামিল তন্মধ্যস্থিত যে এক তৃণ নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী যাহাতে রাইয়ত বিলি আছে ভূমি অনুমান ।৩।।৵ আট কাঠা দশ চটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ গুমানির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে অনরবিল কোম্পানির রাস্তা। পশ্চিম দিগে মেং ফেরল সাহেবের এক খণ্ড ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে এক গলি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান দুই কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ গুমানির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে রামকান্ত পালের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে সেখ ইটারির এক খণ্ড ভূমি। এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগে মান্যবর কোম্পানির রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকলবিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২১ এপ্রেল ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরেরনীচেরবারাণ্ডায় সরিফেরদপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জেম্স হিল্ সাহেব ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার চৌরঙ্গির কেমাক ইষ্ট্রীটের নিকটবর্ত্তী শাট বাজার ইষ্ট্রীটের শামিল ও তধ্যন্মস্থিত ১ নং এক একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৴১ এক বিঘা এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জেম্স হিল্ডার্স সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব দিগে বাটী ও ভূমি। যাহা মৃত চার্লস ক্রিষ্টফর ফ্রেন্সিসের সম্পত্তি। এবং উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা ও এক প্রাচীর যাহা উক্ত বাটীর উত্তর পূর্ব্বদিগে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

২ দফা। এবং উক্ত সহর কলিকাতার চৌরঙ্গির লিণ্ডসে ইষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৯ নং এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার একাংশে উক্ত বাটী নির্ম্মাণ হইয়াছে ভূমি অনুমান ৴৩।৴ তিন কাঠা পাঁচ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জেম্স হিলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে

লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে লিগুসে ইষ্টীট। দক্ষিণ দিগে মেং লয়ডের সম্পত্তি। পূর্ব্ব দিগে ব্রজনাথ মিত্রের পূর্ব্বো সম্পত্তি। এবং পশ্চিম দিগে মেং জান মেজদি ক্রাডবের সম্পত্তি।

৩ দফা। এবং সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি সহর কলিকাতার হিলস্ লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ যাহা পূর্ব্বে একতালা ছিল এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।১ এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জেমস্ হিলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে উক্ত খানশামার এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি ও সম্পত্তি কিন্তু এইক্ষণে প্রকাশ্য নরদ্দমা। দক্ষিণ দিগে এক প্রকাশ্য রাস্তা তাহা হিল্স্ লেন নামে বিখ্যাত। পূর্ব্ব দিগে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি ও সম্পত্তি যাহা ইতি পূর্ব্বে ভবানী বাবুর সম্পত্তি ছিল তাহা এক্ষণে মেং ফোলিয়রের দখলে আছে। এবং পশ্চিম দিগে এক খণ্ড ভূমি ও বাটী যাহা মাজির সম্পত্তি।

সরিফের দপ্তরে অনেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

মেং ষ্টপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৭ এপ্রেল ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

ইংরাজ সম্পাদক মহাশয়েরা অনেকেই পঞ্জাব দেশ ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত করণোপদেশ পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন কেবল কলিকাতাষ্টার বোম্বাই টাইমস সম্পাদকপ্রথমাবধিই ইহারপ্রতিকূলবাক্য কহেন, এবং স্বং মত রক্ষার্থ তাঁহারা কারণ প্রদর্শন করাইতেও ত্রুটি করেন নাই কিন্তু রাজপুরুষেরা যাহা উত্তম বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন ইংলণ্ডীয় বা গৌড়ীয় সম্পাদকদিগের মতামত ও হেতুবাদ কোথায় রহিল, যাহা হউক, তৎপ্রসঙ্গে এইক্ষণে প্রয়োজন করেনা, পঞ্জাব রাজ্য শাসনে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের লাভ কি এতদুপলক্ষে সমাচার পত্রে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে এস্থলে তাহারমর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করি, বোম্বাই টাইমস সম্পাদক মহাশয় বলেন " পঞ্জাব রাজ্য গ্রহণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকিয়া এতদ্রাজ্যের মঙ্গলাম্নতি বিষয় একেবারে বিস্মৃতি হইবেন, এবং রাজকোষ ধনশূন্য করিবেন ইহাতে সৈন্যগণের পক্ষেওমনোযোগসম্ভাবনা নাই,, ফ্রেণ্ড মহাশয় এই হেতুবাদের প্রতিকূলে বলেন পঞ্জাব রাজ্যের বর্ত্তমান উৎপন্ন প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ মুদ্রা, কিন্তু নিম্ন লিখিত ব্যয়ে তদ্রাজ্য শাসন সম্পন্ন হইতে পারিবে।

বার্ষিক ব্যয়।	টাকা।
৩ দল অধিক গোরা সৈন্যের বেতন	২৪০০০০০
৭ দল নূতন অশ্বারোহীরবেতন	১৭৫০০০০
সিবিল সম্পর্কীয় গোরাগণের ব্যয়	৭০০০০০
রাজা ও রাজমাতার বৃত্তি	৫৫০০০০
	৫৪০০০০০

এতদতিরিক্ত দেশীয় আমলাদিগের বেতনাদিতে বার্ষিক ১৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইতে পারেঅর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধা ৭০ লক্ষ মুদ্রা দ্বারা পঞ্জাব রাজ্যের রাজকীয় ও সৈন্য সম্বন্ধীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া বার্ষিক এক কোটি মুদ্রা লভ্য হইবেক এতদ্ভিন্ন পঞ্জাবাধিকারে সিন্ধুপ্রদেশীয় রাজকীয় ব্যয় সংক্ষেপ সম্ভাবনা, অতএব অর্থলাভের পক্ষে এই তালিকা লিখিয়া ফ্রেণ্ড মহাশয় বলেন সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকায় প্রয়োজন মতে তথায় ত্বরায় সৈন্য সামন্ত প্রেরণ হইবে অতএব তদ্রাজ্যে অধিক সৈন্য নিযুক্ত রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, এবং সুশাসিত বঙ্গরাজ্যের ন্যায় তথায় উপদ্রব নিবৃত্তি ও সম্ভাবনীয়া ইত্যাদি।,, ফ্রেণ্ড মহাশয় পঞ্জাবীয় লোকেরদের দুরন্ত স্বভাব বুঝিয়াওযে বঙ্গরাজ্যের প্রজাবর্গের সহিত তাহারদিগের তুল্যতা বিধান করিয়াছেন ইহাতেই আমরা চমৎকৃতহইলাম সেরসিংহের পুনঃপলায়ন সমাচার যাহা ইংরাজী পত্র হইতে গত ভাস্করে গ্রহণ করা গিয়াছে তাহাতেই কি উপলব্ধি হয় না তদ্রাজ্যে সমপূর্ণ শান্তি সংস্থাপন করিতে গবর্ণমেণ্টের অধিক আয়াস ও ব্যয় লাগিবেক এবং উদ্বেগে থাকিলে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ হইতে পারে না ইহা কেনা স্বীকার করিবেন অতএব চার টরের শেষসময় এইরূপউদ্বেগবার্ত্তেযে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অবস্থা সংশোধিতকরণে মানাযাগী হইবেন ইহাতেআমরাকিপ্রকারবিশ্বাসকরিতেপারি, গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত কালেই বা এই রাজ্যের হিত চেষ্টায় কি অর্থব্যয় করিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভার এবিবরণ কি ফ্রেণ্ড মহাশয়ের বিস্মৃত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে প্রতিসৎসর ন্যোধিক ২৪ কোটি টাকা গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর ইহার মঙ্গলার্থ লিদুই কোটি অর্থ ব্যয় করিয়াছেন অতএব বিবেচনা মতে টাইমস সম্পাদক মহাশয়ের উক্তিই অনেক বিষয়ে যুক্তিযুক্তা বোধ হয়, যাহাহউক, অল্পকাল মধ্যেই পঞ্জাবীয় আয় ব্যয় দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ দেখা যাইবেক এইক্ষণে আমারদিগের আনুমানিক হিসাবে প্রয়োজন করে না।

পঞ্জাব রাজ্যে সম্প্রতি ৫৪ জন ব্রিটিস কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে ২৪ জন ইংলণ্ড রাসী ২০ জন স্কটলেণ্ড ও ১০ জন আয়রলেণ্ড নিবাসী, সিবিল ও সৈন্য সংক্রান্ত উভয় দল হইতে এই কর্ম্ম চারিগণ পরিমিত রূপে বাছনী হইয়াছেন এইরূপপ্রকাশিত হয়।

বিদ্রোহি শীক সরদারগণের দোষাদোষ বিবেচনা হইতেছে, তন্মধ্যে কাহারো গেহাদি পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট হস্তগত করিতেছেন।

পঞ্জাবীয় সমাচারে লেখে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন তিন বৎসর যাবৎ তদ্রাজ্যের পূর্ব্ব হিসাবানুসারে রাজস্য লইবেন, তৎপরে নূতন জরীপ জমাবন্দী হইবেক।

ইংরাজিপত্রে লেখে গবর্ণর এজেণ্ট মেজর মেকসন এবং কর্ণেল কিং কাশ্মীরে গমনকরিবেন কিন্তু ইহার কারণ প্রচার হয় নাই।

চীন দেশ হইতে আগত সমাচারে ব্যক্ত করে তদ্রাজ্যপাল নিভর করিয়াছেন কেণ্টন নগরে বিদেশীয় লোকদিগকে প্রবিষ্ট হইতে দেন, না দেন, তাঁহার পক্ষীয় কেণ্টন নগরীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ জানেন, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন তথায়, বিরোধ উপস্থিত হইবেক না।

কলিকাতা নগরে গত কল্য এক জনরব প্রকাশ হয় গরুর গাড়িওয়ালেরা তাহারদিগের গাড়ির টাক্স প্রদানে অসম্মত হইয়া অনেকে আপনারদিগের গাড়ি ভাড়া দেয় নাই এবং অপর গাড়িওয়ালাদিগকে আপনারদের মতে আনিবার চেষ্টায় আছে কন্সরবেন্সী কমিস্যনরেরা ইহার কি উপায় করেন তাহা দেখিতে হইবেক, সামান্য লোকেরদের এমত ঐক্যবাক্যে আমরা তাহারদিগের ধন্যবাদ করি, কিন্তু ইহা সুস্থির থাকিলে হয়, বাণিজ্যের অনিষ্ট জনক বিষয়ের প্রতি রাজপুরুষগণের অবশ্য আশু বিবেচনা উচিত।

পঞ্জাব শাসনে যেঁসকল ব্রিটিস রাজকর্ম্মচারি নিযুক্ত হইয়াছেন আগ্রা মেসেঞ্জর পত্রে তাঁহারদিগের মাসিক বেতনের তালিকা এইরূপ প্রকাশ হয়।

বোর্ডআফএডমিনিষ্ট্রেসনের।

	টাকা
প্রেসিডেণ্ট	৫০০০
২ অধ্যক্ষ প্রত্যেকে ৩৫০০ হিং	৭০০০
সম্পাদক	২৫০০
	১৪৫০০
কমিস্যনর ৫ জন ২৭৫০ হিং	১৩৭৫০

ডেপুটি কমিস্যনর।

১ জন	১৬০০
৪ জন ১৫০০ হিং	৬০০০
৬ জন ১২০০ হিং	৭২০০
৭ জন ১০০০ হিং	৭০০০
	২১৮০০

আসিসাটেণ্ট কমিসনরস।

১১ জন ৭০০ হিং	৭৭০০
৪ জন ৬০০ হিং	২৪০০
১১ জন ৫০০ হিং	৫৫০০
	১৫৬০০
সর্ব্বশুদ্ধা	৬৫৬৫০

পূর্ব্বে প্রকাশ হয় শীক কণ্টিনজেণ্ট সৈন্য নিরস্ত্রীকত শীক সৈন্য হইতে বাছনী করিয়া নিযুক্ত করা যাইবেক, এইক্ষণে আবার লেখে যে সকল শীকেরা ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে নাই তাঁহারদিগের মধ্য হইতে বলিষ্ঠ দেখিয়া বাছনী করা যাইবেক, এবং এইনূতন পল্টনের অর্দ্ধেক শীক ও অপরার্দ্ধ পূরবী সৈন্য দ্বারা প্রস্তুত হইবেক।

নারায়ণপুরের লবণগোলার ডাকাতগণেরপক্ষে সদর নেজামতের যে আদেশ হইয়াছিল আমরা তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, সম্প্রতি হিন্দুইণ্টেলজেন্সর পত্রপাঠে অবগতি হইল ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সদরের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার তিন দিন পূর্ব্বে প্রধান দস্যু স্বরূপ মণ্ডল ২৪ পরগণার কারাগারের লৌহ গরাদিয়া ভঙ্গ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, কথিত ডাকাইতি মোকদ্দমায় উক্ত গোলার পেস্কার প্রভৃতি যে কয়েকজন আসামী নেজামত বিচারে নিষ্কৃতি পায়, তাহারা স্বরূপ মণ্ডলের পলায়ন উদ্যোগে সাহায্য করণাপরাধে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচারিতহইয়া দোষী সাব্যস্থ হইবাতে বনমালী ঘোষ, কমল আদিত্য, এবং লবণ মহাজনের গোমস্তা প্রত্যেকে ৩ মাস কারাবাস এবং পরিশ্রম পরিবর্ত্তে ২০ টাকা দণ্ডাহ হইয়াছে, এবং অপর অপরাধিগণ পূর্ব্ব পরিস্থিত কাল কারাবাসের ও পরিশ্রম বিনিময়ে ১০ টাকা দণ্ড প্রদানের অনুজ্ঞা পাইয়াছে।

সদর দেওয়ানী আদালত।

পাঠকগণেরস্মরণথাকিবেক আমরা লিখিয়াছিলাম উক্ত শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের পূর্ব্ব প্রথানুসারে উকীলদিগের বেতন গচ্ছিত রাখাহইলেভালহয়, এবংইহাতে যে গুণ আছে তাহা দর্শাইয়া রাজপুরুষগণকে তন্নিয়ম প্রচলিত করণার্থ অনুরোধ করিয়াছি, পরে জানা যায় আমারদিগের তৎপ্রস্তাব প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই তত্রস্থবিচারকমহাশয়েরাও এবিষয় আন্দোলনকরেন এবং তৎকালীনজজ শ্রীযুক্ত হকিন্স সাহেব পূর্ব্বপ্রথা প্রচলিতকরণে আপনি সম্মতহইয়া এক "মিনিট,, লেখেন, এইক্ষণে অবগতি হইল বর্ত্তমানবিচারকগণ১৩এপ্রিলতারিখের বৈঠকে এক "রেজোলিউসন,, করিয়াছেন অর্থি প্রত্যর্থিগণ স্বেচ্ছামতে উকীলদিগেরবেতন তদাদালতের ধনরক্ষকেরনিকট সংস্থাপিত করিতে পারিবেন, এবং তজ্জন্য কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ও উক্ত হিসাবের নূতন খাতা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৮ সুলতান এয়াসীল শাহের বর্ত্তমান কালে স্বীয় স্থাবর আদি যাহা চৌরঙ্গী ও মিঠাপুকুর ও রসাপাগলাতে আছে শ্রীযুত হোমা ইওজা ও শ্রীমতী সাহ রোখ বেগমকে তাহা দান করিয়াছেন তাহার প্রতি বিবাদী অনেকে আছেন তজ্জন্য তাহা বিক্রয় ও বন্ধক আদিতে কেহ গ্রহণ না করেন ইতি তারিখ ৩০ আপরেল সন ১৮৪৯ সাল।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ মোদত আলীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈঃ এক্সপোনাস নামক পরবানার মক্কতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা হাবড়া পরগণে বালিয়ার করফুরা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি এবং তাহাতে কতকগুলিন খড়ুয়া ঘর ও অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহাতে হাপাজাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তরদিগে আহম্মদের ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খড়ুয়া বসতি বাটী তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে আলি মহম্মদের ভূমি। পশ্চিমদিগে আবদুল গফরের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে পানাহুলহকের ও অন্যান্যের ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি তাহাতে খড়ুয়া ঘর ও একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান এক বিঘা চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অষ্টাংশের একাংশে ও তাহার অষ্টাংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার অষ্টাংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে শাজারুদ্দের বাটী। পশ্চিম দিগে নদী। উত্তরদিগে আবদুল গফরের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে নিয়ামত উল্লা ও সেখ রাইনদ্দীর বাটী।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে অনেক বাঁশঝাড় আছে, ভূমি অনুমান ।।৪ চৌদ্দকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে নিয়ামত উল্লা ও অন্যান্যের ভূমি। পশ্চিমদিগে নদী। উত্তরদিগে সেখ বেকরের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে আবদুল গফুরের ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মাগুরখালির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খড়ুয়া বসতি বাটী তাহাতে একটা পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা হাফিজনজুর অধিকারে আছে ভূমি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে আবদুল হকের ভূমি। পশ্চিমদিগে গোলাম কেদারের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে খাল।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি যাহা সেখ গফুরের অধিকারে আছে ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর দিগে গলি ও আহম্মদের ভূমি। দক্ষিণ দিগে আবদুল হকের ভূমি।

৭ দফা। পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা মাগুরকরি স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড রাইয়তি ভূমি যাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে যাহা এইক্ষণে মাধব কলুর যোতে আছে ভূমি অনুমান পোনের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আবদুল হকের ভূমি। পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিগে আলী আহাম্মদের ভূমি। উত্তরদিগে গোলাম কাদেরের ভূমি।

৮ দফ। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য জমী যাহা এইক্ষণে নব সেখের জোতে আছে ভূমি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে খেরাজি ভূমি। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে গোলাম কেদার ও অন্যান্যের ভূমি। এবং উত্তরদিগে আলি আহম্মদের ভূমি।

৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড

ও বন্দ ধান্য ভূমি যাহা সেখ ছক্কুকে খাজনা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক, বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত্ত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আইয়াজ মিঞার ভূমি। পশ্চিমদিগে ও উত্তর দিগে খাজর মিঞার ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে আবদুল হকের ভূমি।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য ভূমি যাহা সেখ নব্বুকে খাজানা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ৪।।৩ চারি বিঘা তের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যেস্বত্ব ও অধিকার ও সম্পক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্ব পশ্চিম দিগে আলি আহম্মদের ভূমি। উত্তরদিগে গোলাম কেদারের ও অন্যান্যের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে আবদুল হকের ভূমি।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার লস্করপুর স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অধিক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪৯।। উনপঞ্চাশ বিঘা দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা এইক্ষণে নীচে লিখিত ব্যক্তি দিগের জোতে আছে বিশেষতঃ পরাণ কাঁড়ার জোতে ১৩ তের বিঘা, নদন ভড়ের জোতে ১ এক বিঘা পাঁচ কাঠা, স্বরূপ করের জোতে ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা, নীলু মাখালের জোতে এক বিঘা দশ কাঠা, হারাণ মাখালের জোতে ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা, দ্বিতীয় হারাণ কাঁড়ার জোতে ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা, দ্বারকানাথ কাঁড়ার জোতে ৩।।০ তিন বিঘা দশ কাঠা, নারায়ণ কাঁড়ার জোতে ২৸ দুই বিঘা পোনের কাঠা, কার্ত্তিক সেওটের জোতে ৮।।০ আট বিঘা দশকাঠা, আনন্দ আরঙ্গের জোতে ২।০ দুই বিঘা পাঁচকাঠা, রামকুমার সাঁতরার জোতে ২৸ দুই বিঘা পোনের কাঠা, গঙ্গানারায়ণ করের জোতে ২৸ দুই বিঘা পনের কাঠা বংশী মাইতির জোতে ২৸ দুই বিঘা পোনের কাঠা অদ্বৈত কাঁড়ার জোতে ২/ দুই বিঘা এবং কাশী সেওটের জোতে দুই বিঘা, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে এক বাঁধ। পশ্চিম দিগে ও উত্তর দিগে এবং দক্ষিণ দিগে কাজী আবদুল হকের ভূমি।

১২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মধ্যে বেলপাড়া স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ ধান্য জমী যাহার শামিল একটা পুষ্করিণী এবং দুই টা নারিকেল বৃক্ষ আছে যাহা এইক্ষণে সাবর হোসনের জোতে আছে ভূমি অনুমান ছয়কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহার সঙ্গে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে যাহা এইক্ষণে উপরোক্ত সাবর হোসেনের জোতে আছে ভূমি অনুমান ষোল কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার চতুর্থাংশের একাংশে ও তাহার চতুর্থাংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার চতুর্থাংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিগে মহব্বত আলী এবং অপরাপরের ভূমি। উত্তর দিগে এক খণ্ড পতিত ভূমি। দক্ষিণ দিগে সাইএদ আরমান আলীর বসত বাটী।

১৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা এইক্ষণে সাবর হোসনের জোতে আছে ভূমি অনুমান বারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আমানত উল্লার ও অপরাপরের ভূমি। পশ্চিমদিগে রেয়াজ আলীর ভূমি। উত্তর দিগে রাস্তা। দক্ষিণ দিগে সাইএদ সফতালীর ভূমি।

১৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী তাহার সঙ্গে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাকে শিবন পুকুর বলে যাহা এইক্ষণে সমউল হকের জোতে আছে ভূমি অনুমান ৴২।। দুই কাঠা আঠ চটাক তাহা কিছু কমী ক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আবদুল আলীর ভূমি। পশ্চিমদিগে অমানত উল্লার এবং অপরাপরের ভূমি। উত্তর দিগে আতাব হোসেনের ভূমি। দক্ষিণদিগে মহব্বৎ আলী এবং অপরাপরের ভূমি।

১৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী এবং তাহার সহিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার অর্দ্ধেক মহব্বৎ আলীর জোতে আছে ভূমি অনুমান ৴৪ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আমানত উল্লার ভূমি। দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিগে এমামবক্সের ভূমি। উত্তরদিগে গোলাম সফরের ভূমি।

১৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে একখানা খড়ুয়া ঘর আছে যাহা এইক্ষণে গুই মল্লিকের জোতে আছে ভূমি অনুমান ।।১ এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আবদুল্লা কাজী এবং অপরাপরের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে সাই মহতাজ আলীর এবং অপরাপরের ভূমি। উত্তরদিগে রাস্তা।।

১৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত লা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল তন্মধ্যস্থিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যা এইক্ষণে রামসর্ব্বস্ব তেলির জোতে ছে ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কি ছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর র্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদত আ যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পক আ তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূ এবং দক্ষিণ দিগে মহম্মদ নাজেমের মি। পশ্চিমদিগে এক বাঁধ। উ দিগে এক খেরাজি ভূমি।

১৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বো জিলা ও পরগণার মল্লিক পুরস্থ রামা ন্দবাটী নামক স্থানের শামিল ও ত ধ্যস্থিত যেএক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ মি যাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূ অনুমান এগারো কাঠা তাহা কিছু কম হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তা হার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বো আসামী সেখ আবদুল আলীর যে স্ব ও অধিকার ও সম্পক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব এবং উত্তর দিগে রাস্তা সকল। পশ্চিম দিগে সয়রনিসা বিবির দেওয়াল। দক্ষিণদিগে হায়মত বিবির পুষ্করিণী।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ এপ্রেল ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং বজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাস্থ্যগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসপ্রৰ বিলসম্মজ্জু রুবর্নোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেখাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১০ সংখ্যা। ১১ বালম ... ১৮৪৯ সাল ৩ মে। দানাবাদ ১১ আন্দ্ দরীজ দাঃ ৮১ বাঙ্গাল ১২৫৬ সাল ২২ বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্য মাস ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামান্যাত্মা রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা অধ্যয়নেচ্ছুকদিগের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদির আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত কা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

৪৭১ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১৭ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব ও শ্রীযুত ডবলিউ কাম্বেল সাহেব ও শ্রীযুত নসিরুদ্দীন ত্রিপুরাতে ওদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত কাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

৫ আপ্রিল।

হুকুমমতে শ্রীযুত এচ ইঙ্গলিস সাহেবের অনুপস্থানপর্য্যন্ত চিলটের লঘু অপ্রধান সৈন্যেরদের লেপ্টেনেন্ট শ্রীযুত জি এন কের সাহেবকে খাসিয়া পর্ব্বতে পোলিটিকাল এজেন্ট সাহেবের আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের যে নিয়োগ হইয়াছে তাহা মঞ্জুর হইল।

৯ আপ্রিল।

সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি এচ রিকেটস সাহেব পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

৫০৩ নম্বর।

৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত কাপ্তান এচ এম নেস্যনসাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত জিলা হুগলীতে ঠগী নিবারণার্থ আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন এবং মুরশিদাবাদ ও বীরভূম ও বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান ও হুগলী ও মেদিনীপুর ও নদীয়া ও যশোহর ও বারাসত ও চব্বিশপরগণা ও হাবড়া ও বালেশ্বরের জিলাতে জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

ছুটী।

২ আপ্রিল।

মুরশিদাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এ মনি সাহেবের কর্ম্ম যে তারিখে শ্রীযুত হারিসন সাহেব গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি শ্রীযুত মনি সাহেব ছুটী বিষয়ক শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে তিন সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলস্থ শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ই সাণ্ডিস সাহেব ছুটী বিষয়ক শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জর্জ কুপর সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

৪ আপ্রিল।

কামরূপে আসামের কমিস্যনর সাহেবের একটিং ছোট আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত সি লিমণ্ড সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ এ আলি সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সিবিল সম্পর্কীয় সিরিস্তার শ্রীযুত এক বি ডমণ্ড সাহেব ইংলণ্ডে গমনার্থে চিকিৎসকের সার্টিফিকট ক্রমে তিন বৎসরের ছুটী পাইয়াছেন।

৫ আপ্রিল।

বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সোলের সেক্রেটরী ও মেডিকেল কালেজের সেক্রেটরী ও ত্রেজুরীর শ্রীযুত ডাক্তর এফজে মৌআট সাহেব ১৮৪৩ সালের ১৭ মে তারিখের শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে, আপ্রিল মাসের ১১ তারিখ অবধি আগামি মে মাসের ১০ তারিখ পর্য্যন্ত এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১০ আপ্রিল।।

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে আপনার সিরিস্তার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এ মনি সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

২৮ মার্চ।

দিনাজপুরের মালদহের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ রায় দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

৩০ মার্চ।

নদীয়ার মেহেরপুরের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু ঘনুলাল বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখঅবধি ছয়মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা নগরীয় বাড়ী সকল জরীপকরণ প্রায় শেষ হইল, আমরা শুনিয়াছি এই কর্ম্মের জন্য ৪০ দল মনুষ্য নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক ২৫ দল কর্ম্ম সারিয়া বিদায় পাইয়াছে অবশিষ্ট কয়েক দল ও শীঘ্র বিদায় হইবে, এইক্ষণে কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরা সতর্ক হউন, বাটী জরীপ করণের মূলাভিপ্রায় ট্যাক্স বৃদ্ধিকরণ, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে, এই সময়ে সকলে ঐক্যবাক্যে সভা করিয়া ডেপুটি গবর্ণরের নিকট আবেদন করুন, বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গালি পল্লী নিবাসিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখকর হইবে, ইংরেজ পাড়ার বাড়ী সকলের ভাড়া প্রায় নির্দ্দিষ্টই আছে, তাহার ভাড়া বৃদ্ধি করা যাইবেক না, গবর্ণমেণ্ট যদি ট্যাক্স বৃদ্ধি করেন তবে বাটীর কর্ত্তাদিগের উপস্বত্ব হইতে তাহা দিতে হইবেক, ইহাতেও বাঙ্গালিদিগের পক্ষেই অধিক অনিষ্ট সম্ভাবনা, কেননা ইংরেজ পাড়ার প্রায় সকল বাটী বাঙ্গালিদিগের সম্পত্তি, এবং বাঙ্গালি পাড়ায় বাঙ্গালিরা বসতি করেন, বাঙ্গালিদিগের বসতি বাটীর ভাড়া ইংরেজ পাড়ার বাড়ীর ভাড়ার তুল্য হইতে পারে না, সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিদিগের বসতি বাটীর ভূমি অধিক এবং বৈঠকখানা, দালান বাসগৃহ ও অনেক, গবর্ণমেণ্ট বড়২ বাড়ীর স্থান এবং কুঠরী অধিক বলিয়া ইংরেজ পাড়ার হারে ট্যাক্স ধরিবেন, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাড়ীর ভাড়া তৎপরিমিত হইবেক না, বাঙ্গালিদিগের বাটীতে কুঠরী সকল ক্ষুদ্র২, নীচের ঘর সকল প্রায় অকর্ম্মণ্য, উপরের ঘরেতেও জানালা অধিক নাই এরূপাবস্থায় কি কোন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালির বাটীতে কোন মান্য ইংরেজে বাস করিতে পারেন ইহাতে যদ্যপি বাঙ্গালি পাড়ার বাড়ী সকল অন্য দেশীয় লোকেরদের বাসোপযুক্ত না হইল তবে বাঙ্গালিদিগের বড়২ বাড়ী সকল ভাড়ার সম্ভাবনাই রহিল না, অতএব ইংরেজপাড়ার বাড়ীর ভাড়ার হিসাবে বাঙ্গালি পাড়ার বড়২ বাড়ীর ভাড়া নিরূপিত করিয়া তাহার বিংশতি অংশের একাংশ ট্যাক্স ধরিলে বাঙ্গালি প্রজাদিগের প্রতি অন্যায় করা হইবে, ইহাতে ধনি লোকেরাও এপ্রকার অন্যায় ট্যাক্স প্রদানে ক্লেশ জ্ঞান করিবেন এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র২ বাটী যাহাতে দরিদ্র লোকেরা বাস করেন তাহার ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলে দরিদ্র প্রজারা নগরে তিষ্ঠিতে পারিবেন না, প্রজারা নগর ছাড়িয়া যদি অন্যত্র গমন করেন তবে রাজধানী বনভূমি হইবে, তখন পশু পক্ষ্যাদিরা নগরে বসতি করিবে, গবর্ণমেণ্ট কি পশু পক্ষ্যাদি প্রজারদিগের নিকট হইতে অধিক ট্যাক্স লইবেন, আমরা গবর্ণমেণ্টকে আরো একবিষয় জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গালিরা অধিক ট্যাক্স কেন দিবেন, ইংরেজ পাড়া অপেক্ষা বাঙ্গালি পাড়া হইতে এইক্ষণেও অধিক টাক্স সংগ্রহ হইতেছে, কিন্তু মেছোবাজারের চতুর্ম্মুখ পথ হইতে পূর্ব্বদিগে মীর্জাপুর, পশ্চিমদিগে বড়বাজার পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে তদবধি বাগবাজারের খাল পর্য্যন্তই অধিক বাঙ্গালির বাসস্থান, কিন্তু গত বৎসরের জানুআরি অবধি বর্ত্তমান বৎসরীয় এপ্রেল পর্য্যন্তের মধ্যে কি ঐ বাঙ্গালি পাড়ার কোন পথ মেরামত হইয়াছে, না, কোন পথে ভিস্তি দেখা যায়, না, অন্ধকার রাত্রিতে বাঙ্গালি পাড়ায় আলোক দৃষ্ট হয়, ইংরেজ পাড়ার তাবৎ পথ জলময়, পথিকেরা পাদুকাসহিত চলিতে পারেন না, গড়েরমাঠের পথ সকল কর্দ্দমাক্ত, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের ভাতের হাঁড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার ধূলায় পরিপূর্ণ হয়. এপ্রকার পক্ষপাত কি রাজার উচিত, ইহা সত্য বটে ইংরেজেরা ভাবিয়াছেন বাঙ্গালিদিগের শক্তি নাই, বিশেষত বাঙ্গালিগণ রাজ ভক্ত, রাজ বিপক্ষ হইবেন না, কিন্তু ইংরেজরা ইহাও স্মরণ করিবেন বহুকাল গত হইল তাঁহারদিগের জন্মদ্বীপের মধ্যেই কোন রাজা স্ত্রীলোকদিগের উপর টাকস করিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির বয়ঃক্রম ষোল বৎসর হইলেই তাহারদিগের উপর টাকস বসাইতেন, আমারদিগের দেশের কুলিরা এইক্ষণে যে অবস্থায় আছে সে দেশের লৌহজীবী অর্থাৎ কামারেরাও এই প্রকার দুঃখের অবস্থায় ছিল, এক দিবস ঐ দেশীয় এক কামার হাতুড়ী হস্তে করিয়া লোহা পিটিতেছে, এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের এক সারজন ঐ কর্ম্মকারের নিকট যাইয়া কহিল তোমার কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হইয়াছে ৩ মাসের টাক্সের এই বিল দেখ এবং টাকা দেও, কর্ম্মকার কহিল আমার কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হয় নাই, কামারের কন্যাও তখন সম্মুখে ছিল, সারজন তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া কর্ম্মকারকে কহিল তোমার কন্যা কি ষোড়শবর্ষীয়া হয় নাই, এই দেশের রাজার সারজনের এই অত্যাচারে হঠাৎ ক্রোধান্বিত হইয়া হাতুড়ীধারী কামার তৎক্ষণাৎ সারজনের মাথায় যথাসাধ্য হাতুড়ীর আঘাত করে তাহাতে সারজনের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া বায়ু. সারজন তাহাতেই পঞ্চত্ব পাইল পরে ঐ কামার হাতুড়ী সহিত পথে বাহির হইলে পঞ্চাশ হাজার লোক তাহার সঙ্গী হইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজপক্ষীয় অনেক সহস্র লোককে বিনষ্ট করিল, ইহাতেই বোধ করিতে হইবেক প্রজাপক্ষীয় লোকেরা টাক্সের জ্বালায় বিরক্ত হইয়া এই প্রকার দুঃসাহসিক মিষ্টাচার করিয়াছিল অতএব রাগান্ধ হইলে মনুষ্যের জ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান হইলে ক্রোধ স্বভাবে কি না করিতে পারে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি না বাঙ্গালিরা এরূপ কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেন, কেবল রাজ্যেশ্বরের স্মরণার্থ এই দৃষ্টান্ত দেখাইলাম।

পুরী হইতে আগত পত্র।

সম্পাদক মহাশয়, ৩৮৫ সংখ্যক ভাস্কর পত্রে শ্রীশ্রী৺ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের রাজা রামচন্দ্র দেবের শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথজীউর পক্ষে যে অত্যাচারের বিষয় বর্ণন হইয়াছে সে অতি অল্প, তাহাতে রামচন্দ্রের অত্যাচারের এক কলাও বর্ণন হয় নাই, আমি উক্ত রাজার যে সকল অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিতে হইলে সম্বাদ ভাস্কর পত্রের দুই শত পৃষ্ঠাতেও সেসকল সম্পূর্ণ হইবেক না, অতএব কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি, মহাশয় সম্বাদ ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করিয়া প্রজাপালক শ্রীযুত নবাব গবর্ণর বাহাদুরের কর্ণগোচর করাইয়া প্রজাসমূহের প্রাণ ও মান রক্ষা করিবেন, মহাশয়, রাজা রামচন্দ্র দেব যে প্রকারে হটীগ্রামের রাজাকে অপমান ও কাছেরের হুকুমের অন্যথা করিয়াছেন ৩৮৫ সংখ্যক ভাস্কর পত্রে তাহা প্রকাশ আছে, বর্ত্তমান প্রধান এক রাজার এরূপ অপমান হইয়াছে তখন সামান্য লোকেরা কি প্রকার অপমানিত হইতেছেন তাহা বিবেচনা করুন, ৩৮৫ সালের পূর্ণিমার দিবস রাজা সাহেব আপন অনুমতির দ্বারা

মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করাইবার সম
সকলে অঙ্গিনায় দুর্গার করিতে ন
লেন এবং ভাস্কর পত্রেও তাহা প্র
হইয়াগেল একারণরাজা আপনার
ম লুকাইবার জন্য সভাসদ মুখ আ
মহাপাত্র নামে জনেক যে ব্যক্তি প
রুগাঁথনী করে, ও ভোবনি পরি
ম্রক্রব্যক্তি অঙ্গুরের সরদার ইত্যাদি
কার আরো কয়েক জনের সহিত প
মর্শ করিয়া ভিকারি গোঁছিকার ন
এক পড়িহারি অর্থাৎ দ্বারপাল যা
দোলপূর্ণিমার দিবস দ্বারের চৌকী
ল তাহাকে দরবারে উপস্থিত করা
জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কাহার আ
য় মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলে ত
তে উক্ত দ্বারপাল উত্তর দিল আম
আপনকার আজ্ঞাপ্রমাণ মন্দিরের
মীন রঘুনাথ ঘোষ কহিবায় আমি
বন্ধ করিয়াছি, সেইখানে উক্ত আমী
উপস্থিত ছিলেন, তাহাকে রাজা ব
দূর ঈষৎ হাস্যিয়া জিজ্ঞাসা করি
তুমি কাহার আজ্ঞায় দ্বারবন্ধ করি
কহিয়াছিলে, আমীন তৎক্ষণাৎ অ
ম বদনে কহিলেন আমি দ্বার বন্ধ ক
ক্তে কহিনাই, আমীন মহাশয় ইহা
হিবায় রাজা তৎক্ষণাৎ উক্ত পড়ি
ক্কে দেউলবাসন্দ অর্থাৎ মন্দিরের
ধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে
সম্পাদক মহাশয় তথা পাঠক মহা
য়ের, বিবেচনা করিবেন রাজা সাহে
রু কিপ্রকার বিচার, আমি আপন ক
শুনিয়াছি রাজা স্বয়ং দ্বারবন্ধের অ
তি করিয়াছেন, রাজআজ্ঞা হেলন ক
রিলে দোষী হইতে হইবেক এই বিবে
নায় দ্বারপালবেচারা দ্বারবন্ধ করে,
ইক্ষণে তাহাকে দেউলবাসন্দ অর্থ
তাহাকেই মন্দির প্রবেশ করিতে নিষে
হইল, কি খেদের বিষয়, রাজা আপ
টাকা লইবার মানসে তৎকালীন দ্বার
ন্ধের অনুমতি করিয়াছিলেন এইক
আপনার দুর্নাম লুকাইবার কারণ এ
এক পথ বাহির করিলেন, ইহাতে
রাজার ক্ষতি মাত্র নাই, আমি শুনিলে
ছি উক্ত দ্বারপাল আপনার পদে নি
ক্ত হইবার মানসে রাজাকে শত মুদ্রা
পর্য্যন্ত ঘুস দিতে স্বীকার করিয়াছে
রাজা বাহাদুর অস্বীকৃত হইয়া কহিতে
ছেন চারি শত মুদ্রা না দিলে অনুমতি
হইবেক না, সে বেচারা গরীব, চারি শ
মুদ্রা দিতেও সম্মত হইবেক না সেবাতে
ও নিযুক্ত হইতে পারিবেক না, অবশে

যে রাজা তাহার সেবাটি অন্য কাহারো নিকট বিক্রয় করিবেন, রাজা মন্দিরের পরিচারকগণকে এইপ্রকার মিথ্যা অপবাদ দিয়া আপন জিম্মা করিতেছেন, রাজার সবলকরের বিষয় বিবেচনা করুন, শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে যে সকল পরিচারক আছে তাহারদিগের সেবা সকল ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহার মূল্যও সামান্য নহে, হাজার দেড় হাজার দুই হাজার, কোন সেবা ইহা হইতেও অধিক মূল্যে বিক্রী হইয়া থাকে, যদ্যপি কোন সেবাওতের পুত্র না থাকে আর তাহার পরলোক হয় তবে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার সেবা ক্রোক করিয়া উপস্বত্ব ভোগ করেন, মৃত সেবাওতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহার বিধবা স্ত্রী ও দৌহিত্র যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকে সে মৃত ব্যক্তির সেবা হইতে কিছুমাত্র পায় না যদ্যপি কেহ গ্রাহক হইয়া মৃত ব্যক্তির সেবা খরিদ করিতে চাহে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া ছামুচিটাউ অর্থাৎ আজ্ঞাপত্র করিয়া দেন, সে আজ্ঞাপত্রে টাকার জিগির মাত্র থাকে না, এই মাত্র লেখা যায় অমুক সেবা কিম্বা চুল্লী অর্থাৎ উনান কিম্বা পস্ত অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের দারুতে আয়াস রাখা যায় সেই জায়গা, অনুগ্রহ হইয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে দখল করাইবে, এই মাত্র লিখিয়া দিয়া সে ছামুচিটাউতে একটা আপনার নিজের মোহর করিয়া খরিদারকে দিয়া তাহাকে সে বিষয়ের উপর দখিলকার করান, পুনরায় সেই লোকের কোন ছল ধরিয়া তাহাকে সেববারান্দ করিয়া থাকেন, পুনরায় তাহার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া সেবায় নিযুক্ত করেন, ইত্যাদি প্রকারে টাকা লইতেছেন, বর্ত্তমান শ্রীশ্রী৺ বিমলা ঠাকুরাণীর সেবক চন্দ্র পাণ্ডা নামে এক ব্যক্তি শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে ঈশানেশ্বর নামে যে মহাদেব আছেন তাঁহার ভোগের কারণ কিছু আমান্ন প্রস্তুত করাইয়া ভোগ দেওয়াইয়াছিলেন, রাজা বাহাদুর সেই উপলক্ষে তাঁহার বিনা অনুমতিতে হইয়াছে এই ছল ধরিয়া উক্ত পাণ্ডাকে ও তৎ পুত্রকে মন্দির ও সেবাবাসন্দ করিয়াছেন, তাহারা দুই জন রাজার উদর পরিপূর্ণের কারণ কিঞ্চিৎ টাকা দিয়া সেবায় নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতেছেন রাজা বাহাদুর তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া কহিতেছেন তাঁহার নূতন বাটীর পশ্চাতে ঐ পাণ্ডার যে নিজ বাটী আছে তাহা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে সেবা দিবেন নচেৎ সেবা পাইবেক না, তাহাতে উক্ত পাণ্ডা বাসত্যাগ যান্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বারে২ কান্দিয়া বেড়াইতেছেন, আমার সহিত গত কল্য উক্ত পাণ্ডার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তিনি রাজা বাহাদুরের গুণাগুণ আমার নিকট কহিয়া দুই চক্ষু হইতে নীরধারা বাহির করিবায় আমি উক্ত পাণ্ডার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে নালিস করিতে কহিলাম, তাহাতে উত্তর করিলেন, আমি রাজার দরবারে শুনিয়াছি সরকার হইতে মন্দির রাজার পৈত্রিক বিষয় বলিয়া তাঁহাকে এনাএত হইয়াছে শ্রীযুত অদ্বৈতচরণ গোস্বামি প্রভৃতি কয়েক জন নালিস করিয়াছিলেন তাহাতে কিছু হয় নাই নালিস করিলে কি হইবে, ইহা কহিয়া নিতান্ত কাতর হইবায় আমি তাঁহার নানা প্রকার বিলাপবাক্যে তাপিত হইয়া শেষে তাঁহাকে কহিলাম কিকরিবে তোমার আয়ত্ত কি আছে, তোমাকে রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতে হইয়াছে, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবেক, তিনি যাহা কহেন তাহাই কর, নচেৎ আপন আপনার পদে স্থির থাকিতে পারিবে না, বিবেচনা করিয়া দেখ এই রাজা জায়গার কারণ শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর পাট যোশি নামক জনেক পাণ্ডার কি অবস্থা করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য, অতএব তোমারদের বাটী ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ, মহাশয়, একি আশ্চর্য্য বিষয়, উক্ত রাজা মন্দিরে একটা সামান্য অধিকার পাইয়া সেবকগুলিনকে ছারখার করিতেছেন, ও দর্শনাভিলাষি যাত্রিগুলিনকে দর্শন করিতে না দিয়া অতিশয় ক্লেশ দিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট কি প্রজাসমূহের ক্লেশের কারণ শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ভার এক লম্পট রাজার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্য হইতে রাজা যাত্রিদিগকে ক্লেশ দিয়া যে যে মতে টাকা লইতেছেন তাহার মধ্যে কয়েক দফা লিখিতেছি বিবেচনা করিবেন।

আদৌ ধ্বজা ও পিণ্ডীকা বাবত যখন মন্দির রাজার জিম্মা হয় তখন অতি অল্প টাকা হার হারি প্রমাণ ধরা গিয়াছিল এইক্ষণে রাজা যাত্রিদিগকে ক্লেশ দিয়া খালি আমা ১০,০০০ হাজার টাকার অধিক লইতেছেন, দ্বিতীয় শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের ভোগের যে প্রকার বরাদ্দ ছিল তাহা নাই, ভোগের জিনিস সকলের সেই২ নাম আছে কিন্তু যে জিনিসের ওজন একশের ছিল তাহার ওজন বর্ত্তমানে অর্দ্ধ শেরে ঠেকিয়াছে, শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের ভোগ হইয়া যে সকল প্রসাদ বাহির হইত তাহা সেবাতদিগের বেতনের পরিবর্ত্তে তাহারদিগকে দেওয়া যাইত, যৎ কিঞ্চিৎ অধিক হইত তাহা বিক্রয় হইয়া মূল্য সরকারে জমা করা যাইত, এইক্ষণে প্রসাদেরও ওজন কম করিয়া তাহার মধ্য হইতে এক এক প্রকার পৃথক ভোগ প্রস্তুত হয়, তাহা বিক্রয় করাইয়া সাবেক উৎপন্নাতিরিক্ত শালিয়ানা ১২০০০ টাকা আদায় করিয়া লইতেছেন, ও শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে চারি পার্শ্বে যে সকল খালি জায়গা ছিল অন্য অন্য লোকের নিকট হইতে টাকা লইয়া তাহারদিগের নিজের সরবর অর্থাৎ প্রসাদের ভাণ্ডার করিবার কারণ লিখিয়া দিতেছেন এরূপেও রাজার অনেক টাকা উপায় হইতেছে, তৃতীয়, রাজা বাহাদুরের চরেরা দিবা রাত্রি সেবাত লোকের ছল ধরিয়া মন্দিরের মধ্যে বেড়াইতেছে, সেবক লোকের কিঞ্চিৎ ছিদ্র পাইলেই রাজার নিকট ধরিয়া লইয়া যায় রাজা সেই লোকের জরীমানা করিয়া অনুমতি দেন যাবৎ জরীমানা না দেয় তাবৎ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেক না, এমত আজ্ঞা প্রকাশ পাইবায় দোষযুক্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ জরীমানার টাকা আদায় করিয়া আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, চতুর্থ, পূর্ব্বাবধি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে ষোল জন গোমস্তা ছিল, তাহারা ভিন্ন২ সেরেস্তায় থাকিত যদ্যপি কেহ জগন্নাথ জীউকে একটী টাকার জিনিস প্রদান করে তবে সেই ষোলজন গোমস্তা আপন২ জিম্মারদপ্তরে তাহার বেওরা লিখিয়া রাখিত, রাজা বাহাদুর সে সকল ক্রমে উঠাইয়া তড়াউ, ও দেউল করণ, ও বৈঠকরণ, ও ছত্তিশা নিয়োগ নায়ক, এই চারি জন গোমস্তার চারিটি দপ্তর বাহাল রাখিয়াছিলেন, আমার উত্তম রূপ অবগত আছে সরদার পাণ্ডা শ্রীযুত পদ্মনাভ পাটযোশি মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষাবধি মারহাট্টার ও তাহার পর ইংরাজ বাহাদুরের এমত হুকুম মুকুম আছে, শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের ভাণ্ডারে যে কেহ কিছু দিবে তাহা উক্ত পাণ্ডা মহাশয়েরা আপনারদিগের স্বহস্তে ভাণ্ডারে রাখিবেন, রাজা সাহেব প্রথমে উক্ত পাণ্ডার ভাণ্ডারের মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিবার যে অধিকার ছিল তাহা চ্যুত করিলেন, বৈঠকরণ ও ছত্তিশা নিয়োগ নায়কের গোমস্তার একপ যে দুই সেরেস্তা ছিল তাহাও উঠাইয়া দেন, কেবল রাজার অধীনে তড়াউ ও দেউল করণ ইহারা দুইজন ছিল ইহাদের দুই সেরেস্তা বাহাল রাখেন ও আপনার নিজের চাকর এক গোমস্তার এক সেরেস্তা নিযুক্ত করাইয়াছেন, শুনিতেছি জগন্নাথ দেবের ভাণ্ডারেতে উত্তম২ জিনিস সকল যাহা ছিল তাহার মধ্যে কতক২ জিনিস তফাত হইয়াছে কিন্তু যে সকল জিনিস তফাত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে সেই নামের এক একটা জিনিস বদলে রহিয়াছে, আরো শুনিতেছি যে সকল উত্তম২ জিনিস এইক্ষণে আয় হইতেছে, তাহার মধ্যে কতক কাগজে জমা হয়, কতক সেইরূপে স্থানান্তর হইতেছে, পূর্ব্বে শ্রীযুত জান পেটিওয়াট সাহেবের আমলে জগন্নাথ দেবের ভাণ্ডার মনান অর্থাৎ সুমারি সকল জিনিসের হইয়াছিল সে সুমারির কাগজ সরকার বাহাদুরের এলাকায় কালেকটরি সেরেস্তায় মজুদ আছে, যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট একবার সেই কাগজের সঙ্গে জগন্নাথ দেবের ভাণ্ডারে পূর্ব্বের যে সকল জিনিস ছিল তাহা মিলাইয়া সে সময়ের যে কোন বৃদ্ধ লোক আছে যাহারা সে সময়ে দেখিয়াছে, তাহারদিগকে বর্ত্তমান জিনিস দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে ভাণ্ডার সুমারির সময় এই সকল মাল ছিল কি, ইহা হইতে উত্তম মাল ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের উত্তরেতেই তফাত হইবার না হইবার বিষয় উত্তম রূপে বুঝিতে পারিবেন, যদ্যপিও সরকার বাহাদুর হিন্দুদিগের দেবালয়ের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না তথাচ এ এক প্রকার চুরী অতএব ইহাতে অবশ্য হস্তক্ষেপ করিয়া বিচার করিতে পারেন, তাহা না হইলে অরাজক কহিতে হইবেক, যদ্যপি ভাণ্ডারের ও আমদানির মাল তদ্রূপ না হয় তবে কি কারণ উপরি উক্ত দপ্তর সকল উঠিয়া গেল, ও সরদার পাণ্ডা পদ্মনাভ পাটযোশির যে ভাণ্ডারে মালসমর্পণ করিবার সম্পূর্ণ

অধিকার ছিল তাহা কিকারণ রহিত হইল, ইহাতেই বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন, ইহার মধ্যে কত কার খানা আছে।

পুরীর রাজা বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষ দেবী উপাসক ছিলেন, তাহার পর সে গুরু ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ সন্তান বৈকুণ্ঠবাসি শীতলদেব গোস্বামিকে গুরু করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, এই রাজা রামচন্দ্র দেব বৈকুণ্ঠবাসি গোস্বামির শিষ্য, উক্ত রাজার প্রথমা রাণীর পরলোক হইলে রাজা বাহাদুর যখন দ্বিতীয় বিবাহ করেন তখন ৺ কাশী মিশ্রের মঠের মহান্ত রাজার নিকট দূত দ্বারা সমাচার দিলেন,, যদ্যপি রাজা আমার নিকট হইতে রাণীকে মন্ত্রগ্রহণ করান তবে আমি রাজাকে দুই হাজার টাকা নজর দিব,, তাহাতে রাজা বাহাদুর অস্বীকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ অধিক পাইবার মানস প্রকাশ করিবায় উক্ত মহান্ত ২২০০ টাকা নজর দিবায় রাণীকে মন্ত্র দিলেন, উক্ত রাজার ব্যাধিগ্রস্ত এক পুত্র আছেন অদ্য চারি দিবস হইল তাঁহার যজ্ঞোপবীত হইয়াছে, রাজারা যজ্ঞোপবীতের পরেই মন্ত্র গ্রহণ করেন, এখানকার একজন মঠধারি মহান্ত রাজগোপালদাসের চেলা মহান্ত সুদর্শনদাস রাজপুত্রকে শিষ্য করিবার সমাচার দিবায় রাজা কহিলেন তিনি ‘‘রামোপাসক যদ্যপি আমাকে ১০০০০ হাজার টাকা নজর দেন তবে আমি আমার পুত্রকে তাঁহার নিকট শিষ্য করাইব, তাহাতে সুদর্শন দাস কহিলেন ,, আমি নগদ ৩০০০ হাজার টাকা ও বড় রাস্তার উপর শিমুলিয়া মঠের দরুন আমার মঠের এলাকার যে জায়গা রাজার নূতন বাটীর দক্ষিণে আছে তাহার মূল্যও [illegible]০০০ হাজার টাকা হইবেক এরূপে আমি ৫০০০ হাজার টাকা তাহাকে দিব,, রাজা বাহাদুর চিরকাল টাকার অধীন ৫০০০ হাজার টাকার নাম শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন ‘‘ আচ্ছা তিনি ইহা দিলে আমার পুত্রকে তাঁহার শিষ্য করাইব,, রাজা বাহাদুর ইহা কহিবায় সুদর্শনদাস রাজবাটীতে যাইয়া রাজার সমীপে তিন হাজার টাকা নগদ ও জায়গার এক খানি লিখন পঠন রাখিয়া দিলেন, তখন রাজা বাহাদুর সুদর্শন দাসের উপর আনন্দিত হইয়া তাহাকে গজরাজ বলিয়া এক উপাধি প্রদান করিলেন, তাহার পর সুদর্শন দাস রাজার মহাব্যাধিগ্রস্ত পুত্রের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেন, রাজা অর্থলোভে গুরু ত্যাগ পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট এমত অর্থলোভী লম্পট রাজার অধীনেও আমারদিগের সাক্ষাৎ পরমেশ্বর জগন্নাথ জিউকে ও তাঁহার বিপুল অর্থের ধনভাণ্ডার সমর্পণ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টই আমারদিগের বিধাতা, যদ্যপি তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া হিন্দু প্রজাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করেন তবে আমারদিগের আয়ত্ত কি আছে।

কয়েক সপ্তাহ গত হইল আমরা ‘‘কলিকাতা পবলিক লাইবেরি,, নামক সাধারণ পুস্তকালয়ের ১৮৪৮। ৪৯ সালের রিপোর্ট পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, অনবকাশ প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অতএব অদ্য যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত বৎসরে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র যেরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছিল তাহা সাধারণকে স্মরণ করাইবার প্রয়োজন করেনা, সম্রাটাবধি দীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই ব্যস্তিব্যস্ত হইয়াছিলেন, এমত অশুভ সময়েতেও যে পুস্তকালয়ের কার্য্য সুনিয়মে স্বচ্ছন্দ রূপে চলিয়াছে বিশেষত পুস্তকালয় ধনে ও গ্রন্থে সমৃদ্ধিত হইয়াছে ইহাই পরমাহ্লাদের বিষয়, উক্ত গ্রন্থাগারে নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে সাধারণলোকেরা তথায় গমন করিলেই বিনা অর্থে তাহা পাঠ করিতে পারেন, অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সুবিবেচনা পূর্ব্বক তথায় ইংরাজী ও গৌড়ীয় ভাষার কয়েক খানা সমাচার পত্র ও গ্রহণ করিয়া থাকেন, পাঠকেরা তাহাও অনায়াসে পাঠ করেন, মনুষ্যের বিদ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও হিতকর অন্য কোন বন্ধু নাই, অতএব বিদ্যা চর্চ্চা বৃদ্ধিতে মানবগণ সর্ব্ব বিধায় গৌরব প্রাপ্ত হন ইহা কেনা স্বীকার করিবেন, অতএব বিদ্যা বিষয়ক উন্নতি বার্ত্তা শ্রবণে কেনা পুলকিত হইবেন।

উক্ত সাধারণ পুস্তকালয় দ্বারা দেশের যে মঙ্গল হইতেছে ও যাহা সম্ভাবনীয় আমরা তাহা পুনঃ২ বলিয়াছি এবং বলিব, সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি সহ উক্ত পুস্তকালয় দেশের আরো কল্যাণকর হইবে।

বিদ্যানুরাগী রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র লিখনানুসারে পুস্তকালয় হইতে বিলাতস্থ ৫০সে সৈটিকে পত্র লেখা গিয়াছে ঐ সোসৈটির অধ্যক্ষেরা আপনার দিগের গ্রন্থাদি বিনা মূল্যে উল্লেখিত পুস্তকালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন, আমরা ভরসা করি বিদ্যাবৃদ্ধক তত্তাবৎ সভা ইহাতে সম্মত হইবেন ইহার পর পুস্তকালয় নূতন২ উত্তম গ্রন্থ দ্বারা পরিপূর্ণ হইবেক, এবং ঐ সকল গ্রন্থপাঠে এতদ্দেশীয়লোকেরা পরমোপকার জ্ঞান করিবেন।

১৮৩৫ সালে উক্ত পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতি বৎসর উন্নত হইতেছে সম্প্রতি তথায় প্রায় ২০০০০ গ্রন্থ সংগ্রহীত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত বৎসরে পুস্তকালয়ের স্বাক্ষরকারিগণের দ্বারা ১০২২৫ ৮৴১০ এবং অধ্যক্ষগণের দান ২১১১৷৷১১ অর্থ সংগ্রহ হয়, ইহা ব্যতীত সাবেক হিসাবেয়াৎ প্রদত্ত হইয়াছিল তত্তাবৎ একত্র করিলে পূর্ব্বোক্ত বৎসরে ১৩৮৫৭।৴৫ অর্থ দেখা যায়, কিন্তু সমুদায় ব্যয়ের তালিকাতে ১৪৮৪৷৴১৫ লেখে, তন্মধ্যে ২৪৯৯৷৴৫ ধনে ৫ টাকা সুদি কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা গিয়াছে, অবগতি হইল অন্যান্য বৎসরে যে গবর্ণমেণ্টলোন ক্রয় হয় এবং কাপ্তান মিয়ারিং সাহেবের দানীয় অর্থ দ্বারা লাইবেরির কোষে এইক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯২০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ হইয়াছে।

লাইবেরির অধ্যক্ষগণ মধ্যে অধুনা ৭৫ জন জীবিত আছেন, গত বৎসর প্রতি মাসে প্রায় গড়ে ২১২ জন স্বাক্ষর কারী হন, কিন্তু ইহার পূর্ব্ববৎসর গড়ে ২০১ জন স্বাক্ষর করেন অতএব ভরসাহয় বিদ্যানুশীলনের আধিক্যেতেই উক্ত পুস্তকালয়ের সাহায্যকারিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবেক, তাহাতে আরো উত্তম গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া পাঠার্থিগণের মনোরঞ্জন করিবে, অতএব আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় লোকেরা এই মঙ্গলজনক বিষয়ে অধিক সহায়তা করেন।

প্রস্তাব সমাপন কালে আমরা আর এক বিষয়ে হর্ষ প্রকাশ করি, লাইবেরির কিউরেটর মহাশয়েরা তাঁহারদিগের সহকারী অথচ আমারদিগের পরমাত্মীয় বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের কর্ম্ম কুশলতার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বদেশীয় লোকেরদের কর্ম্ম দক্ষতা ও গুণগরিমা শ্রবণ ও প্রকাশ করিতে আমারদিগের অধিক আনন্দ জন্মে অতএব উপরোক্ত করি সকলেই রাজপুরুষগণকে তুষ্ট করিয়া প্রতিভাজন হয়েন।

বিবিধ সমাচার।

পূর্ব্বে প্রকাশ হয় অযোধ্যাপতি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বরং এমত লিখিত হইয়াছিল তিনি সম্বৎসরান্তে ঐ রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রের এক সম্বাদদাতার লিখিত সমাচারে আমরা আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুত বাদশাহ ক্রমে নিরাময় হইতেছেন, ইন্দ্রিয়ামোদে অহর্নিশ লিপ্ত থাকাতেই তাঁহার রোগোৎপত্তি [illegible] আরোগ্য হইয়া বাদশাহ ইহার পরহেজ নামক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য করিলে সৎকর্ম্ম করিবেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত করনিক সাহেবের সন্ততির প্রতি বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা বিশেষদয়া প্রকাশ পূর্ব্বক কর্ত্তা হারদিগকে পেন্সিয়ন প্রদানানুমতি করিয়াছেন প্রধান রাজপুরুষগণের এতৎ কৃপাবলোকনে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম।

সেতারা রাজ্য ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত করণানুজ্ঞাতে বোম্বাইস্থ লার্ড ফকলেণ্ড সাহেব তথায় নিযুক্ত করণার্থ ব্রিটিস কর্ম্মচারিগণকে বাছনী করিতেছেন।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৺ সুলতান এয়াসীন সাহেব বস্তু মামি কালে স্বীয় স্থাবর আদি যাহা চৌরঙ্গী ও মিঠাপুকুর ও রসাপাগলাতে আছে শ্রীযুত হোমা ইউজহ ও শ্রীমতী সাহ রোখ বেগমকে তাহা দান করিয়াছেন তাহার প্রতি বিবাদী অনেকে আছেন তজ্জন্য তাহা বিক্রয় ও বন্ধক আদিতে কেহ গ্রহণ না করেন ইতি তারিখ ৩০ আপরেল সন ১৮৪৯ সাল।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রভাতকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভূত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হর্ষন মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শাশ্বৎ ব্রাহ্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১০ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৩ মে। দানাশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজা দাঃ ৮১ বাঙ্গলা ১২৫৬ সাল ২২ বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্য মাস ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্রক্ষা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

রাজকর্ম্মোনিয়োগ

৪৭১ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১৭ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব ও শ্রীযুত ডবলিউ কায়েন্স সাহেব ও শ্রীযুত নসিরুদ্দীন ত্রিপুরাতে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

৫ আপ্রিল।

হুকুমমতে শ্রীযুত এচ ইঙ্গলিস সাহেবের অনগস্থানপর্য্যন্ত ফিলটের লঘু অস্ত্রধারি সৈন্যেরদের লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত জি এন কেব সাহেবকে খাসিয়া পর্ব্বতে পোলিটিকাল এজেণ্ট সাহেবের আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের যে নিয়োগ হইয়াছে তাহা মঞ্জুর হইল।

৯ আপ্রিল।

সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি এচ রিকেটস সাহেব পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

৫০৩ নম্বর।

৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত কাপ্তান এচ এস নেস্যানসাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত জিলা হুগলীতে ঠগী নিবারণার্থ আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন এবং মুরশিদাবাদ ও বীরভূম ও বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান ও হুগলী ও মেদিনীপুর ও নদীয়া ও যশোহর ও বারাসত ও চব্বিশপরগণা ও হাবড়া ও বালেশ্বরের জিলাতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

ছুটী।

২ আপ্রিল।

মুরশিদাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এ মনি সাহেবের কর্ম্ম যে তারিখে শ্রীযুত হারিসন সাহেব গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি শ্রীযুত মনি সাহেব ছুটী বিষয়ক শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে তিন সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চল শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্টসাহেবের প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত সাণ্ডিস সাহেব ছুটী বিষয়ক শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জর্জ কুপর সাহেব স্বীয় কার্য্যোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

৪ আপ্রিল।

কামরূপে আসামের কমিস্যনর সাহেবের একটিং ছোট আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত সি লিমণ্ড সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ এ জলি সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সিবিল সম্পর্কীয় সিরিস্তার শ্রীযুত এক বি ডুমণ্ড সাহেব ইংলণ্ডে গমনার্থে চিকিৎসকের সার্টিফিকটক্রমে তিনবৎসরের ছুটী পাইয়াছেন।

৫ আপ্রিল।

বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সেলের সেক্রেটরী ও মেডিকেল কালেজের সেক্রেটরী ও ট্রেজুরীর শ্রীযুত ডাক্তর এফজে মৌআট সাহেব ১৮৪৩ সালের ১৭ মে তারিখের শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে, আপ্রিল মাসের ১১ তারিখ অবধি আগামি মে মাসের ১০ তারিখ পর্য্যন্ত এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১০ আপ্রিল।

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে আপনার সিরিস্তার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এ মনি সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

২৮ মার্চ।

দিনাজপুরের মালদহের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ রায় দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

৩০ মার্চ।

নদীয়ার মেহেরপুরের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু ঘনুলাল বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখঅবধি ছয়মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা নগরীর বাড়ী সকল জরীপকরণ প্রায় শেষ হইল, আমরা শুনিয়াছি এই কর্ম্মের জন্য ৪০ দল মনুষ্য নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক ২৫ দল কর্ম্ম সারিয়া বিদায় পাইয়াছে অবশিষ্ট কয়েক দল ও শীঘ্র বিদায় হইবে, এইক্ষণে কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরা সতর্ক হউন, বাটী জরীপ করণের মূলাভিপ্রায় টাক্স বৃদ্ধি করণ, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে, এই সময়ে সকলে ঐক্যবাক্যে সভা করিয়া ডেপুটি গবর্ণরের নিকট আবেদন করুন, বাটীর টাক্স বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গালি পল্লী নিবাসিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখকর হইবে, ইংরেজ পাড়ার বাড়ী সকলের ভাড়া প্রায় নির্দ্দিষ্টই আছে, তাহার ভাড়া বৃদ্ধি করা যাইবেক না, গবর্ণমেণ্ট যদি টাক্স বৃদ্ধি করেন তবে বাটীর কর্ত্তাদিগের উপস্বত্ব হইতে তাহা দিতে হইবেক, ইহাতেও বাঙ্গালিদিগের পক্ষেই অধিক অনিষ্ট সম্ভাবনা, কেননা ইংরেজ পাড়ার প্রায় সকল বাটী বাঙ্গালিদিগের সম্পত্তি, এবং বাঙ্গালি পাড়ায় বাঙ্গালিরা বসতি করেন, বাঙ্গালিদিগের বসতি বাটীর ভাড়া ইংরেজ পাড়ার বাড়ীর ভাড়ার তুল্য হইতে পারে না, সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিদিগের বসতি বাটীর ভূমি অধিক এবং বৈঠকখানা দালান বাসগৃহ ও অনেক, গবর্ণমেণ্ট বড়২ বাড়ীর স্থান এবং কুঠরী অধিক বলিয়া ইংরেজ পাড়ার হারে টাক্স ধরিবেন, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাড়ীর ভাড়া তৎপরিমিত হইবেক না, বাঙ্গালিদিগের বাটীতে কুঠরী সকল ক্ষুদ্র২, নীচের ঘর সকল প্রায় অকর্ম্মণ্য, উপরের ঘরেতেও জানালা অধিক নাই এরূপাবস্থায় কি কোন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালির বাটীতে কোন মান্য ইংরেজে বাস করিতে পারেন ইহাতে যদ্যপি বাঙ্গালি পাড়ার বাড়ী সকল অন্য দেশীয় লোকেরদের বাসোপযুক্ত না হইল তবে বাঙ্গালিদিগের বড়২ বাড়ী সকল ভাড়ার সম্ভাবনাই রহিল না, অতএব ইংরেজপাড়ার বাড়ীর ভাড়ার হিসাবে বাঙ্গালি পাড়ার বড়২ বাড়ীর ভাড়া নিরূপিত করিয়া তাহার বিংশতি অংশের একাংশ টাক্স ধরিলে বাঙ্গালি প্রজাদিগের প্রতি অন্যায় করা হইবে, ইহাতে ধনি লোকেরাও এপ্রকার অন্যায় টাক্স প্রদানে ক্লেশ জ্ঞান করিবেন, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র২ বাটী যাহাতে দরিদ্র লোকেরা বাস করেন তাহার টাক্স বৃদ্ধি করিলে দরিদ্র প্রজারা নগরে তিষ্ঠিতে পারিবেন না, প্রজারা নগর ছাড়িয়া যদি অন্যত্র গমন করেন তবে রাজধানী বনভূমি হইবে, তখন পশু মশকাদিরা নগরে বসতি করিবে, গবর্ণমেণ্ট কি পশু মশকাদি প্রজারদিগের নিকট হইতে অধিক টাক্স লইবেন, আমরা গবর্ণমেণ্টকে আরো এক বিষয় জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গালিরা অধিক টাক্স ইবা কেন দিবেন, ইংরেজ পাড়া অপেক্ষা বাঙ্গালি পাড়া হইতে এইক্ষণেও অধিক টাক্স সংগ্রহ হইতেছে, কিন্তু মেছোবাজারের চতুর্ম্মুখ পথ হইতে পূর্ব্বদিগে মীর্জাপুর, পশ্চিমদিগে বড়বাজার পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে তদবধি বাগবাজারের খাল পর্য্যন্তই অধিক বাঙ্গালির বাসস্থান, কিন্তু গত বৎসরের জানুআরি অবধি বর্ত্তমান বৎসরীয় এপ্রেল পর্য্যন্তের মধ্যে কি ঐ বাঙ্গালি পাড়ার কোন পথ মেরামত হইয়াছে, না, কোন পথে ভিস্তি দেখা যায়, না, অন্ধকার রাত্রিতে বাঙ্গালি পাড়ায় আলোক দৃষ্ট হয়, ইংরেজ পাড়ার তাবৎ পথ জলময়, পথিকেরা পাদুকা সহিত চলিতে পারেন না, গড়েরমাঠের পথ সকল কর্দ্দমাক্ত, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের ভাতের হাঁড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার ধূলায় পরিপূর্ণ হয়. এপ্রকার পক্ষপাত কি রাজার উচিত, ইহা সত্য বটে ইংরেজেরা ভাবিয়াছেন বাঙ্গালিদিগের শক্তি নাই, বিশেষত বাঙ্গালিগণ রাজ ভক্ত, রাজ বিপক্ষ হইবেন না, কিন্তু ইংরেজেরা ইহাও স্মরণ করিবেন বহুকাল গত হইল তাঁহারদিগের জন্মদ্বীপের মধ্যেই কোন রাজা স্ত্রীলোকদিগের উপর টাক্স করিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির বয়ঃক্রম ষোল বৎসর হইলেই তাহারদিগের উপর টাক্স বসাইতেন, আমারদিগের দেশের কুলিরা এইক্ষণে যে অবস্থায় আছে সে দেশের লৌহজীবী অর্থাৎ কামারেরাও এই প্রকার দুঃখের অবস্থায় ছিল, এক দিবস ঐ দেশীয় এক কামার হাতুড়ী হস্তে করিয়া লোহা পিটিতেছে, এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের এক সারজন ঐ কর্ম্মকারের নিকট যাইয়া কহিল তোমার কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হইয়াছে ৩ মাসের টাক্সের এই বিল দেখ এবং টাকা দেও, কর্ম্মকার কহিল আমার কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হয় নাই, কামারের কন্যাও তখন সম্মুখে ছিল, সারজন তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া কর্ম্মকারকে কহিল তোমার কন্যা কি ষোড়শবর্ষীয়া হয় নাই, এই দেখ. রাজার সারজনের এই অত্যাচারে হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া হাতুড়ীধারী কামার তখনি সারজনের মাথায় যথাসাধ্য হাতুড়ীর আঘাত করে তাহাতে সারজনের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যায়. সারজন তাহাতেই পঞ্চত্ব পাইলে পরে ঐ কামার হাতুড়ী সহিত পথে বাহির হইলে পঞ্চাশ হাজার লোক তাহার সঙ্গী হইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজপক্ষীয় অনেক সহস্র লোককে বিনষ্ট করিল, ইহাতেই বোধ করিতে হইবেক প্রজাপক্ষীয় লোকেরা টাক্সের জ্বালায় বিরক্ত হইয়া এই প্রকার দুঃসাহসিক নিষ্ঠুরাচার করিয়াছিল অতএব রাগান্ধ হইলে মনুষ্যের জ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান হইলে ক্রোধ স্বভাবে কি না করিতে পারে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি না বাঙ্গালিরা এরূপ কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেন, কেবল রাজেশ্বরের স্মরণার্থ এই দৃষ্টান্ত দেখাইলাম।

পুরী হইতে আগত পত্র।

সম্পাদক মহাশয়, ৫৮৫ সংখ্যক ভাস্কর পত্রে শ্রীশ্রী৺ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের রাজা রামচন্দ্র দেবের শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথজীউর পক্ষে যে অত্যাচারের বিষয় বর্ণন হইয়াছে সে অতি স্বল্প তাহাতে রামচন্দ্রের অত্যাচারের এক কলাও বর্ণন হয় নাই, আমি উক্ত রাজার যে সকল অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিতে হইলে মহাশয়ের ভাস্কর পত্রের দুই শত পৃষ্ঠাতেও সেসকল সম্পূর্ণ হইবেক না অতএব কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি, মহাশয় সম্বাদ ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করিয়া প্রজাপালক শ্রীযুত নবাব গবর্ণর বাহাদুরের কর্ণগোচর করাইয়া প্রজাসমূহের প্রাণ ও মান রক্ষা করিবেন, মহাশয়, রাজা রামচন্দ্র দেব যে প্রকার হট্টগ্রামের রাজাকে অপমান ও সাহেবের হুকুমের অন্যথা করিয়াছেন ৫৮৫ সংখ্যক ভাস্কর পত্রে তাহা প্রকাশ আছে, যখন প্রধান এক রাজার এরূপ অপমান হইয়াছে তখন সামান্য লোকেরা কি প্রকার অপমানিত হইতেছেন তাহা বিবেচনা করুন, ৺দোল পূর্ণিমার দিবস রাজা সাহেব আপন অনুমতির দ্বারা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করাইবায় সর্ব্ব[illegible] সকলে অতিশয় দুর্নাম করিতে লাগিলেন এবং ভাস্কর পত্রেও তাহা প্রকাশ হইয়াগেল একারণ রাজা আপনার দুর্নাম লুকাইবার জন্য সভাসদ মূর্খ আত্ত[illegible] মহাপাত্র নামে জনেক যে ব্যক্তি পত্র[illegible]র গাঁথনী করে, ও ভোবনি পরিচ্ছা ন[illegible]বক ব্যক্তি মজুরের সরদার ইত্যাদি প্রকার আরো কয়েক জনের সহিত পরামর্শ করিয়া ভিকারি গোচ্ছিকার নামে এক পড়িহারি অর্থাৎ দ্বারপাল যাত্রা[illegible] দোলপূর্ণিমার দিবস দ্বারের চৌকী [illegible]ল তাহাকে দরবারে উপস্থিত করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কাহার আজ্ঞায় মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলে তাহাতে উক্ত দ্বারপাল উত্তর দিল আমাকে আপনকার আজ্ঞাপ্রমাণ মন্দিরের আমীন রঘুনাথ ঘোষ কহিবায় আমি দ্বার বন্ধ করিয়াছি, সেইখানে উক্ত আমীনও উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে রাজা বাহাদুর ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কাহার আজ্ঞায় দ্বার বন্ধ করিতে কহিয়াছিলে, আমীন তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে কহিলেন আমি দ্বার বন্ধ করিতে কহি নাই, আমীন মহাশয় ইহা কহিবায় রাজা তৎক্ষণাৎ উক্ত পড়িহারিকে দেউলবাসন্দ অর্থাৎ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, সম্পাদক মহাশয়, তথা পাঠক মহাশয়েরা, বিবেচনা করিবেন, রাজা সাহেবের কিপ্রকার বিচার, আমি আপন কর্ণে শুনিয়াছি রাজা স্বয়ং দ্বারবন্ধের অনুমতি করিয়াছেন, রাজআজ্ঞা হেলন করিলে দোষী হইতে হইবেক এই বিবেচনায় দ্বারপালবেচারা দ্বারবন্ধ করে, এইক্ষণে তাহাকে দেউলবাসন্দ অর্থাৎ তাহাকেই মন্দির প্রবেশকরিতে নিষেধ হইল, কি খেদের বিষয়, রাজা আপনি টাকা লইবার মানসে তৎকালীন দ্বারবন্ধের অনুমতি করিয়াছিলেন এইক্ষণে আপনার দুর্নাম লুকাইবার কারণ এই এক পথ বাহির করিলেন, ইহাতে রাজার ক্ষতি মাত্র নাই আমি শুনিতেছি উক্ত দ্বারপাল আপনার পদে নিযুক্ত হইবার মানসে রাজাকে শত মুদ্রা পর্য্যন্ত ঘুস দিতে স্বীকার করিয়াছে, রাজা বাহাদুর অস্বীকৃত হইয়া কহিতেছেন চারি শত মুদ্রা না দিলে অনুমতি হইবেক না, সে বেচারা গরীব, চারি শত মুদ্রা দিতেও সমত হইবেক না সেবাতেও নিযুক্ত হইতে পারিবেক না, অবশেষে রাজা তাহার সেবাটি অন্য কাহারো নিকট বিক্রয় করিলেন, রাজা মন্দিরের পরিচারকগণকে এইপ্রকার মিথ্যা অপবাদ দিয়া আপনি ধন সঞ্চয় করিতেছেন, রাজার ধনসঞ্চয়ের বিষয় বিবেচনা করুন, শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে যে সকল পরিচারক আছে তাহারদিগের সেবা সকল ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহার মূল্যও সামান্য নহে, হাজার দেড় হাজার দুই হাজার, কোন সেবা ইহা হইতেও অধিক মূল্যে বিক্রী হইয়া থাকে, যদ্যপি কোন সেবাতের পুত্র না থাকে আর তাহার পরলোক হয় তবে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার সেবা ক্রোক করিয়া উপস্বত্ব ভোগ করেন, মৃত সেবাতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহার বিধবা কিম্বা দৌহিত্র যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকে সে মৃত ব্যক্তির সেবা হইতে কিছুমাত্র পায় না যদ্যপি কেহ গ্রাহক হইয়া মৃত ব্যক্তির সেবা খরিদ করিতে চাহে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া ছামুচিটাউ অর্থাৎ আজ্ঞাপত্র করিয়া দেন, সে আজ্ঞাপত্রে টাকার জিগির মাত্র থাকে না, এই মাত্র লেখা যায় অমুক সেবা কিম্বা চুন্নী অর্থাৎ উনাদ কিম্বা পান্ত অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের সাক্ষাতে আমান রাখা যায় সেই জায়গা, অনুগ্রহ হইল ইহাকে পুরুষানুক্রমে দখল করাইবে, এই মাত্র লিখিয়া দিয়া সে ছামুচিটাউতে একটা আপনার নিজের মোহর করিয়া খরিদারকে দিয়া তাহাকে সে বিষয়ের উপর দখিলকার করান, পুনরায় সেই লোকের কোন ছল ধরিয়া তাহাকে সেবাবাসন্দ করিয়া থাকেন, পুনরায় তাহার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া সেবায় নিযুক্ত করে ইত্যাদি প্রকারে টাকা লইতেছেন, বর্ত্তমান শ্রীশ্রী৺ বিমলা ঠাকুরাণীর সেব[illegible] চন্দ্র পাণ্ডা নামে এক ব্যক্তি শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে ঈশানেশ্বর নামে যে মহাদেব আছেন তাঁহার ভোগের কারণ কিছু আমান্ন প্রস্তুত করাইয়া ভোগ দেওয়াইয়াছিলেন, রাজা বাহাদুর সেই উপলক্ষে তাঁহার বিনা অনুমতিতে হইয়াছে এই ছল ধরিয়া উক্ত পাণ্ডাকে ও তৎ পুত্রকে মন্দির ও সেবাবাসন্দ করিয়াছেন, যাহারা দুই জন রাজার উদর পরিপূর্ণের কারণ কিঞ্চিৎ টাকা দিয়া সেবায় নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতেছেন রাজা বাহাদুর তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া কহিতেছেন তাঁহার নূতন বাটীর পশ্চাতে ঐ পাণ্ডার যে নিজ বাটী আছে তাহা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে সেবা দিবেন নচেৎ সেবা পাইবেক না, তাহাতে উক্ত পাণ্ডা বাসত্যাগ সান্ত্বনায় নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বার২ কান্দিয়া বেড়াইতেছেন, আমার সহিত গত কল্য উক্ত পাণ্ডার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তিনি রাজা বাহাদুরের গুণাগুণ আমার নিকট কহিয়া দুই চক্ষু হইতে নীরধারা বাহির করিবায় আমি উক্ত পাণ্ডার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে নালিস করিতে কহিলাম, তাহাতে উত্তর করিলেন, আমি রাজার দরবারে শুনিয়াছি সরকার হইতে মন্দির রাজার পৈত্রিক বিষয় বলিয়া তাঁহাকে এনাএত হইয়াছে শ্রীযুত অদ্বৈত চরণ গোস্বামি প্রভৃতি কয়েক জন নালিস করিয়াছিলেন তাহাতে কিছু হয় নাই নালিস করিলে কি হইবে, ইহা কহিয়া নিতান্ত কাতর হইবায় আমি তাঁহার নানা প্রকার বিলাপবাক্যে তাপিত হইয়া শেষে তাঁহাকে কহিলাম কিকরিবে তোমার আয়ত্ত কি আছে, তোমাকে রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতে হইয়াছে, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবেক, তিনি যাহা কহেন তাহাই কর, নচেৎ আপনি আপনার পদে স্থির থাকিতে পারিবে না, বিবেচনা করিয়া দেখ এই রাজা জায়গার কারণ শ্রীযুত শ্যামসুন্দর পাটযোশি নামক জনেক পাণ্ডার কি অবস্থা করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য, অতএব তোমারদের বাটী ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ, মহাশয়, একি আশ্চর্য্য বিষয়, উক্ত রাজা মন্দিরে একটা সামান্য অধিকার পাইয়া সেবকগুলিনকে ছারখার করিতেছেন, ও দর্শনাভিলাষি যাত্রিগুলিনকে দর্শন করিতে না দিয়া অতিশয় ক্লেশ দিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট কি প্রজাসমূহের ক্লেশের কারণ শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ভার এক লম্পট রাজার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্য হইতে রাজা যাত্রিদিগকে ক্লেশ দিয়া যে মতে টাকা লইতেছেন তাহার মধ্যে কয়েক দফা লিখিতেছি বিবেচনা করিবেন।

আদৌ খজা ও পিণ্ডীকা বাবত যখন মন্দির রাজার জিম্বা হয় তখন অতি অল্প টাকা হার হারি প্রমাণ ধরা গিয়াছিল এইক্ষণে রাজা যাত্রিদিগকে ক্লেশ দিয়া খালি আন্দা ১০০০০ হাজার টাকার অধিক লইতেছেন, দ্বিতীয় শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের ভোগের যে প্রকার বরাদ্দ ছিল তাহা নাই, ভোগের জিনিস সকলের সেই২ নাম আছে কিন্তু যে জিনিসের ওজন একশের ছিল তাহার ওজন বর্ত্তমানে অৰ্দ্ধ শেরে ঠেকিয়াছে, শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের ভোগ হইয়া যে সকল প্রসাদ বাহির হইত তাহা সেবাতদিগের বেতনের পরিবর্ত্তে তাঁহারদিগকে দেওয়া যাইত, যৎ কিঞ্চিৎ অধিক হইত তাহা বিক্রয় হইয়া মূল্য সরকারে জমা করা যাইত, এইক্ষণে প্রসাদেরও ওজন কম করিয়া তাহার মধ্য হইতে এক এক প্রকার পৃথক ভোগ প্রস্তুত হয়. তাহা বিক্রয় করাইয়া সাবেক উৎপন্নাতিরিক্ত শালিয়ানা ১২০০০ টাকা আদায় করিয়া লইতেছেন, ও শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে চারি পার্শ্বে যে সকল খালি জায়গা ছিল অন্য অন্য লোকের নিকট হইতে টাকা লইয়া তাহারদিগের নিজের সরবর অর্থাৎ প্রসাদের ভাণ্ডার করিবার কারণ লিখিয়া দিতেছেন এরূপেও রাজার অনেক টাকা উপায় হইতেছে, তৃতীয়, রাজাবাহাদুরের চরেরা দিবা রাত্রি সেবাত লোকের ছল ধরিয়া মন্দিরের মধ্যে বেড়াইতেছে, সেবক লোকের কিঞ্চিৎ ছিদ্র পাইলেই রাজার নিকট ধরিয়া লইয়া যায় রাজা সেই লোকের জরীমানা করিয়া অনুমতি দেন যাবৎ জরীমানা না দেয় তাবৎ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেক না, এমত আজ্ঞা প্রকাশ পাইবায় দোষগ্রস্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ জরীমানার টাকা আদায় করিয়া আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, চতুর্থ, পূর্ব্বাবধি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে ষোল জন গোমস্তা ছিল, তাহারা ভিন্ন২ সেরেস্তায় থাকিত যদ্যপি কেহ জগন্নাথ জীউকে একটী টাকার জিনিস প্রদান করে তবে সেই ষোলজন গোমস্তা আপন২ জিম্মারদপ্তরে তাহার বেওরা লিখিয়া রাখিত, রাজা বাহাদুর সে সকল ক্রমে উঠাইয়া তড়াউ, ও দেউল করণ, ও বৈঠকরণ, ও ছত্তিশা নিয়োগ নায়ক, এই চারি জন গোমস্তার চারিটি দপ্তর বাহাল রাখিয়াছিলেন, আমার উত্তম রূপ অবগত আছে সরদার পাণ্ডা শ্রীযুত পদ্মনাভ পাটযোশি মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষাবধি মারহাট্টার ও তাহার পর ইংরাজ বাহাদুরের এমত হুকুম সকল আছে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের ভাণ্ডারে যে কেহ কিছু দিবে তাহা উক্ত পাণ্ডা মহাশয়েরা আপনারদিগের স্বহস্তে ভাণ্ডারে রাখিবেন, রাজা সাহেব প্রথমে উক্ত পাণ্ডার ভাণ্ডারের মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিবার যে অধিকার ছিল তাহা চ্যুত করিলেন, বৈঠকরণ ও ছত্তিশা নিয়োগ নায়কের গোমস্তার এরূপ যে দুই সেরেস্তা ছিল তাহাও উঠাইয়া দেন, কেবল রাজার অধীনে তড়াউ ও দেউল করণ ইহারা দুইজন ছিল ইহারদের দুই সেরেস্তা বাহাল রাখেন ও আপনার নিজের চাকর এক গোমস্তার এক সেরেস্তা নিযুক্ত করাইয়াছেন, শুনিতেছি জগন্নাথ দেবের ভাণ্ডারেতে উত্তম২ জিনিস সকল যাহা ছিল তাহার মধ্যে কতক২ জিনিস তফাত হইয়াছে কিন্তু যে সকল জিনিস তফাত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে সেই নামের এক একটা জিনিস বদলে রহিয়াছে, আরো শুনিতেছি যেসকল উত্তম২ জিনিস এইক্ষণে আয় হইতেছে, তাহার মধ্যে কতক কাগজে জমা হয়, কতক সেইরূপে স্থানান্তর হইতেছে, পূর্ব্বে শ্রীযুত জান পেটিওয়াট সাহেবের আমলে জগন্নাথ দেবের ভাণ্ডার মনান অর্থাৎ সুমারি সকল জিনিসের হইয়াছিল সে সুমারির কাগজ সরকার বাহাদুরের এলাকায় কালেকটরি সেরেস্তায় মজুদ আছে, যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট একবার সেই কাগজের সঙ্গে জগন্নাথ দেবের ভাণ্ডারে পূর্ব্বের যেসকল জিনিস ছিল তাহা মিলাইয়া সে সময়ের যে কোন বৃদ্ধ লোক আছে যাহারা সে সময়ে দেখিয়াছে, তাহারদিগকে বর্ত্তমান জিনিস দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে ভাণ্ডার সুমারির সময় এই সকল মাল ছিল কি, ইহা হইতে উত্তম মাল ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের উত্তরেতেই তফাত হইবার না হইবার বিষয় উত্তম রূপে বুঝিতে পারিবেন, যদ্যপিও সরকার বাহাদুর হিন্দুদিগের দেবালয়ের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না তথাচ এ এক প্রকার চুরী অতএব ইহাতে অবশ্য হস্তক্ষেপ করিয়া বিচার করিতে পারেন, তাহা না হইলে অরাজক কহিতে হইবেক, যদ্যপি ভাণ্ডারের ও আমদানির মাল তছরূপ না হয় তবে কি কারণ উপরি উক্ত দপ্তর সকল উঠিয়া গেল, ও সরদার পাণ্ডা পদ্মনাভ পাটযোশির যেভাণ্ডারে মালসমর্পণ করিবার সম্পূর্ণ

অধিকার ছিল তাহা কিকারণ রহিত হইল, ইহাতেই বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন, ইহার মধ্যে কত কারখানা আছে।

পুরীর রাজা বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষ দেবী উপাসক ছিলেন, তাহার পর সেগুরু ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ সন্তান বৈকুণ্ঠবাসি শীতলদেব গোস্বামিকে গুরু করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, এই রাজা রামচন্দ্র দেব বৈকুণ্ঠবাসি গোস্বামির শিষ্য, উক্ত রাজার প্রথমা রাণীর পরলোক হইলে রাজা বাহাদুর যখন দ্বিতীয় বিবাহ করেন তখন ৮ কাশী মিশ্রের মঠের মহান্ত রাজার নিকট দূত দ্বারা সমাচার দিলেন,, যদ্যপি রাজা আমার নিকট হইতে রাণীকে মন্ত্রগ্রহণ করান তবে আমি রাজাকে দুই হাজার টাকা নজর দিব,, তাহাতে রাজা বাহাদুর অস্বীকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ অধিক পাইবার মানস প্রকাশ করিবায় উক্ত মহান্ত ২২০০ টাকা নজর দিবায় রাণীকে মন্ত্র দিলেন, উক্ত রাজার ব্যাধিগ্রস্ত এক পুত্র আছেন অদ্য চারি দিবস হইল তাঁহার যজ্ঞোপবীত হইয়াছে, রাজারা যজ্ঞোপবীতের পরেই মন্ত্র গ্রহণ করেন, এখানকার একজন মঠধারি মহান্ত রাজগোপালদাসের চেলা মহান্ত সুদর্শনদাস ঐ রাজপুত্রকে শিষ্য করিবার সমাচার দিবায় রাজা কহিলেন তিনি "রামোপাসক যদ্যপি আমাকে ১০০০০ হাজার টাকা নজর দেন তবে আমি আমার পুত্রকে তাঁহার নিকট শিষ্য করাইব,, তাহাতে সুদর্শন দাস কহিলেন ,, আমি নগদ ৩০০০ হাজার টাকা ও বড় রাস্তার উপর শিমুলিয়া মঠের দরুন আমার মঠের এলাকার যে জায়গা রাজার নূতন বাটীর দক্ষিণে আছে তাহার মূল্যও ২০০০ হাজার টাকা হইবেক এরূপে আমি ৫০০০ হাজার টাকা তাঁহাকেদিব,,রাজা বাহাদুর চিরকালটাকার অধীন৫০০০ হাজার টাকার নাম শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন " আচ্ছা তিনি ইহা দিলে আমার পুত্রকে তাঁহার শিষ্য করাইব,, রাজা বাহাদুর ইহা কহিবায় সুদর্শনদাস রাজবাটীতে যাইয়া রাজার সমীপেতিন হাজার টাকা নগদ ও জায়গার এক খানি লিখন পঠন রাখিয়া দিলেন, তখন রাজা বাহাদুর সুদর্শন দাসের উপর আনন্দিত হইয়া তাহাকে গজরাজ বলিয়া এক উপাধি প্রদান করিলেন, তাঁহার পর সুদর্শন দাস রাজার মহাব্যাধিগ্রস্ত পুত্রের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেন, রাজা অর্থলোভে গুরু ত্যাগ পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট এমত অর্থলোভী লম্পট রাজার অধীনেও আমারদিগের সাক্ষাৎ পরমেশ্বর জগন্নাথ জিউকে ও তাঁহার বিপল অর্থের ধনভাণ্ডার সমর্পণ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টই আমারদিগের বিধাতা, যদ্যপি তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া ছিন্ন প্রজাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করেন তবে আমারদিগের আয়ত্ত কি আছে।

কয়েক সপ্তাহ গত হইল আমরা "কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরি,, নামক সাধারণ পুস্তকালয়ের ১৮৪৮। ৪৯ সালের রিপোর্ট পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, অনবকাশ প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অতএব অদ্য যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত বৎসরে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র যেরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছিল তাহা সাধারণকে স্মরণ করাইবার প্রয়োজন করেনা, সম্রাটাবধি দীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, এমত অশুভ সময়েতেও যে পুস্তকালয়ের কার্য্য সুনিয়মে স্বচ্ছন্দ রূপে চলিয়াছে বিশেষত পুস্তকালয় ধনে ও গ্রন্থে সমৃদ্ধিত হইয়াছে ইহাই পরমাহ্লাদের বিষয়, উক্ত গ্রন্থাগারে নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে সাধারণলোকেরা তথায় গমন করিলেই বিনা অর্থে তাহা পাঠ করিতে পারেন, অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সুবিবেচনা পূর্ব্বক তথায় ইংরাজী ও গৌড়ীয় ভাষার কয়েক খানা সমাচার পত্র ও গ্রহণ করিয়া থাকেন, পাঠকেরা তাহাও অনায়াসে পাঠ করেন, মনুষ্যের বিদ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও হিতকর অন্য কোন বস্তু নাই, অতএব বিদ্যা চর্চ্চা বৃদ্ধিতে মানবগণ সর্ব্ব বিধায় গৌরব প্রাপ্ত হন ইহা কেনা স্বীকার করিবেন, অতএব বিদ্যা বিষয়ক উন্নতি বার্ত্তা শ্রবণে কেনা পুলকিত হইবেন।

উক্ত সাধারণ পুস্তকালয় দ্বারা দেশের যে মঙ্গলহইতেছে ও যাহাসম্ভাবনীয় আমরা তাহা পুনঃ২ বলিয়াছি এবং বলিব, সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি সহ উক্ত পুস্তকালয় দেশের আরো কল্যাণকর হইবে।

বিদ্যানুরাগী রাজাসত্যচরণ ঘোষালবাহাদুর, বাবু প্রসন্নকুমারঠাকুর, বাবু রমানাথঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথঠাকুর, বাবুপ্রতাপচন্দ্রসিংহ, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবুপ্যারীচাঁদ মিত্রের লিখনানুসারে পুস্তকালয় হইতেবিলাতস্থ৫০সে সৈটিকে পত্র লেখা গিয়াছে ঐ সোসৈটির অধ্যক্ষেরা আপনার দিগের গ্রন্থাদি বিনা মূল্যে উল্লেখিত পুস্তকালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন, আমরা ভরসা করি বিদ্যা বর্দ্ধক তত্তাধৎ সভা ইহাতে সম্মত হইবেন ইহার পর পুস্তকালয় নূতন২ উত্তম গ্রন্থ দ্বারা পরিপূর্ণ হইবেক, এবং ঐ সকল গ্রন্থপাঠে এতদ্দেশীয়লোকেরা পরমোপকার জ্ঞান করিবেন।

১৮৩৫ সাল উক্ত পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতি বৎসর উন্নত হইতেছে সম্প্রতি তথায় প্রায় ২০০০০ গ্রন্থ সংগ্রহীত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত বৎসরে পুস্তকালয়ের স্বাক্ষরকারিগণের দ্বারা ১০৩২৫ ৮০/১০ এবং অধ্যক্ষগণের দান ২১১১।।১১ অর্থ সংগ্রহ হয়, ইহা ব্যতীত সাবেকহিসাবেযাহা প্রদত্ত হইয়াছিল তত্তাবৎএকত্রকরিলেপূর্ব্বোক্তবৎসরে১৩৮৫৭।৶৫ অর্থ দেখা যায়, কিন্তু সমুদায় ব্যয়ের তালিকাতে১৪৮৪১।১১ লেখে,তন্মধ্যে২৪৯৯/৫ধনে৫টাকাসুদি কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা গিয়াছে,অবগতি হইল অন্যান্যবৎসরে যে গবর্ণমেণ্টলোন ক্রয় হয় এবং কাপ্তান মিয়ারিং সাহেবের দানীয় অর্থ দ্বারা লাইব্রেরির কোষে এইক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধা ৮৯২০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ হইয়াছে।

লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণ মধ্যে অধুনা ৭৫ জন জীবিত আছেন, গত বৎসর প্রতি মাসে প্রায় গড়ে ২১২ জন স্বাক্ষরকারী হন, কিন্তু ইহার পূর্ব্ববৎসর গড়ে ২০১ জন স্বাক্ষর করেন অতএব ভরসাহয় বিদ্যানুশীলনের আধিক্যেতেই উক্ত পুস্তকালয়ের সাহায্যকারিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবেক, তাহাতে আরো উত্তম গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া পাঠার্থিগণের মনোরঞ্জন করিবে, অতএব আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় লোকেরা এই মঙ্গলজনকবিষয়ে অধিকসহায়তা করেন।

প্রস্তাব সমাপন কালে আমরা আর এক বিষয়ে হর্ষ প্রকাশ করি, লাইব্রেরির কিউরেটর মহাশয়েরা তাঁহারদিগের সহকারী অথচ আমারদিগের পরমাত্মীয় বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের কর্ম্ম কুশলতার বিশেষব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বদেশীয় লোকেরদের কর্ম্ম দক্ষতা ও
গুণগরিমা শ্রবণ ও প্রকাশ করিতে আ
মারদিগের অধিক আনন্দ জন্মে অতএ
উপরোধকরি সকলেই রাজপুরুষগণকে
তুষ্টকরিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হয়েন।

বিবিধ সমাচার।

পূর্ব্বে প্রকাশ হয় অযোধ্যাপতি দুরারো
গ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বরংএ
ত লিখিত হইয়াছিল তিনি সম্বৎসরা
ন্তে ঐ রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন, কি
ইণ্ডিয়ান টাইম্স পত্রের এক সম্বাদ
তার লিখিত সমাচারে আমরা আহ্লা
দিত হইলাম শ্রীযুত বাদশাহ ক্রমে
রাময় হইতেছেন, ইন্দ্রিয়ামোদে অ
শা লিপ্ত থাকাতেই তাঁহার রোগো
পত্তি হয় অতএব আরোগ্য হইয়া বা
শাহ ইহার পর দেহ নাশক ব্যাপা
কিঞ্চিৎ শৈথিল্য করিলে সৎকর্ম্ম ক
বেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত করণিক সা
বের সন্ততির প্রতি বিলাতীয় কর্ত্তা
হাশয়েরা বিশেষদয়া প্রকাশপূর্ব্বক
হারদিগকে পেন্সিয়ন প্রদানানুমতি
রিয়াছেন প্রধান রাজপুরুষগণের এ
কৃপাবলোকনে আমরা পরমাহ্লাদি
হইলাম।

সেতারা রাজ্য বৃটিসাধিকার ভু
করণানুজ্ঞাতে বোম্বাইস্থ লার্ড ফক
গু সাহেব তথায় নিযুক্ত করণার্থ বি
স কর্ম্মচারিগণকে বাছনী করিতেছে

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই
ছে যে ৮ সুলতান এয়াসীন সাহেব
মান কালে স্বীয় স্থাবর আদি যাহা
রজী ও মিঠাপুকুর ও রসাপাগলা
আছে শ্রীযুত হোমা ইউজহ ও শ্রী
সাহ রোখ বেগমকে তাহা দান কর
ছেন তাহার প্রতি বিবাদী অনেকে
ছেন তজ্জন্য তাহা বিক্রয় ও বন্ধক অ
তে কেহ গ্রহণ না করেন ইতি তা
৩০ আপরেল সন ১৮৪৯ সাল।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহ
লিকাতার শোভাবাজার বালাখা
বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যে
র ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি
শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ

সম্বাদ ভাস্কর

ভূত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দৃবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১১ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৫ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮১বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ২৪বৈশাখ শনিবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্রা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নিদ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষেরশ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরণর জেনরল বাহাদরের সম্মতি ক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎলিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরণর জেনরলবাহাদুরের ঐ সম্মতি পত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে। হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ আইন।

কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতক২ অংশি ও মহাজনেরদের মধ্যেযে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন।

গত প্রকাশিতের শেষ।

তফসীল।

আমরা পশ্চাৎ লিখিত কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজন ইহার দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একসেকুটির কমিটি আমারদের প্রত্যেক জনের পাওনার শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে প্রথম ডিবিডেণ্ট অর্থাৎ কিস্তি অগৌণে দিলে এ চিহ্নিত ইহার শেষে লিখিত যে তফসীল ব্যাঙ্কের মহাজনেরা কমিটির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে সেই তফসীল উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থে তন্মধ্য লিখিত পূর্ব্বকালের এবং এক্ষণকার, ঐ ব্যাঙ্কের নানা অংশির উপর ধার্য্য হওয়া অথবা অংশমতে দেয় টাকার তফসীলের ন্যায় গ্রাহ্য করি এবং উক্ত তফসীলের লিখিত উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোন অংশির বা অংশিরদের পূর্ব্বোক্ত মত ধার্য্য হওয়া বা অংশমতে দেয় টাকা স্বরূপ উক্ত তফসীলে তাঁহার নামের পার্শ্বে যে টাকা লেখা আছে সেই টাকা কোন অংশী বা অংশিরা সম্পূর্ণরূপে দেন তাঁহার বা তাঁহারদের বিরুদ্ধে কোন "সৈরি ফাসিয়স,, নামক পরওনা বাহির না করিতে বা প্রকারান্তরে তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত না করিতে বা তাঁহারদের সম্পত্তির উপর দাওয়া না করিতে অঙ্গীকার ও স্বীকার করিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় করিতে হইবেক না যে যাবৎ ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধার্য্য হওয়া টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে না দিয়াছেন তাবৎ তাঁহার নামে নালিশ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক কিম্বা ধার্য্য হওয়া টাকা দিবার পূর্ব্বে কোন অংশির বিরুদ্ধে যেকোন "সৈরি ফাসিয়স,, নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে কিম্বা যে কোন মোকদ্দমা বা নালিশ প্রকৃ প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশ করণিয়া ব্যক্তি তাহা চালাইতে চাহিলে তাহা চালইবার ও নির্ব্বাহ করিবার প্রতিবন্ধক হইবেক। আরো ধার্য্য হইল যে উক্ত তফসীলের লিখিত কোন অংশী ভারতবর্ষে বাস করিলে অদ্যকার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে অথবা ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার উপর ধার্য্য হওয়া টাকা যদি না দেন অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটিকে ঐ টাকার জামিন না দেন এবং ঐ কমিটি তাহা প্রচুর স্বীকার না করেন তবে ঐ ধার্য্য হওয়া টাকা শতকরা ১০ টাকার হিসাবে বাড়ান যাইবেক এবং যাবৎ ঐ টাকা পরিশোধ না হয় অথবা তাহার জামিন না দেওয়া যায় তাবৎ তৎপরে প্রত্যেক তিন২ মাসান্তরে শতকরা ত তুল্য টাকা বাড়ান যাইবেক। আরো ধার্য হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটি ঐ অংশমতে দত্ত টাকা পাইয়া সমর্থ হইলে আমারদের এক২ জনের দাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওন পর্য্যন্ত সময়ক্রমে আমারদের পাওনা টাকার আরো ডিবিডেণ্ট অর্থাৎ কিস্তি দিবেন এবং যখন আদায় হওয়া টাকা অবশিষ্ট দাওয়ার শতকরা ১০ টাকার তুল্য হয় তখন তাঁহারা সেই হারে এক নূতন ডিবিডেণ্ট প্রকাশ করিবেন ও দিবেন।এবং আরো ধার্য্যহইল এবংইহারদ্বারা অতিস্পষ্টরূপেপ্রকাশ হইতেছে ও স্বীকার হইতেছে যে উক্ত

ব্যাঙ্কের সম্পত্তির উপর আমারদের আইনক্রমে বা একুটিমতে যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল এবং পূর্ব্বকালীন কিম্বা এক্ষণকার যে সকল অংশী তাঁহারদের উপর পূর্ব্বক্রমমতে ধার্য্য হওয়া সম্পূর্ণ টাকা না দেন তাঁহারদের বিরুদ্ধে আমারদের যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল। এবং ইহার সাক্ষ্য স্বরূপ আমরা এই এক হাজার আট শত আট চল্লিশ সালের পঁচিশা সেপ্তেম্বর তারিখে একং করিয়া দস্তখৎ করিলাম ইতি।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং
সেক্রেটারী।

নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

ময়মনসিংহের আমবাড়ীয়া নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু পদ্মলোচন রায় চৌধুরী।

কলুটোলা নিবাসি শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিক।

সম্বাদ ভাস্কর

আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা এইক্ষণে স্মরণ করুন আমরাই সর্ব্বাগ্রে লিখিয়াছিলাম ঢাকার কমিস্যনর বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডনবর সাহেব কলিকাতা নগরীয় সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারক শ্রীযুত টকর সাহেবের আসনে উপবিষ্ট হইবেন, এইক্ষণে তাহাই সত্য হইল, সাধারণ বন্ধু গুণসিন্ধু ডনবর সাহেব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছেন, দুই চারি দিবস মধ্যেই সদরে শ্রীযুত টকর সাহেবের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সদর দেওয়ানি আদালত নামক বিচার স্থলকে উজ্জ্বল করিবেন, শ্রীযুত ডনবর সাহেব এতদ্দেশীয় সকল ভাষায় বিচক্ষণ, বিশেষত গৌড়ীয় ভাষায় সিবিল শ্রেণীর মধ্যে শ্রীযুতের তুল্য অধিক লোক আছেন কি না আমরা বলিতে পারিলাম না, অনুমান করি গবর্ণমেণ্টের বিখ্যাত সেক্রেটরি শ্রীযুত হালিডে সাহেব ও শ্রীযুত ডনবর সাহেবের সহিত গৌড়ীয় ভাষায় আলাপ করিয়া তুষ্ট হইবেন, এবং বিচার বিষয়ে শ্রীযুতের বুদ্ধির প্রখরতার উপমাস্থল কোথায় আছে আমরা তদন্বেষণে নিশ্চিত করিতে পারি নাই অতএব অনুমান হইতেছে এমত উপযুক্ত মহাশয় কিঞ্চিৎকালপরেই স্বকীয়গুণেব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের একজন অধ্যক্ষ হইবেন, ঢাকা নগর হইতে বিদায় কালীন শ্রীযুতের জন্য রাজ পথের উভয় পার্শ্বে প্রজাদিগের কেবল কোলাহল ক্রন্দনধ্বনি হইয়াছিল, এবং শ্রীযুত ডনবর সাহেব চব্বিশ পরগণার কমিস্যনরি পদ পরিত্যাগ করিয়া যখন ঢাকায় গমন করেন তখন চব্বিশপরগণা বাসি ভদ্রলোকেরাও শ্রীযুতের জন্য এইরূপ খেদ করিয়াছিলেন, ডনবর সাহেব মাজিস্ত্রেট অবধি কমিস্যনরি পর্য্যন্ত তাবৎ কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুতের গুণ বুঝিয়া উচ্চপদস্থ করিলেন ইহাতে আমরা আনন্দিতহইলাম, শ্রীযুত ডনবর সাহেব শ্রীযুত টকর সাহেবের আমলাগণ লইয়া উত্তমরূপে কর্ম্ম করিবেন, এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি এই বিখ্যাত বিচারকর্ত্তা যেমন উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইলেন তেমনি সুখ্যাতি ভূষণে বিভূষিত হইয়া সাধারণেরও গবর্ণমেণ্টের আরো অধিক প্রিয়পাত্র হউন।

অবগতি হইল ইনি কর্ম্মের ভারগ্রহণ করিলে অভিনব সূক্ষ্মদর্শী বিচারক কলবিন সাহেব খাস কমিস্যনরী সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা নিষ্পাদনে প্রবর্ত্ত হইবেন এবং অবকাশমতে দেওয়ানী ও নেজামত মোকদ্দমার বিচার করিবেন, সম্প্রতি দেওয়ানী ও নেজামত সম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমা তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল শ্রীযুত ডনবর সাহেবের হস্তে সেই সকল বিষয় আসিবে অতএব বাদি প্রতিবাদিরাই সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁর সুখ্যাতি ব্যাখ্যা করিবেন আমারদিগের তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

পূর্ব্ব খাস কমিসনর শ্রীযুত করি সাহেব অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, এজন্য কিছুকাল হইল নগরীয় মান্য জজ শ্রীযুত জেকসন সাহেব খাস কমিস্যনরিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, অধুনা গবর্ণমেণ্টসদরের ইংরাজিকর্ম্ম তাঁহারহস্তে অর্পণ করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি খাস কমিস্যনরী বিষয়ে মনোযোগ করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন না অতএব প্রায় মাসত্রয় সেসকল বিচার স্থগিত রহিয়াছে ইহাতে অর্থি প্রত্যর্থি গণের যে অর্থ নষ্ট অনিষ্ট কষ্ট কত হইয়াছে তাহা আমারদিগের বলিবার অপেক্ষা করেনা, এইক্ষণে প্রার্থনা করি শ্রীযুত কলবিন সাহেব তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া প্রজাগণকে সদ্বিচারে সুখী করেন।

বিবিধ সমাচার।

বোম্বে টেলিগ্রাফ পত্রে প্রকাশ হয় বাঙ্গাল বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ রাজ্যস্থ সাধারণ লোকেরা প্রতি মাসে দুইবার বিলাত হইতে পত্রাদি পাইতে ও তথায় পত্রাদি পাঠাইতে পারেন এমত উপায় হইতেছে, ইহা সুসিদ্ধ হইলে লোকেরদের বিশেষোপকার দর্শিবেক।

পঞ্জাব রাজ্যের কোনং স্থানে ব্রিটিস সৈন্যেরদের সিবির সংস্থাপিত হইবেক, কেবল আমারদিগের নবীন মহারথির আগমনাপেক্ষায় তাহার স্থল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কিন্তু অনেকে অনুমান করেন যে সকল স্থান মনোনীত করা হইয়াছে তাহার কতক তিনি পরিবর্ত্তন করিবেন।

উত্তর পশ্চমাঞ্চলীয় লেপ্তেনেণ্ট গবরণর শ্রীযুত ভামসন সাহেব কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য হইয়াছেন এতৎ সমাচারে আমরা সুখী হইলাম।

হরকরা পত্রে প্রকাশহয় সুপ্রিমকোর্টের জজ মান্যবরস্যারজেমস ডবলিউ কলবিলএবং সদরজজ জে আর কলবিন এবংজে,ডবলিউগ্রাণ্টসাহেবকলিকাতা পবলিক লাইব্রেরির জন্য পুস্তক বাছনীর নিমিত্ত এক কমিটিভুক্ত হইয়াছেন, পুস্তকালয়ের কিউরেটর মহাশয়েরাও এই কমিটি নিবিষ্ট হইবেন।

পঞ্জাবরাজ্যে অধিক সূত্রধর ও গৃহনির্ম্মাতা অপর কারিগর অধিক নাই এজন্য অনেক স্থলে সৈন্যঘর প্রস্তুত হইতেছে না, ইহাতেই সৈন্যগণকে এই প্রখর প্রভাকর উত্তাপে সিবির মধ্যে থাকিবার ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে।

স্যার ডর্ডলি হিল সাহেব সর হিগু ডিবিজনের সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় কর্ম্মের ভারগ্রহণ করিয়াছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক আমরা ইতঃপূর্ব্বেলিখিয়াছিসদরেরশ্রেষ্ঠউকীল বাবু প্রসন্নকুমারঠাকুরতথায়এক আইন পুস্তকালয় সংস্থাপন করণাভিপ্রায় করিয়াছেন, অবগতি হইল গত মঙ্গলবারে বাবু তদুদ্যোগে তথায় সহযোগী উকীলগণের এক সভা আহ্বান ও কতক পুস্তক আনয়ন করেন ইহার বিস্তারিত বিবরণ আগামিতে প্রকাশ করিব।

পলায়ন পরায়ণা লাহোরীয়া রাণীর এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান হয় নাই, ষ্টারের এক পত্রপ্রেরক লেখেন আনুমানিক সন্দেহ হইয়াছিল পাটনা হইতে গমনশীল এক রাজা যিনি সংপ্রতি এলাহাবাদে প্রায় দুই সহস্র অনুচর সহ অবস্থান করিতেছেন রাণী তাঁহার আশ্রয়ে আছেন অতএব মাজিস্ত্রেট সাহেব এক স্ত্রীলোক যে ইতঃপূর্ব্বে উক্ত রাজমহিলাকে দেখিয়াছিল তাহার দ্বারা ঐ রাজার সিবিরাদি ও অবস্থান স্থান অনুসন্ধান করান কিন্তু ইহাতে লাহোরীয় রাজমহিষীর দেখা পান নাই।

X আমরা আহ্লাদিতহইয়া অদ্যবাসরীয় ভাস্করেরশেষাংশেতত্ত্ববোধিনীসভারউপাচার্য্যেরলিখিতএকবিজ্ঞাপনপ্রকাশ করিলাম, এই বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যক্ত হইবে আগামি কল্য তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মহাশয়েরা সভা করিবেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার যে টাকা আছে ব্রাহ্ম্য সমাজের উপকারার্থ তাহা দিবেন কিনা এই বিষয় বিবেচনা হইবে, অতএব আমারদিগের এই এক আনন্দের বিষয় তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়মিত ব্যয় সমাধার পরে সভ্য মহাশয়েরা কিঞ্চিদর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছেন, এবং তদতিরিক্ত পরমানন্দের হেতু এইযে সঞ্চিত ধন ব্রাহ্ম্য সমাজের সাহায্যার্থ দিবেন, এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশেষত আমারদিগের জ্ঞানগুরু রাজা রামমোহন রায় এহ ব্রাহ্ম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উক্ত সমাজ সংস্থাপন কালীন বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রায় কালীনাথ চৌধুরী, উক্ত রাজার সহকারী ছিলেন, তৎপরে জ্ঞানি রাজা যখন বিলাত গমনের উদ্যোগ করেন সেই কালেই প্রসন্নকুমার বাবু স্বতন্ত্র হইলেন, এবং সুবোধ রাজা বিলাত গমন কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু রাধাপ্রসাদ রায়, বাবু রমানাথ ঠাকুর, রায় বৈকুনাথ চৌধুরী এই তিন জনকে ব্রাহ্ম্য সমাজের অধ্যক্ষ করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পণ্ডিতাধ্যক্ষ রাখিয়া যান, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এই সকল মহাশয়েরা ধনাঢ্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, ইহারা

…পণে ব্রাহ্ম্য সভার উন্নতি করিবেন, …তাঁহার বিলাত গমনের কিঞ্চিৎ …ল পরেই উদ্যমদাতা রায় কালীনা… চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু হইল, এ… মাকিণ্টাস কোম্পানিদিগের বাণি…লয়ও গেল,] ইহাতেই রাধাপ্রসাদ …বু অবসন্ন হইলেন, এবং বোধ হয় ব্রা…্য সমাজের জন্য যে ধন রাজা রামমোহন রায় রাখিয়া গিয়াছিলেন মা…টাস কোম্পানির বাণিজ্যাগারের …ন্ত্যষ্টিক্রিয়াতেই সেই ন্যস্তধন বিন… হইয়া থাকিবে, কিন্তু ব্রাহ্ম্য সমা… পরমেশ্বরের উপাসনা স্থান, পরমে…রাপাসকেরা অবশ্যই এই ধর্ম্মাগা…র প্রতি স্নেহ করেন, অতএব অদ্বি…য় বুদ্ধিমান বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর …নি রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান …ষ্য ছিলেন তিনিই স্বকীয় ব্যয়ে ব্রা… সমাজ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে …এবং যৌবনবিবেক পিতৃভক্তি পরা… বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর সেই সময়ে …কীর্ত্তিপতাকা, তত্ত্ববোধিনীর সহিত …হ্ম্য সভার সংযোগ করেন, বোধ হয় …বধি ১২৫৪ বৎসরের শেষ পর্য্যন্তও …বেন্দ্র বাবু উত্তমরূপে উভয় সভার …া নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তৎপরে দে…ন্দ্র নাথ ঠাকুরের উপর আপদমালা …তিতা হইয়াছিল, তাহাতেই আমরা …ত্ত্ববোধিনীর ও ব্রাহ্ম্যসমাজের অনিষ্ট …াবনায় ভাবিত হইয়াছিলাম কিন্তু …ব্রহ্ম নিষ্ঠ শিষ্টস্বভাব দেবেন্দ্র বাবু …ার পুণ্য প্রতাপে তাবদুপদ্রব হই… বিমুক্তি পাইয়া পুনরায় সভারপ্রতি …পূর্ণ মনোযোগ করিতে সক্ষম হইয়া…ন অতএব আমরা আনন্দিত হইয়া স…াধারণকে জানাইতেছি তত্ত্ববোধি… ও ব্রাহ্ম্যসমাজের বিষয়ে আর চি… নাই, এইক্ষণে পরমেশ্বর সমীপে এ…মাত্র প্রার্থনীয় দেবেন্দ্র বাব সহোদর …রিবারাদি সহিত স্বচ্ছন্দে থাকিয়া স…র কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ ক…িতে পারেন।

কলিকাতা নগরে দিবাভাগেও ডাকাইতী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, গত দি… বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি সিংহা… গ্রামবাসী নবীন নামক এক ব্যক্তি …দ ৬৷৷০ টাকা লইয়া কলিকাতা হই… আপন গ্রামে গমনার্থ স্বগ্রামবাসী …লকাতা কলুটোলা প্রবাসি রামধন…কে সমভিব্যাহারী করণ জন্য শোভাবাজার হইতে কলুটোলায় গমন করিতেছিল, ইতিমধ্যে ভেদুয়ার সান্নিধ্য কয়েকজন তস্কর তাহার প্রতি আক্রমণপূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিল, বেলা ৯ ঘণ্টাকালে রাজধানীর এক প্রকাশ্য পথে পোলীস প্রহরীর সম্মুখে যখন এরূপ অত্যাচার হইল তখন পোলীস কিরূপে প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবেন বলিতে পারি না, কয়েকদিন গত হইল মনিমেণ্টের নিকট এক স্ত্রীলোকের শব দেখা যায়, কিন্তু অদ্যাপি হত্যাকারির কিছুমাত্র অনুসন্ধান হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট ইহা দেখিয়া শুনিয়াও পোলীসের প্রতি বিহিত বিবেচনা করেন না ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

X বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ২৪ মার্চ পর্য্যন্তের সমাচারাগত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মহারাজ্ঞীর ও বিলাতরাজ্যের কুশলবার্ত্তা প্রকাশ পায়, এই মেলে আমারদিগের নবীন মহারথী স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেব এতদ্রাজ্যে আসিয়াছেন বীরবরের বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বে শ্রীমতী কুইন বিকটোরীয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অসবরণ নামক রাজনিলয়ে ১৫ তারিখে একত্র ভোজন করেন, তৎপরে ১৭ তারিখে তিনি শপথ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি ও কৌন্সেলের অতিরেক অধ্যক্ষ পদাভিষিক্ত হন, তদ্দিবসীয় রজনীকালে কোর্ট আফ ডাইরেকটর্সের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নেপিয়র সাহেবকে সমারোহ পূর্ব্বক এক ভোজ দেন, এবং সভাপতি মহাশয় ঐ সভামধ্যে প্রথমত এই বক্তৃতা করেন ভারতবর্ষীয় সংগ্রামে সৈন্যগণের তদধ্যক্ষের প্রতি সংপূর্ণ নির্ভর করণ অতি প্রয়োজনীয় হয়, স্যার নেপিয়রের কর্ত্তৃত্বাধীনে সেভরসা অধিক জন্মিবেক, তৎপূর্ব্ব কীর্ত্তি সকল তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মের উত্তম প্রতিভূ হইতে পারে, আমার বীরবর বান্ধব নেপিয়র যে বর্ত্তমান উৎপাত শান্তির উপযুক্ত পাত্র ইহা আমারদিগের স্বীকার্য্য এবং মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতি যেমত আশ্বাস রাখেন কোর্ট আফ ডাইরেকটর্সের অধ্যক্ষের ও তদ্রূপ আস্থা করেন, এবং আমি এই প্রার্থনা রাখি এতদ্রাজ্যের সম্মান ও গৌরবেরসহিত ইনি প্রত্যাগমন করিবেন।

স্যার চার্লস এতদুত্তরে এই মাত্র বলেন মান্যতম ডিউক আফ উইলিংটন মহাশয়ের উপরোধে মহারাজ্ঞীর আজ্ঞাক্রমে আমি ভারতবর্ষে গমন করিতেছি এবং বোধ হয় ইহাতে আমার স্বদেশস্থ লোক সকলের অভিমত আছে।

নেপিয়র সাহেবের বিদায় পূর্ব্বে পোর্টস্মেটচ স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে এক এডরেস প্রদান করেন, তাহাতে তিনি তাঁহারদিগের নিকট যথেষ্ট বাধ্যতা জ্ঞাপন করিয়া কহেন আমি ইতঃপূর্ব্বে বিলাতে আগমন করিলে তোমরা আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা তৎকালে আমার গৌরবকর হয় এইক্ষণে পুনরায় সম্মানে বিদায় করিতেছ অতএব অধুনা আমি চিন্তা করিতেছি আমার অল্পগুণে ইংলণ্ডবাসী লোকেরদের যে ভাবোদয় হইয়াছে তাহা পাছে রক্ষা করিতে অক্ষম হই কিন্তু আমার নিয়োগকর্ত্তাগণেরসাহায্যে, যুদ্ধনিপুণ অধীন সৈন্যগণের সাহসে এবং সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের কৃপায় আমার সম্পূর্ণ শুভ প্রত্যাশা আছে।

অবগতি হয় লেডী নেপিয়র এযাত্রায় পতিসহ আগতা হন নাই।

ইংরাজি পত্রে লেখে মেজর জন পিট কেনেডি সাহেব নবীন মহারথির মিলেটরী সেক্রেটরী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং মেজর বনবরী, কর্ণেল নেপিয়র, এবং কাপ্তান নেপিয়র শ্রীযুতের ষ্টাপ সম্বন্ধে এবং মেজর মেকমাডো. উইলিয়ম নেপিয়র, স্যার গাই. কেম্পবেল, এবং কাপ্তান বিঙ্গ এডিকম্প পদে মনোনীত হইবেন।

কোর্ট আফ ডাইরেকটর্সের ১৪ দিবসীয় বৈঠকে আলেকজণ্ডর বেল সাহেব বোম্বাই রাজ্যস্থ কৌন্সেলের প্রোবিজনল মেম্বরী পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের বিষয় পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বিবেচনা হইবেক. এবং কোর্ট আফ ডাইরেকসের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ দেখাইতেছেন।

ফ্রান্স রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত আছে বাণিজ্যাদির ক্রমোন্নত হইতেছে, লুইস নেপোলিন দিনং অধিকতর প্রজাপ্রিয় হইতেছেন।

হলেণ্ড রাজ্যের রাজার মৃত্যু হইবাতে যুবরাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন।

ডেন্মাক রাজ্যের সহিত প্রুষিয়াধিপতির সংগ্রাম সংঘটন সম্ভাবনা হইয়াছে।

মর্ণ্ণিং সাইট পত্রে লেখে ডিউক আফ উইলিংটন সাহেব লার্ড গফসাহেবকে মুলতান জয়োপলক্ষে আহ্লাদ জ্ঞাপক এক পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন তিনি স্বেচ্ছামতে জেনরল নেপিয়রকে ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতিত্বকর্ম্মের ভারার্পণ করিলে তিনি তৎপদ গ্রহণ করিবেন, ইহা সত্য হইলে বৃদ্ধ বীরেরসম্মান রক্ষা পায়।

গত কল্য রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্রগণকে হিন্দু কালেজে রাখিতে তাঁহার গাড়ি গমন কালে এক বালক তৎসম্মুখে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়, অবগতি হইল ইহাতে শারথির অপরাধ ছিল না সেবালক রক্ষা পাইবেক।

প্রেরিত পত্র।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সম্বাদ ভাস্কর
সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণে।

প্রভাকর সম্পাদকের সুনীতি চিহ্ন।

প্রণতি মিনতি পূর্ব্বক মস্মাকমিদমাবেদনং।

পুরাতন বৎসরের গমন এবং নূতন বৎসরে আগমনোপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অন্তিম রজনীতেপ্রভাকর সম্পাদক মহাশয় এতন্নগরীয় অধ্যাপক এবং স্বজন বন্ধু পাঠকবর্গ ও গুণগ্রাহক মহানুভবদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আহ্বান পরঃসর সর্ব্বদেশের সৌভাগ্য বর্দ্ধক বিষয়ে সদভিপ্রায় সংযুক্ত সদ্বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির মনোরঞ্জন করতঃ স্বীয় সরলতা স্বভাবতঃ সবিনয় বাক্য ও ভোজনে দানে ও সম্মান প্রদানে যেপ্রকার তৃপ্ত করিয়া প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, গত ৩০ চৈত্র বুধবার যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে তৎসম্পাদক মহাত্মা তদ্রূপ সমারোহ পূর্ব্বক সভা করিয়া নিয়মিত কার্য্য সম্পন্ন করতঃ সজ্জন সমাজে সমাদৃত ও সর্ব্বহিতৈষী প্রিয় বান্ধব রূপে গণ্য হইয়াছেন, ঐ সভায় এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত শিষ্টবর বাবু নীলমণি মতিলাল, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, বাবু হরি

মোহন সেন প্রভৃতি বহু সংখ্যক গুণগ্রা
হক ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি
মহামহিম পণ্ডিতগণ ও পাঠকবর্গ সাক
ল্যে তিন শতাধিক ব্যক্তি এবং সম্পাদ
কের সহযোগি সম্পাদক মহাশয়েরা স
ভ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন, আমিও তথা
য় সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে সভাস্থ
হইয়া সভার শোভা দেখিয়া এবং সম্পা
দকমহাশয়পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ে এবং ব
ঙ্গদেশের ব্যক্তিদিগকে জ্ঞান শিক্ষা প্র
দান বিষয়ে সুদীঘ তদ্বক্তৃতা যাহা করি
লেন তাহা শ্রবণ করিয়া কি পর্য্যন্ত আ
হ্লাদিত হইয়াছি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত ও ব
র্ণদ্বারা বর্ণন করিতে পারি না, আমার
মনে এই মাত্র উদয় হইল জগদীশ্বর ঈশ্ব
র বাবুকে দেশোপকারক রূপে সৃষ্টি ক
রিয়াছেন এতদ্ধেতু তাঁহার নিকট কৃত
জ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য, আরো যে
ভাবের আবির্ভাব হইল তাহার কিঞ্চিৎ
আভাস ব্যতীত প্রকাশের শক্তি হইল
না যথা,, কে বলে ঈশ্বর গুপ্তব্যাপ্ত চরা
চর, যাহার প্রভাবে প্রভা পায় প্রভাক
র ,, এই শব্দ সর্ব্বদা উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃ
তজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকি শ্রীচরণে
আবেদন মিতি।

শ্রীগোলোকনাথ দত্ত দাসস্য।
নিবাস মজিলপুর।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়
সারাসার বিচারকবরেষু।

হে সম্পাদক মহাশয়, আমারদি
গের রাজ্যাধিকারিরা এইক্ষণে পঞ্জাব
জয় করিয়া তাবদীয় ভারতবর্ষের প্রভু
হইলেন, বোধ হয় তাঁহারাদিগের এই স
ম্পূর্ণ সম্পদ কালীন আপনারদিগের
পূর্ব্বতন ব্যবহার বিস্মরণ হইয়াছেন, ন
চেৎ এতাদৃশ উম্মত্ত হইয়া নিষ্ঠুরতাচর
ণ কিনিমিত্ত প্রবর্ত্ত দেখিতেছি, মহা
শয়, আপনকার অবশ্য স্মরণ থাকিবে
ক ইংরাজদিগের প্রথমোদ্দীপন কালী
ন চেৎসিংহ ও উজীরআলী প্রভৃতি অ
নেকানেক এতদ্দেশীয় ভূপতিরা স্বহ
স্তে রেসিডেন্ট সাহেবদিগের মস্তক চ্ছে
দন করিয়াও মাসিক বেতনে ও জাই
গীর ভোগে কালযাপন করিতে পারি
য়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এইক্ষণে মূল
রাজ এক জন ক্ষুদ্র ইংরাজের হত্যাকা
রিকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াছি
লেন এই অপরাধে সেই বীরপুরুষের
প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরানুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া
ছে, এক জন সামান্য ইংরাজ হত্যার
প্রায়শ্চিত্ত শতং ব্যক্তির প্রাণনাশ হই
য়াও সমাপন হইল না, অবশেষে মহা
বীর মূলরাজকেও মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত
স্বীকার করিতে হইবেক, মহাশয়, আ
মি জিজ্ঞাসা করি যদ্যপি এক শত জন
একত্র হইয়া এক ব্যক্তির প্রাণ হরণ ক
রে তবে সেই এক শত জনকেই কি এ
কেবারে ফাঁসী দেওয়া হইতে পারে,তা
হা যদ্যপি না হয়তবে গুজরসিংহেরপ্রা
ণ দণ্ড করিয়াও ইংরাজ বাহাদুরেরা পু
নশ্চ মূলরাজের প্রতি কিনিমিত্ত কোপ
দৃষ্টি করিতেছেন অতএব বোধ হয় অস্ম
দীয় শাসনকর্ত্তা দিগের এতদ্ব্যতীত অ
ন্য কোন পরামর্শ থাকিবেক, সে যাহা
হউক, ফলতঃ রাজশাসনের অনিয়মে
কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তির জীবন নষ্ট করাও
আমারদিগের মতে অতিশয় পাপক্রি
য়া, বিশেষতঃ শীকজাতিরা মহাবল ও
পরাক্রান্ত,তাঁহারদিগের অন্তঃকরণেভয়া
পেক্ষারাগোদ্রেকের অধিকসম্ভাবনা, অ
তএব যদ্যপিইতঃপরে শীকেরা পুনর্ব্বা
র গাত্রোত্থান করিয়া কাবোলস্থ প্রজা
গণের ন্যায় রাজপুরুষদিগের প্রাণ বি
নাশে উদ্যত হয় তবে তাহারা সাধার
ণ সমাজে দোষী হইবেক না, যেমত
বাকযুদ্ধ হইতেং যে ব্যক্তি প্রথম অ
স্ত্রাঘাত করে সেই ব্যক্তিই দোষী হয়,
তাদৃক আমার দিগের ভূপতিরাই অ
তঃপরে রক্তারক্তি কাণ্ডের মূলীভূত
হইবেন।

আমারদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে ইং
রাজ বাহাদুরেরা বীরপুরুষ হইয়াও সর
ল ও মহৎ স্বভাবকে অতিক্রম করেন
ন , বীরপুরুষেরা যেমন স্বীয়ং প্রতিযো
দ্ধা পাইলে অত্যন্ত আহ্লাদযুক্ত হয়েন
এবং উপযুক্ত প্রহার প্রাপ্ত হইলেও শ
ত্রুরপ্রশংসা করেনতাদৃক আমারদিগের
রাজ্যেশ্বরেরাও শীকজাতির বিশেষ প্র
শংসা পূর্ব্বক তাহারদিগের প্রতি কৃ
পাবলোকন করিবেন।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের প্রথমাগ
মনাবধি তাঁহারদিগের প্রচণ্ড তেজঃ স
হ্য করণক্ষম এমত কোন বিপক্ষদলের
সহিত যুদ্ধ হয় নাই, সকসেই অতি শী
ঘ্র পরাজয় মানিয়া তাঁহারদিগের দাস
ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কেবল শীক সর
দারেরা যদ্যপিও প্রতিযোদ্ধা না হয়ে
ন তথাপি সাহসিক শত্রু বটেন অতএব
বীরপুরুষ ইংরাজদিগের উচিত হয় শী
কদিগের প্রতি অনুচিত নিষ্ঠুর ব্যবহা
র না করেন কিন্তু যেরূপ দেখিতেছি ই
হাতে বোধ হয় শীকদিগের পরাক্রম দ
র্শনে তাঁহারা ভীত হইয়া থাকিবেন,
নচেৎ এতদ্রূপ তাবৎ নিষ্ঠুর ক্রিয়াতে
উৎসাহ কিজন্য হইতেছে।

এতদ্বিষয়োপলক্ষে ইংরাজি সমা
চারপত্র সম্পাদক মহাশয়গণের প্রতি
ও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে পত্র বাহুল্য হ
ইলেও তাহাতে মৌনাবলম্বন করিতে
পারি না, উক্ত সম্পাদক মহাশয়দিগে
র মধ্যে কেহং মূলরাজের ফাঁসীর বিষ
য়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন,
মহাশ, আমার যথার্থ বিশ্বাস ছিল রক্ত
মাংসে নির্ম্মিত শরীর বিশিষ্ট কোন ব্য
ক্তি কাহার প্রতি এই মহাদণ্ডের অনু
জ্ঞা শ্রবণ করিলে সুখী হইতে পারেন
না, তবে না করিলে নয় এই ভাবিয়া ম
নকে প্রবোধ দেন, কিন্তু সেই বিশ্বাস এ
ইক্ষণে ভ্রমাত্মক বোধ হইতেছে, সাহেব
লোকদিগের স্বজাতিস্নেহ এমত বলবান
হইয়া উঠিয়াছে নির্দ্দোষির প্রাণবিনা
শেও তাঁহারা সন্তোষ প্রকাশ করিতে
ছেন, সম্পাদক মহাশয়, আমার বোধ
হইতেছে সাহেব মহাশয়েরা বগল বা
জাইয়া কহিতেছেন "আমারদিগের
গায়ে হাত তোলা অমনি নয়, দেখরে
বাঙ্গালিরা সামান্য এক এগনু সাহেব
কে হত্যা করিয়া কতবেটা হিন্দু ফাঁসী
কাঠে ঝুলিতেছে,, হে জগদীশ্বর, এত
দ্দেশীয় লোকসকলকে কি মহাপাপের
শাস্তিস্বরূপ এই ভ্রমসাগরে মগ্ন করিয়া
ছ যে তাঁহারদিগেরমধ্যে নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা
ও হিন্দুবন্ধু নামে বিখ্যাত হইতেছেন।

কস্যচিৎ অপক্ষপাতিনঃ।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামী ২৫ বৈশাখ রবিবার অপ
রাহ্ণ পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম্য সমাজের
দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হই
বেক সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ
হইবেন। ঐ সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তি
ক মাসীয়২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গ
ত বৎসরের সমুদায় কর্ম্ম সাধারণরূপে
জ্ঞাপন করা যাইবেক।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বি
জ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত সাম্বৎসরিক
সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসের
প্রচলিত নিয়ম পত্রের। ৩। ৪। ১৪। ১৭
। ২১ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হ
ইবেক। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের দ্বি
তল গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্
য় হওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার কা
লয় নির্ম্মাণ জন্য যেকিছু টাকা আ
তাহা ব্রাহ্ম্য সমাজে দান করিবার প্র
ব ও বিচারিত হইবেক।

নিয়ম।

৩ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য
ত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৪ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ
কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন
একত্র হইবার জন্য উপস্থিত স
রা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ দণ্ডা
ল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যে
তাঁহারদিগের অধিকাংশের ম
সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে
দিন স্থির করিতে পারিবেন।

১৪ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার
ত গৃহণ যোগ্য অনূ্যন দশ জ
ভ্যের অথবা নিরূপিত সময়ে
জন সভ্য একত্র না হওয়াতে
বিশেষ সভা না হইলে তাহার
সম্পাদন জন্য উপস্থিত সভ্য
র অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব
নে বিচারণীয় হইবে, সেই প্র
এবং সেই দিন সম্বলিত বিশে
ভার কারণ সেই ভাবি সভার
মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পা
অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী
কাতে সেই সভার দিন এবং
র্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্য
কে সংবাদ দিবেন।

১৭ বিশেষ সভায় কোন প্রস্তাব নি
হইবার পূর্ব্বে সেই প্রস্তাব বিষয়ে
ধ্যক্ষদিগের অভিপ্রায় সম্পাদক
ভ্যগণকে বিশেষ সভাতে অব
করিবেন।

২১ বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্ব
রিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন
তে নকল প্রস্তাব করিতে পারিবে

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর
লিকাতার শোভাবাজার বালাখানা
বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের
জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এ
শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপোরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।

১১ সংখ্যা। ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৫ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দা ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ২৪ বৈশাখ শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে
ছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম
মোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি
খিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম
হোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা
স্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা
হা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে
পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ
স্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের
বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা
শিক্ষার্থীদের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা
রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি
গণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের
প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ
সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক
পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি
ত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু
বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী
ষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক
রিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই
য়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক
না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ
ধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা
য়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে
কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ
২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা
তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত
করিয়াছি, যাহারাদিগের লইতে অভি
লাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা
ইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র
তি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র
[illegible]

ক্কা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত
দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূ
ল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল,
ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মা
সে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা
দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য
স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক
টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর
পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃ
হস্পতিবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপনমিদং

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ
নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত
হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষা
র এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণ
মেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহা
শয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে
অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয়
মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন
ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষেরশ্রীযুত রাইট অনরবি
ল গবরণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি
ক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত
অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌ
ন্সেলে ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফে
ব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎলিখিত আইন
জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরণর জেনর
লবাহাদুরের ঐ সম্মতি পত্র পাঠ হইয়া
কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসা
ধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্র
কাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ আইন।

কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ক
তকং অংশি ও মহাজনেরদের মধ্যে যে
বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের
আইন।

গত প্রকাশিতের শেষ।

তফসীল।

আমরা পশ্চাৎ লিখিত কলিকাতা
স্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজন ইহার দ্বা
রা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উ
ক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একসেকুটির ক
মিটি আমারদের প্রত্যেক জনের পাও
নার শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে প্রথ
ম ডিবিডেণ্ট অর্থাৎ কিস্তি অগৌণে দি
লে এ চিহ্নিত ইহার শেষে লিখিত যে
তফসীল ব্যাঙ্কের মহাজনেরা কমিটির
দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে সেই তফসীল উ
ক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থে তন্মধ্য
লিখিত পূর্ব্বকালের এবং এক্ষণকার ঐ
ব্যাঙ্কের নানা অংশির উপর ধার্য্য হও
য়া অথবা অংশমতে দেয় টাকার তফ
সীলের ন্যায় গ্রাহ্য করি এবং উক্ত তফ
সীলের লিখিত উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের
যে কোন অংশির বা অংশিরদের পূ
র্ব্বোক্ত মত ধার্য্য হওয়া বা অংশমতে
দেয় টাকা স্বরূপ উক্ত তফসীলে তাঁহা
র নামের পাশে যে টাকা লেখা আছে
সেই টাকা কোন অংশী বা অংশিরা স
ম্পূর্ণরূপে দেন তাঁহার বা তাঁহারদের
বিরুদ্ধে কোন "সৈরি ফাসিয়স,, নামক
পরওনা বাহির না করিতে বা প্রকারা
ন্তরে তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত না করি
তে বা তাঁহারদের সম্পত্তির উপর দাও
য়া না করিতে অঙ্গীকার ও স্বীকার ক
রিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যের লিখি
ত কোন কথার এমত অভিপ্রায় করি
তে হইবেক না যে যাবৎ ঐ ব্যক্তি সম্পূ
র্ণ ধার্য্য হওয়া টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে
না দিয়াছেন তাবৎ তাঁহার নামে নালি
শ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক কিম্বা ধা
র্য্য হওয়া টাকা দিবার পূর্ব্বে কোন অং
শির বিরুদ্ধে যেকোন "সৈরি ফাসিয়স,,
নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে কি
ম্বা যে কোন মোকদ্দমা বা নালিশ প্র
কৃ প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশ কর
নিয়া ব্যক্তি তাহা চালাইতে চাহিলে
তাহা চালাইবার ও নির্ব্বাহ করিবার প্র
তিবন্ধক হইবেক। আরো ধার্য্য হই
ল যে উক্ত তফসীলের লিখিত কোন
অংশী ভারতবর্ষে বাস করিলে অদ্যকা
র তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে অ
থবা ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে
পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার উপর ধা
র্য্য হওয়া টাকা যদি না দেন অথবা উ
ক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটিকে ঐ
টাকার জামিন না দেন এবং ঐ কমিটি
তাহা প্রচুর স্বীকার না করেন তবে ঐ
ধার্য্য হওয়া টাকা শতকরা ১০ টাকার
হিসাবে বাড়ান যাইবেক এবং যাবৎ ঐ
টাকা পরিশোধ না হয় অথবা তাহার
জামিন না দেওয়া যায় তাবৎ তৎপরে
প্রত্যেক তিনং মাসান্তরে শতকরা ত
ত্তুল্য টাকা বাড়ান যাইবেক। আরো
ধার্য, হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকু
টিব কমিটি ঐ অংশমতে দত্ত টাকা
পাইয়া সমর্থ হইলে আমারদের একং
জনের দাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না
হওন পর্য্যন্ত সময়ক্রমে আমারদের
পাওনা টাকার আরো ডিবিডেণ্ট অ
র্থাৎ কিস্তি দিবেন এবং যখন আদায়
হওয়া টাকা অবশিষ্ট দাওয়ার শতকরা
১০ টাকার তুল্য হয় তখন তাঁহারা সে
ই হারে এক নূতন ডিবিডেণ্ট প্রকাশ ক
রিবেন ও দিবেন।এবং আরো ধার্য্যহইল
এবংইহারদ্বারা অতিস্পষ্টরূপেপ্রকাশ
হইতেছে ও স্বীকার হইতেছে যে উক্ত

ব্যাঙ্কের সম্পত্তির উপর আমারদের আইনক্রমে বা একুটিমতে যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল এবং পূর্ব্বকালীন কিম্বা এক্ষণকার যে সকল অংশী তাঁহারদের উপর পূর্ব্বক্রমমতে ধার্য্য হওয়া সম্পূর্ণ টাকা না দেন তাঁহারদের বিরুদ্ধে আমারদের যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল। এবং ইহার সাক্ষ্য স্বরূপ আমরা এই এক হাজার আট শত আট চল্লিশ সালের পঁচিশা সেপ্তেম্বর তারিখে একং করিয়া দস্তখৎ করিলাম ইতি।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

ময়মনসিংহের আমবাড়ীয়া নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু পদ্মলোচন রায় চৌধুরী।

কলুটোলা নিবাসি শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিক।

সম্বাদ ভাস্কর

আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা এইক্ষণে স্মরণ করুন আমরাই সর্ব্বাগ্রে লিখিয়াছিলাম ঢাকার কমিস্যনর বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডনবর সাহেব কলিকাতা নগরীয় সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারক শ্রীযুত টকর সাহেবের আসনে উপবিষ্ট হইবেন, এইক্ষণে তাহাই সত্য হইল, সাধারণ বন্ধু গুণসিন্ধু ডনবর সাহেব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছেন, দুই চারি দিবস মধ্যেই সদরে শ্রীযুত টকর সাহেবের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সদর দেওয়ানি আদালত নামক বিচারস্থলকে উজ্জল করিবেন, শ্রীযুত ডনবর সাহেব এতদ্দেশীয় সকল ভাষায় বিচক্ষণ, বিশেষত গৌড়ীয় ভাষায় সিবিল শ্রেণীর মধ্যে শ্রীযুতের তুল্য অধিক লোক আছেন কি না আমরা বলিতে পারিলাম না, অনুমান করি গবর্ণমেণ্টের বিখ্যাত সেক্রেটরি শ্রীযুত হালিডে সাহেব ও শ্রীযুত ডনবর সাহেবের সহিত গৌড়ীয় ভাষায় আলাপ করিয়া তুষ্ট হইবেন, এবং বিচার বিষয়ে শ্রীযুতের বুদ্ধির প্রখরতার উপমাস্থল কোথায় আছে আমরা তদন্বেষণে নিশ্চিত করিতে পারি নাই অতএব অনুমান হইতেছে এমত উপযুক্ত মহাশয় কিঞ্চিৎকালপরেই স্বকীয়গুণৈর্ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের একজন অধ্যক্ষ হইবেন, ঢাকা নগর হইতে বিদায় কালীন শ্রীযুতের জন্য রাজ পথের উভয় পার্শ্বে প্রজাদিগের কেবল কোলাহল ক্রন্দনধ্বনি হইয়াছিল, এবং শ্রীযুত ডনবর সাহেব চব্বিশ পরগণার কমিস্যনরি পদ পরিত্যাগ করিয়া যখন ঢাকায় গমন করেন তখন চব্বিশপরগণা বাসি ভদ্রলোকেরাও শ্রীযুতের জন্য এইরূপ খেদ করিয়াছিলেন, ডনবর সাহেব আর্জিষ্ট্রেট অবধি কমিস্যনরি পর্য্যন্ত ভারৎ কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুতের গুণ বুঝিয়া উচ্চপদস্থ করিলেন ইহাতে আমরা আনন্দিত হইলাম, শ্রীযুত ডনবর সাহেব শ্রীযুত টকর সাহেবের আমলাগণ লইয়া উত্তমরূপে কর্ম্ম করিবেন, এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি এই বিখ্যাত বিচারকর্ত্তা যেমন উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইলেন তেমনি সুখ্যাতি ভূষণে বিভূষিত হইয়া সাধারণেরও গবর্ণমেণ্টের আরো অধিক প্রিয়পাত্র হউন।

অবগতি হইল ইনি কর্ম্মের ভারগ্রহণ করিলে অভিনব সূক্ষ্মদর্শী বিচারক কলবিন সাহেব খাস কমিস্যনরী সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা নিষ্পাদনে প্রবর্ত্ত হইবেন এবং অবকাশমতে দেওয়ানী ও নেজামত মোকদ্দমার বিচার করিবেন, সম্প্রতি দেওয়ানী ও নেজামত সম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমা তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল শ্রীযুত ডনবর সাহেবের হস্তে সেই সকল বিষয় আসিবে অতএব বাদি প্রতিবাদিরাই সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁর সুখ্যাতি ব্যাখ্যা করিবেন আমারদিগের তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

পূর্ব্ব খাস কমিসনর শ্রীযুত কর্রি সাহেব অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, এজন্য কিছুকাল হইল সদরীয় মান্য জজ শ্রীযুত জেকসন সাহেব খাস কমিস্যনরিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, অধুনা গবর্ণমেণ্টসদরের ইংরাজিকর্ম্ম তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি খাস কমিস্যনরী বিষয়ে মনোযোগ করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন না অতএব প্রায় মাসত্রয় সেই সকল বিচার স্থগিত রহিয়াছে ইহাতে অর্থি প্রত্যর্থি জনের যে অর্থ নষ্ট অনিষ্ট কষ্ট কত হইয়াছে তাহা অন্যদিগের বলিবার অপেক্ষা করেনা, এইক্ষণে প্রার্থনা করি শ্রীযুত কলবিন সাহেব তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া প্রজাগণকে সদ্বিচারে সুখী করেন।

বিবিধ সমাচার।

বোম্বে টেলিগ্রাফ পত্রে প্রকাশ হয় বাঙ্গাল বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ রাজ্যস্থ সাধারণ লোকেরা প্রতি মাসে দুই বার বিলাত হইতে পত্রাদি পাইতে ও তথায় পত্রাদি পাঠাইতে পারেন এমত উপায় হইতেছে, ইহা সুসিদ্ধ হইলে লোকেরদের বিশেষোপকার দর্শিবেক।

পঞ্জাব রাজ্যের কোনং স্থানে ব্রিটিস সৈন্যেরদের শিবির সংস্থাপিত হইবেক, কেবল আমারদিগের নবীন মহারথির আগমনাপেক্ষায় তাহার স্থল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কিন্তু অনেকে অনুমান করেন যে সকল স্থান মনোনীত করা হইয়াছে তাহার কতক তিনি পরিবর্ত্তন করিবেন।

উত্তর পশ্চমাঞ্চলীয় লেপ্তেনেণ্ট গবরণর শ্রীযুত তামসন সাহেব কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য হইয়াছেন এতৎ সমাচারে আমরা সুখী হইলাম।

হরকরা পত্রে প্রকাশহয় সুপ্রিমকোর্টের জজ মান্যবরস্যারজেমস ডবলিউ কলবিলএবং সদরজজ জে আর কলবিন এবং জে, ডবলিউগ্রাণ্টসাহেবকলিকাতা পবলিক লাইব্রেরির জন্য পুস্তক বাছনীর নিমিত্ত এক কমিটিভুক্ত হইয়াছেন, পুস্তকালয়ের কিউরেটর মহাশয়েরাও এই কমিটি নিবিষ্ট হইবেন।

পঞ্জাবরাজ্যে অধিক সুত্রধর ও গৃহনির্ম্মাতা অপর কারিগর অধিক নাই এজন্য অনেক স্থলে সৈন্যঘর প্রস্তুত হইতেছে না, ইহাতেই সৈন্যগণকে এই প্রখর প্রভাকর উত্তাপে সিবির মধ্যে থাকিবার ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে।

স্যার ডডলি হিল সাহেব সর হিণ্ড ডিবিজনের সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় কর্ম্মের ভারগ্রহণ করিয়াছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক আমরা ইতঃপূর্ব্বেলিখিয়াছিসদরের শ্রেষ্ঠ উকীল বাবু প্রসন্নকুমারঠাকুরতথায়এক আইন পুস্তকালয় সংস্থাপন করণাভিপ্রায় করিয়াছেন, অবগতি হইল গত মঙ্গলবারে বাবু ঐ উদ্যোগে তথায় সহযোগী উকীলগণের এক সভা আহ্বান ও কতক পুস্তক আনয়ন করেন ইহার বিস্তারিত বিবরণ আগামিতে প্রকাশ করিব।

পলায়নপরায়ণা লাহোরীয়া রাণীর এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান হয় নাই, ষ্টারের এক পত্রপ্রেরক লেখেন আনুমানিক সন্দেহ হইয়াছিল পাটনা হইতে গমনশীল এক রাজা যিনি সংপ্রতি এলহাবাদে প্রায় দুই সহস্র অনুচর সহ অবস্থান করিতেছেন রাণী তাঁহার আশ্রয়ে আছেন অতএব মাজিস্ত্রেট সাহেব এর স্ত্রীলোক যে ইতঃপূর্ব্বে উক্ত রাজমহিলকে দেখিয়াছিল তাহার দ্বারা ঐ রাজার সিবিরাদি ও অবস্থান স্থান অনুসন্ধান করান কিন্তু ইহাতে লাহোরীয় রাজমহিষীর দেখা পান নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া অদ্যোয়রী ভাস্করেরশেষাংশেতত্ত্ববোধিনীসভার আচার্য্যেরলিখিতএকবিজ্ঞাপনপ্রকাশ করিলাম, এই বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যক্ত হইবে আগামি কল্য তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মহাশয়েরা সভা করিবেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার যে টাকা আছে ব্রাহ্ম্য সমাজের উপকারার্থ তাহা দিবেন কিনা এই বিষয় বিবেচনা হইবে, অতএব আমারদিগের এই এক আনন্দের বিষয় তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়মিত ব্যয় সমাধার পরে সভ্য মহাশয়েরা কিঞ্চিদর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছেন, এবং তদ্ভিরিক্ত পরমানন্দের হেতু এইযে সঞ্চিত ধন ব্রাহ্ম্য সমাজের সাহায্যার্থ দিবেন, এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশেষত আমারদিগের জ্ঞানগুরু রাজা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্ম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উক্ত সমাজ সংস্থাপন কালীন বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রায় কালীনাথ চৌধুরী, উক্ত রাজার সহকারী ছিলেন, তৎপরে জ্ঞানি রাজা যখন বিলাত গমনের উদ্যোগ করেন সেই কালেই প্রসন্নকুমার বাবু স্বতন্ত্র হইলেন, এবং সুবোধ রাজা বিলাত গমন কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু রাধাপ্রসাদ রায়, বাবু রমানাথ ঠাকুর, রায় বৈকুনাথ চৌধুরী এই তিন জনকে ব্রাহ্ম্য সমাজের অধ্যক্ষ করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পণ্ডিতাধ্যক্ষ রাখিয়া যান, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এই সকল মহাশয়েরা ধনাঢ্য এবং বুদ্ধিষ্ঠ, ইহারা

[…]ণপদে ব্রাহ্ম সভার উন্নতি করিবেন, [কি]ন্তু তাঁহার বিলাত গমনের কিঞ্চিৎ [কা]ল পরেই উদ্যবদাতা রায় কালীনাথ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু হইল, এ[…] আকিণ্টাস কোম্পানিদিগের বাণি[জ্য]ালয়ও গেল, ইহাতেই রাধাপ্রসাদ [বা]বু অবসন্ন হইলেন, এবং বোধ হয় ব্রা[হ্ম]্য সমাজের জন্য যে ধন রাজা রাম[মো]হন রায় রাখিয়া গিয়াছিলেন ম[…]টাস কোম্পানির বাণিজ্যাগারের […]ন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই সেই ন্যস্তধন বিন[ষ্ট] হইয়া থাকিবে, কিন্তু ব্রাহ্ম্য সমা[জে] পরমেশ্বরের উপাসনা স্থান, পরমে[শ্ব]রোপাসকেরা অবশ্যই এই ধর্ম্মাগা[…]র প্রতি স্নেহ করেন, অতএব অদ্বি[তী]য় বুদ্ধিমান বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর [জ্ঞা]নি রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান [সহা]য় ছিলেন তিনিই স্বকীয় ব্যয়ে ব্রা[হ্ম]্য সমাজ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে […] এবং যৌবনবিবেক পিতৃভক্তি পরা[য়ণ] বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে [সু]কীর্ত্তি পতাকা, তত্ত্ববোধিনীর সহিত [ব্রা]হ্ম্য সভার সংযোগ করেন, বোধ হয় [তদ]বধি ১২৫৪ বৎসরের শেষ পর্য্যন্তও [দে]বেন্দ্র বাবু উত্তমরূপে উভয় সভার [কা]র্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তৎপরে দে[বে]ন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর আপদমালা [উপস্থি]তা হইয়াছিল, তাহাতেই আমরা [ত]ত্ত্ববোধিনীর ও ব্রাহ্ম্যসমাজের অনিষ্ট [আশ]ঙ্কায় ভাবিত হইয়াছিলাম কিন্তু [স্ব]বক্ষ নিষ্ঠ স্বিজ্ঞভাব দেবেন্দ্র বাবু [দাত]ার পুণ্য প্রতাপে ভাবদুপদ্রব হই[তে] নিমুক্তি পাইয়া পুনরায় সভারপ্রতি [স]ম্পূর্ণ মনোযোগ করিতে সক্ষম হইয়া[ছে]ন অতএব আমরা আনন্দিত হইয়া স[র্ব্ব]সাধারণকে জানাইতেছি তত্ত্ববোধি[নী]র ও ব্রাহ্ম্যসমাজের বিষয়ে আর চি[ন্তা] নাই, এইক্ষণে পরমেশ্বর সমীপে এ[ক]মাত্র প্রার্থনীয় দেবেন্দ্র বাবু সহোদর [প]রিবারাদি সহিত স্বচ্ছন্দে থাকিয়া স[ভা]র কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ ক[রি]তে পারেন।

কলিকাতা নগরে দিবাভাগেও ডা[ক]াইতী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, গত দি[ন] বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি সিংহা[…] গ্রামবাসী নবীন নামক এক ব্যক্তি [ন]গদ ৬৷৷০ টাকা লইয়া কলিকাতা হই[তে] আপন গ্রামে গমনার্থ স্বগ্রামবাসী [ক]লিকাতা কলুটোলা প্রবাসি রামধন[…]কে সমভিব্যাহারী করণ জন্য শোভাবাজার হইতে কলুটোলায় গমন করিতেছিল, ইতিমধ্যে হেদুয়ার সান্নিধ্য কয়েকজন তস্কর তাহার প্রতি আক্রমণ পূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিল, বেলা ৯ ঘণ্টাকালে রাজধানীর এক প্রকাশ্য পথে পোলীস প্রহরীর সম্মুখে যখন এরূপ অত্যাচার হইল তখন পোলীস কিরূপে প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবেন বলিতে পারি না, কয়েকদিন গত হইল মনিমেণ্টের নিকট এক স্ত্রীলোকের শব দেখা যায়, কিন্তু অদ্যাপি হত্যাকারির কিছুমাত্র অনুসন্ধান হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট ইহা দেখিয়া শুনিয়াও পোলীসের প্রতি বিহিত বিবেচনা করেন না ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ২৪ মার্চ পর্য্যন্তের সমাচারাগত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মহারাজ্ঞীর ও বিলাতরাজ্যের কুশলবার্ত্তা প্রকাশ পায়, এই মেলে আমারদিগের নবীন মহারথী স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেব এতদ্রাজ্যে আসিয়াছেন বীরবরের বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বে শ্রীমতী কুইন বিকটোরীয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অসবরণ নামক রাজনিলয়ে ১৫ তারিখে একত্র ভোজন করেন, তৎপরে ১৭ তারিখে তিনি শপথ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি ও কৌন্সেলের অতিরেক অধ্যক্ষ পদাভিষিক্ত হন, তদ্দিবসীয় রজনীকালে কোর্ট আফ ডাইরেকটর্সের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নেপিয়র সাহেবকে সমারোহ পূর্ব্বক এক ভোজ দেন, এবং সভাপতি মহাশয় ঐ সভামধ্যে প্রথমত এই বক্তৃতা করেন ভারতবর্ষীয় সংগ্রামে সৈন্যগণের তদধ্যক্ষের প্রতি সংপূর্ণ নির্ভর করণ অতি প্রয়োজনীয় হয়, স্যার নেপিয়ারের কর্ত্তৃত্বাধীনে সেভরসা অধিক জন্মিবেক, তৎপূর্ব্ব কীর্ত্তি সকল তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মের উত্তম প্রতিভূ হইতে পারে, আমার বীরবর বান্ধব নেপিয়র যে বর্ত্তমান উৎপাত শান্তির উপযুক্ত পাত্র ইহা আমারদিগের স্বীকার্য্য এবং মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রতি যেমত আশ্বাস রাখেন কোর্ট আফ ডাইরেকটর্সের অধ্যক্ষের ওতদ্রূপ আস্থা করেন, এবং আমি এই প্রার্থনা রাখি এতদ্রাজ্যের সম্মান ও গৌরবেরসহিত ইনি প্রত্যাগমন করিবেন।

স্যার চার্লস এতদুত্তরে এই মাত্র বলেন মান্যতম ডিউক আফ উইলিংটন মহাশয়ের উপরোধে মহারাজ্ঞীর আজ্ঞা ক্রমে আমি ভারতবর্ষে গমন করিতেছি এবং বোধ হয় ইহাতে আমার স্বদেশস্থ লোক সকলের অভিমত আছে।

নেপিয়র সাহেবের বিদায় পূর্ব্বে পোর্টস্মেটচ স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে এক এডরেস প্রদান করেন, তাহাতে তিনি তাঁহারদিগের নিকট যথেষ্ট বাধ্যতা জ্ঞাপন করিয়া কহেন আমি ইতঃপূর্ব্বে বিলাতে আগমন করিলে তোমরা আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা তৎকালে আমার গৌরবকর হয় এইক্ষণে পুনরায় সম্মানে বিদায় করিতেছ অতএব অধুনা আমি চিন্তা করিতেছি আমার অল্পগুণে ইংলণ্ডবাসী লোকেরদের যে ভাবোদয় হইয়াছে তাহা পাছে রক্ষা করিতে অক্ষম হই কিন্তু আমার নিয়োগকর্ত্তাগণেরসাহায্যে, যুদ্ধনিপুণ অধীন সৈন্যগণের সাহসে এবং সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের কৃপায় আমার সম্পূর্ণ শুভ প্রত্যাশা আছে।

অবগতি হয় লেডী নেপিয়র এ যাত্রায় পতিসহ আগতা হন নাই।

ইংরাজি পত্রে লেখে মেজর জন পিট কেনেডি সাহেব নবীন মহারথির মিলেটরী সেক্রেটরী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং মেজর বনবরী, কর্ণেল নেপিয়র, এবং কাপ্তান নেপিয়র শ্রীযুতের ষ্টাপ সম্বন্ধে এবং মেজর মেকমাডো, উইলিয়ম নেপিয়র, স্যার গাই, কেম্পবেল, এবং কাপ্তান বিল্স এডিকম্প পদে মনোনীত হইবেন।

কোর্ট আফ ডাইরেকটর্সের ১৪ দিবসীয় বৈঠকে আলেকজণ্ডর বেল সাহেব বোম্বাই রাজ্যস্থ কৌন্সেলের প্রোবিজনল মেম্বরী পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের বিষয় পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বিবেচনা হইবেক, এবং কোর্ট আফ ডাইরেকসের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ দেখাইতেছেন।

ফ্রান্স রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত আছে বাণিজ্যাদির ক্রমোন্নতি হইতেছে, লুইস নেপোলিন দিনং অধিকতর প্রজাপ্রিয় হইতেছেন।

হলেণ্ড রাজ্যের রাজার মৃত্যু হইবাতে যুবরাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন।

দেন্মাক রাজ্যের সহিত প্রুশিয়াধিপতির সংগ্রাম সংঘটন সম্ভাবনা হইয়াছে।

মফস্বল লাইট পত্রে লেখে ডিউক আফ উইলিংটন সাহেব লার্ড গফসাহেবকে মুলতান জয়োপলক্ষে আহ্লাদ জ্ঞাপক এক পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন তিনি স্বেচ্ছামতে জেনরল নেপিয়রকে ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতিত্বকর্ম্মের ভারার্পণ করিলে তিনি তৎপদ গ্রহণ করিবেন, ইহা সত্য হইলে বৃদ্ধ বীরেরসম্মান রক্ষা পায়।

গত কল্য রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্রগণকে হিন্দু কালেজে রাখিতে তাঁহার গাড়ি গমন কালে এক বালক তৎসম্মুখে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়, অবগতি হইল ইহাতে শারথির অপরাধ ছিল না সেবালক রক্ষা পাইবেক।

প্রেরিত পত্র।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সম্বাদ ভাস্কর
সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণে।

প্রভাকর সম্পাদকের সুনীতি চিহ্ন।

প্রণতি মিনতি পূর্ব্বক মম্মাকমিদমাবেদনং।

পুরাতন বৎসরের গমন এবং নূতন বৎসরে আগমনোপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অন্তিম রজনীতেপ্রভাকর সম্পাদক মহাশয় এতন্নগরীয় অধ্যাপক এবং স্বজন বন্ধু পাঠকবর্গ ও গুণগ্রাহক মহানুভবদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আহ্বান পুরঃসর সর্ব্বদেশের সৌভাগ্য বর্দ্ধক বিষয়ে সদভিপ্রায় সংযুক্ত সদ্বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির মনোরঞ্জন করতঃ স্বীয় সরলতা স্বভাবতঃ সবিনয় বাক্য ও ভোজনে দানে ও সম্মান প্রদানে যে প্রকার তৃপ্ত করিয়া প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, গত ৩০ চৈত্র বুধবার যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে তৎসম্পাদক মহাত্মা তদ্রূপ সমারোহ পূর্ব্বক সভা করিয়া নিয়মিত কার্য্য সম্পন্ন করতঃ সজ্জন সমাজে সমাদৃত ও সর্ব্বহিতৈষী প্রিয় বান্ধব রূপে গণ্য হইয়াছেন, ঐ সভায় এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত শিষ্টবর বাবু নীলমণি মতিলাল, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, বাবু হরি

মোহন সেন প্রভৃতি বহু সংখ্যক গুণগ্রাহক ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহামহিম পণ্ডিতগণ ও পাঠকবর্গ সাকল্যে তিন শতাধিক ব্যক্তি এবং সম্পাদকের সহযোগি সম্পাদক মহাশয়েরা সভ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন, আমিও তথায় সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে সভাস্থ হইয়া সভার শোভা দেখিয়া এবং সম্পাদকমহাশয়পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ে এবং বঙ্গদেশের ব্যক্তিদিগকে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান বিষয়ে সুদীর্ঘ তদ্বক্তৃতা যাহা করিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত ও বর্ণ দ্বারা বর্ণন করিতে পারি না, আমার মনে এই মাত্র উদয় হইল জগদীশ্বর ঈশ্বর বাবুকে দেশোপকারক রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এতদ্ধেতু তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য, আরো যে ভাবের আবির্ভাব হইল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ব্যতীত প্রকাশের শক্তি হইল না যথা,, কে বলে ঈশ্বর গুপ্তব্যাপ্ত চরাচর, যাহার প্রভাবে প্রভা পায় প্রভাকর ,, এই শব্দ সর্ব্বদা উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকি শ্রীচরণে আবেদন মিতি।

শ্রীগোলোকনাথ দত্ত দাসস্য।
নিবাস মজিলপুর।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়
সারাসার বিচারকবরেষু।

হে সম্পাদক মহাশয়, আমারদিগের রাজ্যাধিকারিরা এইক্ষণে পঞ্জাব জয় করিয়া তাবদীয় ভারতবর্ষের প্রভু হইলেন, বোধ হয় তাঁহারদিগের এই সম্পূর্ণ সম্পদ কালীন আপনারদিগের পূর্ব্বতন ব্যবহার বিস্মরণ হইয়াছেন, নচেৎ এতাদৃশ উন্মত্ত হইয়া নিষ্ঠুরতাচরণে কিনিমিত্ত প্রবর্ত্ত দেখিতেছি, মহাশয়, আপনকার অবশ্য স্মরণ থাকিবেক ইংরাজদিগের প্রথমোদ্দীপন কালীন চেৎসিংহ ও উজীরআলী প্রভৃতি অনেকানেক এতদ্দেশীয় ভূপতিরা স্বহস্তে রেসিডেণ্ট সাহেবদিগের মস্তক চ্ছেদন করিয়াও মাসিক বেতনে ও জাইগীর ভোগে কালযাপন করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এইক্ষণে মূলরাজ এক জন ক্ষুদ্র ইংরাজের হত্যাকারিকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াছিলেন এই অপরাধে সেই বীরপুরুষের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরানুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, এক জন সামান্য ইংরাজ হত্যার প্রায়শ্চিত্ত শতং ব্যক্তির প্রাণনাশ হইয়াও সমাপন হইল না, অবশেষে মহাবীর মূলরাজকেও মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিতে হইবেক, মহাশয়, আমি জিজ্ঞাসা করি যদ্যপি এক শত জন একত্র হইয়া এক ব্যক্তির প্রাণ হরণ করে তবে সেই এক শত জনকেই কি একেবারে ফাঁসী দেওয়া হইতে পারে, তাহা যদ্যপি না হয় তবে গুজরসিংহেরপ্রাণ দণ্ড করিয়াও ইংরাজ বাহাদুরেরা পুনশ্চ মূলরাজের প্রতি কিনিমিত্ত কোপ দৃষ্টি করিতেছেন অতএব বোধ হয় অস্মদীয় শাসনকর্ত্তা দিগের এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পরামর্শ থাকিবেক, সে যাহা হউক, ফলতঃ রাজশাসনের অনিয়মে কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তির জীবন নষ্ট করাও আমারদিগের মতে অতিশয় পাপক্রিয়া, বিশেষতঃ শীকজাতিরা মহাবল ও পরাক্রান্ত, তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে ভয়াপেক্ষারাগোদ্রেকের অধিক সম্ভাবনা, অতএব যদ্যপি ইতঃপরে শীকেরা পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিয়া কাবোলস্থ প্রজাগণের ন্যায় রাজপুরুষদিগের প্রাণ বিনাশে উদ্যত হয় তবে তাহারা সাধারণ সমাজে দোষী হইবেক না, যেমত বাকযুদ্ধ হইতেং যে ব্যক্তি প্রথম অস্ত্রাঘাত করে সেই ব্যক্তিই দোষী হয়, তাদৃক আমার দিগের ভূপতিরাই অতঃপরে রক্তারক্তি কাণ্ডের মূলীভূত হইবেন।

আমারদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে ইংরাজ বাহাদুরেরা বীরপুরুষ হইয়াও সরল ও মহৎ স্বভাবকে অতিক্রম করেন ন, বীরপুরুষেরা যেমন স্বীয়ং প্রতিযোদ্ধা পাইলে অত্যন্ত আহ্লাদযুক্ত হয়েন এবং উপযুক্ত প্রহার প্রাপ্ত হইলেও শত্রুর প্রশংসা করেন তাদৃক আমারদিগের রাজ্যেশ্বরেরাও শীকজাতির বিশেষ প্রশংসা পূর্ব্বক তাহারদিগের প্রতি কৃপাবলোকন করিবেন।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের প্রথমাগমনাবধি তাঁহারদিগের প্রচণ্ড তেজঃ সহ্য করণক্ষম এমত কোন বিপক্ষদলের সহিত যুদ্ধ হয় নাই, সকলেই অতি শীঘ্র পরাজয় মানিয়া তাঁহারদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কেবল শীক সরদারেরা যদ্যপিও প্রতিযোদ্ধা না হয়েন তথাপি সাহসিক শত্রু বটেন অতএব বীরপুরুষ ইংরাজদিগের উচিত হয় শীকদিগের প্রতি অনুচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার না করেন কিন্তু যেরূপ দেখিতেছি ইহাতে বোধ হয় শীকদিগের পরাক্রম দর্শনে তাঁহারা ভীত হইয়া থাকিবেন, নচেৎ এতদ্রূপ তাবৎ নিষ্ঠুর ক্রিয়াতে উৎসাহ কিজন্য হইতেছে।

এতদ্বিষয়োপলক্ষে ইংরাজি সমাচারপত্র সম্পাদক মহাশয়গণের প্রতি ও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে পত্র বাহুল্য হইলেও তাহাতে মৌনাবলম্বন করিতে পারি না, উক্ত সম্পাদক মহাশয়দিগের মধ্যে কেহং মূলরাজের ফাঁসীর বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, মহাশয়, আমার যথার্থ বিশ্বাস ছিল রক্ত মাংসে নির্ম্মিত শরীর বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি কাহার প্রতি এই মহাদণ্ডের অনুজ্ঞা শ্রবণ করিলে সুখী হইতে পারেন না, তবে না করিলে নয় এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেন, কিন্তু সেই বিশ্বাস এইক্ষণে ভ্রমাত্মক বোধ হইতেছে, সাহেব লোকদিগের স্বজাতিস্নেহ এমত বলবান হইয়া উঠিয়াছে নির্দ্দোষির প্রাণবিনাশেও তাঁহারা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, সম্পাদক মহাশয়, আমার বোধ হইতেছে সাহেব মহাশয়েরা বগল বাজাইয়া কহিতেছেন " আমারদিগের গায়ে হাত তোলা অমনি নয়, দেখরে বাঙ্গালিরা সামান্য এক এগনু সাহেবকে হত্যা করিয়া কতবেটা হিন্দু ফাঁসী কাঠে ঝুলিতেছে, হে জগদীশ্বর, এতদ্দেশীয় লোকসকলকে কি মহাপাপের শাস্তিস্বরূপ এই ভ্রমসাগরে মগ্ন করিয়াছ যে তাঁহারদিগেরমধ্যে নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা ও হিন্দুবন্ধু নামে বিখ্যাত হইতেছেন।

কস্যচিৎ অপক্ষপাতিনঃ।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামী ২৫ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন। ঐ সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসীয় ২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদায় কর্ম্ম সাধারণ রূপে জ্ঞাপন করা যাইবেক।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসের প্রচলিত নিয়ম পত্রের। ৩।৪।১৪।১৭।২১ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক। তত্ত্বো[...]জ গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্[...]য় হওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার কা[...]নয় নির্ব্বাহ জন্য যে কিছু টাকা আ[...]তাহা ব্রাহ্ম সমাজে দান করিবার প্র[...]র ও বিচারিত হইবেক।

নিয়ম।

৩ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য [...]
ত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৪ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ [...]
কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন [...]
একত্র হইবার জন্য উপস্থিত স[...]
রা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা[...]
ল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যে[...]
তাঁহারদিগের অধিকাংশের মত[...]
সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে [...]
দিন স্থির করিতে পারিবেন।

১৪ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার [...]
ত গ্রহণ যোগ্য অন্যূন দশ জন [...]
ভ্যের অথবা নিরূপিত সময়ে [...]
জন সভ্য একত্র না হওয়াতে [...]
বিশেষ সভা না হইলে তাহার [...]
সম্পাদন জন্য উপস্থিত সভ্য [...]
র অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব [...]
নে বিচারণীয় হইবে, সেই প্রস্[...]
এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ [...]
ভার কারণ সেই ভাবি সভার পূ[...]
মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদ[...]
অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী প[...]
কাতে সেই সভার দিন এবং বি[...]
য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্য[...]
কে সংবাদ দিবেন।

১৭ বিশেষ সভায় কোন প্রস্তাব নিশ্চি[...]
হইবার পূর্ব্বে সেই প্রস্তাব বিষয়ে[...]
ধ্যক্ষদিগের অভিপ্রায় সম্পাদক [...]
ভ্যগণকে বিশেষ সভাতে অবগ[...]
করিবেন।

২১ বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎ[...]
রিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন [...]
তে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবে[...]

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর ক[...]লিকাতার শোভাবাজার বালাখানার [...]বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নি[...]জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং [...]শনিবাসরীয় প্রত্যূষকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১২ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৮ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজ্জাব্দাঃ ৮১বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ২৭বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে[...] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম[...]াহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি[...]য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[...]াপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা[...]য় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[...] ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে [...]মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ[...]ত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [...]শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা [...]কালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা [...]মমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[...]ের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের [...]াণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ [...]লের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক[...]্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি[...]ত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু [...]লোকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী[...]ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক[...]ল তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[...] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [...]ারগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[...] বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা[...] লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [...]না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [...] পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [...]ার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত [...]য়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[...] হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[...]ই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[...]সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র[...]হস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্রে কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অৰ্দ্ধ মুদ্রা।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ এপ্রেলবৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিডিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাওয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেক পরের শামিল নিজ মুনসেক পুর, মৌজা ডাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা, মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈসা, যাহা কুরলগাছি নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত, মৌজা দশমেল, মৌজা বক্রোবাড়িয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা গাডরা মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকমারি, মৌজা তারিণী নগর মৌজা রামচন্দ্রপুর, বেনামছোট আন্দলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবক্কা মৌজা গোঙ্গরা, মৌজা রাজীবপুর, মৌজা সন্তোষপুর বেনাম জপুর, মৌজা বাগয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুটিমারি, মৌজা অন্নদাপুর, বিনাম ধরমপুর মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গোরাভোর গোপীনাথপুর মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতামারি, মৌজা হরনগর মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা সাহেব নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ওতাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ও কড়া পরগনার শ্রীনগর চাকসার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ৬/ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ওতাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক রাস্তা। দক্ষিণ দিগে এবং পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীরদিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ১২/ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও খোপা হরি খোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪/০ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপরপূর্ব্বোক্ত আসামীউমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরীর ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে উক্ত উমেশ-

চন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা ।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত,ভূমি অনুমান ৮/• আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা; বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসবাটী। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ আছে ও তাহাইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত, ভূমি অনুমান ১০/ দশবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী । উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভাড়াটিয়া ভূমি । এবং দক্ষিদদিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর ভূমি ।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৪ মার্চ ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

শ্রীযুত ডনবর সাহেব ।

গত শনিবারে শপথ পূর্ব্বক উক্ত মহাত্মা সদরের বিচারক পদ গ্রহণ করিয়া গত দিবসাবধি খাস কমিসনরী বিষয় বিবেচনারম্ভ করিতেছেন।

শ্রীযুত মহারথি সেনাপতির আগমন।

গত রবিবার গোধূলি কালে আমারদিগের মহারথি সেনাপতি শ্রীযুত নেপিয়র সাহেব কলিকাতা নগরে শুভাগমন করিয়াছেন শ্রীযুত ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুর পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন শ্রীযুত মহারথির আগমন কালে সেনাপতিগণ সৈন্যগণকে শ্রেণী পূর্ব্বক রাজপথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন এজন্য উক্ত দিবসীয় দুই প্রহর সময়ে তিনবার তোপধ্বনি হয় তাহাতেই প্রকাশ পায় শ্রীযুত মহারথী মায়াপুরে আসিয়াছেন তৎপরে সেনাপতিরা সৈন্যগণকে সজ্জীভূত করিয়া যথা নিয়মে স্থাপিত রাখেন, এবং তাঁহার আগমন মাত্র সেনাপতিরা এবং গবর্ণমেন্টের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মকারকেরা উপযুক্ত সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, রবিবারপ্রযুক্ত তৎসময়ে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মাগারে ঘন২ ঘণ্টা বাদ্য হইয়াছিল,ইহাও শ্রীযুতের আগমনের এক সুলক্ষণ বলিতে হইবেক।

চন্দ্রিকা সম্পাদক ও পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক দিগের প্রতি বক্তব্য

বৈশাখ মাসের ত্রয়োদশ দিবসীয় ভাস্কর পত্রে যশোহরের কালীপ্রসাদ পোদ্দারের মৃত্যু সমাচার ও তাঁহার কীর্ত্তি বর্ণন লিখিত যে প্রেরিত পত্র প্রকাশ হয় তাহাতে যশোহর নিবাসি কস্যচিৎ যথার্থবাদি লেখক স্পষ্ট লিখিয়াছেন ৩০ চৈত্রে পোদ্দার বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, তৎপরে বৈশাখ মাসের দ্বাবিংশতি দিবসীয় চন্দ্রিকাতে লিখিত হয়,, ভাস্কর পত্রে বিদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে জিলা যশোহর নিবাসি বাবু কালীপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয় বদান্যতা গুণে নানা দেশ হিতৈষি কর্ম্ম দ্বারা স্বীয় শুভ যশে দিগ আচ্ছন্ন করিয়াছেন অর্থাৎ দেশস্থ বন সকল কাটাইয়া বন্য জন্তু ভয়ে প্রজাদিগকে বিমুক্ত, দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাঠশালা স্থাপন, ও নবদ্বীপ হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত বৃক্ষ শ্রেণী সংযুক্ত উত্তম পথ প্রস্তুত করিতেছেন এবং ২৮০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত এক পথ, ও ১৭০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে কলিকাতা পর্য্যন্ত এবং ৫০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ঝিকরগাছায় এক লৌহ সংক্রম নির্ম্মাণ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন আমরা পরম কারুণিক জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি যে এপ্রকার দানশীল মহাত্মা মনুষ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া দেশের মঙ্গলোন্নতি হউক,, এবং বৈশাখীয় চতুর্ব্বিংশতি দিনের পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রেতেও চন্দ্রিকোদিত এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ইহাতে সাধারণ লোকেরা অনায়াসে বুঝিবেন উক্ত পোদ্দার বাবু জীবিত আছেন, তাহা হইলে কেহ২ বোধ করিতে পারেন মৃত ব্যক্তির জীবিতাবস্থ আমরাই লিখিয়াছি অতএব উক্তসম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে অনুরোধ করি তাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দিবসীয় ভাস্কর পত্র পাঠ করিয়া আপনারদিগের এই ভ্রম সংশোধন করিবেন।

শ্রীযুত বাবু পদ্মলোচন রায় চৌধুরী

জিলা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতি আমবাড়িয়া নিবাসি উক্ত জমীদার মহাশয় কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছেন, এস্থানে আগমনের এক হেতু এই যে সদরে তাঁহার সম্পত্তি ঘটিত কয়েকটা মোকদ্দমা উপস্থিত আছে, উকীলদিগেরসহিতসাক্ষাৎকরিয়াতাহার তাবৎ বৃত্তান্ত বলিয়াদিবেন,দ্বিতীয়কারণ গঙ্গাতীরে পিতৃশ্রাদ্ধ, গত বৎসরীয় চৈত্র মাসীয় পূর্ণিমাতে পদ্মলোচন বাবুর পিতার স্বর্গলাভ হয়, তৎকালে আদ্যশ্রাদ্ধদিনে স্বভবনে দানসাগর বৃষোৎসর্গাদি করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়, কাঙ্গালি বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালিভোজন, সাধারণ দান ইত্যাদি যাহা করিতে হয় তাহাতে বাবু যশস্বী হইয়াছেন, তথাচ গঙ্গাতীরে সপিণ্ডীকরণ করিতে আসিয়াছিলেন, এখানেও রজত নির্ম্মিত এক ষোড়শ এক বৃষোৎসর্গ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বাবু পদ্মলোচন রায় চৌধুরি মহাশয় এদেশের সাজান ব্যাপার জানেন না, তাহা যদি জানিতেন তবে এক ষোড়শীয় রূপাতে ইঙ্কপার এক দানসাগর করিতে পারিতেন, অদ্য আমারদিগের পত্রে স্থানাভাব এই কারণ উক্ত জমীদার মহাশয়ের অন্যান্য কীর্ত্তির বিষয় লিখিতে পারিলাম না, আগামি ভাস্করে তাঁহার তাবৎ সৎকর্ম্মের বিবরণ লিখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিব ।

বিবিধ সমাচার।

চীনরাজ্য হইতে শেষাগত সমা
রে ব্যক্ত করে কেণ্টন নগরে বিদেশী
লোকেরদের প্রবেশ করণ পক্ষে মা
মাসের শেষপর্য্যন্ত চীন রাজকর্ম্মচারী
কোন উপায় করেন নাই অতএব এ
উপক্রমে তথায় ঘোরতর সংগ্রাম হ
কি না তাহা এইক্ষণে বলা যায় না।

জলেন্দ্র প্রদেশে এক গিরিজাঘ
প্রস্তুত হইবেক তজ্জন্য যে চাঁদা হইত
ছে তাহাতে লার্ড গফ সাহেব স্বেচ্ছা
মে সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, এই
ম্যালয় প্রতিষ্ঠাতেই বুঝা যায় তথা
বৃটিস সৈন্যের অবস্থান করিবেক।

কলিকাতার দুর্গের মাঠের মনি
মেণ্টের নিকট এক স্ত্রীলোকের শব
ষ্ট হইয়াছিল কিন্তু হত্যাকারির অনু
ন্ধান হয় নাই আমরা পূর্ব্বে এই বিষ
লিখিয়াছি, তৎপরে জানা গেল জনে
যবনের প্রতি সন্দেহ বিধায় ঐ ব্যক্তি
মেদিনীপুর হইতে পোলীস কর্ত্তৃক
হইয়া আসিয়াছে।

মাষ্টর মেককিনলে সাহেব দীর্ঘ
ল অনবস্থান প্রযুক্ত মারে গ্লেডষ্টো
সাহেব তৎপরিবর্ত্তে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে
এতদ্বর্ষীয় এক জন ডাইরেকটর
য়াছেন।

জেনরল পার্টিঞ্জর যিনি হিরাট
যুদ্ধে বিশেষ বিখ্যাত হন তাঁহার
নার্থ বোম্বাই রাজ্যস্থ লোকেরা চাঁদা
রা অর্থ সংগ্রহ করিয়া এক মনিউমে
নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

দামোদর নদে জল বৃদ্ধি হইয়া
য়েকবার বন্ধন ভঙ্গপূর্ব্বক নানাস্থান
প্লাবিত হয়, ইহাতে প্রজাবর্গের ম
নিষ্ট হইবায় গবর্ণমেণ্ট সুবিবেচনা
র্ব্বক তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থান সকল " স
বে,, করিতে আদেশ করিয়াছেন
বং ভবিষ্যতে যাহাতে এপ্রকার উৎ
ত না হয় এমত উপায় করণেও অ
প্রায় রাখেন, গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী
ইলে ইহা অবশ্য সুসিদ্ধ হইবেক, এ
তাহাতে রাজা প্রজা উভয়পক্ষের উ
কার আছে অতএব এমত হিতকর
য় ত্বরায় সমাধা হয় ইহাই প্রার্থনী
এবং উক্ত বিষয়ে রাজপুরুষগণের উ
যুক্ত বিবেচনা জন্য আমরা তাঁহার
গকে অসীম ধন্যবাদ প্রদান করিলাম

বোম্বাই টাইম্‌স পত্রে লেখে
তান দেশ বোম্বাই রাজ্যভুক্ত হইবে
ন্তু আমরা ইহা নিশ্চিত বলিতে পা
লাম না।

লৌহ অষ্ট্রেলিয়া দেশে রেইলওএ নির্ম্মাণারম্ভ হইয়াছে কিন্তু ইহার কার্য্য অল্পে২ হইবেক।

বোম্বাই টেলিগ্রাফ পত্রপাঠে অবগতি হইল বোম্বাই রাজ্যস্থ রেইল ওএ ত্বরায় প্রস্তুতারম্ভ হইবে বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা তৎ নির্ম্মাণকারি কোম্পানির এক কোটি মুদ্রার উপর সম্প্রতি ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত শতকরা ৫ টাকা সুদ প্রদানের প্রতিভু হইতে স্বীকার করিয়াছেন, নিয়মিত কালান্তে তাঁহারা ঐ লৌহময় পথ প্রকৃত মূল্যে ক্রয় করিয়া লইবেন অথবা আর ২৫ বৎসরের জন্য এইরূপ প্রতিভূ হইবেন, আর লৌহময় পথ প্রস্তুতকারি কোম্পানির সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির এমত নিয়ম থাকিবে প্রয়োজন মতে ছয় মাস পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া নির্ম্মাতাগণের যাবদীয় ব্যয় সমর্পণ পূর্ব্বক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিরা ঐ পথ ক্রয় করিতে পারিবেন, পূর্ব্বোক্ত পত্রে লেখে বোম্বাই রাজ্যস্থ ও এষ্টইণ্ডিয়া রেইলওএ কোম্পানির ন্যায় বঙ্গরাজ্যের ইষ্টইণ্ডিয়া রেইলওএ কোম্পানিরাও গবর্ণমেণ্টের নিকট তুল্য সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, লৌহময় বর্ত্ম প্রস্তুত হইলে বাণিজ্যাদির যে উপকার দর্শিবেক সমাচার পত্রে বারম্বার বিস্তারিতরূপে তাহার বর্ণন হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সৈন্যাদি অতি ত্বরায় স্থানে২ প্রেরিত হইতে পারিবেক যাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উপকার আছে এবং বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল সম্ভাবনা, আমারদিগের রাজপুরুষেরা এমত মহৎ ব্যাপারে উচিত সহায়তা করিবেন বিচিত্র নহে, বিশেষত বিলাতীয় মহসভা পার্লিয়ামেণ্ট এতদনুকূলাভিপ্রায় রাখেন অতএব ঐ হিতকর বর্ত্ম প্রস্তুত হইলে আমরা আনন্দিত হইব, ইউরোপ খণ্ডে লৌহময় পথ নির্ম্মাণে রাজ্যের নানা উপকার দর্শিয়াছে অতএব লোকসকল যাঁহারা ইহার গুণাগুণের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহারদিগকে অধিক উপরোধবাদ বাহুল্য মাত্র।

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রে প্রকাশ হয় মেডিকেল কালেজের সুশিক্ষিত সুব্যবসায়িডাক্তর বাবু গোবিন্দচন্দ্রগুপ্তের স্ত্রীর ওলাউঠা হইয়াছিল তাহাতে ইংরাজ ডাক্তরেরা নানাবিধ ইংরাজি ঔষধ দেন এবং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করেন কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না, অবশেষে গোবিন্দবাবু বাঙ্গালি চিকিৎসকদিগের ঔষধ আনয়ন করিতে বাধিত হইলেন এবং সুখের বিষয় এই যে দেশীয় ভেষজ হইতে ঐ রমণীর প্রাণরক্ষা হইয়াছে, পাঠকগণ ইহাতেই ইংরাজী ও বাঙ্গালি ঔষধের বীর্য্য বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু দেশীয় লোকেরা দেশীয় বৈদ্যের এবং ঔষধের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ করেন না ইহাই পরিতাপের বিষয়, উপযুক্ত আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে আমারদিগের বৈদ্যগণ সুশিক্ষিত হইয়া অকৃত্রিম উত্তম ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আরো যশস্বী হইতে পারেন।

বোম্বাই টেলিগ্রাফ পত্রের করো স্থানীয় পত্রপ্রেরক ১০ এপ্রিল তারিখে লেখেন " আমরা এইক্ষণে অবগত হইলাম সুলতান ইজিপ্ট হইতে৫সহস্র সৈন্যের এবং রাজকরের আশু সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন ইহার কারণ এইযে রুষিয়া হইতে প্রেরিত প্রবল এক দল সৈন্য,তদ্রাজ্যের সীমাক্রমণের উদ্যোগে আছে,, কিন্তু আমরা এতদ্বার্ত্তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না।

ইংরাজী পত্রে লেখে কোর্ট আফ ডাইরেকটরসের পূর্ব্ব সভাপতি স্যার জেম্‌স ডবলিউ হগ সাহেব এতদ্রাজ্যে কোন বিশেষ কর্ম্মের ভারাক্রান্ত হইয়া আগত হইবেন, এতৎ সমাচারোপলক্ষে ইণ্ডিয়ান টাইম্‌স সম্পাদক মহাশয় বলেন কি বিশেষ কর্ম্ম ইহা বুঝা যায় না তিনি কোর্ট আফ ডাইরেকটসের এক জন অধ্যক্ষ এবং সভাপতিত্ব পদে থাকিয়া পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্ব কৌন্সেলির কর্ম্ম করিবেন ইহা কাহারো বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে কি তিনি পঞ্জাব রাজ্যের গবরণর হইবেন কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় পরিমিত করণার্থ আসিবেন বলা যায় না, ফলে এমত মহৎ ব্যক্তি উপযুক্ত ভার প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু হগ সাহেবের ভারতবর্ষে আগমন নিশ্চয় হইয়াছে ইহা আমরা বলিতে পারি না, স্যার চার্লস নেপিয়র হতঃপূর্ব্বে তাঁহার সহিত যদ্রূপ বিতর্ক উপস্থিত করেন তাহা পাঠকগণের বিদিত আছে,নেপিয়র সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যৎপরোনাস্তি কটু কহিতে ত্রুটি করেন নাই সে সকল এইক্ষণে এতদুভয় মহাশয়ের অন্তঃকরণ হইতে অন্তর হইয়াছে ইহাই পরম লাভ।

মুলতানাধিকারে যে অর্থ জয়লব্ধ হইয়াছে ও হইবেক তাহা কিরূপে বণ্টন করা যাইবেক অর্থাৎ পঞ্জাবীয় সমরে যত বৃটিস সৈন্য সামন্ত সমবেত হইয়াছিল তাহারা সকলেই বিভাগমত পাইবেক কিম্বা যাহারা মুলতানাধিকার করে কেবল তাহারাই গ্রহণ করিবেক এই বিষয় বিবেচনা হইতেছে,বিলাতীয় পত্রে লেখে শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসী এতদ্বিষয় মীমাংসা বিলাতস্থ কর্ত্তা মহাশয়দিগের বিবেচনাতেই অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু বোম্বাই জেণ্টলমেন গেজেট পত্রে বিদিত করে লার্ড সাহেব এই জয়লব্ধ অর্থ শুদ্ধ তজ্জয়কারকগণের প্রাপ্যযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিপোষকার্থ খেলাত জয়লব্ধ টাকা বণ্টন উদারণ স্বপক্ষীয় প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রভেদজনক এতদুভয় সমাচারের মধ্যে আমরা প্রথমোক্ত বার্ত্তাতেই প্রত্যয় করি।

পঞ্জাবীয় জয়োপলক্ষে আমারদিগের লার্ডসাহেবের আদেশে শ্রীযুত লার্ডবিসপ সাহেব মে মাসের প্রথম রবিবারে ভজনা করিতে যে ঘোষণা দেন তদনুসারে গত রবিবারে যেকালে গিরিজা মধ্যে উপাসনা হইতেছিল সেই সময়ে স্যার চার্লস নেপিয়র এতদ্রাজ্যে পদার্পণ করেন, বর্ত্তমান ডেপুটি গবর্ণর ও স্যার জেমস ডবলিউ কালবিল সাহেব ও কতিপয় মান্য ইংরাজ নবীন মহারথির সম্মানার্থ নৌকা হইতে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট হৌসে আনয়ন করিলেন, হরকরা পত্রে লেখে শ্রীযুত মহারথী গাড়ি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই একজন সুবেদারেরসহিত দুই নিমেষ কাল কথোকথন করেন ।

কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুতহইল চব্বিশপরগণার বর্ত্তমান জজ সাহেব বিষ্ণুপুরের মুনসেফের নিকট এক আদেশ পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতে লেখেন তথাকার কাজী নিযুক্ত তথায় অবস্থান করেন কি না মুনসেফ ইহার অনুসন্ধান করিয়া বিদিত করেন, রাজপুরুষগণ এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রজাগণের মঙ্গল হয় প্রধান মহাশয়েরা প্রজাবর্গের হিতেচ্ছাতেই কাজীদিগের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কাজিরা আপন২ স্থানে অবস্থিত না হইলে প্রকৃত কার্য্যেরব্যাঘাত জন্মে অতএব আমরা এবিষয়ে অনেক হেতুবাদ দর্শাইয়াছি তজ্জন্য অদ্য পুনরুল্লেখ করিলাম না, কিন্তু যে সকল কাজীরা আপনারদিগের কার্য্যে অমনোযোগী আছেন তাঁহারদিগের পরিবর্ত্তন বা কার্য্যের সাধন না হইলে আমরা ক্ষান্ত হইতে পারিনা, এজন্য আড়িয়াদহ থানার কাজীর বিষয় পুনর্ব্বার লিখিতে হইল, তিনি আপনকার্য্যস্থানেঅবস্থানকরেননা, অন্যের প্রতি অবৈধ ভারার্পণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছেন, ইহার প্রতি শ্রীযুত মিটন সাহেব ত্বরায় অনুসন্ধান করিবেন, ইহা সত্য বটে কোন২ থানায় অল্পলাভ বিধায় কাজীরা তথায় নিয়ত তিষ্ঠিতে পারেন না, আরিয়াদহ থানায় যদি তদ্রূপ কারণ থাকে তবে রাজপুরুষগণকে আমরা এই উপদেশ প্রদান করি পাতরঘাটার উপযুক্ত ও পরিশ্রমশীল কাজীকে উভয় স্থানের কার্য্য সমর্পণ করিলে প্রজাকুলের মঙ্গল হইবেক।

এইক্ষণে আমরা কি করি, ডাকাইতির সমাচারে আমারদিগের কর্ণজ্বালা উপস্থিত হইল সমাচার পত্র মাত্র সর্ব্বত্র ঐ ভয়ানক সমাচার দৃষ্টি গোচর হয়, এবং ভাস্কর পত্রের সমাচার দাতারাও ডাকাইতির সমাচার লিখিতে২ লেখনীকে পরিশ্রান্তা করেন, জিলায়২ মাজিস্ত্রেট, ডেপুটি মাজিস্ত্রেট, দারোগাদি পোলীস কর্ম্মচারিরা অনেক আছেন, গবর্ণমেণ্ট প্রজার মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহারদিগের বেতন সংগ্রহ করেন, ঐ সকল কর্ম্মচারিরা প্রায় সকলি ধনাঢ্য হইলেন, কিন্তু প্রজারা জলপাত্র ভোজনপাত্র লইয়াও বসতি করিতে পারেন না, ইহার বাজ কি, লোকেরা আশ্চর্য্য এক রব তুলিয়াছেন যদিও ইহা সত্য নয় তথাপি আমরা এবিষয় গোপন রাখিতে পারি না, অদূরদর্শি লোকেরা অনেকেই বলিতেছেন ইংরেজেরা বিবিধ কৌশলে এদেশের সকল ধন হস্তগত করিয়াছেন, আর এদেশে অধিক ধন নাই, প্রজাদিগের আভরণ জলপাত্র ভোজনপাত্রাদি মাত্র অবশিষ্ট আছে,রাজশক্তি দ্বারা তাহা লইতে গেলে পৃথিবীতে মুখ দেখাইতে পারিবেন না, এই কারণ দস্যুগণকে গোপনীয়ভা

যে বেতনভোগিত্ব রূপে ভৃত্য রাখিয়াছেন, দস্যুরা কমিস্যন পাইবে প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব আনিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিবে, ইহার হেতুবাদে তাঁহারা কহেন,,গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় লোকেরা কি চুরী ডাকাইতী করে না, তাহা কি প্রকাশ হয় নাই, অনভিজ্ঞ লোকেরা অনেকেই সন্দিগ্ধ হইয়া এই সকলকথা বলিতেছেন এবং হুগলি জিলায় দস্যুরাও নৃত্য করিতেছে, হুগলির পোলীস কর্ম্মচারিরা কি দস্যুদিগের কিছু হিম করিতে পারিয়াছেন, আমারদিগের একজন সমাচার দাতা হুগলির ডাকাইতির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহা শ্রবণ করুন।

“ সম্পাদক মহাশয়, মেং ওয়াকোপ সাহেব যখন হুগলির মাজিস্ত্রেট ছিলেন তখন আপনি যে কোন বিষয় লিখিতেন তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়ে মনোযোগ করিতেন, তাহাতেই অনেক স্থলের ডাকাইতী স্থগিত হইয়াছিল, পশ্চাবীয় ঘোর সমর সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেঅ৷ রাকাণে পাঠাইয়া দিলেন, চব্বিশ পরগণার আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ত্রেট ইয়ং সাহেব যিনি শ্রীরামপুরের মাজিস্ত্রেট হইয়া বালকস্বভাবে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, কুমার দেবেন্দ্রনাথ দেব, বাবু রামরত্ন রায় ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত মনুষ্যগণকে কারাগারে দেন, ডাম্পিয়র সাহেবের প্ররোচনাতে আমারদিগের যুব গবর্ণর তাঁহাকেই উত্তম লোক জ্ঞানকরিয়া হুগলির মাজিস্ত্রেট কর্ম্ম দিয়াছেন, কিন্তু ডাকাইতেরা ইয়ং মাজিস্ত্রেটকে ভয় করে না, তাহারা হুগলি জিলার সর্ব্বত্র নির্ভয়ে ডাকাইতী করিতেছে, সম্প্রতি রাজহাট থানার অন্তঃপাতি মালিমপুর গ্রামে নকুড় ধাড়ার বাড়ীতে এক দিবসীয় প্রথম রাত্রে ডাকাইতী হয়, দস্যুরা বহির্দ্বার ভঙ্গ করিয়া নকুড়ের বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র নকুড় পলায়ন করে- তৎপরে ডাকাইতেরা নকুড়ের পুত্রকে বন্ধন করিয়া কহে কোথায় কি আছে দেখাইয়া দে, এবং নকুড় ধাড়ার স্ত্রীকে মশাল দ্বারা দগ্ধ করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া সে বাটী হইতে বাহির হয়, তৎপরে ঐ রাত্রিতে ঐ দস্যুদল ঐ গ্রামের নিকটস্থ ঢুলীয়াড়া নামক পাড়ায় জগন্মোহন ঘোষের বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার জলপাত্র ভোজনপাত্র পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে, এবং ইহার পাঁচ ছয় দিবস পূর্ব্বে এক দিবসীয় সন্ধ্যার পরে ভাটুয়াড়া পল্লীর চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ডাকাইতী করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছিল, প্রতিবাসি লোকেরদের প্রতিবন্ধকতায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, দুই বৎসর গত হইল ডাকাইতেরা ঐ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে, আমার স্মরণ হয় এবিষ ভাস্করে প্রকাশ হইয়াছিল এইক্ষণে দস্যুভয়ে প্রজারা নিদ্রা যাইতে পারে না, পাড়ায় পাড়ায় সকলে দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রতি রাত্রি জাগিয়া থাকে, একে রৌদ্রের উত্তাপে দিবসে নিদ্রা হয় না তাহাতে রাত্রি জাগরণ ইহাতে প্রজারা যে সুখে আছে সুবোধেরা অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারিবেন,, ।

আমরা আরো শুনিলাম রাজহাটের সেখ পাকড়িয়া মণ্ডলের বাটীতেও ডাকাইতেরা প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে কিন্তু গৃহস্থেরা ছাতের উপরে থাকিয়া ইট মারিয়া এক দস্যুর মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল দারোগা অদ্যাপি তাহাকেও ধরিতে পারেন নাই।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়

বিজ্ঞবরেষু।

কিয়দ্দিবস গত হইল কলিকাতা নগরে ব্যাঘ্রভীতি উপস্থিতি হইয়াছিল, সন্ধ্যাকাল হইলেই সকলে আপন২ শিশুদিগকে সাবধানপূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিতেন এবং কর্ম্মানুরোধে যাঁহারদিগের স্থানান্তর গমন করিতে হইত তাঁহারাও যষ্ট্যাদি অস্ত্র ধারণ না করিয়া রাজপথে গমনোদ্যত হইতেন না, কিন্তু ভীরু লোকদিগের মধ্যেই এই বিষয় প্রচরদ্রূপ হইয়াছিল, ভদ্রলোকেরা সকলেই উপহাস করিয়া কহিতেন “ কলিকাতা মহানগরে ব্যাঘ্র আসিবার সম্ভাবনা নাই অতএব ব্যাঘ্র২ কেবল গোলযোগ মাত্র,, বোধ হয় আপনিও তদ্রূপ বোধে এতদ্বিষয়োপলক্ষে লেখনীধারণ করেন নাই, কিন্তু মহাশয়কে এক বিষয় জিজ্ঞাস্য এই যে যদ্যপিও ব্যাঘ্রভয় হড্ডগোল মাত্র হউক তথাপি কোন কারণ ব্যতীত এতদ্রূপ গোল উত্থাপন হইতে পারে নাই,বিনা কারণে কোন কার্য্যেরইউৎপত্তি সম্ভাবনীয়া নহে,অতএব হঠাৎ এইরূপ গোল উপস্থিত হইবার কারণানুসন্ধান করিয়া দেখিলে আপনাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক এই বিষয় সম্পাদক মহাশয়দিগের আন্দোলনের অযোগ্য নহে, মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে কিয়দ্বর্ষ গত হইল ব্যাঘ্র২ বলিয়া এইরূপ এক মহাগোল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে পোলীস হইতে এক জন সারজন আসিয়া হোগলকুড়িয়াস্থ এক ভগ্ন বাটীর মধ্যে একটা শৃগাল বধ করেন, তদবধি ঐ গোল স্থগিত হয়, এবারেও তদ্রূপ হইয়া থাকিবে, সুতরাং আমারদিগের বিশ্বাস হইতেছে মধ্যে২ এই মহানগরে শৃগালের উপদ্রব উপস্থিত হয়, শৃগালেরা অনাবৃত স্থানে তিষ্ঠিতে পারে না অরণ্য ভূমিতে বাস করে, তবে আমারদিগের দুঃখের বিষয় এই যে প্রধান নগর যাহার শোভা বর্দ্ধনার্থ সাতজন কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাও অরণ্যময় হইল,এবং তাহাতে সর্প শৃগাল ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু সকল বাস করিয়া প্রজাদিগের প্রাণ নাশ করিতেছে, কি আশ্চর্য্য, কদাপি শ্রবণ করি নাই কোন রাজধানীর মধ্যে এমত উপদ্রব কোন রাজ্যে হইয়াছে, পুরাবৃত্ত পাঠ জ্ঞান গোচর আছে কোনকালেইংলণ্ডদেশে বৃকব্যাঘ্রেরঅত্যন্তউপদ্রবহইয়াছিল তাহাতে উক্তদেশীয় একমহারাজ স্বীয়াধীন ওয়েলস রাজার নিকট যে করপ্রাপ্তহইতেনউপদ্রবকারি জন্তু সকলকে বিনাশ করণার্থ অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া ঐ রাজকর পরিত্যাগ করেন, ইহাতেই উক্ত উপদ্রব শীঘ্র নিবারণ হয়, তৎকালীন ইংরাজেরা অধিক সভ্য ছিলেন না, তথাপি ধনলোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষার উপায় চেষ্টা করিয়াছেন এবং এইক্ষণেও রাজ্যেশ্বরদিগের অপরাধ নাই তাঁহারা কলিকাতাস্থ প্রজাদিগের মতানুসারে চারিজন কমিস্যনর নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারদিগকে মোটা২ বেতন প্রদান করিতেছেন কিন্তু কমিস্যনর বাবুরা এমত কর্ম্মক্ষম এই রাজধানী তাঁহারদিগের প্রায় সকলের জন্মভূমি, তথাচ কিকার্য্য দ্বারা ইহার শোভা বর্দ্ধন হইবে তাঁহারা ইহা জ্ঞাতা নহেন, প্রতি ডিবিজনে পাঁচ২ জন মান্য ব্যক্তির মত লইয়া কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন কিন্তু উক্ত ব্যক্তিদিগের অমনোযোগ হেতু কোন কর্ম্ম না দেখিয়া হাপু গণিতেছেন, বাজারে পচা মৎস্য বিক্রয় হয় ও তাহার গন্ধে প্রজাসকল পীড়া পায় এমত বিবেচনা অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কর্ম্ম বটে কিন্তু আমারদিগের স্থূল বুদ্ধি দ্বারা এমত অনুমান হয় শৃগালে লোকের ছেলিয়া ধরিয়া খায় তাহা নিবারণের উপায় অগ্রে করিতে হয়, মহাশয় কমিস্যনর সাহেবেরা ইংরাজী সাএন্স পড়িয়া বুদ্ধি মার্জ্জন পূর্ব্বক এমত সূক্ষ্ম করিয়াছেন যে তাহার অস্তিত্বও সন্দেহের বিষয় হইয়াছে।

কস্যচিৎ নগরবাসিনঃ।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত রামধন দের উত্তরাধিকারীণী শ্রীমতী হিরামণী দাসীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবাণার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে নীচের লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার কলটোলার মধ্যে সুরতির বাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১১ নম্বর এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵।। এক কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত রামধন দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে সার্ত্তক শৈর্লের বাটী এবং ভূমি, পশ্চিমদিগে গুরুচরণ দের বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে রূপ চাঁদ করের বাটী এবং ভূমি,উত্তরদিগে সুরতিরবাগানের রাস্তা।।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকলবিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ এপ্রেল ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নি[illegible]জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রভাতকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রান্ত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য মায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বায়গুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১ম সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৮ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দুলরাজাব্দাঃ ৮১বাঙ্গাল। ১২৫৬ সাল ২৭বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

[illegible]প্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে[illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম[illegible]হন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি[illegible]য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[illegible]পাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা[illegible]র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[illegible] ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে [illegible]মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ[illegible]ত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [illegible]শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা[illegible]কাজয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা [illegible]মমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[illegible]র আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের [illegible]মাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ[illegible]লের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক[illegible]প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি[illegible] হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু[illegible]কেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী[illegible]ান হয় কিন্তু পথ্য প্রদান পাঠ ক[illegible]ল তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible]ানগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible] বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা[illegible] লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible]ন্না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible]ার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত [illegible]য়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[illegible] হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[illegible]ই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্র[illegible]হস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র জ্ঞা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ এলেপ্রবৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতারসরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফ পুরের শামিল নিজ মুনসেক পুর, মৌজা ছাট খোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্য ঘরা, মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথ পুর, মৌজা জলকর বৈসা, যাহা কুরল গাছি নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত, মৌজা দশমেশ, মৌজা বরোবড়িয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা গাড়রা মৌজা শিব নগর, মৌজা চন্দ্রবস, বিনাম পুকামারি, মৌজা [illegible] মৌজা [illegible] মৌজা রামচন্দ্রপুর, বেনামছোট আন্দলিয়া, ডিহি রাজপরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবঙ্কা মৌজা গোঙ্গরা, মৌজা রাজীবপুর, মৌজা সন্তোষপুর বেনাম জপুর, মৌজা বাগয়ান, মৌজা সাত পোতা, বিনাম পুটিমারি, মৌজা অন্ন দাপুর, বিনাম ধরমপুর মৌজা চড়ক পোতা, মৌজা জলকর গোরাভোর গোপীনাথপুর মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতামারি, মৌজা হর নগর মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা সাহেব নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ওতাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পাক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ও ফড়া পরগনার শ্রীনগর চাকসার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ৬/ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যেস্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক রাস্তা। দক্ষিণ দিগে এবং পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীরদিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২৲ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা তেও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীতহইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও খোপা হরি ধোবারবাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘরও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪৲০ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপরপূর্ব্বোক্ত আসামীউমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরীর ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে উক্ত উমেশ

চন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত, ভূমি অনুমান ৮৵০ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা; বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস বাটী। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎভূমি তাহাতে অনেকবৃক্ষ আছে ও তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত, ভূমি অনুমান ১০৲ দশবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী। উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিদদিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
২৪ মার্চ্চ ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

শ্রীযুত ডনবর সাহেব।

গত শনিবারে শপথ পূর্ব্বক উক্ত মহাত্মা সদরের বিচারক পদ গ্রহণ করিয়া গত দিবসাবধি খাস কমিসনরী বিষয় বিবেচনারম্ভ করিতেছেন।

শ্রীযুত মহারথি সেনাপতির আগমন।

গত রবিবার গোধূলি কালে আমারদিগের মহারথি সেনাপতি শ্রীযুত নেপিয়র সাহেব কলিকাতা নগরে শুভাগমন করিয়াছেন শ্রীযুত ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুর পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন শ্রীযুত মহারথির আগমন কালে সেনাপতিগণ সৈন্যগণকে শ্রেণী পূর্ব্বক রাজপথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন এজন্য উক্ত দিবসীয় দুই প্রহর সময়ে তিনবার তোপধ্বনি হয় তাহাতেই প্রকাশ পায় শ্রীযুত মহারথী মায়াপুরে আসিয়াছেন তৎপরে সেনাপতিরা সৈন্যগণকে সজ্জীভূত করিয়া যথা নিয়মে স্থাপিত রাখেন, এবং তাঁহার আগমন মাত্র সেনাপতিরা এবং গবর্ণমেণ্টের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মকারকেরা উপযুক্ত সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, রবিবারপ্রযুক্ত তৎসময়ে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মাগারে ঘনং ঘণ্টা বাদ্য হইয়াছিল, ইহাও শ্রীযুতের আগমনের এক সুলক্ষণ বলিতে হইবেক।

চন্দ্রিকা সম্পাদক ও পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক দিগের প্রতি বক্তব্য

বৈশাখ মাসের ত্রয়োদশ দিবসীয় ভাস্কর পত্রে যশোহরের কালীপ্রসাদ পোদ্দারের মৃত্যু সমাচার ও তাঁহার কীর্ত্তি বর্ণন লিখিত যে প্রেরিত পত্র প্রকাশ হয় তাহাতে যশোহর নিবাসি কস্যচিৎ যথার্থবাদি লেখক স্পষ্ট লিখিয়াছেন ৩০ চৈত্রে পোদ্দার বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, তৎপরে বৈশাখ মাসের দ্বাবিংশতি দিবসীয় চন্দ্রিকাতে লিখিত হয়,, ভাস্কর পত্রে বিদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে জিলা যশোহর নিবাসি বাবু কালীপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয় বদান্যতা গুণে নানা দেশ হিতৈষি কর্ম্ম দ্বারা স্বীয় শুভ যশে দিগ আচ্ছন্ন করিয়াছেন অর্থাৎ দেশস্থ বন সকল কাটাইয়া বন্য জন্তু ভয়ে প্রজাদিগকে বিমুক্ত, দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাঠশালা স্থাপন, ও নবদ্বীপ হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত বৃক্ষ শ্রেণী সংযুক্ত উত্তম পথ প্রস্তুত করিতেছেন এবং ২৮০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত এক পথ, ও ১৭০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে কলিকাতা পর্য্যন্ত এবং ৫০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ঝিকড়েগাছায় এক লৌহ সংক্রম নির্ম্মাণ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন আমরা পরম কারুণিক জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি যে এপ্রকার দানশীল মহাত্মা মনুষ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া দেশের মঙ্গলোন্নতি হউক,, এবং বৈশাখীয় চতর্ব্বিংশতি দিনের পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রেতেও চন্দ্রিকোদিত এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ইহাতে সাধারণ লোকেরা অনায়াসে বুঝিবেন উক্ত পোদ্দার বাবু জীবিত আছেন, তাহা হইলে কেহং বোধ করিতে পারেন মৃত ব্যক্তির জীবিতাবস্থ আমরাই লিখিয়াছি অতএব উক্তসম্পাদকমহাশয়দ্বয়কেঅনুরোধ করি তাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দিবসীয় ভাস্কর পত্র পাঠ করিয়া আপনারদিগের এই ভ্রম সংশোধন করিবেন।

শ্রীযুত বাবু পদ্মলোচন রায় চৌধুরী

জিলা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতি আমবাড়িয়া নিবাসি উক্ত জমীদার মহাশয় কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছেন, এস্থানে আগমনের এক হেতু এই যে সদরে তাঁহার সম্পত্তি ঘটিত কয়েকটা মোকদ্দমা উপস্থিত আছে, উকীলদিগেরসহিতসাক্ষাৎকরিয়াতাহার তাবৎ বৃত্তান্ত বলিয়াদিবেন, দ্বিতীয় কারণ গঙ্গাতীরে পিতৃশ্রাদ্ধ, গত বৎসরীয় চৈত্র মাসীয় পূর্ণিমাতে পদ্মলোচন বাবুর পিতার স্বর্গলাভ হয়, তৎকালে আদ্যশ্রাদ্ধদিনে স্বভবনে দানসাগর বৃষোৎসর্গাদি করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়, কাঙ্গালি বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালিভোজন, সাধারণ দান ইত্যাদি যাহা করিতে হয় তাহাতে বাবু যশস্বী হইয়াছেন, তথাচ গঙ্গাতীরে সপিণ্ডীকরণ করিতে আসিয়াছিলেন, এখানেও রজত নির্ম্মিত এক ষোড়শ এক বৃষোৎসর্গ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বাবু পদ্মলোচন রায় চৌধুরি মহাশয় এদেশের সাজান ব্যাপার জানেন না, তাহা যদি জানিতেন তবে এক ষোড়শীয় রূপাতেই রূপার এক দানসাগর করিতে পারিতেন, অদ্য আমারদিগের পত্রে স্থানাভাব এই কারণ উক্ত জমীদার মহাশয়ের অন্যান্য কীর্ত্তির বিষয় লিখিতে পারিলাম না, আগামি ভাস্করে তাঁহার তাবৎ সৎকর্ম্মের বিবরণ লিখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিব।

বিবিধ সম্বাচার।

চীনরাজ্য হইতে শেষাগত সম্বাদে ব্যক্ত করে কেণ্টন নগরে বিদেশীয় লোকেরদের প্রবেশ করণ পক্ষে ম[...] মাসের শেষ পর্য্যন্ত চীন রাজকর্ম্মচা[...] কোন উপায় করেন নাই অতএব [...] উপক্রমে তথায় ঘোরতর সংগ্রাম হ[...] কি না তাহা এইক্ষণে বলা যায় না।

জলেন্দ্র প্রদেশে এক গিরিজা[...] প্রস্তুত হইবেক তজ্জন্য যে চাঁদা হই[...]ছে তাহাতে লাড গফ সাহেব স্বেচ্ছা[...]মে সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, এ[...] ম্যালয় প্রতিষ্ঠাতেই বুঝা যায় তৎ[...] ব্রিটিস সৈন্যেরা অবস্থান করিবেক[...]

কলিকাতার দুর্গের মাঠের মনি[...]মেণ্টের নিকট এক স্ত্রীলোকের শ[...]ষ্ট হইয়াছিল কিন্তু হত্যাকারির অ[...]ন্ধান হয় নাই আমরা পূর্ব্বে এই বি[...] লিখিয়াছি, তৎপরে জানা গেল জ[...] যবনের প্রতি সন্দেহ বিধায় ঐ ব[...] মেদিনীপুর হইতে পোলীস কর্ত্তৃক [...] হইয়া আসিয়াছে।

মাষ্টর মেককিনলে সাহেব দীর্ঘ[...]ল অনবস্থান প্রযুক্ত মারে গ্লেডষ্ট[...] সাহেব তৎপরিবর্ত্তে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে[...] এতদ্বর্ষীয় এক জন ডাইরেকটর [...]য়াছেন।

জেনরল পাটিঞ্জর যিনি হিরাটী[...] যুদ্ধে বিশেষ বিখ্যাত হন তাঁহার স্ম[...]ণার্থ বোম্বাই রাজ্যস্থ লোকেরা চাঁদা [...]রা অর্থ সংগ্রহ করিয়া এক মনিউমেণ্ট[...] নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

দামোদর নদে জল বৃদ্ধি হইয়া [...]সেকবার বন্ধন ভঙ্গপূর্ব্বক নানাস্থান জ[...] প্লাবিত হয়, ইহাতে প্রজাবর্গের ম[...]নিষ্ট হইবায় গবর্ণমেণ্ট সুবিবেচনা পূ[...]র্ব্বক তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থান সকল " স[...]বে,, করিতে আদেশ করিয়াছেন এ[...]বং ভবিষ্যতে যাহাতে এপ্রকার উৎপা[...]ত না হয় এমত উপায় করণেও অভি[...]প্রায় রাখেন, গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হ[...]ইলে ইহা অবশ্য সুসিদ্ধ হইবেক, এবং তাহাতে রাজা প্রজা উভয়পক্ষের উপকার আছে অতএব এমত হিতকর বিষয় ত্বরায় সমাধা হয় ইহাই প্রার্থনীয়, এবং উক্ত বিষয়ে রাজপুরুষগণের উপযুক্ত বিবেচনা জন্য আমরা তাঁহারদিগকে অসীম ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

বোম্বাই টাইম্‌স পত্রে লেখে মুলতান দেশ বোম্বাই রাজ্যভুক্ত হইবে কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চিত বলিতে পারিলাম না।

লৌহ অষ্ট্রেলিয়া দেশে রেইল ওএ নির্ম্মাণারম্ভ হইয়াছে কিন্তু ইহার কার্য্য অল্পেং হইবেক।

বোম্বাই টেলিগ্রাফ পত্রপাঠে অবগতি হইল বোম্বাই রাজ্যস্থ রেইল ওএ ত্বরায় প্রস্তুতারম্ভ হইবে বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা তৎ নির্ম্মাণকারি কোম্পানির এক কোটি মুদ্রার উপর সম্পূর্ত্তি ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত শতকরা ৫ টাকা সুদ প্রদানের প্রতিভূ হইতে স্বীকার করিয়াছেন, নিয়মিত কালান্তে তাঁহারা ঐ লৌহময় পথ প্রকৃত মূল্যে ক্রয় করিয়া লইবেন অথবা আর ২৫ বৎসরের জন্য এইরূপ প্রতিভূ হইবেন, আর লৌহময় পথ প্রস্তুতকারি কোম্পানির সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির এমত নিয়ম থাকিবে প্রয়োজন মতে ছয় মাস পূর্ব্ব সংবাদ দিয়া নির্ম্মাতাগণের যাবদীয় ব্যয় সমর্পণ পূর্ব্বক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিরা ঐ পথ ক্রয় করিতে পারিবেন, পূর্ব্বোক্ত পত্রে লেখে বোম্বাই রাজ্যস্থ ও এষ্টইণ্ডিয়া রেইল ওএ কোম্পানির ন্যায় বঙ্গরাজ্যের ইষ্টইণ্ডিয়া রেইল ওএ কোম্পানিরাও গবর্ণমেণ্টের নিকট তুল্য সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, লৌহময় বর্ত্ম প্রস্তুত হইলে বাণিজ্যাদির যে উপকার দর্শিবেক সমাচার পত্রে বারম্বার বিস্তারিতরূপে তাহার বর্ণন হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সৈন্যাদি অতি ত্বরায় স্থানেং প্রেরিত হইতে পারিবেক যাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উপকার আছে এবং বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল সম্ভাবনা, আমারদিগের রাজপুরুষেরা এমত মহৎ ব্যাপারে উচিত সহায়তা করিবেন বিচিত্র নহে, বিশেষত বিলাতীয় মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট এতদনুকুলাভিপ্রায় রাখেন অতএব ঐ হিতকর বর্ত্ম প্রস্তুত হইলে আমরা আনন্দিত হইব, ইউরোপ খণ্ডে লৌহময় পথ নির্ম্মাণে রাজ্যের নানা উপকার দর্শিয়াছে অতএব লোকসকল যাঁহারা ইহার গুণাগুণের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহারদিগকে অধিক উপরোধবাদ বাহুল্য মাত্র।

হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর পত্রে প্রকাশ হয় মেডিকেল কালেজের সুশিক্ষিত সুব্যবসায়িডাক্তর বাবু গোবিন্দচন্দ্রগুপ্তের স্ত্রীর ওলাউঠা হইয়াছিল তাহাতে ইংরাজ ডাক্তরেরা নানাবিধ ইংরাজি ঔষধ দেন এবং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করেন কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না, অবশেষে গোবিন্দবাবু বাঙ্গালি চিকিৎসকদিগের ঔষধ আনয়ন করিতে বাধিত হইলেন এবং সুখের বিষয় এই যে দেশীয় ভেষজ হইতে ঐ রমণীর প্রাণরক্ষা হইয়াছে, পাঠকগণ ইহাতেই ইংরাজী ও বাঙ্গালি ঔষধের বীর্য্য বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু দেশীয় লোকেরা দেশীয় বৈদ্যের এবং ঔষধের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ করেন না ইহাই পরিতাপের বিষয়, উপযুক্ত আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে আমারদিগের বৈদ্যগণ সুশিক্ষিত হইয়া অকৃত্রিম উত্তম ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আরো যশস্বী হইতে পারেন।

বোম্বাই টেলিগ্রাফ পত্রের কেরো স্থানীয় পত্রপ্রেরক ১০ এপ্রিল তারিখে লেখেন " আমরা এইক্ষণে অবগত হইলাম সুলতান ইজিপ্ট হইতে৫সহস্র সৈন্যের এবং রাজকরের আশু সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন ইহার কারণ এইযে রুষিয়া হইতে প্রেরিত প্রবল এক দল সৈন্য তদ্রাজ্যের সীমাক্রমণের উদ্যোগে আছে ,, কিন্তু আমরা এতদ্বার্ত্তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না।

ইংরাজী পত্রে লেখে কোর্ট আফ ডাইরেকটরসের পূর্ব্ব সভাপতি স্যার জেমস ডবলিউ হগ সাহেব এতদ্রাজ্যে কোন বিশেষ কর্ম্মের ভারাক্রান্ত হইয়া আগত হইবেন, এতৎ সমাচারোপলক্ষে ইণ্ডিয়ান টাইম্‌স সম্পাদক মহাশয় বলেন কি বিশেষ কর্ম্ম ইহা বুঝা যায় না তিনি কোর্ট আফ ডাইরেকটসের এক জন অধ্যক্ষ এবং সভাপতিত্ব পদে থাকিয়া পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্ব কৌন্সেলির কর্ম্ম করিবেন ইহা কাহারো বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে কি তিনি পঞ্জাব রাজ্যের গবরণর হইবেন কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় পরিমিত করণার্থ আসিবেন বলা যায় না, ফলে এমত মহৎ ব্যক্তি উপযুক্ত ভার প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু হগ সাহেবের ভারতবর্ষে আগমন নিশ্চয় হইয়াছে ইহা আমরা বলিতে পারি না, স্যার চার্লস নেপিয়র ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সহিত যদ্রূপ বিতর্ক উপস্থিত করেন তাহা পাঠকগণের বিদিত আছে, নেপিয়র সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যৎপরোনাস্তি কটু কহিতে ত্রুটি করেন নাই সে সকল এইক্ষণে এতদুভয় মহাশয়ের অন্তঃকরণ হইতে অন্তর হইয়াছে ইহাই পরম লাভ।

মুলতানাধিকারে যে অর্থ জয়লব্ধ হইয়াছে ও হইবেক তাহা কিরূপে বণ্টন করা যাইবেক অর্থাৎ পঞ্জাবীয় সমরে যত ব্রিটিস সৈন্য সামন্ত সমবেত হইয়াছিল তাহারা সকলেই বিভাগমত পাইবেক কিম্বা যাহারা মুলতানাধিকার করে কেবল তাহারাই গ্রহণ করিবেক এই বিষয় বিবেচনাইইতেছে, বিলাতীয় পত্রে লেখে শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসী এতদ্বিষয় মীমাংসা বিলাতস্থ কর্ত্তা মহাশয়দিগের বিবেচনাতেই অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু বোম্বাই জেণ্টলমেন গেজেট পত্রে বিদিত করে লার্ড সাহেব এই জয়লব্ধ অর্থ শুদ্ধ তজ্জয়কারকগণের প্রাপ্য যোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিপোষকার্থ খেলাত জয়লব্ধ টাকা বণ্টন উদারণ স্বপক্ষীয় প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রভেদজনক এতদুভয় সমাচারের মধ্যে আমরা প্রথমোক্ত বার্ত্তাতেই প্রত্যয় করি।

পঞ্জাবীয় জয়োপলক্ষে আমারদিগের লার্ড সাহেবের আদেশে শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব যে মাসের প্রথম রবিবারে ভজনা করিতে যে ঘোষণা দেন তদনুসারে গত রবিবারে যেকালে গিরিজা মধ্যে উপাসনা হইতেছিল সেই সময়ে স্যার চার্লস নেপিয়র এতদ্রাজ্যে পদার্পণ করেন, বর্ত্তমান ডেপুটি গবর্ণর ও স্যার জেমস ডবলিউ কার্লবিল সাহেব ও কতিপয় মান্য ইংরাজ নবীন মহারথির সম্মানার্থ নৌকা হইতে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট হৌসে আনয়ন করিলেন, হরকরা পত্রে লেখে শ্রীযুত মহারথী গাড়ি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই একজন সুবেদারেরসহিত দুই নিমেষ কাল কথোপকথন করেন।

কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুতহইল চব্বিশপরগণার বর্ত্তমান জজ সাহেব বিষ্ণুপুরের মুনসেফের নিকট এক আদেশ পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতে লেখেন তথাকার কাজী নিযুক্ত তথায় অবস্থান করেন কি না মুনসেফ ইহার অনুসন্ধান করিয়া বিদিত করেন, রাজপুরুষগণ এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রজাগণের মঙ্গল হয় প্রধান মহাশয়েরা প্রজাবর্গের হিতেচ্ছাতেই কাজীদিগের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কাজিরা আপনং স্থানে অবস্থিত না হইলে প্রকৃত কার্য্যেরব্যাঘাত জন্মে অতএব আমরা এবিষয়ে অনেক হেতুবাদ দর্শাইয়াছি তজ্জন্যঅদ্য পুনরুল্লেখ করিলাম না, কিন্তু যে সকল কাজীরা আপনারদিগের কার্য্যে অমনোযোগী আছেন তাঁহারদিগের পরিবর্ত্তন বা কার্য্যের সাধন না হইলে আমরা ক্ষান্ত হইতে পারিনা, এজন্য আড়িয়াদহ থানার কাজীর বিষয় পুনর্ব্বার লিখিতে হইল, তিনি আপনকার্য্যস্থানেঅবস্থানকরেননা, অন্যের প্রতি অবৈধ ভারার্পণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছেন, ইহার প্রতি শ্রীযুত মিটন সাহেব ত্বরায় অনুসন্ধান করিবেন, ইহা সত্য বটে কোনং থানায় অল্পলাভ বিধায় কাজীরা তথায় নিয়ত তিষ্ঠিতে পারেন না, আরিয়াদহ থানায় যদি তদ্রূপ কারণ থাকে তবে রাজপুরুষগণকে আমরা এই উপদেশ প্রদান করি পাতর ঘাটার উপযুক্ত ও পরিশ্রমশীল কাজীকে উভয় স্থানের কার্য্য সমর্পণ করিলে প্রজাকুলের মঙ্গল হইবেক।

এইক্ষণে আমরা কি করি, ডাকাইতির সমাচারে আমারদিগের কর্ণজ্বালা উপস্থিত হইল সমাচার পত্র মাত্র সর্ব্বত্র ঐ ভয়ানক সমাচার দৃষ্টি গোচর হয়, এবং ভাস্কর পত্রের সমাচার দাতারাও ডাকাইতির সমাচার লিখিতেং লেখনীকে পরিশ্রান্তা করেন, জিলায়ং মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, দারোগাদি পোলীস কর্ম্মচারিরা অনেক আছেন, গবর্ণমেণ্ট প্রজার মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহারদিগের বেতন সংগ্রহ করেন, ঐ সকল কর্ম্মচারিরা প্রায় সকলি ধনাঢ্য হইলেন, কিন্তু প্রজারা জলপাত্র ভোজনপাত্র লইয়াও বসতি করিতে পারেন না, ইহার বীজ কি, লোকেরা আশ্চর্য্য এক রব তুলিয়াছেন যদিও ইহা সত্য নয় তথাপিআমরা এবিষয় গোপন রাখিতে পারি না, অদূরদর্শি লোকেরা অনেকেই বলিতেছেন ইংরেজেরা বিবিধ কৌশলে এদেশের সকল ধন হস্তগত করিয়াছেন, আর এদেশে অধিক ধন নাই, প্রজাদিগের আভরণ জলপাত্র ভোজনপাত্রাদি মাত্র অবশিষ্ট আছে, রাজশক্তি দ্বারা তাহা লইতে গেলে পৃথিবীতে মুখ দেখাইতে পারিবেন না, এই কারণ দস্যুগণকে গোপনীয়ভা

যে বেতনভোগিব রূপে ভৃত্য রাখিয়াছেন, দস্যুরা কদিষ্যস পাইবে প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব আনিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিবে, ইহার হেতুবাদে তাঁহারা কহেন, গবর্ণমেণ্ট পল্লীয় লোকেরা কি চুরী ডাকাইতী করে না, তাহা কি প্রকাশ হয় নাই, অনভিজ্ঞ লোকেরা অনেকেই সন্দিগ্ধ হইয়া এইসকলকথা বলিতেছেন এবং হুগলি জিলায় দস্যুরাও নৃত্য করিতেছে, হুগলির পোলীস কর্ম্মচারিরা কি দস্যুদিগের কিছু ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন, আমারদিগের একজন সমাচার দাতা হুগলির ডাকাইতির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহা শ্রবণ করুন।

“সম্পাদক মহাশয়, মেং ওয়াকোপ সাহেব যখন হুগলির মাজিস্ত্রেট ছিলেন তখন আপনি যে কোন বিষয় লিখিতেন তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়ে মনোযোগ করিতেন, তাহাতেই অনেক স্থলের ডাকাইতী স্থগিত হইয়াছিল, পঞ্জাবীয় ঘোর সমর সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আরাকাণে পাঠাইয়া দিলেন, চব্বিশ পরগণার আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ত্রেট ইয়ং সাহেব যিনি শ্রীরামপুরের মাজিস্ত্রেট হইয়া বালকস্বভাবে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, কুমার দেবেন্দ্রনাথ দেব, বাবু রামরত্ন রায় ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত মনুষ্যগণকে কারাগারে দেন, ডাম্পিয়র সাহেবের প্ররোচনাতে আমারদিগের যুব গবর্ণর তাঁহাকেই উত্তম লোক জ্ঞানকরিয়া হুগলির মাজিস্ত্রেটি কর্ম্ম দিয়াছেন, কিন্তু ডাকাইতেরা ইয়ং মাজিস্ত্রেটকে ভয় করে না, তাহারা হুগলি জিলার সর্ব্বত্র নির্ভয়ে ডাকাইতী করিতেছে, সম্প্রতি রাজহাট থানার অন্তঃপাতি মালিমপুর গ্রামে নকুড় ধাড়ার বাড়ীতে এক দিবসীয় প্রথম রাত্রে ডাকাইতী হয়, দস্যুরা বহির্দ্বার ভঙ্গ করিয়া নকুড়ের বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র নকুড় পলায়ন করে-তৎপরে ডাকাইতেরা নকুড়ের পুত্রকে বন্ধন করিয়া কহে কোথায় কি আছে দেখাইয়া দে, এবং নকুড় ধাড়ার স্ত্রীকে মশাল দ্বারা দগ্ধ করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া সে বাটী হইতে বাহির হয়, তৎপরে ঐ রাত্রিতে ঐ দস্যুদল ঐ গ্রামের নিকটস্থ ঢুলীপাড়া নামক পাড়ায় জগন্মোহন ঘোষের বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার জলপাত্র ভোজনপাত্র পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে, এবং ইহার পাঁচ ছয় দিবস পূর্ব্বে এক দিবসীয় সন্ধ্যার পরে ভাটুয়াড়া পল্লীর চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ডাকাইতী করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছিল, প্রতিবাসি লোকেরদের প্রতিবন্ধকতায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, দুই বৎসর গত হইল ডাকাইতেরা ঐ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে, আমার স্মরণ হয় এবিষ ভাস্করে প্রকাশ হইয়াছিল এইক্ষণে দস্যুভয়ে প্রজারা নিদ্রা যাইতে পারে না, পাড়ায় পাড়ায় সকলে দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রতি রাত্রি জাগিয়া থাকে, একে রৌদ্রের উত্তাপে দিবসে নিদ্রা হয় না তাহাতে রাত্রি জাগরণ ইহাতে প্রজারা যে সুখে আছে সুবোধেরা অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারিবেন,,।

আমরা আরো শুনিলাম রাজহাটের সেখ পাকড়িয়া মণ্ডলের বাটীতেও ডাকাইতেরা প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে কিন্তু গৃহস্থেরা ছাতের উপরে থাকিয়া ইট মারিয়া এক দস্যুর মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল দারোগা অদ্যাপি তাহাকেও ধরিতে পারেন নাই।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়

বিজ্ঞবরেষু।

কিয়দ্দিবস গত হইল কলিকাতা নগরে ব্যাঘ্রভীতি উপস্থিত হইয়াছিল, সন্ধ্যাকাল হইলেই সকলে আপন২ শিশুদিগকে সাবধানপূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিতেন এবং কর্ম্মানুরোধে যাঁহারদিগের স্থানান্তর গমন করিতে হইত তাঁহারাও যষ্ট্যাদি অস্ত্র ধারণ না করিয়া রাজপথে গমনোদ্যত হইতেন না, কিন্তু ভীরু লোকদিগের মধ্যেই এই বিষয় প্রচরদ্রূপ হইয়াছিল, ভদ্রলোকেরা সকলেই উপহাস করিয়া কহিতেন “কলিকাতা মহানগরে ব্যাঘ্র আসিবার সম্ভাবনা নাই অতএব ব্যাঘ্র২ কেবল গোলযোগ মাত্র,, বোধ হয় আপনিও তদ্রূপ বোধে এতদ্বিষয়োপলক্ষে লেখনীধারণ করেন নাই, কিন্তু মহাশয়কে এক বিষয় জিজ্ঞাস্য এই যে যদ্যপিও ব্যাঘ্রভয় হুড়্‌গোল মাত্র হউক তথাপি কোন কারণ ব্যতীত এতদ্রূপ গোল উত্থাপন হইতে পারে নাই, বিনা কারণে কোন কার্য্যেরইউৎপত্তি সম্ভাবনীয় নহে, অতএব হঠাৎ এইরূপ গোল উপস্থিত হইবার কারণানুসন্ধান করিয়া দেখিলে আপনাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক এই বিষয় সম্পাদক মহাশয়দিগের আন্দোলনের অযোগ্য নহে, মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে কিয়দ্বর্ষ গত হইল ব্যাঘ্র২ বলিয়া এইরূপ এক মহাগোল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে পোলীস হইতে এক জন সারজন আসিয়া হোগলকুড়িয়াস্থ এক ভগ্ন বাটীর মধ্যে একটা শৃগাল বধ করেন, তদবধি ঐ গোল স্থগিত হয়, এবারেও তদ্রূপ হইয়া থাকিবে, সুতরাং আমারদিগের বিশ্বাস হইতেছে মধ্যে২ এই মহানগরে শৃগালের উপদ্রব উপস্থিত হয়, শৃগালেরা অনাবৃত স্থানে তিষ্ঠিতে পারে না অরণ্য ভূমিতে বাস করে, তবে আমারদিগের দুঃখের বিষয় এই যে প্রধান নগর যাহার শোভা বর্দ্ধনার্থ সাতজন কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাও অরণ্যময় হইল, এবং তাহাতে সর্প শৃগাল ও অন্যান্য হিংস্রু জন্তু সকল বাস করিয়া প্রজাদিগের প্রাণ নাশ করিতেছে, কি আশ্চর্য্য, কদাপি শ্রবণ করি নাই কোন রাজধানীর মধ্যে এমত উপদ্রব কোন রাজ্যে হইয়াছে, পুরাবৃত্ত পাঠজ্ঞান গোচর আছে কোনকালেইংলণ্ডদেশে বৃকব্যাঘ্রের অত্যন্তউপদ্রবহইয়াছিল তাহাতে উক্তদেশীয় একমহারাজ স্বীয়াধীন ওয়েল্‌স রাজার নিকট যে করপ্রাপ্তহইতেনউপদ্রবকারি জন্তু সকলকে বিনাশ করণার্থ অনুজ্ঞাপ্রদান করিয়া ঐ রাজকর পরিত্যাগ করেন, ইহাতেই উক্ত উপদ্রব শীঘ্র নিবারণ হয়, তৎকালীন ইংরাজেরা অধিক সভ্য ছিলেন না, তথাপি ধনলোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষার উপায় চেষ্টা করিয়াছেন এবং এইক্ষণেও রাজেশ্বরদিগের অপরাধ নাই তাঁহারা কলিকাতাস্থ প্রজাদিগের মতানুসারে চারিজন কমিস্যনর নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারদিগকে মোট২ বেতন প্রদান করিতেছেন কিন্তু কমিস্যনর বাবুরা এমত কর্ম্মক্ষম এই রাজধানী তাঁহারদিগের প্রায় সকলের জন্মভূমি, তথাচ কিকার্য্য দ্বারা ইহার শোভা বর্দ্ধন হইবে তাঁহারা ইহা জ্ঞাতা নহেন, প্রতি ডিবিজনে পাঁচ২ জন মান্য ব্যক্তির মত লইয়া কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন কিন্তু উক্ত ব্যক্তিদিগের অমনোযোগ হেতু কোন কর্ম্ম না দেখিয়া হাপু গণিতেছেন, বাজারে পচা মৎস্য বিক্রয় হয় ও তাহার গন্ধে প্রজাসকল পীড়া পায় এমত বিবেচনা অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কর্ম্ম বটে কিন্তু আমারদিগের স্থূল বুদ্ধি দ্বারা এমত অনুমান হয় শৃগালে লোকের ছেলিয়া ধরিয়া খায় তাহা নিবারণের উপায় অগ্রে করিতে হয়, মহাশয় কমিস্যনর সাহেবেরা ইংরাজী সাএন্স পড়িয়া বুদ্ধি মার্জ্জন পূর্ব্বক এমত সূক্ষ্ম করিয়াছেন যে তাঁহার অস্তিত্বও সন্দেহের বিষয় হইয়াছে।

কস্যচিৎ নগরবাসিনঃ।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানার প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত রামধন দের উত্তরাধিকারীণী শ্রীমতী হিরামণী দাসীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবাণার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে নীচের লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার কলটোলার মধ্যে সুরতির বাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১১ নম্বর এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১/॥ এককাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশীহউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত রামধন দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে সাত্তক সেনের বাটী এবং ভূমি, পশ্চিমদিগে গুরুচরণ দের বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে রূপচাঁদ করের বাটী এবং ভূমি, উত্তরদিগে সুরতিরবাগানের রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকলবিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ এপ্রেল ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রত্যূষকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ং ক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্নত্তু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১৩ সংখ্যা।১১ বাক্সম হং।১৮৪৯ সাল।১০ মে। মালীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজাব্দাঃ ৮১বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ২৯বৈশাখ বৃহস্পতিবার মূল্য মাস ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একতক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সম্বাদ ভাস্কর

হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান।

এতকালের পর হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান হইল, পরমেশ্বর করুন শিষ্ট শ্রেণীস্থ বিশিষ্ট হিন্দু মহাশয়েরা এই অনুষ্ঠানের আনুকূল্য করিতে মনোযোগী হউন, আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত সোমবারে হিন্দুজাতীয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যারম্ভ করিয়াছেন, বাহির শিমুলিয়া পল্লীতে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যে বৈঠকখানা আছে উদ্যান মধ্যস্থ ঐ প্রশস্ত রম্য গৃহ বালিকাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে, চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের দক্ষিণদিগে দক্ষিণবাবু একমাত্র দ্বার রাখিয়াছেন, সে দ্বারে প্রহরীথাকিলেই স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্যপুরুষ কেহ তথায়প্রবেশকরিতে পারিবেনন, বোধ হয়স্ত্রীলোকদিগেরবিদ্যাভ্যাসরবান্ধবেরা এই বিবেচনাতেই উক্ত বাগান মনোনীত করিয়া থাকিবেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিবসেই অনেক ভদ্র বালিকারা তথায় গমনকরিয়াছিলেন, শিক্ষাদাত্রী এক সচ্চরিত্রা বিবী তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, ইহার পরে ক্রমে উক্ত বিদ্যাগারে বালিকাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, আপাততঃ শিক্ষাদানের নিয়ম হইয়াছে প্রাতঃকালাবধি নয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত বালিকারা শিক্ষা করিবেন, ভরসা করি খুব বান্ধবগণ যাঁহারা এইসদনুষ্ঠানকরিয়াছেন তাঁহারা আরোউত্তমরূপেমনোযোগকরিতে পারেন।

বহুকাল হইল আমরা এই বিষয়ের জন্য লিখিতেছি, এবং নানা প্রকার নীতি প্রস্তাব লিখিয়া বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছি, ভাস্করপত্র প্রথম প্রকাশকালাবধি কয়েক বৎসর কেবল অবলাদিগের শিক্ষার্থ নীতি প্রস্তাব লিখিতাম, কিন্তু তাহাতেও এপর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই অতএব এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুত বেথুন সাহেবকে সহস্র২ নমস্কার করি তাঁহার অনুগ্রহে কলিকাতা নগরে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করুন এতদ্দেশে উক্ত সাহেবের আগমনের পূর্ব্বে বিলাতবাসি কোন মান্যলোক এতন্নগরস্থ কোন বন্ধুকে বেথুন সাহেবের গুণের বিষয় লিখিয়াছিলেন, ঐ বন্ধুর নিকট শ্রবণ করিয়া আমরা ভাস্করে প্রকাশ করিয়াছিলাম সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার পরম বন্ধু বেথুন সাহেব এতদ্দেশে শুভাগমন করিতেছেন, উক্ত সাহেবের ব্যবহারে এইক্ষণে আমারদিগের সেই লিখন সপ্রমাণ হইল, বেথুন সাহেব কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হইয়া হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থ এই বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন।

বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতে বসিলে দারুময়ী লেখনীও রোদন করে, এই কারণ আমরা স্ত্রীলোকদিগের দুঃখের বিষয় যথার্থরূপে বর্ণন করিতে পারি না, এদেশের স্ত্রীলোকেরা দিবারাত্রি অন্তঃপুরে থাকেন, তাহারা ইচ্ছানুসারে বহির্ব্বাটীতেও আসিতে পারেন না, হিন্দুজাতির বহির্ব্বাটীতেই দেবালয়, দেবগৃহে পূজাদি সময়েতেও স্ত্রীলোকদিগের সাধ্য হয় না পুরুষগণের ন্যায় বহির্ব্বাটীতে দেবালয়ে দণ্ডায়মানা হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহারা এই প্রকার পরাধীনাবস্থায় আছেন, ইহার কারণ এই যে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানশিক্ষা হয় নাই এই জন্য হিন্দু মহাশয়েরা নারীজাতিকে আপনারদিগের আয়ত্তে রাখেন।

বহুকাল হইল আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থ বিদ্যালয় করেন কিন্তু যাঁহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহারা মনোযোগ না করিলে অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহাশয়েরা আপনারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে গবর্ণমেণ্টের অভিলাষে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি শ্রীযুত হালিডে সাহেব প্রভৃতি মান্যবর সাহেবেরা চেষ্টিত হইয়াও কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন নাই, তৎপরে বুদ্ধিনিপুণ বেথুন সাহেব ১২ বৈশাখ সোমবারে

তথায় সাধারণ বন্ধু শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন ঘোষ বাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক স্বীকৃত হইলেন তাঁহারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন, এবং তৎপর সোমবারে ঐ সকল আত্মীয়গণকে লইয়া যাইয়া বেথুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই বিষয় স্বীকার করাইলেন, তৎ সময়ে শ্রীযুত বেথুন সাহেব ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালে পরামর্শ ধার্য্য করিয়া গত সোমবারেই বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে দিয়াছেন, প্রথমদিবস এক বিংশতি বালিকা উপস্থিতা হইয়াছিলেন, আরো পাঁচ ছয় বালিকা আসিতে পারিতেন, পীড়া প্রযুক্ত আসিতে পারেননাই, তৎপরদিবসাবধি ক্রমে তাঁহারদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে অতএব বেথুন সাহেবকে এবং উদ্যোগকারি বান্ধবগণকে ধন্যবাদ দিয়া শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুবাদ করি, উক্ত বাবু এক শত টাকা ভাড়ার উপযুক্ত বৈঠকখানা বিদ্যালয়ার্থ অমনি দিয়াছেন, বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান যেপর্য্যন্ত প্রস্তুত না হয় তন্মধ্যে দক্ষিণ বাবু তাঁহার বৈঠকখানার ভাড়া লইবেন না, এবং উক্ত বাবু ৯০০ সহস্র টাকামূল্যে মির্জাপুরে সাড়েপাঁচ বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন বিদ্যালয় করণার্থ ঐ ভূমি প্রদান করিয়াছেন।

এইক্ষণে আমারদিগের লিবরাল বান্ধবগণকে ও তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয় সকলকে স্মরণ করাই তাঁহারা চিরকাল যে বিষয়ের চেষ্টিত ছিলেন তাহার শুভানুষ্ঠান হইয়াছে, এই সময়ে সকলে সংযুক্ত হইয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদের সভ্যতার এই উত্তম চিহ্নকে উজ্জ্বল করুন, এবং এদেশের মান্যবর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রসময় দত্ত, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু গোপাললাল ঠাকুর, বাবু উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু মতিলাল শীল, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বাবু প্রাণকৃষ্ণমল্লিক, বাবু শ্রীকৃষ্ণমল্লিক, বাবু প্রতাপচন্দ্রসিংহপ্রভৃতি সম্ভ্রান্তলোকসকল যাঁহারা সাধারণসংকর্ম্মমাত্রেতেই অগ্রগণ্য আছেন তাঁহারা এই উৎকৃষ্টবিষয়ে মনোযোগ দিবেন, শ্রীযুত বেথুন সাহেব যে তাঁহারদিগকে এবিষয়ের জন্য সর্ব্বাগ্রে আবাহন করেন নাই তাহাতে অপমান জ্ঞান করিবেন না, বেথুন সাহেব স্বকীয় বক্তৃতার মধ্যেই ইহার কারণ সকল ব্যক্ত করিয়াছেন অতএব আমরা এস্থলে ঐ সদাশয় সাহেবের বক্তৃতার অর্থ গ্রহণ করিলাম, ইহা পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন শ্রীযুতের অকপট ভাবের বক্তৃতায় ঐ সকল মহাশয়দিগের কিরূপ সম্মানের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, এবং উক্ত বিষয়ে সংযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট কিপ্রকার সম্মান করেন তাহাও শীঘ্র দেখিতে পাইবেন।

বেথুন সাহেবের বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ।

“হে বন্ধুবর্গ, অদ্য আমরা যে জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি তদুপলক্ষে আমার কিঞ্চিদ্বক্তৃতা করা কর্ত্তব্য, আমারদিগের সকলের পক্ষে অদ্য কি মহোৎসব ও জয়ের দিন, মনুষ্য মাত্রেরই স্বীয়২ সন্তানদিগের উন্নতিজন্য স্বাভাবিক সুখোদয় হয় এতদ্বিদ্যালয় হইতে যে উপকার প্রত্যাশিত হইয়াছে তাহাই তোমার দিগের আনন্দের হেতু, এবং এই মহদ্ব্যাপারে যে আমি অনুকূলতা করিতে সক্ষম হইয়াছি ইহাতেই আমার কথনাতীত হর্ষোদয় হইয়াছে, পুত্র কন্যা ও কলত্রবিশিষ্ট হইলে যে সুখ যদিচ আমার ভাগ্যে তাহা সম্ভোগ হয় নাই, তথাপি সমীপস্থ বন্ধুবর্গের এবং এই দৃষ্টান্তানুগামী অপরাপর লোকের সন্তানগণের সুখের কারণীভূত হইবায় আমার অন্তঃকরণে পিতৃবৎ আমোদ জন্মিতেছে।

আমি বিলাত হইতে এতদ্দেশে আগমনের পূর্ব্বেই এতদ্রাজ্য বিদ্যানুশীলনের বিশেষত গবর্ণমেণ্টের অধীন পাঠশালা সকলের (আমি এইক্ষণে যাহার প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছি) ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক রিপোর্ট পুস্তকাদি দেখিয়াছি তদ্দৃষ্টে এমত স্থির করি এতদ্দেশের লোকেরা ৩০ বৎসরাধিক কাল শিক্ষা করিয়া যে প্রকার উপকৃত ও তন্মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন, তাহাতে অপর অর্দ্ধাংশের বিদ্যাভ্যাস অনতিবিলম্বেই প্রয়োজনীয় হইবেক, আমি অনুমান করিয়াছিলাম তোমরা বিদ্যারস গ্রাহী হইয়া গুণযুক্তা সঙ্গিনীগণের অভাব বুঝিতে পারিবে, এবং বিদ্যাবতী স্ত্রীর আচরণে গৃহস্থালীর যে সুখোদয় হয় তাহারো মর্ম্মজ্ঞ হইবে, এবং আমি ইহাও অনুভব করিয়াছিলাম নানা দেশীয় ইতিহাস পাঠে তোমরা ইহা চিন্তা করিবে এক জাতি অপর জাতি হইতে যত অধিক সভ্য হয় ততই তাহারদিগের অঙ্গনাগণ অধিক বিদ্যানুরাগিণী ও সভ্যা ভব্যা হইতে পারে, এবং আমি ইহাও ভাবিয়াছিলাম এতদ্ভাব তোমারদিগের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা বুঝিবে সন্তানগণের শিক্ষাতে প্রথমত স্বীয়২ মাতার বিশেষ সদস্যতা অপেক্ষা করে।

বালক বালিকাগণের যখন বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়, এবং যখন প্রতিক্ষণ দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য বিষয়ে তাহারদিগের একই বুদ্ধি জন্মে, তখন যে মাতার অধীনে তাহারা রক্ষিত হয় সেই জননী দ্বারাই সৎজ্ঞানের উপদেশ পাইয়া মহৎ ও সৎ হইতেপারে, অতএব স্ত্রীগণের স্বভাবগুণে এতদ্দেশীয় লোকেরা ও সচ্চরিত্র হইবেন বিচিত্র কি, এবং ইহা শুদ্ধ শৈশবাবস্থায় প্রয়োজনীয় হয় এমত নহে. সর্ব্ব সময়েতেই যোষিৎগণের ভাব গ্রহণীয় এবং আমারদিগের ও সর্ব্বতোভাবে এই যত্ন কর্ত্তব্য যাহাতে তাঁহারদিগের ভাব, ন্যায়, ধর্ম্ম ও মানেরদিগে ধাবমান হইতে পারে।

ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বেই আমার পূর্ব্বোক্ত ভাব সকল উদয় হয় এবং অত্রাগমনাবধি আমি দেখিয়া শুনিয়া তাহাই সস্থির করি, এবং বঙ্গরাজ্যে তদভিপ্রায়ের কার্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা বুঝা যায়, বরং কেহ আপন স্ত্রী, কেহ দুহিতা, বা ভগিনীকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন মধ্যে২ এসম্বাদও শ্রবণ করি, সত্যবটে কোন২ স্থলে মাত্র এসকল ঘটনা অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ হইতেছে, কারণ এইযে দেশপ্রসিদ্ধ প্রাচীনপ্রথার অন্যায়াচরণ বিশেষতলোকেরা এতদ্রাজ্যে পূর্ব্বপ্রচলিত ধারাকে অধিক প্রিয়জ্ঞান করেন ইহাতে এস্থানে তদ্বিপরীতাচরণ সহজ ব্যাপার নহে, অতএব কথিত নূতন ব্যবহার ক্রমোন্নতির পক্ষে ভরসাপ্রদ বলিতে হয়, অধিকন্তু যখন চিন্তাদ্বারা অবধারিত হইতেছে নারীগণকে নিভৃত স্থলেরক্ষণ তোমারদিগের আদি প্রথা নহে কেবল আক্রমণকারি মোসলমান রাজারব্যবহারদৃষ্টে এইরূপব্যবহার করাহইয়াছে তখন আমি আরো ভরসা প্রাপ্ত হইতেছি তোমারদিগের পূর্ব্ব কাহিনী ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকলের অনুবাদ যাহা আমি পাঠ করিতে পারি তাহাতে মুনিকন্যা ও রাজমহিষীগণের স্বাধীনত্বের বিদ্যা এবং গুণেরও ব্যাখ্যা দেখিতেছি কিন্তু তাঁহারদিগের বংশাবলীকে তাহাতে ক্রমে দূরতরা দেখা যাইতেছে।

লীলাবতীর উপাখ্যানের সত্যাসত্যতা নির্দ্দেশ করণে আমি অক্ষম এবং এমত স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা অথবা যে গ্রন্থ তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ আছে তাহা তন্নাম্নী বিদ্যাবতীর বিরচিত কিম্বা তাঁহার পাঠজন্য প্রস্তুত হইয়াছিল ইহাও বলিতে পারি না, কিন্তু বুঝিতে হইবেক তৎ কালীন স্ত্রী লোকদিগের এপ্রকার কাঠিনতর গ্রন্থ অপাঠ্য হইলে গ্রন্থকর্ত্তা ঐ স্ত্রীলোকের নামে সে গ্রন্থ প্রচলিত করণার্থে এক গল্প কল্পনা করিতেন না।

অতএব ইহা বিবেচনা সিদ্ধ হইয়াছে তোমরা আপনারদিগের পূর্ব্বসৌভাগ্যকালীন অবস্থা হইতে স্বজাতীয় স্ত্রীগণকে হীনাবস্থায় রাখিয়াছ, সুতরাং তৎসংশোধন প্রস্তাব তোমরা উল্লসিত হইয়া গ্রহণ করিবে।

এসকল সৎকারণ সত্ত্বেও আমি আদৌ
বিবেচনা করিয়াছিলাম এতদ্বিষয়ের
প্রকাশ্য উদ্যোগে উদ্যম ভঙ্গ হইলে
ভারতবর্ষীয়া অঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষা
রপক্ষে অর্থাৎ এতদ্রাজ্যস্থ লোকেরদে
সভ্যতা সম্বৃদ্ধিকরণসোপানারোহণে
অবিবেকতা জন্য এক পদ বিচলিত হই
লে এই মহৎকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘা
ত ও বিলম্ব হইবেক এনিমিত্ত আমি
এক বৎসর আগে ইহা চিন্তা করিয়াছি
১৮৪৮ সালের এপ্রেল মাসে আমি
তদ্রাজ্যে উপনীত হইয়া ১৮৪৯ সালে
এপ্রেল মাসে আমার অভিপ্রায় এত
সমবেত বন্ধুগণের মধ্যে কোন২ ব্যক্তি
র নিকট বিস্তারিতরূপে ব্যক্ত করি
ন্তু যে বিবি তোমারদিগের বালিকা
গণকে শিক্ষা দান করিবেন তাঁহাকে
পূর্ব্বেই এবিষয়ের সাহায্য করণে
তা করাইয়াছিলাম।

আমি অনেকপ্রকারে সুচিন্তাপূর্ব্বক এ
উদ্যোগের সূত্রপাতে গবর্ণমেণ্টের স
য়তাগ্রহণ করিলাম না কারণ হানি
পেক্ষা উপকার অধিক আছে, আ

রিকাতিপূর্ব্ব ব্যক্ত করিয়া তাহা
হ করণার্থ বিলম্বাবলম্বন শ্রেয়ো জ্ঞা
রি নাই, কারণ এইযে আমারমতের
কূলতা করিতে যাঁহারা প্রস্তুত হই
ন কোন প্রকারে তাঁহারদিগের উৎ
ভঙ্গ না হয়।

রাজ্যের এমত মহদুপকারক বিষ
বর্ণমেণ্টের সুগোচর করিয়া সাহায্য
র্থনা করিতে গেলে অনেক তর্ক বিত
উপস্থিত হইবে, তাহা বিলাতীয়
শয়গণের বিবেচনাধীনে অর্পণ হই
সম্ভাবনাও ছিল, তাহাতে আমার স
র্ণ কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত ও তদপেক্ষা ম
র কাল বিলম্ব সম্ভাবনা আছে, এবং
র্ণমেণ্টের সমীপে এসব উদ্যোগের সু
জতার হেতুবাদ দর্শাইয়া সাহায্য প্র
করিতে হইত, অতএব গবর্ণমেণ্টের
হায্য প্রাপনে এইপ্রকার এই সকল
ড়ম্বনা জ্ঞান করিয়াছি, পক্ষান্তরে আ
র রাজকীয় এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত
দ্যালয় সকলের কর্ত্তৃত্ব পদ সাহায্য
বিগণের পক্ষে মৎ সংস্থাপিত বিদ্যা
ন্দিরের গৌরব ও স্থায়িত্বের প্রতিভূ
ইতে পারে।

আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম এবং
হা শুভক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত হইল এই
দ্যামন্দির স্থাপন ও এতৎ সাহায্য ক
ণাভিপ্রায় স্বয়ং ব্যক্ত করিলে তোমা
দিগের উৎসাহ জন্মিবে, এই প্রত্যা
য় কলিকাতাস্থ বিদ্যালোক দর্শি যু
গণকে আমার অভিপ্রায়ের মর্ম্মজ্ঞ
রাইয়া তাঁহারদিগকে আনুকূল্য করি
ত কহি অতএব তোমরা যে সদ্ভাবে
আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলে এবং
তজ্জন্য আমি যে বাধিত হইলাম তাহা
ক্ত করিবার বাক্যপ্রাপ্ত হই না।

এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের পক্ষে
ন্য ও ভদ্র পরিবারের এস্থানে অধ্য
ন স্বীকার করণ আবশ্যক এজন্য
আমি প্রথমত হিন্দুদিগের মসাজা
রূপে পরিগণিত মহাশয় অর্থাৎ
রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালী
কৃষ্ণ, বাবু আশুতোষ দেব, এবং
হিন্দুকালেজের শিক্ষা কৌন্সেলের অ
ধ্যক্ষ মৎসহযোগী প্রসন্ন কুমার ঠাকুর
ও রসময় দত্তের সহায়তা গ্রহণ করি
কিনা, এবং যদিচ ইহাও উপলব্ধি হয়
ইহাঁরদিগের মধ্যে অনেকে স্ত্রীলোক
দিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বিরূপমত
ব্যক্ত করিবেননা. তথাপি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করি যাঁহারদিগের সহিত আমি নিয়ত লিখন পঠন করিয়াছি তাঁহারদিগের আত্মীয় স্বজনগণের পরিবার হইতে বালিকাগণকে বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রথম বরণ বিধেয়।

আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম উক্ত হিন্দু সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা এমত কহিতে পারেন তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে সন্তান রাখিবেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহেন, কিন্তু তাহাতে আমার অনভিমত যেহেতু সিদ্ধির বিলম্ব হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন যাঁহারা নিজব্যয়ে স্ব২ গৃহে আপন২ পরিজনগণকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম হন তাঁহারা সেই প্রথাই উত্তম জ্ঞান করিতে পারেন, এবং এতদ্দেশের বর্ত্তমানাবস্থার বিপরীত গতিক হইলে তাঁহারদিগের তৎপ্রথাতেই আমার সম্মতি দিতে হয় অতএব এদেশের অবস্থা ও অত্র সদুপদেষ্টার অপ্রতুল হেতু সাধারণ হিতার্থে তাঁহারদিগের মত পরিত্যাগ করা যুক্তি সিদ্ধ ইহা তাঁহারদিগকে বুঝাইতে কঠিন হইত, এতদ্ভিন্ন উক্ত মহাশয়েরা স্বীয়২ পদানুসারে বন্ধু বান্ধব লইয়া আমার অভিপ্রায়ের দোষ গুণ বিবেচনা করিতেন যথায় অপরিচিত বিধায় আমার কোন কথাই বলা হইত না, কিন্তু আমার নিগূঢ়াভিপ্রায় আছে এতদ্বিদ্যালয়ের কার্য্যের এক প্রকার পদ্ধতি ও ধারাবদ্ধ করিয়া তোমার দিগের সম্মতিক্রমে আমি উক্ত মহাশয়গণকে আবাহন পূর্ব্বক আমারদিগের কত ব্যাপার সন্দর্শন করাইয়া ইহাতে তাঁহারদিগের সম্মতি ও সাহায্য চাহিব, এইক্ষণে শুদ্ধ এই কারণে তাঁহারদিগকে আবাহন করা হইল না ইহাও সময়ক্রমে ঐ সকল মহাশয়গণকে বুঝান যাইবেক ইউরোপীয় আমার কতিপয় বন্ধু যাঁহারা অদ্যকার শুভকর্ম্মারম্ভ বিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন ও যাঁহারা ইহার সুসিদ্ধতা বিষয়ে বিশেষযত্নবান তাঁহারা অদ্য এস্থলে উপনীত হইবেন কি না আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং এতন্নগরীয় মান্য বিবিগণ দ্বারা ও অদ্য এতৎ সভাগার পরিপূর্ণ হইত কিন্তু তাহাও পূর্ব্ব কারণে আমি স্থগিত রাখিয়াছি, এক গোপনীয় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠাতে এরূপ সমারোহের প্রয়োজন করেনা, কিন্তু অল্পকাল গতে এমত দিন উপস্থিত হইবেক তাহাতে এসকল প্রতিবন্ধক থাকিবেক না, এই “কলিকাতা হিন্দু ফিমেল স্কুল,, যাহার তৎকালে যে কোন শ্রেষ্ঠ নামকরণ হউক ইহা এতদ্রাজ্যের মান্যতম ও প্রধান হিতকারী বিদ্যামন্দির হইবেক।

প্রস্তাব সমাপন পূর্ব্বে এখানে কি প্রকার বিদ্যা শিক্ষা হইবে আমার তাহাও প্রকাশ করা উচিত, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত স্কুল সকলে যেমত কোন ধর্ম্মচর্চা হয় না এখানেও সেই প্রথা প্রচলিত হইবেক, আমি জানি অনেকে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা উপলক্ষে উপহাস করিবেন, বিশেষত তাঁহারা এখানে কিরূপ শিক্ষা হইবেক তাহা অনুমান করিয়া কৌতুক করিতে পারেন এবং তাহা আমার ও উপহাস্য জনক হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় বালকগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয় যাহা আমি সর্ব্বদা বলিয়া থাকি তাহা যদি তোমরা কেহ শ্রবণ করিয়া থাক তবেই বুঝিবে দেশীয় ভাষানুশীলনে বালকগণের অধিক যত্ন করণ আমার নিতান্তমানস তবে ইংরাজীবিদ্যার শ্রেষ্ঠতা বিধায় তাহারচর্চা কর্ত্তব্য বলি এবং ইহাও প্রত্যাশা করি অবিলম্ব কালে বিদ্যার্থিবর্গ আমারদিগের ভাষাতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা স্বভাষায় অনুবাদ করেন, অতএব অঙ্গনাগণ যাহারা কেবল আপনপরিবারে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে তাহারদিগের প্রতি তদন্যথায় আমি উক্ত বিদ্রূপকারীগণের অপেক্ষাও অধিক বৈরক্ত্য প্রকাশ করিব, বঙ্গভাষানুশীলনই এখানকার মূল শিক্ষা হইবেক তবে গরিষ্ঠগুণ বিবেচনায় বিশেষত পিতামাতারসম্মতিক্রমে ইহার পর ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারিবেক এতদ্ভিন্ন অন্য সহস্র প্রকার শিল্প বিদ্যাদি যাহা আমা অপেক্ষা আমার বন্ধু বিবি রিডসডেল ব্যাখ্যা করিতে পারেন তিনিই তদ্বাবতের উপদেশ দিবেন এই বিদ্যাশিক্ষায় তোমারদিগের বালিকাগণ আপনারদিগের গৃহ শোভা এবং উত্তম রূপে কাল সম্বরণ করিতে পারিবেন, প্রাচীন বাণী আছে “আলস্য সকল পাপের জননী,, কিন্তু প্রকৃত আলস্য পৃথিবী মধ্যে অত্যল্প আছে তাব প্রায় অন্যায় ও সৎকার্য্যে সতত প্রবর্ত্ত না থাকিলে অসৎকর্ম্মে রত হইতে হয়।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

ইংরাজী পত্রে লেখে পলায়ন পরায়ণা লাহোরীয়া রাণী বৈরাগিণীবেশে নেপালে প্রকাশ পাইয়াছেন, তদ্রাজ্যপাল এই অভাগিনী রাজমহিলাকে আশ্রয় প্রদান কি ব্রিটস রাজকর্ম্মচারির হস্তে সমর্পণ করেন তাহা জানা যায় নাই।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৫০৩ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৯ আপ্রিল।

শ্রীযুত আর সি রেক্স সাহেব অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত আরাকাণের কমিস্যনরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ জে লঙ্গমোর সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত আক্যাবে প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট এফ ডবলিউ পিকনি সাহেব অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত সান্দোয়ে স্থানের প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত ডাক্তর জে ডবলিউ মৌণ্টজয় সাহেব অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত আরাকাণে কমিস্যনর সাহেবের ছোট আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১১ আপ্রিল।

শ্রীযুত সি বি টুবর সাহেব আইন সম্পর্কীয় বিষয়ের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সর হইবেন।

শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেব বারাসতের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর হইবেন এবং জিলা চব্বিশ পরগণাতে জরিপী কর্ম্মের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

২০ আপ্রিল।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু রামকমল রায় চৌধুরী জিলা নদীয়ার মেহেরপুরের একটিং মন্সেফ হইবেন। ইহাতে গত মাসের ৩০ তারিখে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষের যে নিয়োগ তাহা রহিত হইল।

২৬ আপ্রিল।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত মৌল

বী তুফেল আহম্মদ যশোহরে কুমারখা লীর একটিং মুন্সেফ হইবেন।

১২ আপ্রিল।

শ্রীযুত টি ওয়াইয়েট সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত ডবলিউ টি ট্রটর সাহেব রঙ্গপুরের সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত এ জি মাকডনালড সাহেব রঙ্গপুরের কালেকটরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত বি এচ কুপর সাহেব রঙ্গপুরের মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

৫১৫ নম্বর।

১২ আপ্রিল।

শ্রীযুত সি টকর সাহেবের অনুপস্থান কিম্বা অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীযুত জে ডনবার সাহেব সদর আদালতের জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত শ্রীযুত কাপ্তান জে সি হানিংটন সাহেব দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের এজেন্টী কর্ম্ম ও কমিস্যনরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ছুটী।

২৪ আপ্রিল।

জিলা কামরূপের নলবাড়ীর একটিং মুন্সেফ শ্রীযুত মুন্সী কিফায়তুল্লা বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখ অবধি ২৪ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা চব্বিশ পরগণার মৈহাটির মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ সান্যাল বর্ত্তমান মাসের ২৫ তারিখ অবধি চারি দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৬ আপ্রিল।

যশোহরে কুমারখালীর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ চাটুয্যা পূর্ব্বে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

২৭ আপ্রিল।

জিলা মেদিনীপুরের নিকাসির প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ শ্রীযুত ওয়ারিস আলী বর্ত্তমান মাসের ২৮ তারিখ অবধি এক সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

৯ আপ্রিল।

আরাকানের একটিং কমিস্যনর শ্রীযুত জে এচ ক্রাফোর্ড সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে গত মাসের ২৯ তারিখ অবধি দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১২ আপ্রিল।

রঙ্গপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত টি ওয়াইয়েট সাহেব চিকিৎসকের সার্টিফিকট ক্রমে ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

জে পি গ্রান্ট।

বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সচ্চরিত্রেষু।

এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকেরা এমত অনুমান করেন সংবাদপত্র দ্বারা কেবল নূতনং সমাচার জ্ঞাত হওয়াই প্রয়োজনীয়, চুরী ডাকাইতী, সরিকসেল যুদ্ধবিগ্রহ, শ্রাদ্ধ, ভোজ প্রভৃতি এতদ্রূপ অতি তুচ্ছানুতুচ্ছ লিপীতে সংবাদপত্র সকল পরিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ ছাপা যন্ত্র হওনাবধি লিপীকষ্ট দূর হইয়াছে, আর ভাবনা নাই, যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে টাকা লওয়া যাইতে পারে, বিশেষত কোনং সংবাদপত্র স্কাবেঞ্জরের গাড়ির তুল্য দেশের ময়লা বহন হেতু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কেবল পরনিন্দা পরদ্বেষ গালী ইহাতেই পূর্ণ হয়, সম্পাদক মহাশয়েরাও এতদ্রূপ বিবেচনা করেন না যে পাঠকবর্গ তাঁহারদিগের পত্র লইয়া ক্ষণকাল আমোদ এবং রহস্য করিয়া থাকেন, তৎপরক্ষণেই সম্পাদক মহাশয়দিগকেই নিন্দা করেন, ফলতঃ যাঁহারদিগের শরীর গালীতে পরিপূর্ণ তাঁহারাই গালীদানে সক্ষম হয়েন।

আমি এক জন সম্বাদপত্র ভক্ত, আমার এমত নিশ্চয় বিশ্বাস আছে সংবাদপত্র সকল দ্বারা দেশোপকার যথেষ্ট রূপে হইতে পারে, সুতরাং তাহার ত্রুটি দেখিলেই অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মে ভারতবর্ষ বৃটিসাধিকার ভুক্ত হওয়াবধি আমরা সুখে কালযাপন করিতেছি, ইহা সত্য হইলেও যেমন অপর কোন ব্যক্তির বাটীতে প্রতিদিবস সুখে উদর পালন করিয়া ভদ্রলোকেরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না তেমন যেপর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লোকেরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত না হয়েন তাবৎকাল মনের মালিন্য দূর হওয়া অসম্ভব কিন্তু এইক্ষণে যদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে তদ্দ্বারা এমত বিশ্বাস হয় না শীঘ্র এতদ্রাজ্য স্বাধীন হইয়া আপন সন্তানদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

ইউরোপ খণ্ডাপেক্ষা বৃহৎ যে এই ভারতবর্ষ ইহার শাসনকারি বৃটিস পার্লিয়ামেণ্ট মধ্যে চারি অর্ব্বুদ প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ এক ব্যক্তিও স্থানপ্রাপ্ত হয়েন নাই এইহেতু সুখে কালযাপন করিলেও আমরা স্বাধীন নহি এমত অবশ্য কহিতে হইবেক, এবং তজ্জন্য দুঃখ করিলেও কেহ আমারদিগকে নিন্দা করিতে পারিবেন না।

এতদবস্থা সর্ব্বদা মনোমধ্যে ভাবনা করত অন্ধকারাবৃত রাত্রিকালে অত্যন্ত দূরেও আলোক দর্শন করিলে সুখোদ্রেক হয় সেইরূপ এতদ্দেশে ছাপাযন্ত্র স্বাধীন আছে এমত স্মরণ হওয়াতে মনকে প্রবোধ প্রদান করিয়াছি যেহেতুক উক্ত যন্ত্র স্বাধীন রহিলে প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকারে দৌরাত্ম্য হইতে পারে না, অতএব যদ্যপি ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা কেবল পরস্পরের নির্ভয়ে গালী দেওনের কারণ হইয়া উঠে তবে কিপর্য্যন্ত দুঃখবোধ হইবে বিবেচনা করুন, যাঁহারা সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন তাঁহারা ক্ষুদ্র ব্যক্তি নহেন, প্রজাপক্ষের উকীলস্বরূপে রাজ্যেশ্বরদিগের নিকট উপযুক্ত ভাষায় আমারদিগের দুঃখ শোক তাবৎ নিবেদন করণের ভার তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অতএব তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য নহে কোন প্রকারে আপনারদিগের অযোগ্যতা এবং নীচত্ব প্রকাশ করেন, আমি যাহা লিখিতেছি ইহা কেবল আনুমানিক নহে, অনেক মহাপ্রবল ব্যক্তিসকল বর্ত্তমান আছেন ইঁহারা কেবল স্বীয়২ লেখনী শক্তি দ্বারা উচ্চং পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সম্পাদকীয় কার্য্যে এমত বৈচক্ষণ্য ও ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশের ভূপতি অপেক্ষাও ইঁহারদিগের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার বহুলতা দৃষ্ট হইয়াছে, মহাশয় জ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তা, আপনকাকে ফ্রান্স রাজ্যস্থ গুইজট ও থিয়র্স এবং প্রাউগুহন সাহেবদিগের নাম কথন অনাবশ্যক, আপনি অবশ্যই জ্ঞাতা আছেন ইঁহারাই সম্পাদকীয় কার্য্য দ্বারা স্বীয়২ দেশস্থ প্রজাদিগের প্রিয়পাত্র হওত এমত প্রতাপবিশিষ্ট হইয়াছেন যে ফ্রান্সরাজ্য ইঁহারদিগের হস্তে বাজীকরের পুত্তলিকা অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিল না।

কেহং এমত কহিবেন এতদ্দেশীয় লোকেরা সভ্য নহেন, ইঁহারা গালী ও পরনিন্দাপাঠে যদ্রূপ সন্তুষ্ট হয়েন [illegible] দৃশ সন্তোষ অন্য কোন প্রকারে [illegible] ত্তে পারে না সুতরাং কি করেন সম্পা[illegible] দকেরাও ইঁহারদিগের মনোরঞ্জন [illegible] গালী লিখিতে বাধিত হয়েন, কিন্তু [illegible] মত বিবেচনা অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধির কা[illegible] মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যদ্যপি [illegible] পনি কোন মদ্যপ ও যণ্ডামার্ক [illegible] মধ্যে হঠাৎকার প্রবিষ্ট হয়েন এবং [illegible] হারা আপনাকে দিগম্বর হইয়া নৃ[illegible] করিতে আদেশ করে তবে তাহারদি[illegible] গের মনোরঞ্জন হেতু আপনি তদ্রূ[illegible] কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন না, ই[illegible] র কারণ কি, ফলত এই নশ্বর জীবনে[illegible] সুখ বৃদ্ধি হেতু কোন কুকর্ম্মে প্রব[illegible] হওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে, অত[illegible] ব আপনি কদাপি কদর্য্য গালী দেও[illegible] প্রবর্ত্ত হয়েন নাই, তথাপি দেখুন [illegible] পানকার ভাস্করপত্র ভাস্করের ন্যায় [illegible] উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে অতএব এ[illegible] দেশেও গুণগ্রাহি লোক অধিক আছে[illegible] অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

মৃত রাজা রামমোহন রায় যাঁহাকে[illegible] বঙ্গভাষার গুরু বলিয়া স্বীকার করি[illegible] হয় তিনি আপনার কাগজে কদাপি [illegible] দর্য্য ভাষার প্রয়োগ করেন নাই, তথা[illegible] পি তাঁহার মত এমত প্রচরদ্রূপ কা[illegible] য়া গিয়াছেন যে নদীস্রোতের ন্যায় ত[illegible] হা অদ্যাপি প্রবল হইয়া চলিতেছে, [illegible] ম্পাদক মহাশয়েরা এই তাবৎ বিষ[illegible] অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া মনো[illegible] ধ্যে স্থানদান করত যদ্যপি আপনং কু[illegible] নীতি সংশোধন করেন তবে আমার এ[illegible] তৎ পরিশ্রম সফল হইবেক, নচেৎ যদ্য[illegible] পি রাগান্ধ হইয়া পুনর্ব্বার আমার প্র[illegible] তি গালীরূপ বানবর্ষণ করিতে প্রবর্ত্ত[illegible] হয়েন তথাপি আপনাকে তদুপযুক্ত [illegible] প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম জানিয়া এই মাত্র [illegible] দুঃখ হইবেক যে *** মুক্তা ছড়াই[illegible] য়াছিলাম অতএব হাতে হাতে ফল [illegible] পাইয়াছি।

কস্যচিৎ সম্বাদপত্র ভক্তস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

[illegible] দিগন্তরং [illegible] [redacted] মত্রোচিতম্। [illegible] গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্ব[redacted] স্তুতে ভাস্করঃ॥

[illegible] [redacted]

[illegible] গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্ঞ[redacted]

১৩ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১২ মে। [illegible] ৮১ বাজার। ১২৫৬ সাল ৩১ বৈশাখ [redacted] সে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে [illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাঁহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার্থীদিগের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ বচনের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible] আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible]২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে [illegible] বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র [illegible] প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত হিন্দু লোকদিগের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য অধিক হইবার [illegible] মূল্য যাহ [illegible] তাহা [illegible] অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি ক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎলিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতি পত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন [redacted] ধারণ লোককে জানাইবার নিমি[redacted] কাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ আইন।

অপরাধি বাতুল ব্যক্তিরদের নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক মনের কি পর্য্যন্ত বিকৃতি প্রযুক্ত দণ্ডনীয় কর্ম্ম অপরাধ শূন্য হয় তাহা ধার্য্য করা এবং সেইং কর্ম্ম যাহারা করিয়াছে কিন্তু মনের বিকৃতি প্রযুক্ত নির্দ্দোষী হইয়াছে, তাহারদিগকে নির্ব্বিঘ্নে রাখণের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা। যে ক্রিয়া সুস্থমনা ব্যক্তিরদের দ্বারা হইলে অপরাধ হয় এই মত ক্রিয়া যে ব্যক্তি করে যদ্যপি আদালত অথবা বিষয় বিশেষে জুরি অর্থাৎ আদালতের নিয়মানুসারে যাঁহার প্রতি দোষী করন বা মুক্ত করণের ক্ষমতা অর্পণ আছে সেই আদালত বা জুরি এইমত স্থির না করেন যে সেই ব্যক্তির মনের বিকৃতি ছিল এবং সেই বিকৃতি থাকাতে তাহার করা কোন কর্ম্মের দ্বারা জন্মে নাই এবং সেই বিকৃতিপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করণের সময়ে জানিল না এবং জানিতে পারিল না যে সেই কর্ম্ম দেশের আইনের বিরুদ্ধ তবে সেই ব্যক্তি সেই অপরাধের বিষয়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাস হইবেক না। ইতি।

২ ধারা। যখন এইমত অপরাধের অপবাদগ্রস্ত কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত বর্জ্জিত নিয়মপ্রযুক্ত খালাস হয় তখন আদালত অথবা জুরি এই বিশেষ ডিক্রী অথবা ফয়সলা দিবেন যে যে কর্ম্ম করণের অপবাদ তাহার প্রতি হইয়াছে সেই কর্ম্ম সেই ব্যক্তি বিকৃতমনা হওন সময়ে করিল এবং তৎপ্রযুক্ত আইনানুসারে সে নিরপরাধী।

[redacted] ধারা। যখন উক্ত প্রকার এইমত [redacted] বিশেষ ডিক্রী কি ফয়সলা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া যায় তখন যে আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল সেই আদালত এই হুকুম করিবেন যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যাবৎ জ্ঞাত না হওয়া যায় তাবৎ ঐ আদালতে যে স্থানে ও যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই প্রকারে ঐ ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইবেক। এবং তৎপরে গবর্ণমেণ্ট যত কাল ও যে [illegible] বোধ করেন তত কাল ও [illegible] ঐ ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট [illegible] ক করিয়া রাখিতে হুকুম [illegible] রেন।

৪ ধারা। যে সকল গতিকে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ততা কি বাতুলতা অথবা উন্মাদতা কি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত কোন দোষ হইতে খালাস হইয়াছিল ইহার পর মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাস হওয়া ব্যক্তিকে যেমন শক্ত রূপে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারে তেমনি শক্তরূপে সেই ব্যক্তিকেও আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিবেক।

৫ ধারা। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ কোন বিশেষ ডিক্রী বা ফয়সলা করা গিয়া থাকে সেই ব্যক্তির মন সুস্থ হইলে পর গবর্ণমেণ্টের হুকুম এবং বিবেচনা ব্যতিরিক্ত কয়েদ হইতে খালাস হওনের যোগ্য হইবেক না।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

বেথুন সাহেবের বক্তৃতার অনুবাদ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

এস্থলে অন্য এক কথা যাহা তোমরা সকলে বিজ্ঞাত থাকিতেপার তাহা

না বলা অনুচিত হইতেছে, সেই প্রশংসিত উদ্যোগ আমার এ অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের অধিক উৎসাহপ্রদ হইয়াছে, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজ যোগে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন গবর্ণমেণ্ট সহিত তিনি উক্ত গ্রামে দেশীয় বালিকাগণের জন্য এক বিদ্যালয়ের ব্যয়ানুকূল্য করিতে প্রস্তুত আছেন, এতদ্বালিকাদের প্রতি গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মনোযোগী হইবেন তাহা আমি পূর্ব্ব বলিতে পারি না ইহাতে আমি যে সকল বিড়ম্বনা ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা উপস্থিত হইতেপারে অধিকন্তু এতদ্বিষয় সুসিদ্ধ হয় না হয় গবর্ণমেণ্ট তাহা পরীক্ষার্থ নিকটবর্ত্তি পল্লিগ্রাম অপেক্ষা কলিকাতা নগরীয় স্কুলে সাহায্য করিতে পারেন, সেযাহা হউক, জয়কৃষ্ণের এউদ্যোগেতাঁহারগৌরব বৃদ্ধি পাইবেক এবংএতদ্দ্বারাএতদ্দেশীয় লোকেরদের ভাব ব্যক্ত হইতেছে, মান্দ্রাজহইতেশেষাগতসমাচারে তত্রস্থএডবোকেট জেনরল লেখেন তথাকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলেরদুইজন কৃতবিদ্যছাত্র বালিকাগণের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আমি ইহার অভ্যন্তর সমাচার চাহিয়াছি এবং উক্ত ছাত্রদ্বয়ের নামজিজ্ঞাসা করিয়াছি, সাধ্যমত তাঁহারদিগের আনুকূল্য করিব।

অন্য এক কথা আছে, তাহা এই যে এক দিবস রাত্রে আমার সদনে ধার্য্য হয় দুই কমিটী নিযুক্ত করা যায় তাহার এক কমিটী স্কুল সংস্থাপন যোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করেন অপর কমিটী পাঠার্থিনী গণকে বাছনী করিয়া গ্রহণ করেন, ইহার প্রথমোক্ত কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বদান্যতা ও অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার এই বাটী আমারদিগকে অর্পণ করিলেন এজন্য উক্ত কমিটী অবসর পাইলেন, কিন্তু শেষোক্ত কমিটীর অধিক প্রয়োজন হইতেছে অতএব তোমারদিগের অভিমত হইলে যাঁহারা বাটী অনুসন্ধানার্থ কমিটীভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাই আগামি ছয় মাসের জন্য শেষ কমিটীভুক্ত হউন, অনেক পাঠার্থিনী উপস্থিতা হইতেছে, তাহারদিগের বাছনী করিবার ভার আর কাহার উপর দেওয়া যায়, এবং কৃতকার্য্য হইব কি না ইহা পরে বলিবার অপেক্ষা করে না, সন্দেহ নাই আমরা সুসিদ্ধ হইয়াছি এবংপরমেশ্বরানুকম্পায় অদ্য যে পতাকা রোপণ করিয়াছি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব যাবৎ এতদ্দ্রাজ্যস্থ লোকেরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার না করেন তাবৎ তাহা পশ্চাৎগামী হইবার নহে।

সর্ব্বশেষে আমি তোমারদিগকে স্মরণ করাই তোমরা সকলে মধ্যেং আমার বাটীতে একত্র হইবে, কারণ এই স্কুল তোমারদিগের সন্তোষমতে চলিতেছে কি না, এবং কোন বিষয় পরিবর্ত্তন যোগ্য কিনা এবং সর্ব্ব বিধায় ইহা তোমারদিগের অভিমতানুযায়ী ও তোমারদিগের বালিকাগণের হিতকারী হইতেছে কি না তোমারদিগের সাক্ষাদালাপে ইহা বিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিব।

স্বদেশীয় লোকের যশোৎকীর্ত্তন শ্রবণ বা বিজ্ঞাপন করণে আমরা উল্লসিত হই, এবং সম্পাদকীয় ধর্ম্মের কর্ত্তব্য কর্ম্মও এই, মহাত্মা লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেবের এতদ্রাজ্য শাসন পূর্ব্বে রাজপুরুষেরা অবিশ্বাসওহেয়জ্ঞান করিয়াএতদ্দেশীয়লোকেরদিগকেরাজকর্ম্মে বঞ্চিতরাখিয়াছিলেন, সেই মহাশয় লার্ড এতদ্দেশীয় যুবগণের বিদ্যা বুদ্ধির প্রাথর্য্য ও সচ্চরিত্রতা দর্শন করিয়া ইহাঁরদিগকে প্রধানং রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যান, তাহাতে আমারদিগের দেশীয় বান্ধবেরা তদ্রূপ বিশ্বাসজনক পরিশ্রম ও সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয়ং কর্ম্ম সম্পাদনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, আমরা এইক্ষণে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি এতদ্দেশীয় অনেকে উচ্চবেতনভোগী সভ্যদেশীয় সিবিলিয়ানাপেক্ষা উত্তম রূপে কার্য্য সমাধা করিতেছেন, ইহাতে আমরাই ইহাঁরদিগের ব্যাখ্যা করি এমত নহে প্রধান রাজপুরুষেরাও এবিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন, এবং রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর যশোহর হইতে মেদিনীপুরে নিযুক্ত হইলে প্রথমোক্ত স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণ এবংযশোহরনিবাসিপ্রধানওভদ্রপ্রজারা তাঁহাকে যে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করেন তাহাও আমারদিগের বাক্যের প্রতিপোষক হইয়াছে অতএব আমরা ঐ পত্রের অনুবাদ গ্রহণ করিলাম।

" বাবু লোকনাথ বসু প্রধান সদর আমীন মহাশয় সমীপেষু।

নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারি আমরা যশোহর জিলা নিবাসি প্রজা, ও, রাজকর্ম্মচারিগণ পশ্চাৎ লিখিত কতিপয় পংক্তির প্রতি আপনকার চিত্তাকর্ষণ করণাভিপ্রায় রাখি, আমারদিগের এক্রান্ত মানস অব্যভিচারি বন্ধুত্ব আন্তরিকতার ব্যাখ্যায়িকা এই কতিপয় পংক্তি আপনকার গ্রহণীয় হয়।

আপনি আমারদিগের সহ অল্পকাল বাসে যে গুণ গুণে আমারদিগকে এত বশীভূত করিয়াছেন এখানে আমরা তাহাই মাত্র ব্যাখ্যা করি, বাহুল্য পরিত্যাজ্য হইল, আমরা সকলে আপনকার বিচ্ছেদ জন্য দুঃখ অনুভব করিতেছি, বিচারার্থিবর্গ আপনকার নিকট সতত অপক্ষপাতে বিচারপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ধনি দরিদ্র সাধারণ সকলকেই আপনি সমভাবে স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন আপনি এপ্রদেশ পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু আপনকার পরোক্ষে কুৎসাকর কেহ রহিলেন না প্রত্যুত মহোপকার প্রাপ্ত অনেকে আপনকার বিরহে কাতর হইয়া থাকিলেন।

সূক্ষ্ম বিচার এবং কোন রূপেই অপক্ষপাতিতা পথ পরিত্যাগ না করা যাহা আপনি গৌরবকর বিবেচনায় কার্য্য নিষ্পাদন করিয়াছেন তজ্জন্য আপনি সদ্বিচারক বলিয়া অসীম প্রশংসা প্রাপণের যোগ্য পাত্র হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন নিস্পৃহাদি গুণে আপনকার নাম নিষ্কলঙ্কিত্বরূপে প্রসিদ্ধ থাকিবেক।

আপনি যে সকল বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছেন তত্তাবৎ ব্যাখ্যা করিতে হইলে তোষামোদ প্রায় হয়, অতএব সংক্ষেপে বলি অত্র দাতব্য চিকিৎসালয়এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যামন্দিরের উন্নতি ও স্থায়িত্ব কল্পে আপনি যে যত্ন ও অবিশ্রান্ত আয়াস প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই আমারদিগের অন্তঃকরণাবাসে সানন্দ সহ সতত জাগরূক থাকিবেক অতএব আমরা মহাশয়কে নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা জানাই আপনি দীর্ঘায়ু ও সৌভাগ্য বিশিষ্ট হউন এবং মনস্থ সকল সফল করিয়া আপনি স্বচ্ছন্দে ও নিরাময়ে কালযাপন করুন।,,

এই প্রশংসা পত্রে ২০৫ নাম স্বাক্ষরিত হয়।

আমারদিগের আত্মীয়বর উক্ত সদর আলা যশোহরস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যকারিগণের লিখিত আর এক প্রতিষ্ঠা পত্র প্রাপ্ত হন তদর্থ এই।

নিম্নে স্বাক্ষরকারি যশোহর জিলার দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্বাক্ষরকা[illegible]গণের নিবেদ্য এই যে আপনি এতং[illegible] চিকিৎসালয়ের আয় ব্যয়েরপ্রতি দৃষ্টি[illegible]ত ও তদুন্নতিকল্পে যে যত্ন করিয়া[illegible] তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক নম[illegible]র প্রদান না করিয়া আপনাকে বিদা[illegible] দিতে পারি না।

যাবৎ কাল আপনি এই চিকিৎ[illegible]লয়ের কমিটীর সম্পাদকীয় কর্ম্ম [illegible] ইহার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন সেই [illegible]য় মধ্যেই চিকিৎসালয় প্রকৃত কর্ম্ম[illegible]ধনে বিখ্যাত হয় তাহাতেই দূরস্থ লোকেরাও এখানে চিকিৎসার্থে [illegible]মন করিতেছে।

গত বৎসরে শতং লোক এখানে [illegible] পযুক্ত ঔষধ প্রাপ্তে নানা ব্যাধি হই[illegible] বিমুক্ত হইয়াছে আর আপনি সর্ব্বসাধা[illegible]কে ইউরোপ দেশীয় সুচিকিৎসা [illegible]ত্তম ঔষধের গুণ বুঝাইবাতেই এই ক[illegible]টী অত্রপ্রদেশের এবং চতুঃসীমাবর্ত্তি[illegible] রোগি আরোগ্য করিতে পারিয়া[illegible] অতএব অত্রস্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দে[illegible]য় লোকেরা আপনকার রাজকীয় [illegible]কীয় স্বভাবের এত গৌরব করেন [illegible]তেই এই উপকার দর্শিয়াছে।

আমরা আপনার মঙ্গল প্রার্থনা [illegible]রিতেছি, যশোহর দাতব্য চিকিৎস[illegible]য়ে সংসুবাবধি তাহাতে আপনি যত্ন[illegible] সাহায্য ও বদান্যতা প্রকাশ করিয়া[illegible]ন ইহার পরেও আমারদিগের এই কৃ[illegible] জ্ঞতা স্মরণ করিয়া এই চিকিৎসালয়ে[illegible] প্রতি সেই ভাব রক্ষা করিবেন।

(স্বাক্ষরিত)

সি, ডি, রসেল।
এইচ, এফ, জেমস।
সি, পামর।
এফ, বিউফোর্ট। মাজিস্ট্রেট।
পূর্ণচন্দ্র মিত্র, মুন্সেফ।
গোপাললাল মিত্র, ডেপুটিমাজিস্ট্রে[illegible]
জে, টির নেন।
ডবলিউ ককবরণ।
জে ডবলিউ, স।

এতদ্ভিন্ন যশোহর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ৮৪ জন স্বাক্ষর করেন।

যশোহর, ১১ জানুআরি ১৮৪৯ সাল।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

প্রণতি মিনতি পূর্ব্বক নিবেদন মিদং।

নীতি শাস্ত্রে প্রকাশ আছে অলব্ধ আশা[illegible]র অনুগামী হইলে তাহার ফল প্রাপ্ত না হই[illegible]য়া কেবল মর্ম্ম বেদনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, স[illegible]যত্ন আশা করিলে তাহার ফল প্রাপ্তির কোন সংশয় থাকে না বরং কোনং বিষয়ে আশার অতীত ফল ও লাভ্য হইতে পারে, কিন্তু এই কথার প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছে, যেহেতু আমি সাংসারিক বুত্তে ব্রতী হওয়াবধি অধিক সুখ সম্পত্তির আশা করি না কেবল পরিবারের যথা সম্ভব অন্ন বস্ত্র এবং উপস্থিত মত দ্বার নির্ব্বাহ নিমিত্ত যখন যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই পরম সৌভাগ্য স্বীকার করি, এই উপজীবিকার অভাব মোচনার্থে কোন সময়ে জীবনকে সংশয়ে জড়িত করিয়া নদ নদীর প্রবল তরঙ্গ উল্লংঘন, কখন সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে উত্তাপিত বালুকা দলন পূর্ব্বক দীর্ঘং পন্থা সকল পর্য্যটন, কখন ক্ষুধানলের যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উপাসনার অনুরোধে কত লোকের শরণাগত হইতেছি, কখন বা অপকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট সম্মানের লাঘবতা কখন বা উচ্চ পদস্থের শক্তির ও সম্পদের দম্ভের যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, কখন বা এই সকল অসহ্য ক্রমে মান সম্ভ্রম ও সাহস বিদ্যা বুদ্ধির স্ফূর্ত্তির দুর্ব্বলতায় ম্লানপ্রযুক্ত বিবেচনাপূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে অশক্ত হইতেছি, কখন কোন ব্যক্তিকে বিনয় বাক্য কহিয়াও তিরস্কৃত হইতেছি, এইরূপনানা প্রকার অসহ্য সহ্য করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হইতেছি না, গর্ভ ধারিণী যিনি অসংখ্য ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দশ মাস গর্ভে স্থান দিয়া ভূমিষ্ঠ কালাবধি নানা প্রকার প্রত্যাশায় প্রতিপালন করিয়াছেন, আমাকে কিঞ্চিৎ পীড়িত দেখিলে যে জননীর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইয়াছে, যাঁহার চক্ষু আমাকে দেখিলে নিমেষ নিক্ষেপে ইচ্ছা করেন না, আমার স্থানান্তর হইতে আগমনের সম্ভাবিত সময়ের পূর্ব্বাবধি যাঁহার নয়ন বহির্দ্বারে ভূয়োং নিক্ষেপ হইতে থাকে, এমত মাতার অভিলাষ সফল করিতে পারিলাম না, জন্মদাতা যিনি অন্নদাতা বিদ্যাদাতা, যিনি নানা বিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া পরের অধীন হইয়া আমার উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, এমত পিতাকে তাঁহার প্রাচীন কালে বিশ্রামাবস্থায় রাখিতে পারিলাম না, মন্ত্রদাতা গুরু যৎ কর্ত্তৃক তত্ত্বজ্ঞান দীক্ষিত হইয়া মায়াজালের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষ উৎপত্তি হইতেছে, তাঁহার পূজা করিতে শক্তি হইল না, পুরোহিত যিনি সর্ব্বদা শুভানুধ্যায়ী, তাঁহার উপকারে অক্ষম হইলাম, ভ্রাতা ভগিনীগণ যাঁহারা আমার দুঃখে বিমর্ষ ও সুখে হর্ষযুক্ত হয়েন, তাঁহারদিগের প্রত্যাশার অঙ্কুর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ রহিলাম, পত্নী যাহার নিমিত্ত অকাতরে ধন প্রাণ মান প্রভৃতি সমুদায় সমর্পণ করা যায়, যাহার সহিত নিজ মনের এমত ঐক্য যে নিয়ত তাঁহার নিকট থাকিলেও একাকী বোধ হয়, যেমন আপন মনের সহিত কোন প্রকার কথা আলোচনায় লজ্জা বোধ হয় না, স্ত্রীর সহিতও তদ্রূপ আর সমস্তই সমুদায় বিষয় এক জ্ঞান হয়, দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ মরণে মরণকে স্মরণ করিতে হয়, নিয়ত প্রিয় নয়নে দৃষ্টি পূর্ব্বক প্রিয় বচনে সন্তোষ করেন, এমত যে পত্নী তাঁহার সন্তোষ করিতে অক্ষম, শিশু পুত্র ও কন্যাদিগের আকাঙ্খিত সুখাদ্য যোগাইতে না পারিয়া পীড়িত পরিজনের ঔষধ আয়োজনে অক্ষম হইয়া কেবল নয়ন জলে বদন সিক্ত করিয়া থাকি, দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা প্রদানে অশক্ত, দেশের কোন মঙ্গলজনক কর্ম্মে সাহায্যের শক্তি বিরহ, আহার ব্যবহার লৌকলৌকিকতা আলাপ পরিচয় ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া উঠিল, বন্ধু জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ যাঁহারদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করি তাঁহারাই আবার গুপ্তভাবে প্রতারণা করিতে প্রবর্ত্ত হয়েন, অতএব নীতিশাস্ত্রের কথা সকল কিরূপে বলবতী ও ফলবতী হইতে পারে, আমার এই সংশয়চ্ছেদার্থ যদি কোন বিজ্ঞবর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রকাশ করেন, তবে আমার আক্ষেপকে নিক্ষেপ করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য তাঁহার নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিব।

হিন্দুবালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, আমরা গত বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্কর পত্রকে তাহার বিবরণ দ্বারাই পরিপূর্ণ করিয়াছি, তথাপি শ্রীযুক্ত বেথুন সাহেবের বক্তৃতার চুম্বক প্রকাশি পরিশেষ করিতে পারি নাই অবশিষ্টাংশ অদ্য প্রকাশ করিলাম, আমরা বেথুনসাহেবের গুণে পুলকাভিভূত হইয়াছি তাহাতেই বুদ্ধিকে বুদ্ধি স্থানে স্থিরভাবেরাখিতেপারিতেছি না, বেথুন সাহেব গত সোমবারে নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগারে বক্তৃতা করিতেং অশ্রুপাত করিয়াছেন, ইহাতেই অনুভব করিতে হইবেক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুঃখ দর্শনে তাঁহার এমত দয়া হইয়াছে সেই বিষয় বলিতে বলিতে অশ্রুপাত করিলেন, মেং হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে সাধারণ লোকেরা এই জ্ঞান করেন কিন্তু তিনি আমারদিগের হৃদয় মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন, হেয়ার সাহেবের দীর্ঘাকারা দন্তশ্রেণী, শুভ্র শির কি আমরা সর্ব্বদা দর্শন করি না, সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছি, এবং বেথুন সাহেব হিন্দু জাতীয় যে যুবশ্রেণীর সহযোগে হিন্দু বালিকাদিগের চক্ষু উন্মেষের স্থান করিলেন ইহাঁরদিগের মধ্যে প্রায় সকলই হেয়ার সাহেবের শিষ্য, এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরাও সহযোগী হইয়াছেন, এবংরাজা রামমোহন রায় যিনি হেয়ার সাহেবের অভিপ্রেত সিদ্ধির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরাও হি[illegible]বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিদ্য[illegible]র সোপান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া[illegible]ন, বেথুন সাহেব কলিকাতা নগ[illegible] গমন মাত্র প্রস্তুত সোপান প্রাপ্ত[illegible] একেবারে উচ্চ মন্দিরে আরোহ[illegible]লেন কিন্তু রাজা রামমোহন রা[illegible] মেং হেয়ার সাহেব যদি এতদ্দেশীয় লোকেরদের বুদ্ধির মালিন্য পরিহার না করিতেন তবে ড্রিঙ্কওয়াটর বেথুন মহাশয় এত শীঘ্র তাঁহার নিম্ন লাভিপ্রায়ানুসারে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, চাসি লোকেরা যানানীত ভূমি দেখিলে অধিক রাজস্ব দিয়াও তাহা লইয়া থাকে, যদি আমরা বেথুন সাহেবকে সুশিক্ষিত কৃষক জ্ঞান করি তবেই হাও বলিব তিনি উর্ব্বর দেশে আসিয়াছেন, এতদ্দেশীয় বালক বালিকাদিগের অন্তঃকরণ উর্ব্বর ভূমি, যে বুঝিয়া ইহাতে বীজ বপন করিলেই সুফল দেখিতে পাইবেন, হেয়ার সাহেব অবিবাহিতাবস্থায় এদেশে আসিয়াছিলেন এই কারণ এতদ্দেশীয় লোকদিগের কন্যা পুত্রাদিকে আপন পুত্র কন্যাদি জ্ঞান করিতেন, তিনি আমারদিগের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন তাহাতেই আমরা প্রার্থনা করিয়াছিলাম বিলাত হইতে অবিবাহিত অথচ প্রধানবংশজাতলোকেরা এতদ্দেশে আগমন করুন, তাহারা আমারদিগেরপ্রতি সন্তানসন্ততিরন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিবেন, আমারদিগের সেই প্রার্থনানুসারে পরমেশ্বর বেথুন সাহেবকে এতদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছেন অতএব সন্তান সন্ততিরা পিতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন এতদ্দেশীয় লোকেরা বেথুন সাহেবের প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করুন, বেথুন সাহেব বিবাহ করেন নাই পুত্র কন্যাদির প্রতি স্নেহ যাহা তাঁহার অন্তঃকরণে জড়ীভূত রহিয়াছে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি সেই স্নেহ প্রকাশ করিবেন।

হেয়ার সাহেব এতাদৃক বিদ্বান ছিলেন না, এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে উচ্চপদস্থ করেন নাই তথাচ হেয়ার সাহেব আমারদিগের প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, বেথুন মহাশয় বিদ্যাসাগর, দয়ালাগর, সন্তানাদির প্রতি পিতার কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় [illegible] তাহা দর্শন করিতেছেন বি[illegible] গবর্ণমেণ্টের এমত পদে স্থাপিত [illegible]ছেন আমরা তাঁহার নিকট বি[illegible] সুবিধিবিষয়ে যাহা চাহিব আছে [illegible] তাহাই দিতে সমর্থ হইবেন, অতএব পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করি তিনি আমা[illegible]কে এমত পিতার অধীনে সমর্পণ [illegible]য়াছেন, এইক্ষণে দেশস্থ লোকেরা বেথুন সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়া তাঁহার নিকট আপনারদিগের সৌভাগ্য যাচ্ঞা করুন, এবং উক্ত মহাশয়ের কার্য্যের আনুকূল্যার্থ সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকুন।

এতদ্দেশীয় ধনিলোকেরা দেখুন বেথুন সাহেবের প্রত্যাশার আনুকূল্যার্থ বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কি করিলেন, দক্ষিণ বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ বেথুন সাহেব বাবু রামগোপাল ঘোষের সহিত একত্র হইয়া আসিয়া তাঁহার শিমলার বৈঠকখানা দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই নির্ম্মল হৃদয় দক্ষিণ বাবুর মনে উদয় হইল তাঁহার সৎস্বভাব প্রকাশের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সময় গেলে আর আসিবেক না, অতএব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বেথুন সাহেবের নিকট গমন করিলেন, এবং বেথুন সাহেব যে এতদ্দেশীয় হিন্দু বালিকাগণকে বিদ্যাদানের উদ্যোগ করিয়াছেন তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাঁহার বাগানেরবৈঠকখানাঅবনিদিলেন, বালিকাদিগেরউপযুক্তশিক্ষালয়যতকালপ্রস্তুত নাহয়ততকাল বালিকারা ঐ বৈঠকখানায় বিদ্যাভ্যাস করিবে তিনি ভাড়া লইবেন না, এবং ৯০০০ সহস্র টাকার মূল্যের যে ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়াছেন বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ তাহা দান করিলেন, এতদ্ভিন্ন বিদ্যাগার প্রস্তুত করণ কালে এক সহস্র টাকা দিবেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, ঐ

সকল পুস্তক যথায় আছে আমরা তাহা জানি, এবং ইহাও বিশ্বাস করি দক্ষিণ বাবু যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবেক না, বিশেষতঃ সাহেবের সহিত কথোপকথনানন্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্রমধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষ পূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন।

বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যেসর্ব্বাগ্রে দক্ষিণ বাবু যত দানকরিলেন এদেশের অন্য কেহ এবিষয়ে এত উচ্চ দান করিবেন কি না আমরা বলিতে পারি না, আর যদি করেন তথাচ দক্ষিণ বাবু পথ প্রদর্শক হইলেন, অতএব বেথুন সাহেব দক্ষিণবাবুকে বালিকা শিক্ষার বিদ্যাগারের গবর্ণরি পদে স্থাপিত করিলেও করিতে পারেন।

বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমারদিগের বহুকালীন আলাপ আছে, তাঁহার দান দয়া বুদ্ধিনৈপুণ্যাদি সদ্গুণ সকল আমারদিগের অগোচর নাই, শ্রীযুত ডাক্তর ডফ সাহেব জেনরেল আসেম্বির অধীন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যখন মথুর সেনের বাটীতে নবীন বিদ্যালয় করেন তখন ডফ সাহেব উৎকৃষ্ট পুস্তকাভাবে ব্যস্ত হইযা ছিলেন, দক্ষিণ বাবু এই বিষয় শ্রবণ মাত্র ডফ সাহেবের সমীপে পত্রপাঠাইলেনকলিকাতার বাজারে যে সকল পুস্তকের অভাব হইয়াছে ঐ সকল পুস্তক তিনি দিবেন, তৎপরে ন্যায়ালঙ্কারাদি নানা প্রকার জ্ঞানদায়ক পুস্তক সকল ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন বিদ্যাগারে দান করেন, তাহার মূল্য সহস্র টাকার ন্যূন হইবেক না, দক্ষিণ বাবুর দানের কথা কি কহিব, এক সময়ে ব্রাহ্মণ জাতীয় কোন বিদ্বান লোক দারিদ্র্যাবস্থায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই বিষয় শ্রুতমাত্র এক পত্র লিখিয়া তাহার মধ্যে ৪০০ টাকার ব্যাঙ্কনোট রাখিয়া ঐ বিদ্বান ব্যক্তির নামে শিরোনামা দিয়া রাত্রি দশঘণ্টাকালে তাঁহার বাটীতে ঐপত্র পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু পত্রমধ্যে দক্ষিণবাবু স্বীয় নাম স্বাক্ষর করেন নাই, কেবল এইমাত্র লিখিত ছিল,, এই টাকা তোমাকে দিলাম,, আমরা এবিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন লোকের দুঃখ দেখিয়া শুনিয়া কি এইক্ষণে এরূপ দান কেহ করিয়া থাকেন, দক্ষিণ বাবু হেয়ার সাহেবকে ৩০ হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন, অতএব বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয়ে আমরা যত লিখিতে ইচ্ছা করি ততই লিখিতে পারি কিন্তু এই প্রস্তাব লিখিতে২ অঙ্গুষ্ঠ সহায়িনী তর্জ্জনী অবসন্ন হইল এই কারণ অদ্য বিশ্রাম করিলাম।

শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন চৌধুরী।

আমরা গত মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে উক্ত চৌধুরি মহাশয়ের নামধাম এবং তাঁহার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণোপলক্ষিত দানাদির বৃত্তান্ত লিখিয়াছি স্থানাভাব হেতুক তৎ সহযোগে পদ্মলোচন বাবুর গুণের বিবরণ কিঞ্চিৎ মাত্রও লিখিতে পারি নাই, তাহাতে আমারদিগের ক্ষোভ রহিয়াছে, এবং বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করেতেও স্থান প্রাপ্তহইনাই.বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রস্তাবেতেই ভাস্করোদর পরিপূর্ণ হইয়াছিল,অতএবঅদ্য তাঁহার সদ্গুণকণিকা লিখিয়া আক্ষেপ নিবৃত্তি করি।

বাবু পদ্মলোচন রায় চৌধুরী মহাশয় সত্যবাদী,জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার জমীদারীর উপস্বত্ব অধিক অথচ পিতার এক পুত্র স্বয়ং কর্ত্তা, ইহাতেও যে সত্যবাদিত্ব জিতেন্দ্রিয়ত্ব তাঁহার দেহে অবস্থান করিতে পারিয়াছে, ইহা কি আশ্চর্য্য বিষয় নহে, ধনি লোকদিগের মধ্যে সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় মনুষ্য কি সচরাচর দৃষ্ট হয়েন, বিশেষতঃ পদ্মলোচন বাবু দয়াধর্ম্মে বিনত হইয়াছেন, জিলা ময়মনসিংহের প্রধান রাজধানী নছিরাবাদে পদ্মলোচন বাবুর ব্যয়ে গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয় প্রস্তুত হয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট উক্ত বাবুর অসীম প্রশংসা করিয়াছেন,এবংবাবু পদ্মলোচন রায় স্বগ্রামে স্বজাতীয় শাস্ত্রশিক্ষার চতুষ্পাঠী করিয়া দিয়াছেন, আপনি অধ্যাপক দিগের সর্ব্বোপপত্তি করেন এবং ছাত্র দিগের অন্নাচ্ছাদন পদ্মলোচন বাবুর দানে সম্পন্ন হয়, এইক্ষণে যেরূপ সময় হইয়াছে তাহাতে ইহাও ৶ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের কীর্ত্তির ন্যায় বলিতে হইবেক, এতদ্ভিন্ন পদ্মলোচন রায় অন্যূন দুই শত লোকের বাটী এবং তাঁহারদিগের ভরণপোষণের উপযুক্ত ভূম্যধিকার করিয়া দিয়াছেন, ভদ্রসন্তান দরিদ্র লোক তাঁহার নিকট সমাগত মাত্র তাঁহারদিগের উপকার করেন, আমরা একালে এমত মনুষ্য প্রায় দেখিতে পাই না, পরমেশ্বর করুন পদ্মলোচন বাবু দীর্ঘায়ু হউন, এবং তাঁহার শ্রীমান কুমার শ্রীযুত কালীচন্দ্র বাবু যিনি বাঙ্গালা পারসী উভয় ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া এইক্ষণে নছিরাবাদে গবর্ণমেন্টের বিদ্যাগারে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিতেছেন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হউক।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞবরেষু।

হে সম্পাদক মহাশয়, আপনকার ২৯ বৈশাখের ভাস্কর পাঠ করিয়া কি পর্য্যন্ত উল্লসিত হইয়াছি তাহা কথনীয় নহে,শ্রীযুত বেথুন সাহেব এতদ্দেশীয় অঙ্গনাদিগের অজ্ঞানতা নিবারণের উপায় সৃষ্টি করিতেছেন এবং এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত না করিয়া কেবল এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক এই মহৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, ইহাতে তাহারদিগের কি পর্য্যন্ত সম্মান রক্ষা পাইয়াছে মহাশয় বিবেচনা করিবেন, এইক্ষণে প্রার্থনীয় এই যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যধর ব্যক্তিরা অভিমান বর্জ্জিত হইয়া কায়মনোবাক্যে এতৎকার্য্যের বৃদ্ধি হেতুক চেষ্টিত হয়েন।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসে যে দেশোপকার সম্ভাবনা তাহা বাহুল্যরূপে বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজনীয়,যেহেতু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করণে কেবল মিথ্যা বাক্যব্যয় হয়, ও তাহার মর্ম্ম পরিষ্কৃত হওয়া দূরে থাকুক বরং অন্ধকারাবৃত হইয়া উঠে, ফলতঃ এতদ্বিষয়োপলক্ষে বাকজল্পনার প্রয়োজন নাই কার্য্যারম্ভ হইয়াছে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই শুভারম্ভ বিশিষ্টরূপে ফলবান হউক, এবং এতদমৃত বৃক্ষরোপণকর্ত্তা অধিককাল সুখে কাল যাপন করতঃ স্বরোপিত বৃক্ষকে ফল পুষ্পে শোভিত দেখুন।

সম্পাদক মহাশয়, উপরোক্ত বিষয়ে অধিক লিখিবার মানস নাই, তবে কিঞ্চিৎ হর্ষ প্রকাশ না করিয়া লেখনী সম্বরণ করিতে পারিলাম না অতএব কয়েক পংক্তি লিখিলাম, এইক্ষণে বক্তব্য এই যে বেথুন সাহেবের বক্তৃতার কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়াছি তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে, তিনি কহিয়াছেন " দেশীয় ভাষানুশীলনে বালকগণের অধিক যত্ন করণ আমার নিতান্ত মানস,, বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের চূড়ামণি যদ্যপি এই রূপ স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন তবে আমরা নির্ভয়ে কহিতে পারি দেশীয় ভাষা শিক্ষা আমারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অপরজাতীয় ভাষাতে কদাপি এমত নৈপুণ্য জন্মে না যে তাহাতে উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল রচনা করিয়া কেহ চিরস্মরণীয় চিহ্ন রাখিতে পারেন, আর যদ্যপি ক্রমাগত অনুসীলন দ্বারা বিজাতীয় ভাষার নৈপুণ্য জন্মে তথাপি তদ্ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিলে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকার হয় না অতএব হিন্দুবালিকারা স্বদেশীয় ভাষায় জ্ঞান শিক্ষা করেন ইহাই উত্তম কল্প কিন্তু শ্রবণকরিলাম এতদ্দেশীয়অজ্ঞানলোকেরা এই মহৎ কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন,শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত উক্ত বিদ্যাগারে তাঁহার কন্যাকে ও ভাগিনেয়ীকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে ঐ বাবুর জ্ঞাতি কুটুম্বেরা এবং যাঁহারদিগের সহিত ঐ দুই কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন তাঁহারা কহিতেছেন ইহাতে জাতিনাশ হইবে, এমত মূর্খ লোকেরদের মুখাবলোকন করিতেও ঘৃণা হয়, হে নির্ম্মল বৈদ্যকুলোদ্ভব নরাধম লোক সকল, বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলে জাতি ধ্বংস হয় ইহা কোন্‌শাস্ত্রে লিখিয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে যদ্যপি স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানলাভের সদুপায় হইল মূর্খেরা কি ইহাতেও বৈরাচরণ করিবে, সম্পাদক মহাশয়, আমি শ্রবণ মাত্র এই মাত্র লিখিলাম, এইক্ষণে অনুসন্ধান করি বৈদ্যকুলজাত কোন্২ কুলকুঠার এই অখ্যাতি উঠাইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দোষাচ্ছন্ন হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই, অতএব তাঁহারদিগের জাতি আছে কি পলায়ন করিয়াছে আমি ইহার বিহিত বিবেচনা করিব।

কস্যচিৎ ভাস্কর পাঠকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ [illegible] মন্ত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত [illegible]তে ভস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধ[illegible]তঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বাজ্জম্ভ[illegible]।

১৪ সংখ্যা।১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১২ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮১বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৩১বৈশাখ শ[illegible]ল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে[illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম[illegible]হন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি[illegible]য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[illegible]াপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা[illegible]র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[illegible] ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে [illegible]মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ[illegible]ত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [illegible]শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা [illegible]ক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা [illegible]মমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[illegible]র আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের [illegible]মাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ [illegible]কলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক[illegible]থ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি[illegible] হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু [illegible]লকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী[illegible]য়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক[illegible]লে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible] আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible]ক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা[illegible]য়র লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible] না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible]৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible]হার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত [illegible]রিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[illegible]ায় হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[illegible]লেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্র[illegible] বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষেরশ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎলিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতি পত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণহইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ আইন।

অপরাধি বাতুল ব্যক্তিরদের নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক মনের কি পর্য্যন্ত বিকৃতি প্রযুক্ত দণ্ডনীয় কর্ম্ম অপরাধ শূন্য হয় তাহা ধার্য্য করা এবং সেই২ কর্ম্ম যাহারা করিয়াছে কিন্তু মনের বিকৃতি প্রযুক্ত নির্দ্দোষী হইয়াছে, তাহারদিগকে নির্ব্বিঘ্নে রাখণের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা। যে ক্রিয়া সুস্থমনা ব্যক্তিরদের দ্বারা হইলে অপরাধ হয় এই মত ক্রিয়া যে ব্যক্তি করে যদ্যপি আদালত অথবা বিষয় বিশেষে জুরি অর্থাৎ আদালতের নিয়মানুসারে যাঁহার প্রতি দোষী করণ বা মুক্ত করণের ক্ষমতা অর্পণ আছে সেই আদালত বা জুরি এইমত স্থির না করেন যে সেই ব্যক্তির মনের বিকৃতি ছিল এবং সেই বিকৃতি থাম থা তাহার করা কোন কর্ম্মের দ্বারা জন্মে নাই এবং সেই বিকৃতিপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করণের সময়ে জানিল না এবং জানিতে পারিল না যে সেই কর্ম্ম দেশের আইনের বিরুদ্ধ তবে সেই ব্যক্তি সেই অপরাধের বিষয়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাস হইবেক না ইতি।

২ ধারা। যখন এইমত অপরাধের অপবাদগ্রস্ত কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত বর্জ্জিত নিয়মপ্রযুক্ত খালাস হয় তখন আদালত অথবা জুরি এই বিশেষ ডিক্রী অথবা ফয়সলা দিবেন যে যে কর্ম্ম করণের অপবাদ তাহার প্রতি হইয়াছে সেই কর্ম্ম সেই ব্যক্তি বিকৃতমনা হওন সময়ে করিল এবং তৎপ্রযুক্ত আইনানুসারে সে নিরপরাধী।

৩ ধারা। যখন উক্ত প্রকার এইমত কোন বিশেষ ডিক্রী কি ফয়সলা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া যায়তখনযেআদালতে মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল সেই আদালত এই হুকুম করিবেন যেগবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যাবৎ জ্ঞাত না হওয়া যায় তাবৎ ঐ আদালতে যে স্থানে ও যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই প্রকারে ঐ ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইবেক। এবং তৎপরে গবর্ণমেণ্ট যত কাল ও যেপ্রকার উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই প্রকারে ঐ ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট শক্তরূপে আটক করিয়া রাখিতে হুকুম করিতে পারেন।

৪ ধারা। যে সকল গতিকে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ততা কি বাতুলতা অথবা উন্মাদতা কি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত কোন দোষ হইতে খালাস হইয়াছিল ইহার পর মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাস হওয়া ব্যক্তিকে যেমন শক্ত রূপে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারে তেমনি শক্তরূপে সেই ব্যক্তিকেও আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিবেক।

৫ ধারা। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ কোন বিশেষ ডিক্রী বা ফয়সলা করা গিয়া থাকে সেইব্যক্তির মন সুস্থ হইলে পর গবর্ণমেণ্টের হুকুম এবং বিবেচনা ব্যতিরিক্ত কয়েদ হইতে খালাস হওনের যোগ্য হইবেক না।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

বেথুন সাহেবের বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

এস্থলে অন্য এক কথা যাহা তোমরা সকলে বিজ্ঞাত থাকিতেপার তাহা

না বলা অনুচিত হইতেছে, সেই প্রশংসিত উদ্যোগ আমার এ অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের অধিক উৎসাহপ্রদ হইয়াছে, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজ যোগে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন গবর্ণমেণ্ট সহিত তিনি উক্ত গ্রামে দেশীয় বালিকাগণের জন্য এক বিদ্যালয়ের ব্যয়ানুকূল্য করিতে প্রস্তুত আছেন. এতদাবেদনের প্রতি গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মনোযোগী হইবেন তাহা আমি পূর্ব্ব বলিতে পারি না ইহাতে আমি যে সকল বিড়ম্বনা ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা উপস্থিত হইতেপারে অধিকন্তু এতদ্বিষয় সসিদ্ধ হয় না হয় গবর্ণমেণ্ট তাহা পরীক্ষার্থ নিকটবর্ত্তি পল্লিগ্রাম অপেক্ষা কলিকাতা নগরীয় স্কুলে সাহায্য করিতে পারেন,সেযাহা হউক,জয়কৃষ্ণের এউদ্যোগেতাঁহারগৌরব বৃদ্ধি পাইবেক এবং এতদ্দ্বারাএতদ্দেশীয় লোকেরদের ভাব ব্যক্ত হইতেছে, মাদ্রাজহইতেশেষাগতসমাচারে তত্রস্থএডবোকেট জেনরল লেখেন তথাকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলেরদুইজন কৃতবিদ্যছাত্র বালিকাগণের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াচেন, আমি ইহার অভ্যন্তর সমাচার চাহিয়াছি এবং উক্ত ছাত্রদ্বয়ের নামজিজ্ঞাসা করিয়াচি,সাধ্যমত তাঁহারদিগের আনুকূল্যকরিব।

অন্য এক কথা আছে, তাহা এই যে এক দিবস রাত্র আমার সদনে ধার্য্য হয় দুই কমিটী নিযুক্ত করা যায় তাহার এক কমিটী স্কুল সংস্থাপন যোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করেন অপর কমিটী পাঠার্থিনী গণকে বাছনী করিয়া গ্রহণ করেন, ইহার প্রথমোক্ত কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বদান্যতা ও অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার এই বাটী আমারদিগকে অর্পণ করিলেন এজন্য উক্ত কমিটী অবসর পাইলেন, কিন্তু শেষোক্ত কমিটীর অধিক প্রয়োজন হইতেচে অতএব তোমারদিগের অভিমত হইলে যাঁহারা বাটী অনসন্ধানার্থ কমিটীভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাই আগামি ছয় মাসের জন্য শেষ কমিটীভুক্ত হউন, অনেক পাঠার্থিনী উপস্থিতা হইতেচে, তাহারদিগের বাছনী করিবার ভার আর কাহার উপর দেওয়া যায়, এবং কৃতকার্য্য হইব কি না ইহা পরে বলিবার অপেক্ষা করে না,সন্দেহ নাই আমরা সুসিদ্ধ হইয়াছি এবংপরমেশ্বরানুকম্পায় অদ্য যে পতাকা রোপণ করিয়াছি তাহার শ্রেষ্টত্ব যাবৎ এতদ্রাজ্যস্থ লোকেরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার না করেন তাবৎ তাহা পশ্চাৎগামী হইবার নহে।

সর্ব্বশেষে আমি তোমারদিগকে স্মরণ করাই তোমরা সকলে মধ্যে২ আমার বাটীতে একত্র হইবে, কারণ এই স্কুল তোমারদিগের সন্তোষমতে চলিতেছে কি না, এবং কোন বিষয় পরিবর্ত্তন যোগ্য কিনা এবং সর্ব্ব বিধায় ইহা তোমারদিগের অভিতানুযায়ী ও তোমারদিগের বালিকাগণের হিতকারী হইতেছে কি না তোমারদিগের সাক্ষাদালাপে ইহা বিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিব।

স্বদেশীয় লোকের যশোৎকীর্ত্তন শ্রবণ বা বিজ্ঞাপন করণে আমরা উল্লসিত হই, এবং সম্পাদকীয় ধর্ম্মের কর্ত্তব্য কর্ম্মও এই, মহাত্মা লার্ডবেণ্টিঙ্ক সাহেবের এতদ্রাজ্য শাসন পূর্ব্বে রাজপুরুষেরাঅবিশ্বাসওহেয়জ্ঞান করিয়াএতদ্দেশীয়লোকেরদিগকেরাজকর্ম্মে বঞ্চিতরাখিয়াছিলেন,সেই মহাশয় লার্ড এতদ্দেশীয় যুবগণের বিদ্যা বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সচ্চরিত্রতা দর্শন করিয়া ইহাঁরদিগকে প্রধান২ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যান, তাহাতে আমারদিগের দেশীয় বান্ধবেরা তদ্রূপ বিশ্বাসজনক পরিশ্রম ও সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয়২ কর্ম্ম সম্পাদনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, আমরা এইক্ষণে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি এতদ্দেশীয় অনেকে উচ্চবেতনভোগী সভ্যদেশীয় সিবিলিয়ানাপেক্ষা উত্তম রূপে কার্য সমাধা করিতেছেন,ইহাতে আমরাই ইহাঁরদিগের ব্যাখ্যা করি এমত নহে প্রধান রাজপুরুষেরাও এবিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন, এবং রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর যশোহর হইতে মেদিনীপুরে নিযুক্ত হইলে প্রথমোক্ত স্থানীয় রাজকর্ম্ম চারিগণ এবংযশোহরনিবাসিপ্রধানওভদ্রপ্রজারা তাঁহাকে যেপ্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করেন তাহাও আমারদিগের বাক্যের প্রতিপোষক হইয়াছে অতএব আমরা ঐ পত্রের অনুবাদ গ্রহণ করিলাম।

"বাবু লোকনাথ বসু প্রধান সদর আমীন মহাশয় সমীপেষু।

নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারি আমরা যশোহর জিলা নিবাসি প্রজা, ও রাজকর্ম্মচারিগণ পশ্চাৎ লিখিত কতিপয় পংক্তির প্রতি আপনকার চিত্তাকর্ষণ করণাভিপ্রায় রাখি, আমারদিগের একান্ত মানস অব্দাদির সরল আন্তরিক ভাব ব্যাখ্যায়িকা এই কতিপয় পংক্তি আপনকার গ্রহণীয় হয়।

আপনি আমারদিগের সহ অল্পকাল বাসে যে শুদ্ধসত্ত্ব গুণে আমারদিগকে এত বশীভূত করিয়াছেন এখানে আমরা তাহাই মাত্র ব্যাখ্যা করিব, বাহুল্য পরিত্যাজ্য হইল. আমরা সকালে আপনকার বিচ্ছেদ জন্য দুঃখ অনুভব করিতেছি,বিচারার্থিবর্গ আপনকার নিকট সতত অপক্ষপাত বিচারপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ধনি দরিদ্র সাধারণ সকলকেই আপনি সমভাবে স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন আপনি এপ্রদেশ পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু আপনকার পরোক্ষে কুৎসাকর কেহ রহিলেন না প্রত্যুত মহোপকার প্রাপ্ত অনেকে আপনকার বিরহে কাতর হইয়া থাকিলেন।

সূক্ষ্ম বিচার এবং কোন রূপেই অপক্ষপাতিতা পথ পরিত্যাগ না করা যাহা আপনি গৌরবকর বিবেচনায় কার্য্য নিষ্পাদনকরিয়াছেন তজ্জন্য আপনি সদ্বিচারক বলিয়া অসীম প্রশংসা প্রাপণের যোগ্য পাত্র হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন নিস্পৃহাদি গুণে আপনকার নাম নিষ্কলঙ্কিত্বরূপে প্রসিদ্ধ থাকিবেক।

আপনি যে সকল বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছেন তত্তাবৎ ব্যাখ্যা করিতে হইলে তোষামোদ প্রায় হয়, অতএব সংক্ষেপে বলি অত্র দাতব্য চিকিৎসালয়এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যামন্দিরের উন্নতি ও স্থায়িত্ব কল্পে আপনি যে যত্ন ও অবিশ্রান্ত আয়াস প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই আমারদিগের অন্তঃকরণাবাসে সানন্দ সহ সতত জাগরূক থাকিবেক অতএব আমরা মহাশয়কে নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা জানাই আপনি দীর্ঘায়ু ও সৌভাগ্য বিশিষ্ট হউন এবং মনস্থ সকল সফল করিয়া আপনি স্বচ্ছন্দে ও নিরাময়ে কালযাপন করুন।"

এই প্রশংসা পত্রে ২০৫ নাম স্বাক্ষরিত হয়।

আমারদিগের আত্মীয়বর উক্ত সদর আলা যশোহরস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যকারিগণের লিখিত আর এক প্রতিষ্ঠা পত্র প্রাপ্ত হন তদর্থ এই।

নিম্নে স্বাক্ষরকারি যশোহর জিলার দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্বাক্ষরকা গণের নিবেদ্য এই যে আপনি এতৎ কিৎসালয়ের আয় ব্যয়েরপ্রতি দৃষ্টি ত ও তদুন্নতিকল্পে যে যত্ন করিয়াছে তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক নমস্ র প্রদান না করিয়া আপনাকে বিদা দিতে পারি না।

যাবৎ কাল আপনি এই চিকিৎ লয়ের কমিটীর সম্পাদকীয় কর্ম্ম এ ইহার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন সেই য় মধ্যেই চিকিৎসালয় প্রকৃত কর্ম্ম ধনে বিখ্যাত হয় তাহাতেই দূরস্থ লোকেরাও এখানে চিকিৎসার্থে আ মন করিতেছে।

গত বৎসরে শত২ লোক এখানে পযুক্ত ঔষধ প্রাপ্তে নানা ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া যায় আপনি সর্ব্বসাধা কে ইউরোপ দেশীয় সুচিকিৎসা ও উ ত্তম ঔষধের গুণ বুঝাইবাতেই এই কমি টীঅত্রপ্রদেশের এবংচতুঃসীমাবর্ত্তি রোগি আরোগ্য করিতে পারিয়াছে অতএব অত্রস্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশী য় লোকেরা আপনকার রাজকীয় ও কীয় স্বভাবের এত গৌরব করেন তেই এই উপকার দর্শিয়াছে।

আমরা আপনার মঙ্গল প্রার্থনা রিতেছি, যশোহর দাতব্য চিকিৎসা য়ে সংসুবাবধি তাহাতে আপনি যত্ন সাহায্য ও বদান্যতা প্রকাশ করিয়া ন ইহার পরেও আমারদিগের এই কৃ জ্ঞতা স্মরণ করিয়া এই চিকিৎসালয়ে প্রতি সেই ভাব রক্ষা করিবেন।

(স্বাক্ষরিত)

সি, ডি, রসেল।
এইচ, এফ, জেমস।
সি, পামর।
এফ, বিউফোর্ট। মাজিস্ট্রেট।
পূর্ণচন্দ্র মিত্র, মুন্সেফ।
গোপাললাল মিত্র, ডেপুটিমাজিস্ট্রে
জে, টির নেন।
ডবলিউ ককবরণ।
জে ডবলিউ, স।

এতদ্ভিন্ন যশোহর দাতব্য চিকি সালয়ের ৮৪ জন স্বাক্ষরকরেন।

যশোহর, ১১ জানুআরি ১৮৪৯ সাল।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

প্রণতি মিনতি পূর্ব্বক নিবেদন মিদং।

নীত শাস্ত্রে প্রকাশ আছে অসম্ভব আ র অনুগামী হইলে তাহার ফল প্রাপ্ত না য়া কেবল মর্ম্ম বেদনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে,

র মত আশা করিলে তাহার ফল প্রাপ্তির কোন সংশয় থাকে না বরং কোন২ বিষয়ে আশার অতীত ফল ও লভ্য হইতে পারে, কিন্তু এই কথার প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছে, যেহেতু আমি সাংসারিক বৃত্তে বৃতী হওয়াবধি অধিক সুখ সম্পত্তির আশা করি না কেবল পরিবারের যথা সম্ভব অন্ন বস্ত্র এবং উপস্থিত মত দায় নির্ব্বাহ নিমিত্ত যখন যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই পরম সৌভাগ্য স্বীকার করি, এই উপজীবিকার অভাব মোচনার্থে কোন সময়ে জীবনকে সংশয়ে জড়িত করিয়া নদ নদীর প্রবল তরঙ্গ উল্লংঘন, কখন সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে উত্তাপিত বালুকা দলন পূর্ব্বক দীর্ঘ২ পন্থা সকল পর্য্যটন, কখন ক্ষুধানলের যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উপাসনার অনুরোধে কত লোকের শরণাগত হইতেছি, কখন বা অপকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট সম্মানের লাঘবতা কখন বা উচ্চ পদস্থের শক্তির ও সম্পদের দম্ভের যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, কখন বা এই সকল অসহ্য ক্রমে মান সম্ভ্রম ও সাহস বিদ্যা বুদ্ধির স্ফূর্ত্তির দুর্ব্বলতায় ম্লানপ্রযুক্ত বিবেচনাপূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে অশক্ত হইতেছি, কখন কোন ব্যক্তিকে বিনয় বাক্য কহিয়াও তিরস্কৃত হইতেছি,এইরূপনানা প্রকার অসহ্য সহ্য করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হইতেছি না, গর্ব্ভধারিণী যিনি অসংখ্য ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দশ মাস গর্ব্ভে স্থান দিয়া ভূমিষ্ঠক কালাবধি নানা প্রকার প্রত্যাশায় প্রতিপালন করিয়াছেন, আমাকে কিঞ্চিৎ পীড়িত দেখিলে যে জননীর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইয়াছে, যাঁহার চক্ষু আমাকে দেখিলে নিমেষ নিক্ষেপে ইচ্ছা করেন না,আমার স্থানান্তর হইতে আগমনের সম্ভাবিত সময়ের পূর্ব্বাবধি যাঁহার নয়ন বহির্দ্বারে ভূয়োঃ২ নিক্ষেপ হইতে থাকে, এমত মাতার অভিলাষ সফল করিতে পারিলাম না, জন্মদাতা যিনি অন্নদাতা বিদ্যাদাতা, যিনি নানা বিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া পরের অধীন হইয়া আমার উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, এমত পিতাকে তাঁহার প্রাচীন কালে বিশ্রামাবস্থায় রাখিতে পারিলাম না, মন্ত্রদাতা গুরু যৎ কর্ত্তৃক তত্ত্বজ্ঞান দীক্ষিত হইয়া মায়াজালের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষ উৎপত্তি হইতেছে, তাঁহার পূজা করিতে শক্তি হইল না, পুরোহিত যিনি সর্ব্বদা শুভানুধ্যায়ী, তাঁহার উপকারে অক্ষম হইলাম, ভ্রাতা ভগিনীগণ যাঁহারা আমার দুঃখে বিমর্ষ ও সুখে হর্ষযুক্ত হয়েন, তাঁহারদিগের প্রত্যাশার অঙ্কুর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থর হিলাম, পত্নী যাহার নিমিত্ত অকাতরে ধন প্রাণ মান প্রভৃতি সমুদায় সমর্পণ করা যায়,যাহার সহিত নিজ মনের এমত ঐক্য যে নিয়ত তাঁহার নিকট থাকিলেও একাকী বোধ হয়, যেমন আপন মনের সহিত কোন প্রকার কথা আলোচনায় লজ্জা বোধ হয় না,স্ত্রীর সহিতও তদ্রূপ আয় সম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয় একজ্ঞান হয়, দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ মরণে মরণকে স্মরণ করিতে হয়,নিয়ত প্রিয় নয়নে দৃষ্টি পূর্ব্বক প্রিয় বচনে সন্তোষ করেন, এমত যে পত্নী তাঁহার সন্তোষ করিতে অক্ষম, শিশু পুত্র ও কন্যাদিগের আকাঙ্খিত সুখাদ্য যোগাইতে না পারিয়া পীড়িত পরিজনের ঔষধ আয়োজনে অক্ষম হইয়া কেবল নয়ন জলে বদন সিক্ত করিয়া থাকি, দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা প্রদানে অশক্ত, দেশের কোন মঙ্গলজনক কর্ম্মে সাহায্যের শক্তি বিরহ, আহার ব্যবহার লোকলৌকিকতা আলাপ পরিচয় ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া উঠিল, বন্ধু জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ যাঁহারদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করি তাঁহারাই আবার গুপ্তভাবে প্রতারণা করিতে প্রবর্ত্ত হয়েন, অতএব নীতিশাস্ত্রের কথা সকল কিরূপে বলবতী ও ফলবতী হইতে পারে, আমার এই সংশয়চ্ছেদার্থ যদি কোন বিজ্ঞবর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রকাশ করেন, তবে আমার আক্ষেপকে নিক্ষেপ করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য তাঁহার নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিব।

হিন্দুবালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, আমরা গত বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্কর পত্রকে তাহার বিবরণ দ্বারাই পরিপূর্ণ করিয়াছি, তথাপি শ্রীযুক্ত বেথুন সাহেবের বক্তৃতার চুম্বক প্রকাশ পরিশেষ করিতে পারি নাই অবশিষ্টাংশ অদ্য প্রকাশ করিলাম,আমরা বেথুনসাহেবের গুণে পুলকাভিভূত হইয়াছি তাহাতেই বুদ্ধিকে বুদ্ধি স্থানে স্থিরভাবেরাখিতেপারিতেছি না, বেথুন সাহেব গত সোমবারে নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগারে বক্তৃতা করিতে২ অশ্রুপাত করিয়াছেন, ইহাতেই অনুভব করিতে হইবেক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুঃখ দর্শনে তাঁহার এমত দয়া হইয়াছে সেই বিষয় বলিতে বলিতে অশ্রুপাত করিলেন, মেৎ হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে সাধারণ লোকেরা এই জ্ঞান করেন কিন্তু তিনি আমারদিগের হৃদয় মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন, হেয়ার সাহেবের দীর্ঘাকারা দন্তশ্রেণী, শুভ্র শির কি আমরা সর্ব্বদা দর্শন করি না, সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছি, এবং বেথুন সাহেব হিন্দু জাতীয় যে যুবশ্রেণীর সহযোগে হিন্দু বালিকাদিগের চক্ষুর্দ্দানের স্থান করিলেন ইহাঁরদিগের মধ্যে প্রায় সকলই হেয়ার সাহেবের শিষ্য, এবং তাহার শিষ্যানুশিষ্যের সহযোগী হইয়াছেন,এবংরাজা রামমোন রায় যিনি হেয়ার সাহেবের অ ত সিদ্ধির উপদেশ প্রদান করিয়া ন তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরাও হি লিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিদ্য র সোপান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ন, বেথুন সাহেব কলিকাতা নগ গমন মাত্র প্রস্তুত সোপান প্রাপ্ত একেবারে উচ্চ মন্দিরে আরোহ লেন কিন্তু রাজা রামমোহন রায় এবং মেৎ হেয়ার সাহেব যদি এতদ্দেশীয় লোকেরদের বুদ্ধির মালিন্য পরিহার না করিতেন তবে ড্রিঙ্কওয়াটর বেথুনমহাশয় এত শীঘ্র তাঁহার নিম্নলাভিপ্রায়ানুসারে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, চাসি লোকেরা মনোনীত ভূমি দেখিলে অধিক রাজস্ব দিয়াও তাহা লইয়া থাকে, যদি আমরা বেথুন সাহেবকে সুশিক্ষিত কৃষক জ্ঞান করি তবে ইহাও বলিব তিনি উর্ব্বর দেশে আসিয়াছেন, এতদ্দেশীয় বালক বালিকাদিগের অন্তঃকরণ উর্ব্বর ভূমি, যে বুঝিয়া ইহাতে বীজ বপন করিলেই সুফল দেখিতে পাইবেন, হেয়ার সাহেব অবিবাহিতাবস্থায় এদেশে আসিয়াছিলেন এই কারণ এতদ্দেশীয় লোকদিগের কন্যা পুত্রাদিকে আপন পুত্র কন্যাদি জ্ঞান করিতেন, তিনি আমারদিগের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন তাহাতেই আমরা প্রার্থনা করিয়াছিলাম বিলাত হইতে অবিবাহিত অথচ প্রধানবংশজাতলোকেরা এতদ্দেশে আগমন করুন, তাহারা আমারদিগেরপ্রতি সন্তানসন্ততিরন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিবেন, আমারদিগের সেই প্রার্থনানুসারে পরমেশ্বর বেথুন সাহেবকে এতদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছেন অতএব সন্তান সন্ততিরা পিতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন এতদ্দেশীয় লোকেরা বেথুন সাহেবের প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করুন, বেথুন সাহেব বিবাহ করেন নাই পুত্র কন্যাদির প্রতি স্নেহ যাহা তাঁহার অন্তঃকরণে জড়ীভূত রহিয়াছে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি সেই স্নেহ প্রকাশ করিবেন।

হেয়ার সাহেব এতাদৃক বিদ্বান ছিলেন না, এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে উচ্চপদস্থ করেন নাই তথাচ হেয়ার সাহেব আমারদিগের প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, বেথুন মহাশয় বিদ্যাসাগর, দয়াসাগর, সন্তানাদির প্রতি পিতার কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিতেছেন বিশেষত গবর্ণমেণ্টের এমত পদে স্থাপিত হইয়াছেন আমরা তাঁহার নিকট বিদ্যা ও সুবিধিবিষয়ে যাহা চাহিব সাহেব তাহাই দিতে সমর্থ হইবেন, অতএব পরমেশ্বররের ধন্যবাদ করি তিনি আমারদিগকে এমত পিতার অধীনে সমর্পণ করিয়াছেন, এইক্ষণে দেশস্থ লোকেরা বেথুন সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়া তাঁহার নিকট আপনারদিগের সৌভাগ্য যাচ্ঞা করুন, এবং উক্ত মহাশয়ের কার্য্যের আনুকূল্যার্থ সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকুন।

এতদ্দেশীয় ধনিলোকেরা দেখুন বেথুন সাহেবের প্রত্যাশার আনুকূল্যার্থ বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কি করিলেন, দক্ষিণ বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ বেথুন সাহেব বাবু রাম গোপাল ঘোষের সহিত একত্র হইয়া আসিয়া তাঁহার শিমলার বৈঠকখানা দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই নির্ম্মল হৃদয় দক্ষিণ বাবুর মনে উদয় হইল তাঁহার সৎস্বভাব প্রকাশের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সময় গেলে আর আসিবেক না, অতএব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বেথুন সাহেবের নিকট গমন করিলেন, এবং বেথুন সাহেব যে এতদ্দেশীয় হিন্দু বালিকাগণকে বিদ্যাদানের উদ্যোগ করিয়াছেন তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাঁহার বাগানেরবৈঠকখানাঅবনিদিলেন,বালিকাদিগের উপযুক্তশিক্ষালয়যতকালেপ্রস্তুত নাহয়ততকাল বালিকারা ঐ বৈঠকখানায় বিদ্যাভ্যাস করিবে তিনি ভাড়া লইবেন না, এবং ১০০০ সহস্র টাকায় মৃজাপুরে যেভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়াছেন বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ তাহা দান করিলেন, এতদ্ভিন্ন বিদ্যাগার প্রস্তুত করণ কালে এক সহস্র টাকা দিবেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, ঐ

সকল পুস্তক যথায় আছে আমরা তাহা জানি, এবং ইহাও বিশ্বাস করি দক্ষিণ বাবু যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবেক না, বিশেষতঃ সাহেবের সহিত কথোপকথনানন্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্রমধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষ পূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন।

বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যেসর্ব্বাগ্রে দক্ষিণ বাবু যত দানকরিলেন এদেশের অন্য কেহ এবিষয়ে এত উচ্চ দান করিবেন কি না আমরা বলিতে পারি না, আর যদি করেন তথাচ দক্ষিণ বাবু পথ প্রদর্শক হইলেন, অতএব বেথুন সাহেব দক্ষিণবাবুকে বালিকা শিক্ষার বিদ্যাগারের গবর্ণরি পদে স্থাপিত করিলেও করিতে পারেন।

বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমারদিগের বহুকালীন আলাপ আছে, তাঁহার দান দয়া বুদ্ধিনৈপুণ্যাদি সদ্গুণ সকল আমারদিগের অগোচর নাই, শ্রীযুত ডাক্তর ডফ সাহেব জেনরেল আসেম্বির অধীন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যখন মথুর সেনের বাটীতে নবীন বিদ্যালয় করেন তখন ডফ সাহেব উৎকৃষ্ট পুস্তকাভাবে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, দক্ষিণ বাবু এই বিষয় শ্রবণ মাত্র ডফ সাহেবের সমীপে পত্রপাঠাইলেনকলিকাতার বাজারে যে সকল পুস্তকের অভাব হইয়াছে ঐ সকল পুস্তক তিনি দিবেন, তৎপরে ন্যায়ালঙ্কারাদি নানা প্রকার জ্ঞানদায়ক পুস্তক সকল খ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন বিদ্যাগারে দান করেন, তাহার মূল্য সহস্র টাকার ন্যূন হইবেক না, দক্ষিণ বাবুর দানের কথা কি কহিব, এক সময়ে ব্রাহ্মণ জাতীয় কোন বিদ্বান লোক দারিদ্র্যাবস্থায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই বিষয় শ্রুতমাত্র এক পত্র লিখিয়া তাহার মধ্যে ৪০০ টাকার ব্যাঙ্কনোট রাখিয়া ঐ বিদ্বান ব্যক্তির নামে শিরোনামা দিয়া রাত্রি দশঘণ্টাকালে তাঁহার বাটীতে ঐপত্র পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু পত্রমধ্যে দক্ষিণবাবু স্বীয় নাম স্বাক্ষর করেন নাই, কেবল এইমাত্র লিখিত ছিল,, এই টাকা তোমাকে দিলাম,, আমরা এবিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন লোকের দুঃখ দেখিয়া শুনিয়া কি এইক্ষণে এরূপ দান কেহ করিয়া থাকেন, দক্ষিণ বাবু হেয়ার সাহেবকে ৩০ হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন, অতএব বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয়ে আমরা যত লিখিতে ইচ্ছা করি ততই লিখিতে পারি কিন্তু এই প্রস্তাব লিখিতেং অঙ্গুষ্ঠ সহায়িনী তর্জ্জনী অবসন্না হইল এই কারণ অদ্য বিশ্রাম করিলাম।

শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন চৌধুরী।

আমরা গত মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে উক্ত চৌধুরি মহাশয়ের নামধাম এবং তাঁহার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণোপলক্ষিত দানাদির বৃত্তান্ত লিখিয়াছি স্থানাভাব হেতুক তৎ সহযোগে পদ্মলোচন বাবুর গুণের বিবরণ কিঞ্চিৎ মাত্রও লিখিতে পারি নাই, তাহাতে আমারদিগের ক্ষোভ রহিয়াছে, এবং বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করেতেও স্থান প্রাপ্তহইনাই.বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রস্তাবেতেই ভাস্করোদর পরিপূর্ণ হইয়াছিল,অতএবঅদ্য তাঁহার সদ্গুণকণিকা লিখিয়া আক্ষেপ নিবৃত্তি করি।

বাবু পদ্মলোচন রায় চৌধুরী মহাশয় সত্যবাদী,জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার জমীদারীর উপস্বত্ব অধিক অথচ পিতার এক পুত্র স্বয়ং কর্ত্তা, ইহাতেও যে সত্যবাদিত্ব জিতেন্দ্রিয়ত্ব তাঁহার দেহে অবস্থান করিতে পারিয়াছে, ইহা কি আশ্চর্য্য বিষয় নহে, ধনি লোকদিগের মধ্যে সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় মনুষ্য কি সচরাচর দৃষ্ট হয়েন, বিশেষতঃ পদ্মলোচন বাবু দয়াধর্ম্মে বিনত হইয়াছেন, জিলা ময়মনসিংহের প্রধান রাজধানী নছিরাবাদে পদ্মলোচন বাবুর ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় প্রস্তুত হয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট উক্ত বাবুর অসীম প্রশংসা করিয়াছেন,এবংবাবু পদ্মলোচন রায় স্বগ্রামে স্বজাতীয় শাস্ত্রশিক্ষার চতুষ্পাঠী করিয়া দিয়াছেন, আপনি অধ্যাপকদিগের সর্ব্বাপপত্তি করেন এবং ছাত্রদিগের অন্নাচ্ছাদন পদ্মলোচন বাবুর দানে সম্পন্ন হয়, এইক্ষণে যেরূপ সময় হইয়াছে তাহাতে ইহাও ৺ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের কীর্ত্তির ন্যায় বলিতে হইবেক, এতদ্ভিন্ন পদ্মলোচন রায় অন্যূন দুই শত লোকের বাটী এবং তাঁহারদিগের ভরণপোষণের উপযুক্ত ভূম্যধিকার করিয়া দিয়াছেন, ভদ্রসন্তান দরিদ্র লোক তাঁহার নিকট সমাগত মাত্র তাঁহারদিগের উপকার করেন, আমরা একালে এমত মনুষ্য প্রায় দেখিতে পাই না, পরমেশ্বর করুন পদ্মলোচন বাবু দীর্ঘায়ু হউন, এবং তাঁহার শ্রীমান কুমার শ্রীযুত কালীচন্দ্র বাবু যিনি বাঙ্গালা পারসী উভয় ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া এইক্ষণে নছিরাবাদে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যাগারে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিতেছেন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হউক।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞবরেষু।

হে সম্পাদক মহাশয়, আপনকার ২৯ বৈশাখের ভাস্কর পাঠ করিয়া কি পর্য্যন্ত উল্লসিত হইয়াছি তাহা কথনীয় নহে,শ্রীযুত বেথুন সাহেব এতদ্দেশীয় অঙ্গনাদিগের অজ্ঞানতা নিবারণের উপায় সৃষ্টি করিতেছেন এবং এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত না করিয়া কেবল এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক এই মহৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, ইহাতে তাহারদিগের কিপর্য্যন্ত সম্মান রক্ষা পাইয়াছে মহাশয় বিবেচনা করিবেন, এইক্ষণে প্রার্থনীয় এই যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যধর ব্যক্তিরা অভিমান বর্জ্জিত হইয়া কায়মনোবাক্যে এতৎকার্য্যের বৃদ্ধি হেতুক চেষ্টিত হয়েন।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসে যে দেশোপকার সম্ভাবনা তাহা বাহুল্যরূপে বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজনীয়, যেহেতু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করণে কেবল মিথ্যা বাক্যব্যয় হয়, ও তাহার মর্ম্ম পরিষ্কৃত হওয়া দূরে থাকুক বরং অন্ধকারাবৃত হইয়া উঠে, ফলতঃ এতদ্বিষয়োপলক্ষে বাকজল্পনার প্রয়োজন নাই কার্য্যারম্ভ হইয়াছে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই শুভারম্ভ বিশিষ্টরূপে ফলবান হউক, এবং এতদমৃত বৃক্ষরোপণকর্ত্তা অধিককাল সুখে কাল যাপন করতঃ স্বরোপিত বৃক্ষকে ফল পুষ্পে শোভিত দেখুন।

সম্পাদক মহাশয়, উপরোক্ত বিষয়ে অধিক লিখিবার মানস নাই, তবে কিঞ্চিৎ হর্ষ প্রকাশ না করিয়া লেখনী সম্বরণ করিতে পারিলাম না অতএব কয়েক পংক্তি লিখিলাম, এইক্ষণে বক্তব্য এই যে বেথুন সাহেবের বক্তৃতার কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়াছি তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে, তিনি কহিয়াছেন “ দেশীয় ভাষানুশীলনে বালকগণের অধিক যত্ন করণ আমার নিতান্ত মানস,, বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের চূড়ামণি যদ্যপি এইরূপ স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন তবে আমরা নির্ভয়ে কহিতে পারি দেশীয় ভাষা শিক্ষা আমারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অপরজাতীয় ভাষাতে কদাপি এমত নৈপুণ্য জন্মে না যে তাহাতে উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল রচনা করিয়া কেহ চিরস্মরণীয় চিহ্ন রাখিতে পারেন, আর যদ্যপি ক্রমাগত অনুসীলন দ্বারা বিজাতীয় ভাষার নৈপুণ্য জন্মে তথাপি তদ্ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিলে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকার হয় না অতএব হিন্দুবালিকারা স্বদেশীয় ভাষায় জ্ঞান শিক্ষা করেন ইহাই উত্তম কল্প কিন্তু শ্রবণকরিলাম এতদ্দেশীয়অজ্ঞানলোকেরাই মহৎ কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত উক্ত বিদ্যাগারে তাঁহার কন্যাকে ও ভাগিনেয়ীকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে ঐ বাবুর জ্ঞাতি কুটুম্বেরা এবং যাঁহারদিগের সহিত ঐ দুই কন্যারবিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন তাঁহারা কহিতেছেন ইহাতে জাতিনাশ হইবে, এমত মূর্খ লোকেরদের মুখাবলোকন করিতেও ঘৃণা হয়, হে নির্ম্মল বৈদ্যকুলোদ্ভব নরাধম লোক সকল, বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলে জাতিধ্বংস হয় ইহা কোন্‌শাস্ত্রে লিখিয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে যদ্যপি স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানলাভের সদুপায় হইল মূর্খেরা কি ইহাতেও বৈরাচরণ করিবে, সম্পাদক মহাশয়, আমি শ্রবণ মাত্র এই মাত্র লিখিলাম, এইক্ষণে অনুসন্ধান করি বৈদ্যকুলজাত কোন২ কুলকুঠার এই অখ্যাতি উঠাইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দোষাচ্ছন্ন হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই, অতএব তাঁহারদিগের জাতি আছে কি পলায়ন করিয়াছে আমি ইহার বিহিত বিবেচনা করিব।

কস্যচিৎ ভাস্কর পাঠকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানারি বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধনরোজ কিংচিরয়লে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ [illegible] মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত [illegible] প্যুতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাস্থ্যগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধক [illegible]
নানাদেশ বিলাসপ্রব বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাদ্রুম [illegible]

১৫ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৫ জোর্দানীশানি ৯৯ আব্দুলরাজাঙ্কাঃ ৮১বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৩ জ্যৈষ্ঠ [illegible] লা মাস ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার্থির অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্রতি বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ, মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত হরলাল মিত্রের উইলের লিখিত কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মকর্ত্রী নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীমতী গৌরমণি দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার ধর্ম্মতলার চাঁদনীবাজার যাহা [illegible] চাঁদনী বাজার লোকে বলিয়া থাকে বাজারের ভূমি অনুমান ১৩ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে ডাক্তর জকসন সাহেবের বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণ দিগে ধর্ম্মতলার রাস্তা। পশ্চিম দিগে এবং উত্তর দিগে গলীরাস্তা।

২ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সুতানুটীর বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নম্বর ১৪৪। ৪ যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ যাহাতে পরিবারাদি রাখা যায় এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অর্দ্ধাংশে ও তাহার অর্দ্ধাংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপ চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে রাস্তা এবং রাসমঞ্চ পশ্চিমদিগে ৺ মদন মোহন জিউর বাটী এবং ভূমি। পূর্ব্ব দিগে মৃত নবকৃষ্ণ মিত্রের বাটী এবং ভূমি। উত্তরদিগে রসিকলাল মিত্রের বাটী এবং ভূমি।

৩ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার বাগবাজারে ৺ কাশীমিত্রের ঘাটের শামিল যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৫০ এক বিঘা পোনের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ উত্তরদিগে কাশীমিত্রের রাস্তা পশ্চিমদিগে নবীন ঠাকুরের বাটী এবং ভূমি। দক্ষিণদিগে কোম্পানি বাহাদুরের ঘর দমা। পূর্ব্বদিগে মণিচাঁদ ধরের ভূমি।

৪ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার শোভাবাজার বটতলা দর্জ্জিটোলা ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নম্বর ৯ যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটীয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে রাস্তা। উত্তরদিগে কৃষ্ণমণি রাঁড়ের বাটী এবং ভূমি। দক্ষিণদিগে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাটী এবং ভূমি। পূর্ব্বদিগে স্বরূপ ওস্তাগরের ভূমি।

৫ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার শোভাবাজারের বটতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ জমী যাহা এক্ষণে ভাড়া দেওয়া আছে ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী, মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে জয়নারায়ণ মিত্রের ভাড়াটিয়া বা

টী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে উক্ত জয়না রায়ণ মিত্রের ভূমি, উত্তরদিগে বেণীমা ধব দত্তের ভূমি। পশ্চিমদিগে চিৎপুর রোড নামক প্রকাশ্য রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপ ফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
৫ মে ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুইপ্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত বঙ্গদেশের মধ্যস্থ জিলা নদীয়া পরগনে মামজোয়ানের বীর নগরের অথবা উলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক পুষ্করিণী ও এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পঞ্চাশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণদিগে হরিশ প্রাণ মুস্তফির পরিবারের বসতি বাটী এবং ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাঁজনৌরের নঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নীলকুঠী যাহা নঘাট বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে চারিজোড়া হৌজ এবং তাহার সকল সরঞ্জাম ও আটখানা খড়ুয়া গৃহ ও চারিটা গোলা এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারিবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবে তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে চূর্ণি নদী। পূর্ব্বদিগে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি। উত্তরদিগে কলাগাছা নামক নীলকুঠী। এবং দক্ষিণদিগে নঘাটার হাট॥

৩ দফা। এবঞ্চ পূর্ব্বোক্ত পরগণা পাঁজনৌরের ছাতিমতলা নামক স্থানের শামিল ছাতিমতলা নামক এক নীলের কুঠী তাহাতে চারিটা হৌজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ও এক ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম ১২ খানা খড়ুয়া গৃহ এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৭ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাঁজনৌরের চাকদহ অথবা শিবগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক কাছারি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান বারোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে কিশোরী তেলির বাটী ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে কালাচাঁদ স্বর্ণকারের বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে তাঁতিদিগের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে প্রকাশ্য রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R STOPFOR D.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
২ মে ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

নূতন বিদ্যালয়।

এপ্রেল মাসের প্রথম দিবসে কলিকাতা নগরীয় বটতলার বড় রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ৺চন্দ্র মিত্রের বাটীতে "মেট্রোপোলিট্যান একাডেমি নামক" এক বিদ্যালয় হইয়াছে, তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত বিদ্যাগারে ন্যূনাধিক আড়াইশত বালক উপস্থিত হইতেছেন, বিদ্যাগারের নিয়ম হইয়াছে প্রতিবালক মাসিক এক টাকা বেতন দিবেন, এইস্থানে ইংরাজি ধারায় কিমীয় বিদ্যা ডিঙ্গার প্রত্র এবং চিত্র কর্ম্ম শিক্ষা হইবেক এবং সংস্কৃত ব্যাকরণাভিধানস্মৃতি অলঙ্কারাদি আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবেন মাসে এক টাকা ব্যয়ে যদি এত যত্ন লাভ হয় তবে উক্ত বিদ্যালয়ে যাইতে কেনা ইচ্ছুক হইবেন, বিশেষত বিখ্যাত শিক্ষক ডাক্তর ন্যাসসাহেব ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাদান করেন এবং বাঙ্গালি শিক্ষকেরাও সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র লোক, তাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন, অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত বিদ্যালয় ক্রমেং উন্নতিমান হইয়া দেশের মঙ্গলকর হয়।

কি সুসময়।
চন্দ্রিকা পত্রের আশ্চর্য্য মত পরিবর্ত্তন।

এতদ্বিষয়ে চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় গত সোমবাসরীয় চন্দ্রিকায় যেশরলোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন আমরা আহ্লাদিত হইয়া তাহাই গ্রহণ করিলাম পাঠক মহাশয়েরা চন্দ্রিকোক্তি দ্বারাই স্পষ্টরূপে জানিতে পারিবেন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পূর্ব্ব প্রথার প্রতি উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের যে দার্ঢ্য ছিল তাহা দূরীকৃত হইয়াছে।

আমরা গত সংখ্যক চন্দ্রিকা পত্রে "বিকটোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের" বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে অনেক আশঙ্কার কথাই বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে তদ্বিশেষ জানিতে পারিনাই আমারদিগের অদ্যকার পত্রে "পাঠকস্য" ইতিনামাঙ্কিত যে পত্র প্রকটিত হইল, তাহাতে লেখক যে রূপ লিখিয়াছেন

তদৃষ্টে এমত বিশ্বাস হইতেছে ইহাতে কোন রূপ অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু পঞ্চম বর্ষ অবধি নবম বর্ষীয়া বালারা প্রহরি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া বিদ্যালয়ে প্রেরিতা হইলে অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা কি, ফলতঃ তাহারা বিবাহিতা হইয়া যৌবন কাল প্রাপ্তা হইলে পাঠশালে গমন করাতে অবশ্যই দোষ জনক হইতে পারে।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

মেদিনীপুর হইতে ১২ মে তারিখের যে পত্র আগত হয় তাহাতে ব্যক্ত রে লাহোরীয় সরদার লীনা সিংহ মাতা তদ্দিনে মেদিনীপুরে অবস্থান রেন ঐ স্ত্রীলোক শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেছেন।

প্রধান সেনাপতি নিয়োগ ও তৎ ঘোষণা।

গত পূর্ব্বসোমবারে জেনরল নেপিয়র সাহেব শপথ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট কৌন্সেলের অধ্যক্ষ ও এতদ্রাজ্যস্থ মহারাজ্ঞীর ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুত সেনাপতির নিয়ম হইয়াছে রবিবার এবং কৌন্সেলের নিয়মিত দিন ব্যতীত অপর দিবস বেলা ১০ ঘণ্টা হইতে দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ প্রয়োজন মতে তাঁহার সহিত সাক্ষাদালাপ করিতে পারিবেন, এবং অপর রাজকর্ম্মচারিরা অথবা ভদ্রলোকেরা সোম ও বৃহস্পতিবারে ১২ ঘণ্টার পর বেলা ২ দুইটা পর্য্যন্ত তাঁহার সন্দর্শন পাইবেন, আর রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা থাকিলে রাজকর্ম্মচারিগণ যখন চাহিবেন তখনই তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিবেন, ঘোষণাপত্রে ব্যক্ত করে শ্রীযুত প্রধান রথী ত্বরায় উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিবেন।

পূর্ব্ব সৈন্যাধিপ লার্ড গফ যাবৎ ভারতবর্ষে অবস্থিত হইবেন তাবৎ তাঁহার পূর্ব্ববৎ সম্মান করণাদেশ হইয়াছে।

কলিকাতা পোলীসের সতর্কতা।

কলিকাতা টাকশালের সম্মুখস্থ গলিতে অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরীভূত একজন যুবা দিনুকে দেখা যায়, যে ব্যক্তি দুই দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল তাহার হত্যাভিলাষির এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান হয় নাই, কলিকাতার পোলীসের এই এক সতর্কতার চিহ্ন দেখা গেল, রাজপুরুষেরা আর কতকাল প্রজার ধন প্রাণ রক্ষাপক্ষে অচৈতন্য রহিবেন বলিতে পারি না, প্রধান রাজনগরে এরূপ অত্যাচার সমাচার দিনং প্রচার হয় ইহাতে কি তাঁহারদিগের লজ্জা বোধ হয় না, গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্ত্রীলোকের শব দৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু অনেকানুসন্ধানেও প্রকৃত হত্যাকারী ধৃত হয় নাই, মেদিনীপুর হইতে যে যবন্ন একজ্জোঘের অপরাধী বিবেচনায় ধৃত হইয়া আনীত হয় তাহার দোষ সাব্যস্ত হয় নাই।

বগুড়াহইতে আগত পত্রের শেষাংশ।

দ্বিতীয় বিভাগ ঢাকা নগরস্থ স্বর্গীয় আবকারি কমিস্যনর মেং এ এফ ডনেলী সাহেব বাহাদুর যিনি নানা সুখ্যাতি আগার হইয়া স্বীয় অধীন তাবৎ জিলার কার্য্যকারকগণকে ও প্রজাবর্গকে সুবিচারে পরিতুষ্ট রাখিয়াছিলেন তাঁহার স্মরণার্থ ছাত্রীয় বৃত্তি প্রদান জন্য চাঁদায় অত্র জিলা বগুড়ার আবকারি সংসৃষ্ট কতিপয় মহাশয়গণ যে মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে লিখিয়া প্রার্থনা এই যে বর্ণ সংশোধনা দেশ মান্য ভাস্কর পত্রিকায় স্থানদান বাধিত করিতে আজ্ঞা করিবেন, নিবেদিত সন ১৮৪৯। ৩০ এপরেল।

বাবু নীলকমল শীল।
আবকারি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট ৫০,
বাবু ইন্দ্রনাথ শান্যাল।
সেরেস্তাদার ৮৫০
বাবু রাজমোহন চৌধুরী ৫
মুন্সী সুমরুদ্দীন আহম্মদ ৩৫০
বাবু মোহনচন্দ্র মজুমদার ২৸০
বাবু চণ্ডীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩৫০
বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫
রামচাঁদ দপ্তরি প্রভৃতি ৭।০
ডিঃ বগুড়ার কার্য্যকারকগণ ২০
ডিঃ গাঁয়ের কার্য্যকারকগণ ১৬।০
১২১

বিবিধ সমাচার॥

অযোধ্যা হইতে আগত সমাচারে ব্যক্ত করে তত্রস্থ বাদশাহ আরোগ্য হইয়া বিক্রমশালী হইতেছেন এবং রেসিডেণ্ট মহাশয়ও অনেক বাধ্য হইয়াছেন।

লাহোর নগরে জেনরল গিলবর্টের আগমনে লেডি লরেন্স তাঁহাকে এক সামারোহিক ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, লাহোরে গমনশীল এক সৈন্য শিবির প্রস্তুত হইবে এবং প্রত্যেক সৈন্য শিবির রক্ষার্থ অধিক ৪০ জন প্রহরী নিযুক্ত করাযাইবেক এই আদেশ লিখিত হইয়াছে কিন্তু এতৎ সতর্কতার কারণ ব্যক্ত হয়নাই।

দেওয়ান মূলরাজ এগনু সাহেবের হত্যা বিষয়ে বিলিপ্ত ছিলেন কিনা ইহা বিবেচনা করণার্থ শ্রীযুত মোনসল, মণ্টগমরি এবং ব্রিগেডিয়র গুডবি সাহেব ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কথিত হয় এতদ্বিষয়ে ত্রিশতাধিক সাক্ষ্যগ্রহণীয় হইবেক এজন্য এতদ্বিচার নিষ্পত্তি হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব সম্ভাবনা।

নাগপুরের পূর্ব্ব রাজা আপা নামে পরিচয় দিয়া যে গোসাই ইতঃ পূর্ব্বে কতক সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক হায়দ্রাবাদাঞ্চলে উপদ্রব উপস্থিত করেন তিনিপুনর্ব্বার অধিক যোদ্ধা সহ প্রকাশমান হইবায় মেজর ওনস্লো সাহেব তদ্বিরুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, তৎপরে পর্ব্বতীয় এক স্থলে রঙ্গভূমিতে উভয় দলের দেখাদেখী হয়, তাহাতে উভয়পক্ষে প্রায় সম সংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে মেজর সাহেব ইহাতে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

ইংলিসমেন লেখেন তিনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক রণশায়ী হন কিন্তু ষ্টারের পত্রপ্রেরক লেখেন এই সংগ্রামে শিখর শৃঙ্গ হইতে তাঁহার অশ্ব পতিত হয় ইহাতেই সাহেব আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আপা সাহেব স্বদলবল লইয়া পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিটিস অশ্বারোহীগণ তৎ পশ্চাদ্বর্ত্তি আছেন।

হরকরা পত্রে প্রকাশ করে জেনরল গিলবর্টের এক পুত্র কলিকাতা নগরীয় পোলিস সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টী পদাভিষিক্ত হইবেন এমত সম্ভাবনা আছে।

পূরণীয়া জিলার তিন স্থানে ডাকাইতী হইয়াছে, দস্যুরা তিন স্থান হইতে নগদ টাকায় এবং দ্রব্যাদিতে পঞ্চাশং সহস্রাধিকার্থ হরণ করিয়াছে কিন্তু অধিক দুঃখের বিষয় এই যে অত্যাচারিগণ কেহই ধৃত হয় নাই।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ৭ মে পর্য্যন্ত সমাচার আগত হইয়াছে, তাহাতে আম ... রাজ্যেশ্বরী ও রাজপরিজনগ ... সমাচার বিদিত করে, রাজ ... বৎসরের প্রকাশিত তালিকাতে ... দিনং আয়ের উন্নতি এবং বাণি ... র ও শুভ গতিক দেখা যায়, ইহা ... লিতে পারি তদ্রাজ্যবাসিগণের ... দ্ধি হইতেছে কোর্ট আব ডাই ... র্ণ মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় রেইল ... প্রকরণে সাহায্য দানে অগ্রসর ... ছেন, কিন্তু আমরা অনুমান করি ... ই রাজ্যে এই লৌহময় পথ প্রথম প্রস্তুত হইবেক, এবং তদুপক্রমে বঙ্গরাজ্যেতেও লৌহ পথ নির্ম্মাণ হইতে পারে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশিত হইতেছে, আমরা ইহার অভ্যন্তর বিষয় পরে পাঠকগণের বিদিত করিব।

স্যার ডডনি হিল সাহেব পঞ্চাশ গণিত মহারাজ্ঞীর সৈন্যদলের কর্ণেলিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অষ্ট্রিয়ার সৈন্য দ্বারা সারাডিনিয়া রাজ্যপাল চার্লস আলবর্ট পরাজিত হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক ফ্রান্সাভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন, নবীন মহীপাল অষ্ট্রিয়ান সেনাপতির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন, ইহাতে রাজকী সৈন্যেরা তাঁহাকে রাজ্যশাসনের সম্যক প্রকারে সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছে, জিনোয়া প্রদেশীয় প্রজাগণ নবীন রাজার প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহাতে রাজা ঐ প্রজাদিগের দমনার্থ ৩৪০০০ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং তৎ স্থানীয় প্রজাকুলকে একদা আক্রমণ করণার্থ আরো কতক নাবিক সৈন্য প্রেরিত হইবেক।

প্রুষিয়াধিপতি জর্ম্মণি রাজ্যশাসনে আহূত হইয়াছেন, কিন্তু রুষীয়েরা অষ্ট্রিয়া রাজ্যের সহিত বিরোধাশঙ্কায় এতৎ পদ স্বীকার করণে শঙ্কোচিত হইয়াছেন।

রুষীয়েরা সমরসাজে সজ্জীভূত হইতেছেন কিন্তু ইহার নিগূঢ়াভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই।

ফ্রান্সরাজ্য সুস্থ আছে।

গুজরাটীয় সমর সমাচার বিলাতে উপস্থিত হইবায় আমারদিগের পূর্ব্বতন মহারথি লার্ড গফ সাহেবের অযশ পরিবর্ত্তে পুনর্ব্বার রণপাণ্ডিত্যের ব্যাখ্যারম্ভ হইয়াছে, ইহার পরে যখন পঞ্জাবীয় সমর সমাপন ও তদ্রাজ্য ব্রিটিসাধিকারভুক্ত হইয়াছে এই সমাচার যাইবেক তখন ইংলণ্ডবাসিরা পু ... কিত হইয়া তাঁহার গুণোৎকীর্ত্তনে ... বদন ধারণ করিবেন, লার্ড ক্লাইব ... রতবর্ষে ব্রিটিস রাজত্ব সংস্থাপন ক ... , কিন্তু এতৎ সুদীর্ঘ রাজ্য লার্ড গ ... দ্বারা একদা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৫১০ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিলডেপটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত ডাক্তর ওকালাগান সাহেবের অনুপস্থান কিম্বা অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুত সি জি আন্দ্রুস সাহেব ছিলটে সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকতা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

পূরণিয়ার সদর আমীন শ্রীযুত ডবলিউ নোনি সাহেব ছয় মাস পর্য্যন্ত কিম্বা অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত ঐ জিলাতে অতিরিক্ত প্রধান সদরআমীনী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

মেদিনীপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত এ ডেবিডসন সাহেব ঐ জিলাতে ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নিদ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৬ আপ্রিল।

চাটিগাঁর মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে এস স্পাঙ্কি সাহেব ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নিদ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুইপ্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফসাহেব মৃত জোজেফ মোফেটের স্ত্রী ও কর্ম্মকর্ত্রী এনা মেরিয়ার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ সহর কলিকাতার মৌজা ইটালির ধর্ম্মতলা রাস্তার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক

নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী ভূমি অনুমান। ২। বারো কাঠা চারি ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত [illegible] মোকেটের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ধর্ম্মতলা রোড। উত্তর দিগে পূর্ব্বে ডিঙ্গাভাঙ্গা ছিল এক্ষণে মেং পেরেরা সাহেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে বাটী যাহা পূর্ব্বে বেনওএসের ছিল এক্ষণে তাহা মেং রডরিগস সাহেবের অধিকারে আছে। পূর্ব্বদিগে ঐ সম্পত্তি যাহা পূর্ব্বে মেং আরলি সাহেবের ছিল এক্ষণে তাহা মেং জি ডিবাইড সাহেবের সম্পত্তি।।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।।

R. Stopford.
ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা
৫ মে ১৮৪৯

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সোণাতন দে ও গোপীনাথ দের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতা সুতানুটীর কুমারটুলীর মধ্যে হরচন্দ্র মল্লিকের গলীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২১ নং যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি সোণাতন দে ও গোপীনাথ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরের লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে হরচন্দ্র মল্লিকের গলী, পশ্চিমদিগে সোণাতন শাহার বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। উত্তরদিগে হরচন্দ্র শাহার বাটী এবং অন্যান্য ভূমি।

২ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতা সুতানুটী হাটখোলা রথতলার ঘাটে শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নম্বর ৭১ যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সোণাতন দে ও গোপীনাথ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে এবং উত্তরদিগে দ্বারকানাথ সরকারের বাটী এবং ভূমি পশ্চিমদিগে অতিথ বংশীবদন শাহার বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে রথতলার ঘাটের রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অনুসন্ধান করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Stopford.
ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বিবি খানম জানের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার মেরিডিথ্‌স্ গলীর মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ অথবা ভাড়াটিয়া বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৬৩ আটার কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বিবি খানম জানের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে চাঁদ মৈত্রের ভাড়াটিয়া জায়গা, পশ্চিমদিগে রাস্তা অর্থাৎ কোম্পানি বাহাদুরের পুরাতন বারিক, উত্তরদিগে মেষ্টর পেরেরা সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণদিগে হেরি ডিগুল লেন।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডার সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার বরাহনগর পঞ্চান্নগ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক পুষ্করিণী এবং আট বিঘা জমী তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগে রাস্তা উত্তরদিগে রাধামাধব চক্রবর্ত্তির ও জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী এবং ভূমি, পশ্চিমদিগে বৈরাম মৈত্রের বাটী এবং ভূমি।

২ দফা। বিশেষতঃ উপরিউক্ত জিলা ও পরগণার এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি যাহাতে এক পুষ্করিণী এবং বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ৪৵ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর এবং পশ্চিম দিগে রাস্তা, পূর্ব্বদিগে মধুসূদন না[illegible]তের বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে রা[illegible] রত্ন রায়ের বাটী এবং বাগান।

বিশেষত উপরি উক্ত জি[illegible] বুর্শিবাই স্থানের শামিল ও তন্মধ্য[illegible] তবে এক খণ্ড বাগাৎ ভূমি যাহাতে[illegible] কটা একতালা উত্তম বৈঠকখানা এ[illegible] এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ৪/[illegible] রি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বে[illegible] হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও [illegible] হার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈ[illegible] ণ্ঠনাথ চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার [illegible] সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত [illegible] ল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত [illegible] বেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বি[illegible] যতঃ দক্ষিণদিগে কোম্পানি বাহাদুরে[illegible] রাস্তা। পশ্চিমদিগে রোস্তমজির বাগ[illegible] উত্তরদিগে মুন্সী ফজল আলির ভূমি[illegible] র্ব্বদিগে মৌলবী শিয়াজল হকের জ[illegible]

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করি[illegible] এই সকলবিক্রয়ের বেওরা জানি[illegible] পারিবেন।

R. STOPFORD
মেং ষ্টপফোর্ড
Sheriff.
সরিফ

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখা[illegible] বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের [illegible] জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি [illegible] শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ[illegible]

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ ন[illegible] মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত [illegible]জ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকা[illegible]
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসম্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে [illegible]

১৫ সংখ্যা ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ১৫ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ৩ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল[illegible]মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে [illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম[illegible]হন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি[illegible]য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[illegible]পাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা[illegible]র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[illegible] ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে [illegible]মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ[illegible]ত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [illegible]শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা[illegible]কালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা [illegible]মমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[illegible]ণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের [illegible]মাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ [illegible]জের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক[illegible]্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি[illegible] হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু [illegible]কেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী[illegible]য়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক[illegible]ল তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible]মারগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible] বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা[illegible] লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible]না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible]র মূল্য ২ টাকা মাত্র নিৰ্দ্ধারিত [illegible]য়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[illegible] হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[illegible]ই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র[illegible]হস্পতি বাসরীয় ভাস্করপত্র যাহা একত্র [illegible] কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছে অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত হরলাল মিত্রের উইলের লিখিত কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মকর্ত্রী নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীমতী গৌরমণি দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার ধর্ম্মতলার চাদনীবাজার যাহাকে চাদনী বাজার লোক বলিয়া থাকে বাজারের ভূমি অনুমান ১৩ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে ডাক্তর জকসন সাহেবের বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণ দিগে ধর্ম্মতলার রাস্তা। পশ্চিম দিগে এবং উত্তর দিগে গলীরাস্তা।

২ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সুতানুটীর বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নম্বর ১৪৪। ৪ যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ যাহাতে পরিবারাদি রাখা যায় এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১া।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অর্দ্ধাংশে ও তাহার অর্দ্ধাংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপ চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে রাস্তা এবং রাসমঞ্চ পশ্চিমদিগে ৺ মদন মোহন জিউর বাটী এবং ভূমি। পূর্ব্বদিগে মৃত নবকৃষ্ণ মিত্রের বাটী এবং ভূমি। উত্তরদিগে রসিকলাল মিত্রের বাটী এবং ভূমি।

৩ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার বাগবাজারে ৺ কাশীমিত্রের ঘাটের শামিল যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৶০ এক বিঘা পোনের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ উত্তরদিগে কাশীমিত্রের রাস্তা পশ্চিমদিগে নবীন ঠাকুরের বাটী এবং ভূমি। দক্ষিণদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। পূর্ব্বদিগে মণিচাঁদ ধরের ভূমি।

৪ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার শোভাবাজার বটতলা দর্জিটোলা স্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নম্বর ৯ যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটীয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ওস্থান ওনিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে রাস্তা। উত্তরদিগে কৃষ্ণমণি রাঁড়ের বাটী এবং ভূমি। দক্ষিণদিগে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাটী এবং ভূমি। পূর্ব্বদিগে স্বরূপ ভস্তাগরের ভূমি।

৫ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার শোভাবাজারের বটতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ জমাই জমী যাহা এক্ষণে ভাড়া দেওয়া আছে ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত হরলাল মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে জয়নারায়ণ মিত্রের ভাড়াটিয়া বা

টী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে উক্ত জয়নারায়ণ মিত্রের ভূমি, উত্তরদিগে বেণীমাধব দত্তের ভূমি। পশ্চিমদিগে চিৎপুর রোড় নামক প্রকাশ্য রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপ ফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুইপ্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত বঙ্গদেশের মধ্যস্থ জিলা নদীয়া পরগনে মামজোয়ানের বীর নগরের অথবা উলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক পুষ্করিণী ও এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পঞ্চাশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণদিগে হরিশ প্রাণ মুস্তফির পরিবারের বসতি বাটী এবং ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাঁজনৌরের নঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নীলকুঠী যাহা নঘাট বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে চারিজোড়া হৌজ এবং তাহার সকল সরঞ্জাম ও আটখানা খড়ুয়া গৃহ ও চারিটা গোলা এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারিবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে চূর্ণি নদী। পূর্ব্বদিগে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি। উত্তরদিগে কলাগাছা নামক নীলকুঠী। এবং দক্ষিণদিগে নঘাটার হাট॥

৩ দফা। এবঞ্চ পূর্ব্বোক্ত পরগণা পাঁজনৌরের ছাতিমতলা নামক স্থানের শামিল ছাটিমতলা নামক এক নীলের কুঠী তাহাতে চারিটা হৌজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ও একাইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম ১২ খানা খড়ুয়া গৃহ এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৭ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাঁজনৌরের চাকদহ অথবা শিবগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক কাছারি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান বারোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে কিশোরী তেলির বাটী ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে কালাচাঁদ স্বর্ণকারের বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে তাঁতিদিগের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে প্রকাশ্য রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অনেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R STOPFO RD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২ মে ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

নূতন বিদ্যালয়।

এপ্রেল মাসের প্রথম দিবসে কলিকাতা নগরীয় বটতলায় বড় রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ৮ চন্দ্র মিত্রের বাটীতে "মেট্রোপোলিট্যানএকাডেমিনামক" একবিদ্যালয় হইয়াছে, তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত বিদ্যাগারে ন্যুনাধিক আড়াইশত বালক উপস্থিত হইতেছেন, বিদ্যাগারের নিয়ম হইয়াছে প্রতিবালক মাসিক এক টাকা বেতন দিবেন, এইস্থানে ইংরাজি ধারায় কিনীয় বিদ্যা হিসাব পত্র এবং চিত্র কর্ম্ম শিক্ষা হইবেক এবং সংস্কৃত ব্যাকরণাভিধানন্যূতিঅলঙ্কারাদি আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবেন মাসে এক টাকা ব্যয়ে যদি এত যত্ন লাভ হয় তবে উক্ত বিদ্যালয়ে যাইতে কেনা ইচ্ছুক হইবেন, বিশেষত বিখ্যাত শিক্ষক ডাক্তর ন্যাসসাহেব ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাদান করেন এবং বাঙ্গালি শিক্ষকেরাও সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র লোক, তাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন, অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত বিদ্যালয় ক্রমে২ উন্নতিমান হইয়া দেশের মঙ্গলকর হয়।

কি সুসময়।
চন্দ্রিকা পত্রের আশ্চর্য্য মত পরিবর্ত্তন।

এতদ্বিষয়ে চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় গত সোমবাসরীয় চন্দ্রিকায় যে শরলোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন আমরা আহ্লাদিত হইয়া তাহাই গ্রহণ করিলাম পাঠক মহাশয়েরা চন্দ্রিকোক্তি দ্বারাই স্পষ্টরূপে জানিতে পারিবেন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পূর্ব্ব প্রথার প্রতি উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের যে দার্ঢ্য ছিল তাহা দূরীকৃত হইয়াছে।

আমরা গত সংখ্যক চন্দ্রিকা পত্রে "বিকটোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের" বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে অনেক আশঙ্কার কথাই বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে তদ্বিশেষ জানিতে পারিনাই আমারদিগের অদ্যকার পত্রে "পাঠকস্য" ইতিনামাঙ্কিত যে পত্র প্রকটিতহইল, তাহাতে লেখক যে রূপ লিখিয়াছেন তদৃষ্টে এমত বিশ্বাস হইতেছে যে ইহাতে কোন রূপ অনিষ্টঘটনার স[...]বনা নাই। যেহেতু পঞ্চম বর্ষ অবধি নবম বর্ষীয়া বালারা প্রহরি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া বিদ্যালয়ে প্রেরিতা হইলে অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা কি, ফলতঃ তাহারা বিবাহিতা হইয়া যৌবনকাল প্রাপ্তা হইলে পাঠশালে গমন করাতে অবশ্যই দোষ জনক হইতে পারে।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

মেদিনীপুর হইতে ১২ মে তারিখের যে পত্র আগত হয় তাহাতে ব্যক্ত [...]রে লাহোরীয় সরদার লীনা সিংহে[...] মাতা তদ্দিনে মেদিনীপুরে অবস্থান [...]রেন ঐ স্ত্রীলোক শ্রীক্ষেত্রে গমন ক[...]তেছেন।

প্রধান সেনাপতি নিয়োগ ও তৎ ঘোষণা।

গত পূর্ব্বসোমবারে জেনরল নেপি[...] সাহেব শপথ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট [...] কোন্সেলের অধ্যক্ষ ও এতদ্রাজ্যস্থ ম[...] জীর ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্র[...] সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছে[...] শ্রীযুত সেনাপতির নিয়ম হইয়া[...] রবিবার এবং কৌন্সেলের নিয়মিত [...] ন ব্যতীত অপর দিবস বেলা ১০ ঘণ্টা[...]তে দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রত্যেক [...] পার্টমেণ্টের প্রধান রাজকর্ম্মচারি[...] প্রয়োজন মতে তাঁহার সহিত সা[...] দালাপ করিতে পারিবেন, এবং অ[...] রাজকর্ম্মচারিরা অথবা ভদ্রলোকে[...] সোম ও বৃহস্পতিবারে ১২ ঘণ্টার [...] বেলা ২ দুইটা পর্য্যন্ত তাঁহার সন্দর্শন[...] ইবেন, আর রাজ্যেরবিশেষ প্রয়োজ[...] কথা থাকিলে রাজকর্ম্মচারিগণ য[...] চাহিবেন তখনই তাঁহার সমীপস্থ [...]তে পারিবেন, ঘোষণাপত্রে ব্যক্ত [...] শ্রীযুত প্রধান রথী ত্বরায় উত্তরাঞ্চলে [...]ত্রা করিবেন।

পূর্ব্ব সৈন্যাধিপ লার্ড গফ যাবৎ [...]রতবর্ষে অবস্থিত হইবেন তাবৎ তাঁ[...]র পূর্ব্ববৎ সম্মান করণাদেশ হইয়া[...]

কলিকাতা পোলীসের সতর্কতা[...]
কলিকাতা টাকশালের সম্মুখ[...] জাতীরে অস্ত্রাঘাতে জজ্জরীভূত এক[...]

[...]বা হিন্দুকে দেখা যায়, সে ব্যক্তি প্র[...] দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল তাহার হত্যা[...]ভিলাষির এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান হয় নাই, কলিকাতার পোলীসের এই এক সতর্কতার চিহ্ন দেখা গেল, রাজপুরুষেরা আর কতকাল প্রজার ধন প্রাণ রক্ষাপক্ষে অচৈতন্য রহিবেন বলিতে পারি না, প্রধান রাজনগরে এরূপ অত্যাচার সমাচার দিন২ প্রচার হয় ইহাতে কি তাঁহারদিগের লজ্জা বোধ হয় না, [...]ণিমেণ্টের নিকট এক স্ত্রীলোকের শব দৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু অনেকানুসন্ধানেও প্রকৃত হত্যাকারী ধৃত হয় নাই, মেদিনীপুর হইতে যে যবন এতদ্দোষের অপরাধী বিবেচনায় ধৃত হইয়া আনীত হয় তাহার দোষ সাব্যস্ত হয় নাই।

বগুড়াহইতে আগত পত্রের শেষাংশ।

দ্বিতীয় বিভাগ ঢাকা নগরস্থ স্বর্গীয় আবকারি কমিস্যনর মেং এ এফ ডনেলী সাহেব বাহাদুর যিনি নানা সুখ্যাতির আধার হইয়া স্বীয় অধীন তাবৎ জিলার কার্য্যকারকগণকে ও প্রজাবর্গকে সদ্বিচারে পরিতুষ্ট রাখিয়াছিলেন তাঁহার স্মরণার্থ ছাত্রীয় বৃত্তি প্রদান জন্য চাঁদায় অত্র জিলা বগুড়ার আবকারি সংক্রান্ত কতিপয় মহাশয়গণ যে মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে লিখিয়া প্রার্থনা এই যে বর্ণ সংশোধনান্তে দেশ মান্য ভাস্কর পত্রিকায় স্থানদানে বাধিত করিতে আজ্ঞা করিবেন, নিবেদন মিতি সন ১৮৪৯। ৩০ এপরেল।

বাবু নীলকমল শীল।
আবকারি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট ৫০৲
বাবু ইন্দ্রনাথ শান্যাল।
সেরেস্তাদার ৮॥০
বাবু রাজমোহন চৌধুরী ৫৲
মুন্সী সুমরুদ্দীন আহম্মদ ৩॥০
বাবু মোহনচন্দ্র মজুমদার ২।।০
বাবু চণ্ডীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩॥০
বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩॥
রামচাঁদ দপ্তরি প্রভৃতি ৭।০
ডিঃ বগুড়ার কার্য্যকারকগণ ২০
ডিঃ গাঁয়ের কার্য্যকারকগণ ১৬।০

১২১

বিবিধ সমাচার॥

অযোধ্যা হইতে আগত সমাচারে ব্যক্তকরে তত্রস্থ বাদশাহ আরোগ্য হইয়া দিন২ সবল হইতেছেন এবং রেসিডেণ্ট মহাশয়ও অনেক স্বাস্থ্য হইয়াছেন।

লাহোর নগরে জেনরল গিলবর্টের আগমনে লেডি লরেন্স তাঁহাকে এক সামারোহিক ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, লাহোরে গমনশীল এক সৈন্য ব্রিগেড প্রস্তুত হইবে এবং প্রত্যেক সৈন্য সিরির রক্ষার্থ অধিক ৪০ জন প্রহরী নিযুক্ত করাযাইবেক এই আদেশ লিখিত হইয়াছে কিন্তু এতৎ সতর্কতার কারণ ব্যক্ত হয়নাই।

দেওয়ান মূলরাজ এগন্যু সাহেবের হত্যা বিষয়ে বিলিপ্ত ছিলেন কিনা ইহা বিবেচনা করণার্থ শ্রীযুত মোনসল, মণ্টগমরি এবং ব্রিগেডিয়র গুডবি সাহেব ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কথিত হয় এতদ্বিষয়ে তিনশতাধিক সাক্ষ্যগ্রহণীয় হইবেক এজন্য এতদ্বিচার নিষ্পত্তি হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব সম্ভাবনা।

নাগপুরের পূর্ব্ব রাজা আপা নামে পরিচয় দিয়া যে গোসাই ইতঃ পূর্ব্বে কতক সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক হায়দ্রাবাদাঞ্চলে উপদ্রব উপস্থিত করেন তিনিপুনর্ব্বার অধিক যোদ্ধা সহ প্রকাশমান হইবায় মেজর গুনসলো সাহেব তদ্বিরুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, তৎপরে পর্ব্বতীয় এক স্থলে রঙ্গভূমিতে উভয় দলের দেখাদেখী হয়, তাহাতে উভয়পক্ষে প্রায়সম সংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে মেজর সাহেব ইহাতে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

ইংলিসমেন লেখেন তিনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক রণশায়ী হন কিন্তু ষ্টারের পত্রপ্রেরক লেখেন এই সংগ্রামে শিখর শৃঙ্গ হইতে তাঁহার অশ্ব পতিত হয় ইহাতেই সাহেব আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আপা সাহেব স্বদলবল লইয়া পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিটিস অশ্বারোহীগণ তৎ পশ্চাদ্বর্ত্তি আছেন।

হরকরা পত্রে প্রকাশ করে জেনরল গিলবর্টের এক পুত্র কলিকাতা নগরীয় পোলিস সুপ্রেণ্টেণ্ডেন্সী পদাষিক্ত হইবেন এমত সম্ভাবনা আছে।

পূরণীয়া জিলার তিন স্থানে ডাকাইতী হইয়াছে, দস্যুরা তিন স্থান হইতে নগদ টাকায় এবং দ্রব্যাদিতে পঞ্চাশৎ সহস্রাধিকার্থ হরণ করিয়াছে কিন্তু অধিক দুঃখের বিষয় এই যে অত্যাচারিগণ কেহই ধৃত হয় নাই।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ৭ ম পর্য্যন্তের সম্বাদাগত হইয়াছে, তাহাতে আমারদিগে[...] স্বরাজ্যেশ্বরী ও রাজপরিজনগ[...]স্থ্য সমাচার বিদিত করে, রাজক[...]র ব্যয়ের প্রকাশিত তালিকাতে [...] দিন২ আয়ের উন্নতি এবং বাণি[...]রও শুভ গতিক দেখা যায়, ইহা[...] লিতে পারি তদ্রাজ বাসিগণের সু[...] দ্ধিতহইতেছে কোর্ট আফ ডাই[...]র্স মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় রেইল [...] প্রকরণে সাহায্য দানে অগ্রসর [...]ছেন, কিন্তু আমরা অনুমান করি বোম্বাই রাজ্যে এই লৌহময় পথ প্রথম প্রস্তুত হইবেক, এবং তদুপক্রমে বঙ্গরাজ্যেতেও লৌহ পথ নির্ম্মাণ হইতে পারে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশিত হইতেছে, আমরা ইহার অভ্যন্তর বিষয় পরে পাঠকগণের বিদিত করিব।

স্যার ডডলি হিল সাহেব পঞ্চাশ গণিত মহারাজ্ঞীর সৈন্যদলের কর্ণেলিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অষ্ট্রিয়ার সৈন্য দ্বারা সারাডিনিয়া রাজ্যপাল চার্লস আলবর্ট পরাজিত হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক ফ্রান্সাভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন, নবীন মহীপাল অষ্ট্রিয়ান সেনাপতির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন, ইহাতে রাজকী সৈন্যেরা তাঁহাকে রাজ্যশাসনের সম্যক প্রকারে সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছে, জিনোয়া প্রদেশীয় প্রজাগণ নবীন রাজার প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহাতে রাজা ঐ প্রজাদিদিগের দমনার্থ ৩৪০০০ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেনএবং তৎস্থানীয়প্রজাকুলকে একদা আক্রমণ করণার্থ আরো কতক নাবিক সৈন্য প্রেরিত হইবেক।

প্রুষিয়াধিপতি জর্ম্মণি রাজ্যশাসনে আহূত হইয়াছেন, কিন্তু রুষীয়েরা অষ্ট্রিয়া রাজ্যের সহিত বিরোধাশঙ্কায় এতৎ পজ স্বীকার করণে শঙ্কোচিত হইয়াছেন।

রুষীয়েরা সমরসাজে সজ্জীভূত হইতেছেন কিন্তু ইহার নিগূঢ়াভিপ্রায় সুব্যক্ত হয় নাই।

ফ্রান্সরাজ্য সুস্থ আছে।

গুজরাটীয় সমর সমাচার বিলাতে উপস্থিত হইবায় আমারদিগের পূর্ব্বতন মহারথি লার্ড গফ সাহেবের অযশ পরিবর্ত্তে পুনর্ব্বার রণপাণ্ডিত্যের ব্যাখ্যারম্ভ হইয়াছে, ইহার পরে যখন পঞ্জাবীয় সমর সমাপন ও তদ্রাজ্য ব্রিটিসাধিকারভুক্ত হইয়াছে এই সমাচার যাইবেক তখন ইংলণ্ডবাসিরা পুলকিত হইয়া তাঁহার গুণোৎকীর্ত্তনে [...] বদন ধারণ করিবেন, লার্ড ক্লাইব [...] বর্ষে ব্রিটিস রাজত্ব সংস্থাপন ক[...], কিন্তু এতৎ সুদীর্ঘ রাজ্য লার্ড গ[...] একদা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

৫০ নম্বর।

[...] দেশের শ্রীযুত অনরবিলডেপটী [...] গবরনর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত ডাক্তর ওকানাগান সাহেবের অনুপস্থান কিম্বা অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুত সি জি আন্দ্রুস সাহেব ছিলটে সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকতা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

পূরণিয়ার সদর আমীন শ্রীযুত ডবলিউ নোনি সাহেব ছয় মাস পর্য্যন্ত কিম্বা অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত ঐ জিলাতে অতিরিক্ত প্রধান সদরআমীনী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

মেদিনীপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত এ ডেবিডসন সাহেব ঐ জিলাতে ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৬ আপ্রিল।

চাটিগাঁর মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে এস স্পাঙ্কি সাহেব ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুইপ্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত জোজেফ মোফেটের স্ত্রী ও কর্ম্মকর্ত্রী এনা মেরিয়ার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ সহর কলিকাতার মৌজা ইটালির ধর্ম্মতলা রাস্তার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক

নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী ভূমি অনুমান। ২। বারো কাঠা চারি ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত জোজেফ মোকেটের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ধর্ম্মতলা রোড। উত্তর দিগে পূর্ব্বে ডিঙ্গাভাঙ্গা ছিল এক্ষণে মেং পেরেরা সাহেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে বাটী যাহা পূর্ব্বে বেনওএসের ছিল এক্ষণে তাহা মেং রডরিগস সাহেবের অধিকারে আছে। পূর্ব্বদিগে ঐ সম্পত্তি যাহা পূর্ব্বে মেং আরলি সাহেবের ছিল এক্ষণে তাহা মেং জি ডি বাইড সাহেবের সম্পত্তি ॥

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন॥

R. Stopford.
ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা
৫ মে ১৮৪৯

সরিফ:সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সোণাতন দে ও গোপীনাথ দের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতা সূতানুঠীর কুমারটুলীর মধ্যে হরচন্দ্র মল্লিকের গলীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২১ নং যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি সোণাতন দে ও গোপীনাথ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষত পূর্ব্বদিগে হরচন্দ্র মল্লিকের গলী, পশ্চিমদিগে সোণাতন শাহার বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। উত্তরদিগে হরচন্দ্র শাহার বাটী এবং অন্যান্য ভূমি।

২ দফা বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সূতানুটী হাটখোলা রথতলার ঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নম্বর ৭১ যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সোণাতন দে ও গোপীনাথ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে এবং উত্তরদিগে দ্বারকনাথ সরকারের বাটী এবং ভূমি পশ্চিমদিগে অতিথ বংশীবদন শাহার বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে রথতলার ঘাটের রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অনুসন্ধান করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Stopford.
ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বিবি খানম জানের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার মেরিডিথস গলীর মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ অথবা ভাড়াটিয়া বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৵১৮ আঠার কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বিবি খানম জানের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে চাঁদ মৈত্রের ভাড়াটিয়া জায়গা, পশ্চিমদিগে রাস্তা অর্থাৎ কোম্পানি বাহাদুরের পুরাতন বারিক, উত্তরদিগে মেষ্টর পেরেরা সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণদিগে দোব্রি ডিভূন লেন।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণায় বরাহনগর পঞ্চাননগ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক পুষ্করিণী এবং আট বিঘা জমী তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগে রাস্তা উত্তরদিগে রামধন চক্রবর্ত্তির ও জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী এবং ভূমি, পশ্চিমদিগে বেচারাম মৈত্রের বাটী এবং ভূমি।

২ দফা। বিশেষত উপরিউক্ত জিলা ও পরগণার এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি যাহাতে এক পুষ্করিণী এবং বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ৪৲ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর এবং পশ্চিম দিগে রাস্তা, পূর্ব্বদিগে মধুসূদন নাপিতের বাটী এবং ভূমি, দক্ষিণদিগে রাম রত্ন রায়ের বাটী এবং বাগান।

বিশেষত উপরি উক্ত জিলার শিবাদহ স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগাৎ ভূমি যাহাতে … কটা একতালা উত্তম বৈঠকখানা এবং এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ৪৲ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে রোস্তমজির বাজার উত্তরদিগে মুন্সী ফজল আলির ভূমি, পূর্ব্বদিগে মৌলবী শিয়াজল হকের জমী।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকলবিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ং জলো দোষগ্রান্ত দিগন্তরং … মন মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্ব … স্তুতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরপ্রিয়ঃ সমুদিতেঃ … শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো …তঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মজু রুচর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবা…

১৬ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৭ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৫ জ্যৈষ্ঠ [illegible] মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একতা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল; ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

Notificcation of the Dewanny Adawlut of Zillah Purnea.

This day a Petition having been presented by Rajah Bejyegovind Singh Bahadur, Respondent Decree holder in the suit wherein Gopaul Singh for himself and as Executor of Kerrut Singh and Rajindernaryon Roy and Mohendurnarain Roy were Appellants (debtors)for the recovery of 7,59,384-2-4. besides Interest praying that 45. Promissory Notes belonging to Mohendernarayen Roy One of the Debtors may be delivered to him therefore in accordance with the Roobikarry of this Court dated the 24th day of April 1849. Notice is hereby given thet if Mohundernaryen Roy one of the Debtors inhabitant of Saifgunge, Pergunnah Cutteehar Offer the Promissory Notes mentioned below for Sale or otherwise to part with the same no body shall purchase them, if they do, the purchase shall be invalid and inadmissible Dated the 24th of April 1849.

2d 5 percent notes

No 11425, of 1214	of	1825,-26.	8th of "	Jany. 1826. for	5,600 Sa. Rs.
2846.	of	Do.	8th	Nov. 1825.	2000,
2924.	,,	,,	17th	Do.	2,000.
5701.	,,	,,	19th	Augt 1826.	5,000.
1596 of 6068.	,,	,,	16th	Sept.	1.700
3679 of 2033.	,,	,,	26th	Augt. 1830	20,000
3680 of 2033.	,,	,,		Ditto	10,000
3807 of 6 602	,,	,,	4th	Octr. 1826	2.000
4,437 of 4,019	,,	,,	30th	Octr. 1828	5,000
4,629 of 8,188	,,	,,	1st	May 1827	8,000
5,404 of 4344.	,,	,,	8th	Feby. 1826,	2,500
5655 of 2,499	,,	,,	25th	Octr. 1825,	2,000
5.332 of 4345.	,,	,,	8th	Feby. 1826,	10,000
6,861 of 8459	,,	,,	16th	June 1827,	3,000
7383 of 7767	,,	,,	1st	May 1827,	2,400
7534 of 1588	,,	,,	14th	Decr. 1831.	3,000.
7907 of 3380	,,	,,	5th	Jany. 1826	600.
8022 of 3380	,,	,,	5th	Do.	1, 200.
8446 of 4345	,,	,,	8th	Feby. 1826.	4,700.
8973 of 7262	,,	,,	• 23rd	Decr. 1826.	6,500.
9261 of 7767	,,	,,	1st	May 1827.	7,700.
10058 of 5370	,,	,,	2nd	June 1826.	2,000.
10093 of 2037	,,	,,	22nd	Septr. 1825.	2,500,
10457 of 8533	,,	,,	2nd	June 1827.	1,600.
					1,11,000.

3rd 5 Per Cent Notes.

No. 1058 of 1986 of		1829-30	31st Jany. 1831 for	10.000.
1098 of 1374	of	Do.	17th Novr. 1830.	3,600.
1138 of 1993	,,	,,	31st Jany. 1831.	3,000.
1369 of 1050	,,	,,	12th Septr. 1830.	5,000.
2902	,,	,,	1st Novr. 1830.	1,400.
1662	,,	,,	12th Jany. 1831.	3,000.
8089 of 1977	,,	,,	31st Do.	4,0,000.
1001 of 4454	,,	,,	23rd. Feby. 1831.	2000.
1021 of 1976	,,	,,	31st Jany. 1831.	2,500.
1022 of 1976	,,	,,	Ditto	25,000.
				1,18,000,

3rd 4 Per Cent Notes.

No. 5118-	of 1832 33	of 1st May 1832	for	15,000.
11917	of Do.	Do.		2,000.
11928	,, ,,	,,		5,000.
11930	,, ,,	,,		5,000.
12245	,, ,,	,,		12,000.
5 of 20	,, ,,	,,		8,000.
1133 of 5073	,, ,,	,,		3,000.
1719 of 6228	,, ,,	,,		1,0,000.
1720 of Do.	,, ,,	,,		10,000.
4687 of 11771	,, ,,	,,		3000.
				73,000.

4th 4 Per Cent Notes No. 553 of 9751 of 1835,-36 31st March 1836 for Cos. Rs. 7,000.

45 Notes Three Lacs Nine thousand Rs. 30,9,000.

Lallah Sewrutton Lall. Mooktear of Rajah Bejye-Govind Sing Behadoor.

Calcutta
10th May 1849.

জেলা পুরনিয়ার দেওয়ানী আদালত সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমাতে গোপাল সিংহ আপনি ও কীরত সিংহের অছিস্বরূপ এবং রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ও মহেন্দ্র নারায়ণ রায় আপেলাণ্টকর্জদারসেই মোকদ্দমায়মায়সুদ৭,৫৯,৩৮৪৶৩টাকা আসলফিরিয়া পাইবার জন্যে রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর রেস্পাণ্ডেণ্ট ডিক্রীদার অদ্য এই দরখাস্ত করিয়াছেন যে মহেন্দ্র নারায়ণ রায় নামক এক জন কর্জদারের ৪৫ খান প্রোমিসরি নোট আমাকে দেওয়া যায় অতএব ১৮৪৯ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখের এই আদালতের রুবকারীক্রমে ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে কাটিহার পরগনার সায়েফগঞ্জ নিবাসি মহেন্দ্র নারায়ণ রায় এক জন কর্জদার যদি নীচের লিখিত প্রোমিসরি নোট বিক্রয় করিতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হন তবে কোন কেহ তাহা খরীদ করিবেন না যদি কেহ তাহা খরীদ করেন তবে সেই খরীদ বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। ইতি ১৮৪৯ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

শতকরা ৫ টাকা সুদ দ্বিতীয়বারের কোম্পানি কাগজের জায়।

নং	তারিখ, মাস, সাল। শিক্কা	টাকার সংখ্যা
১১৪২৫ আফ ১২১৪। ১৮২৫।২৬সালের	৮ জানুয়ারী ১৮২৬	৫৬০০
২৮৪৬	৮ নবেম্বর ১৮২৫	২০০০
২৯২৪	১৭ ঐ ঐ	২০০০
৫৭০১	১৯ আগষ্ট ১৮২৬	৫০০০
১১৯৬ আফ ৬০৬৮	১৬ সেতম্বর	১৭০০
৩৬৭৯ আফ ২০৩৩	২৬ আগষ্ট ১৮৩০	২০০০০
৩৬৮০ আফ ২০৩৩	ঐ ঐ	১০০০০
৩৮০৭ আফ ৬৬০২	৪ অকটোবর ১৮২৬	২০০০
৪৪০৭ আফ ৪০১৯	৩০ ঐ ১৮২৮	৫০০০
৪৬২৯ আফ ৮১৮৮	১ মে ১৮২৭	৮০০০
৫৪০৪ আফ ৪৩৪৪	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬	২৫০০
৫৬৫৫ আফ ২৪৯৯	২৫ অকটোবর ১৮২৫	২০০০
৫৩৩২ আফ ৪৪৪৫	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬	১০০০০
৬৮৬১ আফ ৮৩৫৯	১৬ জানুয়ারি ১৮২৭	৩০০০
৭৩৮২ আফ ৭৭৬৭	১ মে ১৮২৭	২৪০০
৭৫৩৪ আফ ১৫৮৮	১৪ ডিসেম্বর ১৮৩১	৩০০০
৭৯০৭ আফ ৩৩৮০	৫ জানুয়ারী ১৮২৬	৬০০
৮০২২/৩৩৮০	ঐ ঐ	১২০০
৮৪৪৬ আফ ৪৩৪৫	৮ ফেবয়ারি ঐ	৪৭০০
৮৯৭৩ আফ ৭২৬২	১৩ ডিসেম্বর ঐ	৬৫০০
৯২৬১ আফ ৭৭৬৭	১ মে ১৮২৭	৭৭০০
১০০৫৮ আফ ৫৩৭০	২ জুন ১৮২৬	২০০০
১০০৯৩ আফ ২০৩৭	২২ সেতম্বর ১৮২৫	২৫০০
১২৪৫৭আফ৮৫৩৩	২ জুন ১৮২৭	১৬০০
		১১১০০০

শতকরা ৫ টাকা সুদ তৃতীয়বারের কোম্পানি কাগজের জায়।

নং	তারিখ মাস সাল	টাকার সংখ্যা
১০৩৮আফ১৯৮৬। ১৮২৯।৩০ সালের	৩১ জানুয়ারি ১৮৩১	১০০০০
১০৯৮আফ১৩৭৪	১৭ নবেম্বর ১৮৩০	৩৬০০
১১৩৮ আফ ১৯৯৩	৩১ জানুয়ারি ১৮৩১	৩০০০
১৩৬৯ আফ ১০৫০	১২ সেপ্‌টেম্বর ১৮৩০	৫০০০
২৯০২।	১ নবেম্বর ১৮৩০	১৪০০
১৬৬২।	১২ জানুয়ারি ১৮৩১	৩০০০
৮০৮৯ আফ ১৯৭৭	৩১ ঐ ঐ	৪০০০০
১০০১ আফ ৪৪৫৪	২৩ ফেবয়ারি ঐ	২০০০
১০২১আফ১৯৭৬	৩১ জানুয়ারি ঐ	৫০০
১০২২আফ১৯৭৬	ঐ ঐ ঐ	২৫০০০
		১১৮০০০

শতকরা ৪ টাকা সুদ তৃতীয়বারের কোম্পানির কাগজের জায়।

নং।	তারিখ মাস সাল	টাকার সংখ্যা।
৫১১৮। ১৮৩২।৩৩ সালের	১ মে ১৮৩২।	১৫,০০০
১১৯১৭।	ঐ ঐ।	২,০০০
১১৯২৮।	ঐ ঐ।	৫,০০০
১১৯৩৬।	ঐ ঐ।	৫,০০০
১২২৪৫।	ঐ ঐ।	১২,০০০
৫ আফ ২০।	ঐ ঐ।	৮,০০০
১১৩৩ আফ ৫০৭৩	ঐ ঐ।	৩,০০০
১৭১৯ আফ ৬২২৮	ঐ ঐ।	১০০০০
১৭২০ আফ ঐ	ঐ ঐ।	১০০০০
৪৬৮৭ আফ ১১৭৭১	ঐ ঐ।	৩০০০
		৭৩,০০০

শতকরা ৪ টাকা সুদ চতুর্থবারের কোম্পানির কাগজের জায়।

নং।	তারিখ মাস সাল	
৫৫৩।৯৭৫১।১৮৩৫।৩৬ সালের	৩১ মার্চ ১৮৩৬।	৭,০০০
		৩০৯০০০

৪৫ কেতা কাগজ মোট তিন লক্ষ নয় শত তঙ্কা।

লালা শিবরত্ন লাল।
রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুরের মোক্তার।

[কল]িকাতা।
[১০] মে ১৮৪৯।

আইন।
ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপাটমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।

[ই]ংরেজী ১৮৪৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি। ... ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবি[ল] গবরণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি ...ম ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত [অন]রবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌ[ন্সে]লে ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফে[ব্রুআ]রি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন [জা]রী করিলেন। শ্রীযুত গবরণর জেনর[ল ব]াহাদুরের ঐ সম্মতি পত্র পাঠ হইয়া [কৌ]ন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে। ... হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসা[ধার]ণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্র[কাশ] হয়।

[১৮৪৯] ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ আইন।
[অপ]রাধি বাতল ব্যক্তিরদের নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক মনের কি পর্যন্ত বিকৃতি [প্রযু]ক্ত দণ্ডনীয় কর্ম্ম অপরাধ শূন্য হয় [তাহা নি]র্ধাধ্য করা এবং সেই২ কর্ম্ম যাহা[রা ক]রিয়াছে কিন্তু মনের বিকৃত প্রযুক্ত [নির্দো]ষী হইয়াছে, তাহারদিগকে নি[র্ব্বিঘ্নে] রাখণের নিয়ম করা উচিত বোধ [হইয়]াছে অতএব নীচের লিখিত মতে [আইন] হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

... ধারা। যখন গবর্ণমেণ্টের এইমত [বোধ] হয় যে কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা[তে] কয়েদহওয়া কোন ব্যক্তি বিকৃত [মন হইয়া]ছে তখন গবর্ণমেণ্ট এক পরও[য়ানা]র দ্বারা জানাইবেন যে কিং হেতু [ঐ] কয়েদহওয়া ব্যক্তি বিকৃতমনা হইয়াছে এবং সেই পরওয়ানার [দ্বারা] ঐকয়েদী ব্যক্তিকে কোন পাগলা[গার]দ অথবা নির্ব্বিঘে রাখণের অন্য উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে সেই ব্যক্তিকে সেইখানে রাখিতে ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবেক এবং যখন গবর্ণমেণ্টের এইমত বোধ হয় যে ঐ কয়েদী ব্যক্তি সুস্থমনা হইয়াছে তখন সেই ব্যক্তির কয়েদের মিয়াদ যদি শেষ না হইয়া থাকে তবে যাঁহার জিম্মায় আছে তাঁহার প্রতি পরওয়ানার দ্বারা কয়েদী ব্যক্তি যে কারাগারহইতে স্থানান্তর হইয়াছিল তথায় তাহাকে ফিরিয়া লইয়া যাইতে হুকুম করিবেন অথবা যদি সেই ব্যক্তির মিয়াদ শেষ হইয়াছে তবে তাহাকে কয়েদ হইতে খালাস করণের হুকুম দিবেন।

৭ ধারা। এই আইনের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এই কথার দ্বারা শ্রীযুত গবরনর সাহেব অথবা শ্রীযুত গবরনর সাহেবের হজুর কৌন্সেলে কি যে রাজধানীতে অথবা যে স্থানে মোকদ্দমা হইয়াছিল সেই রাজধানীর কিম্বা সেই স্থানের রাজশাসনকারি ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিরদিগকে বুঝাইবেক ইতি। এফ জে হালিডে। ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী।

সম্বাদ ভাস্কর

প্রকাশ হইয়াছে আমারদিগের সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলি সাহেবেরা মন্ত্রণা করিতেছেন বিলাতের ব্যবহার দর্শাইয়া তাঁহারাও গ্রীষ্মকালে কিঞ্চিৎ কাল অবসর গ্রহণ করিবেন, বিচারপতি মহামতিগণের নিকট তাহারদিগের এত দাবেদন উপস্থিত হইয়াছে কি না তাহা জানা যায় নাই কিন্তু ভরসা করি শ্রীযুতেরা এতৎ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না, তাহা হইলে অর্থি প্রত্যর্থিগণের প্রার্থনীয় বিচার প্রাপণে অনেক বিলম্ব হইবেক, সুপ্রিম কোর্টের নিয়মানুসারে এইক্ষণে শীঘ্র বিচার নিষ্পত্তি হয় না, বিচারক মহাশয়েরা তাহার [...] ইহাই বরং সকলের আকাঙ্ক্ষি[ত ...]জৈ লরা আপনারদিগের উচ্চ [...]র্ম্মেই গ্রহণ করিয়া থাকেন অত[এব মো]কদ্দমার বিচার শীঘ্র বা বিলম্ব[ে হইলে] তাঁহারদিগের হানি নাই, বিশেষ[...] লার্থ পাইয়া স্বচ্ছন্দ করিবেন[...]কি, অতএব যাহারদিগের স[...] হয় রাজপুরুষেরা তাঁহারদিগের [...] শুভ বিবেচনা করিলেই রাজধর্ম্ম [...] পালন করা হইবে।

বিবিধ সমাচার।

আমারদিগের মহারাণী বিক্টোরিয়ার জন্ম তিথ্যুপলক্ষে আগামি ২৪ মেতারিখে রজনী ১০ ঘন্টা সময়ে গবর্ণমেণ্ট হৌসে নাচ ভোজ হইবে, শ্রীযুত ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুর মহারাজ্ঞীর এবং কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মচারিগণকে ঐ নাচ ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

লঙ্কা উপদ্বীপে নূতন গবর্ণর নিয়োগ হইবার কল্পনা হইতেছে ইহাতে বোধ হয় তত্রস্থ বর্ত্তমান প্রধান মহাশয় স্বীয় অযোগত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় বটে. কথিত হয় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কৌন্সেলাধ্যক্ষ শ্রীযুত রিড সাহেব যিনি শারীরিক স্বাস্থ্যার্থ বিলাত গমন করিতেছেন তাঁহাকে ঐ পদাভিষিক্ত করণাভিপ্রায় হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

বোম্বাই দেশীয় গবর্ণর ২৬ মে পর্য্যন্ত সেতারা রাজ্যে গমন করিবেন ইহার তাবদুদ্যোগ হইয়াছে বোধ হয় শ্রীযুত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তৎপ্রদেশ ব্রিটিসাধিকারভুক্ত করিবেন।

হুগলি হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

আমি ব্যাপক কাল হুগলিতে বাস করিতেছি, আমার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর হইল, এই হুগলিতে নানা প্রকার হাকিমানের গমনাগমন দেখিলাম তাহাতে এমত আশ্চর্য্য মোকদ্দমা এবং এমত হাকিম ও এরূপ সদ্বিচার প্রায় দৃষ্ট হয় নাই, কিয়ৎকাল গত হইল অত্র জিলায় মোকাম ঢাকা জিলায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীযুত মেং রেলি সাহেব প্রধান সদর আমিনী পদে নিযুক্ত হইয়া শুভাগমন করিবায় সত্বর কলিকাতার ফোর্ট উইলেম দুর্গের কর্ম্মকর্ত্তা বাবু উমাচরণ বসু তাঁহার পিতা ও মাতা ও সহো[দর] নাবালগগণের নামে উক্ত সাহেব [...]হকের সমীপে ৩৭৯৯৩৷৶১ টাকা [দা]বীতে এক অশ্রুত নালিস দাখিল [করণে]র পর উক্ত শুভক্ষণ জাত বসুজ [মহ]াশয় এক তেতম্বা দরখাস্ত দেওনের [প্রার্থ]না করিবায় প্রথমত হাকিম সা[হেব] তাহা নামঞ্জুর করিয়াছিলেন, পরে [...]জের সাক্ষাতের পর স্থির বুদ্ধির [...]কি আইন ও নজিরানুযায়ি পুন[র]ায় ঐ তেতম্বা গ্রহণ করিলেন. আলা[...]আমীন সাহেবের এই দয়ার্দ্র চিত্ত [...]রল স্বভাব দেখিয়া জিলাস্থ বাসিন্দা সকল যাঁহারদিগের উক্ত আদালতে এক আধ মোকদ্দমা দায়ের আছে তাঁহারা এক প্রকার সসেমিরা হইয়াছিলেন, এইক্ষণে পরমেশ্বরেচ্ছায় এবং শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কৃপায় উক্ত হাকিম সাহেব যেমত সদ্বিচারক তদুপযুক্ত দেশে প্রেরণ করায় আর সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত বাবু লোকনাথ বসু রায় বাহাদুরকে এই পদে পদাভিষিক্ত করায় আমারদিগের ধন মান জাতি কুল ও ধর্ম্ম রক্ষা হইবেক ইহার সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবনা হইয়াছে কারণ বাবু লোকনাথ বসু মহাশয় যেমত উত্তম বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তদ্রূপ ভূয়োভূয়ঃ তাহার সদ্বিচারের রব শুনিতেছি ইহাতে আমরা যেপর্য্যন্ত আহ্লাদার্ণবে মগ্ন হইয়াছি তাহা লিপি বাহুল্য।

যদি কোন রাজ্যে কোন বিষয় প্রথম স্থাপিত হয় তবে ঐ বিষয় সর্ব্ব সাধারণের চিত্তকে আকর্ষণ করে অতএব রাজস্থ লোক সকল সেই বিষয় বিবেচনায় প্রবর্ত্ত হয়েন, এবং যদিও হিন্দু স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা নবীন প্রথা নহে এতদ্দেশ যখন সভ্য হিন্দু রাজাদিগের অধিকৃত ছিল তখন রাণীরা এবং রাজ কন্যারা ও মান্য লোকদিগের স্ত্রী লোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিতেন. কর্ণাট রাজার স্ত্রী মহাকবি কালিদাসকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন এবং ভোজ রাজার পট্ট মহিষী কিরূপ বিদ্যাবতী ছিলেন ভোজ বিদ্যাই তাহার প্রমাণ আছে. এবং অহল্যা, দ্রৌপদী, সীতা, তারা, মন্দোদরী এই পঞ্চ কন্যা কেবল বিদ্যাগুণেতেই সকলের প্রাতঃস্মরণীয়া রহিয়াছেন, খনা কি প্রকার বিদ্যা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন জ্যোতিষেতেই তাহার প্রমাণ আছে, অতএব হিন্দু স্ত্রী লোকদিগের শিক্ষা প্রথা নূতন প্রথা নয় তথাপি এইক্ষণে নূতন বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, অত্যাচার

কারি যবনেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া হিন্দুগণকে ভয় প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, ইহাতেই মান্য হিন্দুরা প্রাচীর বেষ্টিত বাটী প্রস্তুত করিয়া নারীগণকে অন্তঃপুরে রাখেন, সুতরাং স্ত্রী লোকেরা যবন জাতির ভয়ে বহির্গমন করিতে পারিলেন না, এই কারণ তাঁহারদিগের বিদ্যাভ্যাসের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল, এইক্ষণে হিন্দু মহাশয়েরা সভ্য রাজার প্রজা হইয়াছেন, এ রাজার নিকট স্ত্রী প্রজা পুরুষ প্রজা দুই সমান, বিশেষত আমারদিগের মহারাজ্ঞী স্ত্রী লোক, তিনি তাঁহার নারী প্রজাগণকে আপনার ন্যায় জ্ঞান ও স্বাধীনতা প্রদান করিতে উৎসুকা হইয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞানুক্রমেই সাধারণের পরম বন্ধু বেথুন সাহেব কলিকাতা নগরে বালিকা শিক্ষার বিদ্যালয় করিয়াছেন, এই কারণ বালিকাদিগের বিদ্যালয় ঘটিত অধিক আন্দোলন হইতেছে সুতরাং এই বিষয়েতেই আমারদিগের বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক অতএব আমরা এবিষয়ে যথাসাধ্য লিখিব।

প্রথমত জ্ঞানি মহাশয়গণকে জিজ্ঞাসা করি, পুরুষেরা যে সকল সুখের অভিলাষ করেন স্ত্রী লোকদিগকে সেই সকল সুখ প্রদান করা উচিত কি না, সর্ব্ব শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তুমি যাহা ভাল বাস অন্যকেও তাহাই দিবা, আর যাহাতে তোমার দুঃখ হয় অন্যের প্রতি সে কর্ম্ম করিবা না,, ইহা যদি সত্য হয় তবে এতদ্দেশীয় পুরুষেরা অনেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও পরস্ত্রী অপহরণ করিতেছেন, বেশ্যালয়ে যাইতেছেন, এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ করেন, তবে স্ত্রীলোক দিগের সুখের প্রতি কেন প্রতিবন্ধক হয়েন মান্য লোকদিগের বাটীর বালকেরা বেলা নয় ঘন্টার মধ্যে উত্তমাহার করিয়া সভ্য জাতির ন্যায় পরিচ্ছদ পরিয়া বিদ্যালয়ে যায় তখন কি বালিকাদিগের অভিলাষ হয়না বিদ্যাগারে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করে, কিন্তু কর্ত্তারা তাহারদিগকে বাহির হইতে দেন না, ইহাতে বালিকারা কত দুঃখ পায়, যদি এতদ্দেশীয় পুরুষেরা স্ত্রী লোকদিগের অধীন হইতেন আর স্ত্রীলোকেরা কর্ত্রী হইয়া তাঁহারদিগকে রন্ধনস্থলে অগ্নিময়গৃহে পাচক করিয়া রাখিতেন এবং প্রাতঃকালে উঠিয়া বাটীময় গোময় দিতে নিযুক্ত রাখিতেন, বালক বালিকাদিগের বিষ্ঠাদি ফেলিতে হইত তবে কি পুরুষেরা নরক যন্ত্রণা জ্ঞান করিতেন না, এবং পুরুষেরা কি মনে ভাবিতেন না স্ত্রীলোকেরা পরাক্রম দ্বারা পুরুষদিগের সুখ স্বাধীনতার পথ অবরুদ্ধ রাখিয়াছেন।

আরো এক প্রশ্ন করি পুরুষেরা এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতেও অনায়াসে দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবাহ করেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা পতিহীনা হইয়াও শাস্ত্রানুসারে দ্বিতীয় পতিকা হইতে পারেন না ইহারি বা কারণ কি, বিধবাদিগের বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রে তিন কল্প লেখেন তাহার মুখ্য কল্প ব্রহ্মচর্য্য, তদ্দ্বারা মুক্তি হয়, তাহাতে অশক্ত হইলে মৃত পতির জ্বলচ্চিতারোহণ করিয়া অগ্নিতে প্রাণ দিবেন, ইহাও যদি না পারেন তবে দ্বিতীয় বিবাহ করিবেন, শাস্ত্রেতে এই তিন কল্প লিখিয়াছেন কিন্তু মুখ্য কল্পও গৌণ কল্প যাহাতে স্ত্রী লোকদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ পায় হিন্দু মহাশয়েরা ইহা না মানিয়া পৃথিবীর সৃষ্টি কালাবধি লাড বেণ্টিঙ্ক সাহেবের শাসন সময় পর্য্যন্ত বিধবাগণকে অগ্নি দগ্ধা করিয়াছেন, এই কালের মধ্যে অগ্নি যন্ত্রণায় কত বিধবার প্রাণ ত্যাগ হইয়াছে দ্বিতীয় মহাভারত করিলেও তাহারদিগের সংখ্যার পরিশেষ হয় না, হিন্দুরা স্ত্রীগণকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে দেন নাই, এজন্য স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে অজ্ঞানাবস্থায় রহিয়াছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব হিন্দু রাজারা ব্রাহ্মণদিগকে বশীভূত করিয়া স্ত্রী লোকদিগের প্রতি এই রূপ নিষ্ঠুর বিধান লেখাইয়াছিলেন, তদবধি পরস্পর পরাক্রান্ত লোকেরাও তাহাই করিয়া আসিতেছেন, হিন্দু শাস্ত্র পাঠে যাঁহারদিগের অধিকার নাই তাঁহারা শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া অবলা জাতির প্রতি অত্যাচার করেন ইহা কি অজ্ঞানতা সূচক নহে, অহো, স্মরণ করিতে মর্ম্ম ভেদ হয়, রাজা গোপীমোহন বাহাদুর স্ত্রী হত্যার সভাপতি এবং তৎপুত্র রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর উত্তরাধিকারি সভাপতি হইয়া উকীল বেথি সাহেব দ্বারা ইংলণ্ডে আবেদন করিয়াছিলেন ইংলণ্ড হইতে আজ্ঞা আইসে স্ত্রী হত্যা করিতে পারেন, আমরা বোধ করি এইক্ষণে উক্ত রাজা বাহাদুরের জ্ঞানোদয় হইয়াছে সহমরণ বিষয়ে আর কথা কহিতে লজ্জা জ্ঞান করিবেন এবং এইরূপে যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার বিপক্ষতা করিতেছেন, তাঁহারাও কিঞ্চিৎ কাল পরে বুঝিতে পারিবেন অবলাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া অতিপাতক মহাপাতকাদির আকুল হইয়াছেন, হিন্দুদিগের রাজত্ব, সুখ, সম্পদ, সম্ভ্রমাদি কেন গেল স্ত্রী হত্যার পাপেতেই গিয়াছে।

আমারদিগের মান্য রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর এবং তাঁহার অনুগামি কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক অভিমান করেন তাঁহারাই হিন্দু শাস্ত্রের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন, আর সকলি ধর্ম্মদ্বেষি নাস্তিক অধার্ম্মিক, তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ সিংহাসনে ঐ অভিমান রাজত্ব করুক, আমরা তদ্বিষয়ে উচ্চ বাচ্য প্রকাশ করিতে চাহিনা, কিন্তু তাঁহারা যদি অশাস্ত্র কর্ম্ম করেন তবে বিধবাদিগের বিবাহ এবং বালিকাগণের বিদ্যাভ্যাস যাহা শাস্ত্র সিদ্ধ তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারেন না, ঐ অভিমানি শ্রেণীর অগ্রগণ্য রাজা বাহাদুর অবশ্য আপনাকে শূদ্র জাতি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং ইহাও স্বীকার করিবেন ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্বাহা প্রণবাদি উচ্চারণে স্ত্রী শূদ্রাদির অধিকার নাই, যেহেতুক হিন্দু শাস্ত্রে ইহার নিষেধ লিখিয়াছেন তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে উক্ত রাজা মহাশয় স্বকৃতাভিধানে স্বাহা, প্রণব, ও দেব দেবীর বীজ মন্ত্র কি প্রকারে লিখিয়াছেন, রাজা বাহাদুর বলিতে পারিবেন না উক্ত গ্রন্থ তাঁহার কৃত নহে, তাহা হইলে রাজা বাহাদুরের কলঙ্ক স্থান প্রাপ্ত হইবে কনা, অতএব আপনারা অশাস্ত্র কর্ম্ম করেন আর স্ত্রীলোকদিগের শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মেতেও প্রতিবন্ধক হয়েন, এরূপ স্বার্থপরতার সহস্র২ ধন্যবাদ।

প্রেরিত পত্র।

গুণাকর শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং দেশের হিতার্থ আমারদিগের নিম্নের লিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার অমূল্য অতুল্য ভাস্কর পার্শ্বে স্থানপ্রদানে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

সম্পাদক মহাশয় কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এদেশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি বিচারের ভারার্পণ হওয়াতে তাঁহারদিগের সূক্ষ্ম বিচারে নানা দেশীয় ব্যক্তিগণ নিরুদ্বেগে কালক্ষেপণ করিতেছেন কিন্তু আমারদিগের কি দুরদৃষ্ট যে গবর্ণমেণ্টের অতি…
নিকট চক্ষুর্গোচরে থাকিয়াও উক্ত…
বিষয়ে সুখী হইতে পারিলাম না, কার…
যে বিচারালয়ের সহিত পূর্ব্বাপর…
ব্যক্তিগণ আর্সলা পক্ষির তুলনা দিয়া…
থাকেন ঐ বিচারালয়ের বিচারপতি…
অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের নিয়োগ মতে ক…
র্য্য মুন্সেফ যে লীলা করিতেছেন তা…
তে আমরা দুঃখি প্রজাকুল আকুল…
য়া অকুসার্ণবে পতিত হইয়াছি, ইনি পূ…
কার বিচারপতির ভগ্ন নিকুঞ্জে…
রাধা পীঠ স্থাপন করিয়াছেন, মধ্যে…
গোপকুলে গোবিন্দ রূপে পীঠে অ…
র্ভূত হইয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন…
য়া থাকেন আর বৃন্দাদূতী কৃষ্ণময়ী…
ঐ পীঠে পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্তা…
ছেন, যেখানে [illegible] বিচারাদি…
রথ যাত্রার যাত্রির ন্যায় পীঠ স…
নে পৌঁছিয়া একে মানস সিদ্ধির…
দ্বিতীয় গৌরাঙ্গীর তঙ্গী ও হাব…
কটাক্ষলীলা সন্দর্শনে উন্মত্ত হইয়া…
ধারণ পূর্ব্বক প্রণামী প্রদান করিয়া…
কালের কর্ম্ম করিতেছে, সম্প…
মহাশয় রাধা পীঠে গমন মাত্রেই…
সিদ্ধি হয় কিন্তু অর্থহীন সত্যপর…
গণের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা…
এসপ্তাহে এই পর্য্যন্তই, সবিশেষ…
সহিত পরে নিবেদিব ইতি।

অর্থহীন জনগণানাং…

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপু…
নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প…
হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা…
র এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ…
মেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ…
শয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করি…
অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন…
মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করি…
ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র স…
লিকাতার শোভাবাজার বালা…
বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যে…
জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি…
শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ…

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং… স্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপ… জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেমব্যায়ন্তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণামৃজোজ্জ্বলকরোদে…তঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১৭ সংখ্যা ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ১৯ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ৭ জ্যৈষ্ঠ শনিবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে…
…ছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম…
…মোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি…
…খিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম…
…হোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা…
…স্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা…
…হা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে…
…পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ…
…স্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের…
…বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা…
…শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা…
…রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি…
…গণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের…
…প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ…
…সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক…
…পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি…
…ত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু…
…বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী…
…ষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক…
…রিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই…
…য়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক…
…না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ…
…ধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা…
…য়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে…
…কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ…
…৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা…
…তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত…
…করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি…
…লাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা…
…লেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

…সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র…
…বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য গাগে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

Notificcation of the Dewanny Adawlut of Zillah Purnea.

This day a Petition having bene presented by Rajah Bejyegovind Singh Bahadur, Respondent Decree holder in the suit wherein Gopaul Singh for himself and as Executor of Kerrut Singh and Rajindernaryon Roy and Mohendurnarain Roy were Appellants (debtors)for the recovery of 7,59,384-2-4. besides Interest praying that 45. Promissory Notes belonging to Mohendernarayen Roy One of the Debtors may be delivered to him therefore in accordance with the Roobikarry of this Court dated the 24th day of April 1849. Notice is hereby given thet if Mohundernaryen Roy one of the Debtors inhabitant of Saifgunge, Pergunnah Cutteehar Offer the Promissory Notes mentioned below for Sale or otherwise to part with the same no body shall purchase them, if they do, the purchase shall be invalid and inadmissible Dated the 24th of April 1849.

2d 5 percent notes

No.			Date		Amount
No 11425, of 1214	of	1825.-26.	8th of "	Jany. 1826. for	5,600 Sa. Rs.
2846.	of	Do.	8th	Nov. 1825.	2000.
2924.	,,	,,	17th	Do.	2,000.
5701.	,,	,,	19th	Augt 1826.	5,000.
1596 of 6068.	,,	,,	16th	Sept.	1.700
3679 of 2033.	,,	,,	26th	Augt. 1830	20,000
3680 of 2033.	,,	,,		Ditto	10,000
3807 of 6 602	,,	,,	4th	Octr. 1826	2.000
4,437 of 4,019	,,	,,	30th	Octr. 1828	5,000
4,629 of 8,188	,,	,,	1st	May 1827	8,000
5,404 of 4344.	,,	,,	8th	Feby. 1826,	2,500
5655 of 2,499	,,	,,	25th	Octr. 1825,	2,000
5,332 of 4345.	,,	,,	8th	Feby. 1826,	10,000
6,861 of 8359	,,	,,	16th	June 1827,	3,000
7383 of 7767	,,	,,	1st	May 1827.	2,400
7534 of 1588	,,	,,	14th	Decr. 1831.	3,000.
7907 of 3380	,,	,,	5th	Jany. 1826.	600.
8022 of 3380	,,	,,	5th	Do.	1. 200.
8446 of 4345	,,	,,	8th	Feby. 1826.	4,700.
8973 of 7262	,,	,,	23rd	Decr. 1826.	6,500.
9261 of 7767	,,	,,	1st	May 1827.	7,700.
10058 of 5370	,,	,,	2nd	June 1826.	2,000.
10093 of 2037	,,	,,	22nd	Septr. 1825.	2,500,
10457 of 8533	,,	,,	2nd	June 1827.	1,600.
					1,11,000.

3rd 5 Per Cent Notes.

No.			Date	Amount
No. 1038 of 1986 of	1829-30		31st Jany. 1831 for	10.000.
1098 of 1374	of	Do.	17th Novr. 1830.	3,600.
1138 of 1993	,,	,,	31st Jany. 1831.	3,000.
1369 of 1050	,,	,,	12th Septr. 1830.	5,000.
2902	,,	,,	1st Novr. 1830.	1,400.
1662	,,	,,	12th Jany. 1831.	3,000.
8089 of 1977	,,	,,	31st Do.	4,0,000.
1001 of 4454	,,	,,	23rd. Feby. 1831.	2000.
1021 of 1976	,,	,,	31st Jany. 1831.	2,500.
1022 of 1976	,,	,,	Ditto	25,000.
				1,18,000.

3rd 4 Per Cent Notes.

No. 5118	of 1832 33	of 1st May 1832	for	15,000.
11917	of Do.	Do.		2,000.
11928	,, ,,	,,		5,000.
11936	,, ,,	,,		5,000.
12245	,, ,,	,,		12,000.
5 of 20	,, ,,	,,		8,000.
1133 of 5073	,, ,,	,,		3,000.
1719 of 6228	,, ,,	,,		10,000.
1720 of Do.	,, ,,	,,		10,000.
4687 of 11771	,, ,,	,,		3000.
				73,000.

4th 4 Per Cent Notes No. 553 of 9751 of 1835,-36 31st March 1836 for Cos. Rs. 7,000.

45 Notes Three Lacs Nine thousand Rs. 30,9,000.

Lallah Sewrutton Lall. Mooktear of Rajah Bejye-Govind Sing Behadoor.

Calcutta
10th May 1849.

জেলা পূরনিয়ার দেওয়ানী আদালত সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমাতে গোপাল সিংহ আপনি ও কীরত সিংহের অছিস্বরূপ এবং রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ও মহেন্দ্র নারায়ণ রায় আপেলাণ্টকর্জ্জদার সেইমোকদ্দমায়মায়সুদ৭,৫৯,৩৮৪৵৩টাকা আসলফি রিয়া পাইবার জন্যে রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর রেস্পাণ্ডেণ্ট ডিক্রীদার অদ্য এই দরখাস্ত করিয়াছেন যে মহেন্দ্র নারায়ণ রায় নামক এক জন কর্জ্জদারের ৪৫ খান প্রোমিসরি নোট আমাকে দেওয়া যায় অতএব ১৮৪৯ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখের এই আদালতের রুবকারীক্রমে ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে কাটিহার পরগনার সায়েফগঞ্জ নিবাসি মহেন্দ্র নারায়ণ রায় এক জন কর্জ্জদার যদি নীচের লিখিত প্রোমিসরি নোট বিক্রয় করিতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হন তবে কোন কেহ তাহা খরীদ করিবেন না যদি কেহ তাহা খরীদ করেন তবে সেই খরীদ বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। ইতি ১৮৪৯ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

শতকরা ৫ টাকা সুদি দ্বিতীয়বারের কোম্পানি কাগজের জায়।

নং	তারিখ,মাস,সাল।	শিক্কা টাকার সংখ্যা
১১৪২৫ আফ ১২১৪। ১৮২৫।২৬সালের	৮ জানুয়ারী ১৮২৬	৫৬০০
২৮৪৬	৮ নবেম্বর ১৮২৫	২০০০
২৯২৪	১৭ ঐ ঐ	২০০০
৫৭০১	১৯ আগষ্ট ১৮২৬	৫০০০
১৫৯৬ আফ ৬০৬৮	১৬ সেতম্বর	১৭০০
৩৬৭৯ আফ ২০৩৩	২৬ আগষ্ট ১৮৩০	২০০০০
৩৬৮০ আফ ২০৩৩	ঐ ঐ	১০০০০
৩৮০৭ আফ ৬৬০২	৪ অকুটোবর ১৮২৬	২০০০
৪৪৩৭ আফ ৪০১৯	৩০ ঐ ১৮২৮	৫০০০
৪৬২৯ আফ ৮১৮৮	১ মে ১৮২৭	৮০০০
৫৪০৪ আফ ৪৩৪৪	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬	২৫০০
৫৬৫৫ আফ ২৪৯৯	২৫ অকটোবর ১৮২৫	২০০০
৫৩৩২ আফ ৪৩৪৫	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬	১০০০০
৬৮৬১ আফ ৮৩৫৯	১৬ জানুয়ারি ১৮২৭	৩০০০

৭৩৮৩ আফ ৭৭৬৭	১ মে ১৮২৭	২৪০০
৭৫৩৪ আফ ১৫৮৮	১৪ ডিসেম্বর ১৮৩১	৩০০০
৭৯০৭ আফ ৩৩৮০	৫ জানুয়ারী ১৮২৬	৬০০
৮০২২।৩৩৮০	ঐ ঐ	১২০০
৮৪৪৬ আফ ৪৩৪৫	৮ ফেব্রুয়ারি ঐ	৪৭০০
৮৯৭৩ আফ ৭২৬২	১৩ ডিসেম্বর ঐ	৬৫০০
৯২৯১ আফ ৭৭৬৭	১ মে ১৮২৭	৭৭০০
১০০৫৮ আফ ৫৩৭০	২ জুন ১৮২৬	২০০
১০০৯৩ আফ ২০৩৭	২২ সেতম্বর ১৮২৫	২৫০০
১০৪৫৭আফ৮৫৩৩	২ জুন ১৮২৭	১৬০০
		১১১০০

শতকরা ৫ টাকা সুদি তৃতীয়বারের কোম্পানি কাগজের জায়।

নং	তারিখ মাস সাল	টাকার সংখ্যা
১০৩৮আফ১৯৮৬। ১৮২৯।৩০ সালের	৩১ জানুয়ারি ১৮৩১	১০০০
১০৯৮আফ১৩৭৪	১৭ নবেম্বর ১৮৩০	৩৬০০
১১০৮ আফ ১৯৯৩	৩১ জানুয়ারি ১৮৩১	৩০০০
১৩৬৯ আফ ১০৫০	১২ সেপ্‌টেম্বর ১৮৩০	৫০০০
২৯০২।	১ নবেম্বর ১৮৩০	১৪০০
১৬৬২।	১২ জানুয়ারি ১৮৩১	৩০০০
৮০৮৯ আফ১৯৭৭	৩১ ঐ ঐ	৪০০০
১০০১ আফ ৪৪৫৪	২৩ ফেব্রুয়ারি ঐ	২০০০
১০২১আফ১৯৭৬	৩১ জানুয়ারি ঐ	২৫০০
১০২২আফ১৯৭৬	ঐ ঐ ঐ	২৫০০
		১১৮০০

শতকরা ৪ টাকা সুদি তৃতীয়বারের কোম্পানির কাগজের জায়।

নং।	তারিখ মাস সাল	টাকার সংখ্যা।
৫১১৮। ১৮৩২।৩৩ সালের	১ মে ১৮৩২।	১৫,০০০
১১৯১৭।	ঐ ঐ।	২,০০০
১১৯২৮।	ঐ ঐ।	৫,০০০
১১৯৩৬।	ঐ ঐ।	৫,০০০
১২২৪৫।	ঐ ঐ।	১২,০০০
৫ আফ ২০।	ঐ ঐ।	৮,০০০
১১৩৩ আফ৫০৭৩	ঐ ঐ।	৩,০০০
১৭১৯ আফ ৬২২৮	ঐ ঐ।	১০০০০
১৭২০ আফ ঐ	ঐ ঐ।	১০০০০
৪৬৮৭ আফ ১১৭৭১	ঐ ঐ।	৩০০০
		৭৩,০০০

শতকরা ৪ টাকা সুদি চতুর্থবারের কোম্পানির কাগজের জায়।

নং।	তারিখ মাস সাল	
৫৫৩।৯৭৫১।১৮৩৫।৩৬ সালের	৩১ মার্চ ১৮৩৬।	৭,০০০
		৩০৯০০০

৪৫ কেতা কাগজ মোট তিন লক্ষ নয় শত তঙ্কা।

লালা শিবরত্ন লাল।

রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুরের মোক্তার।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।
শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।
শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী।
শ্রীযুত বাবু স্বরূপচন্দ্র দাস।

সম্বাদ ভাস্কর

মেং বেরি সাহেব যিনি কলিকাতা নগরীয় থিয়েটরে দশকগণকে অনেক বার সন্তুষ্ট করিয়াছেন তিনি স্বদেশে গমন করিবেন অতএব আগামি সোমবাসরীয় রজনী যোগে ঐ থিয়েটরে তাহার এ যাত্রার শেষ ব্যাপার অর্থাৎ দর্শন ও শ্রবণ যোগ্য আমোদকর নানা প্রকার কৌতুক হইবে, ঐ রজনীতে যেং ব্যাপার করিবেন তাহার তাবৎ বিবরণ লিখিয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অকালে আমারদিগে র হস্তে আসিয়াছিল একারণ সমুদায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া বেরি সাহেবের নিবেদন মাত্র গ্রহণ করিলাম, ইহাতেই পাঠক মহাশয়েরা তাবৎ মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, এইক্ষণে প্রার্থনা করি সোমবাসরীয় রজনীতে এতদ্দেশীয় লোকেরা বেরি সাহেবকে সেই রূপ সন্তুষ্ট করিবেন যাহাতে সাহেব স্বদেশে যাইয়া পুনর্ব্বার এদেশে আসিতে উৎসুক হইতে পারেন।

THEATRE SANS SOUCI.

Barry *presents his respectful Compliments to the Public of Calcutta*, and by the request of several Friends who *are anxious to support him on the* present occasion, *begs to announce that* on Monday *evening, the 21st instant*, will *be acted at the* solicitation of several Officers, *Mrs Charles Gore's* Military *Drama of the* "*Maid of* Croissey"—*after which* "Scenes from *Shakespere's Merchant of Venice*"—*Shylock by a Gentleman*—to *conclude with the Farce of* "Lover's *Quarrels*" *and* "An Address *written for the occasion.*"

Mr Barry in returning to the public *his most grateful acknowledgments for the liberal and kind support* given *him for the last* six years *of* his management *of the above Theatre*, *announces* positively *his* Farewell *on the 21st instant, as on the following morning he shall* embark on Board *the minerva for England.* Mr *Barry purposes on his arrival in London to engage at* his own risk *such Professional Talent as will enable him to see the Drama once again maintain a possition worthy of its Patrons.*

14, Wellington-Square,
may 14. 1849.

শ্রীযুত ডাক্তর ন্যাস সাহেবের পত্র।

To the Editor of the Bhasker.

Sir,

Having seen in your issue of the 15th Inst, that a *Native School* is being opened at *sartolah*,—and, that I am appointed one of its professors, I take the earliest opportunity of disclaiming any connection with the said proposed Institution.—

I had never been applied to on the subject ; nor, have I had any communication, directly, or in directly with any of the parties to whom it owes its origin.—

In fact, the first intimation which I had heard of its existence was from the article, in question, interpreted to me by one of the young Gentlemen of my first class.

In the mean time, I beg to assure you, that I sincerely wish the happiest success to every institution which has for its object, the intellectual improvement and amelioration of the Hindu commutity.

That the extensive Seminary, of which I am Superintendent has contemplated this desirable object is a matter of notoriety—that the students have given proofs of much proficiency may be well known from the accredited testimony of the Hon. the President of the Council of Education.

I beg to remain, Sir,
yr, obdt. Sevt.
J. Nash, D. D.
Superindt.
Oriental Seminary.

Calcutta
May 17-49.

স্ত্রী দাহ।

পুনা প্রদেশীয় সমাচারে প্রকাশ হইয়াছে যে ... নামক স্থানে পঞ্চদশ বর্ষীয়া এক ... ণী স্বীয় মৃত স্বামির চিতারোহণ পূর্ব্বক ... পরিত্যাগ করিয়াছেন, কথিত হয় তত্র ... লিস প্রহরিরা ইহা নিবারণে উদ্যোগ ... লে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনগণ তাহা ... কে প্রথমত বল দ্বারা তাড়িত করে, কিন্তু তাহারা অবশেষে ধৃত হইয়া বিচারে আনিয়াছে, এতদ্বিষয়ের অভ্যান্তর সমাচার ও বিচার নিষ্পত্তি বার্ত্তা শ্রবণার্থে আমরা অধিক উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

বিবিধ সমাচার।

পূর্ব্বেপ্রকাশহয়সদরেরপ্রাচীনবিচারক শ্রীযুত রেটরী সাহেব শারীরিক স্বাস্থ্যার্থ অবসর গ্রহণ করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপে গমন করেন কিন্তু হরকরা পত্রে লেখে শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসী মহাশয় রেটরী সাহেবকে ছুটি প্রদানে অসম্মত হইয়া আদেশ করিয়াছেন তিনি সিবিল সম্পকীয় এনিউইটী লইয়া কর্ম্ম হইতে একদা অবসর গ্রহণ করুন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আমরা সর্ব্বাগ্রে লিখি ২৪ পরগণার বর্ত্ত মান জজ মিটন সাহেব ঢাকা ডিবিজনের কমিসনরী পদে মনোনীত হইয়াছেন, হরকরা পত্র পাঠে অধুনা অবগত হইল তদ্বার্ত্তা সটীক বটে, কারণ তাহাতে এমত লিখিত হইয়াছে শ্রীহট্টের জজ ষ্টেন ফোর্থ সাহেব এতন্নিয়োগে অসুখী হইয়া শ্রীযুত গবরণর জেনরলের নিকট তৎপদ প্রাপণার্থ আবেদন করেন, তাহাতে শ্রীযুত বড় সাহেব ডেপুটি গবরণরের বিবেচনাতে তাহা অর্পণ করিয়াছেন। গত বাসরীয় কলিকাতা ষ্টারপত্রে তৎসম্পাদকমহাশয় লিখিয়াছেন শ্রীযত গবরণর জেনরল বাহাদুর লা সাহেবকে কলিকাতা পোলিসের সুপ্রিণ্টেডেণ্টী পদ প্রদানে সম্মতি দিয়াছেন অতএব তাঁহার নিয়োগ সম্বাদ আগামী গবর্ণমেণ্ট গেজেট পত্রে প্রকাশ হইবেক, ইহা সত্য হইলে আমরা সুখী হই, লা সাহেব ইতঃপূর্ব্বে ডেপুটি মাজিস্ত্রেট কর্ম্মে যদ্রূপ অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন তাহাতে তদধীনে এতন্নগরীয় পোলিসের কুব্যবহার সংশোধন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, পোলিসের বর্ত্তমান কর্ত্তাদিগের ... প্রযুক্ত এইক্ষণে নগর মধ্যে দি... প্রহরে প্রকাশিত রাজপথ ... হইতেছে, ইহার সমাচার প্রচা... ও সুশাসন হয় না, এতদ্ভিন্ন পো... পোট মধ্যে প্রায় নিয়ত দেখা ... পোলিস রক্ষকেরা ইতাকরিক ব্যা... দোষী হইতেছে, বিবেচনামতে ...গণই এজন্য তিরস্কৃত হইতে পারেন, তাঁহারদিগের বিশেষ দৃষ্টিপাত থাকিলে অধীন লোকেরা এরূপ কুকর্ম্মে সাহসী হইতে পারেনা, অতএব দুঃখের কথা এই যে এসকল অত্যাচারের সমাচার প্রচার হইলেও তাঁহারদিগের মনোযোগ হয় না।

বাণারস রিকার্ডর পত্রে ব্যক্ত হয় শ্রীযুত গবরণরজেনরল বাহাদুর পলায়ন পরা লাহোরীয়াণীর বিভবাদি ক্রোক করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন,গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে লভ্য করিবেন ইহা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তৎপত্রে অধিকন্তু জানা যায় রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার দুই জন ভৃত্য আছে, এবং তিনি কি রূপে পলায়ন করিয়াছেন যদিচ তাহা ব্যক্ত হয় নাই তথাপি প্রকাশ হইয়াছে রাণী প্রথমত এক নৌকাযোগে পাটনাতে উপনীতা হইয়া তথাহইতে নেপালাভিমুখে যাত্রা করেন এবং আড্ডা বিশেষে ডুলী বা টাটু ভাড়া করিয়া যান এবং কোন দিন বা তদভাবে পদব্রজে গিয়াছেন, এই প্রকার যাইয়া ২৯ এপ্রিল তারিখে নেপাল রাজ্যের কাটমাণ্ড স্থানে পঁহুছেন, কিন্তু পথশ্রান্তে তথায় ক্লান্তা হইয়া পড়িয়াছেন, দুর্ভাগা রাজমহিষীর ললাটে আরোই বা কত দুঃখ লিখিত আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু সভ্য জাতীয় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কোপ পরিহার পূর্ব্বক এই অবলার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া তাঁহার শিশু সন্তানের নিকট তাঁহাকে বাস করিতে দেন ইহাই প্রার্থনীয়, রাজ্ঞী প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন এমত সম্ভাবনা থাকিলে আমরা এরূপ প্রার্থনা করিতাম না, সে আশঙ্কা গিয়াছে, অতএব আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট বৈধ দয়া প্রকাশে কাহারো পরামর্শ অপেক্ষা করিবেন না।

ব্রহ্ম রাজ্যের রাঙ্গুণ স্থানে এক অলীক আশঙ্কা উপস্থিতা হইয়াছিল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত এক খানি রণতরী তৎসন্নিধস্থ নদীতে উপস্থিতা হইয়াছে ইহাতেই তদ্রাজ্য রাজকর্ম্মচারিগণ ইহার সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিয়া উল্লেখিত জনরব অলীক বুঝিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছেন, কৃষ্ণা এবং ফ্লাই নামক জাহাজদ্বয় যাহা তথায় সর্ব্বদা গমনাগমন করে তাহাই মাত্র তন্নদীতে উপস্থিত ছিল।

অবগতি হইল সদর দেওয়ানী আদালতে আইন পুস্তক রক্ষণ জন্য এক পুস্তকালয় করণার্থ গবর্ণমেন্ট পক্ষীয় উকীল শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে, এতন্নিমিত্ত যে সকল আইন গ্রন্থ তথায় আনীত হয় তাহা সংখ্যা বৃদ্ধ হইতেছে।

নাগপুর রাজ্যাভিলাষি সন্ন্যাসিকে ধৃত করণার্থ এক ঘোষণা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে লেখে যে কেহ এই ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া দিবেক সে দুই সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেক, কিন্তু সন্ন্যাসির অনুচরেরা কেহ এপর্য্যন্ত এই অর্থ লোভে আকৃষ্ট হয় নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি সিন্ধু রাজ্যে এক ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপনের কল্প হইয়াছে মাষ্টর মালবরী সাহেব ইহাতে প্রধান উদ্যুক্ত, সিন্ধুদেশীয় আমীরেরা ও ইহার সাহায্য করণে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন বরং যুবরাজ শা নওয়াজ খাঁ এতদানুকূল্যে সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, আমীর আলী মোরাদের জ্যেষ্ঠপুত্র উল্লেখিত যুবরাজের শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ হয়, তদুপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল, সপ্তাহ পর্য্যন্ত তথায় দান ভোজনাদি ব্যাপার হইয়াছে, এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ও আতিশয্য হয়।

বোম্বে জেণ্টেলমেন গেজেট পত্রে প্রকাশ করে সেতারা রাজ্য ব্রিটিনাধিকার ভূক্ত হইবে, এরূপ ধার্য্য হইবাতে মাষ্টর ফেরি সাহেব তত্রস্থ কমিসনরি পদে মনোনীত হইয়াছেন, কথিত হয় তাঁহার সহকারিত্ব কার্য্যে আর তিনজন যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন অর্থাৎ একজন দেওয়ানী, দ্বিতীয় ব্যক্তি মালের, তৃতীয় ব্যক্তি ফৌজদারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

বালিকা দিগের শিক্ষালয় হইয়াছে শিক্ষা প্রাপ্ত যুব কল্প মান্য হিন্দুদিগের বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা করিতেছে, ইহাতে কতিপয় লোকে আশঙ্কা করেন বালিকারা বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ইউরোপীয় স্ত্রীলোক দিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারিণী হইবে, আন্দোলনকারিরা এই কথা কহেন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যে প্রকার জয়যুক্তা হইয়াছেন এদেশের বালিকারাও সেইরূপ হইয়া দেশ জয় করিবে এবং ইহার প্রমাণার্থ ইংরেজি ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ প্রমাণ দেন, তাহাতে লিখিত আছে ইংলণ্ডদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রী প্রায় নাই, কিন্তু আমরা বোধ করি আন্দোলনকারি মহাশয়েরা আপনারদিগের বুদ্ধিকে পরিশ্রম না দিয়া কেবল কুতর্কের বশীভূতা করিয়াছেন, ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যের সহিত কদাচ বাঙ্গাল দেশীয়া অবলাগণের কার্য্যের তুলনা হইতে পারে না, ইহার কারণ সকল দেখাইতেছি মান্য মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন, ইউরোপে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের সময় নিশ্চয় নাই, সুতরাং পাঠাবস্থাতেই স্ত্রীলোকেরা যুবতী হয়েন, যৌবনাবস্থায় কন্দর্পের বেগ নিবারণে মহর্ষিরাই অশক্ত হইয়াছিলেন স্ত্রীলোকেরা কি রূপে তাহা নিবারণ করিবেন সুতরাং তাঁহারা পুরুষান্বেষণ করেন, এবং দেশীয় ব্যবহারানুসারে পিতামাতারাই বিরলস্থলে আহূত যুবপুরুষদিগের সহিত ঐ যুবতী কন্যাগণকে পানভোজন করিতে দেন ইহাতে অবিবাহিতা যুবতীরা বিবাহের পূর্ব্বে অসতী হইবেন আশ্চর্য্য নহে বিশেষত ইংরেজদিগের কোন গ্রন্থে স্ত্রীজাতির ভ্রষ্টাচারে পাপ লেখেন নাই, অথচ স্বয়ম্বরা হইতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন, ইহাতে বিদ্যাবতী স্বাধীনা যুবতীরা কুকর্ম্ম করিলেও করিতে পারেন কিন্তু বিবাহের পরে স্বামির সহিত প্রণয় হইলে কুকর্ম্ম করেন নাই বিলাতে এমত স্ত্রীলোক অনেক আছেন।

আমারদিগের ব্যবহার সে রূপ নহে, শাস্ত্রে লেখেন, দশমেকন্যকা জ্ঞেয়া অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ,, এই প্রমাণ মতে হিন্দু মহাশয়েরা দশ বৎসরের মধ্যেই বালিকাদিগের বিবাহ দিয়া থাকেন, পতির বাটীর দাসদাসী এবং বিশ্বাস যোগ্য লোকেরা আসিয়া উপঢৌকন দিয়া কন্যা দেখে, এবং কন্যা পক্ষীয় লোকেরাও এইরূপ উপঢৌকনাদি লইয়া যাইয়া বরকে দেখিয়া আইসে, তাহাতে উভয় পক্ষীয় লোকেরদের মনোনীত হইলেই বিবাহ হয়, আমারদিগের কন্যারা নির্জ্জন ঘরে পতিকে পরীক্ষা করে না, এবং পুরুষেরাও নির্জ্জন গৃহে আমারদিগের কন্যা গণের সহিত আলাপ করিতে পারেন না ইহাতে নবম দশম বৎসরীয়া বালিকাদিগের অসদাচারের সম্ভাবনাই নাই, বিশেষত আমারদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের প্রতিই কুকর্ম্মের পাপ লিখিয়াছেন, যে দেশে যে কুকর্ম্মের বিষয়ে লৌকিক পারত্রিক ভয় আছে সে দেশের স্ত্রীলোকেরা জ্ঞানপ্রাপ্তা হইলে সতীধর্ম্ম প্রতিপালনেতেই অধিক মনোযোগ দিবেন অতএব নারী শিক্ষার বিরুদ্ধাচারিরা যে আশঙ্কা করিতেছেন সে আশঙ্কাকে হৃদয় হইতে দূরীকৃতা না করিলে তাঁহারাই উদ্বেগে কালক্ষেপ করিবেন, এবং রাজপ্রিয় হইবার যে সম্ভাবনা ছিল তাহা হইতেও বঞ্চিত হইবেন।

প্রেরিত পত্র।

মেসমেরিক ডাক্তরখানা।

সাধারণ হিতান্বেষণ সমুন্মীলিত যশোরাশি প্রকাশীকৃতাশা সমূহ শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভাস্কর পত্র সম্পাদক মহাশয় মহোদয়েষু।

আপনকার জগৎ প্রকাশক ভাস্কর পত্র পাস্তে আমার এই কএক পংক্তি সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশ করণে কৃপা বিধান করত বাধিত করিবেন।

শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দের লীলা সন্দেহ আন্দোলনে চমৎকৃত হইলাম, শ্রীযুক্ত জেম্‌স ইসডেল নামক সুবিজ্ঞ ডাক্তর সাহেব যে রূপ অদ্ভুত চিকিৎসা করিতেছেন তদ্দর্শনে দর্শক বিস্মিত হয়, জলদোষজ শরীরের উপর যাবদীয় স্ফীত শোথ প্রভৃতি রোগ সে সকলকে অনায়াসে নিঃশেষ করিয়া চিররুগ্ন দিগকে নিরোগ করিতেছেন, বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে ত্রিশ শের পরিমিত যে সকল কোষ বৃদ্ধি পীড়া তদুপরিস্থ যথা স্থানের শিরা সকলকে সাঙ্গোপাঙ্গে রক্ষা করত অল্প কালের মধ্যে বর্দ্ধিত মাংস সকল কর্ত্তন পূর্ব্বক মুষ্ককে শুষ্ক ও পূর্ব্ববৎ ক্ষুদ্রতম করিয়া সুস্থ করিতেছেন, ইতিমধ্যে রোগী ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারে না বরং নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া কহে যে কাট, কিন্তু তখন কাটা সম্পন্ন হইয়াছে, আরও অধিক আশ্চর্য্য এই যে উক্ত সাহেব কাটিবার পূর্ব্বে রোগির মুখের সম্মুখে হস্ত প্রসারণ কদাচিৎ বা মুখ হইতে গাত্র পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎকাল হস্ত স্পর্শ করিলে রোগী অচৈতন্য হয়, যাহা হউক, উক্ত সাহেবের প্রশংসা প্রস্তাবে লেখনী ক্ষীণা হয়, একারণ তাহাতে নিরস্ত থাকিলাম কিন্তু যদি এ [illegible] দেশস্থ পরোপকারি বদান্য মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ২ সাহায্য দ্বারা এ বিষয় রক্ষ[illegible] করেন তবে অনেক অনাথ দুঃখি লোক [illegible] সুস্থ হওয়াতে তাহারদিগ হইতে ঐহি[illegible]ক আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়া [illegible] পরকালে অবশ্যই সুখী হইবেন ইতি।

কস্যচিৎ প্রত্যক্ষ দর্শিনঃ।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সা[illegible]রণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে [illegible] মাসের প্রথম দিবসে কলিকাতা [illegible]রীয় শোভাবাজারের বটতলার রাস্তা[illegible] পশ্চিম পার্শ্বে ৺ চন্দ্র মিত্রের বাটী[illegible] মেট্রপলিটন একাডিমি নামক এ[illegible] নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে উ[illegible] দিবসাবধি ক্রমে বহু সংখ্যক বাল[illegible] পাঠার্থ আসিয়াছে এই বিদ্যাগারে [illegible] হারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই উভ[illegible] ভাষায় অধ্যয়ন করিবেন যাঁহারা [illegible] সিক ১ এক টাকা বেতন দিবে[illegible] আর যাঁহারা কেবল ব্যাকরণ ও অ[illegible] ধান প্রভৃতি শিক্ষা করিবেন তাঁহা[illegible] গের আট আনা দিতে হইবেক, তদ্ব্য[illegible] রেকে যে সকল বালকেরা ক, খ, ফ[illegible] বানান, ইত্যাদি শিক্ষা করিবেক তাহা[illegible] দিগের জন্য মাসিক চারি আনা বে[illegible] ধার্য্য করা হইয়াছে।

সম্পাদ[illegible]

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে[illegible]

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্র[illegible] নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্র[illegible] হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শি[illegible]র এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গ[illegible] মেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ ম[illegible] শয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়া[illegible] অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন [illegible] মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করি[illegible] ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর [illegible] লিকাতার শোভাবাজার বালাখান[illegible] বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের [illegible] জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এ[illegible] শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হ[illegible]

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোবসমাজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংরজ[illegible]ন মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্ব[illegible]স্তুতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১৮ সংখ্যা। ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ২২ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মূল্য মাস ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে[illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম[illegible]মোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি[illegible]য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[illegible]হোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা[illegible]র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[illegible] ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে [illegible] মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ[illegible]ত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [illegible]শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা [illegible]ক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা [illegible]মমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[illegible]র আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের [illegible]াণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ [illegible]রের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক[illegible] প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি[illegible] হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু [illegible]লোকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী[illegible]য়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক[illegible]লে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible]আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible] বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা[illegible] লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible]না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible]৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible]র মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত [illegible]য়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[illegible] হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[illegible]ই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র[illegible]বাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত[illegible] প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

Notificcation of the Dewanny Adawlut of Zillah Purnea.

This day a Petition having bene presented by Rajah Bejyegovind Singh Bahadur, Respondent Decree holder in the suit wherein Gopaul Singh for himself and as Executor of Kerrut Singh and Rajindernaryon Roy and Mohendurnarain Roy were Appellants (debtors) for the recovery of 7,59,384-2-4. besides Interest praying that 45. Promissory Notes belonging to Mohendernarayen Roy One of the Debtors may be delivered to him therefore in accordance with the Roobikarry of this Court dated the 24th day of April 1849. Notice is hereby given thet if Mohundernaryen Roy one of the Debtors inhabitant of Saifgunge, Pergunnah Cutteehar Offer the Promissory Notes mentioned below for Sale or otherwise to part with the same no body shall purchase them, if they do, the purchase shall be invalid and inadmissible Dated the 24th of April 1849.

2d 5 percent notes

No 11425, of 1214	of	1825,-26.	8th of	Jany. 1826. for	5,600 Sa. Rs.
2846.	of	Do.	8th	Nov. 1825.	2000.
2924.	,,	,,	17th	Do.	2,000.
5701.	,,	,,	19th	Augt. 1826.	5,000.
1596 of 6068.	,,	,,	16th	Sept.	1,700
3679 of 2033.	,,	,,	26th	Augt. 1830	20,000
3680 of 2033.	,,	,,		Ditto	10,000
3807 of 6 602	,,	,,	4th	Octr. 1826	2,000
4,437 of 4,019	,,	,,	30th	Octr. 1828	5,000
4,629 of 8,188	,,	,,	1st	May 1827	8,000
5,404 of 4344.	,,	,,	8th	Feby. 1826,	2,500
5665 of 2,499	,,	,,	25th	Octr. 1825,	2,000
5.332 of 4345.	,,	,,	8th	Feby. 1826,	10,000
6,861 of 8359	,,	,,	16th	June 1827,	3,000
7383 of 7767	,,	,,	1st	May 1827.	2,400
7534 of 1588	,,	,,	14th	Decr. 1831.	3,000.
7907 of 3380	,,	,,	5th	Jany. 1826	600.
8022 of 3380	,,	,,	5th	Do.	1, 200.
8446 of 4345	,,	,,	8th	Feby. 1826.	4,700.
8973 of 7262	,,	,,	23rd	Decr. 1826.	6,500.
9261 of 7767	,,	,,	1st	May 1827.	7.700.
10058 of 5370	,,	,,	2nd	June 1826.	2,000.
10093 of 2037	,,	,,	22nd	Septr. 1825.	2,500,
10457 of 8533	,,	,,	2nd	June 1827.	1,600.
					1,11,000.

3rd 5 Per Cent Notes.

No. 1058 of 1986 of		1829-30	31st Jany. 1831 for	10.000.
1098 of 1374	of	Do.	17th Novr. 1830.	3,600.
1138 of 1993	,,	,,	31st Jany. 1831.	3,000.
1369 of 1050	,,	,,	12th Septr. 1830.	5,000.
2902	,,	,,	1st Novr. 1830.	1,400.
1662	,,	,,	12th Jany. 1831.	3,000.
8089 of 1977	,,	,,	31st Do.	4,0,000.
1001 of 4454	,,	,,	23rd. Feby. 1831.	2000.
1021 of 1976	,,	,,	31st Jany. 1831.	2,500.
1022 of 1976	,,	,,	Ditto	25,000.
				1,18,000,

3rd 4 Per Cent Notes.

No. 5118	of 1832-33	of 1st May 1832		for 15,000.
11917	of Do.	Do.		2,000.
11928	,,	,,	,,	5,000.
11936	,,	,,	,,	5,000.
12245	,,	,,	,,	12,000.
5 of 20	,,	,,	,,	8,000.
1133 of 5073	,,	,,	,,	3,000.
1719 of 6228	,,	,,	,,	10,000.
1720 of Do.	,,	,,	,,	10,000.
4687 of 11771	,,	,,	,,	3000.
				73,000.

4th 4 Per Cent Notes No. 553 of 9751 of 1835,-36 31st March 1836 for Cos. Rs. 7,000.

45 Notes Three Lacs Nine thousand Rs. 30,9,000.

Lallah Sewrutton Lall. Mooktear of Rajah Bejye-Govind Sing Behadoor.

Calcutta
10th May 1849.

জেলা পুরনিয়ার দেওয়ানী আদালত সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমাতে গোপাল সিংহ আপনি ও কীরত সিংহের অছিস্বরূপ এবং রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ও মহেন্দ্র নারায়ণ রায় আপেলাণ্টকর্জ্জদার সেই মোকদ্দমায় মায়সুদ ৭,৫৯,৩৮৪৮/৩ টাকা আসলফিরিয়া পাইবার জন্যে রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর রেস্পাণ্ডেণ্ট ডিক্রীদার অদ্য এই দরখাস্ত করিয়াছেন যে মহেন্দ্র নারায়ণ রায় নামক এক জন কর্জ্জদারের ৪৫ খান প্রোমিসরি নোট আমাকে দেওয়া যায় অতএব ১৮৪৯ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখের এই আদালতের রুবকারীক্রমে ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে কাটিহার পরগনার সায়েফগঞ্জ নিবাসি মহেন্দ্র নারায়ণ রায় এক জন কর্জ্জদার যদি নীচের লিখিত প্রোমিসরি নোট বিক্রয় করিতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হন তবে কোন কেহ তাহা খরীদ করিবেন না যদি কেহ তাহা খরীদ করেন তবে সেই খরীদ বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। ইতি ১৮৪৯ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

শতকরা ৫ টাকা সুদি দ্বিতীয়বারের কোম্পানি কাগজের জায়।

নং	তারিখ, মাস, সাল।	শিক্কা টাকার সংখ্যা
১১৪২৫ আক ১২১৪। ১৮২৫।২৬ সালের	৮ জানুয়ারী ১৮২৬	৫৬০০
২৮৪৬	৮ নবেম্বর ১৮২৫	২০০০
২৯২৪	১৭ ঐ ঐ	২০০০
৫৭০১	১৯ আগষ্ট ১৮২৬	৫০০০
১৫৯৬ আক ৬০৬৮	১৬ সেতম্বর	১৭০০
৩৬৭৯ আক ২০৩৩	২৬ আগষ্ট ১৮৩০	২৭০০০
৩৬৮০ আক ২০৩৩	ঐ ঐ	১০০০০
৩৮০৭ আক ৬৬০২	৪ অকটোবর ১৮২৬	২০০০
৪৪৩৭ আক ৪০১৯	৩০ ঐ ১৮২৮	৫০০০
৪৬২৯ আক ৮১৮৮	১ মে ১৮২৭	৮০০০
৫৪০৪ আক ৪৩৪৪	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬	২৫০০
৫৬৫৫ আক ২৪৯৯	২৫ অকটোবর ১৮২৫	২০০০
৫৩৩২ আক ৪৩৪৫	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬	১০০০০
৬৮৬১ আক ৮৩৫৯	১৬ জানুয়ারি ১৮২৭	৩০০০
৭৩৮৩ আক ৭৭৬৭	১ মে ১৮২৭	[illegible]
৭৫৩৪ আক ১৫৮৮	১৪ ডিসেম্বর ১৮৩১	[illegible]
৭৯০৭ আক ৩৩৮০	৫ জানুয়ারী ১৮২৬	[illegible]
৮০২২।৩৩৮০	ঐ ঐ	[illegible]
৮৪৪৬ আক ৪৩৪৫	৮ ফেবয়ারি ঐ	[illegible]
৮৯৭৬ আক ৭২৬২	১৩ ডিসেম্বর ঐ	[illegible]
৯২৬১ আক ৭৭৬৭	১ মে ১৮২৭	[illegible]
১০০৫৮ আক ৫৩৭০	২ জুন ১৮২৬	[illegible]
১০০৯৩ আক ২০৩৭	২২ সেতম্বর ১৮২৫	[illegible]
১০৪৫৭ আক ৮৫৩৩	২ জুন ১৮২৭	[illegible]

শতকরা ৫ টাকা সুদি তৃতীয়বারের কোম্পানি কাগজের জায়।

নং	তারিখ মাস সাল	টাকার সংখ্যা
১০৩৮ আক ১৯৮৩। ১৮২৯।৩০ সালের	৩১ জানুয়ারি ১৮৩১	[illegible]
১০৯৮ আক ১৩৭৪	১৭ নবেম্বর ১৮৩০	[illegible]
১১৩৮ আক ১৯৯৩	৩১ জানুয়ারি ১৮৩১	[illegible]
১৩৬৯ আক ১০৫০	১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩০	[illegible]
২৯০২।	১ নবেম্বর ১৮৩০	[illegible]
১৬৬২।	১২ জানুয়ারি ১৮৩[illegible]	[illegible]
৮০৮৯ আক ১৯৭৭	৩১ ঐ ঐ	[illegible]
১০০১ আক ৪৪৫৪	২৩ ফেব্রুয়ারি ঐ	[illegible]
১০২১ আক ১৯৭৬	৩১ জানুয়ারি ঐ	[illegible]
১০২২ আক ১৯৭৬	ঐ ঐ	[illegible]

শতকরা ৪ টাকা সুদি তৃতীয়বারের কোম্পানির কাগজের জায়।

নং।	তারিখ মাস সাল	টাকার সংখ্যা
৫১১৮। ১৮৩২।৩৩ সালের	১ মে ১৮৩২।	১৫,০০০
১১৯১৭।	ঐ ঐ।	২,০০০
১১৯২৮।	ঐ ঐ।	৫,০০০
১১৯৩৬।	ঐ ঐ।	৫,০০০
১২২৪৫।	ঐ ঐ।	১২,০০০
৫ আক ২০।	ঐ ঐ।	৮,০০০
১১৩৩ আক ৫০৭৩	ঐ ঐ।	৩,০০০
১৭১৯ আক ৬২২৮	ঐ ঐ।	১০০০০
১৭২০ আক ঐ	ঐ ঐ।	১০০০০
৪৬৮৭ আক ১১৭৭১	ঐ ঐ।	৩০০০
		৭৩,০০০

শতকরা ৪ টাকা সুদি চতুর্থবারের কোম্পানির কাগজের জায়।

নং।	তারিখ মাস সাল	
৫৫৩।৯৭৫১।১৮৩৫।৩৬ সালের	৩১ মার্চ ১৮৩৬।	৭,০০০
		৩০৯০০০

৪৫ কেতা কাগজ মোট তিন লক্ষ নয় শত তঙ্কা।

লালা শিবরত্ন লাল।
রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুরের মোক্তার।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন তাহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সম্বাদ ভাস্কর

মেডিকেল কালেজের কত বিদ্যালয় পাত্র ছাত্রদিগের যোগ্যতার ব্যাখ্যা আমারদিগের অধিক করিতে হয় না, প্রথমত ইংরাজী বিদ্যায় এক প্রকার পারদর্শী হইয়া তাঁহারা উক্ত বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হয়েন তদন্তে চিকিৎসা শাস্ত্র সাঙ্গোপাঙ্গ পাঠ সমাধান্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে চিকিৎসা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন অতএব এমত ব্যক্তিগণকে [...] রূপ বেতন প্রদান কর্ত্তব্য তাহা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য বিবেচনা যোগ্য কিন্তু [...]খের কথা এই যে এমত পাত্রেরা মা[...]ক একশত তঙ্কা বেতনে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছেন, রাজপুরুষ গণের এ [...] কার্পণ্য সামান্য আক্ষেপ জনক [...]হে, যাহাহউক, শ্রবণে আনন্দিত হইলাম এতদিনের পর এই বিষয়ে রাজপুরুষদিগের কিঞ্চিৎ দয়ার উদয় হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা এক নিয়ম করিয়াছেন মেডিকেল কালেজের যে সকল ছাত্রেরা ৭ বৎসরাধিক রাজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সুচিকিৎসক হইয়াছেন তাঁহারা আপনারদিগের পারদর্শিতার পরীক্ষা দিলে মাসিক ১৫০ টাকা বেতন পাইবেন, ব্যক্ত হয় এতন্নগর ও ইতস্তত[...]নীয় অথচ গবর্ণমেণ্টের অধীন কতি[...] মেডিকেল ছাত্র এই পরীক্ষা দিয়া [...] উচ্চ বেতন যোগ্য হইয়াছেন, বিশেষ মেডিকেল কালেজের সেকেণ্ডরী [...]ঠশালার ছাত্রদিগের শিক্ষকদ্বয় [...] বাবু মধুসূদন গুপ্ত ও শিবচন্দ্র কর্ম্ম[...] বিনা পরীক্ষাতেই বৃদ্ধি বেতন পা[...]ছেন, কারণ ইহারদিগের ছাত্রগণের শিক্ষাতে এই ব্যক্তি দ্বয়ের উত্তম [...]ক্ষা প্রকাশ পায়, প্রস্তাব সমাপন কালে ব্যক্ত হইল মেডিকেল কালেজের ইংরাজ ডাক্তর শিক্ষকগণের কিঞ্চিৎ বেতন ন্যূন হইবার কল্পনা হইতেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তত্রস্থ সকল অধ্যাপকের বেতন কর্ত্তন করিবেন কি না আমরা ইহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই।

প্রধান রাজপুরুষেরা দেশের এবং প্রজার শুভাশুভের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃক্পাত করেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, ইহা না হইলে প্রজাবর্গের বাস করণ কঠিন, এতন্নগরীয় শোভা বর্দ্ধনার্থ পূর্ব্ব ডেপুটি গবরণর মেডাক সাহেব গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতির উপর কর গ্রহণ করণাবধারণ করিয়া যান তাহাতে এত দ্বিধি নিষ্ধারণের পূর্ব্বেই আমরা দোষ দর্শাই, এবং পুনঃ২ তাহার হেতুবাদ বলিতেও ত্রুটি করি নাই, কিন্তু আমারদিগের ন্যায় কারণ সকল রাজবিচারে ধৃত না হইয়া অন্যায় কর গ্রহণে একাত্তই রাজকর বিস্তার করণ ধার্য্য হয়, যাহা হউক, সম্প্রতি ব্যক্ত হইয়াছে আমারদিগের বর্ত্তমান ডেপুটি গবরণর এই কর গ্রহণ ন্যায় কি অন্যায় ইহা পুনর্ব্বিবেচনা করিতেছেন এবং কার্য্য দ্বারা উপলব্ধিহ[...] তাহার মানস হইয়াছে ইহারহিত করেন এবং যদিও আমরা এ পর্য্যন্ত ইহার সত্যাসত্যতা অবধারণ করিতে পারি নাই তথাচ অনুমানে সম্ভাবনীয় বোধ হয়, বরং টাইমস পত্রের একজন পত্র প্রেরক লেখেন ইংরাজদিগের নিকট হইতে এতদন্যায় কর গ্রহণে গবর্ণমেণ্ট কদাচ বৈধ বল প্রকাশে ক্ষমবান্ নহেন, অতএব যদি তাঁহারা নিতান্ত অরাজকতা পূর্ব্বক কর গ্রহণে প্রবৃত্ত হন তবে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করা উচিত, পত্রপ্রেরক স্বীয় পক্ষ দৃঢ় করণার্থ অন্যান্য লোককে একত্রীভূত হইয়া অভিযোগের জন্য চাঁদা করিতে কহেন এবং আপনি এজন্য ২০ টাকা দিয়াছেন অতএব এই নূতন কর লইয়া এক হুলুস্থূল কাণ্ড হইবেক এমত আশঙ্কা হইতেছে, প্রস্তাবপরিশেষ কালে আমারদিগের ইহাতে বক্তব্য হইল রাজনগরের শোভা সম্বর্দ্ধিত হয় ইহা প্রার্থনীয় কিন্তু যে নিয়মে একার্য্য হইতেছে তাহাতে প্রজাগণ কেবল কষ্ট পাইতেছেন, নানা প্রকার করে যে টাকা উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা অযোগ্য ভৃত্যগণের বেতনেই পর্য্যাপ্ত হয়, নগরের শোভা বৃদ্ধি কি রূপে হইবেক, অতএব ব্যয় লাঘব ও উপযুক্ত কর্ম্ম চা[...] নিয়োগ করিয়া কর্ম্ম সমাধা করা[...] ইহাই পুনঃ২ প্রার্থনীয়।

ইংরাজী পত্র পাঠে অবগতি [...] নাগপুর রাজ্যাভিলাষী আপা সম্যাসী ওমে ভরিখে অবশেষ যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত পাইয়া ধৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার অনুচররাও অনেকে সমরশায়ী হয়, হিজোলা ব্রিগেড এক দিনে ২০ ক্রোশপথ গমন করিয়া যৎকালে আপা চারি শত গোহিলা সৈন্য লইয়া নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতেছিলেন তৎসময়ে ব্রিটিস পক্ষীয় সেনানী পরিচালিত নেজামীয় সৈন্যগণ তাঁহারদিগের উপর আক্রমণ করিলে তাঁহারা পলায়নের পথ পান নাই, তাহাতেই সমরাস্ত্রে রণস্থলে নেজাম পক্ষীয় কতিপয় ব্রিটিস সৈন্যাধ্যক্ষ আহত হইয়াছেন, ব্যক্ত হয় হায়দ্রাবাদের কয়েক জন জমীদার এই উপদ্রবের প্রতি পোষক ছিলেন তাঁহারদিগের সম্মানের এবং দমনের কি উপায় করা যাইবেক তাহা নিশ্চিত হয় নাই।

আগ্রা মেসেঞ্জর পত্রে লেখে গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় চূড়ান্তানুমতি পর্য্যন্ত লাহোরীয় রাজা লালসিংহ যিনি সম্প্রতি আগ্রার কারাগারে বন্দী আছেন তাঁহার মাসিক পেনসিয়ন বন্ধ থাকিবেক, কিন্তু আমরা এতদ্বার্ত্তার সত্যাসত্যতা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না এবং লালসিংহ কি অভিনবাপরাধে অন্নাচ্ছাদনে বর্জ্জিত হইবেন তাহা জানা যায় নাই, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অকারণ এমত নিষ্ঠুরতা ও কৃপণতা করিবেন আমারদিগের সহসা এমত বিশ্বাস হয় না।

প্রকাশ হইয়াছে লাহোরীয় দুর্ভাগ রাণী ব্রিটিস প্রহরী বেষ্টিতা হইয়া পুনর্ব্বার চুণার দুর্গে আনীতা হইবেন, ইহাতেই বুঝিতে হইবেক নেপালীয় রাজদরবার ব্রিটিস ভয়ে তাঁহাকে আশ্রয় দানে সাহসী হন নাই, রাজমহিষীর দুঃখের চূড়ান্ত হইয়া ও অবসান হইতেছে না, রাজ্যচ্যুতা এবং কারাভুক্তা করি[...]র প্রতি ব্রিটিস কোপ দিবা[...]না, হায় ইহা কি পরিতাপের [...]কীর যে সকল বিত্তাদি তাঁহা[...] ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্রোক [...]ছেন এসম্বাদ পূর্ব্বে প্রকাশ হয় [...] ইহা সত্য হইলে রাজাঙ্গনার [...]ষ্ট ভুক্তোভুক্ত হইল, রাণী নেপাল হইতে আনীতা হইয়া তাঁহার পুত্রের সহিত একত্রে থাকিতে পারেন কি না দেখিতে হইবেক।

অসম্ভব চুরী।

আন্দুলাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর শ্রীমান রাজকুমার বাহাদুরের শুভ বিবাহ দিবেন এজন্য প্রায় দুইমাস হইল কলিকাতার পূর্ব্বাংশ বাটির মৃজাপুরের বাগান বাটীতে আসিয়া জহরাৎ ইত্যাদি নির্ম্মিতাভরণাদি পরিষ্কার করাইতেছিলেন, গত বৃহস্পতিবারে রাজা বাহাদুরের কিঞ্চিৎ পীড়ানুভব হয় অতএব ছোট বড় দুইটা টিনের বাক্স এবং কাষ্ঠময় একটা ক্ষুদ্র বাক্স লৌহ সিন্দুকে উঠাইয়া রাখিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিতে পারেন না [illegible] ছিল, কিন্তু এমত আশ্চর্য্য চুরীর সমাচার প্রায় শ্রবণ গোচর হয় নাই, রাজা বাহাদুর যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন তাহার দক্ষিণ দ্বারে চারি জন উত্তর দ্বারে চারি জন সিপাহী গুলী পূর্ণ বন্দুক এবং খোলা তলবার সহিত পাহারা দিয়াছে ইহাতেও ২২৫৬৫ টাকা চারি আনা মূল্য নির্দিষ্ট হীরা পান্না চুণী মুক্তাদি পরিপূর্ণ ঐ তিন বাক্স চরী হইয়াছে, তৎপরদিনে রাজা বাহাদুর কলিকাতার পোলীসে এবং চব্বিশ পরগণার পোলীসে দ্রব্যাদির তালিকা সহিত সমাচার দেন এবং আমারদিগের নিকটেও শনিবার প্রাতঃকালে বিজ্ঞাপন করিতে ঐ তালিকা প্রেরণ করেন, আমরা গত শনিবারে অতিরেক ভাস্করে তাহা প্রকাশ করিয়া ঐ দিবসীয় সায়াহ্ন কালে রাজা বাহাদুরের বাগানে গমন করি, আমারদিগের গমনের কিঞ্চিৎ কাল পরেই মাণিকতলার উপযুক্ত থানাদারের দুইজন চাপরাসি আসিয়া কহিল এইক্ষণেই দ্রব্যাদি সহিত তস্করের ধৃত হইবে, আপনকার দ্রব্যাদি চিনিতে পারে এমত লোক সঙ্গে দিন, তাহাতে রাজা বাহাদুর একজন জহরী অর্থাৎ যাহার প্রতি হীরা

পায় ইত্যাদি পরিষ্কার করণের [illegible] ছিল, এবং বিশ্বাস যোগ্য প্রাচীন [illegible] স্ম কারক যিনি বহুকালাবধি রাজ বাহাদুরের সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়াছেন এইদুইব্যক্তিকে দারোগারসঙ্গেপাঠাইয়া দিলেন, সেই উদ্যোগেই দুই তস্কর ধৃত হয় এবং তাহারাই বড়বাজারের সুপারী পটীতেদুইদোকানদেখাইয়াদিয়াএসকল দোকানে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছে এইকথা কহে, ইহা শ্রবণ মাত্র দোকানিরা পলায়ন করিয়াছিল, মাণিকতলার দারোগা কলিকাতার পোলীসের সহযোগে সে রাত্রিতে দোকানে পাহারা রাখিয়া গমন করেন এবং চোরেরা কারাগারে প্রেরিত হয়।

পর দিন রবিবার দারোগা ঐ দোকান ঘরের লোহ সিন্দুক এবং অন্যান্য সিন্দুক বাক্স ইত্যাদি তাবৎ দেখিলেন কিন্তু রাজা বাহাদুরের কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না, অতএব দলবল সহিত তথা হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাইয়া ঐ দোকানদারকে ধৃত করিলেন, এবং চোরদিগের দ্বারা রাজা বাহাদুরের বাগানের নিকটস্থ এক বাগানের পুষ্করিণী হইতে গাড়ু ডাবর গামছা উঠাইয়া লইয়াছেন [illegible] দুই জন চোর ধৃত হইয়াছে ইহা যথার্থ, কিন্তু এই বারে মাণিকতলার দারোগার চালাকী দেখিতে হইবেক।

বালিকাদিগের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাবধি গত শনিবার পর্য্যন্ত আমরা ঐ বিদ্যালয়ের আনুকূল্য পক্ষেই লিখিয়াছি, এবং ইচ্ছা আছে আরো লিখিব কিন্তু ইহাতে প্রাচীন মতাবলম্বি হিন্দু মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন তাহারদিগের প্রতি যে স্নেহ ছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নবীন মতের পোষকতা করিতেছি, অতএব প্রাচীন মতস্থ মহাশয়গণকে নিবেদন করি আমরা তাঁহারদিগের বিপক্ষ নহি, এই দেশ আমারদিগের জন্ম ভূমি, এতদ্দেশীয় লোকেরাই আমারদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, স্বদেশীয় বান্ধবগণের কৃপাতেই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, এবং ভাস্কর পত্রের আরম্ভাবধি এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়মান্য লোকেরাই অধিকানুকূল্য করিলেন, অতএব আমরা এমত মহদুপকার ভুলি নাই, এবং বাক্‌রোধ পর্য্যন্তও ভুলিব না, আমরা কি স্বদেশের আচার ব্যবহার জানি না, আমারদিগের দেশস্থ সম্ভ্রান্ত কুলজা বালিকারা, কথাও রাজপথে বাহির হয়েন না, পিতা কিম্বা ভ্রাতাদি রক্ষকগণের উপবেশন গৃহ অর্থাৎ বৈঠকখানাতেও অধিক লোক দেখিলে আইসেন না, কলিকাতা নগরীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা প্রায় সকলেই আমারদিগকে অনুগ্রহ করেন, এজন্য সকলের বাটীতেই আমারদিগের গমনাগমন আছে, কিন্তু তাঁহারদিগের বালিকাগণকে দুগ্ধপোষ্য কালে দেখিয়াছি, সাত আট বৎসরীয়া বালিকাগণ যাঁহারা বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন এমত কোন মান্যকুল বালিকাকে বহির্বাটীতে দেখি নাই, মান্যবর হিন্দু মহাশয় দিগের মধ্যে পূর্ব্বাপর যে রূপ নিয়ম আছে মেং বেথুন সাহেব যদি সেই প্রকার নিয়মানুসারে বালিকাদিগের শিক্ষালয়ের নিয়ম করেন তবে মান্য হিন্দু মহাশয়েরাও বালিকাগণকে বিদ্যাগারে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু এবিষয়ে মান্য হিন্দু মহাশয়দিগের নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকারি মহাশয়েরা বালিকা শিক্ষার [illegible] নিকট প্রেরণ করুন, আমরা তাহা প্রকাশ করিলে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহাশয়েরা, তাহার দোষ গুণ বিবেচনা করিবেন, এবং প্রাচীন মতাবলম্বি হিন্দু মহাশয়গণকেও নিবেদন করি এবিষয়ে তাঁহারদিগের যাহা অভিপ্রেত হইয়া থাকে তাহা লিখিয়া আমারদিগের নিকট পাঠাইবেন আমরা তাহাও প্রকাশ করিব।

প্রেরিতপত্র।

সুজন মনোরঞ্জন শ্রীযুক্ত সম্বাদ ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, মজিলপুর নিবাসি ধনাঢ্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন দত্ত মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ নৈহাটী নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের পুত্র অথচ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সুপাত্রের সহিত গত বৈশাখ মাসের চতুর্থ দিবসীয় যামিনী যোগে অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পাদন হইয়াছে, ঐ শুভ কর্ম্মোপলক্ষে সমাগত হইয়া তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত আমি এই গ্রামে উক্ত দত্ত বাবুর নূতন মনোহর উদ্যানে বাস করিয়া এতদ্দেশস্থ ব্যক্তি সকলের সুসম্ভাষণে সদালাপে যে পর্য্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা লেখনী মুখে ব্যক্ত করিতে পারি না, উল্লেখিতদত্ত বাবু এবং তাঁহার বয়ঃ কনিষ্ঠ [illegible] শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দত্ত বাবু অতি তরুণ বয়স্ক, কেবল যৌবনের সোপানে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু স্বভাবতঃ নানাবিধ সৎকর্ম্মে সতত রত প্রাকায় প্রবীণের ন্যায় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, দেশস্থ লোকের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ আছে, ইহাঁরদিগের যত্নদ্বারা উক্ত গ্রামে গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়, এবং তদুন্নতি কল্পে সাপ্তাহিক এক সভা, এবং তৎ সংলগ্ন এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া প্রায় দুই শত বালক অধ্যয়ন করিতেছে, বাবুদিগের মর্য্যাদিক স্বভাবে ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্মে দান ও অতিথি সেবা, ইত্যাদি সৌজন্য গুণে দেশস্থ কি অধীন কি স্বাধীন সকলেই [illegible] থাকার কারয়াছেন এই সকল কারণে কমলা ইহাঁরদিগের সৌভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী হইয়া বৰ্দ্ধিষ্ণু করিয়াছেন, বাবু দিগের জ্ঞাতিগণ শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণদত্ত, তারাচাঁদ দত্ত এবং ব্রজনাথ দত্ত প্রভৃতি যাঁহারা বৃদ্ধ শ্রেণীতে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের সহিত আলাপ হওয়ায় আরো অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেহেতু অন্যান্য দেশের প্রাচীনগণ যেমত বিবাদ বিসম্বাদ দলাদলী লইয়া ঢলাঢলী করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের চিত্ত সদনে সে সকল কুসংস্কার তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা যে সময়ে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন যদিচ সে সময়ে এসময়ের ন্যায় শিক্ষার সুপদ্ধতি ছিল না, তথাপি স্বীয়২ বুদ্ধির প্রভাবে সুকৃতী সুবক্তা ও শরল স্বভাব হইয়াছেন, উক্ত পাঠশালার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ উদ্যোগী ও উৎসাহী দৃষ্ট হইলেন তাহাতে উক্ত প্রাচীন মহাশয়দিগকে বালক বর্গের সৌভাগ্যোপার্জ্জক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইল, যে পর্য্যন্ত ঐ প্রাচীন মহাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত আমি জ্ঞান করিয়াছিলাম ঐ সকল বৃদ্ধ লোক বয়সানুযায়ি বুদ্ধি বিশিষ্ট হইবেন, কি [illegible] চাক্ষুষ ও বাক্যালাপ হইবায় আমা[illegible] মনের অন্ধকার দূর হইয়াছে, বিশেষ[illegible] দেবনারায়ণ দত্ত মহাশয় যাঁহার বয়[illegible] অনুমান ৬৫ বৎসরের ন্যূন নহে, তাঁ[illegible]র এমত পবিত্র প্রিয় বাক্য যে তা[illegible] শ্রবণে আনন্দ জন্মে, এবং তাঁহার কো[illegible]ন বক্তৃতা দ্বারা বিরস অন্তঃকরণে[illegible] উৎসাহের সহিত শ্রম করিতে পারে[illegible] দেশের মধ্যে কোন সৎকার্য্যের অনু[illegible]ন দেখিলে তৎপক্ষে আন্তরিক আ[illegible] দিতে হয়েন এবং সাধ্যানুসারে চেষ্টা [illegible] পরিশ্রম [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] জ্ঞান ক[illegible]য়া থাকেন, জগদীশ্বর তাঁহার মনে[illegible] অন্ত ধন প্রদান করেন নাই তথাচ তি[illegible] কখন কাহার নিকট ঋণী হয়েন না, [illegible]বং উপজীবিকার অভাব মোচনের [illegible] ভ্যাশায় প্রবাসে বাস ও পরোপাসন[illegible] করেন না, পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত [illegible] কিঞ্চিৎ যাহা আছে, এবং তৎপুত্র [illegible]ত্র্ক যখন যাহা সংগ্রহ হয় তদ্দারা [illegible] রিবার সকলের প্রতিপালন এবং য[illegible] সম্ভব দৈব পিতৃ কীর্ত্তি সম্পন্ন করি[illegible] সন্তোষযুক্ত থাকেন, তিনি কোন [illegible] য়ে আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন [illegible] কহেন যে আমি [illegible] হইলে অনেক [illegible]ণা পাইতে হয়, সুতরাং দিবসের অ[illegible] উপার্জ্জন পূর্ব্বক অঋণী অপ্রবাসী ও [illegible]নধীন যে আছি ইহাতেই পরম সৌভা[illegible]গ্য স্বীকার করি, হে সম্পাদক মহাশয়[illegible] আমি অনেক দিবসাবধি এই মজিলপু[illegible] গ্রামে বাস করিয়া যে কি পর্য্যন্ত সন্তো[illegible]ষ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতে [illegible] প্রতি শব্দের সহিত আনন্দরস নিঃসৃত [illegible] হইতে থাকে, এসকল বিষয় মহাশয়[illegible]কে নিবেদন করার তাৎপর্য্য এই যে [illegible] এই দৃষ্টান্তানুসারে সর্ব্বদেশস্থ প্রাচীন[illegible] ব্যক্তিগণ আপনাপন গ্রামস্থ গণকে [illegible] বিদ্যাদানে এবং সকলের সহিত সদা[illegible]লাপে ও সদনুষ্ঠানে উৎসাহ দানে প্রবৃ[illegible]ত্ত হইয়া এতদ্দেশস্থ লোকেরদের ন্যায় [illegible] যশস্বী হইবেন।

কস্যচিৎ ভাস্কর পাঠকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবৃজ ন[illegible]মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মু[illegible]তে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেব্বয়াতেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাম্বগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ। নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্নম্বু রুবর্গোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমূখা দ্বোজ্জ্বত্ভতে ভাস্করঃ।।

৯ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৪ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১২ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

[illegible]আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে [illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম[illegible]ন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি[illegible]ছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[illegible] াধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা[illegible] পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[illegible] [illegible]স্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ[illegible] আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [illegible]যত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা[illegible] [illegible]ালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা [illegible]মোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[illegible]র আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের [illegible]ণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ[illegible]লের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক[illegible] [illegible]প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি[illegible]হতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু[illegible]কেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী[illegible]ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক[illegible]ল তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible]ারগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible] বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা[illegible] লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible]না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible]ার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিৰ্দ্ধারিত [illegible]য়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[illegible] হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[illegible]ই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র[illegible]হস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নিৰ্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের মান্য বিদ্যাগারের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শম্ভুচন্দ্র হালদারের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগনার পরগনে খাসপুর মৌজা চাঁদপুরের টালিগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ বৈদ্যনাথ শাহা, রামসুন্দর দাস, চাঁদ রাঁড়, ছিরু রাঁড় ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ৫৵০ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে গঙ্গাতীর। উত্তরদিগে প্যারীলাল মণ্ডলের ঠাকুর বাটী। এবং দক্ষিণদিগে গলি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ মধুসূদন দে, পঞ্চানন ঘোষ, পরীক্ষিত পোদ্দার ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগে গলি। দক্ষিণ দিগের একাংশে গলি অপরাংশে গঙ্গা গোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং উত্তর দিগে রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজী ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে গঙ্গা গোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। পশ্চিম দিগে গঙ্গাতীর। এবং উত্তর দিগে সংক্রম।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ খেরাজী ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ কমলাকান্ত তরফদার ইত্যাদি সকলে ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে উক্ত শম্ভুচন্দ্র হালদারের ভূমি। পশ্চিমদিগে গলি। উত্তর দিগে রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত শম্ভুচন্দ্র হালদারের ভাড়াটিয়া ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি যাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ অভয়চরণ ঘোষ ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে তাহা পূর্ব্বে [illegible] শামিল ভূমি অনুমান ৩ তিন বিঘা তাহা কি

চু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং উত্তর দিগে রাস্তা।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ সুকন হাকিম ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে তাহা পূর্ব্বে মেং জান বুক সাহেবের সম্পত্তি ছিল ভূমি অনুমান ২ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভাড়াটিয়া ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাগান।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ ছিব্ব আদরমণি, ও কোমল রাঁড় ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ১৫ পনেরো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম, পূর্ব্ব, উত্তরদিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ বুদ্ধ রাঁড় ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ।।৹দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে গলি। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং উত্তরদিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি।

৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভমি তাহাতে রাইয়ত বিলি আছে অর্থাৎ সূর্য্যমণি বেওয়া ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ২ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পশ্চিমদিগে গলি। পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং উত্তরদিগে উক্ত শম্ভু চন্দ্র হালদারের ভূমি অপরাংশে উক্ত গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ পত্তনি খেরাজি ও লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ রামগোপাল পোদ্দার ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে গলি। পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিগে রামগোপাল পোদ্দারের আড়ত বাটী।

১১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত বিলি আছে অর্থাৎ তুরুস আমীন ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হইক তাহার পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে উক্ত শম্ভু চন্দ্র হালদারের ভূমি। পশ্চিমদিগে রাস্তা। দক্ষিণদিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং উত্তরদিগে পরীক্ষিত পোদ্দারের ভাড়াটিয়া বাটী।

১২ দফা। এবং জিলা চব্বিশ পরগনার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের ভবানীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি তাহাতে হালইকরেরা ভাড়াটীয়া আছে ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে প্রাণ মুখোপাধ্যায়ের ভূমি। দক্ষিণদিগে মধু মিশ্রের ভূমি। এবং উত্তরদিগে হর সেখের বাটী।

১৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগণে আজিমাবাদের মৌজা পাথরবাড়ি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৪০ নম্বরে এক তালুক তাহাতে আট মৌজা আছে বিশেষতঃ নিজ পাথরবাড়ি, ভবানীপুর, বড় কালীপুর, ধর্ম্মপুর, দেউরবাড়, রামচন্দ্রনগর, মহামায়াপুর, এবং বস্মপুর তাহার পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। ঐ তালুকের সদর মালগুজারি কো[...] নির ৫১৮৩৶৩ পাঁচহাজার এক[...] তিরাশি টাকা তিন আনা তিন পা[...]

১৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিল[...] রগণে বালিয়ার মৌজা নন্দরাম[...] বিবিনা নামক স্থানের শামিল ও[...] স্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নি[...] গৃহ অথবা বসতি বাটী তাহাতে[...] টা পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে[...] খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান দুই বি[...] হা কিছু কমী হউক বা বেশী হউ[...] হার ।।৹ আটআনা অংশে ও ত[...] ।।৹ আট আনা অংশের মধ্যে ও[...] ।।৹ আট আনা অংশের উপর পূ[...] আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে[...] অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা[...] রে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়[...] রে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূ[...] তুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে[...] মোহন হালদারের ও ছোট ঠাকু[...] হালদারের বাটী। পশ্চিমদিগে[...] শম্ভু চন্দ্র হালদারের পুষ্করিণী। এ[...] ত্তরদিগে উক্ত শম্ভু চন্দ্র হালদারে[...] কুরবাটী।

১৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত [...] শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক [...] লা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা স[...] টী এবং তাহাতে কতকগুলিন [...] ঘর আছে ভূমি অনুমান তিন বি[...] হা কিছু কমী হউক বা বেশী হউ[...] হার ।।৹ আটআনা অংশে ও তাহা[...] আটআনা অংশের মধ্যে ও তাহা[...] আটআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত[...] সামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব[...] ধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উ[...] লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানু[...] বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে[...] সীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে উ[...] ম্ভু চন্দ্র হালদারের পরিবারের [...] বাটী। উত্তর ও পশ্চিমদিগে রা[...] এবং পূর্ব্বদিগে রামমোহন হালদ[...] বাটী।

১৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থ[...] শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্ট[...] র্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি[...] এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও[...] ভূমি অনুমান দুই বিঘা তাহা কি[...] মী হউক বা বেশী হউক তাহার ।।[...] ট আনা অংশে ও তাহার ।।৹ আ[...] না অংশের মধ্যে ও তাহার ।।৹[...] আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত [...]

মী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে গুরুদাস দত্তের বাটী। উত্তরদিগে শিবু চৌকীদারের বাটী। পূর্ব্বদিগে রাস্তা। এবং পশ্চিমদিগে রামমোহন হালদারের পুষ্করিণী ও ভূমি।

১৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক গোলাবাটী এবং তাহাতে অনেক খড়ুয়া ঘর আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গৌরম গুলের ভূমি। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে রাস্তা। এবং উত্তরদিগে শম্ভু চন্দ্র হালদারের গড়।

১৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও একটা পুষ্করিণী আছে যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।।৹ আট আনা অংশে ও তাহার ।।৹ আট আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।।৹ আটআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে ঠাকুরদাস হালদারের ভূমি। দক্ষিণদিগে রামমোহন হালদারের ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে গোলক হালদারের ভূমি।

১৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগণে মুড়াগাছার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৩১৪ নং লাট হরিনারায়ণপুর নামক যে এক তালুক তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের সম্পত্তি ছিল তাহা মণ্ডল হরিনারায়ণ মণ্ডল ক্রয় করেন তাহাতে ২৫ মৌজা ও দুই কিসমত আছে বিশেষত তরফ বলরামপুরের শামিল নিজ বলরামপুর, বড়বাড়ি, খাঁপুর, ভগবানপুর, মালিকা, মিনিপুঞ্জ, মলাপুখুরিয়া, তরফ গোবিন্দপুরের শামিল নিজ গোবিন্দপুর, দুর্গানগর, কিশোরনগর, তরফ গোয়ানপুরের শামিল নিজ গোয়ানপুর, জগদীশপুর, কৃষ্ণপুর, রসাপিনাসরা, কাইগাছি, মধ্যশাসন, দৌগাছি, তরফ পুরনার শামিল নিজ পুরনা, আতসোয়ান, নেওদা, আইদশবাড়ি, রামনগর, কৃষ্ণরামপুর, এবং দুর্গারামপুর, এই তালুক ষোড়শ সমান অংশে বিভক্ত হইয়া তাহার চারিআনা পাঁচ গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তির পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর। এবং কিসমত সুতি ঐ প্রকার ষোড়শ অংশে সমান রূপে বিভক্ত হইয়া দুইআনা দুই গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তির পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর। এবং কিসমত কামারপুল ষোড়শ অংশে সমান রূপে বিভক্ত হইয়া তাহার সাড়ে আট গণ্ডা হিস্যার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহার সদর মালগুজারি কোম্পানির ১০৬০।।৶৯ এক হাজার ষাইট টাকা নয় আনা নয় পাই।

২০দফা।এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ওপরগণার শামিলওতন্মধ্যস্থিত৩১৪নং যেএকতালুক তাহাপূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণরায়ের সম্পত্তি ছিল তাহা হরনারায়ণ মণ্ডল কর্ত্তৃক ক্রীত হয় তাহাতে দুই মৌজা আছে বিশেষতঃ মৌজা হরিনারায়ণপুর মৌজা মুকুন্দপুর তাহার সদর মালগুজারি কোম্পানির ৫০০।৶৬ পাঁচশত টাকা ছয় আনা ছয় পাই তাহার ।৶০ পাঁচআনা অংশে ও তাহার ।৶০ পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসানী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার বোয়ালীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী তাহাতে একটা পু[...] ও অনেক বৃক্ষ ও গড়খাই এবং [...] সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি [...] ১৮৶০ আঠার বিঘা তাহা কি[...] উক বা বেশী হউক তাহার [...] অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে প্যারীলাল মণ্ডল ও মধুসূদন মণ্ডলের পুষ্করিণী ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে রাস্তা। এবং উত্তরদিগে মধুসূদন মণ্ডলের বাটী।

২২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি ও একটা পুষ্করিণী আছে তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান পঞ্চাশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশেরউপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে গড়খাই। পশ্চিমদিগে রাস্তা। উত্তরদিগে হর মণ্ডলের পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্বদিগে গড়খাই ও মেং মস সাহেবের ভূমি।

২৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার মাগুরা পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৯৯ নং যে এক তালুক তাহাতে ৮ মৌজা আছে বিশেষত তরফ মুকুন্দপুরের শামিল নিজ মুকুন্দপুর, থাকড়ামুড়ি, চক মানিকবক, দৌলট, বটরচনা চক কুটব, বাহারচড়া চক ওয়াদা তাহার পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।তাহার সদর মালগুজারি ১০৭৫৶১১ এক হাজার পঁচাত্তর টাকা দুই আনা এগারো পাই।

২৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৫৩ নং [...]লক কিসমত রামেশ্বরপুর, যাহা [...] রাম রায়ের সম্পত্তি ছিল তাহা [...]কালীপদ চক্রবর্ত্তি দ্বারা ক্রীত হয় তা[...] ৪ মৌজা আছে বিশেষতঃ নিজ [...]মপুর, রামচন্দ্রপুর, পাবত্তি এবং চকু[...]বাড়ি তাহা ষোড়শ অংশে সমানরূপে বিভক্ত হইয়াছে তাহার ৵৬৴তিন আনা এক গণ্ডা তেরো কাগের ।৶০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগণে মুড়াগাছার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান তিন শত নিরানব্বুই বিঘা উনিশ কাঠা তেরোছটাক, তদ্বিশেষ নিজ গজায়, পঞ্চাশ বিঘা দুই কাঠা এক ছটাক, বাইরংজিতে, ও বেড়াতলাতে, ১৩৯।।৩ এক শত উনচল্লিশ বিঘা তেরো কাঠা পরালিতে, সাতানব্বুই বিঘা সতেরো কাঠা, বহ্মতে পঁচিশ বিঘা নয়কাঠা বারো ছটাক রাইপুরে, উনিশবিঘা পোনেরো কাঠা, সোরাহাট তেওআরিতে১১।।২ এগার বিঘা বারোকাঠা বেরোআন্তা কৃষ্ণপুরে, ২৭।৪ সাতাইশ বিঘা নয়কাঠা এবং কাষ্টঘরায় আঠাইশ বিঘা দুই কাঠা তাহার মফঃসল খাজনা কোং১১০০।।৶৮ এক হাজার একশত দশআনা আট পাই তাহার পাঁচআনা অংশে ও তাহার পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান একাত্তর বিঘা এক কাঠা আট ছটাক তদ্বিশেষ মৌজা পাইখালি। গিয়া বৃক কৃষ্ণপুর ও পাইকুলেতে পনেরো বিঘা উনিশ কাঠা আট ছটাক মৌজা বৃন্দাবনপুরে বারো বিঘা চারি কাঠা মৌজা ইটালিতে ৫।।৹ পাঁচ বিঘা দশ কাঠা মৌজা ডুলিপুরে ৭।৹ সাত বিঘা পাঁচ কাঠা মৌজা সাতসত্ততে দুইবিঘা পনেরো কাঠা মৌজা বোদারাবে ছয় বিঘা পনেরো কাঠা মৌজা আবদুলিতে সাত বিঘা উনিশ কাঠা এবং মৌ লেহয়তে বারো বিঘা উনিশ কা

ঠা তাহার পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২১ এপ্রেল ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

সদর আদালত।

আমারদিগের মান্যবর বন্ধু সদরের বিচক্ষণ বিচারপতি শ্রীযুত ডনবর সাহেব সপ্তাহের কোন্ দিনে কি মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন গত মঙ্গলবারে তাহার এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন অতএব আমরা ঐ বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম গ্রহণ করিলাম।

সোমবারে, দেওয়ানী সম্বন্ধীয় সদর আপিলী মোকদ্দমা, মঙ্গল, বুধ বৃহস্পতিবারে খাসকমিস্যনরী মোকদ্দমা।

শুক্র ও শনিবারে নেজামত অর্থাৎ ফৌজদারী মোকদ্দমা।

শ্রীযুতের এতন্নিয়মে ও বিজ্ঞাপনে আমরা বিশেষাহ্লাদিত হইলাম, এতদ্দ্বারা বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষীয় উকীল মোক্তারেরা সময়ানুসারে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারিবেন, উকীলেরা অনেক মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকেন অথচ কবে কোন্ বিষয়ের বিচার হইবেক তাহা নিশ্চিত নাই অতএব মোকদ্দমার কাগজ পত্র পাঠ করিয়া উকীলেরা সাহসিক রূপে তর্ক করিতে প্রস্তুত হইতে পারেননা, যদিও তাঁহারা মোকদ্দমা গ্রহণকালে একবার কাগজ পত্র দৃষ্টি করিয়া থাকেন তথাচ বিচার নিষ্পত্তি সময়ে বহুদিন পূর্ব্বে পঠিত বিষয় তাবৎ স্মরণ হয় না, অতএব সহজেই মোক্তারদিগের বাক্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন এবং ইহাতে যদিও একপ্রকার কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে তথাপি এতদপেক্ষা উকীলেরা মোকদ্দমার ভেদ সকল পাঠ করিয়া বক্তৃতা করণে প্রস্তুত থাকিলে আরো উত্তম হইবে, অতএব শ্রীযুত ডনবর সাহেবের উল্লেখিত নিয়ম অতি সুনিয়ম হইল, ইহাতে সচারুরূপে বিচার সমাধা হইতে পারিবেক এবং উক্ত উচ্চ বিচারাগারের অন্যান্য জজ সাহেবেরাও স্ব২ কর্ম্মের দিবসাবধারিত করিয়া যদি এইরূপ বিজ্ঞাপন দেন তবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন।

দিল্লীগেজেট পত্র লেখে পলায়ন পরায়ণা লাহোরীয়া রাণী নেপাল রাজধানী কাটমাণ্ডু নগরে অবস্থান করণাবধারণ করিলে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন না, অধিকন্তু জানাগেল রাজ্ঞীর ভরণপোষণার্থ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক এক সহস্র মুদ্রা দিবেন, হরকরা সম্পাদক মহাশয় এতদুপলক্ষে বলেন বিধবা রাজমহিলা এতদর্থদ্বারা ব্যয়নির্ব্বাহকরিয়া একপ্রকারস্বচ্ছন্দেকালযাপন করিতেপারিবেন, তবে তাঁহার পূর্ব্বপদ বিবেচনায় ইহা লঘু বটে কিন্তু তিনি বৃটিস হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছেন অতএব গবর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তি প্রাপণের দাবা করিতে পারেন না এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের দয়ার উপর নিভর করিতে হইবেক, উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের এযুক্তি প্রথম পাঠে অন্যায় বোধ হয় না, কিন্তু রাণীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম চারিরা যে অত্যাচার প্রচার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে আক্ষেপ মাত্র উদয় হয়, সহস্রসেবিকা পরিসেবিতারাজবনিতা যাঁহার মুখাবলোকন দিনমণিও প্রার্থনা করিতেন তিনি পদব্রজে দিবাকর করোত্তাপে অপরিচিত পথে উদাসিনীরূপে পলায়ন করেন ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়, লাহোরীয় রাজনিকেতন হইতে যখন তাঁহাকে সেখপুরের বন্দী ঘরে প্রেরণ করা যায় তখন তিনি একবার প্রিয় সন্তানের বদন দর্শন ও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিতে চাহিয়াছিলেন, ক্ষমতা বিহীনা অবলা যাঁহার কোন অপরাধ এপর্য্যন্ত ও প্রকাশ পায় নাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাহাতেও বঞ্চিতা করিয়াছেন, রাণী কি সে দুঃখ কখন ভুলিতে পারিবেন, এবং তাঁহার বিভবাদি লুঠ করিয়া এক কষ্টকর কারাগারে রাখাই বা কি তাৎপর্য্যে বৈধ হইয়াছিল তাহাও অদ্যাপি অব্যক্ত রহিয়াছে এবং সেই সুরক্ষিত স্থানে যথায় বৃটিস পক্ষীয় লোক ব্যতীত অন্য কেহ যাইতে পারিত না বিশেষত রাজ্ঞী আপন বিশ্বস্তা সেবিকাগণকেও যে স্থানে দেখিতে পান নাই তথায় থাকিয়া কি ষড়যন্ত্র করিতে পারিয়াছিলেন অতএব এসকল কথার মীমাংসা না হইলে আমরা রাজ্ঞীর পলায়নে দোষ ব্যাখ্যা করিতে পারি না।

কলিকাতার পোলিসে এতদিনের পর কর্ম্ম ক্ষম এক উপযুক্ত পাত্র সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট পদে মনোনীত হইয়াছেন, মাষ্টর লা সাহেব শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিস্ত্রটি কর্ম্মে যদ্রূপ প্রতিষ্ঠাভাজন হন কলিকাতা পোলীস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পদেও তদ্রূপ যশস্বী হইবেন সাধারণের এমত ভরসা হইয়াছে, প্রচার হইয়াছিল বৃদ্ধ মেকান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এতৎপদনা পাইলে সহকারি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টকর্ম্ম পরিত্যাগকরিবেন এইক্ষণে তাঁহার প্রতিজ্ঞা দেখিতে হইবেক, মেকান সাহেব দরিদ্র গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া এইক্ষণে যেরূপ ধনী হইয়াছেন তাহাতে বার্দ্ধক্যাবস্থায় পরিশ্রমের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল সুখস্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করেন ইহাই উত্তম কল্প, কিন্তু তিনি কি ব্যবহার করিবেন তাহা আমরা জানি না, বিশেষতঃ সম্প্রতি যে ক্রোধকে আশ্রয় করিয়াছেন তাহাতে সদুপদেশকেও শ্লেষ বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেও করিতে পারেন, মেং মেকানসাহেবহরকরাসম্পাদক মহাশয়কে এক পত্র লিখিয়া স্বকীয় ব্যাকুল চিত্ততা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত সম্পাদকের প্রশ্নেরউত্তরদানেশৈথিল্য করিতেছেন, মেকানসাহেবপ্রথমতযদিসম্পাদককেকোনকথাই না কহিতেন তবে এইক্ষণেঅনায়াসে বলিতেপারিতেনঅযোগ্যলোকের সহিত লিখন পঠন অবিধেয় কিন্তুএকবার পত্র লিখিয়া সে অভিমানের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন অতএব আমারদিগের বুদ্ধিতে এই আইসে প্রকৃত উত্তরে সম্পাদক মহাশয়কে নিরুত্তর করুন, নচেৎ তাঁহার কলঙ্ক মোচন হইবেক না, জনরব প্রমাণে আমরা কয়েক বৎসরাবধি ‟মেকান প্রিয় গঙ্গারাম„ বলিয়া গঙ্গারাম জমাদারকে উপাধি প্রদান করি এ উপাধি সামান্য নহে যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের মহামতি বিচারপতি কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াও মেকানানুগ্রহে সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার কর্ম্ম পাইয়াছে, তৎপ্রিয় আখ্যা তাহার পক্ষে বিশেষ ব্যাখ্যা যোগ্য অবশ্য বলিতে হইবেক।

মেকান সাহেব গঙ্গারামের বিশেষ গুণেতেই বশীভূত হইয়া থাকিবেন, অতএব তাহার সেই বিশেষ গুণ কেন প্রকাশ করেন না, প্রধান মহাশয়েরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট গুণের পুরস্কার করিতে জানেন, যাহাহউক, প্রস্তাব সমাপন কালে নবীন সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে গবর্ণমেণ্টের একলাভেরকথা বলি তিনি স্বয়ং কিম্বা প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেবকে বলিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন অর্থাৎ পোলিসের পূর্ব্ব থানাঘর যাহার অকারণ কর প্রদান হইতেছে তাহা পরিত্যাগ করুন, গবর্ণমেণ্টের এতদর্থ ক্ষতির কথা আমরা পুনঃ২ বলিয়াও রাজপুরুষগণের চৈতন্য জন্মাইতে পারিলাম না, কিন্তু অকারণ অল্পক্ষতিও অধিক বলিতে হইবেক।

সমাচারপত্রে লেখে শিমলা শিখরের সুশীতল জলবায়ু শ্রীযুত লার্ড ও লেডী ডেলহৌসীর শারীরিক স্বাস্থ্যপ্রদ বোধ হইয়াছে এজন্য তাঁহারা আরো কিছুকাল তথায় অবস্থানকরিবেন, কথিত হয় আমারদিগেরমহারাজ্ঞীরজন্মতিথ্যুপলক্ষে শ্রীযুত বড়সাহেব সমারোহপূর্ব্বক একভোজ দিবেন, পূর্ব্বতনমহারথী লার্ডগফসাহেবের দৈহিককুশলবার্ত্তাপাঠে আমরা সুখী হইয়াছি তিনি সম্প্রতি কারশীক সমর জয়লব্ধ দুইটা তোপ গবরণর জেনরলকে অর্পণ করিয়া আমোদজ্ঞাপক এক ভোজেরসভ করেন, দিল্লীগেজেট লেখে লার্ড ডেলহৌসী ভারতবর্ষে সৈন্য বৃদ্ধি করণাভিপ্রায় করিতেছেন কিন্তু এতদ্বিষয়ে তিনি বর্ত্তমান প্রধান সৈন্যাধিপ স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেবের সহিত পরমার্শ করণের অপেক্ষায় আছেন।

গত মঙ্গলার বেলা দ্বিতীয় প্রহর অর্দ্ধ ঘণ্টা কালে প্রধান সেনাপতি নেপিয়র সাহেব এতন্নগর পরিত্যাগ করিয়া হেড কোয়াবটরে যাত্রা করিলেন, আমারদিগের বর্ত্তমান ডেপুটি গবরণর প্রভৃতি মান্য মহাশয়েরা তাঁহাকে সোণামুখী পিনিসে রাখিয়া আইসেন, শ্রীযুতের বিদায় কালে রীতিমত তোপ ধ্বনি হইয়াছিল।

...

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত বের্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব[illegible]হান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দৃবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১৮ সংখ্যা ১১ বালম হৎ ১৮৪৯ সাল ২২ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

Notificcation of the Dewanny Adawlut of Zillah Purnea.

This day a Petition having bene presented by Rajah Bejyegovind Singh Bahadur, Respondent Decree holder in the suit wherein Gopaul Singh for himself and as Executor of Kerrut Singh and Rajindernaryon Roy and Mohendurnarain Roy were Appellants (debtors)for the recovery of 7,59,384-2-4. besides Interest praying that 45. Promissory Notes belonging to Mohendernarayen Roy One of the Debtors may be delivered to him therefore in accordance with the Roobikarry of this Court dated the 24th day of April 1849. Notice is hereby given thet if Mohundernaryen Roy one of the Debtors inhabitant of Saifgunge, Pergunnah Cutteebar Offer the Promissory Notes mentioned below for Sale or otherwise to part with the same no body shall purchase them, if they do, the purchase shall be invalid and inadmissible Dated the 24th of April 1849.

2d 5 percent notes

No 11425, of 1214.	of	1825,-26.	8th of “	Jany. 1826.	for 5,600 Sa. Rs.
2846.	of	Do.	8th	Nov. 1825.	2000.
2924.	,,	,,	17th	Do.	2,000.
5701.	,,	,,	19th	Augt 1826.	5,000.
1596 of 6068.	,,	,,	16th	Sept.	1.700
3679 of 2033.	,,	,,	26th	Augt. 1830	20,000
3680 of 2033.	,,	,,		Ditto	10,000
3807 of 6 602	,,	,,	4th	Octr. 1826	2,000
4,437 of 4,019	,,	,,	30th	Octr. 1828	5,000
4,629 of 8,188	,,	,,	1st	May 1827	8,000
5.404 of 4344.	,,	,,	8th	Feby. 1826,	2,500
5655 of 2,499	,,	,,	25th	Octr. 1825,	2,000
5,332 of 4345.	,,	,,	8th	Feby. 1826,	10,000
6,861 of 8359	,,	,,	16th	June 1827,	3,000
7383 of 7767	,,	,,	1st	May 1827.	2,400
7534 of 1588	,,	,,	14th	Decr. 1831.	3,000.
7907 of 3380	,,	,,	5th	Jany. 1826	600.
8022 of 3380	,,	,,	5th	Do.	1, 200.
8446 of 4345	,,	,,	8th	Feby. 1826.	4,700.
8973 of 7262	,,	,,	23rd	Decr. 1826.	6,500.
9261 of 7767	,,	,,	1st	May 1827.	7.700.
10058 of 5370	,,	,,	2nd	June 1826.	2,000.
10093 of 2037	,,	,,	22nd	Septr. 1825.	2,500.
10457 of 8533	,,	,,	2nd	June 1827.	1,600.
					1,11,000.

3rd 5 Per Cent Notes.

No. 1038 of 1986	of	1829-30	31st Jany. 1831	for 10.000.
1098 of 1374	of	Do.	17th Novr. 1830.	3,600.
1138 of 1993	,,	,,	31st Jany. 1831.	3,000.
1369 of 1050	,,	,,	12th Septr. 1830.	5,000.
2902	,,	,,	1st Novr. 1830.	1,400.
1662	,,	,,	12th Jany. 1831.	3,000.
8089 of 1977	,,	,,	31st Do.	4,0,000.
1001 of 4454	,,	,,	23rd. Feby. 1831.	2000.
1021 of 1976	,,	,,	31st Jany. 1831.	2,500.
1022 of 1976	,,	,,	Ditto	25,000.
				1,18,000.

3rd 4 Per Cent Notes.

No. 5118-	of	1832-33	of 1st	May 1832	for 15,000.
11917	of	Do.		Do.	2,000.
11928	,,	,,		,,	5,000.
11936	,,	,,		,,	5,000.
12245	,,	,,		,,	12,000.
5 of 20	,,	,,		,,	8,000.
1133 of 5073	,,	,,		,,	3,000.
1719 of 6228	,,	,,		,,	1,0,000.
1720 of Do.	,,	,,		,,	10,000.
4687 of 11771	,,	,,		,,	3000.
					73,000.

4th 4 Per Cent Notes No. 553 of 9751 of 1835,-36 31st March 1836 for Cos. Rs. 7,000.

45 Notes Three Lacs Nine thousand Rs. 30,9,000.

Lallah Sewrutton Lall. Mooktear of Rajah Bejye-Govind Sing Behadoor.

Calcutta
10th May 1849.

জেলা পূরনিয়ার দেওয়ানী
আদালত সম্বন্ধীয়
বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমাতে গোপাল সিংহ আপনি ও কীরত সিংহের অছিস্বরূপ এবং রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ও মহেন্দ্র নারায়ণ রায় আপেলাণ্টকর্জ্জদার সেই মোকদ্দমা য়মায়সুদ৭,৫৯,১৮৪৶৩টাকা আসলফিরিয়া পাইবার জন্যে রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর রেস্পাণ্ডেণ্ট ডিক্রীদার অদ্য এই দরখাস্ত করিয়াছেন যে মহেন্দ্র নারায়ণ রায় নামক এক জন কর্জ্জদারের ৪৫ খান প্রোমিসরি নোট আমাকে দেওয়া যায় অতএব ১৮৪৯ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখের এই আদালতের রুবকারীক্রমে [illegible] দেওয়া যাইতেছে যে কাটিহার পরগনার সায়েফগঞ্জ নিবাসি মহেন্দ্র নারায়ণ রায় এক জন কর্জ্জদার যদি নীচের লিখিত প্রোমিসরি নোট বিক্রয় করিতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হন তবে কোন কেহ তাহা খরীদ করিবেন না যদি কেহ তাহা খরীদ করেন তবে সেই খরীদ বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। ইতি ১৮৪৯ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

শতকরা ৫ টাকা সুদি দ্বিতীয়বারের কোম্পানি কাগজের জায়।

নং	তারিখ,মাস,সাল।	শিক্কা টাকার সংখ্যা
১১৪২৫ আফ ১২১৪। ১৮২৫।২৬সালের	৮ জানুয়ারী ১৮২৬	৫৬০০
১৮৪৬	৮ নবেম্বর ১৮২৫	২০০০
১৯২৪	১৭ ঐ ঐ	২০০০
৫৭০১	১৯ আগষ্ট ১৮২৬	৫০০০
১৫৯৬ আফ ৬০৬৮	১৬ সেতম্বর	১৭০০
৩৬৭৯ আফ ২০৩৩	২৬ আগষ্ট ১৮৩০	২০০০০
৩৬৮০ আফ ২০৩৩	ঐ ঐ	১০০০০
৩৮০৭ আফ ৬৬০২	৪ অকটোবর ১৮২৬	২০০০
৪৪৩৭ আফ ৪০১৯	৩০ ঐ ১৮২৮	৫০০০
৪৬২৯ আফ ৮১৮৮	১ মে ১৮২৭	৮০০০
৫৪০৪ আফ ৪৩৪৪	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬	২৫০০
৫৬৫৫ আফ ২৪৯৯	২৫ অকটোবর ১৮২৫	২০০০
৫৩৩২ আফ ৪৩৪৫	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬	১০০০০
৬৮৬১ আফ ৮৩৫৯	১৬ জানুয়ারি ১৮২৭	৩০০০
৭৩৮৩ আফ ৭৭৬৭	১ মে ১৮২৭	২৪[illegible]
৭৫৩৪ আফ ১৫৮৮	১৪ ডিসেম্বর ১৮৩১	৩[illegible]
৭৯০৭ আফ ৩৩৮০	৫ জানুয়ারী ১৮২৬	৬[illegible]
৮০২২।৩৩৮০	ঐ ঐ	১১[illegible]
৮৪৪৬ আফ ৪৩৪৫	৮ ফেব্রুয়ারি ঐ	৪৭[illegible]
৮৯৭৩ আফ ৭২৬২	১৩ ডিসেম্বর ঐ	৬৫[illegible]
৯২৬১ আফ ৭৭৬৭	১ মে ১৮২৭	৭৭[illegible]
১০০৫৮ আফ ৫৩৭০	২ জুন ১৮২৬	২০[illegible]
১০০৯৩ আফ ২০৩৭	২২ সেপ্তম্বর ১৮২৫	২১[illegible]
১০৪৫৭আফ৮৫৩৩	২ জুন ১৮২৭	১৬[illegible]
		১১১[illegible]

শতকরা ৫ টাকা সুদি তৃতীয়বারের কোম্পানি কাগজের জায়।

নং	তারিখ মাস সাল	টাকার সংখ্যা
১০৩৮আফ১৯৮৬। ১৮২৯।৩০ সালের	৩১ জানুয়ারি ১৮৩১	১০[illegible]
১০৯৮আফ১৩৭৪	১৭ নবেম্বর ১৮৩০	৩৬[illegible]
১১৩৮ আফ ১৯৯৩	৩১ জানুয়ারি ১৮৩১	৩[illegible]
১৩৬৯ আফ ১০৫০	১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩০	৫[illegible]
২৯০২।	১ নবেম্বর ১৮৩০	১৪[illegible]
১৬৬২।	১২ জানুয়ারি ১৮৩১	৩[illegible]
৮০৮৯ আফ১৯৭৭	৩১ ঐ ঐ	৪০[illegible]
১০০১ আফ ৪৪৫৪	২৩ ফেব্রুয়ারি ঐ	২[illegible]
১০২১আফ১৯৭৬	৩১ জানুয়ারি ঐ	২৫[illegible]
১০২২আফ১৯৭৬	ঐ ঐ ঐ	২৫[illegible]
		১১৮[illegible]

শতকরা ৪ টাকা সুদি তৃতীয়বারের কোম্পানির কাগজের জায়।

নং।	তারিখ মাস সাল	টাকার সংখ্যা।
৫১১৮। ১৮৩২।৩৩ সালের	১ মে ১৮৩২।	১৫,০০০
১১৯১৭।	ঐ ঐ।	২,০০০
১১৯২৮।	ঐ ঐ।	৫,০০০
১১৯৩৬।	ঐ ঐ।	৫,০০০
১২২৪৫।	ঐ ঐ।	১২,০০০
৫ আফ ২০।	ঐ ঐ।	৮,০০০
১১৩৩ আফ ৫০৭৩	ঐ ঐ।	৩,০০০
১৭১৯ আফ ৬২২৮	ঐ ঐ।	১০০০০
১৭২০ আফ ঐ	ঐ ঐ।	১০০০০
৪৬৮৭ আফ ১১৭৭১	ঐ ঐ।	৩০০০
		৭৩,০০০

শতকরা ৪ টাকা সুদি চতুর্থবারের কোম্পানির কাগজের জায়।

নং।	তারিখ মাস সাল	
৫৫৩।৯৭৫১।১৮৩৫।৩৬ সালের	৩১ মার্চ ১৮৩৬।	৭,০০০
		৩০৯০০০

৪৫ কেতা কাগজ মোট তিন লক্ষ নয় শত তঙ্কা।

লালা শিবরত্ন লাল।

রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুরের মোক্তার।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষা[illegible] এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণ[illegible]মেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহা[illegible]শয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন [illegible]অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় [illegible]ল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন [illegible]হার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সম্বাদ ভাস্কর

মেডিকেল কালেজের কৃত বিদ্যা[illegible]পাত্র ছাত্রদিগের যোগ্যতার ব্যাখ্যা [illegible]আমারদিগের অধিক করিতে হয় না, [illegible]এমত ইংরাজী বিদ্যায়এক প্রকার পা[illegible]রদর্শী হইয়া তাঁহারা উক্ত বিদ্যাভ্যাসে [illegible]যুক্ত হয়েন তদন্তে চিকিৎসা শাস্ত্র [illegible]সাঙ্গোপাঙ্গ পাঠ সমাধান্তে পরীক্ষো[illegible] হইলে চিকিৎসা কর্ম্মে নিযুক্ত হই[illegible]য়া থাকেন,অতএব এমত ব্যক্তিগণকে [illegible]রূপ বেতন প্রদান কর্ত্তব্য তাহা গব[illegible]র্ণমেণ্টের অবশ্য বিবেচন। যোগ্য কিন্তু [illegible]খের কথা এই যে এমত পাত্রেরা মা[illegible] একশত তঙ্কা বেতনে বিদেশে প্রে[illegible]রিত হইয়াছেন, রাজপুরুষ গণের এ [illegible] কার্পণ্য সামান্য আক্ষেপ জনক [illegible], যাহাহউক, শ্রবণে আনন্দিত হই[illegible] এতদিনের পর এই বিষয়ে রাজ[illegible]পুরুষদিগের কিঞ্চিৎ দয়ার উদয় হই[illegible]য়াছে অর্থাৎ তাঁহারা এক নিয়ম করি[illegible]য়াছেন মেডিকেল কালেজের যে সকল [illegible]ছাত্রেরা ৭ বৎসরাধিক রাজ কার্য্যে নি[illegible]যুক্ত থাকিয়া সুচিকিৎসক হইয়াছেন [illegible]তাঁহারা আপনারদিগের পারদর্শিতার [illegible] পরীক্ষা দিলে মাসিক ১৫০ টাকা বেতন [illegible]পাইবেন, ব্যক্ত হয় এতন্নগর ও ইতস্তত [illegible]স্থানে অথচ গবর্ণমেণ্টের অধীন কতি[illegible] মেডিকেল ছাত্র এই পরীক্ষা দিয়া [illegible] বেতন যোগ্য হইয়াছেন, বিশে[illegible]ষতঃ মেডিকেল কালেজের সেকেণ্ডরী [illegible]শালার ছাত্রদিগের শিক্ষকদ্বয় অ[illegible]র্থাৎ বাবু মধুসূদন গুপ্ত ও শিবচন্দ্র কর্ম্ম[illegible]কার বিনা পরীক্ষাতেই বৃদ্ধি বেতন পা[illegible]ইবেন, কারণ ইহাঁরদিগের ছাত্রগণে[illegible]র পরীক্ষাতে এই ব্যক্তি দ্বয়ের উত্তম[illegible]তা প্রকাশ পায়, প্রস্তাব সমাপন কালে জ্ঞাত হইল মেডিকেল কালেজের ইংরাজ ডাক্তর শিক্ষকগণের কিঞ্চিৎ বেতন ন্যূন হইবার কল্পনা হইতেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তত্রস্থ সকল অধ্যাপকের বেতন কর্ত্তন করিবেন কি না আমরা ইহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই।

প্রধান রাজপুরুষেরা দেশের এবং প্রজার শুভাশুভের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃক্পাত করেন,ইহা সর্ব্বতোভাবেপ্রয়োজনীয়,ইহা না হইলে প্রজাবর্গের বাস করণ কঠিন, এতন্নগরীয় শোভা বর্দ্ধনার্থ পূর্ব্ব ডেপুটি গবরণর মেডাক সাহেব গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতির উপর কর গ্রহণ করণাবধারণ করিয়া যান তাহাতে এতদ্বিধি নির্দ্ধারণের পূর্ব্বেই আমরা দোষ দর্শাই, এবং পুনঃ২ তাহার হেতুবাদ বলিতেও ত্রুটি করি নাই, কিন্তু আমারদিগের ন্যায় কারণ সকল রাজবিচারে ধৃত না হইয়া অন্যায় কর গ্রহণে একাস্তই রাজকর বিস্তার করণ ধার্য্য হয়, যাহা হউক, সম্প্রতি ব্যক্ত হইয়াছে আমারদিগের বর্ত্তমান ডেপুটি গবরণর এই কর গ্রহণ ন্যায় কি অন্যায় ইহা পুনর্ব্বিবেচনা করিতেছেন এবং কার্য্য দ্বারা উপলব্ধি হয় তাঁহার মানস হইয়াছে ইহা রহিত করেন এবং যদিও আমরা এ পর্য্যন্ত ইহার সত্যাসত্যতা অবধারণ করিতে পারি নাই তথাচ অনুমানে সম্ভাবনীয় বোধ হয়, বরং টাইমস পত্রের একজন পত্র প্রেরক লেখেন ইংরাজদিগের নিকট হইতে এতদন্যায় কর গ্রহণে গবর্ণমেণ্ট কদাচ বৈধ বল প্রকাশে ক্ষমবান্ নহেন, অতএব যদি তাঁহারা নিতান্ত অরাজকতা পূর্ব্বক কর গ্রহণে প্রবৃত্ত হন তবে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করা উচিত, পত্রপ্রেরক স্বীয় পক্ষ দৃঢ় করণার্থ অন্যান্য লোককে একত্রীভূত হইয়া অভিযোগের জন্য চাঁদা করিতে কহেন এবং আপনি এজন্য ২০ টাকা দিয়াছেন অতএব এই নূতন কর লইয়া এক তুমুল কাণ্ড হইবেক এমত আশঙ্কা হইতেছে,প্রস্তাবপরিশেষ কালে আমারদিগের ইহাতে বক্তব্য হইল রাজ নগরের শোভা সম্বর্দ্ধিত হয় ইহা প্রার্থনীয় কিন্তু যে নিয়মে একার্য্য হইতেছে তাহাতে প্রজাগণ কেবল কষ্ট পাইতেছেন, নানা প্রকার করে যে টাকা উৎপত্তি হইয়াথাকে তাহা অযোগ্য ভৃত্যগণের বেতনেই পর্য্যাপ্ত হয়, নগরের শোভা বৃদ্ধি কি রূপে হই[illegible] অতএব ব্যয় লাঘব ও উপযুক্ত ক[illegible] নিয়োগ করিয়া কর্ম্ম সমাধা [illegible] ইহাইপুনঃ২ প্রার্থনীয়।

ইংরাজী পত্র পাঠে অবগতি হইল নাগপুর রাজ্যাভিলাষী আপা সম্যাসী ৬মে তারিখে অবশেষ রণক্ষেত্রে আঘাত পাইয়া ধৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার অনুচরেরাও অনেকে সমরশায়ী হয়, ছিজোলা বিগড একদিনে ২০ক্রোশপথ গমন করিয়া যৎকালে আপা চারি শত রোহিলা সৈন্য লইয়া নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতেছিলেন তৎসময়ে বৃটিস পক্ষীয় সেনানী পরিচালিত নেজামীয় সৈন্যগণ তাঁহারদিগের উপর আক্রমণ করিলে তাঁহারা পলায়নের পথ পান নাই, তাহাতেই সমরাস্ত্রে রণস্থলে নেজাম পক্ষীয় কতিপয় বৃটিস সৈন্যাধ্যক্ষ আহত হইয়াছেন, ব্যক্ত হয় হায়দ্রাবাদের কয়েক জন জমীদার এই উপদ্রবের প্রতি পোষক ছিলেন তাঁহারদিগের সন্ধানের এবং দমনের কি উপায় করা যাইবেক তাহা নিশ্চিত হয় নাই।

আগ্রা মেসেঞ্জর পত্রে লেখে গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় চূড়ান্তানুমতি পর্য্যন্ত লাহোরীয় রাজা লালসিংহ যিনি সম্প্রতি আগ্রার কারাগারে বন্দী আছেন তাঁহার মাসিক পেনসিয়ন বন্ধ থাকিবেক, কিন্তু আমরা এতদ্বার্ত্তার সত্যাসত্যতা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না এবং লালসিংহ কি অভিনবাপরাধে অন্নাচ্ছাদনে বঞ্চিত হইবেন তাহা জানা যায় নাই, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট অকারণ এমত নিষ্ঠুরতা ও কৃপণতা করিবেন আমারদিগের সহসা এমত বিশ্বাস হয় না।

প্রকাশ হইয়াছে লাহোরীয় দুর্ভাগ রাণী বৃটিস প্রহরী বেষ্টিতা হইয়া পনর্ব্বার চুণার দুর্গে আনীতা হইবেন, ইহাতেই বুঝিতে হইবেক নেপালীয় রাজ দরবার বৃটিস ভয়ে তাঁহাকে আশ্রয় দানে সাহসী হন নাই, রাজমহিলার দুঃখের চূড়ান্ত হইয়া ও অবসান হইতেছে না, রাজ্যচ্যুতা এবং কারাভুক্তা করি[illegible] তাঁহার প্রতি বৃটিস কোপ নিবা[illegible]রিত হয় না, হায় ইহা কি পরিতাপের [illegible] রাজ্ঞীর যে সকল বিভবাদি তাঁহা[illegible]র সহিত ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্রোক করিয়াছেন এসম্বাদ পূর্ব্বে প্রকাশ হয় অতএব ইহা সত্য হইলে রাজাঙ্গনার ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট হইল, রাণী নেপাল হইতে আনীতা হইয়া তাঁহার পুত্রের সহিত একত্রে থাকিতে পারেন কি না দেখিতে হইবেক।

অসম্ভব চুরী।

আন্দুলাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর শ্রীমান রাজকুমার বাহাদুরের শুভ বিবাহ দিবেন এজন্য প্রায় দুইমাস হইল কলিকাতার পূর্ব্বাংশ বাহির মৃজাপুরের বাগান বাটীতে আসিয়া জহরাৎ ইত্যাদি নির্ম্মিতাভরণাদি পরিষ্কার করাইতেছিলেন, গত বৃহস্পতিবারে রাজা বাহাদুরের কিঞ্চিৎ পীড়ানুভব হয় অতএব ছোট বড় দুইটা টিনের বাক্স এবং কাষ্ঠময় একটা ক্ষুদ্র বাক্স লৌহ সিন্ধুকে উঠাইয়া রাখিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিতে পারেন নাই, ঐ তিন বাক্স তাঁহার খাটের নীচেই ছিল, কিন্তু এমত আশ্চর্য্য চুরীর সমাচার প্রায় শ্রবণ গোচর হয় নাই, রাজা বাহাদুর যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন তাহার দক্ষিণ দ্বারে চারি জন উত্তর দ্বারে চারি জন সিপাহী গুলী পূর্ণ বন্দুক এবং খোলা তলবার সহিত পাহারা দিয়াছে ইহাতেও ২২৫৬৫ টাকা চারি আনা মূল্য নির্দ্দিষ্ট হীরা পান্না চুণী মুক্তাদি পরিপূর্ণ ঐ তিন বাক্স চুরী হইয়াছে, তৎপরদিনে রাজা বাহাদুর কলিকাতার পোলীসে এবং চব্বিশ পরগণার পোলীসে দ্রব্যাদির তালিকা সহিত সমাচার দেন এবং আমারদিগের নিকটেও শনিবার প্রাতঃকালে বিজ্ঞাপন করিতে ঐ তালিকা প্রেরণ করেন, আমরা গত শনিবারে অতিরেক ভাস্করে তাহা প্রকাশ করিয়া ঐ দিবসীয়সায়াহ্ন কালে রাজা বাহাদুরের বাগানে গমন করি, আমারদিগের গমনের কিঞ্চিৎ কাল পরেই মাণিকতলার উপযুক্ত থানাদারের দুইজন চাপরাসি আসিয়া কহিলএইক্ষণে ইদ্রব্যাদি সহিত তস্করের ধৃত হইবে, আপনকার দ্রব্যাদি চিনিতে পারে এমত লোক সঙ্গে দিন, তাহাতে রাজা বাহাদুর একজন জহরী অর্থাৎযাহার প্রতি হীরা

পাম্রা ইত্যাদি পরিষ্কার করণের ভার ছিল, এবং বিশ্বাস যোগ্য প্রাচীন কর্ম্মকারক যিনি বহুকালাবধি রাজা বাহাদুরের সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়াছেন, এইদুইব্যক্তিকে দারোগারসঙ্গেপাঠাইয়া দিলেন, সেই উদ্যোগেই দুই তস্কর ধৃত হয় এবং তাহারাই বড়বাজারের সুপারী পটীতেদুইদোকানদেখাইয়াদিয়াএসকল দোকানে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছে এইকথা কহে, ইহা শ্রবণ মাত্র দোকানিরা পলায়ন করিয়াছিল, মাণিকতলার দারোগা কলিকাতার পোলীসের সহযোগে সে রাত্রিতে দোকানে পাহারা রাখিয়া গমন করেন এবং চোরেরা কারাগারে প্রেরিত হয়।

পর দিন রবিবার দারোগা ঐ দোকান ঘরের লৌহ সিন্দুক এবং অন্যান্য সিন্দুক বাক্স ইত্যাদি তাবৎ দেখিলেন কিন্তু রাজা বাহাদুরের কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না, অতএব দলবল সহিত তথা হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাইয়া ঐ দোকানদারকে ধৃত করিলেন, এবং চোরদিগের দ্বারা রাজা বাহাদুরের বাগানের নিকটস্থ এক বাগানের পুষ্করিণী হইতে গাড়ু ডাবর গামছা উঠাইয়া লইয়াছেন, যাহা হউক, দুই জন চোর ধৃত হইয়াছে ইহা যথার্থ, কিন্তু এই বারে মাণিকতলার দারোগার চালাকী দেখিতে হইবেক।

বালিকাদিগের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাবধি গত শনিবার পর্য্যন্ত আমরা ঐ বিদ্যালয়ের আনুকূল্য পক্ষেই লিখিয়াছি, এবং ইচ্ছা আছে আরো লিখিব কিন্তু ইহাতে প্রাচীন মতাবলম্বি হিন্দু মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন তাহারদিগের প্রতি যে স্নেহ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নবীন মতের পোষকতা করিতেছি, অতএব প্রাচীন মতস্থ মহাশয়গণকে নিবেদন করি আমরা তাঁহারদিগের বিপক্ষ নহি, এই দেশ আমারদিগের জন্মভূমি, এতদ্দেশীয় লোকেরাই আমারদিগকে লালন পালন করিয়াছেন, স্বদেশীয় বান্ধবগণের কৃপাতেই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, এবং ভাস্কর পত্রের আরম্ভাবধি এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়মান্য লোকেরাই অধিকানুকূল্য করিলেন, অতএব আমরা এমত যতদুপকার ভুলি নাই, এবং বাক্রোধ পর্য্যন্তও ভুলিব না, আমরা কি স্বদেশের আচার ব্যবহার জানি না, আমারদিগের দেশস্থ সম্ভ্রান্ত কুলজা বালিকারা কখনও রাজপথে বাহির হয়েন না, পিতা কিম্বা ভ্রাতাদি রক্ষকগণের উপবেশন গৃহ অর্থাৎ বৈঠকখানাতেও অধিক লোক দেখিলে আইসেন না, কলিকাতা নগরীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা প্রায় সকলেই আমারদিগকে অনুগ্রহ করেন, এজন্য সকলের বাটীতেই আমারদিগের গমনাগমন আছে, কিন্তু তাঁহারদিগের বালিকাগণকে দুগ্ধপোষ্য কালে দেখিয়াছি, সাত আট বৎসরীয়া বালিকাগণ যাঁহারা বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন এমত কোন মান্যকুল বালিকাকে বহির্বাটীতে দেখি নাই, মান্যবর হিন্দু মহাশয় দিগের মধ্যে পূর্ব্বাপর যে রূপ নিয়ম আছে যেং বেথুন সাহেব যদি সেই প্রকার নিয়মানুসারে বালিকাদিগের শিক্ষালয়ের নিয়ম করেন তবে মান্য হিন্দু মহাশয়েরাও বালিকাগণকে বিদ্যাগারে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু এবিষয়ে মান্য হিন্দু মহাশয়দিগের নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকারি মহাশয়েরা বালিকা শিক্ষার নিয়মসকলস্পষ্টলিখিয়াআমারদিগের নিকট প্রেরণ করুন, আমরা তাহা প্রকাশ করিলে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহাশয়েরা, তাহার দোষ গুণ বিবেচনা করিবেন, এবং প্রাচীন মতাবলম্বি হিন্দু মহাশয়গণকেও নিবেদন করি এবিষয়ে তাঁহারদিগের যাহা অভিপ্রেত হইয়া থাকে তাহা লিখিয়া আমারদিগের নিকট পাঠাইবেন আমরা তাহাও প্রকাশ করিব।

প্রেরিতপত্র।

সুজন মনোরঞ্জন শ্রীযুক্ত সম্বাদ ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, মজিলপুর নিবাসি ধনাঢ্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন দত্ত মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ নৈহাটী নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের পুপ্র অথচ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সুপাত্রের সহিত গত বৈশাখ মাসের চতুর্থ দিবসীয় যামিনী যোগে অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পাদন হইয়াছে, ঐ শুভ কর্ম্মোপলক্ষে সমাগত হইয়া তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত আমি এই গ্রামে উক্ত দত্ত বাবুর নূতন মনোহর উদ্যানে বাস করিয়া এতদ্দেশস্থ ব্যক্তি সকলের সুসম্ভাষণে সদালাপে যে পর্য্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা লেখনী মুখে ব্যক্ত করিতে পারি না, উল্লেখিতদত্ত বাবু এবং তাঁহার বয়ঃ কনিষ্ঠ পিতৃব্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দত্ত বাবু অতি তরুণ বয়স্ক, কেবল যৌবনের সোপানে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু স্বভাবতঃ নানাবিধ সৎকর্ম্মে সতত রত থাকায় প্রবীণের ন্যায় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, দেশস্থ লোকের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ আছে, ইহাঁরদিগের যত্নদ্বারা উক্ত গ্রামে গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়, এবং তদুন্নতি কল্পে সাপ্তাহিক এক সভা, এবং তৎ সংলগ্ন এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া প্রায় দুই শত বালক অধ্যয়ন করিতেছে, বাবুদিগের মর্য্যাদক স্বভাবে ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্মে দান ও অতিথি সেবা ইত্যাদি সৌজন্য গুণে দেশস্থ কি অধীন কি স্বাধীন সকলেই বশীভূত ও বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন এই সকল কারণে কমলা ইহাঁরদিগের সৌভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু করিয়াছেন, বাবু দিগের জ্ঞাতিগণ শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণদত্ত, তারাচাঁদ দত্ত এবং বৃজনাথ দত্ত প্রভৃতি যাঁহারা বৃদ্ধ শ্রেণীতে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের সহিত আলাপ হওয়ায় আরো অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেহেতু অন্যান্য দেশের প্রাচীনগণ যেমত বিবাদ বিসম্বাদ দলাদলী লইয়া ঢলাঢলী করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের চিত্ত সদনে সে সকল কুসংস্কার তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা যে সময়ে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন যদিচ সে সময়ে এসময়ের ন্যায় শিক্ষার সুপদ্ধতি ছিল না, তথাপি স্বীয়২ বুদ্ধির প্রভাবে সুকৃতী সুবক্তা ও সরল স্বভাব হইয়াছেন, উক্ত পাঠশালার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ উদ্যোগী ও উৎসাহী দৃষ্ট হইলেন তাহাতে উক্ত প্রাচীন মহাশয়দিগকে বালকবর্গের সৌভাগ্যোপার্জ্জক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইল, যে পর্য্যন্ত ঐ প্রাচীন মহাশয় দিগের সহিত আমার আলাপ না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত আমি জ্ঞান করিয়াছিলাম ঐ সকল বৃদ্ধ লোক বয়সানুযায়ি বুদ্ধি বিশিষ্ট হইবেন, কিন্তু চাক্ষুষ ও বাক্যালাপ হইবায় আমার মনের অন্ধকার দূর হইয়াছে, বিশেষতঃ দেবনারায়ণ দত্ত মহাশয় যাঁহার বয়স অনুমান ৬৫ বৎসরের ন্যুন নহে, তাঁহার এমত পবিত্র প্রিয় বাক্য যে তাহা শ্রবণে আনন্দ জন্মে, এবং তাঁহার কোমল বক্তৃতা দ্বারা বিরস অন্তঃকরণকে উৎসাহের সহিত সুরস করিতেপারেন, দেশের মধ্যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিলে তৎপক্ষে আন্তরিক আহ্লাদিত হয়েন এবং সাধ্যানুসারে চেষ্টা ও পরিশ্রমাদিকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকেন, জগদীশ্বর তাঁহার মনের মত ধন প্রদান করেন নাই তথাচ তিনি কখন কাহার নিকট ঋণী হয়েন না, এবং উপজীবিকার অভাব মোচনের প্রত্যাশায় প্রবাসে বাস ও পরোপাসনা করেন না, পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, এবং তৎপুত্র কর্ত্তৃক যখন যাহা সংগ্রহ হয় তদ্দারা পরিবার সকলের প্রতিপালন এবং যথাসম্ভব দেব পিতৃ কীর্ত্তি সম্পন্ন করিয়া সন্তোষযুক্ত থাকেন, তিনি কোন বিষয়ে আশাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন না, কহেন যে আশা ভগ্ন হইলে অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হয়, সুতরাং দিবসের অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক অঋণী অপ্রবাসী ও [illegible]নধীন যে আছি ইহাতেই পরম সৌভাগ্য স্বীকার করি, হে সম্পাদক মহাশয়, আমি অনেক দিবসাবধি এই মজিলপুর গ্রামে বাস করিয়া যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতে প্রতি শব্দের সহিত আনন্দরস নিঃসৃত হইতে থাকে, এসকল বিষয় মহাশয়কে নিবেদন করার তাৎপর্য্য এই যে এই দৃষ্টান্তানুসারে সর্ব্বদেশস্থ প্রাচীন ব্যক্তিগণ আপনাপন গ্রামস্থ গণকে বিদ্যাদানে এবং সকলের সহিত সদালাপে ও সদনুষ্ঠানে উৎসাহ দানে প্রবৃত্ত হইয়া এতদ্দেশস্থ লোকেরদের ন্যায় যশস্বী হইবেন।

কস্যচিৎ ভাস্কর পাঠকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রত্যুষকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ [illegible]বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোযান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেরাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

২০ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৬ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৪ জ্যৈষ্ঠ শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র [illegible]ক্ষা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা অনেকবিষয়ে নিকটস্থ কোনযুব মাজিস্ত্রেট সাহেবের সুখ্যাতি লিখিয়াছি এবং ভরসা করি তাঁহার যৌবকর্ম্ম দ্বারা তুষ্ট হইয়া আরো প্রশংসা লিখিব, অতএব প্রিয় মাজিস্ত্রেট সাহেবকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করি উত্তর প্রদানে আপ্যায়িত করিবেন।

মাজিস্ত্রেট সাহেব কি তাঁহার নাজীরের সহিত একত্র বসিয়া কখন২ উভয়ে মদ্যপান করেন, এবং মদ্যপান কালে কি নাজীর কখন২ বলিয়া থাকেন,, সাহেব তুমি ছেলেমানুষ এদেশের কি জান, আমি যাহা বলি সেইরূপ চল,, আমারদিগের বিশ্বাস হয় না সিবিলশ্রেণীস্থ মাজিস্ত্রেট সাহেব এক ক্ষুদ্র ভৃত্যকে নিকটে বসাইয়া মদ্য দিয়া থাকেন, এবং ঐ ব্যক্তি সাহেবকে বালক বলিয়া তুচ্ছ করিলে সাহেব তাহা সহ্য করেন এই কারণ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রশ্ন করিলাম।

এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি জেলার অধীন বাগনান থানার অন্তঃপাতি পার্ব্বতীপুর গ্রামস্থ মধুসূদন ঘোষের বাড়ীতে সম্প্রতি ডাকাইতী হইয়াছে কি না, এবং ঐ ডাকাইতির পূর্ব্বে ঘোড়াবাগান নিবাসি দস্যুদলপতি স্বরূপ দলুই, এবং সম্প্রতি টালীগঞ্জ নিবাসি দস্যু দলাধ্যক্ষ রাজু বৈরাগী, যাদু ডোম প্রভৃতি কয়েকব্যক্তি গোয়েন্দা হইয়া ঐ মাজিস্ত্রেট সাহেবের সাক্ষাতে জানাইয়াছিল কি না পার্ব্বতীপুরের মধুসূদন ঘোষের বাটীতে ডাকাইতী হইবে, এবং তাহার দিগের নিবেদনানুসারে মাজিস্ত্রেট সাহেব তাঁহার প্রিয় নাজীরকে ঐ ডাকাইতী নিবারণার্থ যাইতে বলিয়াছিলেন কি না, মাজিস্ত্রেট মহাশয় আপাতত এই কয়েকটী কথার উত্তর করুন, আর২ জিজ্ঞাস্য পরে প্রচার করিব।

শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেট মহাশয় যে নাজীরের সহিত পরামর্শ করেন সে নাজীরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হয়, মাজিস্ত্রেটের প্রিয় ব্যক্তিকে আমারদিগের অপ্রিয় বলিতেপারি না অতএব নাজীরকেও কয়েক বিষয় জিজ্ঞাসা করি।

স্বরূপ দলুই দস্যুদলপতির সঙ্গে ফকীর উড়ে, নবীন উড়ে, তিতু বাগ্দী ইত্যাদি আটজন, রাজুবৈরাগি দস্যুদলপতির সঙ্গে টালীগঞ্জ হইতে ৫জন, ইহারা চাঁদপাল ঘাটে নৌকা করিয়া পার্ব্বতীপুরে মধুসূদন ঘোষের বাড়ীতে ডাকাইতী করিতে গিয়াছিল কি না, এবং নাজীর ২৫০ টাকা দিয়া ঐ সকল লোককে ডাকাইতী করিতে পাঠাইয়াছিলেন কি না, রাজু বৈরাগির পূর্ব্ব নিবাস বাগনান, তদঞ্চলীয় ১৫ জন দস্যুকে মধুসূদন ঘোষের বাড়ীতে ডাকাইতী করণার্থ রাজু অগ্রে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কিনা, সাহেবের নাজীর স্বরূপ দলুই এবং রাজু বৈরাগির খাপেলা অর্থাৎ দলকেঅগ্রেপাঠাইয়া ডাকাইতধৃতকরণার্থ মাজিস্ত্রেটের আজ্ঞা লইয়া পার্ব্বতীপুরে গিয়াছিলেন কি না, এবং মধুসূদন ঘোষের বাটীতে যখন দস্যুরা প্রবেশ করে তখন স্বরূপ দলুই ও রাজু বৈরাগী ঘাটীর পাহারায় থাকে, নাজীরকে দেখিবামাত্র তাহারা ঘাটী ছাড়িয়া দেয়, নাজীর যাইয়া মধুসূদনের বাটী বেষ্টন করিয়া বাটীর ভিতরের দস্যুদিগের উপর তলবার চালান, বাগনানের দস্যুরা জানিত না গোয়েন্দাদিগের সহিত নাজীরের যোগ আছে, অতএব নাজীর যেমন তলবার দেখাইলেন তেমনি তাহারাও অস্ত্রধারণ করিল, ইহাতে উভয়পক্ষেই তুল্যসংখ্যক লোক আহত হয়, এবং অন্তঃপুর প্রবিষ্ট দস্যুদল যাহারা রাজু বৈরাগির প্রতি বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা বুঝিতে পারিল ইহাতে ষড়যন্ত্র আছে অতএব তাহারা যেমন পলায়ন করিবে অমনি নাজীর তাহারদিগকে বন্ধন করেন, এবং স্বরূপ দলুই ও রাজু বৈরাগির নিজের লোক যাহারা চাঁদপালঘাটে নৌকাভাড়া করিয়া নাজীরের অগ্রে গিয়াছিল নাজীরতাহারদিগকে ছাড়িয়াদেন, অধিকন্তু পরদিনে নাজীর মধুসূদন ঘোষকে বন্ধন করিয়া কহিলেন তোমার বাটীতে যাহারা ডাকাইতী করিতে আসিয়াছিল তাহারদিগকে ধরিয়া দিলাম তুমি আমাকে বিদায় কর, যদি টাকা না দেও তবে তোমার স্ত্রীপুত্রাদি পর্য্যন্ত চালান করিব, এই সকল ভয় দেখাইয়া উক্ত ঘোষের স্থানে ৭০০ টাকা লইয়া নাজীর বিদায় হইলেন, এবং মাজিস্ত্রেটের সাক্ষাতে আসিয়া কহিলেন তাঁহার ভাগিনেয় যুদ্ধ করিয়া দস্যু ধরিয়াছে,

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহাতেই নাজীরের ভাগিনেয়কে একথানার দারোগা করিয়া দিয়াছেন, অতএব নাজীরকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি এই সকল বিষয় সত্য কি না ব্যক্ত করিবেন, মাজিষ্ট্রেটের অধিকারে অন্যান্য যেসকল ডাকাইতী হইয়াছে তদ্বিষয়েতেও আমারদিগের অনেক জিজ্ঞাস্য আছে তাহা পরে প্রকাশ করিব।

গত বুধবাসরীয় রজনী সাড়ে সাত ঘটিকাকালে হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষাগারে এক সভা হইয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বান্ধবেরা সকলে উপস্থিত হইল সর্ব্বসামঞ্জস্যে শ্রীযুত বেথুন সাহেবসভাপতিহইয়াপ্রায় একঘণ্টার অধিককালবক্তৃতাকরেন, তৎপরে বাবু রামগোপাল ঘোষ ও বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা সমাধানন্তর বেথুন সাহেব পুনর্ব্বক্তৃতার দ্বারা সভ্য সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন টুপী হইতে কাগজ মণ্ডিত এক তাজ এবং একটী থলে বাহির করিলেন, সভ্য মহাশয়েরা তাহা দর্শনে হর্ষ জ্ঞাপন করিয়াছেন, বাবু রামগোপাল ঘোষের কন্যা এতদ্দেশীয় লোকেরদের ব্যবহার্য্যানুরূপ ঐ সুদৃশ্য নবীন তাজ ও ক্ষুদ্রথলে সেলাই করিয়াছেন, ইহাতে সকলেই রামগোপাল বাবুর কন্যার ধন্যবাদ করিলেন, এবং তৎপরেই সভা ভঙ্গ হইল।

উক্ত সভাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বান্ধবেরা কেহ২ আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন গত মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছি তাহাতে তাঁহারদিগের অনুভব হয় প্রাচীন মতাবলম্বি ধনি হিন্দুগণ যাঁহারা বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিরুদ্ধাচার করিতেছেন তাঁহারদিগের মধ্যেই কেহ২ আমারদিগকে ভয় দেখাইয়া থাকিবেন এই কারণ আমরা প্রাচীন মতাবলম্বি দিগের তোষামোদার্থ ঐ প্রস্তাব লিখিয়াছি অতএব আমরা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করি।

আদৌ বক্তব্য এই যে প্রাচীন মতস্থ হিন্দু মহাশয়েরা কি আমারদিগের বন্ধু নহেন, বালিকাদিগের শিক্ষালয়ের বিষয়ে তাঁহারদিগের কিং সন্দেহ আছে তাহা ব্যক্ত করণের উপায় নাই, চন্দ্রিকা পত্রে তাঁহারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইত, চন্দ্রিকা সম্পাদক ভীত হইয়া ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়গণকে দুঃখী করিয়াছেন, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষকে ধর্ম্মসভারঅধ্যক্ষেরা অনুরোধকরিবেননা প্রাচীন মতস্থ হিন্দুমহাশয়দিগের অভিপ্রায়হিন্দু ইন্টেলিজেন্সরপত্রে প্রকাশপাইবেক না কিন্তু তাঁহারদিগের অভিপ্রেত জানাঅবশ্যকএইকারণআমরালিখিয়াছি প্রাচীন মতাবলম্বিহিন্দু মহাশয়দিগের যাহা বক্তব্য থাকে তাহা লিখিয়া আমারদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহাও প্রকাশ করিব, এতদ্ভিন্ন আর কোন কারণ নাই, কেহ ভয় দেখাইলে আমরা ভীত হইব এবং তাহাতেই আমারদিগের সত্য মত পরিত্যাগ করিব ইহা কেহ বিশ্বাস করিবেন না, আমারদিগের প্রথমাবস্থাবধি এপর্য্যন্ত কি কেহ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন কথন কোন বিষয়ে মত পরিবর্ত্ত করিয়াছি, আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথা সাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্য ও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞানকরি ইহাতে দানবকেই ভয়করি না মানবকোথায় আছেন, আরসদ্বংশ্য যব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণকরেননা জ্ঞানান্বেষণপত্রযন্ত্রারূঢ়হইলেপর জ্ঞানান্বেষণেরশিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানানুষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই "এহি জ্ঞান মনুষ্যাণাং মজ্জান তিমিরংহর। দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপিসংহর,, গৌড়ীয় ভাষায় পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি,, বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমনাদয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন।লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার ॥ এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেইভাবের ভাবক আছি, সহস্র২ কি লক্ষ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব, বিশেষত বালিকাদিগের বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে আমারদিগের একপ্রকার সঙ্কল্প সিদ্ধি হইয়াছে, যেহেতুক বালিকাগণের বিদ্যা শিক্ষার বিপক্ষ কেহ প্রকাশ হয়েন নাই, ধর্ম্মসভার সভাপতি রাজদ্বয় অর্থাৎ রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বেথুন সাহেবের সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বিপক্ষ নহেন, এবং অন্যান্য মান্য লোকেরাও স্বং নিলয়ে বালিকাগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন, অতএব সকলের অভিমত হইয়াছে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষা হয়, তবে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন কি না এইবিষয় বিবেচনা হইতেছে, অতএব আমরা প্রাচীনমতস্থ হিন্দু মহাশয়গণকে নিবেদন করিয়াছি তাঁহারদিগের মনেরভাব স্পষ্ট লিখিয়া আমারদিগের নিকটপাঠাইবেন, আমরা তাহা প্রকাশ করিব, এবং বোধ করি মেং বেথুন সাহেবের অভিপ্রায়ও এই, অতএব আমরা যে পথে চলিয়াছি ইহাতে আমারদিগের কর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হইবেক না।

আমারদিগের মহারাজ্ঞীর জন্ম তিথ্যুপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার রজনীযোগে এতন্নগরীয় গবর্ণমেণ্ট হৌসে তদুৎসব প্রকাশিকা এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজ ও বিবিগণের ভোজ হয়, অবগতি হইল এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক সমূহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, আমারদিগের মান্য বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল ভিন্ন রাজ্যস্থ উকীলেরা শ্রীযুত ডেপুটি গবর্ণরের নিকট অপরিচিত বিধায় শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের যোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাদালাপ করেন, এবং আমারদিগের বন্ধু বাবু রামগোপাল ঘোষকে মান্যবর বেথুন সাহেব শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরেরসহিত এইরূপ [illegible] আলাপ করাইয়া দেন " আমার [illegible] মাত্মীয় এই বাবু রামগোপাল আপ[illegible]র অপরিচিত বিধায় আমি ইঁহার প[illegible]চয় দিতেছি, ইনি মান্যবংশ্য বিদ্বান[illegible] দেশ হিতাকাঙ্ক্ষি মহদ্ব্যক্তি অতএ[illegible]নি আমারদিগের আদরযোগ্য,, শ্রীযু[illegible] এতৎ শ্রবণে উক্ত বাবুকে সমাদরে [illegible]৭ করিয়াছেন।

বিবিধ সমাচার।

ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল [illegible]হৌরে আজ্ঞামাত্র গমন করিতে[illegible]রে এমত এক বিগ্রেড সৈন্য প্রস্তু[illegible] করণের কল্প হইতেছে, এতদ্বাস্তা[illegible] থায় উপদ্রব ঘটনারশঙ্কা হয়, কিন্তু[illegible] ক্ষণে জানাগেল জেনরল গিলবর্ট [illegible] সৈন্য প্রস্তুত করণের আবশ্যক[illegible] জ্ঞান করেন নাই, পঞ্জাব রাজ্যের [illegible] ধান কর্ম্মচারি লরেন্স সাহেবও [illegible] মত ব্যক্ত করিয়াছেন, অতএব ক[illegible] হইবেক অকারণ পরিশ্রম হইতে [illegible] দল সৈন্য মুক্তি পাইল।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ম[illegible]ল লাইট পত্রের ফিরোজপুরস্থ স[illegible] দাতার লিপ্যনুসারে আমরা লিখি[illegible] ছিলাম রাজা সেরসিংহ পলায়ন প[illegible] য়ণ হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরের স[illegible] তাহার অলীকত্ব প্রকাশপায় তদনন্ত[illegible] পুনর্ব্বার এইরূপ প্রচার হইবায় শ্রীযু[illegible] মেনসন সাহেব এবং মেষ্টর জান লরে[illegible] উক্ত সরদারের পলায়ন সমাচারে বি[illegible] য়বার প্রত্যয় করিয়া অকস্মাৎ তাঁহা[illegible] বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ত[illegible] য় শান্তস্বভাব দর্শন করিয়াছেন। ব্য[illegible] হয় শ্যামসিংহ নামক এক শীকসর[illegible] র সের সিংহের প্রতি দ্বেষভাবে এই [illegible] থ্যা জল্পনা করেন, অভিপ্রায় এই [illegible] সের সিংহের প্রতি বৃটিস আশঙ্কা [illegible] কোপ উপস্থিত হয় তাহা হইলে সে[illegible] সিংহ অবরুদ্ধ হইবেন।

বোম্বে টেলিগ্রাফ পত্রপাঠে জান[illegible] যায় লার্ড ডেলহৌসী অনুজ্ঞা করিয়া[illegible] ছেন বৃটিস জাতীয়াঙ্গনাগণ পঞ্জাব রা[illegible] জ্যের নানা স্থানে না থাকিয়া লাহোর[illegible] রাজধানী অথবা জলেন্দ্র স্থানে ত্বরায়[illegible] আইসেন, শ্রীযুতের এতদাদেশের হেতু[illegible] ব্যক্ত হয় নাই কিন্তু অনুমান হইতেছে[illegible] ইহা সতকতা জন্য হইবেক, অর্থাৎ প[illegible] ঞ্জাবরাজ্যে পুনরুপদ্রব উপস্থিত হইলে[illegible] বিবিরা শত্রু দিগেরহস্তে পতিতানাহয়ে[illegible]ন, কেহ২ কহেন একং সেনাপতি [illegible] রাজনা সহ এক২ অট্টালিকায় বাস না করিয়া বিবিরা লাহোরে অবস্থিতা হইলে তত্তাবৎ অট্টালিকায় যোদ্ধারা বাস করিতে পারেন, পঞ্জাব রাজ্যে বৃটিস সৈন্যের বাসোপযুক্ত অধিক গৃহ নাই এজন্য এই প্রখর গ্রীষ্মকালে তাহারদিগেরযন্ত্রণা হইতেছে,গবর্ণরজেনরল তন্নি[illegible]রণাকাঙ্ক্ষায়এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

কলিকাতা পোলীসের নবীন সুপ্রি[illegible]ণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় আবেদকগণের প্রতি [illegible]আদেশ করিয়াছেন তাঁহারা আপনার[illegible]দিগের নিবেদনাদি ইংরাজী, বাঙ্গালা, [illegible]পারসী যে কোন ভাষাতে হউক লিখি[illegible]বেন কিন্তু তাহা স্পষ্ট ও ভাব ব্যক্ত লে[illegible] হয়, লেখার অর্থ সঙ্গতি না হইলে [illegible]তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন না, অধিকন্তু [illegible] মহাশয় পোলিস সম্পর্কীয় লোকে[illegible]দের কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতা বুঝাই[illegible]ছেন, এবং স্বয়ং নগর ভ্রমণ করি[illegible]তেছেন, এতৎ শ্রবণে আমরা সুখী হই[illegible]ম এবং ভরসা করি এই নিয়মের দো[illegible]গুণ শীঘ্র প্রত্যক্ষীভূত হইবেক।

আমরা খেদিত হইয়া প্রকাশ ক[illegible]রিতেছি বোম্বাই রাজ্যস্থ মান্যতম [illegible]জিভাই দাদাভাই নামক প্রসিদ্ধ পা[illegible]সি মহাজনের মৃত্যু সমাচার প্রচার হ[illegible]য়াছে, এই মহাত্মা ব্যক্তি সৎকর্ম্ম দ্বা[illegible] সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং [illegible]কালেও স্বজাতীয় দরিদ্র লোকের [illegible]র উপকারার্থ দুই লক্ষ মুদ্রা দান ক[illegible]রিয়া যান, তাঁহার চারি পুত্র ও তৎ ম[illegible]নীত আর চারি জন যোগ্যপাত্র এই [illegible]ধনে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করি[illegible] পরিমিত রূপে তাহার সুদ সদ্ব্যয় [illegible]বেন, জিজিভাই দাদাভাই মহাশয় [illegible]বদ্দশায় সকলের অন্তঃকরণে যদ্রূপ [illegible]প্রৎ ছিলেন এই সৎকর্ম্ম দ্বারা ইহা[illegible]রেও তদ্রূপ বিরাজমান থাকিবেন।

[illegible] ফেণ্ডঅফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহা[illegible] তাঁহার গত পত্রে পঞ্জাব রাজ্যের [illegible]তি পক্ষে সপক্ষ বাক্য লিখিয়া ক[illegible] ভারতবর্ষের অবস্থা শোধনে গবর্ণ[illegible] তাচ্ছল্য করিতেছেন এবং এতদু[illegible]ক্ষে আক্ষেপোক্তিও লিখিয়াছেন, [illegible]তে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হ[illegible]ছি, সম্পাদক মহাশয় কহেন ৯২ [illegible]র হইল ভারতবর্ষ কোম্পানির হ[illegible]স্ত হইয়াছে ইহাতে প্রায় চারি শত [illegible]য়ন পৌণ্ড রাজকর সংগ্রহ হয় কি[illegible]তাবৎ কালে রাজ্যের উন্নতি কল্পে ৫ মিলিয়ন পৌণ্ডও ব্যয় করেন নাই, এবিষয় দেখিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি ক্ষোভ না করিবেন, বন্ধুর লিখনানুসারে বোধ হইতেছে পঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট এক খাল খনন করিবেন, ঐখাল রাবী এবং চন্দ্রভাগা নদীর পার্শ্ব হইয়া মূলতান পর্য্যন্ত যাইবে, তাহা হইলে দোয়াব প্রদেশের জল কষ্টনষ্ট হইয়া ঐদেশ উর্ব্বরহইতেপারিবেক, অতএব এমত সুভানুষ্ঠানের ব্যাখ্যা করিয়া প্রার্থনা করি ইহা ত্বরায় সুসিদ্ধ হয়।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল পঞ্জাব রাজ্যের বার্ষিক রাজকর প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা হইবেক, কিন্তু ফ্রেণ্ড মহাশয় তদ্রাজ্যের রাজকর্ম্মচারিগণের পত্র প্রমাণে ঐ রাজ্যের এইক্ষণে উৎপন্ন এক কোটি পাঁচ লক্ষ মুদ্রা মাত্র নির্ণয় করিয়াছেন এবং শীক সরদারগণকে যাবজ্জীবন জন্য যেসকল জায়গীর প্রদান করা হইয়াছে তাহা সরদারগণের মরণান্তে গবর্ণমেণ্ট ভুক্ত হইলেতাহার রাজস্ব এক কোটি সত্তর লক্ষাপেক্ষা বৃদ্ধি হইতে পারে।

ব্যক্ত হয় মান্দ্রাজ রাজ্যের সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মকারকেরা তত্রস্থ গবর্ণর বাহাদুরের যোগে আমারদিগের গবর্ণর জেনরলের সমীপ এক আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে লেখেন পঞ্জাব রাজ্যে তাঁহারাও নিযুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু আমরা এবিষয়ে বলিতে পারি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না যেহেতু তথায় আর লোক নিযুক্ত করণের অপেক্ষা নাই।

কৃষ্ণনগরীয় ভূম্যধিকারিসভা।

বৈশাখ মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসীয় রজনীযোগে অগ্নিহোত্রি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের প্রাসাদে এক সভা হইয়াছিল ঐ সভার এক দীর্ঘ বিবরণ পত্র ডাকযোগে আমারদিগের নিকট আসিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলে এক দিবসের ভাস্কর পত্র পরিপূর্ণ হইবে, বিশেষতঃ সভা কোন বিশেষ কার্য্য করিয়াছেন এমত কিছুই দৃষ্ট হইল না, কেবল দুই ব্যক্তির বক্তৃতায় রাত্রি যাপন হইয়াছে তাহা প্রকাশে ফল কি, সভা মধ্যে বাক্যব্যয় করিতে অনেকে অগ্রসর হয়েন কিন্তু সাধারণ কার্য্যে অর্থ ব্যয় কালে প্রায় কেহ দেখা দেন না অতএব আমরা অনর্থক তাদ্বারা ভাস্কর পত্র পরিপূর্ণ ক[illegible] অক্ষম হইলাম।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৬৬২ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১০ মে।

বীরভূমের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি এ পেপর সাহেব জাইণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে নেস্মিথ সাহেব হুগলির মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল লারেন্সন সাহেব উত্তর পশ্চিম দেশে গমন করিতেছেন তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত ব্রিগেট মেজর জি এচ সুইনবি সাহেব দমদমার ডাকাধ্যক্ষ হইবেন।

১১ মে।

মেদিনীপুরের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি ব্রাইট সাহেব ১৮৩১সালের ৮ আইনের ২১ধারারনির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৫ মে।

শ্রীযুত এম লিটল সাহেব ত্রিপুরার আবকারীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেনএবং ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিচারার্থ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ সি গ্রাণ্ট সাহেব বাকরগঞ্জের আবকারীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন এবং ১৮৪০ সালের ২৫আইনের৩ধারার নির্দ্দিষ্টবিচারার্থ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

ছুটী।

১০ মে।

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশতার শ্রীযুত ই জে সি রিচার্ডসন সাহেব গত মাসের ২০ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্তএক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১১ মে।

জিলাহুগলীরজাহানাবাদের ঔষধালয়েনিযুক্ত সবআসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত বাবুদয়ালচাঁদ বসাক, যে তারিখে ছুটী লন সেইতারিখঅবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৫ মে।

কটকের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এম এস গিলমোর সাহেব দায়েরসায়েরী কর্ম্মে বালেশ্বর গমনার্থ বর্ত্তমানমাসের ৫তারিখেআপনার সিরিশতার কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন [illegible]বু [illegible]কান্ত বিদ্যাসাগরের প্রতি অ[illegible]ণ করেন।

[illegible]যুত এ জি মাকডনাল্ড সাহেব [illegible] মাসের ৮ তারিখে রঙ্গপুরের মাজিস্ট্রেটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত বি এচ কুপর সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

শ্রীযুত ডবলিউ টি টুটর সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে রঙ্গপুরের সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের স্থানে গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত এ জি মাকডনাল্ড সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে রঙ্গপুরের কালেক্টরী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত ডবলিউ টি টুটর সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত জে গ্রাণ্ট সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে আপন সিরিশতার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী গোলাম আসগরের প্রতি অর্পণ করেন।

সারিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কালীকুমার মল্লিক রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সূতানুটি পাতুরিয়াঘাটার খড়ুয়া পোস্তা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৬ নম্বর ইষ্টক নির্ম্মিত এক একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও রন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি যাহা খড়ুয়া পোস্তা নামে বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৫॥০ পাঁচ বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগের একাংশে রমানাথ ঠাকুরের বাটী ও ভূমি অপরাংশে খড়ুয়া পোস্তা। পশ্চিম ও উত্তর এবং পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার

সুতানুটির বাগবাজারের কাটাপুকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ২৷৷০ দুই বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মৃত রামকান্ত বসুর এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে হরচন্দ্র বসুর বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে হরিনারায়ণ ঘোষের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং সহর কলিকাতার মেছুয়াবাজারের কলাবাগান নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ১২৴ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রাস্তা। দক্ষিণ দিগে ভবানীচরণ দত্তের পুষ্করিণী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে আসমানি সারাঙ্গের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি।

৪ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগনার কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা ও একতালা গুদাম ঘর সকল আছে ভূমি অনুমান ৪০৴ চল্লিস বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যেস্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা যদ্দ্বারা রোস্তমজি পারসীর কুঠীতে যাওয়া যায়। পশ্চিম দিগে উক্ত রোস্তমজী পারসীর কুঠী উত্তর দিগে প্রাণনাথ চৌধুরীর এক খণ্ড ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা। }
১২ মে ১৮৪৯। }

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্তিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফপুরের শামিল নিজ মুনসেফপুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈসা যাহারকুলগাছি নাম বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত, মৌজা দশমেশ, মৌজা বরোবলদিয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা মকুন্তপুর, মৌজা দাকুলা, মৌজা গাডরা, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকমারি, মৌজা তারিণীনগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বেনাম ছোট আন্দলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবঙ্ক মৌজা গোঙ্গরা, মৌজা রাজিবপুর, মৌজা সন্তোষপুর, বনাম জপুর, মৌজা বাগয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুটীমারি, মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গেরাডোর গোপীনাথপুর, মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতামারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা সাহেবনগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ওখড়া পরগণার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিলও তন্মধ্যস্থিতযে এক দোতালা ইটক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক রাস্তা। দক্ষিণদিগে এবং পূর্ব্বদিগে পাল চৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২৴ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও খোপা হরি ধোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ ধারা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত এক তাহা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণদিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর একখণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮৴০ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিমদিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত বাটী। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ১০ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা। }
১২ মে ১৮৪৯। }

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবুজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

২০ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৬ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১৪ জ্যৈষ্ঠ শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়েরঅতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্রতিবৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নিৰ্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা অনেকবিষয়ে নিকটস্থ কোনযুব মাজিস্ত্রেট সাহেবের সুখ্যাতি লিখিয়াছি এবং ভরসা করি তাঁহার ধৌত কর্ম্মদ্বারা তুষ্ট হইয়া আরো প্রশংসা লিখিব, অতএব প্রিয় মাজিস্ত্রেট সাহেবকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি উত্তর প্রদানে আপ্যায়িত করিবেন।

মাজিস্ত্রেট সাহেব কি তাঁহার নাজীরের সহিত একত্র বসিয়া কখন২ উভয়ে মদ্যপান করেন, এবং মদ্যপান কালে কি নাজীর কখন২বলিয়া থাকেন,, সাহেব তুমি ছেলেমানুষ এদেশের কি জান, আমি যাহা বলি সেইরূপ চল,, আমারদিগের বিশ্বাস হয় না সিবিলশ্রেণীস্থ মাজিস্ত্রেট সাহেব এক ক্ষুদ্র ভৃত্যকে নিকটে বসাইয়া মদ্য দিয়া থাকেন, এবং ঐ ব্যক্তি সাহেবকে বালক বলিয়া তুচ্ছ করিলে সাহেব তাহা সহ্য করেন এই কারণ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রশ্ন করিলাম।

এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি জেলার অধীন বাগনান থানার অন্তঃপাতি পার্ব্বতীপুর গ্রামস্থ মধুসূদন ঘোষের বাড়ীতে সম্প্রতি ডাকাইতী হইয়াছে কি না, এবং ঐ ডাকাইতির পূর্ব্বে ঘোড়াবাগান নিবাসি দস্যুদলপতি স্বরূপ দলুই, এবং সম্প্রতি টালীগঞ্জ নিবাসি দস্যু দলাধ্যক্ষ রাজু বৈরাগী, যাদু ডোম প্রভৃতি কয়েকব্যক্তিগোয়েন্দাহইয়া ঐমাজিস্ত্রেটসাহেবের সাক্ষাতে জানাইয়াছিল কি না পার্ব্বতীপুরের মধুসূদন ঘোষের বাটীতে ডাকাইতী হইবে, এবং তাহারদিগের নিবেদনানুসারে মাজিস্ত্রেট সাহেব তাঁহার প্রিয় নাজীরকে ঐ ডাকাইতী নিবারণার্থ যাইতে বলিয়াছিলেন কি না, মাজিস্ত্রেট মহাশয় আপাতত এই কয়েকটা কথার উত্তর করুন, আর২ জিজ্ঞাস্য পরে প্রচার করিব।

শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেট মহাশয় যে নাজীরের সহিত পরামর্শ করেন সে নাজীরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হয়, মাজিস্ত্রেটের প্রিয় ব্যক্তিকে আমারদিগের অপ্রিয় বলিতেপারি না অতএব নাজীরকেও কয়েক বিষয় জিজ্ঞাসা করি।

স্বরূপ দলুই দস্যুদলপতির সঙ্গে ফকীর উড়ে, নবীন উড়ে, তিতু বাগ্দী ইত্যাদি আটজন, রাজুবৈরাগিদস্যুদলপতির সঙ্গে টালীগঞ্জ হইতে ৫জন, ইহারা চাঁদপাল ঘাটে নৌকা করিয়া পার্ব্বতীপুরে মধুসূদন ঘোষের বাড়ীতে ডাকাইতী করিতে গিয়াছিল কি না, এবং নাজীর ২৫০ টাকা দিয়া ঐ সকল লোককে ডাকাইতী করিতে পাঠাইয়াছিলেন কি না, রাজু বৈরাগির পূর্ব্ব নিবাস বাগনান, তদঞ্চলীয় ১৫ জন দস্যুকে মধুসূদন ঘোষের বাড়ীতে ডাকাইতী করণার্থ রাজু অগ্রে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কিনা, সাহেবের নাজীর স্বরূপ দলুই এবং রাজু বৈরাগির খাপেলা অর্থাৎ দলকে অগ্রেপাঠাইয়া ডাকাইতধৃতকরণার্থ মাজিস্ত্রেটের আজ্ঞা লইয়া পার্ব্বতীপুরে গিয়াছিলেন কি না, এবং মধুসূদন ঘোষের বাটীতে যখন দস্যুরা প্রবেশ করে তখন স্বরূপ দলুই ও রাজু বৈরাগী ঘাটীর পাহারায় থাকে, নাজীরকে দেখিবামাত্র তাহারা ঘাটী ছাড়িয়া দেয়, নাজীর যাইয়া মধুসূদনের বাটী বেষ্টন করিয়া বাটীর ভিতরের দস্যুদিগের উপর তলবার চালান, বাগনানের দস্যুরা জানিত না গোয়েন্দাদিগের সহিত নাজীরের যোগ আছে, অতএব নাজীর যেমন তলবার দেখাইলেন তেমনি তাহারাও অস্ত্রধারণ করিল, ইহাতে উভয়পক্ষে তুল্যসংখ্যক লোক আহত হয়, এবং অন্তঃপুর প্রবিষ্ট দস্যুদল যাহারা রাজু বৈরাগির প্রতি বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা বুঝিতে পারিল ইহাতে ষড়যন্ত্র আছে অতএব তাহারা যেমন পলায়ন করিবে অমনি নাজীর তাহারদিগকে বন্ধন করেন, এবং স্বরূপ দলুই ও রাজু বৈরাগির নিজের লোক যাহারা চাঁদপালঘাটে নৌকাভাড়া করিয়া নাজীরের অগ্রে গিয়াছিল নাজীরতাহারদিগকে ছাড়িয়াদেন, অধিকন্তু পরদিনে নাজীর মধুসূদন ঘোষকে বন্ধন করিয়া কহিলেন তোমার বাটীতে যাহারা ডাকাইতী করিতে আসিয়াছিল তাহারদিগকে ধরিয়া দিলাম, তুমি আমাকে বিদায় কর, যদি টাকা না দেও তবে তোমার স্ত্রীপুত্রাদি পর্য্যন্ত চালান করিব, এই সকল ভয় দেখাইয়া উক্ত ঘোষের স্থানে ৭০০ টাকা লইয়ানাজীরবিদায়হইলেন, এবং মাজিস্ত্রেটের সাক্ষাতে আসিয়া কহিলেন তাঁহার ভাগিনেয় যুদ্ধ করিয়া দস্যু ধরিয়াছে,

মাজিস্ত্রেট সাহেব ইহাতেই নাজীরের ভাগিনেয়কে একথানার দারোগা করিয়া দিয়াছেন, অতএব নাজীরকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি এই সকল বিষয় সত্য কিনা ব্যক্ত করিবেন, মাজিস্ত্রেটের অধিকারে অন্যায় যেসকল ডাকাইতী হইয়াছে তদ্বিষয়েতেও আমারদিগের অনেক জিজ্ঞাস্য আছে তাহা পরে প্রকাশ করিব।

গত বুধবাসরীয় রজনী সাড়ে সাত ঘটিকাকালে হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষাগারে এক সভা হইয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষায় বান্ধবেরা সকলে উপস্থিত হইল সর্ব্বসামঞ্জস্যে শ্রীযুত বেথুন সাহেব সভাপতি হইয়া প্রায় একঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা করেন, তৎপরে বাবু রামগোপাল ঘোষ ও বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা সমাধানন্তর বেথুন সাহেব পুনর্ব্বক্তৃতার দ্বারা সভ্য সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন টুপী হইতে কাগজ মণ্ডিত এক তাজ এবং একটী থলে বাহির করিলেন, সভ্য মহাশয়েরা তাহা দর্শনে হর্ষ জ্ঞাপন করিয়াছেন, বাবু রামগোপাল ঘোষের কন্যা এতদ্দেশীয় লোকেরদের ব্যবহার্য্যানুরূপ ঐ সুদৃশ্য নবীন তাজ ও ক্ষুদ্র থলে সেলাই করিয়াছেন, ইহাতে সকলেই রামগোপাল বাবুর কন্যার ধন্যবাদ করিলেন, এবং তৎপরেই সভা ভঙ্গ হইল।

উক্ত সভাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বান্ধবের কেহ২ আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন গত মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছি তাহাতে তাঁহারদিগের অনুভব হয় প্রাচীন মতাবলম্বি ধনি হিন্দুগণ যাঁহারা বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিরুদ্ধাচার করিতেছেন তাঁহারদিগের মধ্যেই কেহ২ আমারদিগকে ভয় দেখাইয়া থাকিবেন এই কারণ আমরা প্রাচীন মতাবলম্বিদিগের তোষামোদার্থ ঐ প্রস্তাব লিখিয়াছি অতএব আমরা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করি।

আদৌ বক্তব্য এই যে প্রাচীন মতস্থ হিন্দু মহাশয়েরা কি আমারদিগের বন্ধু নহেন, বালিকাদিগের শিক্ষালয়ের বিষয়ে তাঁহারদিগের কি২ সন্দেহ আছে তাহা ব্যক্ত করণের উপায় নাই, চন্দ্রিকা পত্রে তাঁহারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইত, চন্দ্রিকা সম্পাদক ভীত হইয়া ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়গণকে দুঃখী করিয়াছেন, হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষকে ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষের অনুরোধ করিবেন না প্রাচীন মতস্থ হিন্দু মহাশয়দিগের অভিপ্রায় হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রে প্রকাশ পাইবেক না কিন্তু তাঁহারদিগের অভিপ্রেত জানা আবশ্যক এই কারণ আমরা লিখিয়াছি প্রাচীন মতাবলম্বি হিন্দু মহাশয়দিগের যাহা বক্তব্য থাকে তাহা লিখিয়া আমারদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহাও প্রকাশ করিব, এতদ্ভিন্ন আর কোন কারণ নাই, কেহ ভয় দেখাইলে আমরা ভীত হইব এবং তাহাতেই আমারদিগের সত্য মত পরিত্যাগ করিব ইহা কেহ বিশ্বাস করিবেন না, আমারদিগের প্রথমাবস্থাবধি এপর্য্যন্ত কি কেহ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন কখন কোন বিষয়ে মত পরিবর্ত্ত করিয়াছি, আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথা সাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্য ও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ্য যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই "এহি জ্ঞান মনুষ্যাণা মজ্ঞান তিমিরং হর। দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর,, গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি,, বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন।। লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার।। এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র২ কি লক্ষ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব, বিশেষত বালিকাদিগের বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে আমারদিগের একপ্রকার সঙ্কল্প সিদ্ধি হইয়াছে, যেহেতুক বালিকাগণের বিদ্যা শিক্ষার বিপক্ষ কেহ প্রকাশ হয়েন নাই, ধর্ম্মসভার সভাপতি রাজদ্বয় অর্থাৎ রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বেথুন সাহেবের সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বিপক্ষ নহেন, এবং অন্যান্য মান্য লোকেরাও স্ব২ নিলয়ে বালিকাগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন, অতএব সকলের অভিমত হইয়াছে বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষা হয়, তবে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন কি না এইবিষয় বিবেচনা হইতেছে, অতএব আমরা প্রাচীনমতস্থ হিন্দু মহাশয়গণকে নিবেদন করিয়াছি তাঁহারদিগের মনের ভাব স্পষ্ট লিখিয়া আমারদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাহা প্রকাশ করিব, এবং বোধ করি মেং বেথুন সাহেবের অভিপ্রায়ও এই, অতএব আমরা যে পথে চলিয়াছি ইহাতে আমারদিগের কর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হইবেক না।

আমারদিগের মহারাজ্ঞীর জন্ম তিথ্যুপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার রজনীযোগে এতন্নগরীয় গবর্ণমেণ্ট হৌসে তদুৎসব প্রকাশিকা এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজ ও বিবিগণের ভোজ হয়, অবগতি হইল এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক সমূহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, আমারদিগের মান্য বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল ভিন্ন রাজ্যস্থ উকীলেরা শ্রীযুত ডেপুটি গবর্ণরের নিকট অপরিচিত বিধায় শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের যোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাদালাপ করেন, এবং আমারদিগের বন্ধু বাবু রামগোপাল ঘোষকে মান্যবর বেথুন সাহেব শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের সহিত এইরূ[illegible] আলাপ করাইয়া দেন " আমার [illegible] মাত্মীয় এই বাবু রামগোপাল আপ[illegible]র অপরিচিত বিধায় আমি ইহাঁর প[illegible]চয় দিতেছি, ইনি মান্যবংশ্য বিদ্বান [illegible] দেশ হিতাকাঙ্ক্ষি মহদ্ব্যক্তি অতএ[illegible]নি আমারদিগের আদরযোগ্য,, শ্রীযু[illegible] এতৎ শ্রবণে উক্ত বাবুকে সমাদরে গ্র[illegible]ণ করিয়াছেন।

বিবিধ সমাচার।

ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল [illegible] হোরে আজ্ঞামাত্র গমন করিতে[illegible]রে এমত এক বিগেড সৈন্য প্র[illegible] করণের কল্প হইতেছে, এতদ্ধাত্ত্[illegible] থায় উপদ্রব ঘটনারশঙ্কা হয়, কিন্তু [illegible] ক্ষণে জানাগেল জেনরল গিলবর্ট [illegible] সৈন্য প্রস্তুত করণের আবশ্যক[illegible] জ্ঞান করেন নাই, পঞ্জাব রাজ্যের [illegible] ধান কর্ম্মচারি লরেন্স সাহেবও [illegible] মত ব্যক্ত করিয়াছেন, অতএব কলি[illegible] হইবেক অকারণ পরিশ্রম হইতে [illegible] দল সৈন্য মুক্তি পাইল।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ম[illegible]ল লাইট পত্রের ফিরোজপুরস্থ সং[illegible] দাতার লিপ্যনুসারে আমরা লিখি[illegible] ছিলাম রাজা সেরসিংহ পলায়ন প[illegible] য়ণ হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরের সম্বা[illegible] তাহার অলীকত্ব প্রকাশপায় তদনন্ত[illegible] পুনর্ব্বার এইরূপ প্রচার হইবায় শ্রীযু[illegible] মেনসল সাহেব এবং মেষ্টর জান লরে[illegible] উক্ত সরদারের পলায়ন সমাচারে বি[illegible] য়বার প্রত্যয় করিয়া অকস্মাৎ তাঁহা[illegible] বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ত[illegible] য় শান্তস্বভাব দর্শন করিয়াছেন, ব[illegible] হয় শ্যামসিংহ নামক এক শীকসর[illegible] র সের সিংহের প্রতি দ্বেষভাবে এই [illegible] থ্যা জল্পনা করেন, অভিপ্রায় এই [illegible] সের সিংহের প্রতি বৃটিস আশঙ্কা[illegible] কোপ উপস্থিত হয় তাহা হইলে [illegible] সিংহ অবরুদ্ধ হইবেন।

বোম্বে টেলিগ্রাফ পত্রপাঠে জ[illegible] যায় লার্ড ডেলহৌসী অনুজ্ঞা করি[illegible] ছেন বৃটিস জাতীয়াঙ্গনাগণ পঞ্জাব [illegible] জ্যের নানা স্থানে না থাকিয়া লাহো[illegible] রাজধানী অথবা জলেন্দ্র স্থানে ত্ব[illegible] আইসেন, শ্রীযুতের এতদাদেশের [illegible] ব্যক্ত হয় নাই কিন্তু অনুমান হইতে[illegible] ইহা সতর্কতা জন্য হইবেক, অর্থাৎ [illegible] গ্নাবরাজ্যে পুনরুপদ্রব উপস্থিত হই[illegible] বিবিরা শত্রুদিগের হস্তে পতিতা না হ[illegible] ন, কেহ২ কহেন এক২ সেনাপতি [illegible] ঙ্গনা সহ এক২ অট্টালিকায় বাস না [illegible]করিয়া বিবিরা লাহোরে অবস্থিতা হইল তত্তাবৎ অট্টালিকায় যোদ্ধারা বাস [illegible]করিতে পারেন, পঞ্জাব রাজ্যে বৃটিস [illegible]সৈন্যের বাসোপযুক্ত অধিক গৃহ নাই [illegible]জন্য এই প্রখর গ্রীষ্মকালে তাহারদি[illegible]রযন্ত্রণা হইতেছে, গবর্ণর জেনরল তন্নি[illegible]রণাকাঙ্ক্ষায় এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

কলিকাতা পোলীসের নবীন সুপ্রি[illegible]টেণ্ডেণ্ট মহাশয় আবেদকগণের প্রতি [illegible]দেশ করিয়াছেন তাঁহারা আপনার[illegible]গের নিবেদনাদি ইংরাজী, বাঙ্গালা, [illegible]রসী যে কোন ভাষাতে হউক লিখি[illegible]ন কিন্তু তাহা স্পষ্ট ও ভাব ব্যক্ত লে[illegible] হয়, লেখার অর্থসঙ্গতি না হইলে [illegible]নি তাহা গ্রহণ করিবেন না, অধিকন্তু [illegible] মহাশয় পোলিস সম্পর্কীয় লোকে[illegible]দের কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতা বুঝাই[illegible]ছেন, এবং স্বয়ং নগর ভ্রমণ করি[illegible]ছেন, এতৎ শ্রবণে আমরা সুখী হই[illegible]ম এবং ভরসা করি এই নিয়মের দো[illegible]ণ শীঘ্র প্রত্যক্ষীভূত হইবেক।

আমরা খেদিত হইয়া প্রকাশ ক[illegible]তেছি বোম্বাই রাজ্যস্থ মান্যতম [illegible]জিজিভাই দাদাভাই নামক প্রসিদ্ধ পা[illegible] মহাজনের মৃত্যু সমাচার প্রচার হ[illegible]ছে, এই মহাত্মা ব্যক্তি সৎকর্ম্ম দ্বা[illegible] সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং [illegible]কালেও স্বজাতীয় দরিদ্র লোকের [illegible] উপকারার্থ দুই লক্ষ মুদ্রা দান ক[illegible] যান, তাঁহার চারি পুত্র ও তৎ ম[illegible]নীত আর চারি জন যোগ্যপাত্র এই [illegible]ধনে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করি[illegible] পরিমিত রূপে তাহার সুদ সদ্ব্যয় [illegible]বেন, জিজিভাই দাদাভাই মহাশয় [illegible]দ্দেশীয় সকলের অন্তঃকরণে যদ্রূপ [illegible]ৎ ছিলেন এই সৎকর্ম্ম দ্বারা ইহা[illegible] রেও তদ্রূপ বিরাজমান থাকিবেন।

[illegible] ফেণ্ডআফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহা[illegible] তাঁহার গত পত্রে পঞ্জাব রাজ্যের [illegible]ত পক্ষে সপক্ষ বাক্য লিখিয়া ক[illegible] ভারতবর্ষের অবস্থা শোধনে গবর্ণ[illegible] তাচ্ছল্য করিতেছেন এবং এতদ্[illegible]ক্ষে আক্ষেপোক্তিও লিখিয়াছেন, [illegible]তে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হ[illegible]ছি, সম্পাদক মহাশয় কহেন ৯২ [illegible]র হইল ভারতবর্ষ কোম্পানির হ[illegible] হইয়াছে ইহাতে প্রায় চারি শত [illegible]য়ন পৌণ্ড রাজকর সংগ্রহ হয় কি[illegible]তাবৎ কালে রাজ্যের উন্নতি কল্পে ৫ মিলিয়ন পৌণ্ডও ব্যয় করেন নাই, এবিষয় দেখিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি ক্ষোভ না করিবেন, বন্ধুর লিখনানুসারে বোধ হইতেছে পঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট এক খাল খনন করিবেন, ঐ খাল রাবী এবং চন্দ্রভাগা নদীর পার্শ্ব হইয়া মুলতান পর্য্যন্ত যাইবে, তাহা হইলে দোয়াব প্রদেশের জলকষ্ট নষ্ট হইয়া ঐ দেশ উর্ব্বর হইতে পারিবেক, অতএব এমত সুভানুষ্ঠানের ব্যাখ্যা করিয়া প্রার্থনা করি ইহা ত্বরায় সুসিদ্ধ হয়।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল পঞ্জাব রাজ্যের বার্ষিক রাজকর প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা হইবেক, কিন্তু ক্রেণ্ড মহাশয় তদ্রাজ্যের রাজকর্ম্মচারিগণের পত্র প্রমাণে ঐ রাজ্যের এইক্ষণে উৎপন্ন এক কোটি পাঁচ লক্ষ মুদ্রা মাত্র নির্ণয় করিয়াছেন এবং শীক সরদারগণকে যাবজ্জীবন জন্য যেসকল জায়গীর প্রদান করা হইয়াছে তাহা সরদারগণের মরণান্তে গবর্ণমেণ্ট ভুক্ত হইলে তাহার রাজস্ব এক কোটি সত্তর লক্ষাপেক্ষা বৃদ্ধি হইতে পারে।

ব্যক্ত হয় মান্দ্রাজ রাজ্যের সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মকারকেরা তত্রস্থ গবর্ণর বাহাদুরের যোগে আমারদিগের গবর্ণর জেনরলের সমীপে এক আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে লেখেন পঞ্জাব রাজ্যে তাঁহারাও নিযুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে বলিতে পারি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না যেহেতু তথায় আর লোক নিযুক্ত করণের অপেক্ষা নাই।

কৃষ্ণনগরীয় ভূম্যধিকারিসভা।

বৈশাখ মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসীয় রজনীযোগে অগ্নিহোত্রি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের প্রাসাদে এক সভা হইয়াছিল ঐ সভার এক দীর্ঘ বিবরণ পত্র ডাকযোগে আমারদিগের নিকট আসিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলে এক দিবসের ভাস্কর পত্র পরিপূর্ণ হইবে, বিশেষতঃ সভা কোন বিশেষ কার্য্য করিয়াছেন এমত কিছুই দৃষ্ট হইল না, কেবল দুই ব্যক্তির বক্তৃতায় রাত্রি যাপন হইয়াছে তাহা প্রকাশে ফল কি, সভা মধ্যে বাক্যব্যয় করিতে অনেকে অগ্রসর হয়েন কিন্তু সাধারণ কার্য্যে অর্থ ব্যয় কালে প্রায় কেহ দেখা দেন না অতএব আমরা অন[illegible] তা দ্বারা ভাস্কর পত্র পরিপূ[illegible] অক্ষম হইলাম।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৬৬৪ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকম।

১৮৪৯ সাল ১০ মে।

বীরভূমের মাজিস্ত্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি এ পেপর সাহেব জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে নেস্মিথ সাহেব হুগলির মাজিস্ত্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল লারেন্সন সাহেব উত্তর পশ্চিম দেশে গমন করিতেছেন তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বিগ্রেট মেজর জি এচ সুইনবি সাহেব দমদমার ডাকাধ্যক্ষ হইবেন।

১১ মে।

মেদিনীপুরের মাজিস্ত্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি ব্রাইট সাহেব ১৮৩১সালের ৮ আইনের ২১ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৫ মে।

শ্রীযুত এম লিটল সাহেব ত্রিপুরার আবকারীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন এবং ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিচারার্থ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ সি গ্রাণ্ট সাহেব বাকরগঞ্জের আবকারীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন এবং ১৮৪০ সালের ২৫আইনের৩ধারার নির্দ্দিষ্ট বিচারার্থ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

ছুটী।

১০ মে।

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশতার শ্রীযুত ই জে সি রিচার্ডসন সাহেব গত মাসের ২০ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১১ মে।

জিলাহুগলীর জাহানাবাদের ঔষধালয়ে নিযুক্ত সবআসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ বসাক, যে তারিখে ছুটী লন সেই তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৫ মে।

কটকের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এম এস গিলমোর সাহেব দায়েরসায়েরী কর্ম্মে বালেশ্বর গমনার্থ বর্ত্তমানমাসের ৫তারিখে আপনার সিরিশতার কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন [illegible]বু তারাকান্ত বিদ্যাসাগরের প্রতি অ[illegible]রেন।

[illegible] শ্রীযুত এ জি মাকডনাল্ড সাহেব [illegible]র্ত্তমান মাসের ৮ তারিখে রঙ্গপুরের মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত বি এচ কুপর সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

শ্রীযুত ডবলিউ টি টুটর সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে রঙ্গপুরের সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের স্থানে গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত এ জি মাকডনাল্ড সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে রঙ্গপূরের কালেক্টরী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত ডবলিউ টি টুটর সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত জে গ্রাণ্ট সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে আপন সিরিশ্‌তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী গোলাম আসগরের প্রতি অর্পণ করেন।

সারিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কালীকুমার মল্লিক রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সূতানুটি পাতুরিয়াঘাটার খড়ুয়া পোস্তা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৬ নম্বর ইষ্টক নির্ম্মিত এক একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি যাহা খড়ুয়া পোস্তা নামে বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৫।। পাঁচ বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগের একাংশে রমানাথ ঠাকুরের বাটী ও ভূমি অপরাংশে খড়ুয়া পোস্তা। পশ্চিম ও উত্তর এবং পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার

সুতানুটির বাগবাজারের কাটাপুকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ২।৷০ দুই বিঘা দশ কাঠ তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মৃত রামকান্ত বসুর এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে হরচন্দ্র বসুর বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে হরিনারায়ণ ঘোষের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং সহর কলিকাতার মেছুয়াবাজারের কলাবাগান নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ১২৵ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রাস্তা। দক্ষিণ দিগে ভবানীচরণ দত্তের পুষ্করিণী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে আসমানি সারাঙ্গের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি।

৪ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগনার কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা ও একতালা গুদাম ঘর সকল আছে ভূমি অনুমান ৪০৵ চল্লিস বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা হদ্দারা রোস্তমজি পারসীয় কুঠীতে যাওয়া যায়। পশ্চিম দিগে উক্ত রোস্তমজী পারসীর কুঠী উত্তর দিগে প্রাণনাথ চৌধুরীর এক খণ্ড ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অনুষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
১২ মে ১৮৪৯। }

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রেম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফপুরের শামিল নিজ মুনসেফপুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈসা যাহারকুলগাছি নাম বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত, মৌজা দশমেশ, মৌজা বরোবলদিয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা মকুন্দপুর, মৌজা দাকুলা, মৌজা গাডরা, মৌজা শিরনগর, মৌজা চন্দ্রবস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকমারি, মৌজা তারিণীনগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বেনাম ছোট আন্দলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবঙ্কা মৌজা গোঙ্গরা, মৌজা রাজিবপুর, মৌজা সন্তোষপুর, বনাম জপুর, মৌজা বাগয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুটীমারি, মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গেরাডোর গোপীনাথপুর, মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতামারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা সাহেবনগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ওখড়া পরগণার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইটক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক রাস্তা। দক্ষিণদিগে এবং পূর্ব্বদিগে পাল চৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২৵ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও খোণা হরি ধোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ ধারা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত এক তাহা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮৵০ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিমদিগে [illegible]য়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগান বাটী। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ১০ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অনুষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
১২ মে ১৮৪৯। }

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

[illegible] কিং [illegible] বয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষগ্রান্ত দিগন্তরং বজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
[illegible] ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মমুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্বিতঃ।
নানাদেশ বিলাসঞ্চয় বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

২১ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৯ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে[illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি[illegible]খিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[illegible]হোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা[illegible]স্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[illegible] ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে [illegible] মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ[illegible]স্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [illegible] হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা[illegible] অতি প্রয়োজনীয়, রাজা [illegible] মোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[illegible]গণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের [illegible] লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ [illegible]লের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক [illegible] প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি[illegible]ত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু [illegible] লোকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী[illegible]ষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক[illegible] তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible] আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible]ক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা[illegible]য়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible] না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible]৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible]হার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত [illegible]য়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[illegible] হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[illegible]ই প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible]

বিজ্ঞাপন।

[illegible]ক্ত কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রেম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ভরতচন্দ্র শীলের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

[illegible]

[illegible]থবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড খেরাজি ভূমি অনুমান দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মৃত জগন্মোহন শীলের অংশের সদর বাটী। পশ্চিম দিগে উক্ত মৃত জগন্মোহন শীলের এবং অপরাপরের এক গলি রাস্তা।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং গ্রামের কঁঠালতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত একদোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড খেরাজি ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার ও মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে একাংশ গোপীচাঁদ শীলের ভূমি। ও অপরাংশ একগলি রাস্তা। পশ্চিমদিগে উপরোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের বসতি বাটী। উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে গলি সকল।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাকে গৌরীকান্ত রায়ের বন্ধোত্তর বলিয়া [illegible] বলিয়া [illegible] ভূমি অনুমান [illegible]

[illegible]র ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে বীরনারায়ণ শীলের ভূমি এবং এক পুষ্করিণী। পশ্চিমদিগে উক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের এবং অপরাপরের সাধাধণ বসতি বাটী। উত্তর দিগে একগলী। দক্ষিণদিগে কতক অংশ এক গলিপথ এবং কতক অংশ এক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহার কিয়দংশ খেরাজী ও কিয়দংশ ব্রহ্মত্তর ভূমি যাহা গৌরীকান্ত রায়ের ব্রহ্মত্তর বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে উক্ত ভরতচন্দ্র শীলের বৈঠকখানা এবং ভাণ্ডর ভূমি। পশ্চিম দিগে বলরাম মজীর বাটী এবং অনুপচন্দ্র দত্তের বাটী। উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে তিনকড়ি শীলের ভূমি এবং মণ্ডলদিগের ভূমি।

৫ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি অনুমান পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী [illegible]

তুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে জগন্মোহন শীল এবং অপরাপরের রাস্তা পশ্চিমদিগে উক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের বৈঠকখানা। উত্তরদিগে গোপীচাঁদ শীলের ভূমি। দক্ষিণদিগে এক গলি রাস্তা।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাকে গৌরীকান্ত রায়ের ব্রহ্মোত্তর কহে তাহার সহিত ইষ্টক নির্ম্মিত এক একতালা গৃহ এবং বৃক্ষসকল আছে ভূমি অনুমান ২ দুই কাঠা ৯ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মৃত জগন্মোহন শীলের এবং অপরাপরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে বীর নারায়ণ শীলের ভূমি। উত্তরদিগে উক্ত বীর নারায়ণ শীলের এক গলী। দক্ষিণ দিগে এক পুষ্করিণী।

৭ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি যাহাকে মাধবীতলা বলিয়া থাকে যাহার চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর আছে ভূমি অনুমান ১ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মাধবীতলার ঠাকুরবাটী। পশ্চিমদিগে প্রকাশ্য রাস্তা। উত্তরদিগে এক প্রকাশ্য গলি। দক্ষিণদিগে যোগাদিগের পতিত ভূমি।

৮ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণা চুঁচুড়া গ্রামের ষাঁড়েশ্বরতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী তাহার সহিত এক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ১২ বারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা সকল। দক্ষিণদিগে কতক অংশ হরপ্রসাদ চন্দ্রের এবং অপরাপরের এক বাটী, কতক অংশ বেহারিলাল শীলের ভূমি।

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী যাহাকে সদর বাটী বলিয়া লোকে বলিয়া থাকে তাহার সহিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে বীরনারায়ণ শীলের এক বাটী, পশ্চিমদিগে উক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের অংশের বসতি বাটী, উত্তর দিগে এক প্রকাশ্য রাস্তা, দক্ষিণদিগে গোপীচাঁদ শীলের এক বাটী।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেসী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মধুসূদন পাইনের ভূমি, পশ্চিম দিগে কৃষ্ণমোহন শীলের বসতি বাটী, উত্তরদিগে উক্ত কৃষ্ণমোহন শীলের ভূমি, দক্ষিণ দিগে ৺ গোপীনাথজীউ ঠাকুরের বাটী।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।৫ পনের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে বৃন্দাবন মল্লিকের বসতি বাটী, পশ্চিমদিগে বেহারিলাল শীলের এক বাটী, উত্তরদিগে কৃষ্ণহরি দাস্তর এক বাটী, দক্ষিণ দিগে নিতাই শীলের এক বাটী।

১২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা আরসা পরগণার চুঁচুড়ার বড়বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজী ভূমি যাহাতে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী আছে ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে প্রকাশ্য রাস্তা। পশ্চিম দিগে মালের জমী। উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে গলিপথ।

১৩ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগান খেরাজী জমী তাহার চতুঃপার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচির ও একতালা গৃহ এবং অনেক বৃক্ষাদি আছে যাহা ধরমপুরের বাগান নামে খ্যাত ভূমি অনুমান পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আনন্দনারায়ণ রায়ের রাইয়তী জমী। পশ্চিম ও উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে নর্দ্দমা।

১৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগান খেরাজি জমী যাহা মাল বিয়ারা বাগান নামে বিখ্যাত তাহাতে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী এবং এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান এক বিঘা এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে এক প্রকাশ্য রাস্তা। পশ্চিমদিগে সনাতন নন্দীর ভূমি। উত্তরদিগে প্রকাশ্য রাস্তা। দক্ষিণদিগে এক নর্দ্দমা।

১৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা মেনবেলুস বাগানবাটী বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে লালবেহারি দের বসতি বাটী। পশ্চিম দিগে এক প্রকাশ্য গলি উত্তর দিগে উক্ত লালবেহারি দের বসতি বাটী এবং গোঁসাইচন্দ্র আঢ্যের ভূমি। দক্ষিণদিগে বেহারিলাল দের এক বাটী এবং ৺ মদনরায়জীউর ঠাকুরবাটী।

১৬ দফা। এবং সহর কলিকাতার বড়বাজারের ময়রাপটির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৪ নং ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ও দোকান এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রাজকৃষ্ণ পালের এক বাটী। পশ্চিম এবং উত্তর দিগে সরকারী গলিপথ। দক্ষিণ দিগে রাজকৃষ্ণ পালের এক দোকান।

১৭ দফা। জিলা হুগলির আরসা পরগণার চুঁচুড়ার ধরমপুরের শামিল রামধন ঘোষের বাগানের মধ্যে যে এক পাঁজা ইষ্টক অনুমান ১০০০০০ লক্ষ তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার খাদনে নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পাঁজা ইষ্টক অনুমান ১৫০০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ইদগর নামক ময়দানে আরো ৫ পাঁচ পাঁজা ইষ্টক অনুমান ৭০০০০০ সাত লক্ষ তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৯ মে ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে প্রাচীন মতাবলম্বি হিন্দু মহাশয়দিগের কিং আপত্তি আছে তাহা প্রেরণ করিলে ভাস্করে প্রকাশ করিব অতএব অদ্য বাসরীয় ভাস্করে প্রাচীন মতস্থ হিন্দুদিগের এক পত্র প্রকাশ করিলাম স্ত্রীশিক্ষালয়ের বান্ধব মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া এই সকল আপত্তি খণ্ডন করুন, এতদ্বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিবেন আমরা আহ্লাদিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিব।

ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল কলিকাতা পোলিসের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে মেংক্কা সাহেব নিযুক্ত হইলে তত্রত্য ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেব আপন পদ পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু গত বাসরীয় ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রে সম্পাদক মহাশয় লেখেন, আর ৭ মাস কর্ম্ম করিলে শ্রীযুত মেকান আপন বর্ত্তমান বেতনের তৃতীয়াংশের দুই অংশ টাকা পেনসেন প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন অতএব তৎসময় সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি এইক্ষণে নিজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না, সম্পাদক মহাশয় আরো লেখেন তিনি শ্রবণ করিয়াছেন পোলিসের কোন প্রধান ব্যক্তির পোষকতায় মেকান সাহেব নবীন সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু সম্পাদক এবার্ত্তার উপর নির্ভর করেন নাই, পরন্তু আমরা এবিষয় নিতান্ত অমূলক বোধ করিনা, কারণ এই যে "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"।

২১ মে তারিখের হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রে তৎ সম্পাদক মহাশয় হিন্দু স্ত্রী বিদ্যালয়ে এতন্নগরীয় কোনং ব্যক্তির বালিকারা বিদ্যাভ্যাসার্থ গমন করিয়াছেন তাহার এক তালিকা প্রকাশ করেন, আমরা তদ্দৃষ্টি মাত্র তাঁহার ভ্রম শোধন করণাভিপ্রায় করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি স্বয়ং ঐ তালিকার সত্যতার প্রতি নির্ভর করেন নাই, বরং স্পষ্ট বলিয়াছেন তাহা সংশোধন করিবেন, ইহাতেই আমরা তৎকালে তাঁহার ভ্রম শোধন করিনাই, অভিপ্রায় ছিল সম্পাদক পর পত্রে নিজেই ভ্রমশুদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু এইক্ষণে দেখিতেছি, উক্ত সম্পাদক মহাশয় ভ্রম স্বীকার না করিয়া মান্যবর হরকরা সম্পাদক তাঁহার যে দোষ দর্শাইয়াছিলেন তাহাতে বৈরক্ত্য প্রকাশ পূর্ব্বক গত পত্রে ভ্রম শোধনকারি হরকরা সম্পাদকের প্রতি কটুকাটব্য লিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আমারদিগের সন্তান সন্ততি নাই বোধ করি ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় ইহা বিজ্ঞাত থাকিবেন অতএব জানিয়া শুনিয়া কিরূপে লিখিয়াছেন আমরা উল্লেখিত বিদ্যামন্দিরে এক বালিকা পাঠাইয়াছি এবং হরকরা সম্পাদক উক্ত সম্পাদকের এই ভ্রম দর্শাইয়াছিলেন ইহাতে উক্ত সম্পাদক বলেন আমরা তাঁহার ঐ বাক্যের বিরুদ্ধে ভাস্করে না লিখিলে হরকরা পত্রের লেখাতে প্রত্যয় করা যাইতে পারে না, কি আশ্চর্য্য, ভিন্ন দেশীয় একজন মান্য লেখক আমারদিগের বিষয়ে সত্যানুসন্ধান করিতে পারিলেন কিন্তু এতদ্দেশীয় আত্মীয় ব্যক্তি যাঁহার সহিত নিয়ত একত্র বাস এবং আমরা যাঁহার পরিবারাদির তাবৎ বলিতে পারি তিনি আমারদিগের বিষয়ে ভ্রমেপতিত হইয়াছেন, হা, ইহা কি তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর নহে, যাহা হউক, আমরা সম্পাদকের প্রীত্যর্থ এবং সাধারণের জন্য পুনর্ব্বার মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি ঈশ্বর গের বালিকা থাকিলে তাহাকে উক্ত বিদ্যালয়ে স্তুতি হর্ষ চিত্তে পাঠার্থ পাঠাইতাম পরমেশ্বর তাহা দেন নাই কি করিব, অতএব এতদ্দেশীয় বান্ধবগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা স্বস্ব কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন, হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক যাহা ক্রোধরূপে আর এককথা লেখেন অর্থাৎ "গত মঙ্গলবারের উক্তিতে আমারদিগের লেখার ভাব ভঙ্গী পরিবর্ত্তন হইয়াছে,, ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতেছি তিনি আমারদিগের লেখার ভাবার্থ সংগ্রহ করণে ব্যস্ততা বিদিত করিয়াছেন, অতএব গত শনিবাসরীয় ভাস্করে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহাই তাঁহার প্রবোধজনক হইবেক, এবং ষ্টার সম্পাদক মহাশয়ও হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সরের তালিকা ঘটিত ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলেন বোধ হয় সম্পাদক তাহা না দেখিয়া থাকিবেন।

বঙ্গ হইতে প্রাপ্ত।

আমারদিগের কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল বৈদ্যবাটীর মন্সেফী কাচারী শ্রীরামপুরে উঠিয়া আসিবে এমত কল্পনা হইতেছে, অবগতি হয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে প্রথমত আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরামপুরস্থ প্রজাগণের পুনঃ২ প্রার্থনায় তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইয়া থাকিবেন।

কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয়।

আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছেন, সংস্কৃত কালেজের এক জন ছাত্র ভদ্রবালিকাগণকে ইংরেজি বাঙ্গালা উভয় ভাষায় তথায় শিক্ষাদান করিতেছেন।

হরকরা পাত্রে ব্যক্ত করে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুত তামসন সাহেব শারীরিক স্বাস্থ্যার্থ কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবেন ইহা হইলে সেক্রেটরী শ্রীযুত এলিএট সাহেব ঐ পদে এবং এলিএট সাহেবের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুত হেলিডে সাহেব এবং শেষোক্ত মহাশয়ের কর্ম্ম পরিচালনার্থ সেক্রেটরী গ্রাণ্ট সাহেব মনোনীত হইতে পারেন।

প্রেরিত পত্র।

স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ক।

জয়পাদ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়, এতন্নগরে শ্রীযু[illegible]রবল বেথিউন সাহেব কর্ত্তৃক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে অধিকাংশ হিন্দুগণের অপরিমিত আধিব্যাধির উদয় হইয়াছে, বিশেষত স্বদেশীয় সম্পাদকেরা তৎকার্য্যে অনুকূল থাকাতে স্বল্প প্রায় মনের ভাব অব্যক্ত থাকায় অবক্তব্য বৈকল্য জন্মিয়াছে, কালধর্ম্মে ধর্ম্ম পক্ষিকা এক পত্রিকা চন্দ্রিকাও দেশকাল পাত্র বিবেচনায় মৌনাবলম্বন করাতে সুতরাং অগত্যা সকলেই নীরবে আছেন, সম্প্রতি ১০ জৈষ্ঠ মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করপত্রে মহাশয় নবীন ও প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুদিগের অভিপ্রেত অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষায় বাদানুবাদ বক্তৃতা প্রকাশার্থ প্রতিজ্ঞা করাতে আমরা পরমোৎসাহী ও সাহসী হইয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি স্থানদানে বাধিত করিবেন।

মহাশয় বিবেচনা করুন, এই অবনীমণ্ডলের নানাদেশীয় মনুষ্য জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম পূর্ব্বাপর ভিন্ন২ প্রকারে বিভক্ত ও ব্যবহৃত থাকায় পরস্পর জাতীয় ব্যবহারে সংস্কারের পরিপাক প্রযুক্ত এক দেশীয় ধর্ম্ম ব্যবহারে অন্য দেশীয় মনুষ্যের দ্বেষ বৈষম্য ও কখন দয়া ঘৃণা উপস্থিত হয়, এতন্মধ্যে হিন্দুজাতি মধ্যে ভিন্ন২ জাতি ব্যবধানে শৌচাচার আহার উপবীতধারণ গঙ্গাদি তীর্থ স্নান দেব প্রতিমা পূজন, স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুর রক্ষণ, ও তাঁহারদিগের বিদ্যাধ্যয়নাদি অকরণ, গৃহাদি ধৌত মার্জ্জন অন্নপাকাদি ক্রিয়াকরণ নবমবর্ষ মধ্যে বিবাহ নিষ্পাদন, ও দ্বিতীয় বিবাহ অকরণ, একাহার একাদশ্যাদি ব্রতাচারে কাল কর্ত্তন ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য ব্যবহারে অন্বিত হইয়াছে, তদ্রূপ ইউরোপখণ্ডে বর্ণ বিচার শৌচাচমন বর্জ্জন গোমাংসাদি ভোজন, দেবার্চ্চন মোচন, স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যসন, পুরুষের সহিত সমতা ও স্বামি ভিন্ন অন্যান্য পুরুষের সহিত একাসনে উপবেশন, ও ভোজন, একযানে ভ্রমণ, বায়ু সেবন, ষোড়শ বর্ষ ন্যূনকালে বিবাহ অকরণ, ও স্বামি মরণে বারম্বার পতি গ্রহণ ইত্যাদি রীতি প্রচলিত থাকায় সুতরাং হিন্দুস্থানের সহিত ইউরোপের মতের বৈপরীত্য প্রযুক্ত পরস্পর ঘৃণা দ্বেষ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয় দিগের অধিকৃত হওয়াতে অস্মদাদির সহিত ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাপকতা গুণে স

র্ব্বাংশেই ব্যাপক হওয়া ব্যাপ্য প্রকার আচার ব্যবহারে এতৎ প্রকার দোষ দর্শাইয়া পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তৎকার্য্য রাজধর্ম্মের বিপরীত হইলেও স্বয়ং রাজার দূরবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত রাজকায় প্রধান পুরুষেরা তাহাতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না, সম্প্রতি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক মেং বেথুন সাহেব মহাশয় দেশীয় শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধে ভদ্র বালিকাদের কালেজে বিদ্যা শিক্ষার যে ব্যবস্থা বাহির করিয়াছেন ইহা তত্তুল্য প্রধান রাজকীয় পদধারি পুরুষের সদুচিত কার্য্য নহে যদিচ বিদ্যা শিক্ষায় ধর্ম্ম হানির অসম্ভাবনা জানাইয়া সদয়তা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কালেজে অধীত বিদ্য অধিকাংশ পুরুষজাতির স্বধর্ম্ম নিষ্ঠতা দৃষ্টে তদুপমায় বালিকাদের ভবিষ্যৎ বিদ্যা ফলানুমানে সাহেবের সদয়তার নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে বক্রী নাই, প্রথমত বাল্যাবধি উপস্থিত নিয়মাধীন দশবর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গমনাগমন ও হিন্দু পণ্ডিত ও পণ্ডিতা বিবির নিকট বিদ্যোপবিদ্যাধ্যয়ন দ্বারা দেশীয় স্ত্রীজাতির ন্যায় বালিকাদের ভারুতা ও লজ্জাশীলতার অভাব হইবে বরং লজ্জা রাহিত্য প্রযুক্ত বিবাহকালে পিতাভ্রাতাদির মনোনীত পাত্রে চিত্ত প্রসন্ন না হইলে অনায়াসে প্রতিবাদ করিবে, এবং যৌবনকালে বিলাতীয় সভ্য ব্যবহারানরূপ পুরুষের সহিত পত্রাদি প্রশক্তি কথোপকথন পথ ভ্রমণ সহভোজন ইত্যাদি কার্য্যে যত্নবতী হইবে, স্বভাবত মাংস ভোজন মদ্যপান ও মৈথুনে মনুষ্য জাতির প্রবৃত্তি সত্ত্বেও কেবল শাস্ত্র ও কুলোচিত শাসনে তাহার আধিক্য হইতে পারে না শাসনের ক্ষীণতা হইলেই তত্তৎ কার্য্যের আতিশয্য হয়, যবন জাতির মদ্যপান শাস্ত্র নিষিদ্ধ ও স্ত্রীরক্ষণের প্রথা হিন্দুর ন্যায় থাকাতে যবনাধিকারে ব্যভিচার ও মদ্য পানের আধিক্য বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় দৃষ্ট হয় নাই, এইক্ষণে উভয় কার্য্যে রাজকীয় অশাসনবশত মদ্যোন্মত্ততা ও ভ্রষ্টতার কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা কলিকাতা নগরের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমানাবস্থার তুলনা করিলেই অনায়াসগম্য হইবে, ঈশ্বরীয় নিয়মে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী দেহে কাম হিংসাদি দোষ আধিক্য দৃষ্টে মনু প্রভৃতি প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা তাহারদিগের যাবজ্জীবন স্বরক্ষার নিয়মাবধারণ ও যাত্রোৎসবে গমন নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমশঃ পুরুষ জাতির সদযত্ন ও শাসনের ক্ষীণতায় গঙ্গাস্নান ও তীর্থ যাত্রারূপ স্ত্রীজাতির অকরণীয় কার্য্য এইক্ষণে বাহুল্য দর্শন করা যায়, বিশেষত বর্ত্তমানাধিকারে স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষের তুল্যতা প্রযুক্ত তাহারদিগের তীর্থ যাত্রাদি ক্রিয়ার প্রতি নিষেধ করায় পুরুষের ক্ষমতা নাই “ ঘরের ভাত খাবনা ,,বলিয়া পথে দাঁড়াইলেই সর্ব্বনাশ, যেহেতু বিচারকেরা দোষ গুণ ও অনাদি ব্যবহারের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ না করিয়া স্ত্রীর ইচ্ছার উপর বিচার নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, সহজেই তাহারদিগের মত রক্ষা জন্য ভদ্রলোকেরা দাস দাসী ও বিশ্বাসী লোক সমভিব্যাহারে দেব দর্শনাদি কর্ম্মে পাঠাইতে বাধ্য হন, ইহাতে বাল্যকালে বালিকারা ত্যক্ত লজ্জা হইলে বিলাতীয় স্ত্রীগণের ন্যায় পুরুষের সহিত গমনাগমন, পান ভোজন চুম্বনাদি ক্রিয়া অনায়াসে করিবে তাহাতে সন্দেহ কি, অতএব বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত অবশ্যই বলিতে হইবে।

অনুকূল বাদিরা কহেন বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্যভিচার দোষের প্রশক্তি কি, একথা যুক্তি সিদ্ধ নহে, যেসকল বালকেরা কালেজে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির চরিত্র নিরীক্ষণ করিলেই ঐ কথার সদুত্তর হয় বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা বিলাতীয় বিবিরা কি ব্যভিচারে অপরিগতা হইয়াছেন, আর অশিক্ষাদোষে কি এতদ্দেশীনী কামিনীরা আশ্রমোচিত সৎকর্ম্মে বিমুখা আছেন, অপিচ স্ত্রীজাতির মূর্খতার প্রতি যে সাহেব লোকের ও সাহেব জাতির অনুগামি এতদ্দেশীয় কতিপয় যুবকের দয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা অসত্য নহে, কিন্তু তাহা ভিন্ন অপরাপর কার্য্য দৃষ্টেও স্ত্রী জাতির প্রতি দয়া জন্মিতে পারে, বিবেচনা করিলে বিবাহের বিষয়েতেও এইএক নিষ্ঠুরতা যেহেতু পুরুষের সহিত যাবজ্জীবন কালযাপন করিতে হয় তাহার দোষ গুণ বিবাহ পূর্ব্বে স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া পিত্রাদির অভিমতে বালিকার বিবাহ করা উচিত হইতে পারে না, বালিকারা স্বয়ম্বরা হইলেই নিত্য সুখিনী হইতে পারেন আর বিধবা হইয়া হিন্দুস্ত্রীরা যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, অতএব বিধবা বিবাহের প্রথা হইলে স্ত্রীজাতির ক্লেশ নিবারণ ও ভূরি২ প্রজাবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ইহা ভিন্ন স্ত্রীদিগের অপরিণত জ্ঞানে পরিণয়, ও পতিগৃহে দাসীর ন্যায় গৃহ শোধন, তৈজস মার্জ্জন, চুল্লী লেপন, পাচকের ন্যায় রন্ধন ও মলগ্রাহির ন্যায় বালক বালিকার মল ধৌত করণাদি ক্লেশকর কার্য্যে দয়ার উদ্রেক হয়, এতাবতা এক বিদ্যা দানে উক্ত সমস্ত ক্লেশের নিবারণ নাই, স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কদাচ দুঃখাপহার হইতে পারে না, তাহা প্রদান করিলে সংসার যাত্রা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য, হিন্দুস্থান ব্রাহ্মণাদি বহুতর জাতিতে, ও একৎ জাতি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকায় এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর ভোজ্যান্নতা ও বিবাহাদির প্রথা নাই, ইহা ভিন্ন স্বগোত্রান্ন ব্যতিরেকে অনেকে পরান্ন গ্রহণ করেন না, সুতরাং আঢ্য লোকেরও স্ত্রীজাতিকে পাক ক্রিয়া প্রয়োজনেই করিতে হয়, এতদ্দেশের মধ্যে ষোড়শাংশের একাংশ ভাগ্যবান ও দুই অংশ সদগৃহস্থ, অবশিষ্ট এয়োদশাংশ মনুষ্য নিঃস্ব, দাস দাসী পাচক রাখিতে সাধ্য না থাকায় স্ত্রী পুরুষেরাই তাবদাশ্রমিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, যদি সাধারণ স্ত্রীজাতি বিদ্যানুশীলনে অনুরক্তা ও গৃহ কার্য্যে অনাসক্তা হয় তবে ভৃত্য পাচকাদি দ্বারা গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যে বাহুল্য ব্যয় তাহাই বা কিরূপে সংগতি হইবে, যদি বল বিলাতে কি রূপে গৃহস্থের কার্য্য সমাধা হয়, উত্তর তদ্দেশে বর্ণ বিচার না থাকায় একাচার আহারের প্রতিবন্ধকতা নাই, বাজারের অন্ন ক্রয় করিয়া অধিকাংশের কালযাপন হয়, অতএব জাতীয় বিচার সত্ত্বে কদাপি এদেশে তদ্বৎ ব্যবহার প্রচলন হইতে পারে না, যদি বালিকাবৎসল ব্যবস্থাপক মহাশয় স্বরচিত ব্যবস্থা দ্বারা অন্ন ও বর্ণ বিচার উঠাইয়া দেন তবে একদা নিষ্কণ্টক হওয়া যায়, এবং তাঁহারো অভীষ্ট লাভে কষ্ট পাইতে হয় না।

বুদ্ধি বিদ্যা বিজ্ঞতায় পরিপক্ক প্র[illegible] য়ারা[illegible] ত সাহেব যদভিপ্রায়ে বিদ্যালয় এক ই[illegible] করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির বং এক প[illegible] এক [illegible] নাই, তবে কি [illegible] হুর্[illegible] শিক্ষা [illegible]

ধ্যাকান্ত দেবের অভিপ্রেত [illegible] হইতেছে বলিয়া প্রবোধ [illegible] দি পূর্ব্ব রীতি ক্রমেই বিদ্যা [illegible] ম করা কর্ত্তব্য হইলা থাকে তবে [illegible] জন্যইবা সামান্য লোকের বালকো[illegible] ক্ষা করিয়া ভদ্রকুলবালার নিমিত্তে [illegible] কুল হইয়াছেন, সাধারণী বালিকা[illegible] ক্ষা ভদ্রকন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষা [illegible] কি পুণ্য গৌরব আছে, উক্ত রাজার [illegible] তানুসারে স্কুলবুক সোসৈটীতে বহু[illegible] ল পূর্ব্বে যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে [illegible] মরা তাহা পাঠ করিয়া জানিয়াছি [illegible] হাতে কালেজে পাঠাইয়া বিদ্যা শি[illegible] র ও বিবির নিকট শিল্পকার্য্যাভ্যা[illegible] র বিধি নাই, কেবল অন্তঃপুরে শিক্ষা[illegible] কথাই লিখিত আছে, তাহাও শাস্ত্র[illegible] ত নহে, প্রমাণ ব্যতিরেকে পুরাতনী [illegible] য়েকজন স্ত্রীর বিদ্যাশিক্ষার কথা [illegible] রূপে যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করেন [illegible] দ্রৌপদী বিদ্যাবলে সংস্কৃত বচন দ্বা[illegible] স্বামিগণকে অশ্বত্থামার প্রাণনাশ ক[illegible] তে বারণ করিয়াছিলেন, যদি ঐ কথ[illegible] দ্রৌপদীর উক্তি বচনটি দ্রৌপদীর র[illegible] ত নিশ্চয় করা হয় তবে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও [illegible] ড়াল তপস্বির প্রসঙ্গে যে বচন সকল [illegible] খিত আছে তাহাও ব্যাঘ্র বিড়ালের [illegible] রচিত জানিয়া তাহারদিগকেও প[illegible] তবলা যাউক, সেবিচারের আবশ্যক[illegible] নাই যদি স্ত্রীশিক্ষা রাজাদিগের অ[illegible] প্রেত হইয়া থাকে তবে রাজবাটীর দু[illegible] একটী বালিকা বিদ্যালয়ে লইতে প[illegible] রিলেই তাবল্লোকের আপত্তি নিষ্পত্তি [illegible] পায়, তবে কেন কেন প্রশংসিত সাহে[illegible] তদনুষ্ঠান না করিয়া অনর্থক কষ্ট পা[illegible] তেছেন এবং অন্যান্য ভাগ্যবানের উ[illegible] পর স্বকীয় ক্রোধ রূপ ভয় প্রদর্শন কর[illegible] ইতেছেন ইহা কি তাঁহার মহৎ পদের [illegible] উচিত কর্ম্ম বলা যায়, যদিও এই কার্য্য [illegible] স্বদেশীয় ব্যবহারের বিপরীত তথাপি [illegible] শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট লোকের স্বীকার্য্য হইলে [illegible] অনেকে অনুরাগী হইবেন।

কেষাঞ্চিৎ প্রাচীন মতস্থ হিন্দুনাং।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর ক[illegible] লিকাতার শোভাবাজার বালাখানার [illegible] বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নি[illegible] জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং [illegible] [illegible] প্রাতঃকালে প্রকাশ হয় [illegible]

সম্বাদ ভাস্কর

[illegible] বেবীবসরোজ কিংচিরয়সে সৌনদ্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নভে হবস্থান গত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনক্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমূখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

২১ সংখ্যা ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ২৯ মে। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দঃ ৮২বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে[illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[illegible] ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ[illegible] আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা[illegible] কালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[illegible] দের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ[illegible] কলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক[illegible] প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু[illegible] লোকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টিয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক[illegible] লে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible] বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা[illegible] গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible] চ্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible] ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত [illegible] তাঁহারদিগের লইতে অভি[illegible] ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[illegible] হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]

[illegible] ক্ষা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ভরতচন্দ্র শীলের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলি পরগণে আরমা চুঁচুড়া গ্রামের বাঁড়েশ্বর [illegible] থবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড খেরাজি ভূমি অনুমান দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মৃত জগন্মোহন শীলের অংশের সদর বাটী। পশ্চিম দিগে উক্ত মৃত জগন্মোহন শীলের এবং অপরাপরের এক গলি রাস্তা।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং গ্রামের কাঁঠালতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত একদোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড খেরাজি ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার ও মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে একাংশ গোপীচাঁদ শীলের ভূমি। ও অপরাংশ একগলি রাস্তা। পশ্চিমদিগে উপরোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের বসতি বাটী। উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে গলি সকল।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাকে গৌরীকান্ত রায়ের ব্রহ্মোত্তর বলিয়া লোকে বলিয়া থাকে ভূমি অনুমান ৵৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে বীরনারায়ণ শীলের ভূমি এবং এক পুষ্করিণী। পশ্চিমদিগে উক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের এবং অপরাপরের সাধারণ বসতিবাটী। উত্তর দিগে একগলী। দক্ষিণদিগে কতক অংশ এক গলিপথ এবং কতক অংশ এক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহার কিয়দংশ খেরাজী ও কিয়দংশ ব্রহ্মত্তর ভূমি যাহা গৌরীকান্ত রায়ের ব্রহ্মত্তর বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে উক্ত ভরতচন্দ্র শীলের বৈঠকখানা এবং ভাণ্ডর ভূমি। পশ্চিম দিগে বলরামজীর বাটী এবং অনুপচন্দ দত্তের বাটী। উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে তিনকড়ি শীলের ভূমি এবং মণ্ডলদিগের ভূমি।

৫ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি অনুমান পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে [illegible]

[illegible] তুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে জগন্মোহন শীল এবং অপরাপরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে উক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের বৈঠকখানা। উত্তরদিগে গোপীচাঁদ শীলের ভূমি। দক্ষিণদিগে এক গলি রাস্তা।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাকে গৌরীকান্ত রায়ের বুক্ষোত্তর বলে তাহার সহিত ইষ্টক নির্ম্মিত এক একতালাগৃহ এবং বৃক্ষসকল আছে ভূমি অনুমান দুই কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মৃত জগন্মোহন শীলের এবং অপরাপরের রাস্তা। পশ্চিমদিগে বীর নারায়ণ শীলের ভূমি। উত্তরদিগে উক্ত বীর নারায়ণ শীলের এক গলী। দক্ষিণদিগে এক পুষ্করিণী।

৭ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি যাহাকে মাধবীতলা বলিয়া থাকে যাহার চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর আছে, ভূমি অনুমান ।১ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্য ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মাধবীতলার ঠাকুরবাটী।। পশ্চিমদিগে প্রকাশ্য রাস্তা। উত্তরদিগে এক প্রকাশ্য গলি। দক্ষিণদিগে ধোপাদিগের গভিত ভূমি।

৮ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণা চুঁচড়া গ্রামের ষাঁড়েশ্বরতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী তাহার সহিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।২ বারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা সকল। দক্ষিণদিগে কতক অংশ হরপ্রসাদ চন্দ্রের এবং অপরাপরের এক বাটী, কতক অংশ বেহারিলাল শীলের ভূমি।

৯ দফ। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী যাহাকে সদর বাটী বলিয়া লোকে বলিয়া থাকে তাহার সহিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।০ দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেসী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে বীরনারায়ণ শীলের এক বাটী, পশ্চিমদিগে উক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের অংশের বসতি বাটী, উত্তর দিগে এক প্রকাশ্য রাস্তা, দক্ষিণদিগে গোপীচাঁদ শীলের এক বাটী।

১০ দফ। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেসী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে [illegible] ভূমি, পশ্চিম দিগে কৃষ্ণমোহন শীলের বসতি বাটী, উত্তরদিগে উক্ত কৃষ্ণমোহন শীলের ভূমি, দক্ষিণ দিগে ৺ গোপীনাথজী ঠাকুরের বাটী।

১১ দফ। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণা এবং স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।৫ পনের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে বৃন্দাবন মল্লিকের বসতি বাটী, পশ্চিমদিগে বেহারিলাল শীলের এক বাটী, উত্তরদিগে কৃষ্ণহরি দত্তের এক বাটী, দক্ষিণ দিগে নিতাই শীলের এক বাটী।

১২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা আরসা পরগনার চুঁচুড়ার বড়বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজী ভূমি যাহাতে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী আছে ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে প্রকাশ্য রাস্তা। পশ্চিম দিগে মালের জমী। উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে গলিপথ।

১৩ দফ। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগান খেরাজী জমী তাহার চতুঃপার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচির ও একতালা গৃহ এবং অনেক বৃক্ষাদি আছে যাহা ধরমপুরের বাগান নামে খ্যাত ভূমি অনুমান পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্রশীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আনন্দনারায়ণ রায়ের রাইয়তী জমী। পশ্চিম ও উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে নদ্দমা।

১৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগান খেরাজি জমী যাহা মাল বিয়ারা বাগান নামে বিখ্যাত তাহাতে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী এবং এক পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান এক বিঘা এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহা[illegible] অধিকার ও [illegible] আছে [illegible] উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও [illegible] সারে বিক্রীত হইবেক। তাহা [illegible] গে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদি[illegible] ক প্রকাশ্য রাস্তা। পশ্চিমদিগে [illegible] তন মন্দীর ভূমি। উত্তরদিগে প্র[illegible] রাস্তা। দক্ষিণদিগে এক নদ্দমা।

১৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থা[illegible] শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক [illegible] নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি [illegible] টী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খ[illegible] বন্দ ভূমি যাহা মেনবেলস বাগান [illegible] বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ।৩ [illegible] কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা [illegible] হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও [illegible] হার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভ[illegible] ন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও [illegible] ক আছে তাহা উপরে লিখিত কা[illegible] স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হ[illegible] ক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ [illegible] ষত পূর্ব্বদিগে লালবেহারি দের ব[illegible] বাটী। পশ্চিম দিগে এক প্রকাশ্য [illegible] উত্তর দিগে উক্ত লালবেহারি দে[illegible] তি বাটী এবং গোঁসাইচন্দ্র আ[illegible] ভূমি। দক্ষিণ দিগে বেহারিলাল দে[illegible] ক বাটী এবং ৺ যাদব রায়জীউর ঠা[illegible] বাটী।

১৬ দফা। এবং সহর কলিকা[illegible] বড়বাজারের ময়রাপটির শামিল [illegible] মধ্যস্থিত যে এক ২৪ নং ইষ্টক নি[illegible] দোতালা গৃহ ও দোকান এবং তা[illegible] সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনু[illegible] ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক [illegible] বেশী হউক তাহাতে ও তাহার [illegible] ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী [illegible] তচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার [illegible] সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত [illegible] ল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত [illegible] বেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাব[illegible] শেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রাজকৃষ্ণ পাল[illegible] ক বাটী। পশ্চিম এবং উত্তর দিগে [illegible] কারো গলিপথ। দক্ষিণ দিগে রা[illegible] পালের এক দোকান।

১৭ দফ। জিলা হুগলির [illegible] পরগণার চুঁচুড়ার ধরমপুরের [illegible] রামধন ঘোষের বাগানের মধ্যে [illegible] ক পাঁজা ইষ্টক অনুমান ১০০০০০ [illegible] হা কিছু কমী হউক বা বেশী হউ[illegible] হাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার [illegible]

[illegible] বিক্রীত হইবেক।

১৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা [illegible] পরগণার [illegible] ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পাঁজা ইট [illegible] অনুমান ১৫০০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হা[illegible] তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হ[illegible] তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহা[illegible] উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শী[illegible] লের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আ[illegible] তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান [illegible] নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা [illegible] পরগণার শানিল হুদগর নামক ময়[illegible] নে আরো ৫ পাঁচ পাঁজা ইষ্টক অনু[illegible] ৭০০০০০ সাত লক্ষ তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহা[illegible] মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আ[illegible] সামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধি[illegible] ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লি[illegible] কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বি[illegible] ক্রীত হইবেক।

[illegible] সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই [illegible] কল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারি[illegible] ন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
[illegible] মে ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম বি[illegible] লয়ে বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস বি[illegible] য় প্রাচীন মতাবলম্বি হিন্দু মহাশয়[illegible] গর কি২ আপত্তি আছে তাহা প্রের[illegible] রিলে ভাস্করে প্রকাশ করিব অতএ[illegible] বাসরীয় ভাস্করে প্রাচীন মতস্থ [illegible] দিগের এক পত্র প্রকাশ করিলাম [illegible] শিক্ষালয়ের বান্ধব মহাশয়েরা মনো[illegible] গ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া এই সকল আ[illegible] খণ্ডন করুন, এতদ্বিষয়ে তাঁহারা [illegible] লিখিবেন আমরা আহ্লাদিত হই[illegible] তাহা গ্রহণ করিব।

[illegible] ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল কলিকা[illegible] পালিসের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে মেং লা[illegible] ডেপুটি [illegible] আসন পদ পরিত্যাগ করিবেন, [illegible] ইণ্ডিয়ান টাইমস [illegible] লেখেন, আর ৭ সাল [illegible] আসন বর্ত্তমান বেতনের [illegible] দুই অংশ টাকা পেন[illegible] প্রাপণ যোগ্য হইবেন অতএব তৎসময় সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি এইক্ষণে নিজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না, সম্পাদক মহাশয় আরো লেখেন তিনি শ্রবণ করিয়াছেন পোলিসের কোন প্রধান ব্যক্তির পোষকতায় মেকান সাহেব নবীন সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু সম্পাদক এবার্ত্তার উপর নির্ভর করেন নাই, পরন্তু আমরা এবিষয় নিতান্ত অমূলক বোধ করিনা, কারণ এই যে " নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ,,।

২১ মে তারিখের হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর পত্রে তৎ সম্পাদক মহাশয় হিন্দু স্ত্রী বিদ্যালয়ে এতন্নগরীয় কোন্২ ব্যক্তির বালিকারা বিদ্যাভ্যাসার্থ গমন করিয়াছেন তাহার এক তালিকা প্রকাশ করেন, আমরা তদ্দৃষ্টি মাত্র তাঁহার ভ্রম শোধন করণাভিপ্রায় করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি স্বয়ং ঐ তালিকার সত্যতার প্রতি নির্ভর করেন নাই, বরং স্পষ্ট বলিয়াছেন তাহা সংশোধন করিবেন, ইহাতেই আমরা তৎকালে তাঁহার ভ্রম শোধন করিনাই, অভিপ্রায় ছিল সম্পাদক পর পত্রে নিজেই ভ্রমশুদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু এইক্ষণে দেখিতেছি উক্ত সম্পাদকমহাশয় ভ্রমস্বীকার না করিয়া মান্যবর হরকরা সম্পাদক তাঁহার যে দোষদর্শাইয়াছিলেন তাহাতে বৈরক্ত্য প্রকাশ পূর্ব্বক গত পত্রে ভ্রম শোধনকারি হরকরা সম্পাদকের প্রতি কটুকাটব্য লিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আমারদিগের সন্তান সন্ততি নাই বোধ করি ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় ইহা বিজ্ঞাতা থাকিবেন অতএব জানিয়া শুনিয়া কিরূপে লিখিয়াছেন আমরা উল্লেখিত বিদ্যামন্দিরে এক বালিকা পাঠাইয়াছি এবং হরকরা সম্পাদক উক্ত সম্পাদকের এই ভ্রম দর্শাইয়াছিলেন ইহাতে উক্ত সম্পাদক বলেন আমরা তাঁহার ঐ বাক্যের বিরুদ্ধে ভাস্করে না লিখিলে হরকরা পত্রের লেখাতে প্রত্যয় করা যাইতে পারে না, কি আশ্চর্য্য, ভিন্ন দেশীয় একজন মান্য লেখক আমারদিগের বিষয়ে সত্যানুসন্ধান করিতে পারিলেন কিন্তু এতদ্দেশীয় আত্মীয় ব্যক্তি যাঁহার সহিত নিয়ত একত্র বাস এবং আমরা যাঁহার পরিবারাদির তাবৎ বলিতে পারি তিনি আমারদিগের বিষয়ে ভ্রমেপতিত হইয়াছেন, হা, ইহা কি তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর নহে, যাহা হউক, আমরা উক্ত সম্পাদকের প্রীত্যর্থ এবং সাধারণের প্রত্যয় জন্য পুনর্ব্বার মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি আমারদিগের বালিকা থাকিলে তাহাকে উক্ত বিদ্যা মন্দিরে অতি হর্ষ চিত্তে পাঠাইতে পারিতাম [illegible] পরমেশ্বর যাহা দেন নাই কি করিব, [illegible] এতদ্দেশীয় বান্ধবগণকে অনুরোধ করি [illegible] তাঁহারা স্ব২ কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মাহাঁ করুণে আর এককথা লেখেন অর্থাৎ " গত মঙ্গলবারের ভাস্করে আমারদিগের লেখার ভাবভঙ্গী পরিবর্ত্তন হইয়াছে,, ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতেছি তিনি আমারদিগের লেখার ভাবার্থ সংগ্রহ করণে ব্যস্ততা বিদিত করিয়াছেন, অতএব এক শনি বাসরীয় ভাস্করে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহাই তাঁহার প্রবোধ জনক হইবেক, এবং ষ্টার সম্পাদক মহাশয়ও হিন্দু ইন্টেলিজেন্সরের তালিকা ঘটিত ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলেন বোধ হয় সম্পাদক তাহা না দেখিয়া থাকিবেন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

আমারদিগের কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল বৈদ্যবাটীর মুন্সেফী কাচারী শ্রীরামপুরে উঠিয়া আসিবে এমত কল্পনা হইতেছে, অবগতি হয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে প্রথমত আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরামপুরস্থ প্রজাগণের পুনঃ২ প্রার্থনায় তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইয়া থাকিবেন।

কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয়।

আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্তবাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছেন, সংস্কৃত কালেজের এক জন ছাত্র ভদ্রবালিকাগণকে ইংরেজি বাঙ্গালা উভয় ভাষায় তথায় শিক্ষাদান করিতেছেন।

হরকরা পত্রে ব্যক্ত করে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুত তামসন সাহেব শারীরিক স্বাস্থ্যার্থ কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবেন ইহা হইলে সেক্রেটরী শ্রীযুত এলিএট সাহেব ঐ পদে এবং এলিএট সাহেবের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুত হেলিডে সাহেব এবং শেষোক্ত মহাশয়ের কর্ম্ম পরিচালনার্থ সেক্রেটরী গ্রাণ্ট সাহেব মনোনীত হইতে পারেন।

প্রেরিত পত্র।

স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ক।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

সম্পাদক মহাশয়, এতন্নগরে শ্রীযু[illegible] বর্ণ বেথিউন সাহেব কর্তৃক [illegible] বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে [illegible] হিন্দুগণের অপরিমিত আ[illegible] আধির উদয় হইয়াছে, বিশেষত স্বদেশীয় সম্পাদকেরা তৎকার্য্যে অনুকূল থাকাতে স্বপ্ন প্রায় মনের ভাব অব্যক্ত থাকায় অবক্তব্য বৈকল্য জন্মিয়াছে, কালধর্ম্মে ধর্ম্ম পক্ষিকা এক পত্রিকা চন্দ্রিকাও দেশকাল পাত্র বিবেচনায় মৌনাবলম্বন করাতে সুতরাং অগত্যা সকলেই নীরবে আছেন, সম্প্রতি ১০ জৈষ্ঠ মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করপত্রে মহাশয় নবীন ও প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুদিগের অভিপ্রেত অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষীয় বাদানুবাদ বক্তৃতা প্রকাশার্থ প্রতিজ্ঞা করাতে আমরা পরমোৎসাহী ও সাহসী হইয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি স্থানদানে বাধিত করিবেন।

মহাশয় বিবেচনা করুন, এই অবনীমণ্ডলের নানাদেশীয় মনুষ্য জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম পূর্ব্বাপর ভিন্ন২ প্রকারে বিভক্ত ও ব্যবহৃত থাকায় পরস্পর জাতীয় ব্যবহারে সংস্কারের পরিপাক প্রযুক্ত এক দেশীয় ধর্ম্ম ব্য[illegible] অন্য দেশীয় মনুষ্যের দ্বেষ বৈষম্য ও কথন দয়া ঘৃণা উপস্থিত হয়, এতন্ন্যায়ে হিন্দুজাতি মধ্যে ভিন্ন২ জাতি ব্যবধানে শৌচাচার আহার উপবীতধারণ গঙ্গাদি তীর্থ স্নান দেব প্রতিমা পূজন, স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরে রক্ষণ, ও তাঁহারদিগের বিদ্যাধ্যয়নাদি অকরণ, গৃহাদি ধৌত মার্জন অন্নপাকাদি ক্রিয়াকরণ নবমবর্ষ মধ্যে বিবাহ নিষ্পাদন, ও দ্বিতীয় বিবাহ অকরণ, একাহার একাদশ্যাদি ব্রতাচারে কাল কর্ত্তন ইত্যাদ বিবিধ কার্য্য ব্যবহারে অন্বিত হইয়াছে, তদ্রূপ ইউরোপখণ্ডে বর্ণ বিচার শৌচাচমন বর্জন গোমাংসাদি ভোজন, দেবার্চন মোচন, স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসন, পুরুষের সহিত সমত ও স্বামি ভিন্ন অন্যান্য পুরুষের সহিত একাসনে উপবেশন, ও ভোজন, একযানে ভ্রমণ, বায়ু সেবন, ষোড়শ বর্ষ ন্যূনকালে বিবাহ অকরণ, ও স্বামি মরণে বারম্বার পতি গ্রহণেত্যাদি রীতি প্রচলিত থাকায় সুতরাং হিন্দু স্থানের সহিত ইউরোপের মতের বৈপরীত্য প্রযুক্ত পরস্পর ঘৃণা দ্বেষ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয় দিগের অধিকৃত হওয়াতে অস্মদাদির সহিত ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধে তাঁহারা ব্যাপকতা গুণে স

ব্যাংশেই ব্যাপক হওয়া ব্যাপ্য প্রজার
আচার ব্যবহারে এতৎ প্রকার দোষ
দর্শাইয়া পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিয়া থা
কেন, বাস্তবিক তৎকার্য্য রাজধর্ম্মের
বিপরীত হইলেও স্বয়ং রাজার দুরবস্থি
প্রযুক্ত রাজকার্য প্রধান পুরুষেরা তা
হাতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না, সম্প্র
তি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক মেং বেথুন
সাহেব মহাশয় দেশীয় শাস্ত্র ও ব্যবহা
র বিরুদ্ধে ভদ্র বালিকাদের কালেজে বি
দ্যা শিক্ষার যে ব্যবস্থা বাহির করিয়া
ছেন ইহা তত্তুল্য প্রধান রাজকীয় পদ
ধারি পুরুষের সদুচিত কার্য্য নহে যদি
চ বিদ্যা শিক্ষায় ধর্ম্ম হানির অসম্ভাব
না জানাইয়া সদয়তা প্রকাশ করিতেছে
ন, কিন্তু কালেজে অধীত বিদ্যা অধি
কাংশ পুরুষজাতির স্বধর্ম্ম নিষ্ঠতা দৃষ্টে
তদুপমায় বালিকাদের ভবিষ্যৎ বি
দ্যাফলানুমানেসাহেবের সদয়তার নিগূ
ঢ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে বক্রী নাই,
প্রথমত বাল্যাবধি উপস্থিত নিয়মাধী
ন দৈশবষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গম
নাগমন ও হিন্দু পণ্ডিত ও পণ্ডিতা বি
বির নিকট বিদ্যোপবিদ্যাধ্যয়ন দ্বারা
[illegible]শীয় স্ত্রীজাতির ন্যায় বালিকাদের
ভীরুতা ও লজ্জাশীলতার অভাব হওবে
বরং লজ্জা রাহিত্য প্রযুক্ত বিবাহকা
লে পিতাভ্রাতাদির মনোনীত পাত্রে
চিত্ত প্রসন্ন না হইলে অনায়াসে প্রতিবা
দ করিবে, এবং যৌবনকালে বিলাতী
য় সভ্য ব্যবহারানুরূপ পুরুষের সহিত
পত্রাদি প্রশস্তি কথোপকথন পথ ভ্র
মণ সহভোজন ইত্যাদি কার্য্যে যত্নবতী
হইবে, স্বভাবত মাংস ভোজন মদ্যপা
ন ও মৈথুনে মনুষ্য জাতির প্রবৃত্তি
সত্ত্বেও কেবল শাস্ত্র ও কুলোচিত শা
সনে তাহার আধিক্য হইতে পারে না
শাসনের ক্ষীণতা হইলেই তত্তৎ কার্য্যে
র আতিশয্য হয়, যবন জাতির মদ্যপা
ন শাস্ত্র নিষিদ্ধ ও স্ত্রীরক্ষণের প্রথা হিন্দু
র ন্যায় থাকাতে যবনাধিকারে ব্যভিচা
র ও মদ্য পানের আধিক্য বর্ত্তমান সম
য়ের ন্যায় দৃষ্ট হয় নাই, এইক্ষণে উভয়
কার্য্যে রাজকীয় অশাসনবশত মদ্যোন্ম
ত্ততা ও ভ্রষ্টতার কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া
ছে তাহা কলিকাতা নগরের পূর্ব্বাবস্থার
সহিত বর্ত্তমানাবস্থার তুলনা করিলেই
অনায়াসগম্য হইবে, ঈশ্বরীয় নিয়মে পু
রুষাপেক্ষা স্ত্রী দেহে কাম হিংসাদি দো
ষ আধিক্য দৃষ্টে মনু প্রভৃতি প্রাচীন ব্য
বস্থাপকেরা তাহারদিগের যাবজ্জীবন

স্বতন্ত্রার নিয়মাবধারণ ও যাত্রোৎসবে গ
মন নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমশঃ
পুরুষ জাতির সদয়তা ও শাসনের ক্ষীণ
তায় গঙ্গাস্নান ও তীর্থ যাত্রারূপ স্ত্রীজা
তির অকরণীয় কার্য্য এইক্ষণে বাহুল্য দ
র্শন করা যায়, বিশেষত বর্ত্তমানাধিকা
রে স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষের তুল্যতা
প্রযুক্ত তাহারদিগের তীর্থ যাত্রাদি ক্রি
য়ার প্রতি নিষেধ করায় পুরুষের ক্ষম
তা নাই "ঘরের ভাত খাবনা,, বলিয়া
পথে দাঁড়াইলেই সর্ব্বনাশ, যেহেতু বি
চারকেরা দোষ গুণ ও অনাদি ব্যবহারে
র প্রতি নেত্র নিক্ষেপ না করিয়া স্ত্রীর ই
চ্ছার উপর বিচার নিষ্পন্ন করিয়া থা
কেন, সহজেই তাহারদিগের মত রক্ষা
জন্য ভদ্রলোকেরা দাস দাসী ও বিশ্বাসী
লোক সমভিব্যাহারে দেব দর্শনাদি ক
র্ম্মে পাঠাইতে বাধ্য হন, ইহাতে বাল্য
কালে বালিকারা ত্যক্ত লজ্জা হইলে বি
লাতীয় স্ত্রীগণের ন্যায় পুরুষের সহিত
গমনাগমন, পান ভোজন চুম্বনাদি ক্রি
য়া অনায়াসে করিবে তাহাতে সন্দেহ কি,
অতএব বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা স্ত্রী জা
তির ধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত অবশ্যই বলি
তে হইবে।

অনুকূল বাদিরা কহেন বিদ্যা শি
ক্ষা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্যভিচার
দোষের প্রশক্তি কি, একথা যুক্তি সিদ্ধ
নহে, যেসকল বালকেরা কালেজে
উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহার
দিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির চরিত্র
নিরীক্ষণ করিলেই ঐ কথার সদুত্তর হয়
বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা বিলাতীয় বিবিরা
কি ব্যভিচারে অপরিগতা হইয়াছেন,
আর অশিক্ষাদোষে কি এতদ্দেশীনী কা
মিনীরা অশুমোচিত সৎকর্ম্মে বিমুখা
আছেন, অপচ স্ত্রীজাতির মূখতার
প্রতি যে সাহেব লোকের ও সাহেব
জাতির অনুগামি এতদ্দেশীয় কতিপয়
যুবকের দয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা
অসত্য নহে, কিন্তু তাহা ভিন্ন অপরাপ
র কার্য্য দৃষ্টেও স্ত্রী জাতির প্রতি দয়া
জন্মিতে পারে, বিবেচনা করিলে বিবা
হের বিষয়েতেও এই এক নিষ্ঠুরতা যেযে
পুরুষের সহিত যাবজ্জীবন কালযাপন
করিতে হয় তাহার দোষ গুণ বিবাহ
পূর্ব্বে স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া পিত্রাদি
র অভিমতে বালিকার বিবাহ করা উ
চিত হইতে পারে না, বালিকারা স্বয়ম্ব
রা হইলেই নিত্য সুখিনী হইতে পারে,

আর বিধবা হইয়া হিন্দুস্ত্রীরা যাবজ্জীবন
যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, অতএব বি
ধবা বিবাহের প্রথা হইলে স্ত্রীজাতির
ক্লেশ নিবারণ ও ভুরি২ প্রজাবৃদ্ধির স
ম্ভাবনা, ইহা ভিন্ন স্ত্রীদিগের অপরিণত
জ্ঞানে পরিণয়, ও পতি গৃহে দাসীর ন্যা
য় গৃহ শোধন, তৈজস মার্জ্জন, চুল্লী লে
পন, পাচকের ন্যায় রন্ধন ও মলগ্রাহির
ন্যায় বালক বালিকার মল ধৌত কর
ণাদি ক্লেশকর কার্য্যে দয়ার উদ্রেক হ
য়, এতাবতা এক বিদ্যা দানে উক্ত সম্য
ক ক্লেশের নিবারণ নাই, স্বাধীনতা ব্য
তিরেকে কদাচ দুঃখাপহার হইতে পা
রে না, তাহা প্রদান করিলে সংসার যা
ত্রা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, ইহাও বিবে
চনা কর্ত্তব্য, হিন্দুস্থান ব্রাহ্মণাদি বহুতর
জাতিতে, ও একং জাতি ভিন্ন শ্রেণীতে
বিভক্ত থাকায় এক শ্রেণীর সহিত অ
পর শ্রেণীর ভোজ্যান্নতা ও বিবাহাদির
প্রথা নাই, ইহা ভিন্ন স্বগোত্রাম ব্যতি
রেকে অনেকে পরান্ন গ্রহণ করেন না,
সুতরাং আঢ্য লোকেরও স্ত্রীজাতিকে
পাক ক্রিয়া প্রয়োজনেই করিতে হয়, এ
তদ্দেশের মধ্যে ষোড়শাংশের একাং
শ ভাগ্যবান ও দুই অংশ সদগৃহস্থ, অব
শিষ্ট ত্রয়োদশাংশ মনুষ্য নিঃস্ব, দাস
দাসী পাচক রাখিতে সাধ্য না থাকায়
স্ত্রী পুরুষেরাই তাবদাশ্রমিক কার্য্য নি
র্ব্বাহ করিয়া থাকে, যদি সাধারণ স্ত্রীজা
তি বিদ্যানুশীলনে অনুরক্তা ও গৃহ কা
র্য্যে অনাসক্তা হয় তবে ভৃত্য পাচকা
দি দ্বারা গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যেবা
হুল্য ব্যয় তাহাই বা কিরূপে সংগতি হ
ইবে, যদি বল বিলাতে কিরূপে গৃহ
স্থের কার্য্য সমাধা হয়, উত্তর তদ্দেশে
বর্ণ বিচার না থাকায় একাচার আহা
রের প্রতিবন্ধকতা নাই, বাজারের অন্ন
ক্রয় করিয়া অধিকাংশের কালযাপন হ
য়, অতএব জাতীয় বিচার সত্ত্বে কদাপি
এদেশে তদ্বৎ ব্যবহার প্রচলন হইতে
পারে না, যদি বালিকাবৎসল ব্যবস্থাপ
ক মহাশয় স্বরচিত ব্যবস্থা দ্বারা অন্ন ও
বর্ণ বিচার উঠাইয়া দেন তবে একদা নি
ষ্কণ্টক হওয়া যায়, এবং তাঁহারো অভী
ষ্ট লাভে কষ্ট পাইতে হয় না।

বুদ্ধি বিদ্যা বিজ্ঞতায় পরিপক্ক প্র
শংসিত সাহেব যদভিপ্রায়ে বিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির
অগোচর নাই, তবে কি কারণ স্ত্রীজাতি
র বিদ্যাশিক্ষা প্রাচীন রীতি ও রাজা রা

[illegible] দেশের অভিরুচি [illegible]
হইতেছে বলিয়া প্রবোধ দিতেছেন, [illegible]
দি পূর্ব্ব রীতি ক্রমেই বিদ্যাশিক্ষা [illegible]
[illegible] কর্ত্তব্য হইয়া থাকে তবে [illegible]
জন্য ইহা সামান্য লোকের বালিকো[illegible]
ক্ষা করিয়া ভদ্রকুলবালার নিমিত্তে [illegible]
কুল হইয়াছেন, সাধারণী বালিকা[illegible]
ক্ষা ভদ্রকন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষা হই[illegible]
কি পুণ্য গৌরব আছে, উক্ত রাজার [illegible]
তানুসারে স্কুলবুক সোসৈটীতে বহু[illegible]
ল পূর্ব্বে যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে [illegible]
মরা তাহা পাঠ করিয়া জানিয়াছি [illegible]
হাতে কালেজে পাঠাইয়া বিদ্যা শি[illegible]
র ও বিবির নিকট শিল্পকার্য্যাভ্যা[illegible]
র বিধি নাই, কেবল অন্তঃপুরে শিক্ষা[illegible]
কথাই লিখিত আছে, তাহাও শাস্ত্রস[illegible]
ত নহে, প্রমাণ ব্যতিরেকে পুরাতনী [illegible]
য়েকজন স্ত্রীর বিদ্যাশিক্ষার কথা এ[illegible]
রূপে যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করেন [illegible]
দ্রৌপদী বিদ্যাবলে সংস্কৃত বচন দ্বা[illegible]
স্বামিগণকে অশ্বত্থামার প্রাণনাশ [illegible]
তে বারণ করিয়াছিলেন, যদি ঐ কথ[illegible]
দ্রৌপদীর উক্তি বচনটি দ্রৌপদীর [illegible]
ত নিশ্চয় করা হয় তবে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও [illegible]
ড়াল তপস্বির প্রসঙ্গে যে বচন সকল [illegible]
খিত আছে তাহাও ব্যাঘ্র বিড়ালের [illegible]
রচিত জানিয়া তাহারদিগকেও প[illegible]
তবলা যাউক, সেবিচারের আবশ্যক[illegible]
নাই যদি স্ত্রীশিক্ষা রাজাদিগের অ[illegible]
প্রেত হইয়া থাকে তবে রাজবাটীর দ[illegible]
একটী বালিকা বিদ্যালয়ে লইতে প[illegible]
রিলেই তাবল্লোকের আপত্তি নিষ্প[illegible]
পায়, তবে কেন কেন প্রশংসিত সাহে[illegible]
তদনুষ্ঠান না করিয়া অনর্থক কষ্ট পা[illegible]
তেছেন এবং অন্যান্য ভাগ্যবানের [illegible]
পর স্বকীয় ক্রোধ রূপ ভয় প্রদর্শন কর[illegible]
ইতেছেন ইহা কি তাঁহার মহৎ পদের [illegible]
উচিত কর্ম্ম বলা যায়, যদিও এই কার্য[illegible]
স্বদেশীয় ব্যবহারের বিপরীত তথাপি[illegible]
শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট লোকের স্বীকার্য্য হইলে[illegible]
অনেকে অনুরাগী হইবেন।

কেষাঞ্চিৎ প্রাচীন মতস্থ হিন্দুনাং।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর ক[illegible]
লিকাতার শোভাবাজার বালাখানার [illegible]
বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নি[illegible]
জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এব[illegible]
শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়[illegible]

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ [illegible]চিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষা[illegible]রুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালে[illegible]করক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্বিতঃ।
নানা[illegible]। বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমূখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

২২ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল [illegible] মে। হানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১৯ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] নাইতে
[illegible]হা রাজা রাম
[illegible] ভাষায় স্বয়ং লি
[illegible]ং যাহাতে ঐ মহাম
[illegible]জা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা
[illegible]ত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা
ভা[illegible]রের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে
[illegible]মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ
[illegible]ত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের
[illegible]শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা
[illegible]ালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা
[illegible]মমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি
[illegible]ণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের
[illegible]মাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ
[illegible]কলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক
[illegible]থ্য প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি
[illegible] হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু
[illegible]লকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী
[illegible]য়ান হয় কিন্তু পথ্য প্রদান পাঠ ক
[illegible]লে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই
[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক
[illegible] আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ
[illegible]ক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা
[illegible]র লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে
[illegible] না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ
[illegible]৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা
[illegible]হার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত
[illegible]রিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি
[illegible]ষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা
[illegible]লেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

[illegible] শুক্রবা
বিজ্ঞাপন। [illegible]শয় গণের

[illegible] সর্ব্বসাধারণকে নি[illegible]
[illegible]প্রতিবাসরী[illegible]

[illegible] কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত
[illegible]রিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূ
[illegible] মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল,
[illegible]স্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য যা
[illegible] অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা
[illegible]তে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য
[illegible]কার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক
[illegible] মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর
[illegible]গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃ
[illegible] বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ
[illegible]ক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত
[illegible]য়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষা
[illegible]ক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণ
[illegible]টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহা
[illegible]রা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন
এব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয়
[illegible] প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন
[illegible] মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

১ নম্বর।

[illegible] এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিসানর সা
[illegible] প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত
[illegible]গোরা সাহেবের পত্র।
[illegible]বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে তোমার
[illegible]র অধীন কালেক্টর সাহেবদিগের
[illegible]র্থে জানাইতেছি যে বাঙ্গলা দেশের
[illegible]নরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেব বর্ত্ত
[illegible] ১৮ তারিখে ৬৪ নম্বরী পত্রে হুকু
[illegible] যে যখন এমত দৃষ্ট হয় যে সর
[illegible] আপনী কোন মোকদ্দমাতে লিপ্ত
[illegible] অথবা মোকদ্দমার বাদি কি প্র
[illegible] হওয়া প্রযুক্ত মোকদ্দমা চালা
[illegible] তখন স্থানীয় কার্য্যকারকে

ক্রিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে এক জন উকীলকে
নিযুক্ত করিতে পারেন এবং তাহা করিলে
তাহার উপযুক্ত সম্বাদ অবিলম্বে আইনসম্প
র্কীয় কার্য্যে রিমেম্ব্রান্সর সাহেবের নিকটে
দিতে হইবেক।

জি প্লৌডন। সেক্রেটারী
সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৯। ২৭ জানুআরি।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের
শিক্ষালয় হইয়াছে ইহাতে সকলেই গো
লযোগ করিতেছেন, কিন্তু আমরা বার
ম্বার বলিয়াছি এবং বলিতেছি আরো
বলিব এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শি
ক্ষার প্রথা নবীন প্রথা নহে, সূর্য্যবংশী
য় রাজাদিগের সময়াবধি যবনাধিকা
রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দুস্ত্রীলোকেরা নিয়
মিত রূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আ
মরা ইহার অনেক প্রমাণ প্রকাশ করি
য়াছি এবং যবনাধিকারোপরমে ব্রিটি
সাধিকারাগমাবধি পুনর্ব্বার হিন্দুস্ত্রী
লোকদিগের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস ব্যবহা
র হইয়াছে, বর্দ্ধমানের মহারাণী বিষ্ণু
কুমারী, বারেন্দ্র ভূমীন্দ্র ভামিনী মহারা
ণী ভবানী দেবী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি
লেন অদ্যাপিও তাঁহারদিগের স্বহস্তে
নামাঙ্কিত ভূমিদানপত্র অনেকের স্থানে
আছে, তদবধি বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এ
বং নাটোরের রাজবাটীতে স্ত্রীলোক
দিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা হইয়াছে,
বর্দ্ধমানাধিরাজ স্বর্গীয় মহারাজ তেজ
শ্চন্দ্র বাহাদুরের পট্টমহিষী ৺ প্রাপ্তা
মহারাণী কমলকুমারী স্বয়ং লিখিতে
পড়িতে পারিতেন বিদ্যাবলে ঐ মহা
রাণী মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের ব
র্ত্তমান কালাবধি আপনি রাজকার্য্য ক

[illegible]আছেন, তাঁহারাও লিখন পঠন বিষয়ে
অতি সুশিক্ষিতা, এবং নবদ্বীপাধিপতি
৺ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বা
হাদুরের পরিবারেরাও বিদ্যাভ্যাস ক
রিয়াছিলেন।

কলিকাতা নগরে মান্য লোকদি
গের বালিকারা প্রায়সকলেই বিদ্যাভ্যা
স করেন, ৺প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়বাহা
দুরের পরিবারগণের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস
স্বাভাবিক প্রচলিতরূপ হইয়াছিল, বি
শেষত রাজ সুখময় রায়বাহাদুরের পুত্র
[illegible] রায়বাহাদুরের ক
[illegible]
[illegible]
হাকে ভর্[illegible] করিতেন।

হরসুন্দরী দাস[illegible] পঞ্চবর্ষীয়া কালে
কিশোরী বৈষ্ণবীর নিকট [illegible]অক্ষর শিক্ষাক
রেন, তৎপরে রাজবাটীর স্বস্ত্য[illegible] য়িনি এ
কজন প্রাচীন ব্রাহ্মণের স্থানে সংস্কৃত
ভাষার কয়েক গ্রন্থ শিক্ষা করিয়াছিলে
ন, সেই সময়ে রামায়ণের ভাষা পুস্তক
মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশ হয়, রাজকন্যা
ঐ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া এক দিবস অন্তঃপুরে
এক গৃহে একাকিনী মৃদুস্বরে তাহা পা
ঠ করিতেছিলেন এমত সময়ে রাজা শি
বচন্দ্র রায় বাহাদুর হঠাৎ অন্তঃপুরে
যাইয়া সুস্বর শ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন,
"এখানে রামায়ণ পাঠ করে কে, রাজক
ন্যা পিতার স্বর শ্রবণে ভীতা হইয়া গো
পনীয় স্থানে গ্রন্থ রাখিয়া লজ্জিতাভাবে
দণ্ডায়মানা হইলেন, ইহাতেই রাজা বু
ঝিতে পারিলেন হরসুন্দরী রামায়ণ পা
ঠ করিয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহা
দুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার [illegible]এক
তেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে [illegible]পূর্ব্বে প্রকা
অতি শুদ্ধরূপে [illegible]রাজা নাটোরী
[illegible]সহকারিতা করিয়া
ছেন এমত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে কি

ঠাকুরে৷ কাঠা তাহা উত্তরদিগে উপরোক্ত বাটীর লাগাও তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব দিগে উপরোক্ত আসামী উমানন্দন ঠাকুরের এক খণ্ড ভূমি। উত্তরদিগে এক রাস্তা। এবং পশ্চিমদিগে জিতু সাহার এক খণ্ড ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ২৭ নং এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভদ্রাসন অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা পূর্ব্বদিগে নিলুবসাখের এক খণ্ড ভূমি ও বাটী। পশ্চিমদিগে নরহরির এক খণ্ড ভূমি ও বাটী। এবং উত্তর দিগে মণ্ডল ইষ্টাট।

৪ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগণার উল্টাডিঙ্গির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে এক পুষ্করিণী ও নানা প্রকার বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ১৬/ ষোল বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে মৃত্যুঞ্জয় সুরের এক বাগান। পূর্ব্বদিগে স্বরূপ ধরের বাগান। উত্তর দিগে সাধু ওস্তাগরের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার কাজীডাঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান ৩৯/৪ উনচল্লিশ বিঘা চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে রাস্তা। এবং পূর্ব্ব দিগে নরনারায়ণ সেঠের এক খণ্ড ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার রাগজলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বিল যাহা কুনির বিল নামে খ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৯/ নয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে গোবর্দ্ধন মণ্ডলের ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে মুন্সী আমীরের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভূমি।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার সিঁতির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কৃষ্ণবসুর ভূমি। পূর্ব্বদিগে প্রাণনাথ মল্লিকের বাগান। পশ্চিম দিগে মথুর সেনের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে মার্গোজের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
৩১ মে ১৮৪৯। }

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর [illegible] প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কৃষ্ণকিশোর নেউগি এবং রাজেন্দ্রচন্দ্র নেউগীর বিরুদ্ধে কাইকাই ককসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাজার যাহাতে এক ইষ্টক নির্ম্মিত চক ও তিনটা একতালা গুদাম আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪/০ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজেন্দ্রচন্দ্র নেউগির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ঈশ্বর পালের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে গঙ্গানদী। উত্তর দিগে আশুতোষ দেবের এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে মান্যবর কোম্পানির রাস্তা যাহা চিৎপুর রোড নামে বিখ্যাত।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩/০ তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজেন্দ্রচন্দ্র নেউগির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কৃষ্ণকিশোর নেউগির বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে এক গলি। পশ্চিম দিগে কমল নেউগির এক বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে রাধানাথ নেউগির এক পুষ্করিণী।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত সহর কলিকাতার শ্যামবাজারের শামিল [illegible] স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি যাহা কেষ্টগির বাগান নামে বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৫ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কৃষ্ণকিশোর নেউগি এবং রাজেন্দ্রচন্দ্র নেউগির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রাধানিধি পালের বাগান ভূমি। পশ্চিম দিগে কোম্পানির রাস্তা। দক্ষিণ দিগে [illegible]ক গলি। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত রাধানিধি পালের এক খণ্ড ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৫ পাঁচ বিঘা তাহাতে এক পুষ্করিণী আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কৃষ্ণকিশোর নেউগী ও রাজেন্দ্রচন্দ্র নেউগির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক গলি। পশ্চিম দিগে কোম্পানির রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এক খণ্ড ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্যামবাজার।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Sopford.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
২ জুন ১৮৪৯। }

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর ক[illegible] লিকাতার শোভাবাজার বালাখানা[illegible] বাগানে শ্রীগৌ[illegible] [illegible] প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

[illegible] লোকসমাজে [illegible] মৌনস্য নায়ংকণো দোষগ্রস্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্যোচিতম্।
[illegible] সংপুরুষা [illegible] সংকুজ্যমত্যোদরা গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখী দুর্জ্জ্বত্তে ভাস্করঃ॥

[illegible] নানাদেশ বিলাসঅ্যব বিলসমাজ রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখী দেবাজ্জ্বত্তে ভাস্করঃ।

২৭ সংখ্যা ১১ বাবর ইং ১৮৪৯ সাল ১২ জুন দানীশাব্দ ১১ আব্দ নরাজাব্দ [illegible] বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

[illegible] প্রকাশ গ্রন্থ।

[illegible] সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে [illegible] এই যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ লি[illegible] য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[illegible] পরম শ্রদ্ধাস্পদ হিন্দুদিগের গর্ব্ব [illegible] [illegible] পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] ভাস্করের [illegible] সংশোধিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত আছে। উক্ত গ্রন্থ [illegible] বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা [illegible] শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[illegible]দের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক [illegible] প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু [illegible] বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible] আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible]ধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible] না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] ৩৮ পৃষ্ঠায় বন্দিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারা দিগের লইতে অভি[illegible]লাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

[illegible] সর্ব্বসাধারণ [illegible] বৃহস্পতিবাসরীয় [illegible]

[illegible] কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে [illegible] কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্য দেন এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃ[illegible] [illegible] লইবেক না।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাথীরে [illegible] [illegible] জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব এ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় রাজ্যানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ [illegible]

সরিফ সেল।

[illegible] সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির বিরুদ্ধে [illegible] নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগণে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফ পুরের শামিল নিজ মুনসেফপুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর মৌজা জলকর বৈসা যাহা কুলগাছি নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত, মৌজা দর্শমেশ, মৌজা বরোবলদিয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা মকসুপুর, মৌজা [illegible]কুলা, মৌজা গাড়রা, মৌজা শিবনপর, মৌজা চন্দ্রবণ, বিনাম পঞ্চামারি মৌজা বৌকমারি, মৌজা তারিণী নগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বেনাম ছোট আন্দলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর মৌজা বাড়িব্রাকা, মৌজা গোজরা, মৌজা রাজিবপুর, মৌজা সন্তোষপুর বিনাম [illegible], মৌজা বাগুয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুটিমারি, মৌজা চককপোতা, মৌজা জলকর গেরাভোর গোপীনাথপুর, মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাড়ামারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা [illegible]নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ওখড়া পরগনার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে একরাস্তা দক্ষিণদিগে এবং পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীর দিগের বাগাৎ ভূমী। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও খোলা হরি খোষারবাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

PAGE(S)

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান চারিবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরীর ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর একখণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তরদিগে পাল চৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা বাটী এবং পূর্ব্বদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর একখণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ১০ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী। উত্তর দিগে পাল চৌধুরীর ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর ভূমি।

সরিফের হুজুরে অনুসন্ধান করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Sopford.
ডেং সেরিফ।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। } ২ জুন ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

ন্যায়বিচারে দুর্ব্বলপক্ষস্থ লোকেরা যদি আপনারদিগের দুষ্ট স্বীকার করেন তবে তাঁহারা সাধুবাদ পাইতে পারেন অতএব হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় যে গত পত্রে স্বীকার করিয়াছেন আমরা বালিকা শিক্ষালয়ে কোন বালিকা প্রেরণ করি নাই এজন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিলাম, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, নিজবর সম্পাদক মহাশয় উচিতে না পারিয়া খেদ মানিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় যদি ইংরেজ হইতেন তবে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের ছল ধরিয়া বিতর্ক করিলে আমরা তাঁহার চাতুর্য্য বলিতে পারিতাম না, তিনি ইংরেজ নহেন, এতদ্দেশীয় মান্য হিন্দুসন্তান, মাতৃভাষা জানেন না ইহা বলিতে পারিবেন না, এবং ভাস্করে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল তাহাও পাঠ করিয়াছেন তথাপি ইংরেজি ভাষায় ভাস্করের অনুবাদের ছল ধরিয়া আমারদিগকে অপ্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পরিশেষে স্বীয়াভিলষিত সম্পন্ন করিতে না পারিয়া ভ্রম স্বীকার করিলেন অতএব এবিষয় আমারদিগের যাবজ্জীবন স্মরণ থাকিবে, যদি আর কস্মিনকালে কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ উপস্থিত হয় তবে আমরা তাঁহাকে চাতুর্য্যপ্রিয় বলিয়া সতর্ক হইব, এবং তিনি যদি আর কখন ইংরেজি সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতে যান তবে ইংরেজি সমাচার পত্র সম্পাদকেরাও তাঁহার এই ভ্রম দেখাইয়া লজ্জা দিবেন, সম্পাদকীয় কার্য্যে চাতুর্য্যাবলম্বন তাঁহারাই করে যাহারা লিখন পঠন যুক্তি প্রমাণাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় হিন্দুকালেজের প্রথমকালীন ছাত্র বলিয়া পরিচিত আছেন, এমত ব্যক্তির দ্বারা অভিপ্রায়াতিরিক্ত প্রকাশ হওয়াতেই আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি।

হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তবে কি অভিপ্রায়ে হিন্দু বালিকারদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষতা করেন, [illegible] কেবা কি তাঁহাকে কোন বিষয়ে সন্দেহ দিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় পিত পিতামহাদির প্রশস্ত পুরাতন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের ছোট সরোবরের উত্তর প্রান্তে উচ্চ তত্ত্বযুক্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া পরিবারাদি সহিত এই বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, উক্ত বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দোতালা বৈঠকখানার কপাট জানালা মুক্ত রাখিলে ছোট সরোবরের জলীয় বায়ু দ্বারা স্নিগ্ধ থাকিতে পারেন, এবং উক্ত সরোবরের চতুর্দ্দিগে বাগান ও রাজপথের শোভা দেখিয়া নানাপ্রকার সুখসম্ভোগ হয়, অদ্যাপি লোকেরা এরূপ বৈঠকখানা প্রাপ্ত হইলে দিবারাত্রি তাহার কপাট জানালা মুক্ত রাখিতেন কিন্তু কলিকাতা নগরীয় কোন ব্যক্তি বলিতে পারিবেন না কোন দিন ঐ বৈঠকখানার কপাট জানালা খোলা দেখিয়াছেন, ইহারই বা কারণ কি, সম্পাদক মহাশয় কি আপন বাটীতে আপনার দৌবারিকদিগের হস্তে বন্দী রাজার ন্যায় আপনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন, যদি বাটীর কর্ত্তা স্ববাটীতে এই প্রকার কারাবাসির ন্যায় থাকেন তবে সেবাটীর স্ত্রীলোকেরা কত যন্ত্রণায় রহিয়াছেন তাহা কি কেহ অনুমানে বলিতে পারেন, যদি বলেন তিনি স্ত্রীজাতিকে সুরক্ষণে রাখিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন তবে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার বহির্বাটীতে কি হিন্দুর বাটীর কোন চিহ্ন আছে, তাঁহার বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপ নাই, দোল নাই, দুর্গোৎসব নাই, পিতৃশ্রাদ্ধ নাই, তবে হিন্দুর চিহ্ন কি আছে, সন্তান হয়না স্ত্রীর উত্তেজনায় একবার কার্ত্তিকপূজা করিয়াছিলেন তাহাও অন্তঃপুরে দোতালা রহ্যাদেউ ঠিবার সোপানগৃহে, সম্পন্নহর পাদের কাঙ্গালিরা জলপানচায় এজন্য সে রাত্রিতে শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যও করেন নাই, নবীন বাটীতে যাইয়া কোন ব্রাহ্মণকে একটী পয়সা দেন নাই, এবং শুনিয়াছি ইষ্টপূজাও করেন না, তবে হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় হিন্দু [illegible] র কি ব্যবহারে আছেন অগ্রে তাহা [illegible] প্রমাণ করিবেন।

আমরা হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর স[illegible] ক মহাশয়ের অন্তঃপুর বহিঃপুরে[illegible] দুরাবৃত্ত ব্যবহার লিখিলাম কিন্তু [illegible] ক মহাশয় কোন ধর্ম্মাবলম্বী ইহা [illegible] লিতে পারিলাম না, যাঁহার কো[illegible] র্ম্মের চিহ্নই দেখি না তাঁহাকে [illegible] ধর্ম্মাবলম্বী কহিব, যাহা হউক, এ[illegible] সে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ থাকুক, আমারদিগে[illegible] পাঠক মহাশয়েরা ধৈর্য্যাবলম্বন ক[illegible] হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহা[illegible] র সহিত কিঞ্চিৎ বিতালাপ করিয়া[illegible] ঠকমহাশয়দিগকে সন্তুষ্ট করিব।

হে সম্পাদক মহাশয়, হিন্দু বা[illegible] কারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যা[illegible] বিলে কিং অনিষ্ট সম্ভাবনা আপনি [illegible] ক্রমে তাহা প্রকাশ করুন, আ[illegible] মহাশয়ের প্রতিকার উত্তর দিব, [illegible] উত্তর প্রদানে অশক্ত হই তবে আপ[illegible] জয়ী হইবেন, কিন্তু গোলের কথা [illegible] তুলেছেন, আপনি কি বোধ করিয়াছে[illegible] বালিকা শিক্ষার বিদ্যালয়ের বিদ্যা[illegible] শিখিলেই প্রাচীন শক্রকু মান্য হিন্দু[illegible] গের কোন ক্ষতিকর হইতে পারিবে[illegible] তাহা যদি হয় তবে কি বাবু কৃষ্ণমো[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন [illegible] প্রবিষ্ট হইতে পারেন না, কিম্বা [illegible] লি জেন্সর সম্পাদক যথে ক্রিবেন [illegible] এই সুযোগে বিনার্থযে তাঁহার স[illegible] যের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন, [illegible] ন্দ বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বি[illegible] ভ্যাস করিলে যেদোষগুণ আমারদিগে[illegible] পত্র প্রেরকেরা দুইপক্ষ হইয়া ইহার [illegible] দানুবাদ করিতেছেন, তাহাতে আমর[illegible] উভয় পক্ষেরবলাবলিসমস্তইবুঝিতেছি[illegible] সু পত্র প্রেরকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ ক[illegible] তে পারি না, প্রার্থনা করি একজন [illegible] ন্য সম্পাদক হিন্দু বালিকাদিগের বি[illegible] শিক্ষার বিপক্ষে লেখেন, অতএব হি[illegible] ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয়, য[illegible] এই ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন ত[illegible] আমরা আহ্লাদিত হইব।

শ্রীযুত বাবু গুরুদাস রায়ের আশ্চর্য্য অঙ্গীকার।

বড়াল নিবাসি জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদা[illegible] রায় মহাশয় তিন চারিবার [illegible] লার বাড়ীতে আগমন করিয়াছে[illegible] আমার দিগের বাবু [illegible] [illegible] প্রকাশ হইয়েছে আমরা কয়েকজন বাবু [illegible] ইলোর বাটীতে আদি আমার দিগকে এক [illegible] লিখিয়াছিলেন আমরা অদ্যকার দিয়েছেন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিলাম না, গত শনিবার বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টা কালে বাবু [illegible] বাবু গুরুদাস রায় মহাশয় ইলোর বাটীতে আসিয়াছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দুই বেলা, অতএব তৎক্ষণাৎ খাদ্যাদির আয়োজন পূর্ব্বক গুরুদাস রায় জমীদার মহাশয়ের বাটীতে গমন করি, তৎপরে বাবুর সহিত আলাপে কথা প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণশ্রেণীরকুলীনদিগের কৌলীন্য ব্যবহারে কুলীন কন্যারা অনেকে দুঃখ পাইতেছেন অতএব কৌলীন্য মর্য্যাদা উঠিয়া গেলে উত্তম হয়, ইহাতেই বাবু বিবাহ বিষয় আমরা কহিলাম আমরা দেখিয়াছেন ভাস্করে লেখা হইয়াছিল চাতরা নিবাসি স্বভাব কুলীন অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়ের দুই ভগিনী দেবকন্যা বিশেষ তাহারদিগের বিবাহ হয়না ব্রাহ্মণের জাতি যায় ইহা কি আমানন্দ দুঃখের বিষয়, বাবু কহিলেন, কি, ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের বিবাহ অদ্যাপিও হয় নাই, আমি ভাস্করের লেখা দেখিয়াছি, ঐ দুই কুলীন কন্যার বিবাহ দিতে কতটাকা আবশ্যক, আমরা কহিলাম পাঁচ শত টাকা হইলেই দুই কন্যার জাতি ওধর্ম্মরক্ষা পায়, ইহাতে বদান্যবর বাবু তৎক্ষণাৎ কহিলেন "পাঁচ শত টাকা আমি দিব, ব্রাহ্মণকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন,, হে পাঠকগণ, বাবু গুরুদাস রায় মহাশয়ের এই অঙ্গীকারে আমরা কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি লেখনী দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে পাইনা, অতএব আপনারা কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, অগ্রে এক ঘর স্বভাব কুলীনের জাতি রক্ষা হউক, কুলীন কন্যাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হই[illegible] উক, তৎপরে মহাশয়দিগের সন্তোষার্থ আমারদিগের যাহা বক্তব্য আছে তাহা লিখিব।

বিবিধ সমাচার।

২১ জ্যৈষ্ঠের ভাস্করে আমরা সদর [illegible] ওয়ানি আদালতের উকীলদিগের [illegible] লিকা প্রকাশকরিয়াছি তাহাতেমৌ[illegible] লী নরহমত্ত হোসেন, এবং মুন্সী এলা[illegible] এই দুই জন উকীলের নাম নং[illegible] হইবেক।

ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রে প্রকাশ হয় [illegible] মে তারিখ প্রভাতে মূলরাজের [illegible] গুণের বিচারারম্ভ হইয়াছে, তৎসম্পাদক মহাশয় অন্য এক পত্রদ্বারা [illegible] নিতে পারিয়াছেন মূলতান হইতে [illegible] মূলরাজের সপক্ষে সাক্ষ্য[illegible] নার্থ আনয়ন করিয়াছেন, বিচারকালীন শীকেরদের অনেক জনতা হইবেক ইহাতে উপদ্রব আশঙ্কায় বৃটিস রাজপুরুষেরা বিশেষ সতর্ক আছেন।

উক্ত পত্রে লেখে এমত প্রসিদ্ধ হইয়াছে কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্সের [illegible] মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় গবরনর জেনরলকে অনুজ্ঞা করিয়াছেন তিনি আপন নিকটে এতদ্রাজ্যের কৌন্সেলের অধ্যক্ষগণকে আবাহন করিয়া রাজকার্য্যে সম্বর হন, কলে কৌন্সেলের সভ্যগণ ও গবরণর জেনরল স্বতন্ত্র স্থানে থাকেন ইহাতে উভয়ের সম্মতিগ্রহণার্থ অনেক কর্ম্মে বিলম্ব হয়, অতএব প্রধান মহাশয়েরা ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন উচিত কর্ম্ম হইয়াছে।

গোয়ালিয়র হইতে আগত সমাচারে লেখে তদ্রাজ্যে নানা স্থানে বিদ্রোহিতানল এককালে প্রজ্বলিত হইতেছে এবং ইহার এক স্থলে রাজপক্ষীয় সৈন্যগণ পরাভব হইয়াছে।

বেনারস রিকারডর পত্রে লেখে পলায়নপরা লাহোরীয়া রাণী নেপালীয় দেবগৃহাদি দর্শন করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম নিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন, বরং কোনং মন্দিরে উচিত মত প্রণামি দিতেছেন, কথিত হয় মহারাজ্ঞী উকীল নিউমার্চের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং কহেন উকীল বিলাত হইতে তাঁহার পক্ষে উত্তম আদেশ আনাইতে পারিবেন বরং নেপালীয় রাজমন্ত্রিকে ইহার বিষয়ে বিস্তর উপরোধ জানাইয়াছেন।

বিলাত হইতে ৭ মে পর্য্যন্তের সম্বাদাগত হইয়াছে তদ্দ্বারাবগতি হইল আমারদিগের মহারাজ্ঞী সপরিবার সুখে আছেন এবং তদ্রাজ্যে বাণিজ্যাদির উন্নতি হইতেছে, ডিউক আফ উইলিংটন মহাশয় গত ১ মে তারিখে ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছেন শ্রীযুতের জন্মতিথ্যুপলক্ষে যুবরাজ প্রিন্সএলবর্ট প্রভৃতি মান্য লোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাদালাপ করিয়া আহ্লাদ জ্ঞাপন করেন।

অষ্ট্রিয়া রাজ্যের অনুকূলে একলক্ষ পঞ্চাশ সহস্র রুষীয় সৈন্য আগমন করিয়াছে, তৎ গবর্ণমেন্ট ইহারদের ব্যয় দিবেন, অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সৈন্যকে সমর সাজে প্রস্তুত রাখিয়াছেন এতৎ সমবেত বল একলক্ষ ছুয়াত্তর হাজার হাঙ্গেরিয়ান, হসবেজন এবং পোলজাতীয় যোদ্ধার প্রতিকূলে চালিত হইবেক ইহাতে এক ভয়ানক যুদ্ধ প্রত্যাশিত হইতেছে।

পুষ্কিয়াধিপতি ফ্রেক কোর্ট সভার দ্বারা তদ্রাজ্যের সম্রাট পদে মনোনীত হইয়াও তৎপদ অস্বীকার করিয়াছেন, এই সবুদ্ধির কার্য্যে তিনি চতুর্দ্দিগ ব্যাপ্ত সমরানল হইতে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারেন।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স রাজ্য অষ্ট্রিয়া সহিত বিরোধিরাজ্যের সন্ধির মাধ্যস্থ্য বলম্বনে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পোপের অনুকূলে ফ্রান্স রাজ্যস্থ সৈন্যগণ তদ্রাজ্যে উপস্থিত হইবাতে সিসিলিয়ার মধ্য হইয়াছে।

নিবেরিক নগরবাসি লোকেরা আমারদিগের পূর্ব্বতন মহারথী লার্ড গফের বিজয় বার্ত্তা বিখ্যাত হইয়াছিতাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানার্থ এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিবার চেষ্টায় আছেন।

আসাম কোম্পানির কার্য্যের বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় ১৮৪৮ সালে তাঁহারদিগের লাভ হইয়াছে, অতএব আসাম প্রদেশে তাঁহারা চার চাসে নিরস্ত হইবেন না এমত নিশ্চয় বলা যায়, উক্ত বর্ষে তাঁহারদিগের ১০৩০০ পৌণ্ড ব্যয় হয় কিন্তু তদ্দ্বারা যে চা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ২১০০০ পৌণ্ড মূল্যের ন্যূন নহে আমরা এতদ্বার্ত্তা পাঠে বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি কারণ এইযে রাজ্যের বাণিজ্য বর্দ্ধন বার্ত্তা অতি শুভাবহ বলিতে হয়।

জনরবে শ্রুত হইল ফোর্ট উলিয়ম কালেজের কোন মুন্সী কোন সিবিল ছাত্রকে পরীক্ষোত্তীর্ণ করণ মানসে গোপনে প্রশ্নোত্তর লিখনে সাহায্য করিয়াছিলেন এজন্য উক্ত কালেজের পরীক্ষকগণ ঐ ব্যক্তিকে কর্ম্মচ্যুত করিবার কল্পনা করিয়াছেন, প্রায় সিবিল সাহেব মাত্রই বিলাত হইতে আসিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রায় এই প্রকার পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া থাকেন অতএব রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাঁহারা এতদ্দেশীয় জনগণের ধনপ্রাণের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হয়েন তাঁহারা এদেশের ভাষা ও লোকেরদের রীতি চরিত্র উত্তমরূপে জানিলেই যথার্থ বিচার হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাঁহারদের সে ভাষা শিক্ষার পরীক্ষাদি বিষয়ে যদি এইরূপ কৌশল হইতে লাগিল তবে আর যথার্থ ও বিজ্ঞ বিচারক লাভের সম্ভাবনা নাই।

মান্দ্রাজ সরকিউলটর পত্রে বিজ্ঞাত হইল কর্ণাটের নবাব বাহাদুর কর্ম্মকার্য্যের বন্দোবস্ত কারণ এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার দেনা সকলের অনেক পরিশোধ হইয়াছে, তিনি কার্য্যাদির এপ্রকার সুনিয়ম অগ্রেই করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার কতকগুলিন অহিতকারি ভৃত্যদিগের পরামর্শে তাহা হয় নাই, যদিও এক্ষণে তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও হিতাহিত বিবেচনা হইয়াছে তথাপি উক্ত কুমন্ত্রিদিগকে দূরীকৃত না করিলে কদাচ তাঁহার মঙ্গলোদয় হইবেক না।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেইলওয়ে বিষয় বিবেচনা করণার্থ মান্দ্রাজের সরিফ সাহেবের উদ্যোগেগত ২৯ মে বেলা ১।। ঘণ্টা সময়ে পোলিটিকেল ইনিষ্টিটিউসন হালে এক সভা হইয়াছিল মেম্বরেরা মান্দ্রাজের গবরণর বাহাদুরকে সভাধ্যক্ষ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরীয় ভূম্যধিকারি সভার বক্তৃতার শেষ।

তৎপরে বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন।

অদ্যকার রজনীতে এই রাজভবনে দেশস্থ সম্ভ্রান্ত বহুতর বিজ্ঞ মহাশয়দিগের সমাগমে যেরূপ সভার সৌন্দর্য্য দীপ্তিমান হইয়াছে ইহা দর্শনে কে না আহ্লাদিত ও পুলকিত হইতেছেন, শ্রীযুত রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় অস্মদ্দেশের হিতার্থে যেরূপ সুকোমল বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা শ্রবণে সভাস্থ বিজ্ঞ মহাশয়দিগের আহ্লাদ দৃষ্টে আমিও মনন করিলাম স্বীয় সাধ্যবশতঃ কিঞ্চিদ্বক্তৃতা দ্বারা এই মহতী সভায় পরিচিত হই পরন্তু আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন কোন সামান্য কি বিশেষস্থানে বক্তৃতাদি করি নাই এবিধায় সমূহ আশঙ্কা করিতেছি আমার এই বক্তৃতা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের শ্রবণ যোগ্য হইবে কি না, তবে এই মাত্র ভরসা যে মহৎ ব্যক্তিরা হংস জিহ্বা হইয়া থাকেন, যদি আমার অপটুতা ও অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বক্তৃতাতে কোন কথা অলগ্ন ও অলৌকিক প্রকাশ হয় তবে অবশ্যই বিজ্ঞবরেরা ঐ দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

দেশ ধনী ও নির্দ্ধন হইবার গুণাগুণ যাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ, দেশ নির্দ্ধন হওনের প্রতি মুখ্য কারণ মূর্খতা ও অলসতা ও

ভিক্ষা উপজীবিকা হওয়া যে শুদ্ধ অলসের ক [illegible] তাহাতে সন্দেহ কি আছে, সামান্য উদাহরণ আপনারা দেখুন, এই দেশের এবং অনেকানেক দেশের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের রাজত্বের সময়ে কিরূপ সম্পত্তি ছিল এক্ষণে আমাকে খেদ পূর্ব্বক কহিতে হইল ঐ সমস্ত রাজবংশের উত্তরাধিকারিদিগের নবাবাধি অলসের আধিক্য ও রাজকার্য্যে শৈথিল্য হইবায় ও ভিক্ষাদি ব্যয় করা পূর্ব্বকালের নিয়মাবধারিত থাকাতে অতি অল্পকালের মধ্যে বৃহৎ সম্পত্তির খর্ব্বতা হওয়ার কারণ হয়, পূর্ব্ব রাজাদিগের যেরূপ আয়ব্যয়ের প্রতি তুল্যরূপে পরিশ্রম ও দৃষ্টিপাত ছিল যদি তন্মধ্যে বাহ্যিক চলিত ভবে অবশ্য রাজধানীর রাজসম্পত্তি ক্রমে উন্নতি ব্যতীত লাঘব হওয়ার কারণ ছিল না, ও শুদ্ধ এরূপ আলস্য বশতঃ অনেকানেক দেশের রাজবংশেরা দৈন্যদশা হইয়াছে, আমার দেশীয় অনেক বন্ধুরা কহিয়া থাকেন অদৃষ্টাধীন সকলি হয়, যথা "কদাচিৎ কুপ্যতে লক্ষ্মী সঞ্চিতং বিনশ্যতি „ এসকল উদাহরণ প্রাচীন প্রামাণ্য বটে পরন্তু যে ব্যক্তিরা অদৃষ্টোপরি নির্ভর করিয়া যত্ন ও উদ্যোগের উৎসাহকে লাঘব জ্ঞান করেন বোধ করি তাঁহারা ঐ সকল প্রমাণাদির মাধুর্য্য ও মর্ম্ম বিবেচনা করিতে বিশেষ মনোযোগ করেন না, আদৌ এই যে শ্লোক আমি পাঠ করিলাম ইহার স্পষ্ট বাক্যার্থ এই "যদি লক্ষ্মী কখন কুপিতা হন তবে সঞ্চিত ধনও বিনষ্ট হইবেক „ এই বচনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে আমরা নিয়মানুসারে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যত্ন ও উদ্যোগের উৎসাহী হইলে লক্ষ্মী কুপিতা হইয়া অন্তর্দ্ধানা হইবেন, যদি লক্ষ্মী কুপিতা হওয়ার কোন কর্ম্ম আমারদিগের কর্তৃক উদ্ভব না হয় তবে লক্ষ্মী কুপিতা ও অন্তর্দ্ধানা হওনের কোন কারণ নাই, উক্ত বচনের ভাবার্থ প্রকাশ আছে, মন্দ ব্যবহার ব্যতীত কখন কেহ কখিত হয় না, যখন সৃষ্টিকর্ত্তা এই পাঞ্চভৌতিক দেহ রক্ষা ও লোকযাত্রাদি নির্ব্বাহার্থে তাবদ্বিষয়ে যত্ন ও উদ্যোগের নিয়ম সহকারি করিয়াছেন তখন অদৃষ্টোপরি নির্ভর করা পরিশেষে জীবন ধারণ ও স্থির থাকার এক কারণ মাত্র হইয়াছে যদি অদৃষ্টই মুখ্য হইত এবং বিনা উদ্যোগে অদৃষ্টের ফল পাওয়া যাইত তবে বালকদিগকে বিদ্যাভ্যাসার্থে যত্ন ও উদ্যোগ না করিলেও হওনের সম্ভাবনা ছিল, যত্ন করিয়া ইষ্ট সিদ্ধি না হইলে পরিশেষে অদৃষ্টোপরি নির্ভর করা কেবল ব্যাকুলতা দূরী করণার্থ তখন অদৃষ্ট মানাশ্রেয়ো বটে ও অনেক বিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন বুদ্ধির ও যত্নের আধিক্য হওয়া অদৃষ্টাধীন, একথাতে ক্ষতি নাই যেহেতু কোন কর্ম্মে যত্ন ও পরিশ্রমে নির্ব্বাহিত থাকার বিধি কোন বিধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না অতএব যত্ন ও পরিশ্রম মুখ্যাক্ষ [illegible]

ন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ এক্ষণে মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন হৃষ্টপুষ্টাদি বিশিষ্ট পরিশ্রমশালী হইয়া ভিক্ষা উপজীবী হওয়া শুদ্ধ অলসের কর্ম্ম কি না, আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি ব্রাহ্মণ জাতীয় মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ও এই দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে বিখ্যাত কতকগুলিন মনুষ্য, জাতি বৈষ্ণব নামে বিখ্যাত হইয়া ও মোসলমান জাতি মধ্যে কতকগুলিন ব্যক্তি জাতি ফকীর অভিমান করিয়া পরিশ্রমের ক্ষমতা সত্বেও ভিক্ষাকে উপজীবিকার কারণ করিয়াছেন, এইক্ষণে আমারদিগের দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়দিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হইবেক এই সকল হৃষ্টপুষ্টাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সামান্যতঃ যে ভিক্ষা দেওনের ব্যবহার চলিতেছে তাহা নিবারিত হয় কি না, আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে দায়ভাগে লিখিত হইয়াছে [illegible] উপজীবিনাং [illegible] প্রতিগ্রহো দেয়ঃ [illegible] লাং এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে যাহারা ভিক্ষার উপজীবিকা জ্ঞান করেন তাঁহারদিগকে দান দেওয়া বিচার্য্য ও উচিত নহে, পরিশেষে আমি ইহাই বলিয়া স্বীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিতেছি যে আমারদিগের দেশের [illegible] বিষয়ে মহাত্মা সাধারণের উৎসাহ জন্মে ও যাঁহারা জনগণ পরিশ্রম দ্বারা ধনাহরণ করিয়া দেশকে ধনী করিতে পারেন তদ্বিষয়ে জনগণ বিপুল উৎসাহী হউন, দেশে অনেক ব্যক্তি বিদ্বান ও ধনী হইলে পরস্পর অনৈক্য ও দ্বেষ মৎসরতার কারণাভাব হইয়া মহতী সুখের কারণ হইবেক ইতি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, যে মনুষ্য নানা গুণশালী তাহার গুণানুবাদ যাঁহারা তৎকর্তৃক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন কেবল তাহারদিগের উচিত কর্ম্ম এমত নহে যাহারদিগের সহিত কখনো সাক্ষাৎ নাহ এবং অনুগ্রহ সলিল দ্বারা উত্তপ্ত গাত্রকে সুশীতল করে নাই তাহারদিগেরো উচিত বটে, যথা দর্শন করুন, রাজা যুধিষ্ঠির ও রাজা কর্ণ এউভয় মহোদয়কে কেহ দর্শন করেন নাই ও উপকার প্রাপ্ত নেও তদাকারই দর্শন হয় তথাচ মানবগণ ঐ উভয়ের গুণোৎকীর্ত্তনে অতিব্যস্ত করেন, ও ইহাও বক্তব্য যে যে মহোদয়ের পবিত্র চরিত্র দর্শনে লোকমাত্রই প্রফুল্ল বক্ত্র, ও যে মহাশয়ের সুবিচারে মানব মণ্ডলী অবিচার দুষ্কর হইতে নি[illegible]

স্তার পাইয়াছেন ও যাঁহার শিষ্টাচারে লোক সমূহ শিষ্যরাশি বৃদ্ধি করিয়াছেন, ও যে মহোদয়কে দর্শন মাত্রই মানব গণ পরমানন্দিত হইয়া থাকেন, ও যাঁহার বদনে হরিদ্রা ধনিস্তুতা [illegible] ছিল, ও যে মহাত্মার এক্ষণে পরিবর্ত্তে প্রায় লোকই আক্ষেপপ্রায় [illegible] রিতেছেন, ও যাঁহার ব্যথায় রসনামাত্রেরি নিত্য কুম্ভের মধ্যে দগুয়মানা হইয়াছে, তাঁহার গুণোৎকীর্ত্তন হইতে স্থির থাকা মনুষ্য দেহের কর্ম্ম নহে সুতরাং যদিও অধীন এ প্রিয় লিখিত মহোদয় দ্বারা কখনও কোন উপকার প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু তথাচ উক্ত হেতুবাদ বিবেচনায় প্রতিষ্ঠিত মহাত্মার কিঞ্চিৎ গুণানুবাদ লিপীকরা উচিত বোধ করিলাম অতএব তাহা লিপী পূর্ব্বক প্রার্থনা করি এ পঙ্‌ক্তি কতিপয় সংশোধন পূর্ব্বক ভাস্করে উদিত হয়।

মহাশয়, অশেষ গুণরাশি মিষ্টভাষি দীন হিতাভিলাষি শ্রীলশ্রীযুক্ত মেষ্টর হেনেরি রিকেট বাহাদুর যিনি চট্টগ্রামস্থলে কমিসনর ছিলেন এ মহোদয় বিচারবারি দ্বারা রাজা প্রজা উভয়কে এরূপ তৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন বোধ করি তাঁহারা তদ্বিষয়ক উপকার পুরুষানুক্রমেও বিস্মৃতি হইতে পারিবেন না কেন না প্রকাশ আছে যে পূর্ব্বে এপ্রদেশস্থ ভূমির বন্দোবস্ত যত হইত প্রায় তাবৎ অপরিপক্ক রূপে যাইত অর্থাৎ তাহার স্থিরতা ছিল না সুতরাং তাহাতে রাজা প্রজা কাহারও উপকার হইত না কারণ বন্দোবস্তের স্থিরতা না হওয়াতে বন্দোবস্ত গ্রাহক ভূমি আবাদে সচেষ্ট হইতেন না, সে মতে ভূমি সকল সর্ব্বদা অরণ্যে পরিপূর্ণ থাকিত বিশেষ বারম্বার ক্রোক হওয়া প্রযুক্ত গ্রাহকেরা নানা প্রকার দণ্ড দিতেন, এইক্ষণে রিকেট বাহাদুরের সদ্বিবেচনা ও সুবিচারে কি না হইয়াছে, যে স্থান অরণ্য ছিল সেস্থানে লোকারণ্য হইয়াছে, খাজনাতে ত্রেজুরী পরিপূর্ণ দর্শন হয়, বন্দোবস্ত গ্রাহক বন্দোবস্তের স্থিরতা দৃষ্টে বন্দোবস্ত অঙ্গীকার প্রাণপণে প্রতিপালন করিতেছেন, কৃষকগণ বন্দোবস্তের সুশৃঙ্খলা অবলোকনে ভূমি আবাদে তিলেকের জন্যেও শৈথিল্য করিতেছেন না, সুতরাং উক্ত হেতুতে রাজা প্রজা উভয়ের যে উপকার হইয়াছে তাহা অবশ্যই মান্যমান করিতে হইবেক।

অনেকে বলিয়া থাকেন এবং তাহা জাজ্জ্বল্যমানও বটে যেরাজসমীপে অতি

যোগ উপস্থিত করিলে তাহা সমাধা জন্য দীর্ঘকাল সর্ব্বস্ব ক্লেশ ভোগ করিতে হয় কিন্তু উক্ত শ্রীযুক্তের সমীপে দাঁড়ার ক্লেশ এক বিবরেও হয় নাই, বং কালীন মোকদ্দমার নথি কমিস্যনরি আফিস স্পর্শ করিয়াছে তখনই নিষ্পত্তি হইয়া তদ্বিষয়ক উচিতাদেশ কালেক্টরীতে সমাগত হইয়াছে।

ভূরি২ পুরাতন লোকদ্বারা অনেক কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে [illegible] ছিল প্র[illegible] সিক বাহাদুর চট্টগ্রামে আগমন [illegible] রায়ণ এ সকল মোকদ্দমায় প্রতিনিয়ত [illegible] কেজানবুদ্ধি রূপ প্রাবর দ্বারা এরূপ [illegible] স্রীভূত করিয়াছেন যে তাহাতে গবর্ণ [illegible] কট ও প্রজা উভয়েই শ্রীযুক্তের বুদ্ধিকে [illegible] ধন্যবাদ দিয়াছেন।

কমিস্যনরি ও এই তিন জিলাই [illegible] লেকটরিতে এরূপ কর্ম্মের বাহুল্য ছি[illegible] নিতং পরিশ্রম দ্বারা রাজপুরুষ ও রা[illegible] জকর্ম্ম চারি ও প্রজাগণের সর্ব্বদা [illegible] ভাবে থাকিতে হইত, এইরূপে ঐ শ্রী[illegible] তের বুদ্ধি প্রভাবে কর্ম্ম বাহুল্য এ[illegible] কালে লোপ হইয়াছে।

এসকল জিলাতে নকসা আদি [illegible] কর্ম্মণ্য লেখাপড়া অধিকরূপ ছিল [illegible] হা এইক্ষণে দূরীভূত হইয়া এপ্রকার [illegible] দিষ্কৃত হইয়াছে যে তাহা দর্শনে দর্শ[illegible] মাত্রেই হৃষ্ট হইয়া থাকেন।

সিরিস্তার সুনিয়ম বিষয়ে উক্ত [illegible] যুত এরূপ সুপারগ যে তাঁহার হি[illegible] সুদর্শনে নেত্র একান্তই নৈরাশ আ[illegible] যাহা হউক, এসকল গুণবর্ণন সময়ে [illegible] গত হইল ভুলুয়া ও চট্টগ্রাম বাসি [illegible] ভিপর মান্য মহোদয় উক্ত মহাত্মা[illegible] চিরস্মরণ জন্য কোন উত্তম চিহ্ন স্থাপনে অগ্রগণ্য হইয়াছেন অতএব এবিষয়ে [illegible] রূপ হর্ষপূর্ণ হইলাম, তাহা সঙ্কীর্ণ কা[illegible] জে লিপীকরা দুঃসাধ্য, সুতরাং উৎবি[illegible] প্রী জন্য হৃদয় বিদীর্ণ লেখনীকে যে [illegible] রে করাগিয়াছিল তাহাকে ক্ষুণ্ণভাবে [illegible] স্যাধারোপরি রাখিতে হইল।

ভুলুয়া জিলা নিবাসি [illegible] জনস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর [illegible] লিকাতার শোভাবাজার বালাখানা[illegible] বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের [illegible] অ ক্রমান প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি [illegible] শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হ[illegible]

সম্বাদ ভাস্কর

স্ফুর্জ্জদ্বোধসরোজ কিঞ্জিরসে মৌনস্য আয়ংকণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হংবস্থান সন্তোচিতম্। ভো ভোঃ সংপুরুষাঃ স্বকর্ম্ম যমুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুদ্যন্মতে ভাস্করঃ।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনৈকোয়তে শীঘ্রতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণানুজোজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ। নানাদেশবিলাসপ্রিয় বিলসদ্ধূর্জ্জরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবোজ্জ্বলতে ভাস্করঃ।

২৭ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪২ সাল ১২ জুন [illegible] ৯৯ আব্দ [illegible] বাঙ্গালা ১২৪৯ সাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

[illegible] ভাস্করের [illegible] [illegible] গ্রাহকতা [illegible] ভাস্কর সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে [illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম[illegible]মোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি[illegible]খিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[illegible]হোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্বশা[illegible]স্ত্রের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[illegible] ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে [illegible] পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উক্ত [illegible] মুদ্রিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [illegible] বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা[illegible] শিক্ষার্থিদের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা [illegible] রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[illegible]দের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের [illegible] প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ[illegible] সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক[illegible] পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা শাস্ত্র[illegible] হইতে পারেন, এবং এইরূপে হিন্দু [illegible] বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী[illegible]ষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক[illegible]রিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[illegible] খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible] আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[illegible]ধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা[illegible]য়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible] না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, [illegible] তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত [illegible]রিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[illegible]লাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[illegible]ইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্র[illegible] [illegible] বাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র

[illegible] এ কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নিদ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতিবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এই ক্ষণে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রিত করেন তবে রাজকীয় রাজনিয়মানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব আমারদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

সারিফসেল

[illegible] সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের দারাগুয়ায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির বিরুদ্ধে যেগুলিওনে একশোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পর্ব্বালক নেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগণে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফপুরের শামিল নিজ মুনসেফপুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর মৌজা জলকর বৈসা যাহা কুলগাছি নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত, মৌজা দশমেশ, মৌজা বরোবলদিয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা মকুন্দপুর, মৌজা দাকুলা, মৌজা গাড়রা, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রস, বিনাম পকামারি মৌজা বৌকমারি, মৌজা তারিণী নগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বেনাম ছোট কান্দলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর মৌজা বাড়িবাকা, মৌজা গোজরা, মৌজা রাজিবপুর, মৌজা সন্তোষপুর বিনাম জপুর, মৌজা বাগুয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুটিমারি, মৌজা চড়ুকপোতা, মৌজা জলকর গেরাডোর গোপীনাথপুর, মৌজা শোনপুকুরিয়া,

মৌজা জলকর পাতাবারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা সাহেব নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ওখড়া পরগণার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি [illegible] ঘাটের শামীল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কম হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে একরাস্তা দক্ষিণদিগে এবং পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীর দিগের বাগাৎ ভূমী। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান [illegible] বিঘা তাহা কিছু কম হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও [illegible] খোলারবাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পুর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তমধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভুমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টকনির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভুমি অনুমান [illegible] বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরীর ভুমি। পুর্ব্ব ও উত্তরদিগে উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পুর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তমধ্যস্থিত যে আর একখণ্ড ও বন্দভুমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভুমি অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তরদিগে পাল চৌধুরীর ভুমি। পশ্চিম দিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা বাটী এবং পুর্ব্বদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পুর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তমধ্যস্থিত যে আর একখণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভুমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভুমি অনুমান ১০ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীর ভুমি। পশ্চিম দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী উত্তর দিগে পাল চৌধুরীর অট্টালিকা ভুমি ও এবং দক্ষিণ দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর ভুমি।

সরিফের দপ্তরে অনুসন্ধান করিলে এই বিষয়ের [illegible] জানিতে পারিবেন।

R. Sapford.
[illegible] Sheriff.

কলিকাতা। } ২ জুন ১৮৪৯।

সম্বাদভাস্কর

ন্যায়বিচারে দুর্ব্বলপক্ষস্থ লোকেরা যদি আপনারদিগের ভ্রম স্বীকার করেন তবে তাঁহারা সাধুবাদ পাইতে পারেন অতএব হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় যে গত পত্রে স্বীকার করিয়াছেন আমরা বালিকাশিক্ষালয়ে কোন বালিকা প্রেরণ করি নাই এজন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিলাম কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিজ্ঞবর সম্পাদক মহাশয় উক্তিতে না পারিয়া গোল মালিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় যদি ইংরেজ হইতেন তবে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের ছল ধরিয়া বিতর্ক করিতেন আমরা তাঁহার চাতুর্য্য বলিতে পারিতাম না, তিনি ইংরেজ নহেন, এতদ্দেশীয় মান্য হিন্দুসন্তান, মাতৃভাষা জানেন না ইহা বলিতে পারিবেন না, এবং ভাস্করে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল তাহাও পাঠ করিয়াছেন তথাপি ইংরেজি ভাষায় ভাস্করের অনুবাদের ছল ধরিয়া আমারদিগকে অপ্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পরিশেষে স্বীয় অভিলষিত সম্পন্ন করিতে না পারিয়া ভ্রম স্বীকার করিলেন অতএব এবিষয় আমারদিগের যাবজ্জীবন স্মরণ থাকিবে, যদি আর কস্মিন্‌কালে কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ উপস্থিত হয় তবে আমরা তাঁহাকে চাতুর্য্যপ্রিয় বলিয়া সতর্ক হইব, এবং তিনি যদি আর কখন ইংরেজি সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতে যান তবে ইংরেজি সমাচার পত্র সম্পাদকেরাও তাঁহার এই ভ্রম দেখাইয়া লজ্জা দিবেন, সম্পাদকীয় কার্য্যে চাতুর্য্যাবলম্বন তাহারাই করে যাহারা লিখন পঠন যুক্তি প্রমাণাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়, হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় হিন্দুকালেজের প্রথমকালীন ছাত্র বলিয়া পরিচিত আছেন, এমত ব্যক্তি সরল মাতৃভাষায় ছল [illegible] আমরা কি [illegible]।

হিন্দুকলেজের [illegible] সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি ইংরেজি [illegible] শিক্ষার বিপক্ষতা করেন, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা কি তাঁহাকে কোন বিষয়ে [illegible] পীড়া দিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় পিতৃপিতামহাদির প্রশস্ত পুরাতন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের হেদো সরোবরের উত্তর পার্শ্বে উচ্চ স্তম্ভযুক্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া পরিবারাদি সহিত ঐ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, উক্ত বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দোতালা বৈঠকখানার কপাট জানালা মুক্ত রাখিলে হেদোসরোবরের জলীয় বায়ু দ্বারা স্নিগ্ধ থাকিতে পারেন, এবং উক্ত সরোবরের চতুর্দ্দিগে বাগান ও বিদ্যালয় ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নানাপ্রকার সুদৃশ্য বস্তু দৃষ্ট হয়, ধনি লোকেরা এরূপ বৈঠকখানা প্রাপ্ত হইলে দিবা রাত্রি তাহার কপাট জানালা মুক্ত রাখিতেন কিন্তু কলিকাতা নগরীয় কোন ব্যক্তি বলিতে পারিবেন না কোন দিন ঐ বৈঠকখানার কপাট জানালা খোলা দেখিয়াছেন, ইহারই বা কারণ কি, সম্পাদক মহাশয় কি আপন বাটীতে আপনার দৌবারিকদিগের হস্তে স্বকীয়া স্ত্রীর দ্বারা আপনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন, যদি বাটীর কর্ত্তা স্ববাটীতে এই প্রকার কারাবাসির ন্যায় থাকেন তবে সেই বাটীর স্ত্রীলোকেরা কত যন্ত্রণায় রহিয়াছেন তাহা কি কেহ অনুমানে বলিতে পারেন, যদি বলেন তিনি স্ত্রীজাতিকে সুরক্ষণে রাখিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন তবে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার বহির্ব্বাটীতে কি হিন্দুর বাটীর কোন চিহ্ন আছে, তাঁহার বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ নাই, দোল নাই, দুর্গোৎসব নাই, শিবপূজা নাই, তবে হিন্দুর চিহ্ন কি আছে, সন্তান হয়না স্ত্রীর উত্তেজনায় একবার কার্ত্তিকপূজা করিয়াছিলেন তাহাও অন্তঃপুরের দোতালা ছাদে উঠিবার সোপানগৃহে, সম্পন্ন হয় নাই কাঙ্গালিরা জলপানচায় এজন্য সে রাত্রিতে শঙ্খঘণ্টা বাদ্যও করেন নাই, নবীন বাটীতে যাইয়া কোন ব্রাহ্মণকে একটা পয়সা দেন নাই, এবং শুনিয়াছি ইতপূর্ব্বে [illegible] করেন নাই, তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের কি ব্যবহারে আছেন অগ্রে তাহা প্রমাণ করিবেন।

আমরা হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয়ের অন্তঃপুর বহিঃপুরের প্রায় তাবৎ সমাচার লিখিলাম কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কোন ধর্ম্মাবলম্বী ইহা [illegible] লিখিতে পারিলাম না, যাঁহার কোন [illegible] ধর্ম্মের চিহ্নই দেখি না তাঁহাকে কোন ধর্ম্মাবলম্বী কহিব, যাহা হউক, এই [illegible] লেখার প্রসঙ্গ থাকুক, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় [illegible]র সহিত কিঞ্চিৎ মিষ্টালাপ করিয়া [illegible] ঠকমহাশয়দিগকে সন্তুষ্ট করিব।

[illegible] সম্পাদক মহাশয়, যদি বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস [illegible] দিগের কিছু অনিষ্ট সম্ভাবনা আপনি [illegible] কাদিক্রমে তাহা প্রকাশ করুন, আমরা [illegible] মহাশয়ের প্রতিকথার উত্তর দিব, যদি [illegible] উত্তর প্রদানে অপারগ হই তবে আপ[illegible] জয়ী হইবেন, কিন্তু গোলের কথা [illegible] তুলিয়াছেন, আপনি কি বোধ করিয়াছেন [illegible] বালিকা শিক্ষার বিদ্যালয়ের বিপক্ষে [illegible] লিখিলেই প্রাচীর মতস্থ বান হিন্দু[illegible] গের কোন দলভুক্ত হইতে পারিবেন [illegible] তাহা যদি হয় তবে কি বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন [illegible] প্রবিষ্ট হইতে পারেন না, প্রিয় ইং[illegible] লি জেন্সর সম্পাদক মনে করিবেন [illegible] এই সুযোগে বিবাহ যে তাঁহার [illegible] য়ের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন, [illegible] ন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যা[illegible] ভ্যাস করিলে যে দোষগুণ আমারদিগে[illegible] পত্রপ্রেরকেরা দুইপক্ষ হইয়া ইহার [illegible] দানুবাদ করিতেছেন, তাহাতে আমর[illegible] ভয় পক্ষের বলাবলি সমস্ত ইবুঝিতেছি [illegible] ন্তু পত্র প্রেরকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ ক[illegible] তে পারি না, প্রার্থনা করি একজন [illegible] ন্য সম্পাদক হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার বিপক্ষে লেখেন, অতএব হি[illegible] ইণ্টেলি জেন্সর সম্পাদক মহাশয় যদি এই ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন ত[illegible] আমরা আহ্লাদিত হইব।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস রায়ের আশ্চর্য্য অঙ্গীকার।

নড়াল নিবাসি জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গুরু[illegible] রায় মহাশয় তিন চারিদিন হইল তাঁহার [illegible] লার বাড়ীতে আগমন করিয়াছেন, টালা[illegible] আমার বিদের বাসস্থলের উত্তর পূর্ব্বাংশ[illegible]

[illegible] হইবেকনা, বদান্যবর বাবুর [illegible] বাটীতে আছি, আমরা দিনেকে প্র[illegible] শিয়াছিলেন, আমরা অবকাশ কিয়ৎক্ষণ সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারি[illegible] গত শনিবার বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টা[illegible] লে স্মরণ হইল [illegible] থাকিয়া [illegible] গুরুদাস রায় মহাশয় টালার বাটীতে আ[illegible] আছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হই[illegible] অতএব তৎক্ষণাৎ শ্যাডিয়ারোহণে পু[illegible] গুরুদাস রায় জমীদার মহাশয়ের বাটীতে [illegible] করি, তৎপরে বাবুর সহিত আলাপে কথা[illegible] উপস্থিত হইল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণশ্রেণীর কুলী[illegible] নের কৌলীন্য ব্যবহারে কুলীন কন্যারা [illegible] দুঃখ পাইতেছেন অতএব কৌলীন্য ম[illegible] উঠিয়া গেলে উত্তম হয়, [illegible] বিবাহ [illegible] ন তাহারা কোন [illegible] স্বভাব কুলীন, অভয়াচরণ মুখোপাধ্যা[illegible] দুই ভগিনী, দেবকন্যা বিশেষ, তাহারদি[illegible] বিবাহ হয়না ব্রাহ্মণের জাতি যায় ইহা কি [illegible] দুঃখের বিষয়, বাবু কহিলেন; কি, ব্রাহ্মণ[illegible] দিগের বিবাহ অদ্যাপিও হয় নাই, আমি [illegible] রের লেখা দেখিয়াছি, ঐ দুই কুলীন[illegible] র বিবাহ দিতে কতটাকা আবশ্যক, আম[illegible] কহিলাম পাঁচ শত টাকা হইলেই দুই ক[illegible] জাতি ও ধর্ম্মরক্ষা পায়, ইহাতে বদান্যবর[illegible] তৎক্ষণাৎ কহিলেন পাঁচ শত টাকা আ[illegible] দিব, ব্রাহ্মণকে আমার নিকট পাঠাইয়া [illegible] ন, হে পাঠকগণ, বাবু গুরুদাস রায় মহা[illegible] এই অঙ্গীকারে আমরা কিপর্য্যন্ত আ[illegible] ত হইয়াছি লেখনী দ্বারা তাহা ব্যক্ত[illegible] য় পথ দেখিতে পাই না, অতএব আপ[illegible] কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, অগ্রে[illegible] র স্বভাব কুলীনের জাতি রক্ষা হউক, [illegible] কুলীন কন্যাদিগের বিবাহ [illegible] উক, তৎপরে মহাশয়দিগের [illegible] রদিগের যাহা বক্তব্য আছে তাহা [illegible] ব।

বিবিধ সমাচার।

২১ জ্যৈষ্ঠের ভাস্করে আমরা [illegible] মালি আদালতের উকীলদিগের যে [illegible] কা প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে মৌ[illegible] মরহমত হোসেন, এবং মুন্সী এলা[illegible] এই দুই জন উকীলের নাম সং[illegible] হইবেক।

[illegible] ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রে প্রকাশ হয় [illegible] শে তারিখ প্রভাতে মূলরাজের [illegible] গুণের বিচারারম্ভ হইয়াছে, তৎ স[illegible] দক মহাশয় অন্য এক পত্রদ্বারা [illegible] জানিতে পারিয়াছেন মুলতান হইতে [illegible] কীর মূলরাজের সপক্ষে সাক্ষ্য [illegible] র্থ আগমন করিয়াছেন, বিচার [illegible] কালীন শীকেরদের অনেক জনতা হ[illegible] [illegible] উপদ্রব আশঙ্কায় ব্রিটিশ কাপ্তানেরা বিশেষ সতর্ক আছেন।

উক্ত পত্রে লেখে এমত জনশ্রুত হইয়াছে কোর্ট আফ ডাইরেক্টরের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলকে অনুজ্ঞা করিয়াছেন তিনি আপন নিকটে এতদ্রাজ্যের কৌন্সেলের অধ্যক্ষগণকে আবাহন করিয়া রাজকার্য্যে তৎপর হন, কলে কৌন্সেলের সভ্যগণ ও গবর্ণর জেনরল স্বতন্ত্র স্থানে থাকেন ইহাতে উভয়ের সম্মতিগ্রহণার্থ অনেক কর্ম্মে বিলম্ব হয়, অতএব প্রধান মহাশয়েরা ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন উচিত কর্ম্ম হইয়াছে।

গোয়ালিয়র হইতে আগত সমাচারে লেখে তদ্রাজ্যে নানা স্থানে বিদ্রোহিতানল এককালে প্রজ্বলিত হইতেছে এবং ইহার এক স্থলে রাজপক্ষীয় সৈন্যগণ পরাভব হইয়াছে।

বেনারস রিকারডর পত্রে লেখে পলায়নপরা লাহোরীয়া রাণী নেপালীয় দেবগৃহাদি দর্শন করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম নিষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছেন, বরং কোন২ মন্দিরে উচিত মত প্রণামি দিতেছেন, কথিত হয় মহারাজ্ঞী উকীল নিউমার্চের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং কহেন উকীল বিলাত হইতে তাঁহার পক্ষে উত্তম আদেশ আনাইতে পারিবেন, বরং নেপালীয় রাজ মন্ত্রিকে ইহার বিষয়ে বিস্তর উপরোধ জানাইয়াছেন।

বিলাত হইতে ৭ মে পর্য্যন্তের সম্বাদাগত হইয়াছে তদ্দ্বারাবগতি হইল আমারদিগের মহারাজ্ঞী সপরিবার সুখে আছেন এবং তদ্রাজ্যে বাণিজ্যাদির উন্নতি হইতেছে, ডিউক আফ উইলিংটন মহাশয় গত ১ মে তারিখে ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন শ্রীযুতের জন্মতিথ্যপলক্ষে যুবরাজ প্রিন্স এলবর্ট প্রভৃতি মান্য লোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাদালাপ করিয়া আহ্লাদ জ্ঞাপন করেন।

অষ্ট্রিয়া রাজ্যের অনুকূলে একলক্ষ পঞ্চাশ সহস্র রুষীয় সৈন্য আগমন করিয়াছে, [illegible] গবর্ণমেণ্ট ইহারদের ব্যয় দিবেন, অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার সৈন্যকে সমর সাজে প্রস্তুত রাখিয়াছেন এবং সমবেত বল একলক্ষ চুয়াম হাজার হাঙ্গেরিয়ান, হনবেডস এবং গোলন্দাজাতীয় ফৌজ প্রভৃতিরূপে চালিত হইবেক ইহাতে এক তুমুল যুদ্ধ প্রত্যাশিত হইতেছে।

প্রুষিয়াধিপতি ফ্রেঙ্ক কোর্ট সভার দ্বারা তদ্রাজ্যের সম্রাট পদে মনোনীত হইয়াও তৎপদ অস্বীকার করিয়াছেন, ইসবুদ্ধির কার্য্যে তিনি চতুর্দ্দিগব্যাপ্ত সমরানল হইতে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারেন।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স রাজ্য অষ্ট্রিয়া সঙ্কি বিরোধিরাজ্যের সন্ধির মাধ্যস্থ্যাবলম্বনে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পোপের অনুকূলে ফ্রান্স রাজ্যস্থ সৈন্যগণ তদ্রাজ্যে উপস্থিত হইবাতে বিদ্রোহিবর্গ নষ্ট হইয়াছে।

দক্ষিণ নগরবাসি লোকেরা আমারদিগের পূর্ব্বতন মহারথী লার্ড গফের বিজয় বার্ত্তা বিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানার্থ এক প্রকাশ্য সভাহ্বান করিবার চেষ্টায় আছেন।

আসাম কোম্পানির কার্য্যের বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় ১৮৪৮ সালে তাঁহারদিগের লাভ হইয়াছে, অতএব আসাম প্রদেশে তাঁহারা চার চাসে নিবর্ত্ত হইবেন না এমত নিশ্চয় বলা যায়, উক্ত বর্ষে তাঁহারদিগের ১০৩০০ পৌণ্ড ব্যয় হয় কিন্তু তদ্দ্বারা যে চা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ২১০০০ পৌণ্ড মূল্যের ন্যূন নহে আমরা এতদ্বার্ত্তা পাঠে বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি কারণ এইযে রাজ্যের বাণিজ্য বর্দ্ধন বার্ত্তা অতি শুভাবহ বলিতে হয়।

জারবে শ্রুত হইল ফোর্ট উলিয়ম কালেজের কোন মুন্সী কোন সিবিল ছাত্রকে পরীক্ষোত্তীর্ণ করণ মানসে গোপনে প্রশ্নোত্তর লিখনে সাহায্য করিয়াছিলেন এজন্য উক্ত কালেজের পরীক্ষকগণ ঐ ব্যক্তিকে কর্ম্মচ্যুত করিবার কল্পনা করিয়াছেন, প্রায় সিবিল সাহেব মাত্রই বিলাত হইতে আসিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রায় এই প্রকার পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া থাকেন অতএব রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাঁহারা এতদ্দেশীয় জনগণের ধনপ্রাণের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হবেন তাঁহারা এদেশের ভাষা ও লোকেরদের রীতি চরিত্র উত্তমরূপে জানিলেই যথার্থ বিচার হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাঁহারদের সে ভাষা শিক্ষার পরীক্ষা দান বিষয়ে যদি এইরূপ কৌশল হইতে লাগিল তবে আর যথার্থ ও বিজ্ঞ বিচারক লাভের সম্ভাবনা নাই।

মান্দ্রাজ সরকিউলেটর পত্রে বিজ্ঞাত হইল কর্ণাটের নবাব বাহাদুর কর্ম্ম কার্য্যের বন্দোবস্ত কারণ এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার দেনা সকলের অনেক পরিশোধ হইয়াছে, তিনি কার্য্যাদির এপ্রকার সুনিয়ম অগ্রেই করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার কতকগুলিন অহিতকারি ভৃত্যদিগের পরামর্শে তাহা হয় নাই, যদিও এক্ষণে তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও হিতাহিত বিবেচনা হইয়াছে তথাপি উক্ত কুমন্ত্রিদিগকে দূরীকৃত না করিলে কদাচ তাঁহার মঙ্গলোদয় হইবেক না।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেইলওয়ে বিষয় বিবেচনা করণার্থ মান্দ্রাজের সরিফ সাহেবের উদ্যোগে গত ২৯ মে বেলা ১॥ ঘণ্টা সময়ে পোলিটিকেল ইনিষ্টিটিউসন হালে এক সভা হইয়াছিল মেম্বরেরা মান্দ্রাজের গবরণর বাহাদুরকে সভাধ্যক্ষ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরীয় ভূম্যধিকারি সভার বক্তৃতার শেষ।

তৎপরে বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন।

অদ্যকার রজনীতে এই রাজভবনে দেশস্থ সম্ভ্রান্ত বহুতর বিজ্ঞ মহাশয়দিগের সমাগমে যে রূপ সভার সৌন্দর্য্য দীপ্তিমান হইয়াছে ইহা দর্শনে কে না আহ্লাদিত ও পুলকিত হইতেছেন, শ্রীযুত রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় অস্মদ্দেশের হিতার্থে যেরূপ সুকোমল বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা শ্রবণে সভাস্থ বিজ্ঞ মহাশয়দিগের আহ্লাদ দৃষ্টে আমিও মনন করিলাম স্বীয় সাধ্যবশতঃ কিঞ্চিদ্বক্তৃতা দ্বারা এই মহতী সভায় পরিচিত হই পরন্তু আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন কোন সামান্য কি বিশেষস্থানে বক্তৃতাদি করি নাই এবিধায় সমূহ আশঙ্কা করিতেছি আমার এই বক্তৃতা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের শ্রবণ যোগ্য হইবে কি না, তবে এই মাত্র ভরসা যে মহৎ ব্যক্তিরা হংস জিহ্বা হইয়া থাকেন, যদি আমার অপটুতা ও অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বক্তৃতাতে কোন কথা অলগ্ন ও অলৌকিক প্রকাশ হয় তবে অবশ্যই বিজ্ঞবরেরা ঐ দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

দেশ ধনী ও নির্দ্ধন হইবার গুণাগুণ যাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ, দেশ নির্দ্ধন হওনের প্রতি মুখ্য কারণ মূর্খতা ও অলসতা ও

[illegible] ভিক্ষা উপজীবিকা হওয়া যে শুদ্ধ অলসের ক র্ম্ম তাহাতে সন্দেহ কি আছে, সামান্য উদাহ রণ আপনারা দেখুন, এই দেশের এবং অনে কানেক দেশের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষদিগে র রাজত্বের সময়ে কিরূপ সম্পত্তি ছিল এক্ষ ণে আমাকে খেদ পূর্ব্বক কহিতে হইল ঐ স মস্ত রাজবংশের উত্তরাধিকারিদিগের সময়াব ধি অলসের আধিক্য ও রাজকর্ম্মের শৈথিল্য হইবায় ও ভিক্ষাদি ব্যয় করা পূর্ব্বকালের নি য়মাবধারিত থাকায় অতি অল্পকালের মধ্যে বৃহৎ সম্পত্তির খর্ব্বতা হওয়ার কারণ হয়, পূ র্ব্বরাজাদিগের যেরূপ আয়ব্যয়ের প্রতি তুল্য রূপে পরিশ্রম ও দৃষ্টিপাত ছিল যদি তত্ত্ব পীয়া রা ব্যহিক চলিত তবে অবশ্য রাজধানীর রাজ সম্পত্তি ক্রমে উন্নতি ব্যতীত লাঘব হওয়ারকা রণ ছিল না, ও শুদ্ধ এরূপ আলস্যবশতঃ অনে কানেক দেশের রাজবংশেরে দৈন্যদশা হইয়া ছে, আমার দেশীয় অনেক বন্ধুরা কহিয়া থা কেন অদৃষ্টাধীন সকলি হয়, যথা "কদাচিৎ কু প্যতে লক্ষ্মীঃ সঞ্চিতন বিনশ্যতি ,, এসকল উ দাহরণ প্রমাণ প্রামাণ্য বটে পরন্তু যে ব্যক্তিরা অদৃষ্টোপরি নির্ভর করিয়া যত্ন ও উদ্যোগের উৎসাহকে লাঘব জ্ঞান করেন বোধ করি তাঁ হারা ঐ সকল প্রমাণাদির মাধুর্য্য ও মর্ম্ম বিবে চনা করিতে বিশেষ মনোযোগ করেন না, আ দৌ এই যে শ্লোক আমি পাঠ করিলাম ইহার স্পষ্ট বাক্যার্থ এই "যদি লক্ষ্মী কখন কুপিতা হন তবে সঞ্চিত ধনও বিনষ্ট হইবেক ,, এই বচনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে আমরা নিয় মানুসারে ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া যত্ন ও উদ্যোগে র উৎসাহী হইলে লক্ষ্মী কুপিতা হইয়া অন্ত র্দ্ধানা হইবেন, যদি লক্ষ্মী কুপিতা হওয়ার কো ন কর্ম্ম আমারদিগের কর্ত্তৃক উদ্ভব না হয় ত বে লক্ষ্মী কুপিতা ও অন্তর্দ্ধানা হওনের কোন কারণ নাই, উক্ত বচনের ভাবার্থে প্রকাশ আ ছে, মন্দ ব্যবহার ব্যতীত কখন কেহ কুপিত হ য় না, যখন সৃষ্টিকর্ত্তা এই পাঞ্চভৌতিক দেহ রক্ষা ও লোকযাত্রাদি নির্ব্বাহার্থে তাবদ্বিষয়ে যত্ন ও উদ্যোগের নিয়ম সহকারি করিয়াছেন তখন অদৃষ্টোপরি নির্ভর করা পরিশেষে জী বন ধারণ ও স্থির থাকার এক কারণ মাত্র হই য়াছে যদি অদৃষ্টই মুখ্য হইত এবং বিনা উ দ্যোগে অদৃষ্টের ফল পাওয়া যাইত তবে বালকদিগকে বিদ্যাভ্যাসার্থে যত্ন ও উদ্যোগ না করিলেও হওনের সম্ভাবনা ছিল, যত্ন করি য়া ইষ্ট সিদ্ধি না হইলে পরিশেষে অদৃষ্টো পরি নির্ভর করা কেবল ব্যাকুলতা দূরী করণা র্থ তখন অদৃষ্ট মানাশ্রেয়ো বটে. ও অনেক বিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন বদ্ধির ও যত্নের আ ধিক্য হওয়া অদৃষ্টাধীন, একথাতে ক্ষতি নাই যেহেতু কোন কর্ম্মে যত্নে ও পরিশ্রমে নি বারিত থাকার বিধি কোন বিধি দ্বারা প্রাপ্ত হ ওয়া যায় না অতএব যত্ন ও পরিশ্রম মুখ্যঃ

ন ক্রমেই সর্ব্বসাধারণের এক্ষণে [illegible] চয়া করিবেন যত্ন পূর্ব্বক [illegible] শালী হইয়া ভিক্ষা উপজীবী হওয়া অলস ের কর্ম কি না, আমরা [illegible] তদ্বিষয় জাতীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিও এই দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে বিখ্যাত হইয়া আছেন মনুষ্য, জাতি বৈষ্ণব নামে বিখ্যাত হই য়া ও মোসলমান জাতি মধ্যে কতকগুলি ব্য ক্তি জাতি ফকীর অভিমান করিয়া পরিশ্রমে র ক্ষমতা সত্বেও ভিক্ষাকে উপজীবিকা কার্য্য করিয়াছেন, এস্থলে আমারদিগের দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়দিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হই বেক এই সকল হস্ত পদাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কে সাধারণে যে ভিক্ষা দেওনের ব্যবহার চলি তেছে তাহা ব্যবহারিত ও বৈধ কি না, আমার দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে দায়ভাগে লিখিত আছে যে অবৃত্তানাং মন্ত্রাণাং । ভাজিনাম উপজীবিনাং তেষাং প্রতিগ্রহো দেয়ং, ন শিলাদ্যাশ্রয়িণাং । এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে ব্যক্তিকে যাঁহারা ভিক্ষার উপজীবিকা জ্ঞান করেন তাঁ হারদিগকে দান দেওয়া বিচার্য্য ও বৈধ নহে, পরিশেষে আমি ইহাই বলিয়া প্রীয় বক্তৃতা সাঙ্গ করিতেছি এস্থ আমারদিগের দেশের বি দ্যা বিষয়ে যাহাতে সাধারণের উৎসাহ জন্মে ও সাধারণ জনগণ পরিশ্রমদ্বারা ব্যবসায় ক রিয়া দেশকে ধনী করিতে পারেন, বিষয়া পন্নেরা বিপুল উৎসাহী হউন, দেশে অনেক ব্যক্তি বিদ্বান ও ধনী হইলে পরস্পর দৈন্য ও দ্বেষ মৎসরতার কারণাভাব হইয়া মহতী সু খের কারণ হইবেক ইতি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহশয়
সমীপেষু।

মহাশয়, যে মনুষ্য নানা গুণশালী তাহার গুণানুবাদ যাঁহারা তৎকর্ত্তৃক উ পকার প্রাপ্ত হইয়াছেন কেবল তাঁহার দিগের উচিত কর্ম্ম এমত নহে যাঁহার দিগেরসহিত কখনো সাক্ষাৎ নাই এবং অনুগ্রহ সলিল দ্বারা উত্তপ্ত গাত্রকে সু শীতল করে নাই তাঁহারদিগেরো উচিত বটে, যথা দর্শন করুন, রাজা যুধিষ্ঠি র ও রাজা কর্ণ এউভয় মহোদয়কে কে হই দর্শন করেন নাই ও উপকার প্রাপ্ত হয়েও তদাকারই দর্শন হয় তথাচ মান বগণ ঐ উভয়ের গুণোৎকীর্ত্তনে অতিয ত্ন করেন, ও ইহাও বক্তব্য যে যে মহো দয়ের পবিত্র চরিত্র দর্শনে লোক মাত্রই প্রফুল্ল বক্তু, ও যে মহাশয়ের সুবিচারে মানব মণ্ডলী অবিচার দুস্তর হইতে নি

স্তার পাইয়াছেন [illegible] তাঁহাকে [illegible] লোক কবুল নিমিত্তপ্রতি [illegible] করিয়াছে ন, ও যে মহোদয়কে দর্শন মাত্রই ব্যাকুল গণ পরমানন্দিত হইয়া থাকেন, ও যাঁ হার নামে [illegible] অত্যাচার ছিল, ও যে মহাত্মার এস্থান পরিত্যাগ সময়ে প্রায় লোকই অশ্রুপূর্ণ নিরীক্ষণ ক রিতেছেন, ও যাঁহার ব্যয়ে [illegible] রি নিজ বেতনের মধ্যে [illegible] হই য়াছে, তাঁহার গুণোৎকীর্ত্তন হইতে নিবৃ ত্ত থাকা মনুষ্য দেহের কর্ম্ম নহে সুত রাং যদিও অধীন এ বিষয় লিখিতে মহোদ য় দ্বারা কখনও কোন উপকার প্রাপ্ত হ য় নাই কিন্তু তথাচ উক্ত হেতুবাদে বিবে চনায় প্রতিষ্ঠিত মহাত্মার কিঞ্চিৎ গুণা নুবাদ লিপীকরা উচিত বোধ করিলাম অতএব তাহা লিপী পূর্ব্বক প্রার্থনা ক রি এ পত্রি কতিপয় সংশোধন পূর্ব্বক ভাস্করে উদিত হয়।

মহামান্য, অশেষ গুণরাশি মিউভা ষি দীন হিতাভিলাষি শ্রীলশ্রীযুক্ত মেষ্ট র হেনরি রিকেট বাহাদুর যিনি চট্টগ্রা মস্থলে কমিস্যনর ছিলেন ঐ মহোদয় বিচারবারি দ্বারা রাজা প্রজা উভয়কে এ রূপ তৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন বোধ করি তাহারা তদ্বিষয়ক উপকার পুরুষানুক্র মেও বিস্মৃতি হইতে পারিবেন না কেন না প্রকাশ আছে যে পূর্ব্বে২ এপ্রদেশস্থ ভূমির বন্দোবস্ত যত হইত প্রায় তাবৎ অপরিপক্ক রূপে যাইত অর্থাৎ তাহার স্থিরতা ছিল না সুতরাং তাহা তে রাজা প্রজা কাহারও উপকার হইত না কারণ বন্দোবস্তের স্থিরতা না হওয়া তে বন্দোবস্ত গ্রাহক ভূমি আবাদে সচে ষ্ট হইতেন না, সে মতে ভূমি সকল স র্ব্বদা অরণ্যে পরিপূর্ণ থাকিত, বিশেষ বারম্বার জরীপ হওয়া প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকার দণ্ড দিতেন, এইক্ষণে রিকেট বাহাদুরের সুবিবেচনা ও সুবিচা রে কি না হইয়াছে, যে স্থান অরণ্য ছিল সেস্থানে লোকারণ্য হইয়াছে, খাজনার জেজুরী পরিপূর্ণ দর্শন হয়, বন্দোবস্ত গ্রাহক বন্দোবস্তের স্থিরতা দৃষ্টে বন্দো বস্ত অঙ্গীকার প্রাণপণে প্রতিপালন করিতেছেন, কৃষকগণ বন্দোবস্তের সুশৃঙ্খ লাবলোকনে ভূমি আবাদে তিলেকের জন্যেও শৈথিল্য করিতেছেন না, সুত রাং উক্ত হেতুতে রাজা প্রজা উভয়ের যে উপকার হইয়াছে তাহা অবশ্যই মা নামানি করিতে হইবেক।

অনেকে বলিয়া থাকেন এবং তাহা জাজ্জ্বল্যমানও বটে যেরাজস্বপ্রেতি

যোগ উপস্থিত করিলে তাহা [illegible] জন্য দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ [illegible] তে হয় কিন্তু উক্ত শ্রীযুতের সমীপে [illegible] তাহার ক্লেশ এক বিষয়েও হয় নাই, [illegible] কাজস মোকদ্দমার নথি কমিস [illegible] আফিস স্পর্শ করিয়াছে তখনই নিষ্প [illegible] হইয়া তদ্বিষয়ক উচিতাদেশ কালে [illegible] রীতে সমাগত হইয়াছে।

ভুরিং পুরাতন মোকদ্দমা [illegible] কাল পর্য্যন্ত অনিষ্পত্তি ছিল [illegible] শ্রী রিকট বাহাদুর চট্টগ্রামে আগমন [illegible] বার পর ঐ সকল মোকদ্দমার [illegible] কেবলমাত্র [illegible] দ্বারা [illegible] রীভূত করিয়াছেন যে তাহাতে [illegible] ষ্ট ও প্রজা উভয়েই শ্রীযুতের বুদ্ধি [illegible] ধ্যবাদ দিয়াছেন।

কমিস্যনরি ও এই তিন জিলা [illegible] লেক্টরিতে এরূপ কর্ম্মের বাহুল্য [illegible] ল তৎ পরিশ্রম দ্বারা রাজপুরুষ ও [illegible] জকর্ম্ম চারি ও প্রজাগণের সর্ব্বদা [illegible] ভাবে থাকিতে হইত, এইক্ষণে ঐ [illegible] তের বুদ্ধি প্রভাবে কর্ম বাহুল্য [illegible] কালে লোপ হইয়াছে।

এসকল জিলাতে নক্সা আদি [illegible] কর্ম্মণ্য লেখাপড়া অধিকরূপ ছিল [illegible] হা এইক্ষণে দূরীভূত হইয়া এপ্রকার [illegible] রিষ্কৃত হইয়াছে যে তাহা দর্শনে [illegible] মাত্রই হর্ষ হইয়া থাকেন।

সিরিস্তার সুনিয়ম বিষয়ে উক্ত [illegible] যুত এরূপ সুপারগ যে তদাকার [illegible] র দর্শনে নেত্র একান্তই নৈরাশ [illegible] যাহা হউক, এসকল গুণবর্ণন সময়ে [illegible] গর্ত্ত হইল ভুলুয়া ও চট্টগ্রাম বাসি [illegible] ভিগ্রয় মান্য মহোদয় উক্ত মহা [illegible] চিরস্মরণ জন্য কোন উত্তম চিহ্ন স্থাপ [illegible] অগ্রগণ্য হইয়াছেন অতএব এবিষয়ে [illegible] রূপ হর্ষপূর্ণ হইলাম তাহা সঙ্কীর্ণ [illegible] জে লিপীকরা দুঃসাধ্য, সুতরাং তৎ [illegible] পী জন্য হর্ষে বিদীর্ণ লেখনীকে যে [illegible] রে কম্প দিয়াছিল তাহাকে কুণ্ঠভাবে [illegible] স্যাধারোপরি রাখিতে হইল।

ভুলুয়া জিলা নিবাসি কস্য [illegible] জনস্য [illegible]

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর [illegible] লিকাতার শোভাবাজার বালাখানা [illegible] বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের [illegible] জ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি [illegible] শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হ[illegible]

সম্বাদ ভাস্কর

শ্রুতি যেনৈবমোহ বিকটধ্বান্ত সৈন্য নায়ক ক্রোধ ঘোষস্ফীত দিগন্তরং বজ্জনতে হৃৎ [illegible] ষোধঃ সংগ্রস্তমাঃ সুস্নমধুরা সংকুল [illegible] গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুদ্যন্

[illegible] অজ্ঞানঘোর [illegible] শঙ্খং [illegible] জোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্জ্বিতো [illegible] গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদুদেত্যজস্রং ভাস্করঃ॥

২৮ সংখ্যা। ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৪ জুন। [illegible] ৯৯ [illegible] ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার মধ্যমাসে ১ টঙ্ক [illegible]

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমো হন রায় গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করি য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাত্মা [illegible] চট্টোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা ভাস্করের কাগজে [illegible] অক্ষরে [illegible] মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ স্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা [illegible] কালের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি [illegible] গণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ [illegible] কের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক [illegible] পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী [illegible] য়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক রিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই য়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible] আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ [illegible] ক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা য়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible] ন প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible] তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি লাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা ইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] ভাস্কর পত্র যাহা একত

[illegible] বিশেষতঃ [illegible] লোকেরদের উপকারার্থ [illegible] ভাস্করের [illegible] ইহার [illegible] কিন্তু [illegible] স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্য দেন এবং [illegible] ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট ব [illegible] ইহাতে বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষা র এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণ মেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহা শয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাই তেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষাসমুদায় [illegible] এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নব মাধ্যায় [illegible] প্রথম খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের [illegible] এইরূপে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় আইনানুসারে আমারদিগের ক্ষতি পূরণ করিতে [illegible] হইবেন [illegible] কেহ [illegible] এরূপ [illegible] করিবেন না।

সরিফ সেল

[illegible]

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আ গামি ২১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ১৮৪৪ সালের ২ ও আইনের বিধান মতে জিলা ২৪ পরগনার দেওয়ানী আদালতের প্রকাশিত পরওয়ানার ক্রম তাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিমি বিবির নামে লিখিত ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার যোড়াতলার ফিনিক বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়া টিয়া ভূমি অনুমান ৵২ দুই কাঠা তা হা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উ পর পূর্ব্বোক্ত আসামি নিমি বিবির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানু সারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। দক্ষিণ দিগে সেখ আহাম্মদের ভূমি। পূর্ব্ব দি গে বান্দা বিবির বাটী ও ভূমি। এবং প শ্চিম দিগের কিয়দংশে উক্ত সেখ আহাম্মদের ভূমি এবং কিয়দংশে এক গলি।

সরিফের দপ্তরে অনুসন্ধান করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারি বেন।

R. Sopford.
রেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৮ জুন ১৮৪৯।

মতে এবং কোন ভদ্র সম্পাদক স্বকীয় সম্বাদ পত্রে স্থান দানও করেন নাই তবে [illegible] ও মহাশয় কি বিবেচনায় এমত দূষি ত রচনা প্রকাশ করিয়া আপন নির্ম্মল [illegible] ভাস্কর পত্র সমল করিয়াছেন, তাহা [illegible] পড়িলেই বোধ পরিগ্রহ হইবেক, এইরূপ বিনামা পত্র প্রেরকের [illegible] শ্রীযুক্ত জনাব রসরাজ সম্পাদক প্রভৃতি প্রধান২ সম্পাদকগণ ভ [illegible] নামা সংযোগ দ্বারা যেমত দু [illegible] করিয়াছিলেন তৎপরে তা [illegible] [illegible] ছেন, এইক্ষণে [illegible]

[illegible] সদর দেওয়ানী আদালতের নকল [illegible] ক্রী [illegible]

১৮৪৯ সাল ৩ জানুআরি।

কটকের পেস্কসী মহালের [illegible] কী [illegible] মোকদ্দমা উত্তরাধিকারিত্ব বা [illegible] বিষয়ে হ [illegible] এ সকল [illegible] অন্য মো কদ্দমার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতের [illegible] গ্রহণ করিতে পারেন না।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রী যুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে "১৮ "১৬ সালের ১১ আইনের ১১ ধারানু "সারে সদর দেওয়ানী আদালতের সা "হেবেরা ঐ আইনের ২ ধারার নির্দ্দি "ষ্ট মোকদ্দমা ছাড়া অন্য মোকদ্দমার "উপর আপীল গ্রহণ করিতে পারেন "না। কিন্তু এই মোকদ্দমা ঐ ধারার নি "র্দ্দিষ্ট মোকদ্দমার প্রকার নহে অত "এব সদর আদালত তাহাতে হস্তক্ষে "প করিতে পারেন না।,, দরখাস্ত না মঞ্জুর হইল।

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলর অর্ডর।

২ নম্বর।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়া নী কার্য্যকারক বরাবরেষু।

সরকুলর অর্ডরের ছাপা হওয়া ব হিতে ১৮৪১ সালের ২৬ নবেম্বর তারি খের ৩১ নম্বরী যে সরকুলর অর্ডর আ ছে তাহা ইহার দ্বারা রদ হইল।

২ দফা। ১৩৫ নম্বরী এবং ১০৬ ন ম্বরী আইনের অর্থের এবং ১৮৪৪ সালে র ২৬ জানুআরি তারিখের ৫২ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের লিখিত বিধি মত

রাণে বর্ণন নাই এবং দম ঘোষ শিশুপা ল উভয়ে ক্ষত্রিয় মহারাজ এক জাতি ইহা গুপ্তের ভদসমাজে পুরাণ প্রসঙ্গে ও শ্রবণ হয় নাই চিরকাল নীচ লোকের সঙ্গে থেউড় গাইয়া আপন কাল যাপন হইল অতএব গুপ্ত মহাশয় গুপ্ত জন্মের স্বভাবের প্রভাবে আত্মবর্ম [illegible] দিতি জ্ঞানে উক্ত প্রলাপোক্তি করিয়াছেন মাত্র সন্দেহ লেশঃ।

দ্বিতীয় গুপ্ত মহাশয় ফুল দাস হাপ দাস হাপ [illegible] কোয়াটর দাস ওয়ান কোয়াটর [illegible] ইত্যাদি লিখিয়া উক্ত শ্রীমহারাজ ও শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ মহাশয়ের প্রতি যে কটাক্ষি করিয়াছেন তাহাতে ঐ মহামহিম দিগের কোন হানি নাই, তিনি ইহারদিগের কিছু মাত্র ক্ষতি করিতে পারিবেন না আপনিই উচ্চিন্ন হইবেন, অধিকন্তু তিনি আপন গুপ্ত জন্মের বিষয়ে আমারদিগের মহা সন্দেহ উপস্থিত করাইতেছেন কেনন বঙ্গ সাধুভাষা লিখিতে ইংরাজী শব্দ সকল কি কারণে তাঁহার মুখে নির্গত হইল, পূর্ব্বে বঙ্গ বীজ জন্মের অনুমান ছিল এক্ষণে বোধ হইতেছে তাঁহার জন্ম ক্ষেত্রে হিন্দু জাতির বিন্দুপাত ও হয় নাই ইংরাজ বা টেঁসের ছেঁস লাগিয়া থাকিবেক নতুবা সাধুভাষা লিখিতে ইংরাজী শব্দ হঠাৎ কার [illegible] কারণে কেন উপস্থিত হয়, সম্পাদক মহাশয়, এই প্রসঙ্গে প্রাচীন এক গল্প [illegible] রণ হইল, এক ব্রাহ্মণের বাটীতে কোন কর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছিল এমতকালে এক পথিক ইরাণি [illegible] যক্ষ মোগলের পুত্র পিপাসান্বিত এবং ক্ষুধাতুর হইয়া ছদ্মবেশে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুমারের ন্যায় বেশ ধারণ পূর্ব্বক [illegible] রাণ প্রভৃতি যে যে পুস্তক সঙ্গে ছিল তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ব্রাহ্মণ ছাত্রের পাঠাবস্থার পুস্তকন্যায় বেষ্টন করত ঐ ব্রাহ্মণের বাটীতে জনতার মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে অকুতোভয়ে আহার করিতে উপবেশন করিলেক, অনন্তর পরিবেশনার্থ হইলে ঐ ছদ্মবেশীর নিকট আসিতে২ পরিবেশনের ব্যঞ্জন শেষ হইয়া গেল তাহাতে পরিবেশনকারী ব্যঞ্জন আনয়নার্থে পাকশালায় গমন করিলেন, ইত্যবসরে ছদ্মবেশী মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলে,, আমি যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি বাস্তবিক ব্রাহ্মণ নহি তাহা বুঝি জা

[illegible] আমাকে আহারার্থে ব্যঞ্জন দিলেন না এক্ষণে আমি যে ছদ্ম [illegible] প্রকৃত মুসলমান [illegible] প্রতিবন্ধ করিতে হইবেক, তাহা না হইলে [illegible] আহারাদি অপ্রাপ্তে প্রাণধারণ সংশয়,, এতাবদ্বিবেচনায় [illegible] স্বকীয় দেশভাষাতে কহিতে লাগিল যে ‟ ধোতী ববি পোথি ববি আর ববি তোমার। প্রকারায় পাড়ে মনস পোরিয়া বিয়ারাা [illegible] ধুতি পুতি [illegible] নিরীক্ষণ করিয়া আমি [illegible] আমাকে [illegible] আনিয়া দেও,, ইত্যাদি [illegible] ভাষা [illegible] বণে সকলে আহার ত্যাগ [illegible] পূর্ব্বক ঐ ছদ্মবেশীকে [illegible] জবনাবধারণে আহার প্রদানের বিনিময়ে প্রহার পূর্ব্বক ঐ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, অতএব আমরা বলি যেমত ছদ্মবেশী মোগল কুমার পেটের দায়ে অর্থাৎ ক্ষুধাতুর হইয়া হঠাৎকার স্বজাতীয় ভাষা কথনে আহার না পাইয়া প্রহার প্রাপ্ত হইয়াছিল তেমত পেটের দায়ে অর্থাৎ অর্থের লোভে হঠাৎকার প্রাগুক্ত গুপ্ত ইংরাজী ভাষা লিখিয়া আপন জাতি প্রকাশ পূর্ব্বক অর্থ দ্বারা আহার প্রাপ্তি বিনিময়ে অনর্থ ঘটাইয়া প্রহারের ভাজন না হয়েন অলমতিবিস্তরেণেতি ব ঙ্গাব্দঃ ১২৫৬। দিবস ২৭ জ্যৈষ্ঠস্য।

কেষাঞ্চিৎ কায়স্থানাং।

মান্যবর শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সদরবোর্ড রিবিনিউর আপিল সংস্থাপনে বার্ষিক যে পরিমাণে টাকা ব্যয় হইতেছে তাহা অবিদিত নাই, সংপ্রতি কলিকাতার সদর বোর্ড হইতে একচিঠা অষ্টাদশ বিভাগের রিবিনিউ কমিসনরের নামে প্রচার হইয়াছে তাহাতে বোর্ড লেখেন নদীয়ার জেলায় এতাদৃক নুতন বন্দোবস্ত অধিক মহাল লাটবন্দি ও নীলাম হওনের কারণ কি, তাহা দৃষ্টি করিয়া আমরা অত্যন্ত খেদ পূর্ব্বক জানাইতেছি যে কলিকাতার সদরবোর্ডের চক্ষের গোড়ায় নদীয়া জেলার ভূমির অবস্থা ও উক্ত জেলার বাজেআপ্তি নিষ্কর ভূমির জিরগ্রে [illegible] বন্দোবস্ত হইতেছে তাহা অদ্যাপি ঐ বোর্ড অবগত নহেন, যে [illegible] সদর বোর্ড স্বীয় ক্রোড়ের দুই বৃহৎ জেলার ভূমির বন্দোবস্তের বিষয়ে এরূপ অনভিজ্ঞ

এরূপ [illegible] ভূমির ভূম্যধিকারিদিগের [illegible] অবস্থা [illegible] আশ্চর্য্য [illegible] কোম্পানি [illegible] বিবেচনা করিতে পারেন।

এতদ্দেশীয় এবং ইংলণ্ডীয় অনেক ব্যক্তি [illegible] নদীয়া জেলার ভূমির উৎপাদের বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন কিন্তু ব্যক্তিরা স্বচ্ছন্দে কহিতে পারিবেন না যে সমস্ত জেলার বিঘা ভূমির [illegible] আমার [illegible] কালেক্টর রিবিনিউ কমিসনর [illegible] নপথলে [illegible] জেলার ভূমির [illegible] বিশেষ [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] ঐ জেলার ভূম্যধিকারিদিগের [illegible] উক্ত সাহেবের তদন্তীক রিপোর্ট সদরবোর্ড রিবিনিউর অকর্ম্মণ্য কাগজের সহিত গ্রথিত হইয়া থাকিবেক, নদীয়া জেলায় বন্দোবস্তকারি যে কতিপয় ব্যক্তি ডেপুটি কালেকটর নামে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা স্বীয়২ কর্ম্ম ও জমার পরিমাণ অধিক দেখানের মানসে এবং সুপ্রিয়েরের সমীপে প্রসংশিত হওনার্থে উচিত নিরিখের দ্বিগুণ ত্রিগুণ হারে বন্দোবস্ত করিতেছেন, যদি তদ্বিষয়ে কেহ রোদন করে তাহাতে ডেপুটি কালেকটরেরা প্রকাশ্য রূপে কহিয়া থাকেন যে আমরা ভাগ্যক্রমে এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, নিরিখ কমি করিয়া কি আপন চাকরী হারাইব, নিত্যানন্দ চাটুর্য্য ও মাধবচন্দ্র মল্লিক কম নিরিখে বন্দোবস্ত করিয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

জেলার কালেকটর সাহেব বেহার অঞ্চল হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছেন তেঁহ ঐ দেশে জমীর নিরিখ ৩ তিন ৪ চারি টাকার ন্যুন শুনেন নাই সুতরাং উক্ত সাহেব কম নিরিখের কথা শুনিবা মাত্র আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মিথ্যা ও অসম্ভব জ্ঞান করেন, বস্তুতঃ রিবিনিউ কমিসনর সাহেবের স্বভাব ও মানস অবিদিত নাই যে ভূমি সম্বন্ধে শাকসব্জি আদি যে কিছু উৎপন্ন হয় তাহা তাবৎ গবর্ণমেণ্টের রাজকোষে দাখিল না হইলে তেঁহ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাধন জ্ঞান করেন, যদ্যপি আমরা বোধ করি না গবর্ণমেণ্ট এই হীন বল ও স্বল্পবুদ্ধি প্রজাদিগের পুরুষানুক্রমে উপজীবিকা ও সুখের আশা হনে ও চাতুরীতে লওনের মানস রাখেন কিন্তু

[illegible] কার্য্য করাতে [illegible] কাল [illegible] ধিক অত্যাচার করিতেছে [illegible] বিস্তর [illegible] নদীয়া জেলার [illegible] ছেন [illegible]

নদীয়া প্রদেশে কালকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর প্রধান মেম্বর মেং রিকেট সাহেবের যশ ও সুখ্যাতি সুধ্যাতি সুরে [illegible] আছে, চট্টগ্রামবাসী ভূম্যধিকারিরা যে দুরবস্থা সাগরে পতিত হইয়াছিলেন তাঁহারা উক্ত [illegible] সুবিচারে বহুক্লেশ হইতে [illegible] ছেন [illegible] নদীয়া জেলার ভূম্যধিকারিরা এরূপ অবস্থাপন্ন [illegible] নদীয়া জেলায় [illegible] কাহারদিগকে দুঃখ সাগর হইতে উদ্ধার [illegible] কৃপাকরত [illegible] রিকেট সাহেবকে [illegible] তাঁহারা [illegible] বিশ্বাস [illegible] নদীয়া জেলার [illegible] ভূমি [illegible] অবধারণ [illegible] ভূম্যধিকারি দিগের [illegible] র জীবনোপায়ের উপজীবিকা বহাল রাখুন এবং [illegible] বন্দোবস্ত মহাল [illegible] সরকারে [illegible] বার্ষিক [illegible] তাহা [illegible] এইরূপে এ বিষয় [illegible] রাজপুরুষ দিগের ক্লেশ [illegible] ভূম্যধিকারিদিগের যাতনার লাঘব হইবেক, কালগত হইলে উভয় পক্ষের ক্লেশের আধিক্য মাত্র ইতি।

নবদ্বীপস্থ কতিপয় প্রাচীন নিষ্কর ভূম্যধিকারি দস্যু হইতে পতিত জনানাং।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার রাজবাটীর বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাস্কর বৃন্দ [illegible] মৌনস্য নায়ং ক্ষণোদোষপ্রান্ত দিগন্তরং [illegible] মতে হবযান মত্রোচিতম্। [illegible] সংশু রম্যা: [illegible] সংকৃতমতা [illegible] গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্কর:॥

[illegible] গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

২৮ [illegible] ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৪ জুন। [illegible] ৯১ [illegible] ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার [illegible] মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্য প্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে [illegible] পথ্য প্রদান গ্রন্থ [illegible] রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় [illegible] য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ [illegible] ধ্যায় [illegible] হিন্দুদিগের [illegible] প্রায়শ্চিত্ত [illegible] আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [illegible] হিন্দুদিগের গৌড়ীয় ভাষা [illegible] প্রয়োজনীয় রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদির আপত্তির উত্তরে শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ [illegible] অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে [illegible] হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু [illegible] কেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ [illegible] জ্ঞান হয় কিন্তু পথ্য প্রদান পাঠ করিলে তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইতে [illegible] ইচ্ছুক হইবেক [illegible] গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ [illegible] বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায় লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible] প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible] মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত [illegible] য়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি [illegible] হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা [illegible] প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] ভাস্কর পত্র যাহা একত

[illegible] প্রকাশিত [illegible] উপকার [illegible] মূল্য [illegible] ইচ্ছুক হইবেন না, এই কারণ [illegible] মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে, মফস্বল এবং [illegible] ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন, তাঁহারদিগের নিকট মঙ্গল বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপনমিদং।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন। ইহার মূল্য [illegible]।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের [illegible] এইক্ষণে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক [illegible] করেন [illegible] আমারদিগের [illegible] হইবেন [illegible] কি [illegible] করিবেন না।

শরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় শরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের বিধানানুযায়ি জিলা ২৪ পরগনার দেওয়ানী আদালতের প্রকাশিত পরবানার ক্রমাগতে পবলিক লেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিমি বিবির নিম্ন লিখিত ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার যোড়াতলার ফিরিক বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ ভাড়া টিয়া ভূমি অনুমান ৫ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি নিমি বিবির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবিশিষ্ট বিশেষতঃ উত্তর দিগে শেখ আমির বাহাদুরের রাস্তা। দক্ষিণ দিগে শেখ আহাম্মদের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে [illegible] বিবির বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগের কিয়দংশে উক্ত শেখ আহাম্মদের ভূমি এবং কিয়দংশে এক গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Hopford.

মেং হপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
৮ জুন ১৮৪৯।

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া [illegible] মোকদ্দমার [illegible]

১৮৪৯ সাল ৩ জানআরি।

কটকের প্রেসিডেন্সি [illegible] মোকদ্দমা উত্তরাধিকারিত্বে [illegible] অন্য [illegible] বিষয়ে হয় [illegible] ঐ মহাল সম্পর্কীয় অন্য মোকদ্দমার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা গ্রহণ করিতে পারেন না।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হক্রিন্স সাহেব কহিলেন যে ‟ ১৮ ‟ ১৬ সালের ১১ আইনের ১১ ধারানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ আইনের ২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা ছাড়া অন্য মোকদ্দমার ‟ উপর আপীল গ্রহণ করিতে পারেন ‟ না। কিন্তু এই মোকদ্দমা ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমার প্রকার নহে অতএব সদর আদালত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।,, দরখাস্ত মঞ্জুর হইল।

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

২ নম্বর।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়ানী কার্য্যকারক বরাবরেষু।

সরক্যুলর অর্ডরের ছাপা হওয়া বহীতে ১৮৪৭ সালের ২৬ নবেম্বর তারিখের ৩১ নম্বরী যে সরক্যুলর অর্ডর আছে তাহা ইহাদ্বারা রদ হইল। [illegible] ১২৫ নম্বরী এবং ১২৬ নম্বরী আইনের অর্থের এবং ১৮৪৪ সালের ২৬ জানুআরি তারিখের [illegible] সরক্যুলর অর্ডরের লিখিত বিধি মতা

সম্বাদ ভাস্কর

স্থর হইল এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে দাওয়াদার যদি সম্পত্তির নীলামের পূর্ব্বে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির না করে তবে আপনার অংশমতে নীলামের উৎপন্নের অংশ পাইতে পারে না এবং পুনশ্চ তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে ঐ নীলামের উৎপন্ন বন্টন হইবার পূর্ব্বে যে ডিক্রীদার সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছিল সেই ব্যক্তির নিতান্ত [illegible] খরচ হইয়াছে তাহা ঐ উৎপন্ন হইতে দেওয়া যায়। কিন্তু ইতর বিশেষ না করিয়া সকল ডিক্রী যে জারী করিতে হইবেক এবং তাহার ডিক্রীদারকে অংশাংশমতে নীলামের উৎপন্ন লইতে অনুমতি দিতে হইবেক এমত নহে বরং নীলামের উৎপন্নের অংশ পাইবার যে২ দাওয়া হয় তাহা ফেরেবী ডিক্রী কি নহে এই বিষয় আদালতের সাহেবেরা বিবেচনা করিতে পারেন এবং প্রকৃত মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইয়াছে দৃষ্ট হয় সেই ডিক্রীর টাকা প্রথমে দিতে পারেন। এই হুকুমের মূল নিয়ম [illegible] যে মোকদ্দমাতে লিপ্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে ঐ ডিক্রী পরস্পর সিদ্ধ আছে কিন্তু তদ্দারা অন্য লোকেরদের স্বত্বের কিছু ক্ষতি হইবেক না।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক।

ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।

[illegible] ২ ফেব্রুআরি।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চ তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ———— আক্ট

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ধারা। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের [illegible] বন্দরে এবং ভারতবর্ষের [illegible] গবর্নর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে উত্তরকালে অন্য যে২ বন্দরে আবশ্যক বোধ করেন সে২ বন্দরে বাণিজ্য জাহাজের খালাসী [illegible] রেজিষ্টরী [illegible] হইবেক ইতি। [illegible]

২ধারা। এইমত প্রত্যেক বন্দরে একজন রেজিষ্টার নিযুক্ত হইবেন এবং যে রাজধানীতে বন্দর [illegible] সেই রাজধানী বা স্থানের [illegible] [illegible] কৌন্সেলে [illegible] [illegible] কোম্পানির [illegible] [illegible] করেন যে ইরূপে এই বন্দরের আমিন ও মুহুরীর ও চাকর নিযুক্ত হইবেক এবং তাহারদের মাহিয়ানা ও বেতনধার্য্য হইবেক এবং তাহার বিষয়ি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবেক ইতি।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

❀সম্বাদ ভাস্কর❀

মনুষ্যের প্রণয়ের প্রতি কয়েকটি বিশিষ্ট কারণ আছে তাহাতেই পরস্পরের সদ্ভাব হয়, পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত, একত্র আহার ব্যবহার, আদান প্রদান, স্নেহ প্রকাশ, অনুরোধ প্রতিপালন ইত্যাদি কারণে প্রণয় জন্মে, কিন্তু ইংরেজদিগের সহিত হিন্দুজাতির প্রণয়ের প্রতি ইহার প্রায় সকল কারণ অকারণ হইয়াছে, আমারদিগের রাজেশ্বরী বহুদূরে সমুদ্রপারে বিরাজ করেন, হিন্দুজাতির পক্ষে যেমন স্বর্গ অগম্য মহারাণীর বাসস্থানও প্রায় সেইরূপ, হিন্দুরা তথায় যাইতে পারেন না, অতএব মহারাণীর সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশাই নাই, এবং তাঁহার পক্ষীয় প্রধান মহাশয়গণ যাঁহারা এতদ্দেশে আসিয়া থাকেন তাঁহারাও হিন্দুদিগের বাটীতে আইসেন না, এবং হিন্দুরাও তাঁহারদিগের বাসস্থানে যান না, অতএব প্রণয়ের এক কারণ যাতায়াত অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, দ্বিতীয় কারণ একত্র আহার ব্যবহার, হিন্দুদিগের সঙ্গে ইংরেজেরা একত্র আহারে বসিয়া মৈত্রীব্যবহার করিবেন ইহার প্রসঙ্গও করা যায় না, ইংরেজদিগের খাদ্য হিন্দুজাতির অখাদ্য এবং হিন্দুদিগের খাদ্যও ইংরেজদিগের [illegible] হয়, কেননা হিন্দুরা যেসকল দ্রব্যাদি আহার করিয়া থাকেন ইংরেজেরা তাহা মনোনীত জ্ঞান করেন না, বিশেষত উভয়জাতির অভিমান মহৎ প্রতিবন্ধক আছে, অতএব আহার ব্যবহার যে [illegible] কারণ তাহাও মিথ্যা হইয়াছে, আদান প্রদান হিন্দুদিগের সহিত ইংরেজদিগের প্রায় নাই, এবং পরস্পরের স্নেহ প্রকাশও নাই বলিতে হয়, ইংরেজেরা হিন্দুজাতির প্রতি স্নেহ করিবেন সদয় [illegible]

হও, দুর্ব্বাক্য না বলিলে হিন্দুরা [illegible] [illegible] করেন, [illegible] [illegible] হইতে নিম্নে পতিত হয়, নিম্ন হইতে উপরে যাইতে পারে না, অতএব স্বভিমতে রাজকর্ম্ম ব্যক্তিরা যদি প্রজাগণের প্রতি যত্নে স্নেহ প্রকাশ করিবেন তাহা হইলে হিন্দুরা এসকল প্রধানদিগের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাহা করেন না কিম্বা তাঁহারদিগের প্রতি ভক্তি চক্ষু দেখিতে চাহেন না, বরং উভয়জাতির মধ্যে এমত বিরোধ জন্মিয়াছে তদ্বলে ইংলণ্ডে উভয়দল রঙ্গস্থলে সাক্ষাৎ করিতে [illegible] এবং হীনবল, এ [illegible] বিনত আছেন, নতুবা ইংরেজেরা হিন্দুজাতির প্রতি যত অত্যাচার করিতেছেন সরক্ত শরীরে কদাচ তাহা সহ্য হয় না, ইংরেজদিগের ভ্রান্তিমূলক এক বিধান হইয়াছে এতদ্দেশীয় জমীদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব লইয়া অধিক লভ্য করেন, এই কারণ জমীদারদিগের প্রতি খড়গহস্ত হইয়াছেন কিন্তু [illegible] ইংরেজেরা যদি পল্লিগ্রামে যাইয়া প্রজাদিগের অবস্থা দেখেন তবে তাঁহারদিগের [illegible] হইবে, কৃষকদিগের গৃহে আচ্ছাদন নাই, শয্যা নাই, বস্ত্র নাই, তাহারা মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া শীত বৃষ্টিতে দুঃখ পায়, দিবসে রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করে জমীদারেরা তাহারদিগের অবস্থা দেখিয়া [illegible] করিয়া পূর্ণ রাজস্ব লইতে পারেন না, আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি কোন জমীদার প্রজার নিকট হইতে বারো আনা রাজস্ব লইতেও শক্ত হয়েন না, বিস্তর পীড়াপীড়িতে দশ আনা মাত্র আদায় হয়, ছয় আনা রাজস্ব দশশালা বন্দোবস্ত অবধি ক্রমিক বাকী পড়িয়া আসিতেছে, যদি গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন ঐ বাকী টাকা আপনারা দিবেন তবে [illegible] জমীদারী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইবেন, পাঁচ লক্ষের ন্যূনগচে পঞ্চাশ লক্ষ পর্য্যন্ত বরং কোন২ জমীদারের এতদপেক্ষাও অধিক টাকা প্রজারস্থানে [illegible] হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগের নিকট একটী পয়সাও বাকী রাখেন না, [illegible] [illegible]

কেট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন, ইহাঁরা কমিসনরি পদস্থ হইয়া প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন, ইহাঁরদিগের মধ্যে অবশ্যই সত্য প্রকাশ হইবেক [illegible] বিবেচনা করেন না, এই কারণ রাজার প্রতি প্রজাদিগের আরো অধিক অভিমান হইয়াছে এতদভিমান প্রযুক্ত রাজা প্রজার প্রণয়ের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে।

অনুরোধ প্রতিপালন প্রণয়ের শেষ কারণ যাহা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহা উভয় পক্ষেই ব্যবহার নাই, ব্রিটিস মহাশয়েরা সাধারণ হিন্দুদিগের কোন অনুরোধ রাখেন না, হিন্দুরা স্বধর্ম্ম প্রতিপালন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের [illegible] অনুরোধ করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং হিন্দুরাও তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ প্রতিপালনে [illegible] এতদ্দেশীয় ইতর [illegible] [illegible] তাহা [illegible] এবং পেটে [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট ভারতভূমি [illegible] ভারত [illegible] একটি [illegible] করেন না, ভারতবর্ষের [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] হইতেছে কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের [illegible] রিক্তে অসহ্য জ্ঞান হয়, আমারদিগের এক লিখিবার [illegible] এই যে [illegible] [illegible] শ্রীযুত বেথুন সাহেব হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যালয় [illegible] জন্য মান্য হিন্দু মহাশয় [illegible] অনুরোধ করিয়া কহিতেছেন [illegible] উক্ত বিদ্যাগারে বালিকাগণকে [illegible] করেন, হিন্দু মহাশয়েরা [illegible] উচ্চ পদস্থ মহামান্য সাহেবের অনুরোধ প্রতিপালন করিতেছেন না কিন্তু [illegible] বলিব এবিষয়ে হিন্দুরাই লজ্জিত [illegible] ন, বেথুন সাহেব যখন হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ বিদ্যালয় [illegible] যাছেন তখন নিশ্চিত বাক্য এবি[illegible] মহারাণী বিকটোরীয়া, ডিউক আব ইলিংটন, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা, বোর্ড আফ কন্ট্রোল, কোর্ট আফ ডিরেক্টর্স, ভারতবর্ষীয় গবর্ণর ইত্যাদির [illegible] তি না লইয়া এত প্রতিভা প্রকাশ [illegible] ন নাই, বিলাতবাসি কোন বন্ধু লি[illegible] ছেন, সেং বেথুন [illegible] এমত দৃঢ়তরানুমতি লইয়া ভারত [illegible] গমন করিয়াছেন [illegible]

[illegible] ক্রীশ্চিয়ান [illegible] করিবেন, ইহাতে [illegible] প্রকারে [illegible] করিবেন, অতএব আমরা কি [illegible] হিন্দুরা [illegible] তাঁহারা [illegible] শিক্ষার নিমিত্তে বালিকা পাঠাই [illegible] ইহাতে [illegible] তাঁহার দিগের বিশেষ [illegible] হইবে, [illegible] ও [illegible] প্রযুক্ত বন্ধু [illegible] কোন মান্য [illegible] কারক তিনি অভ্যন্তর না জানিয়া এরূপ লেখেন নাই অতএব এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা শ্রীযুত বেথুন সাহেবের কার্য্যের সাহায্য করিলে রাজেশ্বরের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন।

দ্বাদশবন্ধ কৃত পূজা।

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব দত্ত নামে প্রসিদ্ধ বাজারে দ্বাদশ বান্ধব এক পূজা করিয়াছিলেন, গত মঙ্গলবারে ঐ পূজা [illegible] হইয়াছে, কলুটোলা নিবাসি [illegible] শ্রীযুত বাবু [illegible] মহাশয় পূজক দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য [illegible] বাবু এবারের পূজার অধিক [illegible] করিয়াছেন, এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গণকে দিয়াছেন, এবং পূজার তিন দিন [illegible] নানা জাতীয় বহুলোকের [illegible] যোগে [illegible] [illegible] হইয়াছিল, তাহাতে বাবু [illegible] সর্ব্ব বিষয়ে সুখ্যাতি উক্ত হইয়াছেন।

সদর আদালত।

গবর্ণমেণ্ট কৌন্সেলের অভিমত নীলারে [illegible] মঙ্গলবারে উক্ত বিচারালয়ের বিজ্ঞতম বিচারক শ্রীযুত ডনবর সাহেব ও শ্রীযুত [illegible] সাহেব আপনারদিগের নিকট যে সকল সদর [illegible] আপীলী নম্বরী মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পিত হইয়াছিল তাহা শ্রীযুত স্যার রবর্ট বারলো সাহেবের বিচারাগারে প্রেরণ করিয়া ধার্য্য করেন আগামি সোমবার ১৮ জুন তারিখাবধি, তাঁহারা তিন জনে তথায় একত্রে বসিয়া তত্তাবৎ বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন এবং ইহার পরে যেসকল সদর আপীলী বিষয় তাঁহারদিগের বিচারে অর্পিত হইবেক তাহাও উক্ত পদ্ধতি মতে একত্র বৈঠকে বিবেচিত হইবেক।

সদরে এতদিন এই রীতি ছিল জিলার নিষ্পত্তিকৃত বিষয় সদরে প্রথমত [illegible] বিবেচনা করিতেন পরে তিনি উক্ত বিচারের বিরুদ্ধাভিপ্রায় করিলে এজলাস কামেল অর্থাৎ [illegible] বিচারক [illegible] বিচারে তাহা [illegible]

[illegible] করিবেন, ইহাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] বলিতেছে।

[illegible] সদরের উক্ত [illegible] ক চারপতি মহাশয়েরা মনস্থ করিয়াছেন যে দরিখাস্ত পত্রাদি অর্থাৎ অভিযোগ পত্র [illegible] পত্র ও তস্য উত্তর পত্র এই চারি প্রস্থ কাগজ ইংরাজীতে অনুবাদ হইয়া প্রত্যেক জজের পাঠার্থে দুই প্রতিলিপি করাইবেন, যদ্দ্বারা তাঁহারদিগের উত্তমরূপ বিষয় বোধ হইতে পারে, কলেআমরাও ইহার উত্তমতা স্বীকার করি, কারণ মাতৃভাষাতে মনুষ্য মাত্র অধিকতর পটু হন, এবিষয়ে ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্টে জজ সাহেবেরা মোকদ্দমার আদ্যন্ত বুঝিলে সুবিচার করিবেন সন্দেহ কি।

বিচারপতি মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের [illegible] জ্ঞাত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জগন্নাথের ইংরাজী অনুবাদের মাত্র দুই অনুলিপি হইলে উত্তম হয়, সদরের বর্ত্তমান উকীলদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজী জানেন, এবং তাঁহারা প্রায় অনেক বিষয়েতেই বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই নিযুক্ত হন অতএব বিচারকগণ ৫ অর্থ জেলার কাগজ পত্রাদির ইংরাজী অনুবাদ বুঝিয়া মীমাংসা করিবেন [illegible] উকীলেরাও তদনুবাদ দর্শাইয়া আপনারদিগের বক্তব্য বিষয় তাঁহারদিগকে বুঝাইলে উভয় পক্ষের কোর্ট নিবৃত্তি হয় এবং ঐ অনুবাদ প্রকৃতরূপে হইয়াছে কি না উকীলেরা তাহাও জানিতে পারেন অতএব এই অনুলিপী করণে যদিচ কিঞ্চিৎ ব্যয় বৃদ্ধি হইতে পারে তথাচ ইহার সম্ভাবিত উপকার বিবেচনায় ইহা কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতেছে এইকারণ আমরা অনুরোধ জানাই আমারদিগের এই অভিপ্রায়ের সদসৎ বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন।

সুধীবর শ্রীযুত ডিক সাহেব পূর্ব্ব প্রচলিত প্রণালীক্রমেই বিচার করিবেন। [illegible]

আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি কলিকাতা পোলীসের দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট গেজর বর্চ সাহেব, [illegible] কোম্পানির নিকট যে ঋণ করিয়াছিলেন তাহা যথাকালে পরিশোধ না করায় উক্ত উত্তমর্ণেরা তাঁহার নামে সুপ্রিম কোর্ট হইতে উকীল ওয়াইটের দ্বারা এক ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া গত মঙ্গলবারে তাঁহাকে কারাভুক্ত করাইয়াছেন, অবগতি হইল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে ঋণ ঘটিত আরো কয়েক খান ওয়ারেণ্ট হইয়াছে এতাবতা তিনি এইক্ষণে এককালে পরিশোধার্থ [illegible] [illegible] পরিত্রাণার্থ বিধি [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible]

[illegible] ইস্তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবান [illegible] [illegible] [illegible] এমত [illegible] [illegible] বলিতে পারিনা, রাজা হউক, বা রাজার হইতে [illegible] উদ্ধার হন ইহাই আমারদিগের একান্ত মানস।

এইরূপে আম [illegible] কি করি তবে না কি কলিকাতার [illegible] সের কেহ [illegible] নহে ম, মেং লা সাহেব এইপোলীসের বিষয়ে যেমত মনোযোগ করিয়াছেন অমনি পাপগ্রস্ত পোলীসের তিন হস্ত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত উঠাইয়া ফেলিতে উচিত কর্ম্ম করিবেন।

৫ জুনের অকাসিয় লাইট পত্রে লেখে, ৩১ মে তারিখে মুলরাজের বিচার আরম্ভ হইবার শ্রীযুত মেনাসজ সাহেব, শ্রীযুত মণ্টগোমরী এবং শ্রীযুত কর্ণেল পেনি সাহেব বিচারক পদে মনোনীত হইয়াছেন, মাষ্টর বৌরিং মুলরাজের বিপক্ষে এবং কাপ্তেন হেমিলটন সপক্ষ কৌন্সলী হইয়াছেন।

লাহোরীয় বুরুজ নিরেতনের দেওয়ান আম অর্থাৎ সাধারণ বিচারালয়ে এতদ্বিষয় প্রকাশ্যরূপে বিচারিত হইবেক, অনুমান হয় ৫। ৬ দিনে বিচার নিষ্পত্তি হইতে পারে যেহেতু ৩। ৪জনের অধিক সাক্ষ্য গৃহীত হইবেক না।

৬ তারিখের দিল্লীগেজেট পত্রে এতদ্বিচার সংবাদ প্রসঙ্গে লিখিত হয় মুলরাজ মেজর এডওয়ার্ড অথবা জন লরেন্সকে আপন পক্ষীয় কৌন্সলী চাহিয়াছিলেন কিন্তু তদ্ভয়ে তাহাতে অস্বীকৃত হইবাতে কাপ্তান হেমিলটন সাহেব মনোনীত হইয়াছেন এবং দেওয়ানজীর দুই একজন বিদ্বান বন্ধু এই সাহেবের সহকারী থাকিবেন।

প্রেরিত পত্র।

পরমপূজনীয় দুর্জ্জনদমন কারক শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণ সরসীরুহরাজেষু।

সংখ্যাতীত প্রণাম পুরঃসর সমাবেদন মেতৎ।

২১ জ্যৈষ্ঠ শনিবারের প্রভাকর পত্রে তৎ সম্পাদক চমৎকার বিবাহ বলিয়া আন্দুল নিবাসি ধুন্দুলরাম শিরোমণির শিষ্য মন্তরাম বাবাজী ইতি স্বাক্ষর চ্ছলে যে এক খণ্ডিত পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আন্দুলাধিপতি মহামতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের পুত্রের বিবাহোপলক্ষে ঐ মহামহিম প্রতি কতকগুলিন কটু কাটব্য লিখিত আছে কিন্তু তাঁহাদের প্রেরিত [illegible]

নহে এবং কোন ভদ্র সম্পাদক স্বকীয় সংবাদ পত্রে স্থান দানও করেন নাই তবে, গুপ্ত মহাশয় কি বিবেচনায় এমত ঘৃণিত রচনা প্রকাশ করিয়া আপন নির্ম্মল প্রভাকর পত্র সমল করিয়াছেন, তাহা মুখে পড়িলেই বায়ু পরিগ্রহ হইবেক, পূর্ব্বে এইরূপ বিনাম পত্র প্রেরকের প্রতি শ্রীযুক্ত সম্বাদ রসরাজ সম্পাদক মহাশয় প্রভৃতি প্রধান২ সম্পাদকগণ ভূরি ভূরি বিনাম সংযোগ দ্বারা যেমত দুর্য্যোগ বেদন করিয়াছিলেন তৎপরে তাহার বেদনাভাবে পুনরায় গাত্র ঝাড়িয়া মস্তক তুলিয়াছেন, এইক্ষণে শতমুখী দ্বারা ঝাড়ন মন্ত্রে পুনরায় অতমুখ হইবেন, প্রথমত গুপ্ত মহাশয় [illegible] র, বেটা শিশুপাল ইত্যাদি উপমাত্রকায়স্থ জাতিকে যে উপমেয় করিয়া কতকগুলিন কটূক্তি লিখিয়াছেন তাহা কায়স্থ জাতির প্রতি সম্ভব হইতে পারে না যেহেতুক এতদ্দেশীয় কায়স্থ বংশ ভগবতীর শরীর এবং ব্রহ্মার কায় হইতে উদ্ভব হইয়াছেন, ক্ষত্রিয় মহারাজ চন্দ্রসেনের পুত্রগণকে জামদগ্ন্য রামের কোপ হইতে রক্ষ কারণ দাল্‌ভ্য মুনি মহাশয় ক্ষত্রিয় নামের পরিবর্ত্তনে কায়স্থ নামে রক্ষ করিয়াছেন, এতাবৎ সমীকরণ হইয়া এতদ্দেশীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহা বেদমনু পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বিচার করণ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত উচিত হয় না, তিনি শূদ্রজাতি বা কোন্ জাতি তাহা নির্ণয় না হইলে বিচার যোগ্য পাত্র হইতে পারেন না তবে যে তিনি এইক্ষণে আপনাকে অম্বষ্ঠ জাতি বলেন তাহা কোষে ধরাই আছে যথা অম্বষ্ঠঃ খচরো বৈদ্য ইত্যাদি অতএব খচর অর্থাৎ খচ্চর হইলেও কায়স্থ উচ্চ জাতির সহিত বিচার করণ বিষয়ে অধিকার পাইবেন না, অধিক আর কি কহিব ব্রাহ্মণ বীজে বৈশ্যা গর্ভে ঐ খচরের যে জন্ম হয় তাহাতে সঙ্কর জাতি হইলেন, এমত নীচ জাতিসঙ্করের সহিত বেদাদির বিচার করণ কিরূপে সম্ভব হইবেক, অধুনা দামঘোষের বেটা শিশুপাল ইত্যাদি কটূক্তি কায়স্থের প্রতি যে করিয়াছেন তাহা কোন মতেই সম্ভবে না, যেহেতুক ঐ খচ্চর বংশের প্রণালী যেমত অমুক দেবশর্ম্মার পুত্র অমুক খচর, দমঘোষের পুত্র শিশুপাল সেরূপ নহে, কারণ উক্ত ঘোষ ও পাল শব্দ দ্বয় নাম ভুক্ত পদবি বলিয়া প[illegible]

BLEED THROUGH.

রাণে বর্ণন নাই এবং মম ঘোর শিশুপা ল উভয়ে ক্ষত্রিয় মহারাজ এক জাতি ইহা গুপ্তের ভদ্রসমাজে পুরাণ প্রসঙ্গে ও শ্রবণ হয় নাই চিরকাল নীচ লোকের সঙ্গে রেউড় গাইয়া আপন কাল যাপন হইল অতএব গুপ্ত মহাশয় গুপ্ত জন্মের স্বভাবের প্রভাবে আত্মবমন্যতে জগৎ দিতি জ্ঞানে উক্ত প্রলাপোক্তি করিয়াছেন নাত্র সন্দেহ লেশঃ।

দ্বিতীয় গুপ্ত মহাশয় কুল দাস হাপ দাস হাপ মম খিকোয়াটর দাস ওয়ান কোয়াটর মম ইত্যাদি লিখিয়া উক্ত শ্রীমন্মহারাজ ও শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ মহাশয়ের প্রতি যে কটূক্তি করিয়াছেন তাহাতে ঐ মহামহিমগণের কোন হানি নাই, তিনি ইঁহারদিগের কিছুমাত্র ছিদ্র করিতে পারিবেন না আপনিই উচ্চিন্ন হইবেন, অধিকন্তু তিনি আপন গুপ্ত জন্মের বিষয়ে আমারদিগের মহা সন্দেহ উপস্থিত করাইতেছেন কেনন বঙ্গ সাধভাষা লিখিতে ইংরাজী শব্দ সকল কি কারণে তাঁহার মুখে নির্গত হইল, পূর্ব্বে বঙ্গ বীজে জন্মের অনুমান ছিল এক্ষণে বোধ হইতেছে তাঁহার জন্ম ক্ষেত্রে হিন্দু জাতির বিন্দুপাত ও হয় নাই ইংরাজ বা টেঁসের ঘেঁস লাগিয়া থাকিবেক নতুবা সাধুভাষায় লিখিতে ইংরাজী শব্দ হঠাৎ কার কিন্তু কারণে কেন উপস্থিত হয়, সম্পাদক মহাশয়, এই প্রসঙ্গে প্রাচীন এক গল্প স্মরণ হইল, এক ব্রাহ্মণের বাটীতে কোন কর্ম্ম পলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছিল এমতকালে এক পথিক ইরাণি অল্প বয়স্ক মোগলের পুত্র পিপাসান্বিত এবং ক্ষুধাতুর হইয়া ছদ্মবেশে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুমারের ন্যায় বেশ ধারণ পূর্ব্বক কোরাণ প্রভৃতি যে যে পুস্তক সঙ্গে ছিল তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ব্রাহ্মণ ছাত্রের পাঠাবস্থার পুস্তকের ন্যায় বেষ্টন করত ঐ ব্রাহ্মণের বাটীতে জনতার মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে অকুতোভয়ে আহার করিতে উপবেশন করিলেক, অনন্তর পরিবেশনারম্ভ হইলে ঐ ছদ্মবেশির নিকট আসিতেং পরিবেশনের ব্যঞ্জন শেষ হইয়া গেল তাহাতে পরিবেশনকারী ব্যঞ্জন আনয়নার্থে পাকশালায় গমন করিলেন, ইত্যবসরে ছদ্মবেশী মনেং চিন্তা করিতে লাগিল, আমি যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি বাস্তবিক ব্রাহ্মণ নহি তাহা বুঝি জানিতে পারিয়া আমাকে আহারার্থে ব্যঞ্জন দিলেন না অতএব আমি যে ছদ্মবেশী নহি প্রকৃত ব্রাহ্মণকুমার ইহাই প্রতিপন্ন করিতে হইবেক, তাহা না হইলে অদ্য আহারাদি অপ্রাপ্তে প্রাণধারণ সংশয়,, এতাবদ্বিবেচনায় মুক্তকণ্ঠে স্বকীয় দেশভাষাতে কহিতে লাগিল যে "ধোতী ববি পোঙ্গেবি আয় ববি জোমার। গঙ্গারাম পাঁড়ে মম পোরিয়া বিয়ার॥ মস্যাৰ্গ, ধুতি পুতি পৈতা নিরীক্ষণ করিয়া আমি গঙ্গারাম পাঁড়ে আমাকে আহারার্থে [illegible] সকল আনিয়া দেও,, ইত্যাদি [illegible] ভাষা জবনাবধারণে আহার প্রদানের বিনিময়ে প্রহার পূর্ব্বক ঐ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, অতএব আমরা বলি, যেমত ছদ্মবেশী মোগল কুমার পেটের দায়ে অর্থাৎ ক্ষুধাতুর হইয়া হঠাৎকার স্বজাতীয় ভাষা কথনে আহার না পাইয়া প্রহার প্রাপ্ত হইয়াছিল তেমত পেটের দায়ে অর্থাৎ অর্থের লোভে হঠাৎকার প্রাগুক্ত গুপ্ত ইংরাজীভাষা লিখিয়া আপন জাতি প্রকাশ পূর্ব্বক অর্থ দ্বারা আহার প্রাপ্তি বিনিময়ে অনর্থ ঘটাইয়া প্রহারের ভাজন না হয়েন অলমতিবিস্তরেণেতি ব্‌ঙ্গাব্দঃ ১২৫৬। দিবস ২৭ জৈষ্ঠস্য।

কেষাঞ্চিৎ কায়স্থানাং।

মান্যবর শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সদরবোর্ড রিবিনিউর আপিস সংস্থাপনে বার্ষিক যে পরিমাণে টাকা ব্যয় হইতেছে তাহা অবিদিত নাই, সংপ্রতি কলিকাতার সদর বোর্ড হইতে একচিঠা অষ্টাদশ বিভাগের রিবিনিউ কমিস্যনরের নামে প্রচার হইয়াছে তাহাতে বোর্ড লেখেন নদীয়ার জেলায় এতাদৃক নূতন বন্দোবস্তি অধিক মহাল লাটবন্দি ও নীলাম হওনের কারণ কি, তাহা দৃষ্টি করিয়া আমরা অত্যন্ত খেদ পূর্ব্বক জানাইতেছি যে কলিকাতার সদর বোর্ডের চক্ষের গোড়ায় নদীয়া জেলার ভূমির অবস্থা ও উক্ত জেলার বাজেআপ্তি নিষ্কর ভূমির কিরূপে বন্দোবস্ত হইতেছে তাহা অদ্যাপি ঐ বোর্ড অবগত নহেন, যে অবস্থায় সদরবোর্ড স্বীয় ক্রোড়ের দুই বৃহৎ জেলার ভূমির বন্দোবস্তের বিষয়ে একপ অনভিজ্ঞ থাকে সে জেলাহায় দূরস্থ জেলার ভূমির ও ভূম্যধিকারিদিগের স্বীয়দিগ অবস্থা কিরূপ অবগত আছেন ইহা কোন ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে পারেন।

এতদ্দেশীয় এবং ইংলণ্ডীয় অনেক ব্যক্তি নানা প্রয়োজনে নদীয়া জেলার ভূমির উৎপন্নের বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন কিন্তু ব্যক্তিরা কদাচ কহিতে পারিবেন না যে সামান্যতঃ এ জেলার বিঘা ভূমির রাজস্ব বার্ষিক ।৵ চৌদ্দ আনার অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্ব্বের রিবিনিউ কমিস্যনর সদিচাং ধর্ম্ম নিষ্ঠ [illegible] এবং উইয়ার সাহেব স্বরূপ সপার্ষদে গিয়া নদীয়া জেলার ভূমির নিরিখের বিশেষ তদন্ত করিয়াছিলেন, কোন করি ঐ জেলার ভূম্যধিকারিদিগের দূরদৃষ্ট ক্রমে উক্ত সাহেবের তদন্তীকৃত রিপোর্ট সদরবোর্ড রিবিনিউর অকর্ম্মণ্য কাগজের সহিত গ্রথিত হইয়া থাকিবেক, নদীয়া জেলায় বন্দোবস্ত কারি যে কতিপয় ব্যক্তি ডেপুটি কালেকটর নামে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা স্বীয়২ কর্ম্ম ও জমার পরিমাণ অধিক দেখানের মানসে এবং সুপ্রিয়েরের সমীপে প্রসংশিত হওনার্থে উচিত নিরিখের দ্বিগুণ ত্রিগুণ হারে বন্দোবস্ত করিতেছেন, যদি ভবিষ্যতে কেহ রোদন করে তাহাতে ডেপুটি কালেকটরেরা প্রকাশ্য রূপে কহিয়া থাকেন যে আমরা ভাগ্যক্রমে এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, নিরিখ কমি করিয়া কি আপন চাকুরী হারাইব, নিত্যানন্দ চাটুয্যা ও মাধবচন্দ্র মল্লিক কম নিরিখে বন্দোবস্ত করিয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

জেলার কালেকটর সাহেব রেহার অঞ্চল হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছেন তেঁহ ঐ দেশে জমীর নিরিখ ৩ তিন,৪ চারি টাকার ন্যূন শুনেন নাই সুতরাং উক্ত সাহেব কম নিরিখের কথা শুনিবা মাত্র আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মিথ্যা ও অসম্ভব জ্ঞান করেন, বস্তু মান রিবিনিউ কমিস্যনর সাহেবের স্বভাব ও মানস অবিদিত নাই যে ভূমি সম্বন্ধে শাকসব্জি আদি যে কিছু উৎপন্ন হয় তাহা আবৎ গবর্ণমেণ্টের রাজকোষে দাখিল না হইলে তেঁহ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাধন জ্ঞান করেন, যদ্যপি আমরা বোধ করি না গবর্ণমেণ্ট এই হীনবল [illegible] প্রজাদিগের পুরুষানুক্রমের উপজীবিকা ও সুখের আশা হরণে ও চাতুরীতে লণ্ডনের মানস রাখেন কিন্তু যে স্বত্বে গ্রাম কিংবা কার্য্য কারকেরা প্রকাশ্যরূপে এবম্প্রকার অত্যাচার করিতেছেন এতদ্দেশীয় জমীদার রাজে কারি নিষ্কর ভূমি আছে কি [illegible] করিয়া রিবিনিউ বোর্ডদিগের আচার [illegible] তাহা কেবল [illegible] বেগারের [illegible] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সন্ধি পত্রের তুল্য।

বঙ্গাদি প্রদেশে কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর প্রধান মেম্বর বেং ক্রিকেট সাহেবের যশও সুখ্যাতি সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান আছে, তাঁহার নিবাসী ভূম্যধিকারিরা যে দুরবস্থা সাগরে পতিত হইয়াছিলেন তাঁহারা উক্ত বিচারের সুবিচারে বহুক্লেশে তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, উক্ত ক্রিকেট সাহেব কি মনে করিয়াছেন যবন নদীয়া জেলার ভূম্যধিকারিরা এরূপ অবস্থায় পতিত [illegible] তখন নদীয়া জেলায় শুভাগমন করিয়া তাঁহারদিগকে দুঃখ সাগর হইতে উদ্ধার করিবেন, সম্পাদক মহাশয়, আপনি ক্রিকেট সাহেবকে পরামর্শ দিবেন যে তেঁহ কাহারো কথায় বিশ্বাস না করিয়া এক মাস কি ১৫ দিনের নিমিত্তে নদীয়া জেলায় শুভাগমন পূর্ব্বক এই জেলার ভূমি স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়া আবাদ উৎপন্নের অবস্থা স্বীয় অভিপ্রায় মতে তদন্ত করিয়া কিঞ্চিৎ ভূম্যধিকারি দিগের গ্রাসাচ্ছদনের জীবনোপায়ের উপজীবিকা বহাল রাখুন এবং বেনিষ্কর বাজেআপ্তি বন্দোবস্ত মহাল খারিজ হইয়া সরকারে খাস হইয়াছে তাহাতে বার্ষিক নিরিখ পরিমাণে খাজনা উসুল হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করেন, ও এইক্ষণে এবিষয় মনোযোগ করিলে রাজপুরুষ দিগের ক্লেশেরও ভূম্যধিকারিদিগের যাতনার লাঘব হইবেক, কালগতি হইলে উভয় পক্ষের ক্লেশের আধিক্য মাত্র ইতি।

নবদ্বীপস্থ কতিপয় প্রাচীন নিষ্কর ভূম্যধিকারি দস্যু হস্তে পতিত জনানাং।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার রাজাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভুবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

৬০২৪

সম্বাদভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিয়নসে মৌনস্য মায়ংক্কনে দোষঘ্নান্ত দিগন্তরংব্রজ মতে হবস্থান মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সংপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরাদ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

আনালোককরাজিয়ঃ সমুদিতে মব্যায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎ সগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ। নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুর্ব্বরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

[illegible] ৯৯ সং খণ্ড ১ কালনা ও [illegible] জুন। হানীশাহ ৯৯ আব্দুল রাজাবাং ৮ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৩ আষাঢ় শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ [illegible]

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে আবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থে তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমূল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অৰ্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

মেসুয়ার্স কুক এবং কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন [illegible] অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনডিমনলেগু নামক স্থান হইতে প্রেরিত একযুত ঘোটক সাধারণের দৃষ্ট্যর্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমান ইংরেজিমাসের ২২ এবং ২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেসুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধু বান্ধবগণকে লিখিত রূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনডিমনলেগু অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানীর ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বের প্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্তস্বভাব যে এই যুতের মধ্যে একটী ঘোটককেও দুরন্ত দেখা যায় না।

কলিকাতা।

১৪ জুন ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

আমারদিগের কোন মিত্র নাটোর হইতে ডাকযোগে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হইল সাধারণ মঙ্গলচেষ্টক তথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিচারাগারে এক সভা হইয়া নিৰ্দ্ধারিত হয় নাটোরে এক বিদ্যালয় হইবে অতএব আমরা আহ্লাদিত হইয়া ঐ সভার বিবরণ গ্রহণ করিলাম, উক্ত বিবরণ পত্র বাহুল্য লিখিত হইয়াছে, এজন্য আক্ষেপ রহিল তদুপলক্ষে আপনারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, তাহা লিখিলে এক বিষয়েতেই কাগজ পরিপূর্ণ হইবে, তথাপি জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারি না সভ্য শ্রেণীর মধ্যে নাটোরের মহারাজের এবং দীঘাপতিয়া নিবাসি জমীদার শ্রীযুত রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের নাম কেন দেখিলাম না, অতএব বন্ধুকে অনুরোধ করি ইহার কারণ লিখিয়া বাধিত করিবেন।

বন্ধু লেখেন,, প্রথমতঃ সভ্য মহাশয়েরা সভোপবিষ্ট হইলে শ্রীযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের প্রস্তাবে সভ্যগণ সম্মত হইয়া অত্রস্থ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর সভাপতিত্ব পদ ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া তদ্দিবসীয় সভার অভিপ্রায় অর্থাৎ বিদ্যালয় সংস্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা জানাইয়া সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলেন, তদনন্তর বিবিধ বিদ্যাধার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র ডাক্তর মহাশয় নিম্ন লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন।

হে সভ্য মহাশয়বর্গ, যদ্যপি অদ্যকার সভার অভিপ্রায় বিশেষরূপে আপনকারদিগের বিদিত আছে তথাচ এ স্থলে আপনকারদের আগমন দৃষ্টে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অন্তঃকরণের ভাব ব্যক্ত করণে অভিলাষী হইলাম, দেশের উন্নতি কল্পে ভদ্রলোকের যত্ন ও উৎসাহ দৃষ্টি করিলেই স্বভাবতঃ অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, বিশেষতঃ আহ্লাদের বিষয় এই যে আপনারা অদ্যকার সভায় যাহা স্থির করিবেন তদ্দারা ভবিষ্যতে এতদ্দেশীয় অনেক লোকের উ

প্রকার হইবার সম্ভাবনা, বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে অস্মাদাদির মনে নানা প্রকার ক্লেশ ও ক্ষোভজনক ভাবের উদয় হয়, এবং বিবিধ প্রকার আক্ষেপ প্রকাশ পায় ও নানা প্রকার দুঃখের কথা স্মরণ হয়, এই ভারতবর্ষ যাহা পূর্ব্বকালে বিদ্যার গৌরবে আত্যন্তিক প্রবল ছিল, এবং যাহাতে বিদ্যারত্নই মহাধন বলা যাইত, অনেকং মহাত্মাগণ শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা জীবনযাপনে ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং নানা বিধ গ্রন্থ রচনা দ্বারা আপনাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করত একাল পর্য্যন্ত নিজং যশোরাশি জাজ্বল্যমান ও চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষে পণ্ডিতগণ সর্ব্বগুণভাজন হইয়া রাজদ্বারে সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন, ও সর্ব্বজন সন্নিধানে পূজ্য হইতেন, যে ভারতবর্ষে সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ও পণ্ডিতপ্রিয় রাজা বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি বিক্রমশালি মহাত্মারা জ্ঞানিগণের সহিত শাস্ত্রানুশীলনে আনন্দিতান্তঃকরণে আপনারদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিতেন যে ভারতবর্ষে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসাদি মহাকবিগণ রত্ন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যে ভারতবর্ষে নবদ্বীপাধিপতি সর্ব্বজন রঞ্জন গুণগ্রাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সুনিয়মে নিজাধিকার পালন করত নিরন্তর পণ্ডিতগণের সহিত নানা বিধ আমোদে কাল হরণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার দানশীলতা জন্য নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে পণ্ডিতগণ অবাধে বিদ্যোপার্জ্জন করত বিবিধ বিদ্যায় বিচক্ষণ হইয়াছিলেন, যে ভারতবর্ষে বাল্মীক, পরাসর, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি মহামহা প্রজ্ঞোত্তম মহাত্মাগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইয়া আমারদের দেশীয় লোকের উপকার ও ধর্ম্মার্থে নানা প্রকার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সেই ভারতবর্ষ একণে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্নভাবে মিথ্যাদি বহু বিধ দোষের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে, সে কালের ন্যায় শাস্ত্রানুশীলন নাই, সেরূপ পাণ্ডিত্য নাই, সেরূপ বিদ্যোৎসাহ নাই, সেরূপ বিজ্ঞবর রাজারাও নাই।

যে সময়ে বর্ত্তমান প্রবল প্রতাপ এই ইংরাজদিগের আদিপুরুষেরা অরণ্য মধ্যে অবস্থান করত গাছের ছাল ও পশ্বাদির চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক অতি কষ্টে যৎসামান্য আহার দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন, যাঁহারদের বিদ্যা বিবারণ জ্ঞান মাত্র ছিল না, যাঁহারা ব্যবহার দ্বারা মনুষ্যত্ব হইতে বর্জ্জিত ছিলেন এবং এইক্ষণে তাঁহারদের বংশজ ব্যক্তিরা বিদ্যাবলে বিলক্ষণ হইয়া বঙ্গদেশের রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন ও ভ্রাতাতে সকল জাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছেন, নানা প্রকার ব্যবহারে অন্যান্য জাতির দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন সেই সময়ে আমারদের এতদ্দেশে পাণ্ডিত্য ভূগোল খগোল বিদ্যা জ্যোতিঃ শাস্ত্র নীতি শাস্ত্র সংগীত শাস্ত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকায় ভূমণ্ডলের প্রধান মণ্ডল স্বরূপ হইয়াছিল, এইক্ষণে সেই দেশ মূর্খতা অভদ্রতা প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে, এমত দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা এতদ্দেশের লোকেরা করেন না, চৌর্য্যবৃত্তি, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, পরস্পর অনৈক্য, মিথ্যাবাদিত্ব প্রভৃতি এইক্ষণে অধিকাংশ এতদ্দেশেই বসতি করিতেছে অন্যান্য দেশীয় লোকেরদের এমত দৃঢ় সংস্কার ও বিশ্বাস আছে যে ধূর্ত্ততা শঠতা প্রভৃতি এতদ্দেশের উপজীবিকার এক উপায় হইয়াছে, অনেকেই কহিয়া থাকেন এতদ্দেশীয় লোকেরা সত্যের মহিমা জানেন না এবং তাহারি প্রমাণার্থে তাঁহারা কহেন আদালত প্রভৃতি বিচারস্থল সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই কথারি সত্যাসত্যতা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।

এই সকল কথা বিবেচনা করিতে হইলে আমারদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কাহাকেও কহিতে দেখিলে অন্তঃকরণ আক্ষেপ অনলে জ্বলিতে থাকে, শুনিতে হইলে শ্রোত্র বিষাদ সাগরে মগ্ন হয়, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি, যে যদ্দেশের পূর্ব্বতন জনগণ সকল গুণসম্পন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যাপক রূপে সর্ব্বত্র সুখ্যাত হইয়াছিলেন এক্ষণে সেই দেশের লোকেরা সর্ব্বদেশেই ঘৃণ্য ও জঘন্যরূপে গণ্য হইয়াছেন, হায়, আমারদের এই সকল দোষ নিবারণের উপায় কি আছে, আর কতকাল আমরা অন্য জাতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত অপবাদ সহ্য করিব, আর কতকাল আমারদের এই অজ্ঞান নেত্র মুদিত থাকিবে, আর কতকাল আমরা মূর্খতাতে জড়িত থাকিব, আর কতকাল আমরা কুকর্ম্মেতে আসক্তচিত্ত হইয়া মানবধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য করিব, এই সকল দোষ নিবারণের সদুপায় কি, সভাস্থ মহাশয়েরা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বিদ্যা ব্যতীত কেহ সংস্বভাব ও সৎকর্ম্মশালী হইতে পারেন না, বিদ্যাতেই স্বভাব উত্তম হয়, বিদ্যাতেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে, বিদ্যাতেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয়, বিদ্যাতেই উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, সুতরাং এতৎসারের বিদ্যাই সকল সুখের মূলীভূত হইয়াছে অতএব বিদ্যোপার্জ্জনের বিশেষ প্রয়োজন দৃষ্ট হইবায় বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে আপনকারদের অন্তঃকরণে উহাতে সন্দেহ কি, এইক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যদর্থে অদ্য আমরা সকলে একত্রিত হইয়াছি ইহা যেন অবশ্যই সফল হয়।

এই বক্তৃতা শ্রবণে সভ্য মহাশয়েরা সন্তুষ্ট হইলে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র মহাশয় নিম্ন লিখিত প্রথম প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

প্রথমপ্রস্তাব।

এতদ্দেশে বিদ্যালয় না থাকাতে চতুর্দ্দিগ্বাসি জনগণের মূর্খতা ও তজ্জন্য নানা প্রকার অপকার ও দুশ্চরিত্র এবং দুরবস্থা হইতেছে অতএব এক স্কুল স্থাপন করা ধার্য্য হইল।

ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর পোষকতা করিলে সভ্য মহাশয়েরা সকলেই সম্মত হইলেন. পরে শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় নিম্ন লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই বিদ্যালয়ে ইংরাজি ও বঙ্গভাষা অধ্যাপনা হইবে।

তৎপরে কহিলেন বিশেষত বঙ্গভাষা শিক্ষা দানের বিশেষ আবশ্যক, এবং বঙ্গভাষা শিক্ষা বিষয়ে আমারদের দেশে যে সকল কদর্য্য রীতি আছে তদ্বিষয়ে বোধ করি শ্রীযুত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয় কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলে উত্তম হইতে পারে, পরে উক্ত ডেপুটি কালেক্টর রায় বাহাদুরের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া এতদ্দেশে বালকদিগকে গুরু মহাশয়ের নিকট অর্পণের যে রীতি আছে ও তাহা যে অত্যন্ত অপকারক, এবং তাহার নিকটেই অনুমতঃ বালকদিগের অপভাষা ও কুকর্ম্মের রীতি শিক্ষা, এবং লিখন পঠন বিষয়ে যে অশুদ্ধ বর্ণপ্রয়োগ চলিত আছে এবং শ, ষ, স, এই তিন অক্ষরের যথা যোগ্য স্থানে প্রয়োগ না হওয়াতে ও তাহার বিপরীত প্রয়োগে এই সকল দোষ হয় যথা।

শরণ শব্দের স্থানে স্মরণ, এবং স্মরণ শব্দের স্থানে শরণ, স্বগণ শব্দের স্থানে শ্বগণ, এবং শ্বগণ শব্দের স্থানে স্বগণ, সকৃৎ শব্দের স্থানে শকৃৎ, এবং শকৃৎ শব্দের স্থানে সকৃৎ, এবং সম্মুখ শব্দে সমূখ, ও সমস্ত শব্দে সমস্ত, এবং আত্যন্তিক শব্দে আত্তান্তিক, এবং দন্ত্য সকারের স্থানে তালব্য ও তালব্য শকারের স্থানে মূর্দ্ধন্য প্রয়োগ।

ইত্যাদি অবিধের প্রয়োগ সর্ব্বদাই লেখকেরা করিয়া থাকেন, এবং উত্তমং পুস্তক পাঠ না করিয়া যৎসামান্য পুস্তক পাঠ করাতেই পাঠসমাপ্তি হওয়া ইত্যাদি উপদেশ স্বরূপ হিতজনক ও অনেক বাচনিক বক্তৃতা করিয়া দ্বিতীয় প্রস্তাবে পোষকতা করিলে সভ্য মহাশয়েরা সকলেই সম্মত হইলেন।

পরে শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ আলী মুন্সেফ সাহেব নিম্ন লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত কালেজ ও স্কুলে যে সকল রীতি বর্ত্ত আছে তদনুসারে এই স্কুলের সকল নিয়ম করা যাইবেক এবং সেইং কালেজ স্কুলের ধারানুসারে শিক্ষা দিতে হইবেক।

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবনাথ তলাপাত্র মহাশয় এই প্রস্তাবে পোষকতা করিলে সভ্য মহাশয়েরা সম্মত হইলেন, পরে শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ লাহিড়ী মহাশয় নিম্ন লিখিত চতুর্থ প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব।

ইংরাজীর মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম পুস্তক আছে তাহা এই স্কুলে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক না, এবং শিক্ষকেরা ও ঐ ধর্ম্ম বিষয়ে বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে পারিবেন না।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় নিম্ন লিখিত পঞ্চম প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

পঞ্চম প্রস্তাব।

ধনিলোকের নিকট চাঁদা লইয়া স্কুল স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে, এবং বিদ্যোপার্জ্জনে অর্থ ব্যয় না হইলেও বিদ্যার মর্ম্ম মূঢ় লোকে জানিতে পারে না, এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট সকল বি[illegible]র রাজকদিগের নিকট মাসিক [illegible] লইবার রীতি করিয়াছেন, এবং [illegible]ন বালকদিগের নিকট বেতন না [illegible] কদাচ বিদ্যালয় ছাত্র হইতে [illegible]না, এই হেতুক শিক্ষকের বেতনের [illegible] প্রতি মাসে প্রত্যেক বালকের [illegible] ।৵ আনা নিয়মে বেতন লওয়া [illegible]ক।

[illegible]যুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র মহাশ[য় এই] প্রস্তাবে পোষকতা করিলে সভ্য [মহাশ]য়েরা সম্মত হইলেন।

[illegible]যুক্ত বাবু যাদবনাথ তলাপাত্র ম[হাশয়] নিম্ন লিখিত প্রস্তাব পাঠ করি[লেন]।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

[illegible] বিদ্যালয়ের এক ম্যানেজীং কমিটী অর্থাৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহক সভা স্থা[পিত] হইবেক, সেই সভার অধ্যক্ষদিগে[র স্কু]লের বিষয়ে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে, এবং অধ্যক্ষেরা অন্যান্য উৎসাহি ব্যক্তি দিগকে সহযোগি[কর্ত্তা] পদে নিযুক্ত করিতে পা[রিবে]ন।

[শ্রী]যুক্ত বাবু রাজকুমার চৌধুরী ম[হাশ]য় পোষকতা করিলে সভ্য মহাশ[য়েরা] ইহাতে সম্মত হইলেন।

[শ্রী]যুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয় [নিম্ন] লিখিত সপ্তম প্রস্তাব পাঠ করি[লেন]।

সপ্তম প্রস্তাব।

[এ]ইক্ষণে নিম্ন লিখিত মহাশয়দিগ[কে অ]ধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত করা যায়।

[শ্রীযু]ক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র।
[শ্রীযু]ক্ত মৌলবী মহম্মদ আলী।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু তারানাথ চৌধুরী।
[শ্রীযু]ক্ত মধুসূদন বাচস্পতি।
[শ্রীযু]ক্ত দোস্তমহম্মদ চৌধুরী।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু রাধানাথ লাহিড়ী।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু হরিপ্রসাদ রায়।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু হরনাথ ভাদুড়ী।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তি।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু কৃপানাথ তলাপাত্র।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র তলাপাত্র।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু নিদানচন্দ্র রায়।
[শ্রীযু]ক্ত বাবু যাদবনাথ তলাপাত্র।

অষ্টম প্রস্তাব।

বিদ্যালয়ের নিমিত্ত এক চৌরীঘর [illegible]ত করা আবশ্যক, কিন্তু আমরা শু[নি]য়াছি শ্রীযুক্ত বাবু তারানাথ চৌধুরি মহাশয় কোন আত্মীয় লোকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন তিনি স্কুলের চৌরী নির্ম্মাণে প্রস্তুত করিয়া দিবেন এনিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক উপকার স্বীকার করা যায়।

নবম প্রস্তাব।

যে সকল ভদ্রসন্তান বেতন দিতে অসমর্থ, তাহারদিগকে বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য এবং বিদ্যালয় হইতে পুস্তক দেওয়া আবশ্যক কিন্তু তাহারদিগের স্বীয়ং অসমর্থতার বিশেষ প্রমাণ দেখাইতে হইবেক, এবং অধ্যক্ষেরাও সে বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিবেন।

সপ্তম প্রস্তাব অবধি নবম প্রস্তাব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পাঠ হইলেও সভ্য মহাশয়েরা ক্রমশঃ সম্মত হইলে দশম প্রস্তাব পাঠ হইল।

দশম প্রস্তাব।

কিন্তু চৌরী ঘর ব্যতিরিক্ত কেদারা বেঞ্চ মেজ প্রভৃতি স্কুলের বস্তু প্রস্তুত করণ জন্য ও দীনদুঃখি বালকদিগকে পুস্তক প্রদান জন্য কিছু টাকার আবশ্যক অতএব সভাস্থ মহাশয়েরা ইচ্ছা ও সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ২ এককালীন দান করেন, ভরসা করি ইহাতে কেহ অসম্মত হইবেন না।

পরে সভাস্থ মহাশয়েরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ইচ্ছানুযায়ি বিতরণের স্বাক্ষর করিয়া সন্তোষ পূর্ব্বক সভাভঙ্গ করিয়াছেন।

সদর আদালত।

আমরা গত পত্রে লিখিয়াছি আগামি সোমবার পর্য্যন্ত উক্ত বিচারালয়ের বিজ্ঞতম বিচারক শ্রীযুত ডনবর সাহেব, স্যার বারলো এবং কলবিন সাহেব একত্র বৈঠক নম্বরী সদর আপিলী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন, এইক্ষণে অবগতি হইল ইহার মধ্যে জেলার কাগজপত্রাদির ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তুত হইতে বিলম্ব বোধে ধার্য্য হইয়াছে তৎপর সোমবারাবধি কথিত বৈঠক হইবেক, এই নূতন নিয়মে আমারদিগের অনুমান হইতেছে উক্ত তিন জন বিচারকের অধীন আমলাগণের মধ্যে কেহং কর্ম্মচ্যুত হইবেন, কিন্তু তাহা না হইলেই উত্তম হয়, কারণ এই যে ইঁহারদিগের অপর বাহুল্যকর্ম্ম আছে।

আমারদিগের কোন মান্য বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল উক্ত সদর আদালতের অধীন জিলা সকলের অনেক মুফোস্বিল বিচারালয়ে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ক্রমিক অর্পী মোকদ্দমা উপস্থিত হইবাতে সদরের ইংরাজী কর্ম্ম নির্ব্বাহক বিচারপতি শ্রীযুত জেকসন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন এতদ্দেশীয় ৪২ বংসরী কাছারী স্থগিত রাখিয়া তত্রস্থ উপস্থিত মোকদ্দমা সকল সন্নিকটবর্ত্তি মুন্সেফ সকালের প্রতি সমর্পণ করা যায়, কিন্তু আমরা উক্ত জজ সাহেবের এতদুপদেশে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলাম, যদিচ ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ ব্যয় লাঘব হইবেক তথাপি বিচার প্রাপণার্থ দূরে গমনাগমনে বহু প্রজার ধন নষ্ট ও কষ্ট সম্ভাবনা অতএব কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিহিত বিবেচনা করিবেন, বিশেষত এতদ্দ্বারা কর্ম্মচ্যুত হইয়া অনেক লোক জীবনোপায়ে বঞ্চিত হইবেন, ইহাও অত্যাধিক আক্ষেপের বিষয়, প্রধানং রাজপুরুষেরা অধীন প্রজাদিগের প্রতি দয়া বিতরণ করেন ইহাই প্রার্থনীয়, কিন্তু আয় লাভের প্রকরণে গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম বিবেচনা করিবেন কি না আমরা এইক্ষণে বলিতে পারিলাম না।

গত প্রকাশিত ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে বিজ্ঞবর সম্পাদক লেখেন "The Bhaskur the best written among the Vernacular Journals, is generally too much filled with abuse of the English, and exaltation of the Native character." ইহার অর্থ এই যে "এতদ্দেশীয় ভাষার সমাচার পত্র মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট লিখিত ভাস্কর পত্রের অধিকাংশ ইংরাজদিগের গ্লানি এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের গুণ ব্যাখ্যাতেই প্রায় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হয়" বন্ধুর লিখিত এতৎ পাঠাবলোকনে আমরা মৌনাবলম্বন করিতে পারি না. অতএব অনুরোধ করি তিনি ভাস্করোদিত লেখার দ্বারা তাঁহার এতদ্বাক্য সপ্রমাণ করিতে পারিলে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আপনারদিগের ত্রুটি স্বীকার করিব কিন্তু বোধ করি তিনি তাহা পারিবেন না, ইহা সত্য বটে স্বদেশীয় লোকের গুণোৎকীর্ত্তনে আমরা অধিক মনোযোগী হই কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইংরাজ সম্পাদকেরা কি এ স্বভাব প্রকাশ করেন না, অবশ্য করিয়া থাকেন, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি মনুষ্য মাত্রেরই এই ভাব এবং ইহা নিন্দনীয় নহে, তবে ভিন্নদেশীয় লোকেরদের প্রতি অকারণ কটাক্ষকেও আমরা গুরুতর ঘৃণাকর জ্ঞান করি, আর সম্পাদকীয় কার্য্য নিয়মে মিত্রামিত্র বিবেচনা না করিয়া সকল লোকের দোষগুণ প্রকাশ করণ ইহাও নিতান্ত গর্হিত জানি অতএব প্রকৃত বলাই আমারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে।

বন্ধু সম্পাদক মহাশয় স্মরণ করুন, আমরা কি কার্য্যবিশেষে এতদ্দেশীয় লোকেরদের সহিত ইংরাজদিগের অধিকসুখ্যাতিপ্রকাশ করি নাই, তবে স্বদেশীয় ব্যক্তিরদের উত্তমব্যবহারাদি ব্যাখ্যা করিতে কেন সঙ্কোচিত হইব, দোষ দেখিলে কি আমরা আত্মীয় বলিয়া কাহাকেও পরিত্যাগ করি, কদাচ নহে, অতএব বিনতি পূর্ব্বক বলি ফ্রেণ্ড মহাশয় ভাস্করের ফাইল দেখিয়া আমারদিগের অভিপ্রায়ের দোষ গুণ বর্ণন করিবেন, বিজ্ঞলোকের লিখিত আরোপ বাক্যও কষ্টকর বোধ হয়।

আমরা ইংরাজদিগের বিদ্বেষক বা নিন্দক হইলে বিলাত ভারতবর্ষ উভয় রাজ্যে ভাস্করের ইংরেজ গ্রাহক বৃদ্ধি হইতেন না, সম্পাদক মহাশয় এতদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত সমাচার পত্রের মধ্যে কোন্ পত্র কিরূপ সমাদরে সাধারণ সমাজে গৃহীত হয় এবং কাহারই বা কত গ্রাহক তাহা কি বিজ্ঞাত নহেন, অতএব এতদ্বিষয়ে তিনি যে অভিমত প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমরা কদাচ সম্মত হইতে পারি না, দেশীয় অন্যান্য সম্পাদকেরা আপনং বিষয়ে নির্দ্দেশং উত্তর দিবেন, তদ্বিষয়ে আমারদিগের বাক্যব্যয়ের প্রয়োজনবিরহ, আমরা ফ্রেণ্ড মহাশয়কে নিশ্চয় রূপে বলিতেছি ভাস্কর গ্রাহক মধ্যে অপ্রধান ও অবিদ্বান এক ব্যক্তিও নাই, সদরের বিচক্ষণবিচারকেরাও প্রদেশীয় প্রধানং জজ কমিসানর মহাশয়েরাও ভাস্কর পাঠে তুষ্টি জানাইয়া থাকেন, একথায় তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মে অনুসন্ধান করিবেন।

ফ্রেণ্ড মহাশয়, এতদ্দেশীয় এক গুণি ব্যক্তি কৃত সম্পাদিত ইণ্টেলিজেন্সরের গৌরব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা আমারদিগের অহ্লাদের বিষয়, আমরা প্রার্থনা করি ইণ্টেলিজেন্সরের আরো অধিক সম্মান বৃদ্ধি হয়।

কলিকাতা পোলিস।

হরকরা পত্র পাঠে বিদিত হইল পোলিস মাজিস্ট্রেট মেজর বর্চ সাহেব কিয়ৎকাল জন্য অবসর গ্রহণ করিলেন অতএব সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলী ক্লিনর সাহেব তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা বিশেষ শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে জর সাহেব গত কল্য কারামুক্ত হইয়া পোলিসের কার্য্যে বসিয়াছেন।

পোলিসের প্রাচীন ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেব শারীরিক অসুস্থ হইবাতে চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সমুদ্রের জলবায়ু সেবনার্থ উপদেশ দেন কিন্তু তিনি সম্প্রতি সাগর যাত্রা করিবেন না, মাসেক জন্য নদী যাত্রাবধারণ করিয়াছেন, অবগতি হইল নগরের মধ্য ভাগের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মাষ্টর বিভরিজ মেকানা মেকানি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন।

কলিকাতার পোলীসের নবনিয়মে আমরা প্রথমাবধি অনেক দোষে দৃষ্টি করিয়াছিলাম, এবং তৎকালেই তাহা লিখিয়াছি কিন্তু একণে মাজিষ্ট্রেট মেং পেটন সাহেব আমারদিগের বচন গ্রহণ করেন নাই, তিনি যেকাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এখন কি হইতেছে, আমরা যে২ কথা বলিয়াছি তাহাই ফলিতেছে কি না, মেং পেটন সাহেব এইক্ষণে কি কারণ মৌনী হইয়া রহিয়াছেন, পোলীসের নবীন সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট লা সাহেবকে মুখ চাপা দিয়া রাখিতে পারেন না কেন, পোলীসের পূর্ব্ব থানা সকল পরিত্যাগ করিয়া বহু ব্যয়ে নগরীয় বহু বাড়ী ভাড়া লইয়া যখন ইনস্পেক্টর রাখেন তখনি আমরা বলিয়াছি ইহাতে কেবল ব্যয় বৃদ্ধি হইল, ইনস্পেকটরদিগের বেতন অধিক, তাঁহারদিগের বাসস্থান বাড়ীভাড়া অধিক, অশ্বারোহি প্রহরিদিগের বেতন অধিক, দেশীয় চৌকীদারগণের কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ, লাঠী তলবার ইত্যাদির মূল্য অধিক, এই সকল প্রকারে টাকার শ্রাদ্ধ হইবে কিন্তু তাহারা শান্তিরক্ষা করিতে পারিবেক না, এইক্ষণে মেং লা সাহেব তাহাই বলিতেছেন কি না, এবং ইনস্পেকটরদিগের মধ্যে বহু ব্যক্তিকে দুরীকৃত করিলেন কি না, মেং পেটনের অশ্বারোহি প্রহরিরা কোথায় গেল, মেং লা সাহেব কি তাহারদিগকে দূর করিয়া দিয়াছেন, এইক্ষণে মেং পেটনের স্থাপিত কালো ভূত চৌকীদারদিগে রঞ্জনেরের চাপরাসকাড়িয়ালইতেছেন, পেটন সাহেব কি একেবারে শক্তিহীন হইয়াছেন, লা সাহেবের মতের বিপক্ষে একটী কথাও বলিতে পারেন না, যদ্যপি তাঁহার শক্তি নাই তবে কেন পোলীসের টাকা অপব্যয় করিয়াছিলেন, উক্ত মহাশয় কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট, নগরায় যদি দরিদ্র সর্ব্বসাধারণ লোকেরা তাঁহার নিকট দুঃখ জানাইবেন, তাহাকে বেলা দশঘণ্টার মধ্যে বিচারাগারে আসিতেহয়, তাহার গৃহের দ্বার মুক্ত থাকিবে, প্রজারা নিকট যাইয়া নিবেদন করিবে, কিন্তু তাঁহার বিচারাগারে এরীতি নাই, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি পেটন সাহেব কি বাজী রাখিয়া সকল রাত্রি কোন খেলায় থাকেন, যদি তাহা না হয় তবে প্রত্যহ দুই প্রহরের পূর্ব্বে কেন পোলীসে আইসেন না, এবং তৎপরে আসিয়া বিচারাগারে দ্বার দিয়া কেন কৌচে শয়ন করিয়া থাকেন, সদর দেওয়ানি আদালত যে উচ্চ বিচারস্থল তথায় কি কোন বিচারপতির বিচারাগারে কৌচ আছে, যদিও তথাকার কোন২ বিচারকর্ত্তার নিদ্রাবেশ হয় তথাপি তাঁহারা বিচারাসন হইতে উঠিয়া যাইয়া কৌচে শয়নকরিয়া আলস্য রাখেননা, বিচারাসনে বসিয়া নিদ্রা যাইতেছেন... এক উচ্চপদস্থ লোকেরাও ...স্বীকার করিতেছেন, তবে পেটন সাহেব... কেন হইল, প্রধান মাজিষ্ট্রেট কর্ম্মের উচ্চ বেতন লইতেছেন, বেতনের মত কর্ম্ম করিতে পারেন না, তথাচ নগর শোভাকারি কমিসনরদিগের সর্ব্বে পরি কর্ত্তা হইয়া কমিসনরি বেতন গ্রহণ করিতেছেন, পেটন সাহেব প্রধান কমিসনর হইয়া নগরের কি শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন আমরা তাহার একটা নমুনা দেখিতে চাই, তাঁহার কর্ম্মে যদি কোন অন্য বাঙ্গালি নিযুক্ত হইতেন তবে গবর্ণমেণ্ট ঐ বাঙ্গালির কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেন, কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি দেনার ওয়ারেণ্টে এক মাজিষ্ট্রেট মেজর বচ্চ সাহেব কারাগারে গেলেন, তথাচ গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপিও পোলীসের তাবৎকর্ম্মচারির কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, ফলে পোলীসের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে, অলস লোকেরা আর বহুকাল তথায় থাকিতে পারিবেন না, এবং গুণি ব্যক্তিরাও শীঘ্র প্রকাশ পাইবেন, এইক্ষণে প্রার্থনা করি মেং লা সাহেব যত্নপানুসন্ধান করিতেছেন এইরূপ তন্ন২ করেন, তাহা হইলে ক্রমে২ প্রবিষ্ট হইয়া দেখিবেন কলকাতার পোলীসের অনেক নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক।

প্রেরিত পত্র।

পরমপূজনীয় শ্রীযুত ভাস্কর সম্বাদপত্র প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আমি বঙ্গ দেশীয় কোন ভদ্রজাতি বংশোদ্ভবা স্ত্রী, আমার পতি ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, পাঠিতে এ পত্রীর ... করিতেছেন, ... তিনি কয়েক সপ্তাহের ভাস্কর পত্র পাঠে দেখিলাম গবর্ণমেণ্ট ...স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কলিকাতা মহানগরে নানাতর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, যদ্যপি আমি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক হইয়া এই সকল বাদানুবাদের প্রস্তাবে বাক্য কহিতে সর্ব্ব প্রকারের কমতাবিহীনা তথাচ বিজ্ঞ মহাত্মাদিগের সমীপে এই নিবেদন ও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে মনুষ্য জাতির পক্ষীকৃত বিদ্যা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে রত্নলাভে তুল্য স্পৃহা স্বভাব সিদ্ধ বটে কিনা, অর্থাৎ স্ত্রী কি পুরুষ বিদ্যাই উত্তমতা সকলেরি সর্ব্বদা বাঞ্ছা কি না, অতএব যে বিষয়ে সর্ব্ব সম্মত কথিত হইয়াছে, জাতিভিন্নত্বেনৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে দানেনৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং, এতাবতা অমূল্য অমৃত দ্রব্যে স্ত্রীপুরুষ কাহাকে বঞ্চিত করা বিচার ও বিবেচনা সিদ্ধ হয় না।

আমি যৎ কিঞ্চিৎ সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা পাইয়া যে রূপ সুখিনী ও উপকার প্রাপ্তা হইয়াছি তদ্বিস্তারের সংক্ষেপ বিজ্ঞবরেরদের গোচরার্থে নিবেদন করি।

আমার দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালীন বিবাহ হইলে স্বামী মহাশয়ের বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ও প্রযত্ন থাকা বিধায় বৰ্দ্ধমান নিবাসী জনেক প্রাচীন পণ্ডিতকে বেতন দিয়া আমারে কিয়ৎকাল বিদ্যাভ্যাস করান কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পরলোক গমন হওয়ায় সাংসারিক তাবৎ ভার অধীনীর প্রতি অর্পণ হইয়া আমার পাঠার্থে পতিমহাশয়ের মনোগত বাঞ্ছা এবং আমার স্পৃহা সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধি হইল না কিন্তু যৎ কিঞ্চিৎ আমা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তদ্দ্বারা এই উপকার হইয়াছে যে আমার দেবর পত্নীরা এবং আমার কন্যারা আমার দ্বারা ঐরূপশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইক্ষণে তাহার দেশবিদেশে অবস্থিতি করিতেছেন প্রয়োজনীয় মনোনীত প্রস্তাব পরস্পর বিজ্ঞাপন করিতে কোন ব্যাঘাত নাই এবং পরস্পর বিচ্ছেদ যাতনার ও অনেক লাঘব বোধ হইতেছে, আরও পতি মহাশয় যখন বিষয় কর্ম্মে আবদ্ধ থাকেন হঠাৎ সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে না তৎকালীন প্রয়োজনীয় ... অনায়াসে লিপীদ্বারা নিজ ... শারীরিক ও মানসিক ... লিক ব্যয়ের হিসাবাদি ... করিতেছি, পুনশ্চ মহাশয়, ... যে আমি আর এক বৃহৎ উপকার প্রাপ্ত হওয়ার নিবেদন ও করি, ... পূর্বে আমার পতি বিষয়ানুরোধে গয়াতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ... সংশয় হন, এই বার্ত্তা আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া গয়া গমন করিতে প্রস্তুতা হইলেন, কিন্তু দেবের মহাশয়েরা ঠাকুরাণীর ... নিবারণ মানসে পতি মহাশয়ের ... আরোগ্য বার্ত্তা লিখিয়া ভস্য নামে এক কাল্পনিক পত্র প্রস্তুত করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেখান, ঠাকুরাণী লেখা পড়ায় অনভিজ্ঞা থাকা বিধায় আমাকে ও আমার কন্যাকে পত্র পাঠ করিতে ... কন্যা ঐ পত্র পাঠ করিয়া কহিল যে এ পত্র তাহার পিতাঠাকুরের স্বাক্ষরিত নহে এবং আমিও তদ্রূপ সাক্ষ্য দিলাম তাহাতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী অধিক ব্যাকুলা হইয়া ... সংশয় হন কিন্তু ঈশ্বর কৃপাতে ভর্ত্তা মহাশয় তৎকালীন আরোগ্য হইয়াছিলেন, দেবরেরা ধন্য করিয়া আবশ্যকীয় ডাকে পতি মহাশয়ের আরোগ্য বার্ত্তা লিখিত তাঁহার স্বাক্ষরিত পত্র আনয়ন করিয়া দিলেন তাহাতে আমি এবং আমার কন্যা ও দেবর পত্নীরা তাহা চিনিয়া ... লেখে সাক্ষ্য দিলে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর জীবন রক্ষা হয়, এরূপ স্থলে আমি ... সা করি যে বিজ্ঞ মহাশয়েরা এই ... পকারের কর্ম্মে কদাচ প্রতিবন্ধকতা করিবেন না।

অপর আমি কাহারো সাহায্য ... লইয়া স্বীয় বিবেচনায় স্বহস্তে এই পত্র লিখিলাম ইহাতে যদি ভাস্কর ও রচনার যে২ ত্রুটি হইয়াছে মহা প্রজাভিবর্লিয়া অবশ্যই মার্জ্জনা হইবেক।

কোন অবলা।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

স্ফুর্জ্জদ্দোষমরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষগ্রস্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্যস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সংপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

আনালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়েভেশাশ্বতঃশশ্বৎ স্বাত্মগুণাংশুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতসুখা দৃবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩০ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৯ জুন। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮ ইং বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৬ আষাঢ় মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৩৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিপ্রায় হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্রতি ... বাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

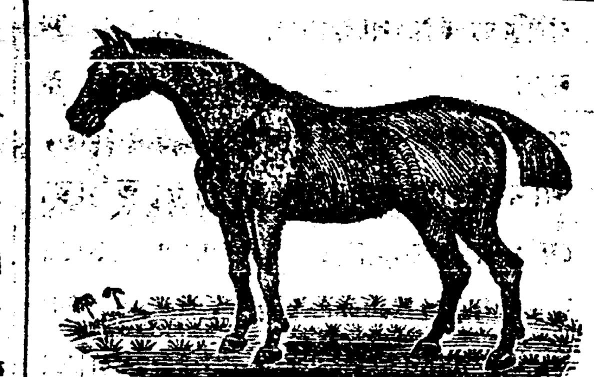

বিজ্ঞাপন।

মেসুয়ার্স কুক এবং কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনর্ডিমনলেণ্ড নামক স্থান হইতে প্রেরিত একযুত ঘোটক সাধারণের দৃষ্ট্যর্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমানইংরেজিমাসের২২এবং২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেসুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধুবান্ধবগণকে বিশেষ রূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনর্ডিমনলেণ্ড অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানির ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বের প্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্তস্বভাব যে এই যুতের মধ্যে একটী ঘোটককেও দুরন্ত দেখা যায়না।

কলিকাতা।

১৮ জুন ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে আমরা লিখিয়াছিলাম আন্দুলাধিপতি শ্রীমহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের মীর্জাপুরের বাগানের বৈঠকখানা হইতে দ্বাবিংশতি সহস্র কয়েক শত টাকা মূল্যোপযুক্ত হীরা পান্না চুণী মুক্তা সোণা রূপা ইত্যাদি অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু তৎপরে পোলীসের লোকেরা কি করিয়াছেন বিশেষ লিখিতে পারি নাই অতএব অদ্য তাহা প্রকাশ করি, ইহাতেই পাঠক মহাশয়েরা বাহিরের এবং কলিকাতার পোলীসের যোগ্যতার বিষয় পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

রাজা বাহাদুরের মীর্জাপুরের বাগান কলিকাতার পূর্ব্বসীমা পথের পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত, এজন্য চব্বিশ পরগণা জিলার অধীন হইয়াছে, যে রাত্রিতে দ্রব্যাদি চুরী হয় তৎপরদিনেই রাজা বাহাদুর দ্রব্যাদির তালিকা লিখিয়া চব্বিশপরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ভাস্করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ জন্য তাহার এক প্রস্থ আমারদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করেন, আমরা ঐ তালিকা দর্শন মাত্র অতিরেক ভাস্করে প্রকাশ করিয়া তৎ পরদিবসীয় পরাহ্নে ঐ বাগানে রাজা বাহাদুরের বাচনিকে সমস্ত জানিতে গমন করি, তৎ সময়ে সুপ্রিমকোর্টের উকীল মেং পাল সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন, রাজা বাহাদুরের সহিত আমারদিগের কথোপকথন হইতেছে এই কালে চব্বিশ পরগণার পোলীসের চাপরাসধারি দুই জন বরকন্দাজ আসিয়া সঙ্গোপনে রাজা বাহাদুরকে জানাইল মাণিকতলার থানার দারোগা সেখ মকন্দ তাহারদিগকে পাঠাইয়াছেন, তিনি এই সন্ধ্যাকালে দ্রব্যাদি সহিত তস্কর ধৃত করিবেন, হয়, মহারাজ আপনি আসুন, অথবা আপনকার দ্রব্যাদি যাহারা চিনিতে পারে এমত লোক প্রেরণ করুন, তাহাতে রাজা বাহাদুর স্বয়ং না যাইয়া তাঁহার মণিমুক্তাদি পরীক্ষক শ্রীযুত বাবু কিনরাম জহরিকে এবং রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু কালীচরণ নন্দীকে পাঠাইয়া দিলেন, অনন্ত

র আমরা শ্রীযুক্তের প্রমুখাৎ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া দারোগার বাহাদুরী পরীক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ গাড়িযোগে মাণিকতলা থানায় আমারদিগের লোক প্রেরণ করিলাম, কিন্তু আমারদিগের লোকেরা থানায় যাইয়া দেখিল দারোগা তথায় নাই, এবং থানার লোকেরা কহিল দারোগা কলিকাতার বড়বাজারে সুপারি পটীতে বমাল ধরিতে গিয়াছেন, অতএব আমারদিগের লোকেরাও ঘোড়া বদল করিয়া দ্রুতবেগে বড়বাজারের সুপারী পটীতে যায়, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল দারোগার বরকন্দাজেরা দুই দোকানে চাবি দিয়া চৌকী দিতেছে, এবং শুনিল দারোগা দুই জন চোর ধরিয়াছেন, চোরেরাই ঐ দুই দোকান দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছে ঐ দোকানে রাজা বাহাদুরের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু দোকানিরা ধৃত হয় নাই, দারোগা চোরদিগকে লইয়া কলিকাতার ঘোড়াবাগানের থানার সারজনের সাহায্য লইতে গিয়াছেন, তৎপরে আমারদিগের লোকেরা প্রায় একাদশ ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় ছিল ইহার মধ্যে দারোগা আসিলেন না, অনন্তর ঘোড়াবাগানের থানায় আসিয়া দেখিল মাণিকতলার দারোগা সে স্থানেও উপস্থিত ছিলেন না সুতরাং বিশেষানুসন্ধানে অশক্ত হইয়া তাহারা আমারদিগের সমীপে আসিয়া এই সকল সমাচার দিল, কিন্তু আমরা তাহারদিগকে বলিয়া দিলাম ভোর সময়ে তোমরা সেই দোকানের নিকট যাইয়া উপস্থিত থাকিবা, দারোগা কি করেন ঠিক জানিতে হইবেক।

পর দিবস বেলা একাদশ ঘণ্টাকালে আমারদিগের লোকেরা আসিয়া কহিল,, আমরা ভোর সময়ে সুপারিপটীতে যাইয়া গাড়িতে বসিয়া ছিলাম, সূর্য্যোদয় হইলে মাণিকতলার দারোগা আসিয়া তাঁহার প্রহরিগণকে কহিলেন, দোকানের চাবি খোল,) দোকানদারের পক্ষীয় লোক হাজির হইয়াছে, পরে দারোগা তালা খুলিয়া দোকানের উপর তালায় স্থিত কয়েকটা ভাঙ্গা বাক্স দেখিয়া বলিলেন এখানে বমাল নাই, এবং নীচে একটা লৌহ সিন্দুক যাহাতে বাহিরে দুইটা চোরাতালা এবং উপরেতেও এক চোরাতালা ছিল তাহার মধ্যস্থ লম্বা একটা থলিয়া হইতে দুই যোড়া সোনার বাউটী, দশগাছা মল, এবং গলাইয়া দলাকরা অনেক সোণা, আর কুচোসোণা এবং রূপা, দোআনী, সিকী, আধুলী, টাকা এবং চুণী মুক্তা ইত্যাদি অনেক বাহির হয়, কিন্তু দারোগা রাজা বাহাদুরের লোকের দিগকে তাহা হাতে করিয়া দেখিতে দিলেন না, এবং দোকানিরা ঐ সকল বস্তু কোথায় পাইয়াছে ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, কহিলেন তাহা রাজা বাহাদুরের নহে, পরে দারোগা রাস্তায় বাহির হইয়া বরকন্দাজ দিগকে বলিলেন পর্দ্দাঢেকা যে গাড়ি পশ্চাতে আছে ঐ গাড়ি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে না আইসে, অন্যূন দশ রসী পশ্চাতে থাকে, এই কথা বলিয়া দারোগা হাটিয়া চলিলেন, আমরা পশ্চাতের গাড়ির পর্দ্দা তুলিয়া দেখিলাম তাহাতে বন্ধনদশায় চোরেরা হাস্যালাপ করিতেছে, অতএব আমরাও চোরেরদের গাড়ির সঙ্গে২ আমারদিগের গাড়ি চালাইতেছিলাম, পরে দারোগা বেগেধাবমানহইয়া উত্তরমুখে নগরীয় বটতলার রাস্তা হইতে পূর্ব্বমুখ গমনীয় দরজিটোলারপথেআসিয়া গোরাচাঁদ পোদ্দারের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গোরাচাঁদ পোদ্দার ও তাহার পুত্র রাখালদাস পোদ্দারকে ধৃত করিলেন, এই দুইব্যক্তি সুপারীহাটার ঐ দোকানদার যাহাতে পূর্ব্বরাত্রে দারোগা চাবি দিয়াছিলেন, জনরব দরজীটোলা নিবাসি গোরাচাঁদ পোদ্দার কেবল চোরামাল ক্রয়বিক্রয়ে দুইতিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিয়াছে, কিঞ্চিৎ কাল ঐ উভয়েরসঙ্গে গোপনে দারোগার কি কথোপকথন হইল তাহা বলিতে পারি না কিন্তু দারোগা গোরাচাঁদকে ছাড়িয়া দিয়া রাখালদাসকে থানায় লইয়া গেলেন, আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি,, অনন্তর শ্রুত হইল রাখালদাস স্বীকার করিয়াছিল রাজারাজনারায়ণ রায়ের দ্রব্যাদি তাহার বাটীতে তাহার পিতার নিকট অধিকাংশ, আর কতক তাহার স্ত্রীর হস্তে আছে, ইহা শুনিয়াও দারোগা গোরাচাঁদ পোদ্দারকে ধৃত করিলেন না, এবং রাখালদাসের স্ত্রীও পাল্কী মুদিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল, আমারদিগের হস্তে পোলিসের পরাক্রম নাই আমরা কিছু বলিতে পারিলাম না, কিন্তু অনেকের স্থানে শুনিলাম মাণিকতলার দারোগা গোরাচাঁদ পোদ্দারের স্থানে ৭০০ টাকা লইয়া রাজা বাহাদুরের দ্রব্যাদি ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহা যে স্থানে আছে ঐ দারোগা বমুখে বলিয়াছেন তথা হইতে বাহির করা সিরের অসাধ্য,,।

এইরূপে আমরা মাণিকতলা থানার দারোগাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি যদি গোরাচাঁদ পোদ্দারের দোকানে চাবি দিয়া রাত্রিতে পাহারা বসাইয়াছিলেন তবে ঐ পোদ্দারের বাটীতেও কেন সেই রাত্রিতেই পাহারা বসান নাই, এবং পর দিবস গোরাচাঁদকে এবং তৎপুত্র রাখালদাসকে ধৃত করিয়া গোরাচাঁদকে ই বা কি জন্য ছাড়িয়া দিলেন, এই দুইটী কথার উত্তর প্রাপ্ত হইলে আমরা মাণিকতলার দারোগাকে ধন্যবাদ দিব।

গত শুক্রবার রাত্রি নয় ঘণ্টাকালে আমরা সমাচার পাইয়াছিলাম কলিকাতার পোলীস মাজিস্ত্রেট মেজর বর্চ সাহেব কারামুক্ত হইয়া পোলীসে আসিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার মাজিস্ত্রেটি আসন গ্রহণ করিয়াছেন অতএব অন্য বিষয় উঠাইয়া ফেলিয়া এই সমাচার মাত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু ক্ষোভ ছিল মেজর বর্চ সাহেবের বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি নাই অতএব অদ্য সেই ক্ষোভ নিবৃত্তি করি।

কলিকাতার পোলীসের ঋণ গ্রহণ বিষয়ে যিনি যাহা লিখুন মেজর বর্চ সাহেবকেই অধিক লক্ষ করিয়া লিখিতেন, ইহা সত্য বটে উক্ত সাহেব প্রথমাবস্থায় ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই ঋণের সুদে আসলে অধিক ঋণী হইয়া পড়িলেন, তিনি পোলীস মাজিস্ত্রেট কর্ম্মে প্রতিমাসে ২০০০ সহস্র টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়েন, আর মেজরি কর্ম্মের বেতন ৭০০ টাকা পান, কিন্তু সকল টাকাই সুদে যাইত, আপনার এবং পরিবারাদির ভরণপোষণার্থ মাসে ৫০০ টাকাও রাখিতে পারিতেন না, সুতরাং প্রাণরক্ষা ও সম্মান রক্ষার্থেও বাধিত হইয়া আরো কর্জ্জ করিতেন, লোকেরা প্রাণ মান রক্ষার্থ কি না করেন, এই জন্য বড়২ লোকেরাও এতদ্দেশীয় লোকদিগের নিকট ঋণ করিয়াছেন, যদি কেহ এবিষয়ে আপত্তি করেন তবে আমরা প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিতে পারিব, ইতর লোকেরা আহার না পাইলেই উদর জ্বালায় ডাকাইতী করে, এবং এদেশের আমলারা যে বেতন পান তাহাতে তাঁহারদিগের ব্যয় সম্পন্ন হয় না, এই কারণ উৎকোচো[...]
দিগে হস্ত পাতেন, কিন্তু মুন্সেফ কি ম[...]
দর আমীন প্রধান সদর আমীনদিগের
মধ্যে প্রায় লোকে তাহা করেন না, তাঁ[...]
হারদিগের বেতন দ্বারা উদর পূর্ত্তি হয়[...]
অতএব উৎকোচ না লইয়া যাঁহারা ঋ[...]
ণ করেন তাঁহারদিগের মনে থাকে ম[...]
র পাইলেই ঋণ পরিশোধ করিবেন,
মেজর বর্চ সাহেবও এই অভিপ্রায়ে
ঋণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পোলী[...]
সের কর্ম্মে সুখ্যাত হইয়াও অধিক বে[...]
তন প্রাপ্ত হইলেন না সুতরাং তাঁহাকে
কারাগার স্বীকার করিতে হইল, বর্চ[...]
সাহেব যদি ঘুস লইতেন তবে ধনি [...]
জালিদিগের এক২ মোকদ্দমায় পাঁচ
সাত, দশ হাজার টাকা লইতে পারি[...]
তেন, ধর্ম্মতলার বাজার ভঙ্গ করণা[...]
বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষ যে কাণ্ড ক[...]
রিয়াছিলেন বর্চ সাহেব ঘুসগ্রাহক হই[...]
লে আনন্দনারায়ণ বাবুর নিকট হইতে
অন্তত ২০০০০ হাজার টাকাও হস্তগত [...]
ইত, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের শোভা[...]
বাজার ও স্বরূপ বাজারের ব্যাপারে যে
খুনাখুনী হইয়াছিল তাহাতে কি বর্চ
সাহেব উভয়পক্ষ হইতে ২০। ২৫ হাজা[...]
র টাকা পাইতেন না, কিন্তু আমরা নি[...]
শ্চিত জানি বর্চ সাহেব অনুগ্রহ করি[...]
য়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের পক্ষে
সাক্ষ্য প্রদানার্থ ডাকযোগে হুগলিতে
গিয়াছিলেন এবং রাজা বাহাদুরের প[...]
ক্ষে সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছেন তথাপি
রাজার নামে ডাকের টাকার বিল [...]
রেন নাই, মেজর বর্চ সাহেবের তুল্য [...]
ষ্মি কলোক কলিকাতারপোলীসে ক[...]
আছেন, আমরা তুষ্ট হইলাম [...]
র্চ সাহেব ঋণ মুক্ত হইলেন, এই অব[...]
তাঁহার পোলীস মাজিস্ত্রেটি বে[...]
২০০০ টাকার তিন অংশের একাংশ [...]
ণ পরিশোধার্থ যাইবে অবশিষ্ট দুই অং[...]
শ এবং মেজরি কর্ম্মের বেতন ৭০০ [...]
কা পাইবেন, ইহাতে স্বচ্ছন্দে ব্যয় [...]
র্ব্বাহ করিয়া সুখে থাকিয়া বিচার [...]
রিতে পারিবেন, অতএব মেজর ব[...]
সাহেবকে যাঁহারা কারাগারে দিয়া[...]
লেন তাঁহারা বর্চ সাহেবের বন্ধু না [...]
য়া যান না, ঐ সকল লোকেরা প্র[...]
বন্ধুর কর্ম্ম করিয়াছেন, এইক্ষণে [...]
কেহ বলিতে পারিবেন না বর্চ সাহে[...]
র বিচারে যোগাযোগ চলিতেছে, [...]
র সুবিচার দর্শাইয়া সর্ব্বত্র প্রতি[...]
হইতে পারিবেন, মেজর সাহেব [...]

[...]লীল এবং এতদ্দেশীয় মোক্তারের প[...]
[...]ম বন্ধু, মাক্কালিয়া কোরকালে পো[...]
[...]লিসে উকীলি কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন নাই,
[...]জর বর্চ সাহেব বাঙ্গালিদিগকে উ[...]
[...]কীলি কর্ম্ম দিয়াছেন ইহাতেও অনেকে
[...]তাহার সুখ্যাতি করেন অতএব আম[...]
[...]প্রার্থনা করি উক্ত সাহেব ইস্বাল[...]
[...]কি ব্যবস্থা দ্বারা শীঘ্র ঋণ মুক্ত
[...]হইয়া নিশ্চিন্তভাবে সুবিচার করুন।

বিবিধ সমাচার।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে লেখে এত[দ্রা]জ্যের গবর্ণর কৌন্সেলের অধ্যক্ষ ম[হা]শয়েরা অবিলম্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে [শ্রী]যুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকট গমন করিবেন, এতদ্বিষয়ে আমার[দি]গের এমত অনুভব হয় ইহার পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন স্থানেই [গ]বর্ণমেন্টের কলিকাতার কৌন্সেলাসন সংস্থাপন হয়।

টাইমস পত্রপাঠে অবগতি হইল [মা]ষ্টর জে এইচ ক্রাফোর্ড সাহেব যিনি গত বৎসর আরাকাণ প্রদেশীয় আফিসিএটিং কমিসনরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তিনি এতদ্দপদে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নেমক চৌকীর কন্ট্রোলরী কর্ম্মে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছেন।

হায়দ্রাবাদের সমাচারে ব্যক্ত হয় তত্রস্থ নবীন মন্ত্রী বিশেষ সুনিয়মে রাজকার্য্য নিষ্পাদন করিতেছেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল নবাব নেজাম ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের নিকট যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন কিস্তিবন্দীর দ্বারা তাহা পরিশোধ হইবেক কিন্তু এইক্ষণে পুনঃপ্রকাশ হইয়াছে গবরণর বাহাদুর বহুকাল ব্যাপ্ত কিস্তিবন্দিতে অস্বীকৃত হইয়া হায়দ্রাবাদের নেজামকে এক বৎসরের অবকাশ দিয়াছেন এই কাল মধ্যে তিনি ৫৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন উত্তম নচেৎ সময় গতে গবর্ণমেন্টের অর্থের পরিবর্ত্তে তাঁহার রাজ্যের অন্তঃপাতি বিরার প্রদেশ গৃহীত হইবেক, আমরা অনুমান করি নবাব সাহেব রাজ্যনাশাপেক্ষা রাজকোষ শূন্য করণ বিধেয় বোধ করিতে পারেন।

বিলাতীয় সমাচারে জানা যায় রুষিয়াধিপতি, তুরুক রাজ্যপালের নিকট এক দূত পাঠাইয়া বিশেষ সৌহৃদ্য সংস্থাপনীয় সন্ধি নির্ব্বন্ধনের মানস ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রবল রাজদ্বয় মধ্যে সদ্ভাব সুস্থির থাকে ইহা সকলেরই প্রার্থনীয় কিন্তু ক্রবরার মহারাজ সরলভাবে নিবন্ধ করিবেন ইহা অনেকের তর্কের স্থান হইয়াছে।

আমারদিগের রাজপুরুষেরা শীক সৈন্য হইতে বাহনী পূর্ব্বক যে দশ পলটন যোদ্ধা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহারদিগের চালনার্থ বাঙ্গাল সৈন্য সংক্রান্ত ২২ বোম্বাইস্থ ২ এবং মান্দ্রাজীয় ৫ সর্ব্বশুদ্ধা ২৯ জন সেনাপতির হিসাবে প্রত্যেক দলের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

ইংরাজী পত্রে লেখে এই নূতন শীক যোদ্ধাদলের দশ জন সিপাহী অনেক জমাদার ও এক জন সুবেদার আমারদিগের সেনাপতিগণকে বিনষ্ট করণ ষড়যন্ত্র করে কিন্তু দৈবাধীন যথাকালে তাহা প্রকাশ হইবায় দুরাচারিগণের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই, তাহারদিগের বিহিত দণ্ডাবধারণার্থ বিচার হইতেছে, ফলে অনেকে এমত শঙ্কা করেন অবকাশ পাইলে নূতন নিযুক্ত শীক সৈন্যেরা ব্রিটিস বিরুদ্ধাচরণে অস্ত্রধারণ করিবে, শীকেরদের দুর্দ্দান্ত স্বভাব জন্য এতদাশঙ্কা যদিচসম্ভাবনীয়া তথাপি আমরা এমত বলিতে পারি পুনর্ব্বার সুযোগ লাভ তাহারদিগের সৌভাগ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবেক না।

বোম্বাই দেশীয় টাইমস পত্রে লেখে বরদা রাজ্যের বর্ত্তমান একটিং রেসিডেন্ট ফ্রেঞ্চ সাহেবের পরামর্শক্রমে তত্রস্থ রাজকুলোদ্ভব মহাশয় গোইকুয়ারা ওসমদ নামক স্থানে এক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করাইতেছেন, সুগম পথে পথিক ও সাধারণ লোকের যে উপকার সম্ভব তাহা আমারদিগের বলিবার অপেক্ষা করে না অতএব এমত দেশহিতজনক, কর্ম্মকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

অল্পকাল গত হইল ডাক্তর ই এডলিন সাহেব বেনারস ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ কর্ণেল পিউ প্রভৃতি মহাশয়দিগের কর্ম্মের যে দোষারোপ করেন তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয় করণার্থ উক্ত ডাক্তর সাহেব বারাণসীতে আর কিছুকাল অবস্থান করণাদেশ পাইয়াছেন, যেহেতুক বাদী প্রতিবাদী উভয় বর্ত্তমান থাকিলে বিষয়ের উত্তমানুসন্ধান হয়, ডাক্তর সাহেবের অভিযোগ সত্য হইলে কথিত ব্যাঙ্কের পতনাশঙ্কা হইবেক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ন্যায় উক্ত ব্যাঙ্কেরও মূলধন অংশিগণকে লাভাংশ বলিয়া প্রদান করিয়াছেন, এরূপ সম্ভ্রমে কি উপকার দর্শে তাহা সাধারণের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, এমত লাভ গ্রহণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হানিতেও ভাল বলা যায়, যাহা হউক, এতদ্বার্ত্তা শ্রবণে আমারদিগকে উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ন্যায় আবার এই ব্যাঙ্কের দায়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত না হয়েন।

সিঙ্গাপুরে সংস্থাপিত ওরিএন্টল ব্যাঙ্কের শাখা ব্যাঙ্ক তথায় ১০০ শত ডালরের ব্যাঙ্ক নোট প্রচার করিয়াছেন ইহাতে তত্রস্থ ব্যবসায় কার্য্যের বিশেষ সুগম বোধ হইয়াছে।

মরিচ উপদ্বীপের ১৮৪৯ সালের রাজকীয় আয় ব্যয়ের তালিকায় ২৩৪৬৩৩ পৌণ্ড উৎপন্ন এবং ৩৩২৮৭১ পৌণ্ড ব্যয় লেখে অতএব বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ মুদ্রা হানি দেখা যায়, ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৫ সালে ১৮৭৭৮০ পৌণ্ড উৎপন্ন এবং ১৭৭৭৪০ পৌণ্ড ব্যয় হয়, অতএব এইক্ষণে এরূপ ক্ষতি হইবার বিশেষ কারণানুসন্ধান করণ রাজ পুরুষদিগের বিধেয় হইতেছে।

বিলাতীয় রাজপুরুষেরা ধার্য্য করিতেছেন ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজাগণের ঔরসজাত সন্তান না থাকিলে তাঁহারদিগের রাজ্য ব্রিটিসসাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন, সেতারা রাজ্যের পদচ্যুত রাজার পোষ্যপুত্র আপন প্রাপ্য রাজ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত কারণে বঞ্চিত হইলেন, প্রবল লোকের ব্যবহার ও নিয়মের নিকট দুর্ব্বলের ন্যায়বাক্যও রক্ষা পায় না ইহাতে আমারদিগের শঙ্কা হইতেছে পাছে গবর্ণমেন্ট বলিয়া বৈসেন ভারতবর্ষের ধনিলোকদিগের পোষ্যপুত্রেরা বিষয় প্রাপ্ত হইবেন না, তাঁহারদিগের ধন গবর্ণমেন্টের ভাণ্ডারভুক্ত করিবেন তবেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি কোন স্থান নিবাসি কোন মান্য বন্ধু ডাকযোগে আমারদিগের যন্ত্রালয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন আমরা তৎক্রোড়ে এক আবেদন পত্রের প্রতি লিপী প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম পোলীস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডাম্পিয়র সাহেবের সমীপে ঐ আবেদন পত্র প্রথম প্রেরিত হয় তৎপরে মান্যবর সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় আজ্ঞা করেন আবেদক বর্দ্ধমানের মাজিস্ত্রেট সাহেবের সাক্ষাতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আত্মবিষয় নিবেদন করুক, এই আজ্ঞা সম্বলিতাবেদন পত্র বর্দ্ধমানের মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় অনন্তর মাজিস্ত্রেটি অনুজ্ঞা বিশিষ্ট হইয়া তৎ প্রতিলিপী আমারদিগেরসমীপে আসিয়াছে, যদিও আমরা এবিষয় পাঠকরিতেলজ্জাজ্ঞানকরিয়াছি তথাপি রাজদ্বার হইতে আমারদিগের হস্তেউপস্থিত হইয়াছে, অতএব আবেদন পত্রের অনুলিপীগ্রহণকরিলাম, এবং অদ্য স্থানাভাব হেতুক আপনারদিগের বক্তৃতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না আগামি পত্রে যথাসাধ্য বিবেচনা হইবে, আবেদন পত্রের প্রতিলিপী এই।

দরখাস্ত।

বর্দ্ধমানের সান্নিধ্য নাবস্তা সাকিনের ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তির নিবেদন।

আমি অতি দীন হীন বিপ্র বালক পিতা মাতার ও নিজোদর ভরণ পোষণে নিরুপায় দেখিয়া বর্দ্ধমানাধিপতির জমার মেম্বর তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হওয়ায় মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয় আমাকে অল্প বয়স্ক বালক দেখিয়া নিজালয়ে রাখিয়া রাজবাটীতে ঠিকা মুহুরিগিরি পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়া নানামত স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের চরিত্র আমি জ্ঞাত ছিলাম না যে তিনি লয়ণ্ডাবাজ অর্থাৎ বালকদিগের মার্গশোধনকরিয়াথাকেন কয়েক দিবস গত হইল এক রাত্রে সুরাপানে মত্ত হইয়া অত্যন্ত কামোদ্রেকে তাঁহার নিয়োজিত রাখাল ভাদুড়িকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি আসক্ত হইয়া বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া ঐ কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলেন অর্থাৎ মার্গশোধনের পূর্ব্ব উদ্যোগ করিলেন তাহাতে আমি অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলাম কিন্তু তথাপি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া বলাৎকার করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চস্বরে রোদন করায় তাঁহার মদনের কর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণ না হওয়ায় রাগত হইয়া কিঞ্চিৎ শৈথিল্য করায় আমি সাবকাশ পাইয়া পলায়ন করিয়া বর্দ্ধ

মাম নিবাসি শ্রীযুক্ত হীরালাল বাবুর বাটীতে লুকাইয়া কালক্ষেপণ করিতেছি কিন্তু শুনিতেছি মেম্বর বক্রবর্ত্তি মহাশয় আমার অন্বেষণ করিতে নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছেন মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয় এইমত আক্রমণ নাজীরের বকসীর ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকের প্রতি করিয়াছেন শ্রীযুক্ত হীরালাল বাবু ও রয়নচাদ বাবু ও বাবু চন্দ্রশেখর দে প্রভৃতি অনেকেই মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের আক্রমণের বিষয় শ্রুত আছেন, আমি এখন রাজ বাটীতে প্রবেশ হইতে পারি না, রাজ বাটী ব্যতীত আমার জীবনোপায়ের অন্য কোন উপায় নাই, হুজুর সুবে বাঙ্গালা ইত্যাদির দুষ্ট ও কুকর্ম্মশালি ব্যক্তি দিগের দমন ও শাসন কর্ত্তা, এমতে প্রার্থনীয় যে হুজুর কৃপা করিয়া অত্র জেলার শ্রীযুক্ত মেজষ্টর সাহেব বাহাদুরের প্রতি আদেশ করিয়া দেন যে শ্রীযুক্ত সাহেব বাহাদুর উক্ত আক্রমণকারি চক্রবর্ত্তিকে তলব করিয়া এক মোচলকা লেখাইয়া লন যে উত্তর কাল আমার কি অন্য কোন বা বালকের প্রতি এরূপ আক্রমণ না করেন, হুজুর মালিক নিবেদন মিতি সন ১২৫৬ সাল তাং ১৭ জ্যৈষ্ঠ।

হুকুম হইল যে অত্র দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠান যায় ইতি ১৮৪৯ সাল ৪ জুন।

সুপ্রেমণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব।

হুকুম হইল যে ফরিয়াদি ব্যক্তি হাজীর হইলে উচিত হুকুম হইবেক ইতি ১৮৪৯ সাল ৮ জুন।

উক্ত হুকুমদায়ক বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

পরমপূজনীয় শ্রীযুত ভাস্কর সম্বাদপত্র প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

প্রিয় সম্পাদক, অবলাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে ইহাতে নারীদিগের বিদ্যাশিক্ষার সপক্ষ বিপক্ষে আপনকার পত্রে অনেকে অনেক প্রকার লিখিতেছেন, বিশেষত বিপক্ষবাদিরা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসে অশেষ দোষ দর্শাইয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ কোন শাস্ত্রীয়প্রমাণ প্রকাশ করিতে পারেন নাই অবলা জাতির বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ আছে, এবং ইহাও দর্শাইতে সক্ষম হন নাই শাস্ত্রেতে কেবল পুরুষদিগের প্রতি বিদ্যাধিকার বিধি লেখেন, অতএব যাহাতে বিশেষ২ নিষেধ বিধি নাই তাহাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়জাতির তুল্যাধিকার কেহ নিবারণ করিতে পারেন না, তবে বিপক্ষ পত্রপ্রেরকেরা কি প্রমাণে বিবাদ করেন তাহা ব্যক্ত করিলে আমি তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।

কেহ২ প্রমাণ দেন স্ত্রীলোকেরপতিসেবা ব্যতীত অন্য কোনধর্ম্ম নাই, আমি যদি তাহা স্বীকার করি তথাপি স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস না করিলে ঐ সকল প্রমাণার্থ বুঝতে পারিবেন না ইহাতেই গ্রন্থকারদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট জানা যায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিবেন, এতদ্ভিন্ন অঙ্গনাদিগের শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেখাইতেছি, শুক্রাচার্য্য তাঁহার কন্যাকে কহিয়াছেন,, পঠমৎ প্রাণপুত্রিত্বং বিদ্যাভ্যাসং সদা কুরু। সর্ব্বেষাং ভূষণং বিদ্যা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা ॥ শুক্রাচার্য্যের কৃত,, উপদেশ দীধিতি,, গ্রন্থে এই প্রমাণ লিখিত আছে, এবং বিরাট রাজা তাঁহার কন্যা উত্তরাকে ও অন্যান্য বালিকাগণকে শিক্ষাদানার্থ অর্জ্জুনকে অন্তঃপুরস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিরাট পর্ব্ব দেখিলেই বিপক্ষবাদিরা বিতণ্ডাবাদে নিরুত্তর হইবেন, তাহাতে লেখেন,, অপুংস্ত্বমপ্যস্য নিশম্য তৎস্বয়ং, ততঃ কুমারীপুরমুৎসসর্জ্জ তাং,, অর্থাৎ বিরাট রাজা অর্জ্জুনকে নপুংসক জানিয়া কুমারীপুরে শিক্ষাদানার্থ নিযুক্ত করিলেন,, সম্পাদক মহাশয়, আমি স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের আরো অনেক প্রমাণ দিব তাহাতে বিপক্ষবাদিরা সন্তুষ্ট হইবেন কিন্তু তাঁহারা এই অনুগ্রহ করিবেন শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্ব্বচন সৈন্যগণকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিবেন না, তাহা হইলে আমি পলায়ন করিব।

শাস্ত্রেতে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসে নিষেধ ও পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষবিধি বিধিবির হ এবং স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রমাণ দর্শাইয়া এইক্ষণে আমি বিপক্ষবাদি মহাশয়দিগের মুখ যুক্তির উক্তির প্রতি কয়েকটী প্রত্যুক্তি করি।

বিপক্ষবাদিরা কহেন, স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা রসিকা হইলে ব্যাভিচারিণী হইবেন, ব্যভিচার করিবেন, রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করিতে চাহিবেন না, পতিসেবা এবং কন্যাপুত্রাদির অলঙ্কারাদি ধৌত করিবেন না, গরুকে খাব দিবেন না, গোরুশালায় গোময় লেপন করিবেন না, বাসন মাজিবেন না, পতির উচ্ছিষ্ট খাইবেন না, শয্যা ঝাড়িবেন না, পান সাজিবেন না, স্বামির পদতলে তৈল দিবেন না, পতির পাদোদক গ্রহণ করিবেন না, ইত্যাদি যত মনে আসিয়াছে বিপক্ষবাদিরা ততই লিখিয়াছেন এবং তাঁহারদিগের অনুরোধে আমিও স্বীকার করিলাম স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে এই সকল ঘটিবে, কিন্তু অসুখী হইলাম বিজ্ঞবর বিপক্ষবাদিরা কোন বিষয়েতেই স্ত্রীলোকদিগের অসুখের বা অনিষ্টের হেতু প্রদর্শন করাইতে পারেন নাই, বরং অবলাজাতির স্বাধীনতার প্রেমকতাই করিয়াছেন, অন্তঃপুর কারাবাসিনীরা ব্যাভিকা হইবেন ব্যভিচার করিবেন, ইহা কি স্ত্রীলোকের দুঃখের বিষয় নহে, পুরুষেরা ব্যাপকতা করেন বেশ্যালয়ে যাইতে পারেন, তাহাতে যদি পুরুষদিগের সুখাধিক্য জ্ঞান হয় তবে অবলাগণকে কিজন্য সেসুখে বঞ্চিতা রাখেন, বিপক্ষবাদি মহাশয়দিগের উক্তি আরো যাহা লিখিয়াছি পুরুষেরা যদ্যপি ঐ সকল কর্ম্ম করিতেন তবে কি যন্ত্রণা জ্ঞান হইত না, যাহাতে আপনারা যন্ত্রণা বোধ করেন স্ত্রীজাতিকে অজ্ঞান বস্থায় রাখিয়া তাঁহারদিগের দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম করাইতে চাহেন ইহা কি অবিচার নয়, হায়, হায়, কি নিষ্ঠুর ব্যবহার, এই জন্যই কি হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছিল ভর্ত্তার জলচ্চিতারোহণ করিয়া স্ত্রীলোকেরা অগ্নিদগ্ধা হইবেন, এই জন্যই কি বিপক্ষবাদিরা কোটি২ স্ত্রীলোককে অগ্নিতে পুড়িয়া মারিয়াছেন, মালাকা দেশে নির্দ্দয় ব্যাপার ছিল বালিকা জন্মিলে প্রসূতীরাই সুতিকাগারে অহিফেন মুখে দিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিত, অদ্যাপি ও চীনদেশে ব্যবহার আছে স্ত্রীলোকদিগের পদ বৃদ্ধি হইতে পারে না, বালিকাকালেই কাষ্ঠ বা লৌহ নির্ম্মিত জাঁতাকার বস্ত্রদ্বারা বালিকাদিগের দুই পদ বদ্ধ করিয়া রাখে, শরীর গুরুতর হয় পদ ক্ষুদ্র থাকে এজন্য চীনদেশী স্ত্রীলোকেরা হাটিয়া চলিতে পারে না, কলিকাতা নগরীর নাচঘরে জেলাসি সাহেব চীনদেশীয় এক স্ত্রীলোক আনাইয়াছিলেন, ঐ স্ত্রীলোক চতুর্দ্দোলে বসিয়া বাহক দ্বারা সভা মধ্যে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দুই পদ অতি ক্ষুদ্র এজন্য দণ্ডায়মানা হইতে পারিলেন না, চীনদেশীয় লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন যদিও এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সেরূপ অত্যাচার হইতে বিমুক্তা আছেন তথাচ পুরুষদিগের তুল্য সুখিনী হয়েন নাই, পুরুষেরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী করিতে পারেন, স্ত্রীলোকের শক্তি নাই অন্য বিবাহ করেন, জ্যেষ্ঠা স্ত্রী অন্তঃপুরে কারারুদ্ধা থাকিয়া সর্ব্বদা দেখিতে পান তাঁহার স্বামী অন্য স্ত্রীর সহিত হাস্য কৌতুক বিহারাদি করিতেছেন, নির্দ্দয় স্বামী একবার জিজ্ঞাসা করেন না জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কি অবস্থায় আছেন, কিন্তু যদি জ্যেষ্ঠার গৃহে অন্য পুরুষ দেখেন তবে ঐ স্বামীও তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রী একত্র হইয়া জ্যেষ্ঠার মস্তক ছেদন করেন, এই কি আত্মীয়তার এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বিবাহের কর্ম্ম, এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের এত স্বাধীনতা আছে এক স্ত্রীকে অন্তঃপুরে দাসীর ন্যায় রাখিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত আহার ব্যবহারাদি করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অন্য পুরুষের সহিত কথা কহিলেও সকলের নিকট অপরাধিনী হয়েন, সম্পাদক মহাশয়, এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনেক ব্যাপার আমার অন্তরে প্রকাশ পাইল, অতএব লেখনীর মুখ মস্তকে পুঁছিয়া লেখনীকে যথা স্থানে রাখিলাম, বালিকা শিক্ষাগারে কেহ২ বালিকা না দেন তাহা দেখিয়া তাঁহারদিগের বিষয় লিখিব, এইক্ষণে প্রার্থনা করি যুব মহাশয়েরা যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতেই ইষ্টসিদ্ধ হউন।

কস্যচিৎ স্ত্রীশিক্ষাপক্ষস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্নৌবনরাজ কিং চিররসে মৌনস্য নায়ং ক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥
জানালোককরাঞ্চিতঃ সমুদিতঃ সংসারতেজোনিধিঃ শশ্বৎ বাঙ্মুণ্ডমুজেজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
আনন্দেন বিলাসয়ন্ বিলসন্নজ্ঞানরূপোহপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৩০ সংখ্যা ১১ কালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৯ জুন। দানীপার্ক ৯৯ আন্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৬ আষাঢ় মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা এক তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমার দিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দ্বারায় দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

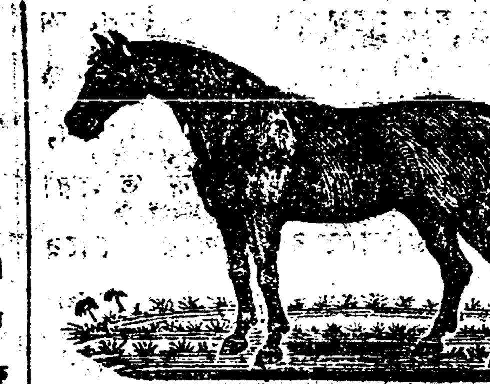

বিজ্ঞাপন।

মেসুয়ার্স কুক এবং কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনাডিমনলেণ্ড নামক স্থান হইতে প্রেরিত একযুত ঘোটক সাধারণের দৃষ্ট্যর্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমান ইংরেজি মাসের ২২ এবং ২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেসুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধুবান্ধবগণকে লিখিত রূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনাডিমনলেণ্ড অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানীর ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বের প্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্তস্বভাব যে এই যুতের মধ্যে একটী ঘোটককেও দুরন্ত দেখা যায় না।

কলিকাতা।
১৪ জুন ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে আমরা লিখিয়াছিলাম আন্দুলাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের মীর্জ্জাপুরের বাগানের বৈঠকখানা হইতে দ্বাবিংশতি সহস্র কয়েক শত টাকা মূল্যোপযুক্ত হীরা পান্না চুণী মুক্তা সোণা রূপা ইত্যাদি অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু তৎপরে পোলীসের লোকেরা কি করিয়াছেন বিশেষ লিখিতে পারি নাই অতএব অদ্য তাহা প্রকাশ করি, ইহাতেই পাঠক মহাশয়েরা বাহিরের এবং কলিকাতার পোলীসের যোগ্যতার বিষয় পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

রাজা বাহাদুরের মীর্জ্জাপুরের বাগান কলিকাতার পূর্ব্বসীমা পথের পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত, এজন্য চব্বিশ পরগণা জিলার অধীন হইয়াছে, যে রাত্রিতে দ্রব্যাদি চুরী হয় তৎপরদিনেই রাজা বাহাদুর দ্রব্যাদির তালিকা লিখিয়া চব্বিশপরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ভাস্করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ জন্য তাহার এক প্রস্থ আমারদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করেন, আমরা ঐ তালিকা দর্শন মাত্র অতিরেক ভাস্করে প্রকাশ করিয়া তৎপরদিবসীয় পরাহ্ণে ঐ বাগানে রাজা বাহাদুরের বাচনিকে সমস্ত জানিতে গমন করি, তৎ সময়ে সুপ্রিমকোর্টের উকীল মেং পাল সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন, রাজা বাহাদুরের সহিত আমারদিগের কথোপকথন হইতেছে এই কালে চব্বিশ পরগণার পোলীসের চাপরাসধারি দুই জন বরকন্দাজ আসিয়া সঙ্গোপনে রাজা বাহাদুরকে জানাইল মাণিকতলার থানার দারোগা সেখ মফন্দ তাহারদিগকে পাঠাইয়াছেন, তিনি এই সন্ধ্যাকালে দ্রব্যাদি সহিত তস্কর ধৃত করিবেন, হয়, মহারাজ আপনি আসুন, অথবা আপনকার দ্রব্যাদি যাহারা চিনিতে পারে এমত লোক প্রেরণ করুন, তাহাতে রাজা বাহাদুর স্বয়ং না যাইয়া তাঁহার মণিমুক্তাদি পরীক্ষক শ্রীযুত বাবু কিনরাম জহরিকে এবং রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু কালীচরণ নন্দীকে পাঠাইয়া দিলেন, অনন্ত

র আমরা শ্রীযুতের প্রমুখাৎ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া দারোগার বাহাদুরী পরীক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ গাড়িযোগে মানিকতলা থানায় আমারদিগের লোক প্রেরণ করিলাম, কিন্তু আমারদিগের লোকেরা থানায় যাইয়া দেখিল দারোগা তথায় নাই, এবং থানার লোকেরা কহিল দারোগা কলিকাতার বড়বাজারে সুপারি পটীতে বমাল ধরিতে গিয়াছেন, অতএব আমারদিগের লোকেরাও ঘোড়া বদল করিয়া দ্রুতবেগে বড়বাজারের সুপারী পটীতে যায়, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল দারোগার বরকন্দাজেরা দুই দোকানে চাবি দিয়া চৌকী দিতেছে, এবং শুনিল দারোগা দুই জন চোর ধরিয়াছেন, চোরেরাই ঐ দুই দোকান দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছে ঐ দোকানে রাজা বাহাদুরের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু দোকানিরা ধৃত হয় নাই, দারোগা চোরদিগকে লইয়া কলিকাতার যোড়াবাগানের থানার সারজনের সাহায্য লইতে গিয়াছেন, তৎপরে আমারদিগের লোকেরা প্রায় একাদশ ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় ছিল ইহার মধ্যে দারোগা আসিলেন না, অনন্তর যোড়াবাগানের থানায় আসিয়া দেখিল মাণিকতলার দারোগা সে স্থানেও উপস্থিত ছিলেন না সুতরাং বিশেষানুসন্ধানে অশক্ত হইয়া তাহারা আমারদিগের সমীপে আসিয়া এই সকল সমাচার দিল, কিন্তু আমরা তাহারদিগকে বলিয়া দিলাম ভোর সময়ে তোমরা সেই দোকানের নিকট যাইয়া উপস্থিত থাকিবা, দারোগা কি করেন ঠিক জানিতে হইবেক।

পর দিবস বেলা একাদশ ঘণ্টাকালে আমারদিগের লোকেরা আসিয়া কহিল,, আমরা ভোর সময়ে সুপারিপটীতে যাইয়া গাড়িতে বসিয়া ছিলাম, সূর্য্যোদয় হইলে মাণিকতলার দারোগা আসিয়া তাঁহার প্রহরিগণকে কহিলেন, দোকানের চাবি খোল, দোকানদারের পক্ষীয় লোক হাজির হইয়াছে, পরে দারোগা তাল খুলিয়া দোকানের উপর তালায় স্থিত কয়েকটা ভাঙ্গা বাক্স দেখিয়া বলিলেন এখানে বমাল নাই, এবং নীচে একটা লৌহ সিন্দুক যাহাতে বাহিরে দুইটা চোরাতালা এবং উপরেতেও এক চোরাতালা ছিল তাহার মধ্যস্থ লম্বা একটা থলিয়া হইতে দুই যোড়া সোণার বাউটী, হস্তগাহা বলা, এবং গলাইয়াদিলাকরা অনেক সোনা, আর কুচো সোণা এবং রূপা, মোহর আনী, সিকী, আধুলী, টাকা এবং চুণী মুক্তা ইত্যাদি অনেক বাহির হয়, কিন্তু দারোগা রাজা বাহাদুরের লোকের দিগকে তাহা হাতে করিয়া দেখিতে দিলেন না, এবং দোকানিরা ঐ সকল বস্তু কোথায় পাইয়াছে ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, কহিলেন তাহা রাজা বাহাদুরের নহে, পরে দারোগা রাস্তায় বাহির হইয়া বরকন্দাজ দিগকে বলিলেন পর্দাকেসা যে গাড়ি পশ্চাতে আছে ঐ গাড়ি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে না আইসে, অন্যূন দশ রসী পশ্চাতে থাকে, এই কথা বলিয়া দারোগা হাটিয়া চলিলেন, আমরা পশ্চাতের গাড়ির পর্দা তুলিয়া দেখিলাম তাহাতে বন্ধনদশায় চোরেরা হাস্যালাপ করিতেছে, অতএব আমরাও চোরেরদের গাড়ির সঙ্গে২ আমারদিগের গাড়ি চালাইতে কহিলাম, পরে দারোগা বেগেধাবমান হইয়া উত্তরমুখে নগরীয় বটতলার রাস্তা হইতে পূর্ব্বমুখ গমনীয় দরজিটোলার পথে আসিয়া গোরাচাঁদ পোদ্দারের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গোরাচাঁদ পোদ্দার ও তাহার পুত্র রাখালদাস পোদ্দারকে ধৃত করিলেন, এই দুই ব্যক্তি সুপারীহাটার ঐ দোকানদার যাহাতে পূর্ব্বরাত্রে দারোগা চাবি দিয়াছিলেন, জনরব দরজীটোলা নিবাসি গোরাচাঁদ পোদ্দার কেবল চোরামাল ক্রয়বিক্রয়ে দুই তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিয়াছে, কিঞ্চিৎ কাল ঐ উভয়ের সঙ্গে গোপনে দারোগার কি কথোপকথন হইল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দারোগা গোরাচাঁদকে ছাড়িয়া দিয়া রাখালদাসকে থানায় লইয়া গেলেন, আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি,, অনন্তর শ্রুত হইল রাখালদাস স্বীকার করিয়াছিল রাজা রাজনারায়ণ রায়ের দ্রব্যাদি তাহার বাটীতে তাহার পিতার নিকট অধিকাংশ, আর কতক তাহার স্ত্রীর হস্তে আছে, ইহা শুনিয়ও দারোগা গোরাচাঁদ পোদ্দারকে ধৃত করিলেন না, এবং রাখালদাসের স্ত্রীও পাল্কী মুদিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল, আমারদিগের হস্তে পোলিসের পরাক্রম নাই আমরা কিছু বলিতে পারিলাম না, কিন্তু অনেকের স্থানে শুনিলাম মাণিকতলার দারোগা গোরাচাঁদ পোদ্দারের স্থানে ৭০০ টাকা লইয়া রাজা বাহাদুরের দ্রব্যাদি রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাহা যে স্থানে আছে ঐ দারোগা আত্মমুখে বলিয়াছেন তাহা হইতে বাহির করা দিবের অসাধ্য,,।

এইক্ষণে আমরা মাণিকতলা থানার দারোগাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি যদি গোরাচাঁদ পোদ্দারের দোকানে চাবি দিয়া রাত্রিতে পাহারা বসাইয়াছিলেন তবে ঐ পোদ্দারের বাড়ীতে কেন সেই রাত্রিতেই পাহারা বসান নাই, এবং পরদিবস গোরাচাঁদকে এবং তৎপুত্র রাখালদাসকে ধৃত করিয়া গোরাচাঁদকে ইবা কি জন্য ছাড়িয়া দিলেন, এই দুইটী কথার উত্তর প্রাপ্ত হইলে আমরা মাণিকতলার দারোগাকে ধন্যবাদ দিব।

গত শুক্রবার রাত্রি নয় ঘণ্টাকালে আমরা সমাচার পাইয়াছিলাম কলিকাতার পোলীস মাজিস্ত্রেট মেজর বর্চ সাহেব কারামুক্ত হইয়া পোলীসে আসিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার মাজিস্ত্রেটি আসন গ্রহণ করিয়াছেন অতএব অন্য বিষয় উঠাইয়া ফেলিয়া এই সমাচার মাত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু ক্ষোভ ছিল মেজর বর্চ সাহেবের বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি নাই অতএব অদ্য সেই ক্ষোভ নিবৃত্তি করি।

কলিকাতার পোলীসের ঋণ গ্রহণ বিষয়ে যিনি যাহা লিখুন মেজর বর্চ সাহেবকেই অধিক লক্ষ করিয়া লিখিতেন, ইহা সত্য বটে উক্ত সাহেব প্রথমাবস্থায় ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই ঋণের সুদ আসলে অধিক ঋণী হইয়া পড়িলেন, তিনি পোলীস মাজিস্ত্রেটি কর্ম্মে প্রতিমাসে ২০০০ সহস্র টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়েন, আর মেজরি কর্ম্মের বেতন ৭০০ টাকা পান, কিন্তু সকল টাকাই সুদে যাইত, আপনার এবং পরিবারাদির ভরণপোষণার্থ মাসে ৫০০ টাকাও রাখিতে পারিতেন না, সুতরাং প্রাণরক্ষা ও সম্মান রক্ষার্থেও বাধিত হইয়া আরো কর্জ্জ করিতেন, লোকেরা প্রাণ মান রক্ষার্থ কি না করেন, এই জন্য বড়২ লোকেরাও এতদ্দেশীয় লোকদিগের নিকট ঋণ করিয়াছেন, যদি কেহ এবিষয়ে আপত্তি করেন তবে আমরা প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিতে পারিব, ইতর লোকেরা আহার না পাইলেই উদর জ্বালায় ডাকাইতী করে, এবং এদেশের আমলারা যে বেতন পান তাহাতে তাঁহারদিগের ব্যয় সম্পন্ন হয় না, এইকারণ উৎকোচে [illegible] দিগে হস্ত পাতেন, কিন্তু মুন্সেফ কি [illegible] হয় আমীন প্রধান সদর আমীনদিগের মধ্যে প্রায় লোকে তাহা করেন না, [illegible] হারদিগের বেতন দ্বারা উদর পূর্ত্তি [illegible] অতএব উৎকোচ না লইয়া যাঁহারা [illegible] ণ করেন তাঁহারদিগের মনে থাকে য [illegible] রা পাইলেই ঋণ পরিশোধ করিবেন [illegible] মেজর বর্চ সাহেবও এই অভিপ্রায়ে ঋণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পোলীসের কর্ম্মে সুখ্যাত হইয়াও অধিক [illegible] তন প্রাপ্ত হইলেন না সুতরাং তাঁহাকে কারাগার স্বীকার করিতে হইল, বর্চ সাহেব যদি ঘুস লইতেন তবে ধনি [illegible] জালিদিগের এক২ মোকদ্দমায় পাঁচ লাক্, দশ হাজার টাকা লইতে পারিতেন, ধর্ম্মতলার বাজার ভঙ্গ করণার্থ বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষ যে কাণ্ড করিয়াছিলেন বর্চ সাহেব ঘুসগ্রাহক হইলে আনন্দনারায়ণ বাবুর নিকট হইতে অন্তত ২০০০০ হাজার টাকাও হস্তগত [illegible] ইত, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের শোভা রাজার ও স্বরূপ বাজারের ব্যাপারে [illegible] খুনাখুনী হইয়াছিল তাহাতে কি বর্চ সাহেব উভয়পক্ষ হইতে ২০। ২৫ হাজার টাকা পাইতেন না, কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি বর্চ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানার্থ ডাকযোগে হুগলিতে গিয়াছিলেন এবং রাজা বাহাদুরের প [illegible] রাজার নামে ডাকের টাকার বিল ক [illegible] রেন নাই, মেজর বর্চ সাহেবের তুল্য ধার্ম্মিকলোক কলিকাতার পোলীসে ক [illegible] আছেন, আমরা তুষ্ট হইলাম বর্চ সাহেব ঋণ মুক্ত হইলেন, এই অবধি তাঁহার পোলীস মাজিস্ত্রেটি বেতন ২০০০ টাকার তিন অংশের একাংশ ঋণ পরিশোধার্থ যাইবে অবশিষ্ট দুই অংশ এবং মেজরি কর্ম্মের বেতন ৭০০ টাকা পাইবেন, ইহাতে স্বচ্ছন্দে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সুখে থাকিয়া বিচার করিতে পারিবেন, অতএব মেজর বর্চ সাহেবকে যাঁহারা কারাগারে দিয়াছিলেন তাঁহারা বর্চসাহেবের বন্ধু না হইয়া যান না, ঐ সকল লোকেরা প্রকৃত বন্ধুর কর্ম্ম করিয়াছেন, এইক্ষণে আর কেহ বলিতে পারিবেন না বর্চ সাহেবের বিচারে যোগাযোগ চলিতেছে, সাহেব সুবিচার দর্শাইয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন, মেজর সাহেব দয়াশীল এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের পরম বন্ধু, বাঙ্গালিরা কোনকালে পোলীসে উকীলি কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন নাই, মেজর বর্চ সাহেব বাঙ্গালিদিগকে উকীলি কর্ম্ম দিয়াছেন ইহাতেও অনেকে তাঁহার সুখ্যাতি করেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত সাহেব ইন্সালবেণ্টি ব্যবস্থা দ্বারা শীঘ্র ঋণ মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে সুবিচার করুন।

বিবিধ সমাচার।

কলিকাতা স্টার পত্রে লেখে এতদ্রাজ্যের গবর্ণর কৌন্সেলের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অবিলম্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকটে গমন করিবেন, এতদ্বিষয়ে আমারদিগের এমত অনুভব হয় ইহার পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন স্থানেই বা গবর্ণমেণ্টের কলিকাতার কৌন্সেলাসন সংস্থাপন হয়।

টাইমস পত্রপাঠে অবগতি হইল মাইনর জে এইচ ক্রাকোর্ড সাহেব যিনি গত বৎসর আরাকাণ প্রদেশীয় আফিসিএটিং কমিসনরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তিনি এতন্নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নেমক চৌকীর কন্ট্রোলরী কর্ম্মে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছেন।

হায়দ্রাবাদের সমাচারে ব্যক্ত হয় তত্রস্থ নবীন মন্ত্রী বিশেষ সুনিয়মে রাজকার্য্য নিষ্পাদন করিতেছেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল নবাব নেজাম ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন কিস্তিবন্দীর দ্বারা তাহা পরিশোধ হইবেক কিন্তু এইক্ষণে পুনঃপ্রকাশ হইয়াছে গবরণর বাহাদুর বহুকাল ব্যাপ্ত কিস্তিবন্দিতে অস্বীকৃত হইয়া হায়দ্রাবাদের নেজামকে এক বৎসরের অবকাশ দিয়াছেন এই কাল মধ্যে তিনি ৫৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন উত্তম নচেৎ সময় গতে গবর্ণমেণ্টের অর্থের পরিবর্ত্তে তাঁহার রাজ্যের অন্তঃপাতি বিরার প্রদেশ গৃহীত হইবেক, আমরা অনুমান করি নবাব সাহেব রাজ্যনাশাপেক্ষা রাজকোষ শূন্য করণ বিধেয় বোধ করিতে পারেন।

বিলাতীয় সমাচারে জানা যায় রুষিয়াধিপতি, তুরুক রাজ্যপালের নিকট এক দূত পাঠাইয়া বিশেষ সৌহৃদ্য সংস্থাপনীয় সন্ধি নির্ব্বন্ধের মানস ব্যক্ত করিয়াছেন, এতৎ প্রবল রাজদ্বয় মধ্যে সদ্ভাব সুস্থির থাকে ইংলণ্ডেরই প্রার্থনীয় কিন্তু বিয়ার মহারাজ অসমভাবে মিত্রতা করিবেন ইহা অনেকের তর্কের স্থান হইয়াছে।

আমারদিগের রাজপুরুষেরা শীক সৈন্য হইতে বাহনী পূর্ব্বক যে দশ পলটন যোদ্ধা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহারদিগের চালনার্থ বাঙ্গাল সৈন্যসংক্রান্ত ২২ বোম্বাইস্থ ২ এবং মান্দ্রাজীয় ৫ সর্ব্বশুদ্ধ ২৯ জন সেনাপতির হিসাবে প্রত্যেক দলের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

ইংরাজী পত্রে লেখে এই নূতন শীক যোদ্ধাদলের দশ জন সিপাহী জমেক জমাদার ও এক জন সুবেদার আপনারদিগের সেনাপতিগণকে বিনষ্ট করণ ষড়যন্ত্র করে কিন্তু দৈবাধীন যথাকালে তাহা প্রকাশ হইবায় দুরাচারিগণের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই, তাহারদিগের বিহিত দণ্ডাবধারণার্থ বিচার হইতেছে, ফলে অনেকে এমত শঙ্কা করেন অবকাশ পাইলে নূতন নিযুক্ত শীক সৈন্যেরা ব্রিটিস বিরুদ্ধাচরণে অস্ত্রধারণ করিবে, শীকেরদের দুর্দ্দান্ত স্বভাব জন্য এতদাশঙ্কা যদিচ সম্ভাবনীয়া তথাপি আমরা এমত বলিতে পারি পুনর্ব্বার সুযোগ লাভ তাহারদিগের সৌভাগ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবেক না।

বোম্বাই দেশীয় টাইমস পত্রে লেখে বরদা রাজ্যের বর্ত্তমান একটিং রেসিডেণ্ট ফ্রেঞ্চ সাহেবের পরামর্শক্রমে তত্রস্থ রাজকুলোদ্ভব মহাশয় গোইকুয়ারা ওসমদ নামক স্থানে এক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করাইতেছেন, সুগম পথে পথিক ও সাধারণ লোকের যে উপকার সম্ভব তাহা আমারদিগের বলিবার অপেক্ষা করে না অতএব এমত দেশহিতজনক, কর্ম্মকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

অল্পকাল গত হইল ডাক্তর ই এডলিন নামে বেনারস ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ কর্ণেল পিউ প্রভৃতি মহাশয়দিগের কর্ম্মের যে দোষারোপ করেন তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয় করণার্থ উক্ত ডাক্তর সাহেব বারাণসীতে আর কিছুকাল অবস্থান করণাদেশ পাইয়াছেন, যেহেতুক বাদীপ্রতিবাদী উভয়বস্তু মানথাকিলে বিষয়ের উত্তমানুসন্ধান হয়, ডাক্তরসাহেবেরঅভিযোগ নষ্ট হইলে, কথিত ব্যাঙ্কের পতনাশঙ্কা হইবেক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ন্যায় উক্ত ব্যাঙ্কেরও মূলধন অংশিগণকে লাভাংশ বলিয়া প্রদান করিয়াছেন, এরূপ সম্ভ্রমে কি উপকার দর্শে তাহা সাধারণের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, এমত লাভ গ্রহণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হানিকেও ভাল বলা যায়, যাহা হউক, এতদ্বার্ত্তা স্মরণে আমারদিগকে উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ন্যায় আবার এই ব্যাঙ্কের দায়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত না হয়েন।

শিঙ্গাপুরে সংস্থাপিত ওরিএণ্টল ব্যাঙ্কের শাখা ব্যাঙ্ক তথায় ১০ শত ডালরের ব্যাঙ্ক নোট প্রচার করিয়াছেন ইহাতে তত্রস্থ ব্যবসায় কার্য্যের বিশেষ সুগম বোধ হইয়াছে।

মরিচ উপদ্বীপের ১৮৪৯ সালের রাজকীয় আয় ব্যয়ের তালিকায় ২৩৪৬৩৩ পৌণ্ড উৎপন্ন এবং ৩৩২৮৭১ পৌণ্ড ব্যয় লেখে অতএব বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ মুদ্রা হানি দেখা যায়, ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৫ সালে ১৮৭৭৮০ পৌণ্ড উৎপন্ন এবং ১৭৭৭৪০ পৌণ্ড ব্যয় হয়, অতএব এইক্ষণে এরূপ ক্ষতি হইবার বিশেষ কারণানুসন্ধান করণ রাজ পুরুষদিগের বিধেয় হইতেছে।

বিলাতীয় রাজপুরুষেরা ধার্য্য করিতেছেন ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজাগণের ঔরসজাত সন্তান না থাকিলে তাঁহারদিগের রাজ্য ব্রিটিসসাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন, সেতারা রাজ্যের পদচ্যুত রাজার পোষ্যপুত্র আপন প্রাপ্য রাজ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত কারণে বঞ্চিত হইলেন, প্রবল লোকের ব্যবহার ও নিয়মের নিকট দুর্ব্বলের ন্যায়বাক্যও রক্ষা পায় না ইহাতে আমারদিগের শঙ্কা হইতেছে পাছে গবর্ণমেণ্ট বলিয়া বৈসেন ভারতবর্ষের ধনিলোকদিগের পোষ্য পুত্রেরা বিষয় প্রাপ্ত হইবেন না, তাঁহারদিগের ধন গবর্ণমেণ্টেরভাণ্ডারভুক্ত করিবেন তবেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি কোন স্থান নিবাসি কোন মান্য বন্ধু ডাকযোগে আমারদিগের যন্ত্রালয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন আমরা তৎক্রোড়ে এক আবেদন পত্রের প্রতিলিপী প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম পোলীস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডাম্পিয়র সাহেবের সমীপে ঐ আবেদন পত্র প্রথম প্রেরিত হয় তৎপরে মান্যবর সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় আজ্ঞা করেন আবেদক বর্দ্ধমানের মাজিস্ত্রেট সাহেবের সাক্ষাতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আত্মবিষয় নিবেদন করুক, এই আজ্ঞা সম্বলিতাবেদন পত্র বর্দ্ধমানের মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় অনন্তর মাজিস্ত্রেটি অনু [illegible] বিশিষ্ট হইয়া তৎ প্রতিলিপী আমারদিগের সমীপে আসিয়াছে, যদিও আমরা এবিষয় পাঠকবৃন্দকে জ্ঞাত করিয়া [illegible] তথাপি রাজদ্বার হইতে আমারদিগের হস্তে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আবেদন পত্রের অনুলিপী গ্রহণ করিলাম, এবং অদ্য স্থানাভাব হেতুক আপনারদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না আগামি পত্রে যথাসাধ্য বিবেচনা হবে, আবেদন পত্রের প্রতিলিপী এই।

দরখাস্ত।

বর্দ্ধমানের সান্নিধ্য মাবস্তা সাকিনের ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তির নিবেদন।

আমি অতি দীন হীন বিপ্র বালক পিতা মাতার ও নিজোদর ভরণ পোষণে নিরুপায় দেখিয়া বর্দ্ধমানাধিপতির জমার মেম্বর তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হওয়ায় মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয় আমাকে অল্প বয়স্ক বালক দেখিয়া নিজালয়ে রাখিয়া রাজবাটীতে ঠিকা মুহুরিগিরি পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়া নানামত স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের চরিত্র আমি জ্ঞাত ছিলাম না যে তিনি লয়ণ্ডাবাজ অর্থাৎ বালকদিগের মার্গশোধন করিয়া থাকেন কয়েক দিবস গত হইল এক রাত্রে সুরাপানে মত্ত হইয়া অত্যন্ত কামোদ্রেকে তাঁহার নিয়োজিত রাখাল ভাদুড়িকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি আসক্ত হইয়া বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া ঐ কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলেন অর্থাৎ মার্গশোধনের পূর্ব্ব উদ্যোগ করিলেন তাহাতে আমি অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলাম কিন্তু তথাপি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া বলাৎকার করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চস্বরে রোদন করায় তাঁহার মদনের কর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণ না হওয়ায় রাগক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ শৈথিল্য করায় আমি সাবকাশ পাইয়া পলায়ন করিয়া বর্দ্ধ

...ান নিবাসি শ্রীযুক্ত হীরালাল বাবুর বা...টীতে লুকাইয়া কালক্ষেপণ করিতেছি কিন্তু শুনিতেছি মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয় আমার অন্বেষণ করিতে নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছেন মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয় এইমত আক্রমণ নাজীরের ...কনীর ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকের প্রতি করিয়াছেন শ্রীযুক্ত হীরালাল বাবুও ময়...চাঁদ বাবু ও বাবু চন্দ্রশেখর দে প্রভৃতি অনেকেই মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের আক্রমণের বিষয় শ্রুত আছেন, আমি এখন রাজ বাটীতে প্রবেশ হইতে পারি না, রাজ বাটী ব্যতীত আমার জীবনাপায়ের অন্য কোন উপায় নাই, হুজুর সুবে বাঙ্গালা ইত্যাদির দুষ্ট ও কুকর্ম্মশালি ব্যক্তি দিগের দমন ও শাসন কর্ত্তা, এমতে প্রার্থনীয় যে হুজুর কৃপা করিয়া অত্র জেলার শ্রীযুক্ত মেজেষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের প্রতি আদেশ করিয়া দেন যে শ্রীযুক্ত সাহেব বাহাদুর উক্ত আক্রমণকারি চক্রবর্ত্তিকে তলব করিয়া এক মোচলকা লেখাইয়া লন যে উত্তর কাল আমার কি অন্য কোন বালকের প্রতি এরূপ আক্রমণ না করেন, হুজুর মালিক নিবেদন মিতি সন ১২৫৬ সাল তাং ১৭ জ্যৈষ্ঠ।

হুকুম হইল যে অত্র দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠান যায় ইতি ১৮৪৯ সাল ৪ জুন।

সুপ্রেমটেণ্ডেণ্ট সাহেব।

হুকুম হইল যে ফরিয়াদি ব্যক্তি হাজির হইলে উচিত হুকুম হইবেক ইতি ১৮৪৯ সাল ৮ জুন।

উক্ত হুকুমদায়ক বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

পরমপূজনীয় শ্রীযুত ভাস্কর সম্বাদপত্র প্রকাশক মহাশয়

শ্রীচরণেষু।

প্রিয় সম্পাদক, অবলাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে ইহাতে নারীদিগের বিদ্যাশিক্ষার সপক্ষ বিপক্ষে আপনকার পত্রে অনেকে অনেক প্রকার লিখিতেছেন, বিশেষত বিপক্ষবাদিরা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসে অশেষ দোষ দর্শাইয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ কোন শাস্ত্রীয়প্রমাণ প্রকাশ করিতে পারেননাই অবলা জাতির বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ আছে, এবং ইহাও দর্শাইতে সক্ষম হন নাই শাস্ত্রেতে কেবল পুরুষদিগের প্রতি বিদ্যাশিক্ষার বিধি লেখেন, অতএব যাহাতে বিশেষ২ নিষেধ বিধি নাই তাহাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়জাতির তুল্যাধিকার কেহ নিবারণ করিতে পারেন না, তবে বিপক্ষ পত্রপ্রেরকেরা কি প্রমাণে বিবাদ করেন তাহা ব্যক্ত করিলে আমি তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।

কেহ২ প্রমাণ দেন স্ত্রীলোকেরপতি সেবা ব্যতীত অন্য কোনধর্ম্ম নাই, আমি যদি তাহা স্বীকার করি তথাপি স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস না করিলে ঐ সকল প্রমাণার্থ বুঝিতে পারিবেন না ইহাতেই গ্রন্থকারদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট জানা যায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিবেন, এতদ্ভিন্ন অঙ্গনাদিগের শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেখাইতেছি, শুক্রাচার্য্য তাঁহার কন্যাকে কহিয়াছেন,, পঠমৎ প্রাণপুত্রিত্বং বিদ্যাভ্যাসং সদা কুরু। সর্ব্বেষাং ভূষণং বিদ্যা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা॥ শুক্রাচার্য্যের কৃত,, উপদেশ দীধিতি,, গ্রন্থে এই প্রমাণ লিখিত আছে, এবং বিরাট রাজা তাঁহার কন্যা উত্তরাকে ও অন্যান্য বালিকাগণকে শিক্ষাদানার্থ অর্জ্জুনকে অন্তঃপুরস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিরাট পর্ব্ব দেখিলেই বিপক্ষবাদিরা বিতণ্ডাবাদে নিরুত্তর হইবেন, তাহাতে লেখেন,, অপুংত্বমপ্যস্য নিশম্য তৎস্বয়ং ততঃ কুমারীপুরমুৎসসর্জ্জতাং,, অর্থাৎ বিরাট রাজা অর্জ্জুনকে নপুংসক জানিয়া কুমারীপুরে শিক্ষাদানার্থ নিযুক্ত করিলেন,, সম্পাদক মহাশয়, আমি স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের আরো অনেক প্রমাণ দিব তাহাতে বিপক্ষবাদিরা সন্তুষ্ট হইবেন কিন্তু তাঁহারা এই অনুগ্রহ করিবেন শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্ব্বচন সৈন্যগণকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিবেন না, তাহা হইলে আমি পলায়ন করিব।

শাস্ত্রেতে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসে নিষেধ ও পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষনিষেধবিধিবিরহ এবং স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রমাণ দর্শাইয়া এইক্ষণে আমি বিপক্ষবাদি মহাশয়দিগের শুষ্ক যুক্তির উক্তির প্রতি কয়েকটী প্রত্যুক্তি করি।

বিপক্ষবাদিরা কহেন, স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা রসিকা হইলে ব্যাপিকা হইবেন, ব্যভিচার করিবেন, রন্ধনাদি গৃহ কর্ম্ম করিতে চাহিবেন না, পতিসেবা এবং কন্যাপুত্রাদির মলমূত্রাদি ধৌত করিবেন না, গরুকে যাব দিবেন না, পাকশালায় গোময় লেপন করিবেন না, বাসন মাজিবেন না, পতির উচ্ছিষ্ট খাইবেন না, শয্যা ঝাড়িবেন না, পান সাজিবেন না, স্বামির পদতলে তৈল দিবেন না, পতির পাদোদক গ্রহণ করিবেন না, ইত্যাদি মত মনে আসিয়াছে বিপক্ষবাদিরা তত্রই লিখিয়াছেন এবং তাঁহারদিগের অনুরোধে আমিও স্বীকার করিলাম স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে এই সকল ঘটিবে, কিন্তু অসুখী হইলাম বিজ্ঞবর বিপক্ষবাদিরা কোন বিষয়েতেই স্ত্রীলোকদিগের অসুখের বা অনিষ্টের হেতু প্রদর্শন করাইতে পারেন নাই, বরং অবলাজাতির স্বাধীনতার পোষকতাই করিয়াছেন, অন্তঃপুর কারাবাসিনীরা ব্যাপিকা হইবেন ব্যভিচার করিবেন, ইহা কি স্ত্রীলোকের সুখের বিষয় নহে, পুরুষেরা ব্যাপকতা করেন বেশ্যালয়ে যাইতে পারেন, তাহাতে যদি পুরুষদিগের সুখাধিক্য জ্ঞান হয় তবে অবলাগণকে কিজন্য সেসুখে বঞ্চিতা রাখেন, বিপক্ষবাদি মহাশয়দিগের উক্তি আর২ যাহা লিখিয়াছি পুরুষেরা যদ্যপি ঐ সকল কর্ম্ম করিতেন তবে কি যন্ত্রণা জ্ঞান হইত না, যাহাতে আপনারা যন্ত্রণা বোধ করেন স্ত্রীজাতিকে অজ্ঞানাবস্থায় রাখিয়া তাঁহারদিগের দ্বারা২ সেই সকল কর্ম্ম করাইতে চাহেন ইহা কি অবিচার নয়, হায়, হায়, কি নিষ্ঠুর ব্যবহার, এই জন্যই কি হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছিল ভর্ত্তার জলচ্চিতারোহণ করিয়া স্ত্রীলোকেরা অগ্নিদগ্ধা হইবেন, এই জন্যই কি বিপক্ষবাদিরা কোটি২ স্ত্রীলোককে অগ্নিতে পুড়িয়া মারিয়াছেন, মাল্রাজ দেশে নির্দ্দয় ব্যাপার ছিল বালিকা জন্মিলে প্রসূতারাই সূতিকাগারে অহিফেণ মুখে দিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিত, অদ্যাপিও চীনদেশে ব্যবহার আছে স্ত্রীলোকদিগের পদ বৃদ্ধি হইতে পারে না, বালিকাকালেই কাষ্ঠ বা লৌহ নির্ম্মিত জাঁতাকার যন্ত্রদ্বারা বালিকাদিগের দুই পদ বদ্ধ করিয়া রাখে, শরীর গুরুতর হয় পদক্ষুদ্র থাকে এজন্য চীনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা হাটিয়া চলিতে পারেন না, কলিকাতা নগরীর নাচঘরে ডেলাকসি সাহেব চীনদেশীয় এক স্ত্রীলোক দেখাইয়াছিলেন, ঐ স্ত্রীলোক চতুষ্পাদাসনে বসিয়া বাহক দ্বারা সভা মধ্যে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দুই পদ অতিক্ষুদ্র এজন্য দণ্ডায়মানা হইতে পারিবেন না, চীনদেশীয় লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন যদিও এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সেরূপ অত্যাচার হইতে বিমুক্তা আছেন তথাচ পুরুষদিগের তুল্য সুখিনী হয়েন নাই, পুরুষেরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী করিতে পারেন, স্ত্রীলোকের শক্তি নাই অন্য বিবাহ করেন, জ্যেষ্ঠা স্ত্রী অন্তঃপুরে কারারুদ্ধা থাকিয়া সর্ব্বদা দেখিতে পান তাঁহার স্বামী অন্য স্ত্রীর সহিত হাস্য কৌতুক বিহারাদি করিতেছেন, নির্দ্দয় স্বামী একবার জিজ্ঞাসাও করেন না জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কি অবস্থায় আছেন, কিন্তু যদি জ্যেষ্ঠার গৃহে অন্য পুরুষ দেখেন তবে ঐ স্বামীও তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রী একত্র হইয়া জ্যেষ্ঠার মস্তক ছেদন ও করেন, অর্থাৎ কি আত্মীয়তার এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বিবাহের কর্ম্ম, এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের এত স্বাধীনতা আছে এক স্ত্রীকে অন্তঃপুরে দাসীর ন্যায় রাখিয়া অন্য২ স্ত্রীলোকের সহিত আহার ব্যবহারাদি করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অন্য পুরুষের সহিত কথা কহিলেও সকলের নিকট অপরাধিনী হয়েন, সম্পাদক মহাশয়, এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনেক ব্যাপার আমার অন্তরে প্রকাশ পাইল, অতএব লেখনীর মুখ মস্তকে পুঁছিয়া লেখনীকে যথা স্থানে রাখিলাম, বালিকা শিক্ষাগারে কেহ২ বালিকা না দেন তাহা দেখিয়া তাঁহারদিগের বিষয় লিখিব, এইক্ষণে প্রার্থনা করি যুব মহাশয়েরা যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে ইষ্টসিদ্ধ হউন।

কস্যচিৎ স্ত্রীশিক্ষাপক্ষস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্যোমসরোজ কিংচিররসে মৌনস্য মায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

...লোককরপ্রিয়ঃ সমুদিতেমব্যায়তেশাশ্বতঃ ...জোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
...দেশ ...বিলসমাজ রুকবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

...সংখ্যা ১১ ব্রাঃ ইং ১৮৪৯ সাল ১৯ জুন। হানীশাব্দ ৯৯ আব্দলরাজাব্দঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৬ আষাঢ় মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

...সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে ...পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্র... প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের ...বত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা... ...মোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদির আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের ...ণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ ...লের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক ...প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু ...কেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী...ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক... তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই... খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক ...রগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ... বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা... লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে ...া প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ... পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা ...র মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত ...আছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি...হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা... প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

...সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি ...বাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র ...কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নিদ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের ...প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মা...সে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবির দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

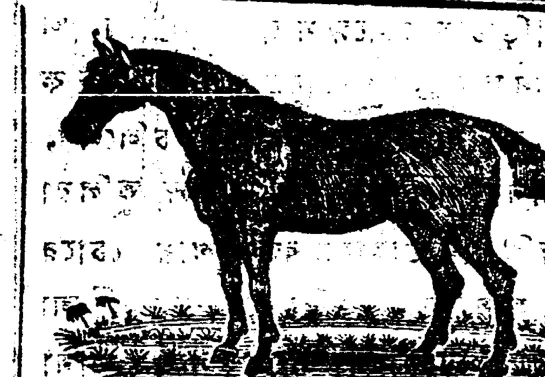

বিজ্ঞাপন।

মেসুয়ার্স কুক এবং কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনডিমনলেণ্ড ... হইতে প্রেরিত একখণ্ড ঘোটক সাধারণের দৃষ্ট্যর্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমান ইংরেজি মাসের ২২ এবং ২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেসুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধু বান্ধবগণকে লিখিতরূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনডিমনলেণ্ড অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানীর ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বের প্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্তস্বভাব যে এই যুথের মধ্যে একটী ঘোটককেও দুরন্ত দেখা যায় না।

কলিকাতা।

১৪ জুন ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে আমরা লিখিয়াছিলাম আন্দলাধিপতি শ্রীমহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের মীর্জাপুরের বাগানের বৈঠকখানা হইতে দ্বাবিংশতি সহস্র কয়েক শত টাকা মূল্যোপযুক্ত হীরা পান্না চুণী মুক্তা সোণা রূপা ইত্যাদি অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু তৎপরে পোলীসের লোকেরা কি করিয়াছেন বিশেষ লিখিতে পারি নাই অতএব অদ্য তাহা প্রকাশ করি, ইহাতেই পাঠক মহাশয়েরা বাহিরের এবং কলিকাতার পোলীসের যোগ্যতার বিষয় পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

রাজা বাহাদুরের মীর্জাপুরের বাগান কলিকাতার পূর্ব্বসীমা পথের পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত, এজন্য চব্বিশ পরগণা জিলার অধীন হইয়াছে, যে রাত্রিতে দ্রব্যাদি চুরী হয় তৎপরদিনেই রাজা বাহাদুর দ্রব্যাদির তালিকা লিখিয়া চ...নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ভাস্করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ জন্য তাহার এক প্রস্থ আমারদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করেন, আমরা ঐ তালিকা দর্শন মাত্র অতিরেক ভাস্করে প্রকাশ করিয়া তৎপরদিবসীয় পরাহ্ণে ঐ বাগানে রাজা বাহাদুরের বাচনিকে সমস্ত জানিতে গমন করি, তৎ সময়ে সুপ্রিমকোর্টের উকীল যেং পাল সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন, রাজা বাহাদুরের সহিত আমারদিগের কথোপকথন হইতেছে এই কালে চব্বিশ পরগণার পোলীসের চাপরাসধারি দুই জন বরকন্দাজ আসিয়া সঙ্গোপনে রাজা বাহাদুরকে জানাইল মানিকতলার থানার দারোগা সেখ মফরদ্দ তাহারদিগকে পাঠাইয়াছেন, তিনি এই সন্ধ্যাকালে দ্রব্যাদি সহিত তস্কর ধৃত করিবেন, হয়, মহারাজ আপনি আসুন, অথবা আপনকার দ্রব্যাদি যাহারা চিনিতে পারে এমত লোক প্রেরণ করুন, তাহাতে রাজা বাহাদুর স্বয়ং না যাইয়া তাঁহার মণিমুক্তাদি পরীক্ষক শ্রীযুত বাবু কিনরাম জহরিকে এবং রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু কালীচরণ নন্দীকে পাঠাইয়া দিলেন, অনন্ত

র আমরা শ্রীযুতের প্রমুখাৎ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া দারোগার বাহাদুরী পরীক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ গাড়িযোগে মানিকতলা থানায় আমারদিগের লোক প্রেরণ করিলাম, কিন্তু আমারদিগের লোকেরা থানায় যাইয়া দেখিল দারোগা তথায় নাই, এবং থানার লোকেরা কহিল দারোগা কলিকাতার বড়বাজারে সুপারি পটীতে সমাল ধরিতে গিয়াছেন, অতএব আমারদিগের লোকেরাও ঘোড়া বদল করিয়া দ্রুতবেগে বড়বাজারের সুপারী পটীতে যায়, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল দারোগার বরকন্দাজেরা দুই দোকানে চাবি দিয়া চৌকী দিতেছে, এবং শুনিল দারোগা দুই জন চোর ধরিয়াছেন, চোরেরাই ঐ দুই দোকান দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছে ঐ দোকানে রাজা বাহাদুরের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু দোকানির ধৃত হয় নাই. দারোগা চোরদিগকে লইয়া কলিকাতার ঘোড়াবাগানের থানার সারজনের সাহায্য লইতে গিয়াছেন, তৎপরে আমারদিগের লোকেরা প্রায় একাদশ ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় ছিল ইহার মধ্যে দারোগা আসিলেন না, অনন্তর ঘোড়াবাগানের থানায় [illegible] মানিকতলার দারোগা সে স্থানেও উপস্থিত ছিলেন না সুতরাং বিশেষানুসন্ধানে অশক্ত হইয়া তাহারা আমারদিগের সমীপে আসিয়া এই সকল সমাচার দিল, কিন্তু আমরা তাহারদিগকে বলিয়া দিলাম ভোর সময়ে তোমরা সেই দোকানের নিকট যাইয়া উপস্থিত থাকিবা, দারোগা কি করেন ঠিক জানিতে হইবেক।

পর দিবস বেলা একাদশ ঘণ্টাকালে আমারদিগের লোকেরা আসিয়া কহিল,, আমরা ভোর সময়ে সুপারিপটীতে যাইয়া গাড়িতে বসিয়া ছিলাম, সূর্য্যোদয় হইলে মানিকতলার দারোগা আসিয়া তাঁহার প্রহরিগণকে কহিলেন, দোকানের চাবিখোল, দোকানদারের পক্ষীয় লোক হাজির হইয়াছে, পরে দারোগা তাল খুলিয়া দোকানের উপর তালায় স্থিত কয়েকটা [illegible] হোথয়া বলিলেন এখানে বমাল নাই, এবং নীচে একটা লৌহ সিন্দুক যাহাতে বাহিরে দুইটা চোরাতালা এবং উপরেতেও এক চোরাতালা ছিল তাহার মধ্যস্থ লম্বা একটা থলিয়া হইতে দুই যোড়া সোনার বাউটী, দশগাছা মল, এবং গলাইবার জলাকর্য্য অনেক সোনা, আর কুটোসোনা এবং রুপা, মোহরী, সিকী, আধুলী, টাকা এবং চুনী মুক্তা ইত্যাদি অনেক বাহির হয়, কিন্তু দারোগা রাজা বাহাদুরের লোকের দিগকে তাহা হাতে করিয়া দেখিতে দিলেন না, এবং দোকানিরা এ সকল বস্তু কোথায় পাইয়াছে ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, কহিলেন তাহা রাজা বাহাদুরের নহে, পরে দারোগা রাস্তায় বাহির হইয়া বরকন্দাজ দিগকে বলিলেন পদাফেলা যে গাড়ি, পশ্চাতে আছে ঐ গাড়ি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে না আইসে, অন্যুন দশ রসী পশ্চাতে থাকে. এই কথা বলিয়া দারোগা হাটিয়া চলিলেন, আমরা পশ্চাতের গাড়ির পর্দ্দা তুলিয়া দেখিলাম তাহাতে বন্ধনদশায় চোরেরা হাস্যালাপ করিতেছে, অতএব আমরাও চোরেরদের গাড়ির সঙ্গে২ আমারদিগের গাড়ি চালাইতেছিলাম, পরে দারোগা বেগে ধাবমান হইয়া উত্তরমুখে নগরীয় বটতলার রাস্তা হইতে পূর্ব্বমুখগমনীয় দরজিটোলার পথে আসিয়া গোরাচাঁদ পোদ্দারের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গোরাচাঁদ পোদ্দার ও তাঁহার পুত্র রাখালদাস [illegible] রিলেন, এই দুই ব্যক্তি সুপারীহাটার ঐ দোকানদার যাহাতে পূর্ব্বরাত্রে জোরে গাচাবি দিয়াছিলেন, জনরব মরজীটোলা নিবাসি গোরাচাঁদ পোদ্দার কেবল চোরামাল ক্রয়বিক্রয়ে দুই তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিয়াছে, কিঞ্চিৎ কাল ঐ উভয়ের সঙ্গে গোপনে দারোগার কি কথোপকথন হইল তাহা বলিতে পারি না কিন্তু দারোগা গোরাচাঁদকে ছাড়িয়া দিয়া রাখালদাসকে থানায় লইয়া গেলেন, আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি,, অনন্তর শ্রুত হইল রাখালদাস স্বীকার করিয়াছেন রাজা রাজনরায়ণ রায়ের দ্রব্যাদি তাঁহার বাটীতে তাহার পিতার নিকট অধিকাংশ, আর কতক তাহার স্ত্রীর হস্তে আছে, ইহা শুনিয়াও দারোগা গোরাচাঁদ পোদ্দারকে ধৃত করিলেন না, এবং রাখালদাসের স্ত্রীও পাল্কী মুদিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল, আমারদিগের হস্তে পোলিসের পরাক্রম নাই আমরা কিছু বলিতে পারিলাম না, কিন্তু অনেকের স্থানে শুনিলাম মানিকতলার দারোগা গোরাচাঁদ পোদ্দারের স্থানে ৭০০ টাকা লইয়া রাজা বাহাদুরের দ্রব্যাদি ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহা যে স্থানে আছে ঐ চোরেরা গাড়িতে বসিয়াছেন তাহা হইতে বাহির করা [illegible] [illegible] গোরাচাঁদ পোদ্দারের দোকানে চাবি [illegible] পাহারা বসাইয়াছিলেন [illegible] পোদ্দারের বাটীতেও কেন [illegible] রাত্রিতেই পাহারা বসান নাই, এবং পর দিবস গোরাচাঁদকে এবং তৎপুত্র রাখালদাসকে ধৃত করিয়া গোরাচাঁদকে ইবা কি জন্য ছাড়িয়া দিলেন, এই দুইটী কথার উত্তর প্রাপ্ত হইলে আমরা মানিকতলার দারোগাকে ধন্যবাদ দিবা [illegible]

গত শুক্রবার রাত্রি নয় ঘণ্টাকালে আমরা সমাচার পাইয়াছিলাম কলিকাতার পোলীস মাজিষ্ট্রেট মেজর বর্চ সাহেব কারামুক্ত হইয়া পোলীসে আসিয়া পনর্ব্বার তাঁহার মাজিষ্ট্রেটি আসন গ্রহণ করিয়াছেন অতএব অন্য বিষয় উঠাইয়া ফেলিয়া এই সমাচার মাত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু [illegible] ছিল মেজর বর্চ সাহেবের বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি নাই অতএব অদ্য [illegible]

কলিকাতার পোলীসের ঋণ গ্রহণ বিষয়ে যিনি যাহা লিখন মেজর বর্চ সাহেবকেই অধিক লক্ষ করিয়া লিখিতেন, ইহা সত্য বটে উক্ত সাহেব প্রথমাবস্থায় ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই ঋণের সুদে আসলে অধিক ঋণী হইয়া পড়িলেন, তিনি পোলীস মাজিষ্ট্রেটি কর্ম্মে প্রতিমাসে ২০০০ সহস্র টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়েন, আর মেজরি কর্ম্মের বেতন ৭০০ টাকা পান, কিন্তু সকল টাকাই সুদে যাইত, আপনার এবং পরিবারাদির ভরণপোষণার্থ মাসে ৫০০ টাকাও রাখিতে পারিতেন না, সুতরাং প্রাণরক্ষা ও সম্মান রক্ষার্থেও বাধিত হইয়া আরো কর্জ্জ করিতেন, লোকেরা [illegible] অন্য বড়২ লোকেরাও এতদ্দেশীয় লোকদিগের নিকট ঋণ করিয়াছেন, যদি কেহ এবিষয়ে আপত্তি করেন তবে আমরা প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিতে পারিব, ইতর লোকেরা আহার না পাইলেই উদর জ্বালায় ডাকাইতী করে, এবং [illegible] [illegible] বেতন পান তাহাতে তাঁহার দিগের ব্যয় সম্পন্ন হয় না, এই কারণ উৎকোচের দিগে হস্ত প্যাতেন, কিন্তু মুন্সেফ কি মহর আমীন প্রধান সদর আমীনদিগের মধ্যে আর লোকে ভাবা করেন না, তাঁহারদিগের সেইই বরং উদরপূর্ত্তি হয় [illegible] উৎকোচ না লইয়া যাহারা [illegible] করেন তাঁহারদিগের মনে থাকে [illegible] [illegible] ঋণ পরিশোধ করিবেন, মেজর বর্চ সাহেবও এই অভিপ্রায়ে ঋণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পোলী[illegible] কর্ম্মে সুখ্যাত হইয়াও অধিক [illegible] [illegible] হইলেন না সুতরাং তাঁহাকে কারাগার স্বীকার করিতে হইল, বর্চ সাহেব যদি ঘুস লইতেন তবে ধনি [illegible] জালিদিগের একং লোকদমার [illegible] [illegible] টাকা লইতে পারি[illegible] [illegible] বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষ যে কাণ্ড [illegible] রিয়াছিলেন বর্চ সাহেব ঘুসগ্রাহক [illegible] [illegible] আনন্দনারায়ণ বাবুর নিকট হইতে [illegible] টাকাও হস্তগত [illegible] রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের [illegible] [illegible] খুনাখুনী হইয়াছিল তাহাতে কি [illegible] সাহেব উভয়পক্ষ হইতে ২০। ২৫ হাজার টাকা পাইতেন না, কিন্তু আমরা [illegible] শিক্ষিত জানি বর্চ সাহেব অনুগ্রহ [illegible] য়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের [illegible] সাক্ষ্য প্রদানার্থ ডাকয়োগে হুগলি[illegible] গিয়াছিলেন এবং রাজা বাহাদুরের [illegible] [illegible] দিয়া আসিয়াছেন [illegible] [illegible] টাকার বিন [illegible] রেন নাই, মেজর বর্চ সাহেবের তুল্য [illegible] লোক কলিকাতার পোলীসে কয় [illegible] আছেন, আমরা তুষ্ট হইলাম [illegible] বর্চ সাহেব ঋণ মুক্ত হইলেন, এই অব[illegible] তাঁহার পোলীস মাজিষ্ট্রেটি বেত[illegible] ২০০০ টাকার তিন অংশের একাংশ [illegible] ণ পরিশোধার্থ যাইবে অবশিষ্ট দুই অং[illegible] শ এবং মেজরি কর্ম্মের বেতন ৭০০ টা[illegible] কা পাইবেন, ইহাতে স্বচ্ছন্দে ব্যয় [illegible] র্ব্বাহ করিয়া সুখে থাকিয়া বিচার [illegible] রিতে পারিবেন, অতএব মেজর ব[illegible] সাহেবকে যাঁহারা কারাগারে দিয়া[illegible] লেন তাঁহারা বর্চ সাহেবের বন্ধু না [illegible] য়া যান না, ঐ সকল লোকেরা প্রক[illegible] বন্ধুর কর্ম্ম করিয়াছেন, এইক্ষণে আ[illegible] কেহ বলিতে পারিবেন না বর্চ সাহে[illegible] র বিচারে যোগাযোগ চলিতেছে, সা[illegible] ব সুবিচার দর্শাইয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠি[illegible] হইতে পারিবেন, মেজর সাহেব [illegible] [illegible] গ্রীন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের পরম বন্ধু, বাঙ্গালিরা কোনকালে পোলীসে উক্তরূপ [illegible] হয়েন নাই, মেজর বর্চ সাহেব বাঙ্গালিদিগকে [illegible] [illegible] করিয়াছেন ইহাতেও অনেকে [illegible] সুখ্যাতি করেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত সাহেব ইজ্জাল [illegible] রাখিয়া ধীর ঋণ মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে সুবিচার করুন।

বিবিধ সমাচার।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে লেখে এত রাজ্যের গবর্ণর কৌন্সেলের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অবিলম্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকটে গমন করিবেন, এতদ্বিষয়ে আমারদিগের এমত অনুভব হয় ইহার পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন স্থানেই বা গবর্ণমেণ্টের কলিকাতার কৌন্সেলাসন সংস্থাপন হয়।

টাইমস্ পত্রপাঠে অবগতি হইল মাইর মেং এচ ক্রাফোর্ড সাহেব যিনি গত বৎসর আরাকান প্রদেশীয় আফিসিএটিং কমিসনরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তিনি [illegible] মন পূর্ব্বক মেমক চৌকীর কন্ট্রোলরী কর্ম্মে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছেন।

হায়দ্রাবাদের সমাচারে ব্যক্ত হয় [illegible] নবীন মন্ত্রী বিশেষ সুনিয়মে রাজকার্য্য নিষ্পাদন করিতেছেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল নবাব নেজাম ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন কিস্তিবন্দীর দ্বারা তাহা পরিশোধ হইবেক কিন্তু এইক্ষণে পুনঃপ্রকাশ হইয়াছে গবরণর বাহাদুর বহুকাল ব্যাপ্ত কিস্তিবন্দিতে অস্বীকৃত হইয়া হায়দ্রাবাদের নেজামকে এক বৎসরের অবকাশ দিয়াছেন এই কাল মধ্যে তিনি ৫৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন উত্তম নচেৎ সময় গতে গবর্ণমেণ্টের অর্থের পরিবর্ত্তে তাঁহার রাজ্যের অন্তঃপাতি বিরার প্রদেশ গৃহীত হইবেক, আমরা অনুমান করি নবাব সাহেব রাজ্যনাশাপেক্ষা রাজকোষ শূন্য করণ বিধেয় বোধ করিতে পারেন।

বিলাতীয় সমাচারে জানা যায় রুষিয়াধিপতি, তুরুক রাজ্যপালের নিকট এক দূত পাঠাইয়া বিশেষ সৌহৃদ্য সংস্থাপনীয় সন্ধি নির্ব্বন্ধনের মানস ব্যক্ত করিয়াছেন, এতৎ প্রবল রাজদ্বয় মধ্যে সম্প্রীতি সুস্থির থাকে ইহা সকলেরই প্রার্থনীয় কিন্তু রুষিয়ার মহারাজ শরণাপন্ন [illegible] করিবেন ইহা অনেকের স্বর্গের স্থান হইয়াছে।

আমারদিগের রাজপুরুষেরা শীক সৈন্য হইতে বাছনী পূর্ব্বক যে দুই পলটন যোদ্ধা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহারদিগের চালনার্থ বাঙ্গাল সৈন্য সংক্রান্ত ২২ বোম্বাইস্থ ২ এবং মান্দ্রাজীয় ৫ সর্ব্বশুদ্ধ ২৯ জন সেনাপতির হিসাবে প্রত্যেক দলের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

ইংরাজী পত্রে লেখে এই নূতন শীক যোদ্ধাদলের দশ জন সিপাহী জনেক জমাদার ও এক জন সুবেদার আপনারদিগের সেনাপতিগণকে বিনষ্ট করণ ষড়যন্ত্র করে কিন্তু দৈবাধীন যথাকালে তাহা প্রকাশ হইবায় দুরাচারিগণের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই, তাহারদিগের বিহিত দণ্ডাবধারণার্থ বিচার হইতেছে, কলে অনেকে এমত শঙ্কা করে যে অবকাশ পাইলে নূতন নিযুক্ত শীক সৈন্যেরা ব্রিটিস [illegible] অত্যাচার করিবে, শীকেরদের দুর্দ্দান্ত স্বভাব জন্য [illegible] তথাপি আমরা এমত বলিতে পারি পুনর্ব্বার সুযোগ লাভ [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিবেক না।

বোম্বাই দেশীয় টাইমস পত্রে লেখে বরদা রাজ্যের বর্ত্তমান একটিং রেসিডেণ্ট ফ্রেঞ্চ সাহেবের পরামর্শক্রমে তত্রস্থ রাজকুলোদ্ভব মহাশয় গোইকুয়ারা ওসমদ নামক স্থানে এক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করাইতেছেন, সুগম পথে পথিক ও সাধারণ লোকের যে উপকার সম্ভব তাহা আমারদিগের বলিবার অপেক্ষা করে না অতএব এমত দেশহিতজনক, কর্ম্ম কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

অল্পকাল গত হইল ডাক্তর ই এডলিন সাহেব বেনারস ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ কর্ণেল পিউ প্রভৃতি মহাশয় দিগের কর্ম্মের যে দোষারোপ করেন তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয় করণার্থ উক্ত ডাক্তর সাহেব বারাণসীতে আর কিছুকাল অবস্থান করণাদেশ পাইয়াছেন, যেহেতুক বাদীপ্রতিবাদী উভয়বক্তা মানথাকিলে বিষয়ের উত্তমানুসন্ধান হয়, ডাক্তর সাহেবের অভিযোগ সত্য হইলে, কথিত ব্যাঙ্কের প্রত নাশ হইবেক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ন্যায় উক্ত ব্যাঙ্কেরও মূলধন অংশিগণের লাভাংশ বলিয়া প্রদান করিয়াছেন, এরূপ সন্দেহে কি উপকার দুর্দ্দশা তাহ সাধারণের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, এমত লাভ গ্রহণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হানিকেও ভাল বলা যায়, যাহা হউক, এতদ্বার্ত্তা শ্রবণে আমারদিগকে উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ন্যায় আবার এই ব্যাঙ্কের দায়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত না হয়েন।

সিঙ্গাপুরে সংস্থাপিত ওরিএণ্টল ব্যাঙ্কের শাখা ব্যাঙ্ক তথায় ১৯ শত ডালরের ব্যাঙ্ক নোট প্রচার করিয়াছে ইহাতে তত্রস্থ ব্যবসায় কার্য্যের বিশেষ সুগম বোধ হইয়াছে।

মরিচ উপদ্বীপের ১৮৪৯ সালের রাজকীয় আয় ব্যয়ের তালিকায় ২৩৪৬৩৩ পৌণ্ড উৎপন্ন এবং ৩৩২৮৭১ পৌণ্ড ব্যয় লেখে [illegible] বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ মুদ্রা হানি দেখা যায়, ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৫ সালে ১৮৭৭৮০ পৌণ্ড উৎপন্ন এবং ১৭৭৭০ পৌণ্ড ব্যয় হয়, [illegible] এক্ষণে একপ [illegible] বিশেষ কারণানুসন্ধান করণ রাজপুরুষদিগের বিধেয় হইতেছে।

[illegible] কার তেছেন ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজাগণের ঔরসজাত সন্তান না থাকিলে তাঁহারদিগের রাজ্য ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন, সেতারা রাজ্যের পদচ্যুত রাজার পোষ্যপুত্র আপন প্রাপ্য রাজ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত কারণে বঞ্চিত হইলেন, প্রবল লোকের ব্যবহার ও নিয়মের নিকট দুর্ব্বলের ন্যায়বাক্যও রক্ষা পায় না ইহাতে আমারদিগের শঙ্কা হইতেছে পাছে গবর্ণমেণ্ট বলিয়া বৈসেন ভারতবর্ষের ধনিলোকদিগের পোষ্যপুত্রেরা বিষয় প্রাপ্ত হইবেন না, তাঁহারদিগের ধন গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারভুক্ত করিবেন তবেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি কোন স্থান নিবাসি কোন মান্য বন্ধু ডাকযোগে আমারদিগের যন্ত্রালয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন আমরা তৎক্রোড়ে এক আবেদন পত্রের প্রতিলিপী প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম পোলীস সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডাম্পিয়র সাহেবের সমীপে ঐ অভিবেদন পত্র প্রথম প্রেরিত হয় তৎপরে মান্যবর সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় আজ্ঞা করেন আবেদক বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আত্মবিষয় নিবেদন করুক, এই আজ্ঞা সম্বলিতাবেদন পত্র বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় অনন্তর মাজিষ্ট্রেটি অনুজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়া তৎ প্রতিলিপী আমারদিগের সমীপে আসিয়াছে, যদিও আমরা এবিষয় পাঠকবর্গকে [illegible] জ্ঞাপন করিয়াছি তথাপি রাজদ্বার হইতে আমারদিগের হস্তে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আবেদন পত্রের অনুলিপী গ্রহণ করিলাম, এবং অদ্য স্থানাভাব প্রযুক্ত আপনারদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না আগামি পত্রে যথাসাধ্য বিবেচনা হইবে, আবেদন পত্রের প্রতিলিপী এই।

দরখাস্ত।

বর্দ্ধমানের সান্নিধ্য মাবস্তা সাকিনের ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তির নিবেদন।

আমি অতি দীন হীন বিপ্র বালক পিতা মাতার ও [illegible] ভরণ পোষণে নিরুপায় দেখিয়া বর্দ্ধমানাধিপতির জমার মেম্বর তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হওয়ায় [illegible] চক্রবর্ত্তি মহাশয় আমাকে অল্প বয়স্ক বালক দেখিয়া [illegible] য়া রাজবাটীতে ঠিকা মুহুরিগিরি পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়া নানামত স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের চরিত্র আমি জ্ঞাত ছিলাম না যে তিনি লম্পট অর্থাৎ বালকদিগের মার্গশোধন করিয়া থাকেন কয়েক দিবস গত হইল এক রাত্রে সুরাপানে মত্ত হইয়া অত্যন্ত কামোদ্রেকে তাঁহার নিয়োজিত রাখাল ভাদুড়িকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি আসক্ত হইয়া বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া ঐ কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলেন অর্থাৎ মার্গশোধনের পূর্ব্ব উদ্যোগ করিলেন তাহাতে আমি অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলাম কিন্তু তথাপি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া [illegible] করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চস্বরে রোদন করায়, তাঁহার মদনের কর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণ না হওয়ায় রাগত হইয়া কিঞ্চিৎ শৈথিল্য করায় আমি সাবকাশ পাইয়া পলায়ন করিয়া বর্দ্ধ

[illegible]গ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত হীরালাল বাবুর বাটীতে লুকাইয়া কালক্ষেপণ করিতেছি কিন্তু শুনিতেছি মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয় আবার অন্বেষণ করিতে নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছেন মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয় এইমত আক্রমণ কাজীরের বকসীর ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকের প্রতি করিয়াছেন শ্রীযুক্ত হীরালাল বাবু ও মনচাঁদ বাবু ও বাবু চন্দ্রশেখর দে প্রভৃতি অনেকেই মেম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের আক্রমণের বিষয় শ্রুত আছেন, আমি এখন স্বদ্ধ বাটীতে প্রবেশ হইতে পারি না, বাপ্ত্তি ব্যতীত আমার জীবনোপায়ের অন, কোন উপায় নাই, হুজুর সুবে বাঙ্গালা ইত্যাদির দুষ্ট ও কুকর্মশালি ব্যক্তি দিগের দমন ও শাসন কর্ত্তা, এমতে প্রার্থনীয় যে হুজুর কৃপা করিয়া অত্র জেলার শ্রীযুক্ত মেজেষ্টর সাহেব বাহাদুরের প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত সাহেব বাহাদুর উক্ত আক্রমণকারি চক্রবর্ত্তিকে তলব করিয়া এক মোচলকা লেখাইয়া লন যে উত্তর কাল আমার কি অন্য কোন বালকের প্রতি এরূপ আক্রমণ না করেন, হুজুর মালিক নিবেদন মিতি সন ১২৫৬ সাল তাং ১৭ জ্যৈষ্ঠ।

হুকুম হইল যে অত্র দরখাস্ত মাজি[illegible] নিকট [illegible] ইতি ১৮৪৯ সাল ৪ জুন।

সুপ্রেমকোর্টে গেণ্ট সাহেব।

হুকুম হইল যে ফরিয়াদি ব্যক্তি হাজীর হইলে উচিত হুকুম হইবেক ইতি ১৮৪৯ সাল ৮ জুন।

উক্ত হুকুমদায়ক বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্বাদপত্র প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

প্রিয় সম্পাদক, অবলাদিগের শিক্ষা বিষয় হইয়াছে ইহাতে নারীদিগের বিদ্যাশিক্ষার সপক্ষ বিপক্ষে আপনকার পত্রে অনেকে অনেক প্রকার লিখিতেছেন, বিশেষত বিপক্ষবাদিরা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসে অশেষ দোষ বর্ণাইয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ কোন শাস্ত্রীয়প্রমাণ প্রকাশ করিতে পারেন নাই যে অবলা জাতির বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ আছে, এবং ইহাও দর্শাইতে সক্ষম হন নাই শাস্ত্রেতে কেবল পুরুষদিগের প্রতি বিদ্যাশিক্ষার বিধি লেখেন, অতএব যাহা তে বিশেষ২ নিষেধ বিধি নাই তাহাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়জাতির তুল্যাধিকার কেহ নিবারণ করিতে পারেন না, তবে বিপক্ষ পত্রপ্রেরকেরা কি প্রমাণে বিবাদ করেন তাহা ব্যক্ত করিলে আমি তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।

কেহ২ প্রমার্দ্দন স্ত্রীলোকের পতিসেবা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, আমি যদি তাহা স্বীকার করি তথাপি স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস না করিলে ঐ সকল প্রমাণার্থ বুঝিতে পারিবেন না ইহাতেই গ্রন্থকারদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট [illegible] স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিবেন, এতদ্ভিন্ন [illegible] শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেখাইতেছি, শুক্রাচার্য্য তাঁহার কন্যাকে কহিয়াছে [illegible] সহা কুরু। সর্ব্বেষাং ভূষণং বিদ্যা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা॥ শুক্রাচার্য্যের কৃত,, উপদেশ দীপিকা,, গ্রন্থে এই প্রমাণ লিখিত আছে, এবং বিরাট রাজা তাঁহার কন্যা উত্তরাকে ও অন্যান্য বালিকাগণকে শিক্ষাদানার্থ অর্জ্জুনকে অন্তঃপুরস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিরাট পর্ব্ব দেখিলেই বিপক্ষবাদিরা বিতণ্ডাবাদে নিরুত্তর হইবেন, তাহাতে লেখেন,, অপুংস্ত্বমপ্যস্য নিসম্য তৎস্বয়ং ততঃ কুমারীপুরমুৎসসর্জ্জ তাং,, অর্থাৎ বিরাট রাজা অর্জ্জুনকে নপুংসক জানিয়া কুমারীপুরে শিক্ষাদানার্থ নিযুক্ত করিলেন,, সম্পাদক মহাশয়, আমি স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের আরো অনেক প্রমাণ দিব তাহাতে বিপক্ষবাদিরা সন্তুষ্ট হইবেন কিন্তু তাঁহারা এই অনুগ্রহ করিবেন শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্ব্বচন সৈন্যগণকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিবেন না, তাহা হইলে আমি পলায়ন করিব।

শাস্ত্রেতে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসে নিষেধ ও পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ নিষেধবিধি বিরহ এবং স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রমাণ দর্শাইয়া এইক্ষণে আমি বিপক্ষবাদি মহাশয়দিগের শুভ বুদ্ধির উক্তির প্রতি কয়েকটী কথা ব্যক্ত করি।

বিপক্ষবাদিরা কহেন, স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে ব্যাপিকা হইবেন, ব্যভিচার করিবেন, রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করিতে চাহিবেন না, পতিসেবা এবং কন্যাপুত্রাদির অন্নবস্ত্রাদি যৌত করিবেন না, শ্বশুরকে বাব দিবেন না, [illegible]শালায় গোময় লেপন করিবেন না, বাসন মাজিবেন না, পতির উচ্ছিষ্ট খাইবেন না, শয্যা করিবেন না, পান সাজিবেন না, স্বামির মস্তকে তৈল দিবেন না, পতির পাদোদক গ্রহণ করিবেন না, ইত্যাদি যত বলে আসিয়াছে বিপক্ষবাদিরা ততই লিখিয়াছেন এবং তাঁহারদিগের অনুরোধে আমিও স্বীকার করিলাম স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে এই সকল ঘটিবে, কিন্তু অসুখী হইবার বিষয় বিপক্ষবাদিরা কোন বিষয়েতেই স্ত্রীলোকদিগের অসুখের বা অনিষ্টের হেতু প্রদর্শন করাইতে পারেন নাই, বরং অবলাজাতির স্বাধীনতার পোষকতাই করিয়াছেন, অন্তঃপুর কারাবাসিনীরা ব্যাপিকা হইবেন ব্যভিচার করিবেন [illegible] লোকের সুখের বিষয় [illegible] পুরুষেরা ব্যাপকতা করেন বেশ্যালয়ে যাইতে [illegible] পুরুষদিগের সুখাধিক্য জ্ঞান হয় তবে অবলাগণকে কি জন্য সেসুখে বঞ্চিতা রাখেন, বিপক্ষবাদি মহাশয়দিগের উক্তি আরো২ যাহা লিখিয়াছি পুরুষেরা যদ্যপি ঐ সকল কর্ম্ম করিতেন তবে কি যন্ত্রণা জ্ঞান হইত না, যাহাতে আপনারা যন্ত্রণা বোধ করেন স্ত্রীজাতিকে অজ্ঞানাবস্থায় রাখিয়া তাঁহারদিগের দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম করাইতে চাহেন ইহা কি অবিচার নয়, হায়, হায়, কি নিষ্ঠুর ব্যবহার, এই জন্যই কি হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছিল ভর্ত্তার জলন্তিতারোহণ করিয়া স্ত্রীলোকেরা অগ্নিদগ্ধা হইবেন, এই জন্যই কি বিপক্ষবাদিরা কোটি২ স্ত্রীলোককে অগ্নিতে পুড়িয়া মারিয়াছেন, মালাক্কা দেশে নির্দ্দয় ব্যাপার ছিল বালিকা জন্মিলে প্রসূতারাই সূতিকাগারে অহিফেন মুখে দিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিত, অদ্যাপিও চীনদেশে ব্যবহার আছে স্ত্রীলোকদিগের পদ বৃদ্ধি হইতে পারে না, বালিকাকালেই কাষ্ঠ বা লৌহ নির্ম্মিত জীতাকার যন্ত্রদ্বারা বালিকাদিগের দুই পদ বদ্ধ করিয়া রাখে, শরীর গুরুতর হয় পদ ক্ষুদ্র থাকে অতএব চীনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা হাটিয়া চলিতে পারেন না, কলিকাতা ধর্ম্মতলার বাজারের চেনারি সাহেব চীনদেশীয় এক স্ত্রীলোককে আনিয়াছিলেন, ঐ স্ত্রীলোক চতুর্দ্দোলায় বসিয়া বাহক দ্বারা সভা মধ্যে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দুইপদ অতি ক্ষুদ্র এজন্য দণ্ডায়মানা হইতে পারিবেন না, চীনদেশীয় লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন যদিও এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সেরূপ অত্যাচার হইতে বিমুক্তা আছেন তথাচ পুরুষদিগের তুল্য সুখিনী হয়েন নাই, পুরুষেরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী করিতে পারেন, স্ত্রীলোকের পতি নাই অন্য বিবাহ করেন, জ্যেষ্ঠা স্ত্রী অন্তঃপুরে কারাবদ্ধা থাকিয়া দর্শন [illegible] পান তাঁহার স্বামী অন্য স্ত্রীর সহিত হাস্য কৌতুক বিহারাদি করিতেছেন, নির্দ্দয় স্বামী একবার জিজ্ঞাসাও করেন না জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কি অবস্থায় আছেন, কিন্তু যদি জ্যেষ্ঠা গৃহে অন্য পুরুষ দেখেন তবে ঐ স্বামীই তাঁহার কমিষ্ঠা স্ত্রী [illegible] হইয়া ঐ জ্যেষ্ঠার মস্তক ছেদন করেন, এই কি আত্মীয়তার এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বিবাহের কর্ম্ম, এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের এত স্বাধীনতা আছে এক স্ত্রীকে অন্তঃপুরে বন্দীর ন্যায় রাখিয়া অন্য শত২ স্ত্রীলোকের সহিত আহার ব্যবহারাদি করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অন্য পুরুষের সহিত কথা কহিলেও সকলের নিকট অপরাধিনী হয়েন, সম্পাদক মহাশয়, এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনেক ব্যাপার আমার অন্তরে প্রকাশ পাইল, অতএব লেখনীর মুখ বস্ত্রকে পুঁছিয়া লেখনীকে যথা স্থানে রাখিলাম, বালিকা শিক্ষাগারে কেহ২ বালিকা না দেন তাহা দেখিয়া তাঁহারদিগের বিষয় লিখিব, এইক্ষণে প্রার্থনা করি যব মহাশয়েরা যে কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহাতেই সিদ্ধ হউন।

কস্যচিৎ স্ত্রীশিক্ষাপক্ষস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাসায় শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জ্বম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোকবরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্ম গুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ। নানাদেশে বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জ্বমতে ভাস্করঃ॥

৩১ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২১ জুন। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দ লরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৮ আষাঢ় বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে এ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্বশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিদের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টিয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible]৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিপ্রায় হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি [illegible]বাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র [illegible]

[illegible] কাগজ প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মঙ্গল প্রভাবে ইহার যথার্থ মূল্য যাহে অর্দ্ধমূল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় বিধানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

মেসুয়ার্স কুক এবং কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনডিমনলেণ্ড নামক স্থান হইতে প্রেরিত একযুত ঘোটক সাধারণের দৃষ্ট্যর্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমান ইংরেজি মাসের ২২ এবং ২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেসুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধু বান্ধবগণকে লিখিত রূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনডিমনলেণ্ড অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানীর ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বের প্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্তস্বভাব যে এই যুতের মধ্যে একটী ঘোটককেও দবন্ত দেখা যায় না।

কলিকাতা।

১৪ জুন ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ২১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী ও ভৈরবচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে বেণ্ডসিওনৈ এর পোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত সহর কলিকাতার আড়পুলি নামক স্থানের শামিল একখণ্ড ভূমিতে যে কতক গুলিন কিসমিস আছে যাহা উক্ত ক্ষেত্রমোহন চৌধুরির সম্পত্তি তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Sopford.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ জুন ১৮৪৯।

শ্রীযুত বাবু মদনমোহন মৈত্র মহাশয় দুইখানা ভাস্করের এক বৎসরের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

জিলা রাজশাহি হইতে আগত পত্রের শেষাংশ।

মহাশয়, আমার অক্ষর দৃষ্টিতেই আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন অতএব নাম এবং পদ লিখিবার অপেক্ষা নাই, আমি এ জেলার অধীন কোন রাজধানীস্থ এক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ গমন করিয়া ছিলাম, তথায় যাইয়া বালকদিগের শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া বিশেষাপ্যায়িত হই এবং প্রত্যাগমন করিব এইকালে হঠাৎ পীড়িত হইয়া ঐ রাজধানীতে অষ্টাহ অবস্থান করি, পীড়িতাবস্থা হইতে আমাকে উদ্ধার করণার্থ যুবরাজ বাহাদুর দেশীয় বৈ

দ্যদ্বারা যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপাতেই আমি আরোগ্য হইয়া রামপুরে আসিতে পারিয়াছি, এইক্ষণে আমার অভিলাষ হইয়াছে যুবরাজ বাহাদুর যে আমাকে আরোগ্য করিয়াছেন সেই উপকারের প্রত্যুপকার বিধায় তাঁহাকেও উৎকট রোগ হইতে উদ্ধার করিব।

শ্রীযুত যুবরাজ কুলীন বংশ হইয়া ও জন্মান্তরীয় সুকৃতিক্রমে পরম ভাগবত স্বর্গীয় মহারাজের পোষ্য পুত্ররূপে রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এবং যুবরাজ বাহাদুর সুশ্রী, সুবক্তা, দয়াশীল, দাতা, ধার্ম্মিক, পরদুঃখেকাতর, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় তাবৎ গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু জন্মান্তরীয় কি জানি উৎকট পাপছিল সেই কারণ রাজা হইয়াও রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, যে স্বর্গীয়া মহারাণী তাঁহাকে পোষ্য পুত্র করিয়াছিলেন কিয়ৎকাল পরেই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন অনন্তর স্বর্গীয় রাজভগিনী যুবরাজের পিসীঠাকুরাণী যুবরাজকে প্রতিপালন করেন, এবং বাল্যাবস্থায় মনোযোগপূর্ব্বক বিবিধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া উপযুক্ত সময়ে রাজকীয় মর্য্যাদানুসারে পরম সুন্দরী এক মান্যা কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন, সেই কন্যা রাণী হইয়া এইক্ষণে দুঃখিনী ভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন ঐ রাণী রাজলক্ষ্মী বিশেষ, ব্রজলক্ষ্মী ব্রজসুন্দরী রাধিকাও তাহার রূপ দর্শনে বিস্ময়া হইবেন, ঐ সতী লক্ষ্মী রাণীর গর্ব্ভে একটী রাজ কন্যা হইয়াছেন, যুবরাজ স্বকন্যাকেও দেখেন না, পতিব্রতা রাণীর সঙ্গেও আলাপ করেন না, রামপুরবোয়ালিয়া হইতে এক বেশ্যাকে লইয়া যাইয়া তাহার কুহকে মোহিত হইয়াছেন, যুবরাজের বয়ঃক্রম ২৫ বৎসরের অধিক হয় নাই, কিন্তু বেশ্যার বয়স ৫৫ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে ঐ বেশ্যা দীর্ঘাকারা কৃষ্ণা প্রেতিনীবিশেষ তথাপি যুবরাজ সেই প্রেতিনীর পাদসেবা করিতেছেন, ঐ বেশ্যা এক ফকীরকে প্রতি মাসে ১০ টাকা বেতন দেয়, ফকীর প্রতি দিবস পান পড়িয়া দিয়া যায়, যুবরাজ বেশ্যার হস্তে সেই পান গ্রহণ করেন, উক্ত মান্য রাজকুলে কখনও একলঙ্ক শুনা যায় নাই কেহ পরদারাভিগমন করিয়াছেন, একূপ নিষ্কলঙ্ককুলে কেবল দুই ব্যক্তি হইতে পাপ স্পর্শ হইয়াছে, এই পাপে এক ব্যক্তি পঙ্গু হইয়া বাস্তু যাতনায় দিবারাত্রি অতিবাহ করিতেছেন, আর উক্ত যুবরাজ বাহাদুর পাপস্পর্শে সর্ব্বস্বহারা হইলেন, বেশ্যা সংলগ্ন আরম্ভাবধিই বিষয় নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং পতিব্রতা স্ত্রীর অভিসম্পাতেও রাজা দিনং ক্ষীণ হইতেছেন এবং আমি নিশ্চয় বলিতেছি যদি রাজা বাহাদুর ঐ বৃদ্ধা বেশ্যাকে পরিত্যাগ না করেন তবে কিঞ্চিৎকাল পরেই তাঁহাকে ক্ষয়কাশ আশ্রয় করিবে, আমি রাজা বাহাদুরের নিতান্ত আত্মীয় এই কারণ সৎপরামর্শ বলিতেছি অলক্ষ্মী বেশ্যাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন, বরং একমাস শ্রীযুতকে সময় দিলাম ইহার পরে পুনর্ব্বারানুসন্ধানে যদি জানিতে পারি আমার বাক্য গ্রহণ করেন নাই তবে ব্যক্ত রূপে লিখিয়া এই বিষয় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিব তাহাতে মান্য যুবরাজ গবর্ণমেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের নিকট লজ্জা পাইবেন।

বোধ হয় গবর্ণর বাহাদুরেরা আমারদিগের মায়া পরিত্যাগ করিলেন আর কোন গবর্ণর কলিকাতা নগরীয় রাজবাটীতে আসিয়া অবস্থান করিবেন না, বহুকাল হইল মধ্যেং সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে কলিকাতা নগরীয় গবর্ণর কৌন্সেল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উঠিয়া যাইবে, গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় না থাকিলে এবিষয় বারম্বার প্রকাশ হয় নাই, বিশেষতঃ সম্প্রতি আন্দোলন হইতেছে বিলাতবাসি কর্ত্তা পক্ষ ব্যক্ত করিয়াছেন গবর্ণরেরা গবর্ণর কৌন্সেলকে আপনারদিগের সঙ্গেং রাখিবেন তবেই জানা গেল কৌন্সেলের জন্য কলিকাতায় গবর্ণরদিগের আগমন হইবেক না, লার্ড আকলেণ্ড অবধি যত গবর্ণর আসিয়াছেন সকলেই উত্তর পশ্চিম দেশেতে কালক্ষেপ করিয়াছেন, বিশেষতঃ বর্ত্তমান গবর্ণর মহাশয় ও সেই রাজ্যেতেই বদ্ধমূল হইলেন, লাহোরীয় ঘোরতর সমর সময়ে শ্রীযুত লার্ড ব্যয় করিয়াছিলেন উত্তর পশ্চিম দেশীয় নীর সমীর তাঁহার সহ্য হইল না, এবং লেডীও পীড়িতা হইয়াছেন অতএব তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ জন্মক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন, তৎপরে মূলরাজ শেরসিংহ পরাজিত হইলেন, শীকরাজ্য বৃটিস রাজ্যভুক্ত হইল, এইক্ষণে সেই গবর্ণর শিমলা শিখরকে অমর নগর জ্ঞান করেন, সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া স্ত্রীপুরুষে সুখভোগ করিতেছেন এবং রাজা শেরসিংহের সহিত প্রথম যুদ্ধ যাহাতে জেনরল কিওবুটন প্রভৃতি সেনাপতিগণের মৃত্যু হয় তাহার পূর্ব্বেই প্রিয় লার্ড যে প্রধান সেনাপতির বিপক্ষে বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলেন এইক্ষণে লাহোর যুদ্ধের সেই সেনাপতিকেও আপনার নিকটে শিমলা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া উভয়ে একত্র রহিয়াছেন, ইহাতে কি আমরা বলিতে পারি না গবর্ণর বাহাদুর প্রধান সেনাপতি লার্ড গফ সাহেবের অখ্যাতি লিখিয়াছিলেন সেই ভয়ে তাঁহাকে নিকট রাখিয়া মার্জ্জনা চাহিতেছেন, আমরা প্রথমত জ্ঞান করিয়াছিলাম নবীন লার্ড বড় সুবোধ, কেননা কলিকাতা নগরে আগমন মাত্র সস্ত্রীক হইয়া কাঠরায় যাইয়া আপনি দেখিয়া কাষ্ঠদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহাতে লার্ড ডেলহৌসি মহাশয়কে পরিমিত ব্যয়ী কে না বলিবেন, কি জানি চাকরেরা কাষ্ঠ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বহু ব্যয় করে এই কারণ স্বচক্ষে দেখিয়া অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন, এবং গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে অধিক ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এজন্য কৌশল করিয়াছিলেন কোম্পানি বাহাদুরের ঋণ পত্রের অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের মধ্যে কোন কাগজের পৃষ্ঠে কত টাকা সুদ লিখিত হইয়াছে, তাহার হিসাব দেখিবেন, কোম্পানি বাহাদুর যদি কাগজে লিখিত মূলধনাপেক্ষা সুদের হিসাবে অধিক টাকা দিয়া থাকেন তবে মহাজনেরা মূলধন পাইবেন না, কোম্পানি বাহাদুরের এক ব্যবস্থায় এই রূপাভাস লিখিত আছে, ডেলহৌসি সাহেব যদি আর কিঞ্চিৎকাল কলিকাতায় থাকিতেন তবে কোম্পানির কাগজধারি এতদ্দেশীয় লোকেরদের হাতে খোলা দিয়া মনীবদিগের উপকার করিতে পারিতেন, কিন্তু লাহোরীয় যুদ্ধানুষ্ঠানে পরিমিত ব্যয় ভুলিয়া যাইয়া একেবারে বহু ব্যয়ী হইয়া উঠিলেন, গবর্ণমেণ্টের ধন অপব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার দরবার এবং বিবী সর্ব্বসমেত ডাকযোগে অম্বালায় যাত্রা করিলেন কিন্তু সর্দ্দারস্ত্রে তাঁহার গমনের কোন প্রয়োজন ছিল না, অম্বালা ও ফিরোজপুরের সিবিরে বসিয়া যাহা করিয়াছেন কলিকাতার কোর্ট উলিয়ম দুর্গে বসিয়াও তাহা করিতে পারিতেন, উক্ত সাহেবের গমনে কমিস্যরিএটি ব্যয় ডাকব্যয় অধিক লাগিয়াছে, নেপিয়র সাহেবকে বিলাত হইতে আনাইয়াছেন, গফ সাহেবকে নিকট রাখিয়াছেন, বিলাতীয় কর্ত্তা দিগের অনুমতিক্রমে মরিচ উপদ্বীপ হইতে স্যার উলিয়ম গম সাহেব ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহার গমনাগমনের ব্যয় গবর্ণমেণ্টের দিতে হইবে, এই সকল তাবৎ ব্যয় গবর্ণর বাহাদুর হইতেই হইয়াছে, এবং নেপিয়র সাহেবের অদৃষ্টেই বা কি হয় তাহাও বলা যায় না, বিলাতে প্রধান সেনাপতির সুখ্যাতি হইয়াছে, বিলাতীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিরূপে পদচ্যুত করিবেন, নবীন লার্ড এই সকল অবিবেচনা কার্য্য হইয়া গিয়াছেন কি উপায়ে মনুষ্য রাখিবেন সেই উপায়ে ব্যাকুল হইয়া বিলাতে লিখিতে থাকিবেন বঙ্গরাজ্য শাসিত হইয়াছে, তথাপি [illegible] নাই, আর কেহ কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন না, যুদ্ধের গোলকালে সকলে ৪ টাকা সুদি কোম্পানির কাগজ বিক্রী করিতে উঠিয়াছিলেন অতএব বঙ্গরাজ্যে কৌন্সেল রাখিয়া প্রয়োজন নাই, উত্তর পশ্চিম রাজ্যে ধন আছে, দেশের ভূমির রাজস্ব নিরূপিত হয় নাই, এবং লাহোর মুলতান হস্তে আসিল, এই সকল রাজ্যের ভূম্যাদির করনির্দ্ধারিত করিতে পারিলে অধিক লভ্য হইবে অতএব গবর্ণর কৌন্সেলকে এতদ্রাজ্যে স্থাপিত করিলে উত্তম হয় অনুমান করি এইরূপ লোভজনক কার্য্যেতেই বিলাতীয় মহাশয়েরা মোহিত হইয়া থাকিবেন, বিশেষত উত্তর পশ্চিম দেশে কৌন্সেল স্থাপিত হইলে গবর্ণরেরা শিমলা শিখরে সুখে অবস্থান করিতে পারিবেন, তবে আর ধন[illegible] লোণাদেশে কেন আসিবেন, এই সকল বিবেচনায় অনুভব হইতেছে গবর্ণর মহাশয়েরা আমারদিগের মায়া পরিত্যাগ করিলেন।

বিবিধ সমাচার।

কলিকাতা ষ্টার পত্র পাঠে অবগতি হইল উত্তমাশা অন্তরীপের বীরবর গবরণর স্যার হেরিস্মিথ সাহেব অকস্মাৎ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, পরমেশ্বর করুন এই বীর ও বিজ্ঞ মহাশয় অতিশীঘ্র আরোগ্য হন।

ইণ্ডিয়ান টাইমস সম্পাদক মহাশয়েরা তাঁহারদিগের পাঠকগণকে এই অর্থে [illegible] পূর্ব্বে [illegible] বিলাতীয় “ [illegible] ইণ্ডিয়া,” নামক সমাচার পত্র বিক্রয় করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা বিশেষ আহ্লাদযুক্ত হইলাম, এবং সাধারণ লোকেরা ইহাতেই বুঝিবেন [illegible] উন্নতি [illegible] করিতেছেন [illegible] প্রস্তুত আছেন অতএব তাঁহারদিগকে অধিক ধন্যবাদ দিতে হয় এবং এস্থলে বক্তব্য এই যে বিদ্বান লোকেরা ইহার [illegible] ঐ পত্রের সাহায্য করিলে উচিত কর্ম্ম করিবেন, টাইমস পত্রের ভাষা অভিপ্রায় এবং ছাপা অত্যুত্তম সম্পাদক মহাশয় স্বীয় পত্রের গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ কোন অংশেই ত্রুটি করেন না, সুযোগ্য লেখক রয়বাহাদুর এতাদৃশ পরিশ্রমপূর্ব্বক যখন পত্র সম্পাদন করিতেছেন তখন তাহা উত্তম হইবেক বিচিত্র কি, অতএব উত্তম দ্রব্য সুলভে পাইলে তাহাতে গ্রাহকেরা অবশ্য অনুরাগ প্রকাশ করিবেন।

পেসোয়র প্রদেশীয় সমাচারে লেখে কাবোলাধিপতি দোস্ত মহম্মদ খাঁর কতক শাল ও অপরাপর বস্তু মেজর লরেন্স দ্বারা পথিমধ্য হইতে বৃটিস হস্তগত হইয়াছে তাহার মূল্য প্রায় ৩০০০০ টাকা হইবেক, এইক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের কপাল দেখুন, দোস্ত মহম্মদ খাঁ কুমন্ত্রণাদ্বারা বৃটিস পক্ষের অনেক ব্যয় করাইয়াছিলেন এজন্য পরমেশ্বর তাঁহার ধন অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের হস্তে আনিয়া দিলেন।

মফস্বল লাইট পত্রের লাহোরীয় পত্র প্রেরক লেখেন মূলরাজ বৃটিস বিচারে নিষ্কৃতি পাইবেন অনেক লোকে ইহাই অনুমান করিতেছেন, দিল্লীগেজেট পত্রে মূলরাজের মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় সাক্ষিগণের জোবানবন্দী পর্য্যন্ত প্রকাশ হইতেছে তত্তাবৎ সুদীর্ঘ এবিধায় আমরা অনুবাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম না, কিন্তু পাঠক গণের শুশ্রূষার্থ তাহার সারার্থ লিখিতে ত্রুটি করিব না।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

[illegible] নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরেবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৩১ মে।

দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে কেডনহেড সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার অন্যান্য কর্ম্মের অতিরিক্ত সিংহভূমের চরবাসার চিকিৎসকতা কর্ম্ম চালাইবেন।

শ্রীযুত জে ডি ক্রাফর্ড সাহেব স্থানভূমে সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক হইবেন।

১ জুন।

মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি রাইট সাহেব ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত হডসন প্রাট সাহেব ঐ জিলাতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২ জুন।

শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায় ও শ্রীযুত মাকলেগন সাহেব ও শ্রীযুত সি পামর সাহেব যশোহরে গুদারার নৌকা দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

সারণের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে ই এস লিলি সাহেব ঐ জিলার দলিলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব ঐ জিলার দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

শ্রীযুত মৌলবী সাদিক আহমেদের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত মৌলবী কামেল জিলা যশোহরের ফতওয়াদায়ক হইবেন।

মান্যবর শ্রীযুত ভাস্কর সম্বাদ পত্র প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, যেহেতুক গবর্ণমেণ্ট বারম্বার এতদ্দেশীয় বিচারকবর্গের এবং পোলিস দারোগাদিগের পদ ও বেতন বৃদ্ধির আদেশ করিয়াও এপর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারদিগের পরিশ্রম প্রভৃতি দৃষ্টি এবং তাঁহারদের বেতন কি পদ বৃদ্ধির কোন সুনিয়ম প্রচার না করিয়া তাহারদিগকে অকর্ম্মণ্য নব্য ছাত্রদিগের ন্যায় পরীক্ষা না দিলে মুন্সেফী পাওয়া হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন অতএব গবর্ণমেণ্টের দয়া ও অনুগ্রহ পাইবার প্রত্যাশায় আমি পারস্য ভাষায় এক আরজী অনুবাদ সহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিজে দস্তখত করণান্তর কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধীন তাবৎ জেলার দেওয়ানী সেরেস্তাদারদিগের সরকারের চাকরীতে নিযুক্ত হওন কালের সংখ্যা নির্ণয় সহিত দস্তখত করাইয়া এবং জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুক্ত সেক্রেটরি মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া আমারদিগের মানস সাফল্য জন্য মনোযোগ করণার্থ অনুরোধ করিলাম অতএব ঐ পারস্য ভাষার আরজীর এবং বঙ্গভাষানুবাদ এই পত্র সহকারে মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি অমূল্য ভাস্কর পত্রে স্থান দানে মানদান করিবেন।

হে মহাশয়, দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারেরা ভারতভূমির মনুষ্য এবং সরকার বাহাদুরের প্রজা, অধিকন্তু চাকর, ও সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহে তাঁহারদের পরিশ্রমের ত্রুটি নাই, এক্ষণ অবস্থায় কলিকাতাস্থ ইংলিস এবং বঙ্গীয় ভাষার সম্বাদ পত্র সকলের সম্পাদক মহাশয়েরা যাঁহারা এই ভারত ভূমির এবং তন্নিবাসি ব্যক্তিদিগের পরম বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী বলিয়া প্রকাশ আছে তাঁহারা কি হেতুবশাৎ আমারদিগকে ভ্রমেও মনে এবং আমারদের দুরবস্থা পরিবর্ত্ত নিমিত্তে সহায়তা করণে মনোযোগ করেন না, ইহার ভাব অনুভব হয় না, যদি বলেন আমলাবর্গ উৎকোচ গ্রহণে দুর্ণামগ্রস্ত আছেন তাঁহারা অনুগ্রহের যোগ্য নহেন তবে আমি জিজ্ঞাসা করি সাধারণ রূপে যে দোষ রাষ্ট্র আছে তাহা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত বিশেষ ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত গ্রহ করা কি শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত, অধিকন্তু যদি উৎকোচ গ্রহণের সাধারণ অপবাদ দেওয়ানী সেরেস্তাদারদিগের বৃদ্ধি ও উচ্চপদ প্রাপ্তির বাধাজনক হয় তবে বিচারকবর্গ মধ্যে আমলাবর্গ হইতে অধিকাংশ ব্যক্তি ঐ দোষে এককালীন কর্ম্মচ্যুত হওয়াতেও কেন ঐ বর্গের অন্যান্য নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা সময়েং পদ ও বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন এবং সম্পাদক মহাশয়েরাও তাঁহারদের উন্নতির নিমিত্তে সর্ব্বদাই আপনং কাগজে সরকার বাহাদুরকে স্মরণ করাইতে ত্রুটি করেন না, অতএব উভয়দলেই দোষী নির্দ্দোষী লোক মিশ্রিত থাকাতে একদলের দোষ ধৃত করা ও দ্বিতীয়দলের দোষ দৃষ্টি করা হইতে চক্ষু মুদিয়া থাকা পক্ষপাত কি না তাহা মহানুভব সম্পাদকেরাই বিবেচনা করুন, আর অধিক কি লিখিব, কেবল মহাশয়দিগের অনুগ্রহ চাহি, আমি জাতিতে মোসলমান এবং দেশাচার মত শিক্ষাযোগ্য বয়সে পারস্য ভাষা ব্যতীত বঙ্গভাষার অনুশীলন করিতে পারি নাই, সরকারের দরবার হইতে পারস্য ভাষা গত সম্রাটের মৃতা ভাষা বলিয়া দূরীকৃতা হওয়ার পর সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ যোগ্য কিঞ্চিৎ বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়াছি অতএব আমার লেখাতে যে দোষ দৃষ্টি হইবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া চিরবাধিত করিবেন নিবেদন মিতি তাং ১২ জুন সন ১৮৪৯ ইং।

শ্রীএমাদুদ্দীন মহম্মদ
জেলা দিনাজপুরের দেওয়ানী
আদালতের সেরেস্তাদার।

আবেদন পত্রের অনুবাদ।

মহামহিম মহামান্য দীনদুঃখ বিনাশকাগ্রগণ্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুক্ত সেক্রেটরি মহাশয় মহামহিমাগ্রগণ্যেষু।

যেহেতুক চাকরেরা মুনিবের নিকট আপনং দুঃখ না জানাইলে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ হয় না এবং সুবোধ মুনিব অথচ শাসনকর্ত্তারা ভৃত্য এবং প্রজাবর্গের নিবেদন স্নেহ পূর্ব্বক শ্রবণ ও তদ্বিষয়ে মনোযোগ করণ আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন, অতএব সম্প্রতি আমরা যে বিষয়ে ক্ষুব্ধ আছি তাহা শ্রীযুক্ত অনরেবল গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের কর্ণগোচর করণার্থে মহাশয়ের সমীপে নিবেদন করা আবশ্যক বিধায় নিম্নে তাহা নিবেদন ক

রিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করি য়া আমারদিগের প্রার্থনা সফল হওনা র্থে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

অপ্রকাশ নাই যে গবর্ণমেন্ট হইতে এদেশের ব্যক্তিবর্গের মর্য্যাদা ও পদ ও বেতন বৃদ্ধির নিমিত্তে সন ১৮৩১ ইংরে জীর ৫ কানুন দ্বারা মুন্সেফি ও সদর আমীনী ও প্রধান সদর আমীনী পদ নি দ্ধারিত হইয়া ঐ কানুনের বিধি কতক দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে সমভাবে জারী থাকিয়া সন ১৮৩৬ ইংরেজীর ৩০ জুলাইর প্রকাশি ত গবর্ণমেন্ট অর্ডরে প্রধান সদর আমী নী পদ সদর আমীন ব্যতীত এবং সন ১৮৪০ ইংরেজীর ৪ আগস্টের প্রকাশিত গবর্ণমেন্ট অর্ডরে সদর আমীনী পদ মু ন্সেফ ব্যতীত ও মুন্সেফী পদ কমিটি তে পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতাপত্র পাওয়া ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যলোক না পাওয়া র আদেশ প্রকাশ হইয়া এপর্য্যন্ত ঐমত কর্ম্ম হইতেছে এবং উপরোক্ত হুকুম সকল ও সন ১৮৩৭ ইংরেজীর ২ অ ক্টোবরের গবর্ণমেন্টের চিঠীর দ্বারা বিচারকবর্গের বেতন বৃদ্ধির যে আদেশ হয় তদ্দ্বারা ঐ বিচারকবর্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এ বং তদাশ্বাসে অতি সন্তোষচিত্তে সরকা রের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অপর পোলিস দারোগাদিগের বেত ন অতি অল্প থাকা বিবেচনাতে তাহা দের নিমিত্তে সাধারণ রূপে ৫০ টাকা বিশেষরূপে ৭৫ ও ১০০ শত টাকা পর্য্য ন্ত বেতন সংখ্যা নির্দ্ধারণ হইয়া এবং সম য়ে২ তাঁহারা উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে পারিতোষিক পাইয়া সরকা রের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে বিশেষ চে ষ্টিত আছেন, এই সকল হুকুমের দ্বারা ব্যক্ত যে এদেশীয় ব্যক্তিদিগের মর্য্যা দা ও বেতন ও পদ বৃদ্ধি বিষয়ে সরকা রের নিতান্ত মনোযোগ ও অনুগ্রহ আ ছে কিন্তু আমারদিগের অর্থাৎ দেওয়া নী আদালতের সেরেস্তাদারদিগের মো শাহেরা অতি অল্প ও তৎভারের কর্ম্ম অতি গরীয় হওয়াতেও এপর্য্যন্ত বে তন বৃদ্ধি কি উচ্চ পদ পাওয়ার কোন আদেশ না হওয়াতে আমরা কিপর্য্য ন্ত খেদিত আছি তাহা বর্ণনাতীত,কারণ এই যে যদ্যপি সরকারের প্রথম আম লদারীর সময়ের ন্যায় এদেশের তাবৎ লোকেরা মর্য্যাদা ও উচ্চ পদ পাওয়া হইতে বঞ্চিত থাকিতেন তবে আমরা আপনারদিগের পক্ষে সরকারের নিগ্র হ হওয়া গ্রাহ্য না করিয়া খেদসাগরে নি মগ্ন হইতাম না কিন্তু যে অবস্থায় অন্য ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের প্রজা ও সরকারে র চাকর হওয়া সত্ত্বে নিয়ত উচ্চ পদ ও বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন তাহাতে আমরা প্রজা এবং চাকর হইয়াও কি হেতুতে সরকারের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চি ত আছি তাহা ধার্য্য করিতে না পারি য়া অবশ্য দুঃখিত আছি, যদ্যপিও ইম তেহান দেওয়ার পর মুন্সেফী পদ যা হা পদ বৃদ্ধি পাওয়ার সোপান হইয়া ছে তাহাতে নিযুক্ত হওয়া সঙ্গত বটে কিন্তু এস্থলে এই বিষয়ের প্রতি সরকা রের মনোযোগ প্রার্থনা করি যে কমি টি নিযুক্ত হওয়া ও নব্য ব্যক্তিদিগের পরীক্ষা লওয়ার মূল হেতু এই যে বিচা রক পদে যোগ্য ও বিদ্বান ও কৃতকর্ম্মা লোক নিযুক্ত হয়েন, আমরা বহুদিবসহ ইতে যে যাহার সংখ্যা আপনং দস্তখ তের নিম্নে লিখিতেছি ও দেওয়ানী সে রেস্তাদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সরকা রের কানুন ও সদর আদালতের কানেক্ট রুসন ও সরকুলর অর্ডরের মর্ম্ম ও আদালতের রীতি ও ব্যবহার ও বিচা রের ক্রম ইত্যাদি দায়রা বিচার সম্প র্কীয় বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া জেলা আদালতের হাকিমদিগের নিক ট যোগ্যতার সর্টিফিকেট সকল পা ইয়াছি এ অবস্থায় কম না করা নব্য ব্য ক্তিদিগের মধ্যে আমাদিগকে গণ্য করি য়া পরীক্ষা লওয়ার আদেশ করা অনা বশ্যক এই নিমিত্তে জেলা আদালতে র পণ্ডিত ও মৌলবী যাহারা সন ১৮৪০ ইংরেজীর ৪ আগস্টের চিঠী জারী হও য়ার পর পরীক্ষার দায়ে ঠেকিয়াছিলে ন তাঁহারদিগকে গবর্ণমেন্টের অভিপ্রা য় মত সদর আদালতের হাকিমেরা সন ১৮৪৪ ইংরেজীর ২৩ আগস্টের সর কুলর দ্বারা ঐ দায় হইতে মুক্ত করিয়া আদেশ করিয়াছেন তাঁহারা পরীক্ষা না দিয়া মুন্সেফী এবং যোগ্যতা বুঝিয়া স দর আমীনী পদ পাওয়ার যোগ্য হ ইবেন এবং তদনুসারে তাঁহারা ঐ পদ প্রাপ্তে সন্তোষ চিত্তে কর্ম্ম ক রিতেছেন অতএব আমরাও ভারতব র্ষের প্রজা এবং সরকারের চাকর ও সরকারের কর্ম্মে বিশেষ পরিশ্রম করা য় প্রার্থনা করি যে শ্রীযুক্ত ম হামহিম গবর্ণর জেনরল বাহাদুর আমার দের প্রতি উচিত অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক [illegible] [illegible] রা বেতনবৃদ্ধি এবং পরীক্ষা না দিয়া মু ন্সেফী ও সদর আমীনী পাওয়ার আদে শ করিয়া আমারদিগকে দুঃখ কূপ হই তে উদ্ধার করুন, অধিকন্তু এবিষয়ে গবর্ণ মেন্টের বিশেষ মনোযোগ করা আ বশ্যক যে সন ১৮৩১ ইংরেজীর ৫ কা নুন জারী হওয়ার পর দেওয়ানী আদা লতের সেরেস্তাদার দিগের মধ্যে যাঁহা রা মুন্সেফ এবং ক্রমে সদর আমীনী ও প্রধান সদর আমীনী পদ প্রাপ্ত হইয়া ছেন তাঁহারদিগের যোগ্যতা ও কর্ম্ম দ ক্ষতার প্রতি কোন দোষ দৃষ্ট হয় নাই বরং তাঁহারা ক্রমে সুনাম ও পদবৃদ্ধি প্রা প্ত হইয়াছেন [illegible] লী ও শ্যামচাঁদ রায় ও মৌলবী [illegible] [illegible] ও প্রধান সদর আমীনী করিয়া [illegible] মৌলবী গোলাম [illegible] চৌধুরী এপর্য্যন্ত [illegible] উক্ত [illegible] সদর আমীনী কর্ম্ম নি র্ব্বাহ করিতেছেন অতএব আমরাও অ [illegible] বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার যো [illegible] সরকারের অনু গ্রহ [illegible] সকল হইতে পারে [illegible] ইংরেজী আরজীর দ্বা রা [illegible] তাহার এক [illegible] প্রেরণ করিয়া প্রার্থনীয় যে মহামান্য গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের [illegible] জানাইয়া [illegible] মনোযোগ প্রকাশ করেন ইতি।

জেলা।	নাম সেরেস্তাদার।	মোট কত বৎসর সরকারে চাকর।	কত বৎসরের সেরেস্তাদার।
দেওয়ানী আদালত।			
দিনাজপুর	শ্রীএমাদুদ্দীন মহম্মদ	১৬ বৎসর	৬ বৎসরের
পূর্ণিয়া	শ্রীগুরুদয়াল সেন	২৫	২
ভাগলপুর	শ্রীদিগম্বর সরকার	২২	১২
আজিমাবাদ	শ্রীমওলা বক্স	৩৭	৫
শাহাবাদ	শ্রীনজমুদ্দীন	১৬	১১
ত্রিহোত	শ্রীরিয়াজাতালী	২৫	১০
সারণ	শ্রীজওয়াদ হোসেন	৭	৩
বেহার	শ্রীরামানন্দ	৪০	১৩
তথা এডিসনল আদালত	শ্রীপদ্মনারায়ণ	২৭	১২
হুগলী	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী	৩৩	১৮
মেদিনীপুর	শ্রীকালিকানন্দ রায়	২০	৮
কটক	শ্রীদৌলতরাম	২৩	১১
চব্বিশপরগণা	শ্রীরামানন্দ মিত্র	৩৮	৩০
নদিয়া	শ্রীশাখাউদ্দীন মহম্মদ	১৮	৬
যশোহর	শ্রীহরনাথ রায়	১৪	৫
বাকরগঞ্জ	শ্রীগুরুপ্রসাদ সেন	২০	১
ঢাকা	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দত্ত	৩৬	১৫
ত্রিপুরা	শ্রীরিয়াজুদ্দীন	৫১	২১
চট্টগ্রাম	শ্রীবৃন্দাবন সেন	৩৬	২
ময়মনসিংহ	শ্রীজয়চন্দ্র গুহ	১৬	৪
রাজশাহী	শ্রীনবকিশোর সেন	৩৫	১১
মুরশিদাবাদ	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মজুমদার	২৫	৮
বীরভূম	শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়	৩০	৫
পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমান	শ্রীনবকিশোর দত্ত	১৫	৪
পশ্চিমবর্দ্ধমান	শ্রীতারিণীচরণ মুখর্য্যা	৩৩	১২
রংপুর	শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ সেন	৩৬	১২

মোকাম দিনাজপুর। তারিখ ১২ জুন ১৮৪৯ ইং।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার সোতাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষগ্রাস্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
[illegible] গৌরীশ [illegible] পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দুবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩১ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২১ জুন। দানীশ [illegible] ৯৯ আব্দুলরাজাঙ্কাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৮ আষাঢ় বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার্থিদের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষতঃ দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

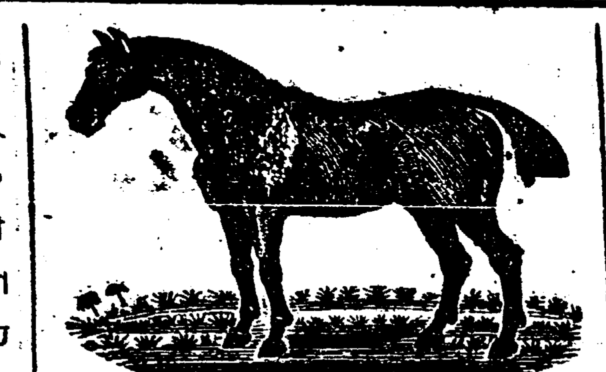

বিজ্ঞাপন।

মেসুয়ার্স কুক এবং কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনডিমনলেণ্ড নামক স্থান হইতে প্রেরিত একযুত ঘোটক সাধারণের দৃশ্যার্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমান ইংরেজি মাসের ২২ এবং ২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেসুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধু বান্ধবগণকে লিখিত রূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনডিমনলেণ্ড অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানীর ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বের প্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্তস্বভাব যে এই যুতের মধ্যে একটী ঘোটককেও দুরন্ত দেখা যায় না।

কলিকাতা।

১৪ জুন ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ২১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী ও ভৈরবচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে বলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সর্ব্ব বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত সহর কলিকাতার আড়পুলি নামক স্থানের শামিল একখণ্ড ভূমিতে যে কতক গুলিন কিসমিস আছে যাহা উক্ত ক্ষেত্রমোহন চৌধুরির সম্পত্তি তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Sopford.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ জুন ১৮৪৯।

শ্রীযুত বাবু মদনমোহন মৈত্র মহাশয় দুই খানা ভাস্করের এক বৎসরের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

জিলা রাজশাহি হইতে আগত পত্রের শেষাংশ।

মহাশয়, আমার অক্ষর দৃষ্টিতেই আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন অতএব নাম এবং পদ লিখিবার অপেক্ষা নাই, আমি এজিলার অধীন কোন রাজধানীস্থ এক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ গমন করিয়া ছিলাম, তথায় যাইয়া বালকদিগের শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া বিশেষাপ্যায়িত হই এবং প্রত্যাগমন করিব এইকালে হঠাৎ পীড়িত হইয়া ঐ রাজধানীতে অষ্টাহ অবস্থান করি, পীড়িতাবস্থা হইতে আমাকে উদ্ধার করণার্থ যুবরাজ বাহাদুর দেশীয় বৈ

দ্যদ্বারা যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছি
লেন, তাঁহার কৃপাতেই আমি আরো
গ্য হইয়া রামপুরে আসিতে পারিয়া
ছি, এইক্ষণে আমার অভিলাষ হইয়াছে
যুবরাজ বাহাদুর যে আমাকে আরো
গ্য করিয়াছেন সেই উপকারের প্রত্যু
পকার বিধায় তাঁহাকেও উৎকট রোগ
হইতে উদ্ধার করিব।

শ্রীযুত যুবরাজ কুলীন বংশ্য হইয়া
ও জন্মান্তরীয় সুকৃতিক্রমে পরম ভাগ
বত স্বর্গীয় মহারাজের পোষ্য পুত্রত্ব
পে রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এবং যুব
রাজ বাহাদুর সুশ্রী,সদ্বক্তা,দয়াশীল,দা
তা,ধার্ম্মিক,পরদুঃখেকাতর,অর্থাৎ পু
ণ্যশীলের প্রায় তাবৎ গুণ তাঁহাকে আশ্র
য় করিয়াছে, কিন্তু জন্মান্তরীয় কি জা
নি উৎকট পাপছিল সেই কারণ রাজা
হইয়াও রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন
না, যে স্বর্গীয়া মহারাণী তাঁহাকে পো
ষ্য পুত্র করিয়াছিলেন কিয়ৎকালপরে
ই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন অনন্তর স্ব
র্গীয়রাজভগিনীযুবরাজের পিসীঠাকুরা
ণীযুবরাজকেপ্রতিপালন করেন,এবংবা
ল্যাবস্থায়মনোযোগপূর্ব্বক বিবিধবিদ্যা
য় সুশিক্ষিত করিয়া উপযুক্ত সময়ে রা
[illegible] সুন্দরী এ
ক মান্যা কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবা
হ দেন, সেই কন্যা রাণী হইয়া এইক্ষণে
দুঃখিনীভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন
ঐ রাণী রাজলক্ষ্মী বিশেষ, ব্রজলক্ষ্মী ব্রজ
সুন্দরী রাধিকাও তাহার রূপ দর্শনে বি
স্ময়া হইবেন, ঐ সতী লক্ষ্মী রাণীর গ
র্ভে একটী রাজ কন্যা হইয়াছেন, যুব
রাজ স্বকন্যাকেও দেখেন না, পতিব্রতা
রাণীর সঙ্গেও আলাপ করেন না,রামপু
রবোয়ালিয়া হইতে একবেশ্যাকেলইয়া
যাইয়া তাহারকুহকে মোহিত হইয়াছে
ন,যুবরাজের বয়ঃক্রম ২৫বৎসরের অধি
ক হয় নাই,কিন্তু বেশ্যার বয়স ৫৫ বৎ
সর পার হইয়া গিয়াছে ঐ বেশ্যা দীর্ঘা
কারা কৃষ্ণা প্রেতিনীবিশেষ তথাপিযুব
রাজ সেই প্রেতিনীর পাদসেবা করিতে
ছেন, ঐ বেশ্যা এক ফকারকে প্রতি মা
সে ১০ টাকা বেতন দেয়, ফকীর প্রতি
দিবস পান পড়িয়া দিয়া যায়, যুবরাজ
বেশ্যার হস্তে সেই পান গ্রহণ করেন,
উক্ত মান্য রাজকুলে কখনও একলক্ষ
শুনা যায় নাই কেহ পরদারাভিগমন ক
রিয়াছেন,এরূপ নিষ্কলকুলে কেবল দুই
ব্যক্তি হইতে পাপ স্পর্শ হইয়াছে, এই
পাপে এক ব্যক্তি পঙ্গু হইয়া বাত ব্যা
ধনায় দিবারাত্রি ত্রাহি২ করিতেছেন,
আর উক্ত যুবরাজ বাহাদুর পাপস্পর্শে
সর্ব্বস্বহারা হইলেন, বেশ্যা সংসর্গ আ
রম্ভাবধিই বিষয় নষ্টহইতে আরম্ভহইয়া
ছে এবং পতিব্রতা স্ত্রীর অভি সম্পা
তেও রাজা দিন২ ক্ষীণ হইতেছেন এবং
আমি নিশ্চিত বলিতেছি যদি রাজা বা
হাদুর ঐ বৃদ্ধাবেশ্যাকে পরিত্যাগনাক
রেন তবে কিঞ্চিৎকাল পরেই তাঁহাকে
ক্ষয়কাশ আশ্রয় করিবে,আমি রাজা বা
হাদুরের নিতান্ত আত্মীয় এইকারণ সৎ
পরামর্শ বলিতেছি অলক্ষ্মীরেশ্যাকে অ
বিলম্বে পরিত্যাগ করুন, বরং একমাস
শ্রীযুতকে সময় দিলাম ইহার পরে পুন
র্ব্বারানুসন্ধানে যদি জানিতে পারি আ
মার বাক্য গ্রহণ করেন নাই তবে ব্য
ক্ত রূপে লিখিয়া এই বিষয় সর্ব্বত্র রা
ষ্ট্র করিব তাহাতে মান্য যুবরাজ গবর্ণ
মেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের নিকট লজ্জা
পাইবেন।

বোধ হয় গবর্ণর বাহাদুরেরা আমা
রদিগের মায়া পরিত্যাগ করিলেন আ
র কোন গবর্ণর কলিকাতা নগরীয় রাজ
বাটীতে আসিয়া অবস্থান করিবেন না,
বহুকাল হইল মধ্যে২ সমাচার পত্রে
প্রকাশ হইয়াছে কলিকাতা নগরীয় গ
বর্ণর কৌন্সেল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উঠি
য়া যাইবে, গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় না
থাকিলে এবিষয় বারম্বার প্রকাশ হয়
নাই, বিশেষতঃ সম্প্রতি আন্দোলন হ
ইতেছে বিলাতবাসি কর্ত্তাপক্ষ ব্যক্ত ক
রিয়াছেন গবর্ণরেরা গবর্ণর কৌন্সেল
কে আপনারদিগের সঙ্গে২ রাখিবেন
তবেই জানা গেল কৌন্সেলের জন্য
কলিকাতায় গবর্ণরদিগের আগমন
হইবেক না, লার্ড আকলেণ্ড অব
ধি যত গবর্ণর আসিয়াছেন সকলেই উ
ত্তর পশ্চিম দেশেতে কালক্ষেপ করি
য়াছেন, বিশেষতঃ বর্ত্তমান গবর্ণর মহা
শয় ও সেই রাজ্যেতেই বদ্ধমূল হইলে
ন, লাহোরীয় ঘোরতর সমর সময়ে
শ্রীযুত লার্ড ব্যক্ত করিয়াছিলেন উত্তর
পশ্চিম দেশীয় নীর সমীর তাঁহার সহ্য
হইল না, এবং লেডীও পীড়িতা হইয়া
ছেন অতএব তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ জম্মক্ষে
ত্রে যাত্রা করিবেন, তৎপরে মূলরাজ
শেরসিংহ পরাজিত হইলেন, শীক রা
জ্য ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত হইল,এইক্ষণে সে
ই গবর্ণর শিমলা শিখরকে অমর নগর
জ্ঞান করেন, সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া
স্ত্রীপুরুষে সুখভোগ করিতেছেন এবং
রাজা শেরসিংহের সহিত প্রথম যুদ্ধ
যাহাতে জেনরল কিওরটন প্রভৃতি সে
নাপতিগণের মৃত্যু হয় তাহার পরেই
প্রিয় লার্ড যে প্রধান সেনাপতির বিপ
ক্ষে বিলাতে পত্র লিখিয়া ছিলেন এইক্ষ
ণে লাহোরজয়ি সেইসেনাপতিকেও আ
পনার নিকটে শিমলা পর্ব্বতে আবাহ
ন করিয়া উভয়ে একত্র রহিয়াছেন,ইহা
তে [illegible] গবর্ণর
বাহাদুর প্রধান সেনাপতি লার্ড গফ সা
হেবের অখ্যাতি লিখিয়াছিলেন সেইভ
য়ে তাঁহাকে নিকট রাখিয়া মার্জ্জনা চা
হিতেছেন,আমরা প্রথমত জ্ঞান করিয়া
ছিলাম নবীন লার্ড বড়সুবোধ,কেননা ক
লিকাতা নগরে আগমন মাত্র সস্ত্রীক হ
ইয়া কাঠরায় যাইয়া আপনি দেখিয়া
কাষ্ঠ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহা
তে লার্ড ডেলহৌসি মহাশয়কে পরি
মিত ব্যয়ী কে না বলিবেন, কি জানি
চাকরেরা কাষ্ঠ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব
হু ব্যয় করে এই কারণ স্বচক্ষে দেখিয়া
অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন, এ
বং গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে অধিক ঋণগ্র
স্ত হইয়াছেন এজন্য কৌশল করিয়াছি
লেন কোম্পানি বাহাদুরের ঋণ পত্রের
অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের মধ্যে
কোন কাগজের পৃষ্ঠে কত টাকা সুদ লি
খিত হইয়াছে, তাহার হিসাব দেখি
বেন, কোম্পানি বাহাদুর যদি কাগজে
লিখিত মূলধনাপেক্ষা সুদের হিসাবে
অধিক টাকা দিয়া থাকেন তবে মহাজ
নেরা মূলধন পাইবেন না, কোম্পানি
বাহাদুরের এক ব্যবস্থায় এই রূপাভাস
লিখিত আছে, ডেলহৌসি সাহেব যদি
আর কিঞ্চিৎকাল কলিকাতায় থাকি
তেন তবে কোম্পানির কাগজধারি এ
তদ্দেশীয় লোকেরদের হাতে খোলা
দিয়া মনীবদিগের উপকার করিতে পা
রিতেন, কিন্তু লাহোরীয় যুদ্ধানুষ্ঠানে
পরিমিত ব্যয় ভুলিয়াযাইয়াএকেবারে
বহু ব্যয়ী হইয়া উঠিলেন,গবর্ণমেণ্টের
ধন অপব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার
দরবারএবং বিবী সর্ব্বসমেত ডাকযোগে
অম্বালায়যাত্রা করিলেন কিন্তু সর্ব্বারম্ভে
তাঁহারগমনের কোন প্রয়োজনছিল না,
অম্বালাওফিরোজপুরের সিবিরে বসিয়া
যাহাকরিয়াছেন কলিকাতার ফোর্ট উ
লিয়ম দুর্গে বসিয়াও তাহাকরিতেপারি
তেন, উক্ত সাহেবের গমনে কমিস্যরি
এটি ব্যয় ডাকব্যয় অধিক লাগিয়া
ছে, নেপিয়র সাহেবকে বিলাত হইতে
আনাইয়াছেন, গফ সাহেবকে নিকট
রাখিয়াছেন, বিলাতীয় কর্ত্তা দিগের
অনুমতিক্রমে মরিচ উপদ্বীপ হইতে
স্যার উলিয়ম গম সাহেব ভারতবর্ষের
প্রধান সেনাপতি হইতে আসিয়াছিলে
ন তাঁহার গমনাগমনের ব্যয় গবর্ণমেণ্টে
র দিতে হইবে, এই সকল তাবৎ ব্যয়
গবর্ণর বাহাদুর হইতেই হইয়াছে, এবং
নেপিয়র সাহেবের অদৃষ্টেই বা কি হয়
তাহাও বলা যায় না, বিলাতে প্রধান
সেনাপতির সুখ্যাতি হইয়াছে, বিলা
তীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিদোষে পদ
চ্যুত করিবেন, নবীন লার্ড এই সকল
ভাবিয়া কাষ্ঠ হইয়া গিয়াছিলেন কি
উপায়ে সম্ভ্রম রাখিবেন সেই উপায়ে
ব্যাকুল হইয়া বিলাতে লিখিয়া থাকি
বেন বঙ্গরাজ্য শাসিত হইয়াছে, তথায়
ধন নাই, আর কেহ কোম্পানির কাগ
জ ক্রয় করেন না, যুদ্ধের গোলকালে
সকলে ৪টাকাসুদি কোম্পানির কাগজ
বিক্রী করিতেউঠিয়াছিলেনঅতএব বঙ্গ
রাজ্যে কৌন্সেল রাখিয়া প্রয়োজন না
ই, উত্তর পশ্চিম রাজ্যে ধন আছে, এ
দেশের ভূমির রাজস্ব নিরূপিত হয় না
ই, এবং লাহোর মূলতান হস্তে আসি
ল, এই সকল রাজ্যের ভূম্যাদির কর
নির্দ্ধারিত করিতে পারিলে অধিক ল
ভ্য হইবে অতএব গবর্ণর কৌন্সেলকে
এতদ্রাজ্যে স্থাপিত করিলে উত্তম হয়,
অনুমান করি এইরূপ লোভজনক বা
ক্যেতেই বিলাতীয় মহাশয়েরা মোহি
ত হইয়া থাকিবেন, বিশেষত উত্তর প
শ্চিম দেশে কৌন্সেল স্থাপিত হইলে
গবর্ণরেরা শিমলা শিখরে সুখে অবস্থা
ন করিতে পারিবেন, তবে আর ধনহী
ন লোণাদেশে কেন আসিবেন, এই স
কল বিবেচনায় অনুভব হইতেছে গবর্ণর
মহাশয়েরা আমারদিগের মায়া পরি
ত্যাগ করিলেন।

বিবিধ সমাচার।

কলিকাতা ষ্টার পত্র পাঠে অবগ
তি হইল উত্তমাশা অন্তরীপের বীরবর
গবরণর স্যার হেরিস্মিথ সাহেব শক্তটা
পন্ন রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, পরমেশ্বর
করুন এই বীর ও বিজ্ঞ মহাশয় অতি
শীঘ্র আরোগ্য হন।

ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রাধ্যক্ষ মহাশ
য়েরা তাঁহারদিগের পাঠকগণের প্রী
ত্যর্থে আপনারদিগের পত্রের পূর্ব্ব নিয়
মিত মূল্যে বিলাতীয় "এটলস ফর
ইণ্ডিয়া" নামক সমাচার পত্র বিতরণ
করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, ইহাতে
আমরা বিশেষ আহ্লাদযুক্ত হইলাম,
এবং সাধারণ লোকেরা ইহাতেই বুঝি
বেন তদধ্যক্ষগণ আপনারদিগের পত্রে
র উন্নতি জন্য ব্যয় লাঘব করিতে চাহে
ন না, প্রত্যুত অধিক ব্যয় স্বীকার করি
য়াও গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন করিতে
প্রস্তুত আছেন অতএব তাঁহারদিগকে
অধিক ধন্যবাদ দিতে হয় এবং এস্থলে
বক্তব্য এই যে বিদ্বান লোকেরা ইহার
মর্ম্মজ্ঞ হইয়া ঐ পত্রের সাহায্য করিলে
উচিত কর্ম্ম করিবেন, টাইমস পত্রের
ভাষা অভিপ্রায় এবং ছাপা অত্যুত্তম,স
ম্পাদক মহাশয় স্বীয় পত্রের গৌরব ব
র্দ্ধ করণার্থ কোন অংশেই ত্রুটি করেন
না, সুযোগ্য লেখক ব্যয়বাহুল্যে এতা
দৃশ পরিশ্রমপূর্ব্বক যখন পত্র সম্পাদন
করিতেছেন তখন তাহা উত্তম হইবেক
বিচিত্র কি, অতএব উত্তম দ্রব্য সুলভে
পাইলে তাহাতে গ্রাহকেরা অবশ্য অ
নুরাগ প্রকাশ করিবেন।

পেসোয়ার প্রদেশীয় সমাচারে লে
খে কাবোলাধিপতি দোস্ত মহম্মদ খাঁ
কতক শাল ও অপরাপর বস্ত্র যেজর
লরেন্স দ্বারা পথিমধ্য হইতে ব্রিটিস
হস্তগত হইয়াছে তাহার মূল্য প্রায়
.... টাকা হইবেক, এইক্ষণে পাঠক
মহাশয়েরা আমারদিগের গবর্ণমেণ্টে
র কপাল দেখুন, দোস্ত মহম্মদ খাঁ কুম
ন্ত্রণাদ্বারা ব্রিটিস পক্ষের অনেক ব্যয় ক
রাইয়াছিলেন এজন্য পরমেশ্বর তাঁহার
ধন অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের হস্তে আনি
য়া দিলেন।

মফস্বল লাইট পত্রের লাহোরীয়
পত্র প্রেরক লেখেন মূলরাজ ব্রিটিস বি
চারে নিষ্কৃতি পাইবেন অনেক লোকে
এই অনুমান করিতেছেন, দিল্লীগে
জেট পত্রে মূলরাজের মোকদ্দমা সম্বন্ধী
সাক্ষিগণের জোবানবন্দী পর্য্যন্ত প্র
কাশ হইতেছে তত্তাবৎ সুদীর্ঘ এবিধা
য় আমরা অনুবাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করি
লাম না, কিন্তু পাঠক গণের শুশ্রূষা
জন্য তাহার সারার্থ লিখিতে ত্রুটি
করিব না।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৮১৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডে
পুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুম।
১৮৪৯ সাল ৩১ মে।

দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরণ
র জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের
প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিষ্টাণ্ট শ্রীযু
ত জে কেডনহেড সাহেব অন্য হুকুম না
হওয়াপর্য্যন্ত আপনার অন্যান্য কর্ম্মে
র অতিরিক্ত সিংহভূমের চয়বাসার চি
কিৎসকতা কর্ম্ম চালাইবেন।

শ্রীযুত জে ডি ক্রাফর্ড সাহেব মান
ভূমে সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক হ
ইবেন। ১ জুন।

মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালে
কটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত জি
ব্রাইট সাহেব ১৮২১ সালের ৩ আইনে
র ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট, বিশে
ষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আ
সিষ্টাণ্ট শ্রীযুত হডসন প্রাট সাহেব ঐ
জিলাতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
কালেকটরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২ জুন।

শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায় ও শ্রীযু
ত মাকলেগন সাহেব ও শ্রীযুত সি পা
মর সাহেব যশোহরে গুদারার নৌকা
দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের
কমিটির মেম্বর হইবেন।

সারণের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে ই
এস লিলি সাহেব ঐ জিলার দলীলদস্তা
বেজের রেজিষ্টর হইবেন।

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত
আর পি হারিসন সাহেব ঐ জিলার দ
লীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত মৌলবী সাদিক আহমেদের
পরিবর্ত্তে শ্রীযুত মৌলবী কামেল জিলা
যশোহরের ফতওয়াদায়ক হইবেন।

মান্যবর শ্রীযুত ভাস্কর সম্বাদ পত্র
প্রকাশক মহাশয়
সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, যেহেতুক গবর্ণ
মেণ্ট বারম্বার এতদ্দেশীয় বিচারকবর্গে
র এবং পোলিস দারোগাদিগের পদ ও
বেতন বৃদ্ধির আদেশ করিয়াও এপর্য্য
ন্ত দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার
দিগের পরিশ্রম প্রতি দৃষ্টি এবং তাঁহার
দের বেতন কি পদ বৃদ্ধির কোন সুনিয়ম
প্রচার না করিয়া তাঁহারদিগকে অকর্ম্ম
ণ্য নব্য ছাত্রদিগের ন্যায় পরীক্ষা না দি
লে মনোনীত পাওয়া হইতেও বঞ্চিত ক
রিয়াছেন অতএব গবর্ণমেণ্টের দয়া ও অ
নুগ্রহ পাওয়ার প্রত্যাশায় আমি পার
স্য ভাষায় এক আরজী অনুবাদ সহ প্র
স্তুত করিয়া তাহাতে নিজে দস্তখত কর
ণানন্তর কলিকাতাস্থ সদর আদালতের
অধীন তাবৎ জেলার দেওয়ানী সেরে
স্তাদারদিগের সরকারের চাকরীতে নি
যুক্ত হওন কালের সংখ্যা নির্ণয় সহি
ত দস্তখত করাইয়া এবং জুডিসিয়াল
ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুক্ত সেক্রেটরি মহা
শয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া আমারদি
গের মানস সাফল্য জন্য মনোযোগ ক
রণার্থ অনুরোধ করিলাম অতএব ঐ পা
রস্য ভাষার আরজীর এক বঙ্গভাষানুবা
দ এই পত্র সহকারে মহাশয়ের নিকট
পাঠাইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি
অমূল্য ভাস্কর পত্রে স্থান দানে মানদান
করিবেন।

হে মহাশয়, দেওয়ানী আদালতের
সেরেস্তাদারেরা ভারতভূমির মনুষ্য এ
বং সরকার বাহাদুরের প্রজা, অধিকন্তু
চাকর, ও সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহে তাঁ
হারদের পরিশ্রমের ত্রুটি নাই, এতদব
স্থায় কলিকাতাস্থ ইংলিস এবং বঙ্গীয়
ভাষার সম্বাদ পত্র সকলের সম্পাদক
মহাশয়েরা যাঁহারা এই ভারত ভূমির এ
বং তন্নিবাসি ব্যক্তিদিগের পরম বন্ধু
এবং শুভানুধ্যায়ী বলিয়া প্রকাশ আ
ছে তাঁহারা কি হেতুবশাৎ আমারদিগ
কে ভ্রমেও মনে এবং আমারদের দুরব
স্থা পরিবর্ত্ত নিমিত্তে সহায়তা করণে ম
নোযোগ করেন না, ইহার ভাব অনুভব
হয় না, যদি বলেন আমলাবর্গ উৎকো
চ গ্রহণে দুর্নামগ্রস্ত আছেন তাঁহারা অ
নুগ্রহের যোগ্য নহেন তবে আমি জিজ্ঞা
সা করি সাধারণ রূপে যে দোষ রাষ্ট্র
আছে তাহা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত বি
শেষ ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত গ্রহ করা কি
শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত, অধিকন্তু যদি উৎ
কোচ গ্রহণের সাধারণ অপবাদ দেওয়া
নী সেরেস্তাদারদিগের বৃদ্ধি ও উচ্চপদ
প্রাপ্তির বাধাজনক হয় তবে বিচারকব
র্গ মধ্যে আমলাবর্গ হইতে অধিকাংশ
ব্যক্তি ঐ দোষে এককালীন কর্ম্মচ্যুত
হওয়াতেও কেন ঐ বর্গের অন্যান্য নি
র্দ্দোষ ব্যক্তিরা সময়ে২ পদ ও বেতনাবৃ
দ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন এবং সম্পাদক ম
হাশয়েরাও তাঁহারদের উন্নতির নিমি
ত্তে সর্ব্বদাই আপন২ কাগজে সরকারবা
হাদুরকে স্মরণ করাইতে ত্রুটি করেন
না, অতএব উভয়দলেই দোষী নির্দ্দো
ষী লোক মিশ্রিত থাকাতে একদলের
দোষ ধৃত করা ও দ্বিতীয়দলের দোষ
দৃষ্টি করা হইতে চক্ষু মুদিয়া থাকা পক্ষ
পাত কি না তাহা মহামহিম সম্পাদকে
রাই বিবেচনা করুন,আর অধিক কি লি
খিব,কেবলমহাশয়দিগের অনুগ্রহ চাহি,
আমি জাতিতে মোসলমান এবং দেশা
চার মত শিক্ষাযোগ্য বয়সে পারস্য ভা
ষা ব্যতীত বঙ্গভাষার অনুশীলন করিতে
পারি নাই,সরকারের দরবারহইতে পা
রস্য ভাষা গত সম্রাটের মৃতা ভাষা ব
লিয়া দূরীকৃতা হওয়ার পর সরকারের
কর্ম্ম নির্ব্বাহ যোগ্য কিঞ্চিৎ বঙ্গভাষা
শিক্ষা করিয়াছি অতএব আমার লেখা
তে যে দোষ দৃষ্টি হইবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক
তাহা সংশোধন করিয়া চিরবাধিত ক
রিবেন নিবেদন মিতি তাং ১২ জুন সন
১৮৪৯ ইং।

শ্রীএমাদুদ্দীন মহম্মদ—
জেলা দিনাজপুরের দেওয়ানী
আদালতের সেরেস্তাদার।—

আবেদন পত্রের অনুবাদ।

মহামাহিম মহামান্য দীনদুঃখ বিনা
শকাগ্রগণ্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের
গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের জুডিসিয়া
ল ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুক্ত সেক্রে
টরি মহাশয় মহামহি
মাগ্রগণ্যেষু।

যেহেতুক চাকরেরা মুনিবের নিক
ট আপন২ দুঃখ না জানাইলে তাহাদে
র ক্লেশ নিবারণ হয় না এবং সুবোধ মু
নিব অথচ শাসনকর্ত্তারা ভৃত্য এবং প্র
জাবর্গের নিবেদন স্নেহ পূর্ব্বক শ্রবণ ও
তদ্বিষয়ে মনোযোগ করণ আপনারদি
গের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন,
অতএব সম্প্রতি আমরা যে বিষয়ে ক্ষু
ব্ধ আছি তাহা শ্রীযুক্ত অনরেবল গবর্ণর
জেনরেল বাহাদুরের কর্ণগোচর করণা
র্থে মহাশয়ের সমীপে নিবেদন করা আ
বশ্যক বিধায় নিম্নে তাহা নিবেদন ক

রিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া আমারদিগের প্রার্থনা সফল হওনার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

অপ্রকাশ নাই যে গবর্ণমেণ্ট হইতে এদেশের ব্যক্তিবগের মর্য্যাদা ও পদ ও বেতন বৃদ্ধির নিমিত্তে সন ১৮৩১ ইংরেজীর ৫ কানুন দ্বারা মুন্সেফি ও সদর আমীনী ও প্রধান সদর আমীনী পদ নির্দ্ধারিত হইয়া ঐ কানুনের বিধি কতক দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে সমভাবে জারী থাকিয়া সন ১৮৩৬ ইংরেজীর ৩০ জুলাইর প্রকাশিত গবর্ণমেণ্ট অর্ডরে প্রধান সদর আমীনী পদ সদর আমীন ব্যতীত এবং সন ১৮৪০ ইংরেজীর ৪ আগষ্টের প্রকাশিত গবর্ণমেণ্ট অর্ডরে সদর আমীনী পদ মুন্সেফ ব্যতীত ও মুন্সেফী পদ কমিটিতে পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতাপত্র পাওয়া ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যলোক না পাওয়ার আদেশ প্রকাশ হইয়া এপর্য্যন্ত ঐমত কর্ম্ম হইতেছে এবং উপরোক্ত হুকুম সকল ও সন ১৮৩৭ ইংরেজীর ২ আক্তোবরের গবর্ণমেণ্টের চিঠীর দ্বারা বিচারকবর্গের বেতন বৃদ্ধির যে আদেশ হয় তদ্দ্বারা ঐ বিচারকবর্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং তদাশ্বাসে অতি সন্তোষচিত্তে সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অপর পোলিস দারোগাদিগের বেতন অতি অল্প থাকা বিবেচনাতে তাহাদের নিমিত্তে সাধারণ রূপে ৫০ টাকা বিশেষরূপে ৭৫ ও ১০০ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন সখ্যা নির্দ্ধারণ হইয়া এবং সময়ে২ তাঁহারা উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে পারিতোষিক পাইয়া সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে বিশেষ চেষ্টিত আছেন, এই সকল হুকুমের দ্বারা ব্যক্ত যে এদেশীয় ব্যক্তিদিগের মর্য্যাদা ও বেতন ও পদ বৃদ্ধি বিষয়ে সরকারের নিতান্ত মনোযোগ ও অনুগ্রহ আছে কিন্তু আমারদিগের অর্থাৎ দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারদিগের মোশ্যাহেরা অতি অল্প ও তৎভারের কর্ম্ম অতি গরীয় হওয়াতেও এপর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি কি উচ্চ পদ পাওয়ার কোন আদেশ না হওয়াতে আমরা কিপর্য্যন্ত খেদিত আছি তাহা বর্ণনাতীত, কারণ এই যে যদ্যপি সরকারের প্রথম আমলদারীর সময়ের ন্যায় এদেশের তাবৎ লোকেরা মর্য্যাদা ও উচ্চ পদ পাওয়া হইতে বঞ্চিত থাকিতেন তবে আমরা আপনারদিগের পক্ষে সরকারের নিগ্রহ হওয়া গ্রহ না করিয়া খেদসাগরে নিমগ্ন হইতাম না কিন্তু যে অবস্থায় অন্য ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের প্রজা ও সরকারের চাকর হওয়া সত্ত্বে নিয়ত উচ্চ পদ ও বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন তাহাতে আমরা প্রজা এবং চাকর হইয়াও কি হেতুতে সরকারের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত আছি তাহা ধার্য্য করিতে না পারিয়া অবশ্য দুঃখিতাছি, যদ্যপিও ইমতেহান দেওয়ার পর মুন্সেফী পদ যাহা পদ বৃদ্ধি পাওয়ার সোপান হইয়াছে তাহাতে নিযুক্ত হওয়া সম্ভব বটে কিন্তু এস্থলে এই বিষয়ের প্রতি সরকারের মনোযোগ প্রার্থনা করি যে কমিটি নিযুক্ত হওয়া ও নব্য ব্যক্তিদিগের পরীক্ষা লওয়ার মূল হেতু এই যে বিচারক পদে যোগ্য ও বিদ্বান ও কৃতকর্ম্মা লোক নিযুক্ত হয়েন, আমরা বহুদিবস হইতে (যাহার সংখ্যা আপনং দস্তখতের নিম্নে লিখিতেছি) দেওয়ানী সেরেস্তাদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সরকারের কানুন ও সদর আদালতের কানেকষ্ট্রকসন ও সরক্যুলর অর্ডরের মর্ম্ম ও আদালতের রীতি ও ব্যবহার ও বিচারের ক্রম ইত্যাদি দায়রা বিচার সম্পর্কীয় বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া জেলা আদালতের হাকিমদিগের নিকট যোগ্যতার সর্টিফিকেট সকল পাইয়াছি এ অবস্থায় কম না করা নব্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমাদিগকে গণ্য করিয়া পরীক্ষা লওয়ার আদেশ করা অনাবশ্যক এই নিমিত্তে জেলা আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী যাঁহারা সন ১৮৪০ ইংরেজীর ৪ আগষ্টের চিঠী জারী হওয়ার পর পরীক্ষার দায়ে ঠেকিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় মত সদর আদালতের হাকিমেরা সন ১৮৪৪ ইংরেজীর ২৩ আগষ্টের সরক্যুলর দ্বারা ঐ দায় হইতে মুক্ত করিয়া আদেশ করিয়াছেন তাঁহারা পরীক্ষা না দিয়া মুন্সেফী এবং যোগ্যতা বুঝিয়া সদর আমীনী পদ পাওয়ার যোগ্য হইবেন এবং তদনুসারে তাঁহারা ঐ পদ প্রাপ্তে সন্তোষ চিত্তে কর্ম্ম করিতেছেন অতএব আমরাও ভারতবর্ষের প্রজা এবং সরকারের চাকর ও সরকারের কর্ম্মে বিশেষ পরিশ্রম করার দাবিতে প্রার্থনা করি যে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনরল বাহাদুর আমারদের প্রতি উচিত অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক জেলা আদালতের জজদিগের দ্বারা আমারদিগের যোগ্যতার তদন্ত করিয়া বেতন বৃদ্ধি এবং পরীক্ষা না দিয়া মুন্সেফী ও সদর আমীনী পাওয়ার আদেশ করিয়া আমারদিগকে দুঃখ কুপ হইতে উদ্ধার করুন, অধিকন্তু এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক যে সন ১৮৩১ ইংরেজীর ৫ কানুন জারী হওয়ার পর দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার দিগের মধ্যে যাঁহারা মুন্সেফ এবং ক্রমে সদর আমীনী ও প্রধান সদর আমীনী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের যোগ্যতা ও কর্ম্ম দক্ষতার পক্ষে কোন দোষ দৃষ্ট হয় নাই বরং তাঁহারা ক্রমে সুনামও পদবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে সৈয়দ জনাব আলী ও শ্যামচাঁদ রায় ও মৌলবী মাইনুদ্দীন প্রভৃতি কয়েক জেলাতে সদর আমীনী ও প্রধান সদর আমীনী করি[...] কৌত হইয়াছেন এবং মৌলবী গোলা[...] আসগর ও চন্দ্রশেখর চৌধুরী এপর্য্য[...] দিনাজপুর এবং পশ্চিম বর্দ্ধমানে উ[...] মরূপে প্রধান সদর আমীনী কর্ম্ম [...] র্ব্বাহ করিতেছেন অতএব আমরাও [...] বশ্য পদ ও বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার [...] গ্য ও বয়বান বটি কিন্তু সরকারের [...] গ্রহ না হইলে তাহা সফল হইতে পা[...] না এবিধায় এই ইংরেজী আরজীর [...] রা আমারদের পারস্য ভাষার [...] আরজী হুজুরে প্রেরণ করিয়া প্রার্থন[...] যে মহাশয় গবর্ণর জেনরল বাহাদু[...] হুজুরে আমারদের দুঃখ দশা জানাই[...] তাহা সফল করিতে বিশেষ মনোযো[...] প্রকাশ করেন ইতি।

জেলা।	নাম সেরেস্তাদার।	মোট কত বৎসর সরকারে চাকর।	কত বৎসর সেরেস্তাদা[র]
দেওয়ানী আদালত।		১৬ বৎসর	৬ বৎসর
দিনাজপুর	শ্রীএমাদুদ্দীন মহম্মদ	২৫	২
পূর্ণীয়া	শ্রীগুরুদয়াল সেন	২২	১২
ভাগলপুর	শ্রীদিগম্বর সরকার	৩৭	৫
আজিমাবাদ	শ্রীমণ্ডলা বক্স	১৬	১১
শাহাবাদ	শ্রীনজমুদ্দীন	২৫	১০
ত্রিহোত	শ্রীরিয়াজাতালী	৭	৩
সারণ	শ্রীজওয়াদ হোসেন	৪০	১৩
বেহার	শ্রীরামানন্দ	২৭	১০
তথা এডিসনল আদালত	শ্রীপঞ্চবনারায়ণ	৩৩	১৮
হুগলী	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী	২০	৮
মেদিনীপুর	শ্রীকালিকানন্দ রায়	২৩	১১
কটক	শ্রীদৌলতরাম	৩৮	৩০
চব্বিশপরগণা	শ্রীরামানন্দ মিত্র	১৮	৬
নদিয়া	শ্রীশাথাউদ্দীন মহম্মদ	১৪	৫
যশোহর	শ্রীহরনাথ রায়	২০	১
বাকরগঞ্জ	শ্রীগুরুপ্রসাদ সেন	৩৬	১৫
ঢাকা	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দত্ত	৫১	২১
ত্রিপুরা	শ্রীরিয়াজুদ্দীন	৩৬	২
চট্টগ্রাম	শ্রীবৃন্দাবন সেন	১৬	৪
ময়মনসিংহ	শ্রীজয়চন্দ্র গুহ	৩৫	১১
রাজশাহী	শ্রীনবকিশোর সেন	২৬	৮
মুরশিদাবাদ	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মজুমদার	৩০	৫
বীরভূম	শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়	১৫	৪
পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমান	শ্রীনবকিশোর দত্ত	৩৩	১২
পশ্চিমবর্দ্ধমান	শ্রীতারিণীচরণ মুখয্যা	৩৬	১২
রংপুর	শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ সেন		

মোকাম দিনাজপুর। তারিখ ১২ জুন ১৮৪৯ ইং।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানা বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

[...] দিগম্বরঃ [...] হবস্থান মনোরোচিতঃ।
[...] গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জুস্তুতে ভাস্করঃ॥

[...] লকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
[...] গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দুরাজ্জস্তুতে ভাস্করঃ॥

৩১ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২১ জুন। [...] ৯৯ [...] ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৮ আষাঢ় বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্য প্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্বশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি [...]বাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র [...] প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, [...] যথার্থ মূল্য না লে অর্দ্ধমূল্য হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রিত করেন [...] তবে [...] হইবেন, অতএব [...] যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

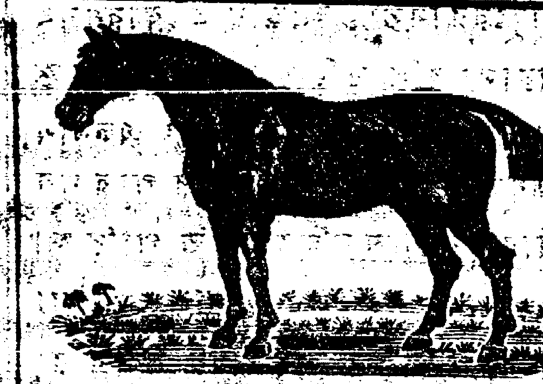

বিজ্ঞাপন।

মেসুয়ার্স কুক এবং কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনডিমনলেণ্ড নামক স্থান হইতে প্রেরিত একযুত ঘোটক সাধারণের দৃষ্ট্যর্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমান ইংরেজিমাসের ২২ এবং ২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেসুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধু বান্ধবগণকে লিখিতরূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনডিমনলেণ্ড অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানীর ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বের প্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্তস্বভাব যে এই যুতের মধ্যে একটী ঘোটককেও দরন্ত দেখা যায় না।

কলিকাতা।

১৪ জুন ১৮৪৯।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অ[...] জন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক [...] সরিফ সাহেব ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী ও ভৈরবচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওন্ডে র গোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাচেপ বলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত সহর কলিকাতার আড়পুলি নামক স্থানের শামিল একখণ্ড ভূমিতে যে কতক গুলিন কিস্মিস আছে যাহা উক্ত ক্ষেত্রমোহন চৌধুরির সম্পত্তি তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Sopford.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
১৪ জুন ১৮৪৯।

শ্রীযুত বাবু মদনমোহন মৈত্র মহাশয় দুই খানা ভাস্করের এক বৎসরের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

জিলা রাজশাহি হইতে আগত পত্রের শেষাংশ।

মহাশয়, আমার অক্ষর দৃষ্টিতেই আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন অতএব নাম এবং পদ লিখিবার অপেক্ষা নাহ, আমি এজিলার অধীন কোন রাজধানীর এক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ গমন করিয়া ছিলাম, তথায় যাইয়া বালকদিগের শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া বিশেষাপ্যায়িত হই এবং প্রত্যাগমন করিব এইকালে হঠাৎ পীড়িত হইয়া ঐ রাজধানীতে অষ্টাহ অবস্থান করি, পীড়িতাবস্থা হইতে আমাকে উদ্ধার করণার্থ যুবরাজ বাহাদুর দেশীয় বৈ[...]

দ্দ্বারা যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপাতেই আমি আরোগ্য হইয়া রামপুরে আসিতে পারিয়াছি, এইক্ষণে আমার অভিলাষ হইয়াছে যুবরাজ বাহাদুর যে আমাকে আরোগ্য করিয়াছেন সেই উপকারের প্রত্যুপকার বিধায় তাঁহাকেও উৎকট রোগ হইতে উদ্ধার করিব।

শ্রীযুত যুবরাজ কুলীন বংশ হইয়া জন্মান্তরীয় সুকৃতিক্রমে পরম ভাগ স্বর্গীয় মহারাজের পোষ্য পুত্রত্ব ক রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এবং যুবরাজ বাহাদুর সুশ্রী,সদ্বক্তা,দয়াশীল,দাতা,ধার্ম্মিক,পরদুঃখেকাতর,অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় তাবৎ গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু জন্মান্তরীয় কি জানি উৎকট পাপছিল সেই কারণ রাজা হইয়াও রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। যে স্বর্গীয়া মহারাণী তাঁহাকে পোষ্য পুত্র করিয়াছিলেন কিয়ৎকালপরেই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন অনন্তর স্বর্গীয়রাজভগিনীযুবরাজের পিসীঠাকুরাণীযুবরাজকেপ্রতিপালন করেন,এবংবাল্যাবস্থায়মনোযোগপূর্ব্বক বিবিধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া উপযুক্ত সময়ে রাজকীয় মর্য্যাদানুসারে পরম সুন্দরী এক মান্যা কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন, সেই কন্যা রাণী হইয়া এইক্ষণে দুঃখিনী ভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন ঐ রাণী রাজলক্ষ্মী বিশেষ, ব্রজলক্ষ্মী ব্রজসুন্দরী রাধিকাও তাহার রূপ দর্শনে বিমষা হইবেন, ঐ সতী লক্ষ্মী রাণীর গর্ভে একটী রাজ কন্যা হইয়াছেন, যুবরাজ স্বকন্যাকেও দেখেন না, পতিব্রতা রাণীর সঙ্গেও আলাপ করেন না,রামপুরবোয়ালিয়া হইতে একবেশ্যাকেলইয়া যাইয়া তাহারকুহকে মোহিত হইয়াছেন,যুবরাজের বয়ঃক্রম২৫বৎসরের অধিক হয় নাই,কিন্তু বেশ্যার বয়স ৫৫ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে ঐ বেশ্যা দীর্ঘাকারা কৃষ্ণা প্রেতিনীবিশেষ তথাপিযুবরাজ সেই প্রেতিনীর পাদসেবা করিতেছেন, ঐ বেশ্যা এক ফকীরকে প্রতি মাসে ১০ টাকা বেতন দেয়, ফকীর প্রতি দিবস পান পড়িয়া দিয়া যায়, যুবরাজ বেশ্যার হস্তে সেই পান গ্রহণ করেন, উক্ত মান্য রাজকুলে কখনও একলক্ষ শুনা যায় নাই কেহ পরদারাভিগমন করিয়াছেন,একরূপ নির্ম্মলকুলে কেবল দুই ব্যক্তি হইতে পাপ স্পর্শ হইয়াছে, এই পাপে এক ব্যক্তি পঙ্গু হইয়া বাতযাতনায় দিবারাত্রি ত্রাহি২ করিতেছেন, আর উক্ত যুবরাজ বাহাদুর পাপস্পর্শে সর্ব্বস্বহারা হইলেন, বেশ্যা সংসর্গ আরম্ভাবধিই বিষয় নষ্টহইতে আরম্ভহইয়াছে এবং পতিব্রতা স্ত্রীর অভিসম্পাতেও রাজা দিন২ ক্ষীণ হইতেছেন এবং আমি নিশ্চিত বলিতেছি যদি রাজা বাহাদুর ঐ বৃদ্ধাবেশ্যাকে পরিত্যাগ নাকরেন তবে কিঞ্চিৎকাল পরেই তাঁহাকে ক্ষয়কাশ আশ্রয় করিবে,আমি রাজা বাহাদুরের নিতান্ত আত্মীয় এইকারণ সৎপরামর্শ বলিতেছি অলক্ষ্মীবেশ্যাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন, বরং একমাস শ্রীযুতকে সময় দিলাম ইহার পরে পুনর্ব্বারানুসন্ধানে যদি জানিতে পারি আমার বাক্য গ্রহণ করেন নাই তবে ব্যক্ত রূপে লিখিয়া এই বিষয় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিব তাহাতে মান্য যুবরাজ গবর্ণমেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের নিকট লজ্জা পাইবেন।

বোধ হয় গবর্ণর বাহাদুরেরা আমারদিগের মায়া পরিত্যাগ করিলেন আর কোন গবর্ণর কলিকাতা নগরীয় রাজবাটীতে আসিয়া অবস্থান করিবেন না, বহুকাল হইল মধ্যে২ সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে কলিকাতা নগরীয় গবর্ণর কৌন্সেল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উঠিয়া যাইবে, গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় না থাকিলে এবিষয় বারম্বার প্রকাশ হয় নাই, বিশেষতঃ সম্প্রতি আন্দোলন হইতেছে বিলাতবাসি কর্ত্তাপক্ষ ব্যক্ত করিয়াছেন গবর্ণরেরা গবর্ণর কৌন্সেলকে আপনারদিগের সঙ্গে২ রাখিবেন তবেই জানা গেল কৌন্সেলের জন্য কলিকাতায় গবর্ণরদিগের আগমন হইবেক না, লার্ড আকলেণ্ড অবধি যত গবর্ণর আসিয়াছেন সকলেই উত্তর পশ্চিম দেশেতে কালক্ষেপ করিয়াছেন. বিশেষতঃ বর্ত্তমান গবর্ণর মহাশয় ও সেই রাজ্যেতেই বদ্ধমূল হইলেন, লাহোরীয় ঘোরতর সমর সময়ে শ্রীযুত লার্ড ব্যক্ত করিয়াছিলেন উত্তর পশ্চিম দেশীয় নীর সমীর তাঁহার সহ্য হইল না, এবং লেডীও পীড়িতা হইয়াছেন অতএব তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ জন্মক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন, তৎপরে মূলরাজ শেরসিংহ পরাজিত হইলেন, শীক রাজ্য বৃটিস রাজ্যভুক্ত হইল,এইক্ষণে সেই গবর্ণর শিমলা শিখরকে অমর নগর জ্ঞান করেন, সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া স্ত্রীপুরুষে সুখভোগ করিতেছেন এবং রাজা শেরসিংহের সহিত প্রথম যুদ্ধ যাহাতে জেনরল কিওরটন প্রভৃতি সেনাপতিগণের মৃত্যু হয় তাহার পরেই প্রিন্স লার্ড যে প্রধান সেনাপতির বিপক্ষে বিলাতে পত্র লিখিয়া ছিলেন এইক্ষণে লাহোরজয়ী সেই সেনাপতিকেও আপনার নিকটে শিমলা পর্ব্বতে আবাহন করিয়া উভয়ে একত্র রহিয়াছেন,ইহাতে কি আমরা বলিতে পারি না গবর্ণর বাহাদুর প্রধান সেনাপতি লার্ড গফ সাহেবের অখ্যাতি লিখিয়াছিলেন সেইজন্যে তাঁহাকে নিকট রাখিয়া মার্জ্জনা চাহিতেছেন,আমরা প্রথমতঃ জ্ঞান করিয়াছিলাম নবীন লার্ডবড়লুব্ধোধ,কেননা কলিকাতা নগরে আগমন মাত্র সস্ত্রীক হইয়া কাঠরায় যাইয়া আপনি দেখিয়া কাষ্ঠ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহাতে লার্ড ডেলহৌসি মহাশয়কে পরিমিত ব্যয়ী কে না বলিবেন, কি জানি চাকরেরা কাষ্ঠ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বহু ব্যয় করে এই কারণ স্বচক্ষে দেখিয়া অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন, এবং গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে অধিক ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এজন্য কৌশল করিয়াছিলেন কোম্পানি বাহাদুরের ঋণ পত্রের অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের মধ্যে কোন কাগজের পৃষ্ঠে কত টাকা সুদ লিখিত হইয়াছে, তাহার হিসাব দেখিবেন, কোম্পানি বাহাদুর যদি কাগজে লিখিত মূলধনাপেক্ষা সুদের হিসাবে অধিক টাকা দিয়া থাকেন তবে মহাজনেরা মূলধন পাইবেন না. কোম্পানি বাহাদুরের এক ব্যবস্থায় এই রূপাভাস লিখিত আছে,ডেলহৌসি সাহেব যদি আর কিঞ্চিৎকাল কলিকাতায় থাকিতেন তবে কোম্পানির কাগজধারি এতদ্দেশীয় লোকেরদের হাতে খোলা দিয়া মনীবদিগের উপকার করিতে পারিতেন. কিন্তু লাহোরীয় যুদ্ধানুষ্ঠানে পরিমিত ব্যয় ভুলিয়াযাইয়াএকেবারে বহু ব্যয়ী হইয়া উঠিলেন,গবর্ণমেণ্টের ধন অপব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার দরবারএবং বিবী সর্ব্বসমেত ডাকযোগে অম্বালায়যাত্রা করিলেন কিন্তু সর্ব্বারম্ভে তাঁহারগমনের কোন প্রয়োজনছিল না, অম্বালাওফিরোজপুরের সিবিরে বসিয়া যাহাকরিয়াছেন কলিকাতার কোর্ট উলিয়মদুর্গে বসিয়াও তাহাকরিতেপারিতেন, উক্ত সাহেবের গমনে কমিস্যারিএট ব্যয় ডাকব্যয় অধিক লাগিয়াছে, নেপিয়র সাহেবকে বিলাত হইতে আনাইয়াছেন, গফ সাহেবকে নিকট রাখিয়াছেন, বিলাতীয় কর্ত্তাদিগের অনুমতিক্রমে মরিচ উপদ্বীপ হইতে স্যার উলিয়ম গম সাহেব ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহার গমনাগমনের ব্যয় গবর্ণমেণ্টের দিক্‌ হইবে, এই সকল তাবৎ ব্যয় গবর্ণর বাহাদুর হইতেই হইয়াছে, এবং নেপিয়র সাহেবের অদৃষ্টেই বা কি হয় তাহাও বলা যায় না, বিলাতে প্রধান সেনাপতির সুখ্যাতি হইয়াছে, বিলাতীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিদোষে পদচ্যুত করিলেন, নবীন লার্ড এই সকল ভাবিয়া কাষ্ঠ হইয়া গিয়াছিলেন কি উপায়ে সম্ভ্রম রাখিবেন সেই উপায়ে ব্যাকুল হইয়া বিলাতে লিখিয়া থাকিবেন বঙ্গরাজ্য শাসিত হইয়াছে, তথায় ধন নাই, আর কেহ কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন না, যুদ্ধের গোলকালে সকলে ৪টাকাসুদি কোম্পানির কাগজ বিক্রী করিতেউঠিয়াছিলেন অতএব বঙ্গরাজ্যে কৌন্সেল রাখিয়া প্রয়োজন নাই, উত্তর পশ্চিম রাজ্যে ধন আছে, এ দেশের ভূমির রাজস্ব নিরূপিত হয় নাই, এবং লাহোর মূলতান হস্তে আসিল, এই সকল রাজ্যের ভূম্যাদির কর নির্দ্ধারিত করিতে পারিলে অধিক লভ্য হইবে অতএব গবর্ণর কৌন্সেলকে এতদ্রাজ্যে স্থাপিত করিলে উত্তম হয়, অনুমান করি এইরূপ লোভজনক বাক্যেতেই বিলাতীয় মহাশয়েরা মোহিত হইয়া থাকিবেন, বিশেষত উত্তর পশ্চিম দেশে কৌন্সেল স্থাপিত হইলে গবর্ণরেরা শিমলা শিখরে সুখে অবস্থান করিতে পারিবেন, তবে আর ধনহীন লোণাদেশে কেন আসিবেন, এই সকল বিবেচনায় অনুভব হইতেছে গবর্ণর মহাশয়েরা আমারদিগের মায়া পরিত্যাগ করিলেন।

বিবিধ সমাচার।

কলিকাতা ষ্টার পত্র পাঠে অবগতি হইল উত্তমাশা অন্তরীপের বীরবর গবরণর স্যার হেরিস্মিথ সাহেব শক্তটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, পরমেশ্বর করুন এই বীর ও বিজ্ঞ মহাশয় অতিশীঘ্র আরোগ্য হন।

ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের পাঠকগণের শ্রীবৃদ্ধ্যর্থ আপনারদিগের পত্রের পূর্ব্ব নিরূপিত মূল্যে বিলাতীয় " এটলস ফর ইণ্ডিয়া ,, নামক সমাচার পত্র বিতরণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা বিশেষ আহ্লাদযুক্ত হইলাম, এবং সাধারণ লোকেরা ইহাতেই বুঝিবেন তত্বধ্যক্ষগণ আপনারদিগের পত্রের উন্নতি জন্য ব্যয় লাঘব করিতে চাহেন না, প্রত্যুত অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছেন অতএব তাঁহারদিগকে অধিক ধন্যবাদ দিতে হয় এবং এস্থলে বক্তব্য এই যে বিদ্বান লোকেরা ইহার মর্ম্মজ্ঞ হইয়া ঐ পত্রের সাহায্য করিলে উচিত কর্ম্ম করিবেন, টাইমস পত্রের ভাষা অভিপ্রায় এবং ছাপা অত্যুত্তম,সম্পাদক মহাশয় স্বীয় পত্রের গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ কোন অংশেই ত্রুটি করেন না, সুযোগ্য লেখক ব্যয়বাহুল্যে এতাদৃশ পরিশ্রমপূর্ব্বক যখন পত্র সম্পাদন করিতেছেন তখন তাহা উত্তম হইবেক বিচিত্র কি, অতএব উত্তম দ্রব্য সুলভে পাইলে তাহাতে, গ্রাহকেরা অবশ্য অনুরাগ প্রকাশ করিবেন।

পেসোয়র প্রদেশীয় সমাচারে লেখে কাবোলাধিপতি দোস্ত মহম্মদ খাঁ কতক শাল ও অপরাপর বস্তু মেজর লরেন্স দ্বারা পথিমধ্য হইতে বৃটিস হস্তগত হইয়াছে তাহার মূল্য প্রায় ...০০০০ টাকা হইবেক, এইক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের কপাল দেখুন, দোস্ত মহম্মদ খাঁ কুমন্ত্রণাদ্বারা বৃটিস পক্ষের অনেক ব্যয় করাইয়াছিলেন এজন্য পরমেশ্বর তাঁহার ধন অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের হস্তে আনিয়া দিলেন।

মফস্বল লাইট পত্রের লাহোরীয় পত্র প্রেরক লেখেন মূলরাজ বৃটিস বিচারে নিষ্কৃতি পাইবেন অনেক লোকে এইহাই অনুমান করিতেছেন, দিল্লীগেজেট পত্রে মূলরাজের মোকদ্দমা সম্বন্ধী সাক্ষিগণের জোবানবন্দী পর্য্যন্ত প্রকাশ হইতেছে তত্তাবৎ সুদীর্ঘ এবিধা আমরা অনুবাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম না, কিন্তু পাঠক গণের শুশ্রূষা তাহার সারার্থ লিখিতে ত্রুটি করিবনা।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৮১৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ৩১ মে।

দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে কেডনহেড সাহেব অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত আপনারি অন্যান্য কর্ম্মের অতিরিক্ত সিংহভূমের চয়বাসার চিকিৎসকতা কর্ম্ম চালাইবেন।

শ্রীযুত জে ডি ক্রাফর্ড সাহেব মানভূমে সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক হইবেন।

১ জুন।

মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি ব্রাইট সাহেব ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট, বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত হডসন প্রাট সাহেব ঐ জিলাতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২ জুন।

শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায় ও শ্রীযুত মাকলেগন সাহেব ও শ্রীযুত সি পামর সাহেব যশোহরে গুদারার নৌকা দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

সারণের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে ই এস লিলি সাহেব ঐ জিলার দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব ঐ জিলার দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

শ্রীযুত মৌলবী সাদিক আহমেদের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত মৌলবী কামেল জিলা যশোহরের ফতওয়াদায়ক হইবেন।

প্রেরিতপত্র

মান্যবর শ্রীযুত ভাস্কর সম্বাদ পত্র প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, যেহেতুক গবর্ণমেণ্ট বারম্বার এতদ্দেশীয় বিচারকবর্গের এবং পোলিস দারোগাদিগের পদও বেতনবৃদ্ধির আদেশ করিয়াও এপর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারদিগের পরিশ্রম প্রতি দৃষ্টি এবং তাঁহারদের বেতন কি পদ বৃদ্ধির কোন সুনিয়ম প্রচার না করিয়া তাঁহারদিগকে অকর্ম্মণ্যতর ছাত্রদিগের ন্যায় পরীক্ষা না দিলে মুন্সেফী পাওয়া হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন অতএব গবর্ণমেণ্টের দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার প্রত্যাশায় আমি পারস্য ভাষায় এক আরজী অনুবাদ সহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিজে দস্তখত করণানন্তর কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধীন তাবৎ জেলার দেওয়ানী সেরেস্তাদারদিগের সরকারের চাকরীতে নিযুক্ত হওন কালের সংখ্যা নির্ণয় সহিত দস্তখত করাইয়া এবং জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুক্ত সেক্রেটরি মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া আমারদিগের মানস সাফল্য জন্য মনোযোগ করণার্থ অনুরোধ করিলাম অতএব ঐ পারস্য ভাষার আরজীর এক বঙ্গভাষানুবাদ এই পত্র সহকারে মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি অমূল্য ভাস্কর পত্রে স্থান দানে মানদান করিবেন।

হে মহাশয়, দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারেরা ভারতভূমির মনুষ্য এবং সরকার বাহাদুরের প্রজা, অধিকন্ত চাকর, ও সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহে তাঁহারদের পরিশ্রমের ত্রুটি নাই, এক্ষণে স্থায় কলিকাতাস্থ ইংলিস এবং বঙ্গীয় ভাষার সম্বাদপত্র সকলের সম্পাদক মহাশয়েরা যাঁহারা এই ভারতভূমির এবং তন্নিবাসি ব্যক্তিদিগের পরম বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী বলিয়া প্রকাশ আছে তাঁহারা কি হেতুবশাৎ আমারদিগকে ভ্রমেও মনে এবং আমারদের দুরবস্থা পরিবর্ত্ত নিমিত্তে সহায়তা করণে মনোযোগ করেন না, ইহার ভাব অনুভব হয় না, যদি বলেন আমলাবর্গ উৎকোচ গ্রহণে দুর্ণামগ্রস্ত আছেন তাঁহারা অনুগ্রহের যোগ্য নহেন তবে আমি জিজ্ঞাসা করি সাধারণ রূপে যে দোষ রাষ্ট্র আছে তাহা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত বিশেষ ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত গ্রহ করা কি শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত, অধিকন্ত যদি উৎকোচ গ্রহণের সাধারণ অপবাদ দেওয়ানী সেরেস্তাদারদিগের বৃদ্ধি ও উচ্চপদ প্রাপ্তির বাধাজনক হয় তবে বিচারকবর্গ মধ্যে আমলাবর্গ হইতে অধিকাংশ ব্যক্তি ঐ দোষে এককালীন কর্ম্মচ্যুত হওয়াতেও কেন ঐ বর্গের অন্যান্য নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা সময়ে২ পদ ও বেতনবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন এবং সম্পাদক মহাশয়েরাও তাঁহারদের উন্নতির নিমিত্তে সর্ব্বদাই আপন২ কাগজে সরকারবাহাদুরকে স্মরণ করাইতে ত্রুটি করেন না, অতএব উভয়দলেই দোষী,নির্দ্দোষী লোক মিশ্রিত থাকাতে একদলের দোষ ধৃত করা ও দ্বিতীয়দলের দোষ দৃষ্টি করা হইতে চক্ষু মুদিয়া থাকা পক্ষপাত কি না তাহা মহামহিম সম্পাদকেরাই বিবেচনা করুন,আর অধিক কি লিখিব,কেবলমহাশয়দিগের অনুগ্রহচাহি, আমি জাতিতে মোসলমান এবং দেশাচার মত শিক্ষাযোগ্য বয়সে পারস্য ভাষা ব্যতীত বঙ্গভাষার অনুশীলন করিতে পারি নাই,সরকারের দরবারহইতে পারস্য ভাষা গত সম্রাটের মৃতা ভাষা বলিয়া দূরীকৃতা হওয়ার পর সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ যোগ্য কিঞ্চিৎ বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়াছি অতএব আমার লেখাতে যে দোষ দৃষ্টি হইবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া চিরবাধিত করিবেন নিবেদন মিতি তাং ১২ জুন সন ১৮৪৯ ইং।

শ্রীএমাদ্দদীন মহম্মদ
জেলা দিনাজপুরের দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার।

আবেদন পত্রের অনুবাদ।

মহামাহিম মহামান্য দীনদুঃখ বিনাশকাগ্রগণ্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুক্ত সেক্রেটরি মহাশয় মহামহিমাগ্রগণ্যেষু।

যেহেতুক চাকরেরা মুনিবের নিকট আপন২ দুঃখ না জানাইলে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ হয় না এবং সুবোধ মুনিব অথচ শাসনকর্ত্তারা ভৃত্য এবং প্রজাবর্গের নিবেদন স্নেহ পূর্ব্বক শ্রবণ ও তদ্বিষয়ে মনোযোগ করণ আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন, অতএব সম্প্রতি আমরা যে বিষয়ে ক্ষুব্ধ আছি তাহা শ্রীযুক্ত অনরেবল গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের কর্ণগোচর করণার্থে মহাশয়ের সমীপে নিবেদন করা আবশ্যক বিধায় নিম্নে তাহা নিবেদন ক

রিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া আমারদিগের প্রার্থনা সফল হওনার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

অপ্রকাশ নাই যে গবর্ণমেণ্ট হইতে এদেশের ব্যক্তিবর্গের মর্য্যাদা ও পদ ও বেতন বৃদ্ধির নিমিত্তে সন ১৮৩১ ইংরেজীর ৫ কানুন দ্বারা মুন্সেফি ও সদর আমীনী ও প্রধান সদর আমীনী পদ নির্দ্ধারিত হয়। ঐ কানুনের বিধি কতক দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে সমভাবে জারী থাকিয়া সন ১৮৩৬ ইংরেজীর ৩০ জুলাইর প্রকাশিত গবর্ণমেণ্ট অর্ডরে প্রধান সদর আমীনী পদ সদর আমীন ব্যতীত এবং সন ১৮৪০ ইংরেজীর ৪ আগষ্টের প্রকাশিত গবর্ণমেণ্ট অর্ডরে সদর আমীনী পদ মুন্সেফ ব্যতীত ও মুন্সেফী পদ কমিটিতে পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতাপত্র পাওয়া ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যলোক না পাওয়ার আদেশ প্রকাশ হইয়া এপর্য্যন্ত ঐমত কর্ম্ম হইতেছে এবং উপরোক্ত হুকুম সকল ও সন ১৮৩৭ ইংরেজীর ২ আক্তোবরের গবর্ণমেণ্টের চিঠীর দ্বারা বিচারকবর্গের বেতন বৃদ্ধির যে আদেশ হয় তদ্দ্বারা ঐ বিচারকবর্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং তদাশ্বাসে অতি সন্তোষচিত্তে সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অপর পোলিস দারোগাদিগের বেতন অতি অল্প থাকা বিবেচনাতে তাহাদের নিমিত্তে সাধারণরূপে ৫০ টাকা বিশেষরূপে ৭৫ ও ১০০ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন সঙ্খ্যা নির্দ্ধারণ হইয়া এবং সময়ে২ তাঁহারা উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে পারিতোষিক পাইয়া সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে বিশেষ চেষ্টিত আছেন, এই সকল হুকুমের দ্বারা ব্যক্ত যে এদেশীয় ব্যক্তিদিগের মর্য্যাদা ও বেতন ও পদ বৃদ্ধি বিষয়ে সরকারের নিতান্ত মনোযোগ ও অনুগ্রহ আছে কিন্তু আমারদিগের অর্থাৎ দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারদিগের মোশাহেরা অতি অল্প ও তৎভারের কর্ম্ম অতি গরীয় হওয়াতেও এপর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি কি উচ্চ পদ পাওয়ার কোন আদেশ না হওয়াতে আমরা কিপর্য্যন্ত খেদিত আছি তাহা বর্ণনাতীত, কারণ এই যে যদ্যপি সরকারের প্রথম আমলদারীর সময়ের ন্যায় এদেশের তাবৎ লোকেরা মর্য্যাদা ও উচ্চ পদ পাওয়া হইতে বঞ্চিত থাকিতেন তবে আমরা আপনারদিগের পক্ষে সরকারের নিগ্রহ হওয়া গ্রহ না করিয়া খেদসাগরে নিমগ্ন হইতাম না কিন্তু যে অবস্থায় অন্য ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের প্রজা ও সরকারের চাকর হওয়া সত্ত্বে নিয়ত উচ্চ পদ ও বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন তাহাতে আমরা প্রজা এবং চাকর হইয়াও কি হেতুতে সরকারের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত আছি তাহা ধার্য্য করিতে না পারিয়া অবশ্য দুঃখিতাছি, যদ্যপিও ইমতেহান দেওয়ার পর মুন্সেফী পদ যাহা পদ বৃদ্ধি পাওয়ার সোপান হইয়াছে তাহাতে নিযুক্ত হওয়া সম্ভব বটে কিন্তু এস্থলে এই বিষয়ের প্রতি সরকারের মনোযোগ প্রার্থনা করি যে কমিটি নিযুক্ত হওয়া ও নব্য ব্যক্তিদিগের পরীক্ষা লওয়ার মূল হেতু এই যে বিচারক পদে যোগ্য ও বিদ্বান ও কৃতকর্ম্মা লোক নিযুক্ত হয়েন, আমরা বহুদিবস হইতে যাহার সংখ্যা আপন২ দস্তখতের নিম্নে লিখিতেছি দেওয়ানী সেরেস্তাদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সরকারের কানুন ও সদর আদালতের কানেক্টকসন ও সরকুলর অর্ডরের মর্ম্ম ও আদালতের রীতি ও ব্যবহার ও বিচারের ক্রম ইত্যাদি দায়র। বিচার সম্পর্কীয় বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া জেলা আদালতের হাকিমদিগের নিকট যোগ্যতার সর্টিফিকেট সকল পাইয়াছি এ অবস্থায় কম্ম না করা নব্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমাদিগকে গণ্য করিয়া পরীক্ষা লওয়ার আদেশ করা অনাবশ্যক এই নিমিত্তে জেলা আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী যাহারা সন ১৮৪০ ইংরেজীর ৪ আগষ্টের চিঠী জারী হওয়ার পর পরীক্ষার দায়ে ঠেকিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় মত সদর আদালতের হাকিমেরা সন ১৮৪৪ ইংরেজীর ২৩ আগষ্টের সরকুলর দ্বারা ঐ দায় হইতে মুক্ত করিয়া আদেশ করিয়াছেন তাঁহারা পরীক্ষা না দিয়া মুন্সেফী এবং যোগ্যতা বুঝিয়া সদর আমীনী পদ পাওয়ার যোগ্য হইবেন এবং তদনুসারে তাঁহারা ঐ পদ প্রাপ্তে সন্তোষ চিত্তে কর্ম্ম করিতেছেন অতএব আমরাও ভারতবর্ষের প্রজা এবং সরকারের চাকর ও সরকারের কর্ম্মে বিশেষ পরিশ্রম করার দাবিতে প্রার্থনা করি যে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনরল বাহাদুর আমারদের প্রতি উচিত অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক জেলা আদালতের জজদিগের দ্বারা আমারদিগের যোগ্যতার তদন্ত করিয়া বেতন বৃদ্ধি এবং পরীক্ষা না দিয়া মুন্সেফী ও সদর আমীনী পাওয়ার আদেশ করিয়া আমারদিগকে দুঃখ কূপ হইতে উদ্ধার করুন, অধিকন্ত এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক যে সন ১৮৩১ ইংরেজীর ৫ কানুন জারী হওয়ার পর দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারদিগের মধ্যে যাঁহারা মুন্সেফ এবং ক্রমে সদর আমীনী ও প্রধান সদর আমীনী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের যোগ্যতা ও কর্ম্ম দক্ষতার পক্ষে কোন দোষ দৃষ্ট হয় নাই বরং তাঁহারা ক্রমে সুনামও পদবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে সৈয়দ জনাবআলী ও শ্যামচাঁদ রায় ও মৌলবী মাইনুদ্দীন সকলে কয়েক জেলাতে সদর আমীনী ও প্রধান সদর আমীনী করিয়া কৌত হইয়াছেন এবং মৌলবী গোলাম আসগর ও চন্দ্রশেখর চৌধুরী এপর্য্যন্ত দিনাজপুর এবং পশ্চিম বর্দ্ধমানে উত্তমরূপে প্রধান সদর আমীনী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন অতএব আমরাও অবশ্য পদ ও বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্য ও প্রত্যাশাবান বটি কিন্তু সরকারের অনুগ্রহ না হইলে তাহা সফল হইতে পারে না এবিধায় এই ইংরেজী আরজীর দ্বারা আমারদের পারস্য ভাষার এক আরজী হুজুরে প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা যে মহাশয় গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুরে আমারদের দুঃখ দশা জানাইয়া তাহা সফল করিতে বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করেন ইতি।

জেলা।	নাম সেরেস্তাদার।	মোট কত বৎসর সরকারে চাকর।	কত বৎসর সেরেস্তাদার
দেওয়ানী আদালত।			
দিনাজপুর	শ্রীএমাদুদ্দীন মহম্মদ	১৬ বৎসর	৬ বৎসরে
পূর্ণীয়া	শ্রীগুরুদয়াল সেন	২৫	২
ভাগলপুর	শ্রীদিগম্বর সরকার	২২	১২
আজিমাবাদ	শ্রীমওলা বক্স	৩৭	৫
শাহাবাদ	শ্রীনজমুদ্দীন	১৬	১১
ত্রিহোত	শ্রীরিয়াজাতালী	২৫	১০
সারণ	শ্রীজওয়াদ হোসেন	৭	৩
বেহার	শ্রীরামানন্দ	৪০	১৩
তথা এডিসনল আদালত	শ্রীপঞ্চবনারায়ণ	২৭	১০
হুগলী	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী	৩৩	১৮
মেদিনীপুর	শ্রীকালিকানন্দ রায়	২০	৮
কটক	শ্রীদৌলতরাম	২৩	১১
চব্বিশপরগণা	শ্রীরামানন্দ মিত্র	৩৮	৩০
নদিয়া	শ্রীশাখাউদ্দীন মহম্মদ	১৮	৬
যশোহর	শ্রীহরনাথ রায়	১৪	৫
বাকরগঞ্জ	শ্রীগুরুপ্রসাদ সেন	২০	১
ঢাকা	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দত্ত	৩৬	১৫
ত্রিপুরা	শ্রীরিয়াজুদ্দীন	৫১	২১
চট্টগ্রাম	শ্রীবৃন্দাবন সেন	৩৬	২
ময়মনসিংহ	শ্রীজয়চন্দ্র গুহ	১৬	৪
রাজশাহী	শ্রীনবকিশোর সেন	৩৫	১১
মুরশিদাবাদ	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মজুমদার	২৫	৮
বীরভূম	শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়	৩০	৫
পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমান	শ্রীনবকিশোর দত্ত	১৫	৪
পশ্চিমবর্দ্ধমান	শ্রীতারিণীচরণ মুখর্য্যা	৩৩	১২
রংপুর	শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ সেন	৩৬	১২

মোকাম দিনাজপুর। তারিখ ১২ জুন [illegible]৪৯ ইং।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানা বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌমস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবুজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃসমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোযান্ধকারোজ্‌ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৩২ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৩ জুন। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১০ আষাঢ় শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

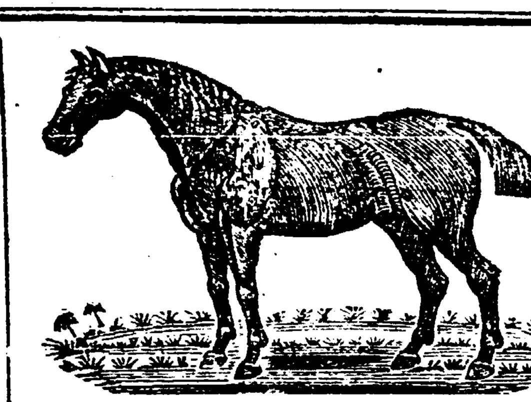

বিজ্ঞাপন।

মেসুয়ার্স কুক এবং কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনডিমনলেণ্ড নামক স্থান হইতে প্রেরিত একযুত ঘোটক সাধারণের দৃষ্ট্যর্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমান ইংরেজি মাসের অদ্য ২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেসুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধুবান্ধবগণকে লিখিতরূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনডিমনলেণ্ড অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানীর ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বেরপ্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্তস্বভাব যে এই যুতের মধ্যে একটী ঘোটককেও দরন্ত দেখা যায় না।

কলিকাতা।
১৪ জুন ১৮৪৯।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চ তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট
বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৩ ধারা। প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার আপনার পদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে এবং ঐ রেজিষ্ট্রার স্বরূপ তাঁহার হাতে যে সকল টাকা আইসে সেই সকল টাকার যথার্থরূপে ব্যয় করণের ও হিসাব রাখণের বিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে দুইজন জামিন সমেত কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি সাধারণে ও প্রত্যেক বণ্ড লিখিয়া দিবেন এবং ঐ রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবরণর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত সংখ্যক গুনাহগারীর দণ্ড ধার্য্য করেন সেই গুনাহগারী ঐ বণ্ডে লেখা থাকিবেক ইতি।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

প্রভাকর যন্ত্র হইতে একখানি মাসিক পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়া আমারদিগের নিকট আসিয়াছে তাঁহার নাম "সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা," আমরা তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি, সম্পাদকেরা গৌড়ীয় সাধুভাষায় আপনারদিগের উৎকৃষ্টাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদি প্রতিজ্ঞানুরূপ লিখিতে পারেন তবে অবশ্য যশস্বী হইবেন, ফলে অনুষ্ঠান উত্তম বটে অতএব আমরা উক্ত পুস্তক হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন।

এই চরাচর জগন্মণ্ডলে বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম ও তত্তৎ ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশক বহুতর পত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু সত্য ধর্ম্ম ঐ সমগ্র ধর্ম্মের মুলীভূত হইয়াছে, এই মুল ধর্ম্মের প্রকাশক কোন পত্র ছিল না, তাহাতে সত্যধর্ম্ম পরায়ণ জনগণের উৎসাহ অতি অনুন্নত থাকাতে আমরা বিশেষ যত্নবন্ত হইয়া এই "সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" নাম্নী অভিনব পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দ্বারা সাধারণে নিজ২ মনোমন্দিরে সত্যরূপ জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বকর্ত্তাকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপ রূপ প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবেন।

সত্য সুখানন্দ স্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বত্রগামী অনির্ব্বচনীয় অনন্ত শক্তিমান পরম কারুণিক জগৎপাতা পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই অণ্ডথ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুমধ্যে জীব সকলেরই প্রাধান্য প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু ঐ জীবগণ চারি প্রকারে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। ৪।

এই চতুর্ব্বিধ জীবেরমধ্যে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ কহিতে হইবেক, যেহেতু ইহারা সচেতন এবং বিশেষ জ্ঞানের পাত্র হয়েন। সেই জ্ঞানও দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ঐহিক ও পারত্রিক। ঐহিক জ্ঞানিরা ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া স্ত্রীপুত্র ধনাদি সম্ভোগকরত আপনারদিগকে সুখীকরিয়া মানেন, কিন্তু সাংসারিক সন্তাপ হইতে ইহারা কদাচ মুক্ত নহেন।

সাংসারিক সন্তাপ তিন প্রকারে গ্রথিত আছে, যথা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক। ৩।

এই ভয়ানক সন্তাপত্রয় হইতে মুক্ত হইবার জন্য উক্ত পারত্রিক জ্ঞানির মধ্যে কেহ২ রেচক পূরক ও কুম্ভকাত্মক প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্না পথে সঞ্চালনা করেন, কেহবা কিঞ্চিদুন্মীলিত নয়নে নিরন্তর নিজেষ্ট দেবতা চরণারবিন্দ ধ্যানাবনত চিত্ত হইয়া তদীয় মন্ত্র জপ করত পরমানন্দে কালযাপন করেন, কেহবা পরিমিতাহারী হইয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করত আনন্দচিত্তে পরমানন্দ সমাধি দ্বারা পরম পুরুষের সাধনা করেন, কতিপয় ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবোদ্দেশে বহ্নিকুণ্ডমধ্যে ঘৃতাহুতি প্রদানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন, কেহ২ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া শান্তচিত্তে অদ্বিতীয় গুণাতীত নিরাকার পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে লীন করিয়া জীবন্মুক্ত হয়েন।

অপূর্ব্বপূরের বিদ্যালয়।

১২৫৫ সালের বৈশাখ মাসে অপূর্ব্বপূরে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল তদধ্যক্ষ মহাশয়েরা এক বৎসরের বিবরণ মুদ্রাঙ্কিত এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক পুস্তক আমারদিগের দর্শনার্থ পাঠাইয়াছিলেন আমরা ঐ পুস্তক পাঠে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়ের উন্নতি হইয়াছে, গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ১৮৮ জন ছাত্র তথায় শিক্ষার্থ আসিয়াছেন, তাঁহারা দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ব্যাকরণ, অমরাভিধান, সংস্কৃত হিতোপদেশ, জ্ঞানপ্রদীপ, অঙ্কপুস্তক, সমাচারপত্র ইত্যাদি পাঠ করেন, রামরত্ন সরস্বতী, শ্রীমন্ত সরকার, কালাচাঁদ আচার্য্য এই তিন জন উপযুক্ত শিক্ষক অত্যন্ত পরিশ্রমে বালকগণকে শিক্ষাদান করিতেছেন, বৎসরান্তে অন্তেবাসির। পরীক্ষাকালে এমত পরীক্ষা দিয়াছেন তাহাতে পরীক্ষকেরা আনন্দিত হইয়া শিক্ষক ও শিক্ষিতগণের ধন্যবাদ করিয়াছেন, অপূর্ব্বপুরে যদিও সমূহ ভদ্রলোক বসতি করেন তথাপি বহুকাল হইল তথায় বিদ্যার কিরণ প্রচার হয় নাই, শিঙ্গুর নিবাসি পরাক্রান্ত জমীদার মৃত বাবু দ্বারকানাথ বসু স্বীয়াধিকারস্থ অপূর্ব্বপুর নিবাসি প্রজাগণকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মূর্খতম তৎপুত্রেরাও প্রজাদিগের প্রতি কেবল অত্যাচার করিয়াছেন বিদ্যালোচনার প্রসঙ্গও করেন নাই, তৎপরে দ্বারকানাথ বাবুও গেলেন, তাঁহার দুরন্ত সন্তানেরাও অন্তকালয়ে নীত হইলেন, এইক্ষণে তাঁহারদিগের বাটী অরণ্যভূমি হইয়াছে, প্রজাসকল নিস্তার পাইয়া বহুকাল পরে বিদ্যা বিস্তারের উপায় করিতেছেন, অতএব আমরা অপূর্ব্বপুর নিবাসি ভদ্রলোক সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করি, তাঁহারা অপূর্ব্বপুর মরুক্ষেত্রকে উর্ব্বর ক্ষেত্র করিলেন, ইহার পরে বিদ্যারত্নের বীর্য্যবান বীর্য্যের এমত সফল প্রকাশ হইবে তাহার আলোকে দেশের শোভাবৃদ্ধি করিবে।

আমরা এই প্রসঙ্গে সাধারণ মঙ্গল কার্য্যের বান্ধবগণকে নিবেদন করি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রতি বেতন নির্দ্ধারিত হয় নাই, এবং গবর্ণমেণ্টও ব্যয়সাহায্য করেননা, সাধারণ দানদ্বারা কার্য্য সম্পাদন হইতেছে অতএব প্রার্থনা করিতে পারি বিদ্যাগৌরব গৌরবিত মহাশয়েরা এককালীন বা সাময়িক দান দ্বারা উক্ত বিদ্যাগারের সাহায্য করিয়া আপনারদিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন, অপূর্ব্বপুরের বিদ্যাগারের ব্যয় কেবল দান দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা তাহার এই প্রমাণ দৃষ্টি করুন।

দাতাদিগেরনাম।	বার্ষিক দান। টাকা।	এককালীন দান। টাকা।
সদর দেওয়ানী আদালতের ডেপুটি রেজিষ্টর		
আনন্দচন্দ্র বসু	২৪	০
আনন্দলাল সরকার	১	০
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র	৪	০
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১	০
কালাচাঁদ ঘোষ	১	০
কালাচাঁদ সাঁতরা	১।।০	০
কালিকাস চক্রবর্ত্তি	১	০
কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত	২	০
কালীপদবন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
কাশীনাথ শর্ম্মা	২	০
কালীনাথবন্দ্যোপাধ্যায়	২	০
কীর্ত্তিদাস চক্রবর্ত্তি	১	০
কৃষ্ণকিশোর ঘোষ	০	৫
কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	২	০
কৃষ্ণপ্রসাদ সেন	০	২
কেদারনাথ মল্লিক	২	০
কৈলাসনাথ মল্লিক	১২	০
গঙ্গাপ্রসাদ বাবু	১	০
গঙ্গাগোবিন্দবাবু	১২	০
গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি	১	০
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
গুরুদাস বাবু	৩	০
গুরুদাস রায়	২	০
গোপালকৃষ্ণ রায়	০	২
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
গোবিন্দচন্দ্র গোপ	২	০
গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	০
গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
গৌর গোপাল মল্লিক	৪	০
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	০	২
চিন্তামণি সাঁতরা	১	০
জগন্মোহন চট্টোপাধ্যায়	৬	০
জগন্মোহন রায়	২	০
ঠাকুরদাস ন্যায়রত্ন	১	০
তারকচন্দ্র রায়	২	০
তারাচাঁদ ঘোষ	০	১০
দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	০	৮
দুর্গাপ্রসাদ বসু	২	০
দেবীচরণ পালিত	০	২
ধর্ম্মচাঁদ বাবু	২	০
ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
ধর্ম্মদাস মল্লিক	২	০
নবকিশোর সেন	১	০
নবগোপাল মল্লিক	৭২	৫০
নবদ্বীপনাথ বাবু	২৪	০
নীলকমল দে	৬	০
নীলমণিবন্দ্যোপাধ্যায়	০	২
নবীনচন্দ্র মজুমদার	১	১
পঞ্চাননবন্দ্যোপাধ্যায়	৪	০
বংশীবদন মিত্র	০	৫
বরদাচরণ মল্লিক	১	০
বাবুরাম পাল	১	০
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	১	০
বিশ্বম্ভর ঘোষ	২	০
বিশ্বম্ভর মিত্র	১	০
ভক্তরাম দাস	১	০
ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
ভগবানচন্দ্র মিত্র	২	০
ভৈরবচন্দ্র কল্য	১।।০	০
ভৈরবচন্দ্র রায়	১	০
মদনমোহনতর্কালঙ্কার	৩	০
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১।।০	০
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	২	০
মধুসূদন বিশ্বাস	৪	০
মধুসূদন সরকার	১	০
মনুরাম কল্য	১	০
মাধচন্দ্র মজুমদার	০	২
যজ্ঞেশ্বর বসু	১।।০	০
যোগীন্দ্রনাথ বাবু	১২	০
রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়	১	০
রঘুরাম চক্রবর্ত্তি	০	১
রমাপ্রসাদ রায়	০	৫
রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	০
রাজচন্দ্র হড়	১২	০
রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ	৫	০
রাধানাথ রায় শর্ম্মা	১	০
রাধানাথ বাবু	৩	০
রাধামাধব রায়	২	০
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	০
রামচন্দ্র হুই	২	০
রামচরণ কল্য	১	০
রামচরণ মল্লিক	১২	০
রামদুলালচট্টোপাধ্যায়	১	০
রামধন মোদক	১।।০	০
রামপ্রাণ রায়	১	০
রামলাল গোস্বামী	২	০
রামলাল বক্সী	১	।০
রামবিহারি কুণ্ডর	২	০
রূপচাঁদ হালদার	১	০
লালজী লালবাবু	১।০	০
লালা উদিতনারায়ণ	২	০
লালা জয়রাম	৫	০
লালা দেবকীনন্দন	১২	০
লালা শঙ্কর দত্ত	২	০
শম্ভুনাথ বাবু	১	০
শিবচন্দ্র সেন	০	৩
শিবু মোদক	১।।০	০
সুবল মণ্ডল	১	০
শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তি	১	০
শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাট	১	০
শ্রীনাথ সেন	০	২
শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়	১	০
সনাতন গিরি	১	০
সীতানাথ তর্কবাগীশ	১	০
হলধর প্রামাণিক	১	০
হলধর বেরা	১	০
হারাধন কুণ্ড	১।।০	০
হীরারামচট্টোপাধ্যায়	১২	০
ক্ষেত্রনাথ বাবু	২	০
এক্ষুদ্রার ন্যূন দানের সমষ্টি	৩৫৸/০	০
	৩৯৩।।/০	১০২
মাঘে বিবাহের রামভাটী আদিতে আয়		৩১
	৩৯৩।।/০	১৩৩
বার্ষিক দান		৩৯৩।।/০
		৫২৬।।/০

… আন্দোলন হইতেছে আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট রাজধানী পরিবর্ত্ত করিবেন, গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর উত্তরপশ্চিম দেশে থাকিবেন কলিকাতা হইতে গবর্ণর কৌন্সেলকেও সেই দেশে লইয়া যাবেন, অতএব আমরা বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারি না এই নূতন পরিবর্ত্তনা নুষ্ঠান কেন হইতেছে, উত্তর পশ্চিম রাজ্যে এমত কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হয় নাই কলিকাতা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজ্যে নূতন বসতির আবশ্যক হইয়াছে, বিশেষত গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে বিলাত ভারতবর্ষ উভয় রাজ্যে অধিক ঋণগ্রস্ত আছেন, আমরা শুনিয়াছি বিলাতীয় গবর্ণমেণ্টের ৭০০ কোটি টাকা ঋণ হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ১০০ কোটি টাকা ঋণের কাছাকাছী গিয়াছেন ৭০ কোটি যখন পার হইয়া উঠিয়াছে তখন ১০০ কোটিই বলিতে হয়, অতএব প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রস্ত সময়ে ব্যয় বাহুল্য কেন স্বীকার করেন বুঝিতে পারি না, গবর্ণর কৌন্সেল উঠিয়া গেলে তাহার সঙ্গে২ আরো চারিটা আফিস অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ফাইনেনসিয়াল, হোম, মিলেটরি, প্রাইবেট, আফিস লইয়া যাইতে হইবেক, এইকর্ম্ম স্থল চতুষ্টয়ের কর্ম্মচারি দিগের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয়ে প্রতি মাসে প্রায় ৪০ হাজার টাকা অধিক লাগিবে, এই সকল অপব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট অবসন্ন হইয়া আমারদিগকেও অবসন্ন করিবেন ইহাতেই আমরা ভীত হইয়াছি।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে আসিয়া কলিকাতাকেই প্রথম আশ্রয় করেন, তৎপরে কলিকাতার কৃপায় ক্রমে২ আসিয়াখণ্ডে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, যাহার অনুগ্রহাধীন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সম্রাট্ হইলেন তাহাকে পরিত্যাগ করিলে অধিক শ্রীবৃদ্ধি হইবেক না, বরং ইহাতে শ্রীহানি সম্ভাবনা, ইংরেজি ভাষার ইতিহাসেতেই লেখেন রোম নগরীয়, কনেষ্টেন টাইন নামক, রাজ্যপাল রাজধানী রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া কনেষ্টেণ্টিনোপল স্থানে নবীন রাজধানী করিয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন অতএব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অগ্রপর বিবেচনা করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন, যদি কহেন রোমীয় মহারাজ হীনবল হইয়া পর্ব্বতীয় লোকেরদের উৎপাতেরোমপরিত্যাগ করিয়াছিলেন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট হীনবল হয়েন নাই বরংপ্রবল বিপক্ষশীকদলকে পাদমূলে নিপাতিত করিয়া তাহারদিগের বক্ষস্থলে বসিয়াছেন অতএব এতাদৃশ উন্নতিকালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বিপন্নকালীন রোম গবর্ণমেণ্টের তুল্যস্থলহইতে পারেন না, তবে যাহা লিখিত হইল গ্রাহক মহাশয়েরা এই পর্য্যন্ত পাঠ করুন আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি রোমীয়েরদের ন্যায় ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে কি না।

হে পাঠকগণ, চিন্তাকরিতে২ এক ঘোরতর উৎপাতের সূত্রপাত মনে উদয় হইল, রুষীয়াধীশ্বর তুরুক রাজ্যেশ্বরের সহিত যে সন্ধি করিতেছেন ইহাই অলক্ষণের সূত্রবোধ হইতেছে তুরুকীয় মহারাজকে মহম্মদীয়ান রাজারা মহারাজ চক্রবর্ত্তি জ্ঞান করেন, তুরুক রাজ্যের সহিত রুষীয়াধিপতির যদি এরূপ সন্ধি হইয়া থাকে তবেতুরুক রাজারমরণেরুষরাজার মরণ, রুষ রাজারলাভেতুরুক রাজারলাভ তাহাতে মহম্মদীয়ানরাজ্যপাল মাত্র সকলি তুরুক রাজার বশীভূত সুতরাং পারসদেশীয় মহারাজ ও সেই সন্ধিতে আবদ্ধ হইবেন, তবেই ভারতবর্ষে রুষীয় মহাদল সৈন্যেরদের আগমনের পথমুক্ত হইয়াছে, রুষদেশীয় সৈন্যেরা ভারতবর্ষে আগমন করিবে তাহারদিগের পশ্চাৎ২ পারস্য সৈন্য তুরুকীয় সৈন্যেরাও সাহায্য করিতে আসিবে ইহা যদি সত্য হয় তবে আমারদিগেরগবর্ণমেণ্টচিন্তায়দুর্ব্বলওহইযাছেন. এবং অনুমান হয় মিত্র শত্রু রাজা গোলাপসিংহ ও যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত হইতেছেন, জেনরেল নেপীয়র সাহেব যে রূপে সিন্ধুরাজ্য লইয়াছিলেন সেই প্রকারে জম্বুরাজ্য লইবেন এই প্রত্যাশায় রাজা গোলাপসিংহকে পত্র লিখিয়াছিলেন তাঁহার অধীনে যত তোপ আছে তাহা ব্রিটিস হস্তে অর্পণ করুন, ইহাতে গোলাপসিংহ উত্তর দিয়াছেন তাঁহার সেনাপতিরা তোপ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়েন না, তবেই সমর সমারোহের উদ্যোগ দৃষ্ট হইতেছে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টই মহারাজ গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজ্যেশ্বর করিয়াছেন জেনরেল নেপিয়র সাহেব গোলাপ সিংহের তোপ কাড়িয়া লইতে চাহেন ইহা কি অন্যায় নহে অদ্য তোপ চাহিলেন কল্য তাহার রাজ্য চাহিবেন, না দিলে বলিবেন তোমাররাজ্যে প্রজাদিগের প্রতি অন্যায়হইতেছে, কিন্তুপ্রাণথাকতে গোলাপসিংহ ইহা সহ্যকরিতেপারিবেননা, রাজা গোলাপসিংহ যদি নেপিয়র সাহেবের অস্ত্র শস্ত্র চাহেন তবে কি নেপিয়র সাহেব দিবেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে প্রবল হইয়াছেন, প্রবল হইলেই কি অন্য লোকের সুখ স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে হয়, সিন্ধুদেশ গোয়ালিয়র, সেতারা, লাহোরাদির প্রতি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ অত্যাচার প্রচার হইয়াছে, আমরা অনেক ইতিহাসে দেখিয়াছি অত্যাচারি সিংহাসনাধিকারিকে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি ও বুঝি পৃথিবীর ঘৃণা জন্মিয়াছে, পুণ্যদেহে পাপ প্রবিষ্ট হইলে যাহা হইয়া থাকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অবশ্য জানেন অতএব আমারদিগের আর পর্ব্বতে ক্রন্দনের প্রয়োজন নাই।

মাসাতীতহইলআমরা মুরশিদাবাদ হইতে প্রেরিত এক পত্র পাইয়াছিলাম তাহাতে বিলপনীয় এই সম্বাদ লিখিত ছিল নবাবনেজামের উপযুক্তউপদেশক মীর্জা আওল কাশিন খাঁ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা এই মহাশয়ের যে রূপ গুণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে ইহার বিয়োগ অধিক শোককর বলিতে হইবেক, অধিক বলিবার আবশ্যক করে না যুব নবাবের রীতি চরিত্রাদি নিরীক্ষণ করণার্থ গবর্ণর বাহাদুর অনেক বাছনী করিয়া ইহাকে মনোনী করেনএবংইনিমহারাজারাজকৃষ্ণবাহাদুরের বিদ্যানুরাগ কালীন প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন।

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

কলিকাতার পোলীসের ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং কান সাহেব সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে ডাক্তরেরা তাঁহাকে সাগর গমনের পরামর্শ প্রদান করেন, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি বন্ধু সাহেব সুস্থির সমীরণ সেবনার্থ বিচিত্র বিমানারোহণে উপর রাজ্যে গমন করিয়াছেন এবং গমনকালে ব্যক্ত করিলেন এ পাপ দেশে আর আসিবেন না এবং পোলীসের কর্ম্ম দ্বারা সাহেবের যেসকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল তাহার এক কপর্দ্দক লইয়া যাইতে পারেন নাই।

স্ত্রী বিদ্যা বিষয়ক।

দেশোপকারক গুণাকর শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভূদেব ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় গুণাকর বরেষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, যদুপায় কিম্বা যদ্ব্যাপার দেশের কল্যাণকর শুভানুষ্ঠান এবং শুভ চিহ্ণ উপলব্ধি হয় তদ্ব্যাপারে যিনি উৎকৃষ্টোৎসাহ এবং সাহায্য প্রদানে একাগ্রচিত্ততা প্রকাশ করিতে পারেন তিনিই দেশ হিতৈষী এবং সজ্জন শ্রেণীতে পরিগণিত এবং সুবিজ্ঞ সুধীবর দিগের সন্নিধানে এবং সাধারণ সমাজে ধন্য মান্য ভাজন হয়েন, বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা গণকে দুরবস্থাগ্রস্ত এবং বিদ্যা বিহীনা দর্শনে তাঁহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে ব্যবস্থাপক সমাজাধিপতি মহামতি বিদ্যা বুদ্ধিতে বিখ্যাত শ্রীযুত ডিঙ্কওয়াটর বেথুন সাহেব কতিপয় সভ্য এবং দেশ হিতৈষি মহোদয়ের সাহায্যানুকূল্যে যে "ফিমেলস্কুল,, অর্থাৎ স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন উক্ত স্থাপ্য বিদ্যাগার প্রত্যুত দেশের কল্যাণকর এবং শুভ চিহ্ণ বোধে মহাশয় এবং মহাশয়ের বিখ্যাত পত্রের এবং অপরাপর সংবাদ পত্রের সুসভ্য সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহোদয়গণ এবং পাঠক বর্গ লেখনী ধারণ পূর্ব্বক উল্লেখিত বিদ্যাগার বটিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, মহাশয়ের ভাস্করোদিত স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ক সম্পাদকীয় উক্তি পাঠে যদ্রূপ পুলকান্বিত হইয়াছি তল্লেখনে লেখনী বল বিহীনা, অধুনা আমার অল্পবুদ্ধি ধারিণী লেখনী দেশের এবম্প্রকার শুভজনক ব্যাপারের কিঞ্চিদ্গুণ প্রকাশক কতিপয় বর্ণ প্রসব না করিয়া ক্লান্ত্যবলম্বন করিতে পারিলেন না, অতএব নিবেদন লিখিত বিষয় সমীপস্থ করিতেছি, ভরসা যে সংশোধনান্তর মহাশয়ের দেশ ব্যাপক ধন্য মান্যাগ্রগণ্য ভাস্কর পত্রৈক পার্শ্বে প্রকটন পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যা অত্যুত্তম, সুখদ শুভদ, নানা প্রকার গুণদ, অনেক সন্দেহের নাশক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের দর্শক, এবং পরমেশ্বর ভক্তি দায়কেত্যাদি অসাধারণ গুণ ধারিণী বিধায় সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতি দ্বারা শ্রেষ্ঠতর পরিগণিতা হইয়া আদরণীয়া হইয়াছেন, তদ্বিহীনে শ্রুতি এবং লোচন সত্ত্বে বধির ও অন্ধ, বস্তুতঃ কথিত শ্রুতি এবং লোচন পীড়ার কারণ, বিশেষত বিদ্যাবিহীনে কতপ্রকার অনিষ্ট এবং ভুষ্টকারক দোষোৎপত্তি হইয়া মনুষ্যকে পদে২ বিপদে পতিত করে তাহা কথনাতীত অতএব বিদ্যা যে পরম পদার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার গুণের আধার ইহা হিতোপদেশ কারেরা কহিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয়, বিদ্যার অতুল্যোজ্জ্বল এবং নির্ম্মল গুণ বর্ণনে গুণগ্রাম সুধীবর নাতি গ্রন্থকারদিগের লেখনী ক্লান্তা হইয়াছেন, তদ্বর্ণনে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি ধারিণী লেখনী নিরস্তত্যবলম্বন করিতে সহজেহ বাধিতা হইলেন, ফলতঃ মূল সূত্র এই যে এই অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠতর এবং পরম পদার্থ তদ্বিহীন হইয়া এতন্মহী মণ্ডলে জীবিত থাকা নিস্ফল এবং নিরর্থক শুদ্ধ চক্ষু কর্ণ সত্ত্বে অন্ধ ও বধির হইয়া দুঃখ সম্ভোগ করা মাত্র।

বহুকালাবসানাবধি অস্মদ্দেশস্থ অঙ্গনাগণ যাহারদিগকে গৃহপিঞ্জর কোকিলা বাচ্য করা যাইতে পারে, বিদ্যা পদার্থ বিহীনে চক্ষুকর্ণ সত্ত্বে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় হইয়া গৃহপিঞ্জরে এবং পুরুষ দিগের দাম্ভিকতা মিশ্রিত ভ্রান্তিমূলক কর্ত্তৃত্বাধীন শৃঙ্খলে বদ্ধাভাবে কালপাত করিতে বাধিতা হইয়াছেন, তাঁহারদিগের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ আন্তরিক ভাবের ভাবী হইয়া তদ্ভাবের নিগূঢ়ভাবানুভব করিলে এবং বাহ্য দুরবস্থা ঈক্ষণ কিম্বা বিবেচনাধীনে অর্পণ করিলে কি মর্ম্মভেদ হয় না, অধুনা স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ের প্রতিবন্ধকাচারক দিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে সুখ এবং রসাস্বাদন শক্তি কি শুদ্ধ পুরুষদিগকেই প্রদত্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা কি তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ও অধিকারিণী নহেন, অস্মদ্দেশীয় অঙ্গনাগণের প্রতি বিদ্যা শিক্ষা অথবা জ্ঞান পদার্থলাভ বিষয়ে কি কোন নিষেধ সূচক বিধি কিম্বা যুক্তি উক্ত হইয়াছে, জ্ঞান পদার্থ শুদ্ধ এতদ্দেশীয় অভিমানী পুরুষ জাতির অন্তর পরিতোষ ও পরিষ্কার এবং দাম্ভিকতা ও অভিমান পুষ্টির নিমিত্তেই কি সৃষ্ট হইয়াছে, স্ত্রীজাতি কি পুরুষের তুল্য সুখ ও দুঃখানুভব করিতে অসমর্থা, আপনারা বিদ্যু বিহীনে স্বচ্ছন্দে বিদ্যা পরম পদার্থের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া তদ্রসাস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিতোষে কালযাপন করিয়া স্ত্রীলোক দিগকে কথিত পদার্থের অপূর্ব্ব সুরস হইতে বঞ্চিতা করিয়া জন্মান্ধের ন্যায় রাখার একান্ত অভীচ্ছা এবং তদ্ভাব প্রকাশিকা বক্তৃতা অথবা প্রকাশ্য পত্র কিম্বা পর্য্যালোচনা এসকল কি তাঁহারদিগের অলীকাভিমান দাম্ভিকতা, এবং স্বার্থ পরতার পরিচয় প্রদায়ক নহে, স্ত্রীলোক দিগকে মূর্খস্থ স্বভাবে চিরকাল রাখাতে কি তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে কি কিঞ্চিন্মাত্র ঘৃণা ও দয়ার উদয় হয় না, যাহাহউক, এবিষয়ে যত বিবেচনা এবং বক্তৃতা করার অভিলাষ থাকে, ততই হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা শুদ্ধ দুঃখ দায়ক নানা ভাবোদয়ে পরিপূর্ণাশ্রু নেত্র হইয়া লেখনী অচলা হয়েন।

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যার বঞ্চিতাবশতঃ সতত পরনিন্দা ও কলহ ও অনর্থক বহু ব্যাপারে রত থাকিয়া কালগত করেন তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষা করিলে বহুবিধ উত্তমোত্তম পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা অন্তঃকরণ পরিতোষ করিতে শক্তা হইলে অনর্থক এবং কথিত ঘৃণিত ব্যাপার সকল হইতে বিরতা হইতেপারেন, বিদ্যা রসের কিঞ্চিৎ মর্ম্মজ্ঞ হইলে অন্তঃকরণে কত সুখোদয় হয়, তাহা সুধী মাত্রেহ বিবেচনা করিবেন।

অপরন্ত কামিনীরা বিদ্যাবতী হইলে ভ্রষ্টাচারিণী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবেন, ইহা বিবেচনা করিলে বিদ্যার মহিমার হানি জ্ঞান করিতে হয়, একণে অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া যে প্রকার তাঁহারদিগের সতীত্ব সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করিতেছেন তাহা কাহার অনুভূত না হইতেছে, মহাশয় বিবেচনা করুন, যে বিদ্যা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হওতঃ জ্ঞান নেত্রোন্মীলন হইয়া সদসৎ এবং দোষাদোষ, বিবেচনা করিতে শক্য হওয়া যায়, তদ্দ্বারা কি প্রকারে স্ত্রীলোকেরা ভ্রষ্টাচারিণী হইবেন, স্ত্রীজাতিরা কাব্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া স্বামির সহিত যে প্রকার রসালাপ করিয়া মনোরঞ্জন এবং চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন, বিদ্যা বিহীনারা সে প্রকার কদাচ করিতে সমর্থা হয়েন না, অপিচ স্ত্রী যদ্যপি স্বীয় বিদ্যা দ্বারা স্বামিকে রসিকতা পরিপূর্ণ পত্রাদি অথবা স্বামির নিকট হইতে আগত পত্রের সদুত্তরাদি প্রদানে সক্ষমা হয়েন, তবে কি প্রকার সুখানুভব হয় তাহা ব্যক্ত করণাপেক্ষা ব্যক্তিব্যূহের সহজেই উপলব্ধি হইবেক, ফলতঃ অস্মজ্জাতীয় অঙ্গনাগণের মহদুপকারিণী এবং বহু ফলপ্রদা বিদ্যাভ্যাস ... নিত জ্ঞান যোগ হইলে যে প্রকার চিত্তরঞ্জন এবং সুসভ্যতার কারণ হইবেক তাহা বিজ্ঞজন সমূহের অবিদিত নাই, এতদ্বিপরীতে অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা ও পরিপক্কতা এবং নিপুণতা ... মিলে অসম্ভাবনীয় নানা দুর্ঘটনা, কুক্রিয়া এবং দোষঘটনার ঘটক লোকে ... কুজ্ঞানী অভিমানী এবং স্বার্থপর ব্যক্তিরা যে সকল অমূলক ভ্রান্তি, অভিমান ও অমূলকাপত্তি উপস্থিত করিয়া ... দেশের মহদুপকার এবং মঙ্গলজনক ব্যাপারের পন্থাবরুদ্ধ করিতে ... গ্রসর হইয়াছেন, ও হইতেছেন ও হইবেন, তাঁহারা রাজসম্মানে সম্বর্দ্ধিত ... জ্ঞানে সজ্জন সমূহ সন্নিধানে প্রশংসাভাজন না হইয়া বরং " মিজেনথ্রপিষ্ট ... অর্থাৎ দেশোপকারক জ্ঞানে জনপদের হাস্যাস্পদের প্রধানস্থল হইবেন, ... ব্যাপারে কিম্বা যে ব্যাপারের অনুষ্ঠানে দেশোপকারের সম্ভাবনা তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে সাহায্যোৎসাহ প্রদান করিলে রাজসমীপে সমাদৃত এবং জনপদের বিজ্ঞব্যূহের ... তিষ্ঠাভাজন অর্থাৎ দেশোপকারক ... নীতে বিগণিত হইয়া স্মরণীয়হইতে পারেন, এবম্বিধ কর্ম্মে মনকে নিযুক্ত এবং পরিশ্রমকে প্রদান করাই বিধেয় ইতি। সং বিস্তরেণ ৩১ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কস্যচিৎ বরিশালস্থ ভাস্কর পাঠকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সপ্তাহে ... কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভূত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং বুজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সংপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনক্যয়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাস্বগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ। নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুকবর্গোপরোগৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দুৃবাজৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩২ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৩ জুন। দানীশাঙ্ক ৯৯ আন্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১০ আষাঢ় শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে ... পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা ... কালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ ... লের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক ... পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু লোকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টিয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক... তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক ... গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ... বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায় লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে ... প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ... পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা ... মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত ... আছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি... হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা... প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

...ধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি ...বাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্রে কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেনতবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

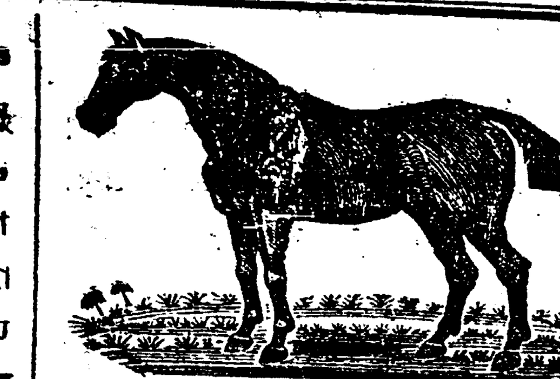

বিজ্ঞাপন।

মেসুয়ার্স কুক এবং কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনডিমনলেণ্ড নামক স্থান হইতে প্রেরিত একযুত ঘোটক সাধারণের দৃষ্ট্যর্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমানইংরেজিমাসের অদ্য ২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেসুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধু বান্ধবগণকে লিখিত রূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনডিমনলেণ্ড অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানীর ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বেরপ্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্তস্বভাব যে এই যূথের মধ্যে একটী ঘোটককেও দরন্ত দেখা যায় না।

কলিকাতা।

১৪ জুন ১৮৪৯।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চ তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৩ ধারা। প্রত্যেক রেজিষ্টার আপনার পদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে এবং ঐ রেজিষ্টার স্বরূপ তাঁহার হাতে যে সকল টাকা আইসে সেই সকল টাকার যথার্থরূপে ব্যয় করণের ও হিসাব রাখণের বিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে দুইজন জামিন সমেত কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি সাধারণে ও প্রত্যেক বণ্ড লিখিয়াদিবেন এবং ঐ রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবরণর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত সংখ্যক গুনাহগারীর দণ্ড ধার্য্য করেন সেই গুনাহগারী ঐ বণ্ডে লেখা থাকিবেক ইতি।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

প্রভাকর যন্ত্র হইতে একখানি মাসিক পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়া আমারদিগের নিকট আসিয়াছে তাহার নাম " সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা ,, আমরা তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি, সম্পাদকেরা গৌড়ীয় সাধুভাষায় আপনারদিগের উৎকৃষ্টাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদি প্রতিজ্ঞানুরূপ লিখিতে পারেন তবে অবশ্য যশস্বী হইবেন, কালে অনুষ্ঠান উত্তম বটে অতএব আমরা উক্ত পুস্তক হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন।

এই চরাচর জগন্মণ্ডলে বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম ও তত্তৎ ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশক বহুতর পত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু সত্য ধর্ম্ম ঐ সমগ্র ধর্ম্মের মূলীভূত হইয়াছে, এই মূল ধর্ম্মের প্রকাশক কোন পত্র ছিল না, তাহাতে সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ জনগণের উৎসাহ অতি অনুন্নত থাকাতে আমরা বিশেষ যত্নবন্ত হইয়া এই "সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" নাম্নী অভিনব পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দ্বারা সাধারণে নিজ২ মনোমন্দিরে সত্যস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বকর্ত্তাকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপরূপ প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবেন।

সত্য সুখানন্দ স্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বত্রগামী অনির্ব্বচনীয় অনন্ত শক্তিমান পরম কারুণিক জগৎপাতা পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই অখণ্ড ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুমধ্যে জীব সকলেরই প্রাধান্য প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু ঐ জীবগণ চারি প্রকারে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। ৪।

এই চতুর্ব্বিধ জীবেরমধ্যে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ কহিতে হইবেক, যেহেতু ইহারা সচেতন এবং বিশেষ জ্ঞানের পাত্র হয়েন এই জ্ঞানও দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ঐহিক ও পারত্রিক। ঐহিক জ্ঞানিরা ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া স্ত্রীপুত্র ধনাদি সম্ভোগকরত আপনারদিগকে সুখীকরিয়া মানেন, কিন্তু সাংসারিক সন্তাপ হইতে ইহারা কদাচ মুক্ত নহেন।

সাংসারিক সন্তাপ তিন প্রকারে গ্রথিত আছে, যথা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক। ৩।

এই ভয়ানক সন্তাপত্রয় হইতে মুক্ত হইবার জন্য উক্ত পারত্রিক জ্ঞানির মধ্যে কেহ২ রেচক পূরক ও কুম্ভকাত্মক প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্না পথে সঞ্চালনা করেন, কেহবা কিঞ্চিদুন্মীলিত নয়নে নিরন্তর নিজেষ্ট দেবতা চরণারবিন্দ ধ্যানাবনত চিত্ত হইয়া তদীয় মন্ত্র জপ করত পরমানন্দে কালযাপন করেন, কেহবা পরিমিতাহারী হইয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করত আনন্দচিত্তে পরমানন্দ সমাধি দ্বারা পরম পুরুষের সাধনা করেন, কতিপয় ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবোদ্দেশে বহ্নিকুণ্ডমধ্যে ঘৃতাহুতি প্রদানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন, কেহ২ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া শান্তচিত্তে অদ্বিতীয় গুণাতীত নিরাকার পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে লীন করিয়া জীবন্মুক্ত হয়েন।

অপূর্ব্বপুরের বিদ্যালয়।

১২৫৫ সালের বৈশাখ মাসে অপূর্ব্বপুরে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল তদধ্যক্ষ মহাশয়েরা এক বৎসরের বিবরণ মুদ্রাঙ্কিত এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক পুস্তক আমারদিগের দর্শনার্থ পাঠাইয়াছিলেন আমরা ঐ পুস্তক পাঠে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়ের উন্নতি হইয়াছে, গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ১৮৮ জন ছাত্র তথায় শিক্ষার্থ আসিয়াছেন, তাঁহারা দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ব্যাকরণ, অমরাভিধান, সংস্কৃত হিতোপদেশ, জ্ঞানপ্রদীপ, অঙ্কপুস্তক, সমাচারপত্র ইত্যাদি পাঠ করেন, রামরত্ন সরস্বতী, শ্রীমন্ত সরকার, কালাচাঁদ আচার্য্য এই তিন জন উপযুক্ত শিক্ষক অত্যন্ত পরিশ্রমে বালকগণকে শিক্ষাদান করিতেছেন, বৎসরান্তে অন্তেবাসিরা পরীক্ষাকালে এমত পরীক্ষা দিয়াছেন তাহাতে পরীক্ষকেরা আনন্দিত হইয়া শিক্ষক ও শিক্ষিতগণের ধন্যবাদ করিয়াছেন, অপূর্ব্বপুরে যদিও সমূহ ভদ্রলোক বসতি করেন তথাপি বহুকাল হইল তথায় বিদ্যার কিরণ প্রচার হয় নাই, শিঙ্গুর নিবাসি পরাক্রান্ত জমীদার মৃত বাবু দ্বারকানাথ বসু স্বীয়াধিকারস্থ অপূর্ব্বপুর নিবাসি প্রজাগণকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মূর্খতম তৎপুত্রেরাও প্রজাদিগের প্রতি কেবল অত্যাচার করিয়াছেন বিদ্যালোচনার প্রসঙ্গও করেন নাই, তৎপরে দ্বারকানাথ বাবুও গেলেন, তাঁহার দুরন্ত সন্তানেরাও অন্তকালে নীত হইলেন, এইক্ষণে তাঁহারদিগের বাটী অরণ্যভূমি হইয়াছে, প্রজাসকল নিস্তার পাইয়া বহুকাল পরে বিদ্যা বিস্তারের উপায় করিতেছেন, অতএব আমরা অপূর্ব্বপুর নিবাসি ভদ্রলোক সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করি, তাঁহারা অপূর্ব্বপুর মরুক্ষেত্রকে উর্ব্বর ক্ষেত্র করিলেন, ইহার পরে বিদ্যারত্নের বীর্য্যবান বীর্য্যের এমত সুফল প্রকাশ হইবে তাহার আলোকে দেশের শোভাবৃদ্ধি করিবে।

আমরা এই প্রসঙ্গে সাধারণ মঙ্গল কার্য্যের বান্ধবগণকে নিবেদন করি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রতি বেতন নির্দ্ধারিত হয় নাই, এবং গবর্ণমেণ্টও ব্যয়সাহায্য করেননা, সাধারণ দানদ্বারা কার্য্য সম্পাদন হইতেছে অতএব প্রার্থনা করিতে পারি বিদ্যাগৌরব গৌরবিত মহাশয়েরা এককালীন বা সাময়িক দান দ্বারা উক্ত বিদ্যাগারের সাহায্য করিয়া আপনারদিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন, অপূর্ব্বপুরের বিদ্যাগারের ব্যয় কেবল দান দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা তাহার এই প্রমাণ দৃষ্টি করুন।

দাতাদিগেরনাম।	বার্ষিক দান। টাকা।	এককালীন দান। টাকা।
সদর দেওয়ানী আদালতের ডেপুটি রেজিষ্টর আনন্দচন্দ্র বসু	২৪০	০
আনন্দলাল সরকার	১	০
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র	৪	০
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
কাৰ্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১	০
কালাচাঁদ ঘোষ	১	০
কালাচাঁদ সাঁতরা	১॥০	০
কালিকাস চক্রবর্ত্তি	১	০
কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত	২	০
কালীপদবন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
কাশীনাথ শর্ম্মা	২	০
কালীনাথবন্দ্যোপাধ্যায়	২	০
কীর্ত্তিদাস চক্রবর্ত্তি	১	০
কৃষ্ণকিশোর ঘোষ	০	৫
কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	২	০
কৃষ্ণপ্রসাদ সেন	০	২
কেদারনাথ মল্লিক	২	০
কৈলাসনাথ মল্লিক	১২	০
গঙ্গাপ্রসাদ বাবু	১	০
গঙ্গাগোবিন্দবাবু	১২	০
গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি	১	০
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
গুরুদাস বাবু	৩	০
গুরুদাস রায়	২	০
গোপালকৃষ্ণ রায়	০	২
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
গোবিন্দচন্দ্র গোপ	২	০
গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	০
গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
গৌর গোপাল মল্লিক	৪	০
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	০	২
চিন্তামণি সাঁতরা	১	০
জগমোহন চট্টোপাধ্যায়	৬	০
জগমোহন রায়	২	০
ঠাকুরদাস ন্যায়রত্ন	১	০
তারকচন্দ্র রায়	২	০
তারাচাঁদ ঘোষ	০	১০
দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	০	৮
দুর্গাপ্রসাদ বসু	২	০
দেবীচরণ পালিত	০	২
ধর্ম্মচাঁদ বাবু	২	০
ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
ধর্ম্মদাস মল্লিক	২	০
নবকিশোর সেন	১	০
নবগোপাল মল্লিক	৭২	৫০
নবদ্বীপনাথ বাবু	২৪	০
নীলকমল দে	৬	০
নীলমণিবন্দ্যোপাধ্যায়	০	২
নবীনচন্দ্র মজুমদার	১	১
পঞ্চাননবন্দ্যোপাধ্যায়	৪	০
বংশীবদন মিত্র	০	
বরদাচরণ মল্লিক	১	
বাবুরাম পাল	১	
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	১	
বিশ্বম্ভর ঘোষ	২	
বিশ্বম্ভর মিত্র	১	
ভক্তরাম দাস	১	
ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়	১	
ভগবানচন্দ্র মিত্র	২	
ভৈরবচন্দ্র কল্যা	১॥০	
ভৈরবচন্দ্র রায়	১	
মদনমোহনতর্কালঙ্কার	৩	
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১॥০	
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	২	
মধুসূদন বিশ্বাস	৪	
মধুসূদন সরকার	১	
মনুরাম কল্যা	১	
মাধবচন্দ্র মজুমদার	০	
যজ্ঞেশ্বর বসু	১॥০	
যোগীন্দ্রনাথ বাবু	১২	
রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়	১	
রঘুরাম চক্রবর্ত্তি	০	
রমাপ্রসাদ রায়	০	
রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	
রাজচন্দ্র হড়	১২	
রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ	৫	
রাধানাথ রায় শর্ম্মা	১	
রাধানাথ বাবু	৩	
রাধামাধব রায়	২	

ামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	০
ামচন্দ্র হুই	২	০
ামচরণ কল্যা	১	০
ামচরণ মল্লিক	১২	০
ামদুলালচট্টোপাধ্যায়	১	০
ামধন মোদক	১॥০	০
ামপ্রাণ রায়	১	০
ামলাল গোস্বামী	২	০
ামলাল বক্সী	১	।০
াসবিহারি কুণ্ডর	২	০
ূপচাঁদ হালদার	১	০
ালজী লালবাবু	১।০	০
লা উদিতনারায়ণ	২	০
লা জয়রাম	৫	০
লা দেবকীনন্দন	১২	০
লা শঙ্কর দত্ত	২	০
ম্ভুনাথ বাবু	১	০
শিবচন্দ্র সেন	০	৩
শিবু মোদক	১॥০	০
সুবল মণ্ডল	১	০
শ্যামারণ চক্রবর্ত্তি	১	০
শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাট	১	০
শ্রীনাথ সেন	০	২
শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়	১	০
সনাতন গিরি	১	০
সীতানাথ তর্কবাগীশ	১	০
হলধর প্রামাণিক	১	০
হলধর বেরা	১	০
হারাধন কুণ্ড	১॥০	০
হীরারামচট্টোপাধ্যায়	১২	০
ক্ষেত্রনাথ বাবু	২	০
একমুদ্রার ন্যূন দানের সমষ্টি	৩৫৬/০	০
	৩৯৩॥/০	১০২
গ্রামে বিবাহের গ্রামভাটী আদিতে আয়		৩১
	৩৯৩॥/০	১৩৩
বার্ষিক দান		৩৯৩॥/০
		৫২৬॥/০

আন্দোলন হইতেছে আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট রাজধানী পরিবর্ত্ত করিবেন, গবরণর জেনরেল বাহাদুর উত্তরপশ্চিম দেশে থাকিবেন কলিকাতা হইতে গবর্ণর কৌন্সেলকেও সেই দেশে লইয়া যাইবেন, অতএব আমরা বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারি না এই নূতন পরিবর্ত্তনানুষ্ঠান কেন হইতেছে, উত্তর পশ্চিম রাজ্যে এমত কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হয় নাই কলিকাতা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজ্যে নূতন বসতির আবশ্যক হইয়াছে, বিশেষত গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে বিলাত ভারতবর্ষ উভয় রাজ্যে অধিক ঋণগ্রস্ত আছেন, আমরা শুনিয়াছি বিলাতীয় গবর্ণমেণ্টের ৭০০ কোটি টাকা ঋণ হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ১০০ কোটি টাকা ঋণের কাছাকাছী গিয়াছেন ৭০ কোটি যখন পার হইয়া উঠিয়াছে তখন ১০০ কোটিই বলিতে হয়, অতএব প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রস্ত সময়ে ব্যয় বাহুল্য কেন স্বীকার করেন বুঝিতে পারিনা, গবর্ণর কৌন্সেল উঠিয়া গেলে তাহার সঙ্গে২ আরো চারিটা আফিস অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্সিয়াল, হোম, মিলেটরি, প্রাইবেট, আফিস লইয়া যাইতে হইবেক, এইকর্ম্মস্থল চতুষ্টয়ের কর্ম্মচারি দিগের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয়ে প্রতি মাসে প্রায় ৪০ হাজার টাকা অধিক লাগিবে, এই সকল অপব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট অবসন্ন হইয়া আমারদিগকেও অবসন্ন করিবেন ইহাতেই আমরা ভীত হইয়াছি।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে আসিয়া কলিকাতাকেই প্রথম আশ্রয় করেন, তৎপরে কলিকাতার কৃপায় ক্রমে২ আসিয়াখণ্ডে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, যাহার অনুগ্রহাধীন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সম্রাট হইলেন তাহাকে পরিত্যাগ করিলে অধিক শ্রীবৃদ্ধি হইবেক না, বরং ইহাতে শ্রীহানি সম্ভাবনা, ইংরেজি ভাষার ইতিহাসেতেই লেখেন রোম নগরীয়, কনেস্টেন টাইন নামক, রাজ্যপাল রাজধানী রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া কনেস্টেণ্টিনোপল স্থানে নবীন রাজধানী করিয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন অতএব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অগ্রপর বিবেচনা করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন, যদি কহেন রোমীয় মহারাজ হীনবল হইয়া পর্ব্বতীয় লোকেরদের উৎপাতে রোম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট হীনবল হয়েন নাই বরং প্রবল বিপক্ষীদলকে পাদমূলে নিপাতিত করিয়া তাহারদিগের বক্ষস্থলে বসিয়াছেন অতএব এতাদৃশ উন্নতিকালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বিপন্নকালীন রোম গবর্ণমেণ্টের তুল্যস্থলহইতে পারেন না, তবে যাহা লিখিত হইল গ্রাহক মহাশয়েরা এই পর্য্যন্ত পাঠ করুন আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি রোমীয়েরদের ন্যায় ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে কি না।

হে পাঠকগণ, চিন্তাকরিতে২ একঘোরতর উৎপাতের সূত্রপাত মনে উদয়হইল, রুষীয়াধীশ্বর তুরুক রাজ্যেশ্বরের সহিত যে সন্ধি করিতেছেন ইহাই অলক্ষণের সূত্রবোধ হইতেছে তুরুকীয় মহারাজকে মহম্মদীয়ান রাজারা মহারাজ চক্রবর্ত্তি জ্ঞান করেন, তুরুক রাজ্যের সহিত রুষীয়াধিপতির যদি একরূপ সন্ধি হইয়া থাকে তবেতুরুক রাজার মরণেরুষরাজার মরণ, রুষ রাজারলাভেতুরুক রাজারলাভ তাহাতে মহম্মদীয়ানরাজ্যপাল মাত্র সকলি তুরুক রাজার বশীভূত সুতরাং পারসদেশীয় মহারাজ ও সেই সন্ধিতে আবদ্ধ হইবেন, তবেই ভারতবর্ষে রুষীয় মহাদল সৈন্যেরদের আগমনের পথযুক্ত হইয়াছে, রুষদেশীয় সৈন্যেরা ভারতবর্ষে আগমন করিবে তাহারদিগের পশ্চাৎ২ পারস্য সৈন্য তুরুকীয় সৈন্যেরাও সাহায্য করিতে আসিবে ইহা যদি সত্য হয় তবে আমারদিগেরগবর্ণমেণ্টচিন্তায়দুর্ব্বলওহইযাছেন. এবং অনুমান হয় মিত্র শত্রু রাজা গোলাপসিংহ ও যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত হইতেছেন, জেনরেল নেপীয়র সাহেব যে রূপে সিন্ধুরাজ্য লইয়াছিলেন সেই প্রকারে জম্বুরাজ্য লইবেন এই প্রত্যাশায় রাজা গোলাপসিংহকে পত্র লিখিয়াছিলেন তাঁহার অধীনে যত তোপ আছে তাহা ব্রিটিস হস্তে অর্পণ করুন, ইহাতে গোলাপসিংহ উত্তর দিয়াছেন তাঁহার সেনাপতিরা তোপ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়েন না, তবেই সমর সমারোহের উদ্যোগ দৃষ্ট হইতেছে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টই মহারাজ গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজ্যেশ্বর করিয়াছেন জেনরেল নেপিয়র সাহেব গোলাপ সিংহের তোপ কাড়িয়া লইতে চাহেন ইহা কি অন্যায় নহে অদ্য তোপ চাহিলেন কল্য তাহার রাজ্য চাহিবেন, না দিলে বলিবেন তোমাররাজ্যে প্রজাদিগের প্রতি অন্যায়হইতেছে, কিন্তুপ্রাণথাকিতে গোলাপসিংহ ইহা সহ্যকরিতেপারিবেননা, রাজা গোলাপসিংহ যদি নেপিয়র সাহেবের অস্ত্র শস্ত্র চাহেন তবে কি নেপিয়র সাহেব দিবেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে প্রবল হইয়াছেন, প্রবল হইলেই কি অন্য লোকের সুখ স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে হয়, সিন্ধুদেশ গোয়ালিয়র, সেতারা, লাহোরাদির প্রতি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ অত্যাচার প্রচার হইয়াছে, আমরা অনেক ইতিহাসে দেখিয়াছি অত্যাচারি সিংহাসনাধিকারিকে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি ও বুঝিপৃথিবীর ঘৃণা জন্মিয়াছে, পুণ্যদেহে পাপ প্রবিষ্ট হইলে যাহা হইয়া থাকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অবশ্য জানেন অতএব আমারদিগের আর পর্ব্বতে ক্রন্দনের প্রয়োজন নাই।

মাসাতীতহইলআমরা মুরশিদাবাদ হইতে প্রেরিত এক পত্র পাইয়াছিলাম তাহাতে বিলপনীয় এই সম্বাদ লিখিত ছিল নবাবনেজামের উপযুক্তউপদেশক মীর্জা আওল কাশিন খাঁ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা এই মহাশয়ের যেরূপ গুণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে ইহার বিয়োগ অধিক শোককর বলিতে হইবেক, অধিক বলিবার আবশ্যক করে না যুব নবাবের রীতি চরিত্রাদি নিরীক্ষণ করণার্থ গবর্ণর বাহাদুর অনেক বাছনী করিয়া ইহাকে মনোনী করেনএবংইনিমহারাজারাজকৃষ্ণবাহাদুরের বিদ্যানুরাগ কালীন প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন।

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

কলিকাতার পোলীসের ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং কান সাহেব সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে ডাক্তরেরা তাঁহাকে সাগর গমনের পরামর্শ প্রদান করেন, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি বন্ধু সাহেব সুস্থির সমীরণ সেবনার্থ বিচিত্র বিমানারোহণে উপর রাজ্যে গমন করিয়াছেন এবং গমনকালে ব্যক্ত করিলেন এ পাপ দেশে আর আসিবেন না এবং পোলীসের কর্ম্ম দ্বারা সাহেবের যেসকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল তাহার এক কপর্দ্দক লইয়া যাইতে পারেন নাই।

স্ত্রী বিদ্যা বিষয়ক।

দেশোপকারক গুণাকর শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভূদেব ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় গুণাকর বরেষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, যদুপায় কিম্বা যদ্ব্যাপার দেশের কল্যাণকর শুভানুষ্ঠান এবং শুভ চিহ্ন উপলব্ধি হয় তদ্ব্যাপারে যিনি উৎকৃষ্টোৎসাহ এবং সাহায্য প্রদানে একাগ্রচিত্ততা প্রকাশ করিতে পারেন তিনিই দেশ হিতৈষী এবং সজ্জন শ্রেণীতে পরিগণিত এবং সুবিজ্ঞ সুধীবর দিগের সন্নিধানে এবং সাধারণ সমাজে ধন্য মান্য ভাজন হয়েন, বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা গণকে দুরবস্থাগ্রস্ত এবং বিদ্যা বিহীনা দর্শনে তাঁহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে ব্যবস্থাপক সমাজাধিপতি মহামতি বিদ্যা বুদ্ধিতে বিখ্যাত শ্রীযুত ডিঙ্কওয়াটর বেথুন সাহেব কতিপয় সভ্য এবং দেশ হিতৈষি মহোদয়ের সাহায্যানুকূল্যে যে "ফিমেলস্কুল,, অর্থাৎ স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন উক্ত স্থাপ্য বিদ্যাগার প্রত্যুত দেশের কল্যাণকর এবং শুভ চিহ্ন বোধে মহাশয় এবং মহাশয়ের বিখ্যাত পত্রের এবং অপরাপর সংবাদ পত্রের সুসভ্য সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহোদয়গণ এবং পাঠক বর্গ লেখনী ধারণ পূর্ব্বক উল্লেখিত বিদ্যাগার ঘটিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, মহাশয়ের ভাস্করোদিত স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ক সম্পাদকীয় উক্তি পাঠে যদ্রূপ পুলকান্বিত হইয়াছি তল্লেখনে লেখনী বল বিহীনা, অধুনা আমার অল্পবুদ্ধি ধারিণী লেখনী দেশের এবম্প্রকার শুভজনক ব্যাপারের কিঞ্চিদ্গুণ প্রকাশক কতিপয় বর্ণ প্রসব না করিয়া ক্ষান্ত্যবলম্বন করিতে পারিলেন না, অতএব নিবেদন লিখিত বিষয় সমীপস্থ করিতেছি, ভরসা যে সংশোধনান্তর মহাশয়ের দেশ ব্যাপক ধন্য মান্যাগ্রগণ্য ভাস্কর পত্রৈক পার্শ্বে প্রকটন পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যা অত্যুত্তম, সুখদ শুভদ, নানা প্রকার গুণদ, অনেক সন্দেহের নাশক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের দর্শক, এবং পরমেশ্বর ভক্তি দায়কেত্যাদি অসাধারণ গুণ ধারিণী বিধায় সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতি দ্বারা শ্রেষ্ঠতর পরিগণিতা হইয়া আদরণীয়া হইয়াছেন, তদ্বিহীনে শ্রুতি এবং লোচন সত্বে বধির ও অন্ধ, বস্তুতঃ কথিত শ্রুতি এবং লোচন পীড়ার কারণ, বিশেষত বিদ্যা বিহীনে কতপ্রকার অনিষ্ট এবং ভ্রষ্টকারক দোষোৎপত্তি হইয়া মনুষ্যকে পদেং বিপদে পতিত করে তাহা কথনাতীত অতএব বিদ্যা যে পরম পদার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার গুণের আধার ইহা হিতোপদেশ কারেরা কহিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয়, বিদ্যার অতুল্যোজ্জ্বল এবং নির্ম্মল গুণ বর্ণনে গুণগ্রাম সুধীবর নাতি গ্রন্থকারদিগের লেখনী ক্লান্তা হইয়াছেন, তদ্বর্ণনে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি ধারিণী লেখনী নিরস্তত্বাবলম্বন করিতে সন্দেহ বাধিতা হইলেন, ফলতঃ মূল সূত্র এই যে এই অখণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাণ্ড মধ্যে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠতর এবং পরম পদার্থ তদ্বিহীন হইয়া এতন্মহী মণ্ডলে জীবিত থাকা নিষ্ফল এবং নিরর্থক শুদ্ধ চক্ষু কর্ণ সত্বে, অন্ধ ও বধির হইয়া দুঃখ সম্ভোগ করা মাত্র।

বহুকালাবসানাবধি অস্মদ্দেশস্থ অঙ্গনাগণ যাহারদিগকে গৃহপিঞ্জর কোকিলা বাচ্য করা যাইতে পারে, বিদ্যা পদার্থ বিহীনে চক্ষুকর্ণ সত্বে, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় হইয়া গৃহপিঞ্জরে এবং পুরুষ দিগের দাম্ভিকতা মিশ্রিত ভ্রান্তি মূলক কতৃ ত্বাধীন শৃঙ্খলে বদ্ধাভাবে কালপাত করিতে বাধিতা হইয়াছেন, তাঁহারদিগের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ আন্তরিক ভাবের ভাবী হইয়া তদ্ভাবের নিগূঢ়ভাবানুভব করিলে এবং বাহ্য দুরবস্থা ঈক্ষণ কিম্বা বিবেচনাধীনে অর্পণ করিলে কি মর্ম্মভেদ হয় না, অধুনা স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ের প্রতিবন্ধকাচারক দিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে সুখ এবং রসাস্বাদন শক্তি কি শুদ্ধ পুরুষদিগকেই প্রদত্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা কি তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ও অধিকারিণীনহেন, অস্মদ্দেশীয় অঙ্গনাগণের প্রতি বিদ্যা শিক্ষা অথবা জ্ঞান পদার্থলাভ বিষয়ে কি কোন নিষেধ সূচক বিধি কিম্বা যুক্তি উক্ত হইয়াছে, জ্ঞান পদার্থ শুদ্ধ এতদ্দেশীয় অভিমানী পুরুষ জাতির অন্তর পরিতোষ ও পরিষ্কার এবং দাম্ভিকতা ও অভিমান পুষ্টির নিমিত্তেই কি সৃষ্ট হইয়াছে, স্ত্রীজাতি কি পুরুষদিগের তুল্য সুখ ও দুঃখানুভব করিতে অসমর্থা, আপনারা বিঘ্ন বিহীনে স্বচ্ছন্দে বিদ্যা পরম পদার্থের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া তদ্রসাস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিতোষে কালযাপন করিয়া স্ত্রীলোক দিগকে কথিত পদার্থের অপূর্ব্ব সুরস হইতে বঞ্চিতা করিয়া জন্মান্ধের ন্যায় রাখার একান্ত অলীকেচ্ছা এবং তদভাব প্রকাশিকা বক্তৃতা অথবা প্রকাশ্য পত্র কিম্বা পর্য্যালোচনা এসকল কি তাঁহারদিগের অলীকাভিমান, দাম্ভিকতা, এবং স্বার্থ পরতার পরিচয় প্রদায়ক নহে, স্ত্রীলোক দিগকে মুখস্থ স্বভাবে চিরকাল রাখাতে কি তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে কি কিঞ্চিন্মাত্র ঘৃণা ও দয়ার উদয় হয় না, যাহাহউক, এবিষয়ে যত বিবেচনা এবং বক্তৃতা করার অভিলাষ থাকে, ততই হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা শুদ্ধ দুঃখ দায়ক নানা ভাবোদয়ে পরিপূর্ণাশ্রু নেত্র হইয়া লেখনী অচলা হয়েন।

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যায় বঞ্চিতাবশতঃ সতত পরনিন্দা ও কলহ ও অনর্থক বহু ব্যাপারে রত থাকিয়া কালগত করেন তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষা করিলে বহুবিধ উত্তমোত্তম পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা অন্তঃকরণ পরিতোষ করিতে শক্তা হইলে অনর্থক এবং কথিত ঘৃণিত ব্যাপার সকল হইতে বিরতা হইতেপারেন, বিদ্যা রসের কিঞ্চিৎ মর্ম্মজ্ঞ হইলে অন্তঃকরণে কত সুখোদয় হয়, তাহা সুধী মাত্রেই বিবেচনা করিবেন।

অপরন্তু কামিনীরা বিদ্যাবতী হইলে ভ্রষ্টাচারিণী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবেন, ইহা বিবেচনা করিলে বিদ্যার মহিমার হানি জ্ঞান করিতে হয়, একণে অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া যে প্রকার তাঁহারদিগের সতীত্ব সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করিতেছেন তাহা কাহার অনুভূত না হইতেছে, মহাশয় বিবেচনা করুন, যে বিদ্যা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হওতঃ জ্ঞান নেত্রোন্মীলনহইয়া সদসৎ এবংদোষাদোষ বিবেচনা করিতে শক্য হওয়া যায়, তদ্দ্বারা কি প্রকারে স্ত্রীলোকেরা ভ্রষ্টাচারিণী হইবেন, স্ত্রীজাতিরা কাব্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া স্বামির সহিত যে প্রকার রসালাপ করিয়া মনোরঞ্জন এবং চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন, বিদ্যা বিহীনারা সে প্রকার কদাচ করিতে সমর্থা হয়েন না, অপিচ স্ত্রী যদ্যপি স্বীয় বিদ্যা দ্বারা স্বামিকে রসিকতাপরিপূর্ণ পত্রাদি অথবা স্বামির নিকট হইতে আগত পত্রের সদুত্তরাদি প্রদানে সক্ষমা হয়েন, তবে কি প্রকার সুখানুভব হয় তাহা ব্যক্ত করণাপেক্ষা ব্যক্তি ব্যূহের সহজেই উপলব্ধি হইবেক, ফলতঃ অস্মজ্জাতীয় অঙ্গনাগণের মহদুপকারিণী এবং বহু ফলপ্রদা বিদ্যাভ্যাস নিত জ্ঞান যোগ হইলে যে প্রকার চিত্তরঞ্জন এবং সুসভ্যতার কারণ হইবেক তাহা বিজ্ঞজন সমূহের অবিদিত নাই, এতদ্বিপরীতে অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাও পরিপক্কতা এবং নিপুণতা মিলে অসম্ভাবনীয় নানা দুর্ঘটনা, কুক্রিয়া এবং দোষঘটনার ঘটক বোধে কুজ্ঞানী অভিমানী এবং স্বার্থপর ব্যক্তিরা যে সকল অমূলক ভ্রান্তি, অভিমান ও অমূলকাপত্তি উপস্থিত করিয়া দেশের মহদুপকার এবং মঙ্গলজনক ব্যাপারের পন্থাবরুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ও হইতেছেন ও হইবেন, তাঁহারা রাজসমানে সমর্দ্ধিত সভ্যজ্ঞানে সজ্জন সমূহ সন্নিধানে প্রশংসাভাজন না হইয়া বরং " বিজ্ঞেনথুপিষ্ট „ অর্থাৎ দেশোপকারক জ্ঞানে জনপদের হাস্যাস্পদের প্রধানস্থল হইবেন, যে ব্যাপারে কিম্বা যে ব্যাপারের অনুষ্ঠানে দেশোপকার সম্ভাবনা তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে সাহায্যোৎসাহ প্রদান করিলে রাজসমীপে সমাদৃত এবং জনপদের বিজ্ঞব্যূহের প্রতিষ্ঠাভাজন অর্থাৎ দেশোপকারক শ্রেণীতে বিগণিত হইয়া স্মরণীয়হইতে পারেন, এবম্বিধ কর্ম্মে মনকে নিযুক্ত এবং পরিশ্রমকে প্রদান করাই বিধেয় ইত্যলং বিস্তরেণ ৩১ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কস্যচিৎ বরিশালস্থ
ভাস্কর পাঠকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ং গৃহ্ণা দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপেরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপ্রবর্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৩ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৬ জুন। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দ্লরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১৩ আষাঢ় মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১টাকা অগ্রিম ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা পাঠকালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদির আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ বচনের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [illegible] গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে [illegible] প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [illegible] পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা [illegible] মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিপ্রায় হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্রতি [illegible] বাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি,এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা সাধারণ সমীপে জানাইতেছি যে দুর্জ্জনদমন মহানবমীর জন্ম ধারণাবধি সন ১২৫৫ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ হয় তাহার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়া উত্তম রূপ ইংরাজী ছাপ বৌণ্ড ও সোণালী রেখা এবং মারবেল চর্ম্ম দ্বারা জেলদ হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে যে কোন মহাত্মা গ্রহণেচ্ছুক হইবেন সম্পাদকের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন মূল্য ৮ মুদ্রা।

সম্পাদক।
শ্রীঠাকুরদাস বসু।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রসুল স্ট্রিটে শ্রীযুত লার্ড বিসাপের প্যালেস অর্থাৎ বাটী যায় প্রবেশের দ্বার আগত ১ পৈলা আক্তোবর হইতে বিক্রয় হইবেক অতএব ঐ বাটীর মূল্য যিনি যত দিতে স্বীকার পাইবেন তিনি ফোর্ট উইলিএম দুর্গে শ্রীযুত কাপ্তান এইচ ফ্রেজর সিবিল আর্কিটেক্ট সাহেবের সমীপে আবেদন দর্শাইবেন এবং ঐ বাটীর দলীল দস্তাবেজ এবং প্লান অর্থাৎ নকসা উক্ত প্রশংসিত সাহেবের দপ্তরখানায় দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ২১ জুন।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্ষ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

দুর্জ্জনদমন মহানবমী সম্পাদক শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস বসু ভাস্কর যন্ত্রালয়ের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ৯।৩ সংখ্যক ভবনে আসিয়াছেন সাধারণ লোকেরা প্রেরিত পত্রাদি এই বাটীতে পাঠাইবেন।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা নগরীয় মান্য লোক সকলকে আমরা বারম্বার বলিয়াছি বাড়ী সকল জরীপ হইতেছে ইহার পরেই বাটীর টাক্স বৃদ্ধি হইবে অতএব নগর নিবাসিরা এই সময়ে নিবারণের উপায় চিন্তা করুন, তখন আমারদিগের কথায় কেহ মনোযোগ করেন নাই কিন্তু আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ফলিয়াছে, উকীল গ্রেহেম সাহেব নগরীয় বাটী সকলের টাক্স বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা নিশ্চিত জানিয়াছি শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীর টাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে রাজা বাহাদুর আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহার বাটীতে নূতন কোঠা কুঠরী বৃদ্ধি করেন নাই তবে কেন টাক্স বৃদ্ধি হয়, ইহাতে গ্রেহেম সাহেব রাজা বাহাদুরের এই সম্মান রাখিয়াছেন [illegible] টা

ক্রবৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎছাড়িয়া দিয়াছেন অতএব আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই সত্য হইল কিনা রাজধানীস্থ মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

এইক্ষণে ভূম্যধিকারি সভার বৃদ্ধ সম্পাদক বসু মহাশয় কোথায় গেলেন, তিনি কলিকাতা নগরীয় বারবধূগণ কেও সভ্যের আসনে আবাহন করিয়া, ইহতিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু,বলিয়াছেন,তাহারদিগের দ্বারে২ বেড়াইয়া আটগণ্ডা পয়সা পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়াছেন, লম্বা আশা দিয়াছিলেন তাবদুপদ্রব হইতে রক্ষা করিবেন, এখন বারাঙ্গনাদিগের বাটীর দ্বিগুণ টাক্স হয় এসময়ে কি বেশ্যাদিগের জন্য পরিশ্রম করিবেন না, যদি এই অন্যায় টাক্স নিবারণ করিতে না পারেন তবে আর বারবিলাসিনীরা মাসে২ আটগণ্ডা পয়সা দিয়া তাঁহার বৃদ্ধকালের পথ্যদালের অনুপান দুগ্ধ পানের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেক না, এবং যাঁহারা অগ্রে টাকা দিয়াছেন তাঁহারাও সুদ সহিত মূল ধন চাহিতে পারেন অতএব,, রণে পর্য্যটতেভীষ্মো বৃদ্ধঃ ষোড়শ বর্ষবৎ., মহাভারতের এই প্রমাণ স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ বসু মহাশয় প্রতিজ্ঞাপালন করুন, বাঙ্গালিপাড়ার পথ সকল কি ইংরেজপাড়ার পথের ন্যায় হইয়াছে, বাঙ্গালী পল্লীতে কি রজনীতে রাজপথে আলোক দেখা যায়, পথের ধূলা নিবারণার্থ কি বাঙ্গালিদিগের পথে ভিস্তিরা একবিন্দু জল দিয়া থাকে, তবে কেন বাঙ্গালিরা অধিক টাক্স দিবেন, বরং পূর্ব্বাবধি যাহা দিয়া আসিতেছেন তাহাও না দিতে হয় তজ্জন্য রাজদ্বারে নিবেদন করা উচিত।

উত্তর পশ্চিম রাজ্যের লেপ্টেনেন্ট গবরণরের আদেশানুসারে তৎ প্রদেশীয় প্রজা সংখ্যা ও দেশের অবস্থাদির বিষয় যাহা সম্প্রতি নির্ণীত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ গত প্রকাশিত ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া পত্রে গৃহীত হয়, এইক্ষণে পাঠক গণের বিজ্ঞাপনার্থ আমরা তাহার কয়েক প্রকরণানুবাদ গ্রহণ করিলাম, উত্তর পশ্চিম রাজ্যের কোন্ প্রধান নগরে কত মনুষ্য বসতি করেন তাহার তালিকা এই।

নগর সকলের নাম	প্রজা সংখ্যা
দিল্লী	১৩৭৯৭৭
সাহারণপুর	৩৪২৯৪
মিরাট	২৯৪০১৪
মোরাদাবাদ	৪৮৮৮০
আমরোহা	৭২৬৭৭
বেরালী	৯২২০৮
শাজাহানপুর	৬২৭৮৫
মথুরা	৪৯৬৭২
বৃন্দাবন	১৯৭৭৬
আগরা	৬৬০০৩
ফরক্কাবাদ	৫৬৩০০
কানপুর	১০৮৭৯৬
গোরক্ষপুর	৪৫২৬৫
মির্জাপুর	৭৯৫২৬
বারাণসী	১৮৩৪৯১

এই প্রদেশ সকলের পরিমাণ ৪৬' ৭০০০০ একর ভূমি যাহাতে করনিরূপিত আবাদী ভূমি ২৩১১২০০০ একর ঐ কৃষিকর্ম্ম যোগ্য ভূমি ৯৮১৬৯০০,, কর অনিরূপিত আবাদী ভূমি ১৭৩৩০০০,, আবাদি কৃষিকর্ম্ম যোগ্য ভূমি ১১৪০৮০০০,, এতাবতের বার্ষিক উৎপন্ন ৪০৫৩৫০০০ টাকা কর সংগ্রহার্থ শতকরা ৬৷৷০ টাকা ব্যয় হয়।

আবাদী ভূমির প্রতি একরে গবর্ণমেণ্ট গড়ে বার্ষিক ১৮০ এক টাকা বারো আনা করলন, এবং কৃষিকর্ম্ম যোগ্য ভূমির প্রতি ১৷৵৮ এক টাকা তিনআনা আট পাই গ্রহণ করেন।

পূর্ব্বোক্ত রাজকর ভিন্ন ষ্টাম্পকাগজ এবং আবকারী উৎপন্ন হিসাবে গবর্ণমেণ্ট তথা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২৮৯৪৮০৪ টাকা লভ্য করেন, উপস্থিত তালিকাতে সর্ব্বসুদ্ধ উত্তর পশ্চিম রাজ্যের প্রজা সংখ্যা ২৩২০০০০০ লোক লিখিত হইয়াছে, ইহার পঞ্চমাংশের একাংশ মাত্র যবন জাতীয়, অবশিষ্ট হিন্দু, এই প্রজাগণের তৃতীয়াংশের দ্বিতীয়াংশের অন্যূন লোকের কৃষিকর্ম্ম জীবনধারণোপায়, অপর ব্যক্তিরা অন্যরূপে উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু মোসলমানাপেক্ষা অধিক হিন্দুলোকেই চাস করে।

ফ্রেণ্ড সম্পাদক মহাশয় উল্লেখিত রাজ্যের ভূমির ও প্রজা সকলের পরিমাণে এই কালী করিয়াছেন প্রত্যেক ইংরাজী প্রচলিত ৫ ক্রোশের অর্থাৎ চতুর্দ্দিগে সমান ১ মাইল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোক অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত স্থানে প্রায় ৩২২ জন প্রজা বসতি করেন ইহা বিলাত অথবা চীন রাজ্যের বসতি অপেক্ষাও অধিক।

আহারীয় দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি উক্ত রাজ্যে সুলভ লভ্য এবং তত্রস্থ সাধারণ লোকেরা মন্ত্রীতে আসক্ত ও পরিমিতাচারী রূপে প্রজা বৃদ্ধি করেন।

মনুষ্য অজ্ঞানেরা যদি কোন কুকর্ম্ম করে তবে তাহারদিগের প্রতি ক্ষমা হইতে পারে যেহেতুক তাহারা সদসদ্বিবেচনা ক্ষম হয় নাই, কিন্তু যাঁহারা শিক্ষা কার্য্যে কালক্ষেপ করিয়াছেন এবং আপনারদিগকে নীতিজ্ঞ জানাইয়া অন্যের উপদেশক হইতে চাহেন তাঁহারা কুকর্ম্ম করিলে ক্ষমার পাত্র হইতে পারেন না, বরং অধিক দণ্ড যোগ্য হয়েন, অতএব আমরা শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তিকে ক্ষমা করিতে পারিলাম না, তারাচাঁদ বাবু বহুকাল ইংরেজি শিক্ষা করিয়াছেন এবং শুনিয়াছি বিজ্ঞলোকদিগের সংসর্গেও ছিলেন বিশেষত ঐ বাবু গৌড়ীয় ভাষায় মনু গ্রন্থের অনেকাংশের অনুবাদ করেন, কিন্তু এইক্ষণে জ্ঞান হইল চক্রবর্ত্তিবাবু অন্যকে পথ প্রদর্শনার্থ বহুকাল কেবল মশালচির কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান যোগ হয় নাই তিনি একজন মান্য কৌন্সেলির উপাসনা করিয়া এতদ্দেশের সর্ব্বোপরি বিরাজমান মহারাজাধিরাজের সমীপে কি এই অভিপ্রায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন মহারাজ বাহাদুরকে ভুলাইয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিবেন, কিন্তু শ্রীলশ্রীযুত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের রাজলক্ষ্মী চপলা নহেন এই কারণ মহারাজ বাহাদুর তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি অপেক্ষা অধিক সুবোধ হইয়াছেন অতএব তাঁহাকে যিনি ভুলাইতে চাহিবেন তিনিই অপদস্থ হইবেন।

বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি এই কথা বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন আর বেতন ভোগী হইয়া কাহারো আজ্ঞা পালক হইবেন না, ইহাতেই কলিকাতা নগরীয় বান্ধবেরা অনুমান করিয়াছিলেন চক্রবর্ত্তি স্বাধীনতার সুখানুভব করিয়াছেন পরাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া শাকান্নে তৃপ্ত ব্যক্তিকেও স্বাধীন এবং জ্ঞানী বলা যায়, রাজা যুধিষ্ঠির কহিয়াছিলেন ,, দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নবঃ। অঋণী চা প্রবাসী চ স বারিচর মোদতে,, তারাচাঁদচক্রবর্ত্তি যখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন তখন আমরা তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বকগ্রহণ করিয়াছিলাম, সিংহ মহাশয়দিগের ক্রীত সুকের সাহেবের প্রসিদ্ধ বাগানে আম রদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ তারাচাঁদ বাবু অনেকবার গমন করিয়াছেন আমরা তাঁহাকে জ্ঞানী ভাবিয়া তদুপযুক্ত সমাদর করিয়াছি, এবং কৌন্সেলি ক্লার্কসাহেবের অনুরোধে বর্দ্ধমানাধী[illegible]র সমীপে গৃহীত হইলেও ভাবিয়াছিলাম চক্রবর্ত্তি বাবু সুশিক্ষা গুণে রাজ[illegible] মীপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন এইক্ষণে ব[illegible] ধিরাজ বাহাদরকে সন্তুষ্টকরিয়া বর্দ্ধমা[illegible] নে আরো অধিক সাধারণ মঙ্গলকর্ম্ম [illegible] রিতে পারিবেন, তৎপরে শ্রুতিগত [illegible] ইল তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি রাজভৃত্য হয়ে[illegible] নাই কেবল বাসার ব্যয় বলিয়া প্রতি[illegible] বস চতুর্দ্দশ মুদ্রা লইতেছেন, তারাচাঁ[illegible] বাবুকে জিজ্ঞাসা করি বাসার ব্যয় কি[illegible] তন নয়, এবং কলিকাতায় বাসকা[illegible] ন কি প্রতি দিবস তাঁহার বাসার ব্যয়[illegible] তুর্দ্দশ মুদ্রা লাগিত, কলিকাতা নগ[illegible] তাবৎ দ্রব্য মহার্ঘ তাহাতেও তারাচাঁ[illegible] চক্রবর্ত্তির ১৫০ টাকা বেতনে উত্ত[illegible] পে সাংসারিক ব্যয় সম্পন্ন হইত, [illegible] বর্দ্ধমানাধিপতির ভৃত্য নহেন ইহা [illegible] লিয়াও বাসার ব্যয় প্রতি মাসে ৪২[illegible] কা লইতেছেন, ইহাতে কি তারাচাঁ[illegible] ক্রবর্ত্তির সুশিক্ষা এবং প্রতিজ্ঞানুরূপ[illegible] বহার হইতেছে, কিন্তু আমরা এবি[illegible] পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াও বিশ্বাস করি না[illegible] তৎপরে কলিকাতা নগরে প্রকাশ[illegible] ল বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি বর্দ্ধমানে[illegible] ইয়া প্রকাশ করিয়াছেন ''এডিসন[illegible] রাজা,, হইয়াছেন তারাচাঁদ বাবু তাঁ[illegible] র ভ্রাতুষ্পুত্র মধুসূদন চক্রবর্ত্তিকে যে [illegible] ত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই বি[illegible] স্বহস্তে লিখিয়াছেন এবং কলিকা[illegible] বাটীকরণার্থ মধুসূদনেরনিকট অনে[illegible] কা পাঠাইয়াদিয়াছেন, এবং তৎপ[illegible] আমারদিগের নিকট এক পত্র আ[illegible] ছিল শ্রীযুতের জন্মতিথ্যুপলক্ষিত [illegible] হোৎসবে গোলাপবাগে ইংরেজ [illegible] নৃত্যগীগের সভা হইয়াছিল তাহা[illegible] তারাচাঁদ বাবু সুরাপানে উন্মত্ত [illegible] অতি মান্য সুরূপ কোন ক্ষত্রিয় [illegible] কের প্রতি কুপ্রবৃত্তি সাধনার্থ আ[illegible] করেন তাহাতেই বাবু আমারদি[illegible] সন্দেহস্থল হইলেন এবং অনন্তর স[illegible] র পাইলাম শ্রীযুত মহারাজা বাহা[illegible] র নৃত্যাগ্যারের নৃত্যকর মানিক না[illegible] বালককে তারাচাদ বাবু ধরিয়া ব[illegible] ছিলেন, সে বালক অভিযোগ ক[illegible] মুক্ত হয়, মহারাজ বাহাদুর এসক[illegible] ষয় জানেন কিনা, আমরা বলিতে [illegible] রিলাম না, কিন্তু পুনর্ব্বার পত্র আ[illegible] তারাচাদ বাবু রাখালদাস ভাদুড়িকে রক্ষিতা স্ত্রীর ন্যায় রাখিয়াছেন সকলের সাক্ষাতেই তাহার মুখচুম্বনাদি করেন, এবং শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেবের সমীপে ঈশ্বর নামক বালক যে অভিযোগ করিয়াছে গত মঙ্গলবারের ভাস্করে আমরা তাহার প্রতিলিপী প্রকাশ করিয়াছি এবং স্বীকৃত ছিলাম এতদ্বিষয়ে লিখিব অতএব স্বীকারানুরূপ কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল এবং যাহা অবশিষ্ট রহিল ক্রমে তাহাও লিখিতে হইবেক, পুরাতন আমলাদিগের সহিত যোগাযোগের বিষয়ও আমারদিগের নিকট আসিয়াছে, যদি ইহা সত্য হয় তবে রাজসংসারের অনিষ্ঠ সম্ভাবনা, বিশেষত উপর যাহা লিখিত হইয়াছে ইহাতে বর্দ্ধমানস্থ মান্যলোকেরা চক্রবর্ত্তির সহিত কথা কহিতে লজ্জা জ্ঞান করিবেন, কলিকাতা নগরে আসিলেও ভদ্র সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না অতএব তারাচাঁদ বাবুর সুখ সুখ্যাতির যে আশা ছিল স্বকীয় দণ্ডাসি দ্বারাই তাহার মস্তকচ্ছেদ করিলেন।

শুভ বিবাহ।

চোরবাগান নিবাসি মহাকুলোদ্ভব দাতাগ্রগণ্য শ্রীযুত বাবুমদনমোহন মিত্র মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান কুমার বাহাদুরকে কন্যাদান করিয়াছেন, এই বিবাহে রাজা বাহাদুর যেমন রাজকীয় সজ্জায় সমূহ ভদ্রলোক বরযাত্র সহিত বরপাত্র লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন মিত্রবাবুও তেমনি সমারোহ পূর্ব্বক রাজপথে আসিয়া বরপাত্র ও বরযাত্রগণকে গ্রহণ করেন, তিনি রাজপথ আলোকময় করিয়া অনেক ভদ্রলোক এবং কয়েকদল ইংরেজি বাদ্যকর সহিত আসিয়া সকলকে স্বভনে লইয়া যান, এই বিবাহের সভাতে উভয় পক্ষীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ঘটক কুলীনাদি বহুতর লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারদিগের সমাদর আহার বিদায় এবং বরকন্যার অলঙ্কার ও দানসামগ্রী দান ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ে মিত্র বাবু সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

গত রবিবাসরীয় রজনীতে চন্দ্রিকা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীমান জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে রাজকৃষ্ণ বাবু বিলক্ষণ ঘটা করিয়াছিলেন এবং আহার ব্যবহার দানাদি বিষয়েতেও যশোগ্রহণ করিয়াছেন, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দাতা এবং ভব্য, তাঁহার বিবেচিত কার্য্যের কোন অংশে ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা কি।

জম্বু রাজ্য।

প্রকাশ হইয়াছে আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্যাধিপের নিকটস্থ তাঁহার তোপ সকল চাহিয়াছেন তাহাতে জম্বুরাজ তদর্পণে স্বকীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়াও অধীন প্রজাকালের প্রতিষেধ হেতু দর্শাইয়া ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অবহেলন করেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক আমরা এই উপলক্ষে লিখিয়াছিলাম ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতদুত্তর বলিতে পারেন প্রজাগণকে দমনে রাখিতে যিনি শক্ত নহেন তিনি রাজ্য শাসনের যোগ্য পাত্র হইতে পারেন না এবং এই মত ভেদে জম্বু রাজ্য আক্রমণ করিলেও করিতে পারেন, আমারদিগের এই আনুমানিক বিষয় এই ক্ষণে সপ্রমাণ হইল, ইংরাজি পত্রে লেখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর রাজা গোলাবসিংহকে স্পষ্টরূপে পত্র লিখিয়া তাঁহার কামান সকল পুনর্ব্বার চাহিয়াছেন, অতএব বৃদ্ধ রাজা এইবারে স্বীয় প্রজা বা প্রবল রাজা ইহার একের সন্তোষ করিতে গেলে অপরের ক্রোধে পতিতহইবেন তাহাইঘটিল কিন্তু তিনি সহজে অস্ত্রত্যাগকরণ রাজধর্ম্মের বিপরীতকর্ম্ম বিহিতবিবেচনা করিবেন ইহা উপলব্ধি হয়না, প্রত্যুত ব্রিটিস ভয়ে অনিচ্ছাতেও এমত অবৈধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে যুদ্ধপ্রিয় প্রজা কর্তৃক নিবারিত হইবন তবেই তাঁহার সমরাশ্রয় ব্যতীত উপায় নাই, ইহাতে জয়াজয়ের যদিচ সন্দেহ নাই তথাপি আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের ইষ্টসাধনে বহুলপ্রাণিহানি ধন নষ্টবিশেষ কষ্ট হইবেক তাহার সন্দেহ কি, এবং এতদ্রাজ্যমস্থন পূর্ব্বক যে সারযুত গ্রহণ করিতেছেন পুনঃ পুন এতদ্রূপ যুদ্ধানলে তাহা আহুতি প্রদানে যদিচ তাঁহারদিগের ক্ষোভ না জন্মে তথাপি আমরা আর দুঃখ সহ্য করিতে পারি না, ভারত রাজ্য নিস্ব প্রায় হইল, বিদেশীয় রাজপুরুষেরা ইহার অবস্থার প্রতি দৃকপাত মাত্র করেন না, নিয়ত যুদ্ধে ব্যস্ত আছেনতাচ্ছল্যেরএই হেতুবাদ বলিয়া থাকেন কিন্তু অকারণ বিরোধ হইতে কেনইবা নিবর্ত্ত না হয়েন ইহার প্রকৃষ্ট কারণ বলিতে পারিবেন না ইহা কি সামান্য খেদকর অন্যায়, রাজ্যবৃদ্ধির সহ ইংরাজদিগের ধন মান বৃদ্ধি হইতেছে, সহজেই তাঁহারা ইহাতে হর্ষ বিজ্ঞাপন করিবেন কিন্তু আমারদিগের ভাগ্যে বিপরীত ফলই উপস্থিত হয়, অতএব আমারদিগের আক্ষেপ ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

জম্বুপতির সহ যে কৌশলে যুদ্ধ ঘটাইবার আঁকার হইতেছে যদিও আমরা ইহা অন্যায় দেখিতেছি তথাপি সভ্যাভিমানি জাতীয়েরা ন্যায় যুদ্ধ বর্ণনার্থ কহেন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট গোলাবসিংহকে এই অভিপ্রায়ে জম্বুরাজ্য র স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন তিনি সময়ক্রমে সদ্ভাব দেখাইয়া সাহায্য করিবেন, কিন্তু গত শীক যুদ্ধে যদ্রূপ কাপট্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে আর ব্রিটিস পক্ষের স্নেহ পাত্র হইতে পারেন না, বরং তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা নিরীক্ষণাবশ্যক হইয়াছে ইহাতে তাঁহাকে নিরস্ত্র করাই রাজ ব্যবহার, বিশেষতঃ শীকেরা এপর্য্যন্তও আয়ত্ত হয় নাই তাহারা সাবকাশ প্রাপ্ত হইলেই কাশ্মীর ও জম্বু পর্ব্বতাশ্রয় করিয়া যুদ্ধে পুনঃ প্রবর্ত্ত হইবে তন্নিবারণার্থেও এই উত্তম উপায় উচিত, ইত্যাদি কিন্তু আমরা এমত স্বার্থপরতার উপদেশের পোষকতা করিয়া প্রতিপন্ন হইতে বাসনা করি না বিশেষত যথায় কথা রক্ষা পাইবেক না তথায় ব্যর্থ বাক্য বিন্যাসের আবশ্যক করেনা তজ্জন্য ক্ষান্ত্যবলম্বন করিলাম।

টাইম্স পত্রে লেখে বিলাতবাসী প্রসিদ্ধ গুণি মওর সাহেব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, মৃত মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রন্থাদিই তাঁহার ব্যাখ্যার উত্তম প্রমাণ রহিয়াছে, এমত উপযুক্ত লোক অধিক দৃষ্ট হয়েন না।

পরমপূজনীয় দুর্জনদমন কারক শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণ সরসীরুহরাজেষু।

সম্পাদক মহাশয়, গত শনিবার দিবসে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মাসিক ব্যয় নির্দ্ধারণ জন্য তত্ত্বাবধারকদিগের এক সভা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারা এক প্রকার স্থির করিয়াছেন ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিদিগের বেতন. ন্যূন করা যায় এবং খাজাঞ্চী ও তদধীনে যে সকল আমলা আছেন তাঁহারদিগের কারণ যে প্রতিমাসে ২১৪ টাকা ব্যয় হইয়া আসিতেছিল তন্মধ্যে কেবল ১০০ এক শত টাকা দেওয়া যাইবে, যেহেতুক টাকা আদায়ের নিমিত্তে দুই চারি জন ক্ষুদ্র বেতনভোগী সরকার এবং একজন মুহুরর ব্যতীত খাজাঞ্চী কিম্বা তাঁহার আমলাদিগের কোন আবশ্যক নাই, সম্পাদক মহাশয়, তত্ত্বাবধারকেরা ব্যাঙ্কের বিষয়ে এরূপ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি কারণ এ অসময়ে যখন ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধ ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই নাই তখন তাহার কয়েক টাকা অনর্থক ব্যয় হইতেছিল, ঘরে বসিয়া অনেকে মাহিয়ানা প্রাপ্ত হইতেন, বাঙ্গালি মহলে দশ জন কর্ম্মচারির মধ্যে খাজাঞ্চী শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একজন ইংরাজী কর্ম্মে অপর এক জন বাঙ্গালা মুহুরর এবং দুই জন বিল আদায়ী সরকার ভিন্ন আর কেহ দৃষ্ট হইতেন না, এবং দুর্গাকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি যিনি অনর্থক ৪০ টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন তিনি কি কারন কার্য্যস্থলে যান না তাহা সন্ধান লইয়া পরে লিখিব, এক্ষণে ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধারক মহাশয়দিগকে আমি অনুরোধ করি তাঁহারা ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিবেন, তিনি বহুকালাবধি উক্ত স্থলে কর্ম্ম করিতেছেন এবং কার্য্য বিষয়ে বিশেষ নিপুণ হইয়াছেন, কল্য সোমবারে তত্ত্বাবধারকদিগের পুনরায় এক সভা হইবার কল্প আছে, তাহাতে কি হয় মহাশয়কে পশ্চাতে জানাইব ইতি সন ১২৫৬ সাল ১১ আষাঢ় রবিবার।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দপ্তর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

গৃহ বিচ্ছেদ অর্থাৎ অনৈক্য ইতাবৎ অনর্থের মূল হয় নীতিশাস্ত্রে বারম্বার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে, মনুষ্যেরা যখন বিপদগ্রস্ত হয়েন অথবা তাঁহারদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকে তখন পরস্পর সাহায্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকারণের উপকারার্থী হয়েন কিন্তু সম্পৎকাল উপস্থিত হইলে অথবা বহুকাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণস্থ মানস পূর্ণ হইবার আশা পথ দৃষ্ট হইলে সকলেই স্বার্থপর হইয়া আপনাপন লাভের চেষ্টা করেন, এবং যদ্যপি তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা অথবা ভাগ্যক্রমে অন্যাপেক্ষা উক্ত কার্য্য সাধনে অগ্রবর্ত্তি হয়েন তবে পূর্ব্ব মতাবলম্বি মহাশয়েরা তাঁহার দ্বেষ করিতে আরম্ভ করেন এবং যাহাতে সমুদায় কার্য্য বিফল হয় এমত চেষ্টা করিয়া থাকেন, এতদ্বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ নানা বিধ দৃষ্টান্ত আছে, বিশেষতঃ সম্প্রতি এতন্নগরে অতি আশ্চর্য্য এক ব্যাপার হইতেছে তদ্দ্বারা ম

নুষ্যদিগের অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত হিংসা ও খলতা পূর্ণ তাহাই বিশিষ্টরূপে বোধগম্য হইবে।

মহাশয়, বেথুন সাহেব কর্তৃক স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপন হইবার পূর্ব্বে আমি ইংরাজি ভাসায় সুপণ্ডিত এতদ্দেশস্থ যে২ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি তাঁহারা সকলেই কহিয়াছেন স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা না হইলে দেশের উন্নতি এবং সভ্যতা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, যে মহাত্মা এই মহৎ কর্ম্ম সাধন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন তাঁহার প্রতি দেশস্থ তাবৎ লোকের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত দ্বারা এমত স্পষ্ট বোধ হয় স্ত্রীলোকেরাই জ্ঞান বৃদ্ধির ও সভ্যতা বৃদ্ধির মূল কারণ হয়েন, বিশেষত অজ্ঞানা বুদ্ধি হীনা অবলাদিগের সহিত কথোপকথনে সন্তোষ জন্মিতে পারে না বরং তাঁহারদিগের সহিত সহবাসে সন্তানাদি কুক্রিয়ান্বিত ও কুপথগামী হইতে পারে,, যাঁহারা পূর্ব্বে এই সকল বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসে নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কেহ বিপক্ষ বাদী হইলে তাঁহার প্রতি হাস্য বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই সংপ্রতি তাঁহারদিগের মধ্যেই কেহ২ অতি সুধার্ম্মিক ও দয়াবান এবং সর্ব্বজন হিতৈষী মহাত্মা বেথুন সাহেবের নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, যেহেতু উক্ত ব্যক্তি প্রকাশ্য পাঠশালায় তাঁহারদিগের অতি শৈশবাবস্থাপন্ন বালিকাগণকে বিদ্যা দান রিতে প্রবর্ত্ত হইয়া যথোচিত কায়িক পরিশ্রম ও ধন ব্যয় করিতেছেন, সম্পাদক মহাশয়, এই সকল ব্যক্তিরা যদ্যপি বেথুন সাহেব দ্বারা আবাহিত হইতেন কিম্বা যদ্যপি উক্ত সাহেব প্রথমে ইহাঁরদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এতন্মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেন তবে নিঃসন্দেহ বেথুন সাহেব কোন প্রকারেই দোষী হইতেন না, এই সকল ব্যক্তিরাই আকাশ পাতাল যুড়িয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিতেন, যাঁহারা যথার্থ দেশ হিতৈষী হয়েন তাঁহারা কদাপি আপন২ সম্মান চাহিয়া বেড়ান না, যে কোন ব্যক্তি দ্বারা হউক সাধারণের উপকার হইবে এমত কার্য্যারম্ভ দেখিলেই উৎসাহ প্রদান করেন, এবং যে প্রকারে হউক তাহার সফলতা বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হয়েন এই নিমিত্তই আমি দলপতি মহাশয়দিগকে পুনঃ২ অনুরোধ করি তাঁহারা আদৌ নিমন্ত্রিত হয়েন নাই এই হেতু অভিমান না করেন, কারণ একর্ম্ম এমত মহৎ যে স্বার্থপরতা পরিত্যক্ত হইয়া কায়মোনো বাক্যে ইহার বৃদ্ধি হেতু চেষ্টিত হইতে হয়, সম্পাদক মহাশয়, পৃথিবীর সমুদায় কার্য্যই কি যশো লাভের নিমিত্ত করিতে হয়, ধর্ম্ম কি অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ নহে, আর যদ্যপি এইক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে পরমেশ্বরের মহৎকল্প মানব জীবের মধ্যে অর্দ্ধাংশ চিরকাল সুখে কালযাপন করিতে পারেন তবে সেই চেষ্টা দ্বারা কি বিশেষ ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না, ফলত এক্ষণকার ইংরাজি বিদ্যাশিক্ষিতহইয়া বাবুমহাশয়েরা সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্মের মুণ্ড গ্রাস করিয়া কেবল অহং বুদ্ধির এমত বশীভূত হইয়াছেন যে তাহারদিগের কোন কর্ম্মই নির্ম্মলান্তঃকরণ এবংপরোপকার বাসনা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, যেমন দুগ্ধ সর্পের উদরে প্রবিষ্ট হইলে কালকূট হইয়া নির্গত হয় তেমনি অতি মহৎ কার্য্য সকল ও ইহাঁরদিগের মনে ক্ষণকাল বাস করিলে নাম কিনিবার কপর্দ্দক হইয়া উঠে, হে পরমেশ্বর, আমারদিগকে আর কত দিন এমত অবস্থায় জীবন ধারণ করাইবা, অদ্যাপিও কি আমারদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, উৎসাহ নাই, আশা ভরসা নাই, সৎকর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিকস্নেহ নাই, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র বিদ্যাবান বুদ্ধিমান মনুষ্যও নাই, কেবল ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষ ও অহং বুদ্ধি মাত্র বিরাজমান রহিয়াছে কপিল দেব কহিয়াছেন "ইহৈব স্বর্গ নরকৌ,, সেই মহর্ষি বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না, দেখ এই ভারত ভূমিই সংপ্রতি নরক তুল্য হইল।

সম্পাদক মহাশয়, ইংরাজী বিদ্যাভিমানি এক মহাপ্রভু প্রথমত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষে লেখনী ধারণ করেন, এক্ষণে ইংরাজি সংবাদ পত্র মধ্যে প্রেরিত পত্র সকল প্রকাশ হইতেছে যদ্দ্বারা বোধহয় যে পূর্ব্বোক্ত মহাশয় একক নহেন তাঁহার পারিষদও অনেক গুলিন আছেন ইহাঁরা কদাচ আমারদিগের অপরিচিত লোক নহেন ইহাঁরদিগের তাবৎ ব্যবহার আমারদিগের শ্রুতিগোচর ও চক্ষুর্গোচরআছে অতএব আর কি অধিক কহিব, ইহাঁরদিগেরইংরাজিশিক্ষায় ধিক অভিমানে ও ধিক এবং যে হিংসার বশীভূত হইয়া সৎকর্ম্মের বিপক্ষ হইতেছেন সে হিংসাতেও সহস্র ধিক্।

কস্যচিৎ স্বদেশ হিতৈষী জনস্য।

দেশোপকারক গুণাকর শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভূদেব ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় গুণাকর বরেষু।

মহাশয়, আমরা মহাশয়কে দেশ হিতৈষি সম্পাদক বৃন্দের অগ্রগণ্য বিবেচনা করিয়া আত্ম আক্ষেপোক্তি কতিপয় পংক্তি শ্রীচরণ সমীপে প্রেরণ করিতেছি ভরসা করি ইহা জগদ্ব্যাপক ভাস্করে প্রকাশ করিয়া করুণা বিতরণ করিবেন।

ভট্টাচার্য্যবর, প্রধান সদর আমীন বিষয়ে অস্মদাদির ঢাকা নগর কি চিরকাল ঢাকাই থাকিবে, গবর্ণমেণ্ট কি এপ্রদেশের প্রতি একবার ভ্রমেও দয়া নেত্র পাত করিবেন না, ইতিপূর্ব্বে এতন্নগরীতে যে শ্বেতাবতার প্রধান সদর আমীনি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার বিষয় কে না অবগত আছেন, বরং তিনি যে ঢাকা নিবাসি জনরাশির পরম গুণের বান্ধব ছিলেন তাহা পরিশেষে বিলাতে কোর্ট আব ডাইরেক্তর্স সাহেবদিগেরও কর্ণগোচর হইয়া থাকিবেক এইক্ষণে শুনিতে পাই তন্নিমিত্তেরাজপুরুষেরা বিরক্ত হওত তাঁহাকে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, অপর উক্ত গৌরাঙ্গের পরিবর্ত্তে অত্রস্থলে কিয়ৎবর্ষ যাবৎ সৈয়দ আব্বাসালী খাঁ বাহাদুর যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার বিচার আচার বিষয় যদ্যপিও বারম্বার আপনকার ভাস্করে প্রচার হইয়াছে তথাপি তাহাতে তাঁহার এযাবৎ কিঞ্চিন্মাত্র চৈতন্য না জন্মিবায় আপনাকে পুনর্ব্বার ত্যক্ত করিতে বাধিত হইলাম।

সৈয়দ সাহেবের আগমনাবধি যেসকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে ইহা কত কালে নিষ্পত্তি পাইবেক কেহ নিশ্চয় বলিতে পারেন না, কারণ তেঁহ পার্য্যমাণে কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে চাহেন না মোকদ্দমাকারিদিগের মোকদ্দমা উপস্থিত কালীন বিচারকর্ত্তার কৃষ্ণবর্ণ কেশ ছিল তাহা শুক্লবর্ণ প্রাপ্ত হইতেছে এবং অনেকে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আপনারা নিষ্পত্তি পাইয়াছেন কিন্তু তথাপি এযাবৎ তাঁহারদের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ে হাকিম মনোযোগ করিতেছেন না, সম্পাদক মহাশয়, কানুন ও সরকুলরে স্পষ্ট আদেশ আছে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া এক বৎসর মধ্যে তাহা নিষ্পত্তি না হইলে বিচারক সে বিষয় উত্তরদায়ক হইবেন এবং মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় সাক্ষীগণ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহারদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তদ্দণ্ডে তাহারদিগকে গমনানুমতি প্রদানে কোন বিচারক শৈথিল্য করিলে তেঁহ যৎপরোনাস্তি দণ্ডার্হ হইবেন, একসল কারণ সত্ত্বেও সৈয়দ সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে না, কেবল তিনি প্রায়ই অন্তরঙ্গগণ সহ বোটে যাইয়া বৃদ্ধাগঙ্গা তটে নানা প্রকার রঙ্গ করিয়া থাকেন, অপিচ প্রধান সদরামীন সাহেবের দুই প্রহরের পূর্ব্বে বিচারালয়ে প্রায় আগমন হয় না এবং বিচারাগারে আসিয়াও মনোমত সরবৎ পানে জঠর পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে শুনিতে পাই কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করেন না, ফলত বিচারাগারে আহার পানাদি ওরীতি বিরুদ্ধ কুকর্ম্ম বটে।

সৈয়দ সাহেবের ভাবাভাব দর্শন করিয়া এতদ্দেশীয় কতিপয় ফিঙ্গী ভায়ারাও তাঁহার সঙ্গী হইয়াছেন একারণ তাঁহারদিগের প্রতি তাঁহারও নিতান্ত অনুগ্রহ দেখা যাইতেছে, কেননা তাঁহারদিগের কাহাকে নিদানে আমীনী কর্ম্মে কাহাকেবা জমীদারদিগের নিকটানুরোধ করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া প্রতিপালন করিতেছেন, এবং কামল সাহেব সহরেতাঁহারধর্ম্ম ভ্রাতা হইয়াছেন ইহার মর্ম্ম কি কিছুই জ্ঞাতা নহি, মহাশয়, আমি ধান ভানিতে শিবের গীত উপস্থিত করিলাম, একারণ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

কস্যচিৎ ঢাকা নিবাসিনঃ।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোযান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জূ রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৪ সংখ্যা। ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৮ জুন। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলবাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৫ আষাঢ় বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম াহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম ্যপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে নমুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ ত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা ক্ষার্থিয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা মমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি র আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের াণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ লের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু াকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক ল তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক ার গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা ার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত য়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা ই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

াধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্রতি ৃতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা সাধারণ সমীপে জানাইতেছি যে দুর্জ্জনদমন মহানবমীর জন্ম ধারণাবধি সন ১২৫৫ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ হয় তাহার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়া উত্তম রূপ ইংরাজী হাপ বৌণ্ড ও সোণালী রেখা এবং মারবেল চর্ম্ম দ্বারা জেলদ হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে যে কোন মহাত্মা গ্রহ[ণ] ... সম্পাদকের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন মূল্য ৮ মুদ্রা।

সম্পাদক।
শ্রীঠাকুরদাস বসু।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রসুল স্ত্রিটে শ্রীযুত লাড বিসাপের প্যালেস অর্থাৎ বাটী মায় প্রবেশের দ্বার আগত ১ পৈলা আক্তোবর হইতে বিক্রয় হইবেক অতএব ঐ বাটীর মূল্য যিনি যত দিতে স্বীকার পাইবেন তিনি ফোর্ট উইলিএম দুর্গে শ্রীযুত কাপ্তান এইচ ফ্রেজর সিবিল আর্কিটেক্ট সাহেবের সমীপে আবেদন দর্শাইবেন এবং ঐ বাটীর দলীল দস্তাবেজ এবং প্লান অর্থাৎ নকসা উক্ত প্রশংসিত সাহেবের দপ্তরখানায় দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ২১ জুন।

H Fraser Captain
Civil Architect.

Fort William
21st June 1849.

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্ষ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ... হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

দুর্জ্জনদমন মহানবমী সম্পাদক শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস বসু ভাস্কর যন্ত্রালয়ের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ৯।৩ সংখ্যক ভবনে আসিয়াছেন সাধারণ লোকেরা প্রেরিত পত্রাদি এই বাটীতে পাঠাইবেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চ তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৪ ধারা। কোম্পানি বাহাদুরের শা

সিত দেশের মধ্যস্থিত কোন বন্দর হইতে প্রস্থানকারী যে জাহাজ বৃটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিষয়ে তৎসময়ে পার্লিয়ামেণ্টের যে আইন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের যে২ আইন প্রবল থাকে সেই২ আইনানুসারে বৃটনীয় জাহাজ স্বরূপ রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই জাহাজের উপর (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য যে কোন ব্যক্তি খাটিতে মানস করে সেই ব্যক্তির আবশ্যক যে যে বন্দরের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক থাকে সেই বন্দরের স্থাপিত রেজিষ্টরী দপ্তরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাওনার্থে হাজির হয় এবং এই আইনের শেষের লিখিত এ চিহ্নিত তফসীলে যে নানা জিজ্ঞাসা লেখা আছে এবং সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে২ জিজ্ঞাসার হুকুম করেন সেই২ জিজ্ঞাসার উত্তর আপন বুদ্ধি সাধ্য পর্য্যন্ত সত্য করিয়া দেয় এবং যাবৎ সেই ব্যক্তি সেইরূপে রেজিষ্টরী না হয় তাবৎ (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য কোন পদে এরূপ রেজিষ্টরী হওয়া জাহাজের উপরে খাটিতে পারিবেক না ইতি।

৫ ধারা। যে প্রত্যেক খালাসী রেজিষ্টারের দপ্তরে রেজিষ্টরী হওনার্থে আইসে এবং আপনার বুদ্ধি সাধ্য পর্য্যন্ত ঐ জিজ্ঞাসার সত্য জওয়াব দেয় এই মত প্রত্যেক খালাসীকে ঐ রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরী না করিলে নয় ইতি।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

৮১৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ২ জুন।

শ্রীযুত জে জে গ্রে সাহেব মালদহে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটি মেম্বর হইবেন।

১৮৪৯ সাল ৪ জুন।

শ্রীযুত আর এচ মিটন সাহেব মেদিনীপুরের সিবিল ও সেশন জজ হইবেন এবং অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত ১৫ সংখ্যক অর্থাৎ ঢাকা এলাকার কমিস্যনরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এবং ঢাকাতে সেশন জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুত এচ টি রেক্স সাহেব জিলা চব্বিশপরগণার সিবিল ও সেশন জজ হইবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ লুক সাহেব অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত এচ সি হামিলটন সাহেব মেদিনীপুরের কালেকটর হইবেন এবং অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত জে এস টরেন্স সাহেব জিলা চব্বিশ পরগনার কালেকটর হইবেন।

শ্রীযুত জে ডি উইলকিন্স সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের কালেকটরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত জি এ পেপর সাহেব জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া বাঁকুড়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের আসিষ্টাণ্ট হইবেন এবং মঙ্গলপুর [illegible]

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ২৯ মে।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেব হুকুম করিয়াছেন যে জিলা চব্বিশপরগণার দমদমার মুনসেফী কর্ম্ম রহিত হয় এবং তাহার এলাকার সকল গ্রাম ঐ জিলার লবসার মুনসেফের এলাকাভুক্ত হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

গত শনিবাসরীয় ভাস্করে "আশ্চর্য্য স্বপ্ন" শিরোনামাঙ্কিত যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহাতে সমাচার দাতা লিখিয়াছিলেন তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন কলিকাতার পোলীসের ডেপুটি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেব, এক বিমানারোহণে উপর রাজ্যে যাইতেছেন, গমনকালীন বলিয়া গেলেন এপাপ দেশে আর আসিবেন না, এবং পোলীসের কর্ম্মে যত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার এক কপর্দ্দকও লইয়া যাইতে পারেন নাই, সমাচার দাতার লেখার ভঙ্গীদ্বারা অনুভব হইয়াছিল মেকান সাহেব বাগ আরোহণ পূর্ব্বক উপর হিন্দুস্থানে গমন করিতেছেন কিন্তু এইক্ষণে বোধ হইল সমাচার দাতা সঙ্কেতে লিখিয়াছিলেন মেকান সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে, অতএব আমরা শোকাভিভূত হইয়া লিখিতেছি সমাচার দাতা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই সত্য হইল, মেকান সাহেব পীড়িতাবস্থায় বায়ুসেবনার্থ যশোহরে জামাতার বাসায় গমনকালীন পথিমধ্যে খ্রীষ্ট পাইয়াছেন, আমারদিগের শাস্ত্রে লেখেন, "চিন্তাজ্বরোমনুষ্যাণাং, মনুষ্যেরচিন্তাজ্বর সাংঘাতিক জ্বর তাহাতে প্রাণ সংহার করে, আমারদিগের বহুকালিক বন্ধু মেৎ মেকান সেই জ্বরে পথি মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মেকান সাহেবের তুল্য বন্ধু কি কলিকাতার পোলীসে আর কেহ আসিবেন, বন্ধু সাহেব প্রথমাবস্থায় ১৬ টাকা বৈতনিক এক সর্জণ্ট ছিলেন, অদ্বিতীয় দাতা বাবু কানাইয়ালাল ঠাকরের দুই তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি যখন অপহৃত হয় উক্ত ঠাকুর বাবু তৎ সময়ে মেকান সাহেবকে ৫০০০ মুদ্রা পারিতোষিক দেন, সেই ধন মেকান সাহেবের মূলধন হইল, তৎপরে কলিকাতা [illegible] টেন্দর দ্রব্যাদি ক্রয়কারি দোকানিরা আর নগরীয় প্রত্যেক থানার লোকেরা মেকান সাহেবকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া প্রণাম করিত, মেকান সাহেব বিপদগ্রস্তলোক দিগকে অর্থাৎ চোর ডাকাইত, দাঙ্গাবাজাদিদোষিদিগকে উপার্জ্জনশীল পুত্রবৎ জ্ঞান করিতেন, অপহৃত দ্রব্যাদি যাহারা ক্রয় করিত তাহারা মেকান সাহেবের হাতেপায়ে ধরিয়া বলিত দশ টাকায় দশ হাজার টাকার বস্তু ক্রয় করিয়াছি তিনি যদি বিপক্ষ হয়েন তবে তাহারদিগের ব্যবসায় চলেন, তাহাতে মেকান সাহেব ঐ সকল দ্রব্যাদি দেখিয়াও ছাড়িয়া দিতেন কিছু লইতেন না, পরে ঐসকল লোকেরা তাঁহার বাটীতে যাইয়া বিবিকে এবং সাহেবের কন্যাদিগকে সেলাম করিয়া আসিত, মেকান সাহেব যত অপহৃত বস্তু ধৃত করিয়াছেন কলিকাতার পোলীসের জন্মে কেহ তত বহুমূল্য বস্তু দেখেন নাই, মেকান সাহেব ঐ সকল বহুমূল্য দ্রব্যাদি ধৃত করিয়া অগ্রে আপন বাটীতে লইয়া যাইতেন, বিবি দেখিতেন, কন্যারা দেখিত, জামাতারাও বহুমূল্য হীরা মুক্তা সোণা রূপা শাল ইত্যাদির মূল্য বলিয়া দিতেন, মেকান সাহেব হাড়পেষের বোঝা অমূল্য বস্তু আপন ঘরে রাখিতেন না, তৎক্ষণাৎ পোলীসের তোষাখানায় পাঠাইয়া দিতেন, বোধ হয় পোলীসের ভাণ্ডারে অলক্ষ্মী আছে, মেকান সাহেব যাহা পাঠাইতেন, পোলীসের তোষাখানায় প্রবিষ্ট মাত্র তাহা ভাঙ্গা চৌকী, ছেঁড়া বালিশ, পোকাধরা সিন্দুক হইয়া যাইত, মেকান সাহেব কোন মান্য ব্যক্তিকে ধৃত করিতে যাইয়া প্রথমত তালপাতের ম[illegible] গির ন্যায় হইতেন, পরে সাক্ষাৎ হা[illegible] লেই জল হইয়া চলিয়া আসিতেন, [illegible] শাহা নামক কোন ব্যক্তি কুক্কু[illegible] মারাকে এক লাঠীর আঘাতে হত্যা ক[illegible] রিয়াছিল, পোলিস থানার সম্মুখে এ[illegible] ই কাণ্ড হয়, মেকান সাহেব তাহাকে [illegible] ধৃত করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মে[illegible] মেকানের চক্ষের উপর আপন ছাত[illegible] ইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অন্য ছাদ দি[illegible] ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিল মেকান সা[illegible] ব দয়ালু স্বভাবে তাহাকে ধৃত ক[illegible] লেন না, মনোহরপুরের হত্যা ব্যাপা[illegible] রে মেকান সাহেব কলিকাতার তাব[illegible] সারজন এবং দুই তিনশত চৌকীদার [illegible] চিত আসিয়া শ্রীযুত রাজা রাধাকা[illegible] বাহাদুরের সিংহদ্বার ভঙ্গ করিতে অ[illegible] জ্ঞা দিয়াছিলেন এবং ব্যক্ত করিলে[illegible] রাজা বাহাদুরের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত [illegible] খিবেন, সাহেবের এপ্রকার অগ্নি[illegible] আজ্ঞা শুনিয়া রাজ দৌবারিকেরা [illegible] মুক্ত করিয়া দিল, সাহেব রাজা বাহা[illegible] রের বহির্ব্বাটীতে যাইয়া জলবৎ হই[illegible] পোলীসের তাবৎ লোক লইয়া চলি[illegible] গেলেন, মেকান সাহেবের তুল্য সু[illegible] ণ্টেণ্ডেণ্ট কি আর দৃষ্ট হইবেন, মেৎ [illegible] সাহেব কলিকাতার ব্যাপার কিছুই [illegible] নিতে পারেন নাই, এই জন্য বিরো[illegible] পূর্ব্ব লক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার প্র[illegible] কি ক্ষমতা আছে কলিকাতা বাসির[illegible] ম্মতলার এবং চৌরঙ্গীর পথে [illegible] রোহ পূর্ব্বক যাইতে পারিবেন না [illegible] ত নিষেধ প্রকাশ করেন, যদি ক[illegible] কাতা নিবাসিরা কন্যা পুত্রাদির বি[illegible] হে সমারোহ করেন আর চৌরঙ্গীর [illegible] ঠ দিয়া যাইতে হয় তবে কি লা সা[illegible] সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিষেধ ক[illegible] বেন, যদি করেন তবে কি রাগ সম[illegible] প্রজারা তাঁহার সহিত বিবাদ করি[illegible] না, লা সাহেব যদি সখ্যাতি চাহেন [illegible] বাঙ্গালি পাড়ার উপকার করুন, না[illegible] প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না[illegible]

সদর আদালত।

আমারদিগের মান্যতম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডনবর সাহেব সদরের বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ বিচারের এক সুশৃঙ্খলা করেন অর্থাৎ তিনি সপ্তাহের মধ্যে কোনদিনে কিপ্রকার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন তাহা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, ইহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষীয় উকীল মোক্তারেরা পূর্ব্বে সতর্ক হইয়া বিশেষত উকীলেরা মোকদ্দমার কাগজ পত্রাদি দেখিয়া উত্তমরূপে প্রস্তুত হইবায় অনেক উপকার দর্শে, অতএব আমরা এতদ্বিষয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া ১২ জ্যৈষ্ঠ বাসরীয় ভাস্করে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম উক্ত শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের মর্য্যাদান্বিত অপর বিচারপতি মহাশয়েরা শ্রীযুত ডনবর সাহেবের উক্ত সুনিয়মের অনুগামী হইয়া সপ্তাহের কোন্২ দিনে কিরূপ বিষয়ের বিচার করিবেন তদবধারণ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করেন, এইক্ষণে পরমাহ্লাদ পুরঃসর প্রকাশ করিতেছি সদরের মহামতি বিচারপতি মহাশয়েরা শ্রীযুত ডনবর সাহেবের নিয়মের গুণ গ্রহণ করিয়া ২২ জুন তারিখে এক "রেজোলিউসন" দ্বারা আপনারদিগের দৈনিক কর্ম্মের নিম্ন লিখিত মত ধারাবদ্ধ করিয়াছেন।

বিষয়।	দিন।	বিচারপতিগণের নাম।
সদর আপিলী মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার করণার্থ কামেল এজলাস।	সোমবার এবং মঙ্গলবার	শ্রীযুত স্যার রবর্ট বারলো, জে আর কলবিন এবং শ্রীযুত ডনবর সাহেব।
ঐ	বুধবার	শ্রীযুত এ ডিক, স্যার রবর্ট বারলো, এবং জে আর কলবিন সাহেব।
সদর আপিলী মোকদ্দমা।	সোমবার এবং মঙ্গলবার	শ্রীযুত এবরক্রম্বি ডিক সাহেব।
খাস আপিলী বিষয়ের চূড়ান্ত বিচারার্থ এজলাস কামেল।	বৃহস্পতিবার	শ্রীযুত এডিক, স্যার রবর্ট বারলো এবং জে আর কলবিন সাহেব।
নেজামত বিষয়ক এবং ইংরাজী বৈঠক।	শুক্রবার	জজ শ্রীযুত এ ডিক, ও স্যার রবর্ট বারলো, টেম্পোরেরি জজ শ্রীযুত ডবলিউ বি জেকসন ও জে আর কালবিন এবং একটিং জজ শ্রীযুত জে ডনবর সাহেব।
ফৌজদারী সম্বন্ধীয় বিষয়ের এবং সদর আপিলী মোকদ্দমার দরখাস্তশুনানী।	শনিবার	শ্রীযুত এ ডিক, স্যার রবর্ট বারলো, এবং জে আর কালবিন সাহেব।
মোতফরাক্কা মোকদ্দমার এবং ডিক্রী জারী সম্বন্ধীয় আপিলী বিষয় শ্রবণ করণ।	সোমবার এবং মঙ্গলবার	শ্রীযুত ডবলিউ বি জেকসন সাহেব।
খাস আপিলী মোকদ্দমার আবেদন শ্রবণ করণ।	বুধবার এবং বৃহস্পতিবার	ঐ সাহেব।
ইংরাজী লিখিন পঠন এবং ১৮৪১ সালের ৩১ একট অনুসারে জিলার জজ সাহেবদিগে জিজ্ঞাস্যের উত্তরপ্রদান এবং লওয়াজমা সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণ।	শনিবার	ঐ সাহেব।
খাস কমিসনরী বিষয় বিচার।	বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার	শ্রীযুত জে ডনবর সাহেব।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ হয় সদরের কর্ম্মদক্ষ রেজিষ্টর শ্রীযুত জে বি কলবিন সাহেব ডিক্রীজারী, লওয়াজেমা অর্থাৎ মোকদ্দমা বিষয়ক কাগজ পত্রাদি প্রস্তুত করণ এবং বিলাত আপিলী মোকদ্দমার মিসিজিল মিছিল করণার্থ ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহাতে সদরের প্রধান উকীলেরা তৎকালে যদিচ আপত্তি উপস্থিত করেন তথাপি বিচারপতিগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই কিন্তু অভিনব "রেজোলিউসন" দ্বারা শ্রীযুতেরা তত্তাবৎ কার্য্য আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন ইহাতে রেজিষ্টর সাহেব অধুনা অবসর প্রাপ্ত হইলেন অতএব স্বীকার করিতে হইবেক উকীল দিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

নবীন নিয়মের এক স্থানে আমারদিগের কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিয়াছে অতএব এই স্থলে তাহা জিজ্ঞাস্য হইল সদর আদালতের কর্ম্মচারি আমারদিগের কোন বন্ধু ইহার মীমাংসা লিখিলে সাধারণের গোচরার্থ সমাদরে তাহা ভাস্করোদিত করিব, আমারদিগের কথ্য এই যে শ্রীযুত জেকসন সাহেব যিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইংরাজী বৈঠকের লিখন পঠনাদি কার্য্যের ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তিনি শুক্রবারে তদ্বাহুল্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া আবার নেজামত বিষয়ক বিচারে অপর বিচারপতি মহাশয়দিগের সহিত কি রূপে সংযুক্ত হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হইবেন।

বিবিধ সমাচার।

লাহোরীয় সমাচারে ব্যক্ত করে তত্রস্থ ইংরাজ সৈন্যগণ নানা রোগাক্রান্ত হইতেছে।

অবগত হইল ১৬ জুন দিবসে আমারদিগের অভিনব প্রধান রথী মহাশয় সিমুলা শিখরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কলিকাতা ষ্টারের কোন বন্ধুর লিখনানুসারে বোধ হয় তথা হইতে তিনি ত্বরায় স্থানান্তরে যাত্রা করিবেন, কিন্তু দিল্লী গেজেটের লিপ্যাভাসে বুঝায় তিনি বর্ষাকালে ঐ শিখরেতেই অবস্থিত হইবেন, ষ্টারের বন্ধু বলেন সাহেব কিঞ্চিৎ রুগ্ন হইয়াছেন, শ্রীযুত নেপিয়র সাহেব সম্প্রতি লার্ড ডেলহৌসীর নিকেতনেই আছেন।

মেজর মেকসান সাহেব কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সিমলা শিখরে উপনীত হইয়াছেন, কথিত হয় তিনি সিস সটলেজ প্রদেশীয় আপন কমিসনরী কর্ম্মে শীঘ্র পদস্থ হইবেন।

লিখিত হইয়াছে স্যার হেনরি এবং বিবি লরেন্স অবিলম্বে লাহোরে প্রত্যাগমন করিবেন।

ভ্রম শোধন।

গত প্রকাশিত ভাস্করের সম্পাদকীয় প্রস্তাবে উদাহরণার্থ মহাভারতীয় যে শ্লোক উদ্ধৃত হয় তন্মধ্যে "ভীষ্মো" শব্দ পরিবর্ত্তে "দ্রোণো" শব্দ পাঠ করিতে হইবেক।

গত পত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভের তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ছত্র লিখিত "মওর সাহেব" পরিবর্ত্তে "মগুর সাহেব" বুঝিতে হইবেক।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে থানা মাণিকতলার দারোগার কর্ম্মনিপুণতার বিষয় বিস্তারিত লিখিয়াছি কিন্তু স্থানাভাব জন্য তাঁহাকে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করা যায় নাই, কেবল দুই কথা জিজ্ঞাসা হইয়াছে গোরাচাঁদ পোদ্দারের বাড়ীতে কেন পাহারা বসান নাই, আরকে তাহা ধৃত করিয়া কি জন্য ছাড়িয়া দিলেন, দারোগা মনে করিতে পারেন তিনি বড় সুবোধ কিন্তু আমারদিগের জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়া চালাকী দ্বারা পরিত্রাণ পা

ইবেন না, মাজিস্ত্রেট সাহেব চব্বিশ প রগণায় নূতন আসিয়াছেন তিনি দারো গাদিগের ভাবচরিত্রজ্ঞানেননা তাঁহারসা ক্ষাতেদারোগ চালাকীকরুন, আমারদি গকে চতুরতায় ভুলাইতে পারিবেন না, উক্ত দারোগা যে দুই ব্যক্তিকে চোর বলিয়া ধৃত করিয়াছিলেন তাহারা কি দারোগাকে সমাচার দিয়াছিল অমুক স্থানে বসিয়া রহিয়াছে দারোগা আসি লেই ধৃত করিতে পারিবেন, আমরা কি জানি না দারোগাদিগের পোষা চোর বিস্তর আছে, তাহারা অধিক টা কার সম্পত্তি হরণের অনুসন্ধানে থাকে, পরে ভারি মোড় মারিয়া দারোগাদি গের নিকট প্রকাশ করে, এদিগে মাজি স্ত্রেট সাহেবেরা দারোগাদিগকে ধমক দেন কর্ম্ম চ্যুত করিবেন দারোগারা পো ষ্য তস্করদিগকে ধৃত করিয়া দিয়া মা জিস্ত্রেটদিগের সমীপেপ্রতিপন্ন হয়েন, কিন্তু বহুমূল্য সম্পত্তি যাহা প্রজাদিগে র চুরী হয় দারোগারা তাহা বাহির ক রেন না, তাহা হইলে চোরেরা দ্বীপান্ত রে প্রেরিত হইবে অতএব অল্পমূল্য বস্তু যাহা চুরী করিলে দুই মাস, ছয় মা স কি এক বৎসর কারাগারে থাকিতে হয় তাহাই ধৃত করিয়া মাজিস্ত্রেটদি গের সাক্ষাতে বমাল সহিত তস্কর সম র্পণ করেন, তাহাতে মাজিস্ত্রেট সাহে বদিগের বোধ হয় দারোগা ভাল চালা ক, বমাল সহিত চোর ধরিয়া দিয়াছে, চোরেরা গৃহস্থের দশবিশহাজার টাকা র তোড়া কি তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি উড়াই য়া দিয়াছে দারোগা পায় নাই কি ক রিবে, তৎপরে মাজিস্ত্রেট সাহেব বিচা রাসনে বসিয়া আইন দেখিয়া চোরদি গকে দুই মাস, ছয় মাস, কি এক বৎস র কারাবাসের আজ্ঞা দিয়া তিনিও নি শ্চিন্ত হন, চোরেরা কারাগারে যাইয়া দাইল ঘৃত মৎস্য মাংসাদি দেবভোগ্য আহার পায় তাহারদিগের দুঃখ কি, এদিগে দারোগার স্থানে দশ বিশ পঁচি শ হাজার টাকা কিম্বা তদুপযুক্ত দ্রব্য দি যাহা রাখিয়া যায় দারোগা তাহা বিভাগ করিয়া চোরেরদের অংশ তাহা রদিগের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন, অধি কাংশ আপনি রাখেন, এইরূপে চো রেরদের পরিবারাদিও সুখে থাকে দারোগারাও ধনী হয়েন, অনেক দা রোগা এই প্রকারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছেন, গবর্ণমেণ্ট ইহার এই টাটকা দৃষ্টা ন্তই কেন বিবেচনা করুন না, রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের বাইশ হাজ র কয়েক শত টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে মানিকতলার দা রোগা এক এঁধো পুষ্করিণী হইতে ৩টা কার এক গাড়ু, ২৷৷০ টাকার ডাবর আ র চারি আনার একখানা গামছা উঠাই য়া দিয়াছেন, ইহাতেই বমাল সহিতচো র ধৃত করণ সপ্রমাণ হইল, কিন্তু দুই স হস্র তিন সহস্র পাঁচশত সাতশত টাকা মূল্যোপযুক্ত যে সকল দ্রব্যাদি গিয়াছে তাহার এক বস্তুও দেখাইতে পারেন না ই, দারোগা সন্ধ্যা কালে চোর ধৃত ক রিয়াছেন, চোরেরাসমস্তরাত্রি তাঁহারথা নায় ছিল, তাঁহার সাক্ষাতে সেইরাত্রিতে ই যদি স্বীকার করিয়া থাকে রাজা বাহা দুরের গাড়ু ডাবর গামছা এঁধো পুষ্করি ণীতে রাখিয়াছে তবে পর দিবস প্রভা ত কালে অগ্রে কেন এঁধো পুষ্করিণী হ ইতে ঐ গাড়ু ডামছা উঠাইয়া দিলেন না, পর দিনে গোরাচাঁদ পোদ্দারকে ধৃত করিয়া ছাড়িয়া দিয়া দুই প্রহর দুই ঘণ্টা কালে কি জন্য এঁধো পুষ্করিণী হই তে গাড়ু গামছা উঠাইলেন ইহাতেকি স ন্দেহ করা যায় না যদি দারোগা ঐ প্র কার উপার্জ্জনে লিপ্ত থাকেন তবে শ্রীম মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের ২২৫০০টাকারবস্তু চোরদারোগারমধ্যেত দদ্ধং মদদ্ধং হইয়াছে, যাহা হউক, অ দ্য আর অধিক লেখা উচিত নয়, মা জিস্ত্রেট সাহেব কি করেন দেখিতে হইবেক।

চীন রাজ্যে ভাবি সংগ্রাম।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে লেখে অনু মেয় হইতেছে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট চীন রাজ্যে যুদ্ধোদ্যোগ করিবার সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়াছেন, বোম্বাই দেশীয় কো ন সমাচারপত্রে প্রকাশ হয় আজদাহা নামক জাহাজের মেরামত সমাধা হই লে তদুপরি ৩৪ শেরি তোপ সকল গৃ হীত হইবেক, এবং কিম্বদন্তী এইরূপ টেনাসরিম নামক তরীও তদ্রূপে স জ্জীভূতা করা যাইবেক, এবং কার্য্যোপ যুক্ত বুঝিলে পুলুটো নামক জাহাজও প্রস্তুত করিবেন, আর প্রসবপাইন না মক জাহাজও আবশ্যকমতে রণতরী ম ধ্যে নিবিষ্টা হইতে পারে, চীনরাজ্যের প্রতিকূলে এখানে এই সকল আয়োজ ন হইতেছে কেবল বিলাতীয় রাজকর্ম্ম চারি পামরষ্টন সাহেবের অভিমতাপে ক্ষায়যুদ্ধস্থগিতরহিয়াছে, তিনি সন্ধি কি সমর কোন্‌পক্ষ বিবেচনা করেন আম রা তাহা পূর্ব্বাবধারিত করিতে পারি না, শীক সংগ্রাম জয় হইবাতে বৃটি স জাতিরা ভারতবর্ষে একপ্রকার প্রতি যোগী ও শত্রু শূন্য হইয়াছেন, ইহা সত্য বটে অদ্যাপিও ভারতবর্ষে নানা রাজ্যে অনেক স্বাধীন রাজ্যপাল আছেন কিন্তু তাঁহারা তাবতই হীনবল ও তাদৃক ক্ষীণ বৈরিরা প্রবলপরাক্রান্ত মহাবল বৃটিস জাতির লক্ষস্থল নহেন, অতএব এমত সুযোগ কালে দিগ্‌বিজয়ী গবর্ণমেণ্ট রাজ্যবৃদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিলেই উত্তম হয়, তবে পদবৃদ্ধি ও বৃত্তিলাভা কাঙ্ক্ষায় অত্রত্য রাজপুরুষেরা সমরা নল প্রবল করণার্থ পরামর্শ প্রদানে ক্ষান্ত হইবেন না ইহাতেই চীনরাজ্যে পুনঃসংগ্রাম ঘটনার সম্ভাবনা।

পরম পূজনীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পা দক মহাশয় শ্রীচরণ সরসীরুহ

বাজেষু।

কল্যকার বৈঠকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে র তত্ত্বাবধারকেরা কোষাধ্যক্ষের অধী নে কর্ম্মচারি দিগের মাসিক বেতনের কারণ ১০০ একশত টাকার উপরে আ র ৫০ টাকা প্রদান স্বীকৃত হইয়াছেন, শ্রুত হইল তত্রস্থ পূর্ব্বতন ও ধর্ম্মশী ল ধন রক্ষক শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকু র মহাশয় পাছে কতক গুলিন দুঃখি প্রাণি কর্ম্মচ্যুত হয় এই বিবেচনায় ত ত্ত্বাবধারক দিগের মতে আপন সম্মতি দিয়া সমুদায় মুকী আপনি গ্রহণ করি য়াছেন, এক বৎসরের অধিক হইল ঠা কুর বাবু ব্যাঙ্ক হইতে এক টাকাও প্রা প্ত হয়েন নাই তথাপি মধ্যে২ শ্রম স্বী কার করিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক সকল বিষয় দেখিয়া থাকেন কিন্তুআমি পূর্ব্ব পত্রেকহিয়াছি কয়েক জন বেতন ভোগী আমলা মহাশয়েরা একরূপ করেন না, এই দেড়শত টাকায় খাজাঞ্চী মহাশয় কাহাকে রাখেন ও না রাখেন তাহা মহাশয়কে পরে জানাইব এইক্ষণে তা হার কিছুই ধার্য্য হয় নাই ইতি সন ১২৫৬ সাল ১৩ আষাঢ় মঙ্গলবার।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দপ্তর।

১ জুন তারিখে ঢাকার কমিটিতে মুন্সেফী পরীক্ষা।

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্ক বাগীশ ভূদেব ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রী চরণামল কমলেষু।

মহাশয়, প্রাগুক্ত দিবসীয় পরীক্ষো পলক্ষে নানা প্রদেশ হইতে যে ৯৬ ব্য ক্তি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী উপস্থিত হইয়াছিলে নতন্মধ্যে যেত্রয়োদশজনযোগ্যতারপত্র পাইবার যোগ্য হইয়াছেন তাঁহারদি গের নাম নিম্নে লিখিলাম, কর্ম্মস্থানে পৌঁছিয়া পরীক্ষা সম্বন্ধীয় অন্যান্য স মাচার ঢাকা কালেজের উন্নতি নিকি স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি, বিশেষতঃ প্রধান সদর আমীন সৈয়দ আবাসালী খাঁ বাহাদুরে র কমিটি গৃহে সুন্দর বিদ্যা প্রকাশ হওয়ার বিষয় মহাশয়কে জ্ঞাত করা ইব ইতি ১২৫৬ তারিখ ৬ আষাঢ়।

ঢাকার।

শ্রীযুক্ত বাবু নরোত্তম মল্লিক।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার রায়।
শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু কমলনারায়ণ ঘোষ।

বাকরগঞ্জের।

শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর সেন।

রাজশাহীর।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাকান্ত ভাম্রা।
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ সেন।
শ্রীযুক্ত বাবু হরানন্দ মজুমদার।
শ্রীযুক্ত মৌলবি মসিয়ত উল্লা।

ত্রিপুরার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরবল্লভ রায়।

কস্যচিৎ ঢাকা নিবাসি জনস্য।

কলিকাতার।

মেস্তর, এচ বাইট সাহেব।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহ[illegible] কলিকাতার শোভাবাজার বালাখ[illegible] নার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টা[illegible] র্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃ[illegible] স্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকা[illegible] প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

শ্যামালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্‌ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসভ্রম বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দৃবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৪ সংখ্যা। ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৮ জুন। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দ লরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা। ১২৫৬সাল ১৫ আষাঢ় বৃহস্পতিবার মূল্যমাসে ১টাকা আগামি ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে [illegible] পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম [মো]হন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি[খি]য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম[হো]পাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা[স্ত্রে]র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা[হা] ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে [মু]দ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ[স্থি]ত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের [বি]শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা[বি]দ্যালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা [রাম]মোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি[দিগে]র আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের [প্রমা]ণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ[বচনে]র অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক[্ষণে পথ্য]প্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি[ত হই]তে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু[রা যে] করা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী[ষ্টীয়া]ন হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক[রিলে] তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই[য়া খ্রী]ষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক [না, যাঁহারা] গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ[নুর]ক্ত ব্য কি, রাজা রামমোহন রা[য়ের লি]খিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ [\[illegible\]]পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত [করিলাম]ছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি[লাষ হয় তাঁহারা] ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা[ইলে প্র]াপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]কে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি [\[illegible\]]রীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র [\[illegible\]]কা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত্ব দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূ ল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মা সে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃ হস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষা র এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণ মেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহা শয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাই তেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার ন বমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগে রসম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেনতবেরাজকীয়ব্যব স্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হ ইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতে ছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা সাধারণ স মীপে জানাইতেছি যে দুর্জ্জনদমন মহানবমীর জন্ম ধারণাবধি সন ১২ ৫৫ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত যাহা প্রকা শ হয় তাহার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হ ইয়া উত্তম রূপ ইংরাজী হাপ বৌ গু ও সোণালী রেখা এবং মারবেল চর্ম্ম দ্বারা জেলদ হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে যে কোন মহাত্মা গ্রহ ণেচ্ছুক হইবেন সম্পাদকের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারি বেন মূল্য ৮ মুদ্রা।

সম্পাদক।
শ্রীঠাকুরদাস বসু।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই তেছে যে রসুল স্ট্রিটে শ্রীযুত লাড বি সাপের প্যালেস অর্থাৎ বাটী মায় প্র বেশের দ্বার আগত ১ পৈলা আক্তোব র হইতে বিক্রয় হইবেক অতএব ঐ বাটী র মূল্য যিনি যত দিতে স্বীকার পাইবে ন তিনি ফোর্ট উইলিএম দুর্গে শ্রীযুত কাপ্তান এইচ ফ্রেজর সিবিল আর্কিটে ক্ট সাহেবের সমীপে আবেদন দর্শাই বেন এবং ঐ বাটীর দলীল দস্তাবেজ এবং প্লান অর্থাৎ নকসা উক্ত প্রশংসি ত সাহেবের দপ্তরখানায় দেখিতে পা ইবেন ইতি তারিখ ২১ জুন।

H Fraser Captain
Civil Architect.

Fort William }
21st June 1849.

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন ক রিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরো [গ্য] করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহা রদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভ ট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকা র, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা ক রাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হই য়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

দুর্জ্জনদমন মহানবমী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস বসু ভাস্কর যন্ত্রালয়ের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ৯।৩ সংখ্যক ভবনে আ সিয়াছেন সাধারণ লোকেরা প্রেরিত প ত্রাদি এই বাটীতে পাঠাইবেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চ তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল———— আক্ট

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে আইন।

যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএ ব নীচের লিখিত মতে হকুম হইল।

.গত প্রকাশিতের শেষ।

৪ ধারা। কোম্পানি বাহাদুরের শা[illegible]

সিত দেশের মধ্যস্থিত কোন বন্দর হইতে প্রস্থানকারী যে জাহাজ বৃটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিষয়ে তৎসময়ে পালিয়ামেণ্টের যে আইন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের যেং আইন প্রবল থাকে সেইং আইনানুসারে বৃটনীয় জাহাজ স্বরূপ রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই জাহাজের উপর (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য যে কোন ব্যক্তি খাটিতে মানস করে সেই ব্যক্তির আবশ্যক যে যে বন্দরের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক থাকে সেই বন্দরের স্থাপিত রেজিষ্টরী দপ্তরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাওণার্থে হাজির হয় এবং এই আইনের শেষের লিখিত এ চিহ্নিত তফসীলে যে নানা জিজ্ঞাসা লেখা আছে এবং সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং জিজ্ঞাসার হুকুম করেন সেইং জিজ্ঞাসারউত্তর আপন বুদ্ধি সাধ্য পর্য্যন্ত সত্য করিয়া দেয় এবং যাবৎ সেই ব্যক্তি সেইরূপে রেজিষ্টরী না হয় তাবৎ (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য কোন পদে ঐ রূপ রেজিষ্টরী হওয়া জাহাজের উপরে খাটিতে পারিবেক না ইতি।

৫ ধারা। যে প্রত্যেক খালাসী রেজিষ্ট্রারের দপ্তরে রেজিষ্টরী হওনার্থে আইসে এবং আপনার বুদ্ধি সাধ্য পর্য্যন্ত ঐ জিজ্ঞাসার সত্য জওয়াব দেয় এই মত প্রত্যেক খালাসীকে ঐ রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরী না করিলে নয় ইতি।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৮১৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের

হুকুম।

১৮৪৯ সাল ২ জুন।

শ্রীযুত জে জে গে সাহেব মালদহে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটি মেম্বর হইবেন।

১৮৪৯ সাল ৪ জুন।

শ্রীযুত আর এচ মিটন সাহেব মেদিনীপুরের সিবিল ও সেশন জজ হইবেন এবং অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত ১৫ সংখ্যক অর্থাৎ ঢাকা এলাকার কমিস্যনরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এবং ঢাকাতে সেশন জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুত এচ টি রেক্স সাহেব জিলা চব্বিশপরগণার সিবিল ও সেশন জজ হইবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ লুক সাহেব অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত এচ সি হামিলটন সাহেব মেদিনীপুরের কালেকটর হইবেন এবং অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত জে এস টরেন্স সাহেব জিলা চব্বিশ পরগনার কালেকটর হইবেন।

শ্রীযুত জে ডি উইলকিন্স সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের কালেকটরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত জি এ পেপর সাহেব জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া বাঁকুড়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের আসিষ্টাণ্ট হইবেন এবং মঙ্গলপুর এলাকাখণ্ডের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম পাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ২৯ মে।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেব হুকুম করিয়াছেন যে জিলা চব্বিশপরগণার দমদমার মুনসেফী কর্ম্ম রহিত হয় এবং তাহার এলাকার সকল গ্রাম ঐ জিলার লবসার মুনসেফের এলাকাভুক্ত হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

গত শনিবাসরীয় ভাস্করে "আশ্চর্য্য স্বপ্ন,, শিরোনামাঙ্কিত যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহাতে সমাচার দাতা লিখিয়াছিলেন তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন কলিকাতার পোলীসের ডেপুটি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেব,, এক বিমানারোহণে উপর রাজ্যে যাইতেছেন, গমনকালীন বলিয়া গেলেন এপাপ দেশে আর আসিবেন না, এবং পোলীসের কর্ম্মে যত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার এক কপর্দ্দক ও লইয়া যাইতে পারেন নাই,, সমাচার দাতার লেখার ভঙ্গীদ্বার, অনুভব হইয়াছিল মেকান সাহেব বগি আরোহণ পূর্ব্বক উপর হিন্দুস্থানে গমন করিতেছেন কিন্তু এইক্ষণে বোধ হইল সমাচার দাতা সঙ্কেতে লিখিয়াছিলেন মেকান সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে, অতএব আমরা শোকাভিভূত হইয়া লিখিতেছি সমাচার দাতা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই সত্য হইল, মেকান সাহেব পীড়িতাবস্থায় বায়ু সেবনার্থ যশোহরে জামাতার বাসায় গমনকালীন পথিমধ্যে খ্রীষ্ট পাইয়াছেন, আমারদিগের শাস্ত্রে লেখেন,, চিন্তাজ্বরোমনুষ্যাণাং, মনুষ্যেরচিন্তাজ্বর সাংঘাতিক জ্বর তাহাতে প্রাণ সংহার করে, আমারদিগের বহুকালিক বন্ধু মেং মেকান সেই জ্বরে পথি মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মেকান সাহেবের তুল্য বন্ধু কি কলিকাতার পোলীসে আর কেহ আসিবেন, বন্ধু সাহেব প্রথমারস্থায় ১৬ টাকা বৈতনিক এক সর্জ্জণ্ট ছিলেন, অদ্বিতীয় দাতা বাবু কানাইয়ালাল ঠাকরের দুই তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি যখন অপহৃত হয় উক্ত ঠাকুর বাবু তৎ সময়ে মেকান সাহেবকে ৫০০০ মুদ্রা পারিতোষিক দেন, সেই ধন মেকান সাহেবের মূলধন হইল, তৎপরে কলিকাতার প্রতি ঘাটের বোম্বেটেরা, এবং বোম্বেটেদের দ্রব্যাদি ক্রয়কারি দোকানিরা আর নগরীয় প্রত্যেক থানার লোকেরা মেকান সাহেবকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া প্রণাম করিত, মেকান সাহেব বিপদগ্রস্তলোক দিগকে অর্থাৎ চোর ডাকাইত, দাঙ্গাবাজাদিদোষিদিগকেউপার্জ্জনশীল পুত্রবৎ জ্ঞান করিতেন, অপহৃত দ্রব্যাদি যাহারা ক্রয় করিত তাহারা মেকান সাহেবের হাতেপায়ে ধরিয়া বলিত দশ টাকায় দশ হাজার টাকার বস্তু ক্রয় করিয়াছি তিনি যদি বিপক্ষ হায়েন তবে তাহারদিগের ব্যবসায় চলেন, তাহাতে মেকান সাহেব ঐ সকল দ্রব্যাদি দেখিয়াও ছাড়িয়া দিতেন কিছু লইতেন না, পরে ঐসকল লোকেরা তাঁহার বাটীতে যাইয়া বিবিকে এবং সাহেবের কন্যাদিগকে সেলাম করিয়া আসিত, মেকান সাহেব যত অপহৃত বস্তু ধৃত করিয়াছেন কলিকাতার পোলীসের জন্মে কেহ তত বহুমূল্য বস্তু দেখেন নাই, মেকান সাহেব ঐ সকল বহুমূল্য দ্রব্যাদি ধৃত করিয়া অগ্রে আপন বাটীতে লইয়া যাইতেন, বিবি দেখিতেন, কন্যারা দেখিত, জামাতারাও বহুমূল্য হীরা মুক্তা সোণা রূপা শাল ইত্যাদির মূল্য বলিয়া দিতেন, মেকান সাহেব হাড়পেখের বোঝা অমূল্য বস্তু আপন ঘরে রাখিতেন না, তৎক্ষণাৎ পোলীসের তোষাখানায় পাঠাইয়া দিতেন, বোধ হয় পোলীসের ভাণ্ডারে অলক্ষ্মী আছে, মেকান সাহেব যাহা পাঠাইতেন, পোলীসের তোষাখানায় প্রবিষ্ট মাত্র তাহা ভাঙ্গা চৌকী, ছেঁড়া বালিশ, পোকাধরা সিন্দুক হইয়া যাইত, মেকান সাহেব কোন মান্য ব্যক্তিকে ধৃত করিতে যাইয়া প্রথমত তালপাতের মগির ন্যায় হইতেন, পরে সাক্ষাৎ হইলেই জল হইয়া চলিয়া আসিতেন, শাহা নামক কোন ব্যক্তি কুক্কামারাকে এক লাঠীর আঘাতে হত্যা করিয়াছিল, পোলিস থানার সম্মুখে এই কাণ্ড হয়, মেকান সাহেব তাহাকে ধৃত করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মে... মেকানের চক্ষের উপর আপন ছাত হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অন্য ছাদ দিয়া ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিল মেকান সাহে... বদয়ালু স্বভাবে তাহাকে ধৃত করি... লেন না, মনোহরপুরের হত্যা ব্যাপারে মেকান সাহেব কলিকাতার তাবৎ সারজন এবং দুই তিনশত চৌকীদার... হিত আসিয়া শ্রীযুত রাজা রাধাকা... বাহাদুরের সিংহদ্বার ভঙ্গ করিতে আ... জ্ঞা দিয়াছিলেন এবং ব্যক্ত করিলে... রাজা বাহাদুরের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত ... খিবেন, সাহেবের এপ্রকার অগ্নি... আজ্ঞা শুনিয়া রাজ দৌবারিকেরা ... মুক্ত করিয়া দিল, সাহেব রাজা বাহা... রের বহির্ব্বাটীতে যাইয়া জনবৎ হই... পোলীসের তাবৎ লোক লইয়া চলি... গেলেন, মেকান সাহেবের তুল্য সু... ণ্টেণ্ডেণ্ট কি আর দৃষ্ট হইবেন, মেং... সাহেব কলিকাতার ব্যাপার কিছুই... নিতে পারেন নাই, এই জন্য বিরো... পূর্ব্ব লক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ... কি ক্ষমতা আছে কলিকাতা বাসি... র্ম্মতলার এবং চৌরঙ্গীর পথে ... রোহ পূর্ব্বক যাইতে পারিবেন না ... ত নিষেধ প্রকাশ করেন, যদি ... কাতা নিবাসিরা কন্যা পুত্রাদির ... হে সমারোহ করেন আর চৌরঙ্গী... ঠ দিয়া যাইতে হয় তবে কি লা ... সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিষেধ... বেন, যদি করেন তবে কি রাগ ... প্রজারা তাঁহার সহিত বিবাদ ক... না, লা সাহেবযদি সুখ্যাতি চাহেন... বাঙ্গালি পাড়ার উপকার করুন, ... প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন ...

সদর আদালত।

আমারদিগের মান্যতম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডনবর সাহেব সদরের বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ বিচারের এক সুশৃঙ্খলা করেন অর্থাৎ তিনি সপ্তাহের মধ্যে কোনদিনে কিপ্রকার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন তাহা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, ইহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষীয় উকীল মোক্তারেরা পূর্ব্বে সতর্ক হইয়া বিশেষত উকীলেরা মোকদ্দমার কাগজ পত্রাদি দেখিয়া উত্তমরূপে প্রস্তুত হইবায় অনেক উপকার দর্শে, অতএব আমরা এতদ্বিষয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া ১২ জ্যৈষ্ঠ বাসরীয় ভাস্করে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম উক্ত শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের মর্য্যাদান্বিত অপর বিচারপতি মহাশয়েরা শ্রীযুতডনবরসাহেবের উক্ত সুনিয়মের অনুগামীহইয়া সপ্তাহের কোনং দিনে কিরূপ বিষয়ের বিচার করিবেন তদবধারণ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করেন, এইক্ষণে পরমাহ্লাদ পুরঃসর প্রকাশ করিতেছি সদরের মহামতি বিচারপতি মহাশয়েরা শ্রীযুত ডনবর সাহেবের নিয়মের গুণ গ্রহণ করিয়া ২২ জুন তারিখে এক " রেজোলিউসন ,, দ্বারা আপনারদিগের দৈনিক কর্ম্মের নিম্ন লিখিত মত ধারাবদ্ধ করিয়াছেন।

বিষয়।	দিন।	বিচারপতিগণের নাম।
সদর আপিলী মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার করণার্থ কামেল এজলাস।	সোমবার এবং মঙ্গলবার	শ্রীযুত স্যার রবর্ট বারলো, জে আর কলবিন এবং শ্রীযুত ডনবর সাহেব।
ঐ	বুধবার	শ্রীযুত এ ডিক. স্যার রবর্ট বারলো, এবং জে আর কলবিন সাহেব।
সদর আপিলী মোকদ্দমা।	সোমবার এবং মঙ্গলবার	শ্রীযুত এবরক্রম্বি ডিক সাহেব।
খাস আপিলী বিয়য়ের চূড়ান্ত বিচারার্থ এজলাস কামেল।	বৃহস্পতিবার	শ্রীযুত এডিক, স্যার রবর্ট বারলো এবং জে আর কলবিন সাহেব।
নেজামত বিষয়ক এবং ইংরাজী বৈঠক।	শুক্রবার	জজ শ্রীযুত এডিক, ও স্যার রবর্ট বারলো, টেম্পোরেরি জজ শ্রীযুত ডবলিউ বি জেকসন ও জে আর কালবিন এবং একটিং জজ শ্রীযুত জে ডনবর সাহেব।
ফৌজদারী সম্বন্ধীয় বিষয়ের এবং সদর আপিলী মোকদ্দমার দরখাস্তশুনানী।	শনিবার	শ্রীযুত এ ডিক, স্যার রবর্ট বারলো, এবং জে আর কালবিন সাহেব।
মোতফরাক্কা মোকদ্দমার এবং ডিক্রী জারী সম্বন্ধীয় আপিলী বিষয় শ্রবণ করণ।	সোমবার এবং মঙ্গলবার	শ্রীযুত ডবলিউ বি জেকসন সাহেব।
খাস আপিলী মোকদ্দমার আবেদন শ্রবণ করণ।	বুধবার এবং বৃহস্পতিবার	ঐ সাহেব।
ইংরাজী লিখিন পঠন এবং ১৮৪১ সালের ৩১ একট অনুসারে জিলার জজ সাহেবদিগে জিজ্ঞাস্যের উত্তরপ্রদান এবং লওয়াজমা সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণ।	শনিবার	ঐ সাহেব।
খাস কমিসনরী বিষয় বিচার।	বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার	শ্রীযুত জে ডনবর সাহেব।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ হয় সদরের কর্ম্মদক্ষ রেজিষ্টর শ্রীযুত জে বি কলবিন সাহেব ডিক্রীজারী, লওয়াজেমা অর্থাৎ মোকদ্দমা বিষয়ক কাগজ পত্রাদি প্রস্তুত করণ এবং বিলাত আপিলী মোকদ্দমার সিজিল মিছিল করণার্থ ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহাতে সদরের প্রধান উকীলেরা তৎকালে যদিচ আপত্তি উপস্থিত করেন তথাপি বিচারপতিগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই কিন্তু অভিনব " রেজোলিউসন,, দ্বারা শ্রীযুতেরা তত্তাবৎ কার্য্য আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন ইহাতে রেজিষ্টর সাহেব অধুনা অবসর প্রাপ্ত হইলেন অতএব স্বীকার করিতে হইবেক উকীল দিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

নবীন নিয়মের এক স্থানে আমারদিগের কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিয়াছে অতএব এই স্থলে তাহা জিজ্ঞাস্য হইল সদর আদালতের কর্ম্মচারি আমারদিগের কোন বন্ধু ইহার মীমাংসা লিখিলে সাধারণের গোচরার্থ সমাদরে তাহা ভাস্করোদিত করিব, আমারদিগের কথ্য এই যে শ্রীযুত জেকসন সাহেব যিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইংরাজী বৈঠকের লিখন পঠনাদি কার্য্যের ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তিনি শুক্রবারে তদ্বাহুল্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া আবার নেজামত বিষয়ক বিচারে অপর বিচারপতি মহাশয়দিগের সহিত কি রূপে সংযুক্ত হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হইবেন।

বিবিধ সমাচার।

লাহোরীয় সমাচারে ব্যক্ত করে তত্রস্থ ইংরাজ সৈন্যগণ নানা রোগাক্রান্ত হইতেছে।

অবগত হইল ১৬ জুন দিবসে আমারদিগের অভিনব প্রধান রথী মহাশয় সিমুলা শিখরে উত্তীর্ণহইয়াছেন, কলিকাতা ষ্টারের কোন বন্ধুর লিখনানুসারে বোধ হয় তথা হইতে তিনি ত্বরায় স্থানান্তরে যাত্রা করিবেন, কিন্তু দিল্লী গেজেটের লিপ্যাভাসেবুঝায়তিনিবর্ষাকালে ঐ শিখরেতেই অবস্থিত হইবেন, ষ্টারের বন্ধু বলেন সাহেব কিঞ্চিৎ রুগ্ন হইয়াছেন, শ্রীযুত নেপিয়র সাহেব সম্প্রতি লার্ড ডেল হৌসীর নিকেতনেইআছেন।

মেজর মেকসান সাহেব কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সিমলা শিখরে উপনীত হইয়াছেন, কথিত হয় তিনি সিস সটলেজ প্রদেশীয় আপন কমিসনরী কর্ম্মে শীঘ্র পদস্থ হইবেন।

লিখিত হইয়াছে স্যার হেনরি এবং বিবি লরেন্স অবিলম্বে লাহোরে প্রত্যাগমন করিবেন।

ভ্রম শোধন।

গত প্রকাশিত ভাস্করের সম্পাদকীয় প্রস্তাবে উদাহরণার্থ মহাভারতীয় যেশ্লোক উদ্ধৃত হয় তন্মধ্যে "ভীষ্মো,, শব্দ পরিবর্ত্তে "দ্রোণো ,, শব্দ পাঠ করিতে হইবেক।

গত পত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভের তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ছত্রে লিখিত " মওর সাহেব ,, পরিবর্ত্তে " মণ্ডর সাহেব ,, বুঝিতে হইবেক।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে থানা মাণিকতলার দারোগার কর্ম্মনিপুণতার বিষয় বিস্তারিত লিখিয়াছি কিন্তু স্থানাভাব জন্য তাঁহাকে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করা যায় নাই, কেবল দুই কথা জিজ্ঞাসা হইয়াছেগোরাচাঁদ পোদ্দারের বাড়ীতে কেন পাহারা বসান নাই, আরকে তাহা ধৃত করিয়া কি জন্য ছাড়িয়া দিলেন, দারোগা মনে করিতে পারেন তিনি বড় সুবোধ কিন্তু আমারদিগের জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়া চালাকী দ্বারা পরিত্রাণ পা

ইবেন না, মাজিস্ত্রেট সাহেব চব্বিশ পরগণায় নূতন আসিয়াছেন তিনি দারোগাদিগের ভাবচরিত্রজানেননতাঁহারসাক্ষাতেদারোগা চালাকীকরুন,আমারদিগকে চতুরতায় ভুলাইতে পারিবেন না, উক্ত দারোগা যে দুই ব্যক্তিকে চোর বলিয়া ধৃত করিয়াছিলেন তাহারা কি দারোগাকে সমাচার দিয়াছিল অমুক স্থানে বসিয়া রহিয়াছে দারোগা আসিলেই ধৃত করিতে পারিবেন, আমরা কি জানি না দারোগাদিগের পোষা চোর বিস্তর আছে, তাহারা অধিক টাকার সম্পত্তি হরণের অনুসন্ধানে থাকে, পরে ভারি মোড় মারিয়া দারোগাদিগের নিকট প্রকাশ করে, এদিগে মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা দারোগাদিগকে ধমক দেন কর্ম্মচ্যুত করিবেন দারোগারা পোষ্য তস্করদিগকে ধৃত করিয়া দিয়া মাজিস্ত্রেটদিগের সমীপেপ্রতিপন্ন হয়েন, কিন্তু বহুমূল্য সম্পত্তি যাহা প্রজাদিগের চুরী হয় দারোগারা তাহা বাহির করেন না, তাহা হইলে চোরেরা দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইবে অতএব অল্পমূল্য বস্তু যাহা চুরী করিলে দুই মাস, ছয় মাস কি এক বৎসর কারাগারে থাকিতে হয় তাহাই ধৃত করিয়া মাজিস্ত্রেটদিগের সাক্ষাতে বমাল সহিত তস্কর সমর্পণ করেন, তাহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের বোধ হয় দারোগা ভাল চালাক, বমাল সহিত চোর ধরিয়া দিয়াছে, চোরেরা গৃহস্থের দশবিশহাজার টাকার তোড়া কি তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি উড়াইয়া দিয়াছে দারোগা পায় নাই কি করিবে, তৎপরে মাজিস্ত্রেট সাহেব বিচারাসনে বসিয়া আইন দেখিয়া চোরদিকে দুই মাস, ছয় মাস, কি এক বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দিয়া তিনিও নিশ্চিন্ত হন, চোরেরা কারাগারে যাইয়া ঘৃত মৎস্য মাংসাদি দেবভোগ্য আহার পায় তাহারদিগের দুঃখ কি, এদিগে দারোগার স্থানে দশ বিশ পঁচিশ হাজার টাকা কিম্বা তদুপযুক্ত দ্রব্য যাহা রাখিয়া যায় দারোগা তাহা বিভাগ করিয়া চোরেরদের অংশ তাহাদিগের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন, অধিকাংশ আপনি রাখেন, এইরূপে চোরেরদের পরিবারাদিও সুখে থাকে দারোগারাও ধনী হয়েন, অনেক দারোগা এই প্রকারে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ইহার এই টাট্‌কা দৃষ্টান্ত কেন বিবেচনা করুন না, রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের বাইশ হাজার কয়েক শত টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে মানিকতলার দারোগা এক এঁধো পুষ্করিণী হইতে ৩টাকার এক গাড়ু, ২৷৷৹ টাকার ডাবর আর চারি আনার একখানা গামছা উঠাইয়া দিয়াছেন, ইহাতেই বমাল সহিতচোর ধৃত করণ সপ্রমাণ হইল, কিন্তু দুই সহস্র তিন সহস্র পাঁচশত সাতশত টাকা মূল্যোপযুক্ত যে সকল দ্রব্যাদি গিয়াছে তাহার এক বস্তুও দেখাইতে পারেন নাই, দারোগা সন্ধ্যা কালে চোর ধৃত করিয়াছেন, চোরেরাসমস্তরাত্রি তাঁহারথানায় ছিল, তাঁহার সাক্ষাতে সেইরাত্রিতেই যদি স্বীকার করিয়া থাকে রাজা বাহাদুরের গাড়ু ডাবর গামছা এঁধো পুষ্করিণীতে রাখিয়াছে তবে পর দিবস প্রভাত কালে অগ্রে কেন এঁধো পুষ্করিণী হইতে ঐ গাড়ু ডাবর গামছা উঠাইয়া দিলেন না, পর দিনে গোরাচাঁদ পোদ্দারকে ধৃত করিয়া ছাড়িয়া দিয়া দুই প্রহর দুই ঘণ্টা কালে কি জন্য এঁধো পুষ্করিণী হইতে গাড়ু গামছা উঠাইলেন ইহাতে কি সন্দেহ করা যায় না যদি দারোগা ঐ প্রকার উপার্জ্জনে লিপ্ত থাকেন তবে শ্রীমহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের ২২৫০০টাকারবস্তু চোরদারোগারমধ্যেতদন্ধং মদন্ধং হইয়াছে, যাহা হউক, অদ্য আর অধিক লেখা উচিত নয়, মাজিস্ত্রেট সাহেব কি করেন দেখিতে হইবেক।

চীন রাজ্যে ভাবি সংগ্রাম।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে লেখে অনুমেয় হইতেছে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট চীন রাজ্যে যুদ্ধোদ্যোগ করিবার সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়াছেন, বোম্বাই দেশীয় কোন সমাচারপত্রে প্রকাশ হয় আজদাহা নামক জাহাজের মেরামত সমাধা হইলে তদুপরি ৩৪ শেরি তোপ সকল গৃহীত হইবেক, এবং কিম্বদন্তী এইরূপ টেনাসরিম নামক তরীও তদ্রূপে সজ্জীভূতা করা যাইবেক,এবং কার্য্যোপযুক্ত বুঝিলে পুলুটো নামক জাহাজও প্রস্তুত করিবেন, আর প্রসবপাইন নামক জাহাজও আবশ্যকমতে রণতরী মধ্যে নিবিষ্ট হইতে পারে,চীনরাজ্যের প্রতিকূলে এখানে এই সকল আয়োজন হইতেছে কেবল বিলাতীয় রাজকর্ম্মচারি পামরষ্টন সাহেবের অভিমতাপেক্ষায়যুদ্ধস্থগিতরহিয়াছে,তিনি সন্ধি কি সমর কোন্‌পক্ষ বিবেচনা করেন আমরা তাহা পূর্ব্বাবধারিত করিতে পারি না, শীক সংগ্রাম জয় হইবাতে ব্রিটিস জাতিরা ভারতবর্ষে একপ্রকার প্রতিযোগী ও শত্রুশূন্য হইয়াছেন,ইহা সত্য বটে অদ্যাপিও ভারতবর্ষে নানা রাজ্যে অনেক স্বাধীন রাজ্যপাল আছেন কিন্তু তাঁহারা তাবতেই হীনবল ও তাদৃক ক্ষীণবৈরিরা প্রবলপরাক্রান্ত মহাবল ব্রিটিন জাতির লক্ষস্থল নহেন, অতএব এমত সুযোগ কালে দিগ্বিজয়ী গবর্ণমেণ্ট রাজ্যবৃদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিলেই উত্তম হয়, তবে পদবৃদ্ধি ও বৃত্তিলাভাকাঙ্ক্ষায় অত্রত্য রাজপুরুষেরা সমরানল প্রবল করণার্থ পরামর্শ প্রদানে ক্ষান্ত হইবেন না ইহাতেই চীনরাজ্যে পুনঃসংগ্রাম ঘটনার সম্ভাবনা।

পরম পূজনীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণ সরসীরুহবাজেষু।

কল্যকার বৈঠকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধারকেরা কোষাধ্যক্ষের অধীনে কর্ম্মচারি দিগের মাসিক বেতনের কারণ ১০০ একশত টাকার উপরে আর ৫০ টাকা প্রদান স্বীকৃত হইয়াছেন, শ্রুত হইল তত্রস্থ পূর্ব্বতন ও ধর্ম্মশীল ধন রক্ষক শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় পাছে কতক গুলিন দুঃখি প্রাণি কর্ম্মচ্যুত হয় এই বিবেচনায় তত্ত্বাবধারক দিগের মতে আপন সম্মতি দিয়া সমুদায় ঝুঁকী আপনি গ্রহণ করিয়াছেন, এক বৎসরের অধিক হইল ঠাকুর বাবু ব্যাঙ্ক হইতে এক টাকাও প্রাপ্ত হয়েন নাই তথাপি মধ্যে২ শ্রম স্বীকার করিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক সকল বিষয় দেখিয়া থাকেন কিন্তুআমি পূর্ব্ব পত্রেকহিয়াছি কয়েক জন বেতন ভোগী আমলা মহাশয়েরা একপ করেন না, এই দেড়শত টাকার খাজাঞ্চী মহাশয় কাহাকে রাখেন ও না রাখেন তাহা মহাশয়কে পরে জানাইব এইক্ষণে তাহার কিছুই ধার্য্য হয় নাই ইতি সন ১২৫৬ সাল ১৩ আষাঢ় মঙ্গলবার।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দপ্তর।

---

১ জুন তারিখে ঢাকার কমিটিতে মুন্সেফী পরীক্ষা।

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভুদেব ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণামল কমলেষু।

মহাশয়,প্রাগুক্ত দিবসীয় পরীক্ষোপলক্ষে নানা প্রদেশ হইতে যে ৯৩ ব্যক্তি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী উপস্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে যেত্রয়োদশজনযোগ্যতারপত্র পাইবার যোগ্য হইয়াছেন তাঁহারদিগের নাম নিম্নে লিখিলাম, কর্ম্মস্থানে পোঁছিয়া পরীক্ষা সম্বন্ধীয় অন্যান্য সমাচার ঢাকা কালেজের উন্নতি নিকিকুলের শ্রীবৃদ্ধি, বিশেষতঃ প্রধান সদর আমীন সৈয়দ আবাসালী খাঁ বাহাদুরের কমিটি গৃহে সুন্দর বিদ্যা প্রকাশ হওয়ার বিষয় মহাশয়কে জ্ঞাত করাইব ইতি ১২৫৬ তারিখ ৬ আষাঢ়।

ঢাকার।

শ্রীযুক্ত বাবু নরোত্তম মল্লিক।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার রায়।
শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু কমলনারায়ণ ঘোষ।

বাকরগঞ্জের।

শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর সেন।

রাজশাহীর।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাকান্ত ভাদুড়ী।
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ সেন।
শ্রীযুক্ত বাবু হরানন্দ মজুমদার।
শ্রীযুক্ত মৌলবি মসিয়ত উল্লা।

ত্রিপুরার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরবল্লভ রায়।

কস্যচিৎ ঢাকা নিবাসি জনস্য।

কলিকাতার।

মেস্তর, এচ বাইট সাহেব।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৩৫ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৩০ জুন। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১৭ আষাঢ় শনিবার মূল্যমাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা বিদ্যালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদির আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টিয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায় লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে সকলে প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ... পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

...সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছেপ্রতি ...বাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা একত্র ক্রমে কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষত দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারিআনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধমুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থহইবেন না এইকারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতিমাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতি বারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভুগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি,এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রসুল ষ্ট্রিটে শ্রীযুত লাড বিসাপের প্যালেস অর্থাৎ বাটী ম.য় প্রবেশের দ্বার আগত ১ পৈলা আক্তোবর হইতে বিক্রয় হইবেক অতএব ঐ বাটীর মূল্য যিনি যত দিতে স্বীকার পাইবেন তিনি ফোর্ট উইলিএম দুর্গে শ্রীযুত কাপ্তান এইচ ফ্রেজর সিবিল আর্কিটেক্ট সাহেবের সমীপে আবেদন দর্শাইবেন এবং ঐ বাটীর দলীল দস্তাবেজ এবং প্লান অর্থাৎ নকসা উক্ত প্রশংসিত সাহেবের দপ্তরখানায় দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ২১ জুন।

H Fraser Captain
Civil Architect.

Fort William
21st June 1849.

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী,আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

দুর্জ্জনদমন মহানবমী সম্পাদক শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস বসু ভাস্কর যন্ত্রালয়ের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ৯।৩ সংখ্যক ভবনে আসিয়াছেন সাধারণ লোকেরা প্রেরিত পত্রাদি এই বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা সাধারণ সমীপে জানাইতেছি যে দুর্জ্জনদমন মহানবমীর জন্ম ধারণাবধি সন ১২৫৫ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ হয় তাহার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়া উত্তম রূপ ইংরাজী ছাপ বৌগু ও সোণালী রেখা এবং মারবেল চর্ম্ম দ্বারা জেলদ হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে যে কোন মহাত্মা গ্রহণেচ্ছুক হইবেন সম্পাদকের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন মূল্য ৮ মুদ্রা।

সম্পাদক।
শ্রীঠাকুরদাস বসু।

সম্বাদ ভাস্কর

রাজ্যপালেরা যদ্যপি যুদ্ধেং কাল ক্ষয় করেন তবে প্রজা প্রিয় হইতেপারেন না, সমর জয়ী হইবেন এই চিন্তাতেই তাঁহারদিগের চিত্ত লিপ্ত থাকে প্রজার কুশল চিন্তায় চিত্তাকর্ষণ হয় না, অতএব দুঃখ ব্যাকুল প্রজাকুল রাজ্যপাল দিগের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করেন, পিতা যদি পুত্রকে না দেখেন, উচিত সুখে না রাখেন তবে পিতার প্রতি ও পুত্রের ক্রোধ হয় অতএব যুদ্ধ প্রিয় রাজাকে যদি প্রজারা কঠিন বাক্য বলেন তবে রাজা কহিতে পারেন না প্রজাগণ অন্যায় বলিতেছেন, বিশেষত অন্যায় পূর্ব্বক যাঁহারা বীরতা প্রকাশ করেন তাঁহারদিগের প্রতি স্বভা

বতঃ সাধারণের অন্তঃকরণে বিরাগ প্রকাশ পায়, রাবণ দুর্য্যোধনাদি আমারদিগের অনিষ্ট করেন নাই, কিন্তু তাঁহারদিগের নাম শুনিলেই রাগ হয়, এবং রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরাদির নিকটেও উপকার প্রাপ্ত হই নাই তথাপি তাঁহারদিগের প্রতি ভক্তি জন্মে, ধর্ম্মপক্ষে জয় অধর্ম্ম পক্ষে পরাজয়েচ্ছা প্রাণি মাত্রের স্বাবিকী হইয়াছে, পরাক্রম দ্বারা কেহ তাহার প্রতি বন্ধক হইতে পারেন না, যদি রাজ ভয়ে প্রকাশ করা না যায়, তথাপি মনেং অভিলাষ থাকে যুদ্ধপ্রিয় রাজার অধীনতা পাশ কাটিতে পারিলে রক্ষা পাই, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদানে উৎসুক হইয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন, কিন্তু আমারদিগকে যেপ্রকার পরাধীনাবস্থায় রাখিয়াছেন তাহাতে ভরসা হয় না ইংরেজেরা স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আপনারদিগের স্বার্থ সাধন সময়ে নারীগণকে সেই স্বাধীনতায় রাখিবেন, গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে আমারদিগের সহিত যে রূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন এবং জম্বুরাজ্যপাল গোলাপ সিংহের বিরুদ্ধে যে প্রকার কৌশল করিয়াছেন ইহাতেই আমরা ভরসা শূন্য হইয়াছি, জম্বুপতিকে বৃটিস গবর্ণমেণ্টই স্বাধীন করিয়াছিলেন, এইক্ষণে বৃটিস গবর্ণমেণ্টই তাঁহার স্বাধীনতা অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, শীক সমর সময়ে আমরা বারম্বার বলিয়াছি গোলাপ সিংহ হইতেই যুদ্ধানল প্রবল হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট গোলাপ সিংহকে আয়ত্ত করুন, সে সময়ে আমারদিগের বাক্যে গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হয় নাই, তখন ঐ রাজার নিকট হইতে সাহায্য লইয়াছেন, এইক্ষণে লাহোরে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বিপদকালে সাহায্যকারি বন্ধুর সহিত যুদ্ধোদ্যম করিতেছেন, ইহাতে কি সত্যবাদি সভ্য জাতির কলঙ্ক হইবেক না, আমরাই বলিব গবর্ণমেণ্ট অন্যায় পূর্ব্বক মহারাজ গোলাপ সিংহের উপর আক্রমণ করিয়াছেন, এবং যদিও বলিতে পারি গোলাপসিংহের রাজ্য গবর্ণমেণ্ট পাইবেন তথাপি সমর সমাধা না হইলে জয় পরাজয় নিশ্চয় জানা যায় না, বিশেষত গোলাপসিংহ স্বাধীন রাজা, স্বয়ং যোদ্ধা, তাঁহার সেনাপতিরা সুশিক্ষিত, সেনাগণ রণোৎসুক, রাজকোষ ধনে পরিপূর্ণ, পর্ব্বতীয় রাজা সকল জম্বুরাজের বান্ধব, জম্বুপতির অধিকারে কঠিনং দুর্গ আছে, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট সে সকল দুর্গের অনুসন্ধান জানেন না, অতএব জম্বুরাজধানীর সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতেছেন ইহাতে যদি পা টলে তবে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পথ পাইবেন না, বিশেষত অপদস্থ মহারথী সেই দেশে রহিয়াছেন, নবীন মহারথী নেপিয়র সাহেব বিলাত ভারতবর্ষ উভয় রাজ্যের কোনস্থলে ভারি সম্মুখসমর করেন নাই, বৃদ্ধ মহারথী মহাশয় ও নবীন রথির পরাজয়েচ্ছা করিবেন, অতএব নেপিয়র সাহেব যদি গোলাপ সিংহের সঙ্গে রঙ্গ করণার্থ রঙ্গস্থলে যান তবে কি রঙ্গ হয় বলিতে পারি না, সোবরণ স্থানীয় যুদ্ধ জয় কি সেনাপতিরা করিয়াছিলেন, লার্ড হার্ডিঞ্জ মহাবীর, তাঁহার সংগ্রাম কৌশলে আমরা জয়ী হইয়াছি, শেষ যুদ্ধে লাহোরীয় সামান্য সরদার শেরসিংহ আমারদিগের কি না অপমান করিয়াছেন, মূলরাজ একজন ইজারাদার তিনিও বৃটিস পক্ষীয় সেনাপতিসমূহকে যমালয়ে দিয়াছেন, গোলাপ সিংহ সেরূপ নহেন, তাঁহার সহিত নেপালের মৈত্রীভাব আছে, ব্রহ্মদেশীয় মহারাজ ও নেপালের সহিত যোগ রাখেন, আর তাবৎ লোক বৃটিস গবর্ণমেণ্টের শোষকতা দোষে বিপক্ষ হইয়াছেন অতএব গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা পূর্ব্বক চলিবেন আমারদিগের বলা বাহুল্য।

অল্পকাল গত হইল আমারদিগের গুণি মানি বন্ধু শ্রীযুত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর হুগলির সদর আলা মহাশয় অক্ষিরোগাক্রান্ত হইয়া কিয়দ্দিবস জন্য আপন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক তৎ রোগ চিকিৎসা করাইবার জন্য এতন্নগরে আগমন করেন, এবং বালিগঞ্জের চিকিৎসালয়স্থ সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তরের দ্বারা কিঞ্চিৎ আরোগ্য হইয়া কার্য্যস্থলে পুনঃপ্রস্থান করিয়াছিলেন, আমরা এতৎ সম্বাদাবগতে তৎকালে সুখী হইয়াছিলাম কিন্তু অধুনা শ্রবণে দুঃখিত হইলাম উপযুক্ত উক্ত বিচাপতি মহাশয় অধিক পারিশ্রমিক আপীলী ও জাবেতা মোকদ্দমাদি নিষ্পত্তি করিতেং পুনর্ব্বার তদাময়ে পীড়িত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার আরোগ্যার্থ পরমেশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করি তিনি কিয়ৎকাল অল্পায়াস সিদ্ধ মোতফরক্কাত বিষয় সকল বিবেচনা করেন।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।

গত বৃহস্পতিবারে শ্রীরামপুর নিবাসি পুণ্যরাশি বৈকুণ্ঠবাসি বাবু রামচন্দ্র দে চৌধুরি মহাশয়ের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইয়াছে, উক্ত চৌধুরি মহাশয়ের পৌত্রেরা প্রতি বৎসর এই শ্রাদ্ধে অধিক সমারোহ করেন, ইহাতে নবদ্বীপাদি নানা সমাজস্থ প্রায় পাঁচ শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরচলিত পত্রযাইয়াথাকে, তাঁহারদিগকে একং থালা এবং ব্যক্তিভেদে দশটাকা অবধি এক টাকা পর্য্যন্ত বিদায় ও পাথেয় নৌকাভাড়া ইত্যাদি সমুদায় দেন, এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগের জলপানের পারিপাট্য বোধ হয় একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে অন্যত্র কুত্রাপি এরূপ শুনা যায় নাই, চৌধুরি বাবুদিগের বাটী এক নগর বিশেষ, তাহার সাত প্রকোষ্ঠে নীচে উপরে অষ্টাদশ ভাণ্ডারে ছানা চিনি সন্দেশ দধি দুগ্ধ লুচী কচুরী আম্র কাঁঠাল ইত্যাদি পরিপূর্ণ হয়, এতদতিরিক্ত স্বতন্ত্র এক ভাণ্ডার তাবৎদ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকে, কোন মহালে কোন বস্তুর অকুলান হইলে ঐ ভাণ্ডার হইতে তাহা আনয়ন করা যায়, বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টাকালে ব্রাহ্মণেরা ঐ সাত প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হয়েন তাঁহারদিগের সংখ্যা দুই সহস্রের ন্যূন নহে অধিক যত হউক, তাঁহারা যত পারেন আহার করেন আর লইয়া যান, বিশেষতঃ চৌধুরি মহাশয়েরা ব্রাহ্মণগণকে ব্যক্তিভেদে চারি আনা আট আনা দক্ষিণা দিয়া বিদায় করেন, তৎপরে কায়স্থাদি জাতির জলপানে রাত্রি আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত যায়, অনন্তর কাঙ্গালিদিগকে বিদায় এবং আহারীয় দ্রব্যাদির মূল্য পয়সা দেন, শ্রাদ্ধ দিবসীয় দিবারাত্রি এই সকল কর্ম্ম শেষ হয়, এবং তৎপরে দশ দিবস পর্য্যন্ত সকল জাতীয় লোকদিগকে আহার করাইয়া তুষ্ট করেন, আর যে সকল ব্রাহ্মণেরা শূদ্রালয়ে আহার করেন না তাঁহারদিগের জন্য ব্রাহ্মণালয়ে ভাণ্ডার স্থাপিত হয়, তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া আহার করিয়া বিদায় লইয়া যান, সামাজিক বিদায় থানকাড়া বস্ত্রাচ্ছাদিত ভোজ্য তাহাও পাঁচ শতের ন্যূন নহে, বিশেষত বাবুদিগের বিনয় বি শ্রিত মধুর বাক্যেতেই সকলের সন্তো ষ জন্মে, বাবু বিপ্রদাস দে চৌধু মহাশয় এবারে অধ্যক্ষ হইয়া এই ক র্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাঁহার সদ্ব্যব রে সকলেই ধন্যবাদ দিয়াছেন, শ্রীরা পুর নিবাসি দে চৌধুরী মহাশয়দিগে ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই অথচ বাবুরা অতি নম্রভাব ও নির্দ্দোষ, অতএব বাবু রাম চন্দ্র দে মহাশয় যেমন সাধুপুরুষ ছিলে ন তাঁহার বংশেতেও সেই সাধুতার অং শ বিস্তীর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, অ আমারদিগের কাগজে স্থান অধিক ই, উক্ত চৌধুরি মহাশয়দিগের দ দির বিষয় পুনঃ স্মরণ করিব।

বিবিধ সমাচার।

দিল্লীগেজেটে প্রকাশ হয় শ্রী জর্জলরেন্সসাহেবমূলরাজের প্রতিগ সাক্ষ্য দিয়াছেন অধিকন্তু জানা মূলরাজের বিপক্ষ সাক্ষ্য সমাপন হ ছে তাঁহার সপক্ষ সাক্ষ্যাদি গ্রহণার র আর বিলম্ব নাই, ইহাতেই আ ভরসা করি অল্পকালেই এতদগুরু বিষয়ের চূড়ান্তানুমতি হইতে পারে

ক্টার পত্রের একপত্র প্রেরক লে ন রাজা গোলাপ সিংহের অধীনে বৃহৎ ১৫০ তোপ আছে, এতৎ লে অনুমান করেন আগামি শীতঋতুর মন পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ ঘটি পারে এবং এই কারণ প্রযুক্তই বি পঞ্জাবরাজ্যের নানা স্থানে থাকিতে সিদ্ধা হইয়াছেন।

মান্দ্রাজ দেশীয় সমাচার পত্র অবগত হইল তত্রস্থ প্রধান সেনা স্যার জর্জ বরকলী সাহেব অবশেষে য় কর্ম্মে অবসর প্রার্থনা করিয়া পাঠক গণের স্মরণ হইবেক উক্ত বাপেক্ষা কনিষ্ঠ পদস্থ সৈন্যাধিপ চার্লস নেপিয়র সাহেব ভারতবর্ষী হারথী পদস্থ হইয়াছেন ইহাতেই লী সাহেব অপমান জ্ঞানে আপন পরিত্যাগ করিতেছেন।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম পত্রে এক রব প্রকাশ হইয়াছে তত্রস্থ চি ষ্টিস স্যার এডওয়ার্ড গেম্বিয়র সা শীঘ্র স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে

বোম্বাইণ্টেলি গ্রাফ পত্রে অষ্ট্রেলিয়া দেশে উত্তম অহিফেন পন্ন হইতেছে এতৎ সম্বাদ শ্রবণে ইস্থ বণিকেরা বিশেষ ভীত হইয়া

রেইলওয়ের প্রকৃষ্ট ওণাদি বর্ণিত যে এক উত্তম গ্রন্থ বোম্বাইস্থ মাষ্টর ডবলিউ স্মিথ সাহেব রচনা করিয়াছেন বোম্বাই দেশীয় যাবদীয় লোকের সুগোম বোধার্থ গুজরাটীয় ভাষাতে তদনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু আমরা অনুমান করি এতৎ মহৎ ব্যাপারের উপকার প্রত্যক্ষ না হইলে সাধারণ লোকেরা ইহার প্রতিসম্পত্তি বিশেষ প্রীতিজ্ঞান করিবেন না কিন্তু এই শুভ কর্ম্ম একবার নয়ন গোচর হইলে পারসি জাতীয় ধনি লোকেরা আনুকূল্যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা স্বভাবত বাণিজ্য ব্যবসায়ের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন।

সাধারণের বিদিত আছে নেপিয়র সাহেব এতদ্রাজ্যের মহারথীত্ব পদ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে স্যার উইলিয়ম গম সাহেব তৎকর্ম্মে নিযোজিত হইয়া এতদ্রাজ্যে আগমনাদেশ প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু প্রায় ১০ সহস্র মুদ্রা নিজ ব্যয়ে তিনি অত্রাগমন করিয়া একদা হর্ষে বিষাদিত হইয়াছেন, অর্থাৎ এখানে আসিয়া শ্রবণাবলোকন করিলেন বিলাতীয় প্রধান রাজপুরুষেরা জেনরেল নেপিয়র সাহেবকে তদ্রাজ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত পদাভিষিক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং নেপিয়র সাহেব ও অত্রাগত হইয়া তৎপদ গ্রহণ করিয়াছেন অতএব রাজ্য লাভের স্থানে গম সাহেবের ভাগ্যে বনবাসের দুঃখোদয় হইল, অধিকন্তু মনোদুঃখ মনেং সম্বরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে পাথেয় ব্যয় চাহিয়াছিলেন ইহাতেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তদ্দর্ব্য ব্যয় লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হইয়া ইহা ঋণ স্বরূপ দিতে চাহেন তবে ইহার পর বিলাতীয় প্রভুরা এই টাকা তাঁহাকে দেন উত্তম, শ্রীযুত গম সাহেব এতদুত্তরে কি অবধারণ করিয়াছেন তাহা এপর্য্যন্ত ব্যক্ত হয় নাই, কিন্তু প্রকাশ হয় মান্যতম ডিউক আফ উইলিংটন মহাশয় এই বৃদ্ধ সেনাপতিকে বিলাতে আহ্বান করিয়াছেন অতএব তথায় কোন সম্ভ্রান্ত পদস্থ হইলেও গম সাহেবের দুঃখ নিবারণ হইতে পারে।

দিল্লীগেজেটে লেখে কঙ্করর নামক এক ক্ষুদ্র বাষ্পীয় জাহাজ পঞ্জাবীয় ঝিলম নদীতে গুদারা তরীরূপে রক্ষিত হইয়াছে, এবং বিলাত হইতে আর যে ক্ষুদ্রতরী প্রস্তুত হইয়া আসিবার অনুজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও উক্ত নদীতে উক্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে।

বেনারস ব্যাঙ্কের দুরবস্থার কথা পূর্ব্বেং প্রকাশ হইয়াছে, তদধ্যক্ষগণ তাহার বিশেষানুসন্ধান করিতেছেন, অচিরাৎ ইহার নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত হইবেক ফলে সে ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণের পুনর্ব্বার পূর্ব্ব সংস্কার ও আস্থা সংস্থাপন হওয়া দুষ্কর হইবেক, তাহা নিপাত না হইলেই রক্ষা, এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশিগণের ন্যায় তদংশিগণ দায়গ্রস্ত না হন ইহাই প্রার্থনীয়, বেনারস ব্যাঙ্কের যাহা হইবার তাহাই হইল কিন্তু এইক্ষণে আগ্রা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ সাধারণের প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য আপনারদিগের তাবদ্ব্যাপারের যে হিস বাদি প্রকাশ করিয়াছেন তদৃষ্টে সকলেই সুখী হইতে পারেন, অধ্যক্ষগণ অপরিমিত লেনদেন বা আপনারাও ব্যাঙ্কের ধন ঋণ করেন নাই ইহাই আমোদের বিষয় কেবল এক জন ডাইরেকটর ব্যাঙ্ক হইতে ৫০ সহস্র মুদ্রা কর্জ্জ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও চারি জন সিবিল সরবেণ্ট প্রতিভূ আছেন অতএব আগ্রা ব্যাঙ্কের সতর্কতা মূলক কার্য্যের প্রকাশ্য হিসাবে তদ্ব্যাঙ্কের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট।

মফস্বলীয় অনেক বিচারালয়াপেক্ষা সুপ্রিম কোর্টে ন্যায় বিচার হয় ইহা আমারদিগের বলিবার অপেক্ষা করে না, প্রদেশীয় আমলাগণের উৎকোচ গ্রহণ জন্যই অবিচার হইয়া থাকে এবং যদাকদাচিৎ সিবিলিয়ান মহাশয়গণের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেকতাতেও অর্থি প্রত্যর্থি গণের অনিষ্ট হয়, নাগরিক সুপ্রিম কোর্টে এতদ্দোষ প্রবাহ না থাকাই সদ্বিচার প্রাপণের প্রধান কারণ হইয়াছে, কিন্তু এই গুণের সহিত এতৎ শ্রেষ্ঠ আদালতের ব্যয় বাহুল্য ও এক বিষয় নিষ্পত্তি হইতে যে সুদীর্ঘকাল গত হয় তাহার তুলনা করিতে হইলে আমরা এতদ্বিচাগারের গুণ ব্যাখ্যা করিতে পারি না সুপ্রিম কোর্টের খরচাতে কতশক ধনিলোক অবসাদগ্রস্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহার সংখ্যা নাই এবং তথায় দেওয়ানী সম্বন্ধীয় বিষয়ের শেষ হয় কি না ইহাও বিবেচনা করিয়া উঠা দুষ্কর অপূর্ব্ব ইলিংস লার টীকা টিপনীর অর্থ সংলগ্ন হয় কি না তাহাও স্থির হয় না, এই লার সূত্রে কখন দোষী লোকেও পরিত্রাণ পায় এবং কখন নির্দ্দোষীও আপদগ্রস্ত হইতেছেন, আইনের একং প্রকরণেতেই ভিন্নং বিচাপতি মহাশয়েরা ভিন্নং অর্থ সঙ্গতি করিয়া ভিন্নং রূপে বিচার নিষ্পত্তি করেন অতএব এমত কুতর্ক পরিহার হইলেই প্রজাগণ পরিত্রাণ পান কিন্তু আদালতের নিয়মাদির এই সকল দোষ বর্ণনকালে বর্ত্তমান সদ্বিচারক প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত পীল সাহেব যে সকল সুনিয়ম করিয়াছেন তাহা বর্ণন করণ কর্ত্তব্য হইয়াছে, বিশেষত তাহা অর্থি প্রত্যর্থি গণের উপকারক বিধায় আমরা তাঁহাকে অসীম ধন্যবাদ প্রদান করি, প্রথম নিয়ম এই যে ইতিপূর্ব্বে ইকুইটি বিলের ইণ্টেরগেটোরী অর্থাৎ জিজ্ঞাস্য কথার এবং প্রার্থনা পাঠের বাদী লিখিত এতদুভয় প্রকরণের উত্তর লিখিতে হইত এইক্ষণে প্রথমোক্ত বিষয়ের উত্তর হইলেই হয়।

দ্বিতীয় নিয়ম ইতিপূর্ব্বে ইকুইটি ও ইকলিজিএষ্টিকেল ও এডমিরেলটী সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার সাক্ষ্য সকল সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর সাহেব যিনি একজেমিনর রূপে ও পরিগণিত হন তাঁহার নিকটে ও রেজিষ্টর সাহেবের সমীপে প্রথমত গৃহীত হইত তাহাতে তাঁহারা যে বিষয় জজেরদের শ্রবণ যোগ্য বিবেচনা করিতেন তাহা তৎ সমীপে প্রেরণ করিতেন এবং যাহা তাঁহারদিগের শ্রবণের অযোগ্য বুঝিতেন তাহা অগ্রাহ্য করাতে পরাজিত পক্ষ পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে বাধিত হইতেন, ইহাতে এক বিষয় দুইবার অর্থাৎ প্রথমত একজেমিনর ও বিষয়ভেদে রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া বিচারক মহাশয়গণের দ্বারা পুনর্ব্বিচারিত হইবাতে বাদি প্রতিবাদিগণের ধন নষ্ট ও বহুল কষ্ট হইতে শ্রীযুত এতন্নিয়ম পরিবর্ত্তে এসকল বিষয় একদাই জজ সাহেবেরদের দ্বারা বিবেচনা হইবেক এই ধার্য্য করিয়াছেন অতএব এতদ্দ্বারা অল্প ব্যয়ে শীঘ্র বিচার প্রাপন সদুপায় করণে শ্রীযুত সাধারণের হিতকর হইয়াছেন তান্যথা নাই।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

হে সম্পাদক মহাশয়, ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত এতদ্দেশস্থ অনেক যুবা ব্যক্তিদিগের সহিত আমি সর্ব্বদা আলাপ করিয়া থাকি যেহেতু দেখিতেছি তাঁহারদিগের দলবল ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং তাঁহারদিগের রীতি চরিত্র ব্যবহার দেখিলেই ইতঃপরে এতদ্দেশস্থ জনগণের কিরূপ স্বভাব ও ক্ষমতা হইবে তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে, দেখুন যেসকল প্রাচীন মহাশয়েরা উক্ত যুবাদিগের প্রশংসা করেন না বরং তাঁহারদিগের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অবহেলা ও মদ্যপান প্রভৃতি মহাং দোষ দর্শনে সর্ব্বদা নিন্দা করিয়া থাকেন তাঁহারাও ধনলোভ বশত অথবা অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ব্যবহার দৃষ্টে আপনং সন্তানাদিকে হিন্দুকালেজ প্রভৃতি ইংরাজি বিদ্যাশিক্ষা স্কুলে প্রেরণ করিতেছেন অতএব ইহা নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে কিয়ৎকাল গতে এই সকল ব্যক্তিদিগের মতই প্রবল হইয়া উঠিবে, যে সকল বড়ং মহাশয়েরা এক্ষণ পর্য্যন্তও প্রাচীন ধর্ম্মের শ্লাঘা করিয়া আপনারদিগের ধনজন বলে অদ্যাপি প্রাচীন মতের প্রচলতা রক্ষা করিতেছেন তাঁহারা লোকান্তর গমন করিলে তাঁহারদিগের উত্তরাধিকারিরা কদাপি বাল্যকালে শিক্ষিত যে নীতি তাহার বিপরীতা করিবেন না সুতরাং এক্ষণকার যুবাদিগের প্রতি বিশিষ্টরূপে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে, অবশ্যই তাঁহারদিগের উপর সমুদায় আশা ভরসা স্থাপন করিতে হয়, যদ্যপি তাঁহারা সচ্চরিত্র বিবেকশালী এবং বুদ্ধিজীবী হয়েন তবে ক্রমে ভারতভূমির উন্নতির এবং সভ্যতা বৃদ্ধির সন্দেহ নাই কিন্তু কেবল অভিমানী ও কুনীতি বিশিষ্ট এবং বিবেচনা বিহীন হইলে ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারা দেশোপকার হইবার সম্ভাবনা বিরহ, সম্পাদক মহাশয়, আমি উক্ত ব্যক্তিদিগের নিন্দা অথবা স্তুতিবাদে প্রবর্ত্ত নহি, মহাশয়কে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে শাস্ত্র পাঠে বুদ্ধি পরিষ্কৃতা হয়, ইহারদিগের পক্ষে এই সর্ব্বজন গৃহীত বাক্য কি নিমিত্ত বিফল হইতেছে বালককালাবধি বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক ইংরাজি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করেন তাহাতে নানা দেশ বিদেশীয় ইতিহাসাদি গ্রন্থ সকল পাঠ হয়, ভিন্নং দেশের নীতি ব্যবহারাদি জানিতে পারেন এবং এতদ্দেশস্থ প্রচলিত যে সকল কুনীতি দর্শন করেন তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মে, কোন বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে হইলে অতি ধার্ম্মিক নির্ম্মলান্তঃকরণ ব্যক্তিদিগের

ন্যায় বাক্যবিন্যাস করেন ও কোন ইংরাজি সংবাদপত্রে লিখিতে হইলে অতি সুচারু ইংরাজি ভাষাদ্বারা আপন২ অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন, কোন অংশেতেই ত্রুটি নাই তবে কোন নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে অথবা যাহা কহেন কিম্বা লিখেন তাহা কার্য্য দ্বারা দেখাইতে হইলে একেবারে চুপ আর কথা নাই, ইহাতে বোধ হয় ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠকালীন ইহাঁরা আপন২ বুদ্ধিকে সাহেবদিগের পাকেটমধ্যে ছাড়িয়া দেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাহেব মহাশয়েরা যেপর্য্যন্ত ফিরিয়া দিয়া থাকেন তাহাইলইয়া আইসেন, সম্পাদক মহাশয়, এক আশ্চর্য্য দেখুন (ইংরাজি পুস্তক মাত্রে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, এই শব্দ লক্ষ২ বার ব্যবহার হয়, যুবা মহাশয়েরাও পক্ষীর ন্যায় ঐ শব্দ অভ্যাস করেন এবং সময় পাইলেই মধ্যে২ স্বাধীনতা বলিয়া ধ্বনিকরিয়াউঠেন কিন্তু এই সকল ব্যক্তির ব্যবহার দৃষ্টে এমত কোন প্রকারেই জ্ঞান হয় নাই ইহাঁরা পরাধীনতার ক্লেশ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই অধীনকারী ও ক্লেশদাতা ইংরাজদিগের প্রতি এতাদৃশ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন না) এবং তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই সূক্ষ্মজ্ঞানে অন্য তাবৎ দেশীয় লোককে অবহেলা করিতে পারিতেন না, সম্পাদক মহাশয়, আপনি এতত্তাবৎ বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন অতএব যুবা ভায়াদিগের বোধার্থে স্পষ্ট করিয়া কিঞ্চিৎ লিখিতে মনোযোগ করিবেন।

আমারদিগের রাজেশ্বরেরা কদাপি স্বীয় ব্যাপকতা ও প্রাধান্য প্রকাশ করণে বিরত নহেন, তাঁহারদিগের পুস্তক সকল মধ্যে মনুষ্য মাত্রই পরমেশ্বরের নিকট তুল্য ইহা বারম্বার লিখিয়াছেন কিন্তু কার্য্যে তাঁহারা রাজা আমরা প্রজা এমত ভাব সর্ব্বদাই দেখান, ইহার এক দৃষ্টান্ত স্থল এই যে এতদ্দেশীয় যে সকল বালকেরা যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিয়া একেবারে অন্ধকার হইতে আলোকময় খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারদিগের প্রতি মিসনরি সাহেবেরা কি অন্যান্য সাহেবেরা কদাপি সমভাবে ব্যবহার করেন না, সম্পাদক মহাশয়, আমার স্মরণ হয় না যে কোন হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান কোন ইংরাজি বিবিকে বিবাহ করিয়াছেন কিম্বা এতাদৃশ সাহস প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন কোন বিবিকে অথবা তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধু বর্গকে আপনার আন্তরিক বাসনা প্রকাশ করিয়া এ কথা বলেন, বিবাহ সম্বন্ধ দূরে থাকুক প্রথম ডুবিত করিবার দিবস যেমত সংসাজাইয়া একত্রে ভোজনাদি করেন তাদৃশ সমাদর আর কদাপি করেননা, যথার্থ বটে যুব মহাশয়েরা ইংরাজি বিবিগণকে বিবাহ করিবার জন্য কিম্বা ভোজন পারিপাট্যের লোভে খ্রীষ্টীয়ান হয়েন না কিন্তু ইহাঁরদিগের গুরুজাতীয় ইংরাজ মহাশয়দিগের উচিত ব্যবহার হইতেছে না ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

পুনশ্চ ইংরাজ মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ২ এতদ্দেশীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল জাত মোসলমান জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করিয়া থাকেন কিন্তু বিবাহ সমাপ্ত হইলেই ঐ সকল ব্যক্তি একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠেন, কেহ তাঁহারদিগকে নিমন্ত্রণও করেন না, এবং তাঁহারদিগের বাটীতেও কেহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাননা, এবং একাপেক্ষ অধিক বিবাহ খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্মের নিষিদ্ধ কর্ম্ম তথাপি যেসকল সাহেবেরা অবরুদ্ধা স্ত্রীগণকে গোপনে সম্ভোগ করেন তাঁহারা সর্ব্বস্থানে ব্যবহৃত থাকেন কিন্তু সেই অবরুদ্ধা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেই জাত্যন্তর হইয়া যান, ইহার ভূরি২ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারা যায় সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক হিন্দুদিগের অপেক্ষা ইংরাজদিগের জাত্যভিমান অধিক আছে যেহেতু হিন্দুদিগের মধ্যে সমন্বয় হইতে পারে কিন্তু রাজ্যেশ্বরেরা এতদ্দেশস্থ ব্যক্তি সকলকে এমত নীচ জ্ঞান করেন যে ইহাঁরদিগের কন্যা গ্রহণ করিলে পুনর্ব্বার স্বজাতীয়দিগেরসহিত সমভাবে থাকা একেবারে অসাধ্য হয়।

অপিচ, আমারদিগের রাজ্যেশ্বরেরা অস্মদ্দেশ হিতৈষী ও ভারতবর্ষের বন্ধু বলিয়া অভিমান করেন এবং সর্ব্বদাই কহিয়াথাকেন মোসলমানজাতীয় বাদশাহেরা এতদ্দেশস্থ প্রজাগণের প্রতি যদ্রূপ অত্যাচার করিতেন আপনারা তাহা করেন না, ফলত ইহা সত্য বটে ইংরাজ বাহাদুরেরা মোসলমানদিগের ন্যায় দুর্দ্দান্ত নহেন কিন্তু ইহাঁরদিগের শোষকতা গুণে প্রজাপীড়ন পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয় না, মোসলমান রাজ্যাধিকারিদিগের হস্তে নিষ্কৃতি ছিল, ইংরাজ বাহাদুরেরা একেবারে জোঁকের ন্যায় বসিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিলেন ইহাঁরদিগের চাতুর্য্য ও দাম্ভিকতা প্রথমে বুদ্ধি গম্য হয় না, সর্ব্ব স্থানেই ছুঁচ হইয়া ঢুকেন পরে ফাল হইয়া বাহির হন, একবার একজন "রেসিডেণ্ট,, অথবা " পোলিটিকেল এজেণ্ট,, যে রাজ্যে প্রবেশ করাইতে পারিয়াছেন আর তদ্রাজ্যের নিষ্কৃতি নাই, আপাতত এই সকল চতুরতার প্রতি কটাক্ষ মাত্র করিলাম যেহেতু অন্য আর একটি অতি অপূর্ব্ব ব্যবহার আছে কিঞ্চিৎ বাহুল্য রূপে তাহার বর্ণন করিতে মানস করিয়াছি অর্থাৎ অস্মদ্দেশীয় ইংরাজি বিদ্যাভিমানি যুবারা প্রায় তাবতেই অবকাশক্রমে ইংরাজ বাহাদুরদিগের বাটী২ ভ্রমণ করেন, সাহেব যদ্যপি হাস্য করিয়া বাক্যালাপ করিলেন, কিম্বা যাইবা মাত্র " সেকেহেন,, হইল তবে আর আনন্দের সীমা নাই, মনে২ আপনাকে এমত প্রধান ও সুখী জ্ঞান করেন যে বোধ হয় সাধকগণের ইষ্ট দেবতা প্রত্যক্ষ হইলেও তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে এতাদৃশ প্রফুল্লতা হয় না, কিন্তু ইংরাজ জাতীয়েরা এমত অল্প বুদ্ধিনহেন যে তাঁহারদিগের প্রজা সম্পর্কীয় বাঙ্গালিদিগের সহিত সমভাবে ব্যবহার করেন "যত হাসুন, যত সেকেহেনকরুন তথাপি আড়াইহাত তফাত,, প্রথমত যাইবা মাত্র নেড়িপিয়াদাদিগের গুতা গাতা, পরে হরকরা সাহেবেরতোষামোদ ও বকসিস করুনতৎপরে অন্য কোন সাহেব কথোপকথন করিতে আসিয়াছেন কি না ইহা জিজ্ঞাসা, যদি আসিয়া থাকেন তবে অমনি চম্পট, এই সকল আপদ উত্তীর্ণ হইলে নিজ নাম লিখিত টিকীট প্রেরণ তৎপরে যদ্যপি কপাল ফলিয়া যায় তবে আহ্বান হয়, সাহেবের সহিত কথা বার্ত্তার ও নীতি পদ্ধতি নানাবিধ আছে যেমন মোসলমানদিগের মধ্যে খোদাবন্দ ও জনাব এবং হজরত ইত্যাদি বাক্য পুনঃ২ ব্যবহার্য্য হইয়াছিল, বর্ত্তমান রাজ্যাধিকারিরা ও ক্ষণে২ স্যার২ আনর২ প্রভৃতি স্তুতিবাদে সন্তোষ জ্ঞান করেন, এই প্রকারে পাঁচ ছয় পল গত হইলেই সাহেব ব্যস্ত হয়েন আর আসনোপরি স্থির হইয়া উপবিষ্ট থাকিতে পারেন না, কথোপকথনে অমনোযোগ দর্শান অথবা ছল দ্বারা আপন কর্ম্মের বিশেষ আবশ্যকতা জ্ঞাপন করেন সুতরাং তাঁহার নিকট যুবা মহাশয় আর কি করেন আপনি গুডমর্ণিং কহিয়া সাহেবের কর্ম্ম ক্ষতিকরিয়াছেন ইহার জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া বিদায় হয়েন, সম্পাদক মহাশয়, সাহেব লোকের সহিত এতদ্রূপ আলাপ করিতে হয় তথাপি চাকরী করিবার লোভে সমুদায় পয়জার সহ্য করিয়া দেশীয় ভায়ারা কেবল আশা মাত্র পরিগ্রহ করিয়া দ্বার দ্বার ভ্রমণ করেন, আপনারা তাবৎ লোকে একত্র হইয়া কেন স্বাধীন হইয়া কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করেন না, ইহাঁরদিগের ঘরের টাকা লইয়া সাহেব মহাশয়েরা বাণিজ্যালয় স্থাপন করেন এতদ্দেশস্থ প্রজারা কৃষি কার্য্যের নীতি পদ্ধতি উত্তম রূপ বিজ্ঞাতা নহেন এইহেতু রাজকর দানে পীড়িত হইয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, বুদ্ধিশালী সুশিক্ষিত যুবা মহাশয়েরা যদ্যপি কৃষকদিগকে শিক্ষা দান করেন এবং আপনারা কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত হয়েন তবে নিঃসন্দেহ সুখে কাল যাপন করিতে পারেন এবং জন্মভূমির ও যথেষ্ট উপকার দর্শে, এবং নানা প্রকার শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার সদুপায়ও আছে যদ্যপি তাহাতে মনোযোগী হইয়া বর্ষকয়েক পরিশ্রম করেন তবে গোরা মিস্ত্রীরা সকল কর্ম্মেই অগ্রগণ্য হইয়া অধিক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন না, দেশের টাকা দেশেই থাকে অথচ উত্তমরূপে কর্ম্ম সমাধা হওয়াতে সকলেরই সুখবৃদ্ধি হয়, অদ্য এই পর্য্যন্ত রহিল অবকাশানুক্রমে এতৎ মহদ্বিষয়োপলক্ষে কিঞ্চিৎ২ লিখিয়া প্রেরণ করিব যদ্যপি মহাশয়ের বিবেচনাসিদ্ধ হয় তবে প্রকাশ করিবেন ইতি তাং ২৪ জুন ১৮৪৯ সাল।

কস্যচিৎ স্বদেশ হিতৈষি জনস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৬ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৩ জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২০ আষাঢ় মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষা এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় ল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন হার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাই চে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী ত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ ই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার ন াধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত রিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগে ম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার কমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যব ুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হ ন, অতএব সাবধান করা যাইতে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ রিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই ছে যে রসূল স্ট্রিটে শ্রীযুত লার্ড বি পের প্যালেস অর্থাৎ বাটী মায় প্র শের দ্বার আগত ১ পৈলা আক্তোব তে বিক্রয় হইবেক অতএব ঐ বাটী ল্য যিনি যত দিতে স্বীকার পাইবে নি কোর্ট উইলিএম দুর্গে শ্রীযুত ান এইচ ফ্রেজর সিবিল আর্কিটেক্ট সাহেবের সমীপে আবেদন দর্শাইবেন এবং ঐ বাটীর দলীল দস্তাবেজ এবং প্লান অর্থাৎ নকসা উক্ত প্রশংসিত সাহেবের দপ্তরখানায় দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ২১ জুন।

H Fraser Captain
Civil Architect.

Fort William }
21st June 1849. }

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পাঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্ষ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।

লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চ তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট

বানিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বানিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচেরলিখিত মতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৬ ধারা। যে প্রত্যেক খালাসীকে ঐ রেজিষ্টার রেজিষ্টরী করেন তাহাকে তিনি এক রেজিষ্টর টিকিট দিবেন এবং শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল সময়ক্রমে যে পাঠেতে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে ঐ খালাসীর সাধ্যপর্য্যন্ত যথার্থ চেহারা লেখা থাকিবেক শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে রসুমের অনুমতি দেন সেই রসুম ঐ রেজিষ্টার ঐ টিকিটের জন্যে লইতে পারিবেন কিন্তু তাহা এক টাকার অধিক হইবেক না। এবং ঐ রেজিষ্টার ঐ রেজিষ্টর টিকিটের এক নকল আপনার দপ্তরে রাখিবেন। এবং প্রত্যেক রেজিষ্টরী হওয়া খালাসী সমুদ্রে গমনাগমন করি ব্যক্তিরদের যে সম্প্রদায় অথবা বেতনভোগী হয় তাহা ঐ রেজিষ্টার সাধ্য পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া রেজিষ্টর টিকিটে নির্দ্দিষ্টকরিয়া লিখিবেন। এবং ঐ টিকিটে উচ্চস্থ বেতনভোগিস্বরূপ লিখিত হওনের জন্যে টিকিটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ টিকিট রেজিষ্টারের নিকটে আনিলে সেই সময়ে ঐ ব্যক্তির যে উচ্চস্থ বেতনভোগি হওনের স্বত্ব থাকে তাহা ঐ রেজিষ্টার ঐ টিকিটেতে লিখিবেন ইতি।

৭ ধারা। এইমত প্রত্যেক জাহাজের মালিম উক্ত রাজ্যের কোন বন্দরে রেজিষ্টরী না হওয়া খালাসীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন না বা তাহাকে কর্ম্ম দিবেন না এবং উক্ত বন্দরে যে প্রত্যেক খালাসীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন তাহার রেজিষ্টর টিকিট সমুদ্রে গমনের পূর্ব্বে আপন হাতে সমর্পণ করাইবেন এবং পশ্চাৎ লিখিত গতিক ব্যতিরেকে ঐ খালাসীর চাকরীর শেষ পর্য্যন্ত ঐ জাহাজের মালিম অতি সাবধান করিয়া তাহা রাখিবেন এবং তৎপরে ঐ টিকিট যে খালাসীর হয় তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিবেন এবং জাহাজের যে প্রত্যেক খালাসীকে এইরূপে আইন বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন বা চাকরী দেন তাহার জন্যে ১০০ টাকার অনধিক জরীমানার হইবেন ইতি।

৮ ধারা। যখন কোন খালাসী আপনার রেজিষ্টর টিকিট হারায় তখন সেই ব্যক্তি স্বয়ং রেজিষ্টারের নিকটে দরখাস্ত করিবেক এবং সেই টিকিট যে সময়ে ও প্রকারে খোয়া গেল তাহার বিষয়ে রেজিষ্টার বা তাঁহার কোন একজন আসিষ্টান্ট যে সকল জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহার আপন বদ্ধ সাধ্য পর্য্যন্ত সত্যরূপে উত্তর দিতে হইবেক। এবং যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে ইহাতে কোন চাতুরী ছিল না বা চাতুরীর মানস ছিল না তবে রেজিষ্টর টিকিট দেওনার্থে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত পূর্ব্বের টিকিট হারাইবার সময় ও প্রকার বিবেচনা করিয়া রেজিষ্টার যে রসুম উচিত বুঝেন এইমত ৫ টাকার অনধিক রসুম লইয়া তাহাকে অন্য এক টিকিট দিবেন ইতি।

৯ ধারা। যখন কোন রেজিষ্টরী হওয়া খালাসী কারাগারে বা কোন হরিণবাড়ীতে কয়েদ হয় তখন আদালত অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস তাহার রেজিষ্টর টিকিট ঐ কারাগার বা হরিণবাড়ীর অধ্যক্ষের হাতে দেওয়াইবেন এবং তিনি খালাসীর কয়েদ থাকন সময়ে তাহা রাখিবেন এবং কয়েদের শেষ হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন। এবং যখন কোন রেজিষ্টরী হওয়া খালাসী

র প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড
হয় তখন যে ব্যক্তির নিকটে ঐ খালা
সী কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি ঐ রেজি
ষ্টর টিকিট রেজিষ্ট্রারের নিকটে
পাঠাইবেন।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরাবল ডেপুটী
গবরণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১ জুন।

নদীয়ার হাঁসখালীর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু
গোপীনাথ বসু ঐ জিলার শান্তিপুরের মুন্সেফ
হইবেন।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ
সরকার হাঁসখালীর মুন্সেফ হইবেন।

ছুটী।

১ জুন।

জিলা চাটিগাঁর সন্দ্বীপের মুন্সেফ শ্রীযুত
মৌলবী আবদুল জবার গত মাসের ১৬ তারি
খে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত দুই দিনের ছুটী
পাইয়াছেন।

৭ জুন।

জিলা পশ্চিম বর্দ্ধমানের রাধানগরের মু
ন্সেফ শ্রীযুত মৌলবী আসদুল্লা গত মাসের ২৫
তারিখে একদিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১ জুন।

চাটিগাঁর নিমকের এজেন্ট শ্রীযুত আর ট্রট
র সাহেব স্বীয় স্বাস্থ্যার্থে সমুদ্রে গমনের নিমি
ত্তে ছুটীর প্রার্থনা করণের পূর্ব্বে চিকিৎসকে
র সর্টিফিকটক্রমে তিন মাসের ছুটী পাই
য়াছেন।

২ জুন।

যশোহরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রী
যুত এচ এফ জোন্স সাহেব গত ডিসে
ম্বর মাসের ৩০ তারিখে যে এক মাসে
র ছুটী পান তাহা তাঁহার প্রার্থনায়
রহিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

২৯ মে।

এবং শাহাবাদের ধনগাইনের মুন্সেফী
পদ এবং ঐ জিলাতে বকসার ও সাসিরাম ও
গড়হানি চৌকীর মধ্যে ঐ এলাকায় যে খণ্ড
আছে তাহা রহিত হইল।

১ জুন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী
গবরণর সাহেব অনুমতি দিয়াছেন যে বৈদ্য
বাটীর মুন্সেফের কাছারী ঐ স্থান হইতে উঠি
রা হুগলীর শ্রীরামপুরে স্থাপন হয়।

৬ জুন।

থনাসরিম প্রদেশের কমিস্যনর শ্রীযুত মে
জর এ বোগল সাহেব গত মাসের ২১ তারি
খে আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত কাপ্তান ইএচ
ইম্পি সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

দিনাজপুরের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত আর জে
স্কট সাহেব গত মাসের ২৪ তারিখে আপনার
কর্ম্মের ভার শ্রীযুত সি ষ্টীয়র সাহেবের স্থানে
গ্রহণ করেন।

পূরণিয়ার একটিং অতিরিক্ত প্রধান সদর
আমীন শ্রীযুত ডবলিউ মোনি সাহেব গত মা
সের ১ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার গ্রহণ
করেন।

নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এ
ক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দি
য়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বা
হাদুর।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বা
হাদুর।

সম্বাদ ভাস্কর

বিচারস্থলে যদি উৎকোচ সম্বন্ধ
প্রচল থাকে তবে ঐ সম্বন্ধ সুবিচারের
প্রতিবন্ধক হয়, আমারদিগের গবর্ণমে
ন্ট এবিষয় বিলক্ষণ জানেন তথাপি বি
চারস্থলে উৎকোচ সম্বন্ধ রাখিয়াছেন,
যদি কহেন গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়া
ছেন রাজকর্ম্ম সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি
উৎকোচ লইলে দণ্ডার্হ হইবেন তবে
গবর্ণমেণ্ট কিরূপে বিচারস্থলে উৎকো
চ সম্বন্ধ রাখিলেন, ইহাতে আমরা এইউ
ত্তর করি কর্ম্মচারিরা আহারাচ্ছাদনে
র ব্যয়ার্থ কাতর হইয়া উৎকোচ লই
লে কি রাজ্যেশ্বরের ব্যবস্থায় তাহা নি
বারণ করিতে পারে, বহুল বেতনভো
গি রাজজ্ঞাতিরাই রাজব্যবস্থায় ভয় ক
রেন না অন্নবস্ত্রে লালায়িত ক্ষুদ্র বেতন
ভোগি আমলাগণ কি জঠরানলে ব্যাকু
ল হইয়া ব্যবস্থার ভয়ে তুলসীপত্র ভক্ষণ
করিয়া জীবন রক্ষা করিবেন, সিবিল ও
মিলেটরি সর্ম্পর্কীয় সাহেবদিগের প
ক্ষে নিশ্চিত আছে উত্তমরূপে কর্ম্ম নি
র্ব্বাহ করিলে ক্রমে২ উচ্চপদস্থ হইবে
ন, এবং গবর্ণমেণ্টের ত্রেজুরী, বাঙ্গাল
ব্যাঙ্ক, সদরদেওয়ানি ইত্যাদিস্থানীয় আ
মলারাও উচ্চ পদস্থ হইয়া থাকেন, সক
ল স্থলেই কর্ম্মকারকদিগের আশা আ
ছে পবিত্রতারূপে কর্ম্ম নৈপুণ্য দেখাই
লে উপরে উঠিবেন, এই কারণ ত্রেজুরী
এবং বাঙ্গালব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থানে আম
লারা উৎকোচের নামে ঘৃণা করেন সু
তরাং তাঁহারদিগের কার্য্যেতেও তঙ্ক
কতা হয় না, কিন্তু মুন্সেফাবধি কমিস্য
নর পর্য্যন্ত মান্য বিচারকদিগের এবং
কালেকটর মাজিস্ত্রেটাদির অধীন ক
র্ম্মকারকগণের মধ্যে উৎকোচপ্রবাহ
দুই কূল ভঙ্গ করিয়া বেগবান হইতেছে,
যদি বলেন প্রধানেরা অর্থাৎ মুন্সেফ স
দর আমীন প্রধান সদর আমীন জজ ক
মিস্যনর ও কালেকটর মাজিস্ত্রেটাদি
উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা সাব
ধান আছেন তাঁহারদিগের আমলারা
কিরূপে উৎকোচ হইবেন, ইহার উত্ত
রে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি
ঐ সকল লোকেরদের মধ্যেও কতিপয়
ব্যক্তির এই দুর্ণাম প্রকাশ হইয়াছে,
তবে অধিকাংশই সৎস্বভাব আমরা ই
হা স্বীকার করি কিন্তু তাঁহারা সৎস্বভাব
হইয়াও আমলারদিগের স্বভাব পরিবর্ত্ত
করিতে পারিবেন না, যদি গবর্ণমেণ্ট
আমলাগণকে ভরণপোষণোপযুক্ত বে
তন প্রদান করিতেন তবে আমলারাও
সচ্চরিত্র হইতেন, তাঁহারদিগের বেতনে
বাসার ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হয়না অগ
ত্যা উৎকোচের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন,
প্রধানেরা সতর্ক হইলে কি হইবে, আ
পনারদিগের স্ত্রী কন্যাদির সতীত্ব রক্ষা
র প্রতি, কে সতর্ক নহেন, এতদ্দেশীয়
লোকদিগের প্রাচীর বেষ্টিত বাসস্থল,
দ্বারে প্রহরী, ইহার মধ্য হইতেও স্ত্রী
লোকেরা বাহির হইয়া যায়, এবং ইং
রেজেরা স্ত্রীলোকের দাসত্ব করেন, স
ঙ্গে২ থাকেন তথাপি অনেকের বিবি
রা বাহির হইয়া গিয়াছেন, অন্যেপরে
কা কথা, বিজ্ঞবর বীরবর এলেনবরা
সাহেব যিনি আমারদিগের গবর্ণর হ
ইয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহার সতর্কতা
য় সোমনাথ গেট আমরা পাইয়াছি,
গোয়ালিয়রের বৃহত্তোপ গবর্ণমেণ্ট হৌ
সের উত্তর প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে
তিনিই তাঁহার বিবিরসহিত প্রণয় রাখি
তে পারেন নাই, অতএব প্রধানেরা স
তর্ক হইয়াও কর্ম্মচারিগণকে সৎপথে
আনিতে পারিবেন না, ইহার মুখ্য কা
রণ এই যে আমলাদিগের বৃদ্ধির আশা
নাই, আমরা দেখিতেছি জজ সাহেবদি
গের সিরিস্তারগণের মধ্যে অনেকে জলা
হারে প্রাণধারণ করিয়া কেবল সত্য প
থে রহিয়াছেন, আশা ছিল গবর্ণমেণ্ট তাঁ
হারদিগকে উৎকৃষ্ট পদে স্থাপিত ক
রিবেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সিরিস্তাদারদিগে
র জন্য কোন সদুপায় করেন নাই, সত্য
পর সিরিস্তাদারেরা উৎকোচ গ্রহণ ক
রেন না, তাঁহারদিগের প্রভু জজ সাহে
বেরা ইহা জানিয়াছেন, এই কারণ জ
সাহেবেরা সুশিক্ষিত কোন২ সিরিস্তাদা
কে আপনারা টাকা দিয়া নিকট রা
য়াছেন, হুগলির জজ সাহেব তাঁহা
প্রিয় সিরিস্তাদার কৃষ্ণচন্দ্র বাবুকে
তি মাসে এক শত টাকা দেন, দিনা
পুরের বিজ্ঞবর জজ সাহেব গবর্ণমেণ্টে
ব্যবস্থাভিজ্ঞ বিচারদক্ষ ধৌত চরিত্র
মাদুদ্দীন মহম্মদ সিরিস্তাদারকে আ
নি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছেন, গবর্ণমে
যে সকল বালকদিগকে মুন্সেফি কা
নিযুক্ত করিতেছেন তাঁহারা কি বহ
ল কর্ম্ম নির্ব্বাহক বিজ্ঞবর সিরিস্তাদা
দিগের সাক্ষাতে কথা কহিতে পারে
কিন্তু সিরিস্তাদারগণের উৎসাহ গি
ছে, এতদ্দেশীয় লোকেরা আর সি
স্তাদারি কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা করেন
যে কয়েক জন বিজ্ঞ এবং ধার্ম্মিক
রিস্তাদার আছেন ইহাঁরদিগকে উ
হ না দিলে যদি ইহাঁরা কর্ম্ম পরিত
করেন তবে জজ সাহেবেরা হস্তহীন
বেন, গবর্ণমেণ্টের কোন বিদ্যালয়ে
রিস্তাদারি কর্ম্মের উপযুক্ত লোক
স্তুত হয়েন নাই, পক্ষান্তরে সিরি
রেরাও ঐক্যবাক্য হইয়াছেন, তাঁ
দিগের পদ বৃদ্ধির উপায় না হইলে
রা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেওপারে
রিস্তাদারেরা অসংখ্যপরিশ্রম করে
থচ সে পরিশ্রমের উপযুক্ত বেতন
প্ত হয়েন না, এবং আশ্বাত নাই
সুখী হইবেন, বিশেষত যে গবর্ণ
গুণের পারিতোষিক প্রদান করি
কেন সেই গবর্ণমেণ্টই সিরিস্তাদার
র প্রতি অকৃপ হইয়াছেন ইহাতে
রিস্তাদারেরা অভিমান করিতে পা
অতএব দয়াশীল গবর্ণমেণ্টের উচি
য় সিরিস্তাদারদিগের বিষয়ে বি
মনোযোগ করেন।

আয়ুর্ব্বৃদ্ধি।

এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় স
ই বলেন কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায়
হার মৃত্যু সমাচার প্রচার হইলে
ক্তির আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয় অতএব আ
আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করি
কলিকাতার পোলীসের ডেপুটি
ষ্টেণ্ডেণ্ট মেং মেকান সাহেবের
র্ব্বৃদ্ধি হইল, উক্ত সাহেব কুমার
নীলকুঠীতে তাঁহার জামাতার ব

যাইয়া আরোগ্য হইয়াছেন, অতি শী
ঘ্র কলিকাতায় আগমন করিবেন।

চীনরাজ্য।

উক্ত রাজ্যে ভাবিসংগ্রাম উপল
ক্ষে যে কয়েক খানা রণতরী প্রস্তুত হই
বার সমাচার কলিকাতাষ্টার পত্রে লি
খিত হইয়াছিল হরকরা সম্পাদক মহা
শয় তৎপরে ঐ সমাচারের অমূলকত্ব
বর্ণন করিয়াছেন, দেখিতে হইবেক ই
হাঁরদিগেরমধ্যে কাহার কথা সত্য হয়।

বিবিধ সমাচার।

চীন রাজ্য হইতে শেষাগত সমাচারে
জানা যায় তথায় বোম্বেটিয়াগিরির
আধিক্য হইয়াছে, এবং ঐ সকল অ
ত্যাচারিরা প্রাণি হানি ও করে, চীনী
য়েরদের সহিত ব্রিটিস জাতির যুদ্ধ
ঘটনার এইক্ষণে কোন বিশেষ উদ্যো
গ নাই।

জম্বুপতি মহারাজা গোলাব সিং
হের তোপ সকল গ্রহণার্থ আমারদিগে
র গবরণর জেনরলের যে রসাভাসের স
মাচার প্রচার হইয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহা
র আর কোন বিশেষ বার্ত্তা আইসে না
ই, আমরা প্রার্থনা করি সমর সম্বাদ অ
মূলক হউক।

মেকোয়াস্থানীয়পোর্ত্তুগিজ গবরণর সা
হেব চীনীয়েরদের প্রতি কাঠিন্য ব্যব
হার করিয়া ছিলেন ইহাতে উভয় জা
তির মধ্যে এক বিরোধ উপস্থিত হই
বার আকার হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে কলিকাতা ও বারাণ
সীতে প্রেরিত এক গবর্ণমেণ্ট ডাক প
থিমধ্যে দিসাপুর নামক স্থানে অপহৃ
ত হইয়াছে অবগতি হয় এই পুলিন্দা
মধ্যে দুই গাঁঠরী মুক্তা ছিল তাহার এ
কের মূল্য ১২৫০ টাকা ও অপর গাঁঠরী
প্রায় ১৮৭৪ মুদ্রা মূল্যের হইবেক, এতদু
ভয় গাঁঠরীদ্বয়ের এক এনসুয়র থাকা
তে মহাজনের হানির লঘুতা হইবেক,
রাজপুরুষেরা তস্করদিগের অনুসন্ধানে
আছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই ধৃত হয়
নাই।

হিন্দু ইন্টেলি জেন্সর পত্র পাঠে অ
বগতি হইল এতদ্রাজ্যের বিদ্যাধ্যাপনী
য় সমাজ উত্তরপাড়াখ্য গ্রাম নিবাসি
ভূম্যধিকারী বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যা
য়কে লিখিয়াছেন উক্ত সমাজাধিপতি
মান্যতম শ্রীযুত বেথুনসাহেব কলিকাতা
নগরে হিন্দু বালিকা দিগের শিক্ষার্থ যে
বিদ্যালয় করিয়াছেন তাহাতে এতদ্দে
শীয় লোকেরা স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যা
ভ্যাসের প্রতি কি রূপ উৎসাহ প্রকাশ
করেন তৎ পরীক্ষানন্তর ফলাফল না দে
খিয়া বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজ জয়কৃষ্ণ
বাবুকে উক্ত গ্রামে স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থা
পন করণ বিষয়ে ব্যয়ানুকূল্য দ্বারা সা
হায্য প্রদান করিতে পারেন না, সমা
জ উক্ত প্রয়োজনীয় সাহায্যপ্রদানে প
রাঙ্মুখ হইবার আরো এই কারণ লে
খেন সম্প্রতি তদধীনে অধিক অর্থ না
ই, তবে মহোৎকর্ম্মে উদ্যুক্ত উক্ত বা
বুকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছেন কিন্তু
বিফল ধন্যবাদে কি উপকার আছে আ
মরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

মূলরাজের সপক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণারম্ভ
হইয়াছে, ইংরাজি পত্রে দৃষ্ট হইল অ
বিলম্বে এতদ্বিষয়ক বিচার সমাপন
হইবেক।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় গবর্ণমেণ্ট গে
জেট পত্রে প্রকাশ হইয়াছে ১৮৪৮ সা
লের মধ্যে তত্রস্থ কতিপয় মান্য লোক
সাধারণ মাঙ্গলিক ব্যাপারে ৩৬০০০ মু
দ্রা ব্যয় করিয়াছেন তদ্দ্বারা ৫৬ টা কূ
প খনন, ৩সরাই সংস্থাপন ১ধর্ম্ম শালা
এবং ১ সংক্রমণ নির্ম্মাণ এবং আম্র ও
নানাবিধ ফলাদির ১৪বাগান প্রস্তুতহয়।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতঃ
পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল বোম্বাই নগরী
য় বদান্যবর প্রসিদ্ধ ধনি পারসী স্যার
জেমসেটজি জিজিভাই মহাশয় পরো
পকারার্থ আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের হ
স্তে বিপুলার্থ প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনা ক
রেন গবর্ণমেণ্ট ঐ ধনের শতকরা ছয়টা
কার হিসাবে বৃদ্ধি দেন এবং সেই বৃদ্ধির
ধন তন্মানসিক সৎকর্ম্মে ব্যয় হয়, দাত
ব্য ধন গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করণা
ভিপ্রায় এই যে রাজকীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে
তৎকার্য্য চিরস্থায়ী হইয়া যথা নিয়মে
প্রচলিত হইবে, পূর্ব্বোক্ত মহাজন এই
সুচাতুরী করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহা
কে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং গবর্ণমেণ্ট
এমত ধর্ম্ম ও ন্যায় প্রসঙ্গে আহ্লাদ পু
রঃসর সহকারিতা করিবেন ইহাই সক
লের প্রতীত হইয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি
দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি ইংরাজি প
ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে বিলাতীয় কর্ত্তা মহা
শয়েরা তাঁহারদিগের সম্প্রতি প্রচলি
ত শতকরা ৫ টাকা বৃদ্ধি অপেক্ষা অধি
ক সুদ দিতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়াছে গবর্ণ
মেণ্ট ষ্টেটসমরী আফিস হইতে অনেক
কাগজ কলম এবং কালী অপহৃত হই
য়াছে, যে দোকানদারের ঘরে এসকল
দ্রব্য পাওয়া যায় সে ব্যক্তি কলিকাতা
র পোলিসের সুধীবর কনিষ্ঠ মাজিস্ত্রেট
শ্রীযুত হিউম সাহেবের বিচারে নীত হ
ইয়াছে, এতদ্বিষয়ক চূড়ান্ত বিচার দিনে
ক দুই দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হইবে, প্র
হরী রক্ষিত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মালয়ে এ
মত তাস্করিক ব্যাপার হয় ইহা অল্প
সাহসের কর্ম্ম নহে।

মাণিকতলার দারোগার কার্য্যের
প্রসঙ্গে আমরা পোলীস দারোগাদিগে
র ব্যবহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলা
ম তদুপলক্ষে আমারদিগের কোন বন্ধু
এক প্রস্তাব লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছেন
বন্ধুর লিখিত প্রস্তাব আমারদিগের ম
তের প্রতি পোষক হইয়াছে অতএব
আমরা এই স্থলে তাহা গ্রহণ করিলাম।

বন্ধু লেখেন "মহাশয় আপনার ভাস্ক
র পাঠে আমি আহ্লাদিত হইলাম যে
হেতুক আপনি পোলিস দারোগাদিগে
র ভাব চরিত্র জানিতে পারিয়াছেন, দা
রোগারা অনেকে চোর প্রতিপালন ক
রেন, চোরেরদের উপার্জ্জনে ধনী হয়েন,
পোষা চোরেরা দারোগাদিগের অপরি
চিত অন্য স্থানীয় তস্কর দিগকে সহযো
গী করিয়া চুরী ডাকাইতী করে, দারো
গারা পোষা চোরদিগের যোগে অপ
হৃত দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া অপরিচিত ত
স্কর দিগকে ধৃত করিয়া দেন, এবং বড়
পেঁচাপেঁচী হইলে পোষাচোরদিগের
মধ্য হইতেও দুই এক ব্যক্তিকে মাজি
স্ত্রেট দিগের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া
থাকেন কিন্তু তাহারদিগের গুরু দণ্ড না
হয় এমত পথ রাখিয়া এককর্ম্ম করেন,
ইহাতেই চোরেরা লঘুদণ্ড দণ্ড জ্ঞান
করেন। তাহারদিগের আরো আস্প
র্দ্ধা হয়, এবং দারোগারা কখন২ গৃহস্থে
র বাটী হইতে হৃতাবশিষ্ট দ্রব্যাদি লই
য়া নির্দ্দোষ মনুষ্য দিগের বাটীতে ফে
লিয়া তাঁহারদিগকেও দস্যু বলিয়া ধরি
য়া লইয়া যান, পোলীসদারোগাদিগের
মধ্যে প্রায় অধিকাংশনিষ্ঠুর প্রপঞ্চক উৎ
কোচ গ্রাহক দস্যুপ্রিয় ইহার অনেক
উদাহরণ ক্রমে লিখিব মহাশয় প্রকা
শ করিবেন তবে ইহাও বলিতেছি দা
রোগা শ্রেণীতে ধার্ম্মিক লোকও আছে
ন কিন্তু মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা ধার্ম্মিক
দারোগা দিগকে মনোনীত জ্ঞান করে
ন না, প্রপঞ্চক দারোগাদিগের প্রতিই
মাজিস্ত্রেটরা সন্তুষ্ট হয়েন এই কারণ
সত্যবাদি ভদ্র দারোগারা মলিন ভাবে
রহিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয়, আমি
আপাতত এবিষয়ের এক দৃষ্টান্ত বলি ই
হাতেই অনেক দারোগার কর্ণ খাড়া
হইবে।

জিলা চব্বিশপরগণার পূর্ব্ব মাজি
স্ত্রেট মিটিন সাহেব যিনি সম্প্রতি ক
মিস্যনর হইয়াছেন বোধ হয় তিনি বে
ণীমাধব চট্টোপাধ্যায় দারোগার জন্মা
ন্তরে পিতা ছিলেন, বেণীমাধব মিটিন
সাহেবকে যাহা বলিতেন সাহেব তাহা
ই খ্রীষ্টমন্ত্র জ্ঞান করিতেন, ইহার কার
ণ এই যে বেণীমাধব খিদিরপুর থানার
দারোগা হইয়া পোষা চোরদিগকে এ
বং অনেক ভদ্রলোককে দস্যু বলিয়া
সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, ম
ণিরামপুরে শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বা
টীতে একবার ডাকাইতী হইয়াছিল
তাহাতে গৃহস্থেরা কয়েক জন দস্যুকে
আঘাতী করেন, পরদিবস নবাবগঞ্জ থা
নার দারোগা আসিয়া আঘাত চিহ্নিত
দস্যুগণকে ধৃত করিয়া মিটিন সাহেবে
র নিকট প্রেরণ করেন কিন্তু শ্রীকান্ত ক
হেন তাঁহার প্রতিবাসি তারিণীচরণ ব
ন্দ্যোপাধ্যায় আপন বাটীতে দস্যুদল
কে স্থান দিয়া ডাকাইতী করাইয়াছেন,
ইহাতে নবাবগঞ্জের ধার্ম্মিক দারোগা
তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী বে
ষ্টন করিয়া তাঁহার সকল ঘর দেখিলে
ন শ্রীকান্তের একগাছ তৃণও তথায় পা
ইলেন না, কিন্তু গৃহস্থ শ্রীকান্ত তারিণী
র নামে অভিযোগ করিয়াছেন দারো
গা তারিণীকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না
এই কারণ মাজিস্ত্রেট সাহেবের বিচারে
পাঠাইয়া দিলেন, এদিগে শ্রীকান্ত খি
দিরপুরে আসিয়া খিদিরপুর নিবাসি
রামকমল মুখোপাধ্যায়ের যোগে বে
ণীকে হাত করিলেন, বেণীমাধব দারো
গা রামকমলের হস্তে আহার লইতে
ন এবং মণিরামপুর নিবাসি জয়শঙ্কর
বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি কোম্পানি বাহা
দরের বারিকমাষ্টরের অধীন কর্ম্মেতে
অনেক ধন করিয়াছিলেন তিনিও বেণী
মাধবকে লোভ দেখাইলেন, ইহাতেই
বেণীমাধব শ্রীকান্তকে পরামর্শ দিলে
ন মাজিস্ত্রেট সাহেবের সমীপে আবেদ
ন করিয়া তারিণীর বাটী সন্ধান কর
ণার্থ তাঁহাকে লইয়া যান, তদনুসারে

শ্রীকান্ত মিটিন সাহেবকে জানাইলেন তারিণীর অন্তঃপুরে তাঁহার দ্রব্যাদি রহিয়াছে, বেণীমাধব দারোগার প্রতি আজ্ঞা হয় তথায় যাইয়া সন্ধান করেন, তাহাতেই মাজিস্ত্রেট সাহেব বেণীকে যাইতে আজ্ঞা দিলেন, বেণীমাধব মণিরামপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীকান্তের জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর একখান বড় বাজু এবং দুই খাছা মল চাহিয়া লইয়া তাঁহার বিশ্বাস পাত্র পিয়াদার হস্তে দিলেন এবং সন্ধ্যাকালে তারিণীর বাটী বেষ্টন করিয়া তারিণীর এক নাবালগ পুত্রের গায়ের উপর ঐ বাজু মল ফেলিয়া দিয়া আপনপ্রাতিকগণকে সাক্ষী রাখিলেন, এবং আপনিই তারিণীর পুত্রের জোবানবন্দী লিখিলেন সেই যেন কহিল তাহার ভগিনী তারা দেবী ঐ সকল বস্তু তাহাকে দিয়া বলিয়াছেন বিক্রয় করিয়া একশত টাকা লইয়া গেলেই বাবা অর্থাৎ তারিণীচরণ মুক্ত হইয়া আসিবেন, দারোগা বেণীমাধব লিখন পঠন ঠিকঠাক করিয়া শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই বাজু মল কার, শ্রীকান্ত কহিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর, ইহাতেই বেণীমাধব তারিণীচরণের ঐ নাবালগ পুত্রকে বাজুমল সহিত চালান করিয়া দিলেন, মিটিন সাহেব দারোগার রিপোর্ট সহিত বাজু মল পাইয়া স্বীয়াভিপ্রায় লিখিয়া তারিণীচরণকে এবং তাঁহার পুত্রকে দস্যুদিগের সহিত দায়রায় সমর্পণ করেন, দায়রার বিচার কর্ত্তা মিটিন সাহেবের কাগজ পত্র দৃষ্টে মূল দস্যু দিগের মধ্যে কাহাকে সাতবৎসর কাহাকে নয় বৎসর জন্য কারাগারে দেন, কিন্তু তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চৌদ্দবৎসর পরিশ্রম সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন, সম্পাদক মহাশয়, আমি নিশ্চয় জানি তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বভাব কুলীন তাহার দুই বিবাহ, দুই স্ত্রীর গর্ব্ভে সন্তান সন্ততি অনেক হইয়াছেন, তারিণীর এই অপরাধ শ্রীকান্তের কনিষ্ঠ স্ত্রী এক রাজপুতের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তারিণী তাহাকে রাজপথ হইতে আনিয়া সম্মান পূর্ব্বক শ্রীকান্তের বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তারিণীচরণ শ্রীকান্তের জাতি রক্ষা করিয়া বেণী দারোগার নিষ্ঠুরতায় চৌদ্দ বৎসর কারা ভোগ করিবেন, এবং তাঁহার কন্যা তারাসুন্দরী দেবী বেণীমাধবের ভয়ে কোথায় গেলেন, তাঁহার কি দশা হইয়াছে পরমেশ্বর বলিতে পারেন, মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা এই প্রকার নিষ্ঠুর দারোগাদিগকে উৎসাহপ্রদন, মিটিন সাহেব বেণীকে ডেপুটি মাজিস্ত্রেট পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান চন্দ্র বেণীর মুখ দিয়া বিষ্ঠা উদ্গার করাইয়া তাঁহাকে নরকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং এই পাপের অংশী রামকমল যমালয়ে যাতনা ভোগ করিতেছেন, জয়শঙ্কর একেবারে বোক হইয়াছেন, পাপির দমন ভগবান করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রাজপুরুষেরা প্রপঞ্চক দারোগা দিগের চক্রান্ত বুঝিতে পারেন না।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৫ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নাচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জিলা চব্বিশ পরগণার দেওয়ানী আদালতের মোহরাঙ্কিত এক পরওয়ানা যাহা ১৮৪০ সালের ২৩ আক্টের বিধানানুসারে প্রদত্ত হয় ও যে পরওয়ানার ক্ষমতানুসারে মৃত রাজচন্দ্র হালদারের বিধবাপত্নী বিশ্বময়ী দেবীর এবং মৃত রাজচন্দ্র হালদারের পরলোক গত পুত্র নীলমণি হালদারের মাতা সুধাময়ী দেবী যিনি স্বকীয় বিষয়ের কর্ত্রী এবং উক্ত নীলমণি হালদারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিধবা পত্নী কামিনী দেবীর গার্ডিয়ান অর্থাৎ বিষয়াদির রক্ষাকারিণীরূপে পরিগণিতা হইয়াছেন তাঁহার ও তদধীন বিষয়াদি পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক তদযথা।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার মলঙ্গা বৌবাজারের মধ্যে গুড়েরমার পুকর আড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ৪৪ নং ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি বিশ্বময়ী দেবী ও সুধাময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ। বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে লক্ষ্মীনারায়ণ বড়ালের বাটী এবং ভূমি। পশ্চিমদিগে মেষ্টর কেগুর ডাইব সাহেবের বাটী এবং ভূমির কতক অংশ এবং বিশ্বময়ী দেবী ও সুধাময়ী দেবীর কতক অংশ, দক্ষিণদিগে রাস্তা এবং উত্তরদিগে আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুষ্করিণী।

২ দফা এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ৩৷৷০ তিন বিঘা দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বিশ্বময়ী দেবী ও সুধাময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে এবং পশ্চিমদিগে রাস্তা। পূর্ব্বদিগে পূর্ব্বোক্ত আসামী বিশ্বময়ী দেবী এবং সুধাময়ী দেবীর বাটী এবং ভূমি। এবং উত্তরদিগে মেষ্টর কেগুর ডাইব সাহেবের বাটী এবং ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটীয়া ভূমি অনুমান।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বিশ্বময়ী দেবী ও সুধাময়ী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ, বিশেষত উত্তরদিগে এবং পশ্চিমদিগে রাস্তা। দক্ষিণদিগে মধুসূদন সরকারের বাটী এবং ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে মদনমোহন বড়ালের বাটী এবং ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অনুষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Sopford.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৩জুন১৮৪৯। }

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৫ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বেঞ্জামিন ওয়াটর লেজারস সাহেবের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়স নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার বালিগঞ্জের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাত ভূমি তাহাতে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ এবং এক পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহারমধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বেঞ্জামিন ওয়াটর লেজারস সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, বিশেষত দক্ষিণদিগে মাষ্টর হিল সাহেবের ভূমি উত্তর এবং পশ্চিমদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা এবং পূর্ব্বদিগে রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৩জুন১৮৪৯। }

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৭ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৫ জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২২ আষাঢ় বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি৮টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আর্দশ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রসুল স্ত্রিটে শ্রীযুত লার্ড বিসাপের প্যালেস অর্থাৎ বাটী মায় প্রবেশের দ্বার আগত ১ পৈলা আক্তোবর হইতে বিক্রয় হইবেক অতএব ঐ বাটীর মূল্য যিনি যত দিতে স্বীকার পাইবেন তিনি কোর্ট উইলিএম দুর্গে শ্রীযুত কাপ্তান এইচ ফ্রেজর সিবিল আর্কিটেক্ট সাহেবের সমীপে আবেদন দর্শাইবেন এবং ঐ বাটীর দলীল দস্তাবেজ এবং প্লান অর্থাৎ নক্সা উক্ত প্রশংসিত সাহেবের দপ্তরখানায় দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ২১ জুন।

H Fraser Captain
Civil Architect.

Fort William.
21st June 1849. }

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্ষ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ৫ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রামরত্ন রায় ও রাধাচরণ রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায় ও রাধাচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে মথুরানাথ মুন্সির ও অন্যান্যের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণদিগে রাস্তা। পূর্ব্বদিগে শ্রীকৃষ্ণ বাগচির বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে রামচরণ ভট্টাচার্য্যের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের বেলেঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায় ও রাধাচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে দেবনারায়ণ পরামাণিকের ভূমি। পশ্চিমদিগে বংশীবদন শাহার ভূমি। পূর্ব্বদিগে রাসমণি দাসীর ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার চিৎপুরের সুরের বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায় ও রাধাচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মৃত মথুরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম ও উত্তরদিগে হারু পোদ্দারের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে রাস্তা।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একতালা ও এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও আস্তবল ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্নরায়ও রাধাচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকারও সম্পর্কআছেতাহা উপরেলিখিতকালও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগের একাংশে বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সির ভূমি, অপরাংশে ঠাকুর দাস চট্টোপাধ্যায়ের ভূমি, অন্যাংশে মথুর নন্দীর ভূমি। পূর্ব্বদিগে এক পুষ্করিণী যাহা বেনে পুকুর নামে বিখ্যাত। পশ্চিমদিগে চিৎপুরের রাস্তা। এবং দক্ষিণদিগে শ্যামাচরণ বসুর ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাজার যাহা রামরত্ন রায়ের বাজার বলিয়া বি

খ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহাতে এক ইটক নির্ম্মিত চাঁদনি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায় ও রাধাচরণ রায়ের যে স্বত্ব অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজার। দক্ষিণদিগে উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সীর ও অন্যান্য লোকের ভূমি অপরাংশে মথুর নন্দির ভূমি। পশ্চিমদিগে চীৎপুরের রাস্তা। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সীর ও অন্যান্যের ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের সিতির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান সোত্তর বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায় ও রাধাচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মৃত রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভূমি। উত্তরদিগে মৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে গ'ল।

৭ দফা। পূর্ব্বোক্ত জিলার বহরমপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ১৸৹ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমা হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায় ও রাধাচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে গৌরমোহন সেকরার ভূমি। উত্তরদিগে গুরুপ্রসাদ কুণ্ডের ভূমি। পশ্চিমদিগে রূপচাঁদ ভাদুড়ির বাটী ও ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে রাস্তা।

৮ দফা। এবং সহর কলিকাতার সুতানুটির দরমাহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি তাহাতে এক পুরাতন ভাঙ্গা পাকা বাটী আছে ভূমি অনুমান ১৸৹ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায় ও রাধাচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পশ্চিমদিগে দেবনাথ ঘোষের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণদিগে বৃন্দাবন সুর ও অন্যান্যের ভূমি। পূর্ব্বদিগে পার্ব্বতীচরণ সুরের ভূমি। এবং উত্তরদিগের একাংশে রাস্তা, অপরাংশে উক্ত পার্ব্বতীচরণ সুরের খোলার ঘর ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.

মেং ষ্টপফোর্ড।

Sheriff.

সরিফ।

কলিকাতা।
২৭ জুন ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনো রঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সম্বলিত সটীক হস্তামলক এই উভয় গ্রন্থ একত্রে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে ইহার মূল্য ২ টাকা, যদি কেহ ক্রয়ের মানস করেন, উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

৮৫৫ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ২ জুন।

মান্দ্রাজ দেশীয় ২২ সংখ্যক পদাতিক পলটনের লেপ্তেনেন্ট শ্রীযুত জে পি ফ্রাই সাহেব উড়িষ্যায় পর্ব্বতীয় প্রদেশের এজেন্ট সাহেবের আসিষ্টান্ট হইবেন।

১৮৪৯ সাল ৪ জুন।

শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ দে গত জানুআরি মাসের ২৭ তারিখের প্রকাশিত বিধানমতে সব আসিষ্টান্ট চিকিৎসকের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ৬ জুন।

জিলা চব্বিশপরগনার রাজস্ব সম্পর্কীয় জরীপী কর্ম্মের একটিং সুপরিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেব হুগলী ও মেদিনীপুর ও পূর্ব্ববর্দ্ধমান ও চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া যশোহর জিলাতে ১৮২২ সালের ৭ আইনানুসারে কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৮ জুন।

পাটনার মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টান্ট শ্রীযুত জি এচ রিকেট্স সাহেব ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু উমাচরণ সেট গত নবেম্বর মাসের ২৭ তারিখের প্রকাশিত বিধান মতে সব আসিষ্টান্ট চিকিৎসকের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

অনেকের এই বিশ্বাস আছে কলিকাতা নগরীয় শান্তিরক্ষা কার্য্যের কোন অংশে ত্রুটি হইলে মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা তাহার দায়ী হয়েন, এই কারণ ইন্স্পেকটর কি নায়েব, কি চৌকীদারদিগের অন্যায় দেখিলে দোষ দেন মাজিস্ত্রেটদিগের অমনোযোগে এইরূপ হইতেছে, কিন্তু মাজিস্ত্রেট দিগের কোন ক্ষমতা নাই নগরীয় শান্তিরক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন, মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা কেবল বিচার করণার্থ নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের সাক্ষাতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাঁহারা তাহার সুবিচার করিবেন, তাহাতে অবিচার হইলে মাজিস্ত্রেটেরা দোষী হইবেন, কিন্তু কেহ ইহা বলিতে পারিবেন না বিচার নিষ্পত্তি কালীন মাজিস্ত্রেট দিগের মধ্যে কেহ কোন বিষয়ে পক্ষপাত করিয়াছেন, অতএব মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের বিচার কার্য্যের ত্রুটি বলা যায় না, বিশেষত মেজর বর্চ্চ সাহেব যখন গুপ্ত ছিলেন তৎকালে ও তিনি সুবিচারের অন্যথা করেন নাই, শ্রীযুত মেজর সাহেব কলিকাতার উত্তর ভাগের মাজিস্ত্রেট সুতরাং আমরা তাঁহার বিচার দক্ষতার বিষয় যেরূপ জানি ইংরেজেরা এরূপ জানেন না, মেজর বর্চ্চ সাহেব সুপণ্ডিত, সুবিচারক, তিনি বাঙ্গালি দিগের রীতি ব্যবহার বিবেচনায় সুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, অতএব তাঁহার সাক্ষাতে বাঙ্গালি দিগের কোন বিষয় উপস্থিত হইবা মাত্র তাবৎ বুঝিতেপারেন, মেজর বর্চ্চ সাহেবের বিচার স্থলে দোভাষির কোন প্রয়োজন নাই, সাহেব গৌড়ীয়ভাষা উত্তমজানেন, শুনিয়াছি গৌড়ীয় সাধুভাষা লিখিতে পড়িতে বলিতে তাঁহার তুল্য সুপ্রবিষ্ট লোক বাঙ্গালি দিগের মধ্যেও অধিক নাই, বাদি প্রতিবাদির এবং উভয় পক্ষীয় সাক্ষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাস্য বিষয় স্বয়ং জিজ্ঞাসা করেন, গঙ্গাজলি সাক্ষিরা মেজর বর্চ্চ সাহেবের সাক্ষাতে যাইতে ভয় পায়, তিনি দৃষ্টিমাত্র বুঝিতে পারেন এই ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে অতএব তর্ক দ্বারা তাহাকে অপ্রস্তুত করিয়া ছাড়িয়া দেন, যদি মেজর বর্চ্চ সাহেবের হস্তে এমত শক্তি থাকিত গঙ্গাজলি সাক্ষিগণকে দণ্ড প্রদান করিতে পারিতেন তবে অনুমান করি তাঁহার শাসনেতেই কৃত্রিম সাক্ষির সাক্ষ্য প্রথা নির্লোপ হইত, শক্তি নাই কি করিবেন, গঙ্গাজলি সাক্ষী জানিয়াও তাহারদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়, যদিও আমরা কখনও পোলীসে আসামী হই নাই তথাচ মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের বিচারের ছলানুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোন বিষয়ে মেজর বর্চ্চ সাহেবের বিচারে ছল ধরিতে পারি নাই, মেজর বর্চ্চ সাহেব অনুগত প্রতিপালক দয়াশীল ইংরেজ, দারিদ্রগণকে সন্তানের ন্যায় দেখেন, দরিদ্র প্রতিপালনের জন্যেও সাহেব ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পরমেশ্বর প্রসাদাৎ ঋণ মুক্ত হইয়াছেন, চতুর্থ বাদশাহ যে ইন্সালবেন্টি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার অভিপ্রায় ছিল মেজর বর্চ্চ সাহেবের ন্যায় সত্যবাদি ঋণগ্রস্ত লোকদিগকে উদ্ধার করিবেন, অতএব তাঁহার অভিপ্রেত ব্যক্তি অনিচ্ছাতেও উক্ত আইনের অধীন হইয়াছেন, মেজর বর্চ্চ সাহেব ইন্সালবেন্টি ব্যবস্থার অনুগত হইতেন না, তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রায় ছিল ঋণ পরিশোধ করিবেন, মহাজনেরা মেজর সাহেবের বেতনের টাকা সুদে কাটিয়া লইতে[illegible]ন, ইহাতেও সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েন না[illegible], তথাপি মহাজনেরা তাঁহার উপর [illegible]স্ত্র চালাইলেন সুতরাং প্রাণরক্ষার উ[illegible]পায় না পাইয়া ইন্সালবেন্ট হইতে প্রা[illegible]র্থনা করিয়াছেন, আমরা অনুরোধ ক[illegible]রি সুপ্রিমকোর্টের বিচারকর্ত্তারা চতুর্থ বাদশাহের ব্যবস্থানুসারে মেজর সা[illegible]হেবকে অবিলম্বে নিশ্চিন্ত করেন, বাঙ্গা[illegible]লিদিগের বন্ধু এমত সদ্বিচারক মাজিস্ত্রেটের সহিত আর সাক্ষাৎ হইবেকনা, [illegible]মেজরবর্চ্চ সাহেব গুরুতরাপরাধ না পাই[illegible]লে অধীনগণকে পদচ্যুত করিতে জানে[illegible]ন না, কতং দরিদ্রলোক প্রতিদিন তাঁহা[illegible]র দ্বারে যাইয়া চীৎকারকরে তাহাতেবৈ[illegible]রক্ত নাই, তাহারদিগের অবস্থা জিজ্ঞাসা [illegible]করিয়া যথাসাধ্য উপযুক্ত ভিক্ষাদেন এই [illegible]প্রকার ভিক্ষাদানেতেও বর্চ্চসাহেবের অ[illegible]নেক টাকা গিয়াছে, এবং বিলাতে দুইপু[illegible]ত্রের শিক্ষার্থ প্রতিমাসে ৬০০ টাকা পাঠা[illegible]ইয়া দিতেন অথচ স্বকীয় বেতন মহাজ[illegible]নেরা কাটিয়া লইতেন, ইহাতেই মেজর বর্চ্চ সাহেব অবসন্ন হইয়াছিলেন এ[illegible]বং ডেপুটি সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট মেকান সা[illegible]হেব ও এই প্রকার বিবিধব্যয়ে মজিয়া[illegible]ছেন, সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে [illegible]মেকান সাহেব পোলীসের কর্ম্মে ৬ ছয় [illegible]লক্ষ টাকা ঐশ্বর্য্য করিয়াছেন, কিন্তু আ[illegible]মরা বিশেষানুসন্ধান করিয়াছি তাঁহার [illegible]ঐশ্বর্য্য হয় নাই বরং কেহ কেহ বলেন [illegible]তিনি ৩০ হাজার টাকার জন্য [illegible]আপন বাটী বন্ধক রাখিয়াছিলেন তা[illegible]হাও অল্পপরিশোধ করিতেপারিয়াছে[illegible]ন যিনিবাসস্থল বন্ধক রাখিয়া ৩০ হাজার [illegible]টাকা কর্জ্জ করেন তাঁহার ছয় লক্ষ টা[illegible]কা আছে অসম্ভব কথা, অতএব আম[illegible]রা এবিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারিলাম [illegible]না, মেং মেকান আরোগ্য হইয়াছেন [illegible]কলিকাতায় আসিয়া সমাচারপত্র স[illegible]ম্পাদক দিগকে স্বয়ং উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট [illegible]করিবেন।

বিবিধ সমাচার।

অযোধ্যা রাজ্যের সমাচারে ব্যক্ত [illegible]ইল তত্রস্থ বাদশাহ রোগমুক্ত হইয়া [illegible]নর্ব্বার ইন্দ্রিয়ামোদে প্রমত্ত হইবার [illegible]নুষ্ঠান করিতেছেন, পাঠকগণের স্মর[illegible]ণ থাকিবেক অল্পকাল গত হইল অ[illegible]যোধ্যার যুবরাজের মৃত্যু হয়, এইক্ষণে [illegible]না গেল দ্বিতীয় রাজকুমার যৌবরা[illegible]জ্য পদাভিষিক্ত হইয়াছেন, আমরা সুখী হইয়া লিখিতেছি তত্রস্থ সুনিপুণ রেসিডেন্ট মহাশয় স্বাস্থ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তবে পূর্ব্ববৎ সবল হন নাই এই মাত্র, তিনি অধুনা আপনি বগি আরোহণে বায়ু সেবনার্থ ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিন্তু বৃষ্টির অভাবে তদ্রাজধানীতে বসন্ত জ্বর বিকারাদি রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে কর্ম্মচ্যুত রোহেলা জাতীয় যোদ্ধাগণ যদ্রূপ অত্যাচারারম্ভ করে তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ হয়, বরং তাহারা দলবদ্ধ হইয়া স্থানেং বিলক্ষণ প্রবলতা পূর্ব্বক প্রজাবাগের সর্ব্বস্ব লুঠ করে, ইহাতেই রাজপক্ষীয় কতক সৈন্য তদ্বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল, তৎপরে দস্যুবৃত্তিকারি রোহিলাগণ কয়েক স্থানে পরাভূত হইয়াছে, অবগতি হইল ইহারদিগের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ পূর্ব্বক নেজাম রাজ্য হইতে এককালে ইহারদিগকে দূরীভূত করা যাইবেক।

ইংরাজী পত্রে লেখে থরাকদিয়া নামক স্থানে এক কয়লার আকর প্রকাশ হইয়াছে, এবং পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে তথাকার কয়লা বর্দ্ধমানের উৎকৃষ্ট কয়লার গুণবিশিষ্ট হইবে, অধিকন্তু এই নূতনাকরে অল্পব্যয়ে যথেষ্ট কয়লা উদ্ধারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বোম্বাই জেণ্টেলমেন গেজেট পত্রে লিখিত হইয়াছে চীনরাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারি কেইং মহাশয় ইউরোপ দেশ প্রচলিত নূতনাকার তোপের ন্যায় কামান ঢালাই করণোদ্যোগে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কলিকাতা ষ্টার সম্পাদক মহাশয় এতদুপলক্ষে বলেন চীনরাজ্যে অনেক উত্তম তোপ আছে এবং তাহা সুনিপুণতা পূর্ব্বক প্রস্তুতীকৃত বিশেষত জেজুইষ্ট মিসনরি গণের দ্বারা এতদ্বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া চীনীয়েরা পিত্তলের অত্যুত্তম কতিপয় তোপ ঢালাই করেন, তবে তন্মধ্যে এই মাত্র ত্রুটি আছে যে কামানের গাড়ি তাদৃশ ভাল হয় নাই।

প্রচার হইয়াছে বোম্বাইস্থ বৃটিস সৈন্যেরা পেসোয়র প্রদেশ হইতে বোম্বাই রাজ্যে প্রেরিত হইবেক, এবং সিন্ধুদেশীয় উষ্ট্রারোহী সৈন্যসম্প্রদা ভঙ্গ করিয়া তাহারদিগের মধ্যস্থ বলিষ্ঠ যোদ্ধাগণকে পদাতিক দলভুক্ত করা যাইবেক এবং অকর্ম্মণ্য সেনাগণ ও নন কমিসন সেনানীগণকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া বিদায় করিবেন কিন্তু সেনাপতিগণ আপনং পূর্ব্ব দল সংযুক্ত হইবেন, এবং কথিত উষ্ট্র সকল বিক্রয় করা যাইবেক।

হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর পত্র পাঠে অবগতি হইল মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতি বরহমপুরে যে অভিনব ইংরাজি পাঠশালা সংস্থাপন হইয়াছে তদধ্যক্ষতা নিমিত্ত মুরশিদাবাদের এজেন্ট টরেন্স সাহেব ও জজ মণি সাহেব এবং কালেকটর হালকেট সাহেব ও মাজিস্ত্রেট হারিসন সাহেব এবং সহকারী মাজিস্ত্রেট সাহেব সিবিল স্যারজন এ কিন সাহেব কাপ্তান সিফোর্ড সাহেব বাবু রাজীবলোচন রায় এবং বাবু পুলিনবেহারি সেন এক কমিটিভুক্ত হইয়াছেন, বিশেষতঃ শ্রীযুত টরেন্সসাহেব প্রসিডেন্টী কর্ম্ম এবং মেং জে ই এরো সাহেব তথা বাবু রামনারায়ণ মিত্র সংযুক্ত সম্পাদকীয়পদ স্বীকার করিয়াছেন, এতদ্বিদ্যালয়ের ব্যয়ানুকূল্যার্থ নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা পশ্চাল্লিখিত মাসিক ও এককালীন দাতব্য মুদ্রা স্বাক্ষর করেন।

স্বাক্ষরকারিগণের নাম।	মাসিক দানীয়ার্থ	এককালীন দাতব্যমুদ্রা
মাষ্টর ডি জে মণি	১০	৫০
এচ সি হলকেট	৮	২৫
এচ প্রেট	৫	২০
এ কিন	৪	০
এস এম বর্ডন	৪	০
বাবু বিশ্বম্ভর সেন	৩	১৬
বাবু পুলিন বেহারী সেন	৩	১০
বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস	৩	০
বাবু নিমাইচাঁদ সরকার	২	০
বাবু ললিত মোহন রায়	২	০
বাবু বিষ্ণুচরণ নন্দী	৩	১০
বাবু রাধাকান্ত ভট্ট	০	৫
বাবু রাজকৃষ্ণ সেন	০	৫

এতদ্বিদ্যামন্দিরের অনুষ্ঠানেই ইহার ক্রমোন্নতির আকার বুঝা যাইতেছে যেহেতু তত্রস্থ প্রধান রাজপুরুষেরা বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনে উৎসাহ পূর্ব্বক সংযুক্ত হইয়াছেন, এবং গবরণর জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট সাহেব যখন ইহাতে সংমিলিত হইয়া মনোযোগ করিয়াছেন তখন মুরশিদাবাদের নবাব নেজামের সাহায্য প্রাপণের বিলক্ষণ প্রত্যাশা আছে।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

মান্য সম্পাদক আমি ইংরাজি সম্বাদ পত্র সকল পাঠ করিয়া মধ্যেং দেখিতে পাই এতদ্দেশস্থ নব্য সম্প্রদায়ের সহিত সর্ব্বদা ফিরিঙ্গিদিগের বাক যুদ্ধ হইয়া থাকে উভয়দলেই পরস্পরের যথোচিত নিন্দা করিতে ত্রুটি করেন না বরং গুপ্ত দোষানুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত হওয়াতে নানাপ্রকার কটুকাটব্য ব্যবহার হয়, যদ্যপি মদীয় লিপীদ্বারা উক্ত বিবাদ ভঞ্জনের সম্ভাবনা নাই তথাপি সৎকর্ম্মের সাহায্যার্থে ধূলিমুষ্টী ক্ষেপণ করাও কর্ত্তব্য, এমত বোধে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাত বিহীন হইয়া কয়েক পংক্তি লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভাস্করের পার্শ্বে স্থান দান করিবেন।

প্রথমত উভয় দলের অবস্থা এবং পরস্পর সম্পর্ক বিবেচনা করিলে নিশ্চয় বোধ হইবে ইহাঁরদিগের মধ্যে বিবাদ হইবার স্বাভাবিক বহুকারণ আছে, যথা, ফিরিঙ্গিরা আদৌ গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় তাবৎ ক্ষুদ্র কর্ম্মে একাধিপত্য করিতেন এইক্ষণে বাঙ্গালিরা ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত হওয়াতে উক্ত কার্য্য সমুদায় বাঙ্গালি দিগের দ্বারা সমাধা হইতে পারে এবং তাঁহারদিগকে অল্প বেতন দানে সন্তুষ্ট করা যায় সুতরাং এতন্নগরীয় প্রায় সকল আফিসেই হিন্দু কেরাণিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন, এই হেতু ফিরিঙ্গিরা এতদ্দেশস্থ যুবাগণের বিশিষ্ট রূপে দ্বেষ করেন যেহেতু ইহাঁরাই তাঁহাদিগের রূটির পথ লোপ করিতেছেন, পরন্তু ফিরিঙ্গিরা মান্য অথচ বিদ্যাবান হিন্দুদিগের অপেক্ষা গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় কোন উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহেন, ইংরাজেরা স্বদেশীয় গৌরাঙ্গী বিবি গণের গর্ব্ভজাত সন্তান দিগকে যে মত হেলিবরি কালেজে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া সিবিল সরবেণ্ট করিয়া পাঠান তাঁহারদিগের কৃষ্ণবর্ণ বিবি দিগের গর্ব্ভজাত অভাগা ফিরিঙ্গিসকলের প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন

নাই এই হেতু বাঙ্গালিরাও ইহাঁদিগকে বিশেষ মান্য করিতে অনিচ্ছুক হয়েন কিন্তু ফিরিঙ্গিরা যেমন হউন রাজার অতি নিকট সম্পর্কীয় বটেন এবং কলকৌশল পরিত্যাগ করিতে পারেন না সুতরাং বাঙ্গালিদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়, বিশেষত ফিরিঙ্গিরা হিন্দু ও ইংরাজ এই উভয় জাতির মধ্যস্থিত, তাবতেই ইহাঁর দিগকে অবহেলা করেন অতএব দোআঁশলা হইলে যে দুষ্টতা ও নীচ স্বভাব বিশিষ্টত্ব হয় তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে ও সেইরূপ দর্শন হইতেছে, মোসলমান দিগের মধ্যে যে প্রকার নেড়ে, হিন্দু দিগের মধ্যে যে রূপ জারজ, খ্রীষ্টীয়ান দিগের মধ্যে ফিরিঙ্গিজাতি ও তদ্রূপ, সম্পাদক মহাশয়, আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি অবকাশানুক্রমে উত্তর প্রদান করিবেন. মনুষ্য শরীর মাত্র সমুদায়ই রক্ত, মাংস অস্থি মজ্জা ইত্যাদি বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত তথাপি জাতি ও জন্ম ভেদে শরলতা এবং ক্রূরতা নীচতা মহত্ত্ব এই সকল স্বভাবের প্রভেদ কি নিমিত্ত হয়।

পরন্তু উপরোক্ত প্রবল কারণ সমূহ বর্ত্তমানে হিন্দু এবং ফিরিঙ্গী এই উভয় জাতির পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন হওয়া অতি সুকঠিন ব্যাপার, ফলতঃ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রকাশ্য বিধির বৈপরীত্যাচরণে যে ইংরাজ বাহাদুরেরা এতদ্দেশজাত অবরুদ্ধা স্ত্রীগণের দ্বারা ফিরিঙ্গি জাতির জন্ম গ্রহণ করাইয়াছেন তাঁহারদিগের প্রতি অন্যায় কৃপা না করিলে বাঙ্গালিদিগের রাগ শান্তি হইতে পারে, এক্ষণে কোন আফিসে কর্ম্ম উপস্থিত হইলে যদ্যপি একজন ডিসোজ কিম্বা গমিস উক্ত কর্ম্মের প্রার্থক হয়েন তবে আর বাঙ্গালির প্রায় আশা থাকে না, বরং তাঁহাকে অধিক বেতন দান করিতে হইলেও তাহা স্বীকার করিয়া ইংরাজ মহাশয়েরা আপন২ উপপত্নী গর্ব্ভজাত সন্তান দিগকে প্রতি পালন করেন, নীচ ব্যক্তি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেই সকলের উপর আস্ফালন করিয়া থাকেন, ইহা সর্ব্বগ্রাহ্য বাক্য কিন্তু সকল ব্যক্তিই সুবুদ্ধি নহেন সুতরাং বারম্বার হাস্য করিয়া উড়াইতে পারেন না, মধ্যে২ রাগযুক্ত হইয়া বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত হয়েন, অতএব ইংরাজি সম্বাদ পত্র সকল এই উভয় দলের বাগ্‌যুদ্ধে পরিপূর্ণ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি।

সম্পাদক মহাশয়, সম্প্রতি বিবেচ্য এই যে বাঙ্গালি এবং ফিরিঙ্গী এই উভয় জাতির মধ্যে কাহার প্রতি কার্য্যাদির ভার অধিকাংশ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং অদ্যাপি ফিরিঙ্গিরা যে তাবৎ আফিসে এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে প্রধান২ হইয়া চলিতেছেন ইহা উচিত কিম্বা অনুচিত ব্যবহার হইতেছে, প্রথমত বক্তব্য এই যে এক জন ফিরিঙ্গী এবং একজন বাঙ্গালী ইহাঁরা উভয়েই যদ্যপি সমান জ্ঞানী হয়েন তথাপি আমার অভিপ্রেত এই যে বাঙ্গালিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়, কারণ যদ্যপি সহবাসগুণে ও বংশগুণে স্বভাবের বিভিন্নতা জন্মে তবে অবশ্যই বাঙ্গালি কুলোদ্ভব ব্যক্তির স্বভাব ফিরিঙ্গির স্বভাবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবেক, ফিরিঙ্গিরা খ্রীষ্টীয়ান জাতির মধ্যে অতি হেয় তবে পিতৃজাতীয় ভাষা বলিয়া ইংরাজি ভাষা শীঘ্র শিক্ষা করিতে পারেন কিন্তু যে সকল হিন্দুরা উক্ত ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েন তাঁহারা সকলেই সদ্বংশোদ্ভব মান্য সন্তান, তাঁহারদিগের নিন্দা ভয় আছে এবং বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অবশ্যই চেষ্টা হয়, ইতিহাসে লিখিত আছে অতি সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান সেলেন নামা গ্রীক দেশীয় ব্যবস্থাপক এমত অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন যে রাজকীয় তাবৎ কর্ম্ম ধনবান ব্যক্তিদিগের হস্তেই সমর্পণ করিতে হইবেক এতদ্দ্বারা বোধ হয় ধনবান এবং মান্য ব্যক্তিদিগের দ্বারা রাজকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে সুতরাং "অদ্য ভক্ষ ধনুর্গুণ,, ফিরিঙ্গিরা ধনবান বাঙ্গালি অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ থাকেন ইহাও নীতি বিরুদ্ধ, সম্পাদক মহাশয়, গত বারের কলিকাতা রিবিউ নামক ত্রৈমাসিক পত্র পাঠে জ্ঞাতা হইলাম এতন্নগরস্থ সমুদায় জাতি অপেক্ষা ফিরিঙ্গিরাহ অধিকাংশ ইন্সালবেণ্টি কোর্টের পদানত হইয়াছেন, দেখুন, এতদ্দেশে হিন্দু জাতিই অধিক তথাপি উক্ত পত্র প্রকটিত তালিকা দৃষ্টে আশ্চর্য্য বোধ হইল অন্যান্য ইংরাজ ও মোসলমান আরমাণি প্রভৃতি তাবৎ জাতীয় মধ্যে হিন্দুজাতির নাম নিম্নে লিখিত হইয়াছে, হিন্দু এবং ফিরিঙ্গী এই উভয় জাতির শারল্য এবং কপটতার এই এক দৃষ্টপ্রমাণ রহিয়াছে আর অধিক কি লিখিব।

এতদ্দেশস্থ ক্ষুদ্র২ তাবৎ বিদ্যালয় মধ্যেই ফিরিঙ্গিরা হেডমাষ্টর হইয়াছেন ইহাও ইংরাজ বাহাদুরদিগের পক্ষপাতবশত অত্রসন্দেহো নাস্তি যেহেতু হিন্দু বালকগণের শিক্ষা হিন্দু শিক্ষক দ্বারা যদ্রূপ হইতে পারে তাদৃশ উৎকৃষ্ট শিক্ষা ফিরিঙ্গিদিগের দ্বারা কদাচ হইতে পারে না, ইহার প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের বাৎসরিক রিপোর্ট বহী হইতে নানাবিধ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি এবং আরো বিবেচনা করুন পূর্ব্বোক্ত কারণ বশত নীচ জাতি ও কুসংসর্গান্বিত এবং দরিদ্র অথচ অতি প্রধানের ন্যায় ব্যবহার করিতে উৎসুক এমত যে ফিরিঙ্গি সকল ইহাঁরা কদাপি অতি মান্য যে শিক্ষকের পদ তাহা প্রাপণের যোগ্য হইতে পারেন না, এতদ্দেশে প্রায় তাবৎ মনুষ্যই বিবেচনা করেন শিক্ষক দিগের কর্ম্ম অতি সামান্য, ইহা অনায়াসে সমাধা হইতে পারে অতএব যে সকল কায়স্থ সন্তান সংপূর্ণরূপে নিষ্কর্ম্মান্বিত এবং কেবল নামতা, কড়ীকসা, প্রভৃতি শুভঙ্কর প্রণীত অঙ্ক এবং গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ প্রভৃতি সামান্য বঙ্গভাষা লিখিত পুস্তক সকল পাঠ করিতে পারেন তাঁহারাই দেশের শিক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন কিন্তু আমারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এবং প্রাচীন গ্রীক জাতীয়েরা এমত বিবেচনা করিতেন না, তাঁহারদিগের মতে প্রধান২ মুনিঋষি এবং অতি মহৎ২ দর্শনবাদি ফিলাসাফর সকল আপনাপন শিষ্য লইয়া সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করিতেন "উপরি লাভ ,, নাই বলিয়া শিক্ষকের কর্ম্ম অনাদৃত হয় নাই এই হেতু শিক্ষকের কর্ম্মে সামান্য লোক সকল নিযুক্ত করণ পরামর্শ সিদ্ধ নহে, সাধারণ একটা কথা আছে " যেমন গুরু তেমনি শিষ্য ,, শিক্ষক যদ্রূপ তাঁহার ছাত্রেরাও তদ্রূপ হয়েন অতএব যথেষ্টরূপ গুপ্ত সন্ধান না করিয়া শিক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করা কাহাকেও কর্ত্তব্য নহে কিন্তু বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের সভ্য মহাশয়েরা এক টীচরসিপের পরীক্ষা লইয়া তাতাতে উত্তীর্ণ হইলেই গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয় সকলের শিক্ষক করিয়া দেন, এইরূপে নীচ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিরা উক্ত মহৎ কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার কিপর্য্যন্ত হানি করিতেছেন ইহা কথনীয় নহে, বিশেষত যে সকল বাল

কেরা এইক্ষণে ইংরাজি বিদ্যালয় সক
লে অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারদিগকে
কেবল ইংরাজিভাষা শিক্ষা দেওন তাং
পর্য্য নহে নীতিব্যবহার তাবৎ বিষয়ে
শিক্ষা প্রদান করিতে হয় সুতরাং ফি
ঙ্গিরা নীতি ব্যবহার শিক্ষা প্রদানে কো
ন প্রকারেই সক্ষম নহেন এই হেতু তাঁ
হারদিগের দ্বারা শিক্ষাদান কর্ম্ম সম্পূ
র্ণরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

সম্পাদক মহাশয়, আপনি অবশ্য
দেখিয়া থাকিবেন এতদ্দেশীয় অনে
যুবা ব্যক্তিরা পাঠ সমাপন করিয়া
হির হইবার কালীন এক প্রকার জন্ত
ন্যায় হইয়া আইসেন, লোকের সহি
কথাবার্ত্তার নীতি পদ্ধতি কিছুই জা
ন না, প্রতিক্ষণেই আপনাপন অভিমা
বাদ্ধক বাক্য কহেন এবং কাযের ক
য় একেবারে " ভেবাগঙ্গারাম ,, হই
নিস্তব্ধভাবে থাকেন কিন্তু আমার
শ্চয় বোধ হয় বাঙ্গালি শিক্ষকের নিক
পাঠ করিলে এই দোষ সমূহ প্রবল হ
তে পারে না।

সম্পাদক মহাশয়, আমার নিশ্চ
বিশ্বাস হইতেছে উপরোক্ত তাবৎ
ত্তান্ত বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের বিজ্ঞ
সেক্রেটরি অথবা তৎসমাজের সভ্যে
বিশিষ্টরূপে জ্ঞাতা হইতে পারিলে
তৎ তাবৎ দোষ নিবারণার্থে অবশ্য
চেষ্টিত হইবেন কিন্তু সন্দেহ হইতে
আপনার ভাস্কর পত্র বঙ্গভাষায় লি
ত হয় সুতরাং পত্র অতি উৎকৃষ্ট
লেও রাজপুরুষদিগের মধ্যে অধিক
শ ব্যক্তিরা পাঠ করিতে সমর্থ হ
না, অতএব আমি আপনার পা
মাত্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছি
পি কেহ ইংরাজি ভাষায় এতৎ পত্র
বাদ করিয়া হরকরা ইংলিসমেন
তি কোন মান্য ইংরাজি সমাচারপ
প্রেরণ করেন তবে সেই ব্যক্তির নি
আমি চিরবাধিত হইব।

কস্যচিৎ অপক্ষপাতিনঃ

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র স
কলিকাতার শোভাবাজার বাল
নার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্ট
র্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও
স্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃক
প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোযান্ধকারোজ্‌ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৮ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৭ জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজঃব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ২৪ আষাঢ় শনিবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রসুল স্ত্রিটে শ্রীযুত লার্ড বিশপের প্যালেস অর্থাৎ বাটী মায় প্রবেশের দ্বার আগত ১ পৈলা আক্তোবর হইতে বিক্রয় হইবেক অতএব ঐ বাটী মূল্য যিনি যত দিতে স্বীকার পাইবে তিনি কোর্ট উইলিএম দুর্গে শ্রীযুত কাপ্তান এইচ ফ্রেজর সিবিল আর্কিটেক্ট সাহেবের সমীপে আবেদন দর্শাইবেন এবং ঐ বাটীর দলীল দস্তাবেজ এবং প্লান অর্থাৎ নক্সা উক্ত প্রশংসিত সাহেবের দপ্তরখানায় দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ২১ জুন।

H Fraser Captain
Civil Architect.

Fort William
21st June 1849.

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রসাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্ষ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনো রঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সম্বলিত সটীক হস্তামলক এই উভয় গ্রন্থ একত্রে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে ইহার মূল্য ২ টাকা, যদি কেহ ক্রয়ের মানস করেন, উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

মোং কলুটোলা গোপালচন্দ্র লেন অয়োফের মধ্যে ১১ নং বাটী সদর মফস্বল দোতালা তাবৎ চূণকাম করা এবং ভাগ্যবন্ত লোকের পরিবার সহিত বাসের উপযুক্ত তাহা ভাড়া দেওয়া যাইবেক যাঁহার প্রয়োজন থাকে ঐ বাটীর পূর্ব্বদিগে যে বাটী আছে তাহাতে অনুসন্ধান করিবেন।

তাং ১৯ আষাঢ় ১২৫৬ সাল।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।
লেজিসলেটিব।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চ তারিখে হুজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট
বানিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বানিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচেরলিখিত মতে হুকুন হইল।

গতপ্রকাশিতের শেষ।

১০ ধারা। যে প্রত্যেক রেজিষ্টর টিকিট রেজিষ্ট্রারের নিকটে ফিরিয়া আইসে তাহা তিনি বাতিল করিবেন এবং সময়ক্রমে তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহার পূর্ব্ব বারো মাস ব্যাপিয়া যে প্রত্যেক টিকিট বাতিল হইয়াছেও যে প্রত্যেক টিকিট হারাইয়া যাওনের বিষয়ে তাঁহাকে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে তিনি ঐ বারো মাস ব্যাপিয়া অন্য টিকিট দিয়াছেন এমত টিকিটের নম্বর ও নাম ঐ তালিকাতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং ঐ তালিকা গেজেটে প্রকাশ করাইবেন এবং শ্রীযুত গবরণর সাহেব হজুর কৌন্সেলে যে সকল নগর বা বন্দর নিরূপণ করেন সেই২ নগর বা বন্দরের হাসিলের কালেকটর সাহেব এবং পোলীসের প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ সাহেবেরা তাহা পরমিট ঘরে এবং পোলীসের দপ্তরের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইবেন। এবং ঐ তালিকার নকল এমত প্রত্যেক বন্দরের মাষ্টর আটেণ্ডাণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং কোন রেজিষ্টরী হওয়া জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ দরখাস্ত করিলে এবং এত টাকা রসুম দিলে তাহাকে ঐ তালিকার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি।

১১ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিষ্টর টিকিটের নিমিত্তে দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি রেজিষ্ট্রার অথবা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট যে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন সেই জিজ্ঞাসার মিথ্যা উত্তর জানিয়া শুনিয়া দেয় অথবা জানিয়া শুনিয়া রেজিষ্ট্রার অথবা তাঁহার আসিষ্টাণ্টের সম্মুখে আপনার টিকিট হারাইয়া যাওনের বিষয়ে কোন মিথ্যা এজহার করে সেই ব্যক্তি ২০ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১২ ধারা। যে কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কোন রেজিষ্টর টিকিট মতান্তর করে কি বিরূপ করে কি নষ্ট করে অথবা এইমত কোন রেজিষ্টর টিকিট কৃত্রিম করে বা এই আইনানুসারে যে টিকিট দেওয়া গিয়াছে কথিত হয় সেই টিকিট হস্তান্তর করে বা ক্রয় বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি ১০০ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ধারা। জাহাজের মালিম এবং অন্য যে ব্যক্তিকে এই আইনানুসারে সেই প্রকার টিকিট রাখিবার হুকুম হইয়াছে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে কোন ব্যক্তি আপনাকে আইনমত দেওয়া টিকিট ব্যতিরেকে কোন টিকিট খালাসীর মরণের দ্বার বা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা রেজিষ্টারের নিকটে পাঠাইবেক এবং তাহা না করিলে ১০০ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

।। গবর্ণমেণ্টের প্রায় সকল জিলাবাসি জমীদার এবং ধনিলোকেরা অনেকে ভাস্করপত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, সদর দেওয়ানি আদালতে কখন কি হয় তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা কর্ণপাত করিয়া রহিয়াছেন অতএব সদরের মহাপুরুষেরা কোন্ দিবস কি করেন আমরা প্রতিদিবস তাহার অনুসন্ধান রাখি এবং সদরে যখন যাহা হয় তখনি তাহা প্রকাশ করি, শ্রীযুত ডনবর সাহেব কবে কি বিষয়ের মোকদ্দমা করিবেন ঐ বিজ্ঞবর মহাশয় সর্ব্বাগ্রে তাহার দিবসাবধারিত করিয়াছিলেন, আমরা তৎশ্রবণে সাধারণের উপকার বুঝিয়া বিজ্ঞবর সাহেবের অবধারিত নিয়মের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়াছি এবং প্রার্থনা করিয়াছিলাম সদরদেওয়ানীর অন্যান্য বিচারকর্ত্তারা ও শ্রীযুত ডনবর সাহেবের নিয়মের অনুবর্ত্তি হয়েন অর্থাৎ কোন্ দিবস কি বিষয়ের মোকদ্দমা করিবেন ইহা অবধারিত করেন, তৎপরে শ্রবণ মাত্র আনন্দিত হইয়া পাঠক মহাশয়গণকে জানাইয়াছি সদরের মহাত্মারা সকলেই স্বং বিচারযোগ্য মোকদ্দমা গ্রহণের বারাব ধারণ করিয়াছেন, এবং বিচারকর্ত্তার নাম, মোকদ্দমা, দিবস ইহাও লিখিয়া দিয়াছি, ঐ লেখাতে আমারদিগের গ্রাহক মহাশয়েরা তাঁহারদিগের উকীল মোক্তারগণকে অবশ্য পত্র লিখিয়াছেন যে সাহেব যে দিবস যে মোকদ্দমা করিবেন, সেই সাহেবের কার্য্যালয়ে সেই দিবস সেই মোমদ্দমার কাগজপত্র সহিত উকীল মোক্তারেরা উপস্থিত থাকেন, এই নব নিয়মে সকলে আহ্লাদিত হইয়াছেন, কিন্তু গত শুক্রবার বেলা পাঁচঘটাকালে আমারদিগের সম্বাদদাতা আসিয়া কহিলেন ঐ দিবস সদরের কোন মহাশয় টেবিলের উপর পা দিয়া কেদরায় আলস্য রাখিতেছেন, কেহবা টেবিলের সহিত কাঠগড়া করিতেছেন, কেহবা সে দিবসের নিয়মিত মোকদ্দমা না করিয়া অন্য মোকদ্দমা করিতে বসিয়াছেন, অথচ ঐ দিবস একত্র হইয়া মোকদ্দমা করিবেন আপনারাই অবধরিত করিয়াছেন অতএব জিজ্ঞাসা করিতে হইল আপনারা নিয়ম করিয়া যদি আপনারাই লঙ্ঘন করিবেন এমত মানস ছিল তবে সাধারণের গোচর জন্য তাহা প্রকাশ করিয়া আমারদিগকে কিজন্য ভ্রমপতিত করিলেন। ।।

কলিকাতার পোলীসের নবীন সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেং লা সাহেব প্রথমং যাহা করিয়াছিলেন তাহাতে জ্ঞান হইয়াছিল এই সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতার পোলীস সংশোধন করিবেন, এবং আমরা শুনিয়াছিলাম শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিস্ত্রেটি কর্ম্মে লা সাহেব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কলিকাতার পোলীস সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টপদ পাইয়াছেন এই কারণ কয়েক বার লা সাহেবের সুখ্যাতি লিখিয়াছি, কিন্তু এইক্ষণে যে রূপ শুনিতেছি ইহাতে আর তাহার প্রশংসা লিখিতে পারি না, তিনি যদি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া থাকেন কেহ তলবারাদি সহিত নগরীয় পথে বাহির হইলে তাহা কাড়িয়া লইবেন তবে উচিত ছিল নগরে ঢেঁড়রা দেন, এবং নগরীয় প্রতিপথে ইস্তেহার লট্কাইয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করেন, আর তাবৎ সমাচার পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সকলকে জ্ঞানান এই নিয়ম করিয়াছেন অস্ত্র শস্ত্র সহিত কেহ নগরে বাহির হইতে পারিবেক না, ইহা সত্য হইতে পারে ইংরেজি কোন পত্রে এই বিষয়ের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন কিন্তু কলিকাতা নগরে ইংরেজ পত্রের গ্রাহক অধিক নাই, এবং গৌড়ীয় ভাষার সমাচার পত্রের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে যে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও অনর্থক হইয়াছে, নগরীয় অধিক লোকে পূর্ণচন্দ্রোদয় গ্রহণ করেন না, গৌড়ীয় ভাষার কোন মান্য পত্রে লা সাহেব বিজ্ঞাপন দেন নাই, আমরা তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম লা সাহেব কলিকাতার বিষয় বিশেষজ্ঞানেননা তৎপরে এইকারণ এক দিবসীয় ভাস্করে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছি তথাপি লা সাহেব হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মের বিবাদী হইয়াছেন অতএব তাহার ফলভোগ করিতে হইবেক এবং দরিদ্র লোকদিগের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইতেছেন গরীবেরা যাইয়া নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিলেও তাহা ফেরত দেন না, এপ্রকারে ঢালতলবার লাঠীগুপ্তিঅনেক লইবেন এবং পোলীসের তোষাখানায় তাহা পাঠাইবেন কিন্তু নগরীয় দৌবারিকেরা যদি ইহাতে ক্রোধ করিয়া লা সাহেবের লোকের প্রতি অস্ত্রচালায়তবেকি তাঁহারঅন্যায়পক্ষহইয়াগবর্ণমেণ্ট প্রজা নষ্ট করিবেন, অস্ত্রশস্ত্রাদি সহিত দলবদ্ধ হইয়া যদ্যপি লোকেরা নগরে বাহির হয় তবে শান্তি রক্ষকেরা তাহা আটক করিতে পারেন যেহেতু তাহাতে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে, কেহ একখানি তলবার কি একটি লাঠী হস্তে করিয়া পথে বাহির হইলে তাহা কাড়িয়া লইবেন অথচ নির্দ্দোষ জানিলে ও তাহাকে তাহা দিবেন না ইহা কিন্যায় পক্ষ বলা যায়, কলিকাতা নগরে প্রায় সর্ব্বদাই অনেক জমীদারের টাকা আইসে ঐ টাকার সঙ্গে ঢালতলবার লাঠীধারি লোক থাকে, লা সাহেব যদ্যপি তাহারদিগের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লন তবে ঐ টাকা অপহৃত হইলে কি লা সাহেব দিবেন, হিন্দুস্থানীয় লোকেরা লাঠী তলবার প্রায় সঙ্গেই রাখে তাহারা লা সাহেবের বিজ্ঞাপন পাঠ করিতে পারে নাই, লাঠী কিম্বা তলবার সহিত হঠাৎ কলিকায় প্রবিষ্ট হইলে তাহা কাড়িয়া লইবেন ইহা কি রাজার বিচার, অতএব মেং লা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইবেন না, কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নগরীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

লা সাহেব তাঁহার ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্যেতেও স্বয়ং নিযুক্ত হইয়াছেন, পোলীসের নিয়ম এই যে আবেদকেরা সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট আবেদন করিবে, তিনি প্রতিভাগের মাজিস্ত্রেট দিগের সমীপে তাহা পাঠাইয়া দিবেন, সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের এই মাত্র ক্ষমতা, কিন্তু সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট আপন ঘরে বাদি প্রতিবাদির পক্ষীয় সাক্ষিদিগের শপথ রহিত সাক্ষ্য লইয়া আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারেন তাঁহার প্রতি এমত ভারার্পণ করা যায় নাই তথাচ লা সাহেব স্বকীয় শক্ত্যতীত ঐ কর্ম্ম করিয়াছেন, অর্থাৎ অনেকের আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিয়াছেন, অতএব পোলীসের কনিষ্ঠ মাজিস্ত্রেট বিজ্ঞবর হিউম সাহেব প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেবের সমীপে লা সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন ইহাতে আমরা হিউমসাহেবেরধন্যবাদ করিলাম, বিচারকর্ত্তারসাক্ষাতে শপথকরিয়া সাক্ষিরা কি বলিত লা সাহেব তাহা জানিতেপারেননাই, লা সাহেবআহারদিগের আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন যদ্যপি তাহারদিগের লিখিত বিষয় সত্য হয় তবে তাহারা দুঃখ পাইয়াছে আর অত্যাচারকারিরা সাহসিক হইয়াছেএবং আবেদকেরাকি ইহাওবলিতেপারেননা প্রতিবাদিরা লা সাহেবকে উৎকোচ দিয়াছেন, ফিঙ্গিদিগের উৎকোচ গ্রহণ অসম্ভবও নয় অতএব আমরা অবশ্য কহিব লা সাহেব বিচারপতির কর্ম্মে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া অন্যায় করিয়াছেন এবং বোধ করি প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেবও এবিষয়ে সুবিবেচনা করিবেন।

নগরে মহান গোল উঠিয়াছে মেং লা জানবাজার নিবাসিনী ~ রাজচন্দ্র দাস বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী রাসমণী দাসীর বপ্যময় রথ চালাইতে দেন নাই পোলীস চৌকীদার দ্বারা পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তজ্জন্য রাসমণী দাসী লা সাহেবের নামে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করিয়াছেন কিম্বা তাহার উদ্যোগ করিতেছেন, যদি ইহা সত্য হয় তবে আমরা শ্রীমতা রাসমণী দাসীকে ধন্যবাদ দিব, কেন না তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বিচার চাহিয়াছেন, লা সাহেব রাসমণী দাসীর কোন উপযুক্তকর্ম্মচারিরযোগ্যওনহেন, ভূম্যধিকারিণী রাসমণী মনে করিলে পোলীসের তাবৎ চৌকীদার সহিত লা সাহেবকে রথচক্রের নাচে নিপাতিত করিয়া রথ চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া রাজমর্য্যাদা রাখিয়াছেন অতএব রাজদ্বারে তাহার পক্ষে অবশ্য সুবিচার হইবে।

মূলরাজের দোষাদোষের বিচার সমাপন হইয়াছে, বিচারক মহাশয়েরা মূলরাজের তিন দোষের বিচার করেন অর্থাৎ মূলরাজ ১৮৪৮ সালের ২০ এপ্রেল তারিখে আপন সৈন্য এবং অনুচর দ্বারা প্রথমত বাঙ্গাল সিবিল স্যারবিস সংক্রান্ত আলেকজেণ্ডর বেনসন এগনু সাহেব এবং বোম্বাই রাজ্যস্থ প্রথম গনিত ফসিলিয়র সৈন্য দলস্থ লেপ্তেনেণ্ট উইলিয়ম এণ্ডরসন সাহেবকে বধ করান, দ্বিতীয় ঐ হত্যার পূর্ব্বাবধি তন্মন্ত্রণা ও সানুচরগণকে তৎকর্ম্মে আজ্ঞা করেন, তৃতীয়, ঐ হত্যাকারিগণকে, পরিণামে পুরস্কার দেন, এই দোষত্রয়েতেই মুলতানের হতভাগ্য দেওয়ান মূলরাজকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরকে অনুরোধ জানাইয়াছেন তিনি মূলরাজের প্রতি করুণা করিয়া ক্ষমা করেন, অতএব বলিতে হইল এইক্ষণে শ্রীযুক্তের দয়ার উপরেই মূলরাজের প্রাণরক্ষা নির্ভর করিতেছে, কিন্তু লার্ড সাহেবের হৃদয়ে সদয় নির্দ্দয় কি ভাবোদয় হয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, তবে মূলরাজের গুণ স্মরণ করিয়া যদি ক্ষমারূপ মহৎ গুণাবলম্বন করেন ইহাই আমারদিগের বিবেচ্য এবং বক্তব্য এই যে তাহা হইলেই প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিস জাতির গৌরব রক্ষা পায়, বলহীন শরণাগতপদানতব্যক্তিরপ্রতিক্রোধকরণাপেক্ষা দয়া প্রকাশে পুণ্য প্রতিষ্ঠা আছে. বিশেষত মূলরাজ যে রূপ বীরতা ও ধীরতা গুণে পরিচিত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতি সামান্য তস্করের ন্যায় দণ্ড বিধান উচিত হয় না।

মূলরাজের মোকদ্দমার চূড়ান্তানুমতি পর্য্যন্ত হইয়াছে, দিল্লী গেজেট সম্পাদক এই মোকদ্দমার সাক্ষিগণের জোবানবন্দীও লিখিয়াছেন, তত্তাবৎ পাঠে আমরা উল্লেখিত দণ্ডাজ্ঞা বিধানের বিধি বুঝিতে অপারগ হইয়াছি, মূলরাজের বিপক্ষে দশ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় তন্মধ্যে মেজর লরেন্স সাহেব উল্লেখিত এগনু এবং এণ্ডরসন সাহেবের বধের বিষয়ে শরলতা প্রকাশপূর্ব্বক মূলরাজের পূর্ব্বাপর বৃটিসানুগত্য ভাব এবং মুলতানীয় গত উপদ্রবের অব্যবহিত পূর্ব্বেও মূলরাজেরস্বীয়াধীন সৈন্য সংখ্যা ন্যূন করণ, বিশেষত মূলরাজইতিপূর্ব্বে বৃটিসানুগ্রহে বৃত্তিপ্রাপণাকাঙ্ক্ষা করিয়া মুলতানীয় দেওয়ানী কর্ম্ম পরিত্যাগের প্রার্থনা জানান ইহাও ব্যক্ত করেন, ইহাতে মূলরাজের বৃটিস বিপক্ষতাচরণ প্রতিপন্ন হয় না তবে এগনু ও এণ্ডরসন সাহেবের সমভিব্যাহারী এবং ভৃত্যগণ যাহারা মূলরাজের যুক্তি ও পরামর্শের নিগূঢ় বার্ত্তা জানিতে পারে নাই তাহারাই মূলরাজের সম্পূর্ণ বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে কিন্তু তাহাতেও এমত জানা গিয়াছে মূলরাজ স্বীয়াধীন সৈন্যগণকে তোপ ছুড়িতে নিবারণাজ্ঞা প্রেরণ করিলেও মুলতানীয় গোলন্দাজেরা তদাজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই অতএব ইহাতেও উপলব্ধি করিতে হইবেক তত্রস্থ সৈন্যগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া অত্যাচার করে এবং মূলরাজ অনিচ্ছাতেও অগত্যা তদধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন মুলতানীয় সৈন্যগণ এইরূপে ইতিপূর্ব্বে পুনঃ২ মূলরাজের আজ্ঞা হেলন করে তাঁহার প্রতিকূলপক্ষীয় প্রধান সাক্ষ্য সাদেক মোহম্মদও ইহা অপহ্নব করিতে পারে নাই, এবং মূলরাজের পিতার শাসন সময়ে ও তাঁহার সৈন্যগণ অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহাও প্রকাশ হইয়াছে অতএব ইহার সহিত মূলরাজের সৈন্য সংখ্যা ন্যূন করণ এবং যুদ্ধোপযুক্ত সামগ্রী সকল পূর্ব্বাবধি আহরণ না করিয়া প্রত্যুত তদ্বিষয় বিক্রয় করা দ্বারাই বুঝ যাইতেছে তিনি পূর্ব্বে বৃটিস বিরুদ্ধাচরণে মন্ত্রণা করেন নাই এবং এই রাজদ্রোহিতাচরণে মূলরাজ লাহোর দরবারের সাহায্য প্রাপণের আশাও রাখেননাই মেজরলরেন্সের সাক্ষ্যেতেই ইহা সপ্রমাণহয়, উক্তসাহেব কহেন মূলরাজকে ইতিপূর্ব্বে দরবারে তলব হইবাতে তিনি লাহোরে আসিতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পরিশেষে লরেন্স সাহেবদিগের দ্বারা আপন মান ও প্রাণের আশ্বাস পাইয়া তবে তথায় উপস্থিত হয়েন অতএব মূলরাজের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুমর্দ্দনকারি প্রবল প্রতাপ বৃটিস পক্ষের বৈরতাচরণে পূর্ব্বোদ্যোগ না করিয়া বরং সাহায্য প্রাপণাশা ব্যতিরেকে যে প্রবর্ত্ত হন ইহা সহসা কাহার ও প্রতীত হয় না, ইহাতেও যে তিনি অপরাধী সাব্যস্তহন ইহার মর্ম্মাবধারণআমারদিগের সাধ্যাতীত, সে যাহা হইবার তাহাইহইয়াছে এইক্ষণে আর্ল আফ ডেলহৌসি মহাশয়ের তৎপ্রতি দয়া প্রকাশ করিলেই রক্ষা নচেৎ ধরা এক বীরপুত্রের শোণিত পানোৎসুকা হইয়াছেন ইহাই বলিতে হইবেক।

মূলরাজের মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইয়া চতুর্দ্দশ দিনে এতৎ চূড়ান্তানুমতি প্রদত্ত হয়।

ইংরাজী পত্রে লেখে মূলরাজ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচারক মহাশয়দিগের অনুজ্ঞা পাঠ হইলেও তিনি কিঞ্চিৎ মাত্র শোক বা ভীরু ভাব ব্যক্ত করেন নাই এবং বন্দীঘরে অনায়াসে প্রত্যাগমন করেন।। এই অনুজ্ঞা পাঠ কালে বিচারাগারে অধিক জনতা হয় নাই।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

৮৫৫ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ১২জুন।

শ্রীযুত কাপ্তান ই এচ ইম্পি সাহেব থনাসরীম প্রদেশের কমিস্যনর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট হইয়া আগহর্ষ্ট নামক স্থানে থাকিবেন।

শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ত সি ডবলিউ কে শার্প সাহেব থনাসরীম প্রদেশের কমিস্যনর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট হইবেন এবং টাবয় স্থানে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুত কাপ্তান এচ বর্ডমোর সাহেব থনাসরীম প্রদেশের কমিস্যনর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন এবং মরগুইতে থাকিবেন।

শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ত জে পি বিগস সাহেব থনাসরীম প্রদেশের কমিস্যনর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত কাপ্তান এস আর টিকল সাহেব আরাকানের কমিস্যনর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্টী পদে রামরি হইতে স্থানান্তর হইয়া কিউক ফিউতে নিযুক্ত থাকিবেন।

শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ত টি পি স্পার্কস সাহেব আরাকানের কমিস্যনর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট হইয়া রামরিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ত এফ রিপলি সাহেব আরাকানের কমিস্যনর সাহেবের ছোট আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত আর ইস সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত চাটিগাঁর নিমকের এজেণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ১২ জুন।

কটকের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এম এস গিলমোর সাহেব আপনার সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার গত মার্চের ৩১ তারিখে প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগরের প্রতি অর্পণ করিয়া বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে তাহা পুনগ্রহণ করেন।

শ্রীযুত জে এচ ক্রফর্ড সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে গবর্ণমেণ্টের নিমক চৌকীর তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

প্রিয় সম্পাদক, সম্প্রতি এতন্নগরস্থ কোন ধনাঢ্য এবং মান্য ব্যক্তি এক নূতন যাত্রা করিয়াছেন তাহাতে প্রায় সকল প্রধান২ ব্যক্তির সমাগম হয়ও অনেকের মনোরঞ্জন হওয়াতে সকলেই উক্ত ব্যক্তির বিশেষ প্রশংসা ও ধন্যবাদ করেন, আমি ও মধ্যে২যাত্রার সভায় গিয়া থাকি তাহাতে গীত সকলের ভাব ও শব্দ পা [illegible] র সুস্বর ভঙ্গী দ্বারা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে শ্রবণ করিলাম কলিকাতাস্থ অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দর্শিত পথে গমনোদ্যত হইয়াছেন অর্থাৎ উক্ত মুখোপাধ্যায় নূতন নাটক রচনা দ্বারা যদ্রূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহারাও মানস করেন সেইরূপ নাটক প্রস্তুত করিয়া দেশস্থ ব্যক্তি দিগের মনোরঞ্জন করতঃ প্রতিষ্ঠা ভাজন হইবেন, যাঁহারদিগের অনেক অবকাশ আছে এবং পিতৃধন সম্ভোগ করিয়া বিনাপরিশ্রমে কালযাপন করিতেছেন তাঁহারা যদ্যপি এমত নির্দোষ কর্ম্মে কালক্ষেপ করিতে বাঞ্ছিত হয়েন তবে অবশ্যই প্রশংসার পাত্র হইতে পারেন অতএব তাঁহারদিগের বিরচিত নাটক সকল বাস্তবিক উত্তম কিম্বা অপকৃষ্ট হউক আমার প্রার্থনীয় এই যে তাঁহাদিগের মানস সফল হয় যেহেতু তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে অনেক কুক্রিয়ান্বিত অকর্ম্মণ্য ধনীসন্তানের কুক্রিয়া পরিত্যাগ হইবার সম্ভাবনা।

সম্পাদক মহাশয়, আমি এতদ্রূপ বিবেচনা করিয়া ও উক্ত ব্যক্তি সকলকে

কোন বিশেষ পরামর্শ দানে এপর্য্যন্ত বিরত ছিলাম কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নাটকাদি প্রস্তুত করিলে বহু উপকার হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বিবেচনা করুন, তাবৎ লোকই যাত্রাদি দর্শনে গমন করেন, অনেকে তৎস্থানে বসিয়া উত্তম২ গীত সকল অভ্যাস ও করিয়া থাকেন, এবং মনুষ্যদিগের অভ্যাস ও তাঁহারদিগের ব্যবহার এতদুভয় মধ্যে পরস্পর বাধ্য বাধকতা থাকাতে উত্তম গীত সকলের অবশ্যই গুণকারিতা স্বীকার করিতে হইবেক, তাহার প্রমাণ স্বরূপ মৃত রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের কৃত গীত সকল অদ্যাপি বেদান্ত প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত রাখিয়াছে, সম্পাদক মহাশয়, আমার বিশ্বাস এই যে উক্ত গীত সকল পৌত্তলিক ধর্ম্মের যদ্রূপ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে তেমন বিপক্ষতা উক্ত স্বর্গীয় রাজার অন্যান্য কোন গ্রন্থ দ্বারা হয় নাই ও অদ্যাপি [illegible] দেখুন, অতি সামান্য ব্যক্তিরাও ঐ সকল গানের কিঞ্চিৎ২ অভ্যাস রাখিয়াছে এবং যদ্যপি অতি সুকঠিন ভাবার্থ গ্রহণের ক্ষমতা নাই তথাপি ক্রমাগত শ্রবণ এবং পঠন দ্বারা তাহারদিগের মতের কিঞ্চিৎ২ বৈপরীত্য অবশ্যই জন্মিয়া থাকিবেক অতএব বিবেচনা করুন, অতি কোমল ও সহজ ভাষাদ্বারা শুদ্ধ ভাব সকল যদ্যপি প্রকাশ হয় তবে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতে পারে, যাত্রার মধ্যে কেবল পারমার্থিক বিষয় লিখিতে আমি উপদেশ করি না লৌকিক পনেক অনেক বিষয় আছে যাহাতে এক্ষণে অতি নীচ ও কদর্য্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই সকল দোষ বিহীন এমত যাত্রা দ্বারা এতদ্দেশস্থ লোকদিগের নীতি শিক্ষা ও ধর্ম্মে মতি করাইতে পারাযায় অতএব যে সকল ভদ্র সন্তানেরা এক্ষণে নাটকাদি রচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগকে পচাল পাড়িতে নিষেধ করিয়া সাধারণ হিতার্থ এই উপদেশ প্রদান করিতেছি যাহাতে গীতের দ্বারা নীতি শিক্ষা হইতে পারে এমত গীত সকল রচনা করিবেন, তাহাতেই বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ হইবেক নচেৎ “প্রাণ২ প্রেম২,, ইত্যাদি শব্দ বারম্বার ক্রমাগত শ্রবণ করিলে ঘৃণা হয়, হরুঠাকুর নীলু রামপ্রসাদ অবধি বর্ত্তমান মদন মাষ্টর পর্য্যন্ত ক্রমশ দুই পুরুষের মুখে “ভবেত্রাণ এবং প্রেম২,, শুনিয়া আসিতেছি উহাদিগের গানপুষ্প হইতে পাপড়ি ভাঙ্গিয়া কোন ব্যক্তি নূতন গীতের তোরম্বা প্রস্তুত করিতে অশক্ত হয়েন, কিন্তু ঐ সকল পুষ্প বাসী এবং শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আর তাহাতে মধু নাই ভদ্র সন্তানেরা ঐ সকল গীত লাড়াচাড়া করিলে তাঁহারদিগের হস্তে দুর্গন্ধ হইবে।

যাত্রার গীত বিষয়ে এই পর্য্যন্ত লিখিলাম বোধ হয় ইহাতেই পাঠকবর্গ আমার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবেন, এক্ষণে যাত্রা সকলের যেং প্রসঙ্গে নিয়মিত কর্ত্তব্য তাহা কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, এতদ্দেশস্থ ব্যক্তিরা স্বদেশীয় ইতিহাসে অনভিজ্ঞ হইবাতে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে দেশহিতেচ্ছা কদাপি প্রবল হইতে পারে না সাধারণ তাবৎ লোকেই নিঃশঙ্ক হইয়া কালযাপন করিয়া থাকেন, একবার ভুলিয়া দেখেন না রাজকার্য্যের নীতি কিরূপ হইতেছে, ইংরাজ বাহাদুরদিগের হস্তে ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, তবে আপনারদিগের গৃহে চুরী হইলে “কলিকাতার পোলাস বড় খারাপ,, এই পর্য্যন্ত কহিয়া চুপ করিয়া থাকেন; এই উৎসাহ বিহীন অনুরাগ রহিত ব্যক্তিদিগকে যদ্যপি স্বদেশীয় তাবৎ বিবরণ বিজ্ঞাতা করিতে পারা যায় তবে অবশ্যই তাহারদিগের শূন্যপথে ভ্রমণকারি অন্তঃকরণ গৃহে আসিতে পারে এবং সচেতন হইয়া তাঁহারা আপনারদিগের চতুর্দ্দিগ দর্শন করিতে আরম্ভ করেন, সম্পাদক মহাশয়, আমার এতদ্ভাব বাক্য কেবল আনুমানিক নহে, মহাশয় অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন এতদ্দেশে সংবাদ পত্রের প্রাদুর্ভাব হওনাবধি ক্রমশঃ মনুষ্যদিগের তাবৎ বিষয়ে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে, ইহার কারণ এই যে স্বদেশীয় বহুবিধ বৃত্তান্ত এইক্ষণে শিখিয়াছেন সুতরাং পরিচয় হওয়াতে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিও হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি, যদ্যপি পরিচয় বৃদ্ধি হইলে স্নেহ বৃদ্ধি হওন যুক্তিসিদ্ধ হয় তবে স্বদেশ হিতৈষি কোন্ ব্যক্তি আপন দেশস্থ ভ্রাতৃগণকে স্বস্ব দেশের ইতিহাস বিজ্ঞাতা করিয়া উত্তমরূপে পরিচিত করত দেশের মঙ্গল করিতে বাঞ্ছিত না হইবেন, কিন্তু দীন দরিদ্র লোক সকল অনবকাশ হেতু অথবা অনিচ্ছা বশত নীরস যে ইতিহাস পুস্তক সকল তাহা পাঠ করিতে পারেন না অথচ যাত্রাদি তামসিক ব্যাপারে প্রীতিজ্ঞান আছে এই হেতুকছলে যাত্রার গীতকাব্য দ্বারা তাহাদিগকে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া অতি সৎপরামর্শ বোধ হয়, কেবল পৌরাণিক কৃষ্ণযাত্রা এবং রামযাত্রা প্রভৃতি শ্রবণে মিথ্যা কালক্ষেপ হইবে এমত প্রসঙ্গে নাটকাদি প্রস্তুত না করিয়া তৎপ্রসঙ্গে নীতিশিক্ষাদি বিষয়ক যাত্রাদি প্রস্তুত করিলে অবশ্যই লোকে আমোদ করিয়া শ্রবণ করেন অথচ পূর্ব্বোক্ত তাবৎ উপকার দর্শে, যদিও নাটকের মধ্যে নানা বিষয় মিথ্যা লিখিতে হয় নচেৎ কবিতা উত্তমরূপ হইবেক না তথাপি তাবৎ বিষয়ে সাধারণ বোধ অবশ্যই জন্মিতে পারে, প্রথমত ইংরাজদিগের এতদ্দেশে আগমনাবধি ক্রমশঃ ইহার জয় হওয়া পর্য্যন্ত এতন্মধ্যে নাটক নাটিকা প্রস্তুত করিবার ভূরি২ প্রসঙ্গ আছে, মোসলমান রাজ্যাধিকারিদিগের সময়েও তদ্রূপ নাটক লিখিবার স্থল বহুবিধ প্রাপ্ত হওয়া যায় এই সকল তাবৎ বিষয় বর্ত্তমানে সেই পুরাতন লঙ্কা জয় আর কৃষ্ণলীলা বর্ণন করা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, সম্পাদক মহাশয়, আপনি অতি বহুদর্শী ও বিদ্বান ব্যক্তি অবশ্যই জানেন ইংরাজদিগের মধ্যেও ইউরোপ খণ্ডস্থ তাবৎ রাজ্যের মধ্যে আমি যেরূপ কহিলাম এই প্রকার নাটক প্রচলিত আছে বরং পরমেশ্বরের গুণবর্ণন নাটক দ্বারা কর্ত্তব্য নহে তাঁহারা এমত বিবেচনা করেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া যাঁহার বর্ণন করা যায় তাঁহার একটা সং প্রস্তুত করিয়া নৃত্য দেখা অতি অন্যায়াচরণ বোধ হয়, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত এমত কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব রাত্রে যাত্রা দেখিয়া পরদিবস মানসপূজা কালান আপন হৃৎপদ্ম মধ্যে ঐ যাত্রাওয়ালা বালককে অবশ্যই দৃষ্টি করেন ইহার সন্দেহ নাই, ছি ছি ছি।

সম্পাদক মহাশয়, আমি ইতিহাসাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি সর্ব্ব দেশেই মনুষ্যেরা কাহারো প্রতি হাস্য করিতে হইলে কিম্বা কাহারো অপমান করিতে হইলে সেই ব্যক্তির সং সাজাইতেন যথা “আরিষ্ট কেনিজ,, নামক গ্রীক কবি সাক্রটিজের সং প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং যেমন ইংলণ্ড দেশীয়েরা অদ্যাপি প্রতি বৎসর গাইফাকিকের সং নির্ম্মাণ করেন কিন্তু পরমেশ্বরের সং সাজাইয়া তাঁহাকে সম্মুখে আনয়ন করত নৃত্য করাণ এমত কদাপি শ্রবণ করি নাই, আর আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরাও যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে পৌরাণিক কথা লইয়া অধিক আন্দোলন করেন নাই. তাঁহারদিগের সময়বর্ত্তি অথবা তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যেসকল সর্ব্বসাধারণ ব্যাপার হইয়াছিল তাহাই নাটক দ্বারা কবিতা করিয়া রাজসভাতে শ্রবণ করাইতেন, দেখুন “মৃচ্ছকটা,, নামক অতি উৎকৃষ্ট নাটক মধ্যে পুরাণের এক কথাও নাই “মুদ্রারাক্ষসে,, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালীন চাণক্য যে সকল মন্ত্রণা দ্বারা মৌর্য্য রাজ্যের রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই লিখিত হইয়াছে আর মহাকবী কালিদাস বিরচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক “সকুন্তলা,, মধ্যে দুষ্মন্ত রাজা ও সকুন্তলা নাম্নী রাজকন্যার বিবাহাদি অপৌরাণিক বাক্য লিখিত হইয়াছে তবে এক্ষণকার নাটক লেখক মহাশয়েরা রামযাত্রা কৃষ্ণযাত্রা ত্যাগ করিয়া ইতিহাস সংঘটিত বাক্য সকল কিনিমিত্তে না লেখেন, যাহাতে দেশের উপকার বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি অথচ চিরস্মরণীয় সুখ্যাতি রাখিবার উপায় আছে তাহা কহিয়া দিলাম কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি চেষ্টা করিলে অবশ্যই সফল হইবেক, শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট কবিতাশক্তি আছে তিনি নন্দবিদায় যাত্রা প্রস্তুত করিয়াছেন ভালই এইক্ষণে এই নূতন এক প্রকার যাত্রার পদ্ধতি বাহির করুন, নচেৎ এঁড়েদহের যাত্রা, বেলতলার যাত্রা, দক্ষযজ্ঞ যাত্রা ইত্যাদি নূতন২ যাত্রা সকল যে পথে গমন করিয়াছে তাঁহার নন্দবিদায়ও সেই পথে গমন করিবে অলমতিবিস্তরেণ।

কস্যচিৎ স্বদেশ হিতৈষি জনস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাস্তগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৯ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১০জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২৭ আষাঢ় মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাশ, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনো রঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সম্বলিত সটীক হস্তামলক এই উভয় গ্রন্থ একত্রে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে ইহার মূল্য ২ টাকা, যদি কেহ ক্রয়ের মানস করেন, উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

মোং কলুটোলা গোপালচন্দ্র লেন অয়োফের মধ্যে ১১ নং বাটী সদর মফস্বল দোতালা তাবৎ চূণকাম করা এবং ভাগ্যবন্ত লোকের পরিবার সহিত বাসের উপযুক্ত তাহা ভাড়া দেওয়া যাইবেক যাঁহার প্রয়োজন থাকে ঐ বাটীর পূর্ব্বদিগে যে বাটী আছে তাহাতে অনুসন্ধান করিবেন।

তাং ১৯ আষাঢ় ১২৫৬ সাল।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৮ মার্চ।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চ তারিখে হুজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচেরলিখিত মতে হুকুম হইল।

গতপ্রকাশিতের শেষ।

১৪ ধারা। যে সকল জরীমানা এই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সকল জরীমানা ১৮২৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিস্ত্রেট সাহেবের দ্বারা হুকুম হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে মাজিস্ত্রেট সাহেব অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হইলে পর খরচা সমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

১৫ ধারা। এই আইনের খরচ দেওনার্থে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যস্থিত বন্দরের সকল রেজিষ্টরী জাহাজের উপর টনপ্রতি এত টাকা বার্ষিক মাসুল যাইবেক এবং জেরিষ্টরী এক বন্দরে ঐ টাকা দেওনের সর্টিফিকট দেখান গেলে তদ্দ্বারা সেই সনের মধ্যে অন্য সকল বন্দরে কোন মাসুল দিতে হইবেক না এবং ঐ সন অমুক মাসের প্রথম দিনাবধি অমুক মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত হিসাব হইবেক ইতি।

এ চিহ্নিত তফসীল।

১। তোমার নাম ও তোমার পদবী কি।

২। তোমার পিতার নাম কি এবং তাহার সামান্য বাস কোথায় আছে।

৩। ইহার পূর্ব্বে তোমার রেজিষ্টরী হইয়াছিল কি না।

৪। তোমার জন্মস্থান কোথায়।

৫। তোমার জন্মদিন কি।

৬। তুমি কখন্ প্রথমে সমুদ্রে গমন করিলা।

৭। তুমি কোন্ পদে প্রথমে সমুদ্রে গমন করিলা।

৮। তৎপরে তুমি কোন্ পদের কর্ম্ম করিয়াছ।

৯। তুমি রাজার যুদ্ধজাহাজে বা কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধজাহাজে কি কোম্পানি বাহাদুরের কোন জাহাজে কর্ম্ম করিয়াছ কি না।

১০। করিয়াছ তবে কত কালাবধি এবং কোন২ জাহাজে এবং কোন কোন্ পদে।

১১। তুমি ভিন্নাধিকারি জাহাজে কর্ম্ম করিয়াছ কি না।

১২। যদি করিয়া থাক তবে কতকালাবধি এবং কোন্ পতাকার অধীনে।

১৩। সমুদ্রে থাকিয়া তুমি কোন্ কার্য্য করিয়াছ।

১৪। কর্ম্ম না থাকিলে তুমি সামান্যতঃ কোথায় বাস কর।

বি চিহ্নিত তফসীল।

ভারতবর্ষের অমুক বন্দর হইতে অমুক স্থানে গমনশীল এত টন বোঝাই ধারি অমুক বন্দরের অমুক নামক জাহাজে খালাসীরদের ও কর্ম্মশিক্ষাকারিরদের নাম ও রেজিষ্টর টিকিটের নম্বর।

জাহাজের নম্বর ও রেজিষ্টরের তারিখ	নাম	পদ	রেজিষ্টর টিকিটের নম্বর

অমুক সাল অমুক তারিখ অমুক মালিম্।

হুকুম হইল যে এক্ষণে পাঠকরা মুসাবিদা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

হুকুম হইল যে আগামি ৮ জুন তারিখের পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক

তে এই মুসাবিদা পুনরায় বিবেচনা করা যায়।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

সম্বাদ ভাস্কর

আমারদিগের পাঠক মহাশয়গণকে অনুরোধ করি তত্ত্ববোধিনী সভার উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্যের যেবিজ্ঞাপনভাস্করের প্রথমাংশে প্রকাশ হইতেছে তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন, উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বকৃত যে গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার এক গ্রন্থ আমারদিগের বিবেচনার্থ পাঠাইয়াছিলেন আমরা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছি, গ্রন্থকর্ত্তা অধিক পরিশ্রমে উৎকৃষ্টগ্রন্থ করিয়াছেন, এবং যে অভিপ্রায়ে গ্রন্থ করেন ভূমিকাতে তাহাও লিখিয়াছেন, পাঠক মহাশয়দিগের প্রকৃষ্ট রূপে বোধার্থ আমরা ঐ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তন্নিম্নে গ্রন্থের কয়েকপ্রকরণ প্রকাশ করিতেছি ভাস্করগ্রাহক বিজ্ঞলোকেরা ইহাতেই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এবং বেদবিদ্যা ও গৌড়ীয় ভাষায় লিপী নৈপুণ্য বুঝিতে পারিবেন অতএব প্রার্থনা করি সাধারণ লোকেরা উক্ত গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মসভার ও তত্ত্ববোধিনী সভার উপকার করেন, হিন্দুজাতীয় মান্য মহাশয়েরা এতদ্দেশে যত সভা করিয়া ছিলেন তাহার মধ্যে ব্রহ্মসভা তত্ত্ববোধিনীসভা হইতেই উপকার দৃষ্ট হইয়াছে অতএব যে সভাদ্বয় হইতে লোকেরা উপকৃত হইলেন তাহার সহায়তা না করিলে বিজ্ঞ মহাশয়েরা উপকার লাভের বিনিময়ে প্রত্যুপকার প্রদান কি দেখাইবেন, আমরা অপহ্নুব করিতে পারি না অদ্বিতীয় সাত্য নিষ্ঠ শিষ্টবর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐ সভাদ্বয় রক্ষা করিয়া জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন, তিনি যখন বিষয় ভূষণে পূর্ণাবস্থায় ছিলেন তখন আমরা উপরোধ করিনাইকেহ কোনসভার আনুকূল্য করুন, দেবেন্দ্রবাবু উভয় সভা রক্ষা করিয়া পল্লিগ্রামে অনেক বিদ্যালয়ে টাকা দিয়াছেন, বংশবাটী নামক ভদ্রগ্রামে দেবেন্দ্রবাবুর কৃত বিদ্যালয়ে বহু সংখ্যক ভদ্রসন্তান সুশিক্ষিত হইয়াছেন ইহা সকলেই জানেন, এতদ্ভিন্ন আন্দুলীয় সর্ব্বহিতার্থি বিদ্যালয় যাহা বাবু জয়গোপাল রায় বাহাদুর প্রথম স্থাপিত করেন সাড়েসাত কি আটবৎসর হইল ঐ বিদ্যালয়ে দরিদ্রসন্তানেরা বিদ্যাভ্যাস করিতেছেনতাহাও এইক্ষণে দেবেন্দ্রবাবুর আনুকূল্যে বলিতে হয়, উক্ত বিদ্যাগারের অধ্যক্ষেরা ঋণগ্রস্ত হইয়াদেবেন্দ্র বাবুর নিকট নিবেদনকরেন, তাহাতে বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখিয়া বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ২৩৭ টাকা দেন, এবং তৎপরে ৫৬ টাকা দিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি করেন, বিশেষতঃ স্বকীয় বিপৎকালেও পুনর্ব্বার ৩০ টাকার অঙ্কপাত করিয়াছেন অতএব জ্ঞানালোচনার সহায়তা বিষয়ে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তুল্য লোক আমরা প্রায় দেখি না।

ভূমিকা।

অনেক দিবস হইতে এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা লুপ্ত হওয়াতে সুতরাং তাহার গ্রন্থ সকলও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে অনেক ভদ্র সন্তানেরা বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়াও পুস্তকাভাব প্রযুক্ত সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে দুরূহ বোধ করিতেছেন, অতএব এইক্ষণে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বেদান্ত পুস্তকের প্রাপ্তি সুলভ করা অতি আবশ্যক বোধ হয়, কিন্তুসাধারণের সাহায্য ব্যতীত এবিষয় সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর।

কেবল সংস্কৃত মাত্রমুদ্রাঙ্কিত করণে অনেক বিষয়ির অসম্মতি অথচ এবিষয়ে পণ্ডিত, বিদ্যার্থী, বিষয়ী, সকলেরই উৎসাহ প্রয়োজন এপ্রযুক্ত বাঙ্গালা সাধুভাষায় অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার গ্রন্থ দুই টাকা মূল্য স্থির করিয়া প্রথমতঃ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, পরে সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ পঞ্চদশী ও সূত্রভাষ্য প্রভৃতি বেদান্ত শাস্ত্র মুদ্রিত হইবেক। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গৃহীতব্য সংখ্যা ধাম এবং স্ব২ নাম স্বাক্ষর করিয়া উৎসাহ প্রদান করিবেন ইতি।

১৭৭০ শকের ১ শ্রাবণ দিবসীয় এই উক্ত প্রস্তাবানুসারে বেদান্তসার গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কিত করণ সমাপ্ত হইল, সম্প্রতি পঞ্চদশী ও সূত্রভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের মুদ্রিত করণ প্রস্তাবে তাহার মধ্যে পঞ্চদশী পুস্তক বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা সহিত এবং টীকা সম্বলিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার উদ্যোগী হইলাম, কিন্তু পুস্তক বৃহৎ. সুতরাং মুদ্রিত করণে বহু কাল বিলম্ব ও অধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা, তাহাতে যদি সমুদায় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা স্থির করা যায় তবে মূল্যাধিক্য প্রযুক্ত অনেকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবেন, অতএব এই পরামর্শ স্থির করা গেল যে যে মাসে যে কয়েক ফারমা মুদ্রিত হইবেক সেই মাসেই তাহা স্বাক্ষরকারিদিগের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক। মূল্য প্রতি ফারমা /০ এক আনা স্থির হইল, কিন্তু যে মাসে যে কয়েক ফারমা প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করা যাইবেক তাহার পরমাসের প্রথম দিবসে প্রতি ফারমা /০ এক আনা হিসাবে তাহার মাসিক বিল প্রেরণ দ্বারা ঐ মূল্য ক্রমশঃ আদায় করা যাইবেক, তাহা হইলে অনায়াসে মুদ্রিত হইতে পারিবেক। অতএব সাধারণ মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে ইহার স্বাক্ষর পুস্তক প্রেরিত হইলে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া উৎসাহ প্রদান করিবেন ইতি। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭১।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

তদুপহিতং বিশ্ববৈশ্বানরাদীশ্বরপর্য্যন্তং চৈতন্যমপি অবান্তরবনাবচ্ছিন্নাকাশবদবান্তরজলাশয়গত প্রতিবিম্বাকাশবচ্চ একমেব।

আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং সৎ অনুপহিতং চৈতন্যং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি,, মহাবাক্যস্য বাচ্যং ভবতি, বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমপি ভবতি।

সেই মহৎ প্রপঞ্চ দ্বারা উপস্থিত বৈশ্বানর, বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, তৈজস, ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ, এইসমুদায় একই চৈতন্য, যেমন সমুদায় বনাবচ্ছিন্ন আকাশ বা সমুদায় জলাশয় গত প্রতিবিম্বিত আকাশ একই হয়।

এই উক্ত মহৎ প্রপঞ্চের সহিত অবিবিক্ত রূপে সেই তদুপহিত চৈতন্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,, এই মহাবাক্যের বাচ্য এবং বিবিক্তরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হয়েন যেমন দগ্ধলৌহপিণ্ডের সহিত অভিন্ন অগ্নি "অয়োদহতি,, এই বাক্যের বাচ্য এবং লৌহ পিণ্ড হইতে ভিন্ন রূপে তাহার লক্ষ্য হয়।

এবং বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃসামান্যেন প্রদর্শিতঃ।

ইদানীং প্রত্যগাত্মনি ইদমিদময়মরোপয়তীতি বিশেষউচ্যতে। তথাচ।

এই প্রকার বস্তুরূপ ব্রহ্মচৈতন্যেতে অবস্তুর আরোপ রূপ অধ্যারোপন্যায় সামান্যত দর্শিত হইল।

এইক্ষণে জীব চৈতন্যেতে বিশেষ অধ্যারোপ অর্থাৎ কোন্ কোন্ মতাবলম্বীব্যক্তিরা কোন্২ বস্তুকে জীবাত্মা কহেন✻ তাহার বিশেষ কহিতেছি। যথা।

অতি প্রাকৃতস্তু আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইত্যাদিশ্রুতেঃ স্বস্মিন্নিব স্বপুত্রেঽপি প্রেমদর্শনাৎ, পুত্রে পুষ্টে নষ্টেঽহমেব পুষ্টোনষ্টশ্চেত্যাদ্যনুভবাচ্চ, পুত্র আত্মেতি বদতি।

অতি মূঢ় ব্যক্তিরা পুত্রকে আত্মা✻ কহে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে " আত্মাই পুত্র হইয়া জন্মায়,, ও এই যুক্তি বলে যে " আপনাতে যে প্রকার প্রীতি পুত্রেতেও সেই প্রকার দৃষ্ট হয়,, আর এই অনুভব করে যে " পুত্রের পুষ্টি হইলে বা পুত্র নষ্ট হইলে আমিই পুষ্ট আমিই নষ্টইত্যাদি,,।

✻এই দেহাদিই আমি বা এই পুত্রাদিই আমি অথবা এই অন্তঃকরণ প্রভৃতিই আমি ইত্যাদি প্রকারে বিশেষ অধ্যারোপ করেন।

✻ আত্মা পরম প্রিয় এবং পুত্র হইতেও প্রিয়পাত্র আর কেহ নাই এই ভ্রম বশতঃ পুত্রকেই আত্মা কহে।

যে সময়ে গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলের মুন্সেফি কর্ম্মালয় উঠাইয়া দিতেছেন সেই সময়ে মুন্সেফি পদাকাঙ্ক্ষি দিগের পরীক্ষাও লইতেছেন অতএব আমরা বুঝিতে পারি না গবর্ণমেণ্টই বা কি কারণ পরীক্ষা করিয়া লোকেরদিগকে নিদর্শন পত্র দেন আর কর্ম্মাকাঙ্ক্ষরাই বা কি অভিপ্রায়ে মুন্সেফি ব্যবস্থা শিক্ষায় পণ্ডশ্রম করিয়া ঐ আশাপত্র গ্রহণ করেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন জিলা সকলের মধ্যে আর মুন্সেফি বিচার স্থলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক না, বরং যখন হ্রস্বের পাড়া পড়িয়াছে তখন ক্রমিক হ্রস্বই হইবে, যে বিষয় বৃদ্ধি হইয়া হ্রস্ব হয় সে বিষয় পুনরায় প্রায় বৃদ্ধ হইতে পারে না, বিশেষত রাজ্যেশ্বরেরা ব্যয় সংক্ষেপের সোপান পাইলে কদাচ ব্যয় বৃদ্ধিরপথে গমন করেন না, অতএব মুন্সেফি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষরা যে নিদর্শনপত্রলইয়াছেনউত্তরকালইহাধৌত করিয়া জলগ্রহণে জীবন ধারণ করিবেন কি পরকালে পরিত্রাণার্থ ইষ্টকবচ করিয়া রাখিবেন বলিতে পারিলাম না।

আমরা জিজ্ঞাসা করি এইক্ষণে কি আমারদিগের দেশ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে, আর কি কেহ মুন্সেফদিগের নিকট কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিতে চাহেন না, যদি এমত হইয়া থাকে তবে সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক, ডেপুটি কালেক্টর শ্রেণীস্থ অনেকের কর্ম্ম রহিত হইয়াছে, সদর আমীনেরাও কয়েক ব্যক্তি বিদায় পাইয়াছেন, মুন্সেফ দিগের মধ্যেও কাহারো২ বিদায়ারম্ভ হইল, কেবল জজ সাহেবদিগের ভার বহমান আল মহাশয়েরা আপাতত রহিলেন পরে তাঁহারদিগের অদৃষ্টেই বা কি আছে ভবিষ্যৎ বলা যায় না, এই প্রকারে সকল লোক সভ্য হইয়া উঠিলেগবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকেও বিদায় করিবেন, তবে লার্ডবেণ্টিঙ্কবাহাদুর এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম কোথায় থাকিবে, কিন্তু আমার দিগের অনুভব হয় এতদ্দেশীয় লোকেরা সভ্যতাগুণে মুন্সেফদিগের সমীপে আবেদন করিতে নিরস্ত হন নাই তাহা হইলে চুরী ডাকাইতী কেন বৃদ্ধি পাইবে, অতএব স্বীকার করিতে হইবেক এরাজ্য নির্দ্ধন হইয়াছে, মুন্সেফদিগের সাক্ষাতে নিবেদন করিতে রাজগৃহজাত পত্র অর্থাৎ ষ্টাম্প না হইলে কেহ নিবেদ্য জানাইতে পারেননা, তাহাতে ষ্টাম্পের মূল্য এবং দূর২ স্থানে মুন্সেফি বিচারালয়ে গতায়াতে পাথেয় ব্যয় ও কাল হরণে উপার্জ্জন ক্ষতি এই সকল স্বীকার করিতে না পারিয়া দুঃখিলোকেরা মোকদ্দমা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই এক সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারাই পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন, হরিদাস নামা কোন ব্যক্তি কলিকাতার উত্তর চীৎপুরে বাস করে, সে কৃষ্ণদাসকে দুই টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, কৃষ্ণদাস ঋণ পরিশোধ করে নাই, তাহার নামে অভিযোগ করিতে হইলে কৃষ্ণদাসকে মানিকতলার মুন্সেফের কর্ম্মালয়ে যাইতে হইবেক, মুলমানিকতলা স্থান কলিকাতার পূর্ব্বাংশে চীৎপুর হইতে এক ক্রোশের অধিক ব্যবহিত হইবেক না। কিন্তু মানিকতলার মুন্সেফি কর্ম্ম স্থান কলিকার অগ্নি কোণে চীৎপুর হইতে চারিক্রোশ ব্যবহিত, সে স্থানের নাম ইটালীপগ্ম পুকুর বলে এই চারিক্রোশ গতায়াতে গাড়িভাড়ার ভয়েতেই কৃষ্ণদাস বলিবে দুই টাকা দিয়াছে তাহা চাহে না, গবর্ণমেণ্টের প্রায় অনেক বিচার স্থল এইরূপ দূরে দূরেই স্থাপিত হইয়াছে অতএব ধনাভাবে লোকেরা অপব্যয় ভয়েতেই ক্ষান্ত হইয়া থাকিবেন, যাহাহউক, মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি না হয় ইহাই প্রার্থনীয়।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ২৪ মে পর্য্যন্তের যে সমাচারাগত হয় তৎপাঠে অবগতি হইল আমারদিগের মহারাণী বিকটোরীয়া ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রবর্ত্তা হইয়াছেন, ঐ২৪ তারিখই শ্রীমতীর জন্মতিথি দিন কিন্তু তৎ পূর্ব্ব দিবস শনিবারে এতৎ আহ্লাদজনক ব্যাপারোপলক্ষিত নৃত্যগীত ও রাজ সভাদি হয়, ইংরাজি পত্র সকলে দৃষ্ট হইল শনিবার আপরাহ্লিক বেলা ৫। ৬ ঘণ্টাকালে পুত্র কন্যা সহিত মহারাণী এক লেণ্ডয় গাড়ি আরোহণে সমীরণ সেবন করিয়া রাজনিকেতনে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমত সময়ে হেমিলটন নামক বুদ্ধিবিহীন একব্যক্তি রাজ্ঞীর যানলক্ষ করিয়া এক পিস্তল ছোড়ে কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বর প্রসাদাৎ রাজবালার ও তৎসন্তানাদির শরীরে কোন আঘাত স্পর্শে নাই বরং কথিত হয় ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র শ্রীমতী গাড়ি মধ্যে দণ্ডায়মানা হইয়া জিজ্ঞাসা করেন " রেন উংক এ কি ,, ইহাতে তদনুচর উত্তর করিল " মহারাণীর প্রতি কে গুলিক্ষেপ করিলেক " এতৎ শ্রবণে মহারাজ্ঞী গাড়িতে বসিয়া ভীত কম্পিত রাজসন্তানগণকে শান্তনা করিতে লাগিলেন কিন্তু মহারাণী এইরূপে এক বিপদ উত্তীর্ণ হইবাতে রাজবর্ত্মে পথিক লোকেরা পরাৎপর বিভু সন্নিধানে অতি উচ্চস্বরে মহারাণীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তৎশ্রবণে রাজ্ঞী গাড়িমধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া রাজভক্ত প্রজাগণের প্রতি আহ্লাদ পূর্ব্বকপ্রত্যভিবাদন করিতে২ গেলেন, যুবরাজ প্রিন্স আলবর্ট এক অশ্বারোহণে রাজ্ঞীর গাড়িরঅগ্রেকিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি ছিলেন এই কারণ ঐ অশুভ ব্যাপার দেখিতে পান নাই কিন্তু তৎপরক্ষণেই আপদউত্তীর্ণারাজমহিলাকেরাজনিলয়ে যদ্রূপ প্রেমভাবে গ্রহণ করেন আমরা তাহার বর্ণন করিতে অশক্ত হইলাম, আমারদিগের রাজ্যেশ্বরী বকিংহেম নামক রাজসদনে সমাগতা হইতে না হইতে প্রধান রাজপুরুষেরা উল্লেখিত সম্বাদাবগতে তথায় আগত হইয়া শ্রীমতীর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসাবাদ করেন, এবং এতৎ উৎসবে তদ্রজনী আলোকমালায় দীপ্তিমতী হইয়াছিল তাহাতে মণিপ্রভা আচ্ছন্ন করিয়া লণ্ডন নগর অমরনগরাপেক্ষা ও শোভান্বিত হয়, এবং নগরবাসি আবালবৃদ্ধ বনিতাদি সকলে রাজ্ঞীর কুশলাকাঙ্ক্ষায় যামিনী যাপন করেন।

ইউরোপ খণ্ডে যে কালে কেবল রাজদুহিতাচরণ প্রজাপীড়ন সিংহাসন হরণ ইত্যাদি অমঙ্গল কার্য্য দর্শন হইতেছে এমতকালে যে ইংলণ্ডে এতাদৃশ রাজানুগত্য বিদিত হয় ইহা কেবল মহা রাজ্ঞীর প্রজানুরক্ততা গুণেই বলিতে হইবেক, অতএব ইহাতে রাজা প্রজা উভয় পক্ষেরই ধন্য ধ্বনি করা যায়, আমরা শ্রীমতীর দূরবর্ত্তি দুঃখি প্রজা কিন্তু স্থানের দূরবর্ত্তিতাপ্রযুক্ত অন্তঃকরণের অন্তর নহি এপ্রযুক্ত আমরাও তাঁহার মঙ্গল চিন্তায় নিযুক্ত আছি এবং শ্রীমতীও বাৎসল্য প্রযুক্ত সুতরাং আমারদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবেন, মহারাণীরবয় বৃদ্ধি বাসরেবিষাদের কারণ উপস্থিত হইয়াও বিষাদঘটনা করিতে পারে নাই, শ্রীমতীর মনোরঞ্জনার্থ প্রজাগণ মহাহর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব রাজ্ঞীরপক্ষেএতদ্দর্ষ হযেইযাইবেক এবং সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমারদিগের রাজ্যেশ্বরীকে যদ্রূপে পুনঃ২ রক্ষা করিতেছেন ইহাতে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি তিনি সর্ব্বকালেই রাজ্ঞীর সর্ব্বাপদ বিনষ্ট করেন।

কুইন বিকটোরীয়া রাজ্যাভিষিক্তা হইয়া অবধি এপর্য্যন্ত তিনবার এইরূপ বিষম শঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন ইতঃপূর্ব্বে রাণী যেস্থান হইতে গুলি দ্বারা লক্ষিতা হইয়াছিলেন এবারেও সেই স্থানে লক্ষিতা হন, কথিত হয় যে নবীন দুরাচারী কেবল বিখ্যাত হইবার মানসে অথবা অপর কোন সামান্য হেতুবশাৎ এই কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয় কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে সে ব্যক্তি পিস্তল মধ্যে বারুদ মাত্র পূর্ণ করিয়া রাজ্ঞীর প্রতি লক্ষ করে, তন্মধ্যে গুলী ছিল না, দুরাত্মা পিস্তল ছুড়িয়া পলায়ন করিবার উপক্রমেই রাজ্ঞীর দেহরক্ষক অশ্বারোহী এবং পথিকগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নিকটবর্ত্তি ষ্টেসন হৌসে নীত হয়, এবং তৎ কুক্রিয়া দর্শকগণ ও সাক্ষীস্থলে গৃহীত হইয়া তৎপর দিবস রাজ্যের সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে উপনীত হইবায় তিনি তাহাকে নিউগেট নামক বিচারালয়ে এতৎ অপরাধের বিচারার্থে সমর্পণ করেন।

শত্রুর কথোপকথনাদিদ্বারা উপলব্ধি হইয়াছে সে ব্যক্তি আয়র্লেণ্ড প্রদেশবাসি মনুষ্য এবং তৎ পরিচয়ে জানা যায় ঐ দুরাচার মজুরী কর্ম্ম দ্বারা প্রতিপালিত হইত।

ফ্রান্স রাজ্যের সর্ব্বাধ্যক্ষ নেপোলিয়ন সাহেব এপর্য্যন্ত প্রজা প্রিয় আছেন, অষ্ট্রিয়া রাজ্যের সাহায্যার্থরুষিয়া, প্রুষিয়া এবং তুরুক এই রাজ্যপাল ত্রয় একদা সমস্ত হইবায় ইউরোপ খণ্ডে এক তুমুল যুদ্ধাশঙ্কা হইয়াছে এবং এজন্য ফরাসিস গবর্ণমেণ্ট ও রণ সজ্জাক রণাবধারণ করিয়াছেন।

আয়র্লেণ্ড প্রদেশের দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাঠে আমারদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তত্রস্থ বেলিনরোব স্থানীয় প্রোটেষ্টেণ্ট রেকটর অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়াধ্যক্ষ মহাশয় রাজ শচীব লার্ড রসল সাহেবকে যে এক পত্র লেখেন তৎপাঠে অবগতি হয় আয়র্লেণ্ড প্রদেশ মধ্যে এইক্ষণে অন্নাভাবে দুঃখি লোকেরা মনুষ্য শব ভক্ষণ করিতেছে, এবং তথায় যেরূপ মহামারীর প্রাদুর্ভাবহইয়াছে তদ্বর্ণনে মনুষ্য মাত্রেরই শোক উত্থাপন হয়।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

৮৬৬ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।
১৮৪৯ সাল ১১ জুন।

বাঁকুড়ার জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডে

পুটী কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ ডবলিউ রসেল সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৪ জুন।

শ্রীযুত ডবলউ এস ডিকিন সাহেব গত নবেম্বর মাসের ২০ তারিখ অবধি পাটনার সিবিল চিকিৎসক হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ১২ জুন।

চব্বিশপরগনার সিবিল ও সেসন জজ শ্রীযুত আর এচ মিটন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে আপনার সিরিশ্‌তার চলিত কর্ম্মের ভার সদর আমীন শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের প্রতি অর্পণ করেন।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ২৮ জুন।

চাটিগাঁ নগরের দ্বিতীয় পল্লীর মুন্সেফ শ্রীযুত আর ফিনি সাহেবকে গত মাসের ১৮ তারিখে যে এক মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহা রহিত হইয়াছে।

ঢাকা শহরের কাজী শ্রীযুত মৌলবী গোলাম মকদুম্‌ বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখ অবধি দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে।

জে পি গ্রাণ্ট।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি১২জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতারসরিফ সাহেব রামরত্ন রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামকপরবানারক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে নানাবিধ বৃক্ষাদি আছে, তাহাতেও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মথুরানাথ মুন্সির ও অন্যান্যের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণদিগে রাস্তা। পূর্ব্বদিগে শ্রীকৃষ্ণ বাগচির বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে রামচরণ ভট্টাচার্য্যের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের বেলেঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এখ খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে দেবনারায়ণ পরামাণিকের ভূমি। পশ্চিম দিগে বংশীবদন শাহার ভূমি। পূর্ব্বদিগে রাসমণি দাসীর ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার চিৎপুরের সুরের বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মৃত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম ও উত্তর দিগে হারূপোদ্দারের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে রাস্তা।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে এক তালা ও এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতি বাটী ও আস্তবল ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগের একাংশে বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সির ভূমি, অপরাংশে ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়ের ভূমি, অন্যাংশে মথুর নন্দীর ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক পুষ্করিণী যাহা বেনেপুকুর বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমদিগে চিৎপুরের রাস্তা। এবং দক্ষিণদিগে শ্যামাচরণ বসুর ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাজার যাহা রামরত্ন রায়ের বাজার বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহাতে এক ইষ্টকনির্ম্মিত চাঁদনি ও গুদাম সকল আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যেওতাহারউপর পূর্ব্বোক্তআসামীরামরত্নরায়ের যে স্বত্ব ও অধিকারও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজার। দক্ষিণ দিগে উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সীর ও অন্যান্য লোকের ভূমি অপরাংশে মথুর নন্দির ভূমি। পশ্চিম দিগে চীৎপুরের রাস্তা। এবং পূর্ব্বদিগে উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সীর ও অন্যান্যের ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের সিতির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান সোতর বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মৃত রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভূমি। উত্তরদিগে মৃত ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে গলি।

৭ দফা। পূর্ব্বোক্ত জিলার বহরমপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতাল ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খ ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করি আছে ভূমি অনুমান ১।।০ একবিঘা কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী উক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তা র উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন য়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক ছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থা ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ ক্ষিণদিগে গৌরমোহন সেকরার ভূমি উত্তরদিগে গুরুপ্রসাদ কুণ্ডের ভূমি। শ্চিমদিগের রূপচাঁদ ভাদুড়ির বাটী ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে রাস্তা।

৮ দফা। এবং সহর কলিকার তামুটির দরমাহাটার শামিল ও ত ধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তা তে এক পুরাতন ভাঙ্গা পাকা বাটী ছে ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বে হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তা হার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামর রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্প আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থা ন ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত পশ্চিম দিগে দেবনাথ ঘোষের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণদিগে বৃন্দাবন সুর ও ন্যের ভূমি। পূর্ব্বদিগে পার্ব্বতীচরণ রের ভূমি। এবং উত্তর দিগের একাং শে রাস্তা, অপরাংশে উক্ত পার্ব্বতীচ ণ সুরের খোলার ঘর ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারি বেন।

R. Sopford.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৪ জুলাই ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণামুজোজ্জ্বলকরোদোযান্ধকারোজ্‌ঝিতঃ।
আনাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্গোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪০ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১২ জুলাই। দানীশাব্দ ৯১ আন্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি,এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহা দিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনো রঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সম্বলিত সটীক হস্তামলক এই উভয় গ্রন্থ একত্রে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে ইহার মূল্য ২ টাকা, যদি কেহ ক্রয়ের মানস করেন, উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ১২ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রেম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রায় বৈকুণ্ঠনাথচৌধুরির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগনার পঞ্চান্ন গ্রামের বরাহনগরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ৮/০ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগে রাস্তা। উত্তরদিগের একাংশে রামধন চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি, অপরাংশে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে বেচারাম মৈত্রের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তর ও পশ্চিমদিগে রাস্তা। পূর্ব্বদিগে মধুসূদন নাপিতের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে রামরত্নরায়ের বাটী ও বাগান।

৩ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগণার সিয়ালদহের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে এবং তাহাতে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বৈঠকখানা আছে ভূমি অনুমান ৪/০ চারিবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে অনরবিল কোম্পানি বাহাদুরের রস্তা। পশ্চিমদিগে রস্তমজী পারসীর বজার। উত্তরদিগে মুন্সী ফজলকরিমের ভূমি এবং পূর্ব্বদিগে মৌলবী সেরাজল হকের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. Sopford,
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৩০ জুন ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ১২ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব আবদুল গনির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার কলিঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আবদুল

...র যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আ... তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তা... এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূ... দিগে গলি। পশ্চিমদিগে মৌলবী ...বদুল গনির বাটী ও ভূমি। উত্ত... দিগে মেং করি সাহেবের ভূমি এ... দক্ষিণদিগে অনরবল কোম্পানির ...স্তা।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার ...লতলার বাজারের শামিল ও তন্মধ্য...স্থিত ২৯।২৪ নং যে এক একতালা ...ষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী ...বং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ...মি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা কি...কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ...তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূ...র্ব্বোক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ...অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উ...পরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানু...সারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূ...প চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে ...লমনি হরকরার ভূমি। পশ্চিমদিগে ...সখ মুজদিনের ভূমি। উত্তরদিগে ম...হম্মিদ সেকের ভূমি। এবং দক্ষিণদি...গে কাদেরবক্স মুন্সির ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৯।৪ নং ...দোতাল ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩।।০ তিন কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণদিগে কেদারবক্স মুন্সির ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩।।০ তিন কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণদিগে উক্ত কাদেরবক্স মুন্সির ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
৩০ জুন ১৮৪৯। }

সম্বাদ ভাস্কর

আমারদিগের মহাপুরুষেরা শীক সমরে জয়ী হইয়া শীকাধিকার হস্তগত করিয়াছেন, বৃটিস বিপক্ষ পিতাপুত্র ছত্রসিংহ শের সিংহকে এক প্রকার খাঁচায় পূরিয়াছেন, তাঁহারা বাসস্থল হইতে দুই ক্রোশের অধিক দূরে ভ্রমণার্থেও যাইতে পারিবেননা, প্রবল বিপক্ষ মূলরাজের প্রাণপুরুষকে কণ্ঠস্থানে আনিরাখিয়াছেন, তিনি ফাঁসীর আসামী হইয়া কারাগারে রহিয়াছেন তাঁহার কথাই নাই, গবর্নর বাহাদুর একবার বলিলেই হয় মূলরাজকে ফাঁসী দেও, অতএব শীকরাজ্যে আর উপদ্রব নাই, নিষ্কণ্টক রাজ্য বৃটিস জাতির যত্তায়ত্ত হইয়াছে, গবর্নমেণ্ট এইক্ষণে শীক রাজ্যে প্রতি বৎসর এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা লাভ লইবেন, শাসনীয় ব্যয় ও বৃত্তি দানে যদি সত্তর লক্ষ টাকাও যায় তথাপি গবর্নমেণ্ট এক কোটি টাকা প্রতি বৎসর পাইবেন, অতএব আমরা এই সময়ে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি আমারদিগকে কি এই লাভের একপাই অংশও দিবেন না, অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যার্থ কি বর্ষে২ বার্ষিক রাজবলির একাংশও রাখিবেন না, যদি কহেন গবর্নমেণ্ট প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য লইয়াছেন সে রাজ্যের লাভাংশ প্রজাগণকে কিজন্য দিবেন, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে জয়লব্ধ লুণ্ঠিত ধন সেনা সেনানীগণকে কি জন্য দেন, ইহাতে কেহ২ বলিবেন সেনা সেনানীরা যুদ্ধস্থলে প্রাণ দিতে যান, বীরতা প্রকাশ পূর্ব্বক জয়ী হন, অনেকে আঘাতী হইয়া চিরকাল রুগ্ন থাকেন এই সকল কারণে লুণ্ঠিত ধন তাঁহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে পারে, প্রজারা কি ন্যায়ে যুদ্ধলব্ধ রাজ্যের লাভাংশ পাইবেন, তবে আমরা বলিতে পারি প্রজারাও ন্যায়োপাত্ত লাভাংশের প্রার্থনা করিতেপারেন, গবর্ণমেণ্ট এবং সৈন্যেরা বা সেনাপতিরা কেহ আপনারদিগের পৈত্রিক ধন আনয়ন করিয়া যুদ্ধ করেন নাই, কাবোলীয় সমরাবধি শেষকালীন শীকযুদ্ধ পর্য্যন্ত কি ইংলণ্ড হইতে টাকা আসিয়াছে, আর গবর্নরাবধি ক্ষুদ্র যোদ্ধা পর্য্যন্ত কি কেহ সমর জয়ার্থ আপনারদিগের এককপর্দ্দক ব্যয় করিয়াছেন, ইউরোপ হইতে একখানি রুটি, কি এক শের আটা কি একটী পয়সা ও আইসে নাই, শস্য টাকা উষ্ট্র মেষ মুর্গী হাঁস গোশকটাদি ঘাস পর্য্যন্ত আমরা যোগাইয়াছি, ভারতবর্ষ হইতে এই তাবৎ সাহায্য না হইলে কি গবর্নমেণ্ট জয়ী হইতে পারিতেন, আমরা এসকল না দিলে যুদ্ধস্থলে নিরাহারে সকলের প্রাণবিয়োগ হইত, ভারতবর্ষীয় প্রজারা রণস্থলে গবর্ণমেণ্টের মেথরের কর্ম্ম পর্য্যন্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের জীবনে সৈন্যগণের জীবনধারণ হইয়াছে, সেই বিপদকালে আমরা বন্ধু ছিলাম, যাহা চাহিয়াছেন তাহাই দিয়াছি, কিন্তু জয়লব্ধ ধন হস্তগত হইলে সেনা সেনাপতিরাই তাহা বিভাগ করিয়া লইলেন আমারদিগের জন্য একপয়সাও রাখেন নাই, সিন্ধু রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া নেপিয়র সাহেব অগ্রভাগ লইয়া স্বদেশে গমন করেন, অবশিষ্টাংশ কলিকাতা নগরীয় নীলাম কর লেটিব্রাদর কোম্পানির নীলামে বিক্রী হইল, তাহার টাকা সৈন্যেরা পাইবেন, মুলতান জয়ের ঐশ্বর্য্য লইয়া সৈন্যেরদের মধ্যে বিবাদ হইতেছে, শীক রাজ্যের তিন পুরুষীয় স্বাধীন মহারাজ দলিপসিংহের ধনাগার লুঠ হইয়া সে ধন রাজকোষে আসিয়াছে আসিয়াখণ্ডের লক্ষ্মীর ধন কোহিনুর নামক একটি মণি ছিল মহারাজ রণজিৎসিংহ মৃত্যু কালীন জগন্নাথ দেবকে তাহা দিয়া যান, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাহাও পাইলেন, সে মণি মহারাণী বিকটোরিয়ার নিকট যাইবে ইহা আহ্লাদের বিষয় এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা সানন্দ হইতেছি, আমারদিগের ধনে জনে বৃটিসগবর্ণমেণ্ট আসমুদ্র ধরা রক্ষ কহইলেন তবে আমারদিগকে কিজন্য লাভের অংশ দিবেননা, আমরা অধিকাক্ষ করিনা পঞ্জাবীয়বার্ষিকলভ্যকোটি মুদ্রার একাংশ লক্ষ টাকা আমারদিগের শিক্ষার জন্য রাখিলে রাজার উচিত কর্ম্ম হইবে, আমরা সর্ব্বপ্রকারে বৃটিস জাতির অধীন হইয়াছি, সর্ব্বদা প্রার্থনা করি বৃটিস গবর্ণমেণ্ট জয়ী হয়েন, সৈন্যেরা যে ন্যায়ে জয়লব্ধ রাজ্যের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করেন সে ন্যায়ে আমরাও অংশ প্রার্থনা করিতে পারি তবে যদি রাজপুরুষেরা না দেন আমরা কি করিতেপারিব কিন্তু যিনিয়াখালকেও রাজা করিতে পারেন এবং মশক মক্ষিকাদিকেও এমত শক্তি দিয়াছেন আসমুদ্র কর সংগ্রাহক রাজপুরুষ দিগের মার্জ্জিত বদনে তাহারা দংশন করিতে সক্ষম হয়, এবং যাঁহার কৃপায় গবর্ণমেণ্ট প্রবল হইয়াছেন তাঁহাকে ইজামাইব, ঈশু স্বকীয় রুধির দ্বারা জীবরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যেরা আমারদিগকে বঞ্চিত করেন ইহাতে কি ধর্ম্মাত্মা ঈশু কোপান্বিত হইবেন না, পরমেশ্বরের পুত্রকি ন্যায়ান্যায় দেখেন না তাঁহার চক্ষের অন্তর হইতে কে পারিবে, তাঁহার দণ্ডের নিম্ন হইতে কি পলায়নের সাধ্য আছে, হে বিষয়াভিলাষি লোক সকল, তোমরা কি মনে কর পরমেশ্বর দূরে রহিয়াছেন তিনি কি তোমারদিগের কর্ম্ম দেখিতে পান না, পরমেশ্বর সকলের অন্তরাত্মা অন্তরেও আছেন সর্ব্ব শরীরেও আছেন, তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাওনা, তিনি তোমারদিগের সর্ব্বাঙ্গে বিরাজ করেন, তাঁহাকে দর্শনের চেষ্টা কর, তাঁহার নিয়মে স্থির থাক, সেই অদ্বিতীয় একের তুল্য কি আর কেহ আছেন, তোমারদিগে অভিমান মিথ্যা, ঐশ্বর্য্য যাহা হস্তে রাখিয়াছ ইহাও মিথ্যা, শরীর অবশ হইলে চাবি সকল কোন হস্তে ধরিবা, মিথ্যা শরীর যাহার কোন শক্তি নাই তাহাকে অবলম্বন করিয়া কি করিতেছ, শেষ দিনে ঐশ্বর্য্যের মায়াতে এক২ বার উঠিতে চাহিবা, কিন্তু অমনি নিপাতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইবা, ঐশ্বর্য্য তোমারদিগের নয়, যাঁহার রাজ্যে সুখে বসতি করিতেছ, যিনি মাতৃগর্ভাবধি রক্ষা করিতেছেন তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার ধনাগারে রাখিয়া হিসাব দিয়া যাইতে হইবেক, তাঁহার দূত নিকট রহিয়াছেন, যখন ভয়ানক রূপে দৃষ্টি গোচর হইবেন তখন তোমারদিগের চক্ষে ঘোলা পড়িবে, শির চরণ ধূলিসার হইবে, কিছুই দেখিতে পাইবা না, বিষয় মায়াতে নয়নদ্বয় জলপ্লাবিত হইবে, তবে কেন পরমেশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহ, অর্থাৎ তাঁহার নিয়মাতীত মিথ্যাকথা কেনবল, তোমরা কি এমত প্র...

...দিতে পার পরমেশ্বর কখন মিথ্যা ...বলিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে ...ন্য রাজা জ্ঞানকর, তিনি সামান্যরা...জন তাঁহাকে ভয়কর, পৃথিবীতে য ...খিতেছ সকলই মিথ্যা কেবল পর...ত্য, অতএব হে বৃটিস পক্ষীয় রা...পুরুষগণ আমরা সেই মহাত্মার নিক...ট আমারদিগের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়নে ...যুক্ত রহিয়াছি আমারদিগের বিদ্যা...র্থ কিঞ্চিৎ২ প্রদান করিলে তিনি ...ট হইয়া পৃথিবীর সকল রাজ্যে ...মারদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়...মান করিবেন।

চীন রাজ্য।

...ইংরাজী পত্রে লেখে উক্ত রাজ্যের ...ধ্যক্ষগণ পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিতে ...ন তদ্দেশ হইতে অহিফেনের ব্যব...সা উঠাইয়া দিবেন, ঐ বিষয়ে তাঁহা...রা প্রকাশানুমতি প্রচার করিবেন কি ...এবং তত্রস্থ প্রজাবর্গ অহিফেণ ভক্ষ...ণ বিনা প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে কি ...আমরা তাহা বলিতে পারিলাম না, ...যদি উক্ত মন্ত্রণা যথার্থ হইলে বলি...তে হইবেক এই সূত্রে তাঁহারা বৃ...টিস গবর্নমেণ্টের সহিত বিরোধ উপ...স্থিত করণ মানস করিতেছেন, প্রবল প...রাক্রান্ত বৃটিস কোপে একবার পতিত ...হইয়া তৎ সুখভোগ করিয়া পুনর্ব্বার ...সেই অনলে হস্তক্ষেপ করিতে উৎ...সাহী হইতেছেন ইহাতে তাঁহার...দিগের দুর্ব্বুদ্ধির উদয় মানিতে হইবে ..., সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে রুষিয়া ...রাজ্যের দূতেরা চীনাধিপতির নিকট বি...শেষ প্রতিপন্ন হইয়াছেন, অতএব ইহাও ...হইতে পারে তাঁহারাই এই বিবাদ ঘট...না করাইবার কারণ হইয়া থাকিবেন, ...ইংরাজেরা আসিয়া খণ্ডে সমরব্যস্ত থা...কেন রুষিয়ার ইহা অভিপ্রেত হইতে ...পারে, তাহা হইলে তাঁহারা ইউরোপ...খণ্ডে প্রবলতা প্রকাশ করিতে সাবকা...শ পাইবেন কিন্তু রুষিয়ার পরামর্শে চী...নীয় মহীপাল স্বীয়ানিষ্ট উপস্থিত করি...বেন ইহাও উপলব্ধি হয় না তবে কুগ্রহের ভোগাভোগে কি হয় বলা যায়না।

বিলাতীয় সমাচার।

খ্রীষ্ট গুরু পোপ মহাশয় এপর্য্যন্ত ...স্বীয় রাজ্যে পুনরভিষিক্ত হন নাই, বি...দ্রোহি প্রজারা তৎসাহায্যকারি ফ্রান্স প্রভৃতি রাজ্যের সৈন্যগণের বিরুদ্ধে ...তিষ্ঠিতে সক্ষম আছে।

শীক সমর জেতা জেনরল থেকওএল, জেনরল গিলবর্ট এবং জেনরল হুইস সাহেব জি সি বি উপাধিযুক্ত হইবেন এমত প্রস্তাব হইয়াছে।

কিয়ৎকাল গত হইল আমরা কোন২ বন্ধুর প্রমুখাৎ বিজ্ঞাত হইয়া লিখিয়াছিলাম সদরীয়বিচারক শ্রীযুত জেকসন সাহেব ৪২ টা মুন্সেফী কাছারী রহিত করণার্থ গবর্নমেণ্টে এক রিপোর্ট করিয়াছেন, এতদ্বার্তা লিখন কালে এতদ্দ্বারা প্রজাবর্গের যে অনিষ্ট সম্ভাবনা তদ্বর্ণন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলাম গবর্ণমেণ্ট স্বীয় অম্লানাভার্থ প্রজাবর্গের বিশেষ অহিত ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ না করেন, যাহা হউক, ৪২ টা মুন্সেফী বিচারালয় স্থগিতকরণীয় প্রার্থনা বারণকরণ সমাচারে ফ্রেণ্ডসম্পাদক মহাশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া এতৎ সমাচারের প্রতি সন্দেহ করিয়া লেখেন ইহা অসম্ভব, এবং আমারদিগের মনেতেও অসম্ভব জ্ঞান হইয়াছিল, তথাচ ফ্রেণ্ড মহাশয়ের লিখনানুসারে আমরা বিশেষানুসন্ধান করিয়া জানিলাম আমারদিগের বন্ধু উপস্থিত বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যস্ততা বিকাশ করিয়াছেন, প্রকৃত বিষয় এই যে শ্রীযুত জেকসন সাহেব অনেক মুন্সেফী কাছারীর কর্ম্মের ন্যূনতা দেখিয়া পূর্ব্বোল্লেখিত সংখ্যক বিচারালয় রহিত করা যায় কি না বিবেচনা করিয়া পরিশেষে তাহার স্থায়িত্বাবধারণ করেন, এবং কেবল জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বসন্তপুর দমদমাস্থ মুন্সেফী আদালত রহিত করণাভিপ্রায় লেখেন অতএব এতদ্বিষয়ে আমরা ভ্রম স্বীকার করিয়া ফ্রেণ্ড মহাশয়কে নমস্কার দিলাম যেহেতুক তাঁহার লেখাতে এই ভ্রম সংশোধন হইল।

সাধারণের সুগোচর থাকিবেক এতদ্দেশীয় প্রায় তাবৎ সমাচার পত্রে পুনঃ২ প্রকাশ হইয়াছিল এতন্নগরীয় গবর্ণমেণ্ট কৌন্সেল ত্বরায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন স্থানে সংস্থাপিত হইবে, সম্প্রতি ব্যক্ত হইয়াছে কৌন্সেলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ও গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সমীপ গমনের উদ্যোগ করিতেছেন বরং কোন ইংরাজী পত্রে এমত লিখিত হয় বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা উক্ত অধ্যক্ষগণকে গবরণর জেনরল বাহাদুরের সহিত সংযুক্ত হইতে আদেশ করিয়াছেন, এইরূপ নানাসমাচারপ্রচার হইয়াছে, ইহাতে আমারদিগের কোন বন্ধু কহিলেন সেক্রেটরী শ্রীযুত ডোরিণ সাহেব গবর্নমেণ্টের কর্ম্ম সম্পাদক শ্রীযুত হেলিডে সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত সমাচারের সত্যাসত্যতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে শেষোক্ত মহাশয় কহেন তিনি এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের স্থান পরিবর্ত্তন বার্ত্তা প্রাপ্ত হন নাই অতএব বলিতে হইবেক উক্ত সমাচার কেবল জনশ্রুতি ক্রমে প্রচার হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের স্থান পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে আমরা সাধ্যমত প্রমাণ প্রয়োগ প্রকাশ করিয়াছি, অতএব পুনরুল্লেখের প্রয়োজন করেনা, বাস্তবিক উল্লেখিত সমাচারের অমূলকত্ববর্ণনে আমরা এইক্ষণে অধিক হর্ষ প্রাপ্ত হইলাম।

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্র পাঠে অবগতি হইল আমারদিগের পরমাত্মীয় মান্যবর ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথরায়চৌধুরীমহাশয় তাঁহারস্বগ্রামে এক ইংরাজী চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থ স্বীকৃত হইয়াছিলেন চিকিৎসাগারের ব্যয় জন্য তিনি মাসিক শতমুদ্রা দিবেন এবং চিকিৎসালয়ের উপযুক্ত স্থান ও অট্টালিকা প্রদানকরিবেন, এতদ্ভিন্ন আর২ আবশ্যক ব্যয় জন্য গবর্ণমেণ্টসমীপে সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে আমারদিগের রাজপুরুষেরা চিকিৎসাযোগ্য অস্ত্র শস্ত্র ও ঔষধাদি প্রদানকরিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাতে ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় অতি ন্যায় পূর্ব্বক লিখিয়াছেন উল্লেখিত এক শত মুদ্রা এক জন উপযুক্ত চিকিৎসকের বেতনেই পর্য্যবসান হইবে, অতএব ঔষধ প্রস্তুত কারি অপর ব্যক্তির মাসিক বেতন ১৫।১৬ টাকার অভাবেই বুঝি ঐ হিতকারি অনুষ্ঠান ফলে বঞ্চিত হয়, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেণ্টের অল্প সাহায্যদ্বারা তাঁহারদিগের অধীন কতশত দীনদরিদ্র অনাথ প্রজার জীবন রক্ষা ও রোগ শান্তি হইবেক তাহা স্মরণ করিলে কি দয়ালু মনুষ্যদিগের এতাদৃশ সামান্য কার্পণ্য ভাব উদয় হইতে পারে, প্রজার হিতান্বেষণ রাজার মুখ্য কর্ম্ম, সেই মঙ্গলার্থ মাসিক ১৫।১৬ টাকা প্রদানে গবর্ণমেণ্ট কাতরতা দেখাইয়াছেন ইহা অধিক পরিতাপের বিষয়, হা, ইহাতেও ইংরাজ সম্পাদকেরা এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি কার্পণ্য দোষারোপ করিতে লজ্জা জ্ঞান করেন না, বদান্যবর বন্ধু চৌধুরি মহাশয় স্বপুত্রের শুভ বিবাহোপলক্ষে এতদ্দেশীয় অধ্যাপকমহাশয়গণকে এবং স্বীয়সমাজস্থ ব্রাহ্মণ বর্গকে বিপুলার্থ এবং মাঙ্গলিক সামাজিক দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন ইহাতে হরকরা সম্পাদক মহাশয়ের কটাক্ষ পাত্র হইয়াছেন এইক্ষণে কি সেই মান্য লেখক আমারদিগের বন্ধুর ও স্বজাতীয় গবর্ণমেণ্টের গুণ তুলাধারে তুলিয়া তৌলন করিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন না, এতদ্দেশীয় ধনি মান্য লোকেরা অধ্যাপক গণকে যে সকল বৃত্তি ইত্যাদি দিয়াথাকেন তাহার তাৎপর্য্যজ্ঞ হইলে হরকরার মান্য লেখক শ্লেষপ্রকাশ করিতেননা, অধ্যাপক মহাশয়েরা বহুলক্লেশে যেকিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হন তাহা পরিবারাদির ভরণপোষণে পর্য্যাপ্ত করেন না, পাঠার্থিগণের প্রতিপোষণার্থ দিয়া থাকেন এবং এইরূপ ব্যবহারেই এতদ্দেশে সংস্কৃতবিদ্যার আলোচনা হইয়া আসিতেছে, বেতন গ্রহণ করিয়া শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ এতদ্দেশে চলিত ছিল না, অতএব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পক্ষে ইংরাজ সম্পাদকেরা যদ্রূপ সাহায্য প্রদানে সপক্ষ বাক্য কহেন এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীকে অর্থ প্রদানের গুণ বুঝিয়া ভরসা করি ইহার পরে তাঁহারা তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

৯০২ নম্বর।

১৯ জুন।

শ্রীযুত জি ই লান্স সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত ময়মনসিংহের কালেকটরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

৯১৮ নম্বর।

২০ জুন।

এদেশীয় ৯ সংখ্যক পদাতিক পলটনের কাপ্তান শ্রীযুত জি বর্নর সাহেব কাছাড়ের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

৯৫২ নম্বর।

২১ জুন।

শ্রীযুত মাকান সাহেবের অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত কলিকাতার পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ টিলা সাহেব কলিকাতার নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

৮৬৬ নম্বর।

১৮৪৯ সাল ১৫ জুন।

উচ্চপদে নিয়োগ।

পাদরি জে বেল সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে আসিষ্টাণ্ট ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত জে ওয়াই বিচর সাহেব গত মে মাসের ৫ তারিখ অবধি ধর্ম্মোপদেশক হইবেন।

১৯ জুন।

জরীপী কর্ম্মে নিযুক্ত নীচের লিখিত কার্য্যকারকেরা ডেপুটী কালেকটরের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

রাজশাহীর শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখুয্যা ও শ্রীযুত মৌলবী আলি আহমদ।

চব্বিশপরগণার শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ ঘোষ।

বীরভূমের শ্রীযুতবাবু ঈশানচন্দ্রদত্ত।

ময়মনসিংহের শ্রীযুত আবদুল হামীদ।

স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ক।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, জগদীশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে বিদ্যাই মূলাধার এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহা পৃথিবীস্থ সর্ব্ব জাতি দ্বারা কথিত এবং শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বশত ঈশ্বরের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য মাত্রের মধ্যে প্রায় অধিকাংশের অতুল্য অমূল্য বিদ্যারত্নলাভাকাঙ্ক্ষাধিক্য প্রত্যক্ষঅর্থাৎ বিদ্যারত্নের লাভের আশার কলেবর দীর্ঘতা এবং ঐ কান্তিক উৎসুকতা দৃষ্ট হইতেছে, অপিচ নীতিশাস্ত্র এবং হিতোপদেশাদিতে বিদ্যার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা বর্ণ হইয়া জনপদে বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক তন্নিদর্শন দর্শিত হইতেছে, এস্থলে বিদ্যা অমূল্য রত্নের অতুল্য গুণ এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণার্থে প্রমাণ প্রয়োগ প্রয়োজনাভাব, বিদ্যার প্রভাবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যাস কালিদাসাদি এবং অপরাপর পণ্ডিতগণ দে…র অক্ষয় ভূষণ রূপে জগজ্জানিত হই… চিরস্মরণীয় রহিয়াছেন, অতএব বি… যে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব প্রকারে মনুষ্যের ইহ পরলোকের এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহের মূল কারণ ইহা সর্ব্বজনের স্বীকার্য্য।

অধুনা কলিকাতা নগরীয় স্ত্রীবিদ্যালয় এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পক্ষদ্বয়ে অর্থাৎ অনুকূল এবং প্রতিকূল বাদীদিগের মধ্যে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক এবং গুরুতরান্দোলনে এবং ভাস্করেত্যাদি সভ্য সংবাদ পত্রের অধিকাংশই প্রাগুক্ত বিষয় ঘটিত সম্পাদকীয় উক্তি এবং প্রেরিত পত্রাদিতে পূর্ণ হইতেছে তাহাতে প্রতিকূল বাদিগণের প্রেরিত পত্রাদি পাঠে লজ্জান্বিত এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, তৎকারণ এই যে তাঁহারা স্ত্রী বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ের প্রতিবন্ধকাচার হইয়া স্বং মতের পোষকতার্থে দেশের এপ্রকার আনন্দ ও কল্যাণকর ব্যাপার হিন্দুজাতিপক্ষে অপকারকও পরিণাম ফল ভয়াবহ মূল বোধে যে সকল প্রস্তাব যুক্তি নীতি ভাব বিবেচনা ও কারণ কূট প্রকাশ করিতেছেন তৎসমুদায় তাঁহারদিগের মানসের কান্তি অভিমানের পুষ্টিকর হইতেছে, হা, কি ভ্রান্তি রোগের প্রাবল্য, জগদীশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনীয় যে তিনি ইহাঁরদিগের এইপ্রবল ভ্রান্তিরোগের শান্তি করেন।

আদৌ স্ত্রী বিদ্যা বিদ্বেষক মহাশয়েরা নিশ্চয় জানিয়াছেন প্রথম কালাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত অবলা জাতির বিদ্যাভ্যাসের নীতি পদ্ধতি নাই কিন্তু ইহা ভ্রমমূলক, কেননা স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার প্রথা সূর্য্যবংশীয় রাজ্যাধিকারিদিগের সময়ে এবং পূর্ব্বেং সভ্যহিন্দু রাজাদিগের অধিকার সময়ে প্রচলিত ছিল, সীতা, দ্রৌপদী, দেবজানী, লীলাবতী এবং খনা প্রভৃতি স্মরণীয়া স্ত্রীগণ কি বিদ্যাবতী ছিলেন না, আর যদি পূর্ব্ব রীতি বিনিময়ের বাক্যোল্লেখ করেন, তবে তদুত্তর এই যে কোন প্রথা কোন দেশে নিত্য নহে, সময়ানুসারে সর্ব্ব দেশের নিয়ম বিনিময় হয় আর তাঁহারা কি কহিতে পারেন তাঁহারদিগের মধ্যে কোন পূর্ব্বপ্রথার পরিবর্ত্তন অথবা নবীন নিয়ম সংস্থাপিত হয় নাই, ছাপাযন্ত্র ও বাষ্পতরী ও ইংরাজী চিকিৎসা ও ভেষজাদি ব্যবহার কি তাঁহারা তাঁহার দিগের পূর্ব্বতন বোধ করেন, অতএব স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের প্রথা নবীন এবং নানা দোষের কারণ ইত্যাদি ব্যক্ত করা অনুচিত হইয়াছে।

অবলাজাতির বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কোন শাস্ত্রে নিষেধ সূচক কোন বিধি নাই ব্যাস মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কেহই স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন নাই, ভগবান মনুর ৫ অধ্যায়ে এবং ব্যাসোক্তিতে তথা মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টমোল্লাসে যে সকল স্ত্রী ধর্ম্মোল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের নিষেধ বাক্য দৃষ্ট হয় না, বরং শ্রুত আছে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের "উপদেশ দীধিতি" গ্রন্থে দৈত্যগুরু তদ্দুহিতার প্রতি বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করণার্থে উপদেশ দিয়াছিলেন যথা "পঠ মৎপ্রাণ পুত্রিত্বং বিদ্যাভ্যাসং সদা কুরু। সর্ব্বেষাং ভূষণং বিদ্যা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা।।" তথা বিরাটপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "অপুংস্ত্বং মপাস্য নিসম্য তৎ স্বয়ং ততঃকুমারীপুর মুৎসসর্জ্জতাং।।" এতদ্বচন দ্বারা স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি পূর্ব্বে ছিল কি না, তাহা সভ্যজনের বিলক্ষণ অনুভূত হইবেক, ইহাতেও প্রতিকূল বাদি মহাশয়েরা অঙ্গনাগণের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা পূর্ব্বে ছিল না অথবা উক্ত প্রথার নবীনত্ব বর্ণন করিলে উপায় কি, প্রাগুক্ত বচনদ্বয় গত ৩০ সংখ্যক ভাস্করের পত্রপ্রেরক বিজ্ঞবর "স্ত্রী শিক্ষা পক্ষ" মহাশয়ের পত্রে উল্লেখিত হইয়াছে।

প্রাচীন মতস্থ মহাশয়েরা অভিমান বশতঃ কহেন কামিনীরা বিদ্যাবতী হইলে স্বং পানী গৃহীতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও ব্যবহার এবং আশ্রমোচিত তথা অপরাপর কর্ত্তব্য ক্রিয়াদি হইতে রহিতা হইবেন, এবং তাঁহারদিগের কামাধিকতা, ক্রূরতা, ক্রুদ্ধতা, পিশুনতা, দোষাদি বিদ্যা দ্বারা মাজ্জিত কি বৰ্দ্ধিত না হইয়া বরং বৃদ্ধি পক্ষ সম্ভাবনা, কিন্তু এতদ্বচন দ্বারা বিদ্যার মহিমা হানি প্রতীত হয় কি না জ্ঞানি লোকেরা বিবেচনা করিবেন।

প্রিয় মহাশয়, রমণীরা সুশিক্ষা ও শাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা স্বং স্বামির মর্ম্মজ্ঞা এবং তৎপ্রতি যে প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা ও নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিতে হয়, তদ্বিষয় বিশেষ জ্ঞাতা উপদেশ প্রাপ্তা হইতে পারেন, অজ্ঞানাবস্থায় অঙ্গনাগণ যতক্ষণ স্বামির সন্নিকটে থাকেন ততক্ষণ কূচিৎ শান্ত স্বভাব তৎপরেই পরনিন্দা কলহ, অনর্থক বাগজল্পনা ও গল্পাদিতে কাল হরণ করেন কিন্তু বিদ্যাভ্যাস জনিত জ্ঞান যোগে দোষাদি ক্ষালিত না হইলে মূর্খ…
অজ্ঞান ও ক্রমাগত জ্ঞানান্ধ বুদ্ধি…
স্থায় থাকিলে কি প্রাগুক্ত দোষা…
শান্তি হইতে পারে, অতএব অজ্ঞা…
স্থায় অবস্থান শুদ্ধ নানা দোষ স্থান।

স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা ও বিদ্যায়…
পূণা হইলে বিদ্বান ও সজ্জনের যত্রা…
পকারও আনন্দকর তাহা কথনীয় ন…
অধুনা গত ৩ আষাঢ় শনিবাসরীয় ২…
সংখ্যক ভাস্কর পত্রে "কোন অবলা…
ইত্যঙ্কিত যে এক প্রেরিত পত্র প্রক…
ত হইয়াছে, আমি তৎপাঠে যে প্র…
র পুলকাভিভূত হইয়াছি তদ্বাহুল্য…
র্ণনেও স্বরূপ বর্ণন হয় না, অবলার বু…
প্রাখর্য্য, ভাবের ও বাক্য বিন্যাসের…
ন্দর্য্য, জ্ঞান যোগের মাধুর্য্য, শাস্ত্রাদি…
দৃষ্টি ও উৎকৃষ্ট গুণচয় স্পষ্ট দৃষ্ট…
তেছে "অবলা" যে প্রকার পারি…
ট্য ভাব ও রস মাধুর্য্যাদিতে রচনা ক…
য়াছেন বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা কর্ত্তৃক এ…
কার সুলিপী রচিত হওয়া আশ্চর্য্য জ্ঞা…
ন করিতে হইবেক, অবলার লিপী প…
ঠে আমি যদ্রূপ সুখী হইয়াছি তা…
বর্ণ দ্বারা বর্ণনীয় নহে এবং বোধ ক…
সভ্যজনগণেরও মহানন্দ বোধ হই…
থাকিবেক অত্র সন্দেহ বিরহ অতএব…
বলাকে বহুসংখ্যক ধন্যবাদ দিলাম,…
ই লিপীর দীর্ঘতার আতিশয্য আশ…
য় তাঁহার বিশেষ ধন্যবাদ করিতে অ…
মর্থ বিধায় বিষাদকে শরীরে স্থানপ্র…
ন করিতে হইল, ফলতঃ "অবলা"
অস্মদন্তঃকরণে স্মরণীয়া রহিলেন।

যে হউক, অবলারা বিদ্যাবতী হ…
লে তাঁহারা স্বং সতীত্ব সংরক্ষণে যত্ন…
তী এবং সতীত্বাবস্থায় অবস্থান করিবে…
ন এবং বিদ্বজ্জনের বিবিধ সুখের কার…
হইবেন, অতএব সকলে অভিমান ব…
ত হইয়া দেশের মাঙ্গলিক ও শুভজনক
উপস্থিত ব্যাপারে প্রার্থনীয় সাহায্য
ও মনোযোগ প্রদান পূর্ব্বক দেশহিতৈ
ষি ও সভ্যরূপে গণিত ও যশস্বী হউন।

কস্যচিৎ ত্রিপুরা নিবাসিনঃ।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ নতে হ্ববস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

মানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনক্বায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪১ সংখ্যা ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ১৪জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গলা ১২৫৬সাল ৩১ আষাঢ় শনিবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিৰ্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

মোং কলুটোলা গোপালচন্দ্র লেন খিয়োক্ষের মধ্যে ১১ নং বাটী সদর মফস্বল দোতালা তাবৎ চূনকাম করা এবং ভাগ্যবন্ত লোকের পরিবার সহিত বাসের উপযুক্ত তাহা ভাড়া দেওয়া যাইবেক যাঁহার প্রয়োজন থাকে ঐ বাটীর পূর্ব্বদিগে যে বাটী আছে তাহাতে অনুসন্ধান করিবেন।

তাং ১৯ আষাঢ় ১২৫৬ সাল।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অৰ্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব এই গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাস, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনো রঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সম্বলিত সটীক হস্তামলক এই উভয় গ্রন্থ একত্রে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে ইহার মূল্য ২ টাকা, যদি কেহ ক্রয়ের মানস করেন, উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

আক্‌কৌন্টেণ্ট জেনরল সাহেবের সরকুলর অর্ডর।

৭৪৮ নম্বর।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেকটর সাহেব বরাবরেষু।

তোমাকে আদেশ করিতেছি যে তোমার খাজানাখানার আগামি মাচ ও আপ্রিল ও মে মাসের আন্দাজে যত টাকা জমা ও খরচ হইবেক তাহার এক বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ নীচের লিখিত পাঠানুসারে প্রস্তুত করিয়া পাঠাও।

২। তোমার দৃষ্ট হইবেক যে তোমার জিলার জমা ও খরচের সাধারণ মাসিক ফর্দ্দ প্রস্তুত করণে যে শিরোভাগের কথা ব্যবহার আছে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া কোন নূতন নিয়ম করিবার অভিপ্রায় নাই। এই পর্য্যন্ত শিরোভাগের যে কথা লিখিত হইয়া আসিতেছে তাহাই চলিবেক কিন্তু ফর্দ্দের বেওরা কেবল এক মাসের না হইয়া তিন মাসের হইবেক।

৩। আদেশ করিতেছি যে অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত আপ্রিল মাসের এবং তৎপরের প্রত্যেক মাসের ফর্দ্দ প্রস্তুত করণার্থে তুমি নীচের লিখিত পাঠানুসারে মনোযোগ পূর্ব্বক হিসাব প্রস্তুত কর সুতরাং মাসের নাম আবশ্যক মতে পরিবর্ত্তন হইবেক।

৪। যে বরাওর্দ্দের ফর্দ্দের বিষয়ে আদেশ হইতেছে তাহা অত্যন্ত আবশ্যক অতএব তাহা প্রস্তুত করণের এবং এই দপ্তরে পাঠাওনের বিষয়ে কোন বিলম্ব না হয়।

সি জি মানসেল।

বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আক্‌কৌণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম। আক্‌কৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।

রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৪৯। ১ মার্চ।

৭৪৯ নম্বর।

বাঙ্গালা রাজধানীর ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেকটর সাহেব বরাবরেষু।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট* হুকুম করিয়াছেন যে পঞ্জাবে সৈন্যেরদের এক

* প্রধান সেনাপতি সাহেবের ১৮৪৮ সালের ১৩ আক্‌টোবরের জেনরল অর্ডর দেখ।

জন ডেপুটী বকশী নিযুক্ত হন এবং শ্রীযুত কাপ্তান সি কাম্বেল সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব তোমাকে আদেশ করিতেছি যে ঐ কার্য্যকারক তোমার খাজানাখানার উপর যে সকল দ্রাপট দেন তাহার টাকা তুমি দেও এবং তোমার খাজানাখানার হিসাবে "মিলেটারী ডিপার্টমেণ্টের দেয় বিলের,, শামিল "পঞ্জাবের সৈন্যেরদের বকশী,, এই শিরনামার নীচে ঐ টাকার খরচ লেখ এবং যাহারদিগকে টাকা দেওয়া যায় তাহারদের রীতিমতে দস্তখৎ হওয়া আসল দ্রাপটের দ্বারা ঐ খরচ সাব্যস্ত কর।

ডবলিউ মেপলস।

বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট আকৌণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম। আকৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।

রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৪৯। ২৮ ফেব্রুআরি।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরাবল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

৯৮৩ নম্বর।

১৮৪৯ সাল ১৯ জুন।

শ্রীযুত সি মাকি সাহেব পশ্চিম বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীনের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮৪৯ সাল ২৭ জুন।

সবআসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত ডবলিউ জে এলিস সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত পররানার সদর স্থানের চিকিৎসকতা কর্ম্ম করিবেন।

১৮৪৯ সাল ২৮ জুন।

শ্রীযুত আর আর ষ্টর্ট সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখ অবধি নওয়াখালীর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটর হইবেন।

১৮৪৯ সাল ২৯ জুন।

জামালপুর এলাকাখণ্ডের কর্ম্মে নিযুক্ত ময়মুনসিংহের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ এস মেলবিল সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ২১ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে মেদিনীপুরে নিযুক্ত ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুতবাবু যাদরচন্দ্র চাটুয্যা ডেপুটী কালেকটরের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ২৭জুন।

বর্দ্ধমানের সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত টি হেষ্টিংস বর্ত্তমান মাসের ২১ তারিখে শ্রীযুত ডাক্তর বগু সাহেবের স্থানে ঐ স্থানের চিকিৎসকতা কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ইহার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে জিলা পূরণিয়ার সুলতানপুর পরগনার পনসের নদীর উপর মুঙ্গরা গুদারা ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে সরকারী গুদারা হইয়াছে।

শ্রীযুত ডবলিউ এচ হেণ্ডরসন সাহেব শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের দ্বারা বাঙ্গলা দেশের সিবিল সম্পর্কীয় সিবিশতায় নিযুক্ত হইয়া "ইনবেষ্টিগেটর" নামক জাহাজে পঁহুছিয়াছেন এমত রিপোর্ট করেন। ঐ জাহাজ বর্ত্তমান মাসের ২৬ তারিখে খাজুরীতে পঁহুছিয়াছেন।

নীচে লিখিত মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রায় মোহনলাল মিত্র।

শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়।

সম্বাদ ভাস্কর

স্বদেশীয় বন্ধুগণ সুনিপুণতা পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহে প্রতিষ্ঠাভাজন হন, এতৎ শ্রবণে বা বিজ্ঞাপনে আমরা পলক প্রাপ্ত হই, এবং ইহা বলিবার অপেক্ষা করে না মনুষ্য মাত্রেরই এই স্বাভাবিক ভাব, তাহাতে স্বদেশীয় বান্ধবগণের অযোগ্যতা অবিশ্বাসিতা ইত্যাদি দোষবাচক কুচরিত্রের নিন্দারোপ করিয়া যে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না এইক্ষণে এতদ্দেশীয় বিদ্বান জনগণের কর্ম্মদক্ষতায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ সন্দর্শনে গবর্ণমেণ্ট দিন২ প্রধান২ কর্ম্মে তাঁহারদিগের প্রতি ভারার্পণ করিতেছেন ইহা কি অল্প আহ্লাদের বিষয়, আমারদিগের রাজপুরুষেরা যদ্যপি এপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় লোকেরদের ক্ষমতানুরূপ্য পদ ও বেতন বৃদ্ধি করণে কার্পণ্য করিতেছেন তথাপি ভরসা করা যায় ক্রমে২, বিশেষত নূতন চার্টরের অর্থাৎ ভারতবর্ষের আগামি ইজারার সহিত আমারদিগের সৌভাগ্য বর্দ্ধন হইবে. রাজকার্য্যে নিযুক্ত এতদ্দেশস্থ যুবালোকেরা আপনারদিগের সদ্গুণে উচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছেন, এবং ইহাঁরদিগকে ক্ষমতানুসারে সম্বর্দ্ধিত করিলে গবর্ণমেণ্টও বহু লভ্য করিবেন, তাঁহারদিগের চিহ্নিত চাকরগণের অর্দ্ধেক বা তন্যূন বেতন দিয়া দ্বিগুণ কর্ম্ম পাইলে এমতকর্ম্ম কেনা করেন, আমারদিগের এতদ্বাক্যের প্রতিপোষকার্থ চিহ্নিত চাকর জজ মাজিস্ত্রেট সাহেব এবং অচিহ্নিত চাকর সদর আলা ও ডেপুটি মাজিস্ত্রেটদিগের কার্য্য উপমাস্থলে নীত করিলে কি আমরা প্রতিপন্ন হইতে পারি না, উল্লেখিত চিহ্নিত ভৃত্যগণাপেক্ষা কথিত অচিহ্নিত ভৃত্যেরা চতুর্গুণ ন্যূন বেতন প্রাপ্ত হইয়া কি তুল্য ও স্থলবিশেষে অধিক কর্ম্ম করিতেছেন না, অবশ্য করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট দ্বারাই এবিষয় সপ্রমাণ হয়।

সূক্ষ্ম বিচারে নিরপেক্ষতা, নির্লোভিত্বাদি গুণ বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়, আমারদিগের প্রধান রাজপুরুষদিগের প্রথমাশঙ্কা ছিল এতদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বোক্ত গুণে বিভূষিত হইবেন কি না, এবং স্বদেশীয় বান্ধববর্গের উপরোধানুরোধ ও প্রধান ব্যক্তিরদের ভয় মিত্রতা প্রবল হইলে বিচারের ব্যাঘাত উপস্থিত করে ইহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু আমারদিগের স্বদেশীয় বিদ্বান লোকেরা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রধান মহাশয়দিগের সে আশঙ্কা উত্তমরূপে নিবারণ করিয়াছেন, প্রকৃত বিচার নিষ্পাদনে ইহারা কোনক্রমে পক্ষপাত করেন না, সুপ্রতিষ্ঠিত সদর আলা শ্রীযুত বাবু লোকনাথ বসু বাহাদুর যশোহরের প্রবল প্রতাপান্বিত প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু রামরত্ন রায়ের দ্বারা বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়াও সুবিচারের পাঠ পরিত্যাগ করেন নাই, এই দেদীপ্যমান উদাহরণে আমারদিগের দেশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে।

উক্ত সদর আলা মহাশয় যশোহর হইতে মেদনীপুরে গমনকালে পূর্ব্বোক্তস্থানীয় প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ এবং মান্য প্রজাবর্গ তাঁহাকে এক সুখ্যাতিপত্র দেন যাহার অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে ভাস্করে প্রকাশ হইয়াছিল, তদুত্তরে সদর আলা বাহাদুর যে মহদভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তাহাতে আমরা সুখী হইয়াছি অতএব পাঠকগণের গোচরার্থ উক্ত রায় বাহাদুরের উক্তির অনুবাদ গৃহীত হইল।

"শ্রীযুত বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয় সমীপেষু।

" প্রিয় মহাশয়, আপনকার পত্র সম্বলিত যশোহর জিলা নিবাসি প্রজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ আমার তৎপ্রদেশ হইতে স্থানান্তরে আগমন করণোপলক্ষে স্ব২ অভিপ্রায় ব্যক্তীকৃত যে এডরেস প্রেরণ করেন আমি মেদিনীপুরে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তদুত্তর প্রদানে বিলম্ব হইবাতে তাঁহারদিগের নিকট আমার ক্ষমা ভিক্ষা কর্ত্তব্য হইতেছে, নূতন কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইয়া একদা অনেক কর্ম্মে ব্যস্ততা প্রযুক্ত বিশেষত অবিলম্বেই পুনর্ব্বার হুগলিতে নিযুক্ত হইবায় এই বিলম্ব হইয়াছে, যশোহর জিলায় আমি প্রায় চারি বৎসর অবস্থান করি এই কালমধ্যে যে সকল মহাশয়ের সহিত রাজকর্ম্মে বা লৌকিকাচারে আমার পরিচয় ও সংস্রব হয় আমার সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারদিগের সদ্ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি ইহা আমার পরম সন্তোষের বিষয়।

তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ সদ্বিচারক রূপে আমার বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের কৃপা ও সদ্ভাবের জন্য আমি নমস্কার প্রদান করিতেছি, আপনি বিশেষ জ্ঞাতা আছেন নিরপেক্ষতা পূর্ব্বক বিচার করণার্থ আমি এক ব্যাপক ব্যক্তির দ্বারা অভিযোগ পাত্র হইয়াছি, বর্ত্তমান কালে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সভ্য নিয়মাধীনে এতদ্দেশীয় লোকেরা বিদ্যার মহদুপকার ভোগ করিতে পারিতেছেন এবং বিশ্বস্থ রাজকর্ম্ম সকলও প্রাপ্ত হইতেছেন অতএব এমত কালে সচ্চরিত্রতার ব্যভিচার করণের কোন কারণ উদয় হইতে পারে না এবং আমি নিরপেক্ষ বিচারে কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি অতএব তজ্জন্য তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন আমি তাহা প্রাপ্তির পাত্র হইতে পারি না।

যশোহর বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে যে যত্ন করিয়াছি তাহা তত্রস্থ বিদ্যাপ্রচারের কমিটি ভুক্ত অধ্যক্ষ বিধায় আমার বিধেয় বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশের সভ্যতা বৃদ্ধি করণার্থ আয়াস প্রকাশ না করিলে দেশীয় ভদ্র লোকের পক্ষে অতি গর্হিত ব্যাপার বলিতে হয়, বিদ্যার উন্নতি চেষ্টাই দেশের সভ্যতার হেতু।

যশোহরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে আমার সাহায্য প্রদান কর্ত্তব্য জানে আমি অতি হর্ষচিত্তে তদনুকূলতা করি, আমি বুঝিয়াছিলাম মানবগণের হিতকারী এমত বিষয়ে সাহায্য প্রদানে সুক্তিকর্ত্তার অনুগ্রহের পাত্র হইব, আমার অল্প আয়াস এডরেসস্বাক্ষরকারিমহাশয়দিগেরনিকটপ্রশংসালাভকরিয়াছে ইহা পরমাহ্লাদের বিষয় এবং সাবকাশমতে ইহাঁরদিগের সদ্ভাব সঞ্চয় করিতে পারি এমত যত্ন আমার নিয়ত অভিমানের হেতু হইবেক ইতি।

হুগলি ২৩ এপ্রিল ১৮৪৯।

(স্বাক্ষরিত) লোকনাথ বসু।

আমরা শ্রবণ করিয়া লিখিয়াছিলাম মেং লা সাহেব আপন ঘরে বিবেচনা করিয়া পোলীসে বিচারের অযোগ্য আবেদন পত্র সকল ফিরাইয়া দেন এজন্য পোলীসের কনিষ্ঠ মাজিস্ত্রেট মেং হিউম সাহেব মেং লা সাহেবের ঐ কর্ম্মের বিপরীতে আবেদন করিয়াছেন, বোধ হয় ঐ আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টে যাইয়া থাকিবে, তাহাতে বিপরীত ফল প্রকাশ পাইয়াছে, মেং লা সাহেব জষ্টিস আফ দি পিস অর্থাৎ শান্তি সংক্রান্ত বিচারক পদস্থ হইয়াছেন অতএব তিনি এইক্ষণে আবেদন দৃষ্টি করিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিন্তু এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে কি না তাহা প্রকাশ পায় নাই।

ইংরাজী সমাচার পত্রে লেখে পঞ্জাব রাজ্যের পর্ব্বতীয় পথে দুই তিন টা দুর্গ প্রস্তুত হইবার কথা হইতেছে।

বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয় গত কল্য স্বপিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে অতি পারিপাট্যরূপে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়াছিল, বাবু যেরূপ সমারোহ পুরঃসর এই বাৎসরিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন অনেক ধনিলোক স্বপিতা মাতার আদ্যশ্রাদ্ধেও তদ্রূপ ব্যয় করেন না শিবচন্দ্র বাবু হিন্দু শাস্ত্র বিহিত যাবদীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে এইরূপ অকাতরতা রূপে ভক্তি সহ ধন ব্যয় করেন এই জন্যই তাঁহার গুণোৎকীর্ত্তন কর্ত্তব্য হইতেছে, এবং প্রস্তাব সমাপন কালে বলি " দাতা শতং জীবতু,, বদান্যবর ব্যক্তিবর্গ জীবিত থাকিলেই দেশের উপকার হয়।

আমরা যদি শুনিতে পাই বিচারকর্ত্তারা সুবিচার করিতেছেন তবে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারদিগের সুখ্যাতি প্রকাশ করি ইহার কারণ এই যে একের প্রশংসা দেখিয়া অন্যেরা তৎকর্ম্মের অনুগামী হইবেন, সদর দেওয়ানি আদালতের বিজ্ঞবর জজ শ্রীযুত কালবিন সাহেব যখন সদরের বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট রূপে বিচারারম্ভ করিলেন তৎকালেই আমরা তাঁহার সুখ্যাতি লিখিয়াছি, এবং তৎপরে মান্যবর শ্রীযুত ডনবর সাহেব সদরে আসিতেছেন এই কথা শ্রবণ মাত্রই আহ্লাদ জ্ঞাপন করিয়াছি, ইহার হেতু এই যে ডনবর সাহেবের অপক্ষপাতি বিচারদক্ষতার বিষয় পূর্ব্বেই আমারদিগের জানা ছিল এবং বোর্ডের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত রিকেট সাহেবের সুখ্যাতি লিখিত গুরুতর প্রস্তাব অগ্রেই আমারদিগের পত্রে প্রকাশ হয় কিন্তু সাধারণবন্ধু শ্রীরামপুরের মান্যবর সম্পাদক মহাশয় বুঝি ইংরেজদিগের সুখ্যাতিপরিপূর্ণভাস্করপত্র দৃষ্টি করেন না, এই কারণ মধ্যে২ বলিয়া থাকেন বাঙ্গালা ভাষার সমাচার পত্রের মধ্যে ভাস্কর পত্রে উত্তম লেখা হয় কিন্তু ইংরেজদিগের বিরাগ পরিপূর্ণ, ইহাতে ইজ্ঞান করি সম্পাদক মহাশয়ের অভিপ্রেত হইবে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমারদিগকে প্রতিপন্ন হইতে দিবেন না ফলে আমরা তাঁহার একথায় ভয় করি না গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় উচ্চপদস্থ অনেক লোক ভাস্কর পত্রের গ্রাহক আছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার্থ মূল্য দিয়া ভাস্কর গ্রহণ করেন অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা মানস করিয়াছি অদ্য শ্রীযুত কালবিন সাহেবের গুণের কথা লিখিব এই কারণ প্রস্তাবারম্ভে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছি অতএব অন্য প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই কথাই বলি।

আমারদিগের মনে পড়ে শ্রীযুত কালবিন সাহেব লার্ডবেণ্টিঙ্কের আগমনের পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া ফোর্ট উলিয়ম কালেজে পূর্ব্বদেশীয় সকল ভাষা শিক্ষারম্ভ করিয়া ছিলেন, তৎপরে এতদ্দেশীয় লোকেরদের কল্যাণপ্রদ লার্ডবেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের শুভাগমন হয়, ঐসময়ে তিতুমীর নামক এক যবন দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুপ্রজাদিগের উপর অত্যাচারারম্ভ করিয়াছিল, তাহাতেই উক্ত লার্ড বাহাদুর অনুসন্ধান করিয়া সুবোধ জানিয়া কালবিন সাহেবকে ফোর্ট উলিয়ম কালেজ হইতে লইয়া যান, এবং তিতুমীরের অত্যাচার সত্য কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত কালবিন সাহেবকে আমীন স্বরূপে সেই স্থানে প্রেরণ করেন, অনন্তর প্রকাশ হইল তিতুমীর একদল মোসলমান সহিত বংশময় দুর্গ আশ্রয় করিয়া যুদ্ধেচ্ছু হইয়াছে তাহাতেই ফোর্ট উলিয়ম দুর্গ হইতে কয়েকটা তোপ আর কতক সৈন্য তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়, তিতুমীর স্বশিষ্য গণের সাক্ষাতে বলিয়াছিল মন্ত্রবলে ইংরেজদিগের গোলাগুলী গিলিয়া ফেলিবে এইসাহসে নির্ব্বোধজবনেরা তাহার দলস্থহয় কিন্তুইংরেজপক্ষেরগোলাগুলী নিক্ষেপকালে তিতুমীরের প্রপঞ্চনা প্রকাশ হইয়াপড়িল, তাহাতেতিতুমীর কতিপয় শিষ্য সহিত রণশায়ী হয়, আর অনেকে পলায়নকরে অনন্তর তিতুমীরেরলম্বায়মান দাড়ি বিশিষ্ট মস্তকএতন্নগরে আসিয়াছিল বোধ হয় তাহা অনেকে দেখিয়াছেন।

এই ব্যাপারের পরেলার্ড বেণ্টিঙ্কবাহাদুর কালবিনসাহেবকেপ্রাইবেটসেক্রেটরির অর্থাৎ গবর্ণরিসম্পর্কীয়গুপ্তসেক্রেটরীরকার্য্যে নিযুক্তকরেন, কালবিন সাহেবতাহাতে মনোযোগপূর্ব্বক নৈপুণ্য দর্শাইয়া প্রতিপন্ন হইলেন, তৎপরে লার্ডবেণ্টিঙ্ক বাহাদুর কালবিন সাহেবকে প্রতিষ্ঠা পত্র দিয়া বিলাত গমন করেন এবং তদুত্তরাধিকারী লার্ড আকলেণ্ড বাহাদুরের আগমন হয়, আকলেণ্ড সাহেব কালবিন সাহেবকে উপযুক্ত দেখিয়া মৌলমেন দেশীয় রেসিডেণ্ট করিয়া পাঠান, তাহাতে কালবিন সাহেব অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েন, ইহাতে গবর্ণর কৌন্সেল তাঁহাকে লেখেন তোমার কার্য্য দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিন্তু এইক্ষণে ব্যস্ত আছেন এই কারণ তোমাকে তোমার উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিলেননা, আপাতত নেপালীয় রেসিডেণ্টি কর্ম্ম দিলেন অনুগ্রহপূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল তুমিএইকর্ম্ম নির্ব্বাহকর, ইহারপরে তোমারগুণোপযুক্তকর্ম্ম গবর্ণমেণ্ট দিবেন, অনুমান হয় গবর্ণমেণ্ট তৎসময়ে সংগ্রাম সাধনে ব্যস্ত ছিলেন, পরে কালবিন সাহেব নেপালীয় রেসীডেণ্টি কর্ম্মেতেও বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করেন, এবং অনন্তরটেনাসরিম প্রদেশের কমিস্যনর হয়েন, স্মরণ হয় এই কর্ম্মে থাকিতে গবর্ণরকৌন্সেল তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন তিনি গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি শ্রীযুত হেলিডে সাহেবের কর্ম্ম করিবেন কি না, কালবিন সাহেব তাহা স্বীকার করিলেন না অতএব গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত কালবিন সাহেবকে উচ্চ বিচারস্থল সদর দেওয়ানি আদালতে স্থাপিত করিয়াছেন, কালবিন সাহেব কেবল স্বকীয়গুণদ্বারা টেনাসরিম ও নানাপ্রদেশে প্রজা প্রিয়হইয়াছিলেন এবং ক্রমে২ উচ্চপদে উঠিয়াছেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত বিচারক মহাশয় স্বচ্ছন্দ শরীরে বহুকাল সদরে থাকিয়া মনের মত কর্ম্ম করেন, অর্থাৎ তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি গুণের যে সকল কর্ম্ম করিতে অভিলাষ আছে সদরে থাকিয়া তাহা করিয়া গবর্ণর কৌন্সেলের আসন প্রাপ্ত হয়েন, শ্রীযুত কালবিন সাহেবের বিষয়ে আরো অধিক লিখিতে বাসনা ছিল কিন্তু কাগজে স্থানাভাব হেতুক অদ্য ক্ষান্ত হইলাম।

প্রেরিত সম্বাদ।

মেডিকেল কালেজে গ্রহণার্থ এতদ্দেশীয় প্রধান২ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাহাতে হিন্দুকালেজের ১০। ১২ জন,, হুগলিকালেজের পাঁচ ছয় জন, ওরিএণ্টল সেমিনরির ৩। ৪ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দেন, পরীক্ষান্তে হিন্দুকালেজের একজন হুগলিকালেজের দুইজন ওরিএণ্টল সেমিনরির তিনজন ছাত্র গৃহীত হইয়াছেন, আর সকলে পরীক্ষা দিতে না পারিয়া মলিন বদনে স্ব২ গৃহে গমন করেন, এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ওরিএণ্টল সেমিনরির একছাত্র মেডিকেল কালেজীয় ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছেন. অন্য চারি ব্যক্তি অমনি পড়িতেছেন, বৃত্তি ভোগি ছাত্রেরদের স্থান শূন্য হইলেই তাঁহারাও বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন, কালে সকলি প্রকাশ পায়, এই মেডিকেল কালেজস্থাপন সময়ে হিন্দুরা বালক প্রেরণ করিতে চাহেননাই, তখন বালকদিগের শিক্ষার পরীক্ষার নিয়ম ছিল না ইহাতেও হিন্দুবালকেরা মেডিকেল কালেজে যাইতেন না, এইক্ষণে পরীক্ষা দিয়া প্রবিষ্ট হইতে পারিলেও চরিতার্থ জ্ঞান করেন, এখন হিন্দুবালকেরা মেডিকেল কালেজে শতা মূল্যে এবং বিনা

মূল্যেও বিক্রীহইতে যানগবর্ণমেণ্ট বিনা মূল্যেও গ্রহণ করেন না অনুপযুক্ত বলিয়া তাড়িয়া দেন অতএব স্ত্রীশিক্ষার বিদ্যাগারেতে ও এক সময়ে এইরূপ হইবে, এইক্ষণে হিন্দু মহাশয়েরা স্ত্রীশিক্ষালয়ে আপনারদিগের বালিকাগণকে পাঠাইতেছেন না কিছুকাল পরে দেখিবেন বালিকাদিগকে সাজাইয়া স্ত্রীশিক্ষালয়ে পাঠাইয়া দিবেন, তখন গবর্ণমেণ্ট মহার্ঘ হইয়া পরীক্ষা করিতে বসিবেন, যে সকল বালিকারা বিলক্ষ পরীক্ষা দানে সমর্থা হইবে তাহারাই বিদ্যাগারে স্থান পাইবে অন্যা কন্যারা রোদন করিতে২ পিতামাতার নিকট যাইয়া বলিবে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাহারদিগকে রাখিলেন না, সে সময়ে তাহারদিগের পিতামাতার কত দুঃখ হইবে এইক্ষণেই মনে করিয়া রাখুন, মিসনরি বিদ্যাগারে যাইয়া হিন্দুবালকেরা অনেকে ব্যাপ্টাইজ হয়, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও হিন্দুরা মিসনরি বিদ্যালয়ে বালকগণকে পাঠাইয়া দেন স্ত্রীশিক্ষালয়ে ব্যাপ্টাইজ প্রথা নাই, কোন প্রকার দোষের আশঙ্কাও নাই, তথাপি বিজ্ঞহিন্দু মহাশয়েরা বালিকাদিগকে পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, ইহাতে আপনারাই আপনারদিগের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া অনিষ্টের মূলীভূত হইয়া রহিলেন, অতএব মনস্তাপ সময়ে স্মরণ করিবেন আমরা তাঁহারদিগকে সৎপরামর্শ বলিয়াছিলাম তাহা না শুনিয়া দুঃখের আশ্রয় হইলেন, দন্ত থাকিতে কেহ দন্তের যত্ন করেন না, দন্ত গেলে দন্তজন্য সুখ বুঝিতে পারেন, বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়েতেও এইরূপ অসুখী হইবেন।

বোধ হয় জ্বরবিকার ওলাউঠা বসন্তাদি রোগ সকল এবৎসর কলিকাতা নগরে বদ্ধমূল হইল, নানা দেশীয় চোরডাকাইতেরা কলিকাতায় আসিলে যেমন যাইতে চাহে না, এবং কেহ তাহারদিগকে নগর হইতে বাহির করিতেও পারেন, রোগ সকল ও সেই রূপ হইয়াছে, ভিন্ন২ স্থান হইতে রাজধানীতে আসিয়া সুখভোগ পায়, ডাক্তরেরা দমন করিতে পারেন না এই কারণ রোগ সঙ্ঘে কলিকাতা নগরকে বাসস্থল করিয়াছে, গত ফাল্গুন মাসাবধি এপর্য্যন্ত আমরা এমত দিবস পাইলাম না ক্রন্দন ধ্বনিতে কর্ণজ্বালা করে নাই, যাঁহারা সম্পাদকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা বিরল স্থলকে দেবধাম জ্ঞান করেন, কিন্তু আমারদিগের ভাগ্যে প্রায় তাহা ঘটে না, আমরা চতুর্দ্দিগবচ্ছিন্ন ক্রন্দন ধ্বনির মধ্যে অবস্থান করি, জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাই কেহ জ্বর বিকারে কেহ ওলাউঠায় কেহ বসন্তে অন্তকালয়ে গমন করিয়াছে, এবারের জ্বরএকেবারে বিকারমুখ হইয়া প্রকাশ পায়, চিকিৎসকেরা কোন রূপে নিবারণ করিতে পারেন না, বিশেষত দুঃখিলোকদিগের সাধ্য নাই ইংরেজ ডাক্তর আনিয়া চিকিৎসা করায়, ডাক্তর সাহেবেরা রোগিদিগের বাটীতে একবার পদার্পণ করিলেই ষোল টাকার বিল করেন, এবং এতদ্দেশীয় লোক যাঁহারা মেডিকল কালেজে শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারাও এখন ভারি হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ চারি টাকা না পাইলে একবার আইসেন না, তবে দরিদ্রদিগের পক্ষে এক ভরসাছিল নগর মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কয়েকটা চিকিৎসালয় হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসকেরা দরিদ্র লোকদিগের প্রাণ রক্ষা কারবেন কিন্তু তাহাতেও দুঃখিলোক দিগের পক্ষে উপকার হয় না, গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ে উত্তমোত্তম ঔষধ দেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ চিকিৎসক রাখিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসাগারের কর্ম্মচারিরা যথার্থ রূপে কর্ম্ম করেন কি না, তাহার অনুসন্ধান হয় না, দাতব্য চিকিৎসাগারের চিকিৎসকেরা বিনাবেতনে দরিদ্রদিগের বাটীতে গমন করেন না, এবং জ্বরবিকার, ওলাউঠা, বসন্তরোগিরা চিকিৎসালয়ে যাইয়া চিকিৎসা করাইতে পারে না সুতরাং তাহারা চিকিৎসার অভাবেতেই প্রাণত্যাগ করিতেছে, বাঙ্গালি বৈদ্য যাঁহারা আছেন তাঁহারদিগের প্রতি রাজা প্রজা কোন পক্ষের অনুরাগ নাই, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও আনুকূল্য বিরহে যথাশাস্ত্র ঔষধ করিতে পারেন না অতএব বাঙ্গালি বৈদ্য দিগের চিকিৎসা বিচিকিৎসা হইয়াছে।

আমারদিগের রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরা এইক্ষণে কর্ম্মচারিদিগের বেতন ন্যূন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সমাচার পত্রে লেখে মেডিকেল কালেজের শিক্ষকগণের বেতনকর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু ইংরেজ ডাক্তরদিগের ও মেডিকেল কালেজীয় ছাত্রেরদের বেতনের পক্ষে কেন বিবেচনা হয় না বলিতে পারি না, তাঁহারা ধনি লোকের বাটীতে যাইয়া প্রত্যেকবার গমনের পারিশ্রমিক বেতন ষোল টাকার বিল করুন তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু বেতন ব্যতিরেকেও দরিদ্র লোকদিগের আবাহনে যাইতে হইবেক এমত কোন নিয়ম হউক, তাহাতে যদি না যান তবে গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসক ব্যতীত অন্য ডাক্তরেরা নগর মধ্যে চিকিৎসা করিতে পারিবেন না, এবং মেডিকেল কালেজীয় ছাত্রেরদের পক্ষেও এইরূপ কোন কঠিনাজ্ঞা হয়, এপ্রকার কোন নিয়ম করিলে ইংরেজ ডাক্তরেরাও মেডিকেল কালেজের ছাত্রেরা অবশ্য দরিদ্র লোকদিগের প্রতি কৃপা করিবেন, যদি না করেন কলিকাতা হইতে গমন করুন, কোথায় যাইয়া উপার্জ্জন করিতে পারেন দেখা যাইবেক, তাঁহারা নগর পরিত্যাগ করিলে সুপণ্ডিত বাঙ্গালি বৈদ্যদিগের প্রতি এতদ্দেশীয় ধনিলোকেরা অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, তাহা হইলে বাঙ্গালি বৈদ্যেরা যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ধনি দরিদ্রসাধারণতাবৎ লোকের সুচিকিৎসা করিতে পারিবেন, ইংরেজ ডাক্তরেরা যখন এদেশে আইসেন নাই, মেডিকেল কালেজ যখন হয় নাই তখন কি এতদ্দেশীয় লোকেরা চিকিৎসাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন হিন্দুরাজাদিগের অধিকার সময়ে কি ঔষধ পথ্যাভাবে ভারতবর্ষে মহামারী হইয়াছিল, অতএব যদি গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষার্থ এতদ্দেশে আপনারদিগের দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে দীন হীন প্রজাগণ তাঁহারদিগের এ দয়ার অংশ প্রাপ্ত হয় এমত কোন সুনিয়ম করিবেন, আমরা আর চতুর্দ্দিগে ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পারি না।

শুভ বিবাহ।

রঙ্গপুর নিবাসি মান্যবর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন রায় চৌধুরি মহাশয় বৈশাখ মাসের দ্বাবিংশতি দিবসীয় রজনীযোগে তৎ কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান বাবু অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরি মহাশয়ের শুভ বিবাহ দিয়াছেন, এই বিবাহে বিলক্ষণ ঘটা হইয়াছিল, রমণীমোহন বাবু নিজে দাতা অতএব অনুজের বিবাহে দান বিতরণাদি অধিক করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

সংবাদ অরুণোদয়।

গত মঙ্গলবাসরীয় অরুণোদয় পত্রে দস্যুদিগের লিখিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে, বৃটিস জাতির প্রবল শাসন কালেও দস্যুরা নির্ভয়ে পত্র লিখিয়া ভয় দেখাইয়া টাকা লইতে চেষ্টা পায় অতএব আমরা ঐ পত্র পাঠে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া পাঠক মহাশয়দিগের গোচর জন্য অরুণোদয় হইতে এই সমাচার গ্রহণ করিলাম।

"গত শনিবাসরীয় ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রে মিত্র পরিবারস্থ কোন একব্যক্তি এক পত্র প্রকাশ করেন তাহাতে ব্যক্ত করে যে গত রবিবার ১ জুলাই তারিখে চন্দননগরেরদক্ষিণ পশ্চিম বাজারানাম ক গ্রামস্থ নীলমণিমিত্রনামকএকব্যক্তির বাটীর সন্নিকটে কতিপয় ডাকাইত আসিয়া একটা সজিনা বৃক্ষে একখানা পত্র লিখিয়া দুইটা প্রেকের দ্বারা আঁটিয়া রাখিয়াছিল পাঠক মহাশয়দিগের গোচরার্থ ঐ পত্র নিম্নভাগে অবিকল প্রকাশ করা গেল।

মহামহিম শ্রী নীলমণি বাবু।

রোকায় জানিবেন, আমায় দিতে হইবে, দুশো টাকা দিতে হইবে, যদি দেও, চাণকের ঘাটে যে ঘাটমাজি আছে তাকে দিয়ে এসবে, যদি না দেও তবে আমরা তোমাকে দুই এক মাসের মধ্যে ভালরূপে জব্দ করিব, এতেও যদি জব্দ না হও তবে আমরা গিয়া নিপাত করিব, কিন্তু তুমি খুব সাবধানে থাকিবে আর এক্ষম্মে যদি আমরা না যাই তবে আমাদের তল্লাক আছে, আর তুমি যদি সাবধানে না থাক তবে তোমাকে যার বাড়া দিব্য নাই তাই আছে॥

আমার বাড়ী গেরপের সন্নিকট,

শ্রীনীলমণি বাবু এমজা দেখিবেন, আর তুমি কেমন বাবু আমাদের দেখা আছো"

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপেরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দৃবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪২ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৭জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২বাঙ্গাল। ১২৫৬সাল ৩ শ্রাবণ মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্ষ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

৩ নম্বর।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়ানীর জজ সাহেব বরাবরেষু।

দেওয়ানী মোকদ্দমা রুবকার সময়ে যে হুকুম করা যায় তাহার মধ্যে যেং হুকুমের উপর আইনমতে সরাসরী আপীল হইতে পারে এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত ফিরিস্তি প্রকাশ করিতেছেন। তাহার এক ফিরিস্তিতে মোকদ্দমা রুবকার হওন সময়ে যেং হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য ফিরিস্তিতে যে আদালতে ঐ প্রকার আপীল হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে।

২। মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে নীচের লিখিত হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে।

প্রথম। ফরিয়াদী মোকদ্দমার যে মূল্য ধরিয়াছে তাহাতে আসামী আপত্তি করিলে তাহার বিষয়ে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন অথবা মুনসেফের হুকুম।

দ্বিতীয়। ১৮২৯ সালের ১০ আইনে বিচিহ্নিত তফসীলের ৮ ধারা এবং ১০৪৬ নম্বরী আইনের অর্থের লিখিত অনুমতিক্রমে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন বা মুন্সেফ যে হুকুম করেন তাহা।

তৃতীয়। ৯৬৩ নম্বরী আইনের অর্থের লিখিত অনুমতি ক্রমে ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে জামিনীর বিষয়ে প্রধান সদর আমীনের হুকুম।

চতুর্থ। ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৪ ধারামতে জামিন ও জরীমানার বিষয়ে সদর আমীনেরদের কি মুনসেফের হুকুম।

পঞ্চম। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে বাদী কিম্বা প্রতিবাদী মরিলে তাহারদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হওন বিষয়ে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন বা মুনসেফ যে হুকুম করেন তাহা।

৩। মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে যে হুকুম হয় তাহার ভাব বুঝিয়া যেং হুকুমের উপর অপীল হইতে পারে তাহা উপরে লেখা গিয়াছে। যেং আদালতে ঐ আপীল গ্রহণ হইতে পারে তাহা নীচে লেখা আছে কিন্তু তাহার প্রথম দফাতে এই সাধারণ নিয়ম আছে যে মোকদ্দমা রুবকার সময়ে তাহার তহকীকের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারে না।

প্রথম। মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে ঐ মোকদ্দমার তহকীকের বিষয়ে কিম্বা তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির বিষয়ে যে কোন আদালত যে হুকুম করেন তাহার উপর আপীল নাই কিন্তু মোকদ্দমার নিরূপণের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারে। অসম্পূর্ণ তহকীকের প্রতিকার ১৮৩১ সালের আইন ও ১৮৩৮ সালের ৭ আইনের বিধানেতে লিখিত আছে এবং বিশেষ২ গতিকে যে আদালতে আপীল হইতে পারে তাহা ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ২ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু যে প্রকার মোকদ্দমার উপর আপীলহয় তাহা তদ্দ্বারা বাড়ান যায়নাই।

দ্বিতীয়। মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে জিলার জজ সাহেব আপীলের উপযুক্ত যেং হুকুম করেন তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।

তৃতীয়। প্রধান সদর আমীনের আদালতে ৫০০০ টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমায় সেই প্রকার হুকুমের উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবে।

ষষ্ঠ। মোকদ্দমা রুবকার হওন সময়ে সদর আমীন কিম্বা মুন্সেফ আপীলের উপযুক্ত অন্য যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইবেক তাহাতে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

বোধ করি বৎসরদ্বয় হইল আমরা বলিয়া ছিলাম কলিকাতা নগরীয় প্রজাগণ রাজস্ব বাকী ফেলিয়া রাখিবেন না একসময়ে অবশ্য কোনব্যবস্থা হইবে তাহাতে কেহ রাজকর না দিয়া থাকিতে পারিবেন না অধিকন্তু এককালীন অধিক টাকা দিতে ক্লেশ পাইবেন, এইক্ষণে আমারদিগের সেই বাক্য স্মরণ করুন, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা জরীপসমাপ্ত করিয়াছেন, যে সকল ভূমি নূতন আবাদ হইয়াছে তাহার প্রত্যেক বিঘা ৩দ০তিনটাকা বারোআনা রাজস্বে বন্দোবস্ত করিতেছেন, এবং ব্যবস্থার পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছে কেহ রাজস্ব না দিলে তাঁহার দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া রাজকর লইবেন, এতকাল কলিকাতা নগরীয় প্রজা

গণের সাহস ছিল বাকী রাজস্বের জন্য তাঁহারদিগের নামে সুপ্রিম কোর্টে একটি না করিলে ভূম্যধিকারিগণ রাজস্ব লইতে পারেন না, কিন্তু স্বল্প রাজস্বের জন্য সুপ্রিম কোর্টে একটি করিতে ভূম্যধিকারিদিগের বহু ব্যয় হইবার সুতরাং ভূম্যধিকারিরা তাহ স্বীকার করিতে পারিবেন না, এই সাহস অনেকে রাজকর পাড়িয়া রাখিয়াছিলেন এইক্ষণে সে সাহস গেল, রাজস্বের জন্য আর সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করিতে হইবেক না, গবর্ণমেণ্ট সুপ্রিম কোর্টের ঐ শক্তি উত্তোলন করিয়া লইলেন, বিধি নির্ব্বন্ধ হইল আপনারাই প্রজাদিগের দ্রব্যাদি নীলাম করিয়া রাজস্ব লইতে পারিবেন, অতএব গবর্ণমেণ্টের এই বিধি ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে নিধি স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবেক, ভূম্যধিকারিরাও প্রজাদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বাকী রাজস্ব লইতে পারিবেন, এবং বোধ হয় প্রত্যেক জিলাবাসি ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে যেমন বিধি আছে রাজস্বের নিমিত্ত তাঁহারা প্রজাদিগের নামে সপ্তম পঞ্চম ব্যবস্থানুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন কলিকাতা নগরীয় প্রজাদিগের বিপরীতেও সেইরূপ সপ্তম পঞ্চম বিধি প্রচার হইতে পারে, কেননা গবর্ণমেণ্ট যখন আপনারদিগের প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহার্থ স্বেচ্ছাচারিত্বের ব্যবস্থা করিলেন তখন ভূম্যধিকারি গণকে ও তদনুরূপ শক্তি প্রদান করিতে হইবেক, এমত সুযোগ সময়ে কি নগরীয় ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা আপনারদিগের স্বার্থ প্রত্যাশায় গবর্ণমেণ্টের সমীপে ঐ শক্তি লাভের প্রার্থনা করিবেন না, প্রার্থনা করিলেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে প্রজার উপর সপ্তম পঞ্চম করিতে আজ্ঞা দিবেন অতএব নগরবাসি প্রজাগণ যাঁহারা রাজকর পাড়িয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা এখনও ভূম্যধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করুন, তাহাতে ভূম্যধিকারিরা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিস্তিবন্দি করিয়া বাকী রাজস্ব লইতে স্বীকৃত হয়েন তবে প্রজাদিগের পক্ষে তাহাও সুখের বিষয় হইবেক, আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এইক্ষণেও সাবধান করিলাম, ইহাতেও যদি প্রজারা অবিশ্বাস করেন তবে গবর্ণমেণ্টের নূতন আইনের অক্ষর২ পাঠ করিয়া মর্ম্মাবধারণ করিবেন।

ইংরেজেরা প্রায় প্রতি কথায় বাঙ্গালিদিগকে জুআচোর মিথ্যাবাদী বলেন, সকল কর্ম্মেতেই বাঙ্গালির কার্য্যের প্রতি অবিশ্বাস করেন, এবং আমরা যদিও স্বীকার করি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেক লোক জুআচোর মিথ্যাবাদী আছে তথাপি এসকল বিষয়ে বাঙ্গালিরা কাঁচা, ইংরেজেরা পাকা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং বাঙ্গালিদিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সাধারণ জুআচোর নহে, সভ্যজাতি ইংরেজ মহাশয়দিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ দুই সমান, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা ইহার দুই দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন।

লেটিব্রাদর কোম্পানির নীলাম ঘরে সিন্ধুদেশীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় কালে যে দিবস বড় হীরা নীলামে উঠিল সেই দিবস প্রকৃত ইংরেজ এক ব্যক্তি সম্মান চিহ্ন ভূষণাদি দ্বারা সজ্জীভূত হইয়া ঐ নীলামঘরে আসিয়া উক্ত হীরার মূল্য ডাকিতে লাগিলেন, তিনি যখন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মূল্য বলিতে ছিলেন তখন তাঁহার আভরণ পরিচ্ছদাদি দর্শনে অন্য গ্রাহকেরা ভীত হইলেন এবং নীলামকারি কোম্পানিদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল ঐ হীরার মূল্য অধিক টাকা পাইবেন, কিন্তু সেই সময়ে ত্রেডবোর্ডের এক বহী আসিয়া উপস্থিত হইল, লেটিব্রাদর কোম্পানি তাহাতে দেখিলেন ত্রেডবোর্ডের কোন অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন যে সাহেব হীরার মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন তাহার নিকট নগদ টাকা চাহিবা, ত্রেডবোর্ডের বহী দেখিয়া লেটিব্রাদর কোম্পানিরা মান্যচিহ্নে সজ্জীভূত সাহেবকে কহিলেন টাকা নগদ দিতে হইবেক, তাহাতেই সাহেবের মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল, এবং সেই সময়ে গ্রাহকদিগের গোল উপস্থিত হইবায় সাহেব গোলের মধ্য হইতে পলায়ন করিতে পারিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছেন, তিনি এক প্রধান চতুর ত্রেডবোর্ডের বহীতেই এবিষয়ের প্রমাণ আছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এই যে অতি প্রাচীনা এক বিবি দুই বালিকা সহিত কুক কোম্পানিদিগের আডগড়ার এক উত্তম গাড়ি আরোহণে অলঙ্কার বিক্রয়কারি পিতর কোম্পানির বাটীতে আসিয়া জানাইলেন ঐ বালিকাদ্বয় তাঁহার দুই কন্যা, তাহারদিগের বিবাহ দিবেন, বিবাহোপযুক্ত অলঙ্কারের জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু একেবারে অলঙ্কার ক্রয় সাব্যস্ত হইবেক না, টাকা রাখিয়া জাঁকোড়ে অলঙ্কার লইয়া যাইবেন, পরে যদি মনোনীত না হয় তবে আভরণ ফিরাইয়া দিবেন, ইহাতে পিতর কোম্পানিরা বিশ্বাস করিয়া বিবি যেং অলঙ্কার চাহিলেন তাহাই দিলেন, তাহাতে সাত আট শত টাকার অলঙ্কার একত্র করিয়া বিবি বলিলেন এই সকল দ্রব্য এক বাক্সমধ্যে পূরিয়া তোমারদিগের লোকের হস্তে দেও, ঐ ব্যক্তি আমার গাড়ির পশ্চাতে কিম্বা কৌচবাক্সের উপর বসিয়া অমুক নম্বর বাটীতে আমার সঙ্গে চলুক আমি সাহেবকে বলিয়া তাহার হস্তে ১০০০ টাকার ব্যাঙ্ক নোট দিব কিন্তু কথা রহিল জাঁকোড়ে লইলাম, পিতর কোম্পানিরা অতি মান্যা বিবি বোধ করিয়া আপনারদিগের লোকের হস্তে বাক্স পরিপূর্ণ অলঙ্কার বিবির সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন, বিবি ঐ দুই মিস সহিত গাড়িতে চড়িয়া কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া এক বৃহৎ বাটীর সম্মুখে গাড়ি থামাইলেন, তাহার দুই পার্শ্বের দুই বাটীতে দুই বালিকা চলিয়া গেল, বিবি ঐ বাটীর দ্বারে উঠিয়া পাঁচছয়জন দৌবারিক যাহারা বিবিকে দেখিবা মাত্র ভীত হইয়া সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইল তাহারদিগকে কহিলেন পিতরকোম্পানিদিগের সরকার কোথায়, এইকথা বলিবা মাত্র "কাঁহা ছরকার২,,বলিয়া দৌবারিকেরা ব্যস্তসমস্ত হইল, এবং পিতর কোম্পানির সরকার অমনি বিবির সাক্ষাতে গেল, বিবি কহিলেন, সরকার বাক্স দেও, তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি সাহেবকে দেখাইয়া তোমাকে টাকা দিতেছি, সরকার ভাবিল এত বড় গাড়ি, এতবড় বাড়ী, এত দ্বারপাল, ইহাতে সন্দেহ কি, অমনি বিবির হস্তে বাক্স দিল, পরে সরকার বসিয়া দৌবারিকদিগের সহিত কথা কহিতেছে, এই সময়ে অন্য রঙ্গের বসন ভূষণ পরিধান করিয়া ঐ বিবি আসিয়া তাড়াতাড়ী গাড়ি চড়িয়া কহিলেন জল্দি চল, ডাক্তর সাহেব ক্যা ছুঁয়া ,, পিতর সাহেবের সরকার তখন মনে করিল অন্য কোন বিবি ডাক্তর সাহেবের বাড়ী যাইতেছেন, কিঞ্চিৎ কাল পরে দৌবারিকেরা কহিল সরকার তুমি আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিবে, মেম বুঝি সাহেবকে তোমারদের জিনিস দেখাইতেছেন, তুমি সম্মুখে গেলেই টাকা দিবেন, ইহাতেই পিতর কোম্পানির সরকার বাটীর ভিতর গেল, এদিগে দৌবারিকেরা সরিয়া পড়িল, সরকার বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখিল তথায় কেহ নাই, এবং বাহিরে আসিয়া দেখে দৌবারিকেরাও সরিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে পিতর কোম্পানির সরকার দৌড়িয়া আসিয়া তাহার মনিবদিগকে জানায় এইরূপ হইয়াছে. এবং পিতর কোম্পানিরা কুক কোম্পানির আড়গড়ায় যাইয়া সন্ধানে২ জানিলেন বৃদ্ধা বিবি তালতলায় থাকেন, তাহাতেই পিতর কোম্পানিরা তালতলা হইতে ঐ বৃদ্ধা বিবিকে আপনারদিগের অলঙ্কার পূর্ণ বাক্স সহিত ধরিয়া আনিয়া কলিকাতার পোলিসে দেন, অনুমান করি প্রাচীনা বিবি সুপ্রিম কোর্টের অধীন কারাগারে রহিয়াছেন বিচারান্তে এবিষয়ের চূড়ান্ত জানা যাইবেক।

শ্রীরামপুরের গঙ্গাবাসি মহাশয় ইহাতে কি বলিবেন, বাঙ্গালিদিগের কোন স্ত্রীলোক কি কখন এপ্রকার জুআচুরী করিয়াছেন, ইহা সত্য বটে বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের হঠাৎ রাগ হয়, তাহাতেই দাসদাসীগণকে অন্যায় শাসন করেন কিন্তু বাঙ্গালিদিগের স্ত্রীলোকেরা বিবিদিগের ন্যায় জুআচুরী জানেন না, এইক্ষণে অনেক বিবি বাঙ্গালিদিগের বাগানে বাড়ীতে বৈঠকখানায় যাতায়াতারম্ভ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় মান্যা স্ত্রীলোকেরা কি কোন সাহেবের বাড়ীতে কি বাগানে গমন করেন, স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা সম্বরণ বিষয়ে বাঙ্গালিরা সাবধান আছেন।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।

পূর্ব্বোক্ত পতিত ব্যাঙ্কের একজিকিউটিব কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধার্থ অংশিগণের বিভবানুসারে তাঁহারদিগের নিকট যদর্থ চাহেন তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এবং সাধারণের স্মরণ থাকিবেক ঐ তালিকা গবর্ণমেণ্টের গ্রাহ্য করাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এই বিধি সংস্থাপন করান যে যে অংশিগণ উক্ত হিসাবের অংশ মত অর্থ প্রদান করিবেন তাঁহারা ঐ ব্যাঙ্কের ঋণ হইতে মুক্তি পাইবেন ইহাতেই নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত তালিকা নির্দ্দিষ্ট টাকা দিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তবে ইহার মধ্যে কোন২ ব্যক্তি আপনারদিগের দেয় অর্থের সমুদায় দিয়াছেন কেহবা ক্রমে২ দিতেছেন।

আলেকজেণ্ডর জে মেজর জেনেরেল এগস জর্জ এবং আর কেম্বল টুষ্টিস, এণ্ডরসন উইলিএম আর বথনট এ এফ এবং কোং মেল টুষ্টিস ফরমেস সএফ পিটর্স, বেলি, এল, বি, ই, বুলর, এফ পি, ব্রাউন, এফ, ডবলিউ, ব্রাকেন উইলিএম, বএলিই, এ, এইচ, ই এবং জে এইচ, ফ্রাগিসন, মেসর্স এ, এস, এম, বকল, বেল, এফ, জে, বরকিন ইয়ং, এইচ, বরকিন ইয়ং এফ, এইচ, রাধামাধববন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বারলের রবর্ট, স্যার, বারর্ট, বোমেন, জে, জে, আর, কেপটেন, কেমবেল, জে ডিনস, কার, জন, কেলাক, লংগিউবাইল, মেসস, কাউএল, জে ডিক্ জি এবং এসমেল্ট, এইচ, টুষ্টিস, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, করি, ফ্রেড্রিক, স্যার, ক, জন, কোলস, জে, আর, কলবিল, টমস, ক্রাউডেস জেমস মেজর, কম্পটল, ইস্পেনসর, চারল্স, উইলিয়ম, টুষ্টি, চিফ জে, করনেল, আশুতোষ দে, ডেলজেস, এইচ, বি, মেজর প্রমথনাথ দে, শম্ভুপ্রসাদ ঢোল, ডিফেল, জন এলিয়ট, এইচ, এম, ফেলারটন, জন, ফেরিস, এস, সি, ফল্টন, জে, ডবলিউ, ফরবেস, ডবলিউ, এণ্ড, লেফটেনেণ্ট করনেল, ফ্রিত, রবর্ট, গরডন, জি জে, গ্রে, ই, গিবসন উইলিএম, গিলবর্ট, জে, রামচাঁদ ঘোষ, রামধনঘোষ, গ্রেহেম, আর, গ্রিফিত, এস, এম, ডক্টর, হেরিস, জে, লেফটেনেণ্ট, করনেল, হারবি, এফ, ই, হেবরণ, ডকটর, মেজর, হেনডরস, এইচ, বি, হোবরলিন, জন, রেবরেণ্ড, এবং এফ, লেকরয়, হমফ্রে, জে, হেরিস, হিলেন, মেসর্স এবং এ, বি, মেকিনস এবং পিপি সেজ এবং তাঁহারদিগের টুষ্টি, হেলিডে, এফ, জে, জনসন, ডবলিউ, জেনর, বি, ডবলিউ আর লেফটেনেণ্ট, ইনেস জেম্স জি, জি, মেকফরসন এবং জে, বি, পুষ, টুষ্টিস. জজ, জে, এস, কি রবর্ট, কার, আর, এ, কেম্প, এফ, বি, লামড, জি, ডলালি, এ, লেফটেনেণ্ট, করনেল, লিস, যে এফ, লোবেট, এম, ডকটর, লেটির, আরথর পিটর, লে, পি, জি, ডকটর লিএরশোথ, সি, এল, মেসর্স, লরেল, জে, জি, বি, লরেল, এইচ, মেককার কোহার, এইচ, মেজর, মেকলিউড ডি, মেজর জেনেরেল, মেকলিউড, জে, ডবলিউ, ময়র, জি, জি, মটিথ জেমস, রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মোর উইলিয়ম, মর্টন ডবলিউ রেবরেণ্ড, মিটন, আর এইচ. মর্টন টি সি, মলয় আর, মেকফারসন জি জি ডাক্তর মেককুইন জে রেবরেণ্ড, মেলকিন আরথর তামস, দিগম্বর মিত্র, সেকলিউড জে এস, মেকফর্সন ডি, মার্টেন, টি, পি, চুণিলাল মল্লিক, বিবি মেকিনন এইচ এফ, মার্টন এইচ এফ মকিট জে জি, মার্কস, জে পি, ভুবনমোহন মিত্র, মটিথ ডি, জেনরল স্যার জেম্পর নিকলস, নিবরর্ট নিউরাইল পিল, মেজর ওঁষলী জে ডবলিউ জে, ওহেনলন পি, ওকস এডওয়ার্ড, কাপ্তেন পেটর্সন জেমস, মেজর পৌডন জে সি, পোইন. তমস, পারকর এইচ এম, কর্ণেল প্লেফেয়র এইচ এল, পল পি জে, মেজর জেনরল পলক জর্জ পেটর জে ডবলিউ টুষ্টি, পিটর আর্থর, রেবল এইচ লেপ্তেনেণ্ট, রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়, রবিনসন এইচ রেমফি এইচ রজর্স জার্জ এবং জে ডবলিউ রোজ বিবি এলবর্ট ও তৎসন্তানগণের টুষ্টিস ষ্টণ্টন এম এস স্মিথ জি ই, স্মিথ সেমিউএল, স্পিয়র উইলিয়ম, বিবি স্পেনসর এইচ, সিবরউড জার্জ, কাপ্তেন সিমনস ডবলিউ জে, সোহরণ জন সি, স্কট পিটর, সদরলেণ্ড জেমস, বিবি স্মিথ এলিজা, স্মিথ জে ডি স্মিথ চার্লস স্মিথ এইচ, সুদর্শন সেন, শঙ্কর সেট গজন্নাথ, কাকেন টি থেনহিয়র জি বি, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গোলোকলাল ঠাকুর, মেজর জেনরহ স্যার জোজেফ থেকওএল তমসন জন, টাইলর ডবলিউ এইচ, কাপ্তেন বেচ হেমিলটন, বস জন মাইবেল, ওয়াকর রিচ, কাপ্তেন উইলসন ডি, কাপ্তেন ওয়ারলোতমস, কর্ণেল ওয়াটকিন জে, উইলসন ডি, উইলসন জে সি, উইলিয়ম জোজেফ, কলিকাতার লার্ড বিসপ এবং টি ডেলট্রি সাহেব, ইয়ং জেমস, ইয়ং ডবলিউ জে, পাদরি ইয়ং জন, ইয়ং জে এইচ, লেপ্তেনেণ্ট ইয়ং সিবি।

আর সি জেনকিন্স।
সম্পাদক।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ৭ জুন পর্য্যন্তের সমাচারাগত হইয়াছে, তদ্দ্বারাবগতি হইল আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল আর্ল আফ ডেলহৌসি মহাশয়, পঞ্জাব রাজ্য ভারতবর্ষীয় ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া মার্কুইস উপাধি এবং শীক সমর জেতা লার্ড গফ সাহেব আর্ল পদযুক্ত হইয়াছেন, বিলাতীয় প্রধান রাজপুরুষগণ শীক সংগ্রামের অনুষ্ঠানে বিশেষত চিলিওয়ালা স্থানীয় সমর বার্ত্তাবগতে অবিবেকতা ও অস্থিরতা প্রযুক্ত লার্ড গফের প্রতি যে বৈরক্ত্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে পদচ্যুত করেন তদপমান কি গফ সাহেবের অন্তঃকরণ হইতে এই মান প্রাপণে একদা ধৌত হইতে পারিবেক আমরা ইহা কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না, তথাপি মন্দের ভাল হইল ইহাই বলিতে হয়।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি মহারাণী বিক্টোরীয়া রাজপরিজনাদি সহ শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন, বিলাতে বাণিজ্যাদি বিলক্ষণ প্রভুলাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক গত প্রকাশিত বিলাতীয় সমাচার শ্রেণীর মধ্যে লিখিত হয়, রুষ প্রুষিয়া তুরুক এবং অষ্ট্রিয়া ঐক্যবাক্য পূর্ব্বক সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত করেন, ইহাতে ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট রণসজ্জা করণাবধারণ করিয়াছেন, আগত সমাচারে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদের আরো বিশেষ ব্যক্ত করে, ফ্রান্সরাজ্যে ৫০০,০০০ রেগুরল সৈন্যাতিরিক্ত রাজ্য রক্ষার্থ আবশ্যকমতে ৩০০০০০ নেসনল গার্ড ও ২০০ বেটেলিয়ন, যোদ্ধা প্রস্তুত হইবেক, ফ্রেঞ্চ রাজ্যের বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ বোনাপার্টি মহাশয় বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিতেছেন, ফ্রান্সরাজ্যে যুদ্ধসজ্জা হইবাতে রুষ রাজদূত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ উত্তর দেওয়া যায় নাই।

রুষিয়াধিপতির সহিত সদ্ভাব সম্বন্ধার্থ অষ্ট্রিয়ার মহারাজ ওয়ারস নামক নগরে পূর্ব্বোক্ত সম্রাটের সহ সন্দর্শন করিয়াছেন, ব্যক্ত করে ইউরোপখণ্ডে শান্তি সংস্থাপন হয় এতদুভয় রাজ্যপালের ইহাই মন্ত্রণা হইতেছে।

খ্রাইষ্ট ধর্ম্মের প্রধান গুরু পোপ মহাশয় এপর্য্যন্ত স্বরাজ্যে সংস্থাপিত হন নাই, বিদ্রোহি পক্ষ একাল যাবৎ আত্মরক্ষা করণে পারগ আছেন, ফ্রান্স দেশীয় ৩০০০০ সহস্র সৈন্য তদ্বিরুদ্ধে উপস্থিত থাকাতেও বিদ্রোহি দল নেপেলস দেশীয় সৈন্যগণকে পরাজয় করিয়া তদ্রাজ্যাক্রমণ করে নেপেল্‌স রাজ্যপাল এবিপদকালে ফ্রান্সের সাহায্য না পাইয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন বরং এমত কথিত হয় তিনি ইহার পরে ফ্রান্সের সহকারিতা করিবেন না।

দেওয়ান মূলরাজ।

বেনারস রিকর্ডর পত্রে লেখে উক্ত দেওয়ান সৌভাগ্যে প্রাণদণ্ড পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন জন্য চুণার দুর্গে কারাভুক্ত থাকার আদেশ পাইছেন, কিন্তু দিল্লী গেজেট, মফস্বল লাইট প্রভৃতি পত্রে এপর্য্যন্ত এতদ্বার্ত্তা প্রকাশ হয় নাই, অতএব আমরা বেনারস রিকর্ডর পত্রের লেখাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

গত সংখ্যক দিল্লীগেজেট পত্রে ব্যক্ত করে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট জম্বুপতি মহারাজা গোলাপ সিংহের নিকট তাঁহার তোপাদি চাহিয়াছেন ইত্যাদি যে সমাচার প্রচার হয় বিশেষতথ্যানুসন্ধানে তাহা অমূলক বোধ হইতেছে পরমেশ্বর করুন গেজেটের এলেখা সমূলক হয়, অকারণ আহবানল প্রজ্বলিত হইয়া ভারত রাজ্য ছারখার করিবেক, ইহা কোন প্রকারে সহ্য হয় না, আমারদিগের রাজপুরুষেরা যে বিস্তৃত রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন ইহাই সংরক্ষণ পূর্ব্বক দেশের অবস্থা সংশোধনে অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না তাহা বহিন২ রাজ্য বৃদ্ধি হইলে রাজ্যের মহৈতি পক্ষে তাহারা একদা বিবৃত থাকিবেন বিচিত্র কি, ইহাতে প্রজাবর্গ নানা দুঃখে অবসন্ন হইলে পরিশেষে রাজ্যের অনিষ্ট হইয়া উঠিবে, আমরা প্রধান মহাশয়দিগকে পরিশেষে এই মাত্র উপদেশ দেই তাঁহারা কামধেনু রূপা ভারতভূমির রসকস এককালে নিষ্কর্ষণ করিয়া তাহাকে একদা নীরস করণাপেক্ষা ক্রমে২ আবশ্যকমত দুগ্ধ দোহন করিলে চিরকাল সমভাবে বিপুল লভ্য করিবেন অনেক স্বর্ণডিম্ব লোভে তৎ প্রসূতী হংসীর উদর বিদীর্ণ করার উপাখ্যান ও এস্থলে তৎ স্মরণার্থ উত্তম উপমা গৃহীত হইতে পারে কিন্তু বিজ্ঞসন্নিধানে বাচালতা শোভনীয় নহে তথাপি মনের ক্ষোভে যে যৎ কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হয় তাহাতে রাজপুরুষ মহাশয়দিগের অভিনিবেশ হইলেই আমরা পরিত্রাণ পাই, আমরা অধীন প্রজা, রাজার হিত ভিন্ন অহিত বাক্য বিন্যাস করিতে বাসনা রাখি না।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

মান্য সম্পাদক, আপনকার ভাস্কর পত্রে বহরমপুরে এক নূতন ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এমত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি তাহার তথ্যানুসন্ধান করত তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছি, উক্ত বিদ্যালয় এইক্ষণে মেং টরেন্স সাহেব প্রভৃতি কতিপয় মান্যব্যক্তির আশ্রয়ে প্রবল হইতেছে কিন্তু প্রথমত এতন্নগরস্থ ওরিএন্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ মজুমদারের বিশেষ উদ্যোগে আরব্ধ হয়, তিনি কলিকাতা হইতে গমন পূর্ব্বক বহরমপুরস্থ শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ীর কর্ম্মচারি একব্যক্তি নিজ কুটুম্বের সাহায্যে তথায় কয়েক দিবস বাস করেন এবং ক্রমে তত্রস্থ ভাগ্যধর ব্যক্তি দিগের আলয়ে যাতায়াত করত নানাবিধ কারণদর্শাইয়া উক্তপাঠশালা স্থাপনের অভিমত জন্মাইলে পর মেং টরেন্স সাহেব প্রভৃতি প্রধান২ মহাশয়েরা বিশেষ উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন, এক্ষণে উক্ত বাবু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদাভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার স্থাপিত বলাগড়ির নিকটবর্ত্তি শ্রীপুর গ্রামে অন্য এক ইস্কুল আছে এবং কিয়ৎকাল পূর্ব্বে চন্দননগরে তাঁহার অন্য এক পাঠশালা ছিল, বাবু চণ্ডীচরণ ধনবান ব্যক্তি নহেন তথাপি বিদ্যা বৃদ্ধি জন্য তাঁহার যেরূপচেষ্টা ও উৎসুকতাতদ্দৃষ্টে তাঁহাকে অবশ্যই প্রশংসা দিতে হয়, আর তাঁহার অন্তঃকরণে পরোপকারেচ্ছাব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ আছে এমত বোধ হয় না ইহার এক প্রমাণ এই যে বহরমপুর পাঠশালার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন দানে স্বীকৃত হন এবং দ্বিতীয় শিক্ষককে ২৫ টাকা বেতন প্রদান করিতে নিশ্চয় করেন কিন্তু শ্রবণ করিলাম চণ্ডীচরণ বাবু আপন বেতন কর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আপনার সমান বেতন দিয়া থাকেন, চণ্ডীচরণ বাবু যদ্যপি এই পত্র পাঠ করেন তবে বিরক্ত হইবেন না, কারণ যদ্যপিও ধার্ম্মিকও সুশীল ব্যক্তিদিগের স্বভাব এমত যে তাঁহারদিগের গুণ অপ্রকাশ রাখেন তথাপি অন্যান্য ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য সাধারণের গোচর জন্য ও অপরাপর লোকের তৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের চরিত্র প্রচার করেন, সম্পাদক মহাশয়, বিষয়াপন্ন অথবা প্রধান২ কর্ম্মে নিযুক্ত এমত ব্যক্তিদিগের নাম শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়ে, সকলেই তাঁহারদিগের প্রশংসা করেন কিন্তু সামান্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে যশোলাভ করণ অতি সকঠিন, তাঁহারা পরোপকার হেতু দুরূহ চেষ্টা করেন এবং প্রাণপণে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রযুক্ত শারীরিক বহু ক্লেশ পান তথাপি মানব মাত্রে তাঁহারদিগের প্রতি একবার নেত্রক্ষেপও করেন না, কেবল জগদীশ্বর তাঁহারদিগের আন্তরিক মানস জ্ঞাতা থাকেন এবং তিনিই তাঁহারদিগের আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল দেখিতে পান, ফলত যে সকল মহাত্মা ব্যক্তি শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বাবুর গুণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্থাপিত পাঠশালায় অনুরাগ দর্শাইয়াছেন তাঁহারদিগের বিশিষ্টরূপ প্রশংসা করাও কর্ত্তব্য যে হেতু এতদ্দেশে তদ্রূপ গুণগ্রাহি লোক অধিক নাই, যৎকালীন উক্ত বাবু এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু চন্দননগরে প্রথমত এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন তৎকালীন ভাগ্যধর তাবৎ ব্যক্তিকে বারম্বার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা প্রথমে যথেষ্ট সাহস প্রদান করিয়া পরে একেবারে নিরাশ করিলেন, এই নিমিত্তই চন্দননগর সেমিনরি প্রাণত্যাগ করে, কাহার বাৎসরিক আয় ২৫ সহস্র মুদ্রা কাহার ১০ সহস্র মুদ্রা তথাপি মাসিক ১০ টাকা দান করিলে বিদ্যালয় চিরজীবী হইত তাহাতেও কার্পণ্য করিলেন, সম্পাদক মহাশয়, ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগকে মিথ্যা গালি দেন না, দেখুন বহরমপুরের ইস্কুলে ইংরাজ জাতীয় কতিপয় ব্যক্তি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন এই হেতু সেই বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং পরেও তাহার কাষ্যাদি উত্তমরূপ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু চন্দননগর ইস্কুলে কেবল বাঙ্গালি মহাশয়দিগের সম্পর্ক ছিল এই হেতু চন্দননগর পাঠশালা দীর্ঘায়ু হইতে পারে নাই।

কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব পীতাম্বরশাহা এবং প্রেমচাঁদ শাহার বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈএক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলীর পাঁটরা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে সকল দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত খড়ুয়া ঘর সমস্ত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহার একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত গৃহ সকল এবং খড়ুয়া ঘর প্রভৃতি যে সকল সম্পত্তি স্থিত আছে তাহার অবিভক্ত পাঁচ অংশের একাংশে ও তাহার অবিভক্ত পাঁচ অংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার অবিভক্ত পাঁচ অংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরের লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলীর পাইতল নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে সকল দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত খড়ুয়া ঘর সকল এবং তাহার সহিত ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহার একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত গৃহ সকল ও এক পুষ্করিণী ইত্যাদি যে সকল সম্পত্তি স্থিত আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রেমচাঁদ শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে রাস্তা। পশ্চিমদিগে দিগম্বর মণ্ডলের ভূমি। দক্ষিণদিগে রাস্তা। এবং উত্তরদিগে গোকুল মণ্ডলের বাটী এবং ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। ৭ জুলাই ১৮৪৯। }

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব পিটর পেরেরা সাহেবের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

উক্ত পিটর পেরারা সাহেবের সওদাগরী দ্রব্যাদি যিনি মিসুয়ার্স হমস্ এণ্ড কোম্পানি উপাধিতে কার্য্য করিতেন তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পীটর পেরেরা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। ৯ জুলাই ১৮৪৯। }

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবৃজ নতে হ্যবস্থান গত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণামুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪৩ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৯ জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৫ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাস্য, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

৩ নম্বর।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়ানীর জজ সাহেব বরাবরেষু।

দেওয়ানী মোকদ্দমা রুবকার সময়ে যে হুকুম করা যায় তাহার মধ্যে যেং হুকুমের উপর আইনমতে সরাসরী আপীল হইতে পারে এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত ফিরিস্তি প্রকাশ করিতেছেন। তাহার এক ফিরিস্তিতে মোকদ্দমা রুবকার হওন সময়ে যেং হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য ফিরিস্তিতে যে আদালতে ঐ প্রকার আপীল হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৪। দেওয়ানীর জজ সাহেবদিগকে বিশেষমতে অবগত করা যাইতেছে যে উপরে যে সকল আপীল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা মাসিক ও বার্ষিক ২ নম্বরী কৈফিয়তের তিন নম্বরী ঘরে যে যে মোকদ্দমা লিখিবার অভিপ্রায় আছে তাহাই।

৫। সদর আদালতের সাহেবেরা আরো লিখিতে হুকুম করিতেছেন যে ১০৪৬ নম্বরী আইনের অর্থেতে " দ্বিতীয় আরজী ,, এই কথা ভুলক্রমে লিখিত হইয়াছে তাহার স্থানে " আরজী দোকর নকল ,, দিতে হইবেক।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক।
ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
২৮৪৯। ২ ফেব্রুআরি।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।
লেজিসলেটিব।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২৪ ফিব্রুআরি।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৪ ফিব্রুআরি তারিখে হুজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা। কলিকাতা শহরে এবং হুগলী নদীর যে ভাগ সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে তাহাতে আহারীয় লবণ বিনানুমতিতে আনয়নের নিবারণার্থে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবরণর সাহেব যত চৌকী আবশ্যক বোধ করেন তত চৌকী স্থাপন করিতে পারেন এবং ঐ২ চৌকী " নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ,, এই নামে বিখ্যাত একজন কর্ম্মকারকের অধীনে থাকিবেক এবং তিনি আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেন ইতি।

২ ধারা। ঐ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে আপনার সাহায্যের জন্যে দারোগা ও মুহুরীর ও জমাদার ও বরকন্দাজ ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং ঐরূপে নিযুক্ত আমলারা আপন২ সাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত " নিমক চৌকীর আমলা,, এই নামবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

৩ ধারা। সমুদ্র পথে আমদানী হওয়া এবং ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে বণ্ডক্রমে গোলাজাত হওয়া লবণব্যতিরেকে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের দেওয়া রওয়ানা অথবা বিশেষ পাস বিনা কিম্বা উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ছাড়চিঠী কি পাস বিনা ৮০ তোলা সেরের ।০ দশ সেরের অধিক আহারীয় লবণ কলিকাতা শহরের মধ্যে আমদানী করিতে অথবা ঐ শহরের মধ্যে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত মতে নির্দ্দিষ্ট হুগলী নদীর উপর বহিতে অথবা এক মোনের অধিক সেই প্রকার লবণ ঐ শহরের মধ্যে গর্চ্ছিত করিতে নিষেধ হইল। এবং ঐ রওয়ানা অথবা ছাড়চিঠী উক্ত বোর্ডের সাহেবেরদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে এবং তাঁহারা যে রসুম নিরূপণ করেন সেই রসুম দিলে পর দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা। ঐ শহরের মধ্যে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ হুগলী নদীর উপর এই আইনের বিরুদ্ধে যে সকল আহারীয় লবণ পাওয়া যায় তাহা বিনানুমতির এবং তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য বোধ হইবেক এবং পূর্ব্বোক্তমত রওয়ানা কি ছাড়চিঠী না পাইয়া যদি কএক ব্যক্তি দলেং বা সম্প্রদায়ে ঐ লবণ বহনেতে ধরা এবং ঐ লবণ সর্ব্বসুদ্ধ ।০ দশ সেরের অধিক হয় তবে ঐ লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে লবণ কোন বাটীতে বা গুদামে গচ্ছিত পাওয়া যায় যদি তলাশীর সময়ে তাহা এক মোনের অধিক দৃষ্ট না হয় এবং তাহার মালি

ক কি যাহার জিম্মায় থাকে সেই ব্যক্তি তাহার স্থানে ঐ লবণ থাকনের মাতবর কারণ দিতে না পারে তবে সেই লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেকনাইতি।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

আদ্য শ্রাদ্ধ।

গত শনিবার পরাহ্নে ৺ প্রাপ্ত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠারাণীর গঙ্গালাভ হইয়াছে তাঁহার পোষ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুমার রায় বাহাদুর গত মঙ্গলবারে সমারোহ পূর্ব্বক ঐ মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ করিলেন, ইহাতে সুবর্ণবণিক জাতির তাবৎ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, শ্রাদ্ধ সভা রজতময় বহুষোড়শ ছত্র চামর সুখাসনাদি দ্বারা সুশোভিতা হইয়াছিল, সভা মধ্যে মান্যবংশ্য ব্রাহ্মণাদিভদ্রলোকেরা অধিষ্ঠিত হইয়া সবিবেচনা পূর্ব্বক তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, এবং কাঙ্গালি বিদায় ব্রাহ্মণ ভোজন, ব্রাহ্মণ বিদায়াদি বিষয়েতেও রাজকুমার বাহাদুর যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রাণীর শ্রাদ্ধে রাজা কালীকুমার রায় বাহাদুর তাঁহার জনকের গোষ্ঠীর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই, রাণীর মৃত্যুর পরদিনে তিনি শ্রীযুত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয়কে দর্শনার্থ গমনকরেন, মান্যবর মল্লিক মহাশয় পীড়িত হইয়াছেন তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা কালীকুমার রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠতাত বিজ্ঞবর ধনাঢ্য শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক এবং আরো অনেকে আসিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের সাক্ষাতে রাণীর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের কথা উপস্থিত হইলে রাজা কালীকুমার রায় বাহাদুর অম্লান বদনে কহিলেন জনককুলে কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিবেন না, তাঁহারা অতি পাতকী মহাপাতকী দিগের সংসুব দোষে পতিত হইয়াছেন, ইহার প্রমাণ দিলেন কাশীনাথ মল্লিক বাবুর সহোদর লোকনাথ মল্লিক পুত্রবধূ বলাৎকার করিয়াছেন তথাচ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া অতি পাতকী লোকনাথের সহিত একাসনে উপবেশনাদি সম্বন্ধ রাখিয়াছেন যদিও মধ্য কল্প সুবর্ণবণিকেরা এইক্ষণে লোকনাথ মল্লিকের সহিত সংসুব পরিত্যাগ করিয়াছেন তথাপি বাবু কাশীনাথ মল্লিক প্রভৃতি মান্য লোকেরা লোকনাথ মল্লিককে ত্যাজ্য করেন নাই অতএব রাজাবাহাদুর এই শ্রাদ্ধে পাপি সংসুব হইতে স্বতন্ত্র হইলেন, কেবল স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ সকল এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আত্মীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথা শাস্ত্র কর্ম্ম করিলেন, শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল মহাশয়কেও শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে আপন অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন তাহাতে শীল বাবু কহিলেন আপনি সৎ পরামর্শ করিয়াছেন, পাপিদিগের সংসুব যত পরিত্যাগ করা যায় ততই উত্তম, হিন্দু শাস্ত্রে মনুপ্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তারা ভূয়োভূয়ঃ পাপিষ্ঠ সংসর্গ নিষেধ করিয়াছেন, শাস্ত্রাবলম্বন পূর্ব্বক যথার্থ পথে থাকিলে যদি অবিজ্ঞেরা নিন্দাকরে তাহাতে হানিনাই কিন্তু পাপি সংসুবে ইহকাল পরকালে অনিষ্ট সম্ভাবনা, অতএব রাজা কালীকুমার রায় বাহাদুর পাপস্পর্শাশঙ্কায় জনককেও পরিত্যাগ করিলেন, ইহাতে তাঁহার সাধুবাদ করিতে হয়, যেহেতুক তিনি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রে লেখেন "পতিতং পিতরং ত্যজেৎ,, এইক্ষণে লোকনাথ মল্লিক বাবু কি বিবেচনা করিতেছেন, কামান্ধ বাবু অনেকের সাক্ষাতে বলিয়াছেন তাঁহার জাতির মধ্যে কাহার ঘরে কি না আছে, তাঁহাকে যদিকেহ কিছু বলেন তবে তিনি স্বজাতির সকলঘরের সকল দোষ প্রকাশ করিয়া দিবেন, অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি লোকনাথ মল্লিক বাবু কি সুবর্ণ বণিক জাতির মধ্যে সকল ঘরেই ঘরেং কুব্যবহার দেখিয়াছেন, তবে কি মান্য বংশ্য সুবর্ণবণিক মহাশয়েরা সকলি অতি পাতক মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছেন, শাস্ত্রে লেখেন "গ্রামোদগ্ধঃ পটোদগ্ধঃ,, গ্রাম দগ্ধ হইলে গ্রামস্থ পট অবশ্যই দগ্ধ হয় কিন্তু "পটোদগ্ধ গ্রামোদগ্ধঃ,, এমত বাক্য কোন জাতির শাস্ত্রে লেখেন নাই, যেহেতুক একখানা পট অগ্নি লাগিয়া সমস্ত গ্রামদাহ অসম্ভব, এস্থলেও সেইরূপ, লোকনাথ মল্লিক পুত্রবধূ বলাৎকার করিয়াছেন পুত্রবধূ এই বিষয় প্রকাশ করিয়া প্রায়শ্চিত্তকরেন, ইহাতে এক ব্যক্তির দোষে তাবৎ লোক ঐ দোষী হইতে পারেন না, এবং সুবর্ণবণিক জাতির মধ্যে অন্য কোন মান্য লোকের পুত্রবধূ শ্বশুরের নামে এরূপ কলঙ্কের কথাও বলেননাই, বিশেষত লোকনাথ মল্লিকস্বসম্পর্কীয় ভগিনী বলাৎকার করিয়া সুপ্রিম কোর্টে দণ্ড দিয়াছেন, এবং ঐশ্বর্য্য গোপন করিবার জন্য সুপ্রিমকোর্টে শপথ করিয়া ইনশালবেণ্ট হইবেন এমত চেষ্টায় আছেন অথচ মাতার নামে কোম্পানির কাগজ করিয়া সেই ঐশ্বর্য্য গোপন রাখিয়াছেন, লোকনাথের মাতা শ্রীমণী দাসীর নামে পাঁচ ছয় লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ কোথা হইতে আসিল, বাবু কাশীনাথ মল্লিক মহাশয়কে যদি সুপ্রিমকোর্টে সাক্ষিস্থলে কেহ নিমন্ত্রণকরেন তবে কি তিনি শপথকরিয়া মিথ্যা কথা বলিবেন, আমরা কদাচ বিশ্বাস করি না কাশীবাবু মিথ্যা কথা কহিবেন, যাহা হউক, আমরা অদ্য ক্ষান্ত হইলাম লোকনাথবাবুর বাচনিক আশ্চর্য্য এক চিরকুট কালীকুমার রায়ের হস্তে আসিয়াছে তাঁহার কুকর্ম্মের দমনার্থ ঐ চিরকুট সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষ্য দিবে।

আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর রাণীর মৃত্যুর পর দিনে উক্ত রাজবাটীতে আসিয়া বলিয়াছিলেন শ্রাদ্ধ দিনে তিনি আসিবেন, এবং শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনেও এক পত্র লেখেন সভারোহণ করিবেন কিন্তু দোষি লোকেরা যাইয়া তাঁহার নিকট কাতর হইয়া পড়িলেন, ইহাতে বোধ হয় রাজা বাহাদুর দোষিদিগের অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে ভয় পাইয়া থাকিবেন এই কারণ আইসেন নাই, ফলে রাজা কালীকুমার রায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন দোষি সংসুবে পিণ্ডপণ্ড করিবেন না, তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইয়াছে, সংসুব দোষি পুরোহিতকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কি আনন্দের বিষয়।

আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত সোমবার রাত্রি দুই প্রহর সময়ে কলিকাতা নিবাসি ধনাঢ্যবর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের এক নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধনে মানে জ্ঞানে বিবেচনায় কলিকাতা নগরে কি এতদ্দেশে শিবনারায়ণ বাবুর তুল্য লোক এইক্ষণে প্রায় দৃষ্ট হয়েন না, এরূপ মহাশয় ব্যক্তির বংশ লোপের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, ইহাতে কলিকাতা নগরীয় প্রায় তাবৎলোক দুঃখ জ্ঞান করিতেন, শিবনারায়ণ বাবুর পুত্রজন্ম সমাচারে সকলে সুখী হইয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি এই বালক দীর্ঘজীবী হইয়া পিতা মাতার আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া ঘোষ বংশের তিলক হয়েন, শিবনারায়ণ বাবু অনেক যজ্ঞ করিয়া এই পুত্রের মুখদর্শন করিলেন, নবকুমার চিরায়ু হইলেই সকলের আনন্দ বাৰ্দ্ধক হইবেন।

এইক্ষণে দস্যুদিগের কি অত্যাচারারম্ভ হইল, তাহারা দিবা ভাগেই পথিকদিগের ধন প্রাণাপহরণে সাহসিক হইয়াছে, পোলীস প্রহরিরা সাক্ষাতে থাকিয়াও নিবারণ করিতে পারেনা, তবে পোলীস প্রহরিরাইবা কেন থাকে, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে বেতন প্রদান করিতেছেন কিন্তু তাহারা উপযুক্ত সাহসিকতা রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় না, আষাঢ় মাসের ষড়বিংশতি দিবসীয় সুজনবন্ধু পত্রে ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রকাশ হইয়াছে অতএব আমারদিগের উক্তির পোষকতার জন্য আমরা ঐ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলাম।

"অবগতি হইল খিদিরপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট ডক ইয়ার্ডের পার্শ্ববর্ত্তি বর্ত্মে গত শনিবার পূর্ব্বাহ্নে জনত্রয় গোরা দণ্ডায়মান থাকে, পরে জনেক পথিকের বস্ত্রান্বেষণ দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র না পাইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করত অপর একজন কুলির কটিদেশে হস্ত বিস্তার করিয়া ৵০ আনা পয়সা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অল্প বিধায় উক্ত দরিদ্রকে তাহা পুনঃ প্রদান করিলেক, তাহার কিঞ্চিৎ পরেই এক ব্যক্তি বঙ্গ দেশীয় মনুষ্যকে তৎপথে গমনশীল দেখিয়া তাহার মধ্যদেশ হইতে ১০ টাকা বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান পুরঃসর বিদায় করণোন্মুখ হইল, কিন্তু কাঙ্গালাগ্রগণ্য বাঙ্গাল রোদন বদনে উচ্চৈঃস্বর দ্বারা হতার্থ প্রার্থনা করাতে গৌরাঙ্গাবতার এক তীক্ষ্ণ শস্ত্র হৃদয় দেশ হইতে নির্গত করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে পথপ্রান্তে অন্যূন ২। ৩শত লোক একত্র হইয়া ও শস্ত্রপানি গোরার নিকটে গমন করিতে অশক্ত হইল, চৌকীদার সার্জ্জন প্রভৃতি রাজ প্রহরিবর্গ ভীত মনে কেহ অগ্রসর হইল না, এমত কালে জনেক অশ্বারোহি ভদ্র ইংরাজ হঠাৎ উল্লেখিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া একেবারে অপহারকের হস্ত ধারণ করিয়া "পাকড়ো২,, ইত্যাদি রবকরাতে থানার লোকেরা বেষ্টন করিয়া ৩ জনকে ধৃত করিয়া দারোগা সমীপে লইয়া গেল, এইক্ষণে পরিশেষ কি হইয়াছে তাহা সংবাদ দাতা কর্ত্তৃক অজ্ঞাত বিধায় অপ্রকাশ রহিল আগামিতে সংবাদ দেওয়া যাইবেক।

বিবিধ সমাচার।

বোম্বাই জেণ্টেলমেন'গেজেট পত্রে ব্যক্ত হয় তদ্রাজ্যস্থ ব্রিটিস সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার যে সমাচার ইতিপূর্ব্বে প্রচার হইয়াছিল তাহা সঠীক হইলেও হইতে পারে যেহেতু রুষিয়া প্রুষিয়া অষ্ট্রিয়া এবং তুরুক এই রাজ্য চতুষ্টয় মধ্যে কোন অসদ্ভাব উপস্থিত হইলেই ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে বল পূর্ব্বক ইজিপ্ট ও লাইল রাজ্যে স্থায়ী থাকিতে হইবেক, অতএব তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত সৈন্য বৃদ্ধি করণ যুক্তিসিদ্ধ বটে।

ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল সিন্ধুরাজ্যের উষ্ট্রারোহী সৈন্যেরা তৎকর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবে, অধুনা পুনর্ব্বারলিখিত হইয়াছেতদ্দসবঙ্গ রাজ্যের সৈন্যভুক্ত হইবার কল্পনা হইতেছে, এতদ্বিষয়ে প্রধান রথী মহাশয়ের মতাপেক্ষা মাত্র আছে, নেপিয়র সাহেব পূর্ব্বাপর এই সৈন্যদলের যেরূপ গৌর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তিনি এইক্ষণে তৎ সম্প্রদা সংরক্ষণ পক্ষেই মত প্রদান করিবেন ইহাই অনুমিত হয়।

লাহোরীয় দুর্ভাগা রাজমন্ত্রী রাজা লাল সিংহের রক্ষার্থ যে প্রহরীগণ নিযুক্ত ছিল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রক্ষার্থ আরপ্রহরির আবশ্যকতাজ্ঞানকরেন না এবং ধার্য্য হইয়াছে উক্তরাজা ইহারপর পূর্ব্ব বৃত্তির অর্দ্ধাংশ মাত্র প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু কোন অসদাচরণ করিলে তাহা হইতে একদা বঞ্চিত করিবেন তিনি স্থানান্তরে বসবাস করিতে বাসনা করিলে তাহা আমারদিগের রাজপুরুষগণেরগোচরকরিতেহইবেকতাহানাকরিলে তাঁহাকে গুরু দোষিরমধ্যেগণ্যকরা যাইবেক।

বাঙ্গালব্যাঙ্ক সম্প্রতি শতকরা ৬ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ট দিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ইহার মূল ধন ...২৫৬৯ টাকা কিন্তু গচ্ছিত টাকার প্রচলিত নোটে এবং পোষ্ট বিলে সর্ব্বসুদ্ধা ১৮৮৫২৪।৵৩ মাত্র দেনা আছে, ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক কার্য্য পরিচালন করাতে এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সংযোগ থাকাতে ব্যাঙ্কের এত সম্মান হইয়াছে, অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বাঙ্গালব্যাঙ্কের অংশে অল্প ডিবিডেণ্ট পাওয়া যায় বটে কিন্তু ইহাতে ব্যাঘাতের আশঙ্কা নাই এবং কাহাকেও দায়ী হইতে হইবেক না ইহা বিবেচনা করিলে অল্প লাভকেও বহু লাভ জ্ঞান করিতে হইবেক, লোভেই নিপাত হয় ইহা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কাদির কর্ম্মে সপ্রমাণ হইয়াছে।

মরিচ উপদ্বীপের সমাচার পত্রে লেখে স্যার জর্জ এগুরসন সাহেব তত্রস্থ গবর্ণরী পদাভিষিক্ত হইয়া ১০ তারিখে তথায় গমন করিয়াছেন, অনেকে অনুমান করেন ইনি তত্রত্য প্রজা প্রিয় হইতে পারিবেন না।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে লেখে ত্রিহুত প্রদেশ জলপ্লাবিত হইবাতে কৃষকগণের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা সুখী হইয়া লিখিতেছি এতদ্রাজ্যের অভিনব মহারথী মহাশয় স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন সৈন্য সম্প্রদা মধ্যে কোন প্রকার জুআখেলা থাকিতে দিবেন না, শ্রীযুত ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে সৈন্যগণের বিশেষ বন্ধুর কর্ম্ম করিবেন।

চীনরাজ্য হইতে সংবাদাগত হইয়াছে এইক্ষণে তথায় অহিফেণের বাক্স ৫১০ ডালর মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, এতদ্দ্বারা বুঝা যায় তদ্রাজ্য হইতে অহিফেণ বাণিজ্য উত্তোলন হইবার যে সমাচার প্রচার হইয়াছিল তাহা সঠীক নহে তাহা সত্য হইলে চীনীয় মহাজনেরা অধিক মূল্যেও অহিফেণ সংগ্রহ করিয়া রাখিত, যাহা হউক, সুখের বিষয় এই যেচীনরাজকর্ম্ম চারিগণ ব্রিটিসকর্ম্মাধ্যক্ষদিগের সহিত সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতেছেন।

আমরা পরমাপ্যায়িত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি কলিকাতার পোলিসের নবীন সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় নগরীয় জুআখেলার আখড়া সকল অনুসন্ধান করিয়া তাহা রহিত করণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, অতএব আমরা সাধ্যমতে তাঁহারদিগকে ইহার অনুসন্ধান বলিয়া দিব, লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও অবৈধ অকার্য্য করণে বিরক্ত হয় না ইহা সামান্য কুস্বভাব নহে, রাজপুরুষেরা এতদ্দমনে প্রজা হিত করিবেন অতএব ইহাতে আমারদিগের বিহিত মনোযোগ আবশ্যক হইয়াছে।

ইংলিসমেন পত্রে কিম্বদন্তী ক্রমে লিখিত হয় আমারদিগে এতন্নগরীয় পোলিস মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা এতদ্দেশীয় কোন্ ধনির নিকট কত টাকা ঋণ গ্রস্ত আছেন গবর্ণমেণ্ট তদনুসন্ধান করিতেছেন কিন্তু নাগরিক শান্তিরক্ষক মহাশয় গণের উপর এত সতর্ক না হইয়া প্রদেশীয় মাজিস্ত্রেট দিগের রীত চরিত্রাদির প্রতি প্রধান মহাশয় দিগের নয়নপাত হইলে দেশের আরো অধিক মঙ্গল হইবে, এতন্নগরে সুপ্রিম কোর্টের বর্ত্তমানে মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না, প্রদেশীয় মাজিস্ত্রেটেরা অনেক স্থলে রাজ নীতি অপেক্ষা অধিক প্রভুত্ব প্রকাশ করেন এমত অনেক উদাহরণ দেখা গিয়াছে অতএব অগ্রে তন্নিবারণের উপায় নির্ণয় প্রয়োজনীয়।

দেওয়ান মূলরাজ।

দিল্লীগেজেটে লেখে মূলরাজ স্বীয় প্রাণ দণ্ডের অনুজ্ঞা শ্রবণান্তে বহু দিবস অনাহারে কালযাপন করেন, অধিকন্তু ব্যক্ত হয় তিনি গবরণর জেনরল বাহাদুরের সমীপে আপনাদুঃখ নিবেদন করিয়াছেন তাঁহার দোষ গুণ বিচারক আদালতের কাগজ পত্রাদি সহিত তদাবেদন পত্র ২৮ জুন একস্প্রেস ডাকে শ্রীযুত গবরনর জেনরলের নিকট একত্রে প্রেরিত হয়, দেখা যাউক শ্রীযুত কি অনুজ্ঞা করেন।

রাজকর্ম্মোনিয়োগ

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরাবিল ডেপুটী গবরণর সাহেবের হুকুম।

১০২৫ নম্বর।

১৮৪৯ সাল ৪ জুলাই।

শ্রীযুত ডি জে মনি সাহেব ও শ্রীযুত বাবু পুলিনবিহারী সেন মুরশিদাবাদের গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১০৫৯ নম্বর।

৯ জুলাই।

"পাটনার সিবিল চিকিৎসক শ্রীযুত ডবলিউ এস ডিকিন সাহেব ঐ স্থানের ডাকাধ্যক্ষও হইবেন।

১১ জুলাই।

ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকান্ত রায় চাটিগাঁ হইতে ত্রিপুরাতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেহারের ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত সৈয়দ আজিমুদ্দীন হুসেন ডেপুটীকালেকটরের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

১২ জুলাই।

শ্রীযুত জে এচ ক্রাফর্ড সাহেব ১৮৩৩ সালের ১৩ আইনের বিধানমতে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত এ সি বিডুএল সাহেব সরকারী নিমক চৌকীর তত্ত্বাবধারক হইবেন এবং ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ৩৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে নিমকের এজেণ্টের মক্ষতানুসারে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেব চব্বিশ পরগণার জরীপী কর্ম্মের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন এবং ১৮২২ সালের ৭আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইনানুসারে হুগলী ও মেদিনীপুর ও পূর্ব্ববর্দ্ধমান ও চব্বিশপরগণা ও নদীয়া ও যশোহর জিলাতে কালেকটরের সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত ই জ্যাকসন সাহেব বারাসতের জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটর হইবেন।

১৩ জুলাই।

শ্রীযুত পাদরি জে ওয়াই বিচর সাহেব সেণ্টপালের কাথিড্রেল নামক ভজনালয়ের দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশক হইবেন।

শ্রীযুত পাদরি ডবলিউ উইঞ্চেষ্টর সাহেব পিনাঙ্গের ধর্ম্মোপদেশক হইবেন।

ছুটী।।

১২ জুলাই।

চাটিগাঁর নিমকের এজেণ্ট শ্রীযুত আর টুটর সাহেব স্বীয় স্বস্থ্যার্থে কেপে গমনার্থ দুইবৎসরের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১২ জুলাই।

সিবিল সম্পর্কীয় সিরিস্তার শ্রীযুত জি এস বেক্সন সাহেব এদেশীয় দুই ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া সরকারী কর্ম্মের উপযুক্ত এমত রিপোর্ট দিয়াছেন।

১০ জুলাই।

শ্রীযুত জি এ পেপর সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখে বাঁকুড়াতে মঙ্গলপুরের এলাকাখণ্ডের ভার গ্রহণ করেন।

১৩ জুলাই।

হাবড়ার মাজিস্ত্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এচ প্রাট সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে আপনার কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্র শ্রী

যুত আর সি ওলডফিল্ড সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখে পাটনা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এমত রিপোর্ট করেন।

ত্রিপুরার সিবিল ও শেসন জজ শ্রীযুক্ত টি বুস সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে আপনার সিরিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুতকাজী মহম্মদ আলীর স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

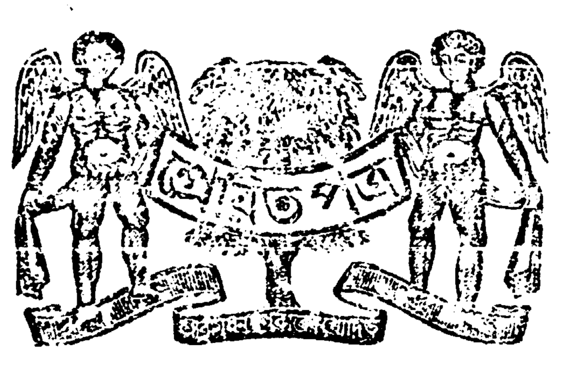

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

কতিপয় দিবস হইল নাটোরে এক ইংরাজি ইস্কুল স্থাপন বিষয়ে শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের ভবনে যে সভা হইয়াছিল তদ্বিষয়ক সম্বাদ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম আপনি অনুগ্রহ করিয়া অমূল্য ভাস্কর পত্রে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে পরমাহ্লাদিত হইয়াছি সম্প্রতি কয়েক পংক্তি নিকট পাঠাইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রিকায় স্থানদানে বাধিত করিবেন।

জুলাই মাসের প্রথম দিবসে দিবা একটার সময় নাটোরের অভিনব বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ উপলক্ষে এক সভা হয়, তথায় নগরের ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সকলের অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর সভ্যগণের সম্মতিক্রমে সভাপতি হয়েন, এবং শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ডেপুটি মাজিস্ত্রেট মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি ও সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া ইংরেজি ভাষায় হিতজনক ও মনোহর ভাষায় বক্তৃতা করেন, পরে শ্রীযুত বাবু মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয় সাধারণের গোচরার্থ বঙ্গভাষায় ঐ বক্তৃতার অনুবাদ করেন, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

ইতঃপূর্ব্বে মফস্বলে এতাদৃশ বিদ্যালয় স্থাপন হওয়া কোন অঘটনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত কিন্তু সৌভাগ্যবশত এইক্ষণে এরূপ কর্ম্ম যদিও তাদৃশ দুর্ঘট নহে তথাপি এই উপলক্ষে আমার অন্তঃকরণে কতশত নূতন২ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে তাহা আমি সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করণে অসমর্থ, পূর্ব্বে মফস্বলে বৈতনিক ইংরাজি পাঠশালা স্থাপনের প্রসঙ্গও স্বপ্নবৎ অলীক বোধ হইত, এদেশের লোকেরা অর্থব্যয় দ্বারা পুত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অতিশয় গর্হিত বোধ করিতেন কিন্তু আপনারা যেরূপ আহ্লাদ ও উৎসাহ পূর্ব্বক এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্নার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে সেই অশুভ কাল এইক্ষণে অস্তগত হইয়াছে, প্রায় এক মাস অতীত হইল এখানে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন হওয়া না হওয়া বিষয়ে পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে আমার ভবনে এক সভা হইয়াছিল, তথায় এখানকার অনেক মান্য ও ভদ্রলোক সমাগত হইয়াছিলেন পরে ঐকমত্য রূপে স্থির হইল এদেশের সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট লোকের সন্তানদিগের ইংরাজি ও বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গবর্ণমেন্ট কালেজ ও ইস্কুলের রীত্যনুসারে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক।

একাল পর্য্যন্ত ও এদেশের অন্যান্য অনেক স্থানের লোকেরা দেশহিতৈষি মহাশয়গণের মানসোদিত সদভিপ্রায়ে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু আপনারা এতৎ সাধারণ হিতজনক বিষয়ে যে এরূপ অকৃত্রিম উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ব্যক্ত হইতেছে, এই জেলা অপেক্ষা কৃষ্ণনগর জেলা যদিও অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বটে তথাপি এপর্য্যন্ত তথায় একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় নাই কিন্তু এদ্দেশের লোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দান দ্বারা দেশস্থ দীনহীন চিকিৎসা বিহীন পীড়িত লোকদিগের ইংরাজি ধারানুসারে উত্তমরূপে চিকিৎসার নিমিত্তে কেবল চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া এই বিদ্যালয় রূপ জ্ঞানের বৃক্ষ সংস্থাপন করিলেন, ইহাতে বিবিধ প্রকার ভাবি মঙ্গলের সম্পূর্ণ সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, এই বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের স্থায়িত্বের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগ বিধান ও উত্তমরূপে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে জনগণের যে অসীম উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ কি, এরূপ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই ভারতবর্ষের দুরবস্থা দূরীকৃত করণের এক মাত্র উপায় আমরা নাটোর চিকিৎসালয়ের উন্নতি দিন দিন প্রত্যক্ষ করিতেছি প্রায় প্রত্যহ ৪০ জন করিয়া পীড়িত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে, যদি ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রতি ঐরূপ মনোযোগ হয় তবে ইহা আপনকারদিগের পুত্র পৌত্রগণের বৃদ্ধি উন্নতি করিবার উপায় স্বরূপ হইবে ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনেকে এই বিদ্যালয় বৈতনিক বলিয়া ইহার স্থায়িত্বের প্রতি সংশয় করেন কিন্তু আমি ইহার স্থায়ী না হওয়ার কোন কারণ দেখি না বেতন দিয়া বিদ্যা শিক্ষা না করিলে বিদ্যার প্রতি তাদৃশ আদর হয় না, যেস্থানে বিনা বেতনে বিদ্যাধ্যয়নের রীতি প্রচলিত আছে তথায় বেতন দিয়া শিক্ষা করার প্রথা প্রচলিত করা উচিত।

পূর্ব্বে নাটোর রাজশাহীর সদর জেলা ছিল এইক্ষণেও এজেলার অনেক ভদ্র সম্ভ্রান্ত ও ধনীলোক এইস্থানে আছেন ইহাতে এই ক্ষুদ্র পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক না ইহা সম্ভব নহে, এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয় দ্বারা কত উপকার দর্শিবে তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না ফলত বিদ্যাই অস্মদ্দেশের দুরবস্থা মোচনের এক প্রধান কারণ, যদি পোলিস সুধারা করিতে চাহে যদি কুক্রিয়া নিবারণের অভিলাষ থাকে, দুষ্ট বুদ্ধি ও কুচক্রকারী আমলার দিগের মিথ্যা, চাতুরী প্রবঞ্চনা দ্বারা বিচারালয়ে যে সমস্ত দোষ ঘটিতেছে যদি তাহা নিরাকরণের বাসনা কর যদি দারোগা মহাজন ও গোমস্তাদিগের নিষ্পীড়ন হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করণের মানস থাকে, তবে লোকের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি যত্ন কর, বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহার দিগকে আর পোলিসের অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে না বিদ্যা শিখিলে ইংলণ্ডীয় লোকেরা অপরাধি দিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যেরূপ পোলিসের সাহায্য করিয়া থাকেন ইহাঁরা ও সেই রূপ করিবেন, বিদ্যা শিখিলে আপনারদিগের স্বাধীনতা রক্ষার যত্ন পাইবেন এবং বিদ্যা শিখিলে দশস্কন্ধ রাবণের ন্যায় পরাক্রমশালী হইয়া বহুকালের অত্যাচার একেবারে পদতলে নিক্ষেপ করিবেন।

পরে বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে ইস্কুলের কর্ম্মারম্ভ বিষয় ধার্য্য হইয়া সভা ভঙ্গ হইল, এইক্ষণে ২ জুলাই অবধি বিদ্যালয় উত্তমরূপ চলিতেছে ছাত্র সংখ্যা দিন২ বৃদ্ধি হইতেছে প্রায় ৪০ জন বালক পাঠার্থ প্রতিদিন আসিয়া থাকেন।

আপাতত শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মৈত্র ডাক্তর মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিনা বেতনে প্রধান শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত ডেপুটি কালেকটর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু আনন্দময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিনা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু কুঞ্জলাল মিত্র মহাশয়, যিনি পূর্ব্বে শ্রীযুত ডফ সাহেবের ইস্কুলে শিক্ষকতা কিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন তিনি কিঞ্চিৎ বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক তৃতীয় শিক্ষকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, যদ্যপিও ঐ বেতন তাঁহার বিদ্যার যোগ্য নহে তথাপি তিনি সাধারণ হিতার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়, যদিও লিপী বাহুল্য হইল তথাপি সাধারণ মঙ্গলার্থি লোকের গুণোৎকীর্ত্তন না করিয়া কোনমতে ক্ষান্ত থাকিতে পারি না,, কুড়েপাড়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাধানাথ লাহিড়ী মহাশয় ইস্কুলের বিষয়ে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা বিশেষ বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রুত আছি তিনি কয়েকজন দীনহীন বালকদিগের বেতন দিয়া ইস্কুলে নিযুক্ত করিবেন ইহাতে আমরা তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি, অপর শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর চৌধুরী মহাশয় অধিক বিষয়াপন্ন না হইয়াও সাধারণ হিত বিষয়ে সাধ্যাতীত আনুকূল্য করিয়াছেন তিনি চিকিৎসালয়ে কিঞ্চিৎ২ মাসিক দান করেন, ইস্কুলের নিমিত্ত এককালীন দান করিয়াছেন এবং দুই জন দরিদ্র বালককে নিজ হইতে বেতন দিয়া ইস্কুলে নিযুক্ত করিবেন এমত প্রকাশ করিয়াছেন অতএব তাঁহার নিকট আমরা উপকৃত হইয়া সকলের গোচরার্থ নিবেদন করিলাম ইতি।

দর্শকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সংপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪৪ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২১ জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ৭ শ্রাবণ শনিবার ল্যমাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে ক পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রাম াহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লি য়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহাম াপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শা র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপ ত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের শেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা কালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা মমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদি ণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের মাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ লের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডি হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু লকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রী য়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ ক লে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অ ক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রা র লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা ার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত য়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভি হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠা ই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ ক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে বালাখানায় মহেশ মুখয্যার বাটীতে আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯সাল ২৪ ফিব্রুআরি।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৪ফিব্রুআরি তারিখে হুজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৫ ধারা। ঐ রওয়ানা এবং লবণ ছাড়িয়া দিবার অন্য দলীল দস্তাবেজ প্রস্তুত করণের এবং চলন থাকনের ও নূতন করণের এবং দেখাওনের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের ও তাহা ফিরিয়া দেওনের ও তাহাতে মিথ্যা লিখনের বিষয়ে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩৬ ধারা অবধি ৪৭ ধারা পর্য্যন্ত এবং ১৮৩২ সালের ৪ আইনে যে২ বিধি আছে তাহা কলিকাতার এবং পূর্ব্বোক্ত মত হুগলী নদীর উপরে খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা। যখন ৪ ধারাক্রমে বিনানুমতির বলিয়া কোন লবণ ক্রোক হয় তখন যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনিতে সেই লবণ পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা। যে সকল ব্যক্তির নিকটে বিনানুমতির লবণ পাওয়া যায় সেই২ ব্যক্তি ঐরূপে পাওয়া লবণের প্রত্যেক মোনের জন্যে ৫ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং মাসুল চোরের দলের অথবা যাহারা রাজস্ব চুরী করে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ সমুদায় জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তি রওয়ানা বা ছাড়চিঠী বিনা বা প্রকারান্তরে এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য কোন লবণ স্থানান্তর করে কি বহে ঐ ব্যক্তিকে নিমক চৌকীর সপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এবং তাঁহার তাবৎ আমলারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এবং অন্য যে কোন সিরিশতার আমলাকে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব তন্নিমিত্তে ক্ষমতা দেন তিনি ধরিয়া রাখিতে এবং আটক করিতে পারেন। এবং ঐ লবণ ও সেই লবণ যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনিতে পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু কি গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক করিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা। যদি সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার অধীন কোন আমলার বা অন্য ব্যক্তির এজাহারক্রমে সেই এজহার লিখিয়া রাখিতে হইবেক অথবা আপনার বোধক্রমে কি অন্য কোন মোকদ্দমার কার্য্যক্রমে ইহা বিশ্বাস করণের মাতবর কারণ দেখেন যে ১/ মোনের অধিক বিনানুমতির লবণ কোন স্থানে গচ্ছিত আছে তবে তিনি দিনে কি রাত্রিতে কিন্তু নিয়ত ইউরোপীয় কোন সারজন বা পোলীসের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক স্থানে ঐ বিনানুমতির লবণ থাকনের বিষয়ে শোবে হয় তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তাহা ক্রোক করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। এবং প্রতি বন্ধক হইলে কোন দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারেন এবং ঐরূপ প্রবেশ বা তালাশী কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধা

থাকে তাহা বলপূর্ব্বক উঠাইতে পারেন এবং ঐ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাসকারি ব্যক্তিকে এবং অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীমতে ঐ লবণ গচ্ছিত করণের কার্য্যে লিপ্ত থাকনের বিষয়ে তাঁহার বোধে হয় এবং যেই বাটীর মধ্যে পাওয়া যায় তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিতে ও আটকাইয়া রাখিতে পানেন। এবং যদি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনি ঐ ক্রোক করিবার জন্যে যাইতে পারেন না তবে তিনি আপনার দস্তখৎকরা এক ওয়ারণ্টের দ্বারা পেয়াদাদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ নিমক চৌকীর কোন আমলাকে তাহা করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন। এবং সেইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত আমলা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিষয়ে সেরূপ উপরে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপ এবং সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে বিনানুমতির লবণ কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকনের বোধে করণের কারণ থাকিলে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমলা সেইরূপে লুক্কায়িত সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে কোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের যে বিধি আছে সাধ্য পর্য্যন্ত সেই বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি। ইহার শেষ পরে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতার পোলীস।

এতদ্দিনের পর কলিকাতা পোলীসের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিহিত মনোযোগ হইয়াছে, এতচ্ছ্রবণে আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম, প্রধান মহাশয়েরা অধীন কর্ম্মচারিগণের প্রতি মধ্যে২ নেত্রপাত করেন ইহা অত্যাবশ্যক, তদভাবেই প্রজাপীড়নানুষ্ঠান হয়, বিশ্বাসা ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণ নির্ভর করা নীতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে যথা "বিশ্বস্তে নাতি বিশ্বসেৎ" তাহাতে সামান্য লোকে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব পাইলে কর্ম্মের ব্যভিচার ঘটনা হয় ইহা বলিবার অপেক্ষা করে না, কলিকাতার পোলীসের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রেণী মধ্যে কেহ২ যদাচরণে এত দিন ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা কি প্রজাপীড়ক অথবা সদ্বিচার প্রতিবন্ধ বলা যায় না, আমরা কলিকাতা পোলীসের অসত্ কর্ম্মাদি প্রচার করিয়া সেই মহাশয়দিগের কোপপাত্র হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে গুণসন্নিধানে সম্মান লাভ হয়, অতএব পোলীসাধ্যক্ষগণের ক্রোধকে অগ্রাহ্য করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ আমরা তদ্দোষ গুণ বর্ণন করিতে ক্ষান্ত হই নাই, ভরসা ছিল প্রধান রাজপুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ হইলে উল্লেখিত দোষের প্রতিকার হইবেক, অতএব কলিকাতা স্টার পত্রে লিখিত শুভসম্বাদ অর্থাৎ সদরের বিচক্ষণ সূক্ষ্মদর্শি বিচারক শ্রীযুত কলবিন সাহেব এবং মফস্বল পোলীস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেবকে এক কমিটিভুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের প্রতি এতন্নগরীয় পোলীসের দোষ গুণ বিবেচনার ভার দিয়াছেন, এতৎ পাঠে আমরা অধিক আমোদিত হইয়া উপযুক্ত নিযুক্ত গুণি মহাশয়দিগের অনুসন্ধানের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

ইংলিসমেন এবং স্টার পত্র পাঠে অবগতি হইল আমারদিগের মান্য বন্ধু মেজর বর্চ সাহেব কলিকাতা পোলিসের মাজিস্ট্রেটি কর্ম্ম হইতে স্বীয় সৈন্য সম্বন্ধীয় কার্য্যে গমনাদিষ্ট হইয়াছেন কিন্তু কোন্ মহাশয় তৎ পদাভিষিক্ত হইবেন তাহা প্রচার হয় নাই, আমরা অনুমান করি নবীন সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট লাসা কেরই বা ঐ কর্ম্মে নিযোজিত হন, কারণ তিনি স্বীয় কর্ম্ম কুশলতায় গবর্ণমেণ্টের প্রিয় পাত্র হইয়াছেন এবং শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেটি কার্য্য সুসম্পাদন করিয়া কর্ম্মক্ষম রূপে পরিচয় দিয়াছেন উপযুক্ত ব্যক্তি উচ্চ পদস্থ হন ইহা প্রার্থনীয় বটে কিন্তু লা সাহেব সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টী কার্য্যে পদস্থ হইতে না হইতে যেরূপ অনুরাগ লাভ করিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের আশঙ্কা হইতেছে এমত সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পুনর্ব্বার হঠাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না অতএব শান্তি সংস্থাপনার্থ তাঁহাকে এই গুরুতর কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিলে অত্র নিবাসিগণের কল্যাণ হয়, লা সাহেব প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ অধিকতর উগ্রস্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন বটে কিন্তু ক্রমে শান্তভাব হইয়া আরো প্রশংসিত হইবেন।

নবীন সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের উদ্যোগে বাঁশতলাখ্যপল্লী হইতে মাষ্টর মার্কস নামক এক সভ্য ইংরাজের জুয়াখেলার আড্ড রহিত হইল, সদ্বিচারক শ্রীযুত হিউম সাহেব উল্লেখিত সাহেবকে অবৈধ কর্ম্মের উদ্যোগী বিবেচনায় তিন মাসের নিমিত্ত কারাবাসানুমতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবিধ সমাচার।

ইংলিশমেন পত্রের কোন পত্রপ্রেরক লেখেন জয়পতি মহারাজা গোলাব সিংহের ২৫ সহস্র সৈন্য আমারদিগের পঞ্জাব রাজ্যের সীমান্তেই সংস্থাপিত হইয়াছে অতএব অনুমান হয় কাশ্মীরে যুদ্ধানল প্রবল হইবার এই স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ হইল।

আমারদিগের পূর্ব্বতন মহারথী লার্ড গফ সাহেবের গুণ বিবেচনা করিয়া কিয়ৎসংখ্যক সেনাপতিগণ তাঁহা কেস্বীয়২ কৃতজ্ঞতাসূচক কোন চিহ্ন প্রদানার্থ চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করণোদ্যোগ করিয়াছেন, ইহাতে অনেকে বিতর্ক করেন ইহা সৈন্যসম্বন্ধীয় বিধির বিপরীত ব্যবহার হইতেছে যেহেতু ত নিয়মে স্পষ্ট লিখিত আছে যোদ্ধাগণ আপন২ প্রধান সেনাপতির দোষ গুণ প্রকাশ্যরূপে বলিতে পারিবেন না।

বিলাতীয় সমাচারের মর্ম্মানুসারে বোধ হয় আমারদিগের পূর্ব্বতন ডেপুটি গবর্ণর শ্রীযুত মেডাক সাহেব লঙ্কা দ্বীপের গবর্ণরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেও হইতে পারেন কিন্তু এতৎ পদাভিষিক্ত হইতে হইলে তাঁহার তৎস্থানীয় স্বকীয় ভূম্যধিকার সকল বিক্রয় করিতে হইবেক।

ডাক্তর এডলিন সাহেব বেনারস ব্যাঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষ অথচ আপন উচ্চ পদস্থ সেনাপতির দোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এজন্য কোর্ট মার্সল বিচারের অধীনে নীত হইয়াছেন, এবং উল্লেখিত ব্যাঙ্কের কার্য্য রহিত করণ কল্পনা হইতেছে।

শীক সংগ্রাম জেতা অনেক সেনাপতি আমারদিগের মহারাণীর দ্বারা উচ্চোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় লোকেরা দলাদলীতেই অধঃপাতে গিয়াছেন তথাচ অনিষ্টকর দলাদলী পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, পরিত্যাগ করিবেন সুদূর পরাহত বরং নূতন দলাদলীর সোপান গঠন করিতেছেন, বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে পূর্ব্বে কখনও দলাদলীর কথা শ্রবণ করি নাই, ভবানীপুর নিবাস প্রবাসি লোকেরা এইক্ষণে তাহাও শ্রবণ করাইলেন, ভবানীপুরে পূর্ব্বে এক বিদ্যালয় ছিল, তথাকার বালকেরা কিঞ্চিৎ২ বেতন দিয়া ঐ বিদ্যাগারে ইংরেজি শিক্ষা করিতেন, পরে বালকদিগের পিতামাতাদির কৃপণতা এবং অধ্যক্ষের অবসন্নতা এই উভয় কারণে বিদ্যালয়ে দুরবস্থা হয়, তাহাতেই তত্রস্থ কতিপয় ভদ্রলোক একত্র হইয়া এক চাঁদা করেন এবং আপনারা যথাসাধ্য অর্থ দেন, এই

রূপে ভিক্ষার ধন ও আপনারদিগে[র]
দত্ত ধন একত্র করিয়া উপযুক্ত ব্যয় …
রা দূরবস্থ বিদ্যামন্দিরকে "ভবানীপু[র]
সেমিনরি" নামে উন্নত করিলেন, ত…
পরে তাঁহারদিগের পরিশ্রমে ক্রমে …
ধিক বালকের আগমন হয় এবং সু…
ক্ষিত শিক্ষকেরা মনোযোগ পূর্ব্বক …
ক্ষা দান দ্বারা বিদ্যালয়কে সুখ্যাত …
রেন, তদবধি কয়েক বৎসর ঐ বিদ্যা…
রে বালকদিগের উত্তমরূপ শিক্ষা …
য়াছিল, কিন্তু তৎপরেই বালকগণে…
পিতামাতাদি যাঁহারা বেতন প্রদান …
রিতেন তাঁহারদিগের বোধ হইল বিদ্…
গারে বহুবালক একত্র হইয়া সুশিক্ষা …
ইতেছে এইক্ষণে অধ্যক্ষগণের হস্তে …
ধিক টাকা হইয়া থাকিবে অতএব …
কারা হাত গুড়াইতে লাগিলেন, অর্থা…
মাসিক বেতন প্রদানে কঠিনকর …
লেন, তাহাতেই বিদ্যালয়ের সঞ্চি…
র্থ ব্যয় হইয়া গেল, অনন্তর বিষয়…
তাধীন অধ্যক্ষেরাও বিদ্যালয়ের ব…
র্থ উপযুক্ত ধনদানে কাতর হইয়াছি…
ন, এই কারণ মধ্যে কয়েক মাস বা…
দিগের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হইয়াছি…
কিন্তু ঐ ব্যাঘাত বহুদিন রহিল না, …
জবর, অধ্যক্ষেরা নিজ ব্যয়ে এক …
ইংরেজ এবং উপযুক্ত দুইজন বাঙ্গা…
আর ঐ বিদ্যাগারের উচ্চ শ্রেণীস্থ …
ছাত্রকে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ক…
লেন, এবং সাধারণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি …
ন্যবর মহাশয়দিগের গোচর নিমিত্ত …
জ্ঞাপন জানাইলেন উক্ত বিদ্যাল…
উন্নতি জন্য সকলে কিঞ্চিৎ২ দান ক…
ন, এই বিজ্ঞাপন সন্নিহিতাসন্নিহি…
দানাগণের গোচর জন্য হইয়াছিল, …
বং নিকটস্থ মহাশয় ব্যক্তিদিগের …
ধর্ম্ম প্রকাশক দানের জন্য অধ্য…
এক চাঁদা করেন, তাহাতে অনে…
স্বাক্ষর করিতে আরম্ভ করিলেন, …
র্য্যন্ত ভবানীপুর নিবাসি প্রবাসি …
প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন নাই কিন্তু …
পরেই বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধি…
অথচ গবর্ণর কৌন্সেলের মান্যা…
শ্রীযুত বেথন সাহেব কলিকাতা…
হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসে…
মিত্ত পাঠশালা করেন, এবং ভবা…
র সেমিনরির অধ্যক্ষশ্রেণীস্থ কোন…
ভদ্রলোক বালিকাশিক্ষালয়ে তাঁ…
গের বালিকাগণকে পাঠাইলেন, …
তেই অধ্যক্ষদিগের মধ্যস্থ কোন …
ক্তির এই অপরাধ ব্যক্ত করিয়া ভ…
পুর প্রবাসি শ্রীযুত বাবু মাধবচ…
ন্যাল ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র না…

দুই ব্যক্তি বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া তাঁহারদিগের অনুগত কতিপয় লোকের সহযোগে অবধারণ করিলেন ভবানীপুর সেমিনরিতে ভবানীপুরের কোন বালককে যাইতে দিবেন না, আপনারা স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করিবেন, ইহাতে ভবানীপুর সেমিনরির অধ্যক্ষেরা বলিলেন স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের প্রয়োজন কি, বিপক্ষেরাই এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করুন, অথবা অন্যত্র যে বিদ্যালয় করিবেন তাহাতেই সেমিনরির ছাত্রেরা যাইয়া শিক্ষা করিবে, এবং এই বিষয় নিশ্চিত করণার্থ সেমিনরির অধ্যক্ষেরা তিন দিবস সভা করিয়াছিলেন, ঐ সভাত্রয়ে পদার্পণের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত হইয়াও বিপক্ষেরা আগমন করিলেন না, বিশেষতঃ স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করিবেন এই কথা বলিয়া বালকদিগের শিক্ষার ব্যাঘাত করিতেছেন এপর্য্যন্ত ও স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করিতে পারেন নাই, অতএব আমরা খেদিত হইলাম বাবু মাধবচন্দ্র শান্যাল ও বাবু শিবচন্দ্র নাগ রেবিনিউ বোর্ডে যে গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করিতেছেন সেই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিপক্ষ হইয়া কি আপনারদিগের পক্ষ রক্ষা করিতে পারিবেন, এই বিষয় বেথুন সাহেবের কর্ণগোচর হইলে কি গবর্ণর বাহাদুরের কর্ণমূল পর্য্যন্ত যাইবেক না, আর বোর্ডের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত রিকট সাহেব কি এই বিষয় শ্রবণ করিলে শান্যাল নাগ ভৃত্যকে নিকটে রাখিবেন আর শান্যাল বাবুর এমত সম্পত্তিই বাকি আছে উত্তমরূপে এক বিদ্যালয় চালাইতে পারেন, রেবিনিউ বোর্ডের কর্ম্ম প্রসাদাৎ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র শান্যাল তেতালা চকমিলান তিন মহল বাড়ী এবং অল্প মূল্যে বহু মূল্য অনেক জমীদারী করিয়াছিলেন মাধব বাবু তাহাই রক্ষা করিতে পারেন নাই তেতালা বাড়ী ভগ্ন হইয়া পড়িয়া যাইতেছে, কৃষ্ণশান্যাল বাবুর আতিথ্যশালায় অতিথিরা অন্ন পায় না, দেবালয়ে পূজা হয় না, বাবু মাধবচন্দ্র শান্যাল দুঃসময়ের কুক্ষিগত হইয়া ও কি শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, এবং মাধব শান্যালের অনুচর শিবচন্দ্র নাগ কি সফরির ন্যায় ফর২ করিতেছেন, আমরা তাঁহার কার্য্যের লাভালাভের তাবদনুসন্ধান রাখি, অতএব নাগ বাবু রাগ পরিত্যাগ করিয়া বিবরাশ্রয় করুন, তাঁহার বিষদন্ত গিয়াছে নির্ব্বিষদন্ত দ্বারা ভবানীপুর সেমিনরির অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।

উপরিস্থ প্রস্তাবের প্রথমাবধি পাঠ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা বলিবেন শেষাংশ লিখিতে২ আমারদিগের ক্রোধ সঞ্চার হইয়াছিল, এবং ইহাও বিবেচনা করিবেন যাঁহারা সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার বিপক্ষতা করিতে চাহেন বিজ্ঞলোক মাত্রই তাঁহারদিগের প্রতি ক্রোধ করেন, এই স্বাভাবিক ক্রোধ আমারদিগকেও আকর্ষণ করিয়াছে কিন্তু আনন্দের বিষয় ও বলিতে হয়, ভবানীপুর সেমিনরির অধ্যক্ষেরা যে চাঁদা করিয়াছেন কৃপণপক্ষ বিপক্ষেরা তাহার ব্যাঘাত করিতে পারেন নাই অতএব আমরা চাঁদায় স্বাক্ষরকারি দাতা মহাশয় দিগের নাম ও দানের অঙ্ক গ্রহণ করিলাম।

দাতাদিগের নাম।

দাতাদিগের নাম		নূতন দানের টাকাসংখ্যা	পূর্ব্ব আদায়ী দানের ঐ	মোট
গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত রায় বাহাদুর		৫০	৬০	১১০
শম্ভুনাথ পণ্ডিত ধনরক্ষক		৫০	২৮	৭৮
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		২০	২২	৪২
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়		২০	৩৩	৫৩
কালীপ্রসন্ন দত্ত সহকারী		১০	১১	২১
ঈশানচন্দ্র হালদার কর্ম্মাধ্যক্ষ		১০	১০	২০
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১০	১৬	২৬
রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১০	৪	১৪
গুরুচরণ যশ	ঐ	৮	১২	২০
হারাণচন্দ্র মিত্র	ঐ	৮		
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	৫	১০	১৫
গোবিন্দপ্রসাদ বসু	ঐ	৫	৮	১৩
কৈলাসনাথ মল্লিক	ঐ	৫	৮	১৩
প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়	ঐ	৫		
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৫	২	৭
জগদ্বন্ধু ঘোষাল	ঐ	৪		৪
কালাচাঁদ দে	দর্শক	১৮	১২	৩০
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৪	১৪	২৮
কৃষ্ণপ্রসাদ সেন	ঐ	৫	১০	১৫
হরমোহন দত্ত মজিলপুর নিবাসী		২৫		
মধুসূদন বিশ্বাস	ঐ	১০		
কৃষ্ণমোহন দে	ঐ	৮	৪	১২
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৮		
হরকালী ঘোষ সদরের উকীল		৮		
গোবিন্দচন্দ্র বসু		৫		
শ্রীনাথ রায় সদরের উকীল		৫		
গোপীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		৫		[illegible]
উমাচরণ মুখোপাধ্যায়		৫		
মাধবচন্দ্র ঘোষ		৫		
বৈদ্যনাথ বসু		৫		
রামসাগর কুণ্ড		৫		
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়		৫		
কাশীনাথ দাস		৪	৪	৮
হরচন্দ্র দাস		৪	৪	৮
রাধাসুন্দর মিত্র		৪		
গৌরগোপাল বসাখ সদরের খাজাঞ্চী		৪		
গুরুদাস সেন সদরের পেস্কার		৪	৮	১২
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়		৪		
সূর্য্যনারায়ণ সরকার মোক্তার		৪	৪	৮
শিবচন্দ্র সেন	ঐ	৪		
গুরুদাস রায়	ঐ	৩		
শিবসহায় সিংহ	ঐ	২		
শিবচন্দ্র রায়	ঐ	২		
ভুবনমোহন রায় জেলার উকীল		২		
দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়		২	৪	[illegible]
রাজনারায়ণ গুপ্ত		২		
গিরীশচন্দ্র মিত্র		২	৮	১০
গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার		২		
রামলাল গোস্বামী	ঐ	২		
গোলোকনাথ বসু		২	৪	[illegible]
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়		২		
সুন্দরনারায়ণ মিত্র		২		
দিননাথ চট্টোপাধ্যায়		২		
শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		১		
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মোক্তার		১		
গোবিন্দচন্দ্র সোম		১		
রাইকিশোর সোম		১		
গোপালকৃষ্ণ রায়		১		
দুর্গানন্দ মিত্র		১	৩০৫	৭৩১
চারিশত ছাব্বিশ টাকা		৪২৬		
অন্য লোকেরদিগের নিকট যাহারা এক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করেন নাই অথচ পূর্ব্বে আদায় হয়			২০০	
			৫০৫	৭৩১

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৮৪৯ সাল১৩জুলাই।

শ্রীযুত এফ সিফৌলসাহেব রাজশাহীর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটর হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

৪ জুলাই।

ঢাকার সিবিল ও শেসন জজ শ্রীযুত এচ সুইটনহাম সাহেব গত মাসের ২৯ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সৈয়দ আব্বাস আলীর প্রতি অর্পণ করেন।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ১১ জুলাই।

জাহাজ সম্পর্কীয় ডিপার্টমেন্টের জজ আডবোকেট শ্রীযুত এচ হোস সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার পুনগ্রহণ করেন অতএব গত মে মাসের ১২ তারিখের হুকুম ক্রমে তাঁহাকে যে তিন মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল রহিত হইয়াছে।

১৮৪৯ সাল ১০ জুলাই।

শ্রীযুত ই সাণ্ডিস সাহেব ছুটী বিষয়ক শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে গত আপ্রিল মাসের ২ তারিখে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্ট বারো দিন গত মাসের ২১ তারিখ অবধি রহিত হইল ঐ তারিখে তিনি ত্রিপুরার মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন।

১৮৪৯ সাল ৩ জুলাই।

বহরমপুরের ডাকাধ্যক্ষ শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ট ডবলিউ বুক্নো সাহেব গত মাসের ১৬ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার পুনগ্রহন করেন অতএব গত মাসের ২১ তারিখে তাঁহাকে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল রহিত হইয়াছে।

৪ জুলাই।

ঢাকার অচিহ্নিত ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত সেখ হামিদ উল্লা আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রতি অর্পণ করিয়া চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১১ জুলাই।

জিলা যশোহরের খাজুরার মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র দত্ত যে তারিখে আপন কর্ম্মস্থান হইতে গমন করেন সেই তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

অখিল হৃদয়াম্বুজ প্রকাশক শ্রীলশ্রী যুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়, ভবদীয় ২৯ আষাঢ়ীয় বিশ্বেদীপক ৪০ সংখ্যক ভাস্কর পত্রে বিবিধ ভাব সঞ্চারিণী জগন্মনোরঞ্জিনী পরমানন্দ জননী সম্পাদকীয় যুক্তি যুক্তা উক্তির শক্তি হেতুক পাঠক নিকরের মনোভঙ্গ লিপিরূপ চন্দকমলের প্রত্যেক বাণীর দলে দলে নিবেশ করিয়া ভাবমকরন্দে বিভোর হইয়া অস্মজ্জধর ভাস্করের গুণ গান করিতেছেন, যেকালাবধি ভবদীয় পত্র গৃহীত হইয়াছে তদাদি প্রায় মধ্যে২ রাজকীয় ব্যাপার সমস্ত উত্তম ছন্দ প্রবন্ধে সুশ্রাব্য বাক্য নির্ব্বন্ধ করত সুচারু ভাবোদয় করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বিশেষত উক্ত দিবোদিত ভাস্করপত্রেরসাম্পাদ্য প্রভাবায় সম্পাদকের লিপিনৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের কৌশল বিবেচনা করিলে কেনা মহাশয়ের প্রত্যুৎপন্নমতি স্বীকার করিয়া ধন্যবাদ দিবেন, এবং তত্তাবৎ হৃদয়ঙ্গম হইলে মর্ম্ম ছিন্নভিন্ন হইয়া কেবল দুঃখ ও মনস্তাপ জন্মে, কেননা অদ্যাপি উপর্য্যুপরি দুই বৎসর দুর্দ্দান্ত শীকপক্ষের সহিত ধন প্রাণ সমুদায় ক্ষয় করিয়া কি কষ্টে বিজয়লব্ধ হইয়াছেন তাহা ভাস্করে স্পষ্ট উদ্দীপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে জগদীশ্বরের অনন্ত কৃপায় অন্তে রাজপুরুষদিগের তদ্রাজ্যে বিস্তর ভূমিলাভ হইবেক তাহা আমরা পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিয়াছিলাম, যখন ঐ শুভসংবাদ শুনিয়া পরমানন্দাংশ পাইয়া ছ তখন আমরা অংশী হইয়াও তত্তৎ ফলে বঞ্চিত হইলাম, ভাল সবুরে মেওয়া ফলে সেই প্রতীক্ষায় রহিলাম দেখি বৃটিস অধিকার সমাপন হইলেও কি বিজাতীয় রাজাদিগের প্রতি ভগবান কটাক্ষ করত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন না, অনুমান করি তখন আর লুণ্ঠিতার্থের প্রার্থনা হইতে আপনারাই বিরত করিবেন, কিন্তু ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়, আপনি কলি অবতারেরদের শীকদিগের সহিত কলিযাত্রার অব্যবহিতাদৌ ও ব্যবহিতান্তরে যে সমস্ত হেতুবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা যদি শিস্নোদর পরায়ণ মহাপুরুষেরা বিবেচনা করেন তবে আমারদিগের দেশের হিতার্থ কিঞ্চিৎ লুণ্ঠিতাংশ প্রদান করিতে হয়, কেননা ভারতবর্ষ সম্ভূত নানাবিধ আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দ্বারা যাঁহারা জীবনধারণ করিতেছেন তাঁহারা অত্রত্য প্রজাদিগের প্রতি ভ্রমেও দৃকপাত করেন না ইহা ভূপতিগণের রাজনীতির বিপরীতাচার কি না বিজ্ঞনিচয় বিবেচনা করিবেন, হা, তাঁহারা কি এককালীন ধর্ম্মের গতিবস্থা বিষ্টম্ভ করিলেন, কেবল উর্দ্ধমুখে আত্মম্ভরি অর্থাকাঙ্ক্ষা প্রচণ্ডদেবীর সন্নিধানে ধনমান উপচারে অসংখ্য প্রাণিপ্রোক্ষিত করিতেছেন, এই অধর্ম্মের ধর্ম্মে রাজা প্রজা উভয় পক্ষের অকুশলের এক বিশিষ্ট নিদান হইতেছে, রাজার পাপে রাজ্যনষ্ট এই প্রবাদ একাল পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন ছিল অধুনা শীক সমরে আপনারা ভুক্তভোগী হইয়া বিলক্ষণউপলব্ধি উপলব্ধ হইয়াছেন, ফেণ্ড সম্পাদক শ্রীরামপুরে থাকিয়া কখন২ সমরাদির জয়াজয়ের কাল ব্যবহিত থাকিতেও রাজ্য বিভাগ করিতে বৈসেন, দেবলোকে নারদজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রবণগোচর ছিল, এইক্ষণে বিষদমূর্ত্তিতে মৈর্ত্তালোকে অবতীর্ণ হইয়া বীণাযন্ত্র পরিত্যাগে কলি কল্পতরু সম্বাদপত্র ধারণ করিয়া রাজপুরুষদিগের গুণানুকীর্ত্তনে নিযুক্ত আছেন, ভালই হউন, কিন্তু যে কল্পনা করিয়া তাঁহারদিগের স্তব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা কোটিকল্পেও সিদ্ধ হইবেক না, কারণ এই যে, নদেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ, তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইলে রাজা রাজ্যভ্রষ্ট প্রজা প্রাণে নষ্ট অবশ্যই হইবেন, অতএব রাজার যদিচ্ছা তাহাই যুক্তিবিধানতঃ প্রজার প্রতি প্রয়োগ করিবেন তাহাতে অন্যের প্রতিবন্ধকতা করণের প্রয়োজন বিরহ, প্রজাকে সুখাসনে স্থাপন করিলে রাজ্যের সৌষ্টব বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ প্রজাই রাজ্যের ভূষণ এবং রাজাসনেরমূলস্তম্ভঅতএবযদাধারেরাজ্যাশ্বেয় হয়তাহারউৎখাতকরিলেশ্রীরামপুরের মহাপ্রভূর্কিজ্ঞানেননাপরেকিরূপহইবে, যবন হস্তহইতে যে মূলকারণে রাজদণ্ডাবতরণ হইয়া শ্বেতাবতারদিগের হস্তে সমর্পণ হয় তত্তাবৎ পরিজ্ঞাতা হইয়া তৎকালের প্রতিজ্ঞা পালনে অনুরোধ না করিয়া শুষ্ক বদন প্রকম্পায়মান করিলে আমারদিগের হানি কি, আমরা প্রজা, রাজসন্নিধানে যাবজ্জীবনপুরুষাক্রমে সন্তানবৎ আবদার পূর্ব্বক তিরস্কার করত দণ্ডায়মান হইলে তাঁহারা অবশ্য কোলালিঙ্গন প্রদানে তাঁহারদিগের করুণাম্বুনিধির অম্বু দ্বারা আমারদিগের সর্ব্বতাপ সুশীতল করিবেন, আমরা প্রজা, রাজার সহিত জন্য জনকতাপম্বন্ধের বিচ্ছেদ করিতে হংসপক্ষের সাধ্য কি, সম্পাদক মহাশয়, কলিভক্ত মহাপ্রভু সন্নিহিতে সুখেষ্ট সিদ্ধির বিশেষ ভবিতব্য আছে বটে, কিন্তু যখন সমাদরে সদয় হইয়া কলাদেখাইবারকারণ কলাপ্রদান করিতেছেন তখন সুখ সম্ভব না কি বোধ হয়, রাজ্যেশ্বরেরা পূতনা বধের ন্যায় যথা শক্তি চিরকাল শোষণ কারলেও ধনপানের আশাবসাদ হইবেকনা, কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং, হে মাতর্দ্ধরাদেবি, সবীরা হইয়াও কি স্বয়ং উপপতিরদৃঢ়ালিঙ্গনে মৌনাবলম্বন করিয়াছ, নিজ তনয় নিচয়ের লজ্জা ও দুঃখ নিবারণ কর।

ভাস্কর পাঠকস্য চং।

বিজ্ঞাপন।

মোং কলুটোলা গোপালচন্দ্র লেন থিয়েটারের মধ্যে ১১ নং বাটী সদর মফস্বল দোতালা তাবৎ চুনকাম করা এবং ভাগ্যবন্ত লোকের পরিবার সহিত বাসের উপযুক্ত তাহা ভাড়া দেওয়া যাইবেক যাঁহার প্রয়োজন থাকে ঐ বাটীর পূর্ব্বদিগে যে বাটী আছে তাহাতে অনুসন্ধান করিবেন।

তাং ১৯ আষাঢ় ১২৫৬ সাল।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মস্ত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্দৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্বায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোযান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪৫ সংখ্যা। ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৪জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১০ শ্রাবণ মঙ্গলবার মূল্যমাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমান লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগেরসম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে বালাখানায় মহেশ মুখয্যার বাটীতে আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নালা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।

লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯সাল ২৪ ফিব্রুআরি।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৪ফিব্রুআরি তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইম।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

১০ধারা। সকল ইউরোপীয় সারজন এবং পোলীসের অন্যান্য আমলারদের প্রতি হুকুম হইল যে সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব এবং তাঁহার অধীন আমলা এবং লবণ ক্রোক করিতে অন্যান্য যে আমলারদের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহারা এত্তেলা দিলে কি দরখাস্ত করিলে এই আইন রীতিমত জারা করণ কার্য্যে তাহারদের সাহায্য করেন ইতি।

১১ধারা। যখন সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের দ্বারা কোন স্থানে গচ্ছিত হওয়া লবণ ক্রোক হয় তখন তিনি ঐ ক্রোকের সমুদায় বৃত্তান্ত এক রুবকারীতেলিখিবেন এবং ঐ রুবকারী তাঁহার দফ্তরের রোয়দাদের মধ্যে রাখা যাইবেক। এবং ঐ ক্রোক যদি কোন অধীন আমলার দ্বারা করা যায় তবে সেই আমলা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাহার সমস্ত বৃত্তান্তের রিপোর্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবকে দিবেন ইতি।

১২ধারা। এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির কোন লবণ আমদানী করণ বা বহনের কি কোন দোকানে কিম্বা বাটীতে কোন লবণ থাকনের বিষয়ে যে কেহ দ্বেষ পূর্ব্বক মিথ্যা এজহার করে সেই ব্যক্তি ৫০০ পাঁচশত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ধারা। এই আইনের রীতিমত কার্য্য করণের সময়ে যদি কোন ব্যক্তি সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের কিম্বা নিমক চৌকীর কোন আমলার কি লবণ ক্রোক করণের রীতিমত ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলার অথবা সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায় কি তাঁহারদিগকে উত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি ৫০০ পাঁচ শতের অনধিক জরীমানারযোগ্যহইবেক। এবং তাহার ঐ প্রতিবন্ধকতা করণ প্রযুক্ত যদি কোন দাঙ্গা কি শান্তিভঙ্গ হয় তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ ক্রমতা প্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি হুকমের প্রতিবন্ধকতাচরণের নির্দ্দিষ্ট গুনাহগারীর অতিরিক্ত দাঙ্গা এবং শান্তিভঙ্গের বিষয়ে আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ধারা। নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা লবণ ক্রোক করণের রীতিমত ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য সিরিশতার কোন আমলা যদি এই আইনক্রমে গ্রেফ্তার হওয়া কোন ব্যক্তিকে বা ক্রোক হওয়া বিনানুমতির কোন দ্রব্য সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে বিলম্ব করেন অথবা গ্রেফতার কি ক্রোক বা তালাশী করণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপো

ট করিতে ত্রুটি করেন তবে সেই ব্যক্তি ২০০ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা গত বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্করে শ্রীযুত রাজা কালীকুমার রায় বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধের বিবরণ যাহা লিখিয়াছি আমারদিগের কোন আত্মীয় ব্যক্তি তদতিরিক্ত আরো কিঞ্চিৎ বিশেষ লিখিয়াছেন অতএব আমরা ঐ বন্ধুর লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম।

মান্য মহাশয়, ৺ রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের স্ত্রী রাণী জয়মণী দাসীর আদ্যশ্রাদ্ধ সামগ্রিক তাবৎ বিষয় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি অতএব আপনি যাহা লিখিয়াছেন তদতিরিক্ত কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে সাধারণ সমাজে তাহা ব্যক্ত করণাবশ্যক অতএব লিপিযোগে প্রেরণ করিতেছি গ্রহণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

শ্রীমান রাজা কালীকুমার রায় বাহাদুর পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন পাপি সংস্পর্শ করিবেন না, তৎপরে হঠাৎ তাঁহার মাতা উক্ত রাজমহিষীর গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল, ইহাতে যদিও রাণীর শ্রাদ্ধ রাণীদিগের শ্রাদ্ধের মত হইয়াছে তথাপি রাজা কালীকুমার রায় বাহাদুর যেমন দানশৌণ্ড তাঁহার মনের মত তেমন আয়োজন হয় নাই, ইহার কারণ এই যে রাজা বাহাদুর পোষ্যপুত্র বিধায় চতুর্থাহে শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছিল সুতরাং দুই দিনের মধ্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে না, রাণীকে দাহ করিয়া বাটীতে আসিয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্ণকারগণকে ডাকাইয়া রাজা কহিলেন রজত নির্ম্মিত দুই দানসাগর করিবেন কিন্তু স্বর্ণকারেরা কোন প্রকারেই স্বীকার করিলেক না দুই দিনের মধ্যে এত দান গঠন করিয়া দিতে পারিবে, সুতরাং তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া রূপ্যময় ষোড়শ চতুষ্টয় ও সুখাসনের উপযুক্ত দ্রব্যাদি আয়োজন হইল, ইতোমধ্যে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও বাবু মতিলাল শীল এক কালীন রাজা কালীকুমার রায় বাহাদুরের বাটীতে উপস্থিত হইলে কালীকুমার রায় কহিলেন কাশীনাথ মল্লিক বাবুর মধ্যম ভ্রাতা লোকনাথ মল্লিক পুত্রবধূ গমন করিয়াছেন, এবং আরো অনেকে ভ্রাতৃবধূ গমন, শাশুড়ী ইত্যাদি গমনে পাপী হইয়াছেন তিনি পাপিষ্ঠ সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিবেন না, ইহাতে রাজা বৈদ্যনাথ বলিলেন লোকনাথ মল্লিক উক্ত রাজার বাগানে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তিনি মল্লিক বাবুকে সমাদরের পরিবর্ত্তে অনাদরে তিরস্কারে বিদায় করিয়াছেন, অতএব দোষীদলে নিমন্ত্রণ না হইলেই উত্তম হয়, এবং বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ও রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের এই কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন কেবল ব্রাহ্মণদিগের নিমন্ত্রণ করা যায়, এবং তাঁহারা দুই জন শ্রাদ্ধের সভায় আসিবেন, পাপিদিগের নিমন্ত্রণে প্রয়োজন নাই, এই পরামর্শ নিশ্চিত করিয়া রাজা এবং বাবু স্ব২ গৃহে গমন করেন এবং ঐ দিবসীয় বিকাল পাঁচঘন্টাকালে রাজা বৈদ্যনাথ রায় রাজা কালীকুমার রায়কে লেখেন তিনি পর দিবসীয় বেলা নয় ঘন্টা কালে শ্রাদ্ধের সভায় আসিবেন, দানোৎসর্গকালীন যেন ৺ শ্যামসুন্দর বিগ্রহের বার হয়, এই বিগ্রহ রাজা কালীকুমার রায়ের তেতালার উপর বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু পক্ষান্তরে ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ করিয়া রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর চিন্তিত হইলেন তিনি কোথায় যান, কালীকুমার রায় তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না নিমন্ত্রণও করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকেও পাপী বলেন, অতএব রাজা বৈদ্যনাথ রায় এবং বাবু মতিলাল শীল মহাশয় যদি রাজা কালীকুমার রায়ের বাটীতে শ্রাদ্ধের সভায় আইসেন তবে সুবর্ণ বণিক জাতীয় বহু লোক এবং তজ্জাতির ব্রাহ্মণেরা অনেকে ঐ দলভুক্ত হইবেন, নৃসিংহচন্দ্র রায় একাকী দোষীদলে থাকেন, অতএব স্বতন্ত্র দল করিয়া তাঁহাকে দলপতি হইতে হয়, ইহাতেও নির্দ্দোষ লোকেরা তাঁহার দলে আইসেন কি না সন্দেহ, বিশেষত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেউলিয়াবানে তাঁহার খেঙ্গরা কুলা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেনার ভয়ে খেঙ্গরা কুলা গরু পর্য্যন্ত বিক্রী করিয়া ইনশালবেন্ট হইতে গিয়াছিলেন, সৌভাগ্যে দেড়লক্ষ টাকা দণ্ড দিয়া ইউনিয়নি দেনা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, তিনি স্বতন্ত্র দল করিলে কেহ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না, এবং তাঁহার ক্ষমতাই বা কি আছে দল রক্ষা করিতে পারেন সুতরাং তাঁহাকে পরোপাসনা করিতে হইবেক, অতএব প্রথমতঃ শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের নিকট চেষ্টা করিলেন তাঁহারা সুবর্ণ বণিক জাতির ব্রাহ্মণ সকলকে আটক করেন, যে হেতুক উক্ত বাবুদিগের দানে ব্রাহ্মণেরা তাঁহারদিগের বশীভূত আছেন, তাহাতে নির্দ্দোষ মল্লিক বাবুরা নির্ভয়ে উত্তর করিলেন ব্রাহ্মণদিগের লাভের প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন না, ইহাতেই বোধ হয় তাঁহারদিগের অভিলাষ নাই দোষিদিগের সহিত আলাপ রাখেন, অতএব রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর উক্ত মল্লিক বাবুদিগের নিকট নিরাশ হইয়া মধ্যম জ্যেষ্ঠ রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বাগানে যাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং উদারচরিত্র রাজা বৈদ্যনাথ রায় তাহাতেই ভ্রাতৃস্নেহে বশীভূত হইয়া প্রতিজ্ঞা লংঘন করিয়াছেন, কিন্তু এবিষয়ে আমরা রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি কনিষ্ঠ সহোদরের চতুরতার বিপক্ষে ৺ রাজা বদনচন্দ্র রায়ের স্ত্রীর সম্পত্তি রজন্য সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করেন নাই, এবং ঐ ভ্রাতার অত্যাচারে বড়বাজারীয় রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া কি বনবাসী হন নাই, রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরের বৃত্তান্ত আমরা যাহা জানি রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর তদপেক্ষা অধিক জানেন, তবে নির্দ্দোষ ভ্রাতৃ পুত্রের বাটীতে যাইয়া স্বমুখে স্বীকার করিয়া কেন তদন্যথাচার করিলেন, ইহাতে কি সাধারণ লোকেরা বৈদ্যনাথ রায়কে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী বলিবেন না, কিন্তু ইহাতেও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় ব্রাহ্মণগণকে আটক করিতে পারেন নাই, তাঁহারদিগের জাতির প্রায় তাবৎ ব্রাহ্মণ কালীকুমার রায়ের বাটীতে যাইয়া আহার করিয়া বিদায় লইয়াছেন, সম্পাদক মহাশয়, আমি প্রয়োজন মতে ব্রাহ্মণদিগের সকলের নামের তালিকা করিয়া পাঠাইব আপনি প্রকাশ করিয়া চরিতার্থ করিবেন।

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন।

কলুটোলা নিবাসি ঐশ্বর্য্যরাশি শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, আমরা শ্রবণে পুলকিত হইলাম ঐ পুণ্যশীলা ধনি মহিলা তীর্থস্থলে যশোলাভ করিয়া নিরুদ্বেগে স্ববাটীতে আসিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম মতিলাল শীল বাবুর স্ত্রী পুণ্যবতী না হইলে তাঁহার কপাল এত বিস্তৃত হইত না, পতি ধনেশ্বর অথচ এইক্ষণে কলিকাতা নগরে অদ্বিতীয় মান্য, নিজে পুত্রকন্যাদি দ্বারা প্রজাবতী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে লক্ষ্মী বিশেষ না বলিয়া আর কিবলা যায়, ঐ লক্ষ্মী ক্ষেত্র যাত্রা কালীন ব্যক্ত করেন আপন বাটীর এবং আত্মীয় লোকেরদের পরিবারাদি যে কেহ ক্ষেত্রে যাইতে চাহিবেন তিনি তাঁহারদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন, ইহাতেই জ্ঞাতি কুটুম্বাদির অনেক স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট আসিয়া জানাইলেন তাঁহারদিগের নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিবেন, ইহাতেই মতিলাল বাবুর স্ত্রী কলিকাতা নগরীয় পাল্কী বেহারা মহাঘ করিয়া এ সকল মান্য পরিবারাদিকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রে যাত্রা করেন, এবং কলিকাতা হইতে যাইয়া বালেশ্বরাবধি শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত যত দেবালয় ও তীর্থস্থল পাইয়াছেন, ঐ সমারোহ সহিত সর্ব্বত্র গমন করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বস্থলে দেবদেবী বিগ্রহ গণকে বহুমূল্য অলঙ্কার যথাশাস্ত্র পূজা দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন কাঙ্গালি ভোজন করাইয়া উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন, ক্ষেত্রধামে সহস্র টাকার ভোগ কয়েক দিবস দেন, ক্ষেত্রের পাণ্ডা এবং যাত্রি ব্রাহ্মণাদি ছয় সহস্র লোককে একং দিবস আহার করাইয়া প্রতি ব্যক্তিকে একং সিকী দক্ষিণা দিয়াছেন, ক্ষেত্রে প্রবেশাবধি বহির্গমন পর্য্যন্ত শ্রীমতী যে কয়েক দিবস ক্ষেত্রধামে ছিলেন প্রায় প্রতি দিবস এইরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহাতে শ্রীক্ষেত্রে মতিলাল বাবুর স্ত্রীর অত্যন্ত সুখ্যাতি হইয়াছে, বিশেষতঃ প্রত্যাগমনকালে সুবর্ণ রেখার ঘাটে আসিয়া ঐ স্ত্রীলোক যেমন দয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন অনুমান করি কলিকাতা নগরের অন্য কোন ধনি স্ত্রীলোক এরূপ ধর্ম্মোদ্দেশে দান করেন নাই, উক্ত ঘাটে আসিয়া বাহকেরা যখন মতিলাল শীল বাবুর স্ত্রীর পাল্কী রাখিল তখন চতুর্দ্দিগ হইতে দুই সহস্র দরিদ্র যাত্রিরা তাঁহার পাল্কীর চতুর্দ্দিগে ঝুঁকিয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া শ্রীমতীর সমভিব্যাহারি প্রহরিগণ গোল নিবারণ করিতে ধাবমান হয় কিন্তু তিনি তাহারদিগকে নিষেধ করিলেন দুঃখিদিগের শরীরে প্রহার না করে, এবং এই সময়ে সদ্বিবেচক কর্ম্মাধ্যক্ষ বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিকের পাল্কী ও জনতা প্রভেদ করিয়া শ্রীমতীর পাল্কীর নিকট আসিল, পরে ধার্ম্মিকবর গোবর্দ্ধন মল্লিক বাবু পালকী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কেন গোল করিতেছ, তাহাতে বহু সহস্র দুঃখি যাত্রি চতুর্দ্দিগে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চস্বরে নিবেদন করে তাহারদিগের সঙ্গে কপর্দ্দক মাত্রও নাই, কেহ পাঁচদিন কেহ তিনদিন কেহবা অদ্য আসিয়া বিপদে পড়িয়াছে, পার ঘাটের মাঝিরা দ্বিগুণ পয়সা না পাইলে পার করিবেক না এবং সুবোধ বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিক মহাশয় দুঃখি যাত্রিদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া শ্রীমতীর পাল্কীর নিকট আসিয়া কহিলেন অনেক সহস্র দরিদ্র যাত্রি আপনকার পাল্কীর চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান হইয়াছে, পয়সার অভাবে নদী পার হইতে পারেনা, গোবর্দ্ধন বাবুর কথা শুনিয়া পুণ্যবতীও তেমনি দয়া প্রকাশ করিলেন, ঐ বহু সহস্র দুঃখি লোকদিগকে আহারীয় পয়সা দিয়া বাঁচাইলেন এবং পার ঘাটের তাবৎ নৌকা ভাড়া করিয়া লইয়া দুঃখি যাত্রিগণকে পার করিয়া দিয়া পরে আপনি পার হইলেন, কলিকাতা নগরীয় কোন ধনি স্ত্রীলোক শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া বাবু মতিলাল শীলের ধর্ম্ম দারার এই দানের ন্যায় দান করিয়াছেন কি না আমরা বলিতে পারিলাম না, ফলে সকলেই তাঁহার ধন্য২ বলিয়াছেন।

কি পরিতাপের বিষয়।

আমরা খেদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি পাতরিয়াঘাটা নিবাসি বাবু বীর নৃসিংহ মল্লিক মহাশয় গত কল্য বেলা দুই প্রহর পরে গঙ্গাতীরে নীরে মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভাস্কর সম্পূর্ণ হইলে পর এই অমঙ্গল সমাচারে আমারদিগকে শোকাভিভূত করিয়াছিল অতএব এবিষয়ে অধিক লিখিতে পারি নাই আগামি ভাস্করে উক্ত মল্লিক মহাশয়ের গুণানুবাদ প্রকাশ করিব।

বিবিধ সমাচার।

আমরা পরিতাপিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত মার্কুইস ডেলহৌসী কিঞ্চিৎ অসুস্থ এবং শ্রীমতী বিবি ডেলহৌসীও পীড়িতা হইয়াছেন অতএব অবধারণ করিয়াছেন শিমলা শিখরের বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিবেন, পরমেশ্বর করুন আমারদিগের রাজ্যপাল গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও বিবি ডেলহৌসী ত্বরায় আরোগ্য হন।

মফস্বললাইট পত্রে লেখে শ্রীযুত হেনরি লরেন্স সাহেব লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

আমরা বিশেষ আমোদযুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি মফস্বল লাইট পত্র এইক্ষণে সপ্তাহে দুইবারের পরিবর্ত্তে তিন দিন প্রকাশারম্ভ হইয়াছে এবং গ্রাহকগণের আরো অনুরাগ দেখিলে সম্পাদক মহাশয় তৎপত্রকে দৈনিক রূপে প্রকাশ করিতেও পারেন, মফস্বল লাইট পত্রের দৃষ্টান্তানুক্রমে দিল্লী গেজেট সম্পাদক আপন পত্র অধিকবার প্রকাশ করেন কিনা বলা যায় না।

বোম্বাই দেশীয় প্রধান সেনাপতি স্যার উইলোবি কটন সাহেবের কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপণ প্রার্থনা বিলাতীয় রাজপুরুষগণ গ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ বিচক্ষণ সেনাপতি তৎ পদাভিষিক্ত হইবেন এপর্য্যন্ত তাহা ব্যক্ত হয় নাই, অনেকে অনুমান করিতেছেন স্যার উইলিয়ম গম সাহেব স্বীকার করিলে তৎপদে নিযোজিত হইতে পারেন।

কর্ণেল পিও সাহেব সম্প্রতি অক্ষম ঋণীদিগের পরিত্রাণার্থক বিধির শরণাপন্ন হইয়া আপন দেনা পাওনার যে তালিকা অর্পণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ঋণের অঙ্ক ২৩ লক্ষ টাকা লিখিত হইয়াছে, ইংরাজদিগের এইরূপ অপরিমিত ঋণ করণ কুরীতি বলিলে সভ্যজাতীয় সম্পাদক মহাশয়েরা মুক্তকণ্ঠে কহিবেন ভাস্করপত্র ইংরাজদিগের বিদ্বেষক বাক্যে পরিপূর্ণ হয়, অতএব জিজ্ঞাস্য এইযে বেনারস ব্যাঙ্কের উল্লেখিত কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের বিষয়ে উক্ত সম্পাদকগণ কি বলেন।

ইংরাজী পত্র পাঠে আমরা অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া লিখিতেছি রেবরেণ্ড লেকরো সাহেবের উদ্যোগে ১৫০ মনুষ্য উড়িষ্যা প্রদেশীয় খন্দ জাতীয়দিগের হস্ত হইতে প্রাণে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এই সকল দুঃখিলোকেরা নরবলী হইবে এই কারণ কারাগারে রক্ষিত হইয়াছিল খ্রীষ্টধর্ম্ম ঘোষক উক্ত মহাশয় ইহার অনুসন্ধান পাইয়া তন্নিকটবর্ত্তি ব্রিটিস রাজপুরুষগণের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক বহুকষ্টে তাহারদিগকে উদ্ধার করেন, অসভ্য খন্দজাতীয়দিগের এতদসদ্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট বল প্রকাশ করেন না ইহাই আশ্চর্য্য, যাহারা নরবলি দেয় তাহারদিগের উচিত শাস্তি হইলেই অপরেরা ভীত হইয়া এই কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।

প্রেরিতপত্র

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভূদেব ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণামল কমলেষু।

সম্পাদক মহাশয়,

ভূমণ্ডলে মানবজাতির মহদুপকারী বস্তু সমস্ত মধ্যে ছাপাযন্ত্রকেও গণ্য করা বিধেয়, কারণ তদ্দ্বারা গ্রন্থ সমূহ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া অধ্যয়নে বিবিধ ক্লেশরাশী বিনাশ পায় অধিকন্তু নানা রাজ্যের সমাচার পত্র সকল প্রচার হইবায় তদুপলক্ষে তত্তদ্দেশ নিবাসি জনরাশীর মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যাংশু প্রায় জ্ঞানের কি পর্য্যন্ত প্রাখর্য্য হইয়াছে তাহা পঞ্চবক্ত্রে বর্ণিয়াও শেষ করা দুষ্কর, যথা গত ৩ বৎসর পূর্ব্বে এই বরিশাল নাগর্য্য রাজ্যপালের কার্য্য সংক্রান্ত মহাশয়গণ বঙ্গীয় সংবাদ পত্রিকার রসাস্বাদনে অতিশয় অলস ছিলেন ও সমাচার পত্রের নাম শ্রবণে তাহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের আমূল বিবেচনায় তাঁহারা শ্রবণে হস্তার্পণ করিতেন এবং বঙ্গীয় সমাচার সমূহমধ্যে তাঁহারদিগের কেবল দর্পণের নামমাত্র উপলব্ধি ছিল কিন্তু বহুকালাবধি এজিলার অন্তঃপাতি গোপালপুর নিবাসী যশোরাশি জমীদারাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত মৌলবী ফজলালী সাহেব সমাচারোৎকৃষ্ট ভাবা শ্রেষ্ঠ ভাস্কর সংবাদ পত্র সমাদর পুরঃসর গ্রহণ করিতেছেন অপর ১২৫৩ সনের জৈষ্ঠ মাসে ঢাকা কালেজের ছাত্র অথচ ভাস্কর ও রসরাজগ্রাহক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় বরিশাল বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার শিক্ষকি পদে নিযুক্ত হইয়া আগমন করায় ক্রমশঃ সম্বাদ পত্রের গুণ গৌরবের সৌরব বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় এইক্ষণে এস্থলে ভাস্কর, চন্দ্রিকা, প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, রসরাজ, অরুণোদয়, দুর্জ্জনদমন মহানবমীত্যাদি প্রায় সমুদায় সমাচার পত্রই আগত হইয়া থাকে তন্মধ্যেভাস্করের গ্রাহকই অধিক অর্থাৎ দশের ন্যূন হইবেক না, ঐ সকল সংবাদ পত্র গ্রাহক যুব লোকেরা বাঙ্গালা ভাষা লিখন পঠনে অধুনা সুপটু হইয়াছেন তাহাতে খেদের বিষয় এই যে তন্মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্মে মর্ম্ম ভেদক দর্শন করিতেছি, শাখা পল্লবে বৃক্ষকে কটাক্ষ করে এতদপেক্ষা অবনী মণ্ডলে আর অধিক আক্ষেপের বিষয় কি আছে, তৎপক্ষে অধিক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মহাশয়, ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় মুন্সেফী পরীক্ষোপলক্ষে ঢাকা নগরীতে গমন করায় তাঁহার যে সকল সমাচার পত্র ডাকঘরে আসিয়া সংগ্রহ হইয়াছিল তাহা শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ স্বহস্তে ইংরাজি ভাষায় সম্পাদক মহাশয়দিগকে ডাককেরাণী মুক্তারামবাবুর নামে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া তদ্দ্বারা ফেরৎ পাঠাইয়াছেন, ইহা শ্রবণে পরম পরিতাপিত হইলাম ইহার স্থূল মর্ম্ম এই যে তবেই সম্পাদক মহাশয়েরা দাস গুপ্ত মহাশয়কে চিন্তান্তর করিবেন, এবং তাঁহারা তাঁহার নামে যখন যাহা লিখিয়া প্রেরণ করিবেন তাহা সমাচার পত্রে উদিত হইবে, সেমতে রসরাজ সম্পাদক মহাশয় বিপক্ষপক্ষীয় প্রেরিত বিষয় প্রকটন করণে সম্পাদকীয় ধর্ম্ম পালন ব্যতীত তাঁহাকে কোনমতে পক্ষপাতী বলা যাইতে পারে না, বাস্তব বিপক্ষেরা ইহা মনে করিবেন না সমাচার পত্র ফেরত যাওয়াতেই সম্পাদক মহাশয়েরা গুপ্ত মহাশয়কে চিন্তান্তর করিবেন, তাহা হইলে তাঁহারদিগের মহিমাশশাঙ্কে কলঙ্ক পড়িবে, ঈশানচন্দ্র দাস কি তুচ্ছ, উপস্থিতাভাবে অনেকানেক মান্য গণ্য মহাশয়দিগের সমাচারপত্রও সময়াসময়ে ফেরত যায়, বিশেষে যে মধুসূদন ঘোষ গুপ্ত মহাশয়ের কাগজ ফেরত জন্য এতাক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাঁহার কাগজ ও গতবার ফেরত হইয়া জেনরেল পোষ্ট আফিস পর্য্যন্ত গিয়াছিল তাহাতে তাঁহার কি দ্বিপদ স্থলে চতুষ্পদ হইয়াছে অতএব কাহারো কাগজ ফেরত গেলে তাঁহার অপমান হয় না।

কস্যচিৎ বরিশাল নিবাসিনঃ।

সম্পাদকীয় উক্তি।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র গুপ্তের নামের অনেক ভাস্কর একেবারে ফেরৎ আসিয়াছিল তাহার ডাকমাসুল পাঁচ টাকা আমরা দণ্ড দিয়াছি অতএব দণ্ডের টাকা না পাইলে পুনর্ব্বার কাগজ পাঠাইতে পারি না।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সংবাদ ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, আমরা অনির্ব্বচনীয় উপদ্রব হইতে বিমুক্ত হওনাশয়ে নিম্নোল্লেখিত কয়েকপংক্তি মহাশয়ের স্বদেশ হিতৈষি সর্ব্ব সংবাদ পত্রাগ্রগণ্য সংবাদ ভাস্কর পত্রারূঢ় করণ মানসে প্রেরণ করিলাম আপনি অস্মদ্দিগের প্রতি অনুকম্পান্বিত হইয়া সংশোধন পূর্ব্বক উল্লেখিত পত্র পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, আমরা অস্মরণীয় কাল হইতে বহুপুরুষ পর্য্যন্ত রাণাঘাট থানার সংক্রান্ত আধুনিক সংস্থাপিত মোং শান্তিপুরের ডিপুটি মাজিস্ত্রেটের অধীন প্রদেশস্থ কোন, গ্রামে নিরুপদ্রোহে আপনাপন বিষয় বিভব রক্ষাপূর্ব্বক কালক্ষেপণ করিতেছিলাম বিশেষত ইংলণ্ডবাসি শ্বেতাঙ্গধারি সদ্বিচারক রাজনীত্যধিকাংশ প্রতিপালক মহানুভব ইংরাজদিগের এতদ্বৃহদ্বঙ্গরাজ্য শাসনাধীন হওনাবধি তাহারদিগের সংস্থাপিত শান্তিকার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বিধায় তৎকর্ম্মে একালপর্য্যন্ত নিপুণ উদ্যোগ বিশিষ্ট শান্তিরক্ষক সমস্ত নিযুক্ত থাকায় আমরা কস্মিনকালে অর্থাৎ বর্ত্তমান কালাবধি চৌর্য্যবৃত্ত দস্যুশঙ্কা ইত্যাদি সহিত অপরিচিত ভাবে আপনাপন ধনাদি নির্ভাবনায় যথাতথা বিস্তার পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলাম, অধুনা কিয়দ্দিবস হইল এপ্রদেশস্থ শলো, মাটকোমরা, মাগুরখালি, কোড়াবাড়ী, গাঙ্গনাপুর, মাগুরকলি, ইত্যাদি কয়েকখানা গ্রামস্থ দুর্জ্জনদিগের দ্বারা যেপ্রকার চুরী ডাকাইতী, রাহাজানি প্রভৃতির প্রবলতা হইয়াছে তাহাতে রাত্রিকালে পরম সুখদা নিদ্রার সহিত প্রায় কাহারো সাক্ষাৎ না হইয়া ঐ রজনীতে প্রাণবায়ুকে কণ্ঠদেশে আনয়ন পূর্ব্বক সমস্ত জনেরি নিশাক্ষেপণ করিতে হয়, পরে রজনী প্রভাতা হইলে প্রতি দিবস প্রতিগ্রামস্থ প্রজামণ্ডলী মধ্যে হাহাকারধ্বনি হইতেথাকে, কেহ বা সর্ব্বস্বধন জলপাত্র ভোজনপাত্র পর্য্যন্ত তস্করাদরে অনিচ্ছায় প্রদান করিয়া বিলাপ সাগরে নিমগ্ন হইতেথাকে, কেহবা বহুকষ্টোপার্জ্জিত জীবনোপজীবিকা অর্থ সমূহে বঞ্চিত হইয়া রাজবর্ত্মে রোরুদ্যমানে ধূলাভিলুণ্ঠিত হইয়া পতিত হয়, তথাচ তস্করগণকে সাধুবাদ দিতে হইবেক যেহেতু তাহারা সর্ব্বস্ব অর্থ তৈজসাদি লইয়াই মনঃসন্তোষে প্রস্থান করিয়া প্রাণধনের উপর কোন আঘাত করে না কিন্তু দুরাত্মা নিষ্ঠুর নির্দ্দয়ক দস্যুদল উভয় ধন হরণ মানসে আগমন করত তৎসাফল্যে প্রস্থান করে অতএব হে সম্পাদক মহাশয়, এতদ্রূপ হৃদয় বিদীর্ণ ও প্রাণসংহারকারি দুর্ঘট ঘটনা সমস্ত এতদ্দেশ মধ্যে প্রতিদিনসই হইতেছে এতদ্বিষয় পোলীস প্রহরি মফঃস্বল মাজিস্ত্রেট দারোগা সাহেবেরদের কর্ণগোচর হইলে অথবা করাইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আগমন পুরঃসর তস্করানুসন্ধান করা দূরে থাকুক অগ্রেই আপনারদিগের লাভাংশের কথা কহিয়া বসেন তাহাতে একে তস্কর বা দস্যু কর্ত্তৃক যথাসর্ব্বস্বাপহৃত হইয়াছে তখন সে ব্যক্তির গৃহে এমত একটা জলপাত্রও নাই যে তদ্বিনিময়ে তাঁহারদের স্থূলোদর পূর্ণ করিবেক, সুতরাং দারোগা সাহেবকে উৎকোচ দিতে অক্ষমতা জানাইলে দারোগারা একেবারে প্রজ্বলিত ক্রোধানলে পতিত হইয়া আরক্তলোচন ঘূর্ণায়মান পূর্ব্বক, ওঠাও পালকী এলোক্‌কা বেলকোল এস্তেলা ঝুঁট হ্যায়, এই কথা কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান পুরঃসর তথা হইতে সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বয়ানে রিপোর্ট করিয়া বসিয়া থাকেন এবং যদ্যপিও দুই একটা ঘটনায় দারোগারা তস্করদলকে অপহৃত দ্রব্যের সহিত ধৃত করত লোকাপবাদাশঙ্কায় উপরিস্থ বিচারালয়ে প্রেরণ করেন তথায় তাহারা বিচারপতির সুকোমল দয়ার্দ্র চিত্তোদ্ভব সুনেত্রে পতিত হইয়া সাধুরূপে বিনাদণ্ডে তদ্দণ্ডে তদ্দায় হইতে উদ্ধার হইয়া স্বীয়২ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে দুঃখি প্রজাদিগের উপর পূর্ব্বাধিক দৌরাত্ম্য করিতে থাকে, এবং এতদ্বিষয় নিবারণ নিমিত্ত শান্তিরক্ষক বিচারপতি সাহেব মৌসুফের নিকট আবেদন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ বিনানুসন্ধানে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দেন, অপিচ এতদ্বিষয় বারম্বার কেহ স্বয়ং নাম ধাম দিয়া উপরিস্থ আদালতে আবেদন করেন না যেহেতু তথায় ইষ্টসিদ্ধ না হইলে দুরন্ত দস্যুগণ কর্ত্তৃক তাহার বিবিধ প্রকারে ক্ষতি হওন সম্ভাবনা, এস্থলে, হে সম্পাদক, উল্লেখিত বিচারপতি সাহেবের দুর্নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিনাদণ্ডে বিমুক্ত করার বিষয় কারণান্বেষণ করিলে তাঁহার উপরিস্থিত বিচারালয়ে আপন অধীন প্রদেশ মধ্যে ন্যূন সংখ্যক চুরী ডাকাইতী হওয়া প্রকাশাপেক্ষা অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না কিন্তু তাঁহার কি ভ্রম, কেন না যখন প্রদেশস্থ প্রজাগণ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করণাসমর্থ হইয়া উচ্চাদালতে বিচারপতি সাহেবের অমনোযোগিতার বিষয় আবেদন সহকারে সপ্রমাণ করিবেক তখন তিনি উক্ত প্রশংসাকাঙ্ক্ষায় একেবারে নৈরাশ হইয়া কিরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন তাহা ক্ষণমাত্রের নিমিত্ত মনোমন্দিরে স্থান প্রদান করেন না, যাহা হউক, সম্পাদক মহাশয়, আমরা কতিপয় ব্যক্তি উল্লেখিত চৌরোদরে আপনাপন পৈতৃক এবং স্বোপার্জ্জিত ধন প্রদান পূর্ব্বক পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এই মহানগর কলিকাতায় সপরিবারে বাস করণে বাধিত হইয়াছি কিন্তু 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, এতদ্বচনানুসারে জন্মস্থানের মায়া পরিত্যাগ করণাসমর্থ হইয়া বিশেষত আমরা পল্লিগ্রামস্থ মনুষ্য তথায় অল্পায়ে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এবিধায় পুনরায় স্বদেশে যাওনের সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে কিন্তু প্রাগুক্ত দুর্জ্জনদিগের দমন এবং দৌরাত্ম্য নিবারণ না হইলে ধন প্রাণ মানাশঙ্কায় তথায় বাস করিতে সাহস হয় না একারণ মহাশয়ের স্বদেশোপকারক সর্ব্বজনাবগতকারি সংবাদ ভাস্কর পত্রারূঢ় করণ মানসে এই পত্র প্রেরণ করিয়া মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যাহাতে এতদ্বিষয় বিচারপতিদিগের কর্ণগোচর হইয়া নিবারণ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন ইতি।

কেষাঞ্চিৎ প্রদেশবাসি অশেষ যন্ত্রণা সহ্যকারি প্রজাবর্গাণাং।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা আমরা সর্ব্বসাধারণ লোক সকলকে জানাইতেছি যে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতি নড়াইল নিবাসি শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় ও শ্রীযুত বাবু হরনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রাধাচরণ রায় জমীদার প্রভৃতি তিন ভ্রাতার অধীনে যে সকল স্থাবরাস্থাবর বিষয় জমীদারী ও তালুক ও পত্তনী তালুক ও মৌরসী জমা ও লাখেরাজ ভূমি ও বাগান ও পুষ্করিণী ও নীলের কুঠী জেলা বজেলায় এবং নানাবিধ অস্থাবর বিত্ত সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতে আমারদিগের যথার্থ স্বত্বাধিকারিত্ব বিধায় অর্দ্ধ অংশ যথার্থ নিরূপিত আছে তাহা উক্ত রায় জমীদারগণ অন্যায় ও অধর্ম্ম আচরণের দ্বারা না দেওয়ায় আমরা তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত রীতিমত রাজসন্নিধানে অভিযোগ অর্থাৎ নালিস করিয়াছি ভরসা আছে যে তাহা অবশ্যই লভ্য হইবেক অতএব সদ্বিবেচক সুবোধ ব্যক্তি সকলের কর্ম্ম নহে উক্ত রায় মহাশয়দিগের নিকট উক্ত বিষয় সকল খোসকবালায় কি কট্‌কবালায় ও বন্ধক কিম্বা ঐ মত অন্য কোন রকমে টাকা দিয়া লেন, অথবা কোন রকমের ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করান, অতএব নিষেধ করা যাইতেছে জমীদারী ইত্যাদি বিষয় কোন রকমের পত্তনী কি মৌরসী কিম্বা ইজারা প্রভৃতি জমা লইয়া আমারদিগের দখলাদির ব্যাঘাত কোনমতে কেহ না করেন বরং যদি কেহ উক্ত মতে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে তাঁহার উচিত যে অচিরাৎ সেসব ভুল শোধরাইয়া রীত্যনুসারে যথার্থরূপ কর্ম্ম করেন, আর যদি ইহার ব্যত্যয় করিয়া আমারদিগের ক্ষতির চেষ্টা করেন তবে রাজসন্নিধানে পরাজয় মানিয়া অবশ্যই আপন ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবেক ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৭ শ্রাবণ।

শ্রী গুরুদাস রায়স্য।
শ্রী রামরঙ্গিণী দাস্যাঃ

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপিরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪৬ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৬জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১২ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা আমরা সর্ব্বসাধারণ লোক সকলকে জানাইতেছি যে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতি নড়াইল নিবাসি শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় ও শ্রীযুত বাবু হরনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রাধাচরণ রায় জমীদার প্রভৃতি তিন ভ্রাতার অধীনে যে সকল স্থাবরাস্থাবর বিষয় জমীদারী ও তালুক ও পত্তনী তালুক ও মৌরসী জমা ও লাখেরাজ ভূমি ও বাগান ও পুষ্করিণী ও নীলের কুঠী জেলা বজেলায় এবং নানাবিধ অস্থাবর বিত্ত সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতে আমারদিগের যথার্থ স্বত্বাধিকারিত্ব বিধায় অর্দ্ধ অংশ যথার্থ নিরূপিত আছে তাহা উক্ত রায় জমীদারগণ অন্যায় ও অধর্ম্ম আচরণের দ্বারা না দেওয়ায় আমরা তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত রীতিমত রাজসন্নিধানে অভিযোগ অর্থাৎ নালিস করিয়াছি ভরসা আছে যে তাহা অবশ্যই লভ্য হইবেক অতএব সদ্বিবেচক সুবোধ ব্যক্তি সকলের কর্ম্ম নহে উক্ত রায় মহাশয়দিগের নিকট উক্ত বিষয় সকল খোসকবালায় কি কট্‌কবালায় ও বন্ধক কিম্বা ঐ মত অন্য কোন রকমে টাকা দিয়া লেন, অথবা কোন রকমের ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করান, অতএব নিষেধ করা যাইতেছে জমীদারী ইত্যাদি বিষয় কোন রকমের পত্তনী কি মৌরসী কিম্বা ইজারা প্রভৃতি জমা লইয়া আমারদিগের দখলাদির ব্যাঘাত কোনমতে কেহ না করেন বরং যদি কেহ উক্ত মতে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে তাঁহার উচিত যে অচিরাৎ সেসব ভুল শোধরাইয়া রীত্যনুসারে যথার্থরূপ কর্ম্ম করেন, আর যদি ইহার ব্যত্যয় করিয়া আমারদিগের ক্ষতির চেষ্টা করেন তবে রাজসন্নিধানে পরাজয় মানিয়া অবশ্যই আপন ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবেক ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৭ শ্রাবণ।

শ্রী গুরুদাস রায়স্য।
শ্রী রামরঙ্গিণী দাস্যাঃ

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে বালাখানায় মহেশ মুখয্যার বাটীতে আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় এই স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাস, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৯সাল ২৪ ফিব্রুআরি।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৪ফিব্রুআরি তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

১৫ ধারা। নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা পূর্ব্বোক্ত মত অন্য সিরিস্তার কোন আমলা যদি বিনানুমতির লবণ ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরক্তি রূপে এবং অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির জিনিস কি দ্রব্য ক্রোক করেন কিম্বা কোন ব্যক্তিকে ক্লেশজনক রূপে অথবা অনাবশ্যকমতে গ্রেপ্তার করেন বা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্তে যে কর্ম্মের আবশ্যক না থাকে এই মত কোন অত্যাচারের কর্ম্ম করেন তবে সেই ব্যক্তি ৫০০ পাঁচশত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৬ ধারা। নিমক চৌকীর সিরিস্তায় নিযুক্ত কোন আমলা অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিস্তার কোন আমলা যদি বিনানুমতিতে লবণ আনয়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করেন অথবা এই আইনক্রমে গ্রেপ্তার হওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইন মতে খালাস করেন বা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করেন কিম্বা যে কার্য্যের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লংঘন হইতে পারে অথবা লবণের রাজস্বের হানি হইতে পারে এই মত কর্ম্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন তবে সেই আমলা ৫০০ পাঁচশত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৭ ধারা। নিমক চৌকীর সিরিস্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিস্তার যে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য্য করণ বা না করণের পুরস্কার স্বরূপ আইনের কি গবর্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফীমের বোর্ডের হুকুমনা হওয়া কোন পরস্কার চাহেন বা লন এবং এই মত কোন আমলাকে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করণের প্রবৃত্তি দেওনার্থে যে কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০০ পাঁচশত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতার পোলীস।

নগরীয় পোলীস মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা এতদ্দেশীয় লোকের্দের নিকট কতটাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং উত্তমর্ণগণের স্থানে বাধিত থাকায় প্রকৃত বিচারের অন্যথা হয় কি না ইত্যাদি প্রকরণানুসন্ধানার্থ গবর্ণমেণ্ট সদরীয় সদ্বিচারক মান্যতম শ্রীযুত কালবিন সাহেবকে এবং প্রদেশীয় পোলীসের উপযুক্ত সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডাম্পিয়রসাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে উভয় মহাশয় গত সোমবারে কলিকাতা পোলিসে সমাগত হইয়া প্রধান মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত পেটন সাহেব ও সিনিয়র মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত মেজর বর্চ সাহেব, জুনিয়র মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত হিউম সাহেব এবং বর্ত্তমান সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত লা সাহেবের সহিত কথোপকথন করিয়া ইংরাজী সমাচারপত্রে যেবিজ্ঞাপন দিরাছেন তাহার অনুবাদ এই।

"পোলীসের অবস্থানুসন্ধানার্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযোজিত কমিস্যনর সাহেবেরা মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের উপস্থিত নিয়মানুযায়িক বিচার সম্বন্ধীয় অথবা একজিকিউটিব কার্য্য সম্পর্কীয় কর্ম্মের কোন প্রকরণের কথা লিখিত নগর বাসি যে কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত পত্র পাইলে অধিক আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পত্র পোলীস আফিসে উক্ত কমিস্যনরদিগের সমীপে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে শ্রীযুত কলবিন সাহেবের নিকটে অথবা প্রদেশীয় পোলীসের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট কাছারীতে শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেবের সমীপে অর্পণ করিতে পারিবেন।

আগামি বুধবার ২৫ তারিখ বেলা ১১ ঘণ্টাকালে এবং তৎপর শনিবার ২৮ তারিখে উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে কমিস্যনর সাহেবেরা পোলিস আফিসে পুনর্ব্বার বৈঠক করিবেন এবং যাবৎ এই অনুসন্ধানের শেষ না হয় তাবৎ কাল তাঁহারা সপ্তাহের উল্লেখিত দিবস দ্বয়ে ক্রমিক একত্র হইবেন, যাবৎ না অন্যমত ব্যক্ত হয় তাবৎ এই বৈঠক সকল প্রকাশ্য রূপে হইবেক।

(স্বাক্ষরিত) ডাবলিউ ডেম্পিয়র।
জে, আর, কলবিন।

কমিস্যনর মহাশয়দিগের ঘোষণা পত্র পাঠে আমরা আপ্যায়িত হইয়াছি, নগরীয় প্রধানাপ্রধান ব্যক্তি মাত্র যে কেহ পোলিসের যে কোন অন্যায়াচরণ জ্ঞাতা আছেন তাহা ব্যক্ত করণে তাঁহারা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন কমিস্যনর মহাশয়েরা প্রজাবর্গের দুঃখের কথা শ্রবণ করিতে ধনি দরিদ্র ভিন্ন জ্ঞান করেন নাই কিন্তু আমারদিগের সন্দেহ এই যে ঘোষণা পত্র কেবল ইংরাজী ভাষায় ইংরাজি পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এজন্য সর্ব্বসাধারণের সুগোচর হইবার ব্যাঘাত হইবেক, অতএব কমিস্যনর মহাশয়দিগের মন্তব্য বিষয় নগরীয় তাবৎ সমাচার পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণ উচিত জ্ঞান হইতেছে এবং তৎ সহকারে আন্তরিক কথা ব্যক্ত করণার্থ নগর নিবাসি গণকে অভয় প্রদানকরাও যুক্তিসিদ্ধ বোধহয়, পদস্থরাজপুরুষদিগের বিপক্ষে ন্যায্য দোষ নির্দ্দেশ করাও অল্প সাহসের বিষয় নহে, অতএব অভয় প্রদান ব্যতীত ভীরু স্বভাব বাঙ্গালিরা অবশ্যই অধিক শঙ্কা করিবেন।

সুপ্রিমকোর্টের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের তিরস্কারে এবং সমাচার পত্রে পুনঃ২ আন্দোলনেতেই গবর্ণমেণ্ট পোলীসের কর্ম্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, অতএব এই সুযোগ সময়ে নগরবাসি লোকেরা আপন২ দুঃখের বিবরণাদি অব্যক্ত রাখিলে তৎ প্রতিকারার্থ পুনঃপ্রার্থনা করিতে পারিবেননা, গবর্ণমেণ্ট ইহার পরকি আর এবিষয়ে কর্ণপাত করিবেন, কদাচ নহে, প্রজাবর্গের ক্লেশকর প্রকরণ সকল সপ্রমাণ হইলে এইক্ষণে সংশোধন হইবেক তদন্যথা নাই, মেজর বর্চ সাহেব অধিক ঋণী বিধায় পোলীস হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন, ইহাতে কোন মাজিস্ট্রেটের অসদ্বিচার প্রচার হইলে কিতিনি পদস্থ থাকিতে পারিবেন, ইতি পূর্ব্বে অনেকে আমারদিগের নিকট পোলীসের নানা দোষ বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহারা তত্তাবৎ বিষয় এইক্ষণে কমিস্যনর সাহেবদিগের সমীপে সপ্রমাণ করিতে উদযুক্ত হউন, প্রকৃত কথনে শঙ্কা কি, বিশেষত গবর্ণমেণ্ট তৎশ্রবণেই এই কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এমত সুযোগ সময় বৃথা নষ্ট করা বিধেয় নহে।

অত্যল্পকাল গত হইল নগরবাসি কতিপয় ব্যক্তি নগরীয় পোলিসের প্রতি দোষারোপ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে এক আবেদন প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন কিন্তু ঐ পত্রে অধিক লোকের স্বাক্ষর করাইতে না পারিয়া তৎকালে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা অর্পণ করিতে পারেননাই, এইক্ষণে সেই আবেদন পত্রে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর আবশ্যক করেনা, কমিস্যনর মহাশয়েরা এক জনের স্বাক্ষরিত পত্রও গ্রহণ করিবেন, অতএব নগরবাসি মহাশয়েরা এইক্ষণে মৌনাবলম্বন করিলে সর্ব্বত্রকলঙ্কী হইবেন এবং চিরকাল দুঃখে থাকিবেন, এতদ্বিবেচনায় দেশের উপকারকরণ যদ্যপি তাঁহারদিগের উদ্দিশ্য হইয়া থাকে তবে এই সময়ে প্রকাশ হইয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, নচেৎ ইহার পর আমরা অনায়াসে কহিব, প্রধানলোক সকলকে রাজপুরুষদিগের কোপে নিপাতিত করাই তাঁহারদিগের প্রথম উদ্যোগের নিগূঢ়াভিপ্রায় ছিল এবং আত্মীয় স্বজনকে এরূপে অপদস্থ বা হতসম্মান করণ চেষ্টাতে যে কত মন্দহইতে পারে, তাহাকি তাঁহারা বুঝেননা।

প্রস্তাব সমাপন কালে আমরা কমিস্যনর মহাশয় গণকে আর এক নিবেদন জানাই প্রতি মাজিস্ট্রেট একাল পর্য্যন্ত প্রতি দিন নিয়মিত কর্ম্ম করিয়াছেন কি না তাঁহারা তদনুসন্ধান করিবেন, পোলিসের কর্ম্মচারি গণকে শপথ প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেই এবিষয় ব্যক্ত হইবেক অধিক আয়াশ প্রকাশ করিতে হইবেক না এবং পোলিস আমলারা যোগ্যতা কি উপরোধানুরোধে কর্ম্ম পাইয়াছেন ইহা জানাও তাঁহারদিগেরপক্ষে প্রয়োজনীয় হইতেছে, কারণ এই সামান্য সূত্রে তাঁহারদিগের বিচারে উপরোধানুরোধ প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছে কি না তাহার মর্ম্মানুধাবন হইতে পারিবেক।

প্রেরিত সম্বাদ।

গাজিপুরে হিন্দুদিগের ঐক্য।

গত ৮ জুলাই তারিখে গাজিপুর সহরে কতকগুলিন মোসলমান একটা বৃষকে বঁড়সার আঘাতে মৃত প্রায় করিয়াছিল একারণ উক্ত সহরের প্রায় এক সহস্র ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ি ব্যক্তি সকল একত্রহইয়া কথিত স্থানের মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অভিযোগ করেন এবং সকলে এক দিবস স্বীয়২ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া মাজিস্ত্রাটর কাচারীতে উপস্থিত হইবায় উক্ত সাহেব দোষি দিগের চারি জনকে ৯ জুলাই তারিখে আইনানুসারে লৌহ শৃঙ্খল সহিত ছয় মাস কারারুদ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন বিচার স্থলে আট নয়শত মোসলমানও একত্র হইয়াছিল কিন্তু তাহারা দোষিদিগের কিছু উপকার করিতে পারে নাই কেবল অতিশয় গোলযোগ মাত্র করিয়াছে তাহাতে হিন্দু সিপাহিরা তাহারদিগকে যথোচিত দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয় আর কতকাল পরে এতদ্দেশে একপ ঐক্য প্রকাশ হইবে আমারদিগের এমত সৌভাগ্য কবে দেখিব হিন্দু সকল একত্র হইয়া হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষার্থে চেষ্টা পাইতেছেন।

বিবিধ সমাচার।

আমারদিগের বর্ত্তমান মহারথী স্যার চালস নেপিয়র সাহেব অনুজ্ঞা করিয়াছেন পঞ্জাবীয় ব্রিটীস সেনাপতিরা এইক্ষণে ছুটী পাইবেন না, এবং পূর্ব্বে এতাদৃশ ছুটীর বিষয়ে যে সকল আজ্ঞা হইয়াছিল তাহাও রহিত করিয়াছেন, এরূপ কঠিন নিয়মের তাৎপর্য্য এই বুঝাযায় পঞ্জাব রাজ্য এপর্য্যন্ত সুশাসিত হয় নাই এই কারণ তিনি পঞ্জাবে উপদ্রবশঙ্কা করেন, এমত কালে সেনানীগণের তথায় উপস্থিত থাকাই আবশ্যক, অতএব আমরা এবিষয়ে শ্রীযুতের প্রশংসা করিলাম, যেহেতুক সাবধানের বিনাশ নাই।

ইংরাজি পত্রপাঠে অবগতি হইল গবর্ণর জেনরলবাহাদুর সাম্প্রতিকাধিকৃত পঞ্জাব রাজ্যময় অর্দ্ধ আনা ডাকমাসুল গ্রহণ করণীয়নিয়মসংস্থাপনের আদেশ করিয়াছেন এই অল্প মাসুলের সৃষ্টি সম্বন্ধে সাধারণ প্রজামাত্র সুখী হইবেন সন্দেহ নাই, ডাকমাসুলের ন্যূনতা পক্ষে সমাচারপত্র সম্পাদক মাত্রই অনেকবার অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং ইহাতে যে উপকার তাহাও বাহুল্য রূপে ব্যক্ত করা গিয়াছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা স্বার্থ পরত্ব দোষে একালপর্য্যন্ত এবিষয়ে কর্ণপাতকরেন নাই, অতএব শ্রীযুত ডেলহৌসি মহাশয় যখন তদ্গুণ বিবেচনায় পঞ্জাব প্রদেশে এই সুনিয়ম প্রচলিত করিলেন তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডাক মাসুল ন্যূন হইবেক এমত প্রত্যাশা হইতে পারে, ডাকমাসুল বিষয়ে দূর দেশে সুনিয়ম করিয়া রাজপুরুষেরা নিকটবর্ত্তি রাজ্যসকলের মধ্যে আর কতকাল ঐ বিষয়ে কুনিয়ম রাখিবেন, তাহাতে কেবল তাঁহারদিগের গৌরব হানি এমত নহে সর্ব্বত্র উত্তেজনাসহ্য করিতে হইবেক, অতএব এই শুভানুষ্ঠানে এতদ্দেশের প্রজাগণ সুখী হইবেন তদন্যথা নাই, এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি শ্রীযুত লার্ড সাহেব অবিলম্বে এতদ্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি করেন, ডাক মাসুলের আধিক্য জন্যই আমারদিগে...সমূহ অনিষ্ট হইতেছে, তদুপরি তৎ...ম্মের বিশৃঙ্খলতায় প্রজা কুলের ততোধিক হানি হয় অতএব এতদ্ব্যাপারে আশু মনোযোগ রাজপক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

হরকরা পত্রে লেখে এতদ্দিনের প...কলিকাতা নগরে গাড়ি ঘোড়ার কর ...গ্রহ আরম্ভ হইল।

পোলিসের নবীন সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট ম...শয় একজন ইনিস্পেকটর ও নদী র...ক সারজনকে তাহারদিগের কর্ম্মে ...শিথিল্যদেখিয়া কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন।

হে কালকবল, তোমাকে কোটি২ নমস্কার করি, কখন কাহাকে গ্রাস করিবে তমিই জান, তোমার ব্যাপার জ্ঞানের অগোচর, আমরা স্বপ্ন যোগেও জানিতে পারি নাই দৃষ্টি বৃষ্টি দ্বারা জলপ্লাবিত হইয়া সাধারণ বন্ধু গুণসিন্ধু বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয়ের মৃত্যু সমাচার লিখিয়া ভাস্করকে শোক ব্যাকুল করিতে হইবেক, তাহা জানিতে পারিলে হৃদয়কে পাষাণময় করিয়া লৌহলেখনীকে হস্তে লইয়া প্রস্তুত থাকিতাম, গত মঙ্গলবাসরীয় ভাস্কর পত্র যন্ত্রারূঢ় হইয়াছিল এমত সময়ে কোন আত্মীয় লোক দ্রুত আসিয়া সমাচার দিলেন চন্দন কাষ্ঠময়ী পর্ব্বতাকৃতি চিতা ...দর্শন করিয়া ত্বরায় আসিলেন, স্বর্গীয় সাধু পুরুষ বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক মহাশয়ের পুত্র পৌত্রাদি দৈবকুমারাভ বা...গণ ঐ চিতা সন্নিধানে রোদন করিতেছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন বৈষ্ণবদাস বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয়ের শবদাহ হইতেছে, সমাচার দায়ক বন্ধু যখন দ্রুত আসিয়া প্রেসমেনকে ভাস্কর মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য নিষেধ করিতে কহিলেন তখন আমারদিগের জ্ঞান হইল কি জানি মন্দ সমাচার লইয়া আসিয়াছেন অতএব আমরাও প্রেসমেনকে নিষেধ করিয়া লেখনী হস্তে লইয়া তাঁহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম, কিন্তু সমাচার ...তো এমত সমাচার দিলেন তাহা বজ্র...নির ন্যায় কর্ণ প্রবিষ্ট হইল, অতএব আমরা প্রায় পাদঘণ্টা পর্য্যন্ত শুদ্ধ হইয়া রহিলাম, বাক্য ও সরেনা, হস্তও চলেনা, তৎপরে মূর্চ্ছার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিবেচনা করিলাম বর্ত্তমান কালীন কলিকাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র গেলেন, এমত মহৎ লোকের মৃত্যু সমাচার না লিখিলে আমারদিগের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইবে, অতএব গত মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে কষ্ট সৃষ্ট্যা এতদ্বিষয়ে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছি, কিন্তু আমার দিগের বিদেশীয় পাঠক মহাশয়েরা বলিতে পারেন বীরনৃসিংহ বাবুর মৃত্যু শোকে আমরা কি জন্য কাতর হইলাম অতএব ঐ গুণসাগর মল্লিক মহাশয়ের চরিত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখি, অনুভব করি বিদেশীয় পাঠক মহাশয়েরা ও বীরু বাবুর গুণ শ্রবণে তাঁহার মৃত্যু শোকে বাষ্প নিক্ষেপ করিবেন।

কলিকাতা নগরে বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক মহাশয় ধনিবর পুণ্যনর নামে অতি বিখ্যাত ছিলেন, পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে সত্যবাদী জানিয়া এতদ্দেশীয় বহু লোকে তাঁহার হস্তে টাকা জমা রাখিতেন, এতন্নগরীয় বিখ্যাত বাবু অভয়াচরণ মিত্র মহাশয় কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মানুরোধে পশ্চিম হিন্দু স্থানে গমন কালে অতি সঙ্গোপনে বৈষ্ণবদাস বাবুর হস্তে ৫০ হাজার টাকা রাখিয়া যান, দৈব গতিকে পথিমধ্যেই মিত্র বাবুর মৃত্যু হয়, তাঁহার পুত্রেরা জানিতেন না তিনি বৈষ্ণবদাস বাবুর হস্তে ৫০ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু বৈষ্ণবদাস বাবু মিত্র বাবুর পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিলেন তোমারদিগের পিতার এই ধন আমার নিকট আছে তোমরা লও, অপব্যয়ে নষ্ট করিবানা, এই কথা বলিয়া বৈষ্ণবদাস বাবু সুদ সহিত ঐ টাকা মিত্র বাবুর পুত্রগণকে দেন, বস্তুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক মহাশয় সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় দয়াশীল ছিলেন, তাঁহার গুণ ও ধর্ম্ম ব্যবহার লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ব্যতীত পরিশেষ হইবেক না অতএব ঐ মহাশয় ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু বাবু বারনৃসিংহ মল্লিক মহাশয় যিনি গত সোমবার বেলা আড়াই প্রহর সময়ে ভব সংসার পরিত্যাগ করিয়া জাহ্নবী তীর নীরে দেহ রাখিয়া স্বর্গাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন এইক্ষণে তাঁহার বিষয় সংক্ষেপে লিখি।

বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক সর্ব্বাংশে বীরনৃসিংহ জন্মিয়াছিলেন, বুদ্ধি বীরনৃসিংহ, ধনি বীরনৃসিংহ, বিবেচক বীরনৃসিংহ, দয়া বীরনৃসিংহ, মীমাংসক বীরনৃসিংহ, বিচারক বীরনৃসিংহ, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বুদ্ধি বীর জানিয়া সুপ্রিমকোর্টে গ্রান্দজুরী শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা নৃসিংহ বুদ্ধিয়া আপনার দিগের বিষয় ঘটিত বিবাদ কালে ঐ বাবুকে মধ্যস্থ মানিতেন, ইহাতে আমরা অনুমান করি বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয় পাঁচ সাত সহস্র মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি দ্বারা বহু পরিবারকে রক্ষা করিয়াছেন, উক্ত বাবু অতুলধনের কর্ত্তা ছিলেন কিন্তু কেহ বলিতে পারিবেন না তাঁহার অহঙ্কার দেখিয়াছেন, কি তিনি এক কপর্দ্দক অনর্থকব্যয়করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় মান্য লোক দিগের অনেকের ভূম্যধিকারাদি তাঁহার হস্তে বন্ধক ছিল, কিন্তু বীরু বাবু কোন জমীদারকে মনো দুঃখ দেন নাই, এবং নিয়মিত সুদ ব্যতীত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ডিস্কৌণ্ট লন নাই, বীরু বাবু যদি শুনিতেন কেহ পীড়িত হইয়াছেন তবে আপনি তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া দেখিতেন, ডক্তর আনাইয়া চিকিৎসা করাইতেন, বিশেষত এমত মিষ্টভাষি দয়াশীল মনুষ্য আর কেহ দৃষ্ট হইবেন কি না সন্দেহ, বীরু বাবুর সহিত আমারদিগের ভূয়ো দর্শন হইয়াছে, প্রতিবার সাক্ষাতেই তাঁহার মিষ্টালাপ শিষ্টাচারে আমরা আপ্যায়িত হইয়াছি, এমত পরোপকারি মহৎ লোক গেলেন, ইহাতে কেনা খেদিত হইবেন।

বাবু বীর নৃসিংহ মল্লিক মহাশয় যদি প্রাচীন হইয়া সংসার মায়া পরিত্যাগ করিতেন তবে আমরা তাঁহার জন্য এত শোকাকুল হইতাম না, উক্ত বাবুর বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর সাত মাসের অধিক হয় নাই এই সময়ে চরণে এক ক্ষত রোগ যাহাকে সাধারণ লোকেরা,, পশ্চিমা ব্যারাম,, বলেন তাহার পরাক্রম নিবারণ চিকিৎসকদিগের প্রায় অসাধ্য, কলিকাতা নগরে ইংরেজ বাঙ্গালি সাধারণ যত চিকিৎসক আছেন যথাসাধ্য সকলে দেখিয়াছেন কোন প্রকারে মল্লিক বাবুকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, পঞ্চবিংশতি দিবস ঐ রোগ ভোগের পর বাবু বীর নৃসিংহ মল্লিক মহাশয় আমারদিগের সহবাস বিচ্ছেদ করিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহার তৃতীয় সহোদর শ্রীযুত বাবু দীননাথ মল্লিক মহাশয় ঐ সংসারের কর্ত্তা হইলেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি বাবু বীর নৃসিংহ মল্লিক মহাশয় যেরূপ নির্ব্বিবাদে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন দীননাথ বাবু সেই রূপ কর্ত্তৃত্ব করিয়া বৃহৎ গোষ্ঠীকে সুখে রাখিয়া সর্ব্বত্র যশস্বী হয়েন।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য, ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রেম কোর্টঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী গৌরমণী দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী এবং শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর বিরুদ্ধে বেঙ্গিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার ঘোড়াসাকোর দইহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে৬ ৩।৮ নম্বর একএকতালা ইষ্টকনির্ম্মিতগৃহভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণী দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী এবং শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। পশ্চিমদিগে দুর্গাচরণ মল্লিকের বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে রূপনারায়ণ মল্লিকের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে উক্ত দইহাটা ইষ্ট্রিট।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১নম্বর একইষ্টকনির্ম্মিত দোতালাগৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান তিনকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণী দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলি। দক্ষিণ দিগে পাথুরিয়াঘাটা লেন। পশ্চিম দিগে শ্যাম বসাখের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তরদিগে রামহরি তাঁতির ভূমি।

৩ দফা। এবং সহর কলিকাতারপাথুরিয়াঘাটার নাপ্তেহাটার গলি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৷৹দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণী দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরেলিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ও অন্যান্যের বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে মতিলাল মল্লিকের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং সহর কলিকাতার গরাণহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৩৬ নম্বর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ। বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে গলি। পূর্ব্বদিগে পদ্মরাড়ের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে রাধু ভাড়ের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তরদিগে রাধন ঘোষের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং সহর কলিকাতার শিমুলিয়ার ঢুলিপাড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৭৮।৫ নম্বর যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরেলিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কৃষ্ণমোহন দত্তের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে রামলাল ঘোষের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণদিগে আশুতোষ দেবের এক খণ্ড ভূমি ও একবাটী। এবং উত্তর দিগে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির ভূমি।

৬ দফা। এবং সহর কলিকাতার সিমুলিয়ার নয়নচাঁদ দত্তের ইষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১২ নম্বর যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ। বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে গলি উত্তরদিগে উক্ত নয়নচন্দ্র দত্তের ইষ্ট্রিট। দক্ষিণদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। এবং পূর্ব্বদিগে নবকুমার চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অনুেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ জুলাই ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফ। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার বাগবাজার সুতানুটির বসুপাড়ার গলীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১ নম্বর এক একতালা এবং এক তোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটীর কতক অংশ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়ের বাটী। উত্তর দিগে মৃত নবচৈতন্য গোস্বামির বাটী। পশ্চিমদিগে জয়নারায়ণ বসুর পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্বদিগে পূর্ব্বোক্ত বসুপাড়া লেন।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৩ নম্বর অপর একতালা এবং দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটীর কতক অংশ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে রেবতীমোহন গোস্বামির বাটী। উত্তরদিগে পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়ের বাটী। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত জয়নারায়ণ বসুর এক পুষ্করিণী এবং পূর্ব্বদিগে পূর্ব্বোক্ত বসুপাড়া লেন।

৩ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সুতানুটির শ্যামবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ২ নম্বর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহারমধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং অপরাপরের বাটী। এবং পশ্চিম দিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত শ্যামবাজারের গোপীমোহন দত্তের গলীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ২ নম্বর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ।৷৹ দশকাঠা তাহা কিছু কমীহউক বা বেশী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে রামসুন্দর কর্ম্মকারের বাটীর কতক অংশ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের বাটীর কতক অংশ পশ্চিমদিগে এক গলী, উত্তরদিগে আশুতোষ দেবের ভূমির কতক অংশ এবং এক গলীর কতক। এবং পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা।

৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত সহর কলিকাতার বাগবাজার ইষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১১ নম্বর অপর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমির অর্দ্ধাংশ ভূমি অনুমান ।৷৹ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অর্দ্ধাংশে ও তাহার অর্দ্ধাংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা, দক্ষিণদিগে পার্ব্বতী গোস্বামির ভূমি। পূর্ব্বদিগে কেদারনাথ ঘোষের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে মৃত রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ জুলাই ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র স[illegible] কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪৭ সংখ্যা। ১১ বালম হিং ১৮৪৯ সাল ২৮ জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১৪ শ্রাবণ শনিবার মূল্যমাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিৰ্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অৰ্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পাঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে বালাখানায় মহেশ মুখয্যার বাটীতে আসিয়াছেন যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।
লেজিসলেটিব।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৯সাল ২৪ ফিব্রুআরি।
প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৪ফিব্রুআরি তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ———— আক্ট

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচেরলিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

১৮ ধারা। যখন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করেন অথবা কোন বিনানুমতির লবণ ক্রোক করেন তখন তিনি যথাসাধ্য শীঘ্র ঐ গ্রেফ্তার হওয়া ব্যক্তি এবং ক্রোক হওয়া লবণ এবং লবণের সঙ্গে অন্য যে কোন জব্দ হওনের যোগ্য দ্রব্য ক্রোক হইয়াছিল তাহা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব এই আইনানুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থে শহর কলিকাতার যে জষ্টিসঅফদি পীস নিযুক্তকরেন তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবেন। এবং যদি ঐ গ্রেফ্তার অথবা ক্রোক কোন অধীন আমলারদের দ্বারা কি রীতিমত ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন আমলার দ্বারা হয় তবে সেই সেই আমলা তৎক্ষণাৎ ঐ গ্রেফ্তার হওয়া ব্যক্তি ক্রোক হওয়া জিনিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন এবং তিনি আপনি গ্রেফ্তার অথবা ক্রোক করিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ তিনি কার্য্য করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যখন বোধ হয় যে ঐ২ ব্যক্তি অনুচিত মতে গ্রেফ্তার হইয়াছে অথবা ঐ২ সম্পত্তি অনুপযুক্ত মতে ক্রোক হইয়াছে তখন সেই গ্রেফ্তার হওয়া ব্যক্তির দিগকে অথবা সেই ক্রোক হওয়া সম্পত্তি খালাস করিতে পারেন না ইতি।

১৯ ধারা। এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য বলিয়া যখন সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবঅথবা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আমলা কোন লবণ বা অন্য দ্রব্য ক্রোক করে তখন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নালিশক্রমে ঐ ক্রোকী মোকদ্দমা পূর্ব্বোক্ত মতে নিযুক্ত জষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা সরাসরী মতে শুনা যাইবেক এবং নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই লবণ কিম্বা অন্য দ্রব্য যে ব্যক্তিরদের তাহারদিগকে ঐ জষ্টিস অফ দি পীস আপনার সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে তিনি ঐ ক্রোকের কারণ তজবীজ করিয়া ডিক্রী করিবেন এবং ঐ২ জিনিসের জব্দ হওনের হুকুম হইলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুমানুসারে ঐ জিনিস লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহা করিবার বিষয়েঐ জষ্টিসসাহেব সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

২০ ধারা। যখন কোন লবণ, অথবা অন্য কোন দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত মতে ক্রোক হয় এবং তাহার বিষয়ে দাওয়া করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে

সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে হাজির না হয় তখন যে স্থান ও সময়ের বিষয়ে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কলিকাতা গেজেটে এস্তেলা দিয়া থাকেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে ঐ জষ্টিস অফ দি পিস সাহেব ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ঐ তজবীজক্রমে যে লবণ এবং অন্যান্য দ্রব্য তাঁহার বোধে জব্দের যোগ্য হয় তাহা জব্দ করণের ডিক্রী করিবেন। এবং তাহা জব্দ হইলে ঐ জিনিসের মালিক ঐ জষ্টিস সাহেবেরনিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে যেরূপ হইত সেই রূপে ঐ জিনিস নীলাম করণের ওয়ারাণ্ট দিবেন ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

কিঞ্চিৎকাল গত হইল কৃষ্ণনগর কালেজের কতিপয় ছাত্রের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে সমাচার পত্রে অনেক দুর্নাম লিখিত হইয়াছিল কিন্তু আমরা তৎকালীন এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই, অভিপ্রায় এই যে নিশ্চিত না জানিয়া ছাত্রেরদের বিপক্ষে লিখিলে ছাত্রেরা উদ্যমভঙ্গ হইবেন, এইক্ষণে কৃষ্ণনগরীয় কোন মান্য মহাশয় ব্যক্তির পত্র দ্বারা জানিতে পারিলাম ছাত্রেরদের অখাদ্য ভোজন মদ্যপানাদির যে সমাচার সমাচার পত্রে প্রচার হইয়াছিল তাহার এক বর্ণও সত্য প্রকাশক নহে, অতএব আমরা আহ্লাদিত হইয়া বিস্তারিত বিবরণ ব্যক্ত করি।

কৃষ্ণনগর কালেজের এক শিক্ষক শ্রীযুত বাবু রামতনু লাহিড়ী যিনি হিন্দু কালেজে সুশিক্ষিত হইয়া কয়েক বৎসর ঐ কালেজে শিক্ষকতা করেন তাঁহার চরিত্রাদির বিষয় আমারদিগের অগোচর নাই, রামতনু বাবু মহদ্বংশ্য দয়াবান সত্যবাদী সবোধ লোক, ছাত্রেরা তাঁহার বাসায় অখাদ্য ভোজন মদ্য পান করিয়াছেন কেহ গঙ্গাজল তুলসী পত্র হস্তে করিয়া বলিলেও আমরা তাহা বিশ্বাস যোগ্য জ্ঞান করি না, যেহেতুক রামতনু বাবুর ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বাস্তবিক বিদ্যানুরাগি কয়েক জন ছাত্র রামতনু বাবুর বাসায় গমনাগমন করিতেন, তাহাতেই কথায়২ হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে রহস্য বিধায় কোন ছাত্র বলিয়া ছিলেন " অবিদ্যাগণকে বিদ্যাদান করিলে অবিদ্যাপ্রিয় গোয়াড়ী প্রবাসিরা অবিদ্যা বিরহে অসুখী হইবেন,, কোন বিদ্যালয়ের বালকেরা যদি এরূপ সাধু ভাষায় কৌশলাশয় বক্তৃতা করিতে পারেন তবে বিদ্যানুরাগি মহাশয় ব্যক্তিরা আহ্লাদিত হয়েন কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে গোয়াড়ী প্রবাসিরা এই বিষয় শ্রবণমাত্র কুপিত হইয়া সৎকথক ছাত্রেরদের এই অখ্যাতি প্রকাশ করিয়া দিলেন ছাত্রেরা শিক্ষকের গৃহে অখাদ্য ভোজন মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যাহাতে কালেজ নিপাত হয় এমত উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এপর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার বাষ্পও জানিতে পারেন নাই, তৎপরে নবদ্বীপাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর শ্রবণ করিলেন কৃষ্ণনগর কালেজীয় ছাত্রেরদের অখ্যাতি প্রকাশ হইয়াছে, ঐ মহারাজ বাহাদুর উক্ত কালেজের এক জন অধ্যক্ষ, ছাত্রেরা কুপথগামী হইলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন, প্রত্যুত গবর্ণমেণ্ট অনুযোগ করিবেন তাঁহার অধ্যক্ষতাধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কুপথগামী হইতেছেন তিনি তাঁহারদিগকে শাসন করেন না, অতএব মহারাজ বাহাদুর সম্পূর্ণ মনোযোগী হইয়া তাবদনুসন্ধান করিলেন, এবং ঢেঁড়রা দ্বারা গ্রামে২ রাষ্ট্র করিলেন কৃষ্ণনগর কালেজের কোন ছাত্রের কোন দোষ যদি কেহ জানেন তবে তাঁহার সাক্ষাতে প্রকাশ করিবেন কিন্তু ইহাতেও কেহ বলিলেন না কোন ছাত্র কুপথগামী হইয়াছেন, অতএব গোয়াড়ি প্রবাসিরা ভগ্নানুরাগ হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লিখিত এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করেন, তাহাতে লেখেন এই প্রতিজ্ঞাপত্রে যিনি স্বনাম স্বাক্ষর না করিবেন তিনি সকলের ত্যাজ্য হইবেন, বোধ হয় গোয়াড়ি প্রবাসি আমলাদিগের অভিপ্রায় ছিল রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুরকে এই সুযোগে বিনত করিবেন কেন না রামলোচন ঘোষ মহাশয় এমত ঘৃণিত প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবেন না তাবেই গোয়াড়ি প্রবাসি উৎকোচ গ্রাহক ইন্দ্রিয়দাস দাস জাতীয়রা জয়ী হইবেন কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র রামলোচন বাবুর সাক্ষাৎ গমনের পূর্ব্বেই সাধারণের অগ্রাহ্য হইল, ব্রাহ্মণেরা কেহ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন না, বিশেষত যাহাতে নবদ্বীপাধিরাজের স্বাক্ষর নাই তাহাতে অন্যেরা স্বাক্ষর করিবেন এমত সম্ভাবনা কি, অতএব বিপক্ষেরা ভগ্নোদ্যম হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুর স্বর্গবাসী হইয়াছেন, তথাপি তদ্বংশ তিলক শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ধর্ম্ম বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষীয় সেই রাজনিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহার অধিকার মধ্যে কেহ স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি রাজদণ্ড হয়, কৃষ্ণনগরে মিসনরি বিদ্যাগারের এক জন হিন্দু বালককে মিসনরি শিক্ষকেরা বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টীয়ান করণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর মিসনরি বিদ্যালয় ভঙ্গ করিয়া স্বীয়াধিকারে রাজবাটী সন্নিহিত এক বাটীতে মিসনরি বিদ্যালয়স্থ দরিদ্র বালকগণকে শিক্ষাদান করাইতেছেন, ন্যূনাধিক দুই শত বালক তথায় শিক্ষা পাইতেছে, বিদ্যালয়ের প্রায় তাবৎ ব্যয় মহারাজ দেন, এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও স্বকীয় বেতনের অর্দ্ধেক দিয়া আনুকূল্য করেন, অগ্নিহোত্রি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের এবং বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজাধিরাজ রাজশ্রী মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের ব্যবহারের প্রতি আমারদিগের চক্ষু কর্ণ নিযুক্ত রাখিয়াছি, এবং উভয় মহারাজ যুবলোক হইয়াও সদ্ব্যবহার দ্বারা আমারদিগকে তৃপ্ত করিতেছেন, মান্য হিন্দু মহাশয়েরা চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রক্ষার্থ কাশীতে এবং অন্যান্য স্থানে শিবস্থাপন করেন আমরা তাহা চাহি না, আমারদিগের এই অভিলাষ মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, বর্দ্ধমানাধিপতি সম্রাট বিশেষ মহারাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর, নাটোরের মহারাজ বাহাদুর, পুঁঠীয়ার যুবরাজ ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, পূরণীয়ার রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর, ভূকৈলাসাধিপতি রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর. ক্ষেত্রিয় তিলক ত্রিপুরার যুবরাজ বাহাদুর, কায়স্থচূড়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ইত্যাদি প্রধান২ রাজাগণও এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ধনিলোকসকল সময়ে২ একবাক্য হয়েন, তাহা হইলে এই সকল মহাশয়েরা স্বদেশের মঙ্গলকর নানা কীর্ত্তিস্থাপন করিতে পারেন, শিবালয়াদি কীর্ত্তিকলাপ কালে বিলোপ হয়, বিদ্যানিধিকে বিধিও বিনষ্ট করিতে পারেন না, অতএব পূর্ব্বোক্ত মহাশয়েরা ঐক্যবাক্যে স্বদেশীয় শিশুক্ষেত্রে স্বদেশ বিদেশীয় সকল প্রকার বিদ্যানিধির বীজ বপন করিলে এমত অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন তাহা বিনষ্ট না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া দেশপ্রকাশক হইবে।

কলিকাতার পোলিস কমিস্যনরদিগের দ্বিতীয় বৈঠকের বিবরণ।

মাষ্টর জেমস হিউম সাহেবের জোবান বন্দী।

আমি কলিকাতা পোলিসের জুনিয়র মাজিষ্ট্রেট।

কমিস্যনর কালবিন সাহেবের প্রশ্ন, বাবু মতিলাল শীল অথবা অন্য কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি তোমার বিচারে কি কখন প্রকাশ্যে বা গোপনে অবৈধ কর্তৃত্ব করণের চেষ্টা পান।

হিউম সাহেবের উত্তর, আমার বিচারে উপস্থিত বা সম্ভাবিত মোকদ্দমা বিষয়ে আমি বিচারাগারেই মতিলাল শীলের দুই তিন খানা পত্র পাই, আমার স্মরণ হইতেছে তত্তাবৎ বিষয় বাজারীয় বিরোধীয় মোকদ্দমা, লেখক ঐ পত্রে আত্ম পক্ষের অহিতাচরণের কথার উল্লেখ করিয়া লেখেন ভরসা করেন ঐ সকল বিষয়ে আমি বিপক্ষদিগের উচিত প্রতিকার করিব, আমি যে কয়েক বার এইরূপ পত্র পাইয়াছি প্রতিবারেই সেই লিপিসকল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিয়াছি যে বাবু মতিলাল শীলের প্রেরিত এই পত্র, আমি গোপনীয় পত্র গ্রহণ করিতে চাহি না, তাঁহার কোন কথা থাকে অন্য ব্যক্তির ন্যায় অগ্রাগত হইয়া ব্যক্ত করুন, আমার বিচারাগারে এক রিপোর্ট থাকে তাঁহার হয়তো ইহা স্মরণ আছে, আমার আদালতের অন্যান্য লোকেরাও ইহা বলিতে পারে গোপনীয় পত্র প্রাপ্ত মাত্রে আমি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি, সিবিলিয়ন, মার্চণ্ট এবং ইউরোপ দেশীয় অপর ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে আমি এতদ্রূপ অনেক পত্র পাইয়াছি কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে কেবল মতিলাল শীল আমাকে এতাদৃশ পত্র লেখেন, আমার এতদ্বাক্যে উক্তবাবুর বা সাহেবদিগের প্রতি কোন কটাক্ষ করিতে বাসনা করি না, বাবুর সহিত আমার কো

ন স্থানে (যাহা আমি এইক্ষণে বিস্মৃত হইতেছি) সাক্ষাৎ হয় তথায় ও তিনি আমাকে তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের সমুচিত প্রতিকার করণের কথা কহেন, ইহাতে আমি এই মাত্র উত্তর করি আমি এতদ্বিষয়ের কথোপকথন করিতে বাসনা করি না, যে পক্ষের দোষ দেখিব আমি সেই পক্ষের দণ্ড করিব, গোপনীয় পত্র বিষয়ে আমি কি ব্যবহার করিয়াছি তাহা পোলিস আফিসের লোকেরদের প্রতি জিজ্ঞাস্য হয় ইহা আমার প্রার্থনীয়।

কালবিনসাহেবের প্রশ্ন। তোমার সমীপে যে সকল বিষয় উপস্থিত হয় আর তোমার বিচার কর্ত্তৃত্ব বিষয় যাহা তোমার জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে তাহার কোন বিষয়ে পোলিসের উপর বাবু মতিলাল শীলের কোন রূপ কর্ত্তৃত্ব হইয়াছে এমত কি তুমি বুঝিতে পার।

উত্তর, অনেক সপ্তাহ গত হয় নাই এক জন অভিযোগ করে ধর্ম্মতলা বাজারে তাহার কোন অঙ্গাভরণ অপহৃত হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে দ্রব্যাদি সন্ধানার্থ ওয়ারেণ্ট বাহির করণ কর্ত্তব্য জ্ঞানে আমি যে গোরা ইনস্পেকটরকে আজ্ঞা দান করি সে বলে উক্তবাজার মতিলাল শীলের সম্পত্তি তথায় পোলিস লোক যাইতে ভীত হয়, আমার বিশেষ স্মরণ হইতেছে তৎকালে তাহাকে কহিয়া ছিলাম, পোলিস লোক ভয় করে ইহার অর্থ কি, তুমি আমার অনুজ্ঞা পাইয়াছ অন্যথা করিলে দণ্ড হইবেক, আমি সেই বৈকালেই দ্রব্য সন্ধানার্থ এক ওয়ারেণ্ট বাহির করি কিন্তু সে বিষয়ের বিচারে মতিলাল শীলের নিকট হইতে কোন কথা শুনি নাই, মেকান এবং অপর লোক হইতে আমি আর এক বিষয় জ্ঞাত হই, আমার নিকট ধর্ম্মতলার জুয়াখেলার এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে আমি মেকান সাহেবকে তন্নিহিত করিতে বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলেন ধর্ম্মতলা বাজারের প্রতি পোলিসের কোন ক্ষমতা নাই, মতিলাল শীল সে বাজার তাঁহার গোপনীয় বিষয় বলেন এবং তাহা তাঁহার নিজের বরকন্দাজ দ্বারা রক্ষিত হয়, আমি আরো জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম তথাকার জুয়াখেলার মোকদ্দমা ক্রমিক উপস্থিত না হইয়া কখন২ কেহ আইসে ইহাতে মেকান কহেন রীতিমত তত্রস্থ জুয়াখেলা বারণ করণোদ্যোগ হইলে অনেক আপত্তি উপস্থিত হইবেক, যেহেতুক ঐ খেলার দ্বারা ঐ ভূস্বামির অধিক লভ্য হয়, মেকানের এই কথাতে আমার মনে হয় যে এপোলিস উৎকোচ গ্রাহী, প্রকৃত শাসনকারী পোলিস ভাবি আপত্তির আশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাজারীয় জুয়াখেলা রহিত করণে অবশ্য যত্ন করিত, আমার মাজিষ্ট্রেটিপদে আমি যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহাতে আমার মনোমধ্যে এই সংস্কার জন্মিয়াছে একজিকিউটিব পোলিস মতিলাল শীলের অবৈধ কর্ত্তৃত্বাধীনস্থ স্বীকার করে, এবং তাঁহার অনিষ্টকর বিষয়ে শাসনে ভয় রাখে।

কলবিন সাহেবের প্রশ্ন। মেকানের কথিত " কথিত আপত্তি উপস্থিত,, বাক্যে তুমি কি বলদ্বারা আপত্তি করা বুঝিয়াছিলে।

উত্তর। না।

কলবিন সাহেবের প্রশ্ন। তোমার সহিত মেকানের এ কথোপকথন কখন হয়।

হিউম সাহেবের উত্তর। প্রায় ১ কিম্বা ১৷৷০ বৎসর গত হইল ইহার অধিকও হইতে পারে নির্দ্দিষ্ট সময় আমার স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু আমার ইহা স্মরণ পড়ে মেকানকে আমি তৎকালে কহিয়াছিলাম এক জিকিউটিব পোলিস কর্ম্মে আমার আপত্তি থাকিলে, আইন আর ভূস্বামী মধ্যে কোন পক্ষ বলবান তাহা আমি দেখিতাম।

কলবিন সাহেবের প্রশ্ন। কে তৎসময়ে পোলিসের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন এবং মেকানইবা তৎকালে কি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

উত্তর। কাপ্তান হিক তৎকালে সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট এবং মেকান তৎসহকারী ছিলেন, আমার মাজিষ্ট্রেটি পদে যাহা বিজ্ঞাত হইয়াছি ও একজিকিউটিব কর্ম্মচারিগণের যাহা শুনিয়াছি তত্তাবতের দ্বারা আমার বিলক্ষণ প্রতীত হয় তাঁহারা পোলিসে অন্যাপেক্ষা মতিলাল শীলের বিশেষ প্রভুত্ব মানেন, ঐ বাবুর সংসৃষ্ট মোকদ্দমাতে তাঁহারা বিশেষ সতর্কতা করিতে কহেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যাতিশয্য জন্য বা অন্য কারণে এভাব উদয় হইত তাহা নিশ্চিতানুভব করিতে পারি নাই নচেৎ আমি তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতাম, কিন্তু আমার আন্তরিক সংস্কার এই যে কোন গোপনীয় যোগাযোগ আছে।

কলবিন সাহেবের প্রশ্ন। বাবু মতিলাল শীলের নিকট একজিকিউটিব পোলিসের প্রধানাপ্রধান কোন কর্ম্মচারীকে ঋণে বদ্ধ থাকার কি জান।

উত্তর। মাজিষ্ট্রেটিপদের উত্তর, না।

প্রশ্ন। আমরা তোমার মাজিষ্ট্রেটি বিশেষ পদের কথা বিজ্ঞাপন করি না, আমরা তোমাকে সামান্যত জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তুমি পূর্ব্বোক্ত জনরব শুনিয়াছ কি না।

উত্তর। কিম্বদন্তী ক্রমে আমি উত্তর করিতে চাহি না।

প্রশ্ন। তুমি কি সর্ব্বসাধারণ কথিত ঐ কথা শ্রবণ কর নাই।

উত্তর। না, আমি পোলীসের বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া জানি না, আমি শুনিয়াছি পোলিসের এক ডিপার্টমেণ্ট মাত্র স্বাধীন আছে, সাধারণে এমত বলে পোলিস মতিলাল শীলের পদানত আমি ইহাও শ্রবণ করি কিন্তু সত্য মিথ্যা জানি না, পূর্ব্ব সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন হিক সাহেব মতিলাল শীলের নিকট ঋণী ছিলেন, একজিকউটিব পোলিসের মান্য কর্ম্মচারির এরূপ বাধ্যতা শুনি নাই. প্রায় দুই বৎসর গত হইল কাপ্তান হিকের প্রমুখাৎ আমি যাহা জ্ঞাত হই তাহাতে মতিলাল শীলের নিকট তিনি ঋণী আমি এমত শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হই নাই।

প্রশ্ন। যদি কাপ্তান হিক ভিন্ন অন্য কোন একজিকিউটিব অফিসর মতিলাল শীলের নিকট ঋণী আছেন ইহা শুন নাই তবে তুমি কিরূপে মনে কর পোলীসে মতিলাল শীলের গোপনীয় যোগাযোগ আছে।

উত্তর। কাহার ও ঋণ থাকা না থাকা আমি নিশ্চয় জানিতে পারি না কিন্তু যখন কর্ম্মে সাহায্যপ্রদান করা হইয়াছে তখন টাকা কর্জ্জ ভিন্ন অন্য প্রকার যোগাযোগও হইতেপারে এতদ্ভিন্ন একজিকিউটিব কর্ম্মের প্রভুত্বকারি মাজিষ্ট্রেটরা তাঁহার নিকট দায়ী থাকিলে ও উক্ত উত্তমর্ণের গোপনীয় যোগাযোগ কহা যাইতে পারে অথবা এবিষয় সত্য না হউক তথাপি সকলের এই অনুমান হইলেও তাহাকে উক্ত শঙ্কা বিশিষ্ট করা যায়।

ডেম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। তুমি গত সোমবারে বলিয়াছ মতিলাল শীল তোমার সহিত একদা কথোপকথনে কহেন একজিকিউটিব পোলিসের অধীন কর্ম্মচারিরা যোগাযোগ ভিন্ন কিরূপে পদস্থ হইতে পারেন, এই কথাতে তুমি তাহার কি প্রকার যোগাযোগ বলা বুঝিয়াছ এবং কে বা ঐ অনুরোধ কর্ত্তা।

উত্তর। বুঝিতে পারি নাই, আমি মতিলাল শীলের উক্ত কথোপকথন, তৎপরেই মেজর বর্চ্চকে বিজ্ঞাত করি, মতিলাল শীল ঐ যোগাযোগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহেন নাই এবং আমিও তাহা জানি না, বাবু মতিলাল শীলের কথা উত্থাপন সময়ে আমার বলা আবশ্যক হইতেছে আপনারা আর টি এলেন যাঁহাকে আমার জোবানবন্দী হইবার পূর্ব্বেই এই গৃহে দেখিয়াছেন তিনি মতিলাল শীলের সংসৃষ্ট এক মোকদ্দমার কথা কহিতে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয় এক জনের গলা কাটা মোকদ্দমা, প্রথমত মেজর বর্চ্চের সমীপে ইহা উপস্থিত হয় তৎপরে আমার নিকট আসিয়াছে, ইহাতে এডবোকেট জেনরলের অভিপ্রায় লিখিত হইয়া থাকিবেক, আমি এপর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই শুদ্ধ আসামিকে তলব করিয়াছি, বোধ হয় সে ব্যক্তি প্রতিভূ দিয়া গিয়াছে কিন্তু এলেন সাহেব এই মাত্র কহিলেন বিচারে আসামী মুক্তি পাইয়াছে, একথা আমাকে নূতন জ্ঞান হইল, ফরিয়াদী আমার আদালতে মুক্তকণ্ঠে সকলের বিশেষত জার্ডিন স্কিনর কোম্পানির মুৎসুদ্দির সাক্ষাতে কহে, সে এই মোকদ্দমা আফস করণার্থ মতিলাল শীলের মধ্যস্থলাতে ৫০০০ হাজার মুদ্রা পাইয়াছে।

কলবিন সাহেবের প্রশ্ন। মেজর বর্চ্চ গত সোমবারে কহেন উক্ত বাদী পূর্ব্বে যাহা বলে তাঁহার সম্মুখে তত্তাবৎ অপহ্নব করে, এতদ্বিষয়ে আমরা এইক্ষণে কিছু বলিতে বাসনা করি না, কিন্তু তুমি এতদ্বিষয়ের চূড়ান্ত করিয়া তাহার এক প্রস্থ পত্র দিলে আমরা তোমাকে নমস্কার করিব, আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি যখন যে ওয়ারেণ্ট দেও তাহা ফেরত আইসে নাই তুমি এমত লক্ষ করিয়াছ কি না।

উত্তর। আমার বোধ হয় একজিকিউটিব পোলীস এতদ্বিষয়ে শৈথিল্য করে, কিন্তু কাগজপত্র না দেখিয়া নিশ্চয় বলিতে পারি না, অনুসন্ধান করিয়া এবিষয় শীঘ্র আপনারদিগের জ্ঞাতসার করিব।

ইহার পরিশেষ ক্রমে প্রকাশ হইবে।

রাজকর্ম্মোনিয়োগ

১০৯৭ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুন।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ১৩ জলাই।

শ্রীযুত এচ স্টেনফোর্থ সাহেব ও শ্রীযুত পি ডবলিউ মাকিলপ সাহেব ছিলটে গুদারার নোকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৮৪৯ সাল ১৭ জলাই।

চব্বিশপরগনার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত জে আর বিরস সাহেব গত আপ্রিল মাসের ৮ তারিখ অবধি ডেপুটী কালেক্টরেরদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৯ জলাই।

চাটিগাঁর সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তার নরমান চিবর্স সাহেব ঐ স্থানের ডাকাধ্যক্ষ ও হইবেন।

শ্রীযুত এচ নর্টন সাহেব বকসারের ডাকাধ্যক্ষ হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ১৩ জুলাই।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেব এদেশীয় ৪০ সংখ্যক পলটনের এনসাইন শ্রীযুত এম জে বাগুর সাহেবকে উর্দ্দুভাষাতে অতি সুশিক্ষিত হওন বিষয়ের সর্টিফিকট দিয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৭ জুলাই।

কলিকাতার পোলীসের প্রধান মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত মেজর ডবলিউ বর্চ সাহেব সৈন্য সম্পর্কীয় সিরিশ্তার আজ্ঞাধীনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২০ জলাই।

শ্রীযুত এ এল মেসবিল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৩ তারিখে ময়মনসিংহে জমালপুর এলাকা খণ্ডের কর্ম্মের ভার শ্রীযুত জি ইনাঙ্গ সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

ত্রিপুরার মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি এ পাকষ্টন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে ঐ স্থানে পঁহুছিয়াছেন এমত রিপোর্ট করেন।

ভাগলপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত ডবলিউ এস আলেকজাণ্ডর সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখে আপনার সিরিশ্তার চলিত কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত এ সি বিডউএল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে শ্রীযুত জে এচ ক্রাফর্ড সাহেবের স্থানে সরকারী নিমক চৌকীর তত্ত্বাবধরকতা কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে।

জে পি গ্রান্ট।

বাঙ্গালা দেশের গবণমেন্টের সেক্রেটারী।

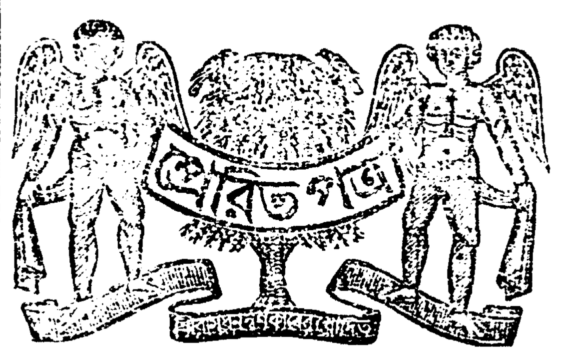

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

বিজ্ঞ সম্পাদক, আমারদিগের রাজপুরুষেরা এতন্নগরস্থ প্রজাদিগের স্থানে রাজস্ব গ্রহণের এক নূতন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তদুপলক্ষে আমার বক্তব্য কিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি যদ্যপি মনোনীত হয় তবে ভাস্করের ক পার্শ্বে প্রকটিত করিবেন।

রাজ্যপালেরা আপনারদিগের রাজস্ব লইবেন ইহাতে ক্ষোভ নাই, যেহেতু তাঁহারদিগের দ্বারা প্রজাবর্গের ধন প্রাণ রক্ষা হইতেছে এবং সকলেই নিরুদ্বেগ কালযাপন করিয়া স্বং কার্য্যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করণের অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন, বিশেষত রাজা আপন প্রাপ্য ধনের অতি ক্ষুদ্রাংশও পরিত্যাগ করিবেন না ইহাও অনুচিত নহে, কারণ বলপূর্ব্বক অথবা চতুরতা দ্বারা অপর ব্যক্তির স্বত্বভোগাকাঙ্ক্ষা দস্যুর ধর্ম্ম এবং প্রজা কিম্বা রাজা যে কেহ এমত অভিলাষ করেন তিনি অবশ্যই নিন্দাযোগ্য হয়েন ইহাতে সন্দেহ নাই অতএব যৎকালীন কলিকাতা নগর জরীপ করিবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রদত্ত হয় সে সময়ে আমরা কোন দুঃখ প্রকাশ করি নাই, বহু ব্যক্তি অল্প রাজস্ব প্রদান করিয়া অধিক ভূমি ভোগ করিতেছেন এমত জানিয়াও বিবেচনা করিয়াছিলাম প্রথমত তাঁহারদিগের ক্লেশ হইবে কিন্তু রাজস্ব অপহরণ উচিত নহে, এবং আমারদিগের শাস্ত্রও তাহাকে পাতক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

এইক্ষণে জরীপ সমাপ্ত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি রাজকর দিতে বিলম্ব করিলেই তাহার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া রাজ্যপালের হস্তগত হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দুষ্ট দমন না হইয়া শিষ্ট প্রজারাই পীড়িত হইবেন, ইহার কারণ এই যে বাঙ্গালি পল্লীস্থ অনেকানেক স্থানে পূর্ব্বে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের বাগান ছিল ক্রমে কলিকাতা রাজধানীর বৃদ্ধি হওয়াতে ঐ সকল স্থানে লোকেরা কিঞ্চিৎ২ ভূমি ক্রয় করিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করেন এইরূপে এক২ পাড়ার ভিন্ন২ ব্যক্তিরা অদ্যাপি বসতি করিতেছেন, তাঁহারা ক্রমেং সকলে আপন২ অংশ একত্র করিয়া এক২ খানা খাজনার বিল লইয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে আর তেমন বিলম্ব করিতে পারিবেন না, শীলকর সাহেব আসিয়া যাঁহার যে দ্রব্য সম্মুখে পাইবেন তাহাই বিক্রয় করিয়া লইবেন, যদ্যপি তিনি আপন অংশ দিয়া থাকেন তবে প্রতিবাসিদিগের উপর অভিযোগ করিতে হইবেক, তাহাতে যে কষ্ট ও অপব্যয় তাহা অদৃষ্টে লিখিত বলিয়া স্বীকার না করিয়া কি করিবেন।

সত্য বটে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন পাড়া কোম্পানি হইতে খারিজ করিয়া লইলে এতদ্রূপ কোন গোল উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু পাড়া খারিজ করণ কথার কথা নহে, দুই এক মাস কালেকটর সাহেবের বিচারস্থলে অবাধে গমন আবশ্যক করিবে, সহরময় ঢেঁড়রা দিতে হইবেক এবং নানা প্রকার গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয় কারণ বশত ১০।১৫ টাকা মিথ্যা অপব্যয় না করিলে কর্ম্ম পাইবেন না, এই সকল না হইলে কদাচ পাড়া খারিজ হইতে পারেনা, অতএব রাজ্যেশ্বরেরা আপনারদিগের কিঞ্চিৎ লাভের জন্য প্রজাবর্গের প্রতি কিপর্য্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন রাজ্যপালেরাই ইহা বিবেচনা করিবেন, প্রজাদিগকে দুঃখ না দিয়া যদ্যপি রাজকর আদায় হয় তবেই উত্তম, নচেৎ "ফেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া,, সম্পাদক মহাশয় সহস্র প্রশংসা করিলেও আমরা ভুলিব না, কলিকাতা নগরস্থ প্রজা সকলকে নগরশোভা বর্দ্ধনার্থ চারিজন কমিসনর নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট পাড়া খারিজ দ্বারা এক লাভের সোপান বাহির করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে, কোন ব্যক্তি একজন কমিসনরকে এক খানি টিকীটাদেবারজন্য বা তৎপদাকাঙ্ক্ষি কোনব্যক্তিকে আপন বাটী অনয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ তোষামোদ প্রাপ্ত হইবার মানসে এপর্য্যন্ত পাড়া খারিজ করিলন নাই, কিন্তু এবারে আর পরিত্রাণ পাইবেন না, হয় পাড়া খারিজ করিয়া রাজকর্ম্মচারিদিগের এবং রাজ্যপালের মনস্তুষ্টি করুন নতুবা পাঁচ জন চোরের সহিত যেমন সাধু ব্যক্তিও ধৃত হয়েন তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হইবেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, ইংরাজদিগের ব্যবস্থা এমত নহে তাঁহারদিগের শাস্ত্রের প্রকাশ্য বিধি এই " It is better that ten Guilty men should escape rather than one innocent man shall suffer " অর্থাৎ মিথ্যাপবাদে এক ব্যক্তি নির্দ্দোষির দণ্ড করণাপেক্ষা ১০ জন দোষী পলায়ন করে ইহাও শ্রেয়ঃ কল্প কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরেরা এইক্ষণে আপনারদিগের উক্ত বিধির বৈপরীত্যাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ইহার কি উত্তর দিবেন, আপনারদিগের অতি যৎ সামান্য লাভাশয়ে প্রজাদিগকে এতাদৃশ ক্লেশ প্রদান সভ্য জাতির কর্ত্তব্য নহে, বরং কলিকাতার বাড়ী২ জরীপ করিয়াছেন প্রত্যেক প্রজাকে তাঁহারদিগের স্ব২ ভূমির এক২ নিদর্শন পত্র প্রদান করুন এবং তদ্দৃষ্টে নূতন২ বিল প্রস্তুত হউক তাহা হইলেই কোন গোল থাকিবেক না, রাজা আপন রাজস্ব পাইবেন অথচ প্রজা মাত্রেই যথেষ্ট সুখী হইয়া তাঁহারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

কস্যচিৎ কলিকাতা নিবাসিনঃ।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্ববস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপারো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪৮ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৩১ জুলাই। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৭ শ্রাবণ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্বশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব এই গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপম।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে বালাখানায় মহেশ মুখয্যার বাটীতে আসিয়াছেন যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রসাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

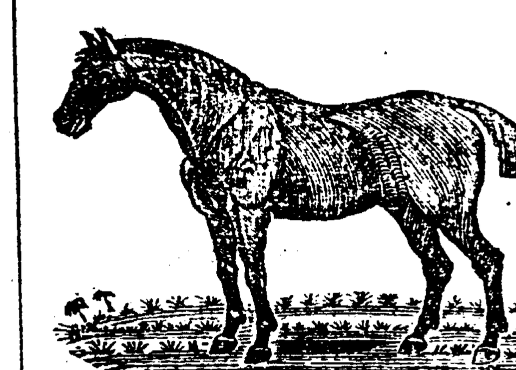

NOTICE.

The Sale of the valuable batch of N. S. W. Horses, Ez " Walter Morrice," and a batch of four Stud-bred Mares, will take place at the Horse Mart, No. 3, Dhurrumtollah Street, on Saturday next, the 4th August, 1849

COOK AND CO.
Auctioneers.

Calcutta, 28th July 1849.

বিজ্ঞাপন।

কুক এবং কোম্পানি নীলাম ওয়ালা সাহেবেরা এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে ইং ১৮৪৯ সাল ৪ আগষ্ট তারিখে আগামী শনিবারে ধর্ম্মতলা ইষ্ট্রিটে ৩ নম্বর বাটীতে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের মাঠে নরথশৌউথ ওএল্ট দেশীয় একযুত মূল্যবান ঘোটক যাহা ওয়ালট মরাই বা জাহাজের দ্বারা আনীত হইয়াছে তাহা এবং আর একযুত ৪ চারি টা ইষ্টেড বেরেড মাদয়ানঅশ্বিনী বিক্রয়হইবেক।

কুক এণ্ড কোং।
নীলামকারী।

কলিকাতা। ২৮ জুলাই ১৮৪৯।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।
লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২৪ ফিব্রুআরি।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৪ ফিব্রুআরি তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ———— আক্ট

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

২১ ধারা। যে সকল জরীমানা এই আইনানুসারে উসুল হইতে পারে তাহার বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মতে নিযুক্ত কোন জুষ্টিস অফ দি পীস হুকুম দিবেন এবং সপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকট যে নালিশ হয় সেই নালিশক্রমে যে ক্রিয়ার দ্বারা জরীমানার দায় হয় সেই ক্রিয়া করণের পর তিন মাসের মধ্যে ঐ জুষ্টিস সাহেব নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে বা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে সেই বিষয়ের তজবীজ করিবেন এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুল ক্রমে অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষিরদের শপথক্রমে কি যে যে গতিকে শপথের পরিবর্ত্তে আইনানুসারে প্রতি

জ্ঞাগ্রাহ্য হইতে পারে সেই২ গতিকে তাহারদের প্রতিজ্ঞার দ্বারা সেই বিষয়ের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। এবং অপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি উক্ত জষ্টিস সাহেবের হুকুমক্রমে জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানার টাকা দেওয়া যায় সেই সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক ইতি।

২২ ধারা। যখন উক্ত জষ্টিসের সম্মুখে এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় এবং তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় তখন সেই অপরাধের যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে জেলখানায় কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং দ্বিতীয় অপরাধের পর যত বার তাহার ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৩ ধারা। বিনানুমতির লবণ আমদানী করণ কিম্বা বহন অথবা গচ্ছিত করণের অপরাধে যে সকল জরীমানা অপরাধিরদের স্থানে আদায় হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা এবং জব্দ হওয়া জিনিসের নীলামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধীন যে আমলা বা আমলারা কি অন্য সিরিশতার রীতিমত ক্ষমতা প্রাপ্ত যে আমলা অপরাধিকে গ্রেফতার করিয়াছিলেন অথবা বিনানুমতির দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক জরীমানা এবং জব্দ হওয়া জিনিসের উৎপন্ন টাকার অর্দ্ধেক গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি কোন জরীমানা উসুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ২০০ দুই শত টাকার অনধিক যে পুরস্কার উপযুক্ত বোধ করেন তাহা দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং ১৮৩৫ সালের ৯ আইনের ৪ ধারায় যেং পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সেই২ আমলা ও গোয়েন্দা পাইতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য নিমক চৌকীর আমলাবৃন্দের মধ্যে যে সম্প্রদায় ঐ পুরস্কার পাইবেন এবং যেং সম্প্রদায় ঐ পুরস্কারের কোন অংশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রম শোধন।

গত প্রকাশিত ভাস্করের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ স্তম্ভের ২৭ ছত্রে লিখিত "আত্মপক্ষের,, পরিবর্ত্তে "আত্ম বিপক্ষের,, পাঠ হইবেক।

তৃতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ২৯ ছত্রে লিখিত "আমার আপত্তি থাকিলে,, পরিবর্ত্তে "আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিলে,, বুঝিতে হইবেক।

সমাচার পত্র হইতে কত উপকার হয় এতদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা করুন, ভারতবর্ষীয় লোকেরা অদ্যাপিও সমাচার পত্রের প্রকৃত গুণ বুঝিতে পারেন না, কিন্তু বিলাতজাত লোক সকল গুণ বুঝিয়া সমাচার পত্রের গোঁড়া হইয়াছেন, সমাচার পত্র সম্পাদক বিজ্ঞ লোকেরা ব্যর্থ পরিশ্রম করেন না, বিনা বেতনে সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া রাজগোচর জন্য তাবৎ বিষয় লেখেন এবং রাজ্যেশ্বরেরাও তাহাতে মনোযোগ করেন, কলিকাতা নগরীয় রিসিবর এসাইনি, রেজিষ্টর, মাষ্টর কর্ম্মস্থল কিসে পরিষ্কৃত হইল, কেবল সমাচার পত্র হইতে হইয়াছে. এইক্ষণে কি ঐ সকল কর্ম্মস্থলের আর কোন দোষ কর্ণগত হয়, গবর্ণমেণ্টের বাটীতে সেক্রেটরির কর্ম্মস্থল কি সমাচার পত্র হইতে ধৌত হয় নাই, রাজধনাপহারি বোলেষ্টর ফিস্পী সমাচারপত্র হইতেই দূরীকৃত হইয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কত টাকার রক্ষা পাইয়াছে গবর্ণমেণ্টই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং রাজকীয় ব্যাপারে যাঁহারদিগের দৃষ্টি আছে তাঁহারাও ইহা বুঝিয়া থাকিবেন, নগর নিবাসিরা আরো দেখুন এইক্ষণে কলিকাতার পোলীস কি দুরবস্থায় পড়িয়াছেন, আমরা পোলীসের প্রথমাবস্থাবধি কত দোষের কথা লিখিয়াছি, এবং ঐ সকল দোষ ভুক্তভোগী হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি আক্ষেপ করিয়াছি, লার্ড ডেলহৌসি সাহেব কলিকাতায় আগমনমাত্র সমাচারপত্রের প্রতি মনোযোগ করিয়াছিলেন আমারদিগের পত্রে তাহাও প্রকাশ হইয়াছে, এবং নগরীয় পোলীসের দোষ আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, বিজ্ঞবর কমিস্যনর কালবিন সাহেব ও ডাম্পিয়র সাহেবের সাক্ষাতে তাহাই প্রকাশ হইতেছে, তৎসময়ে শ্রীরামপুর প্রবাসি সম্পাদক মহাশয় এবং কলিকাতা ষ্টার সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বিপক্ষ হইয়াছিলেন এইক্ষণে উক্ত কমিস্যনর মহাশয়দিগের সাক্ষাতে আসিয়া সাক্ষ্য দিয়া যদি নবীন পোলীসকে রক্ষা করিতে পারেন তবে আমরা তাঁহারদিগকে নমস্কার পারিতোষিক দিব, এইক্ষণে আমরা আর কলিকাতার পোলীসের বিরুদ্ধে লিখিতে উৎসুক নহি, কমিস্যনর মহাশয়েরা সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন কি না দেখিয়া যাহা উচিত হয় বলিব, কিন্তু কথা প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করি গবর্ণমেণ্ট একবার কমিস্যরিএট কর্ম্মালয়ের প্রতি এইরূপ মনোযোগ করিবেন, কমিসরিএট কর্ম্মালয়ে চুরী উৎকোচ ব্যতীত কথা নাই, গবর্ণমেণ্ট ঐ কর্ম্মস্থলের দোষ গুণ সন্ধানার্থ যদি কমিস্যনর নিযুক্ত করেন তবেই জানিতে পারিবেন আমরা গবর্ণমেণ্টের উপকারের জন্য এই সঙ্কেত লিখিলাম।

আশ্চর্য্য মৃত্যু।

কলিকাতা নগরীয় চন্দ্রশেখর দাস সুপ্রিম কোর্টের কোন উকীলের বাড়ীর মুৎসুদ্দি ছিলেন, তিনি নাপিতকুলে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উত্তম জাতির ন্যায় যাবজ্জীবন সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, কলিকাতা নগরীয় মান্য লোকেরা তাঁহাকে নাপিত বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সকলেই প্রকৃত সমাদরে গ্রহণ করিতেন, আমরা অনুমান করি চন্দ্রশেখর দাসের বয়ঃক্রম সপ্তর বৎসরের অধিক হইয়াছিল, ইহার মধ্যে কখনও নিন্দাজনক কোন কর্ম্ম করেন নাই, ঐ সাধুপুরুষ গত শনিবার বেলা পাঁচ ঘণ্টা কালে কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া তাঁহার এক পৌত্রীকে একটি টাকা দিলেন, এবং ঐ সময়ে দুই তিন জন যাচক আসিয়াছিল তাহারদিগকেও কিঞ্চিৎ২ অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া আপনি তাকিয়া ঠেসিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন, সেই হরিনাম করিতে করিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, হরিনামের মালা হাতে ঝুলিতেছে, তিনি যেন তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এই অবস্থা কালে পরিবারেরা আসিয়া দেখিলেন চন্দ্রশেখর পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, এরূপ আশ্চর্য্য মৃত্যু প্রায় শুনা যায় নাই, অতএব চন্দ্রশেখর দাস যে সাধুপুরুষ ছিলেন তাঁহার আশ্চর্য্য মৃত্যু দ্বারাই সকলে ইহা স্বীকার করিবেন।

বিবিধ সমাচার।

জম্বুপতি রাজা গোলাব সিংহের বিষয়ে সমাচারপত্রে দিন২ নূতন সমাচার প্রচার হইতেছে, কখন লেখেন তিনি বৃটিস বিরুদ্ধভাবে কাশ্মীরের সীমায় ২৫ সহস্র সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছেন, কখন কেহ লেখেন তাঁহার ৬ সহস্রাধিক সুশিক্ষিত সৈন্য নাই, এবং ১০।১২ টা মাত্র বৃহৎ তোপ আছে, কখন ঐ মহারাজের তোপ শূন্য করণ গবর্ণর জেনরলের নিশ্চয়াবধারণ সমাচারও দেখি, কখন বা লেখেন তিনি উজিরাবাদে বৃটিস সৈন্য ছাউনি করিতে বাঁশ কাষ্ঠ দিয়া সাহায্য করিতেছেন, এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত ও অনৈক্য সম্বাদ প্রকাশে আমরা কোন কথার প্রতি আস্থা করিতে পারি না।

সিন্ধু দেশীয় লুণ্ঠিত দ্রব্যের দ্বিতীয়বার বন্টনারম্ভ হইয়াছে, স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেব ৪ লক্ষ টাকা পাইবেন কিন্তু প্রত্যেক সিপাহির কপালে ৩০ টাকার অধিক লভ্য হইবেকনা।

কলিকাতা পোলিসের কমিস্যনরদিগের বৈঠকের বিবরণ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

পেটন সাহেবের জোবানবন্দী,

আমি পোলিসের প্রধান মাজিস্ত্রেট একজিকিউটিব পোলিসের নূতন বন্দোবস্তে আমি হস্তার্পণ করি নাই, সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের উপর নির্ভর দিয়া তত্তাবৎ মঞ্জুর করিয়াছি, বোম্বাই হইতে উপরোধপত্র লইয়া একরাহিম নামক এক ব্যক্তি আগত হইলে তাঁহাকে আমি নিযুক্ত করিয়াছিলাম, পদোন্নতি ও পদস্থ করণে আমি সমব্যবহার করি. হিকসাহেবের প্রতি তাবৎ ভারার্পণ করণ কালে শ্রবণ করিয়াছিলাম তিনি বাবু আশুতোষ দেবের নিকট ঋণগ্রস্ত আছেন, আমি সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়াছি হিক সাহেব বাবু মতিলাল শীলের নিকট দায়ী ছিলেন না, কাপ্তান হিক যখন এতন্নগর পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যস্থানে যান তখনও আমার সেই সংস্কার দৃঢ় থাকে, এবং এইক্ষণেও আছে, আমি কখন শুনি নাই বাবু মতিলাল শীল পোলিসে লোক নিযুক্ত করাইবার যোগাযোগ রাখেন, তিনি আমাকে কখন এমত উপরোধ করেন নাই, আমি মাবিক সম্বন্ধীয় বিচার করি, একজিকিউটিব পোলীস সম্পর্কীয় কার্য্যের সকল ভার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়াছিলাম, কারণ তাহাতে আমার হস্তার্পণ করণের প্রয়োজন দেখি নাই।

ডেম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। তোমার কি স্মরণ হয় বাবু মতিলাল শীল স্বয়ং বা পর দ্বারা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমার প্রধান মাজিস্ত্রেটি পদের অবৈধ সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

উত্তর। বাবু মতিলাল শীল আমার নিকট কখন কোন বিষয়ে উপরোধ বোধক পত্র পাঠাইয়া থাকিবেন কিন্তু আমি তাহাতে মনোযোগ করি নাই।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। গঙ্গারামের বিরুদ্ধ আবেদন পত্রের বিষয়ে গত সোমবারে তুমি উল্লেখ করিয়াছ তাহার বিরুদ্ধ অভিযোগ সকল অস্পষ্ট বিধায় তদনুসন্ধান কর নাই, কিন্তু আবেদন পত্রে কয়েক জন ভদ্রলোকের স্বাক্ষর আছে অতএব তুমি কিজন্য তাহারদিগের কাহাকে ডাকিয়া গঙ্গারামের দোষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহিতে বল নাই, তাহা হইলেই প্রকাশ হইত একজিকিউটিব পোলিসের প্রধান পদস্থ থাকিয়া তুমি তদ্দোষের বিহিত করণে যত্নবান ছিলে।

উত্তর। ইনস্পেকটর গঙ্গারামের বিরুদ্ধ অভিযোগে মনোযোগ করি এমত ভাব আমি সর্ব্বদাই বিকাশ করিয়াছি, প্রত্যুত কয়েকবার তাহার দোষানুসন্ধান করি, ফলে আমার তদ্ভাব সাধারণে প্রকাশ ছিল, উক্ত আবেদন পত্র আফিসিএটিং সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেবকে দিয়া মৌখিকাদেশ করিয়াছিলাম তিনি তাহার সত্যাসত্যতা নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু তৎপরে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান লই নাই।

চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জোবানবন্দী।

চীৎপুর রোডের সীমানা মধ্যে নগরের প্রথম ডিবিজনে আমার বসতি, এইক্ষণে তথায় ওএর সাহেব সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত আছেন, ইতিপূর্ব্বে ফেরল সাহেব তৎকর্ম্মে ছিলেন, অনেক বৎসরাবধি আমি তথায় বাস করিতেছি, নূতন পোলিসের অনেক বিষয় আমার প্রত্যক্ষ গোচর হয়।

আমি তদ্বিষয়ক ব্যভিচার উৎকোচ গ্রহণ এবং কার্য্যের শৈথিল্য ঘটিত অভিযোগ করি, একজিকিউটিব কর্ম্মচারিরা উপঢৌকনাদি এবং উৎকোচ উভয়মতে অর্থ গ্রহণ করেন যোড়াসাঁকোনিবাসি রাজা বৃজেন্দ্র ফেরল সাহেবকে একবার ষ্টুয়ার্ট সাহেবের নির্ম্মিত এক বগী গাড়ি দেন তাহা আমার স্মরণ হয়, আমি এতদ্বিষয় উক্ত রাজার স্বকপোলে এবং অন্য লোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি রাজার নামে এক শমন হয় তাহাতে তিনি উপস্থিত না হইবাতে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল, সেই দিবসীয় বিকালে ফেরল ঐ বগী পান, পরে তদারোহণে একদিন গমন করিতেছিলেন রাজা বৃজেন্দ্র নিজে আমাকে তাহা দেখাইয়া দেন, মেছোবাজারীয় এক পুষ্করিণী লইয়া একদা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল বাবু দয়ালচাঁদ বশাখের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে তিনি ফেরল সাহেবকে ১৫০ টাকা দিয়া ঐ বিষয়ের গোল নিবৃত্তি করেন অন্যান্য বিষয়েও তিনি এইরূপ অর্থ প্রদানের কথা কহেন, উক্ত পুষ্করিণীর বিষয় বাবু রমানাথ ঠাকুরও জানেন।

অল্প কাল গত হইল একজন গোরা ইনস্পেকটর বারো বোতল ব্রাণ্ডির জন্য আমার নিকট একখানা অনুজ্ঞা পত্র আনে সে পত্রের শিরোনামায় মোহনচন্দ্র চাটর্য্যা এই নাম লিখিত ছিল এজন্য আমি তাহাকে বলি ইহা আমার নামের পত্র নহে, কোন ব্যক্তি এমত পত্র লিখিয়াছে বল কিন্তু কোন উত্তর না করিয়া সে ব্যক্তি তৎকালে যায় এবং কয়েক দিন পরে পুনর্ব্বার আসিয়া বলে বাবু কাহার লেখা তুমি কি বুঝ নাই, (এই কথা মিউরহেডনামক ইনস্পেটরের উপরে লক্ষ হয়) পোলিসের নূতন চৌকীদারী নিয়ম হইলে অল্প সময় পরে ফেরল সাহেব ঐ গাড়ী লন, বারো মাসের অধিক হইল দয়ালচাঁদ বশাখ ১৫০ টাকা দেন, গঙ্গাতীরস্থ প্রহরী বরকন্দাজ দিগের অনেক অত্যাচার নয়ন গোচর হয়, ইহার এক প্রকরণ ফেরল সাহেবের অবগত করাতে তিনি সে ব্যক্তির উচিত দণ্ড করান, পুলের প্রহরীদিগের ও এইরূপ অন্যায় ব্যবহার আমার গোচর হয়।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের জোবান বন্দী।

পোলিস সম্বন্ধীয় গোরা কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার উৎকোচ গ্রহণ এবং মাতালতার অনেক কথা আমি নানা লোক মুখে শুনিয়াছি, নগরীয় প্রথম ডিবিজন আমার নিবাস স্থানের একজন ইনস্পেকটর যাহার নাম ডৌটিন কচে তাহাকে উৎকোচ গ্রাহী বলিয়া জানি এবং তাহার কথোপকথনের অনুসন্ধান করি, অপরেরাও তদ্রূপ, রাজকৃষ্ণ দত্ত নামক আমার এক বন্ধুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি তিনি কোন উপকার প্রাপ্ত হইয়া মেকান সাহেবকে মৎস্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন, চন্দ্রমোহন চাটর্য্যা ব্রাণ্ডী ঘটিত যে অনুজ্ঞা পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন সে পত্র আমার নিকট ছিল তাহা কোথায় রাখিয়াছি তাহার কথা এইক্ষণে স্মরণ হয় না, রাজা বৃজেন্দ্রর পরিবারের চিকিৎসক দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং গৌরীশঙ্কর মিত্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি উক্ত রাজা ফেরল সাহেবকে ষ্টুয়ার্ট নির্ম্মিত একখানা বগী গাড়ী দেন।

চন্দ্রমোহন চাট্টোপাধ্যায় পুনর্জ্জিজ্ঞাসিত হইয়া এই কহেন।

পোলিস মাজিস্ত্রেট ও সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট এতদ্দেশীয় লোকের নিকট ঋণ গ্রস্ত আছেন কিনা, উত্তর, এতদ্বিষয়ে অধিক রাষ্ট এই যে মাজিস্ত্রেটেরা মতিলাল শীলের নিকট ঋণপাশে বদ্ধ আছেন কথিত হয় হিক সাহেব আশুতোষ দেবের ভ্রাতার অধমর্ণ একজিকিউটিব পোলিসের প্রধানেরা তাঁহার নিকট ঋণী এমত শুনি নাই।

উপরোক্ত জিজ্ঞাসায় বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র নিম্নস্থ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

একপ রাষ্ট্র যে মাজিস্ত্রেটেরা বিশেষত কাপ্তান বর্চ ও পেটন সাহেব মতিলাল শীলের নিকট ঋণী আছেন, কাপ্তান হিকের ঋণাবস্থা শ্রুত আছে কিন্তু কাহার নিকট তিনি দায়ী আমি তাহা জ্ঞাতা নহি. কথিত হয় পেটন সাহেব মেকানের অর্থধারেন কিন্তু একথার সত্যাসত্যতা বলিতে পারিনা, এবং রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহার দায়ী থাকার কথা পরে শ্রবণ করিয়াছি।

বাবু চন্দ্রমোহন চাট্টোপাধ্যায় পুনরুল্লেখ করেন এতন্নগর বাসী লোকেরদের এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে মতিলাল শীল কর্জ্জ দিয়া পোলিসে অবৈধ কর্ত্তৃত্ব করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রকে তৎপ্রশ্নে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও উক্ত বাক্যের পোষকতা করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আমারদিগের কোন বন্ধু সুন্দরবনের পথ দিয়া নৌকাযোগে পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়াছেন তিনি ময়মনসিংহে যাইয়া আমারদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন, রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের বিশেষতঃ পোলীস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেবের গোচর জন্য আমরা ঐ পত্রের শেষাংশ গ্রহণ করি।

বন্ধু লেখেন, সুন্দরবনের মধ্যে জলপথে ডাকাইতী না হয় এই অভিপ্রায়ে কোম্পানি বাহাদুর সুন্দরবনের স্থানে২ পোলীস স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পোলীসের লোকেরাই ডাকাইতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিশেষত চাঁদখালী ও দূর্ব্বাখালী নামে দুই ফাঁড়ীতে কোম্পানি বাহাদুরের যে দুই পান্সী আছে পথিকেরা তত্রস্থ পোলীসের হস্তহইতে মুক্তহইতেপারিলে জ্ঞান করেন রক্ষা পাইলেন, পান্সীস্থ পোলীস চৌকীদারেরা ক্ষুদ্র২ নৌকা যাহাতে আরোহিলোক অল্প থাকেন তাহা দেখিলে দূরে থাকিতেই চীৎকার করিয়া মাঝিকে ডাকিয়া বলে,,

অরে মাঝি পান্সীর নিকটে আয়, তোর নৌকায় কি আছে দেখি,, তাহাতে যদি মাঝি পোলিস পান্সীর নিকটে যায় তবে পোলীসের লোকেরা নৌকা বুঝিয়া দুই তিন টাকা মাসুল চায়, তাহা না দিলে রজ্জু দ্বারা পান্সীর সহিত নৌকা বন্ধন করিয়া রাখে টাকা না পাইলে ছাড়িয়া দেয় না, তাহাতে যদি গরীব আরোহিরা ধুমধাম করে তবে পোলীসপান্সীর লোকেরা ঐ নৌকার উপরে যাইয়া দাঁড়ীমাঝিকে এবং আরোহিগণকে প্রহার করিয়া নৌকাতে যাহা পায় লুঠিয়া লইয়া যায়, আর যদি কোন মাঝি পান্সার নিকটে না যাইয়া ব্যবহিত পথে নৌকা চালায় তবে তাহার প্রতি কত অত্যাচার হয় আমি এইক্ষণে তাবৎ বর্ণন করিতে পারিলাম না, পান্সী খুলিয়া বেগে যাইয়া পোলীসের লোকেরা নৌকা ধরে, এবং মাঝিকে বন্ধন করিয়া যত পারে প্রহার করে, আরোহিগণের উপর দোষ দেয় তাহারা কলিকাতা হইতে চোরা তোপ ক্রয় করিয়া নেপালে লইয়া যাইতেছে, কখন বলে নৌকাতে চোরা আফীণ আছে, এই সকল প্রকারে ভয় প্রদর্শন করাইয়া দাঁড়ী মাঝির এবং আরোহিদিগের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত লইয়া যায়, আমি দূর্ব্বাখালির ঘাটে স্বচক্ষে দেখিয়াছি সরকারি পান্সীর লোকেরা বেলা তিন ঘন্টা কালে এক ক্ষুদ্র নৌকার উপর উঠিয়া মাঝিকে প্রহার করিতেছে তাহাতে আমার বোটের ছাতের উপরিস্থ দুই জন তিরন্দাজ কহিল,, মহারাজ, এক নৌকার উপর ডাকাইত পড়িয়াছে, আজ্ঞা করুন আমরা তির মারি,, এবং বোটের সম্মুখে যে দুই জন পাইক ছিল তাহারাও ঢাল তলওয়ার খুলিয়া প্রস্তুত হইয়া আমার স্থানে ঐ অনুমতি চাহিল কিন্তু আমার নৌকাতে ডাকাইতেরা আক্রমণ করিতে পারিবেক না ইহা নিশ্চিত জানি, দুই জন সুশিক্ষিত পাইক দুই শত লোকের শিরচ্ছেদ করিতে পারে, অনেক দস্যু বিপক্ষ হইলেও দুই তিরন্দাজ বোটের ছাতের উপর থাকিতে নিকটে আসিতে পারিবেক না, বিশেষত বোটের পশ্চাৎভাগে তোষাখানা নৌকার অগ্রপশ্চাৎ দুই পান্সীতে সঙ্গিলোক ও বরকন্দাজেরা রহিয়াছে, আমার ভয় কি, তথাচ দুঃখি লোকদিগের নৌকায় ডাকাইতী হইতেছে এই কথা শুনিয়া গুলীশূন্য বন্দুকের আওয়াজ করিতে বলিলাম, এবং দুই বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র পোলীসের লোকেরা পান্সীতে চড়িয়া আমার বোটের নিকট আসিয়া কহিল এ বোটে কি ডাম্পিয়র সাহেবের দেওয়ান মহাশয় আসিয়াছেন, আমার লোকেরা বলিল, হাঁ, হাঁ, তোরা ঐ নৌকার উপর কেন গিয়াছিলি, এই সময়ে ঐ ক্ষুদ্র নৌকাও আমার বোটের নিকট আসিল, দুঃখিলোকেরা নৌকার মধ্যে থাকিয়া জানাইল গিদ্দেওয়ারি পান্সীতে তাহারদিগের সর্ব্বস্ব আছে, ইত্যবকাশে আমার পৃষ্ঠরক্ষক দুই পান্সীর বরকন্দাজেরা গিদ্দেওয়ারি পান্সীর দুই পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া কহিল ইহারাই দস্যু, এবং গিদ্দেওয়ারি পান্সী হইতে ঐ ক্ষুদ্র নৌকার থালা ঘটী বস্ত্র ইত্যাদি বাহির হইল, আমি তাহা দেখিয়া ক্ষুদ্র নৌকার লোকদিগকে তাহারদিগের দ্রব্যাদি বুঝাইয়া দিয়া সরকারি পান্সীর কর্ম্মকারকদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিয়া আসিয়াছি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট পোলীসকে বলিয়া দিব, এবং চাঁদখালির ফাঁড়ীতেও এইরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, ডাকযোগে তদ্বিবরণ পাঠাইতে পারিলাম না, কলিকাতায় যাইয়া শ্রীলশ্রীযুত ডেপুটি গবর্ণরবাহাদুরের গোচরার্থ সাক্ষাতে নিবেদন করিব, কিন্তু ঐ দুই ঘাটের লোকেরা বলিয়াছে অনেক মুদ্রা উৎকোচ দিয়া কর্ম্ম পাইয়াছে।

মহামহিম শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

মহাশয়, শ্রুত হইল দয়াপূর্ণ কতিপয় ইংরেজ মহোদয়ের পত্র ও আজ্ঞা অনুসারে রাজা বল্লাল সেন ও রাজা লক্ষ্মণ সেন এতদুভয়ের জীবন বিবরণাদি বিষয়ের তদন্ত রাজকর্ম্মচারি দ্বারা হইতেছে, সেমতে বিক্রমপুরস্থ প্রায় গ্রামে এরূপ আলোচনারম্ভ হইয়াছে কৌলীন্য বিষয়ক বল্লালি মত নিবারণ জন্য এই ব্যাপার হইতেছে, যাহা হউক, উক্ত বিষয়ে কুলীন এবং বিক্রীত কন্যাগণ কর্ত্তৃক যে২ কথার আলোচনা হইতেছে তাহা নিম্নে লিপী করিতেছি বোধ করি শ্রোতাগণ ইহা শ্রবণে একান্তই খেদিত হইবেন, কুলীন কন্যাগণ একে অন্যকে বলিতেছেন হেদে কি শুনা যায় আমাদের দুর্ভাগ্য নিশা বিনাশ করণ জন্য কোন২ সাহেব নাকি ভাস্কররূপ ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ বল্লালি কুহক যাহা কোন বেদে নাই পুরাণে নাই তন্ত্রে নাই মন্ত্রে নাই তাহা নাকি উচ্ছেদ করিবেন অতএব উচিত হয় আমরা ঐ সাহেবদিগকে যথোচিতমতে আশীর্ব্বাদ করি কেন না আমরা অবলা দুর্ব্বলা গতিহীনা পরাধীনা সুতরাং আমাদের দ্বারা আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আর কি অনুকূলতা হইতে পারে অতএব প্রার্থনা করি পরমেশ্বর উক্ত মহোদয়গণকে দীর্ঘজীবী করেন ও সন্তান সন্ততি সহ সর্ব্বদা সুখে রাখেন।

হে সম্পাদক মহাশয়, কুলীন কন্যাগণের নিশ্চয় জ্ঞান ছিল পৃথিবীর মধ্যে তাহারদিগের হিতৈষি কেহই নাই বরং কোন২ সময়ে খেদ পূর্ব্বক এই শ্লোক পাঠ করিতেন,, পিতরৌ ধনলুব্ধৌচ রাজা গড্ডগধরস্তথা। দেবতা বলিমিচ্ছন্তি কোমেত্রাতা ভবিষ্যতি ।। এইক্ষণে উক্ত মহাত্মাগণের মানস ও চেষ্টার দ্বারা একান্তই বোধ হইতেছে কুলীন কন্যাগণের দুঃখ নিবারণ করিবেন, যাহা হউক, কুলীন কুমারীগণের দুঃখ পারাবার এরূপ বিস্তারিত তাহা সন্তরণে তরীরূপা লেখনী নিতান্তই অশক্তা।

মহাশয়, দুঃখের বিষয় কি কহিব ইহাও কি সহ্য হয় যে সহস্র২ কুলীন কন্যাগণের বয়স চত্বারিংশৎ বৎসর হইয়াছে, বিবাহাভাবে পতি প্রাপ্ত হইতেছেন না, কারাবদ্ধ লোকের ন্যায় সাংসারিক সুখে নৈরাস হইয়াছেন, এবং যদি কদাচিৎ কাহারো বিবাহ হইয়া থাকে সেও বহুতর সপত্নী সহ হওয়া হেতুক সুখ জ্ঞান হয় না, ঐ রূপ বিক্রীত কন্যাগণ কেহ ৪ শতে কেহ ৫ শতে পশ্বাদির ন্যায় বিক্রয় হইয়া পতিগৃহে গমন করিয়া অন্নবস্ত্রে নানা প্রকার ক্লেশ পাইয়া কালক্ষেপ করেন, কারণ পতির সম্পত্তি যাহা ছিল তাহা পিতা কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই হরণ হয় সুতরাং উপবাস ভিন্ন আর কি উপায় আছে।

হে সম্পাদক মহাশয়, যে গবর্ণমেণ্ট রজপুতের কন্যাবধ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান নিঃক্ষেপ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নরবলি ও সর্ব্বদেশে দাসদাসী ক্রয় বিক্রয় দূরীকৃত করিয়াছেন তাঁহারা কি উক্ত দুর্ভাগ্যা কন্যাগণের চিররোদন ও চিরযন্ত্রণা দর্শন করেন না, রাজার উচিত পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রজার দুঃখে সমভাবে দুঃখিত হয়েন, যদি বলেন গবর্ণমেণ্টের এমত ইচ্ছা নাই তাঁহারা কাহারো শাস্ত্রের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন তবে আমিও বলি উক্ত কৌলীন্য বিষয় কোন শাস্ত্রানুযায়িক নহে কেবল রাজা বল্লাল সেনের অনুমতিতে হইয়াছে, যাহা হউক, সম্প্রতি জিলা ঢাকা ও ফরিদপুর ও ত্রিপুরার মাজিস্ত্রেট সাহেবগণ যাঁহারদিগের শাসনেও সুবিচারে প্রজাকুল স্বচ্ছন্দ সুখে আছেন, ও হিংসা ব্যাপার প্রায় বিনাশের মধ্যে আসিয়াছে ও দৌরাত্ম্য শব্দ দেশত্যাগী হইয়াছে, তাঁহারদিগের সমীপে নিবেদন জানাইতেছি যেরূপ তাঁহারা অন্য২ দৌরাত্ম্য দমন করিতেছেন এইরূপ কুলীনকন্যা ও বিক্রীত কন্যাগণ যে পিতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক দৌরাত্ম্যে যন্ত্রণা পাইতেছেন তাঁহারদিগকে ঐ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া চিরকালের জন্য স্বীয় সুখ্যাতি পতাকাকে উড্ডীয়মান করেন, এবং উপরোক্ত দুর্ব্বল অবলাগণ হইতে নিয়ত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে থাকেন, যদি বলেন এরূপ কোন কানুন নাই তদনুসারে উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তবে তৎপক্ষে নিবেদন এই যে কানুন না থাকিলেও তদ্বিষয়ের কানুন স্থাপিত করা মাজিস্ত্রেট মহাশয়গণের সাধ্যাধীন বটে, যথা তৎপ্রমাণ ১৮০৩ সনের ৯ আইনের ৩ ধারা প্রচার আছে ইতি।

পুং হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর ইত্যাদি ইংরেজি সমাচারপত্র সম্পাদক মহাশয়গণ সমীপে নিবেদন এইযে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এবিষয়কে আপন২ পত্রে স্থান দেন ইতি।

বিক্রমপুর নিবাসি কস্যচিৎ জনস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৪৯ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২ আগষ্ট। দামীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৯ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে বালাখানায় মহেশ মুখর্য্যার বাটীতে আসিয়াছেন যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্শ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২৪ ফিব্রুআরি।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৪ ফিব্রুআরি তারিখে হুজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল —— আক্ট

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

২৪ ধারা। এই আইনক্রমে উসুল হওয়া যে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ গোয়েন্দারদিগকে পুরস্কার স্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূরণ করণার্থে তাহার দিগকে দিতে পারেন ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতার নবীন পোলীসের নবানুরাগ সময়ে নগরবাসি মান্য লোকেরা আমারদিগের নিকট কত বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরা তাঁহারদিগের উত্তেজনায় ইণ্ডাইটের ঝুঁকীতেও ক্ষমতার্পণ করিয়াছিলাম, সাধারণের উপকারের জন্য তৎকালে দিগ্বিদিগ্ দেখি নাই এবং এই পোলীস আমারদিগের বিরুদ্ধে ইণ্ডাইট করিবেন এমত ভয় দেখাইয়াছিলেন তাহাতেও আমরা দৃক্পাত করি নাই, নিঃসহায় হইয়া ও সাহস পূর্ব্বক পোলীসের দোষ লিখিয়াছি এইক্ষণে তাহাই প্রকাশ হইতেছে, কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইবেক না হরকরা সম্পাদক ও ইংলিসমেন সম্পাদক তৎসময়ে আমারদিগের কিঞ্চিৎ পোষকতা করিয়াছিলেন, কালবিলম্বে সেই পোষকতার সুদৃশ্য ফল প্রত্যক্ষ হইল অতএব হরকরা সম্পাদক ও ইংলিসমেন সম্পাদক মহাশয়গণকে আমরা নমস্কার দিলাম, কলিকাতার নূতন পোলীসের দোষানুসন্ধানে কেবল আমরাই নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইংরেজ বাঙ্গালি সাধারণ কোন সমাচারপত্র সম্পাদক তৎকালে আমারদিগের ন্যায় পরিশ্রম করেন নাই, এবং যদিও আমরা সাধারণ কর্ম্ম সম্পাদনের পারিতোষিকের প্রার্থক নহি তথাচ কলিকাতা নিবাসিরা যদি ইংরেজ হইতেন তবে আমারদিগকে পারিতোষিক প্রদানের অনুষ্ঠান করিতেন, বেতন দিয়া লোক রাখিয়াছি, দিবারাত্রি তাহারদিগকে প্রতিগলী২ পাঠাইয়াছি, কোন্ পাড়ায় কাহার ঘরের কোন্ দিগে সিঁদ হইয়াছে নাম নির্দ্দেশ করিয়া তাহা লিখিয়াছি এই নবীন পোলীস আমারদিগের বাড়ীতে গড়াগড়ী গিয়াছেন, মেকান সাহেব আসিয়া গরুড়পক্ষির ন্যায় খাড়া হইয়াছেন, আমরা নিশ্চিন্তে বসিয়া লিখিতে পারি নাই প্রথম ভাগের ইনস্পেক্টরেরা এবং চৌকীদার নায়েবাদি আসিয়া বিরক্ত করিয়াছে, এক দিবসীয় বেল দুই প্রহর পাঁচ ঘণ্টা কালে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের বাগানের অট্টালিকাতে এক গৃহে বসিয়া বাবু রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি মান্য লোক দিগের সাক্ষাতে প্রমথনাথ বাবুর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছি এমত কালে বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তথায় যাইয়া প্রমথনাথ বাবুকে কহিলেন মহাশয়ের সহিত কোন কথা আছে ইহাতে প্রমথনাথ বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়কে অন্য গৃহে লইয়া যাইয়া অনুমান দশ নিমেষের পর আসিয়া আমারদিগকে ডাকিলেন, আমরা তাঁহার সঙ্গে ঐ গৃহে গমন মাত্র শুনিলাম মেকান সাহেবকে পোলীসের দোষের ভেদ কথা লিখিয়া দিয়াছি, এবং মেকান সাহেব আমারদিগের মনের কথা লইয়া পেটন সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন আমারদিগের বিরুদ্ধে ইণ্ডাইট করিবেন, তাহাতে আমরা যে উত্তর করিয়াছিলাম প্রমথনাথ বাবু তাহার সাক্ষী আছেন, এবং চন্দ্রমোহন ও বুঝিয়া থাকিবেন তাঁহার মুখের উপর কোন বাঙ্গালী এরূপ উত্তর করেন নাই, আর ইণ্ডাইটের কথার উত্তর করিয়াছি দোষী পোলিস যদি আমার দিগের বিপরীতে ইণ্ডাইট করেন তবে আমরা তাহার উত্তর প্রদান করিতে পারিব, তাহাতেই চন্দ্রমোহন অপ্রস্তুত হইয়া প্রস্থান করিলেন এবং আমরা বাটীতে আসিয়া পুনরায় নবীন পোলীসের তাবদ্দোষ লিখিতে আরম্ভ করিলাম, তদবধি লিখিয়া২ পোলীসের দোষ সপ্রমাণ করিয়াছি, সেই লেখার উত্তেজনায় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার পোলীসের দোষ গুণ বিবেচ

নাথ বিজ্জবর কমিস্যনর গণকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কমিস্যনরেরা বিজ্ঞাপন মাত্র দিয়াছেন পোলীসের বিষয়ে যিনি যাহা জানেন আসিয়া স্পষ্ট বলুন, কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখিয়া নগর নিবাসি মান্য লোকেরা অদ্যাপিও তথায় যান নাই, কেবল চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ধুনার গন্ধে মনসার ন্যায় অগ্রে ছুটিয়াছেন, ইহাতে যদিও আমরা স্বীকার করি তিনি সাধারণের উপকারের জন্য ইসর্ব্বাগ্রে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছেন, তথাচ বলিতে পারি পোলীসের বিপক্ষে তাঁহার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা প্রথমদিনেই কহিয়াছেন, তৎপরে প্রতি দিবস কেন যান, আরবার স্বারমতিশীলের নামোল্লেখ করিয়া কেন বলেন শীলবাবু পোলীসকর্ম্মচারিগণকে টাকা কর্জ্জ দিয়া পোলীসে কর্তৃত্ব করিয়াছেন, চন্দ্রমোহন বাবু যে মাতুলের অনুচর হইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন সে মাতুল কি ইংরেজদিগকে বহু ধন ঋণ দিয়া উপকারিতা দেখান নাই, অগ্রে আপন দোষ গুণ বলিয়া যাঁহারা অন্যের দোষ প্রকাশ করেন তাঁহারাই সাধু পুরুষ, স্বং দোষ গোপন রাখিয়া পরদোষ প্রকাশকেরা সাধুগণ্য হইতে পারেন না, চন্দ্রমোহন বাবু যদি পোলিসে সত্য কথা বলিয়াছেন তবে তাঁহার বাক্যের পোষকতার জন্য অন্য লোকদিগকে কি নিমিত্ত পোষকতা করিতে উপরোধ করেন, আর ইনস্পেকটর মিউরহেড তাঁহার নামেতেই বাকিনিমিত্তদ্বাদশ বোতল ব্রাণ্ডিরজন্য পত্র লইয়া আসিয়াছিল, কালকাতায় কি আর কেহ বড়লোক ছিলেন না, ইহাতে কি পোলিস কমিস্যনর মহাশয়েরা বুঝিতে পারেন নাহ চন্দ্রমোহন বাবু ব্রাণ্ডিব্যবহার করিয়া পোলীসের হস্তে পড়িয়া থাকিবেন, ইনস্পেটর তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছে এই কারণ চন্দ্রমোহনবাবুর নিকট ব্রাণ্ডিচাহিতেআসিয়াছিল, ইহাকি অনুভব করা যায়না, অপর আরো একটী কথা জিজ্ঞাস করি বিপদ্গস্তনা হইলেকেহঋণকরেননা, চন্দ্রমোহনবাবুইহা বিলক্ষণ জানেনএবংকলিকাতারপোলীসঋণগ্রস্তহইয়াছেনআমরাও ইহা বলিয়াছিকিন্তুচন্দ্রমোহনবাবুকেবল মতিলাল শীলের নামোল্লেখে কি জন্য সাক্ষ্য দিলেন, বাবু মতিলাল শীলের অপরাধ কি, তিনি টাকা কর্জ্জ দেন, সুদলন, তাঁহারএইব্যবসায়, মতিলালশীল বাবু আরো অনেক সিবিলিয়নকে টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি মেংবুসবিসাহেবকোথায়, তিনিমতিলালশীলের কত টাকা ধারেন, এই কমিস্যনরেরা যদিগবর্ণমেণ্টের অন্যান্যমান্যকর্ম্মকারকদিগের প্রতিদৃষ্টিকরেনতবেঅনায়াসে প্রকাশপাইবেতাঁহারামতিলালশীলের কতটাকা কর্জ্জ করিয়াছেন, অতএববাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় যদি সকলের কথা বলিতেন তবে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতাম, পোলীসের প্রতি কেবল রাগ প্রকাশ করিয়াছেন এই কারণ ধন্যবাদ প্রদানে বিরত হইলাম।

কলিকাতা পোলিসের কমিস্যনরদিগের বৈঠকের বিবরণ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। বাবু মতিলাল শীলের উল্লেখিত অবৈধ কর্তৃত্ব থাকাতে পোলিসীয় বিচারে বা একজিকিউটিব কর্ম্মে কখন কোন ব্যভিচার উপস্থিত হয় এমত কোন উদাহরণ জান কি না।

বাবু চন্দ্রমোহনচট্টোপাধ্যায়েরউত্তর। বিচারেরবিষয়জ্ঞাতনহিকিন্তুপটোলডাঙ্গা থানা ঘর বিনাবিজ্ঞাপনে সাধারণের অগোচরে মতিলালশীলকে বিক্রয়করা হইবায় অনেক ক্রেতা তাহাতে নৈরাশ হন, কথিত হয় মতিলাল শীলের প্রভুত্ব বিধায় এরূপ ব্যবহার হইয়াছে, তৎস্থানে মতিলাল শীল এইক্ষণে দোতালা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পোলিসের নূতন নিয়ম সংস্থাপন হইবার পরে এই থানাবিক্রয়, পুরাতন কবরডাঙ্গা থানা মতিলাল শীলকে বিক্রয় করা হইয়াছে কিনাবলিতেপারিনা কিন্তুতিনিতাহারভাড়া গ্রহণ করেন, আমি বিজ্ঞাত আছি বাবু দিননাথ সেন উক্ত পটোলডাঙ্গা থানা ২৫০০ টাকায় ক্রয় করণার্থ প্রধান মাজিস্ত্রেটেরনিকটএকআবেদনকরেন, এবং কবরডাঙ্গা থানাঘর ক্রয় করিবার জন্য আমি নিজে মেকান সাহেবের নিকট উপস্থিত হই কিন্তু তিনি তৎকালে আমাকে কহিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহা বিক্রয় করা যাইবেক না।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের উত্তর। পেটন সাহেবের আফিসের ধনরক্ষক নিমাইচরণ মল্লিক মতিলাল শীলের জামাতার ভ্রাতা হন ১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ইনিউক্তপদপ্রাপ্তহইয়াছেন, আনুমানিক যোগাযোগের প্রবাদের এইউদাহরণ দেখাইলাম, চাঁপাতলার মোকদ্দমা যাহাতে একজন ইনস্পেকটর একটা কুক্কুরকে গুলি করে তদ্বিষয় আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি ঐ ইনস্পেকটর ঐ গৃহস্থের প্রতি অহিতাচার করিয়াছিল কিন্তু পোলীসে এতদ্বিষয়ের প্রতিকার হয় নাই, শ্রবণ করিয়াছি বাবু মতিলাল শীল ঐ বিষয় সমাধার্থ মেকান সাহেবের নিকট কয়েকবার যাতায়াত করেন, উক্ত অহিতাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে আমি একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাঁহারা তদ্বিষয়ে সদ্বিচার প্রাপণে কেন হস্তোত্তোলন করিতেছেন তাহাতে এক জন এই উত্তর করেন মেকান সাহেব ক্রোধ করিবেন এই শঙ্কা আছে, অন্য ব্যক্তি কহেন বাবু মতিলাল শীল এবিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছেন অতএব প্রকৃত বিচার লাভ দুষ্কর, বাবু মতিলাল শীল অত্যাচারিগণের সহিত অন্য কোনরূপে সংযুক্ত ছিলেন না, কথিত মোকদ্দমায় আমার কোন সংযোগ নাই, মাজিস্ত্রেটদিগের ঋণ বিষয়ে শ্রুত হইয়াছে মাষ্টর পেটন সাহেববাবু রাধামাধববন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট দায়ী আছেন।

প্যারী বাবুর এই জোবানবন্দী সাঙ্গ হইতেনা হইতে পেটন সাহেব কমিস্যনরগণের সমীপে সমাগত হইয়া মৃদুস্বরে কহেন তিনি আপন জোবানবন্দীর একভূ সংশোধন করিতে আসিয়াছেন অর্থাৎ এই বলিতে চাহেন বাবু মতিলাল শীলের উপরোধক্রমে তিনি স্বকীয়কর্ম্মালয়ের ধনরক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার শ্রবণগোচর হইয়াছে মেকান সাহেবের নিকট তুমিঋণগ্রস্ত আছএকথার সত্যাসত্যতা বলিতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে।

পেটন সাহেবের উত্তর। কোন আপত্তি নাই, বরং বাবুর এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করায় বাধিত জ্ঞান করিলাম যেহেতু তদুত্তর দিতে পারিলাম, মেকান সাহেবের নিকট আমি কখন একটী টাকাও কর্জ্জ করি নাই।

মেষ্টর ফেরল এইকালে আপন বিরুদ্ধবক্তা উক্ত বাবুদ্বয়কে ক্রসএকজামিন করিতে উপস্থিত হইয়া প্রথমত অতি মৃদুস্বরে যাহা বলেন তাহা শ্রবণ করা যায় নাই কিন্তু শ্রীযুত কালবিন সাহেব তাঁহাকে কহেন আমরা লা সাহেবের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে তুমি একখানা পাল্কি গাড়ি, একখানা বগীগাড়ি, চারিটা অশ্ব ও একটা পোনি ঘোড়া রাখ অতএব উক্ত অল্প বেতনে তুমি কিরূপে এসকলের ব্যয় নির্ব্বাহ কর তাহা বল।

ফেরলের উত্তর। আমি সম্মান পূর্ব্বক বলিতেছি কমিস্যনর সাহেবেরা আমার গৃহস্থালি ব্যয়ের বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে পারেন না।

কালবিন সাহেবের উত্তর। কমিস্যনরেরা তাহা বাসনা করেন না তবে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভার প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন মাসিক ২৫০ টাকা আয়ে তুমি কিরূপে কথিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পার।

ফেরল সাহেবের উত্তর। ইহা বুঝিতে হইবে আমি যাহা এইক্ষণে বলিব তাহা স্বেচ্ছানুযায়ী মাত্র, কারণ এই যে কমিস্যনরেরা আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না ইহা মুক্তকণ্ঠে কহি, প্রায় ২।।০ বৎসর গত হইল হাণ্টর কোম্পানির নীলামে আমি ২০০ টাকায় একখানা পালকী গাড়ি ক্রয় করি এবং ২০ মাস গত হইল সিটন কোম্পানিকে আমি কিস্তিবন্দী মতে বগী মেরামত করণার্থ ২৭৫ টাকা দিয়াছি, উক্ত বগী রাজা বৃজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট প্রাপ্ত হই, তাহার মূল্য ৭০ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল কিন্তু রাজা আমার স্থানে তাহা গ্রহণ করেন নাই।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তুমি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টকে কি এবিষয় জানাইয়াছিলে।

উত্তর। না, কিন্তু কিছুকাল পরে এবিষয়ে আমাকে জোবাব দিতে হইয়াছিল, ইতি পূর্ব্বে রাজা আপন অশ্বাসিত ঘোড়া সকল আরোহণে আশঙ্কা করিয়া আমাকে সময়ে২ চড়িতে দেন, ইহাতে প্রধান মাজিস্ত্রেট অথবা সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট এক উড়তি পত্র আইসে, তাহাতে লিখিত ছিল আমি ঐ রাজার সহবাসে সর্ব্বদা থাকি এবং তাঁহার সহিত সাম্পিন সরাপপান করি, বিশেষতউক্তবগীরবিষয়ওতাহাতেউল্লেখিত হয়, ইহাতে আমি মেকান সাহেবকেপ্রকৃত কথা বলিয়াছিলাম রাজার হইয়া আমি কখন২ তাঁহার অশ্বারোহণ করি এবং তিনি ৪০ টাকা মূল্যোপযুক্ত একখানা বগী গাড়ি আমাকে দিয়াছেন এ তদুত্তরের পর মেকান সাহেব আমাকে

আর কিছু বলেন নাই, কাপ্তান হিকলাহোরে গমন কালে আমাকে একটা মূল্যবান আরবী অশ্ব দেন তাহার মূল্য ১০০০ টাকা হইবেক, মাষ্টর ডেলমার সাহেবের নিকট ১০৫ টাকায় অপর অশ্বক্রয় করি, নীলাম হইতে ১১০ টাকায় অন্য ঘোটক লই এবং চতুর্থ অশ্ব হাণ্টর কোম্পানির নিকটে ১৩০ টাকায় ক্রীত হয়, আমার স্মরণ হইতেছে ২৫ টাকায় একটা পোনি ঘোড়া লই।

এই সময়ে পেটন সাহেবের সাক্ষ্য গৃহীত হয় তদযথা, আমার অল্প স্মরণ হইতেছে একখানা বগীর এবং ফেরেলের কথা লিখিত একখানা পত্র পাইয়াছিলাম, কিন্তু কে ঐ বগী দেয় ও তাহা কি প্রকার আমি জানি না।

বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এই কালে পুনর্ব্বার কহেন, আমি জানি মাষ্টর ফেরল রাজা যাদবকৃষ্ণের নিকট এক খানা শাল পান, রাজা ইহাকিনিমিত্ত দিয়াছিলেন তাহা বিজ্ঞাত নহি।

উক্ত বাবু ফেরল সাহেবের প্রশ্নে এই উত্তর করেন, রাজা বৃজেন্দ্র আমাকে এইমাত্র কহেন তিনি তোমাকে বগী দিয়াছেন তিনি তাহা উৎকোচ দান বর্ণন করেন নাই তবে তদ্দিনে তাঁহার নামে এক ওয়ারেণ্ট বাহির হয় তাহা বলিয়াছেন, এসকল কথা কবে বলিয়াছিলেন নির্দ্দিষ্ট সময় মনে হয় না, তবে তুমি তৎকালে প্রথম ডিবিজনে ছিলে এবং রাজার মোকদ্দমা সেসময়ে পোলীসের বিচারে উপস্থিত থাকে, আমি ঐ রাজার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতাম না, এক দিন তিনি এবং আমি উভয়ে এক বগী আরোহণে গমন করিতেছিলাম এমত কালে তুমিও ট্যাঙ্ক স্কোয়ার নিকটে বগী আরোহণে যাইতেছিলে তৎ সময়ে তিনি আমাকে তোমার বগী দেখাইয়া উক্ত কথা বলেন, এতদ্ভিন্ন আমার নিকেতনেও তিনি এইরূপ গল্প করিয়াছেন, সে বগী দেখিলে এইক্ষণে চিনিতে পারিব না, রাজার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি ঐ বগী ষ্টুয়ার্ট নির্ম্মিত এবংইষ্টমেনকোংএকবার তাহামেরামত করেন, বিশেষত তোমাকে যৎকালে তিনি ঐ যানার্পণ করেন তখন তাহা ব্যবহারোপযুক্ত অবস্থায়ছিল, তুমিযখনআগ্নেহকর্ম্মে নিযুক্তথাক তখন অবধি আমিতোমাকেচিনি, তুমি বাঙ্গালিদিগকে মিথ্যাবাদী বল একথা লইয়া অপর দুই ব্যক্তির সহিত একত্রে আমি তোমার নামে অভিযোগার্থ কখন পোলীসে আসি নাই, দয়ালচাঁদ বশাখ তোমাকে নগদ বা নোটে কিরূপে অর্থ দেন তাহা বলিতে পারি না যেহেতু দয়ালচাঁদ তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে কহেন নাই।

পোলীসের বিষয়ে সমাচার পত্রে নানা আন্দোলন হইতেছে গত কল্য এই কথোপকথন প্রসঙ্গে দয়াল চাঁদ আমাকে তোমার কথা কহিয়াছেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সমাচার।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি বেনারস রিকার্ডর পত্র লেখেক পুনঃ২ প্রার্থনা করিয়া ও তৎ সম্পাদকগণের নিকট যন্ত্রালয়ের অধীন কর্ম্মচারিগণের বেতনাদি না পাইয়া অবশেষে পত্র ছাপা রহিত করিতে বাধিত হইয়া উক্ত যন্ত্রালয়ের অক্ষরাদি বিক্রয়ের এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, বেনারস রিকার্ডর পত্র অল্পকাল স্থায়ী ছিল বটে কিন্তু অতি সাহসিক সম্পাদক দ্বারা পারিপাট্যরূপেতাহানিষ্পন্নহইত, অতএব এমত পত্রের অকাল বিনাশে সকলেই পরিতাপিত হইয়াছেন।

পঞ্জাব বুলবুক পাঠে অবগত হইল রাজা গোলাপ সিংহ শীক সংগ্রাম সময়ে লাহোরীয় রেসিডেণ্ট মহাশয়কে স্পষ্ট রূপে লেখেন তিনি বৃটিসানুগত আছেন, বৃটিস কৃপায় তাঁহার রাজ্য রক্ষা হইতেছে, শীকেরা তাহার ৫ জন পরিবারকে হনন করে এবং আফগানেরা তাঁহার রাজ্যাক্রমণে অভিলাষ রাখেন অতএব তদুভয় জাতির প্রতি তাহার স্নেহ নাই।

চীন রাজ্যের সমাচারে জানা যায় তথায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই কেবল মেকোয়া স্থানে এক বিরোধ মাত্র হইয়াছিল।

লাড়োয়ার পদচ্যুত রাজা অজ্জিত সিংহ মধ্যে যিনি আলাহাবাদ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন ব্যক্ত হয় তিনি কাশ্মীরের পশ্চিমমধ্যে নওয়া সোরাই নামক স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তদনুচরগণ বৃটিস হস্তে আসিয়াছে।

পেসোয়র প্রদেশে এক জনশ্রুতি হইয়াছে দোস্ত মহম্মদ খাঁ তৎস্থানাক্রমণ করিবার অভিপ্রায় রাখেন কিন্তু ইহা আমার দিগের প্রত্যয় জনক নহে।

লার্ড ডেলহৌসি মহাশয় শিমূলশিখরে আরো কিছুকাল অবস্থান করিবেন ইহাই বুঝা যায় মফস্বল লাইট পত্রে লেখে তিনি কেনেডি হৌস নামক উত্তমালয় এক বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়াছেন।

কলিকাতা নগরীয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত পীল সাহেব আমারদিগের সৌভাগ্য বশাৎ এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন, আমরা প্রার্থনাকরি এইরূপ বিচারকর্ত্তার অধীনে আমারদিগের কালযাপন হয়, পাঠক মহাশয়েরা এক সূক্ষ্মবিচারানুষ্ঠানের বিষয় শ্রবণকরুন, উক্তবিচারকমূলবিষয় সন্ধানার্থ কলিকাতার পোলীসের তৃতীয় মাজিস্ত্রেটের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন অতএব আমরা এই বিষয়ের তদন্ত করিয়া যে রূপ শুনিলাম তাহাও প্রকাশ করি, যদি কোন২ বিষয়ে আমারদিগের সমাচার দাতার ভ্রম হইয়া থাকে তথাপি বিচারকর্ত্তা এই প্রস্তাব হইতে সারাংশ চুম্বক করিয়া লইতেপারিবেন, মূল বিষয় সুবোধ লোকের বুদ্ধির অগোচর থাকিতে পারে না।

সমাচারদাতা বলেন কলিকাতা নগরীয় যোড়াসাঁকো পল্লীস্থ কোন সুবর্ণ বণিক তাঁহার দুই ভ্রাতার দুই অবীরাতে আসক্ত আছেন, তেতালা গৃহে মখমল মণ্ডিত খট্টাতে ঐ দুই অবীরার শয়ন হয় তাহারা সর্ব্বদা কুসুমীরঙ্গের সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার করে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে বিধবাদিগের খাটে শয়ন সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানাদি নিষেধ লেখেন, তথাচ বাটীর কর্ত্তা ধনি ভাসুর ঐ যুবতী অবীরাদ্বয়কে বেশ্যার ন্যায় সাজাইয়া তাহারদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন, স্বকীয় যুবতী স্ত্রীর সহিত প্রায় সাক্ষাৎ হয় না, অতএব ঐ স্ত্রীলোক রাগক্রমে কিম্বা স্বভাব দোষে এক যুবার সহিত প্রেমাসক্তা হইয়াছিল, পাঁচ ছয় মাস এই ব্যবহার হইয়াছে, পরে দৈবাৎ এক দিবসীয় শেষ রাত্রিতে উক্ত বণিক তেতালা গৃহে ভ্রাতৃবধূদ্বয়কেসন্দর্শন করিয়া দোতালায় আসিয়া তাঁহার স্ত্রীর গৃহের খড়্‌খড়িয়া উঠাইয়া দেখিলেন স্ত্রী ঐ যুবার সহিত আলাপ করিতেছে, কিন্তু খড়্‌খড়িয়ার শব্দ শ্রবণ মাত্র যুবা তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া দোতালার ছাতের উপরে আসিল, এবং বণিকও তখনি দ্বারের নিকট যাইয়া তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই এখানে কেন, যুবা কহিল বড় গ্রীষ্ম হইয়াছিল এই কারণ ছাতে আসিয়াছি, বণিক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহার স্ত্রীর শয্যাতে ঐ ব্যক্তি ছিল তথাচ তাহা গোপন রাখিয়া কহিলেন,, আমারও গ্রীষ্ম হইয়াছে, চল গঙ্গাস্নানে যাই ,, যুবা বলিল ,, মহাশয়, রাত্রি অধিক আছে গঙ্গাস্নানের সময় হয় নাই,, কিন্তু বাটীর কর্ত্তা বণিক বারম্বার উপরোধ করিতে লাগিলেন অতএব একখানা গামছা দোছট করিয়া ঐ ব্যক্তি বণিকের সঙ্গে২ চলিল, যুবা যখন গামছা আনিতে অন্য ঘরে যায় তখন সেই অবকাশে বণিক একগাছা খুরহস্তে লইলেন এবং তিন চারি জন ভৃত্যকে বলিলেন,, তোরা আমার সঙ্গে আয়, আমি যাহা বলিব তাহাই করিস, পরে ভৃত্যগণকে অগ্রপশ্চাৎ দিয়া ঐ যুবাকে সঙ্গে লইয়া বণিক বাবু কলিকাতার টাকশালার ঘাটে গমন করিলেন, তথায় উপস্থিতি কালে গঙ্গায় জুআর হইয়াছিল, বাবুর ইঙ্গিত ক্রমে ভৃত্যেরা যুবাকে ঠেলা দিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল, এবং তাহার গামছারদ্বারাযুবারমুখবন্ধনকরিয়াফেলিল, সেই সময়ে বাবু স্বহস্ত স্থিত খুর দ্বারা যুবার গলা কাটিয়া উদরে দুই তিন স্থানে আঘাত করিলেন এবং যখন দেখিলেন যুবা অচৈতন্য হইয়া পড়িল তখন ভাবিলেন কর্ম্ম শেষ করিয়াছেন অতএব তাহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু যুবার পরমায়ু ছিল এই কারণ তাহার গলার নলী সর্ব্বতোভাবে কাটা হয় নাই, তৎপরে জুআরে উজান পানে যাইতে২ তাহার হস্তে এক নৌকার কাছী লাগে, সেই কাছী ধরিয়া টাকশালার পশ্চিমস্থ গঙ্গাতীরের বাগানের নীচে রহিল, এবং কিঞ্চিৎ কাল পরেই ভাঁটা পড়িয়া সে স্থানের জল সরিয়া যায়, অচৈতন্য যুবা কর্দ্দমের উপর পড়িয়া থাকে, প্রভাত কালে টাকশালার অধ্যক্ষ সাহেবের বালক বালিকা সহিত আয়ারা বাগানে বেড়াইতে২ দেখিল ঐ যুবার গলদেশ ও উদর দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে এবং

ন্ত প্রায় যুবা হস্ত পদ লাডিতেছে, এই রূপ দেখিয়া আয়ারা সাহেবকে সমাচার দেয়, সাহেব আসিয়া চৌকীদারদিগকে ডাকিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করেন, তাহাতেই চৌকীদারেরা দুর্ভাগ্য যুবাকে গো শকটে উঠাইয়া মেডকেল কালেজে পাঠাইয়া দিয়াছিল, এই গলা কাটার মোকদ্দমা পোলীসে ডিস্‌মিস হয়, ইহার কারণ এং যে ধনি বণিক ঐ যুবাকে পাঁচ সহস্র টাকা দিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মহাশয় এডবোকেটজেনরেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন এরূপ বিষয়ে রাজা স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না, এডবোকেট জেনরেল সাহেব লিখিলেন রাজার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এমত বিষয়ের বিচার করেন, পরে প্রধান বিচারপতি মহাশয় এডবোকেট জেনেরল সাহেবের অভিপ্রায় লিখিত পত্র কোম্পানি বাহাদুরের উকীল সুইনহো সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন আসামি বণিকেরনামে ইশ্তাইট প্রস্তুত হয়, এবং পোলীসের কনিষ্ঠমাজিস্ত্রেট হিউম সাহেবের প্রতি আদেশ হইয়াছে তিনি আসামি ফরিয়াদির জোবানবন্দীলইয়াসুপ্রিমকোর্টে প্রেরণকরেন, গতশনিবারের ভাস্করেপাঠক মহাশয়রাদেখিয়াছেনহিউমসাহেবকহিয়াছেন তাঁহার সাক্ষাতে গলা কাটার এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি আসামিকে তলপ করিয়াছিলেন সেজামীন দিয়া গিয়াছে, আসামির উকীল এলেন সাহেব বলিয়াছেন মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইয়াছে, এবং ফরিয়াদী স্বীকার করিয়াছে মতিলাল শীল বাবুর মধ্যস্থালিতে সে ৫০০০ টাকা পাইয়াছে, আমরা এবিষয়ে আর লিখিব না, শ্রীযুত পীল সাহেব যখন মনোযোগ করিয়াছেন তখন সূক্ষ্ম বিচার অবশ্য হইবে।

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

আমি একাল পর্য্যন্ত তুষ্ণীম্ভূত হইয়া মূলতানাধিপতি মূলরাজের বিচার সমাপন প্রতীক্ষায় ছিলাম, অবশেষ বিচারের গতিক ও ধারা প্রণালী প্রকাশ হইবায় তত্তাবদবজ্ঞাতা হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম, সত্যানুরক্ত ধর্ম্মভাক্ পুরুষেরা এবম্ভূত যথার্থপর ন্যায় বিচার করিতে যথা ধর্ম্মানুরোধে সঙ্কোচিত ও ভীত হইলেন না, কেবল মায়া ব্যবধানে লোকাপবাদ অপহার নিমিত্তক প্রধান মহাশয় একটা বিচারাধিকরণ সংস্থাপনাপবাদ করেন, এবং তদুপযোগী মেষ্টর মেনশেল প্রভৃতি তিন জন সাহেবকে বিচার সমাধার্থে বিচারক পদাভিযুক্ত করিলেন, যাঁহারা সিন্ধু হইতে যাবৎকাল অত্র ভারতভূমীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাবৎ পরস্পর কর্ম্মভেদাভিধায় কৃতনিযুক্ত প্রযুক্ত অপ্রতুলাবকাশে বিচার বিধায়ক কার্য্য অথবা রাজকীয় বিধান ব্যবস্থাবলী সম্যক প্রকারে অনভিজ্ঞদশায় কালক্ষেপ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ কঠিন বিচারাস্পদের ব্যাপার তাঁহারদিগকে সমাপন করিতেদিলে সৌষ্টবওপ্রশংসা সুদূর পরাহত, প্রত্যুত যথাধর্ম্ম বিচারস্খলনে জনপদে অভিসপ্ত হইয়া নিরয়াবতরণের সোপান নির্ব্বন্ধ করিলেন, এবং তাঁহারদিগ কর্ত্তৃক পবিত্র বিচারের ব্যভিচারই সর্ব্বতোভাবে ভবিতব্য, ইহাতেই বোধ সন্দীপন হয় যে মহাপুরুষেরা সমবেত হইয়া একান্তই মূলরাজের প্রাণগ্রহণ সঙ্কল্প করিয়াছেন, অতএব অরাজকাভিধান আর কোন্ স্থলে সঙ্গত হইবে, সুতরাং রাজাবষ্টব্ধে অবিবেকতার কার্য্য হইলে জগৎপতির সন্নিহিতে বিচার প্রার্থনা আবশ্যক হয়, তিনি বিনাসাক্ষ্য প্রমাণাদিতে আগামি দীপ্তিমান দৃষ্টি করিতেছেন, তিনি অবশ্য এক দিবস যথার্থ বিচার করিবেন, পরন্তু মেষ্টর মেনশেল প্রভৃতি মূলোদ্বৃত্ত মূলরাজের প্রতিপক্ষে অভিযোগের বিচার নির্দ্দিষ্ট শক্তি সম্প্রাপ্তে ত্রিবর্ত্ত দেশে যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে সভ্যাভিমানি ইংরাজ সম্পাদক সাম্প্রদায়িকের মধ্যে যাঁহারা নির্ভয়ে মুক্ত কণ্ঠে সঙ্গতাসঙ্গতের প্রতি উক্তি করিয়া থাকেন তাহারা তুষ্ণীক ব্রতাবলম্বন করিলেন, বিশেষত ফ্রেণ্ড সম্পাদক মহাশয় স্বার প্রকৃতি প্রশক্তিতে সম্বাদ পত্র দ্বারা শুদ্ধ মূলরাজের উদ্বন্ধনোদ্বাসনানুরোধে লিপীনির্ব্বন্ধ করিতে নিরন্তর নিরালস্য হইয়াছিলেন, প্রত্যুত এই ক্ষণে তিনি ভূপালদিগের বুদ্ধি বিচারাধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইয়া স্বাভীষ্ট প্রকাশ সিদ্ধ করিতেছেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ব্যবস্থাস্থা যে কিছু হিন্দু বিধানে প্রতিপন্ন হয় তত্তাবৎ যে কোন বিধায় বিধ্বংশ পায় এমত চেষ্টায় ও অনুষ্ঠানে নিয়ত তাঁহাকে অশৈথিল্য দেখিতে পাই, ফলতঃ পয়োধর বারি সিঞ্চনে কখনই সমুদ্র শুষ্ক হয় না, যদি কেহ দুর্দ্দৈবাধিক্ষিপ্ত যন্ত্রণা পায় তবে কাহার সাধ্য কে নিবারণ করিবে, অধুনা মূলরাজের প্রাণোদ্বাসনানুজ্ঞা তাঁহার পরমানন্দ প্রজাবতী বলিতে হইল, হা, তিনি এই সমুদায় প্রাণহস্ত্ কর্ম্ম প্রজাবতীর প্রেমালিঙ্গনে পরম সুখযুক্ত আছেন, ভালই থাকুন " অবশ্যমেবভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং., অতএব আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি নিম্ন লিখিত রাজকীয় ব্যবস্থাস্থা পূর্ব্বক মনঃসন্নিবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে অনুমান করি তাঁহার বাগধিষ্ঠাত্রীদেবী সকরুণা হইয়া সুমতি প্রদান পূর্ব্বক ভ্রম বুদ্ধি ধ্বংশ করিতে পারেন, তাহা হইলে মূলরাজের বিরুদ্ধে কৃতান্ত সন্নিহিত যাত্রাদেশ অবৈধকৃতকৃতান্ত হইয়াছে কি না তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন, ১৮২২ সালের ৯ সংখ্যক ও ১৯০৯ সালের পঞ্চম সংখ্যক ১৮২২ সালের ১ সংখ্যক ৬ধারা বিধি যে অনুবন্ধে নির্ব্বন্ধ হইয়াছে তাহা দোষারোপিত ব্যক্তিদিগের বিচারার্থে বৈশিষ্ট্য হয়, কিন্তু তত্তাবৎ ব্যক্তি সহ সমানাধিকরণে মূলরাজ কোন মতেই বধার্হ হইতে পারেন না, বস্তুতস্তু যথাবিধি নিষ্ঠ ও উক্ত ব্যবস্থা প্রণিহিত কার্য্য না হইলে স্বভাবত মর্ম্মাঘাত হইয়া তমোগুণের ধর্ম্মোদয়দেখা যায়; যদ্যপিউদ্ভাবিতব্যবস্থাপ্রযোজকমহাত্মারাবর্ত্তমানথাকিতেনতবে তাঁহারদিগের স্ববংশজ বর্ত্তমান পুরুষ কর্ত্তৃক কীর্ত্তি রক্ষার ব্যাপার দৃষ্টে আনন্দিত হইতেন, অধুনা লেখনীর শ্রম ব্যর্থ অরণ্যে রোদন মাত্র, যদা উজীরালী যিনি অযোধ্যাধিপতি ও চেতসিংহ যিনি বারানস নগর স্বামী ছিলেন তাঁহারা নিষ্ক্রান্তাসি হইয়া মহা সাহসিকরূপে বিস্তর মহিমাবর সাহেবকে কৃন্তন করিয়াছেন, তত্তুলনায় এণ্ডরসন ও মাষ্টর এগনু সাহেবকে কি বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেনতথাচ এই দারুণ অপরাধাভিযুক্ত ভূপতিদ্বয়কে আধুনিক প্রভুদের পূর্ব্বপুরুষ মহারথি মহাশয়েরা প্রাণবিনাশাদেশ বিনিময়ে যাবজ্জীবন সমর্য্যাদায় রক্ষা করিয়া বৃত্তি প্রদান কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইদানীন্তন ধর্ম্মভাক্ নবীন পুরুষদিগের অপকপাস্তুত বাচ্য ক্রিয়া দেখিলে পূর্ব্ববর্ত্তি রাজপুরুষদিগকে স্মরণ করিয়া অবিশ্রান্ত নয়নাশ্রু বিগলিত হয়, এই কারণ, মহাজনোযেন গতঃ সপন্থা., সাধুপ্রবাদ প্রবাহিত আছে, অতএব পূর্ব্বকৃত পদ্ধতি ও ধারাসমাশ্রয় করিয়া কার্য্য করিলে মূলরাজ অবশ্য প্রাণে রক্ষা পাইতে পারেন, নতুবা পূর্ব্বগত মহাপুরুষদিগের বিধি নিষেধ ও কার্য্যাকার্য্য বিচারাদি তত্তাবৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া চিরস্মণীয় কীর্ত্তি রাখিলে অবশ্য চিরঞ্জীবীত্বরূপে প্রকীর্ত্তিত হইবেন, আপনারা স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দিদ্বারা বুঝিয়াছেন মূলরাজ হত্যাকারী নহেন তথাপি স্বজাতি সংহনন জিঘাংসায় তাঁহার জীবন বিনষ্ট হইতে পরাঙ্মুখ হইতেপারিলেন না, তিনি কেবল আত্মীয়ান্তরঙ্গেরপরামর্শেপূর্ণবলসত্ত্বেও সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিস রাজ্যপালের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, যদি বিগ্রহ বিক্রমে দুর্বিণপ্রবীন মূলরাজ স্বীয় অতুল্য বিভব সম্বল লইয়া মহাপথে যাত্রা করিতেন তবে শোণিতমুখী বিচার মায়াকে পরিতুষ্ট করিতে তাঁহাকে কোথায় প্রাপ্ত হইতেন, এইক্ষণে তাঁহাকে কৃপানিধান মহাপ্রভুর করুণাকীলকে বন্ধন করিয়া সকলে মিলিত হইয়া বলিদানার্থে সন্নিক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু ইত্যবসরে প্রার্থনা করি মহাশয়েরাঅনন্তমায়া প্রধানপ্রভুর হৃদয়াম্বুজে মকরন্দস্বরূপ সঞ্চার করিয়া তাঁহার অসীম মহিমা সৌরবে জগদামোদিত করুন, . তিনি যখন বিচারপতিদিগের মায়ানুরোধে ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিক্রমে মায়া জননীর কোলালিঙ্গনে সমর্পিত হইয়াছেন তখন আর তাঁহার বিনাশ কি।

ভাস্কর পাঠকস্য। চং।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাম্নগুণামুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্‌ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুরবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমূখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫০ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৪ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২১ শ্রাবণ শনিবার মূল্যমাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অনেক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপনক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিবিধ রোগের চিকিৎসা করণার্থ পুঁঠীয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন রাজা বাহাদুরকে আরোগ্য করিয়া পুনরায় কলিকাতা নগরে বালাখানায় মহেশ মুখর্য্যার বাটীতে আসিয়াছেন যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় ঐ স্থানে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিলে জ্বর, বিকার, প্রস্রাব দোষ, গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, অর্ষ, মহারোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাত, নাসা, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯সাল ২৪ ফিব্রুআরি।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৪ফিব্রুআরি তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ——— আক্ট

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

২৫ধারা। এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে করা কোন নালিশ বা আদালত সংক্রান্ত কার্য্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত রাখিতে বা উঠিয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোর্ট হইতে কোন সর্সিওরারৈ রিট বাহির হইবেক না এবং এইরূপে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে স্পষ্টতঃ আইনের বিষয়ে ভ্রম দৃষ্ট না হইলে সেইডিক্রী অন্য কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি।

২৬ধারা। কোন জুষ্টিস অফ দি পীস যখন এইআইনক্রমে কোন জরীমানাঅথবা জব্দের হুকুম করিয়া থাকেন তখন হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবরা ডিক্রীর পর দশ দিবসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র তলব করিতে পারেন এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক এবং যদি বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তাঁহারা ক্রোক হওয়া সমুদায় জিনিস বা তাহার কোন অংশ ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন এবং কোন দণ্ড ক্ষমা কি কমাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে খালাস করিতে পারেন ইতি।

২৭ধারা। এই আইনক্রমে করা কোন কার্য্যের জন্যে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা নিমক চৌকীর কোন আমলার কিম্বা বিনানুমতির লবণ ক্রোক করণের উপযুক্ত মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিস্তার কোন আমলার কিম্বা ঐ সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেসকল নালিশ ও মোকদ্দমা আরম্ভ হয় তাহা সেই কর্ম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তাহার পর করিতে হইবেক না। এবং নালিশ আরম্ভের অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে সেই নালিশ এবং তাহার কারণের এত্তেলা লিপির দ্বারা আসামীকে দিতে হইবেক। এবং সেই নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ হওনের পর আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যার টাকা মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদীর পক্ষে এইমত মোকদ্দমার কিছু টাকা ডিক্রী হইবেক না ইতি।

হুকুম হইল যে এই মুসাবিদা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

হুকুম হইল যে আগামি ২৪ আপ্রি

ল তারিখের পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের যে প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে এই মুসাবিদা পুনরায় বিবেচনা করা যায়।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রাটারী।

সম্বাদ ভাস্কর

এইক্ষণে আমরা সর্ব্বত্যাগী হইয়া কলিকাতা নগরীয় পোলীসের ব্যাপারে কর্ণপাত করিয়া রহিয়াছি, লেখনীকে হস্তে লইয়া বসিয়া থাকি কখন কি হয় লিখিব এবং নগরীয় মান্য লোক সকলকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা পোলিস গৃহে যাইয়া কমিস্যনর মহাশয়দিগের সাক্ষাতে পোলীসের দোষ গুণ তাবৎ বলুন, আমারদিগের চেষ্টা ছিল পোলীসের কার্য্যের প্রতি রাজার মনোযোগাকর্ষণ করিব, তাহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি, রাজ্যেশ্বরেরা পোলীসেরদোষানুসন্ধানার্থ উপযুক্তদুই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাও নগরবাসি সকলকে আবাহন করিতেছেন তাঁহারদিগের সাক্ষাতে যাইয়া সকলে মনের কথা বলেন, অতএব নগরস্থ মহাশয়েরা সময় নষ্ট করিবেন না, এসময়ে আলস্য করিলে পুনর্ব্বার গবর্ণমেন্টের মনোযোগের আশা মিথ্যা হইবে, গবর্ণমেন্ট আর প্রজার ক্রন্দন শ্রবণ করিবেন না, এবং এই পোলীসের সুধারা হইলেই বাহির পোলীসের কর্ম্মচারিরাও সতর্ক হইবেন, অতএব নগরস্থ লোকেরা এসময়ে শৈথিল্য করিলে আপনারদিগের দোষেতে মঙ্গল হারা হইবে।

আমারদিগের গবর্ণমেন্ট কৃপাবলোকনে ভারতবর্ষের ছাপা যন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমরা তাঁহারদিগের নিকট বাধিত হইয়াছি কিন্তু ছাপা যন্ত্রের এই স্বাধীনতা কালেও রাজকর্ম্মচারি মান্য লোকেরা বিধি বর্জ্জিত কার্য্যে শঙ্কা করেন না, কলিকাতার পোলীস গবর্ণমেন্টের চক্ষের গোড়ায় স্থাপিত হইয়াছে তাহাতেই যখন এত উৎকোচ, ঋণ, অন্যায়, অত্যাচার তখন বাহির পোলীস যে কি রূপ স্বেচ্ছাচার ব্যবহার করিতেছে তাহার প্রকৃত বর্ণন কি বর্ণসাধ্য, আমারদিগের হাসীও পায়, দুঃখ ও হয়, গবর্ণমেন্টের বাটীর প্রাচীর সংলগ্ন বাঁশতলা ষ্ট্রিটে পোলীস কর্ম্মাধ্যক্ষ জুয়া খেলেন, অথচ তিনি জুয়াখেলক দিগের দণ্ড করিবেন এই কারণ বেতন গ্রহণ করিতেছেন, ঐ ষ্ট্রিটে যাহার বাটীতে পোলীস কর্ম্মচারি মহাশয় জুয়াখেলিতেন সে ধৃত হইয়াছে, ছোট মাজিস্ত্রেট হিউম সাহেব তাঁহার সহযোগিতায়ার জুয়াখেলার বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন কি না দেখা যাইবে, আমরাওকলিকাতায়আছি।

ফ্রেণ্ডঅফইণ্ডীয়া সম্পাদকমহাশয় বলেন আমরা ইংরেজদিগের নিন্দাবাদ লিখিয়া কাগজ পরিপূর্ণ করি কিন্তু যখন ইংরেজদিগের নিন্দার বিষয় সপ্রমাণ হয় তখন ফ্রেণ্ড স্বকর্ণে হস্ত দিয়া মেমের মহলে পলায়ন করেন, কি ধর্ম্মালয়ে উপাসনা করিতে যান বলিতেপারিনা, জানবাজার নিবাসি ৺ রাজচন্দ্র রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী রাসমণী দাসী এবৎসর রাজপথে তাঁহার রূপার রথচালাইতেপারেন নাই, তাহাতে ফ্রেণ্ড মহাশয় অগ্রে গলাবাড়াইয়া বলিয়াছিলেন রাসমণী দাসী তাঁহার রথ বাঙ্গালিপাড়ায় কেন লইয়া যান না,, রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে,, ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে রথ চালন হিন্দুজাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম শ্রেণীতে গণিত হইয়াছে, হিন্দু ধর্ম্মের বিষয়ে ফ্রেণ্ড মহাশয়ের এই পরামর্শ হিন্দুরা রথ মাথায় করিয়া এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে লইয়া যাউন, কিন্তু কোন বিবীর গর্ভ হইয়াছে তাঁহার বাটীর নিকটস্থ রাজপথে গাড়ির শব্দ হইতে পারিবেক না, এমত বিষয়ে ফ্রেণ্ড বলেন না গর্ভকারি সাহেব তাঁহার বিবীকে কোন বাগানে নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইয়া রাখুন, কলিকাতার এই দোষি পোলিসের বিষয়ে যখন আমরা লিখিয়াছিলাম তখন ফ্রেণ্ড মহাশয় আমারদিগের বিপক্ষ, হেনতেন, কতই বলিয়াছেন, সে সময়ে তাঁহার বড়গলা হইয়াছিল, আর এইক্ষণে পোলীসের সেই সকল দোষ যাহা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহা প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে এখন স্বজাতীয় স্নেহকফ তাঁহার বুদ্ধি লোপ করিয়াছে, পোলীসের বিপক্ষে লিখিতে হৃৎসপক্ষধারিণী করশাখার স্পন্দন হয় না, এবং তৎকালীনকলিকাতাষ্টারের চতুরবর সম্পাদক মেং হিউম সাহেব যিনি আমারদিগের বিপক্ষ হইয়াছিলেন পোলীসের দোষানুসন্ধানকারি কমিস্যনর দিগের সাক্ষাতে তাঁহার মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে পোলীসের তিন ডিপার্টমেন্টের অর্থাৎ বিচারকদিগের তিন ঘরের এক ঘর মাত্র স্বাধীন আছে, অন্য দুই ঘর পরাধীন, কিন্তু কোন্ ঘর স্বাধীন তাহা স্পষ্ট বলেন নাই, বোধ করি আপনাকেই স্বাধীন জানাইয়া থাকিবেন, যদি ইহা সত্য হয় তবে আমরা উচ্চস্বরে কহিতেছি মেং হিউম স্বাধীন নহেন, তিনিও বাবু মতিলাল শীলের ঋণজালে জড়ীভূত আছেন, বরং বাবু মতিলাল পোলীস কর্ম্মচারি অন্য কোন খাতকের নামে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করেন নাই, হিউম সাহেবের নামে অভিযোগ করিয়া ডিক্রী লইয়াছেন, তাহাতে হিউম সাহেব পোলীসের দোষানুসন্ধানারম্ভানুষ্ঠানেতেছয়সহস্র কয়েক শত টাকা দিয়াছেন, এখনও তাঁহার স্থানে মতিলাল শীলের ৭।৮ শত টাকা পাওনা আছে, হিউম সাহেব কি কৌন্সেলি বুদ্ধি খাটাইয়া ঘোর পেঁচের কথা বলিয়া আমারদিগের হস্ত ছাড়া হইতে পারিবেন, কিন্তু ঋণ বদ্ধতা নিবন্ধন হিউম সাহেব স্বকার্য্যে ত্রুটি করেন নাই, অপর এইক্ষণেপ্রধান মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত পেটন সাহেব প্রতি কথায় কেন ভ্রম শোধন করিতে আইসেন, সত্য কথনে তাঁহার এত ভ্রম কিজন্য হয়, সত্য বাক্য বলিতে পদে২ ভ্রম হইবার কোন বিশেষ কারণ নাই, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িব না, শ্যামা উড়ের সহিত কি পেটন সাহেবের আলাপ নাই, যদি পেটন সাহেব কহেন শ্যামা উড়েকে জানেন না তবে শ্যামা উড়ে কেন পোলীসে কর্তৃত্ব করিত, এবং নবীন পোলীস হইয়া অবধি যত বোরা চোরাচিনি ধরা পড়িয়াছিল তাহা কোথায় গেল, কমিস্যনর মহাশয়েরা কি ইহার হিসাব চাহিবেন না, নীল, আফীণ, চরস, রেশম, চিনি, কাপড় ইত্যাদি চোরা বস্তু যাহা নবীন পোলীসের হস্তে ধরা পড়িয়াছেতাহারমূল্য কি সরকারি খাতায় জমা হইয়াছে, কয়েক বৎসর গত হইল কলুটোলার এক শূন্য বাটীর চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিয়া মেকান সাহেব কয়েক বস্তা শাল এবং এক খামী ঘড়ী লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা পোলীসের কোষে প্রবিষ্ট হইয়াছিল কি শূন্যে২ গিয়াছে মেং পেটন কি তাহার হিসাব দিবেন না, প্রতি কথায় ভ্রম স্বীকার করিলে চলিবেক না, পেটন সাহেব নির্দ্দোষ নহেন, মেকানের চালাকীতে কলঙ্কী হইয়াছেন, অতএব আমরা কমিস্যনর মহাশয়দ্বয়কে নিবেদন করি তাঁহারা এই পোলীসকে যেমন ধরিয়াছেন তেমনি একেবারে পবিত্র করিয়া বাহির হইবেন, এবং কলিকাতারপোলীসেরব্যবহারে শ্রীযুত ডাম্পিয়রসাহেব জানিয়ারাখুন তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকদিগের মধ্যেও অনেকে ঋণগ্রস্ত, উৎকোচগ্রাহক আছেন।

কলিকাতার পোলীসের কমিস্যনর দিগের দ্বিতীয় বৈঠকের বিবরণের শেষ।

ফেরল সাহেবের প্রশ্ন। মেছোবাজারের বিরোধ উপলক্ষে অথবা তাঁহার অন্য কোন কর্ম্ম করাতে তিনি আমাকে টাকা দেন ইহার কি কহিয়াছেন।

বাবু চন্দ্রমোহনের উত্তর। মেছোবাজারীয় বিষয়ে ঐ টাকা দিয়াছেন ইহা কহিয়াছেন, দয়ালচাঁদকে আমি চিনি

ফেরল সাহেবের প্রশ্ন। তুমি কি তাঁহাকে সল্লোক বলিয়া জান।

বাবু চন্দ্রমোহনের উত্তর। ত্রোজ র অর্থ অপচয় করণাভিযোগে তি সুপ্রিম কোর্টে নিষ্কৃতি পাম, প্যারী দ বাবুর সহিত আমি অদ্য সাক্ষাৎ ক য়া কহি আমি পোলীসে যাইতেছি পনিও আসুন, পোলিসে কি কি কহি তৎ কথোপকথন করি নাই, পোলি আসিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলাম কমিস্যন মহাশয়েরা প্যারী বাবুকে আহ্বান রিবেন অতএব আমি তাঁহাকে আ স হইতে তদুল্লেখ করিয়া একপত্র খাতে তিনি অভ্যাগত হন, যখন তু নগরীর উত্তরভাগের ডেপুটি সুপ্রি শেণ্ট ছিলে তখন অবধি আমি তো কে জানি।

ফেরল সাহেবের কথা। বাবু প রীচাঁদকে আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা রিব না যেহেতু তিনি আমার চরিত্রে বিরুদ্ধ বাক্য কহেন নাই।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের বক্তৃতা। রম পরিতাপিত হইয়া কহিতেছি মি ফেরল সাহেবের অনেক মন্দ প্র করিয়াছি আমার বাসনা তাঁহারসপ বাক্য কহি কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ই যে তাহা বলিতেপারি না, আমি র্যন্ত কাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করি মাষ্টর ফেরল সচ্চরিত্রান্বিত ব্যক্তি।

কলিকাতা পোলীসের কমিস্যনর দিগের তৃতীয় বৈঠকের বিবরণ।

শনিবাসরীয় বৈঠকারম্ভে কমিস্যনরেরা প্রথমত দুইঘণ্টাকাল যাবৎ সঙ্গোপনে নানা কথোপকথন করিয়া অবশেষে প্রথমত প্রকাশ্য সভায় সাক্ষ্য গ্রহণারম্ভ করেন।

পেটন সাহেবের জোবানবন্দী।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে গবর্ণমেন্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলে তদনুসারে পোলীসের প্রধানস্বরূপে আপনি কিপ্রকার কর্তৃত্ব করিয়াছ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার বর্ণন কর, উক্ত পত্রাভাস এই যে এক্‌জিকিউটিব পোলীসের কর্তৃত্বপদে গবর্ণমেন্ট তোমার কর্ম্মের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।

পেটন সাহেবের উত্তর। প্রয়োজন মতে আমি তৎকর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়াছি, আমি কিরূপে কর্তৃত্ব করিতাম তাহা এই সকল পত্র দ্বারা বুঝা যাইবেক, আমি প্রথমত নিয়ম মতে প্রায় ৬ মাস ক্রমিক প্রতিদিন থানার রিপোর্ট সকল শ্রবণকরি, তৎপরেপোলিস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টকে ভার দেই তিনি তত্তাবৎ শ্রবণ করিয়া আমার গোচর করিবেন, প্রতি দিবসীয় মন্দ ঘটনা সকল যাহা ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টেরা জ্ঞাপন করে তল্লিখিত এই পত্র দেখুন এবং অপর পত্রে পোলিস কর্তৃক যে সকল লোক ধৃত হইয়া ২৪ ঘণ্টার অধিক রুদ্ধ থাকে নাই তাহারদিগের তালিকা লিখিত হইয়াছে।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। এইঅপরিকৃত পত্র কি প্রতি দিন তোমার গোচর করা হইয়াছে।

উত্তর। প্রতিদিন কোন২ বিষয়ের আদেশ করিয়াছি তাহা স্মরণ হয় না কিন্তু ইহা দৈনিক ঘটনার তালিকা মাত্র।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। একজিকিউটিব পোলিসের উপর তুমি কি শাসন করিয়াছ, এবং তৎকর্ম্মচারিগণের অলীক বর্ণন ধৃত করণার্থ ই বা কি নিয়ম করিয়াছিলে।

উত্তর। কোন অপরাধে কেহ ধৃত হইলে তাহাকে মাজিস্ত্রেটের বিচারে সমর্পণ করণার্থ আমি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টকে অনুজ্ঞা দিয়াছি।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। একজিকিউটিব পোলিস কি করিত তাহা তুমি কিরূপে জানিতে, তৎকার্য্যের প্রতি এই অনুসন্ধান, কে রাখিত।

পেটন সাহেবের উত্তর। সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি আমি এবিষয়ের ভারার্পণ করিয়াছিলাম।

কালবিনসাহেবেরপ্রশ্ন। তোমাকে জানাইবার পূর্ব্বে তোমার অধীনেরা কোন্ বিষয়ে কি অনুসন্ধান করিত কোন নিদর্শন পত্র দ্বারা কি তাহা দেখাইতে পার।

উত্তর। প্রত্যেক বিষয় এই পত্র দৃষ্টে বুঝ অপরপত্রে তদ্বিষয়ক বিচার লিখিতথাকেঅল্পমোকদ্দমায়আমারএত মনোযোগ করিতে হয় কাযে সামান্য কর্তৃত্ব করি এই কদ্দে ১৮৪৬ সালের যে মাসঅবধি বর্ত্তমানমাসেরতাবদ্বিবরণ লিখিত আছে।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

ত্রিপুরা হইতে আগত পত্রে ব্যক্ত করে জিলা শ্রীহট্টের অন্তঃপাতি মনু নামক নদীতে একেবারে অসম্ভব জলবৃদ্ধি হইয়াছে, বিশেষতঃ পর্ব্বতীয় জলবেগে উক্ত নদীর বান্দ ভগ্ন হইয়া অনেক স্থান জলমগ্ন করিয়াছে, তন্মধ্যে জিলা ত্রিপুরার পরগণে শরাইল, পরগণে নুরনগর, পরগণে বরহাখান্দ, সম্পূর্ণরূপে এবং পরগণে গঙ্গামণ্ডলের উত্তর ভাগ জল প্লাবিত হইয়াছে, চাস করণ দূরে থাকুক এই উৎপাতে কৃষক লোকেরা বসতি করিতেও কষ্ট পাইতেছে যেহেতু তাহারদিগের গৃহাদি পর্য্যন্ত বারিপূর্ণ হইয়াছে, গোমতী নদীতেও জলবৃদ্ধি লিখিত হয় কিন্তু তাহার কোন্ দিগ ভগ্ন করিয়াছে বলা যায় না, এই দৈব বিড়ম্বনায় অসংখ্য দীন হীন প্রজাকে অন্নাভাবে এবং সমূহ তালুকদার ও জমীদারকে অর্থাভাবে অবসন্ন করিবেক, গবর্ণমেন্ট আপন কর পরিত্যাগ করণ দূরে থাকুক প্রজাবর্গের এই মহাবিপৎকালে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য করিয়াও রাজস্ব লইবেন না, ১৮৪৫ সালের প্রথমাকট অনুসারে রাজস্ব পরিশোধের শেষদিনের সূর্য্যাস্তের পরেই বহুমূল্য ভূম্যধিকার এক টাকাতেও নীলাম করিয়া নিলাম বলিবেন, হা, ইহাকেও সভ্যতার ধর্ম্ম না বলিলে অনেকে ক্রোধ করেন।

আমরা পরিতাপিত হইয়া লিখিতেছি, হিন্দু কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব তথাকার অধ্যাপকীয় কর্ম্ম পরিত্যাগের প্রার্থনা করিয়াছেন, বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজ তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক তৎপদে থাকিতে অনুরোধ করেন কি না এবং তিনি তাহা স্বীকার করিবেন কি না আমরা এইক্ষণে বলিতে পারিলাম না, কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ বিদ্যার্থিগণের পক্ষেবিশেষদুঃখকর হইবেক, কাপ্তানসাহেবের এই অবসর প্রার্থনা করণের কারণশ্রুত হইল কালেজীয়কর্ত্তারা তাঁহাকে তত্রস্থ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ পাঠার্থিগণকে শিক্ষাপ্রদান করিতে এবংদশ ঘণ্টাবধি বেলা ৪।।০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিতথাকিতেবলেন কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কথার উল্লেখ করেননা ইহাতেই কাপ্তান সাহেব ক্ষুণ্ণ হইয়া স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, উক্ত সাহেব যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পদের বেতনাতিরিক্ত কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ ২৪০ টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন, অল্প বেতনে তিনি অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিবেন এমত অনুরোধকরাই কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের ত্রুটিরকর্ম্ম বলিতেহয়, যাহাহউক, এমত জ্ঞানি লোকেরমানরক্ষা পূর্ব্বক উপযুক্ত বেতন দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মে স্থির রাখিলে কর্ত্তাপক্ষের উচিত কর্ম্ম হইবেক, কাপ্তান সাহেবের সহিত আমারদিগের চাক্ষুষালাপ হয় নাই কিন্তু তিনি কর্ম্ম বিশেষে আমারদিগকে দুইতিন পত্রলেখেন তাহাতেই আমরা পরম বাধিত হইয়াছি এবংতৎপাঠে বুঝিয়াছি উচ্চ পদস্থ লোকের মধ্যে এমত বিনয়ী ও রসিক লোক অত্যল্প আছেন অতএব এমত শরলতা ও সুশীলতা কেবল তাঁহার গুণের ধর্ম্ম বলিতে হইবেক, প্রস্তাব সমাপন কালে শুনিলাম শ্রীযুত সাহেব হরকরা পত্রের সম্পাদকীয় কর্ম্মে সংযুক্ত হইবেন, ইহাতে আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি ঐ শ্রেষ্ঠ পত্রের আরো গৌরব বৃদ্ধি হইবেক।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১১১৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১৭ জুলাই।

শ্রীযুত মৌলবী আনওয়ার অ'লী মুন্সেফের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়া ১৮৪৩ সালের ১৫ আইনের বিধানানুসারে নওয়াখালীর জাইন্ট মাজিস্ত্রেট সাহেবের আসিস্টান্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া সন্দীপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮ জুলাই।

শ্রীযুত ডাক্তর জে ডেবিস সাহেব আরাকাণে সান্দোএর চিকিৎসকতা কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৩ জুলাই।

শ্রীযুত এস এফ ডবিস সাহেব বাকরগঞ্জের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিস্টান্ট হইবেন।

ছুটী।

১৭ জুলাই।

কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে জে মাকান সাহেব গত মাসের ১৫ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

২৩ জুলাই।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে পোনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় মহদাশয়েষু।

ভবানীপুর সেমিনরী বিদ্যালয়ে শ্রীমন্ত অনেক গুলিন ভদ্রলোক শ্রাবণ মাসের প্রথম দিনে সভা করিয়া বাঙ্গালা পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সমীপে উক্ত পাঠশালা সেমিনেরী সংক্রান্ত ও সংযোজিত করণ জন্য যে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা স্থির করেন তাহা শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত মহাশয়দ্বারা লিখিত হইয়া পাঠশালার সম্পাদকের নিকট নিয়মিত রূপে প্রেরিত হয়, গত ৮ শ্রাবণের কৌস্তুভে তাহা অবিকল ও তদুত্তর স্বরূপকয়েকপংক্তি সম্পাদকীয় উক্তি প্রকাশ হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা সমুদায় আপনার পত্রে প্রকটিত করিয়া বঙ্গ পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষগণের সুবিবেচনা ও সদ্ব্যবহার ও অনুরোধপত্র প্রেরণকারী মহাশয়দিগের ভদ্রতার বিষয় সাধারণের গোচর করাইবেন, সম্পাদক মহাশয়, কৌস্তুভের পত্রপ্রেরক সুজনবন্ধুর কস্যচিৎ নিমন্ত্রিতাপমানিত সভ্য স্বাক্ষরকারি পত্রপ্রে

BLEED THROUGH.

রকের পত্রের উত্তরে প্রথম পত্রে লিখিয়াছিলেন বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপনকারিদিগের এমত বাসনা নাই ভবানীপুর সেমিনেরীর অধ্যক্ষদিগের সহিত দলাদলী করেন কিন্তু ইহার সত্যাসত্যতা বিবেচনা কালীন কৌস্তুভে প্রকাশিত উপরোক্ত অনুরোধপত্র ও তাহার উত্তর প্রতি সবিশেষ বিবেচনা করা সাধারণের কর্ত্তব্য, অধিকন্তু উক্ত উত্তরের অভিপ্রায় কোনমতে বোধগম্য হইল না, সম্পাদক প্রথমত লিখিয়াছেন “ ভবানীপুর সেমিনেরীর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অবৈতনিক পাঠশালা উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত সংযোজিত করণাভিপ্রায়ে পত্র প্রেরণ করেন., তৎপরে উত্তর স্বরূপ লিখিত হইয়াছে “ অবৈতনিক পাঠশালার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সুজনবন্ধুর পণ্ডিত পত্রপ্রেরকের পত্র পাঠ করিয়া এমত বিবেচনা করেন নাই যে সেমিনেরীর প্রেরিতপত্রে স্বাক্ষরকারিগণ উক্ত বিদ্যাগারে সংমিলিত আছেন,,। এউভয় কথার এক কথাও সত্য নহে, অনুরোধ পত্র সেমিনেরীর অধ্যক্ষগণ প্রেরণ করেন নাই, যদিও তাহাতে সেমিনেরীর অনেকগুলিন কর্ম্মকারকের নামলিখিত হইয়াছে তথাচ ইহাতে এমত বোধ করা উচিত ছিলনা উক্ত পত্র সেমিনেরী সংক্রান্তপদোপলক্ষে তাঁহারদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে, যেরূপ গ্রামস্থ অন্যান্য ভদ্রলোকেরা উক্ত অনুরোধপত্র লেখা স্থির করেন তাঁহারাও সেইমত সেবিষয়ে আপনারদিগের সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারদিগের নাম ও উক্ত পত্রে লিখিত হয়, বিশেষত তাঁহারদিগের নামের পর · অধ্যক্ষ, ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ হয় নাই, পাঠশালার সম্পাদক শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কৌস্তুভ পত্রের সম্পাদক নামে প্রকাশিত হইতে এত অধিক ভাল বাসেন পাঠশালার সম্পাদকীয় পদোপলক্ষে যাহা তাঁহাকে আপন নামে লেখা উচিত ছিল তাহাও সম্পাদকীয় উক্তি স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন, ভদ্রলোকেরদের পত্রের উত্তর এইরূপ লিখিত হওয়া নূতন প্রকার সভ্যতার চিহ্ন দেখা গেল, সাধারণ ভদ্র সমাজের রীতি এই মাত্র জ্ঞাতা আছি নিয়মিত মতে ভদ্র লোকেরদের স্বাক্ষরিত পত্র আগত হইলে যথা নিয়মে তাহার উত্তর পত্রলেখক বা লেখকগণ অথবা তৎপত্রেলিখিত কোন নিরূপিত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিতে হয়, কৌস্তুভ সম্পাদক যখন যাহা তাঁহাকে যে কোন কর্ম্ম সংক্রান্ত স্বনামে লিখিতে আবশ্যক হইতে পারে তাহা তাবদীয় ছাপার কাগজে লিখিতে ভালবাসেন, তবে নিয়মিত মতে অনুরোধ পত্রের উত্তর পাঠশালার সম্পাদক রূপে লিখিয়া তাহা কাহারো নিকট নাপাঠাইয়া আপনার সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিলে তাদৃশ হানি হইত না, অনুরোধ পত্র স্বাক্ষরকারিগণের এমত কি সাহস ও ক্ষমতা যে কৌস্তুভ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন অতএব তিনি কিজন্য বৃথা সম্পাকীয় উক্তিতে উত্তর প্রদান করিলেন, যদি কৌস্তুভ সম্পাদক এদায় হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় না পাইয়া উত্তর স্বরূপ লেখেন যে পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষ সভার অভিপ্রায় জ্ঞাতা হইয়া তাহা ‘ সমাচার স্বরূপ, আপন পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন সে মঙ্গলের বিষয়, কারণ তাহার দ্বারা পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষগণের অভদ্রতা গুরুতর রূপে সপ্রমাণ হইবেক, যথা, মান্য ভদ্র লোকের নাম স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র পাইয়া তাঁরারা আত্মাভিমান প্রযুক্ত তাহার উত্তর লেখা এবং তাহা পত্র প্রেরক অথবা নিরূপিত ব্যক্তি শ্রীযুত বাবু নবগোপাল মল্লিক সদরের পেস্কার মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করা আপন২ মানের হানিকর জ্ঞান করিলেন, কিন্তু এমত অভদ্র ব্যাপার দৃষ্টে কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন না, কারণ কৌস্তুভের পত্র প্রেরক পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষ দিগের অভদ্র ব্যাপারের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টায় যে সকল যুক্তি বিরুদ্ধ বাক্য প্রথম পত্রে লেখেন তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন তাহারা ‘লঙ্কাকাণ্ডের, লিখিত মত কর্ম্ম করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের কর্ম্মের প্রমাণ লেঙ্কাকাণ্ড তাঁহারদিগের দ্বারা এমত অদ্ভুত ব্যবহার হওয়া অসম্ভব নহে, কৌস্তুভে প্রকাশিত অনুরোধ পত্রের শেষে যে ১৬ জনের নাম মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাঁহারদিগের মধ্যে ৯ জন সেমিনেরীর তত্ত্বাবধারক ও কর্ম্মকারক গণ মধ্যে গণিত আছেন, তাহা পূর্ব্বাবধি প্রকাশ্য, এবং সেমিনেরীর কর্ম্মাধ্যক্ষ গণের নামের যে সমষ্টি শ্রাবণ মাসের ৭ তারিখের ভাস্করে প্রকাশ এবং যাহা কৌস্তুভ যন্ত্রালয়ে অনুরোধ পত্রের পূর্ব্ব প্রেরিত হয় তাহার দ্বারাই প্রমাণ আছে, স্বাক্ষরকারি বক্তালোকদিগের নাম উক্ত পত্রে লিখিত থাকিলে তাহা সমুদায় প্রকাশ করিলে আরো প্রকাশ হইত সভাস্থ বক্তা অনুরোধকারিদিগের মধ্যেও অনেক গুলিন সেমিনেরীর কর্ম্মকারক ছিলেন, অতএব কি বিবেচনায় এমত লিখিত হইয়াছে যে অনুরোধ পত্র স্বাক্ষর কারিরা কেহ সেমিনেরীর সংমিলিত থাকা বিবেচনা হইল না, বোধ হয় সাধারণ মনুষ্যদিগের বিবেচনাতে এবং পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষ গণের বিবেচনাতে বিশেষ কোন প্রভেদ আছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি দুই স্বতন্ত্র পাঠশালার অকর্ত্তব্যতা বিষয়ে উক্ত অনুরোধ পত্রে যে সকল কারণ সমূহ বিশেষ রূপ লিখিত হইয়াছিল, তাহার উত্তর কি জন্য স্পষ্ট ও বিশেষ করিয়া লেখা হয় নাই কেবল গোলযোগে কয়েক পংক্তি কেন লিখিত হইয়াছে, অবশেষে আমার এই নিবেদন আগামি কৌস্তুভ পত্রে পাঠশালা সংস্থাপনের সংবাদ ও তাহার বালক গণের সংখ্যা ও পিতা ইত্যাদি তত্ত্বাবধারকগণেরনামও পাঠশালার আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ হইলে ভাল হয় তাহাতে সর্ব্বসাধারণে উক্ত পাঠশালার অবস্থা জ্ঞাতা হইতে পারেন, সুজনবন্ধুর পত্র প্রেরককে আমি সবিশেষ চিনি, কৌস্তুভ সম্পাদক ও তাঁহার পত্র প্রেরক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে অন্য কোন ব্যক্তি হিংসক বা, খল, বা ‘অভদ্র, বলুন তাহাতে তিনি দুঃখিত হইতে পারেন না কারণ তিনি মনে২ বিলক্ষণ জ্ঞাতা আছেন তাঁহার অভিপ্রায় এই মাত্র যে যেমতে এবং যে কোন স্থানে হউক ভদ্র সন্তান দিগের পাঠ যোগ্য ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন এবং তাহার চির স্থায়িত্বের সম্ভাবনা প্রবল করিবার উপায় স্থির ধার্য্য হয় এবং এই দুই কর্ম্ম সফল হইবার জন্য যদি তাঁহাকে কিছুকাল তিরস্কৃত হইতে হয় তাহাতেও বিরক্ত হওয়া উচিত নহে কিন্তু তিনি যে সকল লোকের নাম ধরিয়া নিন্দা লিখিয়াছেন তাঁহারা কি ছার মনুষ্য যদি যাঁহারদিগের দাসানুদাসের যোগ্য নহেন, তাঁহারা ভদ্রলোককে সভাস্থ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহারদিগের সম্মুখে এক কথা স্থির করিয়া তৎপরে পুনরায় পূর্ব্বসভা নির্দ্ধারিতের বিপরীত দ্বিতীয়বার সদর বোর্ডের কাছারীর মত গোপনীয় সভা করিয়া মত পরিবর্ত্তন করেন তবে তাঁহারদিগের অভদ্রতা ইত্যাদি দোষ প্রকাশ করিতে কোন ভদ্রলোক ত্রুটি করিবেন না, কৌস্তুভের পত্রপ্রেরক ১২ শ্রাবণ তারিখের পত্রে যে দ্বিতীয়পত্র লিখিয়াছেনতাহাতেসুজনবন্ধুর পত্রপ্রেরকের কোন কথার প্রকৃত উত্তর লেখা হয় নাই দ্বিতীয় চোরা সভার সভ্যদিগের নাম প্রকাশ না করিবার কারণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে যে “ সংবাদপত্রে কতগুলা নাম লিখিয়া পূরণ করণের কোন আবশ্যক দেখিতেপাইনা,, কিন্তু পত্রপ্রেরক যদি গোলমাল গালি পচাল পরিপূর্ণ পাঁচ কলম পূরণ করিতে পারিলেন তবে যথার্থ দ্বিতীসভায় পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষ গণ মধ্যে ৫।৬ জন ব্যতীত অপর কোন ভদ্র লোক উপস্থিত থাকিলে তাঁহারদিগের সকলের নাম লিখিবার জন্য দুইএক ছত্র স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, বিশেষত তাহা লিখিলে নাম না লিখিবার কারণ স্বরূপ যে ১৮ ছত্র গত পত্রে লিখিয়াছেন তাহা লিখিবার কোন প্রয়োজন হইত না, ফলত নাম লিখিবার যো নাই কেবল চাতুরী করিয়া দোষ লুকাইবার বাসনা দেখিতেছি, কিন্তু “ শাক দ্বারা মৎস্য লুকান যায় না।,, কৌস্তুভের পত্রপ্রেরক সুজনবন্ধুর পত্রপ্রেরকের লেখাতে ব্যাকরণ দোষ ধরিয়াছেন, অর্থাৎ “ প্রমাণ প্রকাশ ,, এই বাক্যের প্রতি এই দোষার্পণ করিয়াছেন যে ‘প্রমাণ, শব্দের ক্রিয়া কোথায় কিন্তু কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত পত্র প্রেরক এমত দোষ ধরিয়া আপনার মূর্খতার প্রমাণ প্রকাশ করিতেন না।

কস্যচিৎ ভবাণীপুর বাসিনঃ।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাম্ভগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপ্সরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমূখা দৃবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৫১ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৭ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২৪ শ্রাবণ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন তাহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগে সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ব্রজমোহন পালের বিরুদ্ধে ফাইরাই কেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্যনীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। সহর কলিকাতার সুতানুটীর হাটখোলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ কিয়দংশ দোতালা ও কিয়দংশ একতালা ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্দ ভূমি অনুমান ।।২ বারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ব্রজমোহন পালের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগের একাংশে অদ্বৈতচরণ দের বাটী ও ভূমি। অপরাংশে মল্লিকের ভূমি। উত্তরদিগে এক গলি। পশ্চিমদিগের একাংশে মান্যবর কোম্পানির নরদমা অপরাংশে এক গলি। এবং পূর্ব্বদিগে রাজকৃষ্ণ দের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতারশোভাবাজারের বটতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ যাহার একাংশ দোতালা ও একাংশ একতালা ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্দ ভূমি অনুমান। ৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ব্রজমোহন পালের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে এক গলি। উত্তরদিগে মোহন শাহার বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগেপরাণচন্দ্র মোদক ও গোলকচন্দ্র মোদক দিগের বাটী ও ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে চিৎপুর রোড।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলেএই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
২৮ জুলাই ১৮৪৯। }

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা এইক্ষণে নগরীয় পোলীসের সমাচারে প্রতি দিবস পূর্ণকর্ত্ত হইতেছি নগর নিবাসি প্রবাসি মান্য লোকেরা পোলীস কার্য্যানুসন্ধানকারি কমিস্যনর মহাশয় দিগের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন অতএব কিঞ্চিৎ কাল অন্যান্য বিষয়ে বিশিষ্ট মনোযোগ করিতে অশক্ত হইব, এবং অনুভব করি আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না, নগরীয় ভদ্র লোকমাত্র প্রায়সকলেইভাস্করপত্রপাঠ করেন, তাঁহারা পোলীসের বিষয় শ্রবণ করিতে উৎসুক আছেন এবং কলিকাতার পোলীস পবিত্র হয় কিনা বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরাও ইহা জানিতে অভিলাষ রাখেন যদি কমিস্যনর মহাশয়েরা পক্ষপাত বিহীন হইয়া কলিকাতারপোলীসকেপবিত্র করিতেপারেন তবে জিলা বাসি প্রজারাও প্রত্যেক জিলার পোলীস সংশোধনার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন তাহাতে যদি গবর্ণমেণ্ট কমিস্যনর নিযুক্তও না করেন তথাচ প্রদেশীয় পোলীস ভীত হইয়া সৎপথে আসিবেন, ইহাহইলে ইপ্রজাগণদারোগাদিগের যন্ত্রণাহইতেমুক্তি পাইবেন, পোলীস দারোগা শ্রেণীর মধ্যে অনেকের অত্যাচার আমরা নখ দর্পণে দেখিতেছি, এক চব্বিশপরগণার দারোগাদিগের বাণিজ্য করণ উৎকোচ ওঋণ বার্ষিকাদি গ্রহণ অত্যাচার অবিচারাদি দর্শন করাইলেই তাবৎ জিলার দোষি দারোগারা এবং ঋণী, রাগী অলস, লম্পট মাজিস্ত্রেটেরা জড়সড় হইবেন, আর নির্ব্বোধ, কুঁড়ে, উৎকোচ গ্রাহক, পক্ষপাতি জজ সাহেবেরাও বুঝিতে পারিবেন তাঁহারদিগের উপরেও কোন সময়ে এই প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইবে, বিশেষত গবর্ণমেণ্টের তহবিল ভঙ্গকারি কালেকটরেরা স্ব২ হস্তে স্ব২ কর্ণ স্পর্শ করিয়া বলিবেন আর এমত কর্ম্ম করিবেন না, অতএব আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎকাল কলিকাতার পোলীস ঘটিত খণ্ডপ্রলয়কাণ্ড শ্রবণ করুন।

কলিকাতার পোলিসকমিস্যনরদিগের তৃতীয়বার বৈঠকের শেষ বিবরণ।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। এতৎ পত্রে বিশেষ বৃত্তান্ত বুঝা যায় না, প্রধান মাজিস্ত্রেটের অধীনে একজিকিউটিব পোলিসের কর্ম্ম হইয়াছে এমত কি নিদর্শন আছে।

উত্তর। ইহা অপরিষ্কৃত বটে, প্রধান মাজিস্ত্রেটের কর্ত্তৃত্ব জ্ঞাপনার্থ সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত যে সকল লিখন পঠন হয় তাহা দেখাইতেছি, মাজিস্ত্রেট দিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করণের ভার যাহা গবর্ণমেণ্টের পত্রে লিখিত আছে, তদ্বিষয়ে এই উত্তর করি আমি তাঁহারদিগের কার্য্যে হস্তার্পণ করি নাই, যখন যে কোন মাজিস্ত্রেট অনুপস্থিত হইতেন আমি তখন তাহার বিচারে উপস্থিত মোকদ্দমাদি নিষ্পত্তি করিতাম, মাজিস্ত্রেটেরা অনুপস্থিত থাকিলেও কো

ন আসামী ২৪ ঘণ্টার অধিক আবদ্ধ থাকিত না।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। পোলীস কর্তৃক ধৃত ব্যক্তিরদের মধ্যে কে এইরূপ আবদ্ধ থাকে তাহার কোন লিখিত ফর্দ দর্শাইতে কি পার না।

উত্তর। এমত ফর্দ দেখাইতে পারি পোলিস কর্ম্মচারি দ্বারা বদ্ধ করিয়া কাহাকেও এরূপে কখন রাখা যায় নাই।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। ঘণ্টামলের মোকদ্দমা যাহাতে দুই ব্যক্তি তোমার নিকটে আনীত হইয়া ১২। ১৩ দিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকে তদ্বিষয়ের বিশেষ কি বলিতে পার, উল্লেখিত লোকেরা অবশেষে কি রূপে কাহার অনুজ্ঞায় বা পরিত্রাণ পায় এবং তদ্বিষয় সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইলে পরতাহারা কাহার দ্বারা সাক্ষ্য স্থলে গৃহীত হয়।

উত্তর। এবিষয় আমার গোচর হয় নাই অতএব ইহার কিছু বলিতে পারি না, যাহারা অবরুদ্ধ থাকে তাহারদিগের এই ফর্দ দেখুন।

এই কালে কমিসনর মহাশয়েরা ঘণ্টামলের বিষয়ে লিখিত পুস্তক আনিতে অনুজ্ঞা করেন, বিশেষত চিফ জুষ্টিস তদ্বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাও দেখিতে চাহেন কিন্তু কোন পুস্তকে তদ্বিষয় পাইলেন না, মাষ্টর হিউম সাহেব এই কালে উপস্থিত হইয়া কহেন উক্ত বিষয় যে মাজিস্ত্রেটের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল তাঁহার পুস্তকে ঐ বিবরণ পাওয়া উচিত, অধিকন্তু বলেন তিনি স্বয়ং ঐ বিষয়ের বৃত্তান্ত বিজ্ঞাতা নহেন তবে চিফ মাজিস্ত্রেট তদ্বিষয় লক্ষ করিয়া কিছু কহিয়া ছিলেন ইহা তাঁহার স্মরণ হয়, ঐ মোকদ্দমা আদৌ মেজর বর্চের সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকিবেক কিন্তু তিনি কিছুকাল পীড়িত থাকাতে অবশেষে পেটন সাহেবের বিচারে সমর্পিত হয়।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। ইহার বিবরণ কোথায় পাওয়া যাইবেক।

পেটন সাহেবের উত্তর। যে সকল লোক ধৃত হয় তাহারদিগের নামের তালিকা এই, তদাদিতদন্ত করণার্থ এই মোকদ্দমা স্থগিত হয় এবং অবশেষে শেসনীয় বিচারে যায়।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। এতদ্বিষয় শেসনে অর্পিত হইলে দুইজন আসামী কাহার উপদেশে সাক্ষিমধ্যে গৃহীত হয়।

পেটন সাহেব ইহার উত্তর প্রদানে অপারগ হইলেন অতএব আদেশ হইল যে সকল সমাচার পত্রে চিফ জুষ্টিসের এতদ্বিষয়ক বক্তৃতা লিখিত আছে তাহা আনয়ন করা যায় কিন্তু তাহাও অপ্রাপ্ত হইবায় বর্ত্তমান সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতি অনুজ্ঞা হয় তিনি লিখিত পত্রাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া উক্ত আসামিগণকে, কে ধৃত করে, কে বা অবরুদ্ধ রাখে, কে তাহারদিগকে মুক্তি দেয় এবং কাহার কথায় বা সাক্ষি স্থলে গৃহীত হয় ইত্যাদি বিবরণ সমর্পণ করেন।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। অপর কথ্য এই যে বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাক্যানুসারে জানা যাইতেছে পটোলডাঙ্গার থানাঘর বিনা বিজ্ঞাপনে মতিলাল শীলকে বিক্রয় করা হইয়াছে ইহা সত্য কি না।

পেটন সাহেবের উত্তর। এই পোলিস ঘটিত সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশ আছে, পুরাতন থানাঘর বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ও ইহাতে দৃষ্ট হইবেক, ১৮৪৫ সালের অক্টোবর মাসে এক্সচেঞ্জ গেজেটে এবং বাঙ্গাল হরকরা পত্রে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়, গবর্ণমেণ্টের ভাবি আদেশানুসারে ঐ থানা বিক্রীত হইয়াছে ঐ সকল বিজ্ঞাপন তৎকালীন সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট বর্চ সাহেবের আদেশে প্রকাশ হইয়াছিল, ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষার সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশ করা যায় এবং ইহা ঢেঁড়রা দ্বারা নগর মধ্যে প্রচার করিবার আদেশ থাকে।

কালবিন সাহেবের জিজ্ঞাসা। এই থানা বিক্রয়ের বিষয়ে তোমার বিশেষাদেশের কথা কি আছে তুমি বলিতে পার।

পেটন সাহেবের উত্তর। না।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। বাঙ্গালা পত্রে কি এবিষয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছিল।

পেটন সাহেবের প্রধান ক্লার্ক মাষ্টর হেয়ার উড সাহেব এই সময়ে উপস্থিত হইয়া ব্যক্ত করেন বাঙ্গালি পত্রে উক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় নাই কিন্তু ঢেঁড়রা দ্বারা নগর মধ্যে ব্যক্ত করা যায় পুরাতন থানাঘর সকল বিক্রয় হইবে, তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ আছে তিনি স্বয়ং মেকান সাহেবের নিকট যাইয়া ঢেঁড়রা দিতে বলেন।

ফেরল সাহেবের জোবানবন্দী।

শ্রীযুত কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। মাষ্টর লা আমারদিগকে বলিয়াছেন তুমি তাঁহাকে প্রথমত কহিয়াছিলে কাপ্তান হিক সাহেব তোমার নিকট তাঁহার অশ্ব বিক্রয়ার্থ রাখিয়া যান কিন্তু তুমি আমারদিগের সমীপে ব্যক্ত করিয়াছ কাপ্তান সাহেব উক্ত অশ্ব তোমাকে দিয়াছেন, এই অনৈক্য বাক্যদ্বয়ের সমন্বয় করা।

উত্তর। কাপ্তান হিক সৈন্য দলে গমন কালে আমার নিকট ঐ ঘোড়া রাখিয়া এক সহস্র মুদ্রায় তাহা বিক্রয় করিতে কহেন কিন্তু ক্রেতার অভাবে আমি তাহা ৭ মাস এইরূপে রক্ষা করি, তদন্তে বিবি হিক অত্রাগতা হইলে হিক সাহেবের লিখনানুসারে আমি তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দেই, হিক সাহেব তৎকালে যুদ্ধস্থলে ছিলেন আমার টাকা পরিশোধ করিতে পারেন নাই এজন্য আমার টাকার পরিবর্ত্তে অশ্ব আমাকে দেন, এই অশ্বের বিষয় বর্ণনে আমার যে ভ্রম হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই সংশোধন করিতে বাসনা করিয়াছিলাম কিন্তু ব্যস্ততাপ্রযুক্ত তৎকালে পারি নাই।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। কাপ্তান হিক লাহোরে গমন কালে তোমার নিকট কি ঋণী অথবা অন্যরূপে বাধিত ছিলেন।

উত্তর। কোন রূপেই না, তাঁহার অশ্ব আমি সাতমাস রাখি এবং বিক্রয়ার্থ এলিএট সাহেবকে তাহা দেখাই কিন্তু তিনি মনোনীত জ্ঞান করেন নাই, সুতরাং ঘোটক বিক্রয় না হইবাতে আমাকে অর্পণ করেন।

এই কালে লা সাহেব উপস্থিত হইয়া কহেন, ফেরল সাহেব পূর্ব্ব তারিখ জোবানবন্দী দিয়া গমন কালে তাঁহার সহিত সোপানোপরি আমার সাক্ষাৎ হইবায় আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইতিপূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ ঐ অশ্ব কাপ্তান হিক বিক্রয়ার্থ তোমার নিকট রাখেন এইক্ষণে অন্যরূপ বলিলেন, অতএব এতদুভয়ের এক পক্ষ অবশ্য মিথ্যা হইবেক, ইহাতে ফেরল উত্তর দেন কাপ্তান হিক তাঁহার নিকট ঋণী আছেন তাহা ব্যক্ত করিতে বাসনা করেন না।

ফেরলের জিজ্ঞাস্য। কোন্ সময়ে আমি আপনাকে ইহা বলিয়াছি।

লা সাহেবের উত্তর। এক দিন যখন আমি বারাণ্ডার নীচে দণ্ডায়মান ছিলাম।

ফেরল সাহেবের বক্তৃতা যথা। আমি বাহুনীপূর্ব্বক অভিযোগ পাত্র হইয়া ও অসন্তুষ্ট নহি, অনেকের অনেক বিষয় আমি জ্ঞাত আছি, প্রায় ২০ মাস গত হইল আমি একবার কর্ম্মে অবসর[illegible] র্থনা করি তৎকালে সেই প্রার্থনা প[illegible] এই আশঙ্কায় গ্রাহ্য হয় নাই, কারণ[illegible] ইংযে আমি তত্তাবৎ দোষের কথা গ[illegible] মেণ্টের সমীপে নিবেদন করিব, ত্রি[illegible] কমিসনরেরা তত্তাবৎ জিজ্ঞাসা ক[illegible] লে আমি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে প্র[illegible] ত আছি এতদ্দ্বারা আমার কলঙ্ক মো[illegible] ন হইতে পারিবে।

এতচ্ছ্রবণে কালবিন সাহেব কা[illegible] অপেক্ষা কর, তোমাকে যখন কোন ক[illegible] জিজ্ঞাসা করিব তখন তাহা ব্যক্ত করিব[illegible]

ফেরল সাহেবের কথ্য। অনু[illegible] পূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ করিবেন।

বাবু রমানাথ ঠাকুরের জোবানবন্দী।

ডাম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। মো[illegible] বাজারীয় একবিরোধী পুষ্করিণীর বিষ[illegible] চন্দ্রমোহন কিছু বলিয়াছেন, তদ্বি[illegible] তুমি যাহা জান ব্যক্ত কর।

উত্তর। তদ্বিষয়ে আমি স্বয়ং কি[illegible] জানি না তবে শ্রুত আছে এক হিন্দু[illegible] ঐ পুষ্করিণী হইতে বেদখলী হন এবং[illegible] হার সরকার নীলকমল বন্দ্যোপাধ্[illegible] য়ের মুখে শুনিয়াছি দয়ালচাঁদ বশা[illegible] এবং ক্ষেত্রমোহন সেনের যোগে নগ[illegible] য় তত্তাগের ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টকে[illegible] ঞ্চিৎ অর্থ দিয়া ঐ পুষ্করিণী দখল পা[illegible] আবশ্যক হইলে উক্ত ব্যক্তিকে আ[illegible] সাক্ষীস্থলে আনিতে পারি এবং থা[illegible] পত্র দেখাইয়া তিনি একথা সপ্রমাণ[illegible] রিতে পারেন, আমি শুদ্ধ মৌখিক[illegible] মাচারে জ্ঞাত হইয়াছি ফেরল সা[illegible] বের সহকারিতাক্রমে ঐ অধিকার[illegible] কথিত পুষ্করিণী দখল পান।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তুমি[illegible] কাল এতন্নগরে বাস করিতেছ, এক[illegible] কিউটিব পোলিসের প্রতি নগর বা[illegible] রা কি হেতু অসন্তুষ্ট আছেন তাহার[illegible] বর্ণন করিতে পার।

উত্তর। চন্দ্রমোহনের নিলয় নি[illegible] টে আমার বাস স্থান, আমি নিজে [illegible] ন দোষ দর্শন করি নাই কিন্তু পোলি[illegible] র নবীন নিয়মাবধি নগরীয় লোকে[illegible] বিশেষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। কি কার[illegible] এত অসন্তুষ্ট।

উত্তর। অনেক কারণ আছে, প্র[illegible] মতঃ গোরা ইনস্পেকটরেরা বিদ্যা ও সর্ব্ব[illegible] বয়ে উপযুক্ত শিক্ষিত নহে, পূর্ব্বকার এত[illegible] শীয় থানাদারগণাপেক্ষা ইহারা কিঞ্চিৎমা[illegible] ও উত্তম নহে, দ্বিতীয়ত পূর্ব্ব থানা সম্পর্কী[illegible] কর্ম্মচারিগণাপেক্ষা বর্ত্তমান ইনস্পেকটর ও জমাদারেরা অধিক অত্যাচার করে, তৃতীয়ত ভয় প্রদর্শন করাইয়া অর্থ গ্রহণের এইরূপে আধিক্য হইয়াছে, চতুর্থ গোরা ইনস্পেকটরদিগের মদ্যোন্মত্ততা, পঞ্চম, গোরা ইনস্পেকটরের এতদ্দেশীয় ভাষা ও ব্যবহারানভিজ্ঞ বিধায় লোকেরদের প্রতি কঠিন ব্যবহার করে, ষষ্ঠ, গোরারা এতদ্দেশের ভাষা না জানাতে গরীব লোকেরা জমাদারদিগের যোগভিন্ন তাহারদিগের নিকট কোন কথা বলিতে পারে না এই সকল বিষয় অসন্তুষ্টির হেতু, ইনস্পেকটরদিগের বিষয়ে আমি স্বয়ং কিছু বিজ্ঞাতা নহি তবে জনশ্রুতিক্রমে বলিতেছি জোড়াবাগান সেকসনের ইনস্পেকটর জেমস বেল উত্তম লোক।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। কোন মাজিস্ত্রেট বা পোলিস সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট অথবা একজিকিউটিব পোলিসের অধীন কর্ম্মচারিরা এতন্নগরীয় কোন ধনির নিকট ঋণগ্রস্ত থাকার কথা কি রাষ্ট্র আছে।

উত্তর। সাধারণ প্রতীত এই যে মাজিস্ত্রেটেরা একজনের নিকট দায়ী আছেন।

প্রশ্ন। সে এক জন, কে।

উত্তর। বাবু মতিলাল শীল।

প্রশ্ন। কোন্ মাজিস্ত্রেট।

উত্তর। প্রধান মাজিস্ত্রেট, মেজর বর্চ, এবং পূর্ব্ব সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তান হিক।

প্রশ্ন। ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টও কি ঋণি মধ্যে নিবিষ্ট বলিয়া গণ্য হন।

উত্তর। উল্লেখিত প্রধানগণ ব্যতীত তাঁহার কথা শুনি নাই।

প্রশ্ন। সাধারণের মনে কি এমত ভাব উদয় হইয়াছে মতিলাল শীল উক্ত ঋণ দিয়া পোলীসে অবৈধ প্রভুত্ব করেন।

উত্তর। সাধারণের বিশ্বাস এই যে মতিলাল মাজিস্ত্রেটদিগের নিকট অধিক অর্থ পাইবেন।

প্রশ্ন। তুমি কি জ্ঞাত আছ এই ঋণপাশে বদ্ধ থাকাতে বিচারে বা একজিকিউটিব কর্ম্মে কখন অন্যায় ব্যবহার হইয়াছে।

উত্তর। আমি নিজে কিছু জ্ঞাতা নহি তবে এমত শ্রুত আছে বিশেষত যোড়াসাঁকোর এক খুনী মোকদ্দমার সমাচার বিষয়েতেও এরূপ কথিত হইয়াছে।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। ইহা কি কোন গোপনীয় যোগাযোগে সমাধা হইয়াছে, এবং যোগাযোগ কর্ত্তাই বা কে।

উত্তর। নির্দ্দিষ্টরূপে শুনি নাই অমুক মোকদ্দমায় উপরোধবাধ হইয়াছে তবে সামান্যত এই কথা প্রচার আছে।

পেটন সাহেবকে এইকালে আহ্বান করি কালবিন সাহেব কহেন থানা বিক্রয়ের বি[illegible] এক কথা জিজ্ঞাসা করি, চন্দ্রমোহন চাটু[illegible] জোবানবন্দীতে জানা যাইতেছে গৌজর[illegible] পানির সুবুদ্ধি দীননাথ বাবু পটোলডাঙ্গার থানাঘরের জন্য ২৫০০ টাকা মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁহাকে ঘর দেওনাই কেন ইহার কি উত্তর কর।

পেটন সাহেব কহিলেন এমত আবেদন পত্র দেখেন নাই, দুই তিন মাস পর্য্যন্ত তিনি নিজে পোলীস রিপোর্ট সকল গ্রহণ করেন।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র এইকালে আবাহূত হন, এবং কুক্কুরের প্রতি গুলী নিক্ষেপ ও ইনস্পেকটর লেক্কেষ্টরের বিষয়ক প্রতিবাদীগণের নাম জিজ্ঞাসায় উত্তর করেন প্রতিবাদিগণ তাঁহার পরিচিত নহেন, তাঁহারদিগের প্রতিবাসিগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছেন অতএব অনুসন্ধান করিয়া আগামি বৈঠকে ইহা বিজ্ঞাপন করিতে যত্নবান হইবেন।

ফারগিউসন সাহেবের জোবানবন্দী।

ডেম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। তুমি এতন্নগরে বহুকাল বাস করিতেছ এজন্য একজিকিউটিব পোলিসের প্রতি নগরবাসি লোকের অসন্তুষ্টির বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।

উত্তর। আমার নিজের অসন্তুষ্টি নাই, তৎকর্ম্মচারিগণের কাহারো নিকট আমার কখন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই।

প্রশ্ন। এতদ্দেশীয় কোন লোকের সহিত কথোপকথনে পোলীস প্রতি কি সাধারণের বৈরক্তের কোন কথা শ্রবণ করিয়াছ।

উত্তর। সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু কাহার নিকট নিশ্চিত রূপ কোন কথা শুনিয়াছি এমত বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। কাহার প্রতি লক্ষের কথা শুনিয়াছ।

উত্তর। বাবু মতিলাল শীলের বিষয়ে লোকে বলে পোলিসাধ্যক্ষেরা তাঁহার নিকট ঋণী আছেন।

প্রশ্ন। কে ঋণী।

উত্তর। মাজিস্ত্রেট সকল।

প্রশ্ন। মতিলাল শীলের কোন ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছ।

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। তাহা কি অন্যের প্রতি অনিষ্টকর।

উত্তর। সাধারণের প্রতীত এইরূপ।

প্রশ্ন। এমত কোন উদাহরণ জান যদ্দারা অবৈধ প্রভুত্ব বুঝা যায়।

উত্তর। বিরোধীয় বাজারের বিষয়ে জানি কিন্তু তদ্বিস্তারিত বলিতে পারিব না, এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য মোকদ্দমাও আছে।

প্রশ্ন। পোলিসে কিরূপ প্রভুত্ব চলে।

উ। জানি না, বলিতে অক্ষম।

প্রশ্ন। ইহা কি সাধারণ কথিত হইয়াছে পোলীস কর্ম্মচারিরা বাবু মতিলাল শীলের নিকট ঋণগ্রস্ত আছে।

উ। সর্ব্বসাধারণে এইরূপ অনুমান করেন।

প্রশ্ন। কোন২ মাজিস্ত্রেট দায়ী আছেন শ্রবণ করিয়াছ।

উ। মেং পেটন, মেজর বর্চ ও মেং হিউম, সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তান হিক ও ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট মেকান সকলেই তাঁহার নিকট দায়ী এইরূপ কথিত হয়।

প্রশ্ন। ইহাঁরদিগের কাহারো ঋণের বিষয় তুমি স্বয়ং জ্ঞাতা আছ।

উ। হাঁ জ্ঞাতা আছি, আমি যখন ওল ওয়ালস শীল কোম্পানির অংশি ছিলাম তখন ঐ কোম্পানির নিকট হইতে পেটন সাহেবের কোন দোকানদারের দেনা পরিশোধার্থ অর্থ প্রদান করা যায়, আমি সর্ব্বসাধারণের ন্যায় বোধ করি এই অর্থ মতিলাল শীল দেন।

প্রশ্ন। অন্য কাহারো দেনার কথা জান।

উ। কাপ্তান হিক এইরূপে ঋণ করেন কিন্তু তাহা তৎপরে পরিশোধ হইয়াছে।

প্রশ্ন। কত পরে।

উ। কয়েক সপ্তাহ গতে।

প্রশ্ন। আর কাহার কিছু জ্ঞাতা আছ।

উ। বোধ হয় মতিলাল শীল হিউম সাহেবের খত ক্রয় করেন।

প্রশ্ন। ইহা জানিয়াছ কি শুনিয়াছ।

উ। আমি জানি সেই খত মতিবাবুর নিকট আছে।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। সে খত বুঝি বরাতি।

ফারগিউসন সাহেবের উত্তর। আমার বোধ হয় জিনিস বন্ধকীতে ঐ টাকা দেওয়া যায়।

প্রশ্ন। কি জন্য এই টাকা লন তাহা জান।

উত্তর। না, পোলীসের বিচার বিষয়ে বক্তব্য এই যে আমার বিবেচনায় অন্য পোলীসাপেক্ষা কলিকাতা পোলীস উত্তম, অত্র বিচারে কাহারো প্রভুত্ব চলে না।

ফারগিউসন সাহেব স্বীয় জোবানবন্দীতে প্রকাশ করেন হিউম সাহেব মতিলাল শীলের নিকট ঋণ বদ্ধ আছেন অতএব হিউম সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া এই সকল জিজ্ঞাসা করেন।

হিউম সাহেবের প্রশ্ন। ফারগিউসন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা যাউক তিনি আমার ঋণের কথাকথন শ্রবণ করিয়াছেন, আমার মাজিস্ত্রেটিপদ ধারণ কালে কি তাহার তিন মাস পূর্ব্বে।

উত্তর। ১৮৪৮ সালে ইহা শ্রবণ করি।

প্রশ্ন। কত টাকা ঋণ শুনিয়াছ।

উত্তর। আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি বন্ধকী শুনা গিয়াছে।

প্রশ্ন। আমি শুনিতে চাই কত টাকার নিমিত্ত বন্ধক।

উত্তর। বোধ হয় ১৫০০০ টাকা।

প্রশ্ন। এ লেনা দেনা কি যোগে হয় তাহা জান।

উত্তর। বোধ হয় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যোগে।

হিউম সাহেবের প্রশ্ন। তুমি কি ইহা বিশেষ জান, আমার ইহা জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে আমি মতিলাল শীলের নিকট কর্জ্জ করিয়াছি এবিষয় আমার অস্বীকার্য্য।

এই কালে কালবিন সাহেব হিউম সাহেবকে কহিলেন ফারগিউসন সাহেব জনশ্রুতি ক্রমে তাহা কহিয়াছেন বিশেষত কমিসনরেরা জনরবের কথা জিজ্ঞাস করিয়াছেন অতএব তদ্বর্ণন করাতে তাঁহারা উক্ত সাহেবের নিকট বাধ্যতা স্বীকার করেন।

হিউম সাহেবের প্রশ্ন। কাহার নিকট তিনি ইহা শ্রবণ করিয়াছেন একথা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

ফারগিউসন সাহেবের উত্তর। সহসা উত্তর না দিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক কহিব।

প্রশ্ন। বাবু মতিলাল শীলের অথবা তৎ পরিবারের কাহারো মুখে কি ইহা শুনিয়াছ।

উত্তর। বোধ হয় না।

প্রশ্ন। জনশ্রুতি ক্রমে শ্রবণ করিয়া তাহার সত্যাসত্যতার কথা কি মতিলালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।

উত্তর। না, তাঁহার নিকট তোমার নামোল্লেখও করি নাই।

ফারগিউসন সাহেবের প্রতি কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। মাজিস্ত্রেটদিগের উপর প্রভুত্ব করণের বিষয়ে হিউম সাহেবের কথা কি শুনিয়াছ।

উত্তর। শ্রবণ করিয়াছি হিউম সাহেব প্রভুত্বের অধীন ছিলেন না।

শ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরীয়ার অনুগ্রহ।

হেমিলটন নামক যে ব্যক্তি আমারদিগের রাজ্ঞীর প্রতি গুলীক্ষেপ করে সে নিজ দোষ স্বীকার করণান্তে ৭ বৎসর দ্বীপান্তরিত হইবার আদেশ পাইয়াছে, প্রজ্ঞাপণ তাহাকে চাবুক মারিতে কহে কিন্তু মহারাজ্ঞী তাহাতে অসম্মতা হন।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৮৫৭ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১৯ জুলাই।

মুরশিদাবাদের ঔষধালয়ে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ধাড়া গত জানুআরি মাসের ২৭ তারিখের প্রকাশিত বিধানমতে সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

২৫ জুলাই।

পাবনার সদর স্থানের চিকিৎসক তা কর্ম্মে নিযুক্ত সবআসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ডবলিউ জে এলিস সাহেব ঐ স্থানের ডাকাধ্যক্ষও হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

২৪ জুলাই।

সারণের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এফ এচ কূপর সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে আপন কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

দিনাজপুরের জজ শ্রীযুত জেমস গ্রাণ্ট সাহেব সেশনের কর্ম্মে মালদহে গমনার্থে বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখে আপনার সিশিস্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী গোলাম আসগরের প্রতি অর্পণকরেন।

২৭ জুলাই।

শ্রীযুত সি এফ কর্ণাক সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে ময়মনসিংহের মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এ এল মেলবিল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

জিলা চম্পারণের নীচের লিখিত গুদারা ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে সরকারী হইল এমত প্রকাশ হইয়াছে।

পুচরিয়া ওরফে বামনিয়া। হুসেনি। সূয়ায় অথবা সূর্য্য। লালবেগিয়া। হরাজ। মণিয়ারি লালঘর। বাঞ্জরিয়া। সোআগোলী। মদবনি ও বাঘা।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রামরত্ন রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২৫৴০ পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে মথুরানাথ মুন্সির ও অন্যান্যের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণ দিগে রাস্তা। পূর্ব্বদিগে শ্রীকৃষ্ণ বাগচির বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে রামচরণ ভট্টাচার্য্যের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের বেলেঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ৫৴০ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে দেবনারায়ণ প্রামাণিকের ভূমি। পশ্চিমদিগে বংশীবদন শাহার ভূমি। পূর্ব্বদিগে রাসমণীদাসীর ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার চীৎপূরের সুরের বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান৴৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মৃত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম ও উত্তর দিগে হারু পোদ্দারের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে এক তালা ও এক দোতাল ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও আস্তবল ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ১০৴০ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগের একাংশে বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সির ভূমি, অপরাংশে ঠাকুর দাস চট্টোপাধ্যায়ের ভূমি, অন্যাংশে মথুর নন্দীর ভূমি। পূর্ব্বদিগে এক পুষ্করিণী যাহা বেনেপুকুর নামে বিখ্যাত পশ্চিম দিগে চিৎপুরের রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে শ্যামাচরণ বাবুর ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাজার যাহা রামরত্ন রায়ের বাজার বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যেএক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২৫ পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহাতে এক ইষ্টক নির্ম্মিত চাঁদনি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজার। দক্ষিণ দিগে উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সীর ও অন্যান্য লোকের ভূমি অপরাংশে মথুর নন্দীর ভূমি। পশ্চিম দিগে চীৎপুরের রাস্তা। এবং পূর্ব্বদিগে উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সির ও অন্যান্যের ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের সিঁতির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ৭০ সোত্তর বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মৃত রাজারাজকৃষ্ণবাহাদুরের ভূমি উত্তর দিগে রাস্তা দক্ষিণ দিগে মৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে গলি।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার বহরমপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে গৌরমোহন সেকরার ভূমি। উত্তরদিগে গুরুপ্রসাদ কুণ্ডের ভূমি। পশ্চিমদিগে রূপচাঁদ ভাদুড়ির বাটী ও ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে রাস্তা।

৮ দফা। এবং সহর কলিকাতার সুতানুটির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে এক পুরাতন ভাঙ্গা পাকা বাটী আছে ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে দেবনাথ ঘোষের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণদিগে বৃন্দাবন সুর ও অন্যান্যের ভূমি পূর্ব্বদিগে পার্ব্বতীচরণ সুরের ভূমি এবং উত্তরদিগে একাংশে রাস্তা, অপরাংশে উক্ত পার্ব্বতীচরণ সুরের খোলার ঘর ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২১ জুলাই ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫২ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৯ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ২৬ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ শীল কর্ত্তৃক গরাণহাটা স্থানে মেডিকেল হাল নামক এক ঔষধালয় চিতপুর রোড নং ২৬৯ ভবনে স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহার কোন ঔষধ আবশ্যক হয় স্বল্প মূল্যে তথায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি তারিখ ৩০ শ্রাবণ।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেল অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুন্সেফপুরের শামিল নিজ মুন্সেফপুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা, মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈশা, যাহা কুলগাছি নামে বিখ্যাত মৌজা সারাবি, মৌজ কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাজ, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর ইশ্বরখালি সহিত, মৌজা দশমেশ, মৌজা বরেখলদিয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা মকুন্দপুর, মৌজা দাকুলা, মৌজ গাডরা, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকমারি, মৌজ তারিণীনগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বনাম ছোট আন্দলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবঙ্ক, মৌজা গোঙ্গরা, মৌজা রাজীবপুর, মৌজা সন্তোষপুর, বনাম জপুর, মৌজা গাতপোতা, বিনাম পুটিমারি, মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গোগোর গোপীনাথপুর, মৌজা পেসপকুরিয়া, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা সাহেবনগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ওখড়া পরগনার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৬৴ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে এক রাস্তা। দক্ষণদিগে এবং পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরিদিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২৴ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগের এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পালচৌধুরির বাগান ও খোলার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে পালচৌধুরির বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪৴ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখি[illegible]ত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরির ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তরদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌরির বাগান। এবং দক্ষিণদিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে বাজার। উত্তর দিগে পালচৌধুরির ভূমি। পশ্চিমদিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাবাটী। এবং পূর্ব্বদিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ১০ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক

তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌরির যেযত্ন ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরির ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির পুষ্করিণী। উত্তরদিগে পালচৌধুরির ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২১জুলাই ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা এই সময়ে কমিস্যনর মহাশয়দ্বয়কে আরো এক বিষয়ের উপরোধ করি নগরীয় মান্য লোকেরা তাঁহারদিগের সাক্ষাতে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন ইহা পরম সুখের বিষয় কিন্তু ধনি লোকেরা গরীবদিগের দুঃখের বিষয় বিশেষ জানেন না, অতএব শাকানাজ, মৎস্য, ফল, বিচালী, গুল, টিকে, কাষ্ঠ, চণ ইত্যাদি বস্তু লইয়া যাহারা কলিকাতায় আইসে, তাহারদিগকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং নগর মধ্যে যে সকল বেশ্যারা বসতি করে তাহারাও রাজার প্রজা, চৌকীদারেরা তাহারদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া থানাতে ইনস্পেকটরদিগের হস্তে দেয় কি না, এবং ইনস্পেকটরেরা সমস্ত রাত্রি রাখিয়া তাহারদিগের প্রতি অত্যাচার করে কি না বেশ্যাদিগের মুখে ইহাও জানা আবশ্যক, এতদ্ভিন্ন ইনস্পেকটরদিগের মধ্যে অনেকে মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া বেশ্যালয়ে যাইয়া কত স্থলে কত অত্যাচার করিয়াছে বেশ্যারাই তাহা ব্যক্ত করিবে, এবং নগরীয় শুঁড়িদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাও উচিত, কমিস্যনর মহাশয়েরা তাহাতেও পোলীসের কার্য্যের অনেকানুসন্ধান পাইবেন, এইক্ষণে চালাকনাথ মেকান সাহেব কোথা গেলেন, ঐ মেকান আমারদিগের বাটীতে আসিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা পোলীসের বিপক্ষে লেখ এই কারণ মাজিস্ত্রেটেরা ভাস্করে পোলীসের বিজ্ঞাপন দেন না, আমি তাঁহারদিগকে বলিয়া পোলীসের বিজ্ঞাপন ভাস্করে পাঠাইয়া দিব, তোমরা আর পোলীসের বিরুদ্ধে লিখিবা না, তাহাতে আমরা উত্তর করিয়াছিলাম পোলীসের বিজ্ঞাপনের মূল্য তচ্ছধনের জন্য সম্পাদকীয় কার্য্যের ত্রুটি করিতে পারি না, লেখনীর শক্তি দ্বারা পোলীস দোষ নির্ম্মূলক রিতে পারিলে আমারদিগের অনেকলভ্য হইবে, অর্থাৎ সাধারণের উপকার স্বরূপ যে মহারত্ন তাহা প্রাপ্তহইয়া চিরকাল সুখে থাকিব এবং গবর্ণমেণ্টও বিশেষ জানিতে পারিবেন আমারদিগের ছাপাযন্ত্রকে যেমন স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন আমরা তাঁহারদিগের অভিপ্রায়ানুরূপ তেমনি পরিশ্রম করিয়াছি, হে পাঠকগণ, আমারদিগের সেই সুখের সময় আসিয়াছে এই কারণ কমিস্যনর মহাশয়দিগের প্রতিবৈঠকের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক লিখিতেছি এখ [illegible] ছে, আমারদিগের মুখ প্রফুল্ল হইতেছে, আর যে সকল সম্পাদকেরা পোলীসের তোষামোদ করিয়া বিজ্ঞাপন লইয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহারা কথা কহিতে পারিতেছেন না, কলিকাতা নগরে লোভি সম্পাদক অনেক আছেন সম্পাদকীয় কার্য্যে লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতরূপে কর্ম্ম করেন এমত লোক কেবল ইংরাজ সম্পাদকদিগের মধ্যেও অল্প দেখিতে পাই, এই সময় বাঙ্গালি সম্পাদকেরা কি স্নেহ অগ্রসর হইয়া বলিতে পারেন পোলীসকার্য্য দন্তকারি কমিস্যনরদ্বয় কি এক জন মিস্যনর ভাস্কর ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালা কাগজ গ্রহণ করেন, সাধারণেরা এই বিষয়েতেই বাঙ্গালা কাগজের গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধিতে পারিবেন, আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি পোলীসের বিষয়ে যাহা লেখা হইয়াছে এবং হইতেছে কমিস্যনরদিগের মধ্যে তাঁহার বর্ণে২ পাঠ হয়, এই কারণ আমরা এত পরিশ্রম করিতেছি, পরমেশ্বরকরুন উপযুক্ত কমিস্যনর মহাশয়দিগের কার্য্য দ্বারা আমারদিগের পোলীস নির্দ্দোষ হউক।

শ্রীযুক্ত ডাক্তর ডফ সাহেব।

উক্ত শ্রীযুক্ত সাহেব গত সোমবার বেলা পাঁচ ঘণ্টাকালে বেণ্টিঙ্ক নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা এডেন প্রদেশীয় তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয় হইতে কলিকাতা নগরে শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ ইংরেজ বাঙ্গালি সাধারণ বহু ব্যক্তি ডফ সাহেবের নিকট আসিয়াছিলেন, এইক্ষণে সকলে স্মরণ করুন আমরা লিখিয়াছিলাম ডফ সাহেব পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিবেন আমারদিগের সেই লিখন সপ্রমাণ হইল।

কলিকাতা পোলিস কমিস্যনর দিগের বৈঠকের বিবরণ।
গত প্রকাশিতের শেষ।

এই তাবৎ শ্রবণে হিউম সাহেব এইরূপ বক্তৃতা করেন, যে সাক্ষ্য প্রকাশে আমার চরিত্রের প্রতি কলঙ্কার্পণ হইবেক তৎ শ্রবণে আমি কেবল গবর্ণমেণ্টকে আমার বিষয়ের বিচারক হইতে দিতে পারি না, এবিষয় যবস্থবে রাখি [illegible] গামে আমার চরিত্র রক্ষা করিবেন কিন্তু এইক্ষণে আমার স্বয়ং রক্ষা আবশ্যক হইতেছে, আমি এই চাহি আমার বক্তৃতা এবং ফারগিউসন সাহেবের জোবানবন্দী একত্র প্রকাশ হয়, আমি কোন কথা গোপন করিতে বাসনা করি না, অভিপ্রায় এই যে সর্ব্বসাধারণ লোকেরা আমার কার্য্য সকল পরীক্ষা করুন এবং আমিরাও এইরূপে তাঁহারদিগের কৃত বিষয় ব্যক্ত করেন, অসম্পূর্ণ বর্ণনার প্রতি আমি আপত্তি করি, ফারগিউসন সাহেব আপন মুখে আমার বিষয়ের তত্ত্বাদি তদ্বৎ অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছাধীন যাহা বলিয়াছেন তাহা যদিও সত্য নহে তথাচ আমার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ কর বলিতেহয়, প্রকৃত কথা এইযে আমার ভ্রাতার সহিত কোন হিসাব পরিষ্কার করিয়া তাঁহাকে এক বৎসরমেয়াদে এক খত লিখিয়া দিয়াছিলাম, তিনি আমার অজ্ঞাতে মতিলাল শীলেরনিকট ঐ খত বিক্রয় করেন এবং তৎপরে মতিলাল বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে ঐ খত বিক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু আমি জানিতাম না। এইক্ষেপে খত বিক্রয় হইয়াছে অতএব সময়গতে বাঙ্গালব্যাঙ্ক আমারস্থলে টাকা চাহিলে আমি তাহা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলাম এই কারণ মতিবাবু ঐ টাকা দেন, ইহাতে মতি বাবুর সহিত আমার কি বন্দোবস্ত হইল, বরং তিনি আমার নামে টাকার জন্য অভিযোগ করিয়া ডিক্রী লইয়াছেন, এবং অন্য এক খতের বিষয়েতেও তিনি অভিযোগ করেন কিন্তু আমি পরে তাহা পরিশোধ করিয়াছি, সে দুই খত এই দেখন, এই বলিয়া হিউম সাহেব দুই খত টেবিলে রাখিলেন, অপর কহিলেন অন্য এক খতের জন্য নালিস উপস্থিত আছে অতএব তাহা সুপ্রিমকোর্টের ফাইলে রহিয়াছে, এতদ্ভিন্ন ইতঃপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের জিজ্ঞাসায় হিউম সাহেব যে উত্তর দেন তাহাও এইকালে তদনুরোধে ডেম্পিয়র সাহেব দ্বারা পঠিত হয়, তদর্থ এইযে কয়েকশত টাকা ব্যতীত আমি এতদ্দেশীয় কোন লোকের নিকটে ৬০০০ টাকার অধিক ঋণী নহি, ইহাও আমার ছাপাখানার জন্য কর্জ্জ করি গবর্ণমেণ্টের ভৃত্যরূপে ঋণ করি নাই, আমার সন্তান সন্ততিকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য অধিক ব্যয়ের নিমিত্ত এই কর্জ্জ এবং ছাপাখানা বিক্রয় করিয়াছি মেসুয়াস ঢালা কোম্পানর দেউলিয়া হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি তাঁহারদিগকে ২০০০ টাকার এক খত লিখিয়া দেই, ঐ কর্ম্মালয়ের মুৎসুদ্দি বিধায় তাহা মতিলাল শীলের হস্তগত হইলে আমি তাহাও পরিশোধ করিয়াছি, আমার ভ্রাতার সহিত হিসাব পরিষ্কার পূর্ব্বক ৪০০০। ৩০০০। ৩০০০ যে সকল খত দিয়াছিলাম তাহা আমার অজ্ঞাতে মতিবাবুর নিকট ডিস্কৌণ্টে ভ্রাতা বিক্রয় করেন, মেয়াদ গতে তাহা পরিশোধ হইবাতে অভিযোগ হয় নাই, প্রায় তিন বৎসর গত হইল এই শেষ হিসাব পরিষ্কার হয়, প্রথমোক্ত ৬০০০ টাকা ভিন্ন আমি মতিলাল শীলের সহিত কোন লেনাদেনা করি নাই, তাহাও মাজিস্ত্রেটি পদাভিষিক্ত হইবারপূর্ব্বে, এতদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় কোন লোকের নিকট আমি কর্জ্জ করি নাই, ইত্যাদি শ্রবণে কালবিন সাহেব হিউমসাহেবের সচ্চরিত্রতা সংস্থাপন বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহেন।

এই কালে উকীল ওমি সাহেব আগত হইয়া বলিলেন জনশ্রুতিক্রমে শ্রুত হইল কোন কথা বলা ভাল নহে তাহাতে লোকের মিথ্যাপবাদ করা হয়, সমূলক কথা বলাই উচিত।

এতচ্ছ্রবণে কালবিন সাহেব উত্তর করিলেন যাহারদিগের বিপক্ষে কথিতহইতেছে তাঁহারা পবলিকস্যারবেণ্ট, ওমি সাহেব কহেন, আমি শ্রুত বিষয় গ্রহণ করিতে চাহি না।

কালবিন সাহেব উত্তর করেন, তুমি করিওনা তোমার সে কর্ম্ম নহে।

উকীল ওমি সাহেবের যোবানবন্দী।

পোলিসের বিপক্ষে আমার নিজের কিছু কথ্য নাই, আমার ব্যবসায় ধর্ম্মে ১৮৪৬ সালের শেষ সময়ে শোভাবাজারের জমাদার গণেশ মিশ্রের পক্ষ হইয়া নগরীয় উত্তর ভাগের ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মাষ্টর ফেরল এবং সারজন হেম্পটনের বিপক্ষে মোকদ্দমায় আমি মেজর বর্চ্চ এবং পোলিস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তান হিকের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করি তাহাতে হিক সাহেব সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে অক্ষম বলিলে বর্চ সাহেবের নিকট বিচার প্রার্থনা করা যায় কিন্তু তিনি পেটন সাহেবের বিচারে তাহা অর্পণ করেন, পরে পেটন সাহেব বলেন সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একজিকিউটিব পোলীস কর্ম্মচারিদিগের দোষগুণ বিচার করিবেন, এইরূপ গোলযোগের পর অবশেষে তাহা বর্চ সাহেবের দ্বারা বিচারিত হয়, অতঃপর আমি মাষ্টর ফেরল এবং হেম্পটনের নামে "এগ্রেবেটেড এসলট,, জন্য সুপ্রিম কোর্টে ইণ্ডাইট করি এবং গ্রান্দজুরী আমার বিল সত্যরূপে গ্রাহ্য করিলে ঐ বিষয় পেটি জুরীর বিচারে সমর্পিত হয় এবং তাঁহারা উভয় আসামিকে দোষী বলেন, ইহাতে ফেরল সাহেব পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হয় এবং বাদী সাক্ষ্যাভাবে ফেরল সাহেব পরিত্রাণ পান, স্মরণ হয় হেম্পটনের অর্থ দণ্ড হইয়াছিল, বিরোধীয় বাজারের দাঙ্গাদি নিবারণ অকরণ জন্য তৎকালে নগর মধ্যে একজিকিউটিব পোলিসের গ্লানি কথিত হইত, বৈকণ্ঠনাথ এই নূতন বাজার সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং অনেকে অনুমান করেন একজিকিউটিব পোলিস ঐ মুন্সী ও তৎ ভ্রাতার উত্তমর্ণ বাবু মতিলাল শীলের উপরোধ রক্ষা করিতেন।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। একজিকিউটিব পোলিসের প্রতি সাধারণে বিরক্তের কোন উদাহরণ জান।

উত্তর। না, কোন প্রকরণ দর্শাইতে পারি না।

প্রশ্ন। তুমি যাহা বলিলে ইহা কি তোমার মওক্কেলের নিকট শ্রুত হও।

উত্তর। হাঁ।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তুমি কোন মাজিস্ত্রেটের দেনার বিষয়ের কি জান, এবং তাঁহারা মতিলাল শীলের নিকট ঋণী থাকাতে ঐ বাবু পোলীসের প্রতি অবৈধ প্রভুত্ব করেন, এতন্নগরবাসিগণের কি একপ সংস্কার জন্মিয়াছে।

উত্তর। হাঁ মেকান এবং কাপ্তান হিক ঋণগ্রস্ত, আমার পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমাতে কাপ্তান হিক হস্তার্পণ করেন নাই এজন্য এতন্নগরবাসি লোকেরদের মনে উক্ত অবৈধ কর্তৃত্বের সংস্কার উদয় হয়।

কৌন্সেলি থিওবোল্ডকে লইয়া আমি নিজে তাঁহার নিকট গমনাগমন করিয়া পরিশেষে ঐ বিষয় সুপ্রিমকোর্টে লইয়া যাই।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। মাজিস্ত্রেট বা সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা তদধীন কর্ম্মচারিরা এতদ্দেশীয় কোন লোকের নিকট ঋণী আছেন এবিষয় কি অধিক রাষ্ট্র।

উত্তর। মাজিস্ত্রেট সাধারণের ঋণের কথা সর্ব্বদা শুনি নাই কিন্তু মেজর বর্চ্চ মতিলাল শীলের নিকট দায়ী আছেন এবং অনুমান করি পেটন সাহেবও মতিলাল শীলের অধমর্ণ কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। এমত গল্প শুনিয়াছ।

উত্তর। শুনিয়াছি।

প্রশ্ন। তোমার উক্ত মোওক্কেল কি জন্য পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করে নাই।

উত্তর। কারণ এত ব্যয় স্বীকার করিতে চাহে না।

প্রশ্ন। বোধ হয় তুমি এইক্ষণেও তৎপক্ষীয় উকীল আছ।

উত্তর। আছি।

প্রশ্ন। তুমি কি জান মতিলালের পক্ষে সর্ব্বদা এখানে কে উকীলী কর্ম্ম করিত, এবং মাজিস্ত্রেটদিগের উপর তাহার কি অবৈধ প্রভুত্ব চলিত।

উত্তর। সর্ব্বসাধারণের গোচর ছিল এবং আমিও জানি মাষ্টর হিউজ মতিলাল পক্ষীয় উকীল ছিলেন কিন্তু তাঁহাকে মেজর বর্চের আদালত ভিন্ন অন্য কোন মাজিস্ত্রেটের বিচারালয়ে দেখি নাই, ফলে আমি এখানে অতি অল্পদিবস আসিয়াছি এবং তাহাও আমারপুরাতন মোওক্কলেরদের জন্য, মাজিস্ত্রেটদিগের উপর তাঁহার প্রভুত্ব আছে এমত বুঝি না।

ইহার পর ফেরল সাহেবের প্রশ্নে উকীল ওমি এইরূপ কহেন।

বাজারীর বিরোধে কয়েকজন হাবসী ধৃত হইয়া পোলিসে নীত হয় এবং তাহারা প্রত্যেকে ১০০ টাকার জমীন দিয়া পরদিবস হাজির হইবার প্রতিজ্ঞায় মুক্তি পায় কিন্তু তাহারা নিয়মিতকাল উপস্থিত ছিল না এই কারণ প্রতিভু টাকা যায়, ১৮৫৬ সালের ৩ডিসেম্বরে গণেশ মিশ্রের প্রতি আঘাত হয়, এবং পোলিস কর্ম্মচারিরা ঐ বিষয় গ্রহণ করিলেন না এজন্য ১৮৪৭ সালের জানআরীর সেশনে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করা যায়, এই অবস্থা কালে তিনি অর্থাৎ ওমি সাহেব মাজিস্ত্রেট এবং পোলীস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তদ্বিষয়ক বিচার জন্য কয়েক দিবস গতিবিধি করেন।

অতঃপর প্রধান মাজিস্ত্রেট পেটন সাহেব আবাহূত হইয়া জিজ্ঞাসিত হন তিনি চাঁপাতলায় কুক্কুরের উপর গুলী করণের বিষয় যাহাতে এক জন ইনস্পেকটর অভিযোজ্য হয় তাহার বিশেষানুসন্ধান করিয়াছেন কি না, ইহাতে পেটন সাহেব উত্তর করেন বিচার করেন নাই কিন্তু তদ্বিষয়ের মর্ম্মানুসন্ধানার্থ পোলিসের ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য এবং বাদিরা তৎপরে অনুপস্থিত হয়, কিন্তু শ্রুত হইয়াছে তাহারা সুপ্রিমকোর্টের সেশনে তদ্বিষয়ের বিচার প্রার্থনা করিয়াছে এবং ঐ বিষয়ের সফিন বাহির হইয়াছে তাহাতে ইনস্পেকটর লেঙ্কেষ্টরও সফিনা পাইয়াছে।

কলিকাতার নবীনমাজিস্ত্রেট।

আমরা শ্রবণে আনন্দিত হইলাম আলোচনা হইতেছে নগরীয় ছোট আদালতের সুপ্রতিষ্ঠিত বিচারপতি শ্রীযুত ওএলি সাহেব কলিকাতার পোলীসের মাজিস্ত্রেট হইবেন, উক্ত সাহেব উপযুক্ত কৌন্সেলী এবং সদ্বিচারক, যদি পোলীসে মাজিস্ত্রেটিআসন তাঁহার অধীন হয় তবে নগরবাসি লোকেরা সুবিচার পাইয়া সুখী হইবেন অতএব পরমেশ্বর সমীপে সকলে প্রার্থনা করুন ইহাই সত্য হউক, কিন্তু এই সময়ে বিবেচনা করিতে হইবেক নগরীয় ছোট আদালৎ একজন বিধিজ্ঞ বিচাপতি বিরহে আক্ষেপ করিবেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট ঐ আদালতের ক্লার্ক শ্রীযুত জান কিং সাহেবকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন, মেং কিং সাহেব সুধীর নম্রস্বভাব দয়াশীল এবং গৌড়ীয়ভাষায় সুপ্রবিষ্ট, বিশেষত বহুকাল ছোট আদালতে থাকিয়া স্বয়ং ঐ আদালতের বিচার সম্পর্কীয় বিধি নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহার কৃত বিধানক্রমেতেই বিচার হয়, অতএব ছোট আদালতের তাবৎকার্য্যের মর্ম্মজ্ঞ অথচ পূর্ব্বোক্ত সমূহ গুণযুক্ত জান কিং সাহেব ছোট আদালতে নিযুক্ত হইলে নগরবাসি তাবৎ লোক সুখী হইবেন।

বিবিধ সমাচার।

ডিল্লী গেজেট পত্রে লেখে লাহোর নগরে এমত এক সম্বাদ প্রচার হইয়াছে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর মূলরাজের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন আমরাও পূর্ব্বে ইহাই অনুভব করিয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত এতদ্বিষয়ক নিশ্চয় বার্ত্তা প্রকাশ হয় নাই।

বিলাতে এক সম্প্রদা বণিক এক প্রকার আরক প্রকাশ করিয়াছেন ঐ আরক লেপনে অগ্নি, জল, ঘূণ ইত্যাদি হইতে কাষ্ঠ রক্ষা পাইতে পারিবেক, ইহা সত্য ও পরিমিত ব্যয় সাধ্য হইলে বিশেষ উপকারক হয় সন্দেহ কি।

বিলাত হইতে ২৫ জুন পর্য্যন্তের সমাচারাগত হইয়াছে, তাহাতে লেখে বিলাতে পূর্ব্ববৎ শান্তিস্থিতি আছে, অধুনা রাজমন্ত্রি পরিবর্ত্তনের আর সম্ভাবনা নাই, ফ্রান্স রাজ্যের নবীন গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তন হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের গোলযোগ নিবৃত্তি হয় নাই, হাঙ্গিয়ান সৈন্যদল রুষীয়ান যোদ্ধাগণকে বারদ্বয় পরাভব করিয়াছে, ফ্রান্সদেশীয় সৈন্যেরা টোলন হইতে সৈন্য তোপাদিদ্বারা সমৃদ্ধিত হইয়া রোমনগর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, রাজদ্রোহি স্মিথ ও ব্রাইন পক্ষীয় কৌন্সেলরা বিলাতীয় পার্লিয়ামেণ্টে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরণানুমতি করিতে বিলাতীয় মহারাজ্ঞীর ক্ষমতার প্রতি এক আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন, কথিত হয় জেনরল ডি অজিলিয়র বোম্বাই দেশীয় প্রধান রথীর পদাভিষিক্ত হইতে পারেন।

কোন ইংরাজি পত্রে লেখে আমাদিগের নবীন মহারথী মহাশয় আগামি গ্রীষ্মাগমের পূর্ব্বেই এতদ্রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন, এত দীর্ঘকাল পূর্ব্বে এ বিষয় কিরূপে প্রকাশ হইল আমরা বলিতে পারিলাম না, শ্রীযুত এতদ্দেশে আসিয়াএপর্য্যন্ত এক বিন্দু রক্তও দেখেন নাই বিশেষত ইহার মধ্যে কবে কি ঘটনা হইবেক তাহা কথিত বা অনুমিত হয় না, অধিকন্তু ব্যক্ত হইয়াছে তিনি ভারতবর্ষে আরো কয়েক দল গোরাসৈন্য বৃদ্ধিকরণ যুক্তিসিদ্ধ বোধ করেন, কিন্তু বিলাত রাজ্যের দিগ দিগন্তরে যেরূপ সমরানল প্রবলতার সমাচার সমাচার পত্রে দেখা যায় তাহাতে তথায় সৈন্য ন্যূন করণ বিধেয় বোধ হইবেক ইহা আমার দিগের বুদ্ধিতে আইসে না।

পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল জেনরল লার্ডগফ সাহেবের আত্মীয় সেনাপতি বেন্টি সাহেব তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাসূচক কোন উপঢৌকন প্রদানার্থ এক চাঁদা করিতেছেন কিন্তু এইক্ষণে অবধারণ হয় জেনরল গিলবর্ট ইহার প্রথমোদ্যোগী এবং এই চাঁদাতে অনেক সিবিল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

উড়িষ্যা প্রদেশীয় খন্দ নামক স্থানে পাদরি লেকরো সাহেব ১৫০ লোককে নরবলী হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন ইত্যাদি যে সমাচার প্রচার হইয়াছিল তাহা অলীক, জল্পনা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার আমূল এই যে তিনি কতকগুলিনলোককে বিদ্যা প্রদান করিতেছেন যদ্দারা ইহার পর তাহারদিগের খ্রীষ্টধর্ম্মে মতি হইতে পারে।

পেসোয়র প্রদেশে এপর্য্যন্ত পর্ব্বতীয় দস্যুদিগের অত্যাচারানুষ্ঠান আছে, মেজর লরেন্স তাহারদিগের দমনার্থ বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, কথিত হয় দুরাচারদিগের অনুসন্ধান পাইয়াছেন অতএব অচিরে তাহারদিগের উচিত শাসন হইতে পারিবে।

ফিরোজপুরে তাস্করিক ব্যাপারের বর্দ্ধন বার্ত্তা শ্রবণে আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

কথিত হয় হায়দ্রাবাদের রাজভাণ্ডারে এক কোটি মুদ্রা থাকিতেও নবাব নেজাম আমারদিগের গবর্ণমেন্টের নিকট যে৫৪ লক্ষ মুদ্রা ঋণ করিয়াছেন তাহা পরিশোধ করেন না, বৃটিস রেসিডেন্ট মহাশয় এতদ্রাজ্যের ধনাদায়ের জন্য সর্ব্বদা উত্তেজনা করিতেছেন অতএব তিনি এই ঋণ পরিশোধে আর অধিক কাল বিলম্ব করিতে পারিবেন না, মধ্যে২ এমত লিখিত হইতেছে বৃটিস গবর্ণমেন্ট এতদর্থের পরিবর্ত্তে অবশেষে নেজামের রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন, আমারদিগের রাজপুরুষগণেরযখনএইরূপদৃষ্টিপাত হইয়াছে তখন দেখা যাউক এইবিষয় কিরূপে সমাধা হয়।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের এবং শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার যোড়াশাঁকোর দইয়াহাটা ইষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে৬৩।৮ নম্বরের এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যেএক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় এবং শিবনাথ বন্দ্যোপায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা পশ্চিমদিগে দুর্গাচরণ মল্লিকের এক বাটী এবং ভূমি। উত্তর দিগে রূপনারায়ণ মল্লিকের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত দইয়াহাটা ইষ্ট্রিট।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের পাথুরিয়া ঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে১ নম্বরের এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যেএক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় এবং শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত পূর্ব্বদিগে গলী। দক্ষিণ দিগে পাথুরিয়াঘাটা লেন। পশ্চিম দিগে শ্যাম বশাখের এক বাটী এবং ভূমি। এবং উত্তর দিগে রামহরি তাঁতির ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের পাথুরিয়া ঘাটার মাণ্ডেহাটার গলীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা পরিবারাদির বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় এবং শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এবং অপরাপরের এক বাটী এবং ভূমি এবং পশ্চিমদিগে মতিলাল মল্লিকের এক বাটী এবং ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের গরাণহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৩৬ নম্বর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় এবং শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গলী। পূর্ব্বদিগে পঞ্চরাড়ের এক বাটী এবং ভূমি। পশ্চিমদিগে রাধুভড়ের এক বাটী এবং ভূমি। এবং উত্তরদিগে রামধন ঘোষের এক বাটী এবং ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানে শিমলার ঢুলিপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে৭৮।৫ নম্বর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ১৴ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় এবং শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীতহইবেক।তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কৃষ্ণমোহন দত্তের এক বাটী এবং ভূমি। পশ্চিম দিগে রামলাল ঘোষের এক বাটী এবং ভূমি। দক্ষিণ দিগে আশুতোষ দেবের এক বাটী এবং ভূমি। এবং উত্তর দিগে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শিমলার নয়নচন্দ্র দত্তের ইষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১২ নম্বর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ২৴ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় এবং শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্প[র্ক] আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত[ঃ] পশ্চিম দিগে গলী। উত্তরদিগে পূর্ব্বোক্ত নয়নচন্দ্র দত্তের ইষ্ট্রিট। দক্ষিণ দি[গে] কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা [এ]বং পূর্ব্বদিগে নবকুমার চক্রবর্ত্তির এ[ক] বাটী এবং ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে [এ] সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পা[রি]বেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৪ জুলাই ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র স[প্তাহের মধ্যে] কলিকাতার শোভাবাজার বাল[াখা]নার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্[টাচা]র্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও [বৃহ]স্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকা[লে] প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্গোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৩ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১১ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২৮ শ্রাবণ শনিবার মূল্যমাসে ১টাকা আগামি ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ শীল কর্ত্তৃক গরাণহাটা স্থানে মেডিকেলহাল নামক এক ঔষধালয় চিতপুর রোড নং ২৬৯ভবনে স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহার কোন ঔষধ আবশ্যক হয় স্বল্প মূল্যে তথায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি তারিখ ৩০ শ্রাবণ।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাতইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় রচনা লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহারমূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলেপ্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্করসম্পাদকস্য।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১১৫৭নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুম,

১৮৪৯ সাল ২৩ জুলাই।

শ্রীযুত ডাক্তর এফ জে মৌআট সাহেব বাঙ্গালা মেডিকেল কালেজ ঔষধ ও শয্যাগতেরদের বিষয়ে ঔষধেরশিক্ষক হইবেন এবং শ্রীযুত ডাক্তর ই গুড়িব সাহেব মাটিরিয়া মেডিকা এবং ঔষধ বিষয়ক ব্যবস্থার শিক্ষক হইবেন এই নিয়োগ আগামি নবেম্বর মাসের ১৫ তারিখ অবধি চলিবেক সেই কাল পর্য্যন্ত যে সাহেবেরা এক্ষণে ঐ২ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা অর্থাৎ শ্রীযুত ডাক্তর জাকসন সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মৌআট সাহেব আপন২ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেন।

১১৭৪ নম্বর।

১৮৪৯ সাল ২৮ জুলাই।

পূর্ণিয়ার জরীপী কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু রাধানাথ বসু ডেপুটী কালেকটরের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত মৌলবী হাফিজ সরফরাজ আলী মুঙ্গেরের জরীপী কর্ম্ম হইতে জিলা ত্রিহুতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩০ জুলাই।

শ্রীযুত ই এ বুশেল সাহেব পিনাঙ্গের রেসিডেন্ট কৌন্সেলর হইবেন।

শ্রীযুত কাপ্তান জে ফেরিয়র সাহেব মলাক্কাতে রেসিডেন্ট কৌন্সেলর হইবেন।

শ্রীযুত এচ নেলসন সাহেব ওএলেসলি প্রদেশে আসিষ্টান্ট রেসিডেন্ট হইবেন।

শ্রীযুত ডাবলিউ এম ডিমর সাহেব চাটিগাঁর নিমকের এজেন্ট হইবেন।

২ আগষ্ট।

শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব চাটিগাঁর মাজিস্ত্রেট হইবেন কিন্তু শ্রীযুত মেটকাফ সাহেবের অনুপস্থান কিম্বা অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কালেকটরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত বি এচ শক সাহেব মেদিনীপুরের মাজিস্ত্রেট হইবেন।

ছুটী।

১৯ জুলাই।

ভাগলপুরের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টান্ট শ্রীযুত ডবলিউ সি ওয়াটসন সাহেব অস্বাস্থ্যের সর্টিফিকটক্রমে রাজধানীতে গমনার্থে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

২৩ জুলাই।

ন শ্রীযুত মৌলবী আশরফ আলী স্বীয়ক ম্মোপলক্ষে বারো দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৭জুলাই।

কলিকাতার শ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেব শ্রীযুত পাদরি জে কোলি সাহেবকে বর্ত্তমান মাসের ২৩ তারিখ অবধি যে দুই সপ্তাহের ছুটী দেন তাহা মঞ্জুর হইয়াছে।

জিলা চব্বিশ পরগণার বসিরহাটের মুন্সেফ শ্রীযুত রাজমোহন মিত্র যে তারিখে আপন কর্ম্ম স্থান ছাড়েন সেই তারিখ অবধি ছয়দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৮ জুলাই।

ঢাকার মাজিস্ত্রট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টান্ট শ্রীযুত এ আবরক্রম্বি সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি ছুটী বিষয়ক শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

রামগড়ির সব আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ চাটুর্য্যা গত নবেম্বর মাসের ২৪ তারিখে যে ছুটী পান তদরিক্ত চারি মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

আগষ্ট।

বরমপুরের ডাকাধ্যক্ষ শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ত ডবলিউ বিষ্টো সাহেব যে তা

রিখে আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এন সাইনটেলর সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন সেই তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সম্বাদ ভাস্কর

চাটখোলার পারঘাটে যখন বাষ্পীয় জাহাজ নিযুক্ত হইল তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম গঙ্গাপার হইতে আর নৌকা ডুবিতে প্রাণ বিয়োগ হইবেক না, এবং কার্য্যেও তাহাই হইয়াছে, এইক্ষণে চাটখোলার পারঘাটে ডিঙ্গী নৌকা ডুবিয়া লোক মারা পড়ে না, লোক, পাল্কী, গাড়ি, ঘোড়া ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে পার হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমনকালে গঙ্গার মধ্যে অন্য নৌকা তাহার সম্মুখে পড়িলে ডুবিয়া যায়, গত বুধবারে বেলা সাড়েনয়ঘণ্টাকালে কলিকাতা নগরীয় দ্বাদশ জন ভদ্রলোক এক পান্সীতে উঠিয়া কুঠী যাইতে ছিলেন ঐ সময়ে বাষ্পীয় জাহাজ গঙ্গার পশ্চিম পার হইতে পূর্ব্ব পারে আসিতেছিল, এইকালে গঙ্গার মধ্যস্থলে কুঠীর পান্সী বাষ্পীয় জাহাজের সম্মুখে পড়িয়া ডুবিয়া গেল, তাহাতে দ্বাদশজন আরোহির মধ্যে নয়জন সন্তরণ দ্বারা স্রোতে ভাসিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া অন্য নৌকাবলম্বনে রক্ষা পাইয়াছেন, তিন জনের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে অতএব সুখের হেতু বাষ্পীয় জাহাজও দুঃখের কারণ হইল।

মহারাজাধিরাজ রাজ শ্রীমহাতাপচন্দ্র বাহাদুর।

উক্ত মহারাজ বাহাদুরের যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতেছে আমরা তাঁহার সদ্ব্যবহার শ্রবণে তেমনি আপ্যায়িত হইতেছি, শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ এইক্ষণে যেরূপে কালক্ষেপ করেন বোধ করি তাহা শ্রবণকরিলে সর্ব্বলোকমাত্র আনন্দিত হইবেন, এবং কেবল পূর্ব্বপুরুষীয় নাম মাত্রে অভিমানি রাজ সন্তানগণ যাঁহারা সামান্য ধনের অহঙ্কারে কুকর্ম্মে রত হইয়াছেন তাঁহারাও মহারাজাধিরাজ রাজশ্রীমহাতাপচন্দ্রবাহাদুরের কার্য্যের অনুগামি হইয়া কুকর্ম্মের প্রতি ঘৃণা বোধ করিবেন।

বর্দ্ধমানাধীশ্বর অপরিমিত ঐশ্বর্য্যেশ্বর হইয়াও আলস্য প্রিয় হয়েন নাই, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যহ গাড়িযানে বা অশ্বারোহণে নগর ভ্রমণ করেন, কোমলদেহ মহারাজ এমত পরিশ্রম করিতে পারেন গাড়িঘোড়া পশ্চাৎ ভাগে রাখিয়া পাদক্রিয়া দ্বারাও দুই তিন ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যোদয় না হইতেহইতেই রাজবাটীতে উপস্থিত হয়েন, এইরূপে প্রাতর্ভ্রমণানন্তর রাজ নিলয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া শুচি পূর্ব্বক অন্তঃপুরে যান, ইহার পূর্ব্বেই শ্রীমতী মহারাণী স্নান পূজাদি করিয়া শ্রীযুতের পাদ পূজার্থ প্রস্তুতা হইয়া থাকেন, এবং মহারাজ অন্তঃপুর প্রবেশ মাত্র শ্রীমতী মহারাণী প্রিয় স্বামিকে ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার পাদপূজা করেন ইহাতেই প্রায় বেলা সাড়ে আটঘণ্টা হয়, অনন্তর বহির্ব্বাটীতে আসিয়া মহারাজ বাহাদুর স্নান করিয়া পূজাগারে যান, এবং সেই স্থলে নিত্য ক্রিয়া সমাধানন্তর পৈত্রিক বিগ্রহ ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের চরণামৃত গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার বহির্ব্বাটীতে আসিয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হয়েন, এই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা বিষয়ি লোক যাঁহারা শ্রীযুতের সহিতসাক্ষাৎকরিতে যান তাঁহারদিগের প্রা [illegible] য়, প্রয়োজন মতে সকলে যাইয়া শ্রীযুতের সাক্ষাতে স্ব২ বিষয় নিবেদন করিতে পারেন, এবং ধনি দরিদ্র সাধারণ তাবৎকেই মহারাজ পূর্ণাভীষ্ট করিয়া বিদায় করেন, এইরূপে বেলা দশ ঘণ্টা গতে কোন দিবস অন্তঃপুরে কোন দিবস বহিঃপুরে আহার করিয়া "মাঞ্জমন,, মহলে অর্থাৎ বিচারোপযুক্ত সভাগারে গমন করেন, তৎ সময়ে রাজ সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে সিরিস্তাদারাদি কর্ম্মকারকগণ দণ্ডায়মান হইয়া বিচার যোগ্য বিষয় সকল বলেন, তাহাতেই বিচারারম্ভ হয়, বেলা পাঁচঘণ্টা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহারাজ অবিশ্রান্ত রূপে উপস্থিত বিষয় সকলের সূক্ষ্ম বিচার করেন, এবং তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া প্রজা সকল পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছেন এই মহীপাল দীর্ঘজীবী হউন, বিচারাবসানে প্রতি দিবসীয় ব্যয়ের এক হিসাব রাজ সমীপে উপস্থিত হয়, মহারাজ তাহাতে সহী করিয়া অন্তঃপুরে গমন করেন এবং কিঞ্চিৎ কাল অন্তঃপুরে থাকিয়া রাজ বাটীর পশ্চিম দ্বার দিয়া দ্বাদশ দ্বারি অট্টালিকায় যান, সাধারণ লোকেরা সে স্থানেও শ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, কোন২ দিবস ঐ সময়ে যদি শ্রীমতী মহারাণীর অভিলাষ হয় মহারাজের জনক ৺প্রাণচন্দ্র বাবুর বাটীতে কিম্বা শ্রীযুতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ শ্রীযুত শ্যামচাঁদ বাবুর ৺তারাচাঁদ বাবুর শ্রীযুত রাসবিহারি বাবুর ভবনে অথবা কোন দেবালয়ে যাইবেন তবে ২৫।৩০ খানা পাল্কী বাহির হয়, এবং গমনীয় পথের উভয় পার্শ্বে সিপাহিরা শ্রেণী পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকে, তৎপরে সর্ব্বাগ্রে মহারাণীর পাল্কী অনন্তর ভাণ্ডারিণী দিগের পাল্কী তৎ পশ্চাৎ দাসীগণের পাল্কী, সর্ব্বান্তে শ্রীযুতের পাল্কী যায়, মহারাণীর পাল্কীর অগ্রভাগে নকীব আশাসোঁটা, ছাতা আড়ানী চামর বল্লম পতাকাদি ধাবমান হয়, এইরূপে গম্যস্থলে যাইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া সকলে রাজপুরে গমন করেন, সন্ধ্যার পরে মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় প্রতি রাত্রি নারীপুরেই থাকেন কদাচিৎ কোন রাত্রিতে যদি বিবি সাহেবাদির সহিত আলাপের প্রয়োজন হয় তবে বাহিরে ও আইসেন, মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এইরূপে দৈনিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন, এবং উপস্থিত দান সর্ব্বদাই আছে, বিশেষতঃ প্রাতর্ভ্রমণ সময়ে প্রতি দিবস রাজপথে রাজ সমীপে যাচকগণ দণ্ডায়মান হইয়া ভিক্ষা চায় তাহাতে পাত্র বুঝিয়া সিকী অবধি পঁচিশ টাকা পর্য্যন্তও দিয়া যান।

বর্দ্ধমান রাজধানী মধ্যে ৺প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরের স্থাপিত এক কালেজ আছে, স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর পরে অথচ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ঐ কালেজ মলিনাবস্থ হইয়াছিল, মহারাজ বাহাদুর এইক্ষণে উক্ত কালেজকে পুনর্ব্বার নবীনাকার করিয়াছেন, অবকাশ পাইলেই কালেজে যাইয়া বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, ব্যাকরণ, বাঙ্গালা পারস্যাদি শিক্ষিতগণের শিক্ষার পরীক্ষা করেন, এবং উপযুক্ত ছাত্রগণকে পারিতোষিক দেন, ইহাতে দিন২ কালেজের উন্নতি হইতেছে, এতদ্ভিন্ন দেবালয় আতিথ্যালয় সকলের কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা অনুসন্ধান আছে, যদি কোন কর্ম্মকারক দেবালয় আতিথ্যালয়ের নিয়মিত কার্য্যের ত্রুটি করেন তবে মহারাজ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করেন, বর্দ্ধমানাধিপতির দেবালয় আতিথ্যালয় কত, আমরা এইক্ষণে তাহার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না কিন্তু আহ্লাদিত হইয়া বলিতেছি মহারাজ বাহাদুর ফৌজদারি মোকদ্দমার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা করেন, প্রজাগণকে কিঞ্চিৎ ভয় প্রদর্শন করাইলেই তাঁহার খাস মহলে প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং সম্প্রতি খাস মহলের কোন দেওয়ান এক মহলের প্রজাদিগের বিরুদ্ধে কতিপয় পদাতিক পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল ঐ মহালের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া রাজার প্রিয় হইবেন কিন্তু মহারাজ বাহাদুর তাহা শুনিয়া ঐ দেওয়ানকে দরবারে ডাকাইয়া কহিলেন তুমি প্রজার উপর কেন অত্যাচার করিতেছ, আমার ধনের অভাব কি, আর অভাব হইলেও প্রজা নিষ্পীড়ন করিতে চাহি না তুমি কি আমাকে রাজা রাধাকান্ত জ্ঞান করিয়াছ, প্রজা নিষ্পীড়ক ব্যক্তিকে আমি বেতন দিয়া রাখিব না, হিসাবাদি পরিষ্কার করিয়া দিয়া তুমি বিদায় হও, এই কথা বলিয়া অত্যাচারকারি দেওয়ানকে পদচ্যুত করিয়াছেন, ইহাতেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং সর্ব্বসাধারণ লোকেরা বুঝিতে পারিবেন বর্দ্ধমানাধীশ্বর কিরূপ সৎস্বভাব হইয়াছেন।

কলিকাতার পোলীস কমিস্যনরদিগের চতুর্থ বৈঠকের বিবরণ।

এতৎ বৈঠকারম্ভে কমিস্যনর সাহেবেরা ব্যক্ত করেন ১১ ঘণ্টার পর কমিস্যনরেরা কাছারী করিয়া দুই প্রহর সময়ে জোবানবন্দী গ্রহণ করিবেন এইঅভিপ্রায়েসাক্ষিগণকেতৎকালেউপস্থিত হইতে আবাহন করা গিয়াছে, শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেব পেটন সাহেবের সহিত সঙ্গোপনে অনেক কথোপকথন করেন এমত প্রকাশ হইবায় তিনি তাহা অমূলক বলেন।

পেটন সাহেব আগত হইলে শ্রীযুত কালবিন সাহেব উক্ত মাজিস্ত্রেট মহাশয় পূর্ব্ব সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টকে গঙ্গারাম জমাদারের ইনস্পেকটর পদ প্রাপ্তি বিষয়ে ১৮৪৮ সালের ৩১ আগষ্ট দিনে যে পত্র লিখিয়াছেন তাতা তাঁহার গোচর করেন তদর্থ এই।

"সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের গত ৩০ তারিখের পত্রে জানা যায় বড়বাজারে এক্‌লিখিত সেকসনে গঙ্গারামকে তৃতীয় শ্রেণীস্থ একটিং ইনস্পেকটর পদে মনোনীত করিয়াছেন যদিও একটিং পদাভিষিক্ত করণ বিষয় গবর্ণমেণ্টের সগোচর করা যায় না তথাপি যে কর্ম্মে গোরালোককে নিযুক্ত করণ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় আছে তৎপদে এতদ্দেশীয় লোককে নিযুক্ত করা ভাল হয় না, ইতঃপর এই ব্যক্তিকে অথবা অন্য কোন এতদ্দেশীয় লোককে ইনস্পেকটরি পদে মনোনীত জ্ঞান করিলে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার হেতুবাদ দর্শাইলেপর প্রধান মাজিস্ত্রেট তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী জন্য উপরোধ করিবেন, প্রধান মাজিস্ত্রেটের আজ্ঞা আছে গঙ্গারাম এই নূতন পোলীসের প্রহরি দারোগার পদে নিযুক্ত হয় কিন্তু সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যদি এব্যক্তিকে দারোগা হইতে ইনস্পেকটরি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চাহেন তবে কি কারণে এ ব্যক্তি পূর্ব্ব পদ হইতে যায় এবং কেনই বা এতৎ পদে মনোনীত হয় তত্তাবৎ বিদিত করিবেন।,,

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। পেটন সাহেব, তোমার নিষিদ্ধ বাক্যেও এ ব্যক্তি কিরূপে উক্ত পদাভিষিক্ত হয় আর মাষ্টর লা সাহেব তাহার দোষ দেখিয়া তাহাকে পদচ্যুত করণের পূর্ব্বে এ ব্যক্তি ঐ পদে কেন ছিল।

পেটন সাহেবের উত্তর। ইহার কারণ বুঝাইতে পারি না, আমি বুঝিয়াছিলাম একজিকিউটিব পোলীস আমার অনুজ্ঞামত চলিবেক।

প্রশ্ন। সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট তোমার কথার উত্তর দিয়াছিলেন কি না।

উত্তর। কোন উত্তর পাই নাই।

পেটন সাহেবের ক্লার্ক হেরউড এই কালে পেটন সাহেবকে গোপনে কোন কথা কহিতে গেলেন ইহাতে শ্রীযুত কালবিন সাহেব কহেন হেরউড সাহেব উপস্থিত বিষয়ের কোন লিখন পঠন দেখাইতে চাহেন তাহা আহ্লাদ পূর্ব্বক দেখা যাইবেক, কিন্তু পেটন সাহেবের জোবানবন্দী কালে তিনি তাঁহার সহিত কোন কথোপকথন করিতে পারিবেন না।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। আমারদিগের সমক্ষে যে জোবানবন্দী হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় গত মে মাসে গঙ্গারামের বিরুদ্ধে তোমার নিকট অভিযোগ উপস্থিত হয়, তদ্বিচারকালে তুমি কি অনুসন্ধান করিয়াছিলে যে তোমার পূর্ব্বোল্লেখিত আগষ্ট মাসের অনুজ্ঞা পত্রের বিরুদ্ধে গঙ্গারাম কি রূপে ইনস্পেকটরি কর্ম্ম পায়।

পেটন সাহেবের উত্তর। আমি কিছু অনুসন্ধান করি নাই, আর গঙ্গারাম যে তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছিল তাহা রিকড পুস্তকে লিখিত হয় নাই আমার সংস্কার ছিল গঙ্গারাম রিজর্ব প্রহরী জমাদারি পদে নিযুক্ত আছে।

প্রশ্ন। গঙ্গারামের প্রতি যে অভিযোগ হয় তাহাতে কি সে ইনস্পেকটর বলিয়া লক্ষিত হইয়াছিল।

উত্তর। তাহা বিস্মৃতি হইয়াছি।

এই কালে কালবিন সাহেব পেটন সাহেবকে তাঁহার স্বকৃত উক্ত ফয়সলা দেখাইলে পেটন সাহেব কহেন এই কাগজ দৃষ্টে তাঁহার প্রতীত হইল গঙ্গারাম পোলিস কর্ম্মচারি রূপে অভিযোজ্য হয় কিন্তু নিশ্চিত রূপে বলা যায় না কোন পদস্থ ছিল সে ব্যক্তি তৎকালে কথিত জমাদারি কর্ম্মে থাকিতে পারে।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। এতদ্বিষ জোবানবন্দি মধ্যে দৃষ্ট হয় কোন২ সাক্ষী বলিয়াছেন গঙ্গারাম সেকসন হৌসে বসতি করিত, ভাল বল দেখি রিজর্ব প্রহরীর জমাদার, অথবা ইনস্পেকটরকে সেকসন হৌসে থাকে।

পেটন সাহেবের উত্তর। জমাদার থাকে না ইনস্পেকটর থাকে।

এই কালে কালবিন সাহেব লা সাহেবের প্রতি আদেশ করেন তিনি লিখন পঠনাদি অনুসন্ধান করিয়া জানান পেটন সাহেবের অনুমতির বিরুদ্ধে ও গঙ্গারাম কি রূপে ইনস্পেকটরি কর্ম্ম পায়।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তোমার অমতে গঙ্গারাম ইনস্পেকটরি কর্ম্ম পায় ইহা কি অন্যায় হয় নাই।

পেটন সাহেবের উত্তর। অতি অন্যায়।

প্রশ্ন। গঙ্গারামকে পোলিস কর্ম্মচারি রূপে স্যার জেপি গ্রাণ্ট সাহেব তিরস্কার করেন ইহা কি তুমি জ্ঞাত আছ।

উত্তর। বহুকাল হইল জনশ্রুতিতে এমত শ্রবণ করি গঙ্গারামের প্রতি কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইবায় বোধ হয় দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল, তৎকালে তিরস্কৃত হইয়া থাকিবেক, পোলিসের নূতন বন্দোবস্ত সময়ে আমাকে ইহা অবগত করা হয় নাই।

প্রশ্ন। তুমি কি দেখিয়াছ কাপ্তান হিক অথবা যেকোন সাহেব গঙ্গারামকে অধিক বিশ্বাস করিতেন।

উত্তর। যেকোন সাহেব গঙ্গারামের সর্ব্বদা অধিক প্রশংসা করিতেন, হিক সাহেব তাহাকে অধিক প্রত্যয় করিতেন কি না জানি না।

প্রশ্ন। হিক সাহেব কত কাল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

উত্তর। স্মরণ হয় না, রিকর্ড পুস্তক দেখিলেই জানা যাইবেক।

উক্ত পুস্তক দৃষ্টে জানা যায় হিক সাহেব ১৮৪৫ সালাবধি ৪৮ সালপর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন। হিক সাহেব সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টিপদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি কিম্বা যেকোন সাহেব পোলীস কর্ম্মে কর্তৃত্ব করেন ইহার কি জান।

উত্তর। কাপ্তান হিকস, প্রভুত্ব করিতেন, আমার স্মরণ হয় যেকোন একবার আমাকে জানায় কোন বিষয় তাঁহার গোচর করা হয় না, বোধ হয় কাপ্তান হিক যাবৎ সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন তাবৎ এইরূপ কর্তৃত্ব করিয়াছেন।

প্রশ্ন। পোলিসের প্রহরি কর্ম্মে গোরা ও এতদ্দেশীয় লোকেরা কাপ্তান হিক, অথবা যেকোন কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইত।

উত্তর। আমি জ্ঞাতা নহি, আমি স্বয়ং কাহাকে নিযুক্ত করি নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কোন নিয়ম নির্ব্বন্ধ কালীন আমারদিগের রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরা পেঁচের উপর পেঁচ তাহার উপর পেঁচ দিয়া শক্ত বন্ধন করেন, তৎ সময়ে সাধারণের জ্ঞান হয় এই বন্ধন বজ্র বন্ধন হইল, আর ইহার ব্যতিক্রম হইবেক না, কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ বন্ধন ক্রমে২ শ্লথ হইয়া যায় কেহ দেখেন না, এই কারণ রাজকর্ম্মচারিরা আপনারদিগের কর্ম্মের দুর্গন্ধ চতুরতারূপ জঞ্জালচাপায় গোপন রাখেন, ইহাতেই অবিচার, অত্যাচার, তস্কর ব্যাপার, পক্ষপাতাদি তাবদ্দোষ রাজগৃহে স্থান পায়, বিশেষতঃ পক্ষপাত না হয় এমত কর্ম্মস্থল প্রায় দৃষ্ট হয় না, অন্যে পরে কা কথা, গবর্ণমেণ্ট হৌসে অর্থাৎ রাজবাটীতেই নিয়ম লঙ্ঘন, পক্ষপাতাদির প্রবাহ প্রবল হইতেছে ইহাতে অন্যান্য কর্ম্মস্থল দোষপূর্ণ হইবে আশ্চর্য্য কি, পাঠক মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্ট হৌসে অন্যায়াচরণের এই এক বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত দৃষ্টিকরুন, চব্বিশপরগণারপূর্ব্ব মাজিস্ত্রেট মিটিন সাহেবমাজিস্ত্রেটি আসনহইতেঅবরোহণ পূর্ব্বক বিচারপতির আসন স্পর্শ মাত্র করিয়াছিলেন, দুই মাস কালও বিচারকের কার্য্য করেন নাই তথাচ গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধানেরা তাঁহাকে কমিস্যনরি পদে উঠাইয়া দিলেন, আর নানা জিলাতে জজের কর্ম্ম করিয়া বিচার কর্ম্মে পাকা হইয়াও যাঁহারা আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন কমিস্যনর হইবেন তাঁহারদিগকে আশাভঙ্গ করিলেন, তবে সদ্বিচারক জজ সাহেবদিগের উৎসাহ বৃদ্ধির আর কি উপায় রহিল, তাঁহারা এই আশায় পরিশ্রম করেন প্রতিষ্ঠিতস্বরূপে কর্ম্ম করিলে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে কমিস্যনরি পদে নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাতে নৈপুণ্য দেখাইতে পারিলে সদর দেওয়ানির শূন্যাসনে বসাইবেন, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা মেং মিটিনসাহেবকে কমিস্যরি কর্ম্ম দিয়া সেনিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন ইহাতে কি সম্পূর্ণ পক্ষপাত প্রকাশ হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের গৃহেতেই যদি এত পক্ষপাত হইল তবে এই দৃষ্টান্তে নিম্নস্থ তাবৎ স্থলে কত পক্ষপাত হইবে সরস্বতীও তাহার বর্ণন করিতে পারেন না, বিশেষত উচ্চ বিচার স্থল সদর দেওয়ানি আদালত যে মলিন হইবে তাহার এই এক হেতু হইয়া রহিল, সদর দেওয়ানির কোন বিচারকের আসন শূন্য হইলে গবর্ণমেণ্ট প্রায় কমিস্যনর শ্রেণী হইতেই এক২ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া সেই আসনে উপবিষ্ট করেন, অতএব গবর্ণমেণ্ট হৌসের যে সকল মহাশয়েরা মিটিন সাহেবকে কমিস্যনর করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে তাঁহারদিগের ঐ স্নেহপাত্রকেই সদরের শূন্যাসনে বসাইবেন তবেই উচ্চ বিচার স্থল মলিন হইবে, মেং মিটিন সাহেব বিচারের সূক্ষ্মপথ প্রদর্শন করেন নাই তিনি সর্ব্বোপরি বিচারাসনে বসিয়া কি বিচার করিবেন, আমারদিগের স্মরণ হইতে

হে কলিকাতার নিকটস্থ কোন জজ সাহেব যিনি অদ্যাপিও মন্ত্রীমন্ত্র প্রসাদাৎ জজের কর্ম্ম করিতেছেন, কয়েক বৎসর গত হইল তাঁহার সাক্ষাতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বাদি প্রতিবাদি কয়েক জন সহোদর, সাহেব বিচারাসনে বসিয়া নথি শ্রবণ করিয়া হিন্দীভাষার পাণ্ডিত্যপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন,, ক্যা মোকদ্দমা,হাম ছব ছমজা,ছব ঝুট, দোতরফ ভাই২ মোকদ্দমা করণে আয়া,এক রেণ্ডীকা পেটমে এত্তা লেড়কা হোনে ছকতা নাই, লেখ, মোকদ্দমা ডিছমিছ,, ইহাতে উভয় পক্ষের উকীল মোক্তারেরা সাহেবকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন এ মোকদ্দমা ডিস্‌মিসের যোগ্য নহে কিন্তু সাহেব যে বুঝিয়া বসিয়াছেন এক স্ত্রীলোকের গর্ব্ভে অধিক সন্তান হইতে পারে না বারম্বার তাহাই বলিতে লাগিলেন, পরে কোন সুবোধ উকীল কহিলেন,, খোদাবন্দ, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপরে যাইয়া মেম সাহেবকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, এক মেমের গর্ব্ভে অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছেন,, সাহেব কহিলেন,, আপকোস, হাম ছাহেব লোক হ্যায়, হামারা মেমকা পেটমে বহুত বাবা হোনে ছকতা, বাঙ্গালি রেণ্ডীকা এত্তা কদি হোনে ছকতা নাই,, তথাপি ঐ উকীল স্তুতিবাক্যে বশীভূত করিয়া সাহেবকে বিবির নিকট পাঠাইয়া দিলেন, তৎপরে সাহেব নীচে আসিয়া আসনে বসিয়া কহিলেন "হাঁ, উকীল তোমরা বাত ঠিকহ্যায়,, লেখ মোকদ্দমা ডিক্রী।

অপর অন্য এক জজ সাহেব কেবল ডিক্রী, ডিস্‌মিস এই দুই বাক্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিচারের বিষয় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র আছে, তিনি বিচারাসনে বসিয়া কহিতেন " ওএল, ছেরস্তাদার, যেত্তা মিছিল লেয়ায়া, আধা২ কর জলদি,, সিরিস্তাদার জজ সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিয়া উপস্থিত মোকদ্দমা সকলের নথি অর্দ্ধার্দ্ধ করিয়া বিচার কর্ত্তার সম্মুখে দক্ষিণ বামে রাখিতেন, সাহেব তাহা দেখিয়া কহিতেন " লেখ আধাডিক্রী, আধা ডিস্‌মিস, হামারা ফুরছত নাই,, এই কথা বলিয়া সাহেব উঠিয়া যাইতেন, সিরিস্তাদার যে২ পক্ষে অধিক টাকা পাইতেন সেই২ পক্ষে ডিক্রী পক্ষান্তরে ডিস্‌মিস্ লিখিয়া তিনি ধনী হইয়াছেন অতএব জিজ্ঞাসা করি মেং মিটিন সাহেব সদরে আসিয়া যদি এইরূপ মোকদ্দমা করেন তবে কি মান্য বিচারস্থল কলঙ্কাস্পদ হইবেক না, আমরা দেখিয়া শুনিয়া ভীত হইয়াছি এইক্ষণেও কোন২ বিচার কর্ত্তা এমত প্রখর বুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন তিনি যে দিবস ডিস্‌মিসের পাড়া ধরেন সে দিবস কেবল ডিস্‌মিস্ ব্যতীত প্রায় ডিক্রী বলেন না, এবং যে দিন তাহার শ্রীমুখ হইতে ডিক্রী শব্দ বাহির হইয়া পড়ে সে দিবস ডিস্‌মিস্ বাক্য আইসে না আমলা উকীল মোক্তারেরা সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিয়াছেন সুতরাং ডিক্রী ডিস্‌মিস্ তাঁহারদিগের ইচ্ছাধীন হইয়াছে, এবিষয় জানিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অধিক পরিশ্রম করিতে হইবেক না, বিজ্ঞবর উকীল মোক্তারগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন, আর যদি গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন বিচারক মহাত্মাদিগের কর্ম্ম পরীক্ষার্থ কমিস্যনর নিযুক্ত করিবেন তবে আমরা ও এবিষয় সপ্রমাণ করিতে পারি, এতকাল গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের কথায় বড় বিশ্বাস করেন নাই, তথাচ আমরা ভক্তিরাম হইয়া কলিকাতার পোলীসের কোষ্ঠী বাহির করিয়া দিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিয়াছেন আমারদিগের লেখনী সত্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন রাজকীয় ব্যাপারে নিশ্চিত না জানিয়া আমরাপ্রায়কোনবিষয়েহস্তার্পণকরিনা, কলিকাতার পোলীসের বিষয়ে তাহা প্রত্যক্ষ হইল, এবং পূর্ব্বে আরো অনেক বিষয় দেখিয়াছেন, তদতিরিক্ত অদ্যবাসরীয় ভাস্করের শেষাংশে যে প্রেরিত পত্রখানি প্রকাশ করিলাম গবর্ণমেণ্টের মান্য কর্ম্মচারিরা ইহাও দেখিবেন।

চোরের উপর বাটপাড়।

কলিকাতার বড়বাজারে কোন ব্যক্তির গৃহ হইতে ব্যাঙ্কনোট, অলঙ্কার ও নগদ টাকা সর্ব্বসমেত ১৪০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছিল, পরে ঐ টাকা ধৃত হইবায় গৃহস্থ হিসাব করিয়া দেখিলেন ৫০টাকার একখানা ব্যাঙ্ক নোট পান না অতএব অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল একজন ইনস্পেকটর চোরের উপর বাটপাড়ী করিয়াছেন, এই দোষে প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেবের বিচারে ইনস্পেকটরের কর্ম্ম গিয়াছে কিন্তু বিজ্ঞবর সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং লা সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট হয়েন নাই তিনি ঐ ইনস্পেকটরকে সুপ্রিম কোর্টে সমর্পণ করিয়াছেন দস্যু ধৃতকরণার্থ যাহারা নিযুক্ত হয় তাহারা দস্যু হইলে কেবল কর্ম্মচ্যুত করণ তাহারদিগের উপযুক্ত দণ্ড হয় না অতএব মেং লা সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া কহি তিনি উচিত কর্ম্ম করিয়াছেন।

প্রেরিতপত্র

মহামহিম শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি যখন মোং পাটনায় অহিফেণ কর্ম্মানুবন্ধে ছিলাম তখন তথায় অহিফেণ এজেণ্ট সাহেবের কর্ম্মপদে একটা গুপ্ত তহবিল আবহমান প্রচলিত দেখিয়াছি অর্থাৎ অহিফেণের দাদন প্রদান কালীন ভাঙ্গা ২।১ পাই দাদনদারকে না দিয়া ক্রমাগত সঞ্চিত রাখিতেন এবং অধীন কর্ম্ম সম্পাদক গণের অপরাধ ভেদাভিধায় জরীমাণার টাকা ও সেই তহবিলে ন্যস্ত হইত, বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ তহবিল গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতাবস্থায়থাকাহেতুক এজেণ্টমহাশয় স্বেচ্ছাধীন তাহা হইতে ব্যয়াদি করিতেন,পরেগবর্ণমেণ্টকোনসূত্রে তদাভাসপাইয়াউক্তধনতৎক্ষণাৎসরকারের সাধারণ হিসাবে নিবিষ্ট করণাদেশ প্রেরণকরিলেন ঐতহবিল বিধি নির্দ্দিষ্ট নহে একারণ এজেণ্টসাহেব ও সরকারের প্রদর্শিত স্থলে উক্ত তহবিলের ধন জমা করিয়া দিলেন, সম্পাদক মহাশয়,যদি উক্ত তহবিল উত্তোলনবিষয়ক উপদেশ পত্র কেবল ঐ এজেণ্টের প্রতি প্রেরিত হইত তবে অপরে তদ্রূপ তহবিল করিলে অবৈধ বলা যাইত না, এই সমস্ত ব্যাপার স্মরণ হইবার বীজ এই যে ৪ আগষ্টের ইংলিসমেন সম্বাদ পত্রের এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব স্বীয় কর্ম্মাস্পদে তাদৃশ এক তহবিল সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদন্ত অপরাধ বিবিধাভিধায় তাঁহার অধীন কর্ম্ম নিষ্পাদক গণের বেতন কর্ত্তন করিয়া ঐ তহবিলে ভুক্ত করেন অতএব জিজ্ঞাসা করি বিজ্ঞবর গ্রাণ্ট সাহেব নিজে রাজকীয় বিধিজ্ঞ হইয়া অধীন কর্ম্মকারক দিগের অপরাধ ভেদে বেতন কর্ত্তন করিয়া সরকারের সাধারণ তহবিলে কেন রাখেন নাই, হঠাৎ কোন কর্ম্মোদ্ধার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞানুসারে রাজকোষ হইতে কি টাকা আনয়ন করিতে পারিতেন না, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উচিত ছিল সর্ব্বাগ্রে কথিত তহবিলের সমগ্র টাকা সরকারে জমা দেন, ঐ সাহেব যখন একৌণ্টেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন উক্ত প্রকার টাকা সরকারের অজ্ঞাত রাখার প্রতি নিষেধ বিধি স্বয়ং নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন, তাহা কি এইক্ষণে তাঁহার স্মরণ হয় না, যাহাহউক, তিনি স্বয়ং বিধিপ্রয়োজকহইয়া তৎকর্ত্তৃক তন্নিয়মাত্যয় সমাচার সমাচার পত্রে প্রকাশ হইলে অতিশয় লজ্জা বোধ হয় এবং তাঁহার আরো অনেক কর্ম্ম যে প্রকার অস্পষ্ট তাহা বলিতে সংকোচিত হই কেননা তাঁহার অবিবেকতার কর্ম্ম প্রকাশ হইলে সুতরাং নিন্দাস্পদ হইবেন তাহাতে বিজ্ঞবর সাহেবের বিমল চরিত্র চন্দ্রে অঙ্কপাত হয়, যাঁহার ব্যবহার বিধি দৃষ্টি করিয়া ইতরে অবৈধ ব্যবহার হইতে বিরত হইবে, তিনি যদি স্বয়ং অবিহিত কর্ম্ম করেন তবে বিজ্ঞবর রাজপুরুষেরা তাঁহাকে কি বলিবেন, উক্ত তহবিল বিধি বিরুদ্ধ কি না ইহার বিচার ভার তাঁহাকেই অর্পণ করিলাম, হক্তের দ্বারাবরোধ কখনই থাকে না, ধর্ম্মের ধর্ম্মে সর্ব্বকর্ম্ম প্রকাশ হইয়া উঠে,রেজিষ্টর সাহেবের হস্তে তহবিল রাখিয়া ব্যয়াদির উপর কি অনুশাসন ও লক্ষ রাখিয়াছেন তাহাও বিবেচনা করিবেন, একদা উক্ত আফিসে রেজষ্টরকে পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া যে দশা হইয়াছিল তাহার ঘা এপর্য্যন্তও শুষ্কহয়নাই।

অহিফেণ সংক্রান্ত কর্ম্মচ্যুতআমলা।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাদরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৪ সংখ্যা ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ১৪ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ৩১ শ্রাবণমঙ্গলবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবনাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি,এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ শীল কর্ত্তৃক গরাণহাটা স্থানে মেডিকেল হাল নামক একঔষধালয় চিতপুর রোড নং ২৬৯ভবনে স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহার কোন ঔষধ আবশ্যক হয় স্বল্প মূল্যে তথায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি তারিখ ৩০ শ্রাবণ।

সারিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৬আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ পিয়ার আলির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসওনে এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের কড়েয়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাজার ও দুইটা পুষ্করিণী এবং একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত দোকান ঘর ও খড়ুয়া ঘর ভূমি অনুমান ১৬/ ষোল বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ পিয়ারআলির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে নূতন গোর স্থান। দক্ষিণ দিগে রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে গলি। এবং পশ্চিম দিগে সৌপা সুজদন নামক ব্যক্তির ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাখাটিয়া ভূমি অনুমান ৫০ পাঁচের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতেও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ পিয়ার আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে রাস্তা। পশ্চিম দিগে গলি। উত্তর দিগে কানু গোলদারের ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে ঝড়ু মল্লিকের ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ৮৷৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ পিয়ার আলির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে রাস্তা। পশ্চিম দিগে গলি। দক্ষিণ দিগে মাইয়াদ্দি মুন্সীর বাটী। এবং পূর্ব্বদিগের একাংশে মৃত নন্দু জমাদারের বাটী। অপরাংশে নবাবদি খানসামার বাটী।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইতী ভূমি অনুমান ।।২ বারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ পিয়ার আলির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে গোরস্থান। উত্তর দিগে যোগের দপ্তরির ভূমি। পূর্ব্বদিগে গলি। এবং দক্ষিণ দিগে মাইয়াদ্দি মুন্সীর পুষ্করিণী।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ পিয়ার আলির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে রাস্তা। উত্তর দিগে উক্ত সেখ পিয়ার আলির আর এক খণ্ড ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে কাশীম সরকারের ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অর্দ্ধাংশে ও তাহার অর্দ্ধাংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ পিয়ার আলির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে রাস্তা। দক্ষিণ দিগে উক্ত সেখ পিয়ার আলির ভূমি। এবং পশ্চিম কাশীম সরকারের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলেএই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
রেং ষ্টপফোড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৩ আগষ্ট ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

শুভ বিবাহ।

জানবাজার নিবাসি মান্যবর শ্রীযুত বাবু চণ্ডীচরণ দত্ত মহাশয় সংপ্রতি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জগন্নাথপ্রসাদ দত্তের শুভ বিবাহ দিয়াছেন এই বিবাহোপলক্ষে সামাজিক দান তৈল পূর্ণ ঘড়া থাল ২ সন্দেশ ও শাড়ী ইত্যাদি এবং কলিকাতা নগরীয় সকল দলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় উত্তম রূপ হইয়াছিল, বিশেষতঃ কোননগরে কন্যাদাতার বাটীতেও বরকর্ত্তা মহাশয় অকাতরেদান করিয়া সুখ্যাতি পাইরাছেন, বাবু চণ্ডীচরণ দত্ত মহাশয় ধনী এবং সদ্বিবেচক ও পরম ধার্ম্মিক, এই কর্ম্মে তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছে ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

পোলিস কমিস্যনর দিগের বৈঠকের বিবরণ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

এই কালে শ্রীযুত কালবিন সাহেব সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট লা সাহেবের নিকটে ঘণ্টামলের মোকদ্দমার যে বিবরণ পান তাহা পেটন সাহেবের হস্তে প্রদান করেন তদর্থ এই।

"রাজবাঁড় ১৮৪৯ সালের ২৭ মার্চ তারিখে ধৃতা হইয়া তৎকালীন পোলিস সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট আনীতা হয় ও ৩০ তারিখে মাজিস্ত্রেট মেজর বর্চের সমীপে চালান হইলে উক্ত বিচারকের আদেশানুসারে জামীন দিয়া তৎপর দিন মুক্তি পায়।,,

গোরাচাঁদ ১৮৪৯ সালের ৩০ মার্চ তারিখেসুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টেরসমীপে নীত হয়, কিন্তু মাজিস্ত্রেটের সমক্ষে তাহাকে উপস্থিত করা হয় না, এইরূপে অবরুদ্ধ থাকে, সে ব্যক্তি ১৮৪৯ সালের এপ্রেল মাসের ৯ কিম্বা ১০ তারিখে মুক্ত হয়, এত কাল যাবৎ সে ব্যক্তিকে ফাটকে অবরুদ্ধ রাখাযায়নাইমেকানসাহেবের আদেশ মতে গঙ্গারাম দ্বারা এতকাল সেথানায় কয়েদ ছিল।,,

ইনস্পেকটর পেটন যে ইহার দিগকে ধৃত করিয়া আনে সে এই বিবরণ দেয়।

পেটন সাহেব এই বিবরণ দৃষ্টে উত্তর করিলেন আমি পোলিসের প্রধান মাজিস্ত্রেট, সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট নহি এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি এসকল বিষয় বিবেচনা করিতামনা অতএব এবিষয়ের কিছু বলিতে পারি না।

ইনস্পেকটর পেটনের জোবান বন্দী।

আমি যৎকালে ঘণ্টামলকে ধৃত করি তৎ সময়ে তাহার ভৃত্য জগুকেও ধৃত করিয়াছিলাম, ২০ মার্চ তারিখে তাহাকে ফাটকে চালান করিয়া দেই পরে গোরাচাঁদ থানায় অবরুদ্ধ থাকে, ৩। ৪ দিবস পরেও আমি তাহাকে তথায় দেখিয়াছি, এবং কারণ জিজ্ঞাসায় গঙ্গারাম আমায় বলে ঘণ্টামলের মোকদ্দমার অভ্যন্তর সমাচার বিদিত হইবার জন্য মেকান সাহেব ইহাকে থানায় রাখিতে কহিয়াছেন কিন্তু মেকান সাহেব আদেশ করিয়াছেন আমি তাঁহার মুখে শুনি নাই।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। অন্যান্য বিষয়ে কি কখনএরূপব্যবহারদেখিয়াছিলে।

উত্তর। স্মরণ হয় না, আমি ১৫ মাস মাত্র পোলিসে নিযুক্ত হইয়াছি।

অতঃপর পেটন সাহেবের জোবান বন্দী পুনঃগৃহীতহয় তদ্যথা।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। বাবু মতিলাল শীলকে পটোল ডাঙ্গার থানাঘর বিক্রয় করণ বিষয়ে কিছু কি বলিতে চাহ।

উত্তর। গবর্ণমেণ্টের নিকট এতদ্বিষয়ক এক রিপোর্ট অর্পণ করিয়াছি, তথাপি ইহার তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিয়া আনিয়াছি, দেখন, ১৮৪৪ সালের অকটোবর মাসে পোলীসের অনাবশ্যক থানাঘর সকল বিক্রয় করণ বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গালি সমাচার পত্রে প্রকাশ করা হয় এবং তৎপর মাসে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থনা করা যায়, ইহাতেই ক্রেতারা অনেকে আমার নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন তত্তাবৎ প্রার্থনাপত্র আমার প্রধান কেরাণীর নিকট আছে কিন্তু এই আবেদন পত্রের অনেকগুলিন এপর্য্যন্ত খোলা হয় নাই এতদ্ভিন্ন অনেকে সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট ও তৎ সহকারি মেকানের নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানান।

১৮৪৬ সালের ফেব্রুআরি মাসে মেকান সাহেব পটোলডাঙ্গা থানাঘর বিক্রয় করিতে উপরোধ জানাইয়া কহেন উচ্চমূল্য ১২৫০ টাকা হইয়াছে এবং ঐ স্থানের প্রকৃত মূল্যই এই, আমার স্মরণ হয়না আমি তাহাতে সম্মত হইয়াছিলাম, কিন্তু গত জুন মাসের ৯ তারিখে মাং মেকান আমাকে এক পত্র লিখিয়া জানান আমি ঐ থানা পূর্ব্বোক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে কহিয়াছি, ফলে এরূপ আদেশ আমি অমনোযোগ পূর্ব্বক দিয়া থাকিব।

ঐ বিক্রয়ের পরিপক্কতা হেতু গবর্ণমেণ্টের আদেশ গ্রহণ আবশ্যক হয় ইহাতে তাহা বিক্রয় করণ কালেই আমাকে জানান প্রয়োজন ছিল কিন্তু বিক্রয়ের তিন বৎসরের পর তাহা আমার গোচর করা হয়, অতএব তাহা শ্রুত মাত্র, বিশেষত ঐ মূল্য এত কাল পরে জমা হইয়াছে দেখিয়া আমি মেকানকে গবর্ণমেণ্টের ধন এতকাল নিজ হস্তে রাখিবার জন্য এবং ঐবিষয় আমাকে এত পরে জ্ঞাপন করণার্থ তিরস্কার করি।

যখন বিক্রয় সমাধা হয় তখন আমার প্রধান ক্লার্কছুটি লইয়া অনুপস্থিত থাকেন এবং ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষভাগে তিনি উপস্থিত হইলে আমার গোচর হয় থানাঘর ক্রয় করণের আদেশ পত্র সকলে তিনি এইরূপ পাঠ লিখিয়া ফেরৎ দিতেন "যে গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত থানাঘর বিক্রয়করণের আদেশ করেন নাই অতএব তদনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বসাধারণের সুগোচরার্থ সমাচার পত্রে তাহা বিক্রয় করিবার নূতন বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইবেক সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে পটোলডাঙ্গার থানাঘর ক্রয় করণের কোন প্রার্থনা পত্রেতেও ঐ রূপ লিখিয়া তাহা ফেরৎ দিয়া থাকিবেন কিন্তু তদ্বিক্রয়ের বিষয়তৎকালে আমার কাছারীতে ব্যক্ত ছিল না।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তোমার ক্লার্ককে উক্ত প্রকার আভাস লিখিতে কি তুমি কোন ভার দিয়াছিলে।

উত্তর। না, কিন্তু পেটন সাহেব এইকালে তাঁহার ক্লার্কের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহেন আমার ভ্রম হইয়াছে, আমার ক্লার্কের মুখে শ্রবণ করিয়া স্মরণ হইতেছে আমি তাঁহাকে এরূপ মৌখিকাদেশ দিয়াছিলাম এরূপ ভারার্পণ করা আমার অযুক্ত বোধ হয় না।

শ্রীযুত কালবিন সাহেব এই সময়ে ১৮৪৯ সালের ৯ জুন তারিখে মেকান সাহেব শ্রীযুত পেটন সাহেবকে যে রিপোর্ট দেন তাহা পাঠ করেন তদযথা, পটোলডাঙ্গার থানাঘর বিক্রয় করিবার অত্যল্প দিবস পরেই তাহার মূল্য পাইয়া স্বতন্ত্র এক বিজক দিয়া আদালতের এক সিন্দুকে তাহা রক্ষা করি, এই টাকা আপনকার আফিসে আমি তৎক্ষণাৎ পাঠাইতাম কিন্তু ত্বরায় গবর্ণমেণ্ট হইতে পোলীসের অনাবশ্যক সকল থান, ঘর বিক্রয় করিবার আদেশ পাইবার প্রত্যাশায় তত্তৎ টাকা একেবারে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত মূল্য আমি একাল পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলাম, কালবিন সাহেব ইহাতে বলেন তিন বৎসর এই প্রকারে থাকে বুঝিতে হইবেক।

পেটন সাহেবের জোবানবন্দী।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তুমি কি সিন্দুক মধ্যে পুরাতন বিজক দেওয়া টাকা দেখিয়াছ।

পেটন সাহেবের উত্তর। না।

প্রশ্ন। এ কোন্ সিন্দুক, তুমি কি কখন দেখ নাই, ইহা কি সাধারণ সিন্দুক নহে।

উত্তর। সে সিন্দুক আমি দেখি তাম না, ফলে টাকার সিন্দুকই আমি দেখি নাই।

প্রশ্ন। কোন প্রকার লেখা দ্বারা কি জানাযাইতে পারে মেকান সাহেব এই তিন বৎসর উক্ত টাকা ঐ সিন্দুকে রাখিয়াছিলেন কি না।

লা সাহেবের উত্তর। আমার নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে এমত কোন তালিকা ছিল না, বেওয়ারিসি সুবর্ণ ওরৌপ্যাভরণাদি দ্রব্য সিন্দুকে থাকিত।

প্রশ্ন। মেং পেটন, তোমার প্রধান মাজিস্ত্রেটি কর্ম্মে পোলীসের হস্তার্পণে বেওয়ারিসি দ্রব্যাদির তালিকা সময়েং তোমার পাওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিতে কি না।

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে কি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতি এবিষয় তদারকের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিয়াছিলে।

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। দ্রব্যাদির কোন তালিকা তোমার নিকট পাঠান হইত কি না।

উত্তর। না।

প্রশ্ন। কোন২ থানা ঘর কোম্পানির সম্পত্তি ও কোন২ ঘর বা অপরের বিষয়, ইহা জানা যাইবার কোন পুরাতন ফর্দ্দ আছে কি না।

উত্তর। আছে, আমার ক্লার্ক তাহা উপস্থিত করিবেন।

১৮৪৫ সালের ২৫ নবেম্বরে এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট পেটন সাহেব এক পত্র সম্বলিত যে তালিকা পাঠান তাহা উপস্থিত করা হয়।

প্রশ্ন। তোমার দাখিলি ফর্দ্দ দ্বারা দেখা যায় কবরডাঙ্গা থানাঘর কোম্পানির সম্পত্তি, ইহা সত্য বটে কোন২ পুরাতন থানাতে গবর্ণমেণ্টের যথার্থ স্বত্ব থাকার প্রতি তুমি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছ কিন্তু তত্তাবৎ গবর্ণমেণ্টের দখলে ছিল ইহার অন্যথা নাই, কিন্তু উত্তর ভাগের ডিপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডের চালানী এক রিপোর্ট যাহা আমরা বর্ত্তমান সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টের দ্বারা প্রাপ্তহই তাহাতে লেখে পূর্ব্বোক্ত থানাঘর এইক্ষণে বাবু মতিলাল শীলের অধিকারে আছে, অতএব গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে তাহা কিরূপে মতিলাল শীলের হইল ইহার বিবরণ কিছু বলিতে পার।

উত্তর। বলিতে পারিনা যেহেতু থানা সকল সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল।

প্রশ্ন। প্রকাশ্য আদেশ ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের বস্তু অপরের হস্তে যায় ইহা অবৈধ কি না।

উত্তর। অবশ্য।

নগরের উত্তর ভাগের ডেপুটি সুসুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট বর্ত্তমান সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টকে কবরডাঙ্গা থানাঘর উপলক্ষে যে রিপোর্ট লেখেন তদর্থ এই।

"ডবলিউ টি লা স্কোয়ার, কলিকাতা পোলিস সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়ের আদেশানুসারে আমি অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হইলাম কবরডাঙ্গা থানাঘর এইক্ষণে বাবু মতিলাল শীলের অধিকারে আছে যদ্দ্বারা তিলকচাঁদ নামক এক ব্যক্তি প্রায় ১৬ মাস পর্য্যন্ত তথায় স্থাপিত হইয়াছে, বাবু মতিলাল শীলের সরকার ৬ টাকা হিসাবে ইহার মাসিক ভাড়া আদায়করে, বর্ত্তমান ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে বাঙ্গালা ১২৫৫ সালের ফাল্গুন মাসের খাজনার চিঠী লইয়া পাঠাইতেছি ইহা তাহাকে ফেরত দিতে আমি অঙ্গীকৃত আছি ইতি,,

মহাশয়ের আজ্ঞা বাহক ভৃত্য
তমসওয়ের প্রথম ডিবিজনের
ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট।

প্রশ্ন। মেকানের যে পত্রের কিয়দংশ আমি সংপ্রতি পাঠ করিয়াছি তদ্দ্বারাই কি তুমি পটোলডাঙ্গা থানাঘর বিক্রয় হইয়াছে প্রথম জানিয়াছিলে।

উত্তর। হাঁ, গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত কোন থানাঘর বিক্রয় করণাদেশ দেননাই।

প্রশ্ন। ঐ সিন্দুক ও মালখানার সামগ্রী সকলের কি সাবধানতা করা হয়, প্রত্যেক সিন্দুকের দুই২ চাবি আছে ও এক২ চাবি কি স্বতন্ত্র২ কর্ম্মচারির হস্তে থাকে একজনে কি তাহা খুলিতে পারে না, যেমন কালেকটরি কাছারীস্থ সিন্দুকের এক চাবি কালেকটর সাহেবের হস্তে এবং অপর চাবি তাঁহার খাজাঞ্চীর নিকটে থাকে, মালখানাও পোলিস সিন্দুকের এরূপ কোন সাবধানতা করা হয় কি না।

লা সাহেবের উত্তর। এতদুভয়স্থালএক২ মাত্র চাবি আছে, এবং সে দুই চাবিই মেকান সাহেবের নিকটে থাকে এইরূপ শুনিয়াছি।

এইকালে ফেরল সাহেব উপস্থিত হইয়া কহেন আমি জ্ঞাত আছি গত চারি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ চাবিদ্বয় মেকান সাহেবের হস্তে থাকে তিনি একবার এক মাসের জন্য ছুটি লইয়া গমন কালে তাহা একটিং ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টকে না দিয়া তাঁহার জামাতা আর তদাফিসের ক্লার্ক মাষ্টর মেহারের হস্তে সমর্পণ করেন।

এতচ্ছ্রবণে মেকান সাহেব কহেন মেকান সাহেব এতকাল ঐ চাবি নিজে রাখেন তাঁহার বর্ত্তমান ছুটি যাহা এপর্য্যন্ত অবসান হয় নাই আমিতাহাতে একটিং কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে ঐ চাবি আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, মেকান কলিকাতায় থাকিতে ঐ চাবি একবার মেহারের হস্তে দেন এবং তিনি দুই একবার মাত্র ঐ সিন্দুক খোলেন সিন্দুক ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টের কাছারীতেই থাকে।

লা সাহেব পোলিস সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়া ঐ সিন্দুকের মধ্যে যে সকল দ্রব্য আছে তাহার এক তালিকা করান যাহাতে মেকান এবং মেকানার সহী আছে তাহার স্বাক্ষরিত না থাকিবার এই কারণ বলেন সিন্দুক একাল পর্য্যন্ত ডেপুটিসুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টের অধীনেইথাকে।

ল সাহেবের জোবানবন্দী।

মাষ্টর পেটন ১৮৪৮ সালের ৩১ আগষ্ট তারিখে গঙ্গারামকে পোলিসের ইনস্পেকটরি পদে নিযুক্ত করণে আপত্তি করিয়া যে পত্র লেখেন আমি তাঁহার মেমোরেণ্ডম অর্থাৎ স্মরণার্থ ক্ষুদ্র লিপি অর্পণ করিয়াছি তদর্থ এই " প্রধান মাজিস্ত্রেটের মেমোরেণ্ডম হিক সাহেবের নিকট অর্পিত হইলে তিনি তাহা মেকান সাহেবকে দেন এবং আজ্ঞা পত্র এপর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে আছে ,, এবিষয় আমি মেকানের আফিসর এক জন কেরাণির প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়াছি তিনি ব্যক্ত করেন ঐ পত্র মেকানের হস্তে দেখিয়াছেন কিন্তু তাহা আফিসে সংস্থাপন করা হয় নাই।

প্রধান মহাশয়ের এতল্লেখার উত্তর প্রদান হয় নাই তথাচ গঙ্গারাম পোলীসের তৃতীয় শ্রেণীস্থ ইনিস্পেকটরনিযুক্ত হইয়া পদস্থ থাকে, আমি তাহাকে সম্প্রতি কর্ম্মচ্যুত করিয়াছি, সে ব্যক্তি কেন পদস্থ ছিল পোলীসের লেখা পড়ার দ্বারা তাহা প্রকাশ হইতে পারে না।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। ১৮৪৫ সালে পটোলডাঙ্গা থানাঘর বাবু মতিলাল শীলকে বিক্রয় করা যায় পোলীসে এমত কোন লিখন পাইয়াছ।

উত্তর। না।

প্রশ্ন। পেটন সাহেবকে মেকান সা[illegible] এক সিন্দুকের কথা লিখিয়াছেন [illegible] তাহা কোন্ সিন্দুক জ্ঞান কর।

উত্তর। যে সিন্দুকে বেওয়ারিসি জহরাতাদি দ্রব্য থাকে।

প্রশ্ন। টাকা রাখিবার কোন স্বতন্ত্র সিন্দুক আছে।

উত্তর। আমি এমত সিন্দুক দেখি নাই।

প্রশ্ন। তুমি যখন সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হও তখন এই সিন্দুকে যে সকল সামগ্রী থাকে তাহার কোন প্রকার তালিকা পাইয়াছিলে।

উত্তর। না, পোলীস সিন্দুক অথবা মালখানার সিন্দুকে যেসকল সামগ্রী থাকে ইহার কোন বিশেষ তালিকা পাই নাই, আমি শুনিয়াছি ঐ সিন্দুক সকলের চাবি মেকান সাহেবের নিকট আছে।

লা সাহেবের প্রতি কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। এই তালিকা করণকালে দ্রব্যাদি ভূমি নিজে দেখিয়াছ কি না।

উত্তর। না, মেকান এবং মেকানা উভয়ে পৃথক২ ফর্দ্দ করিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া লন, কোন ব্যক্তিকে তাহার বস্তু বাহির করিয়া দেওন কালে আমি স্বয়ং দেখি, এবং তাহার জমা খরচ ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় খাতায় লেখা যায় এবং রসীদ পত্রে গৃহীতার এবং আমার স্বাক্ষর হয়, মেকানার নিকটে ঐ চাবি থাকে।

এই কালে এক খাতা উপস্থিত করা যায় এবং প্রথম রসীদের তারিখ ১৮৪৬ সালের মে মাসে দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন। কপ্তান হিকের কোন স্বাক্ষর আছে কি না।

লা সাহেবের উত্তর। না, মেকান সাহেব আপন নামেরঅক্ষরসহী করিতেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কালকাতা পোলীস।

ইংলিসমেন পত্রে প্রকাশ হয় আমারদিগের প্রধান মাজিস্ত্রেট পেটন সাহেব স্বীয় কর্ম্মে অবসর প্রার্থনা করিয়াছেন, তৎ সম্পাদক মহাশয় লেখেন মেদিনীপুরের পূর্ব্ব জজ যিনি সম্প্রতি ২৪ পরগণার জজ পদাভিষিক্ত হইয়াছেন তিনি আমারদিগের প্রধান মাজিস্ত্রেটি কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন শ্রীযুক্ত রেকস সাহেবের পূর্ব্বাপর যেরূপ অনুরাগ শ্রবণ করা গিয়াছে তাহাতে তিনি নগরীয় পোলীসের প্রধান পদে অভিষিক্ত হইলে এতন্নগরবাসি লোকেরা সুখী হইবেন সন্দেহ কি।

ষ্টার পত্রে বিদিত হয় নগরীয় উত্তর ভাগের ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট তামস ওএর নিজ কর্ম্মে অবসর গ্রহণ প্রার্থনা করিয়াছেন।

হরকরা পত্রে লেখে আগামি বুধবারে পোলিস কমিস নরেরা আপনারদিগের শেষ বৈঠক করিবেন অতএব নগর নিবাসিগণের যাহাবক্তব্য থাকে তদ্দিনে কমিস্যনর মহাশয়দিগের সুগোচর করিবেন।

বিবিধ সমাচার।

কথিত হয় আমারদিগের বর্ত্তমান প্রধান রথী স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেব আগামী শীত ঋতুর আরম্ভেতেই পঞ্জাব রাজ্যে গমন করিবেন, মান্যতম মারকুইস আফ ডলহৌসি মহাশয়ও তৎ সমভিব্যাহারে তদ্রাজ্য সন্দর্শনার্থ গমন করিতে পারেন।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে লিখিত হয় লেপ্তেনেণ্ট গবরনর মহাশয় ভারতবর্ষে শারীরিক স্বচ্ছন্দ হইতে পারেন নাই এজন্য উত্তমাশা অন্তরীপে গমন করণাবধারণ করিয়াছেন কিন্তু ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় এতদ্বিপরীত বার্ত্তা প্রকাশ করেন, এবং অন্যান্য পত্রে লেখে গবর্ণর সাহেব এতদ্রাজ্য হইতে বিদায় হইলে সেক্রেটরী এলিএট সাহেব তৎকর্ম্ম পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

হুগলি হইতে আগত পত্রের শেষ।

জেলা হুগলি সংক্রান্ত জাহানাবাদ পরগণার থানা দেওয়ানগঞ্জের অন্তঃপাতি গোবিন্দপুর সাকিমের রাসু বাগ্দি ও কাত্তিক বাগ্দি, গোপালমুরলি তাঁতী ও কলিয়া সাকিমের পরাক্ষিত বাগ্দি, রামচাঁদ বাগ্দি, জয় বাগ্দি ও কায়বা সাকিমের গোবিন্দ ডোম ইহারা দুষ্টলোক, জনতা করিয়া সাকিম গৌরাঙ্গপুরের পীতাম্বর মাইতির বাটীতে ও সাতগাসা সাকিমের মুন্সিদের বাটীতে ও আটঘরা সাকিমের সুন্দর পোদ্দারের বাটীতে ডাকাইতী করিয়া গোবিন্দপুর সাকিমের গোসাঞিদাস চক্রবর্ত্তির বাটীতে মাল রাখে, তাহা গ্রেপ্তার হইয়া ঘাটীর বরকন্দাজ আটক করিয়া রাখায় গ্রামের গোমস্তা ও মণ্ডল ও অন্য২ লোক সকল যোগ সাজসদ্বারা খোলাসা করিয়া দিয়াছে, এক্ষণে অন্যান্য অনেক জায়গায় ডাকাইতী করিতেছে শাসন কোন মতে হয় না, তৎপরে গ্রামের ভদ্রলোক হরমোহন বসুকে অস্ত্রাঘাতে নষ্ট করে, ইহাতেই আরো প্রবল হইয়াছে, যদ্যপি কেহ নিষেধ করে তাহাকে কহে হরমোহন বসুকে যে পথে বিদায় করিয়াছি তোমাদিগকেও সেই রাস্তায় প্রেরণ করিব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে ভয়ে ক্ষান্তআছেন, সাধ্যকি আছে, দুষ্টদের দৌরাত্ম্যে দেশে তিষ্ঠা ভার হইতেছে, যদ্যপি রাজদণ্ড দিতেন তবে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যে অরাজকতা হইতনা, জাহানাবাদ পরগণার শ্রীযুত ডেপুটি মাজিস্ত্রেট মহাশয় ঐ দেশের সকল দুষ্ট লোকের শাসন করিয়াছেন প্রশংসিত মহাশয়ের শাসনে এবং বিচারে সকল লোক রাত্রে নিদ্রা যাইতেছে কিন্তু উপরোক্ত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে অশক্ত হইয়াছেন, বোধ করি আমাদের পক্ষে উপর উক্ত চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম সকলের প্রধান২ ভদ্রলোকের স্থানে জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট প্রকাশ হইত তাহা এলাগাইদ কোন বিচারকর্ত্তা করেন নাই, এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে শপথ নাকরাইলেও কেহ কহিবেকনা, দুষ্টদের ভয়ে অপ্রকাশ রাখিবেক, অতএব শ্রীযুত শাসনকারি মহাশয়েরা যাহাতে দুষ্ট লোক দমন হয় এমত করিলে অরাজকতা হইবেক না, আর যেসকল লোককে জিজ্ঞাসা করিলে প্রকাশ হইবেক তাঁহারদের নাম লিখিতেছি ইতি।

সাকিম গোবিন্দপুর।

মদনমোহন চক্রবর্ত্তি	১
অদ্বৈতচরণ বসু	১
ফকীরচাঁদ বসু	১
ঈশ্বরচন্দ্র বসু	১
মঃ মহেশচন্দ্র বসু	১
বিপ্রদাস বসু	১
দর্পনারায়ণ হেঁস	১
মদনমোহন দত্ত	১
শ্রীমন্ত দত্ত মণ্ডল	১

সাকিম খামারগড়ি।

তারাচাঁদ পোদ্দার	১
জয়মণি নন্দী	১
মথুরমোহন নন্দী	১
দাসু খাঁ	১
গয়ারাম দে	১

সাকিম কলমিয়া।

মথুর সেন	১
মহেশ মান্না	১
কৃষ্ণমোহন আস	১
সন্ন্যাসি নাগদ	১
লালচাঁদ পোদ্দার	১

সাকিম আটঘরা।

অভয়চরণ দত্ত	১
হরিনারায়ণ দত্ত	১
বিশ্বনাথ দে	১
সুন্দর পোদ্দার	১
কালীজানা	১
গোবিন্দ সাঁট	১

সাকিম কায়বা।

কৃষ্ণমোহন রায়	১
সীতারাম রায়	১
গোলোকনাথ রায়	১
কৃষ্ণমোহন রায়	১

অখিল জনগণ মানস তামস বিনাশক শ্রীলশ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

সম্পাদক মহাশয়। এতন্মহানগরের শোভা বর্দ্ধনার্থে রাজপুরুষেরা যে সকল কমিস্যনর নিযোজিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইক্ষণে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, বর্ষার দিবাকরের ন্যায় অদৌ নাগর্য্য আইনের চাকচিক্য প্রকাশ করিয়া কি বিরলাবলম্বন করিয়াছেন, কম্মিস্যনরেরা কি বিবেচনা করেননা তাঁহারদিগের স্থায়িত্বের অধিক কাল অতীত হইল তথাচ কিছুই করিতে পারিলেন না, তাঁহারদিগের মন কি সদাগতির গতি গ্রহণ করিয়া নিরন্তর চঞ্চলভাবে ইতস্ততো ভ্রমণ অথবা বিহঙ্গের ন্যায় প্রতিক্ষণ বাস পরিবর্ত্তন করিতেছে, তাঁহারদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় কি লোকাপবাদে বধির হইয়া রহিয়াছে, প্রতি দিবস সংবাদ পত্রে কমিস্যনরদিগের গ্লানি প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা কি আপনারদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের বন্ধুবর্গের নয়ন গোচর হয় না, অবশ্যই হইতেছে, এবং সমাগত সময়ে পথাদি স্থানে স্থানে জল বিলীন হইয়া কর্দ্দমে পরিপুরিত, স্থানে২ ময়লাদি সহিত পশু পক্ষ্যাদির শবকায়ের গন্ধে আমোদিত হইয়া পথিক ও তত্তৎপল্লীস্থ প্রজাসমূহের নাসিকায় প্রবেশ করিয়া পীড়াকর হয় ইহা কি কমিস্যনরবাবুসাহেবদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গমন করিয়া পীড়াকর হইতেছে না, তবে তাঁহারা তন্নিবারণে শৈথিল্য করেন ইহার কারণ কি, সম্পাদক মহাশয়, যদি বলেন কমিস্যনরদিগের শৈথিল্য কি রূপে বলা যায় তাঁহারা বেলা দ্বিপ্রহরে দিব্য শকটারোহণে কার্য্যালয়ের সভায় উপবেশন করেন, সময়ে২ কার্য্য সাধন বিষয়েও তর্কানুতর্ক করিয়া থাকেন, কনিষ্ঠবর্গের প্রতি কর্ম্ম করণের অনুমতি ও প্রদান করেন এইরূপে ৫।৭ দণ্ড যাপন করিয়া পরিশেষে নিজ২ আগারাভিমুখে ধাবমান হয়েন ইহাতে কি শৈথিল্য বলা যাইতে পারে বরং এক দিন গবর্ণমেণ্টের প্রধান খয়েরখা বলিলেও বলা যায়, কিন্তু তাহাতে তাঁহারদিগের গুণের কিঞ্চিৎ অপলাপ করা হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, উত্তর তাঁহারা আপনারা কিপথে২ পরিভ্রমণ করিয়া রাজপথসকলের দুরবস্থাবলোকন করেন, যদি বলেন তাঁহারদিগের বিশ্বাসী কনিষ্ঠ গণ কর্ত্তৃক এই সকল কার্য্যাদি সমাধা হইয়া থাকে উত্তর কিন্তু নীতিশাস্ত্রোক্তি "বিশ্বস্তে নাতি বিশ্বসেৎ" তাঁহারা কি ইহা জ্ঞাত নহেন, যদিচ উক্ত কনিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্য পথের কিয়দংশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তি ক্ষুদ্র২ গলী সকলের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে এবং কি না হইতেছে, এই দুরবস্থাপ্রযুক্ত দুষ্করকারিতস্করেরা বিনাবাধে দীন প্রজাদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতেছে, প্রহরীরা মেঘাচ্ছাদিত তমোময়ী তমস্বিনী যোগে পূর্ব্ব কথিত গুহ্য পথিমধ্যে কদাচ প্রবেশ করে না, যখন তাহারদিগকে দিবাভাগে দৃষ্টি হয় না, তখন যামিনীযোগে দৃষ্টি না হইবায় চমৎকার কি, এবং পোলিসের কর্ত্তা মহাশয়েরাও বিশেষ জ্ঞাত আছেন, এই সকল গুহ্য স্থান বর্ত্তিত স্থানান্তরে এত অধিক তাস্করিব্যাপার হয়না তথাচ তাঁহারা ইহাতে দৃষ্টিপাত করেন না, এবং নায়েব জমাদার চাচাদের কথা কি লিখিব তাহারা দুটা ভরি পাইলেই স্থিরতাকে প্রাপ্ত হয়, কিম্পরিতাপের বিষয় কেহই আপন২ কর্ম্ম সম্পাদনে যত্নশীল নহেন, হে ধর্ম্ম, কলির প্রারম্ভেই কি ধরণী পরিত্যাগ পুরঃসর স্থানান্তরে গমন করিয়াছ, কি প্রভু কি ভৃত্য কেহই তোমাকে বিস্মৃতি হইতে বিমুখ নহেন, হে করুণে, তুমিও কি ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী রূপে সহগামিনী হইয়াছ, হায়, এ বিজাতীয় রাজশাসন সহ্য করা বিষম হইল, যে দিগে নয়ন নিক্ষেপ করি, অবিচার ও গণতা ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টি হয়না, কিন্তু এস্থলে বিলাপবিকাশে প্রয়োজনাভাব, পুনর্ব্বার কমিস্যনরবাবুসাহেবদিগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল, জনশ্রুতি দ্বারা জানা গেল কমিস্যনর সাহেবেরা খালি বাটীর কর স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, কি আশ্চর্য্য, গাড়ি ঘোড়ার টাক্স করিয়াও কি খাঁই নিবারণ হইল না, পরে কোন দিন বলিয়া বসিবেন, যাহারা পদব্রজে গমনাগমন করিয়া থাকে তাহারদিগের চরণের শরীর পরিমাণে করাবধারিত হইবেক, মুখের কথা বলিলেই হইল, যাহা বলিবেন তাহাই আমারদিগকে বেদবন্মান্য করিতে হইবেক। অদ্য এই পর্য্যন্ত রহিল সময়ানুসারে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করা যাইবেক।

কস্যচিদ্ভাস্কর পাঠকস্য।।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সপ্তাহে কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ নতে ২বস্থান মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ। নানা দেশ বিলাসএষ বিনম্রস্মাঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৫ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৬ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১ ভাদ্র বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১টাকা আগামি ৮টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐগ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ শীল কর্ত্তৃক গরাণহাটা স্থানে মেডিকেল হাল নামক এক ঔষধালয় চিতপুর রোড নং ২৬৯ ভবনে স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহার কোন ঔষধ আবশ্যক হয় স্বল্প মূল্যে তথায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি তারিখ ৩০ শ্রাবণ।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ১৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুন্সেফপুরের শামিল নিজ মুন্সেফপুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা, মৌজা সাহনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈশ, যাহা কুলগাছি নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাজ, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা চয়বরিয়া, মৌজা জয়রামপুর ইশ্বরখালি সহিত, মৌজা দশমেশ, মৌজা বরোবলদিয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা মকুন্দপুর, মৌজা দাকুলা, মৌজা গাড়র, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকমারি. মৌজা তারিণীনগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বেনাম ছোট আন্দলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা রাড়িবঙ্কা, মৌজা গোজরা, মৌজা রাজীবপুর, মৌজা সন্তোষপুর, বেনাম লপুর, মৌজা কাতপোতা, বিনামপুটিমারি, মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গোরাডোর গোপীনাথপুর, মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা সাহেব নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ওখড়া পরগনার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৬/ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে এক রাস্তা। দক্ষিণদিগে এবং পূর্ব্ব দিগে পালচৌধুরির দিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২/ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পালচৌধুরির বাগান ও খোনা হরিধোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে পালচৌধুরির বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, ভূমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরির ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে বাজার। উত্তর দিগে পালচৌধুরির ভূমি। পশ্চিমদিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা বাটী। এবং পূর্ব্বদিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ১০ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উ

পর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে পালচৌধরির ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১১ আগষ্ট ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

কলিকাতা নগরীয় বর্ত্তমান পোলিস বুঝি বিদায় হইলেন, মেজর বর্চ সাহেব অগ্রেই প্রস্থান করিয়াছেন, প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেবও বিদায় চাহিয়াছেন, এই বিদায়ে যদি বিদায় হইতে পারেন তবে তিনি কৃতার্থ মানিবেন কিন্তু বাবু মতিলাল শীল ও কুককোম্পানি প্রভৃতি মহাজনেরা বিদায় না দিলে কলিকাতা হইতে কিরূপে বিদায় হইবেন তাহা বলিতে পারি না, প্রধান সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তান হিক পোলিসের কর্ম্মের সম্বন্ধে কাপ্তানি করিয়া কাপ্তানি কর্ম্মে গিয়াছেন আর এতদ্দেশে আসিবেন না, এবং তাঁহার সহকারি সাজ্জর্ন মেকানকেও সেই পথের পথিক বলিতে হইবেক, তিনি মর্ম্মান্তিক রোগে পলায়ন করিয়াছেন, ইনস্পেকটরদিগের কর্ম্মের প্রাণ কণ্ঠাগ্রে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইলেই পলায়ন করে তবেই পোলীস বিদায় হইলেন, কেবল কনিষ্ঠ মাজিস্ত্রেট হিউম সাহেব যত্ন করেন নাই আমরা প্রার্থনা করি পোলিসগৃহে মেং হিউম সাহেবের অবস্থিতি হয় তাহার কোন বিশেষ দোষ প্রকাশ পায় নাই, বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি হিউম সাহেব নিরপেক্ষরূপে বিচার করেন কিন্তু মেং হিউমের দেওয়ান বিশ্বম্ভর লাহা যে এতকাল তাঁহার চক্ষে ধুলী দিয়া পোলীসে মৎস্য মূল্য ভাণ্ডিয়াছেন ইহাতে সাধারণ লোকেরা তাঁহার অনবধানতা বলিবেন, হিউম সাহেব বিশ্বম্ভরকে পদচ্যুত করিয়াছেন সত্য বটে কিন্তু তিনি এতকাল মাজিস্ত্রেটি করিয়া তাঁহার দেওয়ানের আচরণ বুঝিতে পারেন নাই, এবং মেং লা সাহেব আসিয়া পোলীসের গোল প্রকাশ করিলে দেওয়ানের দোষ বুঝিতে পারিলেন ইহাতেই হিউম সাহেবের অনুসন্ধানের প্রতি লোকেরা কটাক্ষ করিবেন, যাহা হউক, একজন বিধিজ্ঞ লোক পোলীসে থাকুন, এবং চব্বিশ পরগণার বিজ্ঞবর জজ সাহেবের ও ছোট আদালতের কনিষ্ঠ বিচারপতি সুবোধ কৌন্সেলি ওএলি সাহেবের আগমনের কথা হইতেছে তাঁহারা কলিকাতার পোলিসের মাজিস্ত্রেটি আসনে উপবেশন করুন আমরা ইহাতে আহ্লাদিত আছি, এবং উক্ত মহাশয়দ্বয় কলিকাতার মাজিস্ত্রেটি আসনে উপবিষ্ট হইলে সন্তোষ জ্ঞাপন করিব, কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি এই পোলিসের আসনের এক দোষ আছে যিনি তাহাতে আরোহণ করেন তিনিই অলস কিম্বা রাক্ষস হয়েন, অতএব ভাবি কর্ম্মচারিরা সুখসাধন মন্ত্রে আসন শুদ্ধি করিয়া তাহাতে বসিবেন, কলিকাতা নগর বাঙ্গালিদিগের পীঠস্থল, ইংরেজেরা প্রতিদিন কলিকাতায় প্রায় দুইশত গোহত্যা করাইতেছেন তথাচ এ পীঠের তেজোহানি করিতে পারেন নাই, অতএব গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার পোলীস কার্য্যাসনে যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত বাঙ্গালিগণকে না বসাইবেন তাবৎকাল কলিকাতা পোলীস পীঠ শান্ত স্বভাব হইবেক না, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট যদি এতদ্দেশীলোকদিগকে ইংলণ্ডের মাজিস্ত্রেটি কার্য্যে নিযুক্ত করেন তবে কইংলণ্ডীয় পোলীস আসন সুস্থির থাকিতে পারে, এতদ্দেশীয় বিচক্ষণ লোক সকলকেও অযোগ্য বলিয়া দূরীভূত করিবেন, যদি আমরা ইংলণ্ডীয় শান্তিরক্ষা কার্য্যে অযোগ্য হই তবে ইংলণ্ডীয় লোকেরাও আমারদিগের মাজিস্ত্রেটি কর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ মান্য লোকেরা এই দুই বিষয় নিক্তিতে ওজন করিলে তুল্য দেখিবেন, তথাচ গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের আসন আমারদিগকে না দিয়া বন্য লোকের ন্যায় দেশাচারানভিজ্ঞ লোকদিগকে দেন ইহাতেও কি শান্তি ভঙ্গ হইবেক না, গবর্ণমেণ্টকে বিনয় বাক্যে জিজ্ঞাসা করি এদেশের লোকেরা কি বিচারকের কর্ম্মে পক্ষপাত করেন, যদি তাহা হইত তবে বাবু রসময় দত্ত কলিকাতার ছোট আদালতের বিচার কার্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেন না, এবং রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মৌলবি মুজিবর রহমান, বাবু গোপীমোহন রায়, বাবু রাধামোহন রায় চৌধুরী, ইত্যাদি লোকেরা ও গবর্ণমেণ্টের প্রিয় পাত্র হইতে পারিতেন না, আমরা যখন অযোগ্য ছিলাম তখন বিদেশীয় অনভিজ্ঞ লোকেরা আমারদিগের উপর অন্যায় প্রভুত্ব করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই, গবর্ণমেণ্ট আমারদিগকে শিক্ষা দিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়াছেন এইক্ষণে আমারদিগের কর্ম্ম আমারদিগকে কি জন্য দিবেন না, যদি সন্দেহ থাকে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, অর্থাৎ কলিকাতার পোলীসের কর্ম্মে সুশিক্ষিত বাঙ্গালিগণকে নিযুক্ত করিলে বাঙ্গালিরা যদি বিশ্বস্তরূপে তাহা নির্ব্বাহ করিতে না পারেন তবে আর বাঙ্গালিদিগের মুখ দর্শন করিবেন না, বরং উপযুক্ত প্রতিভূ লইয়া পাঁচ বৎসর মিয়াদে কলিকাতার পোলীসের কার্য্য এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকট ইজারা দিন, এই কালের মধ্যেই নগর সুশাসিত হইবে, এবং তাবৎ ব্যয় বাদে গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা লভ্য দেখিবেন, এত কাল পোলীসের ধন ভূতে লটিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট বিলসরকারি প্রভৃতি সামান্য কর্ম্মেতেও জামীন লইয়া থাকেন, কিন্তু কলিকাতার পোলীসভাণ্ডার অস্থামিক দ্রব্যাদি, জরীমাণা এবং অন্যান্য আয়ে প্রতিবৎসর অনেক টাকায় পরিপূর্ণ হয় তাহার চাবিরক্ষকের জামীন গ্রহণ করেন নাই, এইক্ষণে সেই চাবি রক্ষক পলায়ন করিয়াছেন, পোলীসের তহবিল বুঝিয়া, কে দিবে, বাঙ্গালিরা যদি এই কর্ম্ম করিয়া পলায়ন করিতেন তবে তাঁহারদিগের আকৃতি নির্দ্দর্শন অর্থাৎ চেহারা লেখা হইয়া থানায় থানায় যাইত, মেকান সাহেব তাঁহার জামাতার নীলকুঠীতে যাইয়া স্বচ্ছন্দে আছেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আসিতেও বলেন নাই, আমরা এ অভিমান রাখিবার স্থান আর কোথায় পাই, মেকান সাহেব কলিকাতায় পাঁচ ছয় খানা বাড়ী করিয়াছেন, প্রতি মাসে তিন চারি শত টাকা তাহার ভাড়া আইসে, এবং লোকেরা বলেন পেটন সাহেবকেও অনেক টাকা দিয়াছেন, বহুমূল্য হীরা পান্না মুক্তা এবং চোরা সোনা রূপা গলা দলাদলা বহু ধন মেকানের হস্তে আছে, ইহাতেও মেকান পলায়ন করিয়া বাঁচিলেন, আর বাবু রসময় বসু ১০০০০ টাকা প্রতিভূ দিয়া পরমীট ঘরের খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন তিনি চুরী করেন নাই তথাপি দোষারোপে মানের ভয়ে পলায়ন করিলে তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড় হইতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিলেন, রসময় বসু প্রতি এইরূপ ব্যবহার হইয়াছিল কিন্তু মেকানের প্রতি সেরূপ হয় না, আর পেটন সাহেবই বা দণ্ড গ্রহণ না করিয়া কিরূপে বিদায় প্রার্থনা করেন, ব্লাকিয়র সাহেবের সময়াবধি, লা সাহেবের আগমন পর্য্যন্ত পোলীসে যত আয় হইয়াছে আমরা তাহার সামান্য হিসাব দেখাইতে পারি, এবং ইহাও বলিতেছি গবর্ণমেণ্ট ঐ ধনের চতুর্থাংশের একাংশও পান নাই, অতএব সুবোধ গবর্ণমেণ্ট ইত্যবধানে যথাবিহিত করিবেন।

পোলিস কমিস্যনর দিগের বৈঠকের বিবরণ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষের জোবান বন্দী।

আমি পাতরিয়াঘাটায় বসতি করি।

ডেম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। নূতন একজিকিউটিব পোলিসের দোষ গু[ণ] কিছু কি তোমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, এবং তৎ কর্ম্মচারি দিগের কোন অত্যাচার কি জ্ঞাত আছ।

উত্তর। মতিলাল শীলের সহিত আমার বাজারীয় বিবাদে পোলীসের পক্ষপাত দেখিয়াছি।

প্রশ্ন। তোমার বিচার প্রার্থনাতে কি বিহিত মনোযোগ করা হইত না।

উত্তর। উপস্থিত মতে আমি মোকদ্দমা ভেদে শ্রীযুত পেটন সাহেব, মেজর বর্চ সাহেব ও মেকান সাহেবের নিকট কোন২ বিষয়ের রীতিমত আবেদন করিয়াও সুবিচার প্রাপ্ত হই নাই, ম[ধ্যে]২ কেবল গঙ্গারামের প্রতি অনুসন্ধানের ভারার্পণ হইত কিন্তু তদুপলক্ষে গঙ্গারাম এমত দাম্ভিকতা প্রকাশ করিত তা[হা]তে বোধ হইত সেই যেন স্বয়ং মাজিস্ত্রেট হইয়াছে, আমার উকীল জজ সা[হে]বের ইহার তদাদি তদন্ত জ্ঞাতা আছেন এবং শ্রীযুত স্যার লরেন্স পীল সাহেবের সমীপে বাজারীয় বিরোধের মোকদ্দমা উপস্থিত করাতেই আমার ধন প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে ৪।৫ বৎসর গত হইল এই ব্যাপার হইয়াছিল।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তৎকালে পোলিসের সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টি কর্ম্মে কে ছিলেন।

উত্তর। মেজর বর্চ সাহেব।

প্রশ্ন। তোমার মোকদ্দমার নিমিত্ত তুমি নিজে কি পোলিসে আসিয়াছিলে।

উত্তর। কখন২ আসিতাম, আমার উকীল সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন।

প্রশ্ন। যখন স্বয়ং আসিতে তখন কাহাকে মোকদ্দমার বিষয় জানাইতে।

উত্তর। কখন মেজর বর্চ এবং কখন বা মেকান সাহেবকে জানাইতাম।

প্রশ্ন। নূতন পোলিসের বিষয় যাহা জান এইক্ষণে তাহা ব্যক্ত কর।

উত্তর। ১৮৪০ সালের মার্চ মাসে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিষয় ঘটিত ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হইবাতে মেকান ৪।৫ জন গোরা সারজন সহিত আমার বাটীতে উপনীত হইয়া অগ্রে আমাকে কোন ওয়ারেণ্ট দেখান নাই, অথচ ভ্রাতুষ্পুত্রের লোক সকলকে অনুমতি দিয়া আমারদিগের গৃহাদির চাবি বন্ধ করাইয়াছেন।

প্রশ্ন। পোলিসে কি এবিষয়ের অভিযোগ করিয়াছিলে।

উত্তর। না, আমি সুপ্রিম কোর্টের বিচারে এই বিষয় অর্পণ করি, আমার আরো বক্তব্য এই যে মেকান এবং উক্ত ইনস্পেকটরেরা সরিফের কোন লোককে সমভিব্যাহারে লইয়া যান নাই।

প্রশ্ন। যৎকালে মেকাম উক্ত লোক সমভিব্যাহারে তোমার গৃহে যায় তখন তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র উল্লেখিত বিষয়ের জন্য তোমার নামে সুপ্রিম কোর্টে কোন অভিযোগ করিয়াছিলেন কি না।

উত্তর। না, তৎকালে বিলফাইল হয় নাই।

ডাম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। পোলীস কর্ম্মচারিরা বিনা ওয়ারেণ্টে তোমার গৃহে গমন করিয়া একপ ব্যবহার কি জন্য করে তাহা কি বলিতে পার।

উত্তর। আমার সন্দেহ হয় উৎকোচ লইয়া থাকিবে।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। মেকান সাহেবের প্রতি যাহা বলিলে তুমি ভিন্ন ইহা আর কে জানে।

উত্তর। উকীল পাল এবং এতদ্দেশীয় কোন২ ভদ্রলোকও জানেন, মাষ্টর মেকান এবং ইনস্পেকটরেরা সূর্য্যাস্ত হইলে আসিয়াছিল।

এইকালে পেটন সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন ১৮৪৫ সালের ৩১ আগষ্ট তারিখে পোলিস সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টকে যে আদেশ দেই কমিস্যনর মহাশয়গণ সমীপে তদ্বিষয় ব্যক্ত করণে আমার এক ভ্রম হইয়াছে, এইক্ষণে তাহা সংশোধন করিতে অভিলাষ করি, গঙ্গারামকে একটিং ইনস্পেকটর নিযুক্ত করিতে আমি আপত্তি করি নাই ইনস্পেকটরি কর্ম্মে একেবারে নিযুক্ত করাতেই আমার আপত্তি বুঝায়, আমার আদেশ পুনঃপঠিত হইলে ভাল হয়, ১৮৪৮ সালের ৯ জুলাই তারিখের এক আদেশ পত্রের একাংশ দ্বারা ইহা বুঝা যাইবেক, যথা “ এমব্রুজ এবটের কর্ম্মে অবসর প্রার্থনা পত্রের সহিত সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট যে রিপোর্ট পাঠান তদুপলক্ষে প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেব এই বলিতেছেন, যে হেতু উক্ত এমব্রুজ এবটকে পদস্থ করণ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হয় না, কারণ এই যে উক্ত ব্যক্তি একটিং রূপে নিযুক্ত হয় অতএব এ রিপোর্ট অপ্রয়োজনীয় বোধে পুনঃ প্রেরিত হইল, এবট কোন্‌ষ্টেসন হৌসে নিযুক্ত হয় ইহা লিখিত নাই,, এই পত্র পাঠান্তে পেটন সাহেব কহেন যে সম্পূর্ণ রূপে এবং একটিনি পদে নিযুক্ত করণের প্রভেদ এই যে প্রথমোক্ত পদাভিষিক্ত করণে প্রধান মাজিস্ত্রেটের এবং গবর্ণমেণ্টের সম্মতি অপেক্ষা করে শেষোক্ত পদে তাহার আবশ্যকতা নাই।

এতচ্ছ্রবণে কালবিন সাহেব কহেন গঙ্গারাম যে কারণে ইনস্পেকটরি পদাভিষিক্ত হইতে অযোগ্য ছিল সেই কারণে সে তৎকর্ম্মের একটিং হইতেও অযোগ্য, আমার বোধ হয় তুমি ঐ ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেই আপত্তি কর অতএব প্রধান মাজিস্ত্রেটি পদে থাকিয়া তোমার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল কুচরিত্রান্বিত ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে বা একটিং মতে নিযুক্ত না থাকে।

তদন্তে ডেম্পিয়র সাহেব বলেন। আমার বোধ হয় পেটন সাহেবের কথিত পত্র প্রাপ্তে গঙ্গারামকে এক ঘণ্টার নিমিত্তেও ইনস্পেকটরি পদে রাখা সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের উচিত ছিল না, এবং ঐ লোকের পূর্ব্ব চরিত্রাদি পেটন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত করিলে প্রকৃত কর্ম্ম হইত, তাহাতে পেটন সাহেবের সম্মতি না জন্মিলে ঐ ব্যক্তিকে একেবারে কর্ম্ম হইতে তাড়িত করাই ন্যায়সিদ্ধ বলা যাইত।

এতচ্ছ্রবণে পেটন সাহেব কহিলেন সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট গঙ্গারামকে পদস্থ করেন তাহা আমার কৃত কর্ম্ম নহে।

ডেম্পিয়র সাহেবের উত্তর। তা তো বটেই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গবর্ণমেণ্টের সমীপে আবেদন।

আমরা কোন প্রামানিক লোক মুখে শ্রবণ করিলাম পোলিসের নবীন সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট লা সাহেবের ইংরাজী পাড়াতে বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্ম ও বিবাহাদি উৎসবে দলবদ্ধ যাত্রি গমনাগমনে নিসিদ্ধ আজ্ঞার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া এতন্নগরীয় কতিপয় ভদ্র লোক পোলিস কমিস্যনর দিগের নিকট অভিযোগ করেন কিন্তু কমিস্যনরেরা ইহা আপনারদিগের ভারের অতীত কর্ম্ম বুঝিয়া মীমাংসায় হস্তার্পণ করিলেন না অতএব আবেদকেরা গবর্ণমেণ্ট সমীপে এই দুঃখ নিবেদন করণার্থ এক প্রার্থনা পত্র প্রস্তুত করিয়া নগরবাসি গণের স্বাক্ষর করাইতেছেন, ইহার অভ্যন্তর সমাচার তদাদি তদন্ত জানিয়া পরে প্রকাশ করিব।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ৭ জুলাই পর্য্যন্তের সমাচারাগত হইয়াছে, ইংলণ্ড রাজ্যে সম্পূর্ণ শান্তি আছে, আমারদিগের মহারাজ্ঞী আগষ্ট মাসে আয়র্লেণ্ড প্রদেশ সন্দর্শনার্থ গমনাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

রোমনগর নিবাসিরা ফরাসিস সৈন্যেরদের আক্রমণ নিবারণে অপারগ হইয়া ১ জুলাই তারিখে এক সন্ধিদ্বারা বিজয়ী সেনাধিপের হস্তে নগর সমর্পণ করেন ইহাতে ২ তারিখে ফ্রান্সীয় সৈন্যগণ যথা রীতিক্রমে রোম রাজধানী অধিকার করিয়াছে।

রুষ রাজ্যের প্রবল যোদ্ধাদল পথিমধ্যে এক সম্প্রদা হঙ্গিয়ান সৈন্যকে পরাভব করিয়া টেসিস বেনিয় নামক প্রসিদ্ধ স্থানাধিকার পূর্ব্বক বিসটিজ স্থল পর্য্যন্ত আগত হইয়াছে।

ষ্টার পত্রের কোন সমাচার দাতা লেখেন লার্ড পামরষ্টন সাহেব হৌস আফ কমন্স নামক সভাতে ব্যক্ত করিয়াছেন বৃটিস জাতিরা কেণ্টন নগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন কিন্তু তজ্জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিবেন না।

বিবিধ সমাচার।

ইংলিসমেন পত্রের কোন সম্বাদদাতা লেখেন উত্তমাশা অন্তরীপস্থ গবর্ণর বীরবর স্যার হেরি স্মিথ সাহেব আরোগ্য হইয়াছেন, এতচ্ছ্রবণে আমরা আহ্লাদপ্রাপ্ত হইলাম।

ইংরাজি পত্রে লেখে জম্বুপতি গোলাব সিংহ নানাবিধ গোলা নির্ম্মাণ করণার্থ শতাধিক কর্ম্মকার ও তৎসংখ্যক কংসকার নিযুক্ত করিয়াছেন।

পোলিস কমিস্যনর মহাশয়েরা কলিকাতা নগরীয় নবীন পোলীসের বিপক্ষে যে প্রকার মনোযোগ পূর্ব্বক সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন ইহাতে প্রায় নিশ্চিত বলা যায় পোলীসের অঙ্গরাগ হইবে, কমিস্যনর সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের সমীপে নগরীয় লোকেরদের এই সকল সাক্ষ্যপত্র পাঠাইলে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট নবীন পোলীস রাখিবেন না, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অধিক অথচ প্রজা সকল অনিষ্ট দৃষ্টে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, অতএব গবর্ণমেণ্ট অবশ্য কোন নবীন নিয়ম করিবেন, কিন্তু তাহাতে রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অনেক চিন্তা করিতে হইবেক, বিশেষত রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহক প্রধানেরা এতদ্দেশীয় লোক নহেন, আমারদিগের উপকার জন্য কোন বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে চইলে তাঁহারা অনুমানের উপর নির্ভর করেন, আনুমানিক বিষয় প্রায় সন্দেহাক্রান্দিত হয় অতএব কিরূপ নিয়ম করিলে গবর্ণমেণ্টের লঘু ব্যয়ে আমারদিগের গুরূপকার হইতে পারে যদি আমরা তাহার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের বিবেচনায় সমর্পণ করি তবে ঐ পাণ্ডুলেখ্য তাঁহারদিগের কার্য্যের আদর্শ স্বরূপ হইবে, এবং ভরসা করা যায় উক্ত মহামহিমদিগের পরিশ্রমের অনেক লাঘব করিবে, এ

জন্য তাঁহারা আহ্লাদপূর্ব্বক ঐপাণ্ডুলেখ্য গ্রহণকরিয়া তদনুরূপ নিয়মাদি করিবেন অতএব নগরবাসি মহাশয়েরা এই সময়ে যদি পোলীস নিয়মের এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন তবে রাজা প্রজার মঙ্গলচেষ্টক নামে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

আমরা নগরবাসি মহাশয়গণকে যে পরামর্শ দিলাম অনুভব করি ইহাতে সকলেই সম্মত হইবেন অতএব এতদর্থে সাধারণ সভা করিতেও পারেন, কিন্তু ইহাতে আপত্তি এই যে বঙ্গদেশীয় লোকেরদেরসাধারণসভায় কোনবিষয়প্রায় নিদ্ধারিত হয়না, স্বং প্রধান সকলেই কেবেল তক বিতর্কেতেজস্বত্বরূপেটেবিলের পৃষ্ঠে তল প্রহার করেন, তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে চাহেন না, বাঙ্গালিদিগের অনেক সভাতে এতদ্রূপ দেখা গিয়াছে, এবং গবর্ণমেন্টও এই জন্য বাঙ্গালিদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়াছেন, বিশেষত বিষয়ি লোকদিগের অবকাশ নাই, অতএব আমরা পরামর্শ বলি এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা প্রথমত এক গোপনীয় সভা করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক উক্ত বিষয়ের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করুন, পরে ঐ পাণ্ডুলেখ্য কাটকুট করিয়া স্পষ্ট রূপে লিখিয়া কোন সম্পাদকের হস্তে রাখিবেন, এবং সময় নিশ্চয় করিয়া তাবৎ সম্পাদকের নাম স্বাক্ষরিত নিমন্ত্রণ পত্র দ্বারা নগরীয় মান্য মহাশয়গণকে কোন সাধারণস্থলে আবাহন করিবেন, টৌনহাল কি সংস্কৃতকালেজ, অথবা ওরিএন্টল সেমিনারি বিদ্যালয় সভাস্থল করিলে নগরীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা অবশ্য একত্র হইবেন, তৎকালীন কোন প্রধান মহাশয়কে সভাপতি করিয়া ঐ পাণ্ডুলেখ্য সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবেন, তাহাতে সাধারণ বিচারে যদি কোন২ বিষয় নিবত্তন পরিবর্ত্তন করিতে হয় সেই সভামধ্যে হইবে এবং সাধারণ সভা যে কয়েকজনের প্রতি ভার দিবেন তাঁহারা পরিষ্কৃত করিয়া পাণ্ডুলেখ্য লিখিয়া আপনারা যাইয়া গবর্ণমেন্টের কম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের সমীপে দিবেন, তৎপরে যদি গবর্ণমেন্ট প্রজাকৃত নিয়ম অগ্রাহ্য করেন করিবেন তথাচ উত্তরকালে নগরস্থ লোকেরা বলিতে পারিবেন তাঁহারা পোলীসকার্য্যের নিয়মের যে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন গবর্ণমেন্ট তাহা গ্রহণ করেন নাই আপনারদিগের ইষ্টসাধন নুরূপ নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মে প্রজাগণকে দুঃখ হইতেছে, ইহাতে গবর্ণমেন্টই বাধিত হইয়া পুনর্ব্বার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবেন, আর যদি কলিকাতা বাসিরা ইহ না করেন তবে এই অবধি তাঁহারদিগের মুখের মটকামারা হইবে, গবর্ণমেন্ট কলিকাতার পোলীসের এক রূপ নিয়ম করিয়া নগরীয় লোক সকলকে হঠাৎ এক সভায় ডাকিয়া সকলের সাক্ষাতে ইংরেজিভাষায় লিখিত নিয়ম পত্র পাঠান্তে জিজ্ঞাসা করিবেন,, কেমন ইহাতে তোমারদিগের কোন আপত্তি নাই,, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজি ভাষা জানেন না তাঁহারা তৎসময়ে, হা, করিয়া থাকিবেন, ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিবেন না কি বলিবেন, এবং যাঁহারদিগের অভিমান আছে ইংরেজি শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারাও সভার মধ্যে ইংরেজদিগের মৃদুস্বরে পঠিত ব্যবস্থার পাণ্ডুলেখ্যের সকল মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না, অথচ ইংরাজদিগের এবং আত্মীয়গণের নিকট সম্ভ্রম রক্ষার্থ, ইএস২, বলিয়া সায় দিবেন, তাহাতে ইংরেজেরা বলিবেন ''তোমরা সম্মত হইয়াছ তবে হাত তোল,, এই কথায় অনেকে দুই হাত পযন্তও উঠাইয়া দিবেন, তবেহ গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া লইবেন, পরিশেষে ঐ ব্যবস্থানুযায়ি পোলিসের দ্বারা বাঙ্গালিদিগের ভিটায় ঘুঘু চরিলেও আমরা আর কিছু বলিতে পারিব না, গবর্ণমেন্টের কম্মকারকেরা ''ডেম, রাস্কেল,, বলিয়া ঘুসী দেখাইয়া কহিবেন,, আহন করিয়া বাঙ্গালিদিগকে দেখাইয়াছি, বাঙ্গালিরা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এইক্ষণে কোন কথা শুনিতে চাহি না,, অতএব আমারদিগের বাঙ্গালি সাহেবেরা কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বন করুন, তাঁহারা'' ইএস২,, বলিয়া সায় দিবেন না, তাঁহারদিগের দ্বারা দেশের যত উপকার হইল তাহা দেখা গেল, শুদ্ধ বাঙ্গালি মহাশয়গণ সভা করিয়া পোলীস কার্য্যের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করুন, ইহাতে যদি অনিষ্ট হয় তবে আপনারাই কষ্ট স্বীকার করিবেন আর যদি ইষ্টসিদ্ধি হয় এমত দেখাইতে পারেন তবে ইংরেজিশিক্ষিতবাবুরাও তাহার অংশ প্রাপ্ত হইবেন, এদেশে ইংরেজি বিদ্যায় কেবল রসুন পেঁয়াজ মদ্য মাংস পবিত্র হইয়াছে, আর সাহেবদিগের উপাসনা ও দারগ্রু বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশস্থ লোকেরদের সুখ স্বাধীনতার আনুকূল্য কিছু হয় নাই, পিতা মাতাকে গর্দ্দভ গর্দ্দভী বলা অতিশহজ, বিবাহিতাস্ত্রীলোকেরা দাসীগণ হইতেও নীচাবস্থায় আছেন তাঁহারদিগের মুখাবলোকন না করিলে তাঁহারা কি করিতে পারেন, দেব দেবী বিগ্রহ নিগ্রহ করিতে শঙ্কা কি তাঁহারদিগের মুখে কথা নাই, বেদের উপর ভার দিয়া ব্রহ্মনাম পবিত্র বলিলেই হইল, বেদে লিখিয়াছেন ''অন্নব্রহ্ম,, পরস্ত্রী হরণে কথাই নাই আগমে লিখিত আছে ''মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য ভ্রময়েৎ সর্ব্ব যোনিষু,, যবনী গমন করিতেও শাস্ত্র আছে '' নসিদ্ধেৎ কালিকা মন্ত্রং যবনী গমনং বিনা,, ইংরেজি শিক্ষিত বান্ধবগণ আহার বিহারাদির এই সকল নানা পথ প্রাপ্ত হইয়া সুখ ভোগে আছেন, রাজ্যের উপকারে মনোযোগের অবকাশ নাই, অতএব যাঁহারা এই সকল সুখভোগে বঞ্চিত রহিয়াছেন পোলিস কার্য্যের নিয়মাদি নির্ব্বন্ধন বিষয়ে আমরা তাঁহারদিগকেই আহ্বান করিতেছি এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যদি নিয়ম ঘটিত পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিতে পারেন তবে আবাহন করিলে যেন ঐ সকল মান্য লোকেরা সভারোহণ করেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

হে সম্পাদক মহাশয়, সম্পাদকীয় কার্য্য কি মহৎ, দেশোপকারক তাবৎ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রবর্ত্তি, দুষ্ট ব্যক্তি মাত্রের দমনকারী এবং ধাম্মিক ও গুণী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা যশঃপ্রকাশক, এমত যে সংবাদপত্র সকল আমি তাহারদিগের সর্ব্বদা মঙ্গলচিন্তা করিতেছি, বিশেষত আপনকার ভাস্করপত্রাপেক্ষা এইক্ষণে উৎকৃষ্ট পত্র বঙ্গভাষায় প্রকাশ হয় না, যেহেতু আপনি পক্ষপাত বিহীন হইয়া ব্যক্তিমাত্রের গুণাগুণ প্রকাশ করণে কদাপি বিরত নহেন অতএব ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের গুণ প্রকাশ করিবার মানস হইলে আপনকার ভাস্করপত্রেই প্রেরণ করিয়া থাকি, কারণ সল্লোকের গুণানুকীর্ত্তনে আপনকার ভাস্করের অবশ্যই মঙ্গল হইবে তাহার সন্দেহ নাই, সম্প্রতি শ্রবণ করিলাম তেলিনীপাড়াস্থ ধন ঢ বর বিজ্ঞতম ভূস্বামি শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজ গ্রামে নিজ ব্যয়ে এক ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, সম্পাদক মহাশয়, এতদ্দেশস্থ ধনাঢ্য তাবৎ ব্যক্তি যদ্যপি বাবু মতিলাল শীল অথবা অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় বিদ্যাবৃদ্ধির প্রতি সযত্ন হয়েন তবে ইংরাজি সম্পাদকেরা আর মস্তক তুলিয়া গালিদান করিতে পারেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারদিগেরধন আছে তাঁহারা ঐ সৎকর্ম্মে চিত্তার্পণ করেন না, নচেৎ বঙ্গদেশ দরিদ্র শূন্য হইত এবং সৎকর্ম্মের সৌরভে দিক সকলকে আমোদিত করিত।

সম্পাদক মহাশয়, দেখিবেন অন্নদাপ্রসাদ বাবুর পাঠশালার কার্য্যারম্ভ হইলে এতদ্দেশের কিপর্য্যন্ত উপকার দর্শিবে এবং আমি মহাশয়কে পুনঃ২ অনুরোধ করিতেছি তেলিনীপাড়া পাঠশালার প্রতি সর্ব্বদা নেত্রক্ষেপ করিবেন যেহেতু তাহাতে অন্নদা প্রসাদ বাবুর তাবৎ গুণ প্রকাশ পাইবে এবং অন্যান্য বিষয়াপন্ন ব্যক্তিরাও তাঁহার ব্যবহার দৃষ্টে সৎপথানুগামী হইবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এমত মহৎ ব্যক্তির বংশবৃদ্ধি হয় নাই সুতরাং তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিতে হইয়াছে, যাহা হউক, এই নূতন পাঠশালার প্রতি যে পর্য্যন্ত অনুরাগ শ্রবণ করিলাম তাহাতে বিশ্বাস হয় কেবল পোষ্যপুত্রদ্বয়কেই অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর করিয়া যাইবেন তমত নহে, তাঁহার এই বিদ্যালয় রূপ মহৎ কার্য্য তত্তার দত্তকের অনুরূপ হইবেক সন্দেহ নাই।

শ্রী অন্নদামঙ্গল ভাদুড়ী।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৬ সংখ্যা ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ১৮ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আম্দ লরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৩ ভাদ্র শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ শীল কর্ত্তৃক গরাণহাটা স্থানে মেডিকেল হাল নামক এক ঔষধালয় চিতপুর রোড নং ২৬৯ ভবনে স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহার কোন ঔষধ আবশ্যক হয় স্বল্প মূল্যে তথায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি তারিখ ৩০ শ্রাবণ।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্স পোনাস নামক পরোয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার জানবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১০৮ নং যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম ঘর তাহাতে রাইয়ত বিলি আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২/ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে যুগল মানার ও অন্যান্যের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। উত্তরদিগে মেৎ বেলো ও অন্যান্যের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে রামগোবিন্দ বিশ্বাসের ও অন্যান্যের ভূমি।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার কলিঙ্গার মেন্দি বাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ১৭/ শতেরো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ত্ব ও অধিকারও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে ব্রজনাথ মিত্রের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে সমসের খাঁর ও অন্যান্যের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে কোম্পানির নরদামা। এবং দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা।

৩ দফা। এবং সহর কলিকাতার শ্যামকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি যাহা হাতিবাগান বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে এবং অনেক বৃক্ষ ও চারিটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনমান ৬০/ ষাইট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মধু সরকারের এক খণ্ড ভূমি পূর্ব্ব দিগে কাশী বসুর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে কোম্পানি বাহাদুরের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা।

৪ দফা। এবং সহর কলিকাতার বাবু বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ও তাহাতে একটা পষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে উদয়চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে গলি। উত্তর দিগে যুগলদাসের বাটী ও ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে নবু দত্তের ও রসিকলাল দত্তের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তেতালা ইষ্টক নির্ম্মিত নহবৎ খানা এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে হলধর মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। উত্তর ও দক্ষিণ দিগে রাস্তা। এবং পশ্চিম দিগে সনাতন বড়ালের এক খণ্ড ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৩ নং এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতী বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামা অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিগ গলি। এবং দক্ষিণ দিগে বিশ্বম্ভর লাহার বাটী ও ভূমি।

৭ দফা। এবং জিলা চব্বিশ পরগনার পরগণে মাগুরার চাদ্দিজোর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক

তালুক তাহাতে তিন মৌজা আছে অর্থাৎ মৌজা নিশ্চিন্তগড়। মৌজা পিকরা, মৌজা দুর্গাপুর এবং তাহার সঙ্গে যে এক কাছারী বাটী ও অনেক খড়ুয়া ঘর আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনে শাহানগরের বড়বড়ে নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক তালুক তাহাতে ১৭ মৌজা আছে বিশেষতঃ মৌজা ঈশ্বরপুর, মৌজা সংগ্রামপুর, মৌজা বারিপুর, মৌজা বাবলা, মৌজা বাশপাড়া, মৌজা ধনপাতা, মৌজা ধনিসাবাদ, মৌজা পাজপুর, মৌজা মহম্মদপুর, মৌজা আজিমখালি, মৌজা খামারবেড়িয়া, মৌজা বালিগাছা, মৌজা দক্ষিণখালি, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে খড়ুয়াঘর আছে ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলেএই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১ আগষ্ট ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

হে ভাস্কর পাঠক মহোদয়গণ, শ্রাবণ মাস গত হইয়াছে ভাদ্র মাস উপস্থিত, দেখ২ করিতে২ এই মাসও গত হইবে, তৎপরেই আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব অতএব আমরা প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়গণকে যেমন জানাইয়া থাকি সেইরূপ নিবেদন করিতেছি ভাস্করের মূল্য যত টাকা যাঁহার নিকট বাকী আছে আপনারদিগের খাতা দেখিয়া হিসাব করিয়া পূজার পূর্ব্বেই তাহা পাঠাইয়া দিবেন, দুর্গোৎসব সময়ে ভাস্কর যন্ত্রাগারের তাবৎ কর্ম্মচারির ভাদ্রমাস পর্য্যন্তের বেতন শেষ করিয়া দিতে হয়, এই কারণ প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব সময়ে গ্রাহক মহাশয়দিগের স্থানে টাকার প্রার্থনা করি, ভাস্কর পত্রের উন্নতি সুখ্যাতি যত কিছু সকলই গ্রাহক মহাশয়দিগের অনুগ্রহে হইয়াছে, সুতরাং যাঁহারা উন্নত করিয়াছেন তাঁহারাই রক্ষা করিবেন অতএব যাঁহারদিগের দায় পূর্ব্বাহ্লে তাঁহারদিগকে জানাইয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম, ছাপাযন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারিরা পূজার সময়ে টাকা না পাইলে গ্রাহক মহাশয়েরাই কলঙ্কী হইবেন আমারদিগের দোষ নাই।

সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে কেবল ফ্রেণ্ডঅফ ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয় ছাপা যন্ত্র সম্পর্কীয় নানা ব্যবসায়ে ধনী হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন প্রায় তাবৎ সম্পাদক ঋণগ্রস্ত, তথাপি তাঁহারা স্বং পত্রের গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন করিতেছেন, অভিপ্রেত এই যে গ্রাহকগণ দায়োদ্ধার করিবেন, ইহাতে যদি গ্রাহকেরা বিবেচনায় ত্রুটি করেন তবে সমাচারপত্র সম্পাদকেরা গ্রাহকদিগের গুণানুবাদ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন কিন্তু এতদ্দেশের এই দুরবস্থাকালেও আমরা ভাস্কর গ্রাহক মহাশয়দিগের ধন্যবাদ করিতেছি তাঁহারা আমারদিগকে ঋণগ্রস্ত করেন নাই, আমারদিগের উপর কত বার কত আপৎ পড়িয়াছে গ্রাহক মহাশয়েরাই সকল উৎপাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, অতএব আমরা প্রার্থনা করি গ্রাহক মহাশয়গণ সুখে থাকুন।

অবগতি হইল হুগলির বিচক্ষণ প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু লোকনাথ বসু রায় বাহাদুরের বিচারালয়ে বৰ্দ্ধমানাধিরাজ বাহাদুরের কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎ সম্বন্ধীয় আবেদন পত্রে "মহামহিম সদর আমীনআলা বাহাদুর" ইত্যাদি পাঠ না থাকাতে বিচারক মহাশয় মহারাজাধিরাজের উকীল মোক্তার গণকে তাহা সংশোধনানুমতি করেন, এবং তাঁহারা অসম্মত হইয়া কহেন শ্রীযুতের পূর্ব্বপুরুষাবধি এইরূপ পাঠ লেখা হইয়া আসিতেছে, অতএব এইক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তন হইতে পারেনা, ইহাতেই বিচারপতি মহাশয় বিচারাসনের অপমান বোধে তাহা হুগলির জজ সাহেবের দ্বারা সদরীয় মহামতি বিচারপতিগণের নিকট তদ্বিষয়ের ইসতেম জাজঅর্থাৎ অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাইয়াছেন, এতৎ শ্রেষ্ঠ আদালতের অনুজ্ঞা অবগতি মাত্র আমরা পাঠক গণের সুবিদিত করিব কিন্তু অনুমান সিদ্ধ এই যে মহারাজাধিরাজের পক্ষই সাব্যস্ত থাকিতে পারে, কারণ ইতিপূর্ব্বে বৰ্দ্ধমানের সুধীবর ডেপুটি কালেকটর শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক রায় বাহাদুর উক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ওসী মহারাণী কমলকুমারীর নামে এক পরওয়ানা প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু মহারাণী তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, পরে ডেপুটি কালেকটর মহাশয় অপমান বোধে এবিষয় তথাকার শ্রীযুত কালেকটর ও কমিস্যনর সাহেবের যোগে সদর বোর্ড ও তথা হইতে গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিয়া পরিশেষে এই অনুমতি প্রাপ্ত হন উক্ত মহারাজাধিরাজের পূর্ব্ব পুরুগণের সহিত রুবকারী দ্বারা যেরূপ সকল মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করা হইয়াছে তাহাই প্রচলিত থাকিবেক, অতএব এস্থলে ঐ মান্য পরিবারে পূর্ব্ব রীতি সুস্থির থাকিতে পারে তবে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট নূতন নিয়ম করেন সে স্বতন্ত্র কথা।

পোলীস কমিস্যনরদিগের বৈঠকের বিবরণ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

তাহাতে কালবিনসাহেব বলেন। আমি ও ইহাতে সম্মতহই, সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব পেটন সাহেবের পত্রকে সামান্য কাগজের ন্যায় বোধ করিয়া ভাল করেন নাই, অতএব এবিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক না করিয়া মাং পেটন তুমি ইনস্পেকটরি কর্ম্মে পদস্থ এবং একটিং নিযুক্ত করণের যে তারতম্য বলিলে তাহা লিখিয়া লইতেছি।

অন্য পত্রাদি দ্বারা দেখা যাইতেছে ১৮৪৭ সালে গঙ্গারামকে পেনসিয়ন দিবার জন্য তোমার নিকট উপরোধ করা হইয়াছিল ঐ ব্যক্তি তৎকালে বয়োধিক ও রোগিস্বরূপে বর্ণিত হয়, অতএব এমত কুলোককে ১৮৪৮ সালে ইনস্পেকটরি কর্ম্মে নিযুক্ত করা এবং ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত পদস্থ রাখা অনুচিত হইয়াছে।

পেটন সাহেবের উত্তর। পূর্ব্বোক্ত কারণ প্রযুক্ত আমি তাহাকে পেনসিয়ন দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে উপরোধ করি নাই।

কালবিন সাহেবের উক্তি। তোমার পত্রে বুঝায় অনিয়মে পেনসিয়ন প্রার্থনা হইয়াছিল এই কারণ তুমি গবর্ণমেণ্টের গোচর কর নাই।

পেটন সাহেবের উত্তর। এই কারণ প্রকাশ্যে লিখিয়াছি কিন্তু অন্য কারণও ছিল।

কালবিন সাহেব কহেন। প্রধান মাজিস্ত্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তির এমত বিষয় প্রচার করিয়া ও সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টতাহাকে ইনস্পেকটরি কর্ম্মে একটিং নিযুক্তই বা কি রূপে করিলেন।

পেটন সাহেবের উত্তর। এতদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল।

অতঃপর বাবু আনিন্দনারায়ণ ঘোষের জোবান বন্দী পুনঃ গৃহীত হয়।

উক্ত ঘটনার পর পাল সাহেব আমার নিকট গমন করিয়া পোলিসে আসিয়া পোলীস হইতে এক আদেশ পত্র আনেন, তাহা দেখিয়া পোলিসের লোকেরা আমার আবাস হইতে প্রস্থান করে, তাহারা সাতঘণ্টা রাত্রে আমার বাটী যায় এবং দুই প্রহর দুই ঘণ্টা রাত্রে প্রত্যাগত হয়।

বাবু প্রমথনাথ দেবের জোবান বন্দী।

ডেম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। এতন্নগর বাসি লোকেরা পোলিসের প্রতি বিরক্ত আছে ইহা কি তুমি জান, এবং বৈরক্ত্যের হেতুই বা কি।

উত্তর। পোলিসে প্রকৃত অনুসন্ধান হয় না সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, পোলিস মধ্যে উত্তমাধম উভয় প্রকার কর্ম্মচারিরা আছে, কিন্তু অনেকে তাহারদিগের প্রতি বিরক্ত বটেন, এই সময়ে আনন্দনারায়ণ বাবু এতদ্বাক্যের পোষকতা করিলে প্রমথনাথ বাবু পুনর্ব্বার কহেন পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দরিদ্র লোকেরদের উপর অত্যাচার করিয়া অর্থ লয়, এবং দাঙ্গাদি মারিপিটের সকল কথা পোলিসে জানায় না।

প্রশ্ন। তুমি কি নিজে জান পোলিসের কোন মাজিস্ত্রেট, সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট

ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট অথবা অপর কোন কর্ম্মচারিরা এতদ্দেশীয় লোকের নিকট ঋণী আছেন, সাধারণে বলেন পেটন এবং বর্চ সাহেব মতিলাল শীলের নিকট এবং কাপ্তান হিক প্রমথনাথ বাবু অথবা তাঁহার ভ্রাতার নিকট দায়ী আছেন।

উত্তর। সকলের বিষয় জ্ঞাতা নহি, আমার পরিবারের চিকিৎসক ডাক্তর তামসনের কথা প্রমাণে কাপ্তান হিক সাহেবকে আমরা টাকা কর্জ্জ দিয়াছি।

প্রশ্ন। এমত কি কথিত হয় ঐ সাহেবদিগের উত্তমর্ণেরা তাঁহারদিগের প্রতি, অবৈধ কর্তৃত্ব করেন।

বাবু প্রমথনাথ দেব এবং আনন্দনারায়ণ ঘোষ এককালীন উত্তর করেন। সকল উত্তমর্ণের কর্তৃত্বের কথা শ্রবণ করি নাই, তবে অনেকে কহেন বাবু মতিলাল শীল পোলিসে প্রভুত্ব করেন।

অতঃপর সাক্ষ্যপ্রদানার্থ ফেরলকে আবাহন করা হয় কিন্তু ফেরল উপস্থিত হইয়া বলেন তাঁহার নিজের প্রতি দোষারোপ হইয়াছে তাহার সত্যাসত্যতা সপ্রমাণ হইবার পূর্ব্বে তিনি কিরূপে কোন কথা কহিতে পারেন।

এতচ্ছ্রবণে কালবিন সাহেব উত্তর করেন, কমিস্যনরেরা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার উত্তর করুন বা না করুন ফেরল যাহা বলিবেন তাঁহারা তাহাই লিখিয়া লইবেন।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। মেকান সাহেবের আদেশে গবর্ণমেণ্টের কোন থানাঘর বাবু মতিলাল শীলকে দেওয়া হইয়াছে তুমি নিজে ইহার কিছু জান।

উত্তর। আমি যখন উত্তর ভাগের ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলাম তখন বড়বাজারের থানাঘরে ম্লেচ্ছকর্ম্ম হইয়াছিল এজন্য আমি পোলীসে তাহা জানাই তাহাতে তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ হইলে তদনুরূপ করি, কিন্তু তৎপরে সেই ঘরে মতিলাল শীলের দ্রব্যাদি দেখিয়া পোলীসে জানাইবায় মেকান সাহেব কহেন পেটন সাহেব ঐ থানাঘর মতিলাল শীলকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন তুমি ইহাতে হস্তার্পণ করিও না, পরে এই উত্তর আমি হিক সাহেবকে অবগত করাইবায় তিনি বলেন আমাকে এ কথা বলা মিথ্যা, আমি পোলিসে নাম মাত্র কর্তৃত্ব করি, এই উত্তর শুনিয়া আমি আর তদ্বিষয়ের আন্দোলন করি নাই।

ডেম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। ইহা কত দিনের কথা।

উত্তর। দুই তিন বৎসর গত হইয়াছে, তৎপরে সে ঘরে কি হয় তাহা আমি জানি না।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। অন্য কোন থানাঘর, এইরূপে কাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার কিছু তুমি জান।

উত্তর। না, আমার স্মরণ হয় যে সকল থানাঘর ভগ্নাবস্থ এবং যাহার কাষ্ঠাদি অপহৃত হইতেছিল তত্তাবতের এক রিপোর্ট করিয়াছিলাম কিন্তু তদুত্তরে ইহা কন্সরবেন্সী সম্পর্কীয় ব্যাপারব্যাখ্যায় আমি সে বিষয়ানুসন্ধানে নিষিদ্ধ হই, মাষ্টর লা সাহেব এক দিন কথোপকথনে কহিয়াছিলেন গঙ্গারামের যোগে একটা থানাঘর ২৫০০ টাকায় বিক্রয় হয়, এতচ্ছ্রবণে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম, আমি উত্তর এবং দক্ষিণ ভাগের ডেপুটি সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টি পদে তত্তৎ স্থানের ঘটনা সকল রোজবন্দী করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি, কমিস্যনর সাহেবেরা আমারস্থানেকোন বিষয়ে সাক্ষ্য লইতে চাহেন তাহা পূর্ব্বাহ্লে বলিলে তত্তাবতের তালিকাদি আনিয়া দিতে পারি।

অতঃপর কমিস্যনর মহাশয়েরা বলেন ফেরল সাহেবের যোবানবন্দী সম্প্রতি স্থগিত রহিল।

গৌজর কোম্পানির বাণিজ্যালয়ের মুৎসুদ্দি, বাবু দীননাথ সেন কমিস্যনর মহাশয়দ্বয় সমীপে এই বৈঠকের দিবস প্রাতঃকালে যে আবেদন প্রেরণ করেন তদর্থ এই যে "পোলিসের দোষাদোষানুসন্ধান কালে আমাকে নিম্নস্থ বিষয় আপনারদিগের গোচর করা আবশ্যক হইল, পোলিসের নূতন নিয়ম সংস্থাপন হইলে থানাঘর সকল বিক্রয় করিবার আদেশ হয় ইহাতে অশ্বশালা নির্ম্মাণার্থ আমার বাটীর সন্নিহিত অর্থাৎ কলুটোলার নিকটবর্ত্তি পটোলডাঙ্গার থানাঘর ক্রয় করণ মানসে আমি পোলিসে পেটন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি, কিন্তু কয়েক বারই আসিয়া উক্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া অবশেষে আবেদন পত্র দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় মানস জ্ঞাপন করি বরং তৃতীয় আবেদনে ঐ থানাঘরের জন্য ২৫০০ টাকা মূল্য নিদ্ধারিত করিয়া লিখি তাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় আবেদন পত্রের কোন উত্তরই পাইনাই. তৃতীয় পত্রের উত্তরে এই অনুজ্ঞা লেখেন থানাঘর সকল সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক না, বিক্রয়কালে ইহার বিজ্ঞাপন করা যাইবেক কিন্তু তৎপরে এতদ্বিষয়ের কোন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন আমিদেখি নাই অথচ তদবহিত পরে ব্যক্তদ্বয় তাহা এবংআরো কয়েক থানাঘর বাবু মতিলাল শীলকে গোপনে বিক্রয় করা হইয়াছে, বাবু মতিলাল শীল কত মূল্যে লইয়াছেন তাহা আমি জানি না তবে জনশ্রুতি এইরূপ যে ১৫০০ টাকায় ঐ থানাঘর ক্রয় করিয়াছেন, খাতা দেখিলে মহাশয়েরা ইহা জানিতে পারিবেন আমার আবেদন ও তদন্তর কোন প্রয়োজনীয় হইবেক না এই ভাবিয়া আমি তাহা না রাখিয়া এইক্ষণে অপ্রাপ্তে দুঃখিত হইতেছি কিন্তু ঐ থানাঘর ক্রয় করণার্থ আমি কথিত মূল্য দিতে চাহিয়াছিলাম সাক্ষ্য দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিতে পারি ইতি তারিখ ২৮ জুলাই ১৮৪৯ সাল। টেঙ্ক স্কোয়ার ২৬ নং বাটী।

(স্বাক্ষরিত) দীননাথ সেন।

বাবু দীনাথ সেনের জোবানবন্দী।

আমি কলুটোলাতে বাস করি।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। পটোলডাঙ্গা থানাঘর ক্রয় করণার্থ তুমি কখন দরখাস্ত করিয়াছিলে।

উত্তর। ১৮৪৫ সালের অকটোবর মাসে আমি তিনবার এই প্রার্থনা জানাই, সেই কালে ক্রেতাগণকে আবাহন করা হইয়াছিল, দুই আবেদনে আমি কোন উত্তরপাই নাই অনুমান হয় তৃতীয়বার প্রার্থনাকরায়এবংতদ্দিনেইপেটনসাহেবের স্বাক্ষরিত উত্তর প্রাপ্ত হই তদ্যথা "গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত এতদ্বিক্রয়েরআদেশ দেন নাই,,।

প্রশ্ন। তদন্তে আর আবেদন কর নাই।

উত্তর। না, কারণ অব্যবহিত পরেই বাবু মতিলাল শীলকে ঐ স্থানে এক বাটী নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছিলাম, এবং শুনিলাম, ঐ স্থান তাঁহার হইয়াছে।

প্রশ্ন। আমরা শ্রবণ করিয়াছি বাবু মতিলাল শীলকে ঐ থানাঘর ১৩৫০ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে, ভাল তুমি কেন ২৫০০ টাকা মূল্য দিতে চাহিয়াছিলে।

উত্তর। ঐ স্থান আমার বাটীর নিকটবর্ত্তি, এতদ্ভিন্ন ৫০০ টাকা তাহারঅধিক মূল্য নহে অন্য ক্রেতা তদপেক্ষাও অধিক দিতে পারেন।

প্রশ্ন। তৃতীয় প্রার্থনায় পেটন সাহেব যে উত্তর দেন তাহা তোমার নিকট আছে।

উত্তর। দুঃখ হইতেছে তাহা কোথায় রাখিয়াছি স্মরণ হয় না, তথায় মতিলাল বাবুর বাটী নির্ম্মাণ করণ দেখিয়া বোধ হইয়াছিল তাহা কোন প্রয়োজনে আসিবেক না, কিন্তু আমি এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম আমার প্রভু এলফ্রেড গৌজর সাহেব ইহা জানেন, এবং সাগরলাল দত্ত ও কালীচরণ রায় উভয়ে পেটন সাহেবের উত্তর দেখিয়াছেন, ইহাতে বাবু সাগরলাল দত্ত কহেন তিনি উত্তর দেখেন নাই তবে তাঁহার ভ্রাতার এবং দীননাথ বাবুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন, বাবু কালীচরণ রায় কহেন ১৮৪৩ সালের আকটোবর মাসে তিনি তাহা দেখিয়াছেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের জোবানবন্দী।

আমি কলুটোলা নিবাসী।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। শুনিয়াছি তুমি এতন্নগরের একজন বহুকালিন নিবাসি এবং পোলিসের অনেক জ্ঞাত আছ অতএব তত্তাবৎ শ্রবণার্থ তোমাকে আবাহন করা হইয়াছে, তুমি কি কর্ম্ম কর।

উত্তর। আমি গবর্ণমেণ্টের ক্লোদিং ডিপার্টমেণ্টের দেওয়ান, এতদ্ভিন্ন এত নগরে আমার অনেক সম্পত্তি আছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ইংরাজি পত্র পাঠে জানাগেল বৰ্দ্ধমানীয় মহারাজ সমুদ্র তরী প্রস্তুত করিতেছেন, সম্প্রতি তাঁহার এক জাহাজ কলিকাতা হইতে গমন কালে জলমগ্ন হইয়াছে।

কলিকাতা পোলিসের ন্যায় ডাকঘরের অত্যাচারের বিষয়ানুসন্ধানারম্ভ হইয়াছে, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

রাজপুরুষেরা কতকাল এবিষয়ে বধির ও অন্ধবদাচার করিবেন, বিলাতের পোষ্ট আফিস গত বর্ষে ৮০০,০০০ পৌণ্ড অধিক উৎপন্ন হইয়াছে সুনিয়মের ফল এই।

বিবিধ সমাচার।

বিলাত রাজ্যের বার্ষিক আয় ব্যয়ের তালিকাতে ৫২,২৫২,০০০ পৌণ্ড উৎপত্তি এবং ৫২,১৭৩,০০০ পৌণ্ড ব্যয় অর্থাৎ প্রায় ৭৯,০০০ পৌণ্ড উদ্বর্ত্ত লিখিত হয়।

সুখের কথা এই যে আয়র্লণ্ড প্রদেশে আলু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, ইহাতে অনুমান করি তথায় দুর্ভিক্ষ সমাধা হইলেও হইতে পারে।

পঞ্জাব রাজ্যে কয়েক দল নূতন সৈন্য প্রস্তুত করণাদেশ হইবাতে প্রথমত তদ্রাজ্যস্থ সৈন্য নিযুক্ত করণ ধার্য্য হয় কিন্তু পঞ্জাবীয় যোদ্ধারা ব্রিটিসাধীনে আইসে কি না ইহার বিশেষ সম্মতি প্রকাশ না হইবায় আদেশ হইয়াছে ইহার পর হিন্দুস্থানীয় যোদ্ধাগণ দ্বারা তদ্দল সকল সংপূর্ণ করা যাইবেক এবং অতঃপর পঞ্জাবীয় লোক নিযুক্ত করা হইবেক না।

অবগত হইল পঞ্জাব রাজ্যের অধীন দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মে এতদ্দেশীয় লোকেরাই নিযুক্ত হইয়াছেন ও হইবেন, ইহা বৈধ বটে।

আমরা শ্রবণে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি আমারদিগের নবীন গবরণর জেনরল বাহাদুর পঞ্জাব রাজ্যের অবস্থা সংশোধনে বিশেষ মনোযোগী আছেন, তিনি তথায় প্রশস্তরাজপথ্য নির্ম্মাণ ও খানি খননাদেশ করিয়াছেন এতদ্দ্বারা তদ্রাজ্যে বাণিজ্যের ও কৃষি কার্য্যের উন্নতি সম্ভাবনা, এবং প্রজাবর্গ ব্যবসায় ও কষণাদি ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হইলে যুদ্ধাদি হইতে বিরত হয়, অতএব শ্রীযুতের কথিত অনুজ্ঞা রাজা প্রজা উভয় পক্ষের শুভপ্রদ হইবে এবং এই প্রসঙ্গে আমরা মিনতি করিয়া কহি আমারদিগের প্রভু ভারতবর্ষের প্রতি একবার শুভদৃষ্টি করিবেন।

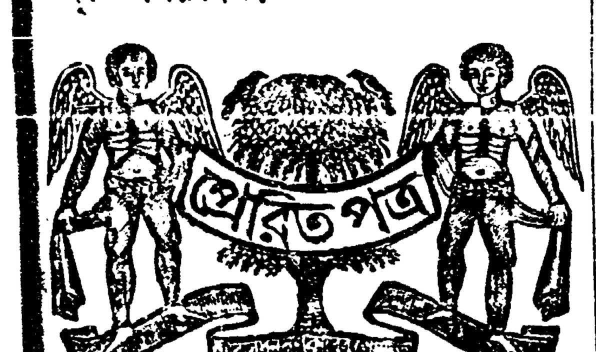

সাধারণ মঙ্গলার্থি শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক আরাধ্যপ্রপদেষু।

কৃপাসিন্ধু গবর্ণমেণ্ট দুঃসহ শোক যন্ত্রণা ছাপাযন্ত্র দ্বারা সতত শ্রবণাধ্যয়ন করিয়া ভাগ্যক্রমে বহুদিনান্তে ভূমান্ত হইলে নগরবাসি সমগ্র প্রজার অপরিহার্য্য দুঃখে সকাতরে প্রজার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তদীয় আদিনবসংঘাত নিবারণ হেতু অবিলম্বে বিজ্ঞবর শ্রেষ্ঠতর বিচক্ষণ ব্যক্তিদ্বয়কে দ্বন্দ সমাস করিয়া পোলিস সংশোধনার্থ বিচার্য্য শক্তি সমর্পণ করিলেন, অধিকন্তু তাঁহারাও যথাধর্ম্মানুকূল্যে নিরপেক্ষ হইয়া পরকালের প্রতি লক্ষাধীষ্ঠানে সংযম পূর্ব্বক বিচারব্রতাবলম্বন করিয়াছেন, পরে এই ব্রতের বিধ্যুপযুক্ত প্রতিষ্ঠাকালে কাহার প্রতি কি দক্ষিণান্ত হয় অবিলম্বেই জনপদে প্রতিপন্ন হইবেক, এইক্ষণে সর্ব্বাবয়বে বোধ হয় বিচার নিষ্পাদকযুগলে পোলীসাধ্যক্ষ দোষাশ্রিত মহাশয়গণের তথা তদধীন কর্ম্মকারি প্রভৃতির অপরাধ ভিন্নাভিধান সাক্ষ্য নিচয়ের প্রব্যক্তানুবন্ধনানুসারে স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপ হইয়া ধর্ম্ম বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এই এক ভরসা মাত্র করিয়া সকলে সুবিচার প্রার্থনায় পরমেশ্বরকে আবাহন পুরঃসর মৌনাবলম্বনে রহিয়াছেন, ফলত সর্ব্বতোভাবে অনুরোধ হইতেছে সারগ্রাহি কমিস্যনর মহোদয়েরা অত্র নগর নিবাসি জনগণের হৃদয়সিন্ধু মন্থনে সুধাপানানন্দিত হইবেন এবং শত্রুপক্ষে গরল প্রদান সরল মোহন বেণু সাধারণকে সমর্পণ বিধেয় করিয়াছেন তাঁহারা যাবজ্জীবন পুরুষাবলীক্রমে তাঁহারদিগের গুণানুকীর্ত্তন বংশীধ্বনি করিতে সানন্দিত থাকেন, অধুনা উক্ত কমিস্যনর উভয়ের পোলীস সংক্রান্ত মালিন্য পরিষ্কার হেতু সমধিক শ্রম দৃষ্ট হকীউলিজের কীর্ত্তি সামান্য অনুভূত হয়, অতএব তদতিরিক্ত কীর্ত্তি প্রকাশ করতঃ "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" হইলেই সাধারণের অসেচনক ফল লাভ হইবে, কিন্তু উত্তরপক্ষে শঙ্কা হয় জাতু স্বজাতির স্বাভাবিক স্নেহানুবর্ত্তনে বিচার স্খলিত হইবায় সাধারণ লোকেরা পরম মঙ্গলে নৈরাশ্য হইলেও হইতে পারেন, কেন না জ্ঞাতি গোত্রের নিগূঢ় সম্বন্ধপাশ প্রমোচন অতি দুরূহ, সুতরাং এমত স্থলে পূর্ব্বপক্ষের সর্ব্ব সম্ভাবনা দেখিতেছি তবে বলা যায় না ধর্ম্মাত্মা কালবিন মহাশয় ন্যায় প্রবীণ যদি স্বজাতির প্রচরদ্রূপ পক্ষপাতিত্ব দৃঢ় সংস্কার হইতে বিরল হইতে পারেন, তবেই চিরস্মরণাসনে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন, নতুবা পোলিস যথা পূর্ব্বং তথা পরং বিচার হইলে দেশ প্রদেশ অপবাদে পরিপূর্ণ হইবেক অর্থাৎ এইক্ষণেও সর্ব্বারম্ভে বলিতেছেন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া আদ্যোপান্ত প্রসিদ্ধই আছে এবম্প্রকার উত্তরপক্ষ হইলে গণতা কুনিন্দান্দোলন পূর্ব্বক নগরবাসি সমস্ত লোক গবর্ণমেণ্টকে স্ব২ বসতি উৎসর্গ করিয়া দিয়া সুতরাং স্থানান্তরে গমনের উপক্রম করিবেন, কারণ এই যে মন্ত্র তন্ত্র ও কাঁদুনি গাইয়া বিবর হইতে কালসর্পকে বাহির করা গিয়াছে, বিষদন্ত বিনাভঙ্গে গর্ত্তে পুনরাবর্ত্ত হইলে এই সমস্ত জিঘাংসা সময় পাইয়া অবশ্য সফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইবেক, এবং জনগণের অনিষ্ট সম্ভাবনায় ও অত্যাচারে বরং বহুতর প্রসুয়াশ্রয় করিলে কি সাধারণের শ্রেয়ো হইবেক, তথাহি সুবোধ কমিস্যনরোভয়ের নিগূঢ়ানুসন্ধান অথবা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার হইতে এবার পরিত্রাণ দুষ্কর দেখা যাইতেছে, কেন না পোলিসের ঋণগর্ত্তের সঞ্চার যিনি করিয়াছেন তিনিই সাক্ষ্য প্রবাদ প্রবন্ধে স্বয়ং সমাগত হইয়া তত্তাবৎ ব্যভিচার উপচার করিলেন, এবং ১৮২৩ সালের প্রণীত ৭ সংখ্যক বিধির আলিঙ্গনে প্রত্যুত নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়া নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে তাবৎ প্রব্যক্ত করিয়াছেন, পূর্ব্ব এমত স্থিরাবস্থা ছিল বাবু মতিলাল শীল সাহেব ক্রয়ের ব্যাপার কমিস্যনরদিগের সকাশে কদাচ প্রকাশ করিবেন না, যাহা হউক, পরিতাপের বিষয় এই যে তিনি শ্রীপতি উদ্ভাবিত বিধি ব্যত্যয় সমাচার কহিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাকে উপরোধ করি তিনি একবার ঐ নিয়মে আলস্য খণ্ডন করিয়া দৃক্পাত করিলে পোলিসের সহিত যোগাভিসন্ধির ফলোৎপত্তি বিলক্ষণ অধিগতা হইতে পারিবেন, অপিচ বাবুর অধমর্ণ মহাশয়েরা সেই প্রসব বেদনায় এইক্ষণে কি কষ্ট না পাইতেছেন এবং তাঁহারদিগের এই দুরাচার পরীবাদ দেশ বিদেশে অভিব্যাপ্ত হইতেছে, এবং আপামর সাধারণ সকলেই ধিক্কার করিতেছেন, এইকারণ উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ সকল উভয় পক্ষেই "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন", পূর্ব্বে অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া কর্ম্ম সংকল্প করিলেকেহই এতাদৃশ মনস্তাপ পাইতেন না, দেখা যাউক কমিস্যনর মহাশয়েরা এতাবত্তাবিচারে কি করিয়া উঠেন, তাহা হইলেই সম্পাদক মহাশয়দিগের লেখনী চঞ্চুপুট বিগলিত সুধা বা গরল পানে কমিস্যনর মহাশয়েরা হর্ষ অথবা বিষাদ প্রাপ্ত হয়েন অধুনা তাহার কোন সূত্রই অবধারণ হইতে পারে না। ইহাতেই বোধ হয় উপরে একজন ধর্ম্ম আছেন, ইহা কেহ বিবেচনা করেন না, দীন হীন নিচারার্থি লোকেরা যে পোলিসে অবিচারে অসীম দুঃখ পাইয়াছে তাহারদিগের মন্যু কোথায় যাইবে, অতঃপর সন্দীপন হইল সংসারে চিরকাল একভাবে কিছুই থাকে না, সময়ানুক্রমে সকলই বিবর্ত্ত হয়, ফলত রাজা প্রজা যিনি হউন বিবেচনা শূন্য হইয়া চলিলেই শঙ্কটাবর্ত্তে পতিতহইতেহয়, দৈবের বিচিত্রা গতি, কখনই কোন কর্ম্ম কপট কপাটান্তরিত থাকে না, কখন না কখন লোকালোকে প্রকাশ পায়, পণ্ডিতাভিমানি পোলিস স্বামিরা কি জানেন না যে অভোক্ষ্যভোক্ষণ করিলে মুখোদ্ভব দুর্গন্ধ বিস্তার হয়, সম্পাদক মহাশয়, এই দৌর্গন্ধ্য কি অদ্যাপি গঙ্গাপারের সম্পাদক মহাশয়ের নাসাগ্র ব্যাপ্ত হয় নাই অথবা কি নাসিকা বিবরাবরোধ করিয়া স্বজাতির কলঙ্ক তাঁহার বাগিন্দ্রিয় সংযম করিয়া রাখিয়াছে, এই সমুদায় তাঁহার জাতির বৈশিষ্ট্য সমাচার বিশেষত অত্রত্য অপভ্রংশ সম্বাদ পত্রে অনুরাগ হইলে তিনি সর্ব্বদা দুরালাপ বলিয়া থাকেন সে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে, এইক্ষণে তাঁহার স্বকীয় সমাচার পত্র দুন্দুভি যন্ত্র নিস্বনে স্কন্ধে রাখিয়া কেন মৌনী হইলেন, এই সময়ে তাঁহার দ্বারা পোলিসের রঙ্গ বাদ্য শুনিতে বাসনা করি, কেননা তিনি সময়ে২ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর সুরঙ্গ বাদ্য বাদনে অনেক লোকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিবেন তাঁহার প্রকাণ্ড গৌরব কাণ্ড প্রকাশ করণের মুখ্য কাল বিফল যাইতেছে।

কস্যচিৎ ভাস্কর পাঠকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার রাজাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জূ রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৭ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২১ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ৬ ভাদ্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা সমাচার পত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন।

গত রবিবার বেলা তৃতীয় ঘটিকার পরে "ওরিএণ্টল সেমিনরি" নামক বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের যে সভা হইবার কল্পনা ছিল দেবতার দুর্যোগ প্রযুক্ত সকল সম্পাদক মহাশয় দিগের অনাগমন হওয়াতে তৎসভা হয় নাই, অতএব স্থির করা গিয়াছে যে আগামি বুধবার ৭ ভাদ্র সায়ংকালে সাত ঘটিকার সময় পুনর্ব্বার সভা হইবেক, উক্ত সভায় পোলীসের রীতি নীতি সংশোধনের বিষয় বিবেচনা করণানন্তর এতদ্দেশীয় ধনি বাসিন্দা মহাশয়দিগের এক সভা করণের উদ্যোগ করা যাইবেক, অতএব নির্ণীত সময়ে সম্পাদক মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ে আগমনানন্তর দেশোপকারি কার্য্যের বিষয় উৎসাহ প্রদান করিতে মনোযোগী হইবেন। শ্রীঠাকুরদাস বসু।

দুর্জ্জনদমন মহানবমী সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

সম্বাদ ভাস্কর

অদ্য বাসরীয় ভাস্করের প্রথমাংশে দুর্জ্জনদমন মহানবমী সম্পাদক শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস বসুর নামাঙ্কিত যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইল বাঙ্গালি সমাচার পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা ইহাতে বিশেষ রূপে দৃষ্টিপাত করিবেন এবং বিজ্ঞাপনোদিত নিয়মিত সময়ে ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যামন্দিরে সকল সম্পাদক আসিবেন, ঠাকুরদাস বসু স্বকীয় লাভাশয়ে সম্পাদক মহাশয় গণকে নিমন্ত্রণ করেননাই, সাধারণ মঙ্গল কার্য্য যাহা সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের চির প্রার্থনীয় তৎ সম্পন্নার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এমত বিষয়ে ঠাকুরদাস বসুর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য বা আলস্য করিলে বিজ্ঞবর সম্পাদকমহাশয়েরাই নিন্দনীয়হইবেন, আমরা গতবৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্করে সম্পাদকদিগের সভা করণের বিশেষ কারণব্যক্ত করিয়াছি, এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়, অরুণোদয়াদি পত্রেতেও ইহার স্পষ্টার্থ প্রকাশ হইয়াছে বিশেষতঃ পূর্ণচন্দ্রোদয় হইতে অনুবাদ পূর্ব্বক ইংরেজি সমাচার পত্র সম্পাদকেরা স্ব২ পত্রে এই বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন অতএব এতদ্দেশীয় সম্পাদক মহাশয়েরা এবিষয়ে আলস্য করিলে ইংরেজ সম্পাদকেরা যাহা বলিবেন তাহা যেন স্মরণ করেন।

কলিকাতানগরীয় পোলীসেরগোলমাল একপ্রকার শেষহইল, কমিস্যনরমহাশয়েরা আর প্রকাশ্যবৈঠককরিবেননা, সাক্ষ্য বাক্য যাহা শ্রবণ করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, তৎপরে গবর্ণমেণ্ট হৌসের মহাপুরুষেরা যাহা করুন, আমরা বোধকরি এবারে বড় গণাগণী চালাইতে পারিবেন না, তাহার সুযোগ থাকিলে পেটন সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগের প্রার্থনা করিতেন না, এই প্রার্থনার পূর্ব্বে তাঁহার বন্ধু হেলিডে সাহেবকেও অবশ্য জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন, যাহা হউক, পেটন সাহেব পোলীস হইতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচেন সেই প্রার্থনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার আর একটি কর্ম্ম অর্থাৎ যেমন পোলিসের প্রধান মাজিস্ত্রেটি করিয়াছেন তেমনি কলিকাতা নগর শোভাকারি কমিস্যনরদিগের টেক্কা হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিবেন কি যবস্থবে রাখিয়া দিবেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িব না পেটন সাহেব কমিস্যনরি কর্ম্মে নগরশোভার বিষয়ে এতকাল কি করিয়াছেন, যদিও কমিস্যনরি কার্য্যে তাঁহার উত্তর দিবার পথ আছে, নগর পরিষ্কার পথ পরিষ্কার, টাটী পরিষ্কার, নর্দ্দমা পরিষ্কার, এবং ময়লা ফেলা গাড়ি, গরুর বিচালী, কোথায় কোন পায়খানা হইতে ময়লা বাহির হইয়াছে ইত্যাদি দর্শন তাঁহার প্রতি অর্পণ হয় নাই তিনি গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় প্রধান কমিস্যনর হইয়াছেন, কর্ম্মস্থলে যান, না যান, কোন কর্ম্ম করুন, না করুন, গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিবেন, কলিকাতাবাসিদিগের কোন ক্ষমতা নাই তাঁহার কমিস্যনরি কর্ম্মের হিসাব চাহেন, তথাপি আমরা ধরিতে তাঁহাকেই ধরিব, ঝড় লাগিতে বড়গাছেই লাগে, শিয়ালকাঁটা, কাঁটানটে প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকলকে ঘৃণায় স্পর্শ করে না, অতএব পেটন সাহেবের অধীন কমিস্যনরগণ যাঁহারা নগর পরিষ্কার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা যথার্থরূপে তাহা করিয়াছেন কি না পেটন সাহেব কি কোন দিবস অনুসন্ধান লইয়াছেন, যদি অনুসন্ধান না লইয়া থাকেন তবে কি বুঝিয়া নগর পরিষ্কারকারি কমিস্যনরদিগকে বেতন দিলেন, টাক্স সংগ্রাহক কর্ম্মচারিদিগের খাতায় মাসে২ কমিস্যনরদিগের বেতন ব্যয় লেখা যায়, তদনুসারে কি আমরা কর্ম্মের হিসাব চাহিতে পারি না, এক বৎসর আট মাস হইল কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হইয়াছেন ইহার মধ্যে নগর শোভার কি করিয়াছেন, আমরা উচ্চস্বরে বলিতেছি নগরশোভার কর্ম্ম পোলীসের হস্তগত কালীন কলিকাতানগর বরং উত্তম ছিল, কমিস্যনরেরা তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া নগরের শোভা দূর আভা পর্য্যন্ত নিষ্প্রভা করিয়া ফেলিলেন, কমিস্যনরেরা মুখ তুলিয়া বলুননা শুনি কলিকাতার মধ্যস্থ কোন্ পথ ভাল রাখিয়াছেন, কোথায়২ পূর্ব্বের মত আলো দিয়াছেন, কোনপাড়ার কোন্ টাটী পরিষ্কার করিয়াছেন, কোন্ পথ হইতে নর্দ্দমার ময়লা, টাটীর ময়লা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন, রাজধানীস্থ লোকেরদের ঘাড়ে শমন দিয়া টাক্স লইয়া কেবল উদরে ফেলিয়াছেন অথচ স্বীকৃত কার্য্যের কিছুই করেন নাই, অতএব নগর বাসিরা যদি পেটন সাহেবকে ধরিয়া বৈসিয়া কর্ম্মের হিসাব চাহেন তবে পেটন সাহেব কি বলিয়া সন্তুষ্ট করিবেন, উক্ত সাহেব প্রজাপক্ষীয় কমিস্যনরগণ

কেযদিআজ্ঞাবাহক জ্ঞানকরেনতথাপি আমরাজিজ্ঞাসাকরি তাঁহার আজ্ঞাবাহকেরা প্রকৃতরূপে টাটীপ্রভৃতিপরিষ্কার করেন নাই তবে তাঁহারদিগকে কিজন্য বেতন দিলেন, আমরা কি একবারের স্থানে সহস্রবার বলিয়াও গবর্ণমেণ্টের কৃপাকর্ষণ করিতে পারিব না, রাজার সহিত আমারদিগের সম্পর্ক অধিক কি কমিস্যনরগণের সম্পর্ক অধিক, আমরা প্রজা, রাজার স্নেহ প্রজাতেই পর্য্যাপ্ত হয়, কমিস্যনরেরা অকর্ম্মণ্য ভৃত্য, অদ্য আছেন কল্য যাইবেন, তাঁহারদিগের প্রতি রাজ্যেশ্বরের স্নেহের বিষয় কি, বিশেষতঃ কমিস্যনরদিগের মধ্যে কেহ ঋণী কেহদরিদ্র এইরূপইপ্রায় সকল, এইসকললোক নগরশোভার কমিস্যনর হইয়াছেন কি লজ্জার কথা, গবর্ণমেণ্ট ইহাঁরদিগের রিপোর্টও গ্রহণ করেন, ইহাতে সাধারণ মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অবিবেকতা ব্যতীত আর কি প্রকাশ পায়, অতএব আমরা প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট নগর শোভাকারি কমিস্যনরদিগের উপর কমিস্যনর স্থাপন করিয়া একবার বিবেচনা করেন, তাহা হইলেই স্পষ্ট প্রকাশ হইবে আপনারদিগের ধন অপব্যয়ে বিনষ্ট করিতেছেন, দরিদ্র লোকেরা পরাক্রান্ত পদে স্থাপিত হইলে পদের গৌরবে কি করেন গবর্ণমেণ্ট কি তাহা জানিতে বক্রী রাখিয়াছেন, জানিয়া শুনিয়া অসম্ভ্রান্ত দরিদ্রগণকে সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত করেন এবং তাহাতে প্রজার অনিষ্ট হয়, এই কারণ আমরা কলিকাতার কমিস্যনরদিগের বিপক্ষে লিখিতে আরম্ভ করিলাম, ইহার পরে কমিস্যনরগণের অন্যায়াদির বিবরণ তাবৎ প্রকাশ করিব, এইক্ষণে কমিস্যনরেরা জ্ঞান করুন আমরা তাঁহারদিগের কার্য্যানুসন্ধানার্থেও লোক নিযুক্ত করিয়াছি।

পোলিস কমিস্যনরদিগের বৈঠকের বিবরণ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

প্রশ্ন। নূতন পোলীসের কোন অন্যায়াচার কি তোমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

উত্তর। দুই বিষয় আমি স্বয়ং জানিয়াছি, এক এই যে প্রায় ৬। ৭ মাস গত হইল বড়বাজারের এক জন দালালের ঘরে চুরী হইলে সেব্যক্তি তাহা পোলীসের গোচর করে, তাহাতে গঙ্গারামের প্রতি তদনুসন্ধানের ভারার্পণ হইলে অভিযোজ্য ব্যক্তি গঙ্গারামকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দেয়, এই জন্য উক্ত বিষয় আর বিচারে উপস্থিত হয় নাই, এবং দ্বিতীয় অত্যাচার এই যে আমার একজন দরওয়ানের একটা পোনি ঘোড়া ছিল তাহা এক জন ইনস্পেকটর ক্রয় করিতে চাহে কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতার মূল্যে ঐক্য হয় নাই এই কালে অপর এক ব্যক্তি ঐ ঘোড়া তাহার সম্পত্তি বলিয়া তজ্জন্য পোলিসে অভিযোগ করে, ইহাতে আমার দরওয়ান ভীত হইয়া ঐ ইনস্পেকটরের কথিত মূল্যে উক্ত অশ্ব বিক্রয়করিতে স্বীকারপাইলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তৎপরে সেই মূল্যেই ঐ ইনস্পেকটর সে পোনি ক্রয় করে, সে ইনস্পেকটরের নাম আমি জানিনা।

ডাম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। তুমি কি জান এতন্নগরবাসিরা পোলিসের প্রতি বিরক্ত আছেন যদি তাহাই হয় তবে এই বৈরক্তির হেতুই বা কি।

উত্তর। ইনস্পেকটরেরা মূর্খ ও এতদ্দেশের আচার ব্যবহারানভিজ্ঞ এবং উৎকোচগ্রাহীবিধায় লোকেরা পোলিসের প্রতি বিরক্ত আছেন।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তোমার অংশের ইনস্পেকটর সকালের বিষয় একত্রে বলিতে হইলে তাহারা সচ্চরিত্ররূপে ব্যাখ্যা যোগ্যহইতে পারে।

উত্তর। না, তবে কেহ২ ভালবটে।

প্রশ্ন। যাহারা ভাল তাহারদিগের নাম কি, এতৎশ্রবণে সুখোদয় হইবেক।

উত্তর। জোড়াবাগান থানার ইনস্পেকটরের সুখ্যাতি শুনিয়াছি তাহার নাম জানি না, মেকানা সাহেবের ও সুখ্যাতি কথিত হয়।

ডেম্পিয়র সাহেবের প্রশ্ন। পোলিস মাজিষ্ট্রেট সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অপর কর্ম্মচারিরা এতদ্দেশীয় কোন লোকের নিকট ঋণী থাকা কি রাষ্ট্র আছে।

উত্তর। প্রচার এইরূপ মেজর বর্চ, মাষ্টর পেটন, মাষ্টর মেকান ইহাঁরা বাবু মতিলাল শীলের নিকট দায়ী আছেন, এবং হিক সাহেব বাবু আশুতোষ দেবের অধমর্ণ এবং ইহাও কথিত হয় বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পেটন সাহেবের উত্তমর্ণ।

প্রশ্ন। নগরে কি এমত অনুমিত হয় বাবু মতিলাল এই কর্জ দিয়া পোলিসে অবৈধ প্রভুত্ব করেন।

উত্তর। এরূপ প্রচার বটে কিন্তু আমি তাহা জ্ঞাত নহি, প্রত্যুত ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত জানি, যথা একবার বাবু মতিলাল শীল আপন প্রতিবাসিগণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের এক পুষ্করিণী আপন বাটীর সামিল করণাভিপ্রায় করেন তাহাতে পেটন সাহেব সম্মত হয়েন নাই, দ্বিতীয় বিষয় এই যে বাবু মতিলাল আপন ঘাটে গঙ্গাস্নায়ী হিন্দু স্ত্রীগণের জন্য এক আবর্ত্তন নির্ম্মাণ করণাভিপ্রায় করিয়াছিলেন তাহাতে পেটন সাহেব প্রতি বাদী হয়েন এবং কোন কর্ম্মান্তরে বাবু পেটন সাহেবের সাক্ষাৎ পান নাই ইহাও তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি।

প্রশ্ন। ভাল কথিত প্রভুত্ব থাকাতে বিচারে বা পোলিসের একজিকিউটিব কর্ম্মে কখন কোন আঘাত উপস্থিত হইয়াছে এমত উদাহরণ জান।

উত্তর। জানি না।

ডাক্তর বাবু দ্বারকানাথ গুপ্তের জোবানবন্দী।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। আমরা শুনিয়াছি রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায় মাষ্টর ফেরল সাহেবকে যে বগী গাড়ী দেন তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত তুমি জ্ঞাত আছ, অতএব যাহা জান ব্যক্ত কর।

উত্তর। রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায় আমাকে বলেন তাঁহার নামে এক খানা পোলীস ওয়ারেণ্ট হইয়াছিল তাহা কোন প্রকারে ফেরল সাহেবের হস্তগত হয়, আমার বোধ হইল ফেরল সাহেব ঐ ওয়ারেণ্ট প্রকাশ করেন নাই এই কারণ রাজা ফেরল সাহেবকে কথিত বগী দিয়াছেন, এক দিন রাজার পীড়িতাবস্থায় আমি তাঁহাকে দেখিতে যাই তৎকালে কথোপকথনে শুনিলাম দুইজন সারজন তাঁহাকে ধৃত করিতে আসিয়াছিল কিন্তু দেখা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, এই বাক্যালাপ কালে ফেরল উপস্থিত হইয়া কহিলেন রাজা এই দেখ ওয়ারেণ্ট আমার হস্তে আসিয়াছে আপনি নির্ভয়ে বৈকালিক বায়ু সেবনার্থ বহির্গমন করিবেন, অতঃপরেই আমি তথা হইতে বিদায় হই, এবং তৎ পরদিন অথবা পর পর দিন আমাকে রাজা কহেন ফেরল সাহেব অদ্য বিকালে আসিয়াছিলেন বগী গাড়ী লইয়া গিয়াছেন, রাজা ঐ গাড়ীর মূল্য আনুমানিক ৪০০। ৫০০ টাকা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং তাহা উত্তমাবস্থায় ছিল, আমি রাজাকে এবং ফেরল সাহেবকে ঐ গাড়ী আরোহণ করিতে দেখিয়াছি, ফেরল সাহেবকে দিবার পূর্ব্বে ঐ গাড়ী দেখিয়াছিলাম এবং যখন তাহা নূতন ক্রয় করা হয় তখনও দেখিয়াছি, রাজা তৎকালে কহেন তাহা এক সহস্র মুদ্রায় ক্রীত হইয়াছে, রাজার শেষ ব্যবহার কালে কিঞ্চিৎ পুরাতন হইয়াছিল, ঐ বগী মেরামত এবং মেরামত করা উভয় অবস্থাতেই আরোহণ করিতে ফেরল সাহেবকে দেখিয়াছি।

আমাকে ফেরল প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে ইহা আমার বলা উচিত আমি ইতিপূর্ব্বে এক বার ফেরলের বিপক্ষে পোলিসে অভিযোগ করিয়াছিলাম, তৎকারণ এই যে ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে এক দিন আমার গাড়ী চীৎপুর রাস্তায় থাকায় একজন চৌকীদার তাহা নিকটবর্ত্তি সেক্‌সনহৌসেটানিয়া লইয়া যায় ইহাতেআমিফেরল সাহেবেরসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঐ চৌকীদারের কথায় নির্ভর করিয়া আমার প্রতি বৈরক্ত্য প্রকাশ পূর্ব্বক কহেন তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ অপমানিত হইবে এতৎ শ্রবণে আমি তৎকালে বিদায় হইয়া পরে হিক সাহেবের নিকট তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ করি কিন্তু তাহাতে হিক সাহেবের মনোযোগাভাবে আমি পেটন সাহেবের সমীপে বিচার প্রার্থনার অভিপ্রায় করিয়াছিলাম, তাহাতে জনেক বন্ধু আমাকে বচ সাহেবের নিকট অভিযোগ করিতে উপদেশ দেন, তদনুসারে আমি বর্চ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করি, ইহাতে তিনি বলেন ফেরল বোম্বাইহইতেউত্তম অনুরোধপত্রলইয়া আসিয়াছেবিশেষত তাহার এই প্রথম দোষ প্রকাশ হইয়াছে অতএব আমি তাহাকে ভবিষ্যতে সতর্ক হইতে আদেশ করিব, তুমি কল্য আসিবা, ইহাতে আমি পর দিবস বর্চ সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইবায় তিনি ফেরল সাহেবকে ডাকেন, এবং ফেরল আগত হইয়া আমাকে মিনতি পূর্ব্বক বলেন তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই, এবং আমাকে অসুখী করিবার অভিপ্রায় রাখেন না এতচ্ছ্রবণে আমি সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হই।

এতৎ শ্রবণে ফেরল সাহেব আগত হইয়া কমিস্যনর মহাশয় দ্বয় সমীপে নিবেদন করেন আমি রাজা ব্রজেন্দ্রের বিরুদ্ধ ওয়ারেণ্ট কখনই গ্রহণ করি নাই, পোলিসের রিকর্ড পুস্তকানুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সারজন মেককার্লো মেজর বর্চ সাহেবের আদালতে উপস্থিত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ উপস্থিত থাকে, সমনে হাজির না হওয়াতে যে স্থলে ওয়ারেণ্ট বাহির হয় সেস্থলে আমার কোন কর্ম্ম আবশ্যক করে না, কথিত বিষয়ে আমার হস্তে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় নাই অতএব তাহার ভাল মন্দে আমার কোন সম্পর্ক নাই তবে এবিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম বটে এক বার মমুসহীস ঐ রাজার নামে মারপিটের অভিযোগ করাতে এক খানা সমন বাহির হয় তাহাতে রাজা অনুপস্থিত হওয়াতে মেজর বর্চ্চ সাহেব আমাকে ঐ রাজার নিকট পর্য্যমাদেশ করিয়া তাঁহাকে বলিতে বলেন তিনি তৎ পরদিনে উপস্থিত নাহইলেবারোগজন্য ডাক্তরের সারটিফিকেট না পাঠাইলে তদ্বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবেক, আমি তদনুমতিক্রমে তদ্বৈকালিন টহলের সময়ে ঐ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা বলি, বোধ হয় তৎকালে আমার গুপ্ত বন্ধু ও তথায় ছিলেন, রাজা তৎ পরদিন পোলিসে আইসেন কিনা তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

ডাক্তরের প্রতি ফেরলের প্রশ্ন। ঐ বগী উৎকোচ অথবা সামান্য দানের পর ঐ রাজা পোলিসে নীত হইয়া দণ্ড দিয়াছিলেন কি না বল দেখি।

উত্তর। বোধ হয় একবার দণ্ড দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। তোমাকে কি রাজা বলিয়াছেন তিনি আমাকে ঐ বগী উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করেন।

উত্তর। তাহা স্পষ্ট নহে, কিন্তু তোমার প্রীত্যর্থ দিয়াছেন এমত কহিয়াছেন।

ডাক্তর বাবু গৌরীশঙ্কর মিত্রের জোবানবন্দী।

আমি নিজে পোলিসের কিছু জানি না, তবে পোলিসের একজিকিউটিব সম্পর্কীয় গোরা ও এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণের উৎকোচ গ্রহণ এবং বাঙ্গালি পল্লীতে উৎপাত করণ জন্য সাধারণের বৈরক্তির কথা শ্রবণ করিয়াছি, দুই তিন মাস গত হইল মাধবচন্দ্র বশাখের জনেক সরকার কার্য্যবিশেষে পাতরিয়াঘাটাস্থ সেকসন চৌকি গমন করিতে বাধ্য হওয়াতে তথায় সে অবরোধিত ও প্রহারিত হয়, অবশেষে ঐ বশাখ বাবু পোলিস লোকদিগকে ৪০।৪৫ টাকা দিয়া তাহাকে মুক্ত করেন, অপর বিবরণ এই যে শিবচন্দ্র মিত্র নামক আমার জনেকরাইয়তকহেন জ্ঞাতিবিরোধেতিনি কোন সমপত্তি চ্যুত হওয়াতে জোড়াবাগান থানার পোলিস কর্ম্মচারিগণকে ১৪০।১৪৫ টাকা দিয়াতদ্বিষয় পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন, এবং এইরূপ রাষ্ট্র যে মাষ্টরপেটন ও মেজর বর্চ বাবু মতীলাল শীলের নিকট ঋণী আছেন, এবং ইহাও শুনিয়াছি এই ঋণদানে তিনি পোলিসে প্রভুত্ব করেন কিন্তু এমত কোন উদাহরণ বিজ্ঞাত নহি যেতাঁহার প্রভুত্ব থাকাতে বিচারে বা একজিকিউটিব কর্ম্মের ব্যাঘাত হইয়াছে।

ভ্রম শোধন।

গত প্রকাশিত ভাস্করের ২২৩ অঙ্কিত পৃষ্ঠার চতুর্থ স্তম্ভের ৪২। ৪৩ ছত্রে লিখিত" বিষয়ানুসন্ধানারম্ভ হইয়াছে " ইতি পাঠ পরিবর্ত্তে " বিষয়ানুসন্ধানারম্ভ হয় " পাঠ হইবেক।

বিবিধ সমাচার।

ইংলিসমেন পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল আমারদিগের প্রধান মাজিস্ত্রেট স্বীয় পদ পরিত্যাগের প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাতে টাইমস সম্পাদক ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন উক্ত সমাচার অমূলক।

ইংরাজি পত্রে প্রকাশ হয় হায়দ্রাবাদের নবাব নেজাম তাঁহার নবীন মন্ত্রিকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন তিনি এইরূপে পুনঃপুনঃ রাজমন্ত্রি পরিবর্ত্তন করিলে রাজকর্ম্ম কিরূপে নির্ব্বাহ করিবেন বুঝা যায় না, এই কুরীতি জন্যই যবন রাজাদিগের অনিষ্ট হয়।

কলিকাতা পোলিস কমিস্যনর সাহেবেরা গোপনীয় বৈঠকে গৃহীত সাক্ষ্যাদিবিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু শেষ বৈঠকে ব্যক্ত করিয়াছেন প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার প্রকাশ্য বৈঠক করিবেন এবং সমাচার পত্রে পূর্ব্বে ইহার বিজ্ঞাপন দিবেন।

আমারদিগের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান এবং তৃতীয় বিচারক মহাশয় দ্বয়ই শারীরিক স্বাস্থ্যার্থ বায়ু সেবনার্থ কিয়ৎকালের জন্য বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক জলপথে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুত গবর্ণর বাহাদুর ব্যক্ত করিয়াছেন দেওয়ান মূলরাজকে যাবজ্জীবন জন্য সমুদ্র পারে কোনস্থানে অবরুদ্ধাবস্থায় রাখা যায়, এতৎ কঠিন যন্ত্রণা ভোগাপেক্ষা দেওয়ানজী মরণ শ্রেয়ো জ্ঞান করিতে পারেন।

অল্পজলে গমনাগমনক্ষম বাষ্পীয় তরী নির্ম্মাণ বিলাতবাসিগণের অভিপ্রেত হইয়াছে, পরীক্ষার্থে প্রথমত একখানা জাহাজ নির্ম্মাণ করা যাইবেক তদ্দ্বারা বাণিজ্যের কি উপকার দর্শে তদ্দৃষ্টে পরে ইতি কর্ত্তব্যতা করিবেন, ফল এপ্রকার জাহাজ প্রস্তুতহইলে এতদ্রাজ্যের অনেক স্থলে ব্যবসায় বৃদ্ধি হইবেক সন্দেহ নাই অতএব এমত শুভ বিষয় দর্শনার্থ আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম, নূতন তরী পঞ্জাব রাজ্যের ক্ষুদ্র২ নদী সকলেতেও গমনাগমন করিতে পারিবেক।

ইংরেজি পত্রে বিদিত হইল পঞ্জাব রাজ্যের পথ ঘাটাদি প্রশস্তকরণ ও খাল খনন ইত্যাদি ব্যাপার নিষ্পন্নার্থ শ্রীযুত গবরণর জেনরল মহাশয় বার্ষিক৫লক্ষমুদ্রা ব্যয়ানুমতি করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অল্প ব্যয়ে এতৎ মহৎ ব্যাপার সমাধা হইবার নহে অতএব প্রথমানুষ্ঠানে উপকার দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত বড় মহাশয় ব্যয় বাহুল্য বিধান করিবেন এমত প্রত্যাশা করা যায়।

সাধারণ মঙ্গলার্থি শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক আরাধ্যপ্রপদেষু।

যদি ঘৃণা না করেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নে লিখিত কয়েক পংক্তি সংশোধন পূর্ব্বক ভাস্করে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক পাঠশালা স্থাপনাবধি তৎ সপক্ষ বিপক্ষ অনেক পত্র মহাশয়ের ভাস্করে দৃষ্টি করত অধুনা ৪০ সংখ্যক ভাস্করে কস্যচিৎ ত্রিপরানিবাসিনঃ ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রথমত বিদ্যার মহিমা বর্ণন দ্বিতীয় স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূলবাদিদিগের ভাস্তবদ্ধ নাদ করিয়া মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতদর্শাইয়া স্ত্রীশিক্ষা দেশের মাঙ্গলিক ব্যাপার এবং তাহাতে সকলকে সাহায্য এবং যত্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এজন্য তাঁহার ধন্য করিলাম কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি মৃত রামমোহন রায়ের সময়াবধি একালপর্য্যন্ত বঙ্গদেশস্থ যত হিন্দু হিন্দু এবংমিসনরি কালেজ প্রভৃতি চাতরে পড়িয়া পড়িয়া শুনিয়া অগাধ বিদ্যা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে কি তাঁহার মন উঠিল না এখন যে সকল ভদ্রসন্তান যৎকিঞ্চিন্মাত্র হিন্দু ধর্ম্মসূত্রে গ্রন্থিত থাকিয়া কোনক্রমে কালযাপন করিতেছে তাহাদিগকে তাহাদিগের বালিকাগণ বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা পীযূষাভিষিক্ত করিবেক ইত্যাদি প্রলোভ দর্শাইয়া যে সকল হিন্দু বালিকাগণ জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত বাটীর বাহির গমন করে না এবং চন্দ্রসূর্য্যাদির কিরণ যাহারদিগের অঙ্গ কুচিৎ স্পর্শ করে তাহারদিগকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিলেই কি তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, হা, জগদীশ্বর, কালেতে কতই করিলেন, বেদ বেদান্ত শ্রুত্যাদি যে দেশের অধ্যয়ন, যাগ জপ হোমাদি যেদেশের মুখ্যকর্ম্ম, ফল মূলাদি যেদেশের আহারছিল, সেইদেশে ব্রাহ্মণদিগের সজ্জরি, মিডওয়াইফরিচিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ম্লেচ্ছাদি নীচজাতিসহ অভক্ষ ভক্ষণ প্রভৃতি হইয়াও ক্ষান্ত নহেন, পুনরায় ভদ্র ব্যক্তিদিগের কুলবালা লইয়া টানাটানী, সম্পাদক মহাশয়, ইহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগে স্বীকার্য্য বিদ্যারত্ন অমূল্য, বিদ্যাহইতে জ্ঞান, জ্ঞানাৎ ধ্যান এবং ধ্যানে মোক্ষ লব্ধ হয়, কিন্তু সে বিদ্যা কৈ, স্ত্রীলোকাপেক্ষা পুরুষের স্মারকতা ধারকতা বুদ্ধির প্রখরতা এবং মেধা অধিক, পুরুষ নীতিজ্ঞ ধার্ম্মিক এবং বিবেচক এবং ইংরেজ পাঠশালায় নানা দিগ্‌দেশীয় পুরাবৃত্ত নীতিশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি নিয়ত পাঠ করিয়া বিবিধ বিদ্যায় বিদ্বান হইয়াও কেহ পাপকর্ম্মে বিরত হইতে পারেন নাই অর্থাৎ স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যক্ত, অখাদ্য ভক্ষণ, সন্ধ্যা

দি নিত্য কর্ম্ম বর্জ্জন পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যদি কহেন তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানির মতাবলম্বী এসকলকে পাপ জ্ঞান করেন না তদুত্তর এই যে তাঁহারা ব্রাহ্মও হইতে পারেন নাই যেহেতুক "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ,, ইহার কিছুই তাঁহারা করেন না, নিন্দা করিলে বিরাগ প্রশংসায় অনুরাগ প্রকাশ না করেন এমত ব্যক্তি কে আছেন, কামাদি রিপুগণকেই বাকে বশীভূত করিয়াছেন তবে মধ্যে২ এক২ সোসাইটী করিয়া কেহ সভ্য কেহবা বক্তা হইয়া বক্তৃতা দ্বারা জানাইয়া থাকেন তাঁহারা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দীন দুঃখির দুঃখে কাতর এবং দরিদ্রদির দারিদ্র্য নিবারণ কর্ত্তব্য কিন্তু বাস্তবিক কে কাহার উপকারার্থে অঙ্গুলী উঠাইয়া থাকেন, সম্পাদক মহাশয়, বিবেচনা করুন যাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সাধ্যেতে দেশের মঙ্গল ঘটনা সম্ভাবনা তাঁহারাই অর্থাৎ পেটের পুতে বড় করিলেন, এখন বালিকাগণকে দুই একটা চাণক্যের শ্লোক শিক্ষা দিয়া দেশের মঙ্গলোন্নতি বৃদ্ধি করিবেন, প্রকাশ্য পাঠশালায় বালিকা পাঠাইলে কেবল মদ্য মাংসাদি মহার্ঘ এবং বঙ্গদেশে স্বৈতবর্ণ সন্ততি উৎপত্তির সেতু হইবেক মাত্র অতএব পত্র প্রেরককে মিনতি করি তিনি দেশের এরূপ উন্নতি চেষ্টায় ক্ষান্ত হউন ইতি ১৮ শ্রাবণস্য।

কস্যচিৎ যথার্থ হিন্দোঃ।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৩ আগষ্টবৃহস্পতিবারবেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার জানবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১০৮ নং যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম ঘর তাহাতে রাইয়ত বিলি আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ১২৴ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে যুগল মানার ও অন্যান্যের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। উত্তরদিগে মেং বেলো ও অন্যান্যের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে রামগোবিন্দ বিশ্বাসের ও অন্যান্যের ভূমি।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার কলিঙ্গার মেন্দি বাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ১৭৴ শতেরো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে বৃজনাথ মিত্রের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে সমসের খাঁর ও অন্যান্যের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে কোম্পানির নরদামা। এবং দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা।

৩ দফা। এবং সহর কলিকাতার শ্যামপুকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি যাহা হাতিবাগান বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে এবং অনেক বৃক্ষ ও চারিটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ৬০৴ ষাইট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মধু সরকারের এক খণ্ড ভূমি পূর্ব্ব দিগে কাশী বসুর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে কোম্পানি বাহাদুরের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা।

৪ দফা। এবং সহর কলিকাতার বাবু বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ও তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ২৴ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে উদয়চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে গলি। উত্তর দিগে যুগলদাসের বাটী ও ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে নবু দত্তের ও রসিকলাল দত্তের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তেতালা ইষ্টক নির্ম্মিত নহবৎ খানা এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে হলধর মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। উত্তর ও দক্ষিণ দিগে রাস্তা। এবং পশ্চিম দিগে সনাতন বড়ালের এক খণ্ড ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৩ নং এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতী বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ১৴ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিগে গলি। এবং দক্ষিণ দিগে বিশ্বম্ভর লাহার বাটী ও ভূমি।

৭ দফা। এবং জিলা চব্বিশ পরগনার পরগনে মাগুরার চান্দিজোর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে তিন মৌজা আছে অর্থাৎ মৌজা নিশ্চিন্তগড়। মৌজা পিকরা, মৌজা দুর্গাপুর এবং তাহার সঙ্গে যে এক কাছারী বাটী ও অনেক খড়ুয়া ঘর আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৷৪ নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনে শাহানগরের বড়বড়ে নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক তালুক তাহাতে ১৭ মৌজা আছে বিশেষতঃ মৌজা ঈশ্বরপুর, মৌজা সংগ্রামপুর, মৌজা বারিপুর, মৌজা বাবলা, মৌজা বাঁশপাড়া, মৌজা ধনপাতা, মৌজা ধনিসাবাদ, মৌজা পাজপুর, মৌজা মহম্মদপুর, মৌজা আজিমখালি, মৌজা খামারবেড়িয়া, মৌজা বালিগাছা, মৌজা দক্ষিণখালি, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে খড়ুয়াঘর আছে ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলেএই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১ আগষ্ট ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্ববস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বায়গুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৬৮ সংখ্যা ১১ বালিম ইং ১৮৪৯ সাল ২৩ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ৮ ভাদ্র বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগেরসম্পত্তি,এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিয়নৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সুতানুটির বাগবাজারের বোসপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১ নং ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা এবং একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ।৩ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিতকাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীতহইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়ের এক বাটী। উত্তর দিগে ৺ নবচৈতন্য গোস্বামির এক বাটী। পশ্চিমদিগে জয়নারায়ণ বসুর এক পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্বদিগে বসুপাড়ার গলি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নং ৩ কিয়দংশ দোতালা এবং কিয়দংশ একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে রেবতীমোহন গোস্বামির বাটী। উত্তর দিগে উক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়ের এক বাটী। পশ্চিমদিগে উক্ত জয়নারায়ণ বসুর এক পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্বদিগে বসুপাড়ার এক গলি।

৩ দফা। এবং উক্ত সহর কলিকাতা সুতানুটীর শ্যামবাজারের শামিল নং ২ রাইতী যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তর দিগে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের এক বাটী এবং পশ্চিম দিগে সরকারী নর্দ্দমা।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত শ্যামবাজারের গোপীমোহন দত্তের ইষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত গোপীমোহন দত্তের গলিতে নং ২ রাইয়তী যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।০ দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রামসুন্দর কর্ম্মকারের এক বাটী এবং ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের এক বাটী। পশ্চিম দিগে এক গলি। উত্তরদিগে আশুতোষ দেবের ভূমি এবং এক গলি। এবং পূর্ব্বদিগে সরকারী নর্দ্দমা।

৫ দফা। সহর কলিকাতার বাগবাজার ষ্ট্রিটের শামিল নং ১১ যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।০ দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অর্দ্ধেক অংশেতে ও তাহার অর্দ্ধেক অংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধেক অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা। দক্ষিণ দিগে রেবতীমোহন গোস্বামির ভূমি। পূর্ব্বদিগে কেদারনাথ ঘোষের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে ৺ রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১১ আগষ্ট ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ২৩ আগষ্টবৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রেমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব আবদুল গনির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার কলিঙ্গার পিল্ল খানসমার গলীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতিবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বো

ক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলি। পশ্চিম দিগে মৌলবী আবদুল গনির বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে মেং করি সাহেবের ভূমি এবং দক্ষিণদিগে অনরবিল কোম্পানির রাস্তা।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার তালতলার বাজারের ফিরিওয়ালার গলীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২৯।২৪ নং যে একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ৷৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে নীলমনি হরকরার ভূমি। পশ্চিমদিগে সেখ গুজদিনের ভূমি। উত্তর দিগে মহিন্দি সেখের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে কাদেরবক্স মুন্সির ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৯।৪ নং দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ৷৩৷৷৹ তিন কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকার অ সম্পর্ক আছে তাহ উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর এবং দক্ষিণদিগে কেদারবক্স মুন্সির ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি যাহাতে টাইলের ঘর সকল আছে এবং তাহাতে প্রজাবিলী আছে ভূমি অনুমান ৷৩৷৷৹ তিন কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণদিগে উক্ত কাদেরবক্স মুন্সীর ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১১ আগষ্ট ১৮৪৯।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা শ্রবণে আনন্দিত হইলাম গবর্ণমেণ্ট হৌসে জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের গোপনীয় তহবিল যাহার বিষয় এক দিবসীয় ভাস্করে প্রকাশ হইয়াছিল উক্ত স্থানীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাহা রহিত করিয়াছেন, রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ মান্যবর মহাশয়গণ যে সমাচার পত্র দর্শনে আপনারদিগের কর্ম্মস্থল সংশোধন করেন ইহা প্রজাগণের এবং সমাচার পত্র সম্পাদক দিগের পরমাহ্লাদের বিষয়, কিন্তু দুঃখের কারণ এই যে এতদ্দেশীয় কোন২ সম্পাদক সমাচার পত্র সম্পাদক দিগের এই অদ্বিতীয় সম্মানের উপর কলঙ্ক প্রদান করিতেছেন, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে প্রায় এইরূপই হয়, ইউরোপ রাজ্যেতেও মূর্খ লোকেরা প্রথমাবস্থায় এই প্রকার করিয়াছিলেন, পরে তদ্দেশীয় লোক সকল সভ্য হইয়া অসভ্য সম্পাদক দিগের পত্র পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বিলাতে অসভ্য সম্পাদকীয় কার্য্য রহিত হইয়াছিল অতএব আমরা ভরসাকরি এতদ্দেশীয় লোকেরা ও প্রকৃত সভ্যাবস্থায় উপস্থিত হইলে অসভ্য দিগের পত্র সকল দূরীভূত করিবেন।

জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্ট সংশোধন হইতেছে ইহাতে ভারতবর্ষীয় তাবৎ লোক পুলকিত হইবেন অতএব এই সময়ে আমরা তত্রাকার সেকসন লেখক অর্থাৎ ঠিকা কেরাণিদিগের দুঃখের বিষয় নিবেদন করি, কোম্পানি বাহাদুরের অর্থাপহারি বোলেষ্টকে মেং হেলিডে সাহেব সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহাতেই বোলেষ্ট ফিকী ঠিকা কেরাণিদিগের বিলে টাকার অঙ্ক অধিক লেখাইয়া আপনি টাকা অপহরণ করে কিন্তু ঠিকাকেরাণিরা তঙ্কক তা করেন নাই, তাহার এক পয়সাও লন নাই, বরং জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা না বলিলে বোলেষ্টের চুরী প্রকাশ হইত না, বোলেষ্ট আমরণ কাল এই প্রকারে অপহরণ করিতে পারিত, ইহাতে বিবেচনা করিলে ঠিকা কেরাণিরাই গবর্ণমেণ্টের অর্থ রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহারা ভাল করিয়া ও মন্দ হইলেন, অতএব "যে যাহার ভাল করে, সেই তাহার মন্দ চেষ্টা পায়,, এই যে প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে কোম্পানি বাহাদুরের জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞবর কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় দিগের বিবেচনাতে ইহাই সপ্রমাণ জ্ঞান হইতেছে।

বোলেষ্ট সাহেব তস্করিব্যাপারে ধৃত হইলে জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা ঠিকাকেরাণিদিগকে বৈতনিক রূপে নিযুক্ত করিয়া কর্ম্ম করাইতে চেষ্টিত হয়েন, কিন্তু ঐ সকল কেরাণিরা ঠিকা কর্ম্মে প্রতিমাসে যাহা পাইতেন মাসিক বেতন তাহা দিলেন না সুতরাং কেরাণিরাও তাদৃশ পরিশ্রম করিতে পারিলেন না, ইহাতেই অনেক কর্ম্ম পড়িয়া রহিল, ভাষা কথায় বলে, পেটে খাইলে পিঠে সয়,, কেরাণিরা ঠিকারূপে লিখিয়া অধিক টাকা পাইতেন, তৎকালে তাঁহারদিগের বিশ্বাস ছিল যত অধিক লিখিবেন ততই অধিক পাইবেন, এই কারণ গলদঘর্ম্ম হইয়াও পরিশ্রম করিতেন, বৈতনিক হইয়া দেখিলেন তাঁহারদিগের লাভের হানি হইল, অতএব উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া তাদৃক পরিশ্রম করিতে পারিলেন না, হতোদ্যম হইলে লোকেরদের স্বভাবেতেই এইরূপ করে, গবর্ণর বাহাদুর এবং সেক্রেটরি মহাশয়েরা মাসে২ যে বেতন প্রাপ্ত হইতেছেন তাহার ন্যূনতা হইলে কি তাঁহারা উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া পরিশ্রমে শিথিলতা করিবেন না, সেনা সেনানীগণ লুণ্ঠিত ধনের আশা বর্জ্জিত হইলে কি ধর্ম্মগণ্ডা বেতনেরজন্য প্রাণ ত্যাগাঙ্গীকার করিয়া রণস্থলে যাইবেন, বরং জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেকটরাদি যাঁহারা মাসিক বহু বেতনে বদ্ধ আছেন তাঁহারাও নিয়মিত রূপে কর্ম্ম করেন না, গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাতিরা প্রতি মাসে অধিক বেতন প্রাপ্ত হন তথাচ তাঁহারাই নিয়মিত বেতনে তুষ্ট নহেন, অনেকে উৎকোচের দিগে দুই হস্ত পাতেন তবে এতদ্দেশীয় ঠিকাকেরাণিগণ যাঁহারা উপরি লাভে বঞ্চিত আছেন তাঁহারা ঠিকা লিখিয়া প্রতি মাসে যাহা পাইতেন তাহার ন্যূন বেতনে কিরূপে সংপূর্ণ পরিশ্রম করিতে পারেন, জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা কি ভাষা কথা শ্রবণ করেন নাই "শস্তার নানা অবস্থা,, তাঁহারা ঠিকাকেরাণিদিগকে অল্প বেতন দিয়া রাখিবেন, এবং ঠিকা লিখিয়া কেরাণিরা প্রতিমাসে যাহা পাইতেন তাহার অংশ কর্ত্তন করিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করিবেন, কি করিয়াছেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম সমুদ্রের পরপার হইতে পারিবেন না "মাচের তোল মাচ ভাজা হয়না,, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টে রজ্জাতিগণের আহারীয় শূকর ভেড়ার তৈলেতেও শূকর মেষ কাবাব হইত,, ইংরেজেরা তজ্জন্য বিলাত ভারতবর্ষাদি সকল রাজ্যের মাখন মহার্ঘ করিতেন না, অতএব জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের ক[র্ত্তা]রা খ্রীষ্টোপদেশ স্মরণ করিবেন, খ্রীষ্ট আপন শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন "তোমরা যেস্থর অভিলাষ কর অন[্য]কেও তাহাই দিবা,, খ্রীষ্টোপাসক [হ]ইয়াও ইংরাজেরা খ্রীষ্টের সেআজ্ঞা প্রতিপালন করেন না এই কারণ জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের ঠিকা কেরাণিদিগের দুঃখাবস্থোপলক্ষে আমরা কিঞ্চি[ৎ] লিখিলাম, এবং যদি পুরাতন ঠিকা কেরাণিরা সকলেই কর্ম্ম পরিত্যাগ ক[রে]ন তবে জুডিসিলয় ডিপার্টমেণ্টে[র] কর্ত্তারা অস্থির হইবেন ইহাও মনে রাখিবেন।

বিবিধ সমাচার।

আমারদিগের সুপ্রিমকোর্টের মা[ষ্ট]র ডবলিউ পি গ্রাণ্ট, বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পিল সাহেবের দ্বারা স্বীয় কর্ম্মচ্যুত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে বিলাতে অভিযোগ করাতে বিচারপতি মহাশয় অত্র আদালতের সুবিখ্যাত কৌন্সেলী লিথ সাহেব যিনি কিয়ৎকাল গত হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন তাঁহাকে স্বপক্ষীয় কৌন্সেলী নিযুক্ত করিয়াছেন।

এমেরিকা রাজ্যের কেলি ফরনিয়া প্রদেশীয় স্বর্ণাকরে অপরিমিত সুবর্ণ প্রাপ্ত হওন বার্ত্তা সমূলক বর্ণন হইয়া পুনঃপ্রকাশ পাইয়াছে, ঐ খনী হইতে এপর্য্যন্ত বিস্তর সুবর্ণ বাহির হইতেছে, তত্রস্থ রাজপুরুষেরা এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন অন্য কোন লোক তদাজ্ঞা ব্যতীত তৎখনী হইতে ধাতু খনন করিতে পারিবেক না এবং এতৎ আজ্ঞা হেলনের উচিত দণ্ড বিধান হইয়াছে।

কলিকাতা পোলিস কমিস্যনর মহাশয়দিগের পঞ্চম বৈঠকের বিবরণ।

এতদ্বৈঠকারম্ভে কমিস্যনর মহাশয়েরা জিজ্ঞাসা করেন প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেব পোলিসে উপস্থিত আছেন কি না, ইহাতে তত্রাকার কর্ম্মচারিরা কহেন অদ্য হিন্দুদিগের পর্ব্বাহ তদুপলক্ষে তিনি আইসেন নাই তদন্তে মাষ্টর নেখিনিএল বেলাই সাহেবের জোবান বন্দী আরম্ভ হয়।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তুমি কি কর্ম্ম করিয়া থাক।

উত্তর। আমি প্রথমত বাঙ্গাল সেক্রেটরী আফিসে কর্ম্ম করিতাম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট দত্ত তদ্বৃত্তি ভোগ করি।

প্রশ্ন। কহিয়াছ প্রকাশ্য জুয়াখেলা চলিত থাকা বিষয় অবগত আছে তাহা কি রূপ।

উত্তর। খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ার্থ আমি সর্ব্বদা ধর্ম্মতলার বাজারে গমনাগমন করিয়া তথায় জুয়াখেলা দেখিয়াছি, একবার এইসম্বাদ সমাচারপত্রেও পড়িয়াছি, বাজারের পূর্ব্বাংশে আমি এক দিন এক ব্যক্তিকে কহিয়াছিলাম তোমরা যেরূপ অসাবধানে থাক ইহাতে এক দিন পোলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবা, এই কথা বলিয়া গমন কালে অপর একজন আমার নিকটবর্ত্তি হইয়া উত্তর করিল মহাশয় আমরা সে শঙ্কা করি না, আমরা মতিবাবুর লোক, পোলিসের লোকেরা কি করিবে, পোলিস মতিলাল বাবুর অধীন।

প্রশ্ন। এ উত্তর কারী কি একজন জুয়ারী।

উত্তর। ঐ দল হইতে আইসে বটে।

প্রশ্ন। এ জুয়াখেলা কি বাজার মধ্যে হইয়া থাকে।

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। ঐ ব্যক্তি কি বলে তাহারা মতিলাল শীলের লোক।

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। এবিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহ।

উত্তর। আমি প্রথমত অনুমান করিয়াছিলাম এই জুআখেলা গোপনে হইয়া থাকে তৎপরে বুঝিলাম তাহা প্রকাশরূপেই চলিত আছে।

প্রশ্ন। উল্লিখিত ব্যক্তির প্রমুখাৎ কথিত বাক্য শ্রবণে কি তুমি ইহা বল।

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। বাজারের কোন্ স্থানে এই খেলা হয়।

উত্তর। বাজারের পূর্ব্ব ভাগে এক পাকা একতালা ঘরে হইয়া থাকে তাহা এই জন্যই নির্ম্মিত হয়।

প্রশ্ন। কিরূপে বুঝিলে এই জন্যই ঐ ঘর নির্ম্মাণ হয়।

উত্তর। কারণ ইতিপূর্ব্বে তথায় তদ্রূপ ঘর ছিলনা, প্রথমত এক খড়ুয়া চালায় জুআ খেলা হইত।

প্রশ্ন। ঐ চালা কি বাজারের ভিতর।

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। ইহা কি প্রকাশ্য স্থান।

উত্তর। হাঁ রাজকীয় এক প্রকাশ্য পথের পার্শ্ববর্ত্তি ক্রেতা বিক্রেতাগণ তথা হইয়া গমনাগমন করে।

প্রশ্ন। তুমি জান, কে ঐ চালা নির্ম্মাণ করে।

উত্তর। তাহা অবগত নহি।

প্রশ্ন। তুমি গোফুর নামক ব্যক্তিকে কি তথায় দেখিয়াছ।

উত্তর। হাঁ তাহাকে জুআখেলিতে দেখিয়াছি, ফলে সেই ব্যক্তিই একর্ম্মের প্রধান তাহাকে পাস্টি ফেলিতে দেখিয়াছি।

প্রশ্ন। তুমি কি তাহাকে একবারের অধিক দেখিয়াছ।

উত্তর। শতবারের অধিক দেখিয়াছি।

প্রশ্ন। ঐ জুআখেলার মধ্যে।

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। তথায় কি পোলিস লোক দেখিয়াছ।

উত্তর। ঐ জুয়াখেলার স্থানেই নহে কিন্তু বাজারের নিকট সর্ব্বদা দেখিয়াছি।

প্রশ্ন। জুয়াখেলার বিষয় পোলিস লোক দিগকে কখন জানাও নাই।

উত্তর। কখন বলি নাই।

প্রশ্ন। তুমি কি জান গফুর ঐ জুয়াখেলার ঘরের ভাড়াটিয়া।

উত্তর। তাহা জানি না।

প্রশ্ন। কত দিন অবধি এই পাকা চালা দেখিতেছ।

উত্তর। বোধ হয় এই বৎসরেই তাহা নির্ম্মাণ হইয়াছে।

প্রশ্ন। এই জুয়াখেলা ভিন্ন অন্য কোন বিবরণ বিজ্ঞাত নহ।

উত্তর। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয় স্বয়ং দেখি নাই।

মাষ্টর বেলাই সাহেবের জোবান বন্দীকালে প্রধান মাজিস্ত্রেটের ক্লার্ক হেরউড সাহেবকে কমিস্যনর মহাশয়েরা তাঁহারদিগের টেবিলের নিকটবর্ত্তি দেখিয়া কহেন তোমার এইক্ষণে এখানে কোন প্রয়োজন নাই, আবশ্যক মতে আহ্বান করা যাইতে পারে, এতদুত্তরে তিনি কহেন অদ্য হিন্দু পর্ব্ব বিধায় পোলীস কাচারী বন্দ থাকায় আমার কোন কর্ম্ম নাই ইহাতেই তিনি তথায় অবস্থান করিতে পান।

অতঃপর কৌন্সেলী মর্টন এবং উকীল তমসকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাবু মতিলাল শীল তথায় উপস্থিত হইয়া কমিস্যনর মহাশয়গণের সমীপে এক লিখিত আবেদন পত্র প্রদান করেন তন্মর্ম্ম যথা।

"ডি ডেম্পিয়র স্কোয়ার এবং জে আর কালবিন স্কোয়ার কমিস্যনর মহাশয় দ্বয় সমীপেষু।

মহাশয়গণ, সমাচার পত্রের রিপোর্ট দ্বারা অবগত হইয়াছে আপনারদিগের সমীপে কথিত হইয়াছে আমি পোলিসের বিচার এবং একজিকিউটিব কর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করি, এতদুত্তরে কহিতেছি আমার একরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই এবং আমি কখন এতাদৃশ অবৈধ প্রভুত্ব করি নাই, অতএব অনুমান হয় আমার এবং পোলিস কর্ম্মচারি মহাশয়গণের বিদ্বেষক ব্যক্তিরাই এই কথা উত্থাপন করিয়াছে, জনশ্রুতি ও অস্পষ্ট কথায় উত্তর করা হয় না, আমার বিরুদ্ধে বিশেষ বিষয় উল্লেখ হইলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারি এবং পোলিসের দোষ গুণ সন্ধানার্থ মহাশয়েরা আমাকে যে কথা প্রশ্ন করিতে চাহেন তদুত্তর প্রদানে আমি প্রস্তুত আছি।

এইস্থলে আমার নিজের অথবা মৎপক্ষীয় কয়েক সামান্য প্রার্থনায় পোলীসাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে অমনোযোগী হন তাহা দর্শাই তদ্দ্বারাই প্রতীত হইবেক পোলিসে আমার প্রভুত্ব চলে না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ।

১২৮১ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত আনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ৮ আগষ্ট।

অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীযুত সি মাকি সাহেব বাকরগঞ্জের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীনী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। এই হুকুমেতে গত জুন মাসের ১৯ তারিখের যে হুকুমক্রমে তিনি পশ্চিম বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীনী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা রহিত হইল।

১৮৪৯ সাল ১১ আগষ্ট।

এদেশীয় ২০ সংখ্যক পদাতিক পল্টনের লেপটনেণ্ট শ্রীযুত ই এম রায়ন সাহেব এক বৎসর পর্য্যন্ত খনাসরিম প্রদেশে কমিস্যনর সাহেবের অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত ই সাণ্ডিস সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত জি এ পাকটন সাহেব ত্রিপুরার মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত এচ সি হামিল্টন সাহেব বর্দ্ধমানে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ এচ টেরানো সাহেব যশোহরের নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

১৮৪৯ সাল ১৩ আগষ্ট।

শ্রীযুত স জি আন্দ্রু সাহেব ছিলটের সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ১২ আগষ্ট।

ঢাকার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র বসু দশহরার বন্দে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১০ আগষ্ট।

কলিকাতার পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ টিলা সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে বর্ত্তমান মাসের ৯ ও ১০ তারিখ দুই দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১১ আগষ্ট।

ভাগলপুরের সিবিল্ ও সেশন জজ শ্রীযুত ডবলিউ এস আলেকজাণ্ডর সাহেব উক্ততারিখে আপনারসিরিশ্তার কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করেন সেই তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে বারো কয়েক দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার একটিং মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ইসাণ্ডিস সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাস বারো দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

পরম পূজ্যবর নানা গুণ সাগর
শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সংপ্রতি সম্প্রীতিপূর্ব্বক মোকাম হাবড়ার শ্রীযুক্ত জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সূক্ষ্মবিচারের বিষয় দুঃখপ্রযুক্ত লিখি শ্রবণ করিবেন, অনুমান করি বহু কালাবধি বিলাত হইতে এরূপ হাকিম আইসেন নাই, এক্ষণে আপনারদিগের অদৃষ্টবশতঃ পরমেশ্বর কৃপায় আমরা উপযুক্ত বিচারকর্ত্তা পাইয়াছি, ইনি আর কিছু দিন এপ্রদেশে থাকিলে জেলা ছিন্নভিন্ন হইয়া কোন চিহ্ন না থাকিবার সম্ভাবনা।

সম্পাদক মহাশয়, দুঃখের কথা কি কহিব, সাহেব মহাশয় স্বদেশ হইতে ডিক্রী. ডিস্মিস্, হাজৎ, মোচ্লক, জরীমানা, ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ শিক্ষা করিয়া এদেশস্থ মোকদ্দমায় বিপদ্গ্রস্ত লোককে যেরূপ সওয়াল জওয়াবে নিরস্ত করিয়া পরাস্ত করিতেছেন তাহা দেখিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়াছেন, আমলাগণের প্রার্থনা যে ইনি এখানে কিঞ্চিৎ কাল থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারদিগের অন্য কোন স্থানে গ্রাসাচ্ছাদনান্বেষণ অনাবশ্যক, সাহেব মহাশয়ের নিকট যে কোন মোকদ্দমা হউক ফরিয়াদী থাকিয়া দুই অথবা তিন জনা গাওয়া দেওয়াইতে পারিলেই আসামিকে খাওয়া হয়।

হে সম্পাদক মহাশয়, তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারের বিষয়ে অতি দুঃখ জানাইয়া আপনকার নিকট এক বিষয় পাঠাই দৃষ্টি করিবেন, গত মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৭শ্রাবণ তারিখে আমরা কয়েকজন বন্ধু কোন আত্মীয় লোকের সহিত সাক্ষাদভিলাষে হাবড়া মোকামে গমন করিয়াছিলাম, তথায় শুনিলাম পীরসারেস্না সাকিমের গোরাচাঁদ পাল ফরিয়াদী ও ঐ গ্রামের তালুকদারের তরফ গোমস্তা ভৈরবচরণ ঘোষ ও অন্যান্য দুই চারি জনা ঐ তালুকদারের চাকরদিগকে আসামী করারে গ্রামে তালুদারের বিপক্ষে ধর্ম্মঘট করিয়া আপনারদিগের মধ্যে ২।৪ জনা সাক্ষী হইয়া লুঠতরাজ বাবৎ নালিশ করিয়াছে, ঐ তারিখে এই মোকদ্দমা পেস হইয়া গোমস্তার জওয়াব দৃষ্ট হইল তাহাতে লিখিত আছে লুঠতরাজ আমি করি নাই গ্রামের ফাঁড়ীদার ও চৌকীদার জ্ঞাতা আছে, তাহারদিগকে হজুরে তলব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা সত্য প্রকাশ পাইবেক, এবং তাহারাও সাহেবের তলবমতে হাজীর আসিয়া কহিল লুঠতরাজের বিষয় আমরা কিছু দেখিও নাই শুনও নাই, কিন্তু সাহেব মহাশয় তাহারদিগের কথায় প্রস্তাব করিয়া দিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন ভৈরবচরণ ঘোষ গোমস্তাকা দশ রূপেয়া জরীমানা করা যায় ও বাকী আসামিকে তলব রাখিলেন, তদনন্তর শুনিলাম আমলাদিগের সহিত কোন কথা স্থির হইয়া পূর্ব্বাহ্ণে অর্পণ করা হয় নাই তন্নিমিত্তে এইরূপ হইয়াছে, হে সম্পাদক মহাশয়, এইক্ষণে কালসহকারে এইরূপই বিচার হইবেক, গ্রামে লুঠ তরাজ হইলে ফাঁড়ীদার ও চৌকীদারেরা জ্ঞাতা থাকে তাহারা আদৌ অজ্ঞাত, কেবল কতিপয় অর্থাৎ ২।৪ জনা ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত লোক জ্ঞাতা ও তাহারদিগের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিয়া গরীব গোমস্তা যে দুই টাকার নিমিত্তে চাকরী স্বীকার করিয়াছে তাহার এককালে দশটাকা জরীমানা হুকুম কি অসহ্য ক্লেশ দায়ক হইয়াছে, যাহাহউক, এইক্ষণে শুনিতেছি উক্ত গোমস্তা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ২৪ পরগণার জজ সাহেবের হজুরে আপীলের মানসে মিছিলের নকল লইতেছে, আপীল হইলে যেরূপ হুকুম হয় তাহার বৃত্তান্ত পশ্চাৎ লিখিব ইতি সন ১২৫৬। তারিখ ২১শ্রাবণ শনিবার।

ক, খ, গ।

সাধারণ মঙ্গলার্থি শ্রীযুত ভাস্কর
সম্পাদকমহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়, এতদ্দেশস্থ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিনী কামিনীগণের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ের প্রতি অগ্রস্থ প্রধান২ মহাশয়দিগের আনুকূল্যাভাবে তৎপাঠশালার উন্নতি বৃদ্ধি সুদূর পরাহত হইয়াছে সুতরাং বহুবিধ ভাবি মঙ্গলের বীজাঙ্কুর বপন হইলেও দ্বেষরূপ প্রখর রবি রশ্মি দ্বারা তত্তৎ তাবৎ বীজের মলিনতা বদৃষ্ট হইতেছে, অনুপায়জন্য এতদপেক্ষা শুভ সময়ের প্রতীক্ষা আবশ্যক যেহেতু অন্তঃকরণস্থ স্বাভাবিকী আশা সর্ব্বদা প্রবলা হইয়া মনোমালিন্য দূর করণে কদাপি বিরত নহে, একদা স্ত্রীশিক্ষার শুভারম্ভ সন্দর্শনে বোধ জন্মিয়াছিল অন্ধকারাবৃতা অবলাদিগের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন হইলে যথা ভাস্করোদয়ে পিশাচাদি রাত্রিচর সকল অন্তর্দ্ধান হয় তাদৃক এক্ষণে এতদ্দেশের প্রবল পাপ বর্দ্ধক দূষণাবহ ব্যবহারাদি ও লোপ প্রাপ্ত হইবে যদ্যপিও তন্মাঙ্গলিক কার্য্যের ত্রুটি হওয়াতে উক্ত শুভকালের অবিলম্বে আগমন হইবার আশা পরিত্যক্ত হইয়াছি তথাপি অতি মহৎ কার্য্য সকল ও পরিশ্রম সাধ্য বুঝিয়া পূর্ব্ব প্রচলিত কোন ব্যবহারোপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভাস্করৈক পার্শ্বে স্থান দান করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, কি আশ্চর্য্য দেখুন যে সকল মহাশয়েরা ষড়্বর্ষীয়া নববর্ষীয়া বালিকাগণের ব্যভিচার দোষ সম্ভাবনাতে প্রকাশ্য পাঠশালায় গমন নিষেধ করিয়াছেন এবং এতদ্দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি অতি প্রধান রাজপুরুষ মেং বেথুন সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই তাঁহারাই বৈদ্যকুলোদ্ভব বল্লাল সেনের অনুমত্যনুসারে শরল স্বভাবা স্ব২ কন্যাগণকে যাবজ্জীবন দুঃখানলে দগ্ধ করিতেছেন অর্থাৎ মূর্খতম যণ্ডামার্ক কৌলীন্যাভিমানী ব্যক্তি সকলের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া ব্যভিচার ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি বিবিধ পাতকের আকর করিতেছেন, স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষপক্ষ মহাশয়েরা যদ্যপি ব্যভিচার দোষে ভীত হইয়া থাকেন তবে বিবেচনা করিয়া দেখুন কুলীন বংশোদ্ভবা কামিনীগণের তদ্দোষ জন্মিবার কি পর্য্যন্ত সম্ভাবনা আছে, তাহারা কেহ যাবজ্জীবনের মধ্যে উদ্বাহ কাল ব্যতীত পুনর্ব্বার স্বামির মুখাবলোকনও করিতে পারেন না, আর যদ্যপি কস্মিনকালে সুখানন্দের আবির্ভাব হয় তবে তাঁহার পত্নী ও পরিজনেরা সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া চিন্তা করেন কোন প্রকারে সমাদরের ত্রুটি হইলে জামাতা ক্রুদ্ধ হইবেন, এতদবস্থাপন্না কামিনীদিগকে খড়্গ হস্ত হইয়া রক্ষা করিলেও নানা বিধ দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা, ইহার প্রমাণ সমূহ ঘটকদিগের পুস্তক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ফুলে খড়্দহ, সর্ব্বানন্দী এবং বল্লভী এই প্রধান মেল চতুষ্টয় মধ্যে সকলেরই জাতি গত অথবা কুলগত দোষ আছে, কেহবা মোসলমান কেহ চণ্ডাল, কেহ তিওর, কাহার পিণ্ডদোষ এবং কাহারও বিপর্য্যায় দোষ থাকাতে কৌলীন্যাচার প্রবল হওনাবধি ক্রমশঃ বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হইয়াছে, মোসলমানেরা ব্রাহ্মণদিগের জাতি নষ্ট করিবার জন্য নানাবিধ দৌরাত্ম্য করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারেন নাই আর এক্ষণে মিসনরি সাহেবদিগের কুহক ও চাতুরী দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম নাশের বিশিষ্ট উপায়ও হয় নাই কিন্তু বল্লাল সেনের মতানুযায়ী কৌলীন্যাচার দ্বারা এতদ্দেশীয় তাবৎ ব্রাহ্মণেরই জাতি নাশ হইতেছে, চক্ষুঃসত্বে অন্ধ ইহাকেই কহিতে হয় যে এতত্তাবৎ বিষয় বিশিষ্ট রূপে বিজ্ঞাতা হইয়াও দেশস্থ মহাশয়েরা অদ্যাপি কৌলীন্যের গৌরব করেন, কুলীন সন্তানেরা মৎস্য মুণ্ড আহার করুন, উচ্চাসনে উপবিষ্ট হউন, পরমায়ের সর ভোজন করুন তাহাতে আমারদিগের হিংসা নাই, কিন্তু অবলা কুলবালাদিগের মুণ্ড গ্রাস না করেন, গুরু লোকের স্কন্ধে না বৈসেন, আর লজ্জা, স্নেহ, ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ না করেন, ইহাই আমারদিগের অভিপ্রেত।

কস্যচিৎ সর্ব্ব হিতাকাঙ্ক্ষি
জনস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্। ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৫৯ সংখ্যা। ১১ বালম হৎ ১৮৪৯ সাল ২৫ আগষ্ট। দানীগাব্দ ৯৯ আব্দলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১০ ভাদ্র শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

সম্বাদ ভাস্কর

বাঙ্গালিদিগের অনৈক্যের
নিদর্শন।

দুর্জ্জনদমন মহানবমী সম্পাদক ঠাকুরদাস বসু কলিকাতা নগরীয় পোলীসের সুনিয়ম নিরূপণার্থ এতদ্দেশীয় সম্পাদক দিগের এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কল্প ছিল গত রবিবার বেলা তিন ঘণ্টা কালে ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ে সম্পাদক গণের সভা হইবে কিন্তু তদ্দিনে সম্পাদকেরা আগমন করেন নাই তাহাতে ঠাকুরদাস বসু অনুমান করিলেন বৃষ্টি প্রযুক্ত বন্ধক প্রযুক্তই আসিতে পারেন নাই অতএব গতবুধবার পূর্ব্বাহ্ণ সাতঘণ্টা কালে ঐবিদ্যাগারে সভার নিয়ম করিয়া গৌড়ীয় ভাষার তাবৎ মান্য পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন বিশেষতঃ চন্দ্রিকা হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদকদিগের নিকট স্বয়ং যাইয়া তাঁহারদিগের আগমনার্থ অনুরোধ করেন, তাহাতে চন্দ্রিকা সম্পাদক বরং লজ্জিত হইয়া কহিলেন বিস্মৃতি প্রযুক্ত রবিবারে আসিতে পারেন নাই তাঁহার ত্রুটি হইয়াছে, বুধবারে অবশ্য আসিবেন এবং তৎকালীন সোমবাসরীয়া চন্দ্রিকা যন্ত্রারূঢ়া হইয়াছিল তথাচ অন্য সমাচার উঠাইয়া রাখিয়া ঠাকুরদাস বাবুর বিজ্ঞাপন দিলেন এবং হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করিলেন তিনি সর্ব্বাগ্রে আসিবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কার্য্য কালে তাঁহারা সভাগারে দৃষ্ট হয়েন নাই, অতএব যাঁহারদিগের দ্বারা দেশের মঙ্গলপ্রত্যাশা করা যায় তাঁহারাঃ যখন উচিতকর্ম্মে শৈথিল্যকরিয়া আলস্য দেখাইলেনতখন আরদেশেরকপালেকিহইবে, ঠাকুরদাস বসু পিতৃমাতৃদায়ে পড়েন নাই সাধারণ মঙ্গলার্থ মান্য সম্পাদক দিগের দ্বারে২ ভ্রমণ করিয়াছেনইহাতেও অভিমানি সম্পাদকেরা দলাদলী উপস্থিত করিয়া সাধারণ কার্য্যের অনিষ্ট করিলেন কিন্তু আমরা এবিষয়ে ঠাকুরদাস বসুকে অবশ্য ধন্যবাদ দিব, সাধারণ হিতৈষি লোকেরদের যাহা করিতে হয় তিনি করিয়াছেন, যাঁহারা আপনারদিগের করণীয় ব্যাপারে মনোযোগ করেন নাই ভদ্রলোকেরা তাঁহারদিগকেই দোষী করিবেন।

বাবু ঠাকুরদাস বসু কলিকাতা নগরীয় উত্তর ভাগের পুরাতন পোলীস ও নূতন পোলীসের ব্যয় বিষয়ক এক তালিকা করিয়াছিলেন তাহার এক আদর্শ আমারদিগকে দিয়াছেন, পোলীস হইতে এই হিসাবের প্রতিলিপী লইবার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু এইক্ষণে পোলীসের কর্ম্মচারিরা প্রজাপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে পোলীস বহী দেখাইতে চাহেন না, অতএব তাহাতে নিরসিত হইয়া আপনি আনুমানিক একতালিকাকরেন বোধহয়ইহাও পোলীস বহীর সহিত প্রায় ঠিক হইয়াছে যদি কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকে তবে বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তিরা সংশোধন করিলে আমরা আহ্লাদিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিব।

আমরা সম্পাদকীয় কার্য্যে এক প্রকার সাধারণের প্রতিনিধি হইয়াছি যেহেতুক সাধারণ লোকেরা টাকা দিয়া আমারদিগের পত্র গ্রহণ করেন অতএব যে প্রকার পোলীস হইলে কলিকাতা বাসিরা সুখী হইবেন সেই প্রকার পোলীসের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা জানাইব, তাহা করণাকরণ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন, সন্তানেরা আপনারদিগের সুখের জন্য পিতামাতার নিকট প্রার্থনা করে, তাহাতে পিতামাতা সুখের সামগ্রী সন্তান দিগকে অবশ্য দিয়া থাকেন, তরল বোধেরা গরল চাহিলে দেন না, এস্থলেও সেইরূপ আমরা যাহা প্রার্থনা করিব তাহাতে যদি ভাল হয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন, মন্দ হয় দিবেন না, অতএব দুর্জ্জনদমন মহানবমী সম্পাদক ঠাকুরদাস বসু কলিকাতার উত্তর ভাগের পুরাতন পোলীস ও নূতন পোলীসের ব্যয়ের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণকে পূর্ব্ব পোলীস ও নূতন পোলীসের ব্যয়অগ্রেদেখাই, একভাগেরব্যয়দর্শনেতেই অন্যান্য অংশের ব্যয় জানা যাইবেক তৎপরে আমারদিগের প্রার্থনীয় বিষয় জানাইব, যদিব্যয় সংক্ষেপে তাহা উত্তম না হয় তবে গবর্ণমেণ্ট আমারদিগকে বিশেষ কারণ বুঝাইয়া নিরস্ত করিবেন তাহা হইলেই আমরা মৌনাবলম্বী হইব।

পুরাতন পোলীস।

থানা বাগবাজার লোক।	মাহিয়ানা টাকা।
১ জমাদার	১৬
২ নায়েব ঐ	১৪
১২ বরকন্দাজ	৬০
১৮ চৌকীদার	৭২
	১৬২

শ্যামবাজার।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব ঐ	১৪
১২ বরকন্দাজ	৬০
১৮ চৌকীদার	৭২
	১৬২

শ্যামপুকুরিয়া।

১ জমাদার	১৬
১ নাএব ১০ হিঃ	১০
২ নাএব ৭ হিঃ	১৪
৩৪ চৌকীদার	১৩৬
১২ বরকন্দাজ	৬০
	২৮০

হাটখোলা।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব	১৪
২৮ চৌকীদার	১১২
১২ বরকন্দাজ	৪৮
১ নাএব চৌকীদার	১০
	২০০

ঘোড়াবাগান।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব	১৪
২৮ চৌকীদার	১১২
১ নাএব চৌং	১০
১২ বরকন্দাজ	৬০
	২০০

শিমুলিয়া।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব ঐ	১৪
২৮ চৌকীদার	১১২
১ নাএব চৌং	১০
১২ বরকন্দাজ	৬০
	২০০

সুকেশ ইষ্ট্রিট।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব ঐ	১৪
১২ বরকন্দাজ	৬০
০ নাএব চৌং	০
১৮ চৌকীদার	৭২
	১৬২

ঠনঠনিয়া।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব	১৪
১২ বরকন্দাজ	৬০
১ নাএব চৌং	৮
১৮ চৌকীদার	৭২
	১৭০

জোড়াসাঁকো।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব ঐ	১৪
১২ বরকন্দাজ	৬০
১ নাএব চৌং	৮
১৮ চৌকীদার	৭২
	১৭০

কবরডাঙ্গা।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব ঐ	১৪
১২ বরকন্দাজ	৬০
১ নাএব চৌং	৮
১৮ চৌকীদার	৭২
	১৭০

বড়বাজার।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব ঐ	১৪
১২ বরকন্দাজ	৬০
১৮ চৌকীদার	৭২
	১৬২

মেছুয়া বাজার।

১ জমাদার	১৬
২ নাএব ঐ	১৪
১২ বরকন্দাজ	৬০
১৮ চৌকীদার	৭২
	১৬২

বাহির থানা বাগবাজার।

১ জমাদার	১০
১ নাএব ঐ	৬
৮ বরকন্দাজ	৩২
	৪৮

বাং থানা কাঁটাপুখুরিয়া।

এক জমাদার	১০
এক নাএব ঐ	৬
বারো বরকন্দাজ	৪৮
	৬৪

বাং থানা শ্যামবাজার।

১ জমাদার	১০
১ নাএব ঐ	৬
১২ বরকন্দাজ	৪৮
	৬৪

বাং থানা নন্দনবাগান।

১ জমাদার	১০
১ নাএব	৬
৬ বরকন্দাজ	২৪
	৪০

বাং থানা হালসির বাগান।

১ জমাদাব	১০
১ নাএব ঐ	৬
৬ বরকন্দাজ	২৪
	৪০

বাহির থানা মাণিকতলা।

১ জমাদার	১০
১ নাএব ঐ	৬
দশ বরকন্দাজ	৪০
	৫৬

বাং থানা হাটখোলা।

এক জমাদার	১০
এক নাএব ঐ	৬
দশ বরকন্দাজ	৪০
	৫৬

বাং থানা নিমতলা।

এক জমাদার	১০
এ নাএব	৬
ছয় বরকন্দাজ	২৪
	৪০

২০ থানা একুন মাসকাবারি তঙ্কা — ২৬০৮

ইহার মধ্যে কাপ্তান ইষ্টিল সাহেব দুই থানা কমি করেন আন্দাজ	২২৫
	২৩০৮

ঐ সম্ভয়া দুইশত মধ্যে নিম্নে লিখিত ৮ জনা জমাদারের দরমাহা বৃদ্ধি করিয়া এমত অনুমতি করেন এক বৎসরের মধ্যে যদি কোনজমাদার সরকারি কর্ম্মের আঞ্জামে বা কোনরূপে মন্দাচার করেন তবে তাহা সপ্রমাণ হইলে ঐ বৎসরেরভিতর যে কোনজমাদার উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাকে উচ্চ বেতনের থানায় ও মন্দকারিকে অল্পবেতনের থানায় নিযুক্ত করা যাইবেক, এই নিয়মে নিম্ন লিখিত বেতন বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন।

বড়বাজারের পুরাণা কুঠীর জমাদার		৪০
শ্যামপুকুর	ঐ	৩০
কলিঙ্গা	ঐ	৩০
হাটখোলা	ঐ	৩০
নারকিনসন	ঐ	২৯
জোড়াবাগান	ঐ	২৫
শিমুলিয়া	ঐ	২৫
চাঁদনী	ঐ	২৫
		২৩৪

ইহার অন্দরে উপরোক্ত জমাদারদিগের ১৬ টাকার হিসাবে ১২৮ টাকা বেতন ছিল তাহা বাদে বৃদ্ধি	১০৬
নিট মঃ	২৪৮৯

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

বিবিধ সমাচার।

হরকরা পত্র পাঠে অবগতি হইল কলিকাতা পুলিসের ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টীকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে লেপ্টেনেণ্টএলেকজেণ্ডর ইলিয়সকেম্পবেলসাহেবনিযুক্ত হইয়াছেন, প্রাচীন ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেকান সাহেব শারীরিক অসুস্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলে মেকানা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইহা পাঠকগণের বিলক্ষণ বিদিত আছে এইক্ষণে মেকান সাহেব আসিতে না আসিতেই তৎপরিবর্ত্তনে বুঝা যাইতেছে মেকান এবং মেকানা যাহারদিগের কেবল আকার মাত্র প্রভেদ দর্শন হয় তাঁহারা উভয়ই একাকার বিকারাক্রান্ত হইলেন, ইংলিসমেন পত্রে লেখে মেকান সাহেব এপর্য্যন্ত অত্যন্ত পীড়িত আছেন তবে তাঁহার আরোগ্য চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে, দেখা যাউক তিনি কত দিনে কমিস্যনর মহাশয়দিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ দোষ পরিহারার্থ প্রমাণ দর্শাইতে চেষ্টিত হন, কিন্তু "বোবার শত্রু নাই,, এই পথাবলম্বন তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ো জ্ঞান করুন।

মফস্বল লাইট পত্রে লেখে মুলতানের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ে ১৪ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ হইয়াছে, এবং নগর লুঠনিবারণার্থ মুলতানীয় প্রজাগণের উপর যেটাকার ভারার্পণ করা যায় তাহা অবশেষে পরিহার করা গিয়াছে, ইহা সত্য হইলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরলের দয়ার ব্যাখ্যা করিতে হয়, পরাপরাধে অপরের প্রতি দণ্ডবিধান সুবিচার নহে, মুলতানবাসিরা রাজদ্রোহিতাচরণে কোন অংশেই লিপ্ত ছিলেন না ইহাতেই তাঁহারদিগের প্রতি বিষম দণ্ড বিধান হইল না, শ্রীযুতের এই দয়া জন্য বৃটিস বিজয়ী সেনাগণ যাঁহারা ঐ লুণ্ঠিত মূল্যের অংশ পাইতেন তাঁহারা লাভের ন্যূনতা প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন কিন্তু সভ্য জাতীয় লোকেরা এই তুচ্ছ লোভওপ্রজা পীড়ন উভয়কে ডিম্বতুলে তৌলন করিলে শেষ পক্ষই গুরুতর জানিবেন অতএব গুরুদোষ পরিহার করণ জন্য তাঁহারা পরিণামে পরিতুষ্ট হইবেন।

ইংরাজী পত্রে লেখে শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর আগামি শীত ঋতু আরম্ভে পঞ্জাব রাজ্যে শুভ যাত্রা করিবেন এবং তন্মহিলা শিমলা শিখর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লী অঞ্চলে আসিবেন।

ফিরোজপুরাঞ্চলে এতদ্বর্ষে শস্যাদি হয় নাই এজন্য প্রায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তথাকার কোটোয়াল এই বিপদকালে আবার প্রজাপীড়নারম্ভ করিয়াছে, এবং নানা রোগাদি প্রাবল্য হেতু তথায় অনেক প্রাণি হানি হইতেছে।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সম্বাদে ব্যক্ত করে নেজাম বাহাদুর আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের যে ঋণে বদ্ধ হইয়া ছিলেন ক্রমে তাহা পরিশোধ করিতে প্রার্থনা রাখেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত তাঁহার মিনতি প্রতি কর্ণপাত করেন নাই শ্রীযুত ঐ প্রাপ্যধন নগদে অথবা সম্পত্তি যোগে এক কালীন চাহিতেছেন আমরা অনুমান করি নবাব সাহেব রাজ্য ন্যূন করণাপেক্ষা রাজকোষ কিঞ্চিৎ শূন্য করণ কর্ত্তব্য বুঝিবেন।

ইংরাজি পত্রে লেখে মহারাজ গোলাব সিংহ জম্বু ও কাশ্মীর উভয় রাজ্য সম্মিলিত করিয়া সুশাসন করণ জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সৈন্য নিয়োগ করণাবশ্যক বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার এতদভিপ্রায় বৃটিস গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছে।

কি পরিতাপের বিষয়।

কলিকাতা নগরীয় যোড়া সাঁকো নিবাসি বাবু গোকুলচন্দ্র দাঁ অতি সজ্জন ছিলেন পক্ষাঘাতরোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, গোকুল বাবুর বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর হইয়াছিল আমরা ইহার মধ্যে তাঁহার কোন দোষের বিবর শ্রবণ করি নাই, বরঞ্চ বিশেষ গুণ শুনিয়াছি দরিদ্র অনেক ভদ্র পরিবারাদিকে মাসিক বৃত্তি দান দ্বারা প্রতিপালন করিতেন তাঁহার মরণে ঐ সকল দরিদ্র লোকেরা এইক্ষণেদুঃখ পাইবেন, উক্তধনির আরো এক বিশিষ্ট গুণছিলমিথ্যা কথা কহিতেন না ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন ইন্দ্রিগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, এরূপ গুণিপুত্র ধরিত্রীমাতার ক্রোড় হইতে গেলেন ইহাতে পৃথিবীও সৎপুত্রের মৃত্যু শোকে অশ্রুপাত করিবেন, গোকুল বাবুর ঔরসজাত সন্তানাদি নাই এক দত্তকপুত্ররাখিয়াছেন পরমেশ্বর সমীপে সকলে প্রার্থনা করুন ঐ দত্তক পুত্র হইতে তাঁহার তাবৎ কীর্ত্তি রক্ষা পায়।

পোলিস কমিস্যনরদিগের বৈঠকের বিবরণ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

বাবু মতিলাল শীলের নিবেদন পত্র।

প্রথম। ১৮৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার পরিবারের ট্রষ্টিগণের নিকটে পোলীসাধ্যক্ষেরা অশ্বারোহী পেটরোল প্রহরীগণের জন্য চিৎপুর রোডস্থিত অথচ চৌনগার্ডের প্রায় সম্মুখবর্ত্তি আস্তবল ভাড়া লইলে ঐ ট্রাষ্টি মহাশয়েরা কথিত ভাড়ার টাকার নিমিত্তে প্রধান মাজিস্ত্রেট, কাপ্তেন হিক, এবং মেকান সাহেবের নিকট পুনঃ২ পত্র লিখিয়াও টাকা আদায় করিতে পারেন না তদন্তে আমি নিজ তজ্জন্য পুনঃ২ প্রার্থনা করি কিন্তু এপর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩ বৎসরের মধ্যে তাহার সদুত্তর পাইনাই ইহাতে ঐ ভাড়ার হিসাবে প্রায় ৩ সহস্র টাকা পাওনা রহিয়াছে যাহার এক কপর্দ্দকও আদায় হয় নাই, ট্রাষ্টি মহাশয়েরা অবশেষে এতদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টের সুগোচর করিয়াছেন কিন্তু তথা হইতেও এপর্য্যন্ত উত্তর পান নাই, পেটন সাহেবের বাসস্থানে কয়েকবার গিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া প্রত্যাগত হই, কারণ তিনি কহেন বিষয়কর্ম্মের কথা তিনি আপন গৃহে কহিতে চাহেন না।

দ্বিতীয়তঃ। প্রায় তিন বৎসর গত হইল কলঘরের সম্মুখবর্ত্তি গঙ্গাতটে এক পাকা সোপান গ্রথিত করাই, তাহাতে অনেক ভদ্র হিন্দু মহাশয়গণের উপরোধে হিন্দু মান্য অঙ্গনাগণ গোপনে স্নান ও বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন তৎ ঘাটের উপর এমতকয়েক কুঠরী প্রাচীর পর্য্যন্ত প্রস্তুত করাইলে তাহার চাঁদনীনির্ম্মাণ কালে পোলিস লোকেরা তাহার প্রতিবন্ধকতা করিয়া নিবারণ করে, ইহাতে প্রধান মাজিস্ত্রেট এবং পোলিসের অপর কর্ম্মচারিগণকে আমি কয়েকবার বিশেষত ইহা উপকারি অনুষ্ঠান বলিয়া এই তিন বৎসর ক্রমিক কত উপরোধ করি কিন্তু তাহা বিফল হইয়াছে, কথিত প্রকোষ্ঠ সকল অদ্যাবধি অপ্রস্তুত রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ। আমার কলুটোলাস্থ বাটীর পূর্ব্ব পার্শ্বে সরকারী এক পুষ্করিণী আছে যাহা গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায় এবং যাহার দুর্গন্ধ প্রতিবাসিগণের পক্ষে পীড়াকর ইহা ডাক্তরচেপমেন এবং গুডিব সাহেব কহিয়াছেন, অতএব আমি পুনঃ২ প্রার্থনা করিয়াছি অনুমতি হইলে ইহা পূরণ করি অথবা পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেই, যদ্দ্বারা কলুটোলাস্থ লোকেরা উত্তম ব্যবহার্য্য উত্তম জল পায় যাহা তথায় দুষ্প্রাপ্য কিন্তু এতদ্বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন মনোযোগ হইল না।

চতুর্থ। কাশীযোড়াখ্য আমার একতালুকে কার্য্যবিশেষে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ আনয়নার্থ আমি একবার এক দ্বারবান পাঠাই তাহাতে সে প্রত্যাগত কালীন গঙ্গাতীরের পোলিস প্রহরী কর্ত্তৃক প্রহারিত হইলে আপন পরিচয় ও যে কার্য্যে গিয়াছিল তাহা জানাইয়াও তৎ রজনী কারারুদ্ধ থাকিয়া পর দিন প্রাতে মুক্তি পায় কিন্তু ঐ কাগজপত্রাদি ক্রোক থাকে তৎপর দিনে আমাকে প্রদত্ত হয়, পোলীসাধ্যক্ষ মহাশয়গণের সমীপে এতদ্বিষয়ের বিচার প্রাপণার্থ পুনঃ২ প্রার্থনা নিষ্ফল হইয়াছে।

পঞ্চমঃ। একদা আমার কোন পরিজন কোন কুটুম্বের নিকেতনে একজানারোহণে গমনকরিয়াছিল সঙ্গে রক্ষক আমার দুই জন দ্বারপাল যায়, আমার বাটীর অল্প দূরে ঐ বেহারা এবং দ্বারীগণ কম্বলাচ্ছাদিত অনেক ব্যক্তির দ্বারা প্রতিরোধিত ও পীড়িত হয় কিন্তু দুরাচার অবশেষে ধৃত হইলে জানা যায় যে সেএক জন পোলিস চৌকীদার।

এই ঘটনার পর ঐ আরোহী পরিজন আমার বাটীতে প্রত্যাগতা হয়, এবং আমি এতদ্বিষয়ে অভিযোগ করি কিন্তু তাহাতে ঐ চৌকীদারের এক টাকা মাত্র দণ্ড বিধান হইয়া পরিত্রাণ পায়, আমার অভিযোগের আর বিহিত বিচার হয় নাই।,,

মহাশয়দিগের আজ্ঞাবহ
(সাক্ষরিত) মতিলাল শীল।
কলিকাতা। }
৪ আগষ্ট ১৮৪৮

বাবু মতিলাল শীলের জোবানবন্দী।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। অনুমান করি তমি ইংরাজী ভাষা বুঝ।

উত্তর। আমি ইংরাজী বুঝি বটে কিন্তু স্বদেশেরভাষাতে জোবানবন্দী দিবার অভিপ্রায় করি।

এতচ্ছ্রবণে কালবিনসাহেব বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রকে আবাহন করিয়া কহেন তুমি মতি বাবুর জোবানবন্দিতে দোভাষির কর্ম্ম কর মতিলাল শীল বলেন তিনি ইংরাজী জানেন তথাপি একজন ইণ্টরপ্রিটরের সাহায্য চাহেন।

বাবু মতিলাল শীল প্যারী বাবু কিরূপ ইণ্টরপিটরী করিবেন তাহাতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উত্থাপন করিলে কালবিন সাহেব মিত্র বাবুর পারগতা বর্ণন করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত পত্র এবং মেজর বচ সাহেবের সিডিউল অর্থাৎ দেনা পাওনার তালিকা দ্বারা প্রকাশ হয় মাষ্টর পেটন এবং মেজর বর্চ তোমার নিকট ঋণী আছেন এতদ্ভিন্ন পোলিসের একজিকিউটিব কর্ম্মের কোন কর্ম্মচারি তোমার নিকট দায়ী আছেন কি না ইহা বলিতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে।

উত্তর। হঁ, অনেকের সহিত আমার লেনাদেনা আছে, মাষ্টর পেটন মেজর বচ, মাষ্টর মেকান ও তাঁহার জামাতা মাষ্টর কেনি আমার টাকা ধারেন, মাষ্টর হিউম মাজিস্ত্রেট পদাভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে আমার ঋণে বদ্ধ হন।

কালবিন সাহেবের কথা। পোলিস সংক্রান্ত হইবার পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক করে না।

উত্তর। ভালই।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। মেকান সাহেবের বিষয় বিস্তারিত করিয়া বল শুনি।

উত্তর। মেকান স্বয়ং আমার সহিত লেনাদেনা করেন নাই, প্রায় ৪।৫ বৎসর গত হইল মেকান ও তাঁহার জামাতার লিখিত খতে আমি টাকা দেই।

প্রশ্ন। তুমি কাহাকে ঐ টাকা দেও।

উত্তর। মেকানকে নহে তাঁহার জামাতার নীলের কুঠীর কর্ম্ম পরিচালনার্থ দেই।

প্রশ্ন। তবে মেকান এদেনায় কিসে লিপ্ত।

উত্তর। মেকানের জামাতাকে আমি প্রত্যয় করিয়া টাকা দেই নাই এই কারণ মেকান সাহেব তৎপ্রতিভূস্বরূপ হইয়া আপন স্থাবর বন্ধক রাখেন।

প্রশ্ন। কে তোমার নিকট এই কর্জ্জ চাহে।

উত্তর। কেনি সাহেব স্বয়ং চাহেন।

প্রশ্ন। তোমার সহিত তাহার পরিচয় কে করিয়া দিয়াছিল।

উত্তর। বোধ হয় মেকান সাহেব আমার সহিত পরিচয় দিলে পর কেনি কর্জ্জ চাহেন।

প্রশ্ন। মেকান কিরূপে ইহাতে লিপ্ত হয়েন।

উত্তর। কেনি সাহেবকে একা কর্জ্জ দিতে আমি অস্বীকৃত হইলে মেকান সাহেব প্রতিভূ হইতে চাহেন।

প্রশ্ন। কি স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়।

উত্তর। কসাইটোলার দুইখানা বাটী।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মস্তকে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক মনুষ্যের ভাব কথন।

আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা

ভাস্করের প্রথমাংশে শ্রীরাধাবল্লভ দাস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনে দৃষ্টিপাত করিবেন, তিনি যে নূতন গ্রন্থ করিতেছেন ঐ গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের উপকারযোগ্য হইবে, অন্য লোকের মস্তকে হস্ত দিয়া শিরার গতি বুঝিয়া তাঁহার মনের ভাব বলা যায় ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্য বিষয়, সামুদ্রক ও কাকচরিত্রাদি বেত্তারাও হইতে গ্রন্থকর্ত্তার প্রশংসা করিবেন, হিন্দুজাতীয় জ্যোতির্জ্ঞেরা গণনা দ্বারা পূর্ব্বেএই সকলবলিতেনএইক্ষণেজ্যোতিঃ শাস্ত্র লুপ্ত হইয়াছে এই কারণ গণকেরা যাহা বলেন তাহাতে সকলে বিশ্বাস করেন না কিন্তু উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিত হইতেছে গ্রন্থকর্ত্তা তাহা প্রত্যক্ষ করাইবেন অতএব আমরা অনুরোধ করি আমাদিগের পাঠক মহাশয়েরা উক্ত গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া চমৎকৃত বিষয় বিবেচনা করেন।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১২৯৩নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত আনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ১৪ আগষ্ট।

হুগলির মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে ইস্মিথ সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৬ আগষ্ট।

শ্রীযুত ই হিচিন্স সাহেব আলীগঞ্জ স্থানে আফীণের সব ডেপুটী এজেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত জে বীন সাহেব গঙ্গেরে আফীনের সব ডেপুটী এজেণ্ট হইবেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক সদাশয় মহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়, আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই জিজ্ঞাসা করি জেলা যশোহরের লোক সকলের প্রতি তাঁহারদিগের এমত বৈরক্ত্য কেন, যেহেতুক তথাকে হুস্তক নাগায়েদ যেসকল সদর আমীন আলা বিচারপতি পাঠাইতেছেন তাঁহারদিগের একটী রেসবৎখোর একটী বেরেয়া এইমতই আছেন, ইহার কারণ কি, তাহা পূর্ব্বাপর দেখাইতে পারি কিন্তু সেসকল মহাপুরুষেরা গত হইয়াছেন এজন্য তাঁহারদিগের নাম ব্যক্ত করিলাম না, তাহা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র আছে, যেমত ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুত লোকনাথ বসু বেরেয়া সদ্বিচারপতি ছিলেন তাহাতেই জেলার লোকসকল তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক সুখ্যাতি পত্র দিয়াছেন এইক্ষণে তত্রস্থ যে মহাপুরুষ বিরাজমান আছেন তাঁহার বিচ্ছেদ সময়োপস্থিত হইয়াছে সে বিবরণ গবর্ণমেণ্টগেজেটে প্রকাশ অতএব মেকী বাহাদুরকেও এক সখ্যাতিপত্র দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হইয়া তেঁহ যেমত বিচার করিয়া লোক সকলকে তুষ্ট করিয়াছেন তেমনি সুখ্যাতিপত্র লিখিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহাশয়ের সমাচার কাগজে স্থানদানে বাধিত করিবেন, আর অন্যান্য ইংরাজি কাগজ সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকটেও প্রার্থনা করি আমার এই পত্রখানি আপনং কাগজে স্থানদানে লোকসকলের ক্লেশ নিবারণজন্যসম্পাদকীয়ধর্ম্ম রক্ষার্থযাহাতে শ্রীযত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর হয় তাহার মত করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রথমত মেং মেকী বাহাদূর জেলা মেদিনীপুরে থাকিয়া তথাতে এমনি সদ্বিচার করিয়াছেন তাঁহার তথা হইতে আগমনেলোকসকলপরমানন্দিত হইয়াছেন, যেহেতুক জেলা মেদিনীপুর পর্য্যন্ত রাষ্ট্রযে প্রভু তথায় বহুভোজনে অবিচারেতথাকারবেচারাসকলেরনানাপ্রকার ব্যাঘাত করিয়াছেন, তাহার এইএক বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাগিয়াছে শ্রীযুতের সমভিব্যাহারে যেমত জিনিসপত্র লোকজন তাহা আমারদিগের শ্রীযুত জজ সাহেব প্রভৃতি যাঁহারা অতিরিক্ত বেতন পাইতেছেন তাঁহারদিগের সঙ্গেথাকা থাকুক বোধ করি তাঁহারা চক্ষেওদেখেননাই,ইহাতেইপ্রতীতহইবে কেবল চারি শত টাকা বেতনে সেসকল হয় নাই অতএব যাহা শুনা গিয়াছিল তাহা মিথ্যা না হইবে, তথাপি কর্ম্ম দেখার আবশ্যক করে তজ্জন্য অপেক্ষা ছিল তাহাও দেখা হইয়াছে অর্থাৎ অত্র জিলার অন্তঃপাতি লড়াইল নিবাসি শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় দিগর মওয়াপাড়ার শ্রীযুত রতীকান্ত রায় দিগরের নামে মশাখালীর জমী বেদখলী সববে যে এক মোকদ্দমা করিয়াছিলেন আসামিগণের প্রতি দয়া করিয়া তাহা ডিসমিস ও মকীমপুরের জমীদারের স্ত্রী রাসমণী দাসীর নিকট বাধিত হইয়া তাঁহার কৃত মিথ্যা জমী বেদখলী মোকদ্দমা যাহা খড়রিয়ার জমীদারের নামে করিয়াছিলেন তাহা ডিক্রী আর উক্ত দাসীর নামে উক্ত লড়াইল নিবাসি শ্রীযুত বাবু গুরুদাস রায় দিগর জমী বেদখলী সববে অতি ন্যায় মোকদ্দমা করিয়াছিলেন তাহা ডিসমিস করিয়াছেন, এবং অন্যং হস্প বিস্তরও আছে তাহা লিখিলে পত্র বাহুল্য হয় এজন্য লিখিলাম না, ফলে জেলা যশোহরে অল্পকাল থাকা হইয়াছে ইহাতেই বোধ করি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মত কর্ম্ম হইয়া থাকিবে,কিন্তু ক্ষোভ রহিল শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় দিগরের কৃত মিথ্যা ৪২৪০০০ টাকার মোকদ্দমা যাহা সরিক শ্রীযুত বাবু গুরুদাস দিগরকে বিড়ম্বনা করার নিমিত্ত করিয়াছেন তাহার ফয়ছলা করিতে পারিলেন না যেহেতুক তাহা হইলে বোধ করি লক্ষ্মীপুত্র হইয়া যাইতে পারিতেন,যেন কাহারো অতি শত্রু উপস্থিত সম্মুখের আহারীয় প্রিয় বস্তু সকল ভোগ করিতে না দিয়া তাড়াইয়া দেয়, এপক্ষেও শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর তাহাই হইলেন এ ক্ষোভ এজন্মেও যাইবেক না, যেহেতুক শ্রীযুত বাবু হরনাথ রায় এককালে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন আর মেং মেকী বাহাদুর বিদ্যা বুদ্ধিতেও মেকী বাহাদুর,এমত সৎ বিচারপতি বোধ করি ধর্ম্মরাজের নিকট হইতেই এককালে আসিয়া থাকিবেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এমত ব্যক্তি কিসেই বা গবর্ণর বাহাদুরের প্রিয়পাত্র হইলেন আর কি দোষেই বা শ্রীযুত হরিনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ সোম ওশ্রীযুত মেং রেলী সাহেব শত্রু হইলেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র ক্ষতি করেন নাই তবে তাঁহারদিগের যে অপরাধে দুরবস্থা করিয়াছেন, সেমত অপরাধের দণ্ড মেকী বাহাদুরের প্রতিই বা কেন না হয় অতএব মিনতি ও ব্যগ্রতা পূর্ব্বক প্রার্থনা করি মেকী বাহাদুরকেও উক্ত ব্যক্তিগণের দলভুক্ত করিয়া প্রজাসকলের যথার্থ বিত্তাদি রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয় কিমধিক মিতি।

কস্যচিৎ ভাস্কর পাঠকস্য।

বিজ্ঞাপন।

অনুষ্ঠান পত্র।

মনুষ্যের মস্তকে কর স্পর্শপূর্ব্বক অস্থি প্রভৃতির সংস্থান জ্ঞানে মানসিক ভাব নিরূপণের যে বিদ্যা ইংলণ্ডীয় বিবিধ গ্রন্থে বর্ণিত আছে তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ পরিচয় থাকাতে এতদ্দেশস্থ বহুতর ব্যক্তি আমাকে স্বং শিরোদর্শন করাইয়া স্বীয়ং আন্তরিক ভাবের সহিত আমার উক্তি ঐক্য হওয়াতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং আমাকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিয়া কহেন যে ঐ বিদ্যা বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদিত হইলেলোকের মহোপকার হয় অতএব আমি ইংরাজি নানা পুস্তক হইতে উক্ত বিদ্যা গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ ব্যতিরেকে তাহার সর্ব্ব সুলভতা সম্ভাব্য নহে এবং বিদ্যোৎসাহি জনগণের সাহায্য বিনা তাহা পুস্তকরূপে মুদ্রিত হওয়াও কঠিনঅতএব প্রার্থনা করি এই আশ্চর্য্য বিদ্যার প্রকৃত ফল জ্ঞানেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহ পুরঃসর পুস্তক গ্রহণের অঙ্গীকার স্বরূপ স্বাক্ষর করিয়া সাহায্য করেন কিমধিকমিতি।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস।

সাং চূণাগলী।

পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি এক মুদ্রা।

বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি দুই মুদ্রা।

যদি কোন মহাশয়ের প্রতি উক্ত বিদ্যা আশ্চর্য্য বোধ হয় তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহার শিরোদেশের বাহ্য অস্থি স্পর্শ দ্বারা মনের গুণাগুণ ও ভাব ব্যক্ত করত সঠীক প্রতীতি জন্মাইয়া সন্তুষ্ট করিব।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোকৈকরাজ্যঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমূখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৬১ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৩০ আগষ্ট। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগেরসম্পত্তি,এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ৩০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জয়গোপাল পালচৌধুরীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সুতানুটীর হাটখোলার সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৯৮ নম্বর এক তেতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী তাহারসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়গোপাল পাল চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে বৈদ্যনাথ পাল চৌধুরির এক বাটী এবং ভূমি। পশ্চিমদিগে রাস্তা। উত্তরদিগে রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এক বাটী এবং ভূমি এবং দক্ষিণদিগে চৈতন্য কুণ্ডের পদিবাটী।

২ দফা। এবং জেলা চব্বিশ পরগণার মাগুরা পরগণার তেলিগঞ্জের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাজার ইষ্টক নির্ম্মিত চাঁদনী এবং খড়ুয়া ঘর সকল এক খণ্ড ভাড়াটিয়া ভূমির উপর আছে ভূমি ও চৈতনারায়ণ মণ্ডল এবং অপরাপরের অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়গোপাল পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলেএই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৮আগষ্ট ১৮৪৯।

সরিফ সল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ৩০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গুরুদাস মজুমদার প্রথম ক্রয় কারি যদ্দ্বারা বিক্রয় নিয়মমত সমাধা হয় নাই তাঁহার বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাল্য নীলামে এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ ফোর্ট উইলেম দুর্গের অধীন সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি সহর কলিকাতার আড়পুলি কিম্বা আড়কুলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেদোতালা ইটক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।১।।৶ এক বিঘা ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গুরুদাস মজুমদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপেপূর্ব্বে চতুঃসীমা বদ্ধ ছিল, বিশেষত উত্তর দিগে কোম্পানি বাহাদুরের লেন যাহা সচরাচর সদাশিব রায়ের লেন বলিয়া বিখ্যাত। দক্ষিণ দিগে বাটী এবং ভূমি যাহা মৃত দেবীচরণ নাগের বিষয়। পশ্চিম দিগে বাটী এবং ভূমি যাহা গোরাচাঁদ রায়ের বিষয়। এবং পূর্ব্ব দিগে ভাড়াটিয়া ভূমি এবং বাটী। যাহা পূর্ব্বোক্ত গোরাচাঁদ রায়ের বিষয়। এবং এইক্ষণে এইমত চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষত উত্তর দিগে কোম্পানি বাহাদুরের লেন, যাহা সচরাচর সদাশিব রায়ের লেন বলিয়া বিখ্যাত। দক্ষিণ দিগে বাটী এবং ভূমি যাহা দেবী নাগের বিষয়। পূর্ব্বদিগে ইস্কুল ঘর যাহা মৃত মেং ডেভেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়া বিখ্যাত। এবং পশ্চিম দিগে হরচন্দ্র লাহুড়ির বাটীর কতক অংশ এবং পুষ্করিণীর কতক অংশ।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
১৮আগষ্ট ১৮৪৯।

নীচের লিখিত মহাশয়েরা এক বৎসরের ভাস্করের মূল্য অগ্রে দিয়াছেন।

বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।
বাবু তারাপ্রসাদ রায়।
বাবু মতিলাল শীল।
দেওয়ান পদ্মলোচন মণ্ডল।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা গত শনিবার ও মঙ্গল বাসরীয় ভাস্করে কলিকাতা নগরীয় প্রাচীনপোলীস এবং নবীনপোলীসের ব্যয়প্রভেদ ওকার্য্য লিখিয়াছিতাহাতেপাঠকমহাশয়েরা বুঝিতেপারিয়াছেন এইনবীনপোলীসআরকিছুকালথাকিলেকলিকাতাম রুভূমি হইত,নগরবাসিলোকেরদের ভাগ ক্রমে নবীন পোলীসের পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে অতএব নগরস্থ লোকেরা যে প্রকার পোলিস প্রত্যাশা করেন আমরা এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সমীপে তাহা নিবেদন করি।

নগর বাসিরা আশা করেন পূর্ব্বে

এই রাজধানীর বাহিরে ভিতরে যত থানা ছিল ততোধিক বা তৎসংখ্যক থানা হয়, নগর মধ্যস্থ প্রত্যেক থানায় দারোগা বক্সী জমাদার বরকন্দাজাদি যেমন জিলার থানায়২ নিরূপিত আছে সেই রূপ করা যায়, কিন্তু প্রত্যেক থানার সীমার মধ্যস্থ এক২ জন ভদ্র লোক দারোগা হইবেন, তাঁহারদিগের মাসিক বেতন ৫০।৬০।৭০ টাকা নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক, বাহিরের দারোগাদিগেরবেতন ৫০।৭৫।১০০টাকা নিরূপণহইয়াছে তথাচ ভদ্রলোকেরা সে কর্ম্ম স্বীকার করেন না তাহার কারণ এই যে বাহির থানার সীমা ভ্রমণকরিতে ভদ্রলোকদিগেরব্যয়অধিকহয়এবংবাহিরেরমাজিস্ত্রেটসাহেবেরা দারোগাদিগকে তুচ্ছ করেন, ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতায় মান্য লোকেরা বাহির পোলিসের দারোগা হইতে চাহেন না, নগরীয় প্রত্যেক থানার সীমা অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক হইবেক না, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামাপেক্ষা নগরে পথ উত্তম, ভদ্রলোকেরা পদব্রজেতেও অর্দ্ধ ক্রোশ ভ্রমণ করিতে পারেন, অতএব ভ্রমণে ব্যয় নাই, এবং মান্য সন্তানেরা দারোগা হইলে নগরীয় মাজিস্ত্রেটেরা তাঁহারদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে পারিবেন না, শঙ্কা থাকিবে তাহা করিলে মান্য সন্তানেরা তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেন্টকে বলিয়া দিবেন, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পল্লীতে দোষিলোক যাহারা আছে পল্লীস্থ ভদ্রলোকেরা তাহারদিগকে জানেন, অতএব প্রতিবাসি দারোগাদিগের ভয়ে দোষিরা কুকর্ম্মে সশঙ্ক হইবে, এবং দারোগাগণের প্রতি এই নিয়ম থাকিবে যিনি উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন তিনি যদি পঞ্চাশ টাকা বৈতনিক হয়েন তবে ষাইট কিম্বা সত্তর টাকা পাইবেন, আর যাঁহার কর্ম্মে শৈথিল্য দেখা যাইবেক তিনি সত্তর টাকা বৈতনিক হইলেও পঞ্চাশ টাকার অধিক প্রাপ্ত হইবেন না, এতদ্ভিন্ন সাহসিক রূপে দস্যু তস্করাদি ধৃত করিতে পারিলে তত্তৎকর্ম্মের পারিতোষক পাইবেন, বক্সীদিগের প্রতি নিয়ম থাকিবে তাঁহারা নৈপুণ্য দেখাইলে দারোগা হইবেন, এবং জমাদারেরা সুখ্যাত হইলে বক্সী, বরকন্দাজেরা জমাদার, চৌকীদারেরা বরকন্দাজ হইতে পারিবে, এবং বক্সী অবধি চৌকীদার পর্য্যন্ত সকলকেই উত্তম কর্ম্মের পারিতোষিক নগদ টাকা কিম্বা কোন চিহ্ন দিতে হইবেক, ইহা হইলেই প্রত্যেক থানার লোকেরা উৎসাহ পূর্ব্বক আপনারদিগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

দিবাভাগে বরকন্দাজেরা থানার সীমার মধ্যে ভ্রমণ করিয়া শান্তিরক্ষা করিবে, রাত্রিতে ঘাটী২ দুই২ জন কিম্বা ঘাঁটী ভেদে তিন জন করিয়া চৌকীদার থাকিবে, তাহারা সাহসিক ও সবল হইবে, তাহারদিগের প্রত্যেকের বেতন ছয় টাকার নূন হইবেক না, তাহারা এক২ জনে সময়ানসারে আপনারদিগের সীমাস্থ প্রতি বাটীর চতুর্দ্দিগ দেখিবে, তৎপরে গৃহস্থগণকে ডাকিয়া জাগাইবে, প্রহরে২ এই রূপ করিতে হইবেক, এবং পাড়ার মধ্যে যাহারদিগকে দোষী বলিয়া জানে ঘণ্টায়২ তাহারদিগকে ডাক দিবে, তাহাতে যদি দুই চারি রাত্রি কোন ব্যক্তির উত্তর না পায় তবে তাহাকেরা ত্রিযোগে থানায় রাখিবে, চৌকীদারদিগের কর্ম্ম এবং অধিকার দর্শনার্থ দারোগা বক্সী জমাদার গোপনীয় রূপে রাত্রি ভ্রমণ করিবেন, তাঁহারদিগের সহিত অস্ত্রশস্ত্র থাকিবে এবং ডাকাইতী হইতেছে এমত বুঝিলে তাঁহারা গুলী নিক্ষেপ করিতে পারিবেন।

পোলীস সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্টের অধীনে আরো তিন কিম্বা চারি জন উপযুক্ত লোকা ডেপুটি সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট রাখিতে হইবেক, তাঁহারা প্রত্যেকে পাঁচ সাত জন বরকন্দাজ সহিত নগরের এক২ ভাগে গমন করিবেন কিন্তু নিয়ত এক ব্যক্তি একভাগে যাইতে পারিবেন না, গত রাত্রে যিনি দক্ষিণভাগে গমন করিয়াছিলেন অদ্য রাত্রে তিনি উত্তরভাগে কিম্বা পূর্ব্বভাগে বা পশ্চিমভাগে যাইবেন, কিন্তু ডেপুটি সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট কার্য্যে গোরা লোক নিযুক্ত করা হইবেক না গোরাগণ অনভিজ্ঞ, নগরীয় সাহসিক বিজ্ঞলোকেরা ডেপুটিসুপ্রেন্টেণ্ডেণ্টহইবেন, তাঁহারদিগের বেতন দুই শত টাকার ন্যূন না হয়, দুই কিম্বা তিন শত টাকা বেতনে সুশিক্ষিত লোকেরা নগরের শান্তিরক্ষার্থ ইহা স্বীকার করিবেন কিন্তু সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট নগরের সকল ভাগে দৃষ্টি রাখিবেন।

প্রধান মাজিস্ত্রেটি কর্ম্মে সদর দেওয়ানির বিজ্ঞবর জজ সাহেবদিগের ন্যায় বিজ্ঞতম এক জন উত্তম লোক নিযুক্ত করিতে হইবেক, তিনি ইংরেজদিগের এবং জাহাজ সম্পর্কীয় লোকেরদের মোকদ্দমার বিচার করিবেন আর পোলিসের তাবতের উপর দৃষ্টি রাখিবেন, পোলীস ভাণ্ডার তাঁহার হস্তে থাকিবে এবং প্রতি দিবস থানাসকলের কার্য্যের অনুসন্ধান করিবেন।

অপর দুই কিম্বা তিন জন মাজিস্ত্রেট নিযুক্ত করিতে হইবেক তাঁহারা এতদ্দেশীয় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রধান সদর আমীনদিগের ন্যায় উত্তম লোক হইবেন, তাঁহারদিগের প্রত্যেকের মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা হইলেই যথেষ্ট, যদি গবর্ণমেন্ট তিন জন উত্তম বাঙ্গালি দেখিয়া মাজিস্ত্রেট করেন তবে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকার অধিক বেতন প্রদান করিতে হইবেক না, অথচ প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেন্টের জয়েচ্ছা করিবেন, আমারদিগের সুবোধ গবর্ণমেন্ট যদি এমত সুপথ কণ্টকাবৃত দেখেন তবে নগরবাসিদিগের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিব, আমরা নিশ্চিত জানি মস্ত রাবিসন সাহেবকে গবর্ণমেন্ট প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা দিতেন, মেং হিউম সাহেব সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, মেজর বর্চসাহেবকে প্রতি মাসে ১৭০০ টাকা দিয়াছেন, ইহা ছাড়া ইন্টরপিটর অর্থাৎ দোভাষিদিগের বেতন দিতে হইতেছে, এতদ্দেশীয় মাজিস্ত্রেট রাখিলে এত অধিকব্যয় পরিত্যক্ত হইবে অথচ গবর্ণমেন্ট এক জন অনভিজ্ঞ মাজিস্ত্রেটের বেতনে তিন জন সুবিচারক পাইবেন, তাহাতে প্রজাসকল সুখী হইবেন, তবে গবর্ণমেন্ট এমত পোলীস কেন করিবেনা বলুন।

কলিকাতানিবাসি লোকেরা যেপ্রকার পোলীস চাহেন আমরা তাহার অনুষ্ঠান লিখিলাম, যদি ইহার সহিত অন্য কোন প্রকরণের সংযোগ করিতে হয় তবে বিজ্ঞবর পত্র প্রেরক মহাশয়েরা বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা লিখিবেন, এবং বহুদর্শি সম্পাদক মহাশয়েরা যদি এই অনুষ্ঠান সংশোধন করেন তবে আমরা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারদিগের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রচার করিব, কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন সম্পাদক যদি এতদ্বিষয়ে কুতর্ক করেন তবে নিরুত্তর হইব, এবং পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় যিনি সাধারণসংকর্ম্ম বুঝিতে পারেন পোলিসের কার্য্য বিষয়ে তাঁহার পরিশ্রমানুরূপ ধন্যবাদ করিয়া তাঁহাকেই ভার দিলাম, যদি কোন বিষয়ে আমারদিগের ভ্রম দেখেন তবে সংশোধন করিবেন, এবং হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয়ও ভাস্কারাদিত এই বিষয় দেখিবেন, আমরা তাঁহাকে সুবোধ বলিয়া জ্ঞান করি এই কারণ তাঁহার নামোল্লেখ করিলাম।

পোলিস কমিস্যনর দিগের বৈঠকের বিবরণ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

প্রশ্ন। এই টাকা কি তোমার নিজের, না উক্ত বাণিজ্যালয়ের মুৎসুদ্দি রূপে দিয়াছ।

উত্তর। অধিকাংশই আমার নিজের।

প্রশ্ন। ভাল টাকার জন্য তুমি ওস্বালড শীল কোম্পানি অথবা পেটন সাহেব কাহাকে দায়ী বোধ কর।

উত্তর পেটন সাহেবকেই প্রথমত দায়ী বুঝি, তবে কোন হিসাব লিখিত না থাকাতে আমি উভয়কেই দায়ী করিতে পারি।

প্রশ্ন। এই লেনদেনের কথোপকথন বাটীতে বা পোলিসে হইত।

উত্তর। তাঁহারা কর্জ্জ চাহিতে হইলে পত্র লিখিয়া পাঠাইতেন, ৯মাস ছয় মাসে মাস্টর পেটন মেজর বর্চ সাহেব আমার বাটীতে গিয়া দেখা করিতেন তবে এক্সচেঞ্জ অথবা হিক বেলাইদিগের কমালয়ে ও অন্যান্য স্থানে ইহাঁরদিগের সহিত আমার মধ্যে২ দেখা হইত কিন্তু মেকান সাহেব ঋণ করণার্থ আমার নিকেতনে কখনই যান নাই।

মতি বাবুকে কালবিন সাহেব কহেন। মাষ্টর হিউম লিখিয়াছেন তুমি এবং অপর কতকগুলিন ভদ্রলোক গঙ্গারামের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর তিনি এতদ্বিষয়ে যাহা লেখেন তাহা তোমাকে শুনাইতেছি। তৎপাঠের মর্ম্মানুবাদ যথা॥ "পোলীস কর্ম্মচারিদিগের কাহার কত বেতন তাহা আমি জ্ঞাত নহি কিন্তু আমি কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতে চাহি তিনি কহিয়াছিলেন তাঁহার সহিত ছদ্মবেশে গমন করিলে তিনি আমাকে এক ইনস্পেকটরের থানার এত রূপার বাসন দেখাইতে পারেন চৌরঙ্গীস্থ অনেক ইংরাজের টেবিলেও তত রজতপাত্র দেখা যায় না এতদ্ভিন্ন ঐ বক্তা আরো কহেন এক২ জন ইনস্পেকটর ৪। ৫ বগী গাড়ীর ঘোড়ার খরচ কিরূপে নির্ব্বাহ করে, ইহাতে আমি তাঁহাকে কহি কাঁহার২ চারিটা অশ্ব আছে ইহা আমি জানি না, তবে এক জনকে এক খানা বগী ও সওয়ারীর ঘোড়া চড়িতে দেখি বটে, ইহাতে তিনি উত্তর করেন কেন ঐ ইনস্পেকটরেরা আপন২ স্ত্রীপুত্রাদিকে উত্তম যানারোহণে বায়ু সেবনার্থ বিলাতীচক্র নামক প্রসিদ্ধ স্থানে পাঠাইয়া থাকে, ইহারদির মধ্যে অনেকে দরিদ্রাবস্থায় পোলীসে নিযুক্ত হয় অতএব ইনস্পেকটরি কর্ম্মের অল্প বেতনে ইহারা কিরূপে এমত অধিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে, ইহারদিগের মধ্যে কেহ২ আমার অনুরোধেই পদস্থ হইয়াছে, ঐ ব্যক্তি আরো কহেন বড়বাজারের লোকেরদের নিকট হইতে গঙ্গারাম এত অধিকার্থ শোষণ করিয়াছে তাহাতে তথাকার মধ্যবিত্ত লোকেরা অনেকে প্রায় নির্দ্ধন হইয়াছে এবং তাহারা আর এতাদৃশ উপদ্রব সহিষ্ণুতা করিতে পারে না, বড়বাজার নিবাসিগণ রাত্রিতে বাটীর ছাদের উপর প্রহরী না রাখিলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারে না, অতএব তোমরা মাজিস্ত্রেট হইয়া যদি ইহার বিহিত প্রতিকার না কর তবে আমরা তিন সহস্র লোক গবর্ণমেন্টের সমীপে এই সকল দুঃখের কথা নিবেদন করিব, ইহাতে আমি কহিলাম একজিকিউটিব পোলিসের বিষয়ে আমি হস্তার্পণ করি না পরে তিনি উত্তর করেন পেটন সাহেবের সমীপে এবিষয় উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে পেটন সাহেব উত্তর করিয়াছেন অন্য মাজিস্ত্রেট সাহেব দিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক বিহিত করিবেন, এই কারণ তিনি স্বয়ং আমার নিকট একথা উত্থাপন করেন, ইহাতে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সম্প্রতি কোনবিশেষ অত্যাচারপ্রচারহইয়াছে, এতদুত্তরেতিনি কহেন অধুনাকোনবাবুর লোকেরদের সহিত গোরা ইনস্পেকটরদিগেরবিবাদহইবাতে তলবারাঘাতে ৭ জন লোকের অঙ্গচ্ছেদ হয় ও লাঠালাঠীতে অপর কয়েকজনের মস্তকভঙ্গহইয়াছে কিন্তু এমত বিচারের বিষয়ে ও সহজে বিশেষ বিহিত হইবার নহে এতৎ শ্রবণে আমি কহিলাম এত অধিক সংখ্যক লোক আঘাতি হইয়াছে তাহা সঙ্গোপনে থাকিবেক না, বিশেষত রক্তারক্তির ব্যাপার কথিত হইতেছে, তদন্তে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন পেটন সাহেব ঐ ৩০০০ লোকের স্বাক্ষরিত আবেদনের বিষয়ে আমাকে কিছু কহিয়াছেন কি না ইহাতে আমি কহিলাম, না, তৎ শ্রবণে বাবু কহেন কি চমৎকার পেটন সাহেব এপর্য্যন্ত কিছু কহেন নাই, ভাল আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই কথা কহিব, ইহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম পেটন সাহেব অন্য মাজিস্ত্রেট দিগকে ইহা যদি জানাইতে স্বীকার করিয়াছেন তবে তিনি অবশ্য বলিবেন অতএব তুমি দুই এক দিবস অপেক্ষা কর, ঐ বক্তার নাম বাবু মতিলাল শীল,,।

কালবিন সাহেব এতৎ পাঠান্তে ঐ পত্র মতি বাবুর হস্তে প্রদান করিলে কৌন্সেলি মর্টন সাহেব বাবুকে তদর্থ বুঝাইয়াদেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সমাচার।

পোলিস কমিস্যনরমহাশয়দিগের সমীপে বর্ত্তমান সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট লা সাহেব কহিয়াছিলেন তিনি পোষ্ট মাষ্টরের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন দুই মাসের মধ্যে মেকাম সাহেবের নামে ডাকযোগে কেহ কলিকাতা হইতে পত্র পাঠান নাই, ইহাতেই মেকান সাহেবের জামাতা নীলকর কেনি সাহেব কলিকাতা ষ্টার সম্পাদক মহাশয়কে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন মেকান সাহেব পীড়িত হইয়া কলিকাতা হইতে গমনাবধি তাহার আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন এবং লা সাহেবের উল্লিখিত কথার বিপরীতে তিনি কহেন পোষ্ট মাষ্টর অসাবধানতাপূর্ব্বক লা সাহেবকে ঐ কথা কহিয়া থাকিবেন অথবা লা সাহেব তাহা আরোপ করিয়াছেন, কেনি সাহেব আপন বাক্যের প্রতি পোষকার্থ মেকান সাহেবের নামের অথচ কলিকাতা ডাকঘরের সহী মোহরাঙ্কিত দুই খানা পত্রের মোড়ক পাঠাইয়া যে তারিখে মেকান সাহেবের নামে ডাকঘর হইতে পত্র প্রেরণ হয় তাহার তালিকা দিয়া কহেন তাঁহার ডাকের বহীতে ঐ সকল পত্র প্রদান চন্দ্র মওয়াখালীর ডাক মুন্সীর সহী মোহর আছে।

পোষ্ট মাষ্টর এবং লা সাহেবের সন্দর্শনার্থে ষ্টার সম্পাদক মহাশয় ঐ লেফাফা দ্বয় রাখিয়াছেন তাঁহারা তদৃষ্টে কি উত্তর করেন শুনিতে হইবেক প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর তর্ক চলেনা, অতএব বুঝিলা সাহেবকে অপ্রস্তুত হইতে হয় আমারদিগের এই শঙ্কাই বড় হইতেছে।

জল্পনা হইতেছে পবলিক লাইব্রিরির কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তৎ পস্তকালয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনায় মন্তব্য করিয়াছেন, ফল এতৎ দেশ হিতজনক ব্যাপারে রাজপুরুষদিগের এতদ্দিন উচিত করুণা না করাতেই অবৈধ হইয়াছে তাহাতে এইক্ষণে প্রার্থনীয় সাহায্যে অগ্রসর হইবেন বিচিত্র কি, বিদ্যা বিতরণে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের সর্ব্বত্রই বিলক্ষণ অনুরাগ ব্যক্ত আছে, তাঁহারদিগের সভ্যাভিমানিত্বের এই এক প্রধান কারণ বলা যায় অতএব বিদ্যাবিষয়ে তাঁহারদিগের কৃপণতা সুশোভনীয়া হইতে পারে না, এতৎ প্রসঙ্গোপলক্ষে ষ্টার সম্পাদক বন্দীঘরের পুস্তকালয়ের প্রতি সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন আমারদিগের পূর্ব্বতন প্রধান সরিফ এডমফ্রিয়র স্মিথ সাহেবের সময়ে ঐ গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠান হইয়া তৎপরে তাহার উন্নতি হয় নাই ইহাতেই আমারদিগের গুণাকর সহযোগী কহেন ইংরাজেরা স্বদেশে গমন কালে আপনারদিগের গ্রন্থাদি বিক্রয় করিয়া যে অল্প মূল্য পান তাহা পরিত্যাগ করিতে তাঁহারদিগের বিশেষ হানিবোধ হইবেক না অথচ ঐ সকল পুস্তক কথিত পুস্তকালয়ে প্রদত্ত হইলে ইহার ক্রমোন্নতি সহ এক প্রধান উপকার করা হইবেক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক সদাশয় মহাশয়েষু।

জেলা যশোহরের অন্তঃপাতি মহকুমা খুলিনীয়ায় যে একটি বালক জাইন্ট মাজিস্ত্রেট সাহেব বর্ত্তমান আছেন তাঁহার কিঞ্চিৎ গুণানুবাদ প্রকাশ করিতেছি সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার কাগজে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১ দফা। প্রভু মাজিস্ত্রেট সাহেব অমূল্য গুণ সাগর, অথ ২ তেঁহ একে বালক রাগী দয়া ধর্ম্ম হীন তাহাতে আইন ও দস্তুর রীতি বর্ম্ম জানেননা, কেবল লোকে কেক্রো দিতে তৎপর কিন্তু তাহাও নীলকর সাহেব দিগের পক্ষে নহে বরং নীলকর সাহেব লোকের এমত বন্ধু অদ্য পর্য্যন্ত এজেলায় কি বোধ করি কোন জেলায় আইসেন নাই, নিজে মধ্যে২ মীরগঞ্জের কুঠীতে যাইয়া এক পরামর্শী হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাতে মেং ফেরঙ্ক সাহেব যিনি ঐ কুঠীর মোক্তারি কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছেন তিনি অতি দুর্জ্জন রাক্ষসের ন্যায় মনুষ্যের প্রধান, মৃত মেং ডল্লপ সাহেব যে এতবড় দুর্জ্জন ছিলেন বোধ হয় তেঁহ ইহা অপেক্ষা বিশিষ্ট হইতে পারিতেন না, ইহার শরীরে দয়া ধর্ম্ম রাজ ভয় মাত্র নাই, ডাকাইত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে বিচার পতিদিগের ভাব জানিয়া অকুতো ভয়ে গ্রাম২ লুঠপাট করিতেছেন কিন্তু তাহা ফরিদপুরের মহকুমা সামিলে বড় পারিতেছেন না, যেহেতুক তথাকার হাকিম নিতান্ত একপনহেন, তবে স্বজাতীয় পক্ষটান ইংরাজ জাতির স্বধর্ম্ম তাহা না আছে এমত নহে, ফলে তাঁহার সকল বিদ্যা তত্রস্থানে প্রকাশ করিতেছেন না, কেবল এই জেলার হাকিম অত্যন্ত পক্ষপাতি হওয়ায় দৌরাত্মের শেষ করিতেছেন, যেহেতুক উক্ত সাহেব সত্য মিথ্যা কোন প্রকার মোকদ্দমা করিলেই আসামী নিরপরাধ বেচারার সাধ্য নাই সে কোন মতে রেহাই পায়, আর সাহেব যদি কাহারো সর্ব্বনাশ ও করেন আর সে তাহার নালিস করে তৎক্ষণাৎ মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া আরো ফরিয়াদির শাজা অথবা চশম নামাহ হইতেছে, একথার প্রমাণার্থে উক্ত সাহেবের এবং অন্য২ সাহেবের সহিত এদেশীয় বাঙ্গালি লোকের যে সকল মোকদ্দমা হইতেছে তাহার নথি তলব দিয়া বিচার করিলেই বিদিত হইতে পারে, বিশেষত উক্ত ফেরঙ্ক সাহেব যেমত গুণের লোক তাহা জেলারা জশাহির মোতালক বাঁশবাড়িয়া দিগর কাননারণে প্রকাশ আছে, অর্থাৎ তথাতে গিয়া এইরূপে অত্যাচার করাতে তত্রস্থ প্রজা ও জমীদার সকলে ঐক্য হইয়াএককালে সেসকলকানসারণ বন্দ

করিয়া দিয়াছেন ফলে তত্রস্থ প্রজা জমীদার তালুকদারাণের প্রতি দৌরাত্ম্যের এক শেষ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ উক্ত জেলার দুই স্থানে ও পাবনার মহকুমার বিচারপতি দিগের বিচার স্থলীতে প্রকাশ আছে,সেসকল কানসারণের দফা শেষ করিয়া আসিয়া এইক্ষণে মীরগঞ্জের কানসারণ উজ্জ্বল করিতে বসিয়াছেন, তাহাও হাকিমের পক্ষপাত না হইলে এই এক সনেই শেষ হইত কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে শ্রীযুত মেং জানশীল এবট সাহেব সদ্বিবেচক হইয়াও উক্ত দুর্জ্জন মনুষ্যের অবস্থা জানিয়া তাহাকে এমত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, বোধ করি একর্ম্মের ফল ত্বরাই প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু ক্ষোভের মধ্যে এই যে মীরগঞ্জের কানসারণ মন্দ ছিল না, যখন যে ব্যক্তি লইয়াছেন তখন তাঁহার উপকার করিয়াছে, বোধ করি উক্ত পাপাত্মার গতিকে কানসারণ গৃহিতাগণের যে সৌভাগ্য অবশ্যই এবারে রহিত হইবে অতএব এইক্ষণেও মেং এবট সাহেব যদি উক্ত দুরাত্মাকে দুরী করণ করেন তথাপি সকল দিগ রক্ষা পায়, নচেৎ কিঞ্চিৎ কাল পরেই জানিতে পারিবেন মেং ফেরঞ্চ সাহেব তাঁহার সহোদর ভ্রাতাকেও ছাড়েন নাই ইহাতে এবট সাহেব কোথায় আছেন, উক্ত সাহেবের আরো কত শত গুণ লিখিতে পারি কিন্তু কাগজ বাহুল্য হয় এজন্য এইক্ষণে লেখনীকে বিশ্রাম করিতে সম্মত হইলাম।

২। খুলিনীয়া স্থানে কেবল মেং রেণী সাহেব লোক সকলের প্রতি দৌরাত্ম্য করায় তাহাকে শাসন ও তত্রস্থ লোক সকলের ক্লেশ নিবারণার্থে সরকার বাহাদুর বিজাতীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়া এক মহকুমা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এপর্য্যন্ত যে সকল হাকিম তথাতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় মত চলিয়া উক্ত সাহেবকে শাসন করিয়াছিলেন কিন্তু উপস্থিত বিচারপতি তাঁহার এক কন্যাকে বিবাহ করিবেন, এই নিমিত্ত যেরূপ খোষামোদ করিতেছেন তাহা চাকরেরও অসাধ্য, তাহাতেই সাহেব মজকুর যেমত প্রশ্রয় পাইয়াছেন তাহা সকল লিখিয়া জ্ঞাত করা অসাধ্য,ফলে পূর্ব্ব হইতে দুঃশীলতার প্রাদুর্ভাব নানামতে এমত প্রচার করিয়াছেন যে সেমত অন্যের অসাধ্য, অর্থাৎ আপন কুঠীর ঘাটে এক ঘাটী বসাইয়া যত নৌকা গমনাগমন করিতেছে,সেই সকলনৌকা আটক করিয়া ও পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিয়া ব্যক্তি বিবেচনায় ইস্তক ১ এক টাকা নাগায়েদ ১০ দশটাকা মাসুল স্বরূপ লইয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, আর নিকটবর্ত্তি যে সকল লোকের সুসার আছে তাহারদিগকে কোন ছলে ডাকাইয়া আনাইয়া সাহেব ও তাঁহার দেওয়ান একটা নরাধম আছে তাহার নাম এইক্ষণে স্মরণ হইল না দুইজনে যোগ করিয়া ঐ সকল ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিয়া আহারাদি বন্দ করিয়া ব্যক্তি বিবেচনায় ইস্তক ২৫ টাকা নাগায়েদ ১০০০ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড লইয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, এই২ মত কত শত দৌরাত্ম্য করিতেছেন তাহার অন্ত নাই, বিচারপতি সর্ব্বদাই সাহেবের কুঠীতে গমনাগমন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া অন্য লোক ভয় প্রযুক্ত কেহই নালিস করেনা, বিশেষত নালিস করিয়া কে ফাটকে যাইবেক, সেও এক আশঙ্কা, শ্রীযুততো চক্ষু কর্ণ দুই খাইয়াছেন কিছুই দেখেন না ও শুনেন না অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করি টাকা খরচ দ্বারা চাকর রাখিয়া লোক সকলের প্রতি কেন এমত দৌরাত্ম্য করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার দণ্ডের কিলভ্য হইবেক।

৩। উক্ত জাইন্ট মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে চারিটি আমলা আছেন, তাঁরদিগের মধ্যে নাজীরতো একটি হিংসুক জন্তু বিশেষ, পূর্ব্বে জেলায় নাজীরের বক্সী ছিলেন তাহাতেই সর্ব্বদা হাকিম লোকের সম্মুখে থাকিয়া কর্ম্ম চালাকী দেখাইতেন ও নাজীরের বিস্তর উপকার করিতেন তাহাতেই নাজীর মহাশয় তাঁহার সহিত কিবন্দোবস্ত করিয়া তৎকালীনের মাজিস্ত্রেট সাহেবকে বলিয়া নাজীরি কর্ম্ম দিয়াছেন, তদবধি এ লোক দিন২ রেসবাতের অঙ্গবৃদ্ধি করিতেছেন, অর্থাৎ জামিনী বাবতে শতকরা ১০ দশ টাকা, মুচলকায় ২ দুই টাকা ব্যক্তি বিবেচনায় ততোধিক লইতেছেন, আর সাক্ষির হাজিরী লেখাইতে ফি সাক্ষী এক টাকা, ও বক্সী আনা চারি আনা, আর কোন আসামী আপনি হাজীর হইলে এক টাকার কম নহে, ব্যক্তি বিবেচনায় কিছু২ অধিক লওয়াও আছে, আর মোকদ্দমার সময় উপস্থিত থাকিয়া যে পক্ষে হাকিমের রায় দেখেন সেই পক্ষে দুই একটা কথা কহিয়া শেষ যে পক্ষে মোকদ্দমার মঙ্গল হয় তাহাকেই কহেন তোমার পক্ষে বেহেতরির নিমিত্ত কুঠীতে কত কহিয়াছি আর এজলাসের সময়ও কত কহিয়া প্রতুল করিয়াছি এইক্ষণে আমার প্রতি ভাল বিবেচনা না করিলেআগামি কালে যাহাতে তোমার মন্দ হয় তাহাই করিব, এই ভয়ে যাহারদিগের সর্ব্বদা লেঠা আছে তাহারা কিছু২ দেয়,নহিলে সামান্য লোকের নিকট বড় পান না, পূর্ব্বে শস্তাইমত তাহারদিগের রক্ত শোষণ করেন আর একটী মোহরির শ্রীশান্তনাথ বসু নামক জোবানবন্দী নবিস আছেন, তাঁহারতো প্রমাদের আশঙ্কা মাত্র নাই, কিঞ্চিৎ পাইলেই একে আর করিয়া ফেলেন, ফরিয়াদী আসামী সাক্ষী কেহই তাঁহার হাত ছাড়াইতে পারেন না, ব্যক্তি ও কর্ম্ম বিবেচনায় ইস্তক আট আনা আর নাগাইদ দশ টাকা লইতেছেন, আর গারদে ও ফাটকে যে কয়েকটি দফাদার ও বরকন্দাজ ও চাপরাসী তাহারদিগের মত অধার্ম্মিক নির্দ্দয় শরীর অসৎ মনুষ্য আর নাই, আসামী বেচারারা নানা প্রকারে অন্যায় মতে দণ্ডী দূরবস্থাপন্ন হইয়া শেষ হাজত কি ফাটকের এক হুকুম হইলেই অমনি তাহাকে ধরিয়া নিয়া প্রথমেই গরদানী শেষ হস্তাঘাত ও বেএজ্জৎ ও বিবস্ত্র করিয়া গালাগালি দুর্ব্বাক্য যে কি কি মত কহে তাহা বর্ণনাশক্ত,ফলে অর্থের নিমিত্ত যে২দৌরাত্ম্য করে তাহা কি লিখিব সেসকল দৌরাত্ম্য যাহার প্রতি হইতেছে সে দুঃখের জ্বালাসেই জানে, পরে যে ক্রমে হউক দশ টাকার কম নহে ব্যক্তি বিবেচনায় একশত সওয়াশত টাকাও লইতেছে, সম্পাদক মহাশয়, এইক্ষণকার সময়ে প্রায় সকল লোকই নির্দ্ধন আপন২ পরিবার প্রতিপালনেই অশক্ত, তাহাতে এই দায় সুতরাং প্রাণের আশঙ্কায় যাহার যাহা থাকে বেচিয়া ও কর্জ্জ ধার করিয়া আনিয়া দিতেছে,এসকল বিষয়ে বিচারপতির অন্বেষণ মাত্র নাই, আরো যাহাতে কষ্ট হয় তাহাই করেন এবং শ্রীযুতের আর২ যে সকল দোষ আছে সেসকল এইক্ষণে লেখার আবশ্যক নাই, ফলে সে শরীরে দোষ ব্যতীত গুণ মাত্র নাই, এমত ব্যক্তিকে কি বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট শান্তি রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, বোধ হয় ইহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হয় নাই তাহাতেই এমত অন্যায়াচরণ হইতেছে, এজন্য আমি অনেকের পরামর্শক্রমে এই লিপী দ্বারা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি উপরোক্ত কয়েকটি কাল পুরুষকে গবর্ণমেণ্ট দয়াপূর্ব্বক স্থানান্তর করিয়া দিয়া পুত্রতুল্য যে প্রজা সকল তাহারদিগকে রক্ষা করেন কিন্তু এবিষয়ে যদি কোন কৃপদয়া করা আবশ্যক হয় তবেবর্ত্তমান সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পোলিস সাহেব বাহাদুরের প্রতি অর্পণ না হয় যেহেতুক তিনি ঐ তিন গৌরাঙ্গাবতারের ও অন্য নীলকর সাহেবলোকের পরম বন্ধু বরং অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও ধার্ম্মিক জে মেং সুইটেল কার সাহেব যিনি পূর্ব্বে যশোহরের মাজিস্ত্রেট ছিলেন এইক্ষণে কৌন্সেলের সেক্রেটরি আছেন তাঁহার প্রতি ভারার্পণ হইলে বোধ করি তাঁহার তদারকে উপরোক্ত দৌরাত্ম্য সকল প্রকাশ হইতে পারিবেক, আর উক্ত হাকিম ও তাঁহার একটি সেরেস্তা রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের কোন্ বিষয়ের কি উপকার হইতেছে তাহাও আমারদিগের বিবেচনার বহির্ভূত, যেহেতুক তাঁহা হইতেই রাজা ও প্রজা কাহারো কিছুমাত্র উপকার নাই বরং বিবেচনা করিলে উপরের অপকার আছে তবে যে একটি আসল কর্ম্মের ভার তাঁহার প্রতি আছে তাহা সদর নেজামতের প্রতি সমর্পণ করিলেই সুসার হইতে পারে।

৪। শ্রীযুত হরকরা সম্পাদক ও শ্রীযুত ইংলিসমেন সম্পাদক মহাশয় দিগের সমীপে আমি প্রার্থনা করি আমার এই পত্রখানি তাঁহারদিগের কাগজে স্থানদান করেন ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৪ ভাদ্র।

কস্যচিৎ জেলা যশোহর
নিবাসি জনস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনক্যয়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্বিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৬২ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১ সেপ্তেম্বর। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৭ ভাদ্র শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি,এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাদ্র মাসের অষ্টম দিবসীয় এক পত্র ডাকযোগে ত্রিপুরা হইতে আমারদিগের নিকট আসিয়াছে তাহাতে অতি ভয়ানক সমাচার বিদিত করে, সমাচার দাতা লেখেন গঙ্গাম গুলাদি স্থানীয় কতিপয় লোক ত্রিপুরার মহারাজের অধিকৃত পর্ব্বতোপরি গমন করিয়াছিল, ত্রিপুরার মহারাজের লোকেরা গুলী দ্বারা তাহারদিগকে আঘাতী করিয়াছে,তাহারা ত্রিপুরার মাজিস্ত্রেটসাহেবের সমীপে এই বিষয় নিবেদন করিয়াছিল মাজিস্ত্রেট সাহেব তাহারদিগের নিবেদন গ্রহণ করেন নাই, মাজিস্ত্রেট উত্তর দিলেন পর্ব্বত সকল উক্ত রাজার স্বাধীন বিষয়,তাহা বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত নহে, তিনি পর্ব্বতীয় প্রজাগণকে শাসন করিতে পারেন না, যদি এবিষয় সত্য হয় তবে অবশ্যই ভয়ানক বলিতে হইবেক, বৃটিসাধিকৃত প্রজারা ত্রিপুরার পর্ব্বোতোপরি এই বারে নূতন যায় নাই,কাষ্ঠ মধু ইত্যাদিআনয়নার্থ পূর্ব্বাবধি যাতায়াত করে, এবং ইংরেজেরাও কখন২ মৃগয়া নিমিত্ত গমন করিয়া থাকেন, মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যবাহাদুরেরসময়ে পর্ব্বতীয় লোকেরা বৃটিস প্রজার উপর কখনও এরূপ অত্যাচার করে নাই, এবং যখন গুলী ব্যবহার হইয়াছে তখন মহারাজের বেতনভোগি পর্ব্বতোপরিস্থাপিত সৈন্যেরাই অত্যাচার করিয়া থাকিবে, পর্ব্বতীয় প্রজাগণ বন্দুক গুলী ব্যবহার করে না, তাহারদিগের মধ্যে অল্পলোকে ধনুর্ব্বাণ লইয়া শিকার করিতে যায় অতএব রাজসৈন্য দিগের অত্যাচার ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজার অর্দ্ধ শরীর বৃটিসাধীন অর্দ্ধ শরীর স্বাধীন, অর্থাৎ ত্রিপুরার রাজা বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে পর্ব্বতের নিম্নস্থ তাবদধিকারের কর দেন, আর পর্ব্বতোপরি তাঁহার যে স্বাধীত্ব আছে তাহাও নামমাত্র, পর্ব্বতে কর নির্দ্ধারিত নাই, প্রজারা বিবাহ সময়ে রাজাকে ধর্ম্মগণ্ডা তিন টাকা নমস্কারী দেয়, ইহাতে রাজার যে লভ্য হয় বোধ করি তদ্দ্বারা পর্ব্বতে স্থাপিত রাজসৈন্য দিগের বেতন পরিশোধ ও হইতে পারে না অতএব আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি ত্রিপুরার রাজার এই তুচ্ছ স্বাধীনতার জন্য মাজিস্ত্রেট সাহেব কেন ভীত হইলেন, নীলকর সাহেবদিগের সহিত অনেক মাজিস্ত্রেটের যে প্রকার মৈত্রীভাব উক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেব কি ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে সেই প্রকার মিত্রতা করিয়াছেন, ত্রিপুরার মহারাজের প্রায় চিকুর সংখ্যাতীত ঋণ হইয়াছে বিষয় রক্ষা করিতে পারেন না, অধ্যক্ষতা কার্য্যে ইংরেজ রাখিয়াছেন, তাঁহার লোকেরাই যদি মনুষ্যের উপর গুলী ছুড়িয়া উচিত শাস্তি না পায় তবেবন্যলোকেরা ইংরেজদিগকেওলক্ষ করিতে নির্ভয় হইবে, অতএব উক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেব যদি গবর্ণমেণ্টের নিকট এবিষয়ের সমাচার পাঠাইয়া থাকেন ভালই করিয়াছেন নচেৎ আমরা গবর্ণমেণ্টকে সমাচার দিলাম, গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরার যুব রাজকে এবিষয়ে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবেন, তাঁহার অধিকারে পর্ব্বতোপরি কয়েক দল সৈন্য আছে তাহারা সুশিক্ষিত নহে, তথাপি চঞ্চলচিত্ত যুবরাজকে প্ররোচনা দিয়া তাঁহার অভিমান বৃদ্ধি করিয়া থাকিবে, অতএব গবর্ণমেণ্ট এমত বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরাবস্থায় নির্ব্বীজ করিবেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ হইল ভোট রাজার প্রজারা অন্যায় পূর্ব্বক রঙ্গপুর নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু কাশীচন্দ্র রায়ের চাঁপাকলী নাম্নী হস্তিনীকেঅপহরণ করিয়াছিল, পরে জমীদার মহাশয় তথাকার মাজিস্ত্রেট সাহেবকে এই বিষয় জানাইবা মাত্র মাজিস্ত্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ ভোটরাজাকে লিখেন তাহার প্রজারা যদি কল্যাণ চায় তবে পত্রপাঠ উক্ত জমীদারের নিকট তাঁহার হস্তিনী প্রেরণ করুক, নতুবা তিনি বৃটিস সৈন্য সহিত ভোট রাজ্যে প্রবেশ করিবেন, তাহাতেই ভোটরাজা পরিহার মানিয়া হস্তিনী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, বোধ হয় ভোট রাজা ত্রিপুরার রাজা অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন আছেন এবং তিনি ধনী, তথাচ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতাপে মাজিস্ত্রেট সাহেব তাঁহাকেও ও সোজা করিয়াছেন কিন্তু ত্রিপুরার মাজিস্ত্রেট সাহেব বৃটিসাধীন রাজাকে ও ভয় করিলেন ইহার গূঢ়াভিপ্রায় কি আমরা জানিতে বাঞ্ছা করি।

সপ্তক্ষীরা বিদ্যালয়।

প্রেরিত সম্বাদ।

উক্ত বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার যেরূপালোচনা হইতেছে আমি বোধ করি অন্য কোন বিদ্যালয়ে এত শীঘ্র এমত শিক্ষা হয় না, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় অতি দয়াশীল ও সচ্চরিত্র এবং পরোপকারী, উক্ত বাবু এই বিদ্যালয়ের নিমিত্তে অনেক তালুক দিয়াছেন, এরূপ বিদ্যানুরাগিমনুষ্য প্রায় দৃষ্ট হয়েন না, দেবনাথ বাবু প্রত্যহ পাঠশালায় আসিয়া প্রত্যেক বালককে জিজ্ঞাসা করিয়া পঠনাদি শ্রবণ করেন এবং অবিশ্রান্তরূপে তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উত্তমোত্তম সংস্কৃত গ্রন্থানুবাদারম্ভ করিয়াছেন এবং ইংরাজি পুস্তক যাহাতে যন্ত্রাদির বিবরণ ও বিজ্ঞান বিষয় লিখিত আছে হিন্দু কালেজের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস চট্টোপাধ্যায়কে তাহার অনুবাদ করিতে দিবেন এবংএগ্রিকলচোরাল সোসৈটির যেসকল পুস্তকে কৃষিকর্ম্মের বিষয় লেখা যায় তাহারও অনুবাদ করাইবেন,বাবু কহেন অন্য২ বিষয় ইংরাজি অপেক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্রে ভাল আছে সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা জানেন না এই কারণ ইংরাজি গ্রন্থের প্রশংসা করেন, সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিলে বঙ্গভাষায় উত্তম পুস্তক হইবেক, কিন্তু যন্ত্রাদির বিবরণ এক্ষণে ইংরাজিতে ভাল আছে অতএব তাহার অনুবাদ অগ্রে হউক.সাধারণের স্মরণ থাকিবেক ডাক্তর উইলসন সাহেবের আদেশে এ দেশের ভাষায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানশা

স্ত্রের অনুবাদ জন্য এক সমাজ স্থাপন হইয়াছিল, তাহাতে লার্ড ব্রোহেমের কৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের অনুবাদার্থে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, অমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সমাজে নিযুক্ত হইয়া অনেক বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুবাদ করেন, কিন্তু পরে দেশের অনুৎসাহ ও উইলসন সাহেবের বিলাত গমন জন্য ঐ সভা লুপ্তা হইয়াছিল, এইক্ষণে সপ্তঙ্কীরাধিপতি বাবু দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিজ্ঞান শাস্ত্রালোচনাজন্য পুনরায় ঐ সভার জীবন্যাস করিতে মানস করিয়াছেন. উক্ত বাবু পারসী আরবী এবং সংস্কৃত ভাষা ভাল জানেন সুতরাং বিদ্যার প্রতি বিশেষানুরাগ আছে এবং পরমেশ্বর ঐশ্বর্য্যও যথেষ্ট দিয়াছেন অথচ নম্র স্বভাব অতএব ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি সর্ব্বগুণান্বিত মহাশয় দীর্ঘায়ু হইয়া সদভিলাষ পরিপূর্ণ করুন।

অপর বদান্যবর ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ রায় চৌধুরি মহাশয় ব্যক্ত করিয়াছেন সপ্তঙ্কীরা গ্রামে এক ঔষধালয় স্থাপিত করিবেন, ইহার শিক্ষকের বেতন মাসিক একশত টাকা এবং অন্যান্য তাবৎ ব্যয়ার্থ যত ধন প্রয়োজনীয় হইবে উক্ত জমীদার মহাশয় তাহা দিবেন, মেডিকেল কালেজীয় সুপরীক্ষিত ছাত্র শ্রীযুত বাবু ফকীরচাঁদ বসু উক্ত ঔষধাগারে চিকিৎসকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, অতি শীঘ্র ইহার কর্ম্মারম্ভ হইবেক, শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ রায় চৌধুরি মহাশয় এই দানদ্বারা দরিদ্র লোকদিগের প্রাণ দান করিয়া সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন।

দিন২ যত দিন যাইতেছে, ততই দুর্গোৎসব নিকট হইতেছে, কলিকাতা বা জেলা সর্ব্বত্র কর্ম্ম স্থলীয় হিন্দুরা দুর্গোৎসবের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া প্রস্তুত হইলেন, অনেকের দ্রব্যাদি নৌকা বোঝাই বা গাড়ি বোঝাই হইয়াছে, তাঁহারা কেবল ছুটির দিনের অপেক্ষায় রহিয়াছেন. যেমন ছুটি পাইবেন অমনি ছুট ছুটী চলিবেন, তৎকালীন রাত্রি দিন গমন বিশ্রাম দিবেন না, এদিগে দস্যুরাও অস্ত্র সধার করিয়া প্রস্তুত হইল পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লইবে, হিন্দু কর্ম্মচারিরা সম্বৎসর ব্যাপিয়া মধু মক্ষিকার ন্যায় যাহা আহরণ করেন এই সময়ে তাহা লইয়া বাটী যান, দস্যুগণ সুযোগ বুঝিয়া এই কালে অনেকের বিষয় এমন হাত মারে তাঁহারা চক্ষে কানে দেখিতে শুনিতে পান না, অতএব আমরা পূর্ব্বে সতর্ক করিতেছি সর্ব্বস্থলীয় পোলীস সাবধান হইবেন, বরং অন্যান্য বৎসর দস্যুরা ধান্যচোরা সুরূপ দেখিয়া হৃষ্ট থাকিত, এবৎসর জলাভাবে শস্য লাভের তাদৃক প্রত্যাশা নাই, তাহারা আগামি বৎসরে প্রাণ ধারণের জন্য এই সময়ে সম্পূর্ণ রূপে চেষ্টিত হইবে অতএব গবর্ণমেণ্টের জলস্থলীয় পোলীস যেন শিথিল ভাবে থাকেন না।

আমারদিগের স্মরণ হইতেছে গত বৎসর এই সময়ে হুগলি নিবাসি কোন বন্ধু ঐ জেলায় দস্যুদিগের পরামর্শ জানিয়া আমার দিগের সমীপে এক পত্র প্রেরণ করেন, এবং তাঁহার পত্র ভাস্করে প্রকাশ হইবা মাত্র হুগলির তাৎকালিক মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত ওয়াকোপ সাহেব সাবধান হইয়াছিলেন তাহাতেই গত দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে হুগলির সীমায় ডাকাইতী হয় নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ওয়াকোপ সাহেবকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া আরাকাণে পাঠাইয়া দিলেন মেং ইয়ং সাহেবকে হুগলির ঠিকা মাজিস্ট্রেট করিলেন, তৎপরেই হুগলি প্রদেশ দস্যু রাজ্য হইয়াছে, একে হুগলি রাজধানীর অধিকার অতি বিস্তীর্ণ, মৃত স্মিথ সাহেব প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত মাজিস্ট্রেট সাহেবেরাই হুগলির শান্তিরক্ষায় হিমসীম খাইয়াছেন, তাহাতে নবীন মাজিস্ট্রেট মেং ইয়ং ইয়ং লোক, দস্যুরা তাঁহাকে ভয় করেনা, অতএব অকুতোভয়ে হুগলির সীমার মধ্যে তাহার দিগের কার্য্য করিয়াছে আবার দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে কি করে আমরা তাহাও জানিতে পারিব।

বিবিধ সমাচার।

উত্তমাশা অন্তরীপের সমাচারে ব্যক্ত করে তত্রস্থ প্রজারা বিলাত হইতে প্রেরিত দোষিগণকে তথায় বসতি করিতে দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক আছে বরং তথাকার দোকানী পসারিরাও তাহারদিগকে খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবেক না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রহিয়াছে, প্রজাবর্গের এতদভিপ্রায়ে কেপের অনেক প্রধান রাজকর্ম্মচারিরাও প্রতিপোষকতা করিতেছেন কিন্তু তথাকার গবর্ণর শ্রীযুত হেরিস্মিথ সাহেব এতন্মতের সাহায্য করেন নাই বরং বিরুদ্ধভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদের কোন সম্বাদদাতা লেখেন তথাকার নেজাম বাহাদুর বৃটিস রেসিডেণ্টকে এক দিন আহ্বান করিয়া আপন মন্ত্রী পরিবর্ত্তন করণাভিপ্রায়ে তন্মত জিজ্ঞাসায় সাহেব উত্তর করেন রাজ্যের কর্ম্মচারি নিয়োগাদি বিষয়ে নেজামের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে তাঁহার মতের অপেক্ষা করে না, ইত্যাদি কথোপকথনের মধ্যে নবাব সাহেব আপন সচিবের গ্লানি পূর্ব্বক বলেন বৃটিস গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধার্থ তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন কেবল মন্ত্রির শৈথিল্য ক্রমে বিলম্ব হইতেছে. গবর্ণর জেনরল বাহাদর কস্পে২ কিম্বদন্তী মতে তদর্থ গ্রহণ করিতে না চাহিলে তিনি প্রথমত অর্দ্ধাংশ দিতে প্রস্তুত আছেন, নেজাম মিষ্ট বাক্য দ্বারা আমার দিগের রাজপুরুষগণকে পরিতৃপ্ত করণের বৃথা চেষ্টা করিলে কি হইবেক।

পোলিস কমিস্যনর দিগের বৈঠকের বিবরণ।

গত প্রকাশিতের শেষ।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। হিউম সাহেব লিখিয়াছেন তুমি তাঁহাকে কহিয়াছিলে "তিনি তোমার সহিত ছদ্ম বেশে গমন করিলে এক ইনস্পেকটরের এত রূপার ভোজনপাত্র দেখাইতে পার যাহা চৌরঙ্গিস্থ বড়২ ইংরাজদের টেবিলে দেখা যায় না,, তুমি কিএ কথা কহিয়াছিলে।

উত্তর। হিউম সাহেব যেমত বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন আমি তাঁহার সহিত তদ্রূপ কথোপকথন করি নাই।

প্রশ্ন। ভাল আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি হিউম সাহেব লেখেন তুমি তাঁহাকে বলিয়াছিলে "ইনস্পেকটরেরা অনেকে দরিদ্রাবস্থায় পোলিসে নিযুক্ত হয় অতএব তৎকর্ম্মের অল্প বেতনে তাহারা কিরূপে বাহুল্য ব্যয় সমাধা করিতে পারে আমার ইহা গোচর আছে যে হেতু আমার সুপারিসে তাহারা অনেকে পদস্থ হইয়াছে,, ইহার কি উত্তর কর।

উত্তর। মাষ্টর মেকানা ভিন্ন অন্য কাহারো জন্য আমি কখন সুপারিস করি নাই কিন্তু তিনি আমার ভিন্ন অন্যের উপরোধেও কর্ম্ম পান, তাঁহার নিমিত্ত আমি মেজর বর্চক দুই এক কথা কহিয়া থাকিব, ইনস্পেকটর সকল উপস্থিত আছে বরং তাহারদিগকেই কেন জিজ্ঞাসা করা যায় না তাহার দিগের জন্য আমি উপরোধ করিয়াছি কি না।

এতৎ শ্রবণে কমিস্যনর মহাশয়রা বিবেচনা করিলেন এই জোবানবন্দী কালে হিউম সাহেবের উপস্থিত থাকা উচিত হইতেছে অতএব তাঁহাকে তথায় আবাহন করিলেন।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। তুমি কি কহিয়াছিলে "আমি শুনিয়াছি গঙ্গারাম বড়বাজারের লোকেরদের নিকট এমত অর্থশোষণ করিতেছে মধ্যবিত্তলোকেরা তাহাতে প্রায় নিস্বহইতেছে এবং নিশাকালে ছাদের উপর প্রহরী না রাখিয়া কেহ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারে না।,,

মতিবাবুর উত্তর। স্মরণ হয় আমি গঙ্গারামের বিষয়ে বলিয়াছিলাম অনেকে তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন।

প্রশ্ন। তুমি কি বলিয়াছিলে "তোমরা মাজিস্ট্রেট হইয়া এবিষয়ের বিহিত বিবেচনা না করিলে ৩০০০ সহস্র লোক গবর্ণমেণ্টকে আত্মদুঃখ লিখিয়া জানাইবেন।,,

উত্তর। আমি এমত কথাই কহি নাই।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। হিউম সাহেব লিখিয়াছেন তিনি তোমার কথার উত্তর করেন একজিকিউটিব পোলিসের সহিত তিনি সম্বন্ধ রাখেন না ইহাতে তুমি কহিয়াছ আমি পেটন সাহেবকে একথা কহিয়াছিলাম তাহাতে তিনি অপর মাজিস্ট্রেট দিগের সহিত এতদ্বিষয়ের পরামর্শ করিতেচাহিয়াছেন অতএব তজ্জন্যই তুমি তাঁহার নিকটস্থ হইয়াছিলে, একথার কি বল।

উত্তর। গঙ্গারামের বিষয়ে আমি হিউম সাহেবকে যাহা কহিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বেই মহাশয়দিগের সমীপে ব্যক্ত করিয়াছি তদতিরিক্ত অধিক কিছু বলি নাই।

প্রশ্ন। হিউম সাহেব লিখিয়াছেন তুমি তাঁহাকে এক দাঙ্গার কথা কহিয়াছ যাহাতে কতকগুলিন অযোগ্য ইনস্পেকটরদিগের কোন বাবর লোকের সহিত বিরোধে ৭ জন অস্ত্রাঘাতী ও লাঠীর আঘাতে দুই তিন জন লোকের মৃত্যু হয় কিন্তু এবিষয়ের অধিক আন্দোলন না হইলে বিশেষ বিচার হইবেক না, ভাল একথা বলিয়াছ কি না।

উত্তর। হিউম সাহেবকে এমত দাঙ্গার কথা বলি নাই অন্য এক মারিপিটের বিষয় বলিয়াছিলাম বটে।

প্রশ্ন। হিউম সাহেব পরিশেষে লেখেন তুমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় কালে কহিয়াছ "কি আশ্চর্য্য, পেটন সাহেব এবিষয় তোমাকে কহেন নাই অতএব আমি তাঁহাকে ইহা জানাইব,, ভাল তুমি কি ইহা বলিয়াছিলে।

উত্তর। এমত প্রসঙ্গই করি নাই।

এতৎ শ্রবণে হিউম সাহেব কমিস্যনর মহাশয়দিগকে নিবেদন করিলেন তিনি মতিবাবুকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, ইহাতে কালবিন সাহেব তাহার জিজ্ঞাস্য সকল মতিবাবুর প্রতি প্রশ্ন করেন, যথা।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। হিউম সাহেব জিজ্ঞাসা করিতেছেন তুমি কিজন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলে।,

উত্তর। টাকার লেনদেনের কথা কহিতে গিয়াছিলাম।

প্রশ্ন। হিউম সাহেব জিজ্ঞাসা করিতেছেন তুমিগত মাত্র কি তিনি কহেন নাই টাকার বিষয় এপর্য্যন্ত পরিষ্কার হয় নাই, তিনি আগ্রাব্যাঙ্কের সহিত লেনদেন করণের চেষ্টায় আছেন তদ্দ্বারা পূর্ব্ব হিসাব পরিষ্কার হইবেক।

উত্তর। হিউম সাহেব কহিয়াছিলেন বটে তিনি এপর্য্যন্ত হিসাব সমাধা করিতে পারেন নাই, তাহা ত্বরায় করিবেন, হিউম সাহেবের পূর্ব্ব পত্র দ্বারা আমি অসন্তুষ্ট হই কিন্তু তদ্দিনে তিনি যখন বলেন আগ্রা ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেন খুলিয়া ত্বরায় পূর্ব্বহিসাব পরিষ্কার করিবেন তখন আমি সন্তুষ্ট হইয়া পরে অপর কথোপকথনারম্ভ করি।

এতচ্ছ্রবণে হিউম সাহেব কহেন বাবু ঐ পত্র সকল দেখাউন দেখি।

কালবিন সাহেবের প্রশ্ন। হিউম সাহেব বলিতেছেন তিনি তোমাকে কহিয়াছিলেন, বাবু যে অত্যাচারের বিষয় আমাকে কহিলে ইহা যদি সত্য হয় তবে পোলিসে জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হৌসে যাইয়া বলনা কেন।

উত্তর। আমি এমত কথা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ হয় না।

প্রশ্ন। হিউম সাহেব কহিতেছেন তিনি তোমাকে তৎকালে কহিয়াছিলেন একজিকিউটিব পোলিসের প্রতি আমার সেইরূপ ক্ষমতা আছে যত ঐ মজুর যে প্রস্তর ভাঙ্গিতেছে তাহার আছে।

উত্তর। তিনি এমত কথা কহিয়াছিলেন তাহা আমার স্মৃতি হয় না।

প্রশ্ন। ভাল, হিউম সাহেব কি তোমাকে কহিয়াছিলেন তিনি মেজর বর্চকে জিজ্ঞাসা করিবেন পেটন সাহেব তাঁহাকে কোন কথা কহিয়াছেন কি না।

উত্তর। ইহা কহিয়া থাকিবেন কিন্তু আমি তৎকালে এমত বুঝিনাই।

অতঃপর মেজর বর্চকে আবাহন পূর্ব্বক কমিস্যনর মহাশয়েরা এই প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন। হিউম সাহেব কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন গঙ্গারামের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে পেটন সাহেব তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি না।

উত্তর। হাঁ, হিউম সাহেব এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবুর উল্লেখ করিয়াছিলেন কি না স্মরণ হয় না, এতদ্বাক্যের পর বর্চ সাহেব পুনর্ব্বার কহেন, স্মরণ হইতেছে হিউম সাহেব মতিলাল শীলের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু পেটন সাহেব আমাকে এবিষয়ের কোন কথাই কহেন নাই।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৩২৭ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত আনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ১৩ আগষ্ট।

শ্রীযুত তালেন সাহেব ভাগলপুরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক হইবেন।

১৮৪৯ সাল ১৫ আগষ্ট।

শ্রীযুত বকলাণ্ড সাহেবের অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুত জে এস স্পাঙ্কি সাহেব চাটিগাঁর মাজিস্ট্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮৪৯ সাল ২০ আগষ্ট।

শ্রীযুত আর জে রিচার্ডসন সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে জিলা পাটনার বাড়েডাকাধ্যক্ষ হইবেন।

১৮৪৯ সাল ২১ আগষ্ট।

শ্রীযুত এ কর্বস সাহেব পুরীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর নিমকের এজেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ লুক সাহেব রাজশাহীর কালেকটর হইবেন এবং শ্রীযুত মিটন সাহেবের অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। শ্রীযুত জি পি লষ্টর সাহেব রাজশাহীর কালেকটরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত জি জি মাকিণ্টশ সাহেব বৰ্দ্ধমানের কালেকটর হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ১৫ আগষ্ট।

চাটিগাঁর একটিং মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত সি টি বকলাণ্ড সাহেব যে তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত জে এস স্পাঙ্কি সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন সেই তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৬ আগষ্ট।

চাটিগাঁর দ্বিতীয় অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু পঞ্চানন বাঁড়ুয্যা দশহরার আরম্ভাবধি মহরমের বন্দের শেষ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

আসামের মঙ্গলদায় স্থানের সদর আমীনের ক্ষমতা প্রাপ্ত মুন্সেফ শ্রীযুত মৌলবী নুরুদ্দীন আহমদ স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে আগামি অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৭ আগষ্ট।

গোয়ালপাড়াতে আসামের কমিস্যনর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান এ এ ষ্টুর্ট সাহেব আপনার কর্ম্মের ভার সব আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এচ ডাইবর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার একটিং কালেক্টর শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব আগামি নবেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ২১ আগষ্ট।

মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারী শ্রীযুত সি লিমণ্ড সাহেব গত মাসের ৯ তারিখে আপন কর্ম্ম স্থানে পঁহুছেন।

দিনাজপুরের কালেকটর শ্রীযুত সি ষ্টিয়র সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখ আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত আর স্কট সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

শ্রীযুত সি কারনাক সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখ ময়মনসিংহের মাজিস্ট্রটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এ এল মেলবিল সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে।

জে পি গ্রাণ্ট।

বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

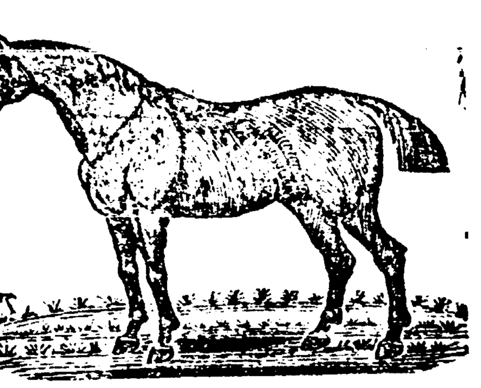

অশ্ব বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিসিয়র্স কুক এণ্ড কোম্পানি সাহেবেরা সাধারণ সমীপে জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহারদিগের হার্স মার্টে কতকগুলিন মূল্যবান এন এস ডবলিউ চিহ্নিত ঘোটক অদ্য ১ সেপ্তেম্বর শনিবার ও আগামি ৩ সেপ্তেম্বর সোমবারে বিক্রয় করিবেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন থাকে উক্ত সময়ে উক্তস্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রয় করিবেন।

আশ্চর্য্য কৌশল।

সর্ব্বোপমাযোগ্য শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কলিকাতার নবীন পোলীসের এক জন ডেপুটি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেং ফেরল সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমাচার পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাঁহার হস্তে পোলীসের যে শক্তি ছিল তাহা পরিত্যাগ করিলেন এইক্ষণে যাঁহারদিগের যাহা মনে থাকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ করুন, ফেরল সাহেব নিশ্চয় জা

নিয়াছেন এতদ্দেশীয় লোকেরদের চক্ষুর্‌য় স্নেহ বর্জ্জিত নয়, এবং তাহারা মড়ার উপর খাড়ার ঘা দেন না, এই সাহসে আপনাকে নির্ম্মল জানাইয়াছেন, এ কৌশল আশ্চর্য্য কৌশল বটে, এরূপ কৌশলে ফেরল এক জন ডেপুটি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পরিত্রাণ পাইবেন আশ্চর্য্য কি,গবর্ণমেণ্টের অতি সম্ভ্রান্ত সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টেরাও ইহাতে নিস্তার পাইতে পারেন, তাঁহারা যদি ঢেঁড়রা দেন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন তাঁহারদিগের বিরুদ্ধে যাঁহার যাহা বলিতে হয় এই সময়ে বলুন তথাচ এতদ্দেশীয় লোকেরা কিছু বলিবেন না, এতদ্দেশ নিবাসিরা কর্ম্ম ত্যাগিকে বলিদান করেন না, কিন্তু আমরা সাধারণের মঙ্গল চেষ্টায় নিযুক্ত আছি কেহকোনবিষয়ে অন্যায়াভিমান করিলে তাহা সহ্য করিতে পারি না, অতএব কিঞ্চিৎ বলিতে হইল, ফেরল কি মনে২ বিচার করেন না কি২ পাপ করিয়াছেন, ফেরলকে সঙ্কেতে এই মাত্র জানাইলাম তাহার অহঙ্কার সম্বরণ করিবেন।

হে পাঠকমহাশয়গণ,যাহা হইবার হইবে, আমরা আর গোপন রাখিতে পারি না, পেট ফুলিয়া ঢোল হইয়া প্রাণ হরণ করিবে তদপেক্ষা মনের কথা বলিয়া পেটফুলা নিবারণ করা ভাল।

কলিকাতার পোলিস কার্য্যের তদন্তারম্ভে আমরা আহ্লাদ বিষাদে মিশ্রিত হইয়াছি, আহ্লাদের কারণ এইযে শ্রীযুত কালবিন সাহেব কমিস্যনর হইয়াছেন, তাঁহার তুল্য নিরপেক্ষ সদ্বিচারক এতদ্দেশে অল্প আছেন,বিষাদের বীজ এইযেডাম্পিয়রসাহেব,যিনি এতদ্দেশে রক্তাবৎজেলারপ্রায়পোলিসসকলআগাগোড়াঅশুদ্ধরাখিয়াছেনগবর্ণমেণ্টকিবিবেচনায়তাঁহাকেকলিকাতারপোলীসতদন্তেরকমিস্যনর করিয়াছেন, তিনি পোলিসেরকিদোষবাহিরকরিবেন,পেটফুলিয়া মারা পড়ি জিজ্ঞাসা না করিয়া বাঁচি না, অগত্যা জিজ্ঞাসা করিতে হইল ডাম্পিয়রমহাশয়কি তাঁহার পোলীসেউৎকোচলাভালাভদেখেন না,অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা দিগের প্রতি আক্রমণ করিলেই হস্তীপৃষ্ঠেউষ্ট্র পৃষ্ঠেএকেবারে২০।২৫ সহস্র টাকা বাসায়আসিয়া পড়েএমতসকলবিষয়কিঅদ্যাপিওউক্তসাহেবের অগোচর আছে,বিশেষত ধনাঢ্য মান্যগণ্যলোকেরা কোন অত্যাচারে লিপ্ত হইলেই বাহির পোলিস নৃত্য করেনইহারঅভিপ্রায় কি, বাহির পোলিসের লাভালাভেরবিষয় বিস্তারিতকরিয়া লিখিতে হয় না, ঘুণাক্ষরে বলিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

অপরজেলা পোলীসের ঋণের কথা কি বলিব,অনুমানকরিঅনেকেরকেশপর্য্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছে,৺ প্রাপ্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কানাইয়ালাল ঠাকুর,শ্রীযুত বাবু হলধর বসু,আগ্রাব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ ইত্যাদি মহাশয়দিগের সহিত শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেবের বিশিষ্টালাপ ছিল, তাঁহারা কি কখন পোলিসের ঋণের কথা বলেন নাই, সম্পাদক মহাশয় একেবারে উদরস্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল এই কয়েকটা কথা বলিয়া আপাতত নিশ্বাস ফেলিতে পারিলাম, এইক্ষণে শরীর স্থির হইল, ইহার পরে উপস্থিত মতে বক্তব্যের ত্রুটি হইবেক না।

কেষাঞ্চিৎ সমাচার পত্র
পাঠকানাং।

সাধারণ মঙ্গলোপাসক তামস নাশক
শ্রীযুক্ত ভাস্করোদয়াদ্রি উপান্তেষু।

২৩ আগস্ট দিবসীয় ইংলিসমেন সম্বাদপত্রে কস্যচিৎ পত্রপ্রেরক লেখেন মোকাম পাটনায় এই প্রকার একটা জনরব প্রচরদ্রূপ বেগবান হইয়া শত ধারায় দূরাদূরে প্রবহমান হইবায় প্রায় গবর্ণমেণ্ট সাগর সঙ্গমে বিলয়োপক্রম হইয়াছে, অর্থাৎ তত্র নিবাসি খাজে হুসেন আলী প্রায় অব্দত্রয় হইল রাজ প্রতিকূলে একটা কুহক স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপরে তাহার রাজদ্রোহিতাচার প্রচার হইবায় তিনি পলায়ন করেন, অনন্তর তাহার এক অন্তরঙ্গ কোন এক ব্যক্তি এতন্নগরে অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ খাজের রক্ষার উপায়ানুষ্ঠান করেন, এবং তদভিযোগের বিচারে কি হয় না হয় তদপেক্ষায় অবেক্ষণ করিতেছিলেন, পরে রাজবিরুদ্ধাচারি খাজের পক্ষে অতি যত্নে কস্যচিৎ উন্নত পদস্থ কোন মহামতি সিবিলিয়ানের সহিত যোগাভিসন্ধি করিলে প্রকৃতার্থে ঐ আমিসাশি সাহেব অর্থলোভে অস্থানে হস্ত প্রসারণ করিতে লজ্জা বোধ করিলেন না, অপরঞ্চ তাঁহার হস্তে কিছু ঠেকাইবামাত্র উক্তাভিযুক্ত খাজের প্রতি সম্প্রীতিতে রক্ষালিঙ্গন প্রদান হয়, তদুত্তর খাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কিরূপে কি ব্যভিচার করিয়াছেন তত্তাবৎ সাধারণের অশ্রুত রহিয়াছে, কিন্তু আমি এতদ্বিষয়ের সকল ভেদজ্ঞ, আমি তাহার আদ্যোপান্ত সবিশেষ বিজ্ঞাত আছি, তদাখ্যান এই যে কিয়ৎকালাবসান হইলে উল্লেখিত বিদ্রোহি পাটনায় স্বয়ং প্রকাশ হয়েন এবং তদীয় কৃতাপরাধ অমুকের কৃত বিচারে নিস্তার পাইয়া দূষিত ব্যক্তি কৃতার্থ হইলেন, অধিকন্তু বিদ্রোহির হিতৈষি মহাশয় নিষ্কলঙ্কে মুখপ্রক্ষালনাচমনাদি করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে নিজাসনে বিড়ালব্রতিক হইয়া বসিয়াছেন, অত্রাভিলক্ষিত সাহেব কোন ব্যাপারানুবন্ধেই হউক বা অপর কোন বিষয়েই হউক যখন কিয়ৎকাল এক পূর্ব্বালাপ্যবন্ধুর আবাসে অধিবাসকরেন, সেই সময়ে উক্ত প্রমোচিত খাজের নিকট ঋণী হইয়া নির্ম্মল সিবিলাবলীতে চন্দ্রাদিত্য কলঙ্কাধিক প্রলেপন করিলেন অর্থাৎ খত লিখিয়া দিয়া খাজের স্থানে কতিপয় সহস্র টাকা কর্জ্জ লইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল অষ্টাদশ মাস পরে টাকা পরিশোধ করিবেন, তদভ্যন্তরে পরিশোধে অক্ষম হইয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ঋণাধিক টাকা নিরাপত্তিতে প্রদান করিবেন, ফলত ঐ ঋণের সুদ ও প্রতিজ্ঞাদি সর্ব্বান্যথা বিধায় বহু কষ্টে সুদ আদায় সুদূর পরাহত প্রত্যুত মূল ধন ও অর্দ্ধার্দ্ধ হইয়াছে, সে যাহা হউক, পরন্তু পূর্ব্বোক্ত উৎকোচ প্রলোভ সম্বরণ করিতে না পারিবায় ইহার দৌর্গন্ধ্যে নগরে যাবস্তসাহেবলোক আমোদিত হইয়াছেন, এবং খাজেতর অপর এক জন তৎ খাতাংশী ✱ ✱ নগরে দ্বারে২ খত লইয়া বিক্রয়ের জন্য পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যিনি এই খত লইয়া নগরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করেন অনুমান তদীয় ভবনে বারম্বার সাহেবের গমনহইয়াছিল,অতএব আমি যে সভায় এতদাখ্যান ব্যাখ্যান করিতেছিলাম তৎ সভাস্থ কোন পারিষদ পূর্ব্বপক্ষ করিলেন কেমন তুমি জ্ঞান ঋণ পরিশোধ হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং উত্তর করিলেন, না, কোন প্রকারেই বোধ হয় না তিনি টাকা প্রতিদান করিয়াছেন, একারণ অনুবাদকের এই অভিপ্রায় যে পোলীসের সঙ্গে২ এক বিচারে দুই বিচার হইলেই এক যাত্রায় পৃথক ফল প্রাপ্ত হয়েন, নতুবা এই দোষ গোপন থাকিলে গবর্ণমেণ্টের নিন্দা এবং প্রজাবর্গের বিশেষ অসুখ ও অশুভ ভবিতব্য।

ডিঃ ডিঃ ডিঃ।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৬সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ফজলকরিমের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশপরগনার শিয়ালদহ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৫৴ পোনের বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যেও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ফজলকরিমের যেস্বত্বওঅধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কোম্পানির রাস্তা। পূর্ব্বদিগে উক্ত ফজলকরিমের বাগাৎ ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত ফজলকরিমের বাগান বাটী। এবং দক্ষিণ দিগে ফজলকরিমের এক বাগান।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণকরিলেএই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২৫আগষ্ট ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য মায়ংক্ষণো দোষভ্রান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্ ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

মানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৬৩ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৪ সেপ্তেম্বর। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২০ ভাদ্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি,এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না। আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা এই প্রস্তাব লিখনারম্ভে কলিকাতা ষ্টার সম্পাদক মহাশয়কে এবং তৎ সহযোগী নবীন ব্রতি ইণ্ডিয়ান টাইমস সম্বাদককে সেলাম করি, তাঁহারা এমত এক নূতন বিষয় বাহির করিয়াছেন হরকরা ইংলিসমেন ফ্রেণ্ডঅফ ইণ্ডিয়াদি পুরাতন সমাচার পত্র সকলের পরিণত সম্পাদক মহাশয়দিগের বুদ্ধিতেও তাহা প্রকাশ পায় নাই, আমারদিগের সৌভাগ্যবশাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্পাদকদ্বয় নূতন বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতেই আমরা তাঁহারদিগকে সেলাম করিতে সমর্থ হইলাম, সহযোগি সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন কলিকাতার কনিষ্ঠ বিচারাগারের জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম বিচারকেরা বিধিজ্ঞ নহেন, বিধি জ্ঞান অজ্ঞ হইয়াও বিচারকের কার্য্য করিতেছেন, হে পাঠকগণ,উক্ত সম্পাদকদ্বয় এমত নূতন কথা বাহির করিয়াছেন এইক্ষণে সকল সমাচারপত্র সম্পাদক যে পাইলেন এতদুপলক্ষে এক২ গল্প লিখিতে পারিবেন, এবং আমরাও সুযোগ পাইয়া এই বিষয় লিখিতে সমর্থ হইলাম।

ছোট আদালতের উক্ত বিচারকদ্বয় বিধি জানেন না, অবিধিও জানেন না, দুই হস্তে কি এক হস্তে ও গুরুতরাহার করিতে পারেন না, ছোট আদালতের জজের আসন সামান্য আসন নহে তাহাতে বসিয়া ঋণ চাহিলে এমত লোক কে আছেন তাঁহারদিগকে ঋণ দিবেন না, আর যদি হাত পাতেন তবে অমনি কতটাকা পাইতেপারেন, বিশেষতঃছোট আদালতে আসামি ফরিয়াদির আমানতি টাকা চুরী করিলেও ধনী হইতে পারিতেন, চুরী করিতেও জানেন না, তবে তাঁহারদিগের তুল্য মূর্খ কে আছে অতএব গবর্ণমেণ্টকেও অজ্ঞ বলিতে হয় যাঁহারা চোরেরদের বিধিও জানেন না, তাঁহারদিগকেও বহুকাল বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন।

কলিকাতা ষ্টার এবং ইণ্ডিয়ান টাইমস সম্পাদকের মতের পোষকতার জন্য আমরা এপর্য্যন্ত লিখিলাম, কিন্তু উক্ত বিচারকদ্বয় বিধিজ্ঞ নহেন সম্পাদক মহাশয়দিগের একথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, অতএব জিজ্ঞাসা করি তাঁহারদিগের অভিপ্রেত বিধি কোন্‌বিধি তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন যদি হিন্দু শাস্ত্রানুরূপ বিধি বলেন তবে ছোট আদালতে সে বিধি চলিত নাই, অতএব জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিচারপতি হইলেও ছোট আদালতের বিচার নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না, আর গবর্ণর কৌন্সেলে সৃষ্ট বিধি সকল কহই যদি এস্থলে বিধি কহেন তবে তদনুসারে ছোট আদালতে বিচার হয় না, অতএব গবর্ণর বাহাদুর যদি স্বয়ং বিচারপতি হয়েন তথাপি ছোট আদালতের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে অপ্রস্তুত হইবেন, এবং যদি মোসলমানদিগের বিধি উক্ত সম্পাদকদ্বয়ের অভিপ্রেত বিধি হয় তবে মহামহোপাধ্যায় মৌলবিগণকে ছোট আদালতের আসনে বসাইয়া দেখুন তাঁহারাও তোবা২ বলিয়া পলায়ন করিবেন, তবে উক্ত বিচারকদ্বয় সুপ্রিমকোর্টের বিধি সকল জানেন না, ইহা যদি বলেন তাহাতে আমরা পেদি তত্তৈব যেহেতুক সুপ্রিমকোর্টেরকোনবিধিছোটআদালতস্পর্শ করিতে পারে নাই অতএব উক্ত বিচারকদ্বয় কোন আদর্শ না পাইয়াও যে এত কাল বিশ্বাসিত্বরূপে সুবিচার করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ইহাতে কি প্রজা কি গবর্ণমেণ্ট সকলেই জ্ঞান করেন ঐ বিচারকেরাই বিধি, তাঁহারাই বিধিজ্ঞ, তাঁহারাই সুবিচারক. তাঁহারাই ছোট আদালতে চিরকাল থাকুন।

এইক্ষণে আমরা উক্ত সম্পাদক দ্বয়ের কটাক্ষের উপর বিকটাক্ষে এই একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এতদ্দেশের ভাষায় পূর্ব্বাপর ব্যবহার আছে" মাথা নাই মাথাব্যথা ,, এস্থলে তাহাই বলিতে হইল,ছোটআদালতেবিচারেরকোন বিধিইনাইবিচারকেরাবিধিজ্ঞ নহেন, ইহাও মাথানাই মাথাব্যথার ন্যায় বলা হইয়াছে, অতএব প্রাগুক্ত সম্পাদকদ্বয় এবিষয়ে আর কটাক্ষ করিবেন না, আমরা তাঁহারদিগের অভিসন্ধি বুঝিয়াছি, ইংলিসমেন সম্পাদক রিসিবর, রেজষ্টর, মাষ্টরাদির বিপক্ষে লিখিয়াছিলেন তাহাতেই উক্ত কর্ম্ম স্থল সকল পবিত্র হইয়াছে, আর আমরা কলিকাতার পোলীসের বিরুদ্ধবাদী হইয়া লিখিয়াছিলামইহাতেবহুকালপরেগব

র্ণমেণ্ট পোলিসের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এই সকল দেখিয়া ষ্টার সম্পাদক ও টাইমস সম্পাদক ছোট আদালতের দুইজন প্রাচীন বিচারকের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন কিন্তু উক্ত বিচারকেরা লোভী নহেন, একটা কথ আছে "নীরোগী বৈদ্য ⁂ ⁂ ⁂, ছোট আদালতের বিচারকদিগের চক্ষী রোগ নাই, তাঁহারা বিপক্ষ সকলকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ঐ কথা বলিবেন।

অনুমান করি বিপক্ষ সম্পাদকেরা আমারদিগের এই লেখাতেই নিরুত্তর হইবেন তথাচ তাঁহারদিগকে একটা প্রমাণ দর্শাইয়া নিরস্ত করি, ছোট আদালতে কি বিধি জ্ঞাতা বিচারক নাই, অবশ্য আছেন, মেং ওয়ালি সাহেব সুপ্রিম কোর্টে কৌন্সেলি ছিলেন তিনি ছোট আদালতের তৃতীয় বিচারক হইয়াছেন গত শুক্রবারে ছোট আদালতের বড় ঘরে বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে তাঁহার সাক্ষাতে রামলাল ফরিয়াদী, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আসামী, ৩৬ টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, উভয় পক্ষই ধনি খোট্টা, মোকদ্দমার আরম্ভে একজন সাক্ষী উঠিবা মাত্রই উভয়পক্ষের দুই তিন শত লোকে আইন দক্ষ বিচারক মহাশয়ের সাক্ষাতে এমত জুতাজুতী হাতাহাতী লাথালাথী করিয়াছিল তাহাতে অন্যূন দুইশত লোক রক্তমাখা হইয়াছে, বিধিদক্ষ বিচারাধ্যক্ষ রাগভরে বিচারাসন হইতে উঠিয়া উভয়পক্ষে মুষ্টি অর্থাৎ ঘুসি চালাইতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে আপনি পড়িয়া গেলেন, তথাচ দাঙ্গা নিবারণে সমর্থ হন নাই, পরে জ্যেষ্ঠ বিচারক ও দ্বিতীয় বিচারকের শরণাগত হইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহারা আসিয়া বিবাদ ভঙ্গ করেন, আমরা কেবল প্রমাণ দানের জন্য এ বিষয়ের আভাস মাত্র লিখিলাম বিপক্ষ সম্পাদকেরা অনুসন্ধান লইয়া যদি যথার্থ লেখেন তবে আহ্লাদিত হইব।

ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা।

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে চাতরা নিবাসি স্বভাব কুলীন শ্রীযুত অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়ের দুই ভগিনী অরক্ষণীয়া হইয়াছিল, দরিদ্র চূড়ামণি অভয়াচরণ অর্থাভাবে সমান ঘরে তাহারদিগকে সম্প্রদান করিতে পারেন নাই, তজ্জন্যে আমরা এক দিবসীয় ভাস্করে লিখিয়াছিলাম লড়াইলনিবাসি জমীদার শ্রীযুতবাবু গুরুদাস রায় মহাশয় ভাস্কর দেখিয়া এবং আমারদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন কত টাকা হইলে অভয়াচরণ তাঁহার দুই ভগিনীকে সম্প্রদান করিতে পারেন তাহাতে আমরা বলিয়াছিলাম ৫০০ টাকা হইলে দুই কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয় এই কথা শ্রবণে গুরুদাস বাবু তৎক্ষণাৎ কহিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, অনন্তর আমরা অভয়াচরণকে ঘটকগণ সহিত বাবু গুরুদাস রায় মহাশয়ের সভায় প্রেরণ করি এবং গুরুদাস বাবু ভাদ্র মাসের চতুর্দ্দশ দিনে স্বপিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার ভগিনী বিবাহের টাকা দান করেন এবং কি জানি তাহাতে কর্ম্ম সম্পন্ন না হয় এজন্য বাবু এক ভৃত্য এক দৌবারিক সহিত তাঁহার একজন কর্ম্মাধ্যক্ষকে অভয়াচরণের বাটীতে পাঠাইয়াছিলেন ঐ কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতি অনুমতি ছিল তিনি অভয়াচরণের বাটীতে থাকিয়া পাত্র আনাইয়া দুই কন্যার বিবাহ দিয়া আসিবেন, গত রবিবার পূর্ণিমা রাত্রিতে গুরুদাস বাবুর ধনে দুই কন্যার পাণীগ্রহণ হইয়াছে উক্ত বাবুর কর্ম্মকারক সম্মুখে থাকিয়া বিবাহ দিয়া সুখ্যাতি লইয়া আসিয়াছেন, অতএব বাবু গুরুদাস রায় এক স্বভাব কুলীনের জাতিরক্ষা করিলেন, উক্ত বাবুর তুল্য দাতা এইক্ষণে প্রায় দৃষ্ট হয়েন না অভয়াচরণ এতদ্দেশীয় ধনিদিগের অনেকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছেন তাঁহার প্রতি কেহ কৃপা প্রকাশ করেন নাই, গুরুদাস রায় যেমন স্বীকার করিয়াছিলেন তেমনি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, লড়াইল নিবাসি জমীদার মহাশয়েরা পূর্ব্বানুক্রমে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত কুলীন কন্যাদিগের বিবাহ, দরিদ্রগণের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আনুকূল্য করিয়া আসিতেছেন, এ স্থলে আমরা অবশ্য কহিব শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় এই রূপ অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, অনেকে কহেন তিনি প্রজার বিপত্তি করিয়া ধনোৎপত্তি করেন কিন্তু তাঁহার ধন কেবল এই সকল সৎকর্ম্মে যায়, তিনি অসৎকর্ম্মে কখনও এক কপর্দ্দক দেন নাই, অতএব লড়াইল নিবাসি জমীদার মহাশয়দিগের ধার্ম্মিকতায় যাহা স্বাভাবিক হইয়াছে বাবু গুরুদাস রায় মহাশয় স্বভাবানুরূপ এইএক কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি বাবু গুরুদাস রায় মহাশয় চিরজীবী হউন।

নৌকা ডুবিতে বহু প্রাণি নাশ।

গত কল্য বেলা নয় ঘণ্টা কালে কলিকাতা অঞ্চলে এক ঝড় হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বক্ষণে বাগবাজারের ঘাট হইতে অনেক লোক বোঝাই একখানা গহনা নৌকা উত্তরাভিমুখে গমন করে, পরে ঐ ঝড়ে ঘুষড়ির চড়ার উপর যাইয়া নৌকা ডুবিয়া যায়, ন্যূনাধিক ৪০ ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যে তিন ব্যক্তি মাত্র দৃষ্ট হইল ভাসিয়া যাইতেছে অবশিষ্ট সমস্ত লোক ডুবিয়া যায়, এবং বোধ হয় ঐ তিন ব্যক্তিও কিয়দ্দূরে যাইয়া ডুবিয়া গিয়াছে, যে হেতুক তাহারদিগের উদ্ধারার্থ কোন নৌকা যায় নাই।

বিবিধ সমাচার।

প্রাচীন মেকানের কানের কথা লোকের কানানী হইতে২ অবশেষে কমিস্যনর মহাশয়দিগের কানে উঠিয়াছে, মেকানের কানে এই সম্বাদ প্রবিষ্ট হইবায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আত্ম দোষ ক্ষালনার্থ এতন্নগরে পুনরাগমন করিয়াছেন, দেখি কমিস্যনরগণের সমীপে কি কহেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক আমরা লিখিয়াছিলাম মেকান সাহেবের জামাতা নীলকর কেনি সাহেব এক পত্র দ্বারা ষ্টার সম্পাদক মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন লা সাহেব যে কহিয়াছেন "দুই মাসের মধ্যে কলিকাতা নগর হইতে মেকান সাহেবের নামে ডাক যোগে একখানা পত্র ও যায় নাই,, তাহা আরোপিত, কিন্তু লা সাহেব উক্ত বাক্য প্রয়োগ কালে কমিস্যনর মহাশয়গণের সমীপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন পোষ্টমাষ্টর জেনরলের নিকট তিনি এই অনুসন্ধান পাইয়াছেন অতএব পোষ্টমাষ্টর জেনরল মহাশয়ের লিখিত এক পত্র যাহা গত দিবসীয় ষ্টার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছেন তিনি লা সাহেবকে তদ্রূপ কহেন নাই এবং তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মচারিকে তদ্বিষয়ক সমাচার বলিতে আদেশ করেন নাই অতএব লা সাহেব এইক্ষণে এতদুত্তরে কি বলিবেন দেখি, দোষী লোকের উপরে পুনর্ব্বার মিথ্যা দোষারোপ করণ সল্লোকের উচিত নহে, বিশেষতঃ অন্যান্য দোষাপেক্ষা মিথ্যা কথন অতি গুরুতর দোষ, অতএব লা সাহেব এই কলঙ্ক ভঞ্জন করিতে অক্ষম হইলে বিজ্ঞ সমাজে নিন্দনীয় হইবেন, কিন্তু আমরা ইহাও বলিতেছি সমাচারপত্রের সম্বাদদাতারা এক কথাকে অন্যরূপ লিখিয়া এই গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগেরই লজ্জা, লা সাহেবের দোষ বলা যায় না, কিন্তু যখন হরকরা ইংলিসমেন ষ্টার এবং ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্র চতুষ্টয়ের লেখকেরাই একাভাস প্রকাশ করিয়াছেন তখন তাঁহারদিগের নিতান্ত ভ্রম নাহইয়া থাকিবেক, যাহাহউক, আমরা লা সাহেবের প্রতি সহসা কোন কথা কহিতে চাহি না কিন্তু এত দ্বিষয়ে পোষ্টমাষ্টরের প্রতি ষ্টারসম্পাদক মহাশয় যথার্থ কটাক্ষপূর্ব্বক লিখিয়াছেন তিনি কেনি সাহেবের পত্র লিখিবার পূর্ব্বেই কেন লা সাহেবের কথা খণ্ডন করেন নাই, কেনি সাহেব তৎপত্র না লিখিলে মেকানের প্রতি এক মিথ্যা কলঙ্ক থাকিত।

ইংরাজিপত্রে লেখে মাজিষ্ট্রেট হিউম সাহেব গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিয়াছেন বিচারার্থ অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তিনি যদি একাকী তত্তাবৎ নিষ্পন্ন করেন তবে অনেক বিলম্ব হইবেক অতএব ত্বরায় অন্য মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ আবশ্যক হইয়াছে।

অবগতি হইল পেটন সাহেব নগরীর এক ভাগের এক নদী ঘটিত মোকদ্দমাদির বিচার মাত্র করিতেছেন তদ্ভিন্ন তাবৎ বিষয় হিউম সাহেবের বিচারে উপস্থিত হইতেছে।

কলিকাতা ষ্টার এবং ইণ্ডিয়ান টাইমস সম্পাদক দ্বয় লেখেন ছোট আদালতের জ্যেষ্ঠ ও দ্বিতীয় বিচারকের বিধিজ্ঞান নাই এতন্মূলক করিয়া তাঁহারদিগের প্রতি নিতান্ত বিপক্ষতারম্ভ করিতেছেন অতএব সম্পাদক মহাশয় দ্বয়কে আমরা এক কথা জিজ্ঞাসা করি উক্ত বিচারকেরা নূতন নিযুক্ত হন নাই বহুকালাবধি প্রতিষ্ঠিত রূপে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন তবে এইক্ষণে বা কিজন্য তাঁহারদিগের ক্রোধের পাত্র হইলেন ইহাতে কি আমরা বলিতে পারিনা "অতিকিঞ্চিন্নিগূঢ়ং,, সমাচারপত্র লিখনকালে রাগ দ্বেষ উপরোধাদি পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়।

বিলাতীয় সমাচার।

গত শনিবারে বিলাত হইতে ২৪ জুলাই পর্য্যন্তের সমাচারাগত হইয়াছে তাহাতে অবগতি হইল আমারদিগের মহারাণী রাজ পরিজনসংগ্রহিত শারীরিক ও মানসিক সুখে আছেন, শ্রীমতী আয়র্লেণ্ড প্রদেশ দর্শনার্থ গমনোদ্যুক্তা হইয়া আদেশ করিয়াছেন তজ্জন্য বিশেষ সমারোহ পূর্ব্বক কোন আয়োজন করিতে হইবেক না, তথাপি তৎপ্রদেশীয় প্রজাগণ সাধ্যমত সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন, ডবলিন রাজ নগরীয় সৈন্য সম্প্রদা সকলের কাবায়েজ দেখান হইবেক এবং অনেকে প্রত্যাশা করেন তত্রস্থ রাজদ্রোহিরা ক্ষমা প্রাপ্ত হইবেক, কথিত হয় মহারাজ্ঞী পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কিছুকাল স্কটলেণ্ড প্রদেশে অবস্থিতি করিবেন এবং আহ্লাদের বিষয় এই যে আয়র্লেণ্ড প্রদেশে উত্তমশস্যোৎপাদন হইয়াছে, কিন্তু প্রজাগণ পরস্পর বিরোধে লিপ্ত আছেই হাইদুখের বিষয়, আমরা পরিতাপিত হইয়া পাঠ করিয়াছি পোর্ট সমৌথ, অকাসিষ্ঠর ইপ্সউইচ, ওয়ারিংটন প্রভৃতি নিকটবর্ত্তি নানা স্থানে ওলাউঠা রোগের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহাতে এক সপ্তাহ মধ্যে ১০৭০ জন বিনাশ পাইয়াছে কিন্তু পরমেশ্বরানুকম্পায় অমৃত বারিবর্ষণে পরে অনেক নিবারণ হইয়াছে।

মুরশিদাবাদের নবাব নেজাম বাহাদুরের আদেশানুসারে মেসুয়ার্স রবিনসন এবং রসল কোম্পানির পেশোয়া নামক যে বাষ্পীয় তরী প্রস্তুত করিতেছেন তদ্দর্শনে অনেকে আহ্লাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, কথিত হয় এই জাহাজ এত দ্রাজ্যে অল্প জলে গমনাগমনের পক্ষে উত্তম হইয়াছে ইহার শিল্পকর্ম্ম এবং সাজাদি ও প্রশংসিত বটে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আয়ব্যয়ের তালিকা। পার্লিয়ামেণ্টে দাখিল করা হিসাবে প্রকাশ হয় ১৮৪৮ সালে ১ মে তারিখ অবধি ১৮৪৯ সালের ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে বিলাতের ধনাগারে ভারতবর্ষ হইতে ৫৬১৮৯২৭১ টাকা জমা হইয়া ৪২৭৪৪৯৫১ ব্যয় হয় তদতিরিক্ত ১৩৪৪৪৩১১ টাকা সঞ্চয় থাকে। ১৮৪৯ সালের ১ মে অবধি ১৮৫০ ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসে ৫২০১৯৩১১ টাকা জমা হইয়া ৪২৩৩৮৮৫১ টাকা ব্যয় বাদে ৯৬২০৪৬১ টাকা উদ্বর্ত্ত থাকে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের বিলাতের দেনা পাওনার তালিকাতে গত মে মাসের ১ তারিখের হিসাবে লেখে ৫০৫৪২৮৩১ দেনা এবং ২৮৯০৭০৮১ পাওনা হইয়াছে অর্থাৎ ২১৬৩৫৭৫১ নিকর দেনা হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের বিলাত রাজ্যস্থ কর্ম্মচারিগণের এক তালিকা গত মে মাসে প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারাবগতি হইল তথায় সর্ব্বশুদ্ধা ৫১৪ জন লোক নিযুক্ত আছেন ইহাঁরদিগের বার্ষিক বেতনে ১২৬১২১১ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়।

বিলাতস্থ লোকেরা রুষিয়া আর প্রুষিয়ার বিরুদ্ধে হঙ্গিয়ান দিগের সাহায্য করণে উৎসুক হইয়াছেন কিন্তু রাজপুরুষেরা ইহাতে এপর্য্যন্ত মত প্রদান করেন নাই।

অনেকে অনুমান করেন বিলাতের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রি পরিবর্ত্তন হইবেক এবং স্যার জে গ্রেহেম সাহেব প্রধান সচিব পদাভিষিক্ত হইতে পারেন।

১ আগষ্ট তারিখে বিলাতের মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের বৈঠক বন্দ হইবেক।

রোমনগরে এইক্ষণে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান গুরু পোপ মহাশয়ের পতাকা ১৫ জুলাই তারিখে তন্নগরে পুনরুড্ডীয়মানা হইয়াছে, ফরাসিদিগের সাহায্যে ত্বরায় তদ্রাজ সিংহাসনারূঢ় হইবেন।

বিলাতীয় সমাচারে লেখে ইজিপ্ট রাজ্যের শাসনকর্ত্তা মোহম্মদ আলী পাসা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমারদিগের প্রতি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সরকারে কি দ্বেষ উপস্থিত হইয়াছে তিনি তাঁহার এক অলীক পত্র প্রেরকের বাক্যে নির্ভর করিয়া অকারণ পুনঃ লিখিতেছেন আমরা এক পোষ্য বালিকাকে স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ে পাঠার্থে পাঠাইয়াছি, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমারদিগের আশ্রিতা প্রতিপালিতা পোষ্য কোন বালিকা উক্ত বিদ্যাগারে প্রেরিতা হয় নাই অতএব প্রিয় সম্পাদককে উপদেশ প্রদান করি, তিনি আমারদিগের কথায় অপ্রত্যয় করেন তবে মান্যবর বেথুন সাহেবের নিকট স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ে পাঠার্থিনী বালিকা গণের তালিকা দেখিয়া বিবাদে প্রবর্ত্ত হইবেন নচেৎ মিথ্যা ঘোষণা করণে তিনিই ভদ্র সমাজে লজ্জা পাইবেন।

হরকরা সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদকের অপ্রিয় হইয়াছেন কিন্তু ইণ্টেলিজেন্সরকার বিশেষতথ্যানুসন্ধান না করিয়া অন্যের প্রতি কটাক্ষ করেন ইহাতে অনেক বিষয়ে তাঁহাকে লজ্জাপাইতে হইবেক।

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্র পাঠে অবগতি হইল সুখসাগরের মুন্সেফ সুধীবর বিদ্যানুরাগি বাবু কাশীশ্বর মিত্রের উদ্যোগে তথায় স্ত্রীশিক্ষার এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রথমত ৮ বালিকা তাহাতে পাঠার্থে আসিয়াছে, তাহারদিগের অধ্যাপকীয় কর্ম্মে এক জন যোগ্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন, ইণ্টেলিজেন্সর পত্রের সুখসাগরস্থ সম্বাদদাতা লেখেন এখানকার অনেকে এবিষয়ে অনুরাগ দেখাইতেছেন কিন্তু সম্পাদক মহাশয় একথায় বিশ্বাস করেন নাই।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৩ সেপটেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফ পুরের শামিল নিজ মুনসেফ পুর মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা মৌজা শুভবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈসা, যাহা কুড়ুগাছা নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, মায় ঈশ্বরকুলি, মৌজা দশমী, মৌজা বারলদিয়া, মৌজা বঁইচিতলা, মৌজা মুকুন্দপুর, মৌ দাকুলা, মৌজা গদরা, মৌজা শিব নগর, মৌজা চন্দ্রবাস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকুমারী, মৌজা তারিণীনগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বিনাম ছোট আন্দুলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা বাড়িবাঙ্গা, মৌজা গোঙ্গরা মৌজা রাজীবপু, মৌজা সন্তোষপুর, বিনাম জপুর, মৌজা বাগুয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুঁটিমারি, মৌজা অন্নদাপুর, বিনাম ধর্ম্মপুর, মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গারাদোর গোপীনাথপুর, মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতামারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোবিপুর, মৌজা সাহেব নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার উখড়া পরগণার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃ

পান্তি রাণাঘাটের সামিল ও তন্মধ্য স্থিত যে এক দোতাল, ইষ্টক নিৰ্ম্মিত গৃহ অথবা বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৬/ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূৰ্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে এক রাস্তা। দক্ষিণ এবং পূৰ্ব্বদিগে পালচৌধুরীদিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূৰ্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২/ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূৰ্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও খোণারাম ধোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পূৰ্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নিৰ্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নিৰ্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূৰ্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর ভূমি। পূৰ্ব্ব এবং উত্তরদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূৰ্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেলবাগানবলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুৰ্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে বাজার উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিমদিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাবাটী। এবং পূৰ্ব্বদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূৰ্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নিৰ্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ১০/ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূৰ্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূৰ্ব্বদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিমদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী। উত্তর দিগে পালচৌধুরীর ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলেএই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং স্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
১৮ আগষ্ট ১৮৪৯। }

ABKAREE NOTICE.

With advertence to the provisious of Act No. xı of 1849, Notice is hereby given, that no person will hereafter be permitted to sell, by retail, any Country Spirits, or Drugs, without a License obtained from this Office.

2d, Retail Venders are probibiled from selling, at one time, and to one Individual, any quantity of Country spirit exceeding one Seer. or one Quart Bottle. Tarree in any quantity exceeeding four Seers. Ganjah, or Bhang, in any quantity, exceeding one Quarter of a Seer. Churus, Opium, Chundoo, or Muddut, in any quantity exceding the weight of five Tolahs.

3d. Parties, however, importing into Calcutta Country Spirits, or Drugs, for the purpose of supporting the same by wholesale, to licensed retail venders, may continue to do so as heretofore, provided that the Articies brought are covered by passes granted from this Office.

4th. No persons may sell, or have in their possession, or carry abont within the Town of Calcutta, Country spirit's, or Drugs, in excess of the quantities specified in Para :2. of this Notification, without a license or pass granted from this Office.

5th. No Parties may sell English or Foreign Beer, Wines, or Spirit's, in any quantity less than two Gallons, or eight quart bottles, but this prohibition does not apply, to small quantities of Beer, Wines, or spirits, sold as Samples, provided such sample be limited to one bottle only of each description of the wines, or spirits above specified.

J. H YOUNG,
Collector.

Calcutta Collectorate
Abkaree Department
The 30th August 1849.
Treelochun Mookerjea
Serishtadar.

আবকারি বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৪৯ সালের ১১ নম্বর অ.কটের রীত্যনুসারে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ইহার পর শহর কলিকাতার মধ্যে অত্র কাছারীর প্রাপ্ত পাট্টা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি দেশী সরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিতে পারিবেক না।

খুজরা বিক্রয়কারকদিগকেনিষেধক রা যাইতেছে যে তাহারা এক সময়ে এক ব্যক্তিকে এক শের অর্থাৎ এক কোয়ার্ট বোতলের অনধিক দেশী সরাব বিক্রয় করিবেক না, তাড়ি চারি শেরের অনধিক, গাঁজা অথবা ভাং এক পোওয়ার অনধিক, চরস, আফীণ, চণ্ডু অথবা মদত পাঁচ তোলার অনধিক বিক্রয় করিতে পারিবেক, যে কেহ দেশী সরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য পাট্টাধারি খুজরা বিক্রয়কারকদিগকে হোলসেল বিক্রয় করণ জন্য শহর কলিকাতার মধ্যে আনয়ন করিতে চাহে তাহারা আনিতে পারুক কিন্তু সেই সকল দ্রব্যাদির রক্ষার্থে অত্র কাছারী হইতে পাস অর্থাৎ ছাড়চিঠী লইতে হইবেক।

কোন ব্যক্তি অত্র কাছারীর দেওয়া পাট্টা কিম্বা পাশ ব্যতিরেকে সহর কলিকাতার মধ্যে এই বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় ধারাতে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত দেশী সরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে, অথবা দখলে রাখিতে, অথবা লইয়া যাইতে পারিবেক না।

ইংরাজি কিম্বা অন্য দেশস্থ বির, ওয়াইন সরাব অথবা ইস্পিট সরাব, দুই গেলান অর্থাৎ আট কোয়াট বোতলের অনধিক কোন বিক্রয়কার বিক্রয় করিতে পারিবেক না, কিন্তু এই নিষেধ নমুনার স্বরূপ যে অল্প পরিমাণে বির, ওয়াইন সরাব অথবা ইস্পিট সরাব যাহা বিক্রয় হয় তাহাতে খাটী বেনা ও নমুনা সকল উপর লিখিত সরাব, অথবা ইস্পিট সরাবের প্রত্যেক রকমে এক বোতলের অধিক হইবেক না।

J. H YOUNG.
জে এইচ ইয়ং।
কালেক্টর।

কলিকাতা কালেক্টরেট
আবকারি ডিপার্টমেণ্ট
তাং ৩০ আগষ্ট ১৮৪৯।
শ্রীত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়
সেরেস্তাদার।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত [illegible]বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূৰ্ব্বপৰ্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

মানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূৰ্ব্বপৰ্ব্বতমুখা দ্বেরাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৬৩ সংখ্যা ১১ বালম্‌ ইং ১৮৪৯ সাল ৪ সেপ্তেম্বর। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২০ ভাদ্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনৰ্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেন্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় [illegible]ল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন [illegible] মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সৰ্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী[illegible]ত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার [illegible]ধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সৰ্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সৰ্ব্ব শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সৰ্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মৰ্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিৰ্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

সম্বাদ ভাস্কর

আরর। এই প্রস্তাব লিখনারম্ভে কলিকাতা ষ্টার সম্পাদক মহাশয়কে এবং তৎ সহযোগী নবীন বৃত্তি ইণ্ডিয়ান টাইমস সম্পাদককে সেলাম করি, তাঁহারা এমত এক নূতন বিষয় বাহির করিয়াছেন হরকরা ইংলিসমেন ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডীয়াদি পুরাতন সমাচার পত্র সকলের পরিণত সম্পাদক মহাশয়দিগের বুদ্ধিতেও তাহা প্রকাশ পায় নাই, আমারদিগের সৌভাগ্যবশাৎ পূৰ্ব্বোক্ত সম্পাদকদ্বয় নূতন বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতেই আমরা তাঁহারদিগকে সেলাম করিতে সমর্থ হইলাম, সহযোগি সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন কলিকাতার কনিষ্ঠ বিচারাগারের জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম বিচারকেরা বিধিজ্ঞ নহেন, বিধি জ্ঞানে অজ্ঞ হইয়াও বিচারকের কাৰ্য্য করিতেছেন, হে পাঠকগণ, উক্ত সম্পাদকদ্বয় এমত নূতন কথা বাহির করিয়াছেন এইক্ষণে সকল সমাচারপত্র সম্পাদক যো পাইলেন এতদুপলক্ষে এক২ গপ্প লিখিতে পারিবেন, এবং আমরাও সুযোগ পাইয়া এই বিষয় লিখিতে সমর্থ হইলাম।

ছোট আদালতের উক্ত বিচারকদ্বয় বিধি জানেন না, অবিধিও জানেন না, দুই হস্তে কি এক হস্তে ও গুরুতরাহার করিতে পারেন না, ছোট আদালতের জজের আসন সামান্য আসন নহে তাহাতে বসিয়া ঋণ চাহিলে এমত লোক কে আছেন তাঁহারদিগকে ঋণ দিবেন না, আর যদি হাত পাতেন তবে অমনি কতটাকা পাইতেপারেন, বিশেষতঃছোট আদালতে আসামি ফরিয়াদির আমানতি টাকা চুরী করিলেও ধনী হইতে পারিতেন, চুরী করিতেও জানেন না, তবে তাঁহারদিগের তুল্য মূর্খ কে আছে অতএব গবর্ণমেণ্টকেও অজ্ঞ বলিতে হয় যাঁহারা চোরেরদের বিধিও জানেন না, তাঁহারদিগকেও বহুকাল বিচারপতির কাৰ্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন।

কলিকাতা ষ্টার এবং ইণ্ডীয়ান টাইমস সম্পাদকের মতের পোষকতার জন্য আমরা এপর্য্যন্ত লিখিলাম, কিন্তু উক্ত বিচারকদ্বয় বিধিজ্ঞ নহেন সম্পাদক মহাশয়দিগের একথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, অতএব জিজ্ঞাসা করি তাঁহারদিগের অভিপ্রেত বিধি কোন বিধি তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন যদি হিন্দু শাস্ত্রানুরূপ বিধি বলেন তবে ছোট আদালতে সে বিধি চলিত নাই, অতএব জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিচারপতি হইলেও ছোট আদালতের বিচার নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না, আর গবর্ণর কৌন্সেলে সৃষ্ট বিধি সকলকেই যদি এস্থলে বিধি কহেন তবে তদনুসারে ছোট আদালতে বিচার হয় না, অতএব গবর্ণর বাহাদুর যদি স্বয়ং বিচারপতি হয়েন তথাপি ছোট আদালতের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে অপ্রস্তুত হইবেন, এবং যদি মোসলমানদিগের বিধি উক্ত সম্পাদকদ্বয়ের অভিপ্রেত বিধি হয় তবে মহামহোপাধ্যায় মৌলবিগণকে ছোট আদালতের আসনে বসাইয়া দেখুন তাঁহারাও তোবা২ বলিয়া পলায়ন করিবেন, তবে উক্ত বিচারকদ্বয় সুপ্রিমকোর্টের বিধি সকল জানেন না, ইহা যদি বলেন তাহাতে আমরা খেদি তহইব যেহেতুক সুপ্রিমকোর্টের কোন বিধি ছোট আদালত স্পর্শ করিতে পারে নাই অতএব উক্ত বিচারকদ্বয় কোন আদর্শ না পাইয়াও যে এত কাল বিশ্বাসিত্বরূপে সুবিচার করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ইহাতে কি প্রজা কি গবর্ণমেণ্ট সকলেই জ্ঞান করেন ঐ বিচারকেরাই বিধি, তাঁহারাই বিধিজ্ঞ, তাঁহারাই সুবিচারক. তাঁহারাই ছোট আদালতে চিরকাল থাকুন।

এইক্ষণে আমরা উক্ত সম্পাদক দ্বয়ের কটাক্ষের উপর বিকটাক্ষে এই একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এতদ্দেশের ভাষায় পূৰ্ব্বাপর ব্যবহার আছে " মাথা নাই মাথাব্যথা ", এস্থলে তাহাই বলিতে হইল, ছোট আদালতে বিচারের কোন বিধি নাই বিচারকেরা বিধিজ্ঞ নহেন, ইহাও মাথানাই মাথাব্যথার ন্যায় বলা হইয়াছে, অতএব প্রাগুক্ত সম্পাদকদ্বয় এবিষয়ে আর কটাক্ষ করিবেন না, আমরা তাঁহারদিগের অভিসন্ধি বুঝিয়াছি, ইংলিসমেন সম্পাদক রিসিবর, রেজষ্টর, মাষ্টরাদির বিপক্ষে লিখিয়াছিলেন তাহাতেই উক্ত কৰ্ম্ম স্থল সকল পবিত্র হইয়াছে, আর আমরা কলিকাতার পোলীসের বিরুদ্ধবাদী হইয়া লিখিয়াছিলাম ইহাতে বহুকাল পরে গব

র্ণমেণ্ট পোলিসের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এই সকল দেখিয়া, স্টার সম্পাদক ও টাইমস সম্পাদক ছোট আদালতের দুইজন প্রাচীন বিচারকের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন কিন্তু উক্ত বিচারকেরা লোভী নহেন, একটা কথা আছে "নী রোগী বৈদ্য ॐ ॐ ॐ.. ছোট, আদালতের বিচারকদিগের চুরী যোগ নাই. তাঁহারা বিপক্ষ সকলকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ঐ কথা বলিবেন।

অনুমান করি বিপক্ষ সম্পাদকেরা আমারদিগের এই লেখাতেই নিরুত্তর হইবেন তথাচ তাঁহারদিগকে একটা প্রমাণ দর্শাইয়া নিরস্ত করি, ছোট আদালতে কি বিধি জ্ঞাতা বিচারক নাই, অবশ্য আছেন, মেং ওয়ালি সাহেব সুপ্রিম কোর্টে কৌন্সেলি ছিলেন তিনি ছোট আদালতের তৃতীয় বিচারক হইয়াছেন গত শুক্রবারে ছোট আদালতের বড় ঘরে বেলা দুই প্রহর এক ঘন্টা কালে তাঁহার সাক্ষাতে রামলাল ফরিয়াদী, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আসামী, ৩৬ টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, উভয় পক্ষই ধনি খোট্টা, মোকর্দ্দমার আরম্ভে একজন সাক্ষী উঠিবা মাত্রই উভয়পক্ষের দুই তিন শত লোকে আইন দক্ষ বিচারক মহাশয়ের সাক্ষাতে এমত জুতাজুতী হাতাহাতী লাথালাথী করিয়াছিল তাহাতে অন্যূন দইশত লোক রক্তমাখা হইয়াছে, বিধিদক্ষ বিচারাধ্যক্ষ রাগভরে বিচারাসন হইতে উঠিয়া উভয়পক্ষে মুষ্টি অর্থাৎ ঘুসি চালাইতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে আপনি পড়িয়া গেলেন, তথাচ দাঙ্গা নিবারণে সমর্থ হন নাই, পরে জ্যেষ্ঠ বিচারক ও দ্বিতীয় বিচারকের শরণাগত হইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহারা আসিয়া বিবাদ ভঙ্গ করেন, আমরা কেবল প্রমাণ দানের জন্য এবিষয়ের আভাস মাত্র লিখিলাম বিপক্ষ সম্পাদকেরা অনুসন্ধান লইয়া যদি যথার্থ লেখেন তবে আহ্লাদিত হইব।

ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা।

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে চাতরা নিবাসি স্বভাব কুলীন শ্রীযুত অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়ের দুই ভগিনী অরক্ষণীয়া হইয়াছিল, দরিদ্র চূড়ামণি অভয়াচরণ অর্থাভাবে সমান ঘরে তাহারদিগকে সম্প্রদান করিতে পারেন নাই, তৎপরে আমরা এক দিবসীয় ভাস্করে লিখিয়াছিলাম লড়াইনিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু গুরুদাস রায় মহাশয় ভাস্কর দেখিয়া এবং আমারদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন কত টাকা হইলে অভয়াচরণ তাঁহার দুই ভগিনীকে সম্প্রদান করিতে পারেন তাহাতে আমরা বলিয়াছিলাম ৫০০ টাকা হইলে দুই কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয় এই কথা শ্রবণে গুরুদাস বাবু তৎক্ষণাৎ কহিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, অনন্তর আমরা অভয়াচরণকে ঘটকগণ সহিত বাবু গুরুদাস রায় মহাশয়ের সভায় প্রেরণ করি এবং গুরুদাস বাবু ভাদ্র মাসের চতুর্দ্দশ দিনে স্বপিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার ভগিনী বিবাহের টাকা দান করেন এবং কি জানি তাহাতে কর্ম্ম সম্পন্ন না হয় এজন্য বাবু এক ভৃত্য এক দৌবারিক সহিত তাঁহার একজন কর্ম্মাধ্যক্ষকে অভয়াচরণের বাটীতে পাঠাইয়াছিলেন ঐ কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতি অনুমতি ছিল তিনি অভয়াচরণের বাটীতে থাকিয়া পাত্র আনাইয়া দুই কন্যার বিবাহ দিয়া আসিবেন, গত রবিবার পূর্ণিমা রাত্রিতে গুরুদাস বাবুর ধনে দুই কন্যার পাণিগ্রহণ হইয়াছে উক্ত বাবুর কর্ম্মকারক সম্মুখে থাকিয়া বিবাহ দিয়া সুখ্যাতি লইয়া আসিয়াছেন, অতএব বাবু গুরুদাস রায় এক স্বভাব কুলীনের জাতিরক্ষা করিলেন, উক্ত বাবুর তুল্য দাতা এক্ষণে প্রায় দৃষ্ট হয়েন না অভয়াচরণ এতদ্দেশীয় ধনিদিগের অনেকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছেন তাঁহার প্রতি কেহ কৃপা প্রকাশ করেন নাই, গুরুদাস রায় যেমন স্বীকার করিয়াছিলেন তেমনি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, লড়াইল নিবাসি জমীদার মহাশয়েরা পূর্ব্বানুক্রমে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত কুলীন কন্যাদিগের বিবাহ, দরিদ্রগণের পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আনুকূল্য করিয়া আসিতেছেন, এ স্থলে আমরা অবশ্য কহিব শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় এই রূপ অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, অনেকে কহেন তিনি প্রজার বিপত্তি করিয়া ধনোৎপত্তি করেন কিন্তু তাঁহার ধন কেবল এই সকল সৎকর্ম্মে যায়, তিনি অসৎকর্ম্মে কখনও এক কপর্দ্দক দেন নাই, অতএব লড়াইল নিবাসি জমীদার মহাশয়দিগের ধার্ম্মিকতার দান স্বাভাবিক হইয়াছে বাবু গুরুদাস রায় মহাশয় স্বভাবানুরূপ এইএক কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি বাবু গুরুদাস রায় মহাশয় চিরজীবী হউন।

নৌকা ডুবিতে বহু প্রাণি নাশ।

গত কল্য বেলা নয় ঘন্টা কালে কলিকাতা অঞ্চলে এক ঝড় হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বক্ষণে বাগবাজারের ঘাট হইতে অনেক লোক বোঝাই একখানা গহনা নৌকা উত্তরাভিমুখে গমন করে, পরে ঐ ঝড়ে ঘুমড়ির চড়ার উপর যাইয়া নৌকা ডুবিয়া যায়, ন্যূনাধিক ৪০ ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যে তিন ব্যক্তি মাত্র দৃষ্ট হইল ভাসিয়া যাইতেছে অবশিষ্ট সমস্ত লোক ডুবিয়া যায়, এবং বোধ হয় ঐ তিন ব্যক্তিও কিয়দ্দূরে যাইয়া ডুবিয়া গিয়াছে, যে হেতুক তাহারদিগের উদ্ধারার্থ কোন নৌকা যায় নাই।

বিবিধ সমাচার।

প্রাচীন মেকানের কানের কথা লোকের কানানী হইতে২ অবশেষে কমিস্যনর মহাশয়দিগের কানে উঠিয়াছে, মেকানের কানে এই সম্বাদ প্রবিষ্ট হইবায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আত্ম দোষ ক্ষালনার্থ এতন্নগরে পুনরাগমন করিয়াছেন, দেখি কমিস্যনরগণের সমীপে কি কহেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক আমরা লিখিয়াছিলাম মেকান সাহেবের জামাতা নীলকর কেনি সাহেব এক পত্র দ্বারা ষ্টারসম্পাদক মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন লা সাহেব যে কহিয়াছেন "দুই মাসের মধ্যে কলিকাতা নগর হইতে মেকান সাহেবের নামে ডাক যোগে একখানা পত্র ও যায় নাই,, তাহা আরোপিত, কিন্তু লা সাহেব উক্ত বাক্য প্রয়োগ কালে কমিস্যনর মহাশয়গণের সমীপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন পোষ্টমাষ্টর জেনরলের নিকট তি[...] এই অনুসন্ধান পাইয়াছেন অতএব পো[...] ষ্টমাষ্টর জেনরল মহাশয়ের লিখিত[...] ক পত্র যাহা গত দিবসীয় ষ্টার পা[...] প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা সাধারণকে জা[...] নাইতেছেন তিনি লা সাহেবকে তত্র[...] কহেন নাই এবং তাঁহার অধীন কো[...] কর্ম্মচারিকে তদ্বিষয়ক সমাচার ব[...] তে আদেশ করেন নাই অতএব লা[...] হেব এইক্ষণে এতদুত্তরে কি বলিবে[...] দেখি, দোষী লোকের উপরে পুনর্ব্বা[...] মিথ্যা দোষারোপ করণ সল্লোকের [...] চিত নহে, বিশেষতঃ অন্যান্য দোষা[...] ক্ষা মিথ্যা কথন অতি গুরুতর দো[...] অতএব লা সাহেব এই কলঙ্ক ভঞ্জন [...] রিতে অক্ষম হইলে বিজ্ঞ সমাজে নি[...] নীয় হইবেন, কিন্তু আমরা ইহাও ব[...] তেছি সমাচারপত্রের সম্বাদদাতারা [...] ক কথাকে অন্যরূপ লিখিয়া এই গো[...] লযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা[...] লেখকদিগেরই লজ্জা, লা সাহেবের [...] ষ বলা যায় না, কিন্তু যখন হরকরা [...] লিসমেন ষ্টার এবং ইণ্ডিয়ান টাই[...] পত্র চতুষ্টয়ের লেখকেরাই একা[...] প্রকাশ করিয়াছেন তখন তাঁহারদিগে[...] নিতান্ত ভ্রম নাহইয়া থাকিবেক, যাহ[...] উক, আমরা লা সাহেবের প্রতি সম[...] কোন কথা কহিতে চাহি না কিন্তু এ[...] দ্বিষয়ে পোষ্ট মাষ্টরের প্রতি ষ্টার[...] ম্পাদকমহাশয় যথার্থ কটাক্ষপূর্ব্বক[...] খিয়াছেন তিনি কেনি সাহেবের পত্র[...] খিবার পূর্ব্বেই কেন লা সাহেবের ক[...] খণ্ডন করেন নাই, কেনি সাহেব তৎ[...] না লিখিলে মেকানের প্রতি এক মি[...] কলঙ্ক থাকিত।

ইংরাজিপত্রে লেখে মাজিষ্ট্রেট হিউম [...] হেব গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন ক[...] য়াছেন বিচারার্থ অনেক মোকদ্দমা [...] পস্থিত হইয়াছে তিনি যদি একাকী [...] তাবৎ নিষ্পন্ন করেন তবে অনেক বি[...] ম্ব হইবেক অতএব ত্বরায় অন্য মাজি[...] ট নিয়োগ আবশ্যক হইয়াছে।

অবগতি হইল পেটন সাহেব নগ[...] য় এক ভাগের এক নদী ঘটিত মো[...] দ্দমাদির বিচার মাত্র করিতেছেন তদ্ভি[...] তাবৎ বিষয় হিউম সাহেবের বিচা[...] উপস্থিত হইতেছে।

কলিকাতা ষ্টার এবং ইণ্ডিয়ান টাইমস সম্পাদক দ্বয় লেখেন ছোট আদালতের জ্যেষ্ঠ ও দ্বিতীয় বিচারকের বিধিজ্ঞান নাই এতদুপলক্ষ করিয়া তাঁহারদিগের প্রতি নিতান্ত বিপক্ষতা ব্যক্ত করিতেছেন অতএব সম্পাদক মহাশয় দ্বয়কে আমরা এক কথা জিজ্ঞাসা করি উক্ত বিচারকেরা নূতন নিযুক্ত হন নাই বহুকালাবধি প্রতিষ্ঠিত রূপে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন তবে এইক্ষণে বা কিজন্য তাঁহারদিগের ক্রোধের পাত্র হইলেন ইহাতে কি আমরা বলিতে পারিনা "অস্তিকিঞ্চিন্নিগূঢ়ং,, সমাচারপত্র লিখনকালে রাগ দ্বেষ উপরোধাদি পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়।

বিলাতীয় সমাচার।

গত শনিবারে বিলাত হইতে ২৪ জুলাই পর্য্যন্তের সমাচারাগত হইয়াছে তাহাতে অবগতি হইল আমারদিগের মহারানী রাজ পরিজনগণ সহিত শারীরিক ও মানসিক সুখে আছেন, শ্রীমতী আয়র্লেণ্ড প্রদেশ দর্শনার্থ গমনোদ্যুক্তা হইয়া আদেশ করিয়াছেন তজ্জন্য বিশেষ সমারোহ পূর্ব্বক কোন আয়োজন করিতে হইবেক না, তথাপি তৎপ্রদেশীয় প্রজাগণ সাধ্যমত সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন, ডবলিন রাজ নগরীয় সৈন্য সম্প্রদা সকলের কাবায়েজ দেখান হইবেক এবং অনেকে প্রত্যাশা করেন তত্রস্থ রাজদ্রোহিরা ক্ষমা প্রাপ্ত হইবেক, কথিত হয় মহারাজ্ঞী পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কিছুকাল স্কটলেণ্ড প্রদেশে অবস্থিতি করিবেন এবং আহ্লাদের বিষয় এই যে আয়র্লেণ্ড প্রদেশে উত্তমশস্যোৎপাদন হইয়াছে, কিন্তু প্রজাগণ পরস্পর বিরোধে লিপ্ত আছেই হাইদুঃখের বিষয়, আমরা পরিতাপিত হইয়া পাঠ করিয়াছি পোর্ট সমোথ, অকাসিষ্ঠরইস্পউইচ, ওয়ারিংটন প্রভৃতি নি কটবর্ত্তি নানা স্থানে ওলাউঠা রোগের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহাতে এক সপ্তাহ মধ্যে ১০৭০ জন বিনাশ পাইয়াছে কিন্তু পরমেশ্বরানুকম্পায় অমৃত, বারিবর্ষণে পরে অনেক নিবারণ হইয়াছে।

মুরশিদাবাদের নবাব নেজাম বাহাদুরের আদেশানুসারে মেসুয়ার্স রবিনসন এবং রসল কোম্পানিরা পেণ্ডোরা নামক যে বাষ্পীয় তরী প্রস্তুত করিতেছেন তদ্দর্শনে অনেকে আহ্লাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, কথিত হয় এই জাহাজ এত লাঘ্যে অল্প জলে গমনাগমনের পক্ষে উত্তম হইয়াছে ইহার শিল্পকর্ম্ম এবং সাজাদি ও প্রশংসিত বটে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আয়ব্যয়ের তালিকা। পার্লিয়ামেণ্টে দাখিল করা হিসাবে প্রকাশ হয় ১৮৪৮ সালে ১মে তারিখ অবধি ১৮৪৯ সালের ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে বিলাতের ধনাগারে ভারতবর্ষ হইতে ৫৬১৮৯২৭১ টাকা জমা হইয়া ৪২৭৪৪৯৫১ ব্যয় হয় তদতিরিক্ত ১৩৩৪৪৩১১ টাকা সঞ্চয় থাকে। ১৮৪৯ সালের ১ মে অবধি ১৮৫০ ৩০এপ্রিলপর্য্যন্ত দ্বাদশমাসে ৫২০১৯৩১১ টাকা জমা হইয়া ৪২৩৩৮৮৫১ টাকা ব্যয় বাদে ৯৬২০৪৬১ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের বিলাতের দেনা পাওনার তালিকাতে গত মে মাসের ১ তারিখের হিসাবে লেখে ৫০৫৪২৮৩১ দেনা এবং ২৮৯০৭০৮১ পাওনা হইয়াছে অর্থাৎ ২১৫৬৫৭৫১ নিকর দেনা হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের বিলাত রাজ্যস্থ কর্ম্মচারিগণের এক তালিকা গত মে মাসে প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারাবগতি হইল তথায় সর্ব্বশুদ্ধা ৫১৪ জন লোক নিযুক্ত আছেন ইহারদিগের বার্ষিক বেতনে ১২৬১২৭১ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়।

বিলাতস্থ লোকেরা রুষিয়া আর প্রুষিয়ার বিরুদ্ধে হঙ্গুয়ান দিগের সাহায্য করণে উৎসুক হইয়াছেন কিন্তু রাজপুরুষেরা ইহাতে এপর্য্যন্ত মত প্রদান করেন নাই।

অনেকে অনুমান করেন বিলাতের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রি পরিবর্ত্তন হইবেক এবং স্যার জে গ্রেহেম সাহেব প্রধান সচিব পদাভিষিক্ত হইতে পারেন।

১ আগষ্ট তারিখে বিলাতের মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের বৈঠক বন্ধ হইবেক।

রোমনগরে এইক্ষণে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান গুরু পোপ মহাশয়ের পতাকা ১৫ জুলাই তারিখে অগরে পুনরুড্ডীয়মানা হইয়াছে, ফরাসিসদিগের সাহায্যে ত্বরায় তদ্রাজ সিংহাসনারূঢ় হইবেন।

বিলাতীয় সমাচারে লেখে ইজিপ্ট রাজ্যের শাসনকর্ত্তা মোহম্মদ আলী পাসা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমারদিগের প্রতি হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর কি দ্বেষ উপস্থিত হইয়াছে তিনি তাঁহার এক অলীক পত্র প্রেরকের বাক্যে নির্ভর করিয়া অকারণ পুনঃ২ লিখিতেছেন আমরা এক পোষ্যা বালিকাকে স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ে পাঠার্থে পাঠাইয়াছি, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমারদিগের আশ্রিতা প্রতিপালিতা পোষ্যা কোন বালিকা উক্ত বিদ্যাগারে প্রেরিতা হয় নাই অতএব প্রিয় সম্পাদককে উপদেশ প্রদান করি, তিনি আমারদিগের কথায় অপ্রত্যয় করেন তবে মান্যবর বেথুন সাহেবের নিকট স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ে পাঠার্থিনী বালিকা গণের তালিকা দেখিয়া বিবাদে প্রবর্ত্ত হইবেন নচেৎ মিথ্যাঘোষণা করণে তিনিই ভদ্র সমাজে লজ্জা পাইবেন।

হরকরা সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদকের অপ্রিয় হইয়াছেন কিন্তু ইন্টেলিজেন্সরকার বিশেষতথ্যানুসন্ধান না করিয়া অন্যের প্রতি কটাক্ষ করেন ইহাতে অনেক বিষয়ে তাঁহাকে লজ্জা পাইতে হইবেক।

হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর পত্র পাঠে অবগতি হইল সুখসাগরের মুন্সেফ সুধীবর বিদ্যানুরাগি বাবু কাশীশ্বর মিত্রের উদ্যোগে তথায় স্ত্রীশিক্ষার এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রথমত ৮ বালিকা তাহাতে পাঠার্থে আসিয়াছে, তাহারদিগের অধ্যাপকীয় কর্ম্মে এক জন যোগ্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন, ইন্টেলিজেন্সর পত্রের সুখসাগরস্থ সম্বাদদাতা লেখেন এখানকার অনেকে এবিষয়ে অনুরাগ দেখাইতেছেন কিন্তু সম্পাদক মহাশয় একথায় বিশ্বাস করেন নাই।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতা রসরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনি এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফ পুরের শামিল নিজ মুনসেফ পুর মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা মৌজা শুভবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈসা, যাহা কুড়ুগাছা নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, মায় ঈশ্বরকুলি, মৌজা দশমী, মৌজা বারলদিয়া, মৌজা বইচিতলা, মৌজা মুকুন্দপুর, মৌ দাকুলা, মৌজা গদরা, মৌজা শিব নগর, মৌজা চন্দ্রবাস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকুমারী, মৌজা তারিণীনগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বিনাম ছোট আন্দুলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা বাড়িবাঙ্গা মৌজা গোঙ্গরা মৌজা রাজীবপু, মৌজা সন্তোষপুর, বিনাম জপুর, মৌজা বাগুয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুঁটিমারি, মৌজা অন্নদাপুর, বিনাম ধর্ম্মপুর, মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গারাদোর গোপীনাথপুর, মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতামারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোবিপুর, মৌজা সাহেব নগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার উখড়া পরগণার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃ

পাত্তি রাণাঘাটের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নিৰ্ম্মিত গৃহ অথবা বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ওবন্দ ভূমি অনুমান ৬/ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে এক রাস্তা। দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীদিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে নীলকমল পালচৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২/ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে এক রাস্তা। উত্তরদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও খোণারাম ধোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর ভূমি। পূর্ব্বএবং উত্তরদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেলবাগানবলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশীহউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে বাজার উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিমদিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাবাটী। এবং পূর্ব্বদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ১০/ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিমদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর পুষ্করিণী। উত্তর দিগে পালচৌধুরীর ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা। }
১৮ আগষ্ট ১৮৪৯। }

ABKAREE
NOTICE.

With advertence to the provisions of Act No. xi of 1849, Notice is hereby given, that no person will hereafter be permitted to sell, by retail, any Country Spirits, or Drugs, without a License obtained from this Office.

2d, Retail Venders are prohibiled from selling, at one time, and to one Individual, any quantity of Country spirit exceeding one Seer. or one Quart Bottle. Tarree in any quantity exceeeding four Seers. Ganjah, or Bhang, in any quantity, exceeding one Quarter of a Seer. Churus, Opium, Chundoo, or Muddut, in any quantity exceding the weight of five Tolahs.

3d. Parties, however, importing into Calcutta Country Spirits, or Drugs, for the purpose of supporting the same by wholesale, to licensed retail venders, may continue to do so as heretofore, provided that the Articles brought are covered by passes granted from this Office.

4th. No persons may sell, or have in their possession, or carry abont within the Town of Calcutta, Country spirit's, or Drugs, in excess of the quantities specified in Para :2. of this Notification, without a license or pass granted from this Office.

5th. No Parties may sell English or Foreign Beer, Wines, or Spirit's, in any quantity less than two Gallons, or eight quart bottles, but this prohibition does not apply, to small quantities of Beer, Wines, or spirits, sold as Samples, provided such sample be limited to one bottle only of each description of the wines, or spirits above specified.

J. H YOUNG,
Collector.

Calcutta Callectorate
Abkaree Department
The 30th August 1849.
Treelochun Mookerjea
Serishtadar.

আবকারি
বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৪৯ সালের ১১ নম্বর অ.কটের রীত্যনুসারে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ইহার পর শহর কলিকাতার মধ্যে অত্র কাছারীর প্রাপ্ত পাট্টা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি দেশী সরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিতে পারিবেক না।

খুজরা বিক্রয়কারকদিগকে নিষেধক রা যাইতেছে যে তাহারা এক সময়ে এক ব্যক্তিকে এক শের অর্থাৎ এক কোয়ার্ট বোতলের অনধিক দেশী সরাব বিক্রয় করিবেক না, তাড়ি চারি শেরের অনধিক, গাঁজা অথবা ভাং এক পোওয়ার অনধিক, চরস, আফীং, চণ্ড, অথবা মদত পাঁচ তোলার অনধিক বিক্রয় করিতে পারিবেক, যে কেহ দেশী সরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য পাট্টাধারি খুজরা বিক্রয়কারকদিগকে হোলসেল বিক্রয় করণ জন্য শহর কলিকাতার মধ্যে আনয়ন করিতে চাহে তাহারা আনিতে থাকুক কিন্তু সেই সকল দ্রব্যাদির রক্ষার্থে অত্র কাছারী হইতে পাস অর্থাৎ ছাড়চিঠী লইতে হইবেক।

কোন ব্যক্তি অত্র কাছারীর দেওয়া পাট্টা কিম্বা পাশ ব্যতিরেকে সহর কলিকাতার মধ্যে এই বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় ধারাতে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত দেশী সরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে, অথবা দখলে রাখিতে, অথবা লইয়া যাইতে পারিবেক না।

ইংরাজি কিম্বা অন্য দেশস্থ বির, ওয়াইন সরাব অথবা ইস্পিরিট সরাব, দুই গেলান অর্থাৎ আট কোয়াট বোতলের অনধিক কোন বিক্রয়কার বিক্রয় করিতে পারিবেক না, কিন্তু এই নিষেধ নমুনার স্বরূপ যে অল্প পরিমাণে বির, ওয়াইন সরাব অথবা ইস্পিরিট সরাব যাহা বিক্রয় হয় তাহাতে খাটী বেনা ও নমুনা সকল উপর লিখিত সরাব, অথবা ইস্পিরিট সরাবের প্রত্যেক রকমে একবোতলের অধিক হইবেক না।

J. H YOUNG.
জে এইচ ইয়ং।
কালেকটর।

কলিকাতা কালেকটরেট
আবকারি ডিপার্টমেণ্ট
তাং ৩০ আগষ্ট ১৮৪৯।
শ্রীত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়
সেরেস্তাদার।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্‌
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা যৎকৃত্য মত্রাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনক্রায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৭৩ সংখ্যা ১১ বালম চৎ ১৮৪৯ সাল ৪ আক্তোবর। দ নীশাব্দ ৯৯ আব্দলবাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১৯ আশ্বিন বৃহস্পতিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিৰ্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠালে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অৰ্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐগ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।
ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ আগষ্ট।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১১ আগষ্ট তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল আক্ট।
শহরের মধ্যে পরিপাটী করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা শহর ছাড়া ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন সকল লোকেরদের গমনাগমনের অথবা নিবাসের কোন স্থানের নিবাসি ব্যক্তির দিগের স্বাস্থ্য ও উপকারের জন্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিতে পারিবার জন্যে ১৮৪২ সালের ১০ আইন জারী হইয়াছিল কিন্তু ঐ আইন সেই অভিপ্রায়ের জন্যে বিফল হইয়াছে এবং তাহার বিধান সংশোধন করা এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত অন্যান্য রাজধানী সম্পর্কীয় নগর নিবাসির দিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

১৫ ধারা। এই আইন জারী করণেতে যে সকল কমিস্যনর নিযুক্ত হন তাঁহারা গত বৎসরেতে যে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং যে সকল টাকা পাইয়াছেন ও ব্যয় করিয়াছেন তাহার এক হিসাব প্রতিবৎসরের আপ্রিল মাসের শেষ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত গবরণর সাহেব বা শ্রীযুত গবরণর সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরণর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। এবং যেপাঠ এবং যে বৌচর অর্থাৎ নিদর্শন পত্র শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব বা শ্রীযুত গবরণর সাহেব হজুর কৌন্সেলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব হুকুম করেন সেই পাঠানুসারে সেই রিপোর্ট হইবেক এবং তাহার সঙ্গে সেই২ নিদর্শন পাঠান যাইবেক ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

❁ সম্বাদ ভাস্কর ❁

বিলাতীয় সমাচার পত্রে লিখিত হইয়াছিল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে কেবল ভূমির কর পাইতেছেন বাণিজ্যের উৎপন্ন এবং লোকেরদের উৎপন্নের উপর কর স্থাপন করেন নাই, অতএব বিলাতের ন্যায় ভারতবর্ষে বাণিজ্যের লাভের উপর কর নিৰ্দ্ধারণ করা যায় এবং প্রজা সংখ্যা গণনা করিয়া লোক প্রতি কর নিরূপণ হয়, ইহাতে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় অনেক আপত্তি দেখাইয়াছেন অতএব এবিষয়ে তাঁহার নামানুরূপ কার্য্য করা হইয়াছে, ইণ্ডিয়ার বন্ধু লোকের যাহা বলিতে হয় ইণ্ডিয়ার বন্ধু নামক সম্পাদক মহাশয় তাহাই বলিয়াছেন অতএব আমরাও তাঁহার বাক্যের কিঞ্চিৎ পোষকতা করি।

বিলাত বাসি সম্পাদকেরা স্বদেশের যে প্রকারাবস্থা দেখিয়াছেন তৎপ্রমাণে বলিতে পারেন ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার কর স্থাপন হয়, এবং আমরাও স্বীকার করি যে রাজ্যে বাণিজ্যকারিরা উন্নত হয়েন সে রাজ্যের রাজাকে বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ২ করপ্রদান করিলে তাঁহারদিগের উচিত কর্ম্ম হইবে, বাণিজ্যের পক্ষে যদি কোন উৎপাত উপস্থিত হয় তবে রাজা রক্ষা করেন, তাহাতে রাজার সময় যায়, পরিশ্রম হয়, অর্থও লাগে, বাণিজ্যকারিদিগের কর্ম্মের বিষয়ে যদি রাজার এত করিতে হইল তবে বাণিজ্যকারিরা ভূপতিকে কি জন্য কর প্রদান করিবেন না এবং প্রজাগণ রাজ্যেশ্বরের বক্ষস্থল ধরাতলে বাস করেন, দিবা রাত্রি তাঁহারদিগকে ভূপাল রক্ষা করিতেছেন তাঁহারা প্রত্যেকে বৎসরের মধ্যে এক দিনের পরিশ্রমের মূল্য ও রাজাকে দিবেন না তবে কি রাজ্যেশ্বর বারিপানে প্রাণ ধারণ করিয়া প্রজা রক্ষা করিবেন, ইহা সত্য বটে মহীপাল ভূমির কর গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু ভূমি প্রজার বস্তু নয়, রাজার বিষয়, রাজা যদি প্রজাকে ভূমি না দেন তবে প্রজাগ

ণ তজ্জন্য আক্ষেপ করিতে পারেন না, রাজা অনুগ্রহ করিয়া প্রজাগণকে ভূমি দিয়া তাহার উপস্বত্বের কিঞ্চিৎ কর কর লইয়া থাকেন, অধিকাংশই প্রজাপ্রতিপালন জন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন অতএব এবিষয়ে রাজ্যেশ্বরকে সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে আপত্তি এই যে অদ্যাপিও ভারতবর্ষ বিলাতের ন্যায় সম্পত্তিমান হয় নাই এসময়ে বাণিজ্যের উপর এবং লোকেরদের উপর কর বসাইলে ভারতবর্ষীয় লোকেরা বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে শত্রু জ্ঞান করিবেন অতএব গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের দুরবস্থাকালে উক্ত প্রকার কর বসাইলে কলঙ্কী হইবেন।

হে পাঠকগণ, আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাণিজ্য কার্য্যে কাহার কি লভ্য হয় গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিতে পারেন এমত কোন উপায় নাই, অতএব অস্থির বিষয়ে স্থির কর বসাইলে অনেকের প্রতি অন্যায় হইবে, বিশেষত গবর্ণমেণ্টও বাণিজ্য করেন, রাজ্যের মধ্যে রাজ্যেশ্বরের বাণিজ্য ব্যবহার সুব্যবহার নহে, জ্ঞানি লোক মাত্র সকলেই এবিষয় রাজার কুব্যবহার বলিবেন, এবং গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য বাণিজ্যকারিদিগের সহযোগে এই ব্যবহারে অনেক লভ্য করিতেছেন অতএব এই লভ্যই বাণিজ্যের উপর কর স্বরূপ বলা যায়, বিলাতীয় গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্য করেন না, বাণিজ্যকারিদিগের লাভের উপর কর স্থাপনে তাঁহারদিগের অন্যায় বলা যায় না, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট চাচ কয়লার বাণিজ্য পর্য্যন্তও স্বহস্তে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বাণিজ্যকারিদিগের নিকট কি লজ্জায় কর চাহিবেন অতএব গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

অপর প্রজাদিগের সংখ্যা গণনা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির উপর কর কল্প ও বিকল্প জ্ঞান হইতেছে, বিলাতে নারী নর তাবৎ লোকে কর্ম্ম করেন, অকর্ম্মণ্য মনুষ্য প্রায় নাই, সুতরাং পারিশ্রমিক লাভ সকলেই দেখিতে পান, এবং পরিবারাদি প্রতিপালন জন্যও বিলাতবাসিদিগের ব্যয় অধিক হয় না, পুত্র পিতা মাতাকে অন্ন বস্ত্র দেন না, পিতা মাতা পুত্রকে আহারাদি প্রদানের জন্য ব্যাকুল হয়েন না, কেবল স্ত্রী পুরুষের অন্ন বস্ত্রাদির ব্যয় মাত্র হইলেই যথেষ্ট হইল, বিলাতে বৈরাগীও নাই, ফকীরও নাই, সে দেশের প্রথাই নাই কেহ অতিথি হইতে যায়, গৃহস্থ লোকেরা দাস দাসীও প্রায় রাখেন না, আপনারাই গৃহকর্ম্ম করেন এবং স্ত্রীলোকেরাও বসিয়া থাকেন না অনেক বিষয়ে তাঁহারদিগের উপার্জ্জন হয়, অতএব বিলাতবাসি লোক শরীরে কর স্থাপনে কাহারো ক্লেশ নাই, কিন্তু এতদ্দেশে তাহা লইতে গেলে অনেকের নিশ্বাসের সহিত অগ্নি নির্গত হইবে, সে অনল ওসামান্যানল নহে তাহার উত্তাপে গবর্ণমেণ্ট শুষ্ক হইয়া যাইবেন, এতদ্দেশীয় লোকেরদের বেতন অল্প, একং ব্যক্তির বেতনে পঞ্চাশ যাটি জনকে প্রতিপালন করিতে হয়, প্রত্যেক বাটীর সকল লোকে উপার্জ্জন করিতে পারেন না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক সকল কপোষ্য, তাহারদিগের পরিশ্রমে এক কপর্দ্দকও আইসে না, নারী শরীরে কর স্থাপন করিলে কি তাঁহারা তস্করী করিয়া কর দিবেন, অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি লোক শরীরে কর স্থাপন করিতে মনে করেন তবে এতদ্দেশীয় প্রত্যেক বাটীর তাবৎ লোককে কর্ম্ম প্রদানের উপায় করিবেন, এবং স্ত্রীলোকেরা কি কর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে কর দিবেন তাহাও দেখাইয়া দিতে হইবেক, যেদেশের লোকেরা কেবল ভূমির উপস্বত্বে প্রাণধারণ করে সে দেশের ভূমির উপস্বত্ব রাজা অন্যান্য প্রকারে শোষণ করিতেছেন ইহাই অন্যায়, এই অন্যায়ের উপর আরো অন্যায় করিতে যাঁহারা পরামর্শ দেন তাঁহারা কিরূপ দয়াশীল মনুষ্য আমরা বলিতে পারিলাম না, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট জবন বাদশাহগনকে নিষ্ঠুর বলেন কিন্তু কোন ইতিহাসে দেখিতে পাই না জবনেরা প্রজাদিগের ধনাপহরণ বিষয়ে রাজশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাদশাহেরা অল্প রাজস্ব লইতেন, তাহাতেই তাঁহারদিগের ভাণ্ডার ধনে পরিপূর্ণ থাকিত, এবং প্রজারাও সুখে কালক্ষেপ করিয়াছেন, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকার ফন্দী বাহির করিয়া প্রজাগণের তম্নাস্তি করিলেন, তথাপিও বৃটিস জাতির ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতেই আমরা বোধ করি প্রজাকুলের নিশ্বাসানল প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতেই বুঝি বৃটিস গবর্ণমেণ্টের তাবৎ সঞ্চয় দগ্ধ হইয়া যায় অতএব গবর্ণমেণ্ট লোভমুখী লোলরসনাকে সম্বরণ করিয়া প্রজামণ্ডলে দয়াদৃষ্টি করুন, রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া গেলে ছাই মাত্র থাকিবে, অতএব প্রসিদ্ধ গানমনেহইল, „আছে ছাই পাবে তাই গায়ে মাখিবে,, বৃটিস গবর্ণমেণ্টও ইহার লক্ষ হইবেন।

রামলীলা।

শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বাগানে রামলীলার ভারি সমারোহ হইয়াছে, প্রতি দিবসীয় শেষবেলায় রাজোদ্যানে এবং তচ্চতুর্দ্দিগে রাজপথে তিন চারি শত গাড়ি উপস্থিত হয়, এবং অন্যূন ১৫।১৬ সহস্র লোক বাগানের মধ্যে যাইয়া রামলীলা দেখেন রামলীলার জন্য কলিকাতা নগরে গাড়ি পালকীভাড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে শেষ বেলায় কলিকাতা নগরীয় বড় রাস্তায় গাড়ির ভিড়ে লোকেরা চলিতে পারেন না, গত মঙ্গলবাসরীয় পরাহ্নে এক জবন বালক উক্ত পথে খেলা করিতেছিল, কোন খোট্টা মহাজনের এক গাড়ি দ্রুত আসিয়া তাহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে বালকের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, রক্ষা পায় না পায় সন্দেহ।

প্রকাশ হইয়াছিল রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কলিকাতা নগরীয় রাজপথের উত্তমতা জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা সমর্পণ করিয়াছেন, সে টাকাই বা কোথায় গেল, আর নগরীয় লোকেরদের বাড়ীর টেক্সের টাকাতেই বাকি হয়, এবং গাড়ি ঘোড়ার টেক্সের টাকাও আদায় হইতেছে ইহাই বা কিসে যায় সাধারণ লোকেরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারেন না, অতএব আমরা নগর শোভাকারি কমিস্যনরগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নগরীয় রাজপথে প্রায় প্রতি দিন গাড়ি চাপায় লোক হত্যা হয় তাহারদিগের হস্তে অধিক টাকা থাকিতেও কি ইহা নিবারণের কোন সদুপায় হইতে পারে না, তাঁহারা পথ মেরামতের বিষয় রামধন মিত্রকে কান্ট্রাক্ট করিয়া দিয়াছেন কিন্তু রাজপথ মেরামতের যেমন আড়ম্বর তাহার কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল রামধন মিত্রের উদর এবং কমিস্যনরদিগের শরীর দিন২ পুষ্ট হইতেছে তবে কি রামধনের সঙ্গে কমিস্যনরেরা অঙ্গাঙ্গী ভাব করিয়াছেন, না, এমত হবে না রামধনের সঙ্গে ভাব করিয়া কমিস্যনরেরা সাধারণ ধনে তদ্দং মদ্দং করিবেন ইহা বলা যায় না, তবে „ এই ব্যক্তি স্থূল দেহ কিন্তু দিবাস আহার করেন না,, ইহাতে বিপরীতানুমান বাদিরা কহেন „ রাত্রিতে ভোজন করিয়া থাকেন,, ইহার হেতু এই যে আহার ব্যতীত কেহ স্থূল হইতে পারেন না, অতএব পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিবেন,, কমিস্যনরেরা কি রামধনের সহিত অন্ধকারে আহার করেন,,।

বিবিধ সমাচার।

কোন বন্ধু প্রমুখাদবগত হইল মান্যতম মারকুইস আফ ডেলহৌসী মহাশয় ইষ্টাম্প আফিসের প্রধান কর্ম্মচারি হেনরি পামর সাহেবকে তাঁহার কর্ম্ম হইতে স্থগিত করিয়া বিলাতীয় কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্সের অধ্যক্ষ মহাশয়গণের সম্মতি অপেক্ষায় একেবারে কর্ম্মচ্যুত করেন নাই, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল উক্ত সাহেবের দোষ গুণ বিবেচনার্থ কমিস্যনর নিয়োগ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার যে সকল দোষ প্রকাশ পাইবার কথা প্রচার হয় তাহা সত্য হইলে তিনি সিবিল কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

পাঠকগণের শ্রুতি গোচর থাকিবেক পক্ষাতীত হইল আমরা লিখিয়াছিলাম „ কষ্টম, নেমক এবং আফীম" বোর্ডের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডবলিউ ব্রাণ্ট সাহেব স্বীয় কর্ম্ম হইতে গবরণর জেনরল কর্ত্তৃক স্থগিত হইয়াছেন, সম্প্রতি ইংরাজি পত্র পাঠে বিদিত হইল ঐ সাহেবের প্রার্থনানুসারে শ্রীযুত লার্ড সাহেব জে, জে, হারবি এবং জি গফ সাহেব এই ব্যক্তি দ্বয়কে তাহার দোষ গুণ নির্ণয় করণার্থ ভারার্পণ করিয়াছেন, দেখা যাউক ব্রাণ্ট সাহেবের ঋণের বিষয় কিরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাভাবে অপমান গ্রস্ত হইবার এই এক উদাহরণ রহিল, ব্রাণ্ট সাহেব সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমোন্নতি প্রাপ্তি পূর্ব্বক ডেপুটি গবরণরী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন, এই সকল উচ্চ কর্ম্ম করিয়াও ধন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই ইহাতেই যখন শেষোক্ত শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের নিয়মিত কাল পূর্ণ হয় তখন বিলাতে গমন করিতে না পারিয়া পুনশ্চ নিম্ন পদে যাইতে আরম্ভ করেন, এইরূপে কিয়ৎকাল গতে বোর্ডের মেম্বরী পদে সুস্থির হইয়া বার্দ্ধক্যাবস্থায় এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন কিন্তু বর্ত্তমান গবরণর জেনরল কোথা হইতে কি নিগূঢ় সূত্র ধরিয়া ব্রাণ্ট সাহেবের অন্তিম কালে কাল ব্যবহার করিলেন, এবং যদিও গবর্ণর বাহাদুরের নিগূঢ়াভি [illegible] প্রায় আমারদিগের গোচর হইয়া থাকে তথাপি আমরা অকালে বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহি, ব্রাণ্ট সাহেবের পূর্ব্ব মান স্মরণ করিতে হইলে বর্ত্তমান অপমান অধিক দুখকর হয় অতএব তজ্জন্য শোক জ্ঞাপন করিয়া অভিমানি নবীন সিবিল গণকে অতঃপর সাবধান হইতে পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্তাব সমাপন করিলাম।

প্রচার হইয়াছে হিন্দু কালেজের প্রধানাধ্যাপক সুকবি কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব স্বীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, প্রাজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য সাহেবের সহিত বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের যে অনৈক্য ব্যক্ত হয় আমরা পূর্ব্বেই তাহা লিখিয়াছি অতএব পুনরুল্লেখের প্রয়োজন করে না কিন্তু এক গুণি বিবেচকের বিচ্ছেদে কালেজীয় সুপাত্র ছাত্রেরা অসন্তুষ্ট হইবেন, অবগতি হইল ব্যয় লাঘব করণার্থ বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের প্রচলিত নিয়মের অনেকাংশ পরিবর্ত্তন হইবেক, তন্মধ্যে শিক্ষক প্রস্তুত করণীয় বিদ্যালয় একেবারে রহিত হইবার কল্পনা হইতেছে।

মফস্বল লাইট পত্রে লেখে ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে লাহোরীয় প্রধান রাজপ্রতিনিধি স্যার হেনরি লরেন্স সাহেব কাশ্মীর নগরে যাত্রা করিবেন, অধিক [illegible] লার্ড গিফর্ড এবং মেজর ফেন সাহেব তদনুবর্ত্তি হইয়া উক্ত রাজধানীতে গিয়াছেন।

পেসোয়র প্রদেশীয় বার্ত্তা দ্বারা বিদিত হইল তথায় সুবৃষ্টি হইবাতে প্রজাগণ প্রায় ত্রাণ পাইয়াছে, বৃটিস সেনাপতিগণ সম্প্রতি ঘোড় দৌড়ামোদে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, ইহার মধ্যে বিবাদ বার্ত্তা এই যে তথায় নানা প্রকার অত্যাচার প্রচার হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা তদ্দমনে শিথিল নহেন ইহাতেই বন্দীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বরং এক হত্যাকারির প্রাণ দণ্ড ও করিয়াছেন, কাবোল হইতে পেসোয়র প্রদেশে অনেক অশ্ব বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইতেছে এবং অত্যল্প দিনে এক সম্প্রা যাত্রি আগত হইবার সম্ভাবনা।

দিল্লী গেজেট পত্রে বোখারা রাজ্যাধিপের মৃত্যু সম্বাদ লিখিত হইয়াছে।

মৌলমেন প্রদেশ বাসি ব্রহ্মদেশীয় কোন ব্যক্তি প্রার্থনীয় বিষয়ে সুবিচারনা পাইয়া রাগে অন্ধ হইয়া তত্রস্থ বৃটিস কমিস্যনর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বিনষ্ট অথবা কঠিনাঘাত করণে প্রস্তুত হয় তাহাতেই একছল করিয়া তৎ সমীপবর্ত্তি হইয়াছিল অর্থাৎ সাহেবের সমীপে এক আবেদন পত্র প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইবাতে শ্রীযুত তৎপাঠে প্রবর্ত্ত হন, এই সুযোগে দুরাশয় এক যষ্টিদ্বারা তাঁহাকে অধিক পীড়নপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু পরিশেষে পরিত্রাণ পথ না পাইয়া বৃটিস সেনাপতির নিকট নিজ দোষ স্বীকার পূর্ব্বক আত্ম সমর্পণ করিয়াছে অধুনা অবগতি হইল তদহিতাচারের বিষয় সেসনীয় বিচারে অর্পিত হইয়াছে, কিন্তু তত্রস্থ সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তাহার প্রাণ দণ্ডের বিধান করিতেছেন।

ইংরারাজি পত্রে লেখে দিল্লীর বর্ত্তমান বাদশাহ স্বীয় কনিষ্ঠ সন্তানকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমারদিগের মহারাণী বিকটোরিয়ার সম্মতি চাহিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ সন্তান বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের এবম্ভূত অবৈধ উন্নতি কল্পে বৃটিসজাতীয়া রাজ্ঞী সম্মতি প্রদান করিবেন ইহা আমারদিগের অনুমেয় হয় না, শ্রীযুত বাদশাহ ঐ প্রিয় সন্তানকে মহারাণীর স্নেহের পাত্র করণার্থ মহারাজ্ঞীকে যে পত্র লেখেন তৎমর্ম্ম এই যে„অন্যান্যসন্তানাপেক্ষা আমার এতদাত্মজ উত্তম গুণবর্ত্ত বোধ হয়, আমি এই প্রিয় পুত্রের তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে কাতর না হইলে ইহাকে আপনকার নিকট প্রেরণ করিতাম তথাচ ইহার লিখিত এক চিত্রপট পাঠাইতেছি, তাইমুর ও তদ্বংশ আখবর বাদশাহের বংশের সহিত মহারাণীর বংশের যেরূপ পূর্ব্বাপর সৌহৃদ্য সংস্থাপিত আছে তদনুক্রমে আমি প্রত্যাশা করিতে পারি আপনি মদীয় এই সন্তানের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রকাশ করিবেন„ ইত্যাদি।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৩৯৫ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১ সেপ্টেম্বর।

ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত জে ব্রৌন সাহেব মুঙ্গেরের জরিপী কর্ম্ম হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বেহারের কালেকটর সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করণার্থে ঐ জিলাতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ২৮ আগষ্ট।

সিবিল সম্পর্কীয় সিরিশ্তার শ্রীযুত ডবলিউ সি ওয়াটসন সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে ইংলণ্ডে গমন করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৯ আগষ্ট।

ঢাকার মাজিস্ত্রট ও কালেকটর সাহেবের আসিষটাণ্ট শ্রীযুত এ আবর ক্রম্বি সাহেব গত মাসের ২৮ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত বারো দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত রায় কৃষ্ণকান্ত মিত্র স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দশহরার বন্দের অতিরিক্ত বারোদিন অর্থাৎ আগামি মাসের ৩ তারিখ অবধি ১৪ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ৩ সেপ্টম্বর।

চাটিগাঁর দ্বিতীয় প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ দশহরার বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

মুরশিদাবাদের সদর আমীন শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র মুখুয্যা দশহরার বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সৈয়দ আবাস আলী দশহরার বন্দে ছুটী পইয়াছেন।

নদীয়ার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু উদাচরণ ভট্টাচার্য্য দশহরার বন্দে বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখ অবধি আমানি মাসের ১৮ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবর্ণর সাহেবের হুকুমক্রমে।

জি পি গ্রাণ্ট।
বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ৪ সেপ্টম্বর।

শ্রীযুত কাপ্তান টি পি স্পাকস সাহেব গত মাসের ৭ তারিখে মরগুই জিলার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত কাপ্তান এচ বর্ডমোর সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব গত মাসের ২৮ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত সি এচ কাম্বেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

আক্যাবে একটিং প্রধান আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ জে [illegible]মার সাহেব গত জুলাই মাসের ২৬ তারিখে আরাকানের কমিস্যনর সাহেবের চোট আসিষ্টাণ্টী কর্ম্মের ভার কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে শ্রীযুত লেপটেনেণ্ট এফ ডবলিউ রিপিল সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন এবং কমিস্যনর সাহেবের হুকুমক্রমে গত মাসের ১৬ তারিখে ঐ কর্ম্ম আরাকানের স্থানীয় বাটালিয়নের লেপটেনেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ এফ নটহাল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

ছিলাটের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ যেটনকোর্থ সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী শাহাদৎ আলীর স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

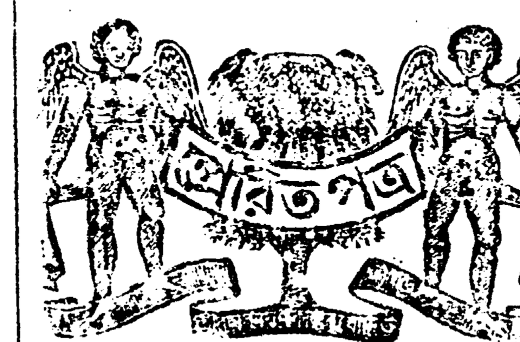

গুণাকর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, অত্রস্থ দীনদুঃখি প্রজাগণের দুঃখের প্রস্তাব কতিপয় পংক্তি নিম্নে লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি, প্রার্থনা যে কৃপাদানে সংশোধনান্তে দেশোপকারক জগদারাধ্য ভাস্কর পত্রে কিঞ্চিৎ স্থান বিতরণে রাজপুরুষ মহাশয়দিগের শ্রুতিগোচর করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, এতন্নগর বাসি প্রজাবৃন্দের দুর্দ্দশা লিপী করিতে হইলে নয়ন নীরদ হইতে বারিধারা সম্পাত হয়, তবে কি করি প্রজাদিগের দুঃখের কাহিনী মহাশয়কে জ্ঞাত না করাইয়া কোনমতে মনোভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিতে পারি না এই কারণ কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতেছি।

হে সম্পাদকবর, মহকুমা পাবনার আসিষ্টাণ্ট জাইণ্ট মাজিস্ত্রট মেং ডক্সন সাহেব অত্র জেলায় শুভাগমন করিয়া এতদ্দেশের বিচার কার্য্য ভবচন্দ্র রাজার বিচারের ন্যায় নিষ্পাদন করিতেছেন, যদিও আমলাগণ বিদ্বান ও রাজকার্য্যে সুপারগ তথাপি সাহেবের মতেই তাঁহারাও মত প্রদান করেন, এবং

তাহা না করিয়াও পারেন না যেহেতুক তাঁহারা শ্রীযুক্তের অধীন কর্ম্ম নির্ব্বাহক, যে আজ্ঞা২ বই বাক্যব্যয় নাই, সাহেবের শাসনের পরাক্রমে দস্যুদল উত্তরোত্তর পরাক্রমশালী হইবায় প্রজা সকল হাহাকার ধ্বনি করিতেছে, যদ্যপি কোন প্রজার বাটীতে ডাকাইতী অথবা চুরী হয় তবে সে প্রজা সাধ্যপক্ষে বিচারকের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসিক হয় না, যেহেতুক প্রকাশ আছে বাদী হইয়া বিচার প্রার্থনা করিলেই নিশ্চয় তাহাকে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, এইরূপ বিধান হওয়াতে বিচারালয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়া এককালীন স্থগিত হইয়াছে, প্রজারা এই গর্হিত বিপদে অনুক্ষণ জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছে প্রধান রাজপুরুষেরা প্রশংসিত মহাপুরুষকে ত্বরায় অন্য জেলায় পরিবর্ত্তন করিয়া কোন এক সুবিচারক মহাত্মা মহাশয়কে উক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করণ পূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রাণ, ধন, রক্ষা করুন, দীনহীন প্রজাগণ বিচার প্রাপ্ত হইয়া সুখে কালক্ষেপ করত রাজপুরুষদিগের উন্নতি কল্পে জগদীশ সমীপে আরাধনা করিতে থাকে, অত্র নগরস্থ পূর্ব্ব জাইন্টমাজিস্ত্রেট অখণ্ড দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ সুবিচারক পরোপকারক মিষ্টভাষী অশেষ গুণরাশী মেং জি. ইউ, উইল সাহেব বাহাদুর যিনি এইক্ষণে জেলা দিনাজপুরের কালেকটরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন তাঁহার সুবিচারে ও বুদ্ধির কৌশলে অত্র স্থানে সকল মহাদর্প দস্যুদল এককালীন নিরস্ত হইয়াছিল, প্রশংসিত সাহেবের গমন মাত্রেই ঐ সকল দস্যুদল মস্তক উত্থাপন করতঃ প্রজা পীড়নে রত হইয়াছে, অধুনা প্রজাগণ দস্যুভয়ে জাগরণে যামিনী শেষ করিতেছে, যদিচ নবীন মহাশয়ের বিচারের সুশৃঙ্খলতা ও বিচারালয়ে গমনাগমনের নিয়মের বৃত্তান্ত সমুদায় লিপী করা বাহুল্য তথাচ সংক্ষেপ কিঞ্চিৎ২ লিখিলাম, মহাশয় সাহেব প্রতি দিবস দিবা দুই ঘটিকা সময়ে স্বীয় কুঠী হইতে কালেকটরী ও ফৌজদারী সম্বন্ধীয় আরদালীর ১০।১২ চাপরাসি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া যানাভাবে পদব্রজে বিচারালয়ে গমন করণক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধ ঘটিকা অবস্থিতি করিয়া ঐ অবকাশ মধ্যে দুই এক মোকদ্দমায় বাদির প্রতি স্নেহেলে আবদ্ধ থাকার আজ্ঞা প্রদান পুরঃসর পুনরায় প্রস্তাবিত ভাবে কুঠীতে গমন করেন, যদি কোন দিবস দৈবাৎ কোন আবশ্যক কর্ম্মজন্য এক ঘটিকা বিচারালয়ে থাকেন তবে ঐ পরিশ্রমে কাতরতা প্রকাশে ২।৩ দিবস আদালত রুদ্ধ রাখেন, এবং বিচারের বিষয় এই যেদ্যপি কোন অপরাধী স্বীয় কৃত অপরাধ স্বীকার করে চুরী করিয়াছে তবে তাহাকে স্বহস্তে দুই এক ঘুষী মারিয়া শোজা হেচ্কা কহিয়া মুক্তি দেন।

কতিপয় দিবসাতীত হইল নানা প্রকার অত্যাচারি দারোগাদিগের তুল্য দৌরাত্ম্যশালী ও উৎকোচ গ্রাহী একদা রোগার প্রতি চুরী গোপন রাখা ও এক স্ত্রীলোককে নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া ৩০ মুদ্রা গ্রহণ করণাপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতেও জমীদারের দ্বারা উক্ত নালিস উত্থাপিত হইয়াছে হেতুবাদে মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছেন, যেস্থানে উক্ত ব্যাপার উপস্থিত হয় ঐ স্থানের মান্য২ কতিপয় মহাশয়ের বাচনিক শ্রবণ করিয়াছি ঐ দারোগার হুঁকার রৌপ্য নির্ম্মিত সরপোষ চুরী হওয়াতে তাঁহার ভৃত্যের সহিত উক্ত স্ত্রীলোকের প্রণয় থাকা হেতুক ভৃত্য সরপোষ চুরী করিয়া তাহাকে দিয়াছে সন্দেহ করিয়া স্বীয়াধীন বরকন্দাজগণ দ্বারা দুঃখিনী স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক থানার গারদে আটক রাখিয়া নানারূপে ক্লেশ প্রদান করত তাহার নিকট ৩০ মুদ্রা চাহেন, দুঃখিনী তৎকালীন মুদ্রা প্রদান করিতে অসমর্থা হইয়া যে জমীদার বাবুদিগের অধিকারে বাস করে তাঁহারদিগের নিকট তত্ত্ব প্রেরণ করণে জমীদার বাবুগণ উক্ত স্ত্রীলোকের গৃহস্থিত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত আভরণাদি বন্ধক দ্বারা ৩০ মুদ্রা সংগ্রহ পূর্ব্বক দারোগাকে প্রদান করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যান, এবম্ভূত সপ্রমাণ মোকদ্দমা ডিসমিস হওয়াতে দারোগার দর্পে ত্রস্ত জনগণ থরহরি কম্পায়মান হওয়াতে সর্ব্বদা ব্যস্ত সমস্ত আছেন এবং অতি যত্নে গলবস্ত্র হইয়া শ্বেত পুষ্প দ্বারা দারোগার পূজা নিষ্পাদন করতঃ সশঙ্কাবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, অলমতি বিস্তরেণ নিবেদন মিতি।

জেলা বগুড়া।
২০ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯ ইং।

হং চং রং।

পরমোপকারক শ্রীযুক্ত সম্বাদ ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বহুমাদর পুরঃসর নিবেদন মিদং।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক অস্মল্লিখিত পত্রখানি সংশোধন করিয়া মহাশয়ের জগদালোক ভাস্করেক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন এবং অন্যান্য সমাচার পত্র প্রকাশক এতদ্দেশীয় তথা ইংলণ্ডীয় মহানগণকে প্রকাশার্থ অনুরোধ জানাইবেন, মহাশয়, কৃপা পূর্ব্বক নানা দিগ্দেশীয় নেটিব বিচারকগণের রীতি স্বভাব যথা নিয়ম প্রকাশে মহদুপকার করিয়া ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন কিন্তু অস্মদাদি দীন ক্ষীণ প্রজাবর্গ প্রতি বারেক ও দৃষ্টিপাত করেন না সে কেবল আমারদের গ্রহের কর্ম্ম, সংপ্রতি ভাস্কর তথা চন্দ্রিকাপত্রে জেলা রাজশাহীতে প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে মোকদ্দমাদি বিক্রয় হইতেছে এবং নানা প্রকারে দোষ ও বৈগুণ্য জন্মিয়াছে যাহাতে অচিন্ত্য অন্যায় অবিচার প্রকাশ পাইতেছে বিশেষ শ্রীযুত ইংলিসমেন সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট আপন কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন অতএব শ্রীযুত মহামহিম সম্পাদক মহাশয়, আমারদের অদৃষ্টে কত প্রকারে অবিচার অত্যাচার হইতেছে যে তাহা লিখন তথা বর্ণন অশক্ত কাষ্ঠ লেখনীর ক্ষমতাতিরিক্ত, এসহর পাটনার আদালতে ৩ জন প্রধান হাকিম আছেন, তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুক্ত জজ সাহেব ধর্ম্মাবতার বড় সদ্বিচারক বিচক্ষণ তাহাতেই দেশ রক্ষা পাইতেছে তৎপরে প্রধান সদর আমীন আলা যিনি তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গী তাঁহার জন্ম স্থান এই সহর, লোকউপযুক্ত কর্ম্ম দক্ষ সর্ব্বাংশেই গুণবান কিন্তু স্বভাব দোষ বশত তথা বংশ কর্ত্তক যত সদ্গুণ হইতে পারে তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে, অধিকন্তু ২। ৩ বৎসর যাবৎ আপন বিবাহিতা স্ত্রী তথা ভৃত্যদারা অর্থাৎ২ আপন জ্যেষ্ঠ সোদর পত্নী দ্বারাই তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন, প্রায় বৎসরাতীত হইল ইনি আপন মূর্খতাতে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার দ্বারা ১৬০০০ যোড়শ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিয়াছেন তন্নিবারণ কারণ বহুতর যত্ন পাইলেন কিন্তু সে সকল উপায় নিষ্ফল হইল, দ্বিতীয় সদর আলা লালা সাহেব নির্লোভী পক্ষপাত বিহীন কিন্তু এককর্ম্মের উপযুক্ত নহেন, মুদ্র সম্পর্কীয় ব্যাপারে পমুক্ত, ফলত ভাল মন্দে জড়িত, অপর তিন জন মুন্সেফের মধ্যে সদর পাটনা নগরীয় মুন্সেফ মহাশয় শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ, নিবাস দ্বারভাঙ্গা জেলা ত্রিহুত, বয়ঃক্রম ৬০।৬১ বৎসর হইবেক, দীর্ঘকার সুদৃশ্য, ইনি এস্থানের আদালতের নাজীর সাহেবের পাচক ছিলেন পরে ফৌজদারীর নাজীরের বক্সী কিছু কাল পরে ফৌজদারী নাজীর পরে অদৃষ্ট ক্রমে বিনা কোন উপাসনাতে কেবল ভদ্র পরিবার প্রধানং মনুষ্যগণের কুৎসা বলিয়া বিদ্বেষক অতিশয় খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বী লার্ক জান মারিস সাহেব সমীপে সুযোগ করিয়া পরীক্ষা ব্যতীত মুন্সেফ হইয়াছেন এবং এই কার্য্যে মোকরর হইয়া নাম দস্তখত করিতে এবং পারসী পাঠ করিতে শিখিয়াছেন ফলে এসহরের তাবৎ মনুষ্য ইহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা সপ্রমাণ অনায়াসেই হইতে পারিবেক, প্রধান কর্ত্তা গোপনেবাগানের মালী কেবল ভকত কেডাকিয়া এবং সহরের ২।৩জন মহাজন দেবীপ্রসাদ ও শীতলপ্রসাদকে জিজ্ঞাসিলেই নিরাকরণ হইবেক, এতদ্ভিন্ন স্পষ্ট প্রমাণ যে জনেক দীন দুঃখিনী বিধবার ২০০ টাকার একটি মোকদ্দমা ইহারি কোর্টে ছিল তাহাতে কিঞ্চিৎ লাভ নিমিত্তে অনর্থক ডিসমিস করিয়াছেন ইহার উৎকোচের দালালী কর্ম্মে ২ জন নিযুক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় মুন্সেফ যবন জাতীয় যদ্যপি মাংস পিণ্ড তথাপি নিরপেক্ষ কিছু জানেন না, ইনি পূর্ব্বে এই আদালতে নাজীর ছিলেন পরে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছিলসা মোকামে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তৃতীয় জন ও ঐ যবন জাতি কিন্তু সর্ব্বাংশে নিরপেক্ষ বড়ই ভাল।

শ্রীযাত্রামঙ্গল গঙ্গোপাধ্যায়স্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীন প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো যেষভ্রান্ত দিগন্তরংবুজ নতে হ্যবস্থান মত্রোচিতম।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনবায়তেশাশ্বতঃশশ্বৎ স্বাত্মপ্রভোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৭৪ সংখ্যা ১১ বালম হং ১৮৪৯ সাল ৬ আক্তোবর। দানাশাব্দ ৯৯ আব্দল বাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ২১ আশ্বিন শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠালে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে পুস্তক হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

এই সহরের বাটী ও ভূম্যাদির টেক্স দায়ক ব্যক্তিদিগের সাবধানার্থে লেখা যাইতেছে যদ্যপি তাঁহাদের স্থানে টেক্স কাছারীর কোন আমলা অত্র সহরের শোভা বৃদ্ধি কারক কমিস্যনর পদের প্রার্থক জনের নিমিত্ত বোট দেওন জন্য অনুরোধ করে তবে উক্ত টেক্স দায়ক ব্যক্তিরা কদাচ তাহাতে মনোযোগ না করেন, যেহেতু আইনের মর্ম্ম এই যে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে এ কাছারীর আমলাদের প্রতি সম্পূর্ণ নিষেধ আছে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ ইহার অন্যথাচার করে তবে তাহাকে কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করা যাইবেক ইতি।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
কালেকটর আফ আশেষমেণ্ট ওগয়ারহ।

কলিকাতা।
২০ সেপ্টেম্বর ১২৪৯ সাল

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।
লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ আগষ্ট।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ১১ আগষ্ট তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল আক্ট।

শহরের মধ্যে পরিপাটী করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা শহরছাড়া ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন সকল লোকেরদের গমনাগমনের অথবা নিবাসের কোন স্থানের নিবাসি ব্যক্তির দিগকে স্বাস্থ্য ও উপকারের জন্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিতে পারিবার জন্যে ১৮৪২ সালের ১০ আইন জারী হইয়াছিল কিন্তু ঐ আইন সেই অভিপ্রায়ের জন্যে বিফল হইয়াছে এবং তাহার বিধান সংশোধন করা এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত অন্যান্য রাজধানী সম্পর্কীয় নগর নিবাসির দিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

১৬ ধারা। শ্রীযুত গবরণর সাহেব কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব হজুর কৌন্সেল অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরণর সাহেব কোন সময়ে কোন শহরে বা শহরতলীর মধ্যে এই আইনের কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন এবং এই আইন জারী করণেতে কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের মধ্যে কোন এক জনের কি তাঁহারদের আমলার ব্যবহারের বিষয়ের তদারক করিতে বা রিপোর্ট করিতে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

হুকুম হইল যে এক্ষণে পাঠকরা মুসাবিদা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবা।

হুকুম হইল যে আগামি ১১ নবেম্বর তারিখের পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের যে প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে এই মুসাবিদা পুনরায় বিবেচনা করা যায়।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

সম্বাদ ভাস্কর

এইক্ষণে বুঝি এই প্রথাই হইয়া উঠিল গবর্ণরেরা আর বঙ্গরাজধানীতে অবস্থিতি করিবেন না, যে গবর্ণর আইসেন তিনিই উত্তর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন, লার্ড আকলেণ্ডাবধি এই এক পাড়া পড়িয়া গিয়াছে কোন গবর্ণর কলিকাতায় থাকেন না, তদবধি বঙ্গদেশীয় সিংহাসন শূন্য হইয়া গবর্ণরাভাবে হাহাকার করিতেছে, যদি কেহ কহেন কলিকাতা নগরে ডেপুটি গবর্ণর থাকেন তাহারদিগের দ্বারাই রাজকর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে গবর্ণরের নিমিত্ত আক্ষেপ কি, তথাচ কর্ত্তা আর প্রতিনিধিগণের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে, কর্ত্তারা স্বেচ্ছাধীন সকল কর্ম্ম করিতে পারেন প্রতিনি

ধিরা তাহা পারিয়া উঠেন না, কোন একটি সামান্য কর্ম্ম করিতে হইলেও কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা থাকে, তজ্জন্য কোথায় কোন্ পর্ব্বতে কর্ত্তা রহিয়াছেন ডাকযোগে তথায় পত্র যাইবে, কর্ত্তা তাহা পাঠ করিবেন, উত্তর লিখিয়া ডাকে পাঠাইবেন তবে ডেপুটি মহাশয়েরা বলিবেন প্রভু এই অনুমতি করিয়াছেন, ইহার মধ্যে যদি ডাকপুলিন্দা মারা যায় কিম্বা প্রধানের শিরঃপীড়া হয় তবে এক মাসের কর্ম্ম ছয় মাসেও সম্পন্ন হইতে পারে না অতএব প্রধানাসনে প্রধানেরা না থাকিলে প্রজাগণের যে সকল ক্লেশ সম্ভাবনীয় বঙ্গ রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলাবাসি প্রজাসকলের অদৃষ্টে তাহাই হইতেছে।

পূর্ব্বং গবর্ণর বাহাদুরেরা কলিকাতা নগরে অবস্থিতি করিতেন তাঁহারা বঙ্গ রাজধানীর অধীন তাবৎ প্রদেশে পথ ঘাট সেতু বিদ্যালয়াদি যে সকল উত্তম কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন লার্ড আকলেণ্ডের সময়াবধি কোন গবর্ণর হই [illegible]
বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর কলিকাতা নগরে বহুকাল ছিলেন তাহাতে সুস্থির হইয়া ব্যবস্থাদি করিয়াছেন, তাঁহার ব্যবস্থা দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের দুরবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা অদ্যাপিও তাঁহাকে পিতার ন্যায় স্মরণ করেন এবং সর চার্লস মেটকাপ সাহেব কয়েক মাস গবর্ণরি পদে থাকিয়া এতদ্দেশের মঙ্গলার্থে যাহা করিয়াছেন তাঁহার পরে গবর্ণর ডেপুটি গবর্ণর সাত আট জন হইতে তাহার এক আনা উপকারও হয় নাই, লার্ড আকলেণ্ডের কর্ম্মের মধ্যে এই এক কর্ম্ম দেখিতেছি তিনি মেডিকেল কালেজ প্রতিষ্ঠা করেন, উক্ত সাহেব শুভাগমন করিয়া কলিকাতা নগরে অধিক সময় ছিলেন এই কারণ মেডিকেল কালেজ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের ন্যায় কলিকাতায় বিদ্যুৎগতি হইলে ইহাও পারিতেন না, এবং বিবেচনা করিলে মেডিকেল বিদ্যালয়ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যাদৃশ উপকারক হইয়াছে এতদ্দেশের পক্ষে তাদৃশ উপকারক হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট স্বদেশ হইতে অর্থ আনিয়া মেডিকেল কালেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন না, আমারদিগের ধন ব্যয় করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করেন, কিন্তু ছাত্রেরা প্রস্তুত হইলেই তাঁহারদিগকে সৈন্যেরদের সঙ্গে বিদেশে পাঠাইয়া দেন, এই কর্ম্মে ইংরেজ কবিরাজ পাঠাইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অধিক বেতন লাগিত, মেডিকেল বাঙ্গালি চিকিৎসক দ্বারা সেইরূপ কর্ম্ম পাইতেছেন অর্থ ব্যয় লাঘব হইয়াছে কিন্তু চিকিৎসকাভাবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যেরূপ দুঃখ পূর্ব্বে হইত এইক্ষণেও সেইরূপ হইতেছে, কলিকাতা নগরে যে কয়েক জন মেডিকেল ছাত্র আছেন তাঁহারদিগের সংখ্যা অধিক নয় সুতরাং তাঁহারা মহার্ঘ হইয়াছেন, রোগিদিগের বাটীতে একবার পদার্পণ করিলেই চারি টাকা বিল করেন, দরিদ্র লোকেরা তাহা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, চিকিৎসক বিরহে দরিদ্রগণের প্রাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বে যেরূপ হইত এইক্ষণেও সেইরূপ হইতেছে কিন্তু মেডিকেল কালেজে সুশিক্ষিত করিয়া ছাত্রগণকে যদি এতদ্দেশে রাখিতেন তবে দরিদ্রেরাও শস্তা মূল্যে চি [illegible]
আকলেণ্ড সাহেবের মেডিকেল বিদ্যালয় স্থাপন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই অধিক মঙ্গলকর হইয়াছে।

হে পাঠকগণ, এইক্ষণে ভাবিত হইলাম আর কোন্ গবর্ণর এতদ্দেশে কি উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা স্মরণ হয় না, হ, হা, মনে পড়িল লার্ড এলেনবরা সাহেব বহুব্যয়ে গিজনী হইতে চন্দনগেট আনিয়াছেন, এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন দ্বারা ধনি হিন্দু মাত্রকেই জানাইয়াছিলেন হিন্দুরা উক্ত গেট ক্রয় করুন, সোমনাথ শিবদ্বারে ঐ চন্দন গেট ছিল, যবনেরা হিংসা করিয়া সোমনাথের দ্বার হইতে তাহা লইয়া যান, লার্ড এলেনবরা হিন্দুজাতির শৈল্যোদ্ধার করিয়াছেন অতএব এবিষয় তাঁহার বীরত্বের ধন্যবাদ করিতে হয়, কিন্তু হিন্দুরা এলেনবর বাহাদুরের সে সৎকর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, এই কারণ সোমনাথ গেট আগরায় পড়িয়া রহিয়াছে।

হাঁ, আরো মনে হইল লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর লাহোর হইতে দুই শত তোপ লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার দুইটি তোপ শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর নিমিত্ত লইয়া যান, অবশিষ্ট তাবত্তোপ কলিকাতায় রাখিয়া গিয়াছেন অতএব হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এতদ্দেশীয় লোকেরদের পক্ষে এই মহদুপকার করিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়।

এইক্ষণে দেখি নবীন লার্ড শ্রীযুত ডেলহৌসি বাহাদুর হইতে আমারদিগের কিং উপকার হইয়াছে, কৈ, কি, কিছুই যে দেখিতে পাই না, নবীন লার্ড কি আমারদিগের উপকার করেন নাই এমত হবে না, তবে আমরাই ভুলিয়াছি, হাঁ, হাঁ জানিং লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর লাহোর মারিয়াছেন, রাজা রণজিৎ সিংহের রাণীকে রাজবাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, কোহিনুর নামক মহামণি লইয়া আসিয়াছেন আমারদিগের মহাশত্রু মূলরাজকে শৃঙ্খল রুদ্ধ করিয়াছেন, রাজা রণজিৎ সিংহ যেমন দুরন্ত ছিলেন তেমনি তাঁহার শিশু পুত্রকে রাজবাটী হইতে তাড়িয়া দিয়াছেন, তবে নবীন লার্ড এতদ্দেশের আর কি উপকার করেন নাই, শক্তি সাধ্য যত হইতে পারে তাহাই করিয়াছেন, অতএব ডেলহৌসিবাহাদুরকেওপার্চ্চমেণ্ট পাত্রে প্রশংসাদিতেহয়তবে এতদ্দেশীয় লোক সকল ভীরু প্রজা, মনে করেন লা [illegible]
রক্তদর্শন লার্ড লাটেরের অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, পাছে ঐ রক্তমুখে এই দিগে আইসেন তবে এদেশেও রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করিবেন এই কারণ তাঁহাকে প্রশংসা পত্র প্রদানে ভয় পাইতেছেন কিন্তু আমরা বোধ করি লার্ড বাহাদুর কলিকাতায় থাকিলে আমারদিগের বিস্তর উপকার হইত অতএব প্রার্থনীয় এই যে কলিকাতা নগরে তাঁহার শুভাগমন হয় আর যদ্যপি সিন্ধু সেতারা লাহোরাদি বর্দ্ধিত রাজ্য সকল শাসনাভিপ্রায়ে লার্ড বাহাদুর বরফময় পর্ব্বতেই থাকেন থাকুন, বিলাতীয় কর্ত্তাপক্ষ অন্য এক জন বিচক্ষণ গবর্ণর প্রেরণ করিয়া আমারদিগকে রক্ষা করিবেন রাজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে গবর্ণর বৃদ্ধি করেন না ইহাতে আমরা দুঃখ পাই বিলাতের সি কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়গণ কলিকাতার কৃপায় এত উন্নত হইয়াছেন, এইক্ষণে সেই মহানগরের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইলে কেবল আমরাই দুঃখ পাইব এমত নহে গবর্ণমেণ্ট ও নিন্দাস্পদ হইবেন।

☞ কাপ্তান রিচাডসন সাহেব হিন্দু কালেজীয় ছাত্রেরদের অধ্যাপকীয় পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে আমরা লিখিয়া ছিলাম তাঁহার ছাত্রেরা অসন্তুষ্ট হইবেন, তদ্দৃষ্টে গতকল্য সায়াহ্নে কয়েক জন ছাত্র আমারদিগের বাটীতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা কহিলেন কালেজ পরিত্যাগ করিয়া রিচার্ডসন সাহেবের বাসায় যাইয়া শিক্ষা করিবেন, এবং কালেজে শিক্ষার্থ যে বেতন প্রদান করিতেন রিচার্ডসন সাহেবকে সেই বেতন দিবেন, ছাত্রেরা আমারদিগকে যে প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানাইয়াছেন যদ্যপি তাহাই রক্ষা করেন তবে হিন্দু কালেজের নমুনা স্বরূপ ছাত্রগণ বাহির হইয়া পড়িবেন, ইহাতে কালেজের হানি সম্ভাবনা, এবং কাপ্তান সাহেব গৃহে বসিয়া যে বেতন প্রাপ্ত হইবেন তাহাতেই তাঁহার ব্যয় সম্পন্ন হইবে, বিশেষত অবকাশ পাইয়া স্বকীয় কবিতা শক্তিদ্বারা অনেক গ্রন্থ করিতে পারিবেন, তাহাতেও সাহেবের অধিক লভ্য হইতে পারে এবং ছাত্রেরা আরো কহিলেন কথা হইতেছে বিক্সবর সাহেব ইণ্ডিয়ান একাডেমি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে প্রতি দিবস এক ঘণ্টা শিক্ষা দিবেন, হিন্দু পল্লীর মধ্যস্থলে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এস্থানে ছাত্রেরা মাসে এক টাকা দিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন, এক টাকা মাসিক দানে রিচার্ডসন সাহেবের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে কে না আহ্লাদিত হইবেন, অতএব বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজ স্মরণ করিবেন মৃত ড্রেজু সাহেবকে কালেজ হইতে বিদায়কালেও অনেক ছাত্র বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, সে প্রকার গোলযোগ নাহইলেই ভাল।

লক্ষ্মীপূজা।

গত সোমবাসরীয় রাত্রিতে লক্ষ্মীপূজোপলক্ষে বহু স্থানে আমোদ হইয়াছিল বিশেষত আন্দুলীয় রাজনিকেতনে এবং ভূকৈলাসাধি রাজ ভবনেও শোভাবাজারীয় উভয় রাজ নিলয়ে এবং বাবু খেলচন্দ্র ঘোষের বাটীতে নৃত্যগীতাদি প্রমোদে রাত্রি যাপন হইয়াছে অধিকন্তু ভূকৈলাসে এবং আন্দুলে অনেক সাহেব লোক পুত্র কলত্রাদি সহিত উপস্থিত হইয়া রাজা বাহাদুরদিগের সদালাপনে এবং পান ভোজনে তৃপ্ত জ্ঞান করিয়াছেন, পৌত্তলিক ব্যাপারে খ্রীয়ানদিগের নিমন্ত্রণ ভোজন এ বৎসরের মত সমাপ্ত হইল, ইংরেজেরা দুর্গোৎসবে হিন্দু দিগের বাটীং প্রচুর মদ্যপান করিয়াছেন, তৎপরে লক্ষ্মীপূজায় আন্দুলে ভূকৈলাসে আশা পরিপূর্ণ করিলেন, এইক্ষণে আশা করিয়া থাকুন যদি আগামিবৎসর সুবৎসর আইসে আর ধনি হিন্দু মহাশয়েরা সুখে থাকেন তবে পুনর্ভোজ পাইবেন, পাদরি সাহেবেরা ধর্ম্মালয়ে খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনা করেন পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিনাশ পায় অথচ তাঁহারদিগের জাতীয় সভ্য লোকেরাই পৌত্তলিক ব্যাপারে হিন্দুদিগের বাটীতে পান ভোজন করিয়া হিন্দুগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন, আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি অদ্যাপি ও সভ্য জাতির মধ্যে এই অসভ্য ব্যবহার রহিয়াছে হিন্দুরা ইংরেজ দিগের জলস্পর্শ করেন না ইংরেজরা হিন্দুদিগের বাটীতে যাইয়া অম্লান বদনে মদ্যপানে উন্মত্ত হয়েন।

আমরা পরমাহ্লাদে বিশিষ্ট হইয়া সাধারণের বিদিতার্থ ব্যক্ত করিতেছি যে আমারদিগের মান্য বন্ধু রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর এমেরিকা রাজ্যের বোষ্টন নগরীয় ওরিএণ্টল সোসাইটী নামক প্রসিদ্ধ সভার অনেররি অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হইয়াছেন।

আগামিতে এতদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ অধিক লিখিব।

বিবিধ সমাচার।

মফঃসল লাইট পত্রে লেখে শিমলা শিখর প্রবাসি বিটিস সেনাপতিগণ আমারদিগের পূর্ব্বতন মহারথী লার্ড গফ সাহেবকে কোন স্মরণীয় চিহ্ন প্রদান করণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত সেনাপতি মহাশয় তদগ্রহণ অস্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত না হইবায় আমারদিগের অন্তঃকরণে নানা ভাবোদয় হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান টাইম্‌স পত্রে প্রকাশ করে মোরাদাবাদের বিচক্ষণ মাজিস্ত্রেট মাষ্টর উইলসন সাহেব আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালতের কোন আমলার দোষ রাষ্ট্র হইবাতে তদনুসন্ধানে নিযোজিত হইয়াছেন, ফ্রেণ্ড সম্পাদক মহাশয় এতদুপলক্ষে লেখেন আমলারা স্বল্প বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহাতে তাঁহারা উৎকোচগ্রাহী না হয়েন এমত সম্ভব নহে অতএব অনুসন্ধান হইলে অনেকেরই অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে, যদিও বহুব্যক্তি ভারতবর্ষের বন্ধু সম্পাদকের এতল্লেখার লক্ষ হইবেন তথাপি আমরা এমত অনেক কর্ম্মচারিকে দর্শাইতে পারি তাঁহারা উচ্চ পদ প্রত্যাশায় অল্প বেতনেও সচ্চরিত্রতা পূর্ব্বক কার্য্য নিষ্পাদন করিতেছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রধান রাজপুরুষেরা তাঁহারদিগের গুণ দেখিয়াও প্রকৃত বিচার করেন না, এতদ্দেশীয় লোকেরা সচ্চরিত্রতায় কর্ম্ম দক্ষতায় বিপুল পরিশ্রম করিয়াও সভ্যাভিমানি জাতীয় নবীন কর্ম্মচারিগণের শতাংশের একাংশ বেতন পান না ইহাতেও কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিতা ব্যতীত আর কি বলা যায়, এবং ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যে গৌরাঙ্গ সম্পাদকেরা শুদ্ধ এতদ্দেশীয় আমলাদের প্রতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন ইহা কি তাঁহারদিগের পক্ষে সম্পাদকীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ নয়, জীবনোপায় জন্য অপকর্ম্ম করিলে বরং এক দিন অল্প দোষ নির্দ্দেশ করা যায় কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী অথবা বহু বেতনগ্রাহী বিদ্বান লোকেরা যদি বিশ্বাসঘাতিতা করেন তবে তাঁহারাই অধিক নিন্দাস্পদ হয়েন, স্বজাতীয় লোক বলিয়া ইংরাজ লেখকেরা এই মহৎ দোষকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাঙ্গালি বাঙ্গালির উপরই যত আক্রোশ নিক্ষেপ করেন অতএব এমত অভিপ্রায়কে ধন্যবাদ ভিন্ন আর কি প্রদান করা যাইতে পারে, এবং ব্যাপ্য ব্যাপক বিধায় আমারদিগকে তাহা সহজে সহ্য করিতে হয়।

ইংলিসমেন পত্র পাঠে অবগতি হইল হায়দ্রাবাদের নেজাম বাহাদুর পুনর্ব্বার নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন, কথিত হয় রাজা রায় বখস এতৎ উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়াছেন।

ইংরাজী সমাচার পত্রে বিদিত করে শিঙ্গাপুরে সম্প্রতি ওলাউঠা রোগের এতাদৃশ প্রাবল্য হইয়াছে তাহাতে শব দাহ নিষ্পন্ন হইতেছে না, প্রত্যুত রাজপথ শবে পূর্ণ হইতেছে, কোন সমাচার দাতা লেখেন তথায় প্রতি দিন প্রায় ১৫০০ লোক উক্ত রোগে মারা যাইতেছেন, এমত ভয়ানক কালে সুচিকিৎসা সহজেই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতা এবং বোম্বাই নগরীয় ইংরেজি সমাচারপত্রে লিখিত হইয়াছে আমারদিগেরবর্ত্তমান সধীবর চিফ জষ্টিস মান্যতম শ্রীযুত পিল সাহেব স্বীয় কর্ম্ম হইতে অবিলম্বে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং বোম্বাই দেশীয় প্রধান বিচারপতি স্যার আরস্কিন পেরি সাহেব তৎপদস্থ হইবেন, যদিচ এতদ্বার্ত্তার সঠিকত্ব বর্ণন হয় নাই তথাপি আমারদিগের বিজ্ঞ বিচারকের বিচ্ছেদ বার্ত্তা বিশেষ শোকজনক বোধ হইতেছে।

কারাচি এডবরটাইজর পত্রোদ্ধৃত পাঠে যাহা মফস্বল লাইট পত্রে প্রকাশ হয় তৎপাঠে জানা যায় আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যথাকালে ৩০০ শত টাকা ব্যয় করেন নাই এই কারণ মুলতান নগর জলপ্লাবিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট এতদ্রাজ্যের অবস্থাসংশোধন বিষয়ে যেমন কার্পণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন সেইরূপ কার্পণ্যে ৩০০ শত মুদ্রা ব্যয় সাশ্রয় করিয়া এমত দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছেন, ইহা আমারদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না, তবে দৈব বিড়ম্বনা নিবারণ অসাধ্য এপ্রযুক্ত ভ্রমে পড়িয়া থাকিবেন, যাহাহউক, এতদ্বিষয়ের নিগূঢ় সম্বাদ প্রচার না হইলে রাজ কর্ম্মচারিগণের অপ্রতিষ্ঠা প্রকাশ করা যুক্তি সিদ্ধ হয় না।

মফস্বল লাইট পত্রের কোন সম্বাদ দাতা ২৩ তারিখে যাহা লেখেন তন্মর্ম্ম এই যে “ অদ্য তারিখে গবরণর জেনরল দম্পতী এখান হইতে যাত্রা করিয়াছেন শ্রীযুতের মহিলা মাহাসু স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাগতা হইবেন, কিন্তু শ্রীযুত আগামি মাসের ১০ তারিখ পর্য্যন্ত বাহিরে অবস্থান করিবেন, ১ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুতের শিবির বাড়ী নামক স্থানে সংস্থাপিত হইবেক বোধ হয় এই যাত্রায় তিনি লাহোর হইয়া মুলতান দর্শন করিয়া কারাচি স্থানে অথবা বাষ্পীয় তরী যোগে বোম্বাই নগরে যাইবেন, ৯ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্যদল এবং হাসেজ অশ্বারোহী সৈন্য সম্প্রদা বিশেষতঃ কথিত হয় এক ড্রাগুন অশ্বারোহী ও এক পলটন মহারাজ্ঞীর পদাতিক যোদ্ধা শ্রীযুতের সমভিব্যাহারে রক্ষক রূপে নিযুক্ত হইবেক, মেলি সাহেবের স্থানে লেপ্তেনেণ্টবোহ শ্রীযুতের এড কেম্প পদে মনোনীত হইয়াছেন, কথিত হয় শ্রীযুত পূর্ব্বোক্ত স্থান সকল সন্দর্শনান্তে শিমলা শিখরে প্রত্যাগমন করিবেন, নিশ্চয় হইয়াছে স্যার চার্লস নেপিয়র আগামী বসন্তকালে স্বদেশে যাত্রা করিবেন, ১০ নবেম্বর তারিখে লাড গফ ও তৎ সমভিব্যাহারীগণ শিমলা হইতে প্রস্থান করিতে পারেন, কথিত হইয়াছে জেনুয়ারী মাসে তিনি বাষ্পীয় তরী আরোহণে স্বীয় জন্ম ভূমিতে যাত্রা করিবেন, এই মত র্থাকে কলিকাতা নগরে আনয়নার্থে গবরণর জেনরল বাহাদুর সোণামুখী তরী আলাহাবাদেউপস্থিত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ।

১৫০১ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ২১ সেপ্তেম্বর।

যোগ্যতার পত্র প্রাপ্ত শ্রীযুত মুন্সী মসিয়ত উল্লা জিলা রাজশাহীর বৌলিয়ার একটিং মুন্সেফ হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৯ সাল ২১ সেপ্তেম্বর।

জিলা পুরনিয়ার আররিয়ার মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র চাটুর্য্যা জুন মাসের ১২ তারিখ অবধি ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

২৮ সেপ্তেম্বর।

জিলা ছিলটের লাটর মুন্সেফ শ্রীযুত মুন্সী মহম্মদ মওয়াজিম দশহরার বন্দের অতিরিক্ত দর্শাদিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২২ সেপ্তেম্বর।

হাজারিবাগের রঘুনাথপুরের মুন্সেফ শ্রীযুত জগদানন্দ মুখর্য্যা আগামি আক্তোবর মাসের ১৯ তারিখ অবধি নবেম্বর মাসের ১৬ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২১ সেপ্‌টেম্বর।

পাটনা চাকলার পণ্ডিত শ্রীযুত পীতাম্বর তর্কবাগীশ দশহরার বন্দের অতিরিক্ত দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২২ সেপ্‌টেম্বর।

কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের হাসিলের কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত আর ডবলিউ হিউস সাহেব ইউরোপে গমনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখঅবধি নবেম্বর মাসে গমনীয় বাষ্পীয় জাহাজের না গমনপর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

রাজশাহীর মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এএ সুইণ্টন সাহেব গত মাসের ২৮ তারিখে যে এক মাসের ছুটী পান তাহা তাহার প্রার্থনায় রহিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবর্ণর সাহেবের হুকুমক্রমে।

জি পি গ্রাণ্ট।

বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ৪ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট এফ ডবলিউ রিপিল সাহেব গত মাসের ৪ তারিখে রামরিতে আরাকাণের কমিসানর প্রধান আসিষ্টান্টী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট জে পি ব্রিগস সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত জি এ পাকষ্টন সাহেব গত মাসের ৩০ তারিখে ত্রিপুরার মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত ই সাণ্ডিস সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে।

জে পি গ্রান্ট।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

সরিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৮ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা রাজশাহির পরগণা মহম্মদপুর লাট হরিণী হিজিরী তরফ হরগ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক তালুক মায় কাছারি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে সাত মৌজা আছে বিশেষত মৌজা নিজ হরগ্রাম, কিসমত কৃষ্ণবাটী, মৌজা শিবমঙ্গলা, মৌজা মোল্লা ডাঙ্গা, মৌজা বিল বড় বেড়িয়া, মৌজা সেখপাড়া, এবং মৌজা শাহাপাড়া তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা লস্করপুর পরগণার রামপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খড়ুয়া কাছারী বাটী আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসামাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে রাজা উদয়মন্ত সিংহের কাছারী বাটী। দক্ষিণদিগে এক গলি। পূর্ব্বদিগে বেহারিলাল সিংহের এক পুষ্করিণী। এবং পশ্চিমদিগে এক নর্দ্দম।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার চিন্দিবাজু লাট হরিণী হাজারি দীর্ঘাপতিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক মায় কাছারীবাটী তাহা তিন মৌজায় বিভক্ত আছে বিশেষত মৌজা নিজ দীঘাপতিয়া মৌজা জেহলা বাটী এবং মৌজা চিত্রগ্রাম তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার লাট হরিণী হিজিরী জিলা সাউলের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক জিলা সাউল নামে বিখ্যাত তাহা ছয় মৌজায় বিভক্ত আছে বিশেষত মৌজা নিজ জিলা সাউল, মৌজা পার সাউল, মৌজা মারুয়া, মৌজা হরিণী হিজিরী, মৌজা জোত বড়বাড়ি, এবং মৌজা পাঙ্গিশীলা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার চিন্দিবাজু লাট হরিণী হিজোরির হলুদগড়ের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক মায় এক কাছারী বাটী আছে তাহা আট মৌজায় বিভক্ত হয় বিশেষত মৌজা সূর্য্যবাটী, মৌজা বালিগ্রাম, মৌজা চকভেচড়িয়, মৌজা সাতরাস পাড়া, মৌজা তরফমোহ, মৌজা দেবীপুর, এবং মৌজা আটপাড়া, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। এবং জিলা হুগলি পরগণে পাণ্ডুয়া বালসরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক মায় কাছারী বাটী আছে তাহা তিন মৌজায় বিভক্ত হয় বিশেষত নিজ মৌজে বাসিলারা, মৌজে গোপীকান্তপুর, যাহা কুলবেড়িয়া নামে বিখ্যাত, এবং মৌজে পেয়ারাতলা যাহা শ্রীরাম নামে বিখ্যাত তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। এবং বিশেষত বঙ্গদেশের মধ্যস্থ জিলা নদীয়া পরগনে মানজোয়ানের বীরনগরের অথবা উলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক পুষ্করিণী ও এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৫০ পঞ্চাশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব উত্তর ও পশ্চিম দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণদিগে হরিশপ্রাণ মুস্তফির পরিবারের বসতি বাটী এবং ভূমি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগণা পাঁজনৌরের নাদঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নীল কুঠী যাহা নাদঘাট বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে ৪ জোড়া হৌজ এবং তাহার সকল সরঞ্জাম ও ৮ আটনাথা খড়ুয়া গৃহ ও ৪ চারিটা গোলা এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসামাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে চূনি নদী। পূর্ব্বদিগে এক খণ্ড ও বন্দ ডাটিয়া ভূমি। উত্তরদিগে কলগাছা নামক নীলকুঠী এবং দক্ষিণ দিগে নাদঘাটা রহাট।

৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগণা পাঁজনৌরের ছাতিমতলা নামক এক নীলকুঠী তাহাতে চারিটা হৌজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ও এক ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম ১২ বারোখানা খড়ুয়া গৃহ এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৭ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগণা পাঁজনৌরের চাকদহ অথবা শিবগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক কাছারি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।২ বারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে কিশোরী তেলির বাটী ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে কালাচাঁদ স্বর্ণকারের বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে তাঁতিদিগের বাটী ও ভূমি এবং দক্ষিণদিগে রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
২০সেপ্তেম্বর ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীনপ্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়ন্সে মৌনস্য মায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসপ্রথ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বিবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৭৫ সংখ্যা ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৯ আক্টোবর। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজাব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ২৪ আশ্বিন মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

এই সহরের বাটী ও ভূম্যাদির টেক্সদায়ক ব্যক্তিদিগের সাবধানার্থে লেখা যাইতেছে যে যদ্যপি তাঁহাদের স্থানে টেক্স কাছারীর কোন আমলা অত্র সহরের শোভা বৃদ্ধি কারক কমিস্যনর পদের প্রার্থক জনের নিমিত্ত বোট দেওন জন্য অনুরোধ করে তবে উক্ত টেক্স দায়ক ব্যক্তিরা কদাচ তাহাতে মনোযোগ না করেন, যেহেতু আইনের মর্ম্ম এই যে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে এ কাছারীর আমলাদের প্রতি সম্পূর্ণ নিষেধ আছে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ ইহার অন্যথাচার করে তবে তাহাকে কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করা যাইবেক ইতি।

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
কালেকটর আফ আশেষমেণ্ট ওগয়ারহ।

কলিকাতা।
২০ সেপ্টেম্বর ১২৪৯ সাল

বিজ্ঞাপন।

সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে মদনমোহন সেট কোম্পানি নামে যে গাড়ির কারখানা গরাণহাটা বৃন্দাবন বশাখ স্ত্রিট ২৭ নং বাটীতে ছিল এইক্ষণে ঐ কারখানা নন্দকুমার মল্লিককোং নামে স্থাপিত হইল উক্ত কারখানা সম্পর্কে মদনমোহন কোম্পানির দেনা পাওনার সহিত নন্দকুমার মল্লিক কোম্পানির কোন সম্পর্ক নাই।

নন্দকুমার মল্লিক কোম্পানি।

আইন।

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪৯ সাল ২৫ জুলাই।

নীলকুঠীর মালিকেরদের কুঠীর সরবরাহকার এজেণ্ট ঐ কুঠীর জন্যে যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়ে ঐ মালিকেরা দায়ী।

জর্জ আশবর্ণর সাহেব।
দরখাস্তকারী।

যে মোকদ্দমায় বলরাম পোদ্দার এবং অন্যেরা ফরিয়াদী এবং মাকিণ্টায়র কোম্পানি ও অন্যেরা আসামী সেই মোকদ্দমায় ১৮৪৯ সালের ৯ ফেব্রুআরি তারিখে ঢাকার জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল গ্রাহ্য করণের এই দরখাস্ত হইল।

কলিকাতাস্থ মাকিণ্টায়র কোম্পানির এক নীলের কুঠীর সরবরাহকার এজেণ্টের নিকে ফরীয়াদীরা টাকা দিয়াছিলেন এবং ঐ কুটীর মালিকেরদের উপর এক বিল অর্থাৎ হুণ্ডী লইলেন। ঐ বিল সাকরণ গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইল এবং ফরিয়াদীরা ঐ টাকার জন্যে এজেণ্টেরদের নামে এবং মালিকেরদের নামে নালিশ করিলেন।

তাহাতে জজ সাহেব আপনার ডিক্রীতে লিখিলেন যে " ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে মাকিণ্টায়র কোম্পানি শেরাজগঞ্জের কুঠীর মালিক ছিলেন এবং মাটিন সাহেব ও হমবর্ট সাহেব তাঁহারদের সরবরাহকার এজেণ্ট ছিলেন এবং তাহারা ঐ কুঠীর উপকারের জন্যে এই বিল দিলেন এবং ঐ কুঠীর মালিক ১৮৪৩ সালে নীলের উৎপন্ন পাইয়াছিলেন,, । ইহা স্মরণে রাখিতে হইবেক যে ঐ টাকা ১৮৪৩ সালে নীলের কুঠী চালাওনার্থে দেওয়া গিয়াছিল এই প্রযুক্ত ঐ জজ সাহেব ১৮৪৭ সালের ২৯ আপ্রিল তারিখে প্রধান সদর আমীন ফরীয়াদীরদের পক্ষে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহা বহাল রাখিলেন।

তাহাতে জজ সাহেবের হুকুমের উপর মাকিণ্টায়র কোম্পানির তরফে আশবর্ণর সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীলের দরখাস্ত করিলেন। তিনি এই ওজর করিলেন যে সেইরূপ বিল আমারদের উপর দিতে ঐ এজেণ্টরদের কোন ক্ষমতা ছিল না এই প্রযুক্ত আমরা সেই বিলের টাকার বিষয়ে দায়ী নহি। যে এজেণ্টেরা বিল দিলেন তাঁহারা সেই বিলের বিষয়ে দায়ী এবং তাঁহারদের উপর বিল করা গেল তাঁহারা দায়ী নহেন। তিনি কহিলেন

যে নীলের কুঠীর বিরুদ্ধে ডিক্রী করাতে আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু ঐ কুঠীর মালিকেরা যে স্বয়ং দায়ী ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত জাকসন সাহেব কহিলেন যে "খাস আপীলের বিষয়ে মোকদ্দমার বৃত্তান্তের কোন জিজ্ঞাসা হইতে পারে না এই সাধারণ বিধি আছে যে এজেন্টে যেং কর্ম্ম তাঁহার এজেন্টী সম্পর্কে হইল এবং তাঁহার মনিবের উপকার ও লাভের জন্যে করা গেল সেই প্রকার কর্ম্মের তাঁহার ঐ মনিব দায়ী। এই গতিকে ঐ এজেন্টেরদের সাবেক বিলের লেনাদেনার উপর নির্ভর রাখিয়া তাঁহার দিগকে টাকা দেওয়া গিয়াছিল। তাঁহারা ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার কুঠীর উপর ঐ প্রকার বিল দিয়াছিলেন এবং সেই কুঠীর মালিক সেইং বিল স্বীকার করিয়া তাহার টাকা দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারদের এজেন্টী ভাবের প্রমাণ হইতেছে। এই আপত্তি হইয়াছে যে ঐ এজেন্টের দিগকে যে ক্ষমতা দেওয়াগিয়াছিল তাহার অতিরিক্ত তাঁহারা এই বিল দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ঐ টাকা দিলেন তাঁহারা ইহা জানিতে পারিলেন না। এবং আরো ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে যে বৎসরের জন্যে টাকা কর্জ করা গিয়াছিল সেই বৎসরে কুঠীর উৎপন্ন নীল ঐ কুঠীর মালিক পাইয়াছিলেন। অতএব আমার বোধ হয় যে এই কর্জের বিষয়ে ঐ কুঠীর মালিকেরা যথার্থ ও ন্যায় পূর্ব্বক দায়ী আছেন এবং সেই টাকা দিতে তাঁহারা যে অস্বীকার করিয়াছেন ইহা তেজারতের কর্ম্মের স্থাপিত নিয়মের বিরুদ্ধ। আমি খাস আপীল গ্রাহ্য করণের কোন কারণ দেখি না।" দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রম শোধন।

গত শনিবাসরীয় ভাস্করের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে চতুর্থ কলমে অষ্টাদশ পংক্তি অবধি লিখিত হইয়াছে "ছাত্রেরা আক্রোশ করিলেন কথা হইতেছে বিষ্ণবর সাহেব ইণ্ডিয়ান একাডেমি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে প্রতি দিবস এক ঘণ্টা শিক্ষা দিবেন,, উহার মধ্যে ইণ্ডিয়ান একাডেমি স্থানে "মিটরো পলিটেন একেডেমি,, বুঝিতে হইবেক।

টাকার অভাব।

কয়েক দিবস হইল শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের আতিথ্যশালায় অনেক উড়েলোক আসিতেছে, বেলগাছিয়ার পথ দিয়া গমনকালীন একদল উড়ের সঙ্গে আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল উড়িষ্যাদেশে টাকা নাই, এক টাকায় একাদশ মোন তণ্ডুল, সাত কাহন বিচালী, পাঁচমোন কলাই, তিন মোন মুগ, উনিশমোন মেড়ে বিক্রী হইতেছে, একমান ভূমিতে যোলমোন ধান্যের অধিক প্রায় জন্মে না, ঐ ভূমির রাজস্ব দুই টাকার ন্যূন নহে আড়াই টাকাও দিতে হয় কিন্তু তাহার শস্য বিক্রয়ে অর্দ্ধেক রাজস্ব ও উঠেনা এই কারণ কৃষি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, এবৎসর উড়িষ্যাতে অধিক চাস হয় নাই, যাহা হইয়াছিল জলাভাবে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, চাসিরা আশুধান্যের বীজ পর্য্যন্ত ও রাখিতে পারে নাই, এবং আমন ধান্য ও ভাল হইবেক না, কালে জল পায় নাই।

ধান্যাদির বিষয়ে প্রায় সকল দেশ হইতেই এই রূপ মন্দ সমাচার আসিতেছে, হুগলি বর্দ্ধমানাদি প্রদেশীয় নিম্ন ভূমির ধান্যচারা সকল দামোদর নদের উদরে গিয়াছে, বৃষ্টির অভাবে উচ্চ ভূমির ধান্য দিনকর নষ্ট করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বাঞ্চলে ও সময়ে সুবৃষ্টি হয় নাই এজন্য চাসিরা চাস করিতে পারে নাই, দুর্গোৎসবের সময়ে জল হইয়াছিল তাহাও সর্ব্বত্র নহে, কলিকাতার চতুর্দ্দিগেই অধিক হইয়াছে, অতএব কোন দেশেতেই ধান্যের গতি সগতি জ্ঞান হয় না, এতদ্দেশীয় জমীদার দিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই অবসন্ন হইয়াছেন, গবর্ণমেন্টের কর সংগ্রহ সম্পর্কীয় যত সর্য্যাস্ত আসিতেছে তাহাতেই অনেকের অস্ত হইবে, ইহা সত্য বটে জমীদারেরা যান যাবেন তাহাতে হানি কি, গবর্ণমেণ্ট এক টাকায় লক্ষ টাকার জমীদারী ডাকিয়া লইবেন, গবর্ণমেণ্টের উপরে রাজা নাই রাজকর দিতে হইবেক না, ভূম্যাদি প্রজা বিলি করিয়া যাহা পাইবেন তাহাই লভ্য জ্ঞান করিবেন, কিন্তু ইহাও দেখিবেন গবর্ণমেণ্ট জমীদার দিগের নিকট হইতে যে লভ্য করিতেছেন প্রজার স্থানে এত পাইবেন না, প্রজারা সূর্য্যাস্তের ভয় করে না, চাস করিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্টের খাস জমীদারী হইতে উঠিয়া যাইয়া অন্যত্র বাস করিবে, তাহারদিগের কি আছে গবর্ণমেণ্ট কি ক্রয় বিক্রয় করিয়া রাজকর লইবেন, বিশেষত আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন বাণিজ্যের রীত বর্ত্তই জানেন, এতদ্দেশীয় জমীদারী বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই, আমলাদিগের উপর নির্ভর করিতে হইবেক, আমলারা একং প্রকারছলকরিয়াগবর্ণমেণ্টকে ফাঁকী দিবেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতি ব্যতীত লাভ দেখিতে পাইবেন না, এবং আরো এক মহদনিষ্টসম্ভাবনা হইবে জমীদার দিগের হস্ত হইতে জমীদারী কাড়িয়া লইলে ষ্টাম্প বিক্রয় প্রায় রহিত হইয়া যাইবে, আদালত ফৌজদারী উভয় স্থলে জমীদারেরাই লিপ্ত হয়েন, তাঁহারাই ষ্টাম্প ক্রয় করেন, জমীদারী সকল গবর্ণমেণ্টের হইলে গবর্ণমেণ্টই জমীদার গবর্ণমেণ্টই রাজা গবর্ণমেণ্টই ষ্টাম্পের একচেটে বণিক, গবর্ণমেণ্টই কি এক পয়সা ব্যয়ে ষ্টাম্প প্রস্তুত করিয়া সহস্র টাকা মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিবেন, আর সিবিল সাহেব দিগের পক্ষেই বা কি বিবেচনা হইবে এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট রাজা, জমীদারেরা প্রজা, এই কারণ প্রজার মাথায় হাত বুলাইয়া সিবিল মহাশয়গণকে অধিক বেতন দিয়া ধনী করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট জমীদার হইলে আপনারা আপনারদিগের মাথায় হাত বুলাইতে পারিবেন না তাহা করিলে মহাদেবের বরগ্রাহকের ন্যায় হইবেন অতএব জমীদারেরা ও পদে থাকেন, গবর্ণমেণ্ট ও নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রাপ্ত হয়েন এই বিবেচনা করিলেই রাজ বিবেচনা বলা যায়।

আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট নাস্তিক নহেন পরমেশ্বর মানেন, বরং পরমেশ্বরের পুত্র বলিয়া হলিগোষ্ঠকেও ভয় করেন অতএব দৈবিশক্তির বিপক্ষে বিতর্ক করিতে পারিবেন না, দেব কোপে কোন স্থানে বৃষ্টি হয় না, কোন দেশ ভাগিয়া যায় ইহাতে প্রজার পাপ বলিতে পারাযায় না তাঁহারদিগের শাস্ত্রেতেও লেখেন হিন্দু শাস্ত্রেও বলেন কর্ত্তার পাপে অথবা কর্ত্তার অমনোযোগে সংসার নষ্ট হয়, গবর্ণমেণ্টই কর্ত্তা সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পাপ কিম্বা অমনোযোগ দোষ না বলিয়া আর কি বলিবেন, মুলতান দুর্গ কোনকালে হইয়াছে কে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ইহা কেহ বলিতে পারেন না, সামান্যবুদ্ধি লোকেরা মুলতান দুর্গকে অনাদি দুর্গই বলে এবং আমারদিগের গবর্ণমেণ্টও দেখিয়াছেন ঐ দুর্গ অধিকার করিতে কত মহাবীর সেনা সেনাপতির প্রাণ গিয়াছে, কতবার হটিয়া আসিয়াছেন কত কষ্ট অর্থনষ্ট হইয়াছে, এবং মূলরাজ স্ব সৈন্যেরা পরাঙ্মুখ না হইলে আরো কত কি হইত কে বলিতে পারে, সেই দুর্গ ব্রিটিস হস্তগত হইবামাত্র বন্যার তোড়ে পড়িয়া গেল, ইহা কি দৈবকোপ বলিবেন না, তাহাও যদি না বলেন তবে বাধ বন্ধনে মনোযোগ করেন নাই অবশ্যই মানিতে হইবেক, এই সকল কারণে আমরা আক্ষেপ করি, পরমেশ্বর কৃপা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রায় চতুঃসাগরি রাজ্য দিলেন, তথাচ গবর্ণমেণ্টের নাই নাই খাই গেল না, ইহাতে কি পরমেশ্বর ঘৃণা করিতে পারেন না, বিলাত ভারতবর্ষ উভয় রাজ্যকে ছয় মাসে কি ছয় বৎসরে দূরং রাখিয়াছিল হিন্দু মোসলমানাদি কোন রাজ্যপাল এতদুভয় রাজ্যের সম্বন্ধ ঘটাইতে পারেন নাই, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এই দুই রাজ্যকে সম্মুখাসম্মুখী করিয়াদিলেন, এক পক্ষ মাত্র মধ্যে আছে, আকাশগামি গাড়ি হইলে এই এক পক্ষও দূরীভূত হইত এবং যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে ইহাতে বোধ হয় আর কিঞ্চিৎ কাল পরেই বিলাত ভারতবর্ষের সংলগ্ন পালিঙ্গনাদি হইবে, কিন্তু উড়িষ্যা কলিকাতার জন্মাবধি এক পক্ষে সাক্ষাৎ হইতেছে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব সময়েতেও সেই এক পক্ষই ব্যবধান রহিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কি উড়িষ্যাকে নগ[illegible] কলিকাতায় আনিতে পারেন না, [illegible] জা সুখময় রায় গবর্ণমেণ্টের এক প্রি[illegible] ভৃত্যের জামাতা ছিলেন, তিনি কলি[illegible] কাতাকে জগন্নাথ ক্ষেত্রে পাঠাইয়া[illegible] ন, গবর্ণমেণ্ট ঐ রাজার কৃত পথের এক পার্শ্বস্থ খানা পরিসর ও নিম্ন করিয়া নদনদীর সহিত সংযুক্ত ভাবে [illegible] লোকের নিকট গঙ্গায় আনিলেই উ[illegible] ষ্যা আসিয়া কলিকাতার বাটীতে [illegible] ভোজন করিতে পারে, এবং কলি[illegible] কাতা নগর সর্ব্বদা শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমু[illegible] দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করে, এইক্ষণে কলিকাতায় এক টা[illegible] পাঁচ আনা মূল্যে এক মোন বালাম, [illegible] ড়াই টাকা কলাই, তিন টাকা মুগ [illegible] ন ক্রয় হইতেছে, উড়িষ্যা কি এমন [illegible]

এক টাকায় একাদশ মোন ভাল তণ্ডুল, এক টাকায় পাঁচ মোন কলাই, এক টাকায় তিন মোন মুগ, এক টাকায় ১৩ মোন কাপাস, কলিকাতায় পাঠাইতে পারিত না, উভয় রাজ্যের কোলাকোলী হইলে অবশ্য পারিত, এবং গবর্ণমেণ্টও নৌকাভাড়া খালের মাসুল দাঁড়ের মাসুলাদি দ্বারা শ্রীক্ষেত্রের প্রধান পাণ্ডা হইয়া বসিতে পারিতেন, গবর্ণমেণ্ট স্বরাজ্যের অর্থসঞ্চয়ে বঞ্চিত হইয়া শীকরাণীররক্ত-মাক্ষণ করিতে গিয়াছেন ইহাতেও যদি ধর্ম্মপুরুষ খ্রীষ্টের কোপদৃষ্টি না হয় তবে খ্রীষ্টকে মোক্ষা নামে, কে সম্বোধন করিবে, অতএব প্রস্তাব সমাপন সময়ে বলিতেছি গবর্ণমেণ্ট আপন ঘর দেখেন না, তাহা দেখিলে ধনের জন্য অন্য রাজ্যে যাইতেন না, ইহাতেই একজন সিদ্ধপুরুষের গান স্মরণ হইল তাহা এই,, আপনারে আপনি দেখ যেওনা মন পরের ঘরে। যাহা চাবে তাহাই পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।

বিবিধ সমাচার।

গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ব্যক্ত করে এতন্নগরীয় ছোট আদালতের বিধিজ্ঞবিখ্যাত বিচারক ওয়াইলি সাহেব কলিকাতা পোলীসের মাজিস্ত্রেটি কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন, পোলিসের দোষ গুণ পরীক্ষক কমিসনর মহাশয়গণের রিপোর্ট এপর্য্যন্ত শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের বিচারসিদ্ধ না হইবাতে পোলিস মাজিস্ত্রেটাদি কর্ম্মচারিদিগের সুস্থিরথাকানাথাকা নিশ্চয় হয় না অতএব ওয়াইলিসাহেব এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত নবীন কর্ম্মে সংপূর্ণরূপে পদস্থ না হইয়া মাজিস্ত্রেটদিগের সহিত সংযোজিত হইলেন, বর্ত্তমান পোলিসে অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে শ্রীযুত পেটন সাহেব ও শ্রীযুত হিউম সাহেব দুই জনে তাবৎ নিষ্পত্তি করিতে পারেন না এই কারণ ওয়াইলিসাহেবকে সংযুক্ত করা গেল কিন্তু ইহাতেই আমরা অনুমান করিতে পারি অতঃপর ওয়াইলি সাহেবই তৎপদস্থ হইতে পারেন তবে মাজিস্ত্রেটর হিউম এবং ওয়াইলি সাহেবদ্বয়ের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ মাজিস্ত্রেট হইবেন এইক্ষণে তাহা বুঝা যায় না, পোলিসের নবাঙ্গরাগ কালে এরূপ উপযুক্ত মাজিস্ত্রেট নিয়োগে আমরা আহ্লাদযুক্ত হইতেছি, কিন্তু প্রধানাপেক্ষা অধীন কর্ম্মচারিদিগের দ্বারাই প্রথমত অত্যাচার প্রচার হয় তজ্জন্য তৎসম্প্রদায় প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলেই এতদ্রাজধানীস্থ প্রজা সকল সুস্থির হইতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত পত্রে প্রকাশ হয় নগরীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারক শ্রীযুত বুলর সাহেবের ক্লাক রেডি সাহেব ওয়াইলি সাহেবের ছোট আদালতের বিচার কার্য্য নিষ্পন্নার্থ একটিং রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

হরকরা পত্রেএঃ পঙ্কলেখেগত দিনেই শ্রীযুত ওয়াইলি সাহেব পোলিসের আসনে উপবিষ্ট হন তিনি তৎপূর্ব্ব দিনে পোলিসে আগত হইয়া পেটন এবং হিউম সাহেবের সহিত সাক্ষাদালাপ করিয়া যান।

উক্ত সমাচার পত্র সম্পাদক শ্রবণ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন শিক্ষক প্রস্তুত করণীয় বিদ্যালয় একদা রহিত না হইয়া হুগলি কালেজের মধ্যে নিবিষ্ট হইবেক, কিন্তু সহযোগি মহাশয় এতদ্বার্ত্তার নিশ্চয়তা লেখেন নাই।

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্র পাঠে অবগত হইল গত শনিবার প্রভাতে আমারদিগের ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষ মান্যবর বেথুন সাহেব এতন্নগর হইতে মান্দ্রাজাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় লেখেন শ্রীযুত সাহেব মাসদ্বয় মধ্যে অত্র প্রত্যাগমন করিতে পারেন।

ইংরাজি পত্রে প্রকাশ হইয়াছে লাহোরীয় বর্ত্তমান ব্রিটিস কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত স্যার হেনরি লরেন্স সাহেব তদ্রাজধানী মধ্যে এক ইংরাজী বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করণার্থ উপযুক্ত ধন সংগ্রহ করিয়াছেন, কথিত হয় এই নবীন শিক্ষালয় সুবিখ্যাত পাদরি ডফসাহেবের নামে প্রতিষ্ঠিত হইবেক, অবগতি হইল শ্রীযুত ডফ সাহেব গত বৃহস্পতিবারে "স্যার ফ্রেডিক করি,, নামক বাষ্পীয় জাহাজারোহণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন লিখিত হয় লাহোরীয় উল্লেখিত প্রধান রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার এই যাত্রার প্রধান তাৎপর্য্য হইয়াছে।

বিদিত হইল গুজরাট নগরীয় রেইলওয়ে অর্থাৎ লৌহনির্ম্মিত বর্ত্ম প্রস্তুত হইবার প্রথমানুষ্ঠান হইয়াছে, তত্রস্থ লোকেরা এতদানুকূল্যে বিশেষ উৎসাহ দর্শাইতেছেন।

ব্যাঙ্কের হিস্যা।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক	কোং টাং ৪০০০	প্রিমিয়ম	১৫৫০ নাং	১৬০০
আগ্রা ঐ	৫০০		১০	১৫

বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক

মিতি	কোং ৩ মাস মুদ্দত মঞ্জুর করা বিল শতকরা	৪
	অন্যান্য বিল ইত্যাদি ৩ মাস মুদ্দত মঞ্জুর করা	৭
সুদ	কোম্পানির কাগজ জমা রাখায়	৫
	রোক টাকা	৬৷৷০

		বিং		খং
শত করা ৫ টাকার বদলাই কাগজের	প্রিমিয়ম	১০	নাং	১০৷৷০
বোম্বের ৫ টাকা শতকরা কাগজের মিতি	ঐ	৮৶০	নাং	১৶০
পুরাতন সিক্কা ৫ টাকা শতকরা কাগজের নম্বর অনুযায়িক	ডিং	১	নাং	১৵০
শতকরা ৫ টাকা সুদের নূতন কাগজের	ঐ	৵০	নাং	।০
সিক্কা ৪ টাকা শতকরা সুদের তৃতীয়বার প্রকাশিত কাগজের	ঐ	১৫		১৫৷৷০
শতকরা ৪ টাকা সুদের নূতন কাগজের	ঐ	১৪		১৪।০

রৌপ্য স্বর্ণাদির মূল্য।

সোভরণ	প্রত্যেক ভরি কোং	১০৷৷১০	নাং	১০৷৷৵৫
মান্দ্রাজী মোহর		১৬৶০	..	১৬।০
পুরাতন মোহর		২১৵১০	..	২১৶১০
চীনা স্বর্ণ কামি	ফিভরি	১৬৵০	..	১৬৷৷৵০
চীনের ঝুরা স্বর্ণ	সিং	১৩৵০	..	১৩৷৷৶০
সাইস রৌপ্য ফি শত	কোং	১০৪৷৷৵০	..	১০৫৶০
স্পেনিস ডালর	ঐ	২২০৷৷০	..	২২০৸
মেগজিকেন	ঐ	২২০	..	২২০৵
ফ্রেঞ্চ ডালর	ঐ	২০৪৵	..	২০৪৷৷৵

মুদ্রাপরিবর্ত্তনা।

আড়তদারের ৬ মাস মুদ্দতে বিল পৌং	১৷১০।১৷৷০ নাং ১৷১০৷৷০
আমেরিকা টাকা জমা করা বিল	১।১০৷৷০ নাং ১৷১০৷৷
৩০ রোজ মুদ্দতে বিল	১৷৯৷৷ নাং ১৷৯৷
জাহাজীয় ৩ রোজ মুদ্দতে বিল	১.৯।২৷৷
বিলাতীয় খাড়া পোষ্ট বিল	১.৯।২৷৷

হুগলিতে নবীন বিদ্যালয় এবং ডাক্তর ডফ সাহেব।

ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন মিসনরিদিগের অধীনে হুগলি নগরে এক নবীন বিদ্যামন্দির হইয়াছে, এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান কালে ডাক্তর ডফ সাহেব বিদ্যামন্দিরে এক দিবস এমত বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতেই হুগলিস্থ ক্ষুদ্র ২ বিদ্যালয়ের এবং চুঁচুড়া কালেজের ছাত্রদিগের চিত্তাকর্ষণ হয় অতএব তৎপর দিবস বেলা দশ ঘণ্টাকালে পাঠারম্ভ সময়ে একেবারেই পাঁচ শত ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং ডাক্তর ডফ সাহেব ছাত্রগণের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহারদিগকে গ্রহণ করেন, ইহাতে প্রথম দিনেই নবীন বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক পাঁচ শত ছাত্রের শিক্ষারম্ভ হয় তৎপরে ক্রমিক ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

উক্ত দিবসীয় বেলা একাদশ ঘণ্টাকালে হুগলি নগরীয় ক্ষুদ্র ২ বিদ্যালয় সকলের শিক্ষকেরা দেখিলেন তাহারদিগের বিদ্যামন্দির শূন্য হইল, তাবৎ ছাত্র ডফ সাহেবের স্থাপিত বিদ্যাগারে গমন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা নবীন বিদ্যামন্দিরে আসিয়া সজল নয়নে ডফ সাহেবকে কহিলেন "আপনি কি আমারদিগের অন্ন মারিতে আসিয়াছিলেন, আ-

মারদিগের ছাত্রেরা মহাশয়ের বিদ্যালয়ে আসিয়াছেন তবে আমরা কি উপায়ে জীবন ধারণ করিব,, ডাক্তর ডফসাহেব দরিদ্র শিক্ষকগণের কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াচ্ছন্ন হইয়া তখনি তাঁহারদিগকে নবীন বিদ্যাগারে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং নিদর্শন পত্র দিলেন ঐ সকল শিক্ষকেরা যাবজ্জীবন শিক্ষকীয় কার্য্যের বেতন পাইবেন, ইহার মধ্যে তাঁহারদিগের সামান্যাপরাধ গ্রাহ্য হইবেক না, এবং তদুপলক্ষে ডফসাহেব কহিলেন তিনি কাহারো অন্ন মারিতে পৃথিবীতে আইসেন নাই, মনুষ্যের জীবন রক্ষার জন্য তাঁহার পরিধেয়বস্ত্র পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারেন, ডাক্তর ডফ সাহেবের ইত্যাদি বক্তৃতাবসানে শিক্ষকেরা পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সাহেবকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার দিলেন।

আমরা ডাক্তর ডফসাহেবের এবং তাঁহার স্ত্রীর এই সকল দয়ার কর্ম্মে বাধিত হইয়াছি এইকারণ তাঁহারদিগের প্রশংসা করি, ইহা সত্য বটে ডফ সাহেব কয়েক জন হিন্দু সন্তানকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রমাণে অভিষিক্ত করিয়াছেন কিন্তু ডফ সাহেব কখন ও কোন হিন্দু সন্তানকে অনুরোধ করেন নাই খ্রীষ্টীয়ান হয়তবেভক্তিপূর্ব্বক যেসকল ছাত্রেরা তাঁহার শিষ্য হইতে গিয়াছিলেন তাঁহারদিগকেই অভিষিক্ত করিয়াছেন, ইহাতে ডফ সাহেবের অপরাধ বলা যায় না, হিন্দুমতস্থ শাক্ত বৈষ্ণবাদি গুরুরা কি ইহা করেন না, গৌরাঙ্গ চাড়ী মুচীগণকে ও ছাড়েন নাই, ডক্ক দেখিয়া তাঁহার দিগকেও মন্ত্র দিয়াছেন, আমারদিগের ঋষি মহাশয়েরা ও এইরূপ শিষ্যানুশিষ্য করিয়াছিলেন অতএব স্ব২ ধর্ম্ম বিষয়ে শিষ্য বৃদ্ধি করিলে কেহ দোষী হইতে পারেন না, বরং তাঁহারদিগকে স্বধর্ম্ম বিষয়ে নিষ্ঠাচার পুণ্যভাজন বলা যায়, ডফ সাহেব অবতার বিশেষ এক ব্যক্তি এতদ্দেশে আসিয়া ছিলেন, ডফ সাহেবের অভিপ্রায় যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বিজ্ঞ সাহেবের গুণানুবাদ করিবেন, যদি ও ডফ সাহেব সাহেব কুলে জন্মিয়াছেন তথাচ তিনি সাহেব জাতির ব্যবহার যাহাতে মনুষ্যদিগের তেজ বৃদ্ধি পায় তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ডফ সাহেব মদ্য পান করেন না, মৎস্য মাংসের সহিত সম্পর্ক রাখেন না, যবান আহার তাহাও একবেলা, দ্বৈকালীন আহার নাই, প্রত্যহ স্নান, পরমেশ্বরের উপাসনা, দরিদ্রগণকে দান, সকলের প্রতি স্নেহ প্রকাশ, দেব ঋষি মহর্ষিরা ডফ সাহেবের আচারাপেক্ষা আর কি অধিক যত্যাচার করিতেন, রাজা রামমোহন রায়কেও অনেকে নিন্দা করিয়া ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে তাঁহার জন্য খেদ করেন, ইহার পরে ডফ সাহেবের গুণ সকল জ্ঞান সহযোগে হৃদয়ঙ্গম হইলে এই জানি সাহেবের নিমিত্তে ও সকলে অশ্রুপাত করিবেন, এক সাম্য বাক্য আছে,, জহরী না হইলে জহর চিনিতে পারে না,, এতদ্দেশীয় লোকেরা অগ্রে জহরী হউন তৎপরে বুঝিতে পারিবেন বুঝিতে না পারিয়া অমূল্য জহরের সমাদর করেন নাই।

ডফ সাহেব স্বদেশে চলিলেন, মেকাই সাহেব তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, যদিও মেকাই সাহেবের সঙ্গে আমারদিগের সাক্ষাদালাপ নাই তথাচ শুনিয়াছি তিনি ইস্কাটলণ্ড দেশীয় সম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিকবংশ, ইহার পরে কার্য্য দ্বারাই তাঁহার গৌরব ব্যক্ত হইবে।

শ্রীযুত ডফ সাহেব কলিকাতা নগর হইতে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন, এই গমনোপলক্ষে ভাদ্র মাসের শেষ দিন শনিবার সন্ধ্যার পরে ডফ সাহেব ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ে প্রধান হালে এতন্নগরে শেষ বক্তৃতা করেন, তৎসময়ে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ জন্য নানা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিতাদি সমূহ লোক উপস্থিত ছিলেন, ডফ সাহেব ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে ভ্রমণে যাইয়া যে সকল বিষয় দর্শন করিয়াছেন বক্তৃতারম্ভে প্রথমত তাহার বর্ণন করিলেন, যদিও ভূগোল নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগের অন্তঃপাতি সমুদায় স্থানের বিবরণ লিখিত হইয়াছে তথাপি ডফ সাহেব তদপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন।

ডফ সাহেব তাঞ্জোর দেশের বর্ণনকালীন কহিলেন তাঞ্জোরীয় লোক সকল হৃষ্ট পুষ্ট এবং সাহসিক, তাঞ্জোরে অতি প্রাচীন অনেক দেবালয় আছে, ঐ সকল মন্দিরাদির গঠন যেমন উৎকৃষ্ট তেমনি শক্ত, অতি প্রাচীনমন্দির সকল ও নূতনেরন্যায়জ্ঞানশক্ত হয়, তদ্দেশেমহাদেবের এবং শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তই অধিক, অন্যান্য দেব দেবীর উপাসক অল্প আছেন, এবং কাথোলিক মতাবলম্বিরাও তথায় আপনারদিগের মত প্রচলিত করিয়াছেন।

তাঞ্জোরীয় পর্ব্বতোপরি শ্রীরামচন্দ্রের পাদ চিহ্ন আছে, লোকে প্রচার এইরূপ শ্রীরামচন্দ্র পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া লঙ্কা দর্শন করিয়া ছিলেন তাহাতেই পাদ চিহ্ন হয় কিন্তু ডফ সাহেব কহিলেন রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্বের যে প্রকার বর্ণন লিখিত হইয়াছে তাঁহার পাদাঙ্ক সে রূপ বীর পুরুষের পদাঙ্কের ন্যায় নহে, কোন বালকের পাদাঙ্ক জ্ঞান হয়, এবং পৃথিবীর এই স্বভাব কোন ভারিবস্তুর ভারধারণের চিহ্ন নিম্ন হইয়া থাকেকিন্তু রামচন্দ্রের পাদ চিহ্ন নিম্ন হয় নাই, চতুর্দ্দিগের স্থানাপেক্ষা উচ্চ দেখা যায়, ইহাতেই সাহেব আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছেন অতএব আমরা এস্থলে বলিতে পারি রামায়ণে লেখেন রামচন্দ্র লঙ্কাকাণ্ডে প্রকাণ্ডবীর কলেবর প্রচার করেন নাই, এই কারণ রাবণরাজা খেদকরিয়াছিলেন তিনিমহাবীর হইয়া রাম লক্ষ্মণ দুই শিশুকে বিনষ্ট করিলে কলঙ্কী হইবেন, অতএব রামচন্দ্রের পাদচিহ্ন বালকের পাদচিহ্নের ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে পারে, এবং রামচন্দ্রের ভক্তেরা প্রোহকারি দ্বারা অঙ্গুল্যাদির আকার উচ্চ করিয়া রাখিয়াছেন ইহাও অসম্ভব নহে কিন্তু ডাক্তর ডফ সাহেব যেমন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছেন তেমনি আমরাও আশ্চর্য্য বোধ করি শ্রীরামচন্দ্র যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন সেই স্থানেই পাদচিহ্ন রহিয়াছে, অথচ আরোহণাবরোহণীয় পথে পাদক্ষেপের লক্ষণ এক অঙ্গুলীর চিহ্নও দেখা যায় না।

ডাক্তর ডফসাহেব উক্ত প্রসঙ্গে অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন আমরা স্থানাভাবে সমস্ত লিখিতে পারিলাম না, অতএব শেষ বিষয় সংক্ষেপে সমাপ্ত করি, আশ্বিন মাসের পঞ্চম দিন শুক্রবারে ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ে এক সভা হইয়াছিল তাহাতে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরা শ্রীযুত ডফ সাহেবকে স্বর্ণ শৃঙ্খল যোজিত এক উত্তম ঘড়ীসহিত কৃতজ্ঞতা সূচক এক পত্র প্রদান করেন ঐ পত্রে ন্যূনাধিক দুই সহস্র লোকে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং বংশ বাটীর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিতেরা রৌপ্য নির্ম্মিত বাস নামক এক পাত্র দিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা তাঁহাকে এক ধর্ম্ম পুস্তক দেন, এই সক

ল প্রাপ্ত হইয়া ডফ সাহেব যে বক্তৃ[...]
করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রোতাদিগের [...]
বং বক্তার অশ্রুপাত হইয়াছিল, ঐ [...]
ক্তৃতা কালীন ডফ সাহেব কহিয়াছে[...]
যদি বিলাত গমনের অনুরোধ পরিত্য[...]
গ তাঁহার শক্তি সাধ্য হইত তবে তি[...]
বিলাত যাত্রা করিতেন না, ভারতবর্ষে[...]
তেই তাঁহার অন্তঃকরণ রহিল দেহ মা[...]
বিলাত যাত্রা করিতেছে, যদি জীবদ্দশ[...]
য় থাকেন তবে দুই বৎসর পরে পুনর্ব্বা[...]
র ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশেই দেহ [...]
লয় করিবেন।

এই বিষয়ে অধিক লেখা হইস অ[...]
এর পাঠক মহাশয়েরা বলিতে পারে[...]
ডফসাহেবের সহিত আমারদিগের [...]
ন্ধুতা ছিল এই কারণ আমরা তাঁহা[...]
গোঁড়ামি করিয়া অধিক লিখিলাম, কি[...]
ন্তু আমরা মনের কথা কহিতেছি ডফ[...]
সাহেবের তুল্য বিদ্বান দয়াশীল কোন[...]
মিসনরি এদেশে আইসেন নাই, এবং[...]
ডফ সাহেব এতদ্দেশের যত উপকার[...]
করিয়াছেন লার্ড বিসাপেরাও এদেশে[...]
র এত উপকার করেন নাই, ডফ সাহে[...]
ব যদি স্বদেশে থাকিতেন তবে কি ম[...]
সে পাঁচ ছয় সহস্র টাকা উপার্জ্জন ক[...]
রিয়া সুখভোগ করিতে পারিতেন না,[...]
এতদ্দেশীয় লোকেরদের এক ভ্রম আ[...]
ছে মিসনরিরা অধিক লাভের জন্য ভা[...]
রতবর্ষে আসিয়া হিন্দু বালকগণকে খ্রী[...]
ষ্টীয়ান করেন কিন্তু আমরা নিশ্চিত জা[...]
নি মিসনরিগণ লাভের জন্য এদেশে আ[...]
ইসেন না এবং কোন ব্যক্তিকে খ্রীষ্টী[...]
য়ান করিয়া এক পয়সাও গ্রহণ ক[...]
রেন না।

ডাক্তর ডফ প্রথমত লুধিয়ানায়[...]
যাইবেন তথায় তাঁহার বিদ্যালয়ের ছা[...]
ত্রেরদের শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া বোম্বা[...]
ই নগরীয় বিদ্যালয়ে গমন করিবেন[...]
তৎপরে জাহাজারোহণে বিলাতমুখ [...]
ইবেন, পরমেশ্বর করুন তাঁহার মঙ্গল[...]
হউক।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর[...]
কলিকাতার শোভাবাজার বালাখা[...]
নার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচা[...]
র্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহ[...]
স্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীন প্র[...]
কাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষগ্রান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনবায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৮২ সংখ্যা ১১বালম হং ১৮৪৯ সাল ২৫ আক্তোবর। দানীশাব্দ ৯১ আব্দুলরাজ্যাব্দাঃ ৮২বাঙ্গাল ১২৫৬সাল ১০কার্ত্তিক বৃহস্পতিবারঃ মূল্য মাসে ১টাকা অগ্রিম ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষাল্লয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহারমূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠালেপ্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অৰ্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব এই গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে শ্রীযুত বাবু শশিভূষণ শীল যিনি মেডিকেল কালেজে সুশিক্ষিত হইয়া প্রতিষ্ঠাপত্র পাইয়া ডাক্তর হইয়াছেন তিনি এক ঔষধালয় করিয়াছেন তাঁহার ঔষধালয়ে উৎকৃষ্ট টাটকা ঔষধ সকল অন্যত্রাপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রী হয়, এবং বাবু আপনি সময়মত রোগিদিগের বাড়ীতে যাইয়া চিকিৎসা করেন, রোগি দিগের বাড়ীতে গেলে অন্য ডাক্তরেরা প্রত্যেক বারে চারি টাকা লইয়া থাকেন শশিভূষণ শীল দুই টাকা লইবেন, এতদ্ভিন্ন দরিদ্র রোগিদিগের স্থানে আরো ন্যূন লইতে মানস করিয়াছেন, শশিভূষণ শীল উত্তম চিকিৎসক অতএব যাঁহারদিগের আবশ্যক হইবে শশিভূষণ শীলকে আহ্বান করিবেন।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

৩৬নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে তোমার অধীন নানা জিলার মধ্যে চিতা বাঘ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র বন্য পশু নষ্ট করণার্থে যে২ পুরস্কার দেওয়া যাইতেছে তাহার নিরিখের বিষয়ের রিপোর্ট কর।

জি প্লৌডন।
সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৯। ৭ সেপ্তেম্বর।

৩৭নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

ডেপুটী কালেকটরেরদের বিষয়ে হুকুম আছে যে তাঁহারা সকল দরখাস্ত তাঁহারদের উপরিস্থ কর্ম্মকারকেরদের মারফতে পাঠান কিন্তু এই বিধির উল্লঙ্ঘন হইয়াছে এবং ডেপুটী কালেকটরেরা আপনারদের পত্র বারম্বার একেবারে বোর্ডে পাঠাইয়াছেন। অতএববোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে এ২ কর্ম্মকারককে ঐ বিধি প্রতিপালন করিতে তুমি অতিশক্ত হুকুম দেও।

জি প্লৌডন।
সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৯। ৭ সেপ্টেম্বর।

৪০ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

সদর বোর্ড রেবিনিউর কার্য্য নিয়মের ৩ ধারার উপলক্ষে বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে বাঁটওয়ারার মোকদ্দমায় তোমার হুকুমের উপর যে সকল আপীল তোমার নিকটে দেওয়া যায় তাহা পাঠাওনের সময়ে তুমি নিয়ত মোকদ্দমার স্বদেশীয় ভাষার মিসলের সঙ্গে আপীলের দরখাস্তের বিষয়ে নিয়মিত পাঠানুসারে এক ইংরেজী ভাষায় লিখিত রিপোর্ট পাঠাও।

জি প্লৌডন।
সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৯। ১৪ সেপ্টেম্বর।

সদর বোর্ড রেবিনিউর নজির।

২ নম্বর।

হুগলীর কালেকটর সাহেবের জিজ্ঞাসাক্রমে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ধার্য্য করিয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনক্রমে অর্চাঙ্কিত ডেপুটী কালেকটরেরদের পত্তনি তালুক নীলাম করণের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে হুকুমের বিষয় বোর্ডের সাহেবেরদের গত জুন মাসের ২২ তারিখের ২৪ নম্বরী স

রকুলের অর্ডরে উল্লেখ আছে সেই হুকুম ১৮২০ সালের ১ আইনানুসারে করা নীলামের বিষয়ে খাটে।

২। ১৮৩৫ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে যেং নীলাম হয় তাহার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা ধার্য্য করিয়াছেন যে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের সাধারণ বিধির অনুসারে কালেক্টর সাহেব অর্চিহ্লিত ডেপুটী কালেকটরকে সেই নীলামের কার্য্য অর্পণ করিতে ক্ষমতা রাখেন।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৯। ১০ সেপ্টেম্বর।

৩ নম্বর।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ ধারানুসারে কোন ব্যক্তির যে জরীমানা হইয়াছিল [illegible] দেওনের ত্রুটি হওয়াতে অমুক স্থানের কালেক্টর সাহেব ঐ আইনের ২০ ধারানুক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় দশ দিন কয়েদ করণের হুকুম করিয়াছিলেন। তাহাতে সদর বোর্ডের সাহেবেরা ধার্য্য করিয়াছেন যে ঐ ১৮ ধারা কেবল উকীল ও মোক্তারেরদের বিষয়ে খাটে এবং তাঁহারদের মওক্কেলের বিষয়ে খাটে না।

জিপ্রৌডন।
সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৯। ২০ সেপ্টেম্বর।

আইনের অনুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ২২ সেপ্টেম্বর।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথম বার পাঠ করা গেল।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল — আক্ট।
এডেন বন্দর নিষ্কর বন্দর নিৰ্দ্ধাৰ্য্য করিবার আইন।

যেহেতুক আরব দেশের এডেন বন্দরে সর্ব্বদেশের জাহাজের গমনাগমনের উৎসাহ দিলে ভারতবর্ষের পশ্চিম তট এবং সুপসমুদ্র ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের মধ্যে যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বৃদ্ধি হইবেক অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দ্ধার্য্য ও হুকুম হইল।

১ ধারা। আরব দেশস্থ এডেন বন্দর ও বসতি নিষ্কর বন্দর ও বসতি হইবেক এবং উক্ত বন্দর ও বসতিতে যে জাহাজাদি গমনাগমন করে অথবা সমুদ্র পথে বা স্থলপথে আইনমতে যে কোন জিনিস তাহাতে আমদানী বা রপ্তানী হয় তাহার উপর কোন মাসুল লাগিবেক না ইতি।

২ ধারা। উক্ত এডেন বন্দর ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের বিধির মধ্যে গণ্য হইবেক না ইতি।

হুকুম হইল যে এক্ষণে পাঠকরা মুসাবিদা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

হুকুম হইল যে আগামি ২২ ডিসেম্বর তারিখের পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের যে প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে এই মুসাবিদা পুনরায় বিবেচনা করা যায়।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।

সম্বাদ ভাস্কর

প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবাবধি জগদ্ধাত্রী পূজা পর্য্যন্ত হিন্দু মহাশয়দিগের ভারি আমোদ হইত, এবৎসর গত দুর্গোৎসব দুর্গোৎসবের ন্যায় জ্ঞান হয় নাই, দোকানি পসারিরাও দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে না পারিয়া হাহাকার করিয়াছে বিশেষত দৈব দুর্যোগে কর্ম্ম ভোগসার হইয়াছিল, তৎপরে শ্যামা পূজাতেও অনেকে মনোদুঃখ করিয়াছেন, এবৎসর বহুলোকে শ্যামা পূজা করিতে পারেন নাই, অনন্তর জগদ্ধাত্রী পূজা যাহা অদ্য হইতেছে ইহাতেও বোধ করি অধিক লোকের বার্ষিক ভঙ্গ হইয়াছে, প্রতিমা নির্ম্মাণকারিরা প্রতিবৎসর যত প্রতিমা গঠন করিয়া থাকে এবারে তাহার অধিক করে নাই তথাচ গত কল্য পর্য্যন্তও তাহারদিগের প্রতিমা দরিদ্র লোকেরদের দ্বারে২ পড়িয়াছিল, বাজারে বিক্রী হয় নাই এজন্য প্রতিমাদিগের কপালে মূল্যাঙ্ক লিখিয়া হিন্দুদিগের বাড়ী বাগান ইত্যাদি নানা স্থানে ফেলিয়া গিয়াছে, ইহাতেই অনুভব হয় যাঁহারা প্রতিবৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা করিতেন তাঁহারদিগের মধ্যে অধিক লোক নিঃস্ব হইয়া থাকিবেন এই কারণ হরিদ্র লোকদিগের দ্বারে প্রতিমা গড়াগড়ী ছড়াছড়ী হইয়াছে, কলে এরাজ্য হিন্দুরাজ্য এই কারণ সকল প্রতিমা উঠিয়া গেল, অন্য রাজ্য হইলে প্রতিমা সকল পথে পড়িয়া থাকিত।

আমরা যাহা লিখিলাম ইহাতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম ঘোষক গুরু মহাশয়েরা আহ্লাদ করিতে পারেন তাঁহারদিগের উপদেশ বাক্যেতেই হিন্দুরা ক্রমে২ পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন কিন্তু আমরা বোধ করি হিন্দুদিগের অন্তঃকরণ হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি যায় নাই, তাহা হইলে হিন্দুরা পূজা করিতে না পারিয়া খেদ প্রকাশ করিতেন না, তবেই বলিতে হইবেক তাঁহারদিগের অভিলাষ আছে পূজা করেন, ধন নাই এই কারণ পূজা করিতে না পারিয়া খেদ করিতেছেন, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট বলেন না পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিপাত হউক কিন্তু আন্তরিক আছে হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম যায় খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রবল হয়, লাড বাহাদুর দিগের বচোভঙ্গ্যা আমরা এই বিষয় অনুভব করিয়াছি এবং যদি খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মাপেক্ষা অধিকামোদ থাকিত তথাপি হিন্দুরা অনেকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতেন, প্রতি রবিবারে ধর্ম্মাগারে যাইয়া খ্রীষ্টীয়ান পুরোহিতেরা গাড়২ বলিয়া কি বলেন হিন্দুরা তাহা বুঝিতে পারেন না, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম কর্ম্মে যাত্রা, কবি, নাচ, গান নাই, খ্রীষ্টীয়ানেরা অন্ন ব্যঞ্জন লুচী কচুরী সন্দেশ মিষ্টান্নাদি কি চিড়া মুড়কীও দেন না, কেহ বার্ষিক পায় না, পৌত্তলিক ধর্ম্মে লোকেরদের সকল বহিরিন্দ্রিয়ের সুখ হয়, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে কোন ইন্দ্রিয়ের সুখ নাই কেবল রাজধর্ম্ম ভাবিয়া কয়েকটি হিন্দু বালক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তাহারদিগের আশা ছিল গাড়ি চড়িবে, বাড়ী পাইবে, বিবি সম্ভোগ করিবে, সাহেব হইয়া স্বদেশীয় শত্রুগণকে ডেমরাস্কেল বলিবে, চাবুক মারিবে, ইহার কিছুই হয় নাই, বাটীতে যাহা আহার করিত এইক্ষণে তাহাও পায় না, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে এতকষ্ট স্বীকার করিতে কে যাইবে, অতএব পাদরি সাহেবেরা অহঙ্কার করিবেন না তাহারদিগের উপদেশে হিন্দুরা পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন, তবে দৈব কৌশল রাজ কৌশলে হিন্দুরা নির্দ্ধন হইতেছেন ইহাতেই যদি ব্যয় সাধ্য পৌত্তলিক ধর্ম্ম যায় তবে যাইতেও পারে অতএব গবর্ণমেণ্ট আরো নবীন২ পেঁচ বাহির করিয়া যত শীঘ্র পারেন হিন্দুদিগের অর্থাকর্ষণ করুন।

কালেকটর সাহেব জজ হওয়ার অনুষ্ঠান।

এ জেলার কালেক্টর শ্রীযুত টুটর সাহেব যে প্রকার দয়াল, নিরালস্য, দোষশূন্য এতাবতা সর্ব্বথা প্রকারে হাকিমী পদের উপযুক্ত ব্যক্তি, তাহা পূর্ব্বেই আমরা উল্লাসের সহিত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, অধুনা পরমানন্দের বিষয় এই যে তিনি ছয় মাসের নিমিত্ত এ জেলার একটিং জজ হইয়া আপন নিরালস্যতাদি গুণে বহু সংখ্যক মৃৎফরক্কা, নম্বরী, ও দওয়ার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করাতে সদরে তাঁহার সুখ্যাতি প্রচার হইয়া তাঁহার নামে চিঠী আসিয়াছে যে আগামি সনের আরম্ভ হইতে যথাকার সেশন জজী খালি হইবে তথাতেই তোমাকে নিযুক্ত করা যাইবে, এসং [illegible] অবগত হইয়া আমরা যে প্রকার [illegible] হইলাম তাহা পূর্ব্বেং প্রকাশ করা [illegible], কিন্তু এমন দয়ালু হাকিম আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহা মনে করিয়া বিষাদিতও থাকিলাম।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ।

লাহোরীয় গত সংগ্রামে বিলিপ্ত অথচ প্রধান কতিপয় শীক সরদার সম্প্রতি বিটিস রাজকোপে পতিত হইয়া যেরূপে ধৃত হন আমরা তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি, এইক্ষণে তাঁহারদিগের দোষ গুণ প্রসঙ্গে ইংরাজ সম্পাদকেরা কেহ বা শের সিংহ প্রভৃতি পুনরুপদ্রবে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এমত দোষারোপ পূর্ব্বক তৎ প্রতিফল প্রদানের পরামর্শ দিতেছেন কেহবা কিঞ্চিৎ দয়ালুতা ব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু আমরা উক্ত সরদারগণের বিশেষ দোষ দেখিতে পাই না, যেহেতুক তাঁহারা উপদ্রব করণের কোন অনুষ্ঠান রাখিয়াছিলেন এমত প্রকাশ্য কারণ প্রকাশ পায় নাই, বরং ঐ সকল সরদারেরা যে অনায়াসে ধৃত হইয়া নীত হন তাহাতে তাঁহারদিগের বিবাদে স্বতন্ত্র থাকাই অভিপ্রায় বোধ হইতেছে, শের সিংহ প্রভৃতি সরদারগণের আলয়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ বা যুদ্ধোপযোগী অন্য কোন সামগ্রীও দেখা যায় নাই, তবে শেয়ালকোটস্থ হাকিম রায়ের স্থানে দোস্তমহম্মদ খা এবং ছত্র সিংহ শের সিংহের স্বাক্ষরিত এক সঙ্কেপত্র দর্শন বার্ত্তা যাহা মফসল লাইট পত্রে লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা পুনরুপদ্রবের সঙ্কেপত্র বলিয়া গণ্য না করিয়া বরং গত সংগ্রামের সঙ্কেপত্রের অনুলিপী জ্ঞান করি, কেননা ইহা সর্ব্বসাধারণের বুদ্ধিগম্য হইতে পারে কাবোলাধিপতি গতবারে শের সিংহের পক্ষাবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত যে সন্ধি নির্ব্বন্ধন করেন শের সিংহ অপরাপর শীক সরদারগণকে আপন পক্ষ প্রবল হইয়াছে এমত দেখাইবার জন্য তল্লিপীর অনুলিপী অবশ্য পাঠাইয়া থাকিবেন কারণত দৃষ্টে তাঁহারাও তন্মতস্থ হইবার সম্ভাবনা ছিল, এই সঙ্কেপত্রে জয়পতি গোপাল সিংহের স্বাক্ষর থাকা ব্যক্ত হয়, কিন্তু তাহা সমূলক সম্বাদ বোধ হয় না।

আমরা আনুমানিক বিষয়ে এইক্ষণে অধিক নির্ভর করিতে পারি না কিন্তু ইহার নিগূঢ় বার্ত্তা আশু প্রকাশ হইলেই সত্যাসত্যতা প্রকাশ হইবেক, ফলে ভাবি আশঙ্কা নিবারণার্থ আমারদিগের রাজপুরুষেরা এই সতর্কতা দেখাইয়াছেন ইহার নানা হেতু অনুমেয় হয়, যে সকল শীক সরদার বা প্রদেশাদি শাসন ও সৈন্যচালনে সময়যাপন করিয়াছেন তাঁহারা যে নিস্তেজ হতবল পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতাচ্যুত হইয়া শান্তভাবে কাল যাপন করিবেন না আমারদিগের রাজপুরুষগণের এই বিবেচনা হইয়াছে এবং তাঁহারা গত সংগ্রামের আক্রোশ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই ইহা বিলাত এবং ভারতবর্ষস্থ তাবৎ সমাচার পত্রেও বারম্বার উত্থাপিত হয় অতএব শেরসিংহ প্রভৃতি শীক সরদারগণকে দমন করিবার এমত তাৎপর্য্য হইতে পারে অন্য শীক সরদার বিটিস ভয়ে ভীত হন এইরূপে সরদারেরা ভীত হইলে তজ্জাতীয় সৈন্যেরা প্রধানাভাবে সহজেই নত থাকিবে, রাজপুরুষগণের এতদভিপ্রায়কে আমরা রাজনীতির নিতান্ত ব্যভিচার ব্যবহার বলিতে পারি না, তবে সভ্যজাতীয়েরা সদ্বিচারের যদ্রূপ অভিমান করেন তাহার অন্যথাচরণ বলা যায়।

বিবিধ সমাচার।

গত সোমবারে আমারদিগের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারক মান্যতম স্যার লারেন্স পিল সাহেব ডাকযোগে উত্তর পশ্চিম রাজ্য হইতে এতন্নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিচারাসনে উপবেসন করিয়াছেন।

ইংরাজী পত্রে লেখে আমাদিগের বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেব লাহোর রাজ্যে এক সম্প্রদা উষ্ট্রারোহী সৈন্য প্রস্তুত করণাভিপ্রায় করিয়াছেন উক্ত শ্রীযুক্ত সিন্ধুরাজ্য জয় করিয়াও তথায় এইরূপ যোদ্ধাদল প্রস্তুত করেন, তাহারা উক্ত রাজ্যে প্রথমত উপকারী হইয়াছিল।

আমরা পরম তুষ্ট হইয়া লিখিতেছি হুগলির প্রধান লোকেরা কাপ্তান ডিএল রিচার্ডসন সাহেবকে ভক্তিভাবে প্রশংসা ও আপনারদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশক এক এড্রেস প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এমত গুণি লোক শিক্ষা কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করণকালে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজ তাঁহার গুণের ব্যাখ্যা মাত্র করেন নাই।

দিল্লীগেজেটে লেখে ৫ কিম্বা ৬ নবেম্বর পর্য্যন্ত গবরণর জেনরল বাহাদুর লুধিয়ানাতে আসিতে পারেন, শ্রীযুক্তের এবঞ্চ আমাদিগের প্রধান রথী মহাশয়ের পারাপারের সুগমার্থ ফলোর ঘাটে এক নৌকাময় সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে, তৎপ্রদেশীয় রাজকর্ম্মচারি জজ্জ কেম্পবেল অগ্রসর হইয়া গবরণর সাহেবকে গ্রহণ করণার্থ তাঁহার শাসনীয় স্থানের সীমানা রূপর গ্রাম পর্য্যন্ত আসিবেন।

কথিত হয় হাঙ্গিরিয়ান জেনরল কসথ এবং বেম পলায়ন পূর্ব্বক এড্রিওনোপল স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন তথা হইতে তাঁহারা ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

হঙ্গিরিয়ান জেনরল গরগে সাহেব স্বীয় দলবল সহ শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলে প্রথমত অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত তৎসপক্ষগণের কোন মন্ত্রণা হইয়া থাকিবেক কিন্তু পরিশেষে জানা গিয়াছে তিনি এতাদৃশ দুষ্টবুদ্ধিক্রমে স্বীয় রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট করেন নাই, প্রবল পরাক্রান্ত রুষিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার সমবেত সৈন্য সম্মুখে স্বীয় পক্ষকে নিতান্ত দুর্ব্বল বুঝিয়াই এমন অপমান স্বীকার করেন, হঙ্গিরিয়ান প্রধান কসথ মহাশয়ের তিন পুত্র বিপক্ষ হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

আমারদিগের মহারাণী কুইন বিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ বাহাদুর ছিপ দ্বারা মৎস্য ধারণে অধিক পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৬৫৯ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবরণর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ১০ আক্তোবর।

জামালপুরের এলাকা খণ্ডের ভার প্রাপ্ত ময়মনসিংহের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ এল মেলবিল সাহেব জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ চাটুয্যা ভাগলপুরের সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক হইবেন।

শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক হইবেন।

১২ আক্তোবর।

শ্রীযুত ডাক্তর জি এন চীক সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু কালিদাস নন্দী বাঁকুড়ার চিকিৎসকতা কর্ম্ম করিবেন।

১৩ আক্তোবর।

শ্রীযুত জে কেডনহেড সাহেবের অন্যত্রে প্রেরিত হওনপর্য্যন্ত অথবা অন্য হুকম না হওন পর্য্যন্ত রামগড়ের লঘুস্ত্রধারি পদাতিক পলটনে নিযুক্ত এদেশীয় ২৩ সংখ্যক পদাতিক পলটনের লেপ্তেনেণ্ট শ্রীযুত জে এস ডেবিস সাহেব দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের ছোট আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১৬ আক্তোবর।

বাকরগঞ্জের একটিং অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সি মাকি সাহেব ঐ জিলাতে মাজিস্ত্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৬৮১ নম্বর।

১২ আক্তোবর।

বালেশ্বরের সদর আমীন শ্রীযুত মুন্সী গরীবুল্লা ১৮১০ সালের ১৯ আইনানুসারে ঐ জিলার লোকেল এজেন্টের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৬ আক্তোবর।

শ্রীযুত সি টি বকলাণ্ড সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটর হইয়া ভাগলপুরে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত সি বি কুইণ্টিনস সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত তাঁহার নদীয়ার কালেকটরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের নিয়োগ ইহাতে রহিত হইয়াছে।

শ্রীযুত হারিংটন বালস্তোর সাহেব ভাগলপুরের মাজিস্ত্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

১৭ আক্তোবর।

শ্রীযুত জি সি ফ্লেচর সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত আর জে রিচার্ডসন সাহেব চম্পারণের জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ছুটী।

১৫ আক্তোবর।

দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরণর জেনেরল বাহাদুরের ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান জে সি হানিংটন সাহেব আগামি ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৬ আক্তোবর।

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিস্তার শ্রীযুত ডবলিউ সি ওয়াটসন সাহেব হার্ডিংটন নামক বাষ্পীয় জাহাজে গমন করিয়াছেন এমত রিপোর্ট করেন। ঐ জাহাজ বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে আড়কাটি সাহেব সমুদ্রে ছাড়িয়া আইসেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৬ আক্তোবর।

শ্রীযুত আর পি হারিসন সাহেব বর্ত্তমান মাহের ৯ তারিখে মুরশিদাবাদের কালেকটরীর ভার শ্রীযুত এচ সি হালকেট সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত মাকলোড ওয়াইলি সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১২ তারিখে কলিকাতার পোলীসের একটিং মাজিস্ট্রেটের কর্ম্মে উপবিষ্ট হন।

শ্রীযুত ডবলিউ এম বোম বোফর্ট সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখে পাটনায় বাড়ের এলাক খণ্ডের ভার শ্রীযুত আর জে রিচার্ডসন সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

ছুটী।

১২ আক্তোবর।

জিলা রঙ্গপুরের ভোটমারীর মুন্সেফ শ্রীযুত মৌলবী আবদরবক্ষ দশহরার বন্দের পরে আদালত খুলিবার তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের কাইতির মুন্সেফ শ্রীযুত পেয়ারীমোহন বাবু গত আগষ্ট মাসের ২০ ও ২১ তারিখের ছুটী পাইয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, আমি বৃটিস বিচারের গোঁড়া বিশেষ হইয়াছি, কেহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের বিচারেরপ্রতি বিতর্ক করিলে তাহা আমার সহ্য হয় না, আমি নানা প্রকার হেতুবাদ দেখাইয়া বাদিগণকে নিরস্ত করি, কিন্তু এক বিষয়ে পাটনা বাসি বিপক্ষেরা আমাকে নিরুত্তর করিয়াছেন ইহাতেই চিন্তিত হইয়াছি বৃটিস বিচারে কেন অবিচার হইল, অতএব এই বিষয়ের সমস্ত বিবরণ লিখিয়া ডাকযোগে মহাশয়ের সমীপে প্রেরণ করিতেছি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া নিরপেক্ষ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচর করিলে চিরবাধিত হইব।

জবন জাতীয়া বিবি রাজন নামে এক বিধবা ছিলেন, তাঁহার পাঁচ কন্যা, তাঁহারদিগের নাম, বিবি বদিফা, বিবি ওগাসেলা, বিবি তাজন, বিবি ছদ্দু, বিবি রক্কু, এই পঞ্চকন্যার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিন কন্যা সন্তানাদি বিহীনা হইয়া রাজন বিবি বর্ত্তমানে মরেন এবং পঞ্চমী কন্যা রক্কু বিবিও রাজন বিবির সাক্ষাতেই যান, কিন্তু রক্কুর তিন কন্যা এক পুত্র আছেন, রক্কু বিবির মৃত্যুর পরে ১২২০ ফসলি সালে রাজন বিবির মৃত্যু হয়, অতএব রাজন বিবির আশী বিঘা দশ কাঠা লাখেরাজ ভূমি এবং আর২ তাবৎ বিষয় ছদ্দু বিবি পাইয়াছিলেন এবং রাজন বিবির মৃত্যুর পরে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাবৎ বিষয় ছদ্দু বিবির ভোগায়ত্ত ছিল, পরে ১২৩৪ ফসলি সালের আষাঢ় মাসে ছদ্দু বিবি মরেন, তাহার পর পৌষমাস পর্য্যন্তও ঐসকল বিষয় ছদ্দু বিবির দুই কন্যা অর্থাৎ বিবি মহম্মদবেচন ও বিবি কবীরণ ভোগদখল করিয়াছেন, এ কাল পর্য্যন্ত কেহ কোন আপত্তি উপস্থিত করেন নাই, পরে ১২৩৪ ফসলি সালের মাঘ মাসে প্রতিবাদিরা অর্থাৎ রাজন বিবির পঞ্চমা কন্যা রক্কু বিবির তিন কন্যা এবং এক পুত্র বলক্রমে আশী বিঘা দশ কাঠা ভূমির অর্দ্ধাংশ ৪০।০ চল্লীশ বিঘা পাঁচ কাঠা ভূমি দখল করেন, তাঁহারা কহেন রাজন বিবি এক দানপত্রে তাহারদিগকে অর্দ্ধাংশ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং ১২৩৬ ফসলি ১৮২৯ ইংরেজি সালে প্রতিবাদিরা কালেকটর সাহেবের সমীপে নাম খারিজের প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে কালেকটর সাহেব ঘোষণা করিলেন এ বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তবে মিয়াদ মধ্যে তাঁহার স্থানে দলিলাদি দাখিল করিবেন ইহাতেই বাদিনা মহম্মদ বেচন ও বিবি কবীরণ কালেকটর সাহেবের সাক্ষাতে আপত্তি করিয়া জানাইলেন বিবি রাজন কাহাকেও দানপত্র লিখিয়া দিয়া যান নাই, প্রতিবাদিরা বলক্রমে তাহারদিগের বিষয় দখল করিয়াছেন, পরে কালেকটর সাহেব রীতিক্রমে প্রতিবাদিগণের স্থানে দলিল দস্তাবেজ চাহিয়াছিলেন প্রতিবাদিরা তাহা দাখিল করিলেন না এইরূপে একাদশ বৎসর ববস্থেবে যায়, বাদিনীদিগের সুখে গ হিলুন তাহারা কিছু করিতে পারিলেন না, অনন্তর ডেপুটি কালেকটর যাইয়া নিষ্কর ভূমি বলিয়া যখন ঐ লাখরাজ ভূমি দখল করিয়া কালেকটর সাহেবকে রাজস্ব আদায় করিতে লিখিলেন তখন কালেকটর সাহেব প্রতিবাদিগণের নাম খারিজের দরখাস্ত নম্বুর খারিজ করিয়া দিলেন, তাহাতেই বাদিনীরা জিলা পাটনার বালিয়া পরগণার গবরি স্থানীয় মুন্সেফি আদালতে আপনারদিগের বিষয় প্রার্থনায় প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন সেই অভিযোগে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং প্রতিবাদিগণ রাজন বিবির ঢেরাসহী বলিয়া এক দানপত্র দাখিল করেন, তাহাতে বাদিনীরা রীতিপূর্ব্বক দলিল দস্তাবেজ এবং আপনারদিগের জোবাব দাখিল করিয়াছিলেন, প্রতিবাদিরা বিলম্ব করিয়া মোকদ্দমা চালাইলেননা ইহাতেই বহুকালবিলম্বহইল, তাহাতে সদরের মহাশয়েরা মুন্সেফের নামকাবারি রিপোর্ট দেখিয়া তাম্বি করিয়া লিখিলেন বিবি মহম্মদ বেচন ও বিবি কবীরণের মোকদ্দমা এতকাল কেন পড়িয়া রহিয়াছে, এবং মুন্সেফ মহাশয় ঐ তাম্বিতে ভীত হইয়া এক স্থানে লিখিলেন বাদিনীরা দলিল দস্তাবেজ দাখিল করেন নাই এই কথা বলিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করেন কিন্তু ফয়সলাতে লিখিয়াছেন বাদিনীদিগের এই২ দলিল দস্তাবেজ দাখিল হইয়াছিল, পরে বাদিনীরা স্থানীয় জজ সাহেবের বিচারে আপীল করিয়াছিলেন, জজ সাহেব সদর আলার নিকট আপীলি মোকদ্দমা সমর্পণ করেন, সদর আলাও প্রতিবাদিগণের নিকট সাক্ষী এবং দলিল দস্তাবেজাদি চাহেন তাঁহার নিকটেও ঐ জাল দানপত্র দাখিল হয় তাহাতে লিখিত আছে রাজন বিবির পিতার নাম "ফতেউল্লা,, কিন্তু ফরিয়াদিগণের দলিলের মধ্যে রাজন বিবির সহোদর ভ্রাতা মজিবুল্লার পিতার নাম সোণাউল্লা লেখা যায়, এবং দানপত্র যাহা প্রতিবাদিরা দাখিল করিয়াছিলেন তাহাতে আরো অনেক গোলমাল ছিল, ইহাতেই সদর আলা উভয় পক্ষের সাক্ষীতলপ করেন কিন্তু সেই সময়ে দেশ জলপ্লাবিত হইবায় পথ সকল ডুবিয়া যায়, সাক্ষিরা সদর আলার কাছারীতে যাইতে পারিল না, সেই যোগে সদরআলা প্রতিবাদিগণের বশীভূত হইয়া মুন্সেফের রায় বহাল রাখিয়া দিলেন, ইহাতে বাদিনীরা জজ সাহেবের নিকট ছানী বিচারের প্রার্থনা করেন, জজ সাহেব ঐ প্রার্থনা পত্র গ্রাহ্য করিয়া সদর দেওয়ানি আদালতে লেখেন প্রতিবাদি গণের দলিলে রাজন বিবির পিতার নাম ফতেউল্লা লেখে, বাদিনীগণের দলিলে লিখিত আছে রাজন বিবির সহোদর মজিবুল্লার পিতার নাম "সোণাউল্লা,, এবিষয়ের কি করা যায়, তাহাতে সদরের কর্ত্তারা লিখিলেন তুমি সদরআমীন আলার নিকট ছানী বিচারের ভারার্পণ করিবা, পরে সদরআলার সাক্ষাতে পুনর্ব্বার এই বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি দেখিলেন ঐ দান পত্র যাহাতে রাজন বিবির পিতার নাম "ফতেউল্লা,, লেখাছিল তাহাতেই সোণাউল্লা,, লেখা হইয়াছে পারস্য অক্ষরের আশ্চর্য্য নোক্তাতে কিনা হইতে পারে, ফতেউল্লার নামের নোক্তা চাঁচিয়া সোণাউল্লা নামের নোক্তা লেখা হইয়াছিল, কিন্তু জজ সাহেবের পত্র এবং রুবকারিতে যে নামের ব্যত্যয় লিখিয়াছেন তাহাই রহিয়াছে, যদি প্রতিবাদিগণের দলিলে ফতেউল্লা নাম না থাকিত তবে জজ সাহেব রচনা করিয়া সদরের উচ্চ বিচারক দিগের গোচরার্থ একরূপ লিখিতেন না অতএব হয় জজ সাহেবের পত্র এবং রুবকারি মিথ্যা, না হয় প্রতিবাদিরা ফতেউল্লা নামের নোক্তা চাঁচিয়া সোণাউল্লা করিয়াছেন কিন্তু দুঃখিনী বাদিনীরা সদর পর্য্যন্ত আসিয়াও সুবিচার পান নাই অতএব জিজ্ঞাসা করি সদরদেওয়ানির মহামহিমদিগের সাক্ষাতেও কি বাদিনীগণ বিচার পাইবেন না, তবে বিচারের স্থান কোথায়, সদরে অবশ্য সুবিচার হয় আমি ইহাতে সন্দেহ করি না, কিন্তু বাদিনী দিগের অদৃষ্টে কেন হয় নাই খোদা বলিতে পারেন।

পাটনা নিবাসি কস্যচিৎ ভাস্কর পাঠকস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীনপ্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাম্বগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৮৩ সংখ্যা ১১বালম হং ১৮৪৯ সাল ২৭ আক্তোবর। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজ অব্দঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১২ কার্ত্তিক শনিবারমূল্য মাসে ১টাকা আগাম ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে এ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহারমূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার একাঁউৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারা দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবএগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে শ্রীযুত বাবু শশিভূষণ শীল মিসিমেডিকেল কালেজে সুশিক্ষিত হইয়া প্রতিষ্ঠাপত্র পাইয়া ডাক্তর হইয়াছেন তিনি এক ঔষধালয় করিয়াছেন তাঁহার ঔষধালয়ে উৎকৃষ্ট টাটকা ঔষধ সকল অন্যত্রাপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রী হয়, এবং বাবু আপনি সময়মত রোগিদিগের বাড়ীতে যাইয়া চিকিৎসা করেন, রোগি দিগের বাড়ীতে গেলে অন্য ডাক্তরেরা প্রত্যেক বারে চারি টাকা লইয়া থাকেন শশিভূষণ শীল দুই টাকা লইবেন, এতদ্ভিন্ন দরিদ্র রোগিদিগের স্থানে আরো নূন লইতে মানস করিয়াছেন, শশিভূষণ শীল উত্তম চিকিৎসক অতএব যাঁহারদিগের আবশ্যক হইবে শশিভূষণ শীলকে আহ্বান করিবেন।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ২৯ সেপ্তেম্বর।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথম বার পাঠ করা গেল।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল — আক্‌ট।

সদর আদালতের নিকটে আপীলী মোকদ্দমায় কার্য্যকরণের নিয়ম সংশোধনের আইন।

যেহেতুক প্রধান সদর আমীন এবং জিলা ও সহরের জজ সাহেবেরদের ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিবার অনুমতি দেওনের বিধানে এবং ঐ ডিক্রীর প্রতি আপেলাণ্ট যে বিশেষ ওজর রাখে ও আপীলের অন্য হেতুর যে বিবরণ ও বেওরা তাহা আপেলাণ্টের ইচ্ছাক্রমে আপীলের আসল দরখাস্তে লিখিবার অথবা তৎপরে আপীল বিচারকরণিয়া আদালতে আলহিদা আরজীতে লিখিয়া দাখিল করিবার অনুমতি দেওনের বিধানে ক্লেশ জন্মিয়াছে।

অতএব বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারা এবং ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারা মতান্তর হইয়া পশ্চাৎ লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা। সদর আদালতে আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার নম্বরী আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতে ডিক্রীর তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে দাখিল করা যাইবেক। ঐ আপীলের দরখাস্তের মধ্যে আপীলের বিশেষহেতু লেখা থাকিবেক না কিন্তু তাহার মধ্যে কেবল ইহা সংক্ষেপে লেখা থাকিবেক যে আপেলাণ্ট ডিক্রীতে অসন্তুষ্ট আছে এবং তাহার উপর আপীল করিতে চাহে ইতি।

২ ধারা। ঐ আপীলী মোকদ্দমায় যে সকল কার্য্য হইয়াছিল তাহা যথাসাধ্য শীঘ্র সদর দেওনী আদালতে জ্ঞাপন করা যাইবেক এবং তাহার এত্তেলা আপেলাণ্টকে লিখনের দ্বারা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা। তাহার পর তিন মাসের মধ্যে ডিক্রীর প্রতি আপেলাণ্ট যে বিশেষ ওজর রাখে তাহা এবং আপীল করণের হেতুর বিবরণ ঐ ব্যক্তি সদরদেওয়ানী আদালতে দাখিল করিবেক। তাহা না করিলে এবং ঐ কসুরের কোন ওয়াজিবী কারণ সদর আদালতের হুকুমমতে না দর্শান গেলে আপীল ডিসমিস হইবেক ইতি।

হুকুম হইল যে এক্ষণে পাঠকরা মুসাবিদা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

হুকুম হইল যে আগামি ২৯ নবেম্বর তারিখের পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের যে প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে এই মুসাবিদা পুনরায় বিবেচনা করা যায়।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

আক্‌কৌন্টেন্ট.জনরল সাহেবের সরকুলর অর্ডর।

৭৫৩ নম্বর।

চব্বিশ পরগণা এবং কলিকাতাছাড়া বাঙ্গালা দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুতকালেকটরসাহেব বরাবরেষু।

সিন্ধু দেশে কারাচি ও হয়দ্রাবাদ ও শীকারপুরের কালেকটর সাহেবদিগকে এই রাজধানীর অধীন দেশের খাজানাখানার উপর জিনিস পত্র বিষয়ক বিল অর্থাৎ বরাৎ দিবার হুকুম হইয়াছে অতএব তোমাকে আদেশ করিতেছি যে ঐ২ কালেকটর সাহেব তোমার খাজানাখানার উপর যে সকল দুপট দেন তাহার টাকা দেও এবং তোমার খাজানাখানার হিসাবে "বোম্বাই রাজধানীর" খাতায় তাহার খরচ লেখ এবং টাকাপাওনিয়া ব্যক্তিরদের রীতিমত রসীদহওয়া আসল বিলের দ্বারা ঐ খরচ সাব্যস্ত কর।

ডবলিউ মেপলস।

বাঙ্গালাদেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্টাণ্ট আক্‌কৌন্টেন্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।

আক্‌কৌন্টেন্ট সাহেবের দপ্তরখানা।

রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৪৯। ১৮ সেপ্তেম্বর।

সম্বাদ ভাস্কর

রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি কুণ্ডী নিবাসি ভূম্যধিকারি শ্রীযুত বাবু কাশীচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় যিনি মেসমেরিক চিকিৎসালয় স্থাপনাবধি তৎসাহায্যার্থ মাসিক দুই টাকা দান করণ স্বীকৃত হইয়া আমারদিগের স্থানে এক বৎসরের চতুর্ব্বিংশতি মুদ্রা পাঠাইয়াছিলেন ঐ মহামহিম জমীদার পুনর্ব্বার ছয়মাসের দ্বাদশ টাকা পাঠাইয়াছেন আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া বদান্যবর বাবুকে ধন্যবাদ দিলাম, তাঁহার দাতব্য ধন আমারদিগের নিকট জমা ছিল এই কারণ আমরা মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের চাঁদাপত্র প্রতিমাসে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু রঙ্গপুরে আমারদিগের বন্ধু মান্য জমীদার আরো অনেকব্যক্তি আছেন তাহারা কি মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের সম্পর্কে আমারদিগকে পুলকিত করিবেন না, মেসমেরিক চিকিৎসালয় হতভাগ্য রোগিদিগের প্রাণ রক্ষার আশ্রয় স্থান হইয়াছে, এরূপ স্থানের ব্যয় নির্ব্বাহক দাতাশ্রেণীর মধ্যে যদি আমরা তাঁহারদিগের নাম লিখিতে অশক্ত হইলাম তবে কি মন্থনার জমীদার শ্রীযুত বাবু ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি মহাশয় বহু ব্যয়ে বারোএয়ারি পূজা করিয়াছেন তাহাই লিখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিব, কিম্বা কয়েক জন জমীদারের পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপনে টাকা ছড়াছড়ী হইয়াছে এই কথা বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহারদিগের সম্ভ্রম প্রার্থনা করিব, গবর্ণমেণ্ট যখন শ্রীযুত ডাক্তর ইসডেল সাহেবকে মাসিক বেতন দিয়া মেসমেরিক চিকিৎসাগারে রাখিয়াছেন তখন ঐ চিকিৎসাগারের প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সেই চিকিৎসাগারের সাহায্যার্থ যাঁহারা টাকা দিবেন গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহারদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিবেন না, গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন সাধারণ দানে যদ্যপি ঐ চিকিৎসাগার দুই বৎসর থাকে আর তাহা হইতে উপকার দেখা যায় তবে দুই বৎসর পরে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে উক্ত চিকিৎসাগার চিরজীবী হইবে, তাহার এক বৎসর গিয়াছে, ডাক্তর ইসডেল সাহেব এক বৎসরের কার্য্যের যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইংরেজি পত্র মাত্রে ডাক্তর সাহেবের সুখ্যাতি প্রকাশ পাইয়াছে, বিশেষত হরকরা সম্পাদক মহাশয় অনুরোধ করিয়াছেন বাঙ্গালি সমাচারপত্র সম্পাদকেরা ডাক্তর ইসডেল সাহেবের কার্য্য সকল প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশীয় লোক সকলের গোচর করুন, ইহা হইলে দয়াশীল বাঙ্গালিরা জানিতে পারিবেন ডাক্তর ইসডেল সাহেব এতদ্দেশীয় কত দরিদ্র লোকের প্রাণরক্ষা করেন, ইহাতে অন্যান্য বাঙ্গালিসম্পাদকেরা মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন কি না আমরা এত অনুসন্ধান করি নাই, যদি না লিখিয়া থাকেন তবে তাঁহারদিগের আলস্য অথবা জানা আছে তাঁহারদিগের গ্রাহক অধিক নাই কিম্বা গ্রাহকদিগের মধ্যে দাতা দুর্লভ এই কারণ লেখেন নাই, কিন্তু পরমেশ্বর আমারদিগকে বাঁচাইয়াছেন, আমরা উক্ত তিন বাধার কোন বাধার অধীন নহি, আলস্যের দাসত্ব করি না, আমারদিগের গ্রাহক অধিক, তাঁহারা দাতা অতএব আমরা মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের জন্য যথাসাধ্য লিখিয়াছি, এই চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ আমরাই সর্ব্বাগ্রে চাঁদা করিয়াছিলাম তাহাতে কুণ্ডী নিবাসি জমীদার শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় এককালীন দান ৪০ চল্লিশ টাকা আমারদিগের নিকট পাঠাইয়াদেন, তৎপরেই কাশীচন্দ্র বাবু ২৪ টাকা প্রেরণ করেন, এবং কলিকাতাবাসি বান্ধবেরা অনেকে অনেক টাকা দিয়াছেন কিন্তু অনুমান করি অন্য কোন বাঙ্গালি সম্পাদক বলিতে পারিবেন না তাঁহার উদ্যোগে গ্রাহক দ্বারা মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের এক পয়সার উপকার হইয়াছে, অতএব আমরা প্রার্থনা করি আমারদিগের পত্র গ্রাহক মহাশয়েরা সুখে থাকুন এবং সাধারণ মঙ্গলকার্য্যে সতত দান করুন।

কয়েক বৎসর গত হইল এতদ্দ্রাজ্যে ঠগি নামক এক সম্প্রদা হত্যাকারী দস্যু প্রবল হইয়াছিল তাহাতে আমারদিগের রাজপুরুষেরা তাহারদিগের দমনার্থ বিশেষ যত্নবানহইয়াস্থানে২ঠগি কাছারীওপ্রহরি নিয়োগ করেন,ইহাতে তদ্দলের অনেকে ধৃতহইয়ারাজবিচারে দণ্ডী হইবাতে অপর সঙ্গিগণ ক্রমে২ লুক্কায়িত হয় অতএব কিম্বদন্তী এই যে আমারদিগের শাসনকারি মহাশয়েরা এইক্ষণে ঢাকা এবং হুগলিস্থিত ঠগি মাজিস্ত্রেটি কাছারি দ্বয় রহিত করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতি বহরমপুর মধ্যে এক মাত্র ঠগি মাজিস্ত্রেটী আদালত সংস্থাপন করিবেন।

আমরা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সেমুএল পামর সাহেবের দোষ গুণ বিবেচনার্থ দুইজন উত্তমলোক অর্থাৎ চব্বিশপরগণার শ্রীযুতকমিস্যনরসাহেব ও শ্রীযুতজজ সাহেব কমিস্যনরহইয়াছেন ইহাতে পামর সাহেবের পক্ষে নিরপেক্ষ বিবেচনা হইবে সন্দেহ নাই, শ্রীযুত হারবি সাহেবকে আমরা বহুকাল জানি তাঁহার তুল্য সুবিচারক মনুষ্য অল্প আছেন, এবং চব্বিশপরগণার নবীন জজ সাহেব যখন মেদিনীপুরে ছিলেন

তখন তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি শুনিয়াছি
মেদিনীপুর নিবাসি বান্ধবেরা আমার
দিগের সাক্ষাতে ও বলিয়াছেন এবং প
ত্র দ্বারাও প্রশংসা করিয়াছেন, এতা
শসদ্বিচারক ব্যক্তিদ্বয় হইতে সেমুএল
সাহেবের দোষ গুণ সূক্ষ্ম সন্ধানে
র ন্যূনতা হইবেক না অতএব আমরা
প্রার্থনা করি সেমুএল পামর সাহেব নি
র্দোষ হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের ক
র্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, কমিস্যনর মহা
য়েরা দুর্গা পূজার বন্ধের পরেই এ
বৈঠক করিয়াছিলেন, তৎপরে গত ম
লবারে দ্বিতীয় বৈঠক করেন তাহাতে
সাক্ষিদিগের অনাগমন হেতুক সাক্ষ্য
গ্রহণ শেষ করিতে পারেন নাই, কি
সাক্ষ্য বাক্যাপেক্ষা যে এক পত্র প্রক
শ পাইয়াছে সেমুএল পামর সাহেবে
পক্ষে তাহাই কাল স্বরূপ হইয়াছে, পা
মর সাহেব ভূকৈলাসাধিপতিকে এ
পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই টাকা
কর্জ্জ করণের অভিপ্রায় নিশ্চিত জানা
যায়, এবং সাক্ষি বাক্যেতে পূর্ব্বেই ব
ক্ত হইয়াছে পামর সাহেব এতদ্দেশে
ণ করিয়াছেন অতএব সেমুএল পামরে
র উচিত ছিল স্বীকার করেন টাকা ক
র্জ্জ লইয়াছেন, তাহা হইলে বোধ করি
ক্ষমার পাত্র হইতে পারিতেন, ব্রিটি
গবর্ণমেণ্টস্বীকৃত দোষিকে ক্ষমাও করে
ন, পামর সাহেব চব্বিশপরগণার বিচা
রাগারে কমিস্যনর দিগের প্রতিবা
কে কৌন্সেলি ক্লার্ক সাহেবকে সঙ্গে ক
রিয়া লইয়া যান, কমিস্যনরেরা উপরে
বৈসেন, তাঁহারদিগের আসনের নীচে
বেঞ্চের উপর আসামী হইয়া তাঁহাকে
বসিতে হয়, প্রধান কৌন্সেলি ক্লার্ক সা
হেব তাঁহার যজমানের এত অপমান
দেখিয়াও কি তাঁহাকে দোষ স্বীকার ক
রিতে পরামর্শ বলেন নাই, সাক্ষ্য বাক্যে
সপ্রমাণ হইতে পারে পামর সাহেব ঋ
ণ করিয়াছেন কিন্তু মহাজনদিগের উপ
রোধে অবৈধ কর্ম্ম করিতে পারেন
তাঁহার হস্তে এমত কোন রাজ শক্তি না
ই, তিনি ষ্টাম্পের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলে
ন তাহাতে পক্ষপাতের কি পথ আছে
মহাজনদিগের অনুরোধে রাজার কিম্বা
প্রজার অনিষ্ট করিবেন অতএব কৌন্সে
লি সাহেব বলুন না বলুন আমরাই পা
মর সাহেবকে সৎপরামর্শ বলিতেছি
ঘটিত ঘটাইয়া না করিয়া যদি কমিস্যন
রদিগের সাক্ষাতে স্বীকার করেন টা

কা কর্জ্জ করিয়াছেন তবে সুবুদ্ধির কর্ম্ম করিবেন।

মিট্রোপোলিটিকাল একাডেমি নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দে গত বৃহস্পতিবারে আমারদিগকে শ্রীযুত কাপ্তান রিচাডসন সাহেবের লিখিত একখানি পত্র দেখাইলেন তাহাতে কাপ্তান সাহেব লেখেন তিনি এবং মন্টেগু সাহেব হিন্দু কালেজেরকর্ম্মে বেতন বুঝিয়া পাইয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহারা মিট্রো পোলিটিকাল একাডেমিতে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন গোবিন্দ বাবু তাঁহার ঐ পত্র দুই তিন সহস্র ছাপিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করুন, গোবিন্দ বাবু আরো কহিলেন এতদ্দেশীয় ধনি হিন্দুদিগের মধ্যে এক চাঁদা হইতেছে, কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব ও মন্টেগু সাহেব যাহাতে মিটরো পোলিটিকেল একাডেমিতে সুস্থির হইয়া শিক্ষা দান করিতে পারেন চাঁদার দ্বারা তদুপযুক্ত টাকা সংগ্রহ হইবে, এবং ধনি লোকেরাও তাহাতে স্বাক্ষর করিতেছেন যদি ইহা সত্য হয় তবে হিন্দু কালেজ কানা হইবার এই অনুষ্ঠান হইল, কলিকাতা নগরীয় ধনি সন্তানেরা প্রায় সকলি রিচার্ডসন সাহেবের এবং মন্টেগু সাহেবেরছাত্র, তাঁহারা যদি এই চাঁদার উদ্যোগী হইয়া থাকেন তবে অনায়াসে মাসে দুই তিনসহস্র টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহা হইলেই রিচাডসন সাহেব ও মন্টেগু সাহেব মিটরো পোলিটিকাল একাডেমিতে রহিলেন, অথচ এবিদ্যালয়ে এক টাকার অধিক বেতন প্রদান করিতে হইবেক না, অতএব শ্রীযুত বেথুন সাহেব দেখিবেন তাঁহার যেন লজ্জা হয় না, ইংরেজি সমাচার পত্রে বেথুন সাহেবের অখ্যাতি ঘোষণা হইতেছে কিন্তু কাহার মন কিরূপ আমরা জানি না এই কারণ সঙ্কেতে লিখিয়া জানাইলাম বেথুন সাহেবের কলঙ্ক হইলে খেদিত হইব।

বিবিধ সমাচার।

একাদশ দিনের মধ্যে শ্রীযুত বেথুন সাহেব এতদ্দেশ হইতে মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন।

ইংরাজি সমাচারপত্র সকলে সম্প্রতি পুনঃ২ প্রকাশ হইতেছে আমারদিগের বর্ত্তমান প্রধান রথী স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেব আগামি বসন্তকালে এতদ্রাজ্য হইতে বিলাতযাত্রা করিবেন শ্রীযুক্তের এতদ্দেশ হইতে এত ত্বরায় গমন করিবার কারণ মধ্যে কেহ২ লিখিতেছেন ভারতবর্ষীয় ব্রিটিস সৈন্য সম্বন্ধীয় কোন২ নিয়ম পরিবর্ত্তন করণাভিপ্রায়ে বিলাতের শ্রেষ্ঠ মহাশয়গণের অভিমত চাহিবাতে তাঁহারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই এই কারণ নেপিয়র সাহেব এতৎ কর্ম্মে অবসর গ্রহণকরণধার্য্য করিয়াছেন, তবে ইহার মধ্যে কোনসংগ্রাম সংঘটনা হইলে তিনি অবস্থান করিবেন, শ্রীযুক্তের বিদায় গ্রহণ বিষয়ে মফস্বল লাইট পত্রে এই লিখিত হইয়াছে "আমরা অবশেষে প্রকাশ করিতে পারগ হইতেছি শ্রীযুত ২০ তারিখের প্রভাতে শিমলা শিখর হইতে যাত্রা করিয়া আগ্রা এবং দিল্লী অঞ্চলে গমন করিবেন, আগামী মাসের ৫ তারিখে শ্রীযুক্তের সিবির কালকা হইতে লুধিয়ানাতে সংস্থাপিত হইবেক যথায় ডাকযোগে আসিবেন এবং ফলোর ঘাট দিয়া শতদ্রু নদ উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীযুত জলেন্দ্র দোয়াব প্রদেশ দর্শন পূর্ব্বক লাহোরে উপস্থিত হইবেন, তদন্তে রাবী এবং ইগুসনদীর মধ্যবর্ত্তি সৈন্য সম্বন্ধীয় ছাউনী সকল দেখিয়া পেসোয়রে গমন করিবেন, তথা হইতে মুলতানে যাইয়া ষ্টাফ সম্বন্ধীয় সমভিব্যাহারীগণকে বিদায়দিয়া স্বয়ং ভাওলপুর দিয়া ইণ্ডসনদীপারহইয়া কারাচীতেউপস্থিত হইবেন এবং তথা হইতে বাষ্পীয় তরী আরোহণে বোম্বাই রাজ্য দিয়া ভারতবর্ষীয় সৈন্যচয় নিকটে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আগামী মার্চ্চ মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন, আমরা অনুমান করি স্যার উইলিয়ম গম সাহেব স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেবের পদ প্রাপ্ত হইবেন,,।

সমাচার পত্রে লেখে স্যার উইলিয়ম গম সাহেব লঙ্কা উপদ্বীপের সীমাবর্ত্তি গেলি নামক স্থানে অধুনা অবস্থান করিতেছেন, কেহ২ কহেন বোম্বাই এবং কলিকাতার মধ্যবর্ত্তি উক্ত স্থানে শ্রীযুক্তের অধিষ্ঠান করিবার তাৎপর্য্য এই যে নেপিয়র সাহেব অথবা বোম্বাই রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি স্যার উইলিয়ম কটন সাহেব এতদুভয় মহাশয়ের মধ্যে যাঁহার পদে গম সাহেব মনোনীত হউন পদস্থ হইলেই তথায় ত্বরায় গমন করিতে পারিবেন, গম সাহেবকে ভারতবর্ষীয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে মনোনীত করিয়া বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা পুনর্ব্বার তৎপরে যেরূপ ব্যস্ততাক্রমে স্যার চার্লস নেপিয়রকে তৎউচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া পাঠান তাহাতে এতৎ পদ শূন্য হইলে তাঁহারা দ্বিতীয়বার গম সাহেবকে পদস্থ করিবেন এমত সম্ভাবনা বটে।

পাঠক গণের স্মরণ থাকিবেক লাহোর রাজ্য অধিকার করিয়াও আমারদিগের গবরণর জেনরল বাহাদুর সতর্কতা প্রযুক্ত এক ঘোষণা দ্বারা গোরা সৈন্য ও সেনানী গণের অঙ্গনাগণকে আপন২ স্বামী সমভিব্যাহারে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতে নিষেধ করেন কিন্তু সের সিংহ প্রভৃতি শীক সরদারগণকে সম্প্রতি বন্দী করিয়া শ্রীযুত আপন পূর্ব্ব আদেশ খণ্ডন পূর্ব্বক ডেরাজাট এবং হাজারা প্রদেশ ভিন্ন বিবি দিগকে ইচ্ছামতে আপন২ ভর্ত্তা সঙ্গে অবস্থান করিতে অনুমতি দিয়াছেন এতদ্দ্বারাই বুঝিতে হইবেক আমারদিগের প্রধান মহাশয় সেরসিংহকে ধৃত করিয়া পঞ্জাবে পুনরুপদ্রবের শঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বাই জেন্টেলমেন্স গেজেট পত্রে লেখে আওনিয়ান দেশীয় লোকেরা পুনর্ব্বার ব্রিটিস অধীনতা পরিত্যাগ করণোদ্যোগী হইয়াছে, কথিত হয় ইহাতে রুষিয়ান রাজ্যের গোপনীয় ইঙ্গিত থাকিবেক, নচেৎ বিনাকারণে এমত প্রবলতর গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হয়।

হায়দ্রাবাদের সমাচারে বিদিত হইল তথায় দিন২ অরাজকা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং নেজাম বাহাদুরের ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে অনেকে অনুমান করেন ব্রিটিস গবর্ণমেন্টকে অবিলম্বে তদ্রাজ্যের অবস্থার প্রতি নেত্রপাত করিতে হইবেক।

মেডিটেরোলিও নামক এক পত্রানুবাদ যাহা হরকরা পত্রে প্রকাশ হইয়াছে তদ্দৃষ্টে অবগতি হইল ফ্রান্স, রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রুষিয়া, এবং নেপোল্‌স রাজ্যে সকল ঐক্য সংস্থাপন করিবেন এবং কথিত হয় ফ্রান্স, রুষিয়া এবং অষ্ট্রিয়া নেপোল্‌স সহকারে, ইংলণ্ডের প্রতিযোগী রণতরী সকল প্রস্তুত করিতে পারিবেন, ফলে ব্রিটিস প্রবলতার প্রতি উক্ত রাজ্যপালগণের অধিক ঈর্ষা জন্মিয়াছে ইহাতেই ইহা বলিতে হয়।

বিলাতীয় হোম নিউস নামক সমাচারপত্রে জনশ্রুতিক্রমে লিখিত হইয়াছে ইণ্ডিয়া হৌসের বিচক্ষণবর সম্পাদক মেলবিল সাহেব ভারতবর্ষীয় রেইল ওএ সকলের প্রধান তত্ত্বাবধারক পদে মনোনীত হইয়াছেন।

মান্দ্রাজ স্পেকটেটর পত্রে প্রকাশ হয় বিলাতস্থ বোর্ড আফ কন্ট্রোলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা সম্প্রতি মান্দ্রাজ রাজ্যে লৌহময় পথ নির্ম্মাণে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন, কলিকাতা এবং বোম্বাই রাজ্যের এতৎ অপূর্ব্ব বর্ত্ম হইতে কিরূপ উপকার সম্ভব তাহা পরীক্ষা করিয়া পরে মান্দ্রাজের পথে হস্ত প্রদান করিবেন উক্ত মহাশয়দিগের ইহাই অভিপ্রায় হইয়া থাকিবেক।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৬৮১ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবরণর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল১৭ আক্তোবর।

কটক প্রদেশের আবকারীয় সুপরিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহক শ্রীযুত বাবু নরসিংহচরণ দাস ও শ্রীযুত মুন্সী আবদুল রউফ আবকারীর আইনানুসারে মোকদ্দমার বিচারার্থে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কটক ও পুরীতে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি বালেশ্বরে ১৮৩৩ সালের ৯আইনানুসারে ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছুটী।

১১ আক্তোবর।

বেহারের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত জি জি বালফোর সাহেব আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এচ রোস সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া ছুটী বিষয় শুদরা বিধির ১১ ধারানুসারে এক মাসের ছুটীপাইয়াছেন তাহার অনুপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত রোস সাহেব বেহারের মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

কাশিয়া পর্ব্বতে পোলিটিকাল এ

জেন্ট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এচ ইংলিস সাহেব আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ট জি এন কের সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার পনপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত কের সাহেব তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

প্রণামাঃ শতসহস্র নিবেদন মেতৎ। ১৮৪৯ সালের ২০ সেপ্তেম্বর দিবসীয় সম্বাদ ভাস্করে কোন জবন সন্তানোক্ত জেলা ঢাকার বাঙ্গালা বাজার নিবাসি অশেষ গুণসাগর মহামহিম শ্রীযুক্ত ডেপুটী কালেকটর বাহাদুরের প্রতিক আচরণ বিবরণাবগতি হওয়াতে পরম দুঃখিত হইলাম যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও সুশীলতা ও সুবিচারকতাতে অখণ্ড প্রতাপ রাজ্যেশ্বর গবর্ণমেণ্টের সমাদরণীয় তৎপ্রতি অনাদর অবশ্য খেদজনক অতএব জবন সন্তানের মিথ্যালোচনার প্রত্যুত্তর সংক্ষেপে নিবেদন পূর্ব্বক প্রার্থনা যে মহাশয়ের অতুল্য ভাস্করপত্রে স্থান দানাজ্ঞা প্রদান হয়।

জবনসন্তান লেখেন ডেপুটি বাহাদুর জেলা ঢাকার দেওয়ানি আদালতের প্রধান আমলা সহ সামাজিকতা মনোবাদ বশত তৎসপক্ষ দল সহিত অহিতাচারী এবং অনিষ্টকারী, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা ও বিপরীত, ফলে দেওয়ানি আদালতের প্রধান আমলা ও তৎধর্ম্মাবলম্বি আমলাগণ প্রভৃতি কতিপয় কারণ বশত ডেপুটি বাহাদুরের হিংসক এবং অহিতেচ্ছু, আদৌ কারণ এই যে উৎকোচ গ্রহণের বিষয়েতে উক্ত আমলা মহাশয়প্রভৃতি ভাগরথীপক্ষে ডেপুটি জহ্নুমুনি, ডেপুটিবাহাদুরদ্বয়াজুজ দস্যুপক্ষে সেকন্দর বাদশাহের ন্যায়, দ্বিতীয় অন্যান্য স্থলে প্রধান আমলাগণ ও তাঁহারদিগের সানুগ্রহিত ব্যক্তিগণের মামেলা মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের প্রবল প্রতাপ নাম ও সম্ভ্রমে এবং অনুরোধক্রমে সত্যাসত্য বিবেচনা বর্জ্জিত স্বকর্ম্ম সাধন হয়, ডেপুটি বাহাদুরের সমীপে তাহার একও খাটে না, এবং অযথার্থ শব্দের অকার বর্ণও লেখনী অগ্রে ধারণ হইতে পারে না, তৃতীয় প্রধান আমলা মহাশয় প্রভৃতি তাঁতি শুঁড়ি ইত্যাদি অগণ্য গণকেও সম্পত্ত্যনুরোধে সমাজভুক্ত করিয়াছেন, ডেপুটী বাবু স্বধর্ম্ম প্রতিপালন গৌরবে তৎপক্ষে বিপক্ষ আছেন, অধিকন্তু আমি জানি ঢাকা জিলাতে প্রধান আমলা মহাশয় প্রভৃতি এবং জমীদারগণ আপনাপন জমীদারী উপলক্ষে নিরপেক্ষ সরকার বাহাদুরের অনেক বিত্ত হরণ পূর্ব্বক বিনাপত্তিতে বিনিময় করিতেছিলেন, আমলা মহাশয়দিগের অনুরোধে ও চতুরতা এবং অন্য জমীদার মহাশয়দিগের দাতব্য বলে কস্মিনকালেও কোন মহাশয় তাহা ধৃত করিতে পারেন নাই ইদানীং অপক্ষপাতি ধর্ম্মিষ্ঠ ডেপুটি বাহাদুর যথা নখাঘাতে বিদীর্ণ করণপূর্ব্বক ভক্ষিত দ্রব্য বহির্গত করিতেছেন, প্রণিধান করুন তস্কর কারাবদ্ধ হইলে থাগিদারের প্রতিপালনের ব্যাঘাত হইয়া থাকে, সুতরাং জমীদার ও আমলা তাবৎ ডেপুটি বাহাদুরের বিপক্ষ আছেন, আপনি বুঝিতে পারেন শত ভুষ্টাচারি মধ্যে এক শ্রেষ্টাচারির কি দশা, এবং সংবাদে দ্বিতীয় এক খেদ উপস্থিত হইল পূর্ব্বে ঢাকার সদর মুন্সেফিতে যে সমস্ত মহামহিম ছিলেন তৎকালীন প্রধান আমলা মহাশয়গণ প্রভৃতির অনুরোধে অনেক কর্ম্ম সাধন হইত গরীব প্রজাগণ ব্যতীত তাবতই সন্তুষ্ট ছিলেন, ইদানীং শ্রীযুত বাবু অভয়াকুমার দত্ত তৎপদাভিষিক্ত হওনে সে মার্গে কণ্টক প্রবিষ্ট, বোধ করি এ যন্ত্রণাতে মহামহিম মহাশয়েরা কিয়ৎকাল পরে মুন্সেফ বাবুর পক্ষেও বা এ বাণক্ষেপণ করান।

নেড়ে ভায়া যে ভয় প্রদর্শন করাইতেছেন ডেপুটি বাহাদুর স্ববিচারে এবং অনুরোধ ক্রমে উপরিস্থ হাকিমগণের বিচারে প্রজাকুল প্রতিকূলাচরণে দৌরাত্ম্য করাতে তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টে বাদী হওনাশ্বাসে প্রজাবর্গ দলবদ্ধ হইতেছে, ইহা ভায়ার বুদ্ধির ভ্রান্তি, ডেপুটি বাহাদুর মোমের পুত্তলিকা নহে যে অক্লেগলিবেক, অনেক মিঞা সদর পর্য্যন্ত দৌখিয়াছেন যথার্থ বিচার কোথাও অন্যথা হয় না, বরং আমি জানি কোনং বিষয়েতে ডেপুটি বাহাদুর দ্বারা কলিকাতাস্থ হাকিমানের ভুলশুধরণেসরকার বাহাদুর স্ববিত্ত প্রাপ্ত হইয়া ডেপুটি বাহাদুরের প্রশংসা করিয়াছেন, বাস্তবিক তস্করাচারি জমীদার ও বিধর্ম্মাচারি আমলা ব্যতীত গরীব প্রজাগণ পরমাহ্লাদিত আছে, আমি সম্পূর্ণ সাহস করি যদি সদরবোর্ডের প্রবলপ্রতাপান্বিত সুবিচারক ধর্ম্মাবতার হাকিমান শ্রীলশ্রীযুক্ত রিকট সাহেব প্রভৃতি ঢাকার জেলাতে পদার্পণ পূর্ব্বক গ্রামেং স্থানেং ঘোষণা দ্বারা অথবা যে প্রকারেচ্ছা ডেপুটি বাহাদুরের ব্যবহারের তদন্ত করেন তবে অবশ্য ডেপুটি বাহাদুরের পরিশ্রম সফল এবং ধর্ম্মিষ্ঠ দিগের ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, যাহাহউক, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করি শুনাগেল ঢাকা জেলার সুবিচারক ধর্ম্মশীল কালেকটর শ্রীযুত টাটনহেম সাহেব ডেপুটি বাহাদুরের কৃত কর্ম্মদৃষ্টে তাঁহার বর্ত্তমানাবস্থার নিরূপিত ৫০০ টাকা মাসিক বেতন অতিরিক্ত ১০০ টাকা বৃদ্ধির রিপোর্ট করিয়াছেন, আমি বুঝিতে পারি না যে জবন সন্তান কি প্রকারে এমত প্রশংসিত ব্যক্তির নিন্দা রটনা করিলেন, না হবে কেন, গোখাদক দেহ, বুদ্ধিও তৎপ্রায়ই বটে।

নেড়ে ভায়া আরো লিখিয়াছেন ডেপুটি বাহাদুর গরীব সন্তান, ভূমি ক্রয় করাতে নিতান্ত লালসা, টাকা বাহির করাতে ও সাহস পান না, ইহা এক প্রকার স্বকপ বলা যাইতে পারে কারণ ডেপুটি বাহাদুরের পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বেং নওয়াব সরকারে প্রধান প্রধান কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং ডেপুটি বাহাদুর ও চিরকাল অখণ্ড প্রতাপ কোম্পানি বাহাদুরের সরকারে প্রধানং কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কেহ কোনকালে অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম বান এবং ধনবান হইতে পারিলেন না, অন্যান্য ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্রং বেতনে চাকরী করিয়াও আপনং চতুরতা ও ধাম্মিকতা ইত্যাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করত ক্রিয়ংকালেরা মধ্যে রাজ্যেশ্বর লক্ষেশ্বর হইয়া দান বিতরণ ইত্যাদিতে ধিংশব্দ পাড়িয়াছেন, সুতরাং কলিকাল উপস্থিত, ডেপুটি বাহাদুর ঐ সকল ব্যক্তির নিকট অপ্রশংসিত, বাস্তবিক আয় না করিতে পারিলে ব্যয় করার সাহস কোথা হইতে কি প্রকারে করিবেন কিন্তু নেড়ে ভায়া যে লেখেন ডেপুটি বাহাদুর শত টাকা মূল্যের ভূমি পাঁচ টাকাতে কিম্বা প্রকারান্তে নেওয়ার চেষ্টা করেন, ইহা সাহেবের ভ্রান্তি, সম্পাদক মহাশয়, প্রণিধান করুন, যে ডেপুটি কালেকটর প্রকারান্তরে জমী নেওয়ার চেষ্টিত তাঁহাকে জমীদার এবং আমলা মহাশয়েরা কখনো অস্বীকার হন না, তদ্রূপ ডেপুটিবাবুরপ্রতিও দাড়িধারিভায়া এমত উক্তি লিখিতেন না, বোধ করি লেখক ভায়া যে সমস্ত পরীক্ষাদায়কগণ প্রথম দিবসের পরীক্ষাতেই, ** হস্তে বনং বুজেৎ, তন্মধ্যেরই কোন ব্যক্তি হইবেন নচেৎ কখনো এমত বক্তৃতা করণ সম্ভব ছিলনা।

ডেপুটি বাহাদুর তাঁহার ভাগিনাকে নছিরাবাদের ফৌজদারীর সিরিস্তাদারী হইতে ঢাকাতে আনায় চেষ্টিত ভয়েতে প্রধান আমলাগণ ভীত থাকার যে সংবাদ লেখেন এ তাঁহার ভ্রান্তি, পরমেশ্বর সিরিস্তাদার বাবুকে যেপ্রকার অসাধারণ গুণ প্রদান করিয়াছেন ডেপুটি বাহাদুরের চেষ্টা ব্যতীত ও তাঁহারবৃদ্ধি হইবেক, আমলামহাশয়গণ ইহাও নিশ্চিত জানিবেন যদি কালীনাথ ঘোষ প্রার্থনা করেন তজ্জন্য ডেপুটি বাহাদুরকে ভয় করার কোন কারণ দেখা যায় না তবে তস্কর কোতওয়ালকে ভয় করিয়াই থাকে জানিবেন ইতি সন ১২৫৬। ৪ কার্ত্তিক।

সেবকাধম।

শ্রীউচিতরাম দাস।

জিলা ঢাকা।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীন প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাত র্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য মায়ংক্ষণো দোষপ্রান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হ্বস্থান মত্রোচিতম।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্দৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।
নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্মগুণানুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএয় বিলসন্মঞ্জু রুররর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৮৪ সংখ্যা ১১বালম হং ১৮৪৯সাল ৩০ আক্তোবর। দানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলবাজ ব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬সাল ১৫কার্ত্তিক মঙ্গলবারমূল্য মাসে ১টাকা আগাম ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, একপথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খৃষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্য প্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হই খৃষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ৩১৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তারমূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব[illegible]করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকং স্তুত করিয়াছিলামঅতএবএইগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে শ্রীযুত বাবু শশিভূষণ শীল যিনি মেডিকেল কালেজে সুশিক্ষিত হইয়া প্রতিষ্টাপত্র পাইয়া ডাক্তর হইয়াছেন তিনি এক ঔষধালয় করিয়াছেন তাহার ঔষধালয়ে উৎকৃষ্ট টাটকা ঔষধ সকল অন্যত্রাপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রী হয়, এবং বাবু আপনি সময়মত রোগিদিগের বাড়ীতে যাইয়া চিকিৎসা করেন, রোগি দিগের বাড়ীতে গেলে অন্য ডাক্তরেরা প্রত্যেক বারে চারি টাকা লইয়া থাকেন শশিভূষণ শীল দুই টাকা লইবেন, এতদ্ভিন্ন দরিদ্র রোগি দিগের স্থানে কারো নূন লইতে মানস করিয়াছেন, শশিভূষণ শীল উত্তম চিকিৎসক অতএব যাঁহারদিগের আবশ্যক হইবে শশিভূষণশীলকে আহ্বান করিবেন।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

৩৮ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ডরেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

সদর বোর্ডরেবিনিউর হুকুমক্রমে বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের গত মাসের ৩১ তারিখের ৭১৯ নম্বরী পত্রের ২। ৩।৪ দফার চুম্বক তোমার নিকটে পাঠাইয়া আদেশ করিতেছি যে তোমার দপ্তরের সম্পর্কীয় কাগজ পত্রের নকল দেওনের সময়ে তাহার মধ্যের লিখিত উপদেশানুসারে কার্য্য কর এবং তোমার অধীন কার্য্যকারকদিগকে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দেও।

জি প্লৌডন।

সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।

ফোর্ট উলিয়ম।

১৮৪৯। ১১ সেপ্তেম্বর।

রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টে সদর বোর্ডের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব ১৮৪৯ সালের ৩১ আগস্ট তারিখে ৭১৯ নম্বরী যে পত্র লেখেন তাহার চুম্বক।

২ দফা। দৃষ্ট হইতেছে যে ১৮৪৪সালে কোন এক ব্যক্তি একটা পেনস্যনের উত্তরাধিকারী হইবার দাওয়া করিয়া কহিল যে ঐ পেনস্যন মৌরুষীরূপে ধার্য্য হইয়াছিল। তাহার দরখাস্তের বিষয় সদর বোর্ড গবর্ণমেণ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে বোর্ডের প্রধান মেম্বর পাটল সাহেব কহিলেন যে ঐ ব্যক্তির ঐ পেনস্যনের উত্তরাধিকারিরূপে ভোগ করিবার স্বত্ব আছে। দ্বিতীয় মেম্বর শ্রীযুত লৌহস সাহেব কহিলেন যে তাহার স্বত্ব নাই। প্রত্যেক মেম্বর সাহেব আপনার মত যুক্তির দ্বারা পুষ্ট করিলেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিলেন। ঐ ব্যক্তি এক্ষণে বোর্ডে দুই বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছে প্রথম এই যে বোর্ডের সাহেবেরা যে পত্রে তাহার মোকদ্দমার বিষয়ের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে করিলেন তাহার নকল দেন এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ পেনস্যনের আসল দানের বিষয়ে দশসনী বন্দোবস্তের কাগজ পত্রের নকল দেন। বোধ হয় যে ঐ ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে আপনার পেনস্যনের বিষয়ে নালিশ করিতে মানস করে। শ্রীযুত গর্ডন সাহেব উভয় প্রকার কাগজ পত্রের নকল তাহাকে না দিবার পরামর্শ দেন। শ্রীযুত রিকেটস সাহেব উভয় কাগজ দিতে সম্মত আছেন। উভয় মেম্বর সাহেব আপন আপন মতের যে কারণ জানাইয়াছেন তাহা সাধারণ এবং এই প্রকার সকল দরখাস্তের বিষয়ে অর্শিতে পারে। অতএব সাধারণ হেতু ধরিয়া এক্ষণে শ্রীযুত ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের নিষ্পত্তি করিতে হইতেছে।

৩ দফা। কাগজ পত্রের নকল দেওনের বিষয়ে যে ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে তাহা শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব নিশ্চয় করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার বোধ হয় যে যে ব্যক্তিরদের কোন বিষয়ে ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাহার দিগকে নানা বোর্ডের মেম্বর সাহেবেরদের মতের এবং বাদানুবাদের কাগজ পত্রের নকল না দিবার ব্যবহার নিয়ত আছে। যে ব্যক্তির কোন মোকদ্দমাতে ক্ষতিবৃদ্ধি আছে সেই ব্যক্তির আপন মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম এবং সেই হুকুমের কারণের এক কৈফিয়ৎ পাইবার অধিকার আছে। যে বিষয়ের এক্ষণে উল্লেখ হইল তাহাতে ঐ হুকুম ও তাহার কারণ গবর্ণমেণ্টের হুকুমের মধ্যে লিখিত ছিল এবং দরখাস্তকারী এক্ষণে তাহার নকলের বিষয়ে দরখাস্ত করে না অতএব বোধ হয় যে সে ব্যক্তি তাহা পাইয়া থাকিবেক। কিন্তু মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর বোর্ডের মেম্বর সাহেবেরদে বাদানুবাদের কাগজ পত্রে সে ব্যক্তির প্রকৃত উপকার হইতে পারে না। এই উল্লেখিত বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরদের রিপোর্টের মধ্যে বাস্তবিক কেবল প্রত্যেক জন মেম্বর সাহেবের মনভিন্ন আর কিছু লেখা ছিলনা। এবং যদ্যপি শ্রীযুত বোধ করেন যে এই গতিকে ঐ সাহেবেরদের ঐ মতের নকল দরখাস্ত কারিকে দিলে কিছু অনিষ্ট হইবেক না তথাপি তাঁহার বোধ হয় যে চলন ব্যবহার বজায় রাখিলে ভাল হয় এবং তিনি ঐ ব্যবহার হিত কারক বোধ করেন। অনুভব হয় যে দরখাস্তকারী তৎ সময়ে আপনার দরখাস্তের ফলের বিষয় সম্পূর্ণ রূপে অবগত হইয়াছিল এবং তাহা বিনা তাহার আর কোন বিষয়ে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

৪ দফা। কিন্তু শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব বোধ করেন যে দশসনা বন্দোবস্তের কাগজ পত্রের যে নকল দরখাস্ত কারী চাহে তাহার বিষয়ে অন্যমত বিবেচনা করিতে হইবেক। ঐ কাগজ পত্রের উপর দরখাস্তকারির মোকদ্দমার নিভর আছে অথবা হইতে পারে। ঐ কাগজপত্র যুক্তি সম্পর্কীয় পত্র নহে কিন্তু প্রমাণ। যে ব্যক্তিরদের কোন মোকদ্দমায় ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাহারা যেমত কারী নিদর্শন পত্র প্রমাণ স্বরূপ আমলে আনিতে চাহে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সেই দলীল লইয়া ব্যবহার করিতে চাহিলেও সেই নিদর্শন পত্র তাহারদিগকে দিতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র আপত্তি নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট বোধ করেন যে কোন ব্যক্তির দাওয়া যথার্থ তবে সেই দাওয়া স্বীকার করেন। যদি কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের উপর আদালতের মধ্যে দাওয়া করে এবং ঐ আদালতের হুকুম মতে তাহা যথার্থ বোধ হয় তবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন অনিষ্ট নাই। শ্রীযুত বোধ করেন যে এই প্রকার দলীল দস্তাবেজের নকল দিবার ব্যবহার আছে এবং তিনি বোধ করেন যে সেই ব্যবহারে কিছু আপত্তি নাই।

যথার্থ নকল।

জি প্লৌডন।
সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৯। ১১ সেপটেম্বর।

---

৩৯ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

গত মাসের ২৮ তারিখে ৫৬৭ নম্বরী ছোট সেক্রেটারী শ্রীযুত সিটনকার সাহেবের পত্রের উপলক্ষে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে তোমার এলাকার মধ্যে পাঠশালার ছাত্রের দিগকে এতদ্দেশীয় শিক্ষার পুস্তক দিবার বিষয়ে যে ব্যবহার চলন আছে তাহার বিষয়ের রিপোর্ট কর এবং সেই নিমিত্তে ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ সালের যে যে টাকা বাকী আছে এবং পুস্তকের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যায় নাই তাহা জ্ঞাপন কর এবং ঐ পুস্তকের নগদ মূল্য দিবার হুকুম থাকিতে তাহার মূল্য কি নিমিত্তে এই পর্য্যন্ত বাকী পড়িয়াছে তাহার কারণ জানাও

জি প্লৌডন।
সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৯। ১১ সেপটেম্বর।

৫৬৭ নম্বর।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারী শ্রীযুত জি প্লৌডন সাহেবের প্রতি বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত ছোট সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৯। ২৮ আগষ্ট।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেবের আদেশ ক্রমে জ্ঞাত করিতেছি যে গবর্ণমেণ্টের পুস্তকের এজেণ্ট সাহেব যে রিপোর্ট করিয়াছেন তদ্দারা দৃষ্ট হইতেছে যে ১৮৪৮ সালে ৭,৪৯৫ ৮/৩ টাকা মূল্যের পুস্তক এতদ্দেশীয় ভাষার পাটশালাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে পুস্তক বিক্রয়ের উৎপন্ন কেবল ১,২৫৬।/০ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ৬,২৩৯।।৩ টাকা অদ্যাপি বাকী আছে। ইহাছাড়া ১৮৪৭ সালের ৬,২৯৩ টাকা বাকী আছে।

২। এতদ্দেশীয় পাঠশালাতে পুস্তক দেওনের যে ব্যবহার আছে তাহার বিষয়ের রিপোর্ট করিতে বোর্ডের সাহেবেরদের প্রতি আদেশ হইতেছে। শ্রীযুত বোধ করেন যে যে নিয়মেতে পুস্তকের মূল্যের এত ভারী টাকা আদায় হয়নাই এইমত নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন করণের আবশ্যক আছে।

ডবলিউ সিটন কার।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টে ছোট সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৯। ১১ সেপটেম্বর।

যথার্থ নকল।

জি প্লৌডন
সেক্রেটারী

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রম শোধন।

গত শনিবাসরীয় ভাস্করে পামর সাহেবের বিষয়ের প্রস্তাবে যেং স্থলে "সেমএল পামর" লিখিত হইয়াছে ঐ সকল স্থলে "হেনরি পামর" বুঝিতে হইবেক।

কলিকাতানগরীয় সুপ্রিমকোর্টের বর্ত্তমান শেসনে অত্যাশ্চর্য্য ইওাইট দুই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতে হইবেক বিজ্ঞবর বিচারক মহাশয় কিরূপে ইহা নিষ্পত্তি করেন, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে কয়েক মাস গত হইল আন্দুলাধিপতির নারিকেল ডাঙ্গার বাগান হইতে বাইশ হাজার কয়েকশত টাকার মণি মুক্তাদি অপহৃত হইয়াছিল, ঐ চুরীর দুই দিবস পরে থানা মাণিকতলার দারোগা চোর বলিয়া দুই ব্যক্তিকে ধৃত করেন, এবং তাহারা মৎস্নীয় বড়বাজারে সুপারিপটিতে যাইয়া গোরাচাঁদ শাহার দোকান দেখাইয়া বলে ঐ দোকানে মণি মুক্তাদি বিক্রয় করিয়াছে, পরে দারোগা দোকানের সিন্দুকাদি দেখিয়া একটি পান্নার অঙ্গুরী বাহির করিলেন, এবং ধৃত ব্যক্তিদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া রাজাবাহাদুরের বাগানের নিকটস্থ এক বাগানের পুষ্করিণী হইতে অপহৃত গাড়ু, ডাবর, গামছা উঠাইয়া দিলেন. অনন্তর অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন গোরাচাঁদ শাহা পলায়ন করিয়াছে অতএব তাহাকে না পাইয়া তৎ পুত্র কাঙ্গালি শাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যান, চোরেরা দারোগার নিকট থানায় জোবান বন্দী দেয় রাজা বাহাদুরের দ্রব্যাদি অপহরণপূর্ব্বক গোরাচাঁদ শাহার দোকানে বিক্রয় করিয়াছে, গোরাচাঁদের পুত্র কাঙ্গালি শাহা জোবান বন্দী লিখিয়া দিল চোরেরা তাহারদিগের স্থানে ঐ সকল দ্রব্য ব[illegible] করাখিয়া টাকা লইয়াছে, পরে দারো[illegible] তাহারদিগকে চব্বিশপরগণার মাজিস্ত্রে[illegible] শ্রীযুত এ লিএট সাহেবের সমীপে প্রেরণ [illegible]রেন, মাজিস্ত্রেট সাহেবের সাক্ষাতেও [illegible] রেরা এবং কাঙ্গালি শাহা ঐ রূপ লিখিয়া[illegible] য়াছে, তাহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেব দুই চো[illegible]কে শেসন জজ সাহেবের বিচারে পাঠাই[illegible] দেন, এবং কাঙ্গালি শাহাকে কলিতা নগর[illegible] পোলিসে প্রেরণ করেন, তাহাতে কাঙ্গা[illegible] শাহা কলিকাতার কারাগারে অবরুদ্ধ হ[illegible] এবং কলিকাতা নগরীয় প্রধান মাজিস্ত্রে[illegible] শ্রীযুত পেটন সাহেব আন্দুলাধিরাজবা[illegible] দুরকে আহ্বান পূর্ব্বক তাবৎ বৃত্তান্ত জি[illegible]সা করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত পান্নারঅঙ্গুরী[illegible] ও দেখাইলেন, রাজাবাহাদুর কহিলেন [illegible] মতে এই প্রকার পান্নার অঙ্গুরীও ছিল; [illegible] আরং বিষয়ে যেং ঘটনা হইয়াছে ও[illegible] ও বলিলেন অতএব মেং পেটন সাহেব [illegible] ঙ্গালি শাহাকে সুপ্রিমকোর্টের বিচারেসম[illegible] করেন, তাহাতেই শ্রীমতী মহারাজ্ঞী বিক[illegible] রীয়ার উকীল কৌন্সেলিরা কাঙ্গালি শ[illegible] নামে এক ইণ্ডাইট করিয়াছেন, ইহাতে [illegible] রাণীর পক্ষে সাক্ষী আন্দুলাধীশ্বর, মাণি[illegible] লার দারোগা, চব্বিশপরগণার মাজিস্ত্রেট [illegible] হেব পান্নার অংগুরী ইত্যাদি পক্ষান্তরে [illegible] শ পরগণার শেসন জজ সাহেব দারো[illegible] প্রেরিত দুই চোরকে নির্দ্দোষি বলিয়া [illegible] দিয়াছেন তাহারা মাণিকতলার দারো[illegible] নামে ইণ্ডাইট করিয়াছে তাহারদিগের [illegible] সাক্ষী চব্বিশপরগণার জজ সাহেব, প্র[illegible] রীরা পরস্পর বিরুদ্ধ উভয় ইণ্ডাইট [illegible] গ্রাহ্য করিয়াছেন এইক্ষণে বিচার [illegible] দিব্যজ্ঞান হইতে কি অপূর্ব্ব প্রকাশ [illegible] আমরা চিন্তা করিয়া তাহা নিশ্চয় ক[illegible] পারিলাম না, দারোগা এবং মাজিস্ত্রেট[illegible] যথা সাধ্য চেষ্টা করিবেন চোরেরদের ইণ্ডাইট ব্যর্থ হয় এবং জজ সাহেব চোরদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন তিনিও স্বমত রক্ষাপক্ষ সামান্যে ছাড়িবেন না কিন্তু মাণিকতলার দারোগা চোর বলিয়া যে দুই ব্যক্তিকে ধৃত করিয়াছিলেন আমারদিগের লোকেরা দেখিয়াছে তাহারা ছিন্ন বস্ত্র পরিধায়ি দরিদ্র লোক তাহারা মাণিকতলার দারোগার নামে ইণ্ডাইট করণের খরচা এত টাকা কোথায় পাইল চোরেরা যখন ইণ্ডাইটের খরচা দিতে পারিয়াছে তখন তাহারদিগের পৃষ্ঠে ধনিলোক আছেই আছে কিন্তু আমরা এবিষয়ে আর লিখিতে পারিনা সুপ্রিমকোর্টের বিচার শেষ না হইলে আমারদিগের কোন কথা বলা অন্যায় হয় অতএব এইক্ষণে মৌনাবলম্বন করি।

আমারদিগের পরম বন্ধু লার্ড বেণ্টিঙ্ক মহাশয় এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদের প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক সেবিংস ব্যাঙ্ক নামে সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকে আপনারদিগের অল্প আয় হইতেও কিঞ্চিংং অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন অতএব উক্ত ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের উদ্দিশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন এপ্রযুক্ত আমরা রাজপুরুষগণের ধন্যবাদ পক্ষে অবশ্য বলিব ব্যাঙ্কের নিয়মাদিও উত্তম রূপে নিরূপণ এবং প্রতিপালন হইয়া তজ্জন্যই উপকার দর্শিয়াছে যদিও কদাচিৎ অর্থ সঞ্চয়কারি গণের পক্ষে কিঞ্চিৎ অনিষ্টকর কোন নিয়ম প্রচলিত হয় তথাচ তত্ত্বাবধারকেরা পুনর্ব্বিবেচনা মতে তাহার কোনং প্রকরণ রহিত করেন ইহাতেই সেবিংস ব্যাঙ্কের উন্নতির বাধা হয় না কিন্তু সম্প্রতি তথায় জালচেকের প্রবাহ প্রচার হইবাতে নন্দকুমার বাবুকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত রাখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়গণ ভবিষ্যৎসাবধানার্থ ধার্য্য করিয়াছেন নবীনকর্ম্মকারির নিকট অধিক ধন প্রতিভূ লইবেন কথিত হয় অতঃপর ২৫ সহস্র টাকা গচ্ছিত রাখিয়া ঐ কর্ম্ম করিতে হইবেক, প্রতিভূর আধিক্য সহ কর্ম্মের বেতন বৃদ্ধি হইলে ইহাতে কর্ম্মচারির হানি সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু প্রচার এই যে গবর্ণমেণ্ট বেতন অধিক দিবেন না, তথাপি উপযুক্ত ব্যক্তিরা তৎপদ প্রার্থক হইয়াছেন, ফলে মাসিক ৩০০ শত মুদ্রা ও অল্প নহে তবে অনেক হিসাব রাখিতে হয় এবং অর্থের দায় আর গচ্ছিত অর্থের বৃদ্ধি পরিহার বিবেচনা করিলে এতৎ কর্ম্মের উক্ত বেতন কিঞ্চিৎ ন্যূন বোধ হইতেছে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ব্যয় লাঘব পক্ষে যে রূপ দৃষ্টিপাত করেন তাহাতে এবিবেচনা তাঁহারদিগের মনেই হইবেক না, নবীন কর্ম্মচারির বেতন বিষয়ে আমরা এই মাত্র বলিয়া বর্ত্তমান আফিস এটিং কর্ম্মকর্ত্তার কথা উত্থাপন করি, পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন, সেবিংস ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তা বিশ্বস্থ ও ধনি ব্যক্তি হইবেন বিশ্বাসিত্ব এবং ধনিত্ব প্রতিভূ রাখিয়া পদস্থ হইলেই কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, তথাপি গবর্ণমেণ্ট যে অধিকার্থ প্রতিভূ চাহিতেছেন ইহা আমারদিগের এতদুক্তির আরো প্রতি পোষক হইল অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ ফিরিঙ্গি সাহেবের কোন প্রতিভূ নাই ইহা কি অবিবেচনার কর্ম্ম বলা যায় না, যথায় প্রতিদিন দানাদান হইয়া থাকে তথায় প্রদিনই তঞ্চকতা হইতে পারে, অতএব পূর্ব্বে সাবধানতাবিধেয়া, ইহাতে একটিং সাহেব মনে করিবেন না আমরা তাঁহার প্রতি কোন দোষারোপ করিতেছি, কিন্তু তাঁহার উপর কি প্রত্যয় আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম, নন্দকুমারের কর্ত্তৃত্ব কালীন এক তঞ্চকতা প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে তিনি দোষী কি না বিবেচনা হয় নাই, তথাচ নন্দকুমার বাবু অপদস্থ হইয়াছেন, তৎপরে জনশ্রুত এইরূপ আর এক ব্যতিক্রম ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতেই আমারদিগের অধিক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, ফিরিঙ্গি ভায়ার কর্ত্তৃত্বকালে যদি ব্যাঙ্কের কোন উত্তমর্ণ এইরূপ ব্যভিচারে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং ঐ কর্ম্মকর্ত্তা তৎ প্রদানে অস্বীকার করেন তবে কি গবর্ণমেণ্ট তাহা পূরণ করিয়া দিবেন, ন্যায় মতে তাঁহার দগের ইহা দেয় হয় বটে কিন্তু রেজিষ্টর আফিসের ব্যবহারে আমরা তাহাতে নিভর করিতে পারি না, বিশেষত গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকাশ্য আদেশ ক্রমে ঐ ফিরিঙ্গি ভায়াকে একটিং পদস্থ করেন বাহ তাঁহার রসীদকে অগ্রাহ্য করিলেই বা আমারদিগের কি আপত্তি হইবেক, অতএব আমরা ইহা অবশ্য বলিব গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত কোন বিশ্বাসি ব্যক্তিকে নন্দকুমার বাবুর পদে অভিষিক্ত না করেন তাবৎ কাল উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ কোন ব্যক্তিকে অথবা কোন ধনি লোককে নিযুক্ত করেন, ইহা না করিলে সঞ্চয়কারি গণের মনে আস্থা জন্মিতে পারে না, বরং শুনা যাইতেছে ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অব্যবস্থায় অনেকে আপনং সঞ্চিত ধন তথা হইতে বাহির করিয়া লইতেছেন, অতএব অতি শীঘ্র ইহার প্রতিকার না হইলে পরিণামে ব্যাঙ্কের অকল্যাণ সম্ভাবনা।

দরিদ্র লোকেরদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ।

শ্রীযুত ডাক্তর ডফ সাহেব ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ের জন্য নিমতলাতে যে ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন ঐ ভূমিতে দরিদ্র প্রজাগণ বসতি করিত, সম্প্রতি তাহারদিগের গৃহাদি দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে ভস্ম সর্ব্বস্ব প্রজাকুল ব্যাকুল হইয়া শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুত শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে আর্ত্তনাদ জানাইয়াছিল, ইহাতে দয়াবান দানশীল বাবু তাহারদিগের গৃহাদি নির্ম্মাণার্থ দুই শত টাকা দান করিয়াছেন, অতএব আমরা শিবকৃষ্ণ বাবুকে ধন্যবাদ দিলাম, তাঁহার অনুগ্রহে দরিদ্রেরা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে, সময়বিশেষে অল্প দানেতেও অধিক পুণ্য প্রতিষ্ঠা হয় অতএব প্রসিদ্ধ কবী লেখেন "বরমেকাহুতিঃ কালে না কালে লক্ষ কোটয়ঃ,"।

বিবিধ সমাচার।

ইলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয় পুনর্ব্বার গুমসরে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে গত দুই তিন মাসাবধি চোকরা বিসাইয়ের কতকগুলিন লোক তন্নিকটস্থ উনাগিরী পাঁচগড় গলির এবং বিবলি ইত্যাদি গ্রামের গৃহ সকল দগ্ধ করিয়া প্রায় ২৫২৬জন লোককে হতাহত করিয়াছে চোকরা বিসাই ঘাটিগুদা নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক তত্রস্থ জনদ্বয় সরদারকে হত্যা করিয়াছে অপর গুমসরের রাজত্ব প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত চোকরা বিসাই তন্নিকটস্থ জন সমূহের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহাতে বোধহয় গবর্ণমেণ্ট অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন, যে হেতু তেনলেল গর এবং অথরা নামক স্থানের পর্ব্বতীয় লোক তাহার অনুগামী হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়াছে তাহারা ঐ প্রদেশীয় শান্তি রক্ষক সৈন্য দলের উপর অনেক অত্যাচার করিতেছে বোধ হয় সম্মুখ যুদ্ধ করিলেও তাহাদিগের দমন করা ভার হইবেক।।

আগত সমাচারে বিদিত হইল গুজরাটে এবং মুলতানে মান পূর্ব্বক গত যুদ্ধের ব্যাপার সমাপ্ত হইবায় বিলাতের রাজপুরুষেরা তত্তৎ যুদ্ধের সেনানীদিগের সম্মান বহুমূল করণের নিমিত্তে মেডেল প্রদান করিবেন। অপর পত্রান্তরে ব্যক্ত করে শীলকোট নামক স্থানে যে সকল বিদ্রোহি সরদারেরা ধৃত হইয়াছেন তাহারদিগের নিকট দোস্ত মহম্মদ এবং ছত্র সিংহ ও সেরসিংহ প্রভৃতির স্বাক্ষরিত একখান লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে বৃটিস দিগের বিরুদ্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা পরস্পর সাহায্য করিবেন কেহং অনুমান করেন মহারাজ গোলাব সিংহ তাহাতে গুপ্তরূপে লিপ্ত আছেন কিন্তু ইহা সাধারণের বিশ্বাসজনক নহে যেহেতু তিনি বৃটিস পক্ষের পরাক্রম এবং সরদার দিগের দুর্ব্বলতা বিশিষ্ট রূপে দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞাত আছেন আর বিপক্ষদিগের পক্ষ হইয়া আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিবেন ইহা কোন মতে সম্ভাব্য নহে কারণ তিনি অতিশয় চতুর এবং দূরদর্শী কোন বিষয় ঘটনা হইবার অগ্রেই তাহা অনুমান করিতে পারেন পরন্তু ইহাতে দোস্ত মহম্মদের লিপ্ত থাকিবার বিষয় যাহা জল্পনা হইতেছে ইহা যদি কল্পনা মাত্র না হয় তবে কাবোলে পুনর্ব্বার সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা. কিন্তু মৃত আকবর খাঁ কর্ত্তৃক রাজপুরুষেরা পূর্ব্ব সমরে যে রূপ অমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইলে হৃৎকম্প হয়, ফলত আমরা অনুমান করি রাজপুরুষেরা কাবোলাধিপতির বারম্বার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া মৌনাবলম্বন করিবেন না—

দিল্লীগেজেট লেখে লেপ্টনেণ্ট গবরণর শ্রীযুত তামসন সাহেব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া শিমলা শিখর হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ২০ আক্টবর তারিখে দিল্লী রাজনগরে উপস্থিত হন কথিত আছে তথায় দিনেক দুই দিন অবস্থান করিয়া আগ্রা নগরে যাত্রা করিবেন।

দিল্লী আদি প্রদেশে প্রজাগণ পূর্ব্বানুমিতাপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন হই

বাতে তথায় তন্দুলাদি ক্রমে সুলভ হইতেছে বিশেষত হৈমন্তিক শস্যের উত্তমাবস্থা দর্শনে সকলেই প্রত্যাশা করিতেছেন অচিরাৎ গম এক মোন এবং ৫০ সের অথবা ১॥ মোন ছোলা এক টাকায় বিক্রয় হইবেক।

শ্রীযুত গবর্নর জেনরলের বারাণসীস্থ এজেন্ট মেজর মেকগ্রিগর সাহেব পঞ্জাব রাজ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন লিখিত হয় তিনি ১ নবেম্বরে তদ্রাজ্যে প্রস্থান করিবেন, মেকগ্রিগর সাহেবের পদে কোন মহাশয় নিযুক্ত হইবেন তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই।

গত ৩৫ বৎসরাবধি জর্ম্মনি রাজ্যে এই ভবিষ্যৎ বাণী প্রচলিত হইয়াছিল, ১৮৪৮ সালে রাজা হইবনা, ১৮৪৯ সালে সৈন্য হইবনা, ১৮৫০ সালে করগ্রহণক হইবনা ১৮৫৯ সালে যাহা ইচ্ছা তাহাই হইব, ফলে ১৮৪৮ সালে তদ্ভূপালেরা এতদ্রূপে দুরবস্থাগ্রস্ত হন এবং বর্ত্তমান ১৮৪৯ সালে যে রূপ যুদ্ধাদি সংঘটন হইয়াছে এবং হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে উক্ত বাণীর মর্ম্ম বিলক্ষণ রূপ রক্ষা পাইয়াছে।

লাহোর রাজ্যের বৃটিস সৈন্যচয় এতদিনের পর পরিবর্ত্তন হইল।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক লিখিতেছি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তত্রস্থ ডাকের কর্ম্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন ব্যক্ত হয় তথায় এক নবীন নিয়মাবধারণ করিয়াছেন যে সকল পত্র মধ্যে অর্থ থাকিবেক তাহা যে পোষ্ট আফিস হইতে যাইবেক তথায় তাহা রেজিষ্টরী করিতে হইবেক, এতদ্দ্বারা ডাকের চুরী নিবারণের সম্ভব বটে।

দুরন্ত দারোগা মর্দ্দন বৃত্তান্ত
মাজিষ্ট্রেট।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

সম্পাদক মহাশয়, আপনকার লেখনীকে লক্ষ২ প্রণাম, সর্ব্বনাশিনী লেখনী যাহার প্রতি ইঙ্গিত করেন তাহার নিস্তার নাই, কালীঘাটের দারোগার এবং অন্যান্য কয়েক জন দারোগার প্রতি মহাশয় কটাক্ষ করিয়াছিলেন তাহা যেন উপরিস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছিল সেইক্ষণে থাকেতেই কি দারোগাদিগের অনেকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল, মাণিকতলার দারোগার চালাকী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু আন্দুলাধিপতির ২২ হাজার টাকার দ্রব্যাদি ঐ দারোগা উড়াইয়াছেন, কালীঘাটের দারোগা উৎকোচ গ্রহণ করেন আপনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা বেদবাক্যের ন্যায় সপ্রমাণ হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এলিএট সাহেব ভাস্কর দেখিয়া সন্ধানে২ ছিলেন ঐ দারোগার ঘুস দোষ প্রকাশ করিবেন, ইতোমধ্যে তাঁহার নিকট সমাচার আসিল কালীঘাটের দারোগা উৎকোচ লইয়া জুয়াখেলিতে দেন, তাঁহার থানার অতি নিকট এক বাড়ীতে জুয়াখেলা হইতেছে. মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে জুয়াখেলা স্থলে আপনি যান এবং স্বচক্ষে দেখিয়া জুয়াখেলকদিগকে ধৃত করিয়া কারাগারে পাঠান, তৎপরে থানায় যাইয়া দারোগাকে ডাকাইলে দারোগা কহিলেন তিনি রাত্রিতে কোন ব্যক্তির কথা শ্রবণ করেন না, যাহার যে কথা থাকে কল্য আসিয়া বলিবে, এই কথা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব দারোগার গৃহের মধ্যে যাইয়া তাহাকে দাড়িধরিয়া বাহিরে আনিলেন, এবং মোহরাদি কাড়িয়া লইয়া দারোগাকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন, ইহার পরে দারোগার দোষের বিচার হইবে, চব্বিশ পরগণার অধীন দারোগাদিগের মধ্যে অধিকাংশই লম্পট এবং চোরেরদের খাতিদার, ঐ সকল দারোগারা রজনীযোগে উপপত্নীদিগের সহিত প্রমোদ করেন, চোরেরা চুরী ডাকাইতী করিয়া তাঁহারদিগের নিকট দ্রব্যাদি আনিয়া দেয়, তাহার কিয়দংশ তস্করগণকে দিয়া প্রায় সকলি আপনারা লন. পরে আপনারদিগের দোষ পরিহারের জন্য কোন২ সামান্য দ্রব্য নির্দ্দোষ লোকদিগের বাটীতে ফেলিয়া তাহারদিগকে ধৃত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের সমীপে সমর্পণ করেন, দারোগারা এই চতুরতা দ্বারা মেং মিটিন সাহেবকে ভুলাইয়া ধনী হইয়াছেন, অতএব আমি শ্রীযুত এলিএট সাহেবকে সন্ধান বলিতেছি এক২ রাত্রিতে ছদ্মবেশে এক২ থানায় যাইয়া দারোগারা কোথায় থাকেন দেখিবেন, ইহা হইলেই জানিতে পারিবেন দারোগারা তাঁহার স্কন্ধে কাঁঠাল রাখিয়া কি প্রকার চতুরতায় কোয় ভক্ষণ করিতেছেন এবং বোধ হয় পয়সার কারবারি দারোগার সঙ্গেও এলিএট সাহেবের সাক্ষাৎ হইবে, দারোগারা দিবারাত্রি থানায় থাকিবেন গবর্ণমেণ্টের এই আইন, কিন্তু পয়সা ব্যবসারি দারোগা থানার নিকট দোতালা এক বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, সেই বাড়ীতে এক উপপত্নী আছে তাহার ব্যয় মাসে ২০০ টাকা, এবং ঐ বাড়ীর মধ্যে দারোগা তিন ঘোড়া একখানা গাড়ি রাখিয়াছেন, ঘোড়া গাড়ি ও রক্ষকাদির ব্যয় মাসে ৮০ টাকার ন্যূন নহে কিন্তু দারোগার বেতন ৫০ টাকা, অথচ ৩০। ৩২ হাজার টাকার পয়সার কারবার হইতেছে, ইহা ব্যতীত অনেক টাকার কোম্পানির কাগজ করিয়াছেন অতএব শ্রীযত এলিএট সাহেব সে দারোগাকেও দেখিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, আমি এলিএট সাহেবের ধন্যবাদ না করিয়া মনঃ স্থির করিতে পারি না, ঐ সাহেব হইতে এক বিষয়ের সূক্ষ্ম দোষ প্রকাশ হইয়াছে, নবাবগঞ্জের দারোগা এক গরীব প্রজার সুন্দরী স্ত্রীকে বাহির করিয়া সম্ভোগ করিতে ছিলেন, শ্রীযুত মিটিন সাহেব দারোগার মিথ্যা সাক্ষিদিগের বাক্যে ভুলিয়া সত্যবাদি দরিদ্র আবেদককে মিথ্যা বাদী বলিয়া জেহেলে দিলেন এদিগে দারোগা জয়ী হইয়া ঐ গরীবের স্ত্রীকে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন পরে মিটিন সাহেব জজ হইয়া তৎপদে বসিতে২ কমিস্যনর হইয়াছেন, এলিএট সাহেব মাজিস্ত্রেটি কর্ম্মে বসিলেন, ইত্যবকাশে ঐ গরীব কারামুক্ত হইয়া তাহার মর্ম্মান্তিক যাতনার বিষয় এলিএট সাহেবের গোচর করে, এলিএট সাহেব তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন মনের কথা কহিতেছে অতএব সাহেব তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাত্রি দুই প্রহর সময়ে নবাবগঞ্জের থানায় যাইয়া উপস্থিত হয়েন এবং জিজ্ঞাসা করেন দারোগা কোথায় আছেন, তাহাতে থানার লোকেরা দেখাইয়া দিল দারোগা অন্য এক বাটীতে ঐ দরিদ্রের স্ত্রীর সহিত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তথা হইতে দারোগাকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিলেন, প্রজার স্ত্রীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের স্বামি পরিত্যাগ বিষয়ে কোম্পানি বাহাদুরের যে বিধি আছে স্ত্রীলোকেরা যদি বলে স্বামিকে চাহে না তবে যাহাকে চাহে তাহার নিকট থাকিতে পারিবে চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেআইন মত চলেন নাই, ঐ বিধির সাহসেতেই এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা কথায়২ স্বামি পরিত্যাগ করে, এবং রাজশক্তিধারি লম্পটেরাও দরিদ্র লোকদিগের স্ত্রীগণকে বাহির করিয়া সুখভোগ করিতেছেন, সম্পাদক মহাশয়, এইক্ষণে আপনি শ্রীযুত এলিএট সাহেবকে কি বলিবেন, আমার অনুমান হয় গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করিবেন গবর্ণমেণ্ট এলিএট সাহেবকে কলিকাতার মাজিস্ত্রেটি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, কিন্তু এলিএট সাহেব যে দুরন্ত দারোগাদিগের কৃতান্ত ইহাতে মহাশয় কোন আপত্তি করিবেন না এবং শ্রীযুত মিটিন সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট কমিস্যনর করিয়াছেন ইহাতে আপনি লিখিয়াছিলেন মিটিন সাহেব বিচার সম্পর্কীয় কর্ম্ম শিক্ষা করেন নাই তিনি কমিস্যনর হইলেন ইহার পরে ঐ কমিস্যনর সদরে আসিবেন তবেই সদর দেওয়ানি আদালতে চলচেরা বিচার হইবে, আপনকার এলেখার এই এক পোষক প্রমাণ হইল, মিটিন সাহেব নবাবগঞ্জের দারোগার অত্যাচার বুঝিতে পারেন নাই প্রজার পক্ষে অবিচার করিয়াছিলেন, এলিএট সাহেব সুবিচার করিয়া দারোগাকে পদচ্যুত করিলেন, প্রজার স্ত্রী প্রজাকে দিলেন, অপক্ষপাতি বিচারক পাইলেই প্রজা সকল সন্তুষ্ট থাকেন অতএব চব্বিশ পরগণার প্রজাগণ এলিএট সাহেবের ধন্য বলিতেছেন, সম্পাদক মহাশয়, আমার পত্র দীর্ঘ হইল এই বলিয়া পরিত্যাগ করিবেনা, আমি মহাশয়ের লেখনীর শিষ্য আপনকার লেখনীকে কোটি২ প্রণাম।

কস্যচিৎ উকীলস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকত্তার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীন প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রান্ত বেবোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে ২বস্থান মত্রোচিতম।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বিবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

৯১ সংখ্যা। ১১বালম হং ১৮৪৯ সাল ১৫ নবেম্বর। দানাশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজাব্দ ৪৮২বাঙ্গাল।১২৫৬সাল১ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতবার মূল্য, মাসে ১টাকা আগাম ৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না। আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠালে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব ঐ গ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

রিসিবর আফিস।

বাজার ইজারা।
নবকৃষ্ণ মিত্রদিগর বাদী
হরিশ্চন্দ্র মিত্রদিগর প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযত মারিস ফিট জেরেল্ড সেগুস সাহেব আগামি ২১ নবেম্বর বুধবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় তাঁহার আফিসে সহর কলিকাতার চাঁদনিচক বাজারের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন তাহারা ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।
রিসিবর আফিস কোর্ট হৌস।
১ নবেম্বর ১৮৪৯ সাল।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।
ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ২০ আক্তোবর।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের লেজিসলেটিব সিরিস্তায় ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ২০ আক্তোবর তারিখে যে কার্য্য করেন তাহার পশ্চাৎ লিখিত বিবরণের চুম্বক সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ পূর্ব্বাপেক্ষা সুগমমতে আদায় করণের আইনের যে মুসাবিদা ১৮৪৯ সালের ১২ মে তারিখে প্রস্তাবিত হয় ও ১৮৪৯ সালের ৫ জুন তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল।

নির্দ্ধারিত। হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে উক্ত বিষয়ি আইনের নীচের লিখিত শুধরা মুসাবিদা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল আক্ট।
কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সুগম মতে আদায় করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্যে যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বিস্তার করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

১৪ ধারা। এরূপ প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবের সময়ক্রমে যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে আদালতের বেইলিফী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত বেইলিফে হুকুম করেন তদপেক্ষা অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেক না। এবং ঐ সকল সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে এইমত নিযুক্ত কোন বেইলিফকে সসপেণ্ড অথবা তগীর করিতে পারেন, ইতি।

১৫ ধারা। ঐ বেইলিফ জজ সাহেবেরা যত কাল নিরূপণ করেন ততকাল আদালতের প্রত্যেক বৈঠকে হাজির হইবেক এবং আদালত হইতে যে সকল সমন ও হুকুম দেওয়া যায় এবং যে সকল ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও রিট অর্থাৎ পরওয়ানা বাহির হয় তাহা জারী করিবেক এবং ঐ২ কার্য্য নির্ব্বাহ করণে আদালতের কার্য্যের রীতির নিয়মের২ অনুসারে সময়ক্রমে যে সকল সাধারণ বিধি হয় তদনুসারে কার্য্য করিবেক ইতি।

১৬ ধারা। উক্ত আদালতের কোন ক্লার্ককারক যদি আপনি অথবা আপনার কোন বখরাদারের দ্বারা স্পষ্টরূপে কোন প্রকারে আটর্নি অথবা উকীল কি মোক্তারের ন্যায় কার্য্য করেন অথবা আপনার নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কোন কারবার কিম্বা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন তবে যে কোন ব্যক্তি কর্জ্জের নালিশেতে বা আইন উলংঘনের বিষয়ে তাঁহার নামে সুপ্রিম

কোর্টে নালিশ করে তাহাকে পাঁচশত টাকা জরিমানা দিবেক ইতি।

১৭ ধারা। ঐ ক্লর্ক সাহেব এবং বইলিফ আপনং পদের কার্য্য উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহের জন্যে এবং এই আইনক্রমে তাঁহারা যে সকল টাকা পান তাহার উপযুক্ত মতে হিসাব দেওনের জন্যে অথবা আপনার পদোপলক্ষে ক্রিয়ার বিষয়ে যে টাকা তাঁহারদের দিতে হয় সেই টাকা দিবার জন্যে শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত টাকা ও যে রীতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করেন তত টাকার জামিন তাঁহারা সেই রীতি এবং নিয়মানুসারে দিবেন ইতি।

১৮ ধারা। এই আইনানুসারে স্থাপিত আদালতে পশ্চাৎ লিখিত তফশীলের রসুম দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত যত টাকার দাওয়া হয় তাহার টাকা প্রতি দুই আনা কমিসন। এবং যে হিসাব ঐ আদালতের "সাধারণ হিসাব,, নামে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই হিসাবে ঐ রসুম সকল জমা হইবেক ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা শ্রবণ করিলাম গত কল্য বেলা রিঘণ্টা কালে এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেবকে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদানার্থ এক সভা করিয়াছিলেন তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিলেন অস্থানাভাবপ্রযুক্ত আমরা এবিষয়ের বিদায় বৃত্তান্ত লিখিতে পারিলাম না।

নবীন২ বিদ্যালয় হয়, তাহার উন্নতি শুনিতে পাই এবিষয়ে আমরা পরমাহ্লাদিত হই, অতএব মিটরোপলিটিকাল একেডেমি নামক নবীন বিদ্যাগারে প্রতি দিবস ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে আমরা ইহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি. উক্ত বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্রের সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাতে গোবিন্দ বাবু কহিলেন প্রতি দিবস তাঁহার বিদ্যালয়ে গড়ে দশ জন বালক পরীক্ষায় ভর্ত্তি হইতেছেন, প্রথম নিয়ম ছিল ছাত্রেরা মাসে এক টাকা দিলে এই বিদ্যাগারে শিক্ষা করিতে পারিবেন. এইক্ষণে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরদের প্রতি মাসিক দুই টাকা দানের বিধান হইয়াছে ইহাতেও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে অতএব আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার কারণ কি, এত ছাত্র কোথা হইতে আইসেন, অধ্যক্ষ কহিলেন হিন্দু কালেজ হইতে অনেক ছাত্র আসিয়াছেন, তাঁহারদিগের আগমনের এক কারণ উক্ত কালেজের দুই জন প্রধান শিক্ষক কাপ্তান রিচাডসন সাহেব ও মণ্টেগু সাহেব এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন, হিন্দু কালেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচস্থ বালকেরা মাসিক পাঁচ টাকা দিয়াও যাঁহারদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই মিটরো পোলিটিকাল একাডেমিতে মাসিক এক টাকা দুই টাকা দানে ঐ দুই প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, দ্বিতীয় কারণ এই যে হিন্দু কালেজে নিয়ম হইয়াছে বৎসরের মধ্যে ৬০ দিবস যে ছাত্রের অনুপস্থিতি দেখা যাইবেক তাঁহার নাম কাটা হইবেক, এই নিয়মে কয়েক জন ছাত্রের নাম কাটা গিয়াছে ইহাতেও হিন্দু কালেজ থাকিতে অনেকে ভয় করেন, আর অল্পদানে অধিক লাভ, এই তিন কারণে হিন্দুকালেজীয় ছাত্রেরা নবীন বিদ্যালয়ে আসিতেছেন, কিন্তু এস্থলে আমারদিগের খেদ প্রকাশ করিতে হইল বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধ্যক্ষ বিজ্ঞবর মহাশয়েরা এরূপ শক্ত নিয়ম কেন করিলেন, কলিকাতা নগরীয় অনিল জল নির্ম্মল নয়, শীতল দেশীয় সাহেবেরাই পীড়িত হইয়া বায়ু সেবনার্থ অন্যত্র গমন করেন, ইহাতে এতদ্দেশীয় বালকদিগের সর্ব্বদা পীড়া সম্ভাবনা, যদি কোন বালক দুই মাস পীড়িত হইয়া শয্যাগত থাকেন তবে তিনি কালেজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না, সেই দোষে তাঁহার নাম কাটিয়া দিবেন, এরূপ হইলে অল্পকালের মধ্যেই হিন্দু কালেজ বালক শূন্য হইবে।

আমারদিগের পরম বন্ধু হেয়ার সাহেবের নামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় যাহা এইক্ষণে হিন্দু কালেজের প্রাচীরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে বালকেরা বেতন প্রদান পূর্ব্বক তথায় শিক্ষা করেন কিন্তু শিক্ষকের দোষে আর সে স্থানে যাইতে চাহেন না, অনেকে তথা হইতে নবীন বিদ্যালয়ে আসিয়াছেন, এবং গোবিন্দ বাবু যেরূপ কহিলেন তাহাতে বোধ হয় অল্পকালের মধ্যেই হেয়ার বিদ্যালয় ছাত্রশূন্য হইয়া যাইবে।

বাবু পূর্ণানন্দ মিত্রের বিদ্যাগার প্রায় শূন্য হইয়াছে, ছাত্রেরা মাসিক দুই টাকা প্রদান করিয়া তথায় শিক্ষা করিতেন, মাসে এক টাকা দানে মিটরো পোলিটিকাল একাডেমিতে উত্তম শিক্ষা হয় ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারাও ভঙ্গ দিয়াছেন।

৺ বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক নামে স্থাপিত বিদ্যালয় যাহা মেং লাস্কেল সাহেবের অধীনে ছিল তাহা একেবারে ছাত্রশূন্য হইয়াছে তথাকার বেঞ্চ কেদেরা টেবিলাদি পর্য্যন্ত গোবিন্দ বাবু লইয়া আসিয়াছেন।

জেনরেল আসেমব্লির অধীন বিদ্যালয় যাহা শ্রীযুত ওগেলবি সাহেবের কর্তৃত্বে চলিতেছে তত্রস্থ ছাত্রেরাও অনেকে আসিয়া নবীন বিদ্যাগারে বেতন দিয়া শিক্ষা করিতেছেন, গোবিন্দ বাবু ঐ বিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রকে আমারদিগের নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন আমরা তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম জেনরেল আসেমব্লি বিদ্যাগারে তোমারদিগের বেতন প্রদান করিতে হইত না এবং মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকেরা শিক্ষা দান করিতেন, সে বিদ্যালয় কেন পরিত্যাগ করিলে, ছাত্রেরা উত্তর দিলেন সাহেবেরা বলেন তোমারদিগকে বিনা বেতনে এতকাল শিক্ষা দিলাম তথাচ তোমরা খ্রীষ্টীয়ান হইতে চাহ না তবে কেন তোমারদিগকে আর শিক্ষা দিব, এই কথা বলিয়া প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রগণকে মধ্যে২ পড়ান নাই, এক টাকা মাসিক বেতনে উত্তম শিক্ষার বিদ্যা মন্দির ছিল না এই কারণ আমরা জেনরেল আসেমব্লির অধীন বিদ্যালয়ে কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছি এইক্ষণে কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব ও মণ্টেগু সাহেব নব্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন এই কারণ আমরা নবীন বিদ্যাগারে আসিয়াছি এবং জেনরেল আসেমব্লির অধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের মধ্যে যাহারদিগের পিতামাতার কিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে তাহারাও এই স্থানে শীঘ্র আসিবে, সন্তানাদির বিদ্যাভ্যাসের জন্য এতদ্দেশীয় সামান্য লোকেরাও মাসে এক টাকা দিতে কাতর হয় না, এক টাকা মাসিক বেতনে উত্তম শিক্ষা লাভের বিদ্যা মন্দির না থাকিলেই দরিদ্র বালকেরা মিসনরি বিদ্যাগারে যাইত এইক্ষণে এক টাকা মাসিক ব্যয়ে হিন্দু কালেজের প্রধান শিক্ষক দিগের নিকট শিক্ষা স্থল পাইয়াছে অতএব পাদরি সাহেবেরা বিবেচনা পূর্ব্বক ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবেন, তাঁহারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রসঙ্গ মাত্রে বাঙ্গালি বালকেরা সতর্ক হইবে, যদ্যপি ধর্ম্মার্থ বিদ্যা দান করিতে অভিলাষ থাকে তবে বালকদিগকে অভিষিক্ত করণের প্ররোচনা দিবেন না, ডাক্তর ডফ সাহেব কখনো কোন ছাত্রকে খ্রীষ্টীয়ান হইতে বলেন নাই, অথচ ডফ সাহেবের গুণে বাধিত হইয়া অনেক ছাত্র ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্য হইয়াছেন, ধর্ম্ম বিষয়ে উপরোধ চলে না, প্রধান হিন্দুদিগের মধ্যে এমত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি পিতা বৈষ্ণব, পুত্র শাক্ত, পিতা শাক্ত, পুত্র বৈষ্ণব পতিবারায়ত, স্ত্রী শক্তিশিষ্যা, ধর্ম্ম বিষয়ে যখন পিতা পুত্রে, স্ত্রী পুরুষে ভক্তি প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে তখন পাদরি সাহেবেরা দুরাশার ভৃত্য হইয়া আর ব্যর্থ পরিশ্রম করিবেন না, যাহাতে স্বং বিদ্যালয়ের উন্নতি হয় সেই রূপ সদুপায় করিয়া বালকগণকে শিক্ষা দিবেন, এবং এতদ্দেশীয় লোক যাঁহারা বিদ্যালয়ের উপার্জ্জনে প্রতিপালিত হইতেন তাঁহারাও প্রতারণা পরিত্যাগ করিবেন এইক্ষণে সত্যের উদয় হইতেছে আর প্রতারণার সময় নাই কিন্তু আমরা ইহাও বলিতেছি মিটরোপোলিটিকাল একাডেমিতে উক্ত সাহেব দ্বয়ের স্থায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কাপ্তান রিচার্ডসন এবং মণ্টেগু সাহেব হিন্দুকালেজ হইতে বহিভূর্ত হইয়াছেন, সেই রাগে এই নবীন বিদ্যালয়ে পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহারদিগের ঐ রাগ শান্তির কোন উপায় প্রাপ্ত হইলে আর এস্থানে আসিবেন কি না বলা যায় না, সাহেব জাতির প্রতিজ্ঞা প্রায় থাকে না, লাভের পথ পাইলে অনায়াসে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন অতএব ছাত্রেরা ইহাও বিবেচনা করিবেন. বরং উক্ত সাহেব দ্বয় এই বিদ্যাগারে কতকাল থাকিবেন ইহার এক প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়া লইলে উত্তম কর্ম্ম হইবে।

সেবিংস ব্যাঙ্ক।

হরকরা পত্রে প্রকাশ হইয়াছে আমারদিগের ডেপুটি গবর্নরের অভিমতে উক্ত ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারি বাবু নন্দকুমারক পদচ্যুত করা হইয়াছে এবং শ্রীযুত বাবু রসময় দত্তের তৃতীয় পুত্র তৎ পদস্থ হইবেন ইহাই অনেকে অনুমান করিতেছেন কিন্তু আমরা হরকরার লিখিত মর্ম্মাদর প্রতি অধিক প্রত্যয় করিতে পারিলাম না. কেননা ইতঃপূর্ব্বে কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়াছিলাম গবর্ণমেণ্ট এতৎ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষির নিকট ২৫ হাজার টাকা প্রতিভূ গ্রহণ করিবার কল্পনা করিতেছেন এবং আমারদিগের উক্ত বন্ধুর মুখে ইহাও শ্রবণ করিয়াছি বাবু রসময় দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ঐ ব্যাঙ্কের পুরাতন হিসাবাদি পরিষ্কার করণার্থ ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন আর ইহাও বুঝিতেছি তত্তুল্য কর্ম্মদক্ষ লোক অত্যল্প আছেন, তিনি উক্ত পদস্থ হইলে উত্তম হয় কিন্তু দত্ত বাবু ২৫ সহস্র টাকা প্রতিভূ দিয়া ঐ পদের পূর্ব্ব বেতনে কর্ম্ম স্বীকার করেন ইহা অনুভবসিদ্ধ হয় না অতএব বেতন বৃদ্ধি অথবা প্রতিভূ অর্থ ন্যূন না করিলে গবর্ণমেণ্ট এই যোগ্যপাত্রকে পাইবেন না।

এতৎ প্রসঙ্গোপলক্ষে হরকরার আর এক ভ্রম দর্শাইতেছি ডেপুটি গবরনরী পদে এই ব্যাঙ্কের উপর শ্রীযুত লিটলর সাহেব কর্তৃত্ব করিতে পারেন না।

খুনি মোকদ্দমা।

কয়েক মাসাতীত হইল জিলা মেদিনীপুরে এক খুনি মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, মাজিস্ট্রেট সাহেব সেসনীয় বিচারে তাহা সমর্পণ করিলে তত্রস্থ পূর্ব্ব জজ রেক্স সাহেব বাদী পক্ষীয় সাক্ষিগণের জোবানবন্দী গ্রহণ করিয়া ২৪ পরগণার জজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিলে তৎ পরিবর্ত্তে নিযুক্ত বর্ত্তমান জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার শেষাংশ শ্রবণ করিয়া জনেক আসামীর প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দেন. রীতিমত তাহা সদর নেজামতের গোচর করিলে সদরের বিচারপতি শ্রীযুত ডিক সাহেব জিলার জজ সাহেবের সহিত ঐক্যমত হইয়া দোরাট অর্থাৎ দ্বিতীয় জজের অভিমত গ্রহণার্থ শ্রীযুত কালবিন সাহেবের বিচারে তদ্বিষয় অর্পণ করেন তিনি ও তন্মতে ঐক্য মত প্রকাশ করিলে আসামিকে ফাঁসী দিবার অনুমতি যায়, কিন্তু কয়েদী পক্ষীয় কৌন্সলী অথচ আমারদিগের সুপ্রিম কোর্টের এডবোকেট জেনরল ঐ খুনি মোকদ্দমার একাংশ এক জজের দ্বারা বিচার করাইয়া শুদ্ধ শেষাংশ গ্রহণ করিয়া অপর জজেরা যে এক জনের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন ইহা অবৈধ বলেন, ইহাতে যদিও সদর নেজামতের বিচারকগণকে কথিত কঠিনাজ্ঞা প্রদানে নিবর্ত্ত করিতে পারেন নাই. তথাপি বর্ত্তমান ডেপুটি গবরনর শ্রীযুত স্যার জান লিটলর সাহেবকে বুঝাইয়া ঐ কয়েদির ফাঁসী স্থগিত রাখিবার জন্য এক্সপ্রেস ডাকে আজ্ঞাপত্র পাঠাইয়াছেন ইহাতেই বিলক্ষণ বুঝা যায় এতদ্বিষয়ের পুনর্ব্বিচার হইবেক কিন্তু যখন জিলার জজ ও কাজি এবং সদরীয় বিচক্ষণবর বিচারপতি শ্রীযুত কালবিন এবং ডিক সাহেব দোষির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন তখন তাহার দোষ সাব্যস্ত হয় নাই ইহা বলিতে পারি না তবে আইনের মর্ম্মক্রমে যদি রক্ষা পায় সে স্বতন্ত্র কথা, ফলে এরূপ নিদারুণ প্রাণদণ্ডাপেক্ষা অন্য গুরুতর দণ্ড বিধান বিধেয়।

লাহোর।

মহারাজা দলিপ সিংহের জন্মতিথ্যুপলক্ষে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট লাহোরীয় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি হইতে বাছনী পূর্ব্বক তাঁহাকে এক লক্ষ মুদ্রা মূল্যের রত্নাভরণ প্রদান করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের এতৎ বদান্যতার প্রতি অনেকে আপত্তি করিয়া কহেন লাহোরীয় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়দিগের অনুমত্যনুসারে যদি বৃটিস বিজয়ী সৈন্যগণের ভাগ্যে প্রাপ্য হয় তবে এতৎ দানে তৎপক্ষের ক্ষতি সম্ভাবনা, শিশু মহারাজা দলিপ সিংহকে পরাপরাধে স্বসম্পদচ্যুত করিয়া নিজ বিভবের একাংশ তাহাকে দানেতেও ন্যায়ান্যায় বিচার হইতে লাগিল ইংরাজদিগের এমত মতকে ধন্যবাদ না দিলে আমরা রাজদ্রোহি বলিয়া লক্ষ হইব অতএব সভ্যতার ধন্য বল কৌশল বলি।

কলিকাতা পোলিস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আমারদিগের নগরীয় নবীন সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট লা সাহেব, লা কি অলা কি কি মতে কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবেন আমরা ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, লা অনুসারে কর্ম্ম করিতে হইলে রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে হয় কিন্তু লা সাহেবের আচরণে তাহা অনুমান হয় না, নবীন কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রথম পদস্থ হইবা মাত্র পোলিসে কত আড়ম্বর করিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে তৎকালে পোলিস কর্ম্মচারি গণের প্রতি প্রধান মহাশয়দিগের নয়নপাত হইয়া দোষ গুণানুসন্ধানারম্ভ হয় কিন্তু এইক্ষণে সে বিচার নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং অপরাধি কর্ম্মচারিরা কতিপয় ব্যক্তি গিয়াছেন, লা সাহেব এইক্ষণে আর দোষিদিগের দোষ ধরিয়া স্বীয় গুণ দেখাইতে পারিবেন না অতঃপর তাঁহার ক্ষমতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে হইবেক ইহা সহজ ব্যাপার নহে, উকীল ওমি সাহেবের উদ্যানে বসিয়া থাকিয়া প্রতিপত্তি করিতে পারিবেন না, অতএব স্বকর্ম্মে সাবধান হইবেন।

লা সাহেবের প্রতি আমারদিগের এতৎ কটাক্ষের কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য আছে এইক্ষণে তাহা ব্যক্ত করি পাঠকগণ দোষ গুণ বিবেচনা করিবেন, সাধারণের বিদিত থাকিবেক পোলিস মাজিস্ট্রেট দিগের বৈঠকে কতক গুলিন চাপরাসী নিযুক্ত আছে তাহারা বেলা ১০ ঘণ্টাবধি অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পোলিসে উপস্থিত থাকিয়া বিচারকগণের আদেশানুসারে কর্ম্ম করে, বিশেষত তাহারা ও সমনাদি লইয়া যায়, লা সাহেব পদস্থ হইবা মাত্র তাহারদিগকে পদচ্যুত করিয়া পোলিসের রিজবর প্রহরিগণকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন ইহাতে পদচ্যুত পেয়াদারা সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করিয়াছিল, তাহাতে প্রধান মহাশয়েরা পুরাতন ভৃত্যগণের প্রতি কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারদিগকে পদে রাখিতে আদেশ করিয়াছেন, এইক্ষণে লা সাহেব লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া তাহার দিগকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার আন্তরিক আক্রোশ ছিল যদিচ তৎকালে ইহা প্রকাশ পায় নাই তথাপি বর্ত্তমান ব্যবহারে বিলক্ষণ বিদিত হইয়াছে, উক্ত পেয়াদাগণকে পুনর্নিযুক্ত করণকালে তিনি তাহারদিগকে রিজবর প্রহরিগণের ন্যায় চাপরাস দেন ইহা তৎকালে পোলিস প্রহরির চিহ্ন মাত্র প্রকাশার্থ বোধ হইয়াছিল কিন্তু এইক্ষণে উক্ত পেয়াদাগণকে পালামত রিজবর প্রহরিগণের ন্যায় রাত্রি পোলিসে উপস্থিত থাকিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন, গরীব পেয়াদারা যাহা কখন করে নাই বিশেষত সমস্ত দিন মাজিস্ট্রেট দিগের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিয়া পুনর্ব্বার নিশাকালে সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের আজ্ঞাধীন জাগরণ করিবেক ইহাতে কি অবিচার প্রচার হয় না. লা সাহেব আন্তরিক আক্রোশে তাহারদিগের প্রতি এত কঠিন ভারার্পণ করিতেছেন ইহাই স্পষ্ট জ্ঞান হইতেছে, অতএব প্রধান রাজপুরুষেরা লা সাহেবের এতৎ ব্যবহারাদির প্রতি যদি দৃষ্টি ক্ষেপ না করেন তবে ইহার পরে আরো অনেক ব্যভিচার ঘটনা হইবেক, অল্প দিন গত হইল লা সাহেব অন্যের মুখে শুনিয়া অবিবেকতা পূর্ব্বক অস্বামিক বলিয়া এক ব্যক্তির ঘর ক্রোক করেন এবং তাহা বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দেন, তাহাতে পোলিস চৌকীদারের সহিত গৃহস্থের বিবাদ উপস্থিত হয়, ফলে যদিচ এতদ্দ্বারা দরিদ্র প্রজা নিজ বিষয়চ্যুত হয় নাই তথাপি এমত আজ্ঞায় অরাজকতা বলা যায় কি না, অতএব সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বীয় পদের গৌরবে মদোন্মত্ত না হইয়া সুস্থিরতাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে তাঁহার নিরপেক্ষতা গুণের প্রতি ভক্তি প্রকাশ পাইতে পারে তদভাবে তাঁহার গুণ শুদ্ধ প্রজা পীড়ক হইয়া উঠিবে, আমরা লা সাহেবের গুণের অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম অতএব তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে বাসনা করি কিন্তু লা সাহেবের গুণ ব্যাখ্যা পক্ষে যেমত লিখিয়াছি এইক্ষণে দোষ দেখিলেও তদ্রূপ লিখিব ইহাতে আমরা তাঁহার নিন্দক বা প্রশংসাকারক হইতে চাহি না, সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রকৃত কথন আমারদিগের সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয় হয়, তাহাতে পদস্থ অপদস্থ বলিয়া কাহাকেও শঙ্কা করিতে পারি না।

কলিকাতা পোলিস সুপ্রিমণ্টেণ্ডেণ্ট লা সাহেবের উক্ত ব্যবহার লিখন কালে আমরা তাঁহার রাগোন্মত্ততার আর এক উদাহরণ সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম তদ্যথা, এতন্মাসীয় ৫ তারিখে কষ্টম হৌস সম্বন্ধীয় এক নৌকার উপর এক পোলিস পান্সী বেগে পতিত হইবা মাত্র প্রথ মাত্র তরীর স্থানে২ ভঙ্গ হয় ইহাতে কষ্টম সম্বন্ধীয় নৌকা সকলের অধ্যক্ষ মাষ্টর উইলট সাইয়র সাহেব যিনি তৎকালে তৎ তরীতে উপস্থিত ছি

লেন, তিনি নিজ লোক দ্বারা পোলীস পান্সীর মাঝিকে ধৃত করেন ইহাতে অনেক দাঁড়ী পোলীসে উপস্থিত হইয়া নদী সম্বন্ধীয় সারজন কিং সাহেবকে এতৎ সম্বাদ জানাইবায় উক্ত সারজন উইলটসাইয়রসাহেবের সমীপেগমনকরেন তাহাতে তিনি কিং সাহেবকে উভয়নৌকায় যেরূপ ধাক্কা লাগায় তাহাভঙ্গ হয় তদ্বর্ণন করিয়া পোলীস মাঝিকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তুসারজন কিং নিজ পক্ষীয় মাঝিকে উদ্ধার করিয়া এতদ্বিষয় লা সাহেবের সুগোচর করিবাতে তিনি একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া তৎ প্রতি আদেশ করিলেন মাঝির দ্বারা উইলটসাহেবের নামে অবৈধ অবরুদ্ধ করণার্থ প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেবের সমীপে আবেদন করা যায়, কিং সাহেব এতদনুগতিক্রমে ঐ তরীবাহককে বিচারপতি সাহেবের সমীপস্থ করিলে শ্রীযুত পেটন সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন সে ব্যক্তি কি উইলট সাহেবের নামে অভিযোগ করিতে চাহে ইহাতে ঐ মাঝি উত্তর করে সে এরূপ প্রার্থনা করেনা, অতএব এতৎ শ্রবণে প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেব অভিযোগ বিষয় ডিসমিস করিয়া দেন কিন্তু লা সাহেব ইহাতে আপন সম্মান রক্ষা হইল না বিবেচনায় কিং সাহেবকে পুনরাদেশ করেন তিনি উইলটসাইয়র সাহেবের নিকট যাইয়া তাহার নিকট হইতে এক ক্ষমা প্রার্থনা করণীয় পত্র লিখাইয়া আনেন, কিন্তু অধান কিং কষ্টম সম্বন্ধীয় সারজনের নিকট লা সাহেবের আদেশ প্রচার করিলে তিনি তদ্রূপ পত্র লিখিতে অসম্মত হইলেন, অতএবসারজন কিং অপ্রস্তুত হইয়া তাহা লা সাহেবের গোচর করেন ইহাতে তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন ঐ মাঝিদ্বারা অবরুদ্ধকারির নামে অভিযোগ করাইলে বিহিত হইবেক অতএব তদাজ্ঞায় ঐ মাঝি প্রধান মাজিস্ত্রেটের নিকট অভিযোগ করিতে প্রস্তুত হইলে, শ্রীযুত পেটনসাহেব মাঝির পূর্ব্ব জোবানবন্দী অর্থাৎ অভিযোগ করিতে চাহেনাই স্মরণ পূর্ব্বক, তদাবেদন, অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাতেই লা সাহেব ব্যতিব্যস্ত হইয়া কিরূপে ঐ মোকদ্দমা বিচার গৃহীত হয় তদুপায় চিন্তা করিতেছেন, হে পাঠকগণ, এতদ্দ্বারা কি বুঝায় নাখে লা সামান্য বিষয়েতেও অধিক আড়ম্বর করিতে চাহেন এবং তাহা কিত দভিমান মূলক নহে, অতএব রাগাভিমান পরিহার না করিলে প্রকৃত বিচার ব্যাঘাত হয় ইহা কি তিনি জ্ঞাত নহেন এবিষয়ে আমরা প্রধান রাজপুরুষগণকে উপরোধ করি তাহারা অভিমানী ব্যক্তির হস্তে অধিক ক্ষমতার্পণে অধীন প্রজা কুলের যেন অনিষ্ট না করেন।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৮২০ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল
ডেপুটি গবরণর সাহেবের
হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ৬ নবেম্বর।

সারণের সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর এ সিমসন সাহেব ঐ স্থানের ডাকাধ্যক্ষও হইবেন।

শ্রীযুত মৌলবী ইবরাহিম আলী খাঁর অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ রফিক বেহারের প্রধান সদর আমীনী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ছুটী।

নীচে লিখিত মহাশয়েরা দশহরার বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

দিনাজপুর।

কল্যাগঞ্জের প্রথম শ্রেণীর ঐ শ্রীযুত মহাতাবউদ্দীন।

পত্তিরামের মুন্সেফ শ্রীযুত বাসির উদ্দীন।

তত্তীতলার ঐ শ্রীযুত খাদিম হুসেন।

মালদহের ঐ শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ রায়।

গৌরগরিবাপুরের ঐ শ্রীযুত বাবু দিনবন্ধু চৌধুরী।

দিনাজপুরের অতিরিক্ত ঐ শ্রীযুত বাবু মাণিকচন্দ্র সোম।

শিবগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ শর্ম্মা।

হাজারিবাগ।

হাজারিবাগের অতিরিক্ত মুন্সেফ শ্রীযুত সায়দ আমজদ আলী।

২৪ আক্টোবর।

মুঙ্গেরের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত ডিকনলিফ সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি ছুটী বিষয়ক শুধরা বিধির ১১ ধারানুসারে একমাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৭০১ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

২৩ আক্টোবর।

বর্ত্তমানমাসের ১২ তারিখ ১৮৪৯। ৫০ সালের নিয়মিত ছুটীর যে দরখাস্তের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তদতিরিক্ত অদ্যকার তারিখ পর্য্যন্ত নীচেরলিখিতসাহেবেরদের দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত জে উইলর সাহেব।

শ্রীযুত ডবলিউ এচ বুডহর্ষ্ট সাহেব।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবেরহুকুমক্রমে।

জে পি গ্রাণ্ট।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।

পূজ্যবর শ্রীযুক্ত সম্বাদ ভাস্কর সম্পাদক
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

যথাবিহিতপ্রণামপুরঃসরনিবেদনমেতৎ।

মহাশয়, অতি আশ্চর্য্য সাগরে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ ও আমারদিগের ভ্রম নিবারণার্থ নিম্নে লিখিত কয়েক ছত্র সংগ্রহ না করিয়া ক্ষান্ত রহিতে পারিলাম না অতএব এইপত্র প্রেরিত হইল, কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক আপনকার জগৎমান্য পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

জিলা বারাসতের অন্তঃপাতি দত্তপুকরিয়া গ্রাম নিবাসি মিত্র কুলোদ্ভব কয়েকটি যুবা মিত্রতাভাবে স্বভাবোন্মত্ত হইয়া অস্মদাদির নিকট আসিয়া কহিলেন মহাশয় আমরা এক দাতব্য পাঠশালা স্থাপন করিব অতএব মহাশয়ের সাহায্য এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রার্থনা করি এবম্প্রকার বহুতর নবীন বাক্যে মোহিত হইয়া তাঁহারদিগের আবদারকে যথাসাধ্যানুসারে স্বাক্ষর পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়া এক প্রকার শান্ত করিয়াছিলাম, পাঠশালা স্থাপন হইলে কয়েক মাস পরে সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব মিত্র মহাশয় আমার নিকট বিল প্রেরণ করিতে তদবলোকনে অবগত হইল তাহারদিগের পাঠশালার কার্য্য ইংরাজি ১০৪৭ সালের নবেম্বর মাসে আরম্ভ হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে সেক্রেটর বাবুর নিকট হইতে তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই কিম্বা কোন সংবাদপত্রে ও কিছুই তৎকালীন দেখি নাই যে তাঁহারা উক্ত গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু মিত্র মহাশয়ের প্রতি বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করত বিলের প্রতি আর কোন আপত্তি না করিয়া তাহার টাকা প্রদান করিলাম, পরন্তু উক্ত গ্রামবাসি কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল পাঠশালা স্থাপনাবধি দুইমাস পর্য্যন্ত আস্ত আনা করিয়া বালকদিগের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করেন, কি আশ্চর্য্য, যৎকালীন তাঁহারা স্বাক্ষর পুস্তকের অনুষ্ঠান পত্রে লিখিয়াছেন এবং আমারদিগের নিকট আসিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন দীনহীন বালকদিগের বিদ্যোপার্জ্জনেরনিমিত্ত এক দাতব্য পাঠশালা গ্রামমধ্যে স্থাপন করিবেন তখন সেক্রেটরি বাবু কি বিবেচনায় বালকদিগের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কিছুই অনুধাবন করিতে পারি নাই, ইহাতে বোধ হইল তাঁহার এতদ্বিষয়ে কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র, সম্পাদক মহাশয়, আক্ষেপেঁর বিষয় আর অধিক কি লিখিব, কারণ এপর্য্যন্ত পাঠশালা কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে এবং তাহার কার্য্যই বা কিরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে তাহার সকল সংবাদ হইতে যে কি কারণ বঞ্চিত হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

এইক্ষণে বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করি শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব মিত্র মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া কোন প্রকাশ্য সংবাদপত্রে আয় ব্যয়ের সকল বৃত্তান্ত একখানি প্রকাশার্থে সংগ্রহ করিয়া আমার দিগকে সন্তোষ প্রদান করিবেন।

এক সবিস্ক্রাইবরা।
দত্ত পুখরীয়া ইউনিয়ান
ফ্রী একাডেমী।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকত্তার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীন প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ধ্বান্ত স্তোমসরোজ কিরণরঞ্জ সৌমস্য নায়ংকণো দোষঘ্রান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সংপুরুষাঃ কুরুষ্ব মুদা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরঞ্জিরঃ সমুদিতেনবায়তেলোদ্ধতঃ শশ্বৎ ধামগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশবিনাসওেস্ম বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১০১সংখ্যা ১১বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৮ ডিসেম্বর। দানীশালা ৯৯ আন্দুলরাজ, বাং ৮২বাঙ্গালা১২৫৬সাল ২৪ অগ্রহায়ণ শনিবার মূল্য মাসে ১টাকা আগ্রিম ৮টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা অধ্যয়নের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কেনা প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরে কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।
লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ২০ আক্টোবর।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে দেশীয় ডিপার্টমেন্টের লেজিসলেটিব সিরিস্তায় ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ২০ আক্টোবর তারিখে যে কার্য্য করেন তাহার পশ্চাৎ লিখিত বিবরণের চুম্বক সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ পূর্ব্বাপেক্ষা সুগমমতে আদায় করণের আইনের যে মুসাবিদা ১৮৪৯ সালের ১২ মে তারিখে প্রস্তাবিত হয় ও ১৮৪৯ সালের ৫ জুন তারিখের বাঙ্গাল গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল।

নিদ্ধারণ। হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব নিদ্ধারণ করিয়াছেন যে উক্ত বিষয়ি আইনের নীচের লিখিত শুধরা মুসাবিদা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল আক্ট।
কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে
অল্প কর্জ্জ ও দাওয়া পূর্ব্বা
পেক্ষা সুগম মতে আদায়
করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্য যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বিস্তার করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএবনীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৭৪ ধারা। কর্জ্জের টাকা হউক কি ক্ষতিপূরণের টাকা হউক যে টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্যে এই আইনানুসারে নালিশ হয় তাহার আসামী আদালতের রীতির নিয়ম করণার্থ বিধিতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সময়েরমধ্যে যত টাকা সেই ব্যক্তি ফরিয়াদীর দাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের জন্যে উপযুক্ত বোধ করে তাহা এবং ঐ টাকা দেওনের সময়পর্য্যন্ত ফরিয়াদীর যে সকল খরচা হইয়াছে তাহা আদালতে দিতে পারে এবং ঐ টাকা ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু আসামী যদি মোকদ্দমা চালাইতে স্থির করে এবং যত টাকা আদালতে এইরূপে দাখিল হইয়াছিল যদি তদপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রী না হয় তবে সেই টাকা দাখিল করণের পর আসামীর ঐ মোকদ্দমায় যত খরচা লাগিয়াছে তাহা ফরিয়াদী আসামীকে দিবেক এবং সেই খরচার সংখ্যা আদালত নিরূপণ করিবেন এবং তৎপরে ফরিয়াদীর সেই খরচা দিতে আদালত হুকুম করিবেন ইতি।

৪৫ ধারা। এই আইনক্রমের কোন নালিশ বা অন্য কার্য্য শুনানি অথবা বিচারের সময়ে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের এবং তাহাদের স্ত্রীর এবং অন্যসকল ব্যক্তির ফরিয়াদী কি আসামীর পক্ষে জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে মান্যা স্ত্রীরদিগকে দেশের ব্যবহারানুসারে আদালতে হাজির করাওণ অনুপযুক্ত হয় তাহাদের জোবানবন্দীর বিষয়ে যেসকল আইন চলন আছে তদৃষ্টে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৪৬ ধারা। প্রত্যেক ব্যক্তির শপথক্রমে জোবানবন্দি লওয়া যাইবেক অথবা আইনমতে কোন আদালতে শপথ লওন হইতে মুক্ত হইলে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক এই আইনক্রমে যে প্রত্যেক ব্যক্তির শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যায় সেইব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া এবং ঘুষ লইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪৭ ধারা। এই আইনানুসারের নালিশ বা অন্য কোন কার্য্যে বাদী বা প্রতিবাদীঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবের দপ্তরে সাক্ষিদের নামে সমন পাইতে পারে এবং তাহারদের দখলে বা অধীনে থাকা কেতাব ও দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র ও লিপি আনিবার হুকুমের এক প্রকরণ ঐ সমনের মধ্যে দেওয়া যা

হইতে পারে বা না পারে এবং ঐ সমনে যত ব্যক্তিরদের নাম লিখনের আবশ্যক বোধ হয় তাহা লেখা যাইতে পারে ইতি।

৪৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তির উপর এইমত কোন সমন তাহাকে দেওনের দ্বারা অথবা আদালতের সাধারণ নিয়ম বা ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন প্রকারে জারী হয় সেই ব্যক্তি যদি মাতবর কারন বিনা হাজির হইতে অথবা ঐ সমনে যে কেতাব বা কাগজপত্র কি লিপি আনিবার হুকুম আছে তাহা আনিতে ত্রুটি কিম্বা অস্বীকার করে এবং আদালতে উপস্থিত থাকা যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম হয় সেই ব্যক্তি যদি শপথ করিতে এবং সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে জজ সাহেব এক শত টাকার মধ্যে যত টাকা জরীমানা নির্দ্দিষ্ট করেন সেই ব্যক্তি তত টাকা জরীমানা দিবেক। এবং ঐ সমুদয় জরীমানা বা তাহার কোন অংশ খরচা বাদে জজ সাহেবের বিবেচনায় ঐ অস্বীকার অথবা ত্রুটির দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তির ক্ষতিপুরণার্থে ব্যয় হইতে পারে ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা লিখিয়াছিলাম শ্রীযুক্ত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের মাতা ঠাকুরাণী মৃত্যুকালে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি ছিল ঐ টাকার দ্বারা জলাশয় হইবে অতএব জলকষ্ট স্থান জানিতে পারিলে আমরা উক্ত বসু বাবুকে এই বিষয় জানাইব, আমারদিগের লিখিত প্রস্তাব দৃষ্টে গত বুধবাসরীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়পত্রে পাঠক নামধারি কোন মহাশয় এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন অতএব আমরা তাঁহার পত্র গ্রহণ করিলাম, ইহাতেই রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর কস্যচিৎ পাঠকস্য প্রার্থনা বুঝিতে পারিবেন কিন্তু উখড়াপরগণার অন্তঃপাতি হাটবেড়িয়া গ্রামস্থ কোন ভদ্রলোক জলাশয় স্থান এবং তাহার মূল্য ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া যদি আমারদিগের নিকট একবার আইসেন তবে আমরা এতদর্থে শ্রীযুত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরকে বিশেষানুরোধ করিব।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রকাশক মহাশয়েষু।

বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখের ভাস্কর পত্রে প্রস্তাবিত হইয়াছে জলকষ্ট স্থলে এক জলাশয় শ্রীযুত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুর খনন করাইয়া দিতে ব্যগ্র আছেন তাহা দৃষ্টে আমার নিকট শ্রীযুত হারাণচন্দ্র পারিয়াল মহাশয় এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে জানাইয়াছেন যে জিলা বারাসতের অন্তঃপাতি উখড়া পরগণার শামিল হাটবেড়িয়া নামক গ্রামে জলাশয়াভাবে সেখানকার লোকেরদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে অতএব ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক হারাণ বাবুর উক্ত কষ্টের বিষয় তদন্ত করিয়া যদ্যপি তাহা নিবারণ করা উচিত বুঝেন তবে তদর্থে বসু বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়া পরোপকার করিবেন ইতি।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

যুদ্ধে জয় পরাজয় শেষ বিষয়, এবং প্রবল পক্ষই জয়ী হন ইহা এক প্রকার নিশ্চিত আছে, শত্রুরা যতই কুমন্ত্রণা করুন না কেন এইক্ষণে আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের কপাল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বিপক্ষেরা পতঙ্গের ন্যায় রঙ্গস্থলে ব্রিটিস দলানলে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পতিত হইয়া পুড়িয়া মরিবেন অতএব আমরা কোনস্থলে পরাজিত হইব এমত শঙ্কা করি না, কিন্তু রংস্থান প্রস্তুত করণের সূত্রপাত কোন পক্ষ হইতে হইল সমরারম্ভের পূর্ব্বে ইহাই দ্রষ্টব্য, এবং বক্তব্য ও শ্রোতব্য অতএব সিকিম রাজার সহিত ব্রিটিস রাজার মহারঙ্গের যে পূর্ব্বরঙ্গ হইতেছে আমরা এইক্ষণে সেই রঙ্গের সূত্র পাতের বিষয় বিবেচনা করি।

কাবোলীয় যুদ্ধাবধি উজিরাবাদের সমর পর্য্যন্ত আমারদিগের অনুমান হয় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টই সকল যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন, কাবোল রাজা রুষীয় রাজদূতের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন তাঁহার রাজ্য দিয়া রুষীয় সৈন্যগণকে ভারতবর্ষে আসিতে দিবেন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এই কথার সঞ্চার করেন তৎপরে ব্যক্ত করিলেন রুষীয় বাদশাহের সহিত কাবোলাধিপতির যে সকল পত্র লেখা লেখী হইয়াছিল তাহা ধরা পড়িয়াছে কিন্তু রুষীয় বাদশাহের কিম্বা কাবোলাধিপতির সহী মোহরাঙ্কিত এক খানি পত্র ও সাধারণ সমীপে প্রকাশ করেন নাই অতএব কাবোলীয় যুদ্ধাহবের সূত্রপাত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টেই করিয়াছিলেন।

গোয়ালিয়রীয় যুদ্ধ ঘটনার কোন বিশিষ্ট কারণ গোয়ালিয়রের গবর্ণমেণ্ট হইতে উৎপন্ন হয় নাই, টরণ্টো সাহেবের পরামর্শে লার্ড এলেনবরা বাহাদুর স্বয়ং প্রবক্তার ন্যায় গোয়ালিয়রে যাইয়া গোলা বৃষ্টি করিয়া প্রাণি হত্যা করিলেন, অতএব ব্রিটিস পক্ষ হইতেই গোয়ালিয়ার সৈন্য দিগের সূত্রপাত হইয়াছিল।

লাহোরীয় রঙ্গের পূর্ব্বরঙ্গ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টেই করেন, শীকদিগের কয়েক লক্ষ টাকা লাহোরে যাইতেছিল পথি মধ্য হইতে ব্রিটিস সৈন্যেরা তাহা কাড়িয়া লইলেন, শীক সৈন্যেরা বারম্বার ঐ টাকা চাহিয়া ছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা দিলেন না সেই রাগে শীক সৈন্যেরা অস্ত্র ধারণ করেন অতএব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টেই শীকদিগের অস্ত্র ধারণের কারণ হইয়াছিলেন।

মেং করিসাহেব ছল পূর্ব্বক লাহোরীয়া মহারাণীকে রাজ বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইয়া সেখপুরের কারাগারে রাখেন, পুনর্ব্বার তথা হইতে অপমানিতা ভাবে তাঁহাকে কাশীতে লইয়া আইসেন, ইহাতেই মুলতানাবধি উজিরাবাদ পর্য্যন্ত নানাস্থানে যুদ্ধ হয় অতএব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকেই এসকল সংগ্রামের আদি কারণ বলিতে হইবেক।

এইক্ষণে পূর্ব্বরঙ্গ থুৎকৃত, নবীন রঙ্গের কারণ বিবেচনা করি, দারজিলিং স্থানীয় ব্রিটিস কর্ম্মাধ্যক্ষ দিগের সহিত সিকিম দেশীয় রাজা কি ব্যবহার করিয়াছেন আমারদিগের বান্ধবেরা অদ্যাপি ইহার কোন সমাচার লেখেন নাই, দারজিলিং স্থানে ভাস্করের ইংরেজ বাঙ্গালি অনেক গ্রাহক আছেন, ইংরেজি সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যে রূপ আড়ম্বর করিয়া লিখিতেছেন সিকিম রাজার সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এরূপ ভয়ানক ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিলে দারজিলিংবাসি ভাস্কর গ্রাহক মহাশয়েরা প্রতি দিনের ঘটনা প্রতিদিন লিখিয়া আমারদিগের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, তাঁহারা যখন এপর্য্যন্ত কিছুই লেখেন নাই তখন এবিষয়ে আমারদিগের সন্দেহ আছে তথাচ ইংরেজি সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছেন অতএব তাঁহারদিগের লিখিত নানা প্রস্তাবের বারাংশানুসারে আমরা সূত্র পাতের অন্বেষণ করি।

যদি সিকিম রাজার সহিত ব্রিটিস রাজার এমত কোন সন্ধিপত্র থাকে ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্যের সীমা লংঘন করিবেন না, তবে হুকর সাহেব ও কেম্বেল সাহেব ব্রিটিস রাজ্যের সীমা পার হইয়া সিকিম রাজার রাজ্যের মধ্যে কেন গেলেন, অতএব সেই নিয়ম লংঘনে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টেই যুদ্ধানুষ্ঠানকারী হইয়াছেন, আর যদি সন্ধিপত্রও না থাকে তথাচ সিকিম রাজার সীমা রক্ষকেরা সাহেবদিগকে সিকিম রাজ্য প্রবেশে নিষেধ করিয়াছিল, তাহা কেন শুনিলেন না, সাহসিকতারূপে পররাজ্যে কেন প্রবিষ্ট হইলেন, আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের বাটীর দ্বারপালেরা যদি রাজবাটীতে কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে, আর ঐ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হয় তবে কি তাহার প্রাণ থাকে, সিপাহিরা গুলী করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করে, গবর্ণমেণ্ট আপনারদিগের বিষয়ে এতদ্রূপ নিয়ম রাখিয়াছেন, অন্য রাজারা কি তাঁহারদিগের অধিকারের মধ্যে নিয়ম লংঘনকারিগণকে কারারুদ্ধ করিলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের বিপক্ষে তোপ সৈন্য পাঠাইবেন, এইক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রবল হইয়াছেন যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, অভিপ্রায় হইয়াছে সিকিম রাজ্য লইবেন, সেরাজ্যে চা বৃক্ষ অনেক আছে তাহার দ্বারা অধিক লভ্য হইবে, কিন্তু সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চতুর্যুগের ইতিহাসেতেই দৃষ্ট হইতেছে যে রাজা অত্যাচার করিয়াছেন তিনিই নষ্ট হইয়াছেন, দুর্ব্বলদিগের নেত্রজল অনলাপেক্ষাও তীব্র, যে স্থানে পতিত হয় সে স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলে, এবং যাঁহারা অত্যাচার করেন তাঁহারা ঐ জলানলে ভস্মীভূত হন, অতএব আমরা এই কথা বলিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করি শীক পরিবারাদির লোচন জল বাড়বানল হইয়া আমারদিগের গবর্ণমেণ্টকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছে, এসময়ে যদি সিকিম রাজার পরিবারগণের নয়নজল তীব্রানল ঐ বাড়বানলের সহিত মিলিত হয় তবে গৃহের মটকা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিবে সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট আমারদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না এইসময়ে বিবেচনা করিবেন। বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃপরেষাং পরিপীড়নায়। খলস্য সাধোর্ব্বিপরীতমেতৎ জ্ঞানায় দানায় তথাবনায়॥

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ২৪ আক্টোবর পর্য্যন্তের সমাচার আগত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিদিত হইল বিলাতে সম্পূর্ণ শান্তি সংস্থান আছে এবং তথায় ওলাউঠা রোগের অনেক হ্রাসতা হইয়াছে, অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্টকে ঋণ প্রদান না হয় এজন্য বিলাতবাসি বণিকলোকেরা লণ্ডন টেবরণ নামক স্থানে এক প্রকাশ্য সভা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই রাজপরিজনগণ তাবতেই স্বচ্ছন্দশরীরে আছেন কেবল মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠতাতপত্নী মহারানীর অত্যন্ত আময়বার্ত্তা লিখিত হইয়াছে।

রুষীয়া ও তুরুষ্ক রাজ্যের উপস্থিত বিবাদ যদিচ সমাধা হয় নাই তথাপি তদপক্রমে ইউরোপ খণ্ডে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবেক এমত বোধগম্য হয় না, প্রণয় সংস্থাপনার্থ তুরুষ্কীয় রাজদূত যিনি রুষীয় রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি এপর্য্যন্ত প্রত্যাগত হন নাই, তুরুষ্কীয় সম্রাট হাঙ্গেরিয়ান দেশীয় পলায়ন পরায়ণ ব্যক্তিগণের বাসার্থ কেনেডিয়া উপদ্বীপ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল ঐ সকল লোকেরা প্রাণরক্ষার্থ মহম্মদীয়ান ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু আগত সম্বাদে তদুল্লেখ না থাকাতে আমরা পূর্ব্ব সমাচার অমূলক জ্ঞান করিলাম।

দারজিলিং স্থানীয় সমাচার।

উক্ত স্থান হইতে আগত সম্বাদে ব্যক্ত করে আমারদিগের ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুরের আদেশপত্র তথায় গিয়াছে কিন্তু তাহাতে কি আদেশ লিখিত হইয়াছে এপর্য্যন্ত ব্যক্ত হয় নাই, উক্ত স্থান হইতে পীড়িত যোদ্ধাগণ স্থানান্তরে প্রেরিত হইতেছেন, খাদ্যদ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা বিষয়ে ষ্টার পত্রের কোন সম্বাদদাতা লেখেন শুষ্ক ডাইল ভাত ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে, ভাগলপুর হীলরেঞ্জার ও অন্যান্য স্থানীয় সৈন্যদলের কতক লোক তথায় প্রেরিত হইয়াছে, সিকিম পর্ব্বতীয় রাজা এপর্য্যন্ত আমারদিগের রাজকর্ম্মচারির পত্রোত্তর পাঠান নাই।

বিবিধ সমাচার।

বুন্দেলখণ্ডীয় ব্রিটিসপক্ষীয় যে কয়েক জন জরিফ কারকে বন্দী করিয়াছিলেন তাহারদিগকে মুক্ত করিয়াছেন ইহাতেই এক যুদ্ধাশঙ্কা নিবারণ হইল।

পেসোয়ার হইতে আগত সম্বাদে জানা গেল তথায় এপর্য্যন্ত অশান্ত প্রজারা শান্ত হয় নাই আফারিদিগের সেনা বলীর সঙ্গ যদ্যপি হইলেই তাহারদিগের যুদ্ধে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শাস্তি হইবেক।

কাশ্মীর হইতে কোন কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন রাজা গোলাপ সিংহ রাজকর অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এজন্য প্রজাগণ তৎপ্রদানে বিশেষ কাতর হইয়াছেন, অধুনা তিনি তৎস্থানে প্রস্তুতীকৃত শালদি আপনি ক্রয় করিয়া তাহা বিক্রয়ের মূল্য দ্বারা অনেক লভ্য করিতেছেন এবং পশ্বাদির চারণার্থ মাঠে ঘাসের রাজকর বসাইয়াছেন, ইহাতে ইংরাজ সম্পাদকেরা উক্ত রাজার এরূপ আচারের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার নিরীক্ষণ করিলেই লজ্জিত হইবেন, একবার ভূমির কর গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার লবণ, অহিফেণ, খাজুর রস প্রভৃতি ভূমিজাত দ্রব্যের কর গ্রহণার্থ কর প্রসারণ করণে কি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রজাপীড়ন করিতেছেন না, এবং প্রজাগণকে মাদকদ্রব্য ভক্ষণ করাইয়া অর্থ গ্রহণ করণে কি প্রকৃত শস্ত্র ব্যবহার করেন না, এসকলের উপর আবার রাজবর্ম্মের করনির্দ্ধারণীয় বিধির পাণ্ডুলিপি করিয়াছেন ইহাতে কি আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট ভারতভূমিকে এককালে মরুভূমি করণাভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই, অতএব অন্যের উপর দোষ দর্শন কালে নিজ ছিদ্র প্রতি দৃকপাত করা উচিত হয়, আমারদিগের রাজপুরুষেরা আত্মলাভের কালে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হন, আমরা অধীন প্রজা তাহাতে আক্ষেপ ভিন্ন অন্য কোন উক্তি করিতে পারি না কিন্তু আমারদিগের বাক্যের প্রতি বধির বদাচরণ করিলে মনের অনল নয়নজলে নিবারণ করা ভিন্ন আমারদিগের অন্য উপায় থাকে না ইহাতেই আমরা ভিন্ন রাজ্যস্থ প্রজা প্রতি তদ্রাজাক্রমণ শ্রবণ করিলে আত্মদুঃখ স্মরণ করি।

ইংলিসমেন পত্রের কোন সম্বাদদাতা চট্টগ্রাম হইতে লেখেন এক ব্যক্তি উৎকট জ্বর বিকারে পতিত হইয়া মৃত্যুকল্প হইয়াছিল এমতকালে তৎস্থানে ভূমিকম্প হইবাতে তৎক্ষণাৎ রোগ মুক্ত হইয়াছে, অতএব তদ্দাহরণে তিনি নির্ণয় করেন ভূমিকম্প দুরারোগ্য জ্বরের উত্তম ঔষধি, উক্ত পত্রপ্রেরক আরো লেখেন লাহোরীয় রাণী তৎস্থানের নিকটবর্ত্তি কোন স্থানে সম্প্রতি অবস্থান করিতেছেন এবং তিনি নিজাভরণাদি বিক্রয়ে প্রবৃত্তা হইয়া এক প্রস্থ ভূষণের মূল্য তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা নির্দ্ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন ঐ অলঙ্কারের নকসা দেখা গিয়াছে তন্মধ্যে এক গোলাপি হীরক আছে, তত্তুল্য বৃহৎ হীরা প্রায় দৃষ্ট হয় নাই, লেখক আরো বলেন উক্ত রাজমহিষী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উপদ্রব করণার্থ উদ্যুক্ত হইয়া অর্থ পাঠাইতেছেন।

গত যে মাসাবধি কলিকাতা নগরীয় গাড়িঘোড়ার টেক্স আদায় করণীয় ব্যয় বাদে ৯ সহস্র টাকা উদ্বৃত্ত হয়, দুই বৎসর যাবৎ মিউনিসিপিএল কমিসনরেরা কর্ম্ম না করিয়া বেতন ভোগ করিতেছেন তৎকালে আমরা তাঁহারদিগের প্রতি উত্তেজনা করিলে তৎ পক্ষের এই উত্তর শুনিতাম উপযুক্ত অর্থাভাবে তাঁহারা স্বেচ্ছামত যোগ্য বিষয় সকল সম্পন্ন করাতে পারেন না অতএব তজ্জন্যই তাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু এইক্ষণে তাঁহারদিগের আর সে উত্তর চলিবেক না, গাড়ি ঘোড়ার টেক্স দ্বারা তাঁহারা বিপুলার্থ সংগ্রহ করিতেছেন এমত কালেও যে মহানগর নিবাসী লোকেরা কষ্ট পান ইহা কি প্রধান রাজপুরুষগণের বিবেচনার বিষয় নহে তবে তাঁহারা আপনারদিগের পল্লীর সদবস্থা দেখিয়া যদি মনে করিয়া থাকেন বাঙ্গালি পল্লীর নরদমা ও পথাদি তদ্রূপ উত্তম অবস্থায় আছে তবে তাঁহারদিগের সংগচরার্থ আমরা নিশ্চয় জানাইতেছি বাঙ্গালিপাড়ার পথ ঘাট উত্তমরূপ পরিষ্কৃত ও মেরামত হয় না অতএব অর্থ দিয়া দুঃখ ভোগ করা কোন ক্রমে সহ্য হয় না।

বিজ্ঞাপন।

মোকাম বালিগঞ্জের হাট যাহা পূর্ব্বে বাডিগার্ডলাইনের নিকটবর্ত্তি ছিল তাহা ইস্তক আগত পৈলা ফিব্রুআরি ১ এক বৎসর মিয়াদে ইজারা দেওয়া যাইবেক অতএব যে কেহ ইজারা লওনেরবাসনা রাখিবেক তাহারা আগামি মাসের ১ পৈলা তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ে স্বস্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত আবেদন পত্র ফোর্ট উইলয়ম দুর্গে শ্রীযুত কাপ্তান এইচ. ফ্রেজর সিবিল আর্কিটেকট সাহেবের আফিস দাখিল করিলে উক্ত বিষয়ের তদন্ত জ্ঞাত হইয়া রীত্যনুসারে পাইতে পারিবেক এবং উক্ত মহাল পারিপাট্যজন্য বর্ত্তমান ইজারদারের হাত যে ব্যয় শ্রীযুত সাহেবান আলিগণ মিলিটেরি বোর্ড কর্ত্তৃক তাহা মঞ্জুর হইবেক কিন্তু ৩০০ তিন শত টাকার অনধিক ঐ ব্যয়ের টাকা খাজনার টাকা সম্বলিত রোক আগামী দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

২ দফা। উক্ত হাটের খাজনা ১৩৫০ সাড়ে তেরোশত টাকা বার্ষিক হিসাবে গত বৎসর ছিল।

H. FRASER, Captain,
Civil architect.

Fort William,
5th December 1849.

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৮৬২ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবর্ণর সাহেবের হুকুম।

১৮৪৯ সাল ১২ নবেম্বর।

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারি শ্রীযুত এফ টকর সাহেব ত্রিহুতে বহেরার এলাকাখণ্ডের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছুটী।

৮ নবেম্বর।

নওয়াখালীতে দক্ষিণ শাবাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত টি টুইড সাহেব গত সেপ্তেম্বর মাসের ১৪ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত দশদিনের ছুটী পাইয়াছেন।

নদীয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ মহরমের বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত কাজী মহম্মদ আলী মহমের বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

১০ নবেম্বর।

সদর আদালতের একটিং জজ শ্রীযুত জে ডনবার সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখ অবধি ছুটী বিষয়ক বিধির ১১ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

পুরনিয়ার ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত জে পি ডেস সাহেব গত আগষ্ট মাসের ২৭ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু গোপাললাল মিত্র গত সেপ্তেম্বর মাসের ১৪ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

BLEED THROUGH.

১৮৬২ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবর্ণর সাহেবের হুকুম।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ১৩ নবেম্বর।

ছিলটের কালেকটর শ্রীযুত এ এস আনাও সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখে আপনার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত সিড বলিউ মাকিলপ সাহেবের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

বাঁকুড়ার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত টি বিকাকটিয়র সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে ঐ জিলার খাজানাখানার ভার শ্রীযুত এ ডবলিউ রসেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবরণর সাহেবের হুকুম।

ছুটী।

১৪ নবেম্বর।

জিলা বীরভূমের আমধরার মুন্সেফ শ্রীযুত গোলাম বতুল বর্ত্তমান মাসের ১৪ তারিখ অবধি তিন দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১২ নবেম্বর।

ময়মুনসিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত পণ্ডিত নরহরি শিরোমণি গত সপ্তেম্বর মাসের ১৪ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে বিশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৪নবেম্বর।

জিলা ময়মুনসিংহের পিঙ্গলার মুনসফ শ্রীযুত বাবু রামদুর্লভ দাস গত মহরমের বন্দের অতিরিক্ত দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা রাজশাহীর ভবানীগঞ্জের মুনসফ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী গত মহরমের বন্দের অতিরিক্ত ... দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবেরহুকুমক্রমে।

জে পি গ্রাণ্ট।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পরহিতৈষি বিজ্ঞবর মহাশয়, ইহার পরে এদেশের দশা কি হইবে আমি সেই চিন্তায় চিন্তিত হইয়াছি, এক কোম্পানির কাগজের সুদের উপর এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশেষতঃ কলিকাতাবাসিধনিগণেরপ্রায়নির্ভর ছিল,সেকাগজ বাজারে প্রায় অচলহইয়াছে,চারিটাকা সুদি লক্ষ টাকার কাগজ বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে পঁচিশ হাজার টাকা নোক্শানদিয়াও বিক্রীহয়না,চারিটাকা সুদকাগজের গ্রাহকনাই বলিলেওহয়,গবর্ণমেণ্ট পাঁচটাকা সুদিকাগজ বাহির করিয়া চারিটাকা সুদি কাগজক্রয়ি ধনিগণকে একেবারে সারিয়াছেন, এবং বাজারে টাকার যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে জ্ঞান হয় গবর্ণমেণ্টকে অতি শীঘ্র ছয় টাকা সুদি কাগজ বাহির করিতে হইবেক তাহা হইলে সাধারণ লোকের পাঁচ টাকা সুদি কাগজকেও এইরূপে হেয়জ্ঞান করিবেন, কিন্তু আমি ইহাও বলিতেছি ছয় টাকা কোথায় আছে বারো টাকা সুদি কাগজ বাহির করিলেও গবর্ণমেণ্ট আর এদেশে অধিক টাকা পাইবেন না, সম্পাদক মহাশয়, আমি বিলাতীয় হুণ্ডী, কোম্পানির কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করিতাম, এবং প্রজা লোককে ধান্যের বাড়ি নিয়মে ধান্য দিতাম, আর অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ধান্য কাটা হইলে জমীদারেরা রাজস্বের জন্য ধান,ক্ষেত্রে ধান্য আটক করিতেন আমি অধিক সুদ খত লেখাইয়া লইয়া প্রজাদিগকে রাজস্বের টাকা দিতাম, এবং সোণারূপা হীরকাদি বন্ধক রাখিয়া ভদ্রলোকদিগকে গত পাঁচ বৎরে অনেক টাকা দিয়াছি, এইক্ষণে বাজার এমত মন্দ হইয়া উঠিয়াছে আসল টাকা দূরে মরুক তাহার পাঁচ আনা বাদ দিয়াও মূল ধন উঠাইবার উপায় দেখিতেছি না, কোম্পানির কাগজ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছি, কিঞ্চিৎ লাভের জন্য চারি টাকা সুদি এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া ছিলাম, কোম্পানি বাহাদুর পাঁচ টাকার কাগজ বাহির করিয়া দিলেন অমনি চারি টাকার কাগজের দর কম হইয়া পড়িল, তখন যদি বাজারে কিছু টাকা নোক্শান করিয়া ছাড়িয়া দিতাম তবে এখন এত দুঃখ হইত না, তৎকালে কুবুদ্ধি হইয়াছিল কিছুকাল পরে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইবে কিন্তু এইক্ষণে সে কাগজ মাটী হইয়া গিয়াছে, অতএব আশী হাজার টাকার কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, এবং বিলাতি হুণ্ডীর প্রতি আর কেহ বিশ্বাস করেন না, বাণিজ্য কৌসের মহামারীর পূর্ব্বে অনেক টাকার হুণ্ডী ক্রয় করিয়া সে টাকা জলে দিয়াছি অতএব আর বিলাতীয় হুণ্ডীর নাম করি না, ধান্যের বাড়িতে অনেক ধান্য লাভ পাইতাম, অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ঐ সকল ধান্য গোলাজাত করিয়া রাখিতাম, পরবৎসরের বৈশাখাবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত উচ্চ মূল্যে তাহা উঠিয়া যাইত, গত বৎসরের ধান্য সকল গোলা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, গত বৎসর ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, এবং ভূমিতে বীজবপন কালে বৃষ্টি হইল না, প্রজারা ধান্যের চাস করিতে পারিলনা সুতরাং তাহারদিগকে বাড়ি দিতে ভরসা করিতে পারি নাই, এবং যাহারা অধিক সুদ রাজস্বের জন্য টাকা কর্জ্জ করিতে আসিত তাহারদিগকেও টাকা দিতে ভীত হইলাম, রাজস্ব দিবার জন্য তাহারা আমার নিকট হইতে যে টাকা লইবে তাহারদিগের ধান্য বিক্রয় করিয়া তাহা পাঠবেক না, ঘরের টাকা দিয়া অনর্থক বিবাদ ক্রয় করায় প্রয়োজন বিরহ, কিন্তু এবৎসর অনেক জমীদার পেঁচে পড়িয়া গিয়াছেন, অন্যান্য বৎসর প্রজাদিগের ধান্য ক্রোক করিয়া রাখিতেন, প্রজারা অনেকে আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া যাইয়া রাজকর দিত, এবৎসর আমি টাকা দিলাম না অনেক প্রজা ক্ষেত্রে ধান্য রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে, এইক্ষণে সে ধান্য বিক্রয় হইবেক না, জমীদারেরা আগামি লাটবন্দি সময়ে বিশঙ্কট শঙ্কটে পড়িবেন।

অনেক জমীদার লাট বন্দি সময়ে স্ত্রীপুত্রাদির অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া কালেকটর সাহেবদিগকে টাকা দিতেন এইক্ষণে আর সোণারূপা জহরাতাদির সে মূল্য নাই, আটারো টাকার খুচরা সোণার মূল্য তেরো টাকা হইয়াছে খাঁটি রূপার অলঙ্কার বাসনাদির ভরি বারোআনাতেও কেহ লয় না, হীরা পান্না মুক্তাদি বিক্রয় করিতে গেলে জহরিরা বলে চাহেনা পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের এক হীরার কণ্ঠী আমার নিকট বন্ধক রাখিয়া কোন ধনিলোক কালেকটরি খাজানার জন্য ১২৫৪ সালের ১৭০০০ সতেরো হাজার টাকা লইয়াছিলেন এপর্য্যন্ত সুদ দেন নাই, সুদছাড়া আসল টাকা দিলেও আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক লইতাম তাহাও দিতে পারেন নাই, কাযেই তাঁহার হীরার কণ্ঠী বাজারে পাঠাইতে হইয়াছিল তাহাতে আসল মূল্যও হইলনা, আরো অনেকের সোণা রূপা আমার নিকট বন্ধক আছে, আমি যখন ঐ সোণা রূপা রাখি তখন আমার সেকরাকে ডাকাইয়া কষ্ঠিপাতরে পরীক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র চাঁচনী বন্ধকদাতা গণকে দিয়াছি এইক্ষণে ঐ চাঁচনীর সহিত বন্ধকী সোণা রূপা সমান হইল, কিন্তু বাজারে সে মূল্যে বিক্রয় হয়না, ঋণিদিগেরঅপরাধ নাই আমি তাঁহারদিগের সহিত বিবাদ করিতে পারিনা আমাকেই ক্ষতি স্বীকারকরিতেহইবে,ইহাতেদেশেরএই দুর্দ্দশা হইল কেহ দ্রব্যাদি বন্ধক দিয়াও টাকা পাইবেন না, ইহার পরে ভারতবর্ষের সেই দশা উপস্থিত হইবে যেমত শুনিয়াছি এক সময়ে ইংলণ্ডে একগোপনীয় বাজার করিয়া ইংরেজেরা আপনারদিগের রিবিগণের কপালে টিকী টদিয়া বিবিবিক্রয়ের মূল্য লিখিয়া অবলাগণকেসেইমূল্যেবিক্রয় করিতেঐবাজারেপাঠাইয়াছিলেন,এইসকলদেখিয়াশুনিয়া শঙ্কা হইতেছে এদেশের দশা কি হইবে আমারদিগের রাজ্য পালেরা চতুর্দ্দিগে রঙ্গস্থলে রঙ্গ করিতেছেন, এদিগে অধীন রাজ্য নিধন হয় তাহা দেখেন না, আশা আছে নীলামের পূর্ব্ব সূর্য্য থাকিতে২ টাকা পাইবেন,কিন্তু এ রাজ্যে টাকা নাই, পরিশেষে তাবৎ জমীদারী গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

কস্যচিৎ মহাজনস্য।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীন প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ধ্বাত কোঁষসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যগত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসপ্রব বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১০২সংখ্য ১১বালুম ইং ১৮৪৯ সাল ১১ ডিসেম্বর। দানীশাব্দ ৯৯ আন্দলরাজ বাঃ ৮২ বাঙ্গালা১২৫৬সাল২৭ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১টাকা আগাম ৮টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরে কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি,এইক্ষণে যদি কেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

মোকাম বালিগঞ্জের হাট যাহা পূর্ব্বে বাডিগার্ডলাইনের নিকটবর্ত্তি ছিল তাহা ইস্তক আগত পৈলা জানুআরি ১ এক বৎসর মিয়াদে ইজারা দেওয়া যাইবেক অতএব যে কেহ ইজারা লওনেরবাসনা রাখিবেক তাহারা আগামি মাসের ১ পৈলা তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ের স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত আবেদন পত্র ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে শ্রীযুত কাপ্তান এইচ, ফ্রেজর সিবিল আর্কিটেকট সাহেবের আফিসে দাখিল করিলে উক্ত বিষয়ের তদন্ত জ্ঞাত হইয়া রীত্যনুসারে পাইতে পারিবেক এবং উক্ত মহাল পারিপাট্যজন্য বর্ত্তমান ইজারদারের দ্বারা যে ব্যয় শ্রীযুত সাহেবান আলিগণ মিলটেরি বোর্ড কর্ত্তৃক তাহা মঞ্জুর হইবেক কিন্তু ৩০০ তিন শত টাকার অনধিক ঐ ব্যয়ের টাকা খাজনার টাকা সম্বলিত রোক আগামী দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

২ দফা। উক্ত হাটের খাজনা ১৩৫০ সাড়ে তেরোশত টাকা বার্ষিক হিসাবে গতবৎসর ছিল।

H, FRASER. Captain,
Civil Architect.

Fort William,
5th December 1849.

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে নীচের লিখিত বাঙ্গালব্যাঙ্ক নোট সকল খোয়া গিয়াছে যদি কেহ এই নোট পাইয়া থাকেন তাহা ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত করিলে কিম্বা অন্য কোন স্থানে থাকে এমত সম্বাদ পান তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিলে তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক ৫০ টাকা দেওয়া যাইবেক।

নোট।

নং ২১৬২ এক কেতা	২৫০ টাকা
নং ৬২৩। ১৪৪৫৮। ২২৪৫৩। ২১৮৩৫। এই চারি কেতা ১০০ টাকা হিসাবে	৪০০ টাকা।
নং ৮৪৭৭। ২০৮৬৭। ১৯৫৫০। এই তিন কেতা ৫০ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে	১৫০
চারি কেতা ২৫ পঁচিশ টাকা হিসাবে	১০০ টাকা।
এক কেতা	২০ টাকা
দুই কেতা ১৫ পোনের টাকা হিসাবে	৩০ টাকা।
	৯৫০

শ্রী মৌলবী মহম্মদ মজহর।

সাং তালতলা।

মৌলবী এমদাদ আলী লেন।

নং নয় সংখ্যক বাটী।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

লে জসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ২০ আক্তোবর।

ভারতবর্ষের কৌন্সোলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের লেজিসলেটিব সিরিস্তায় ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ২০ আক্তোবর তারিখে যে কার্য্য করেন তাহার পশ্চাৎ লিখিত বিবরণের চুম্বক সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ পূর্ব্বাপেক্ষা সুগমমতে আদায় করণের আইনের যে মুসাবিদা ১৮৪৯ সালের ১২ মে তারিখে প্রস্তাবিত হয় ও ১৮৪৯ সালের ৫ জুন তারিখের বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল।

নিদ্ধারণ। হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব নিদ্ধারণ করিয়াছেন যে উক্ত বিষয়ি আইনের নীচের লিখিত শুধরা মুসাবিদা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল — আক্ট।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সুগম মতে আদায় করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্যে যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বিস্তার করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএবনীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৪৯ ধারা।। এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের জজ সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ্জ অথবা দাওয়া ত্রিশ টাকার অধিক হয় সেই মোকদ্দমায় যে আসামির নামে সমন বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তির বিষয়ে যদি এইমত প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি লুকাইয়া আছে অথবা প্রকারান্তরে আদালতের হুকুম এড়াইতেছে কিম্বা ফরিয়াদীর কি আপনার সাধারণ মহাজনেদের ক্ষতি করণের অভিপ্রায়ে আপনার দ্রব্য ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতেছে অথবা আদালতের এলাকা হইতে প্রস্থান করিতে কি আপনার জিনিস পত্র উঠাইয়া লইতে উদ্যত আছে তবে জজ সাহেবেরা সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করণার্থে ওয়ারন্ট দিতে পারেন এবং ঐ সমনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী না হওনপর্য্যন্ত সময়ে২ আদালতে হাজির হইবার বিষয়ে এবং সেই মোকদ্দমায় যে টাকা ও খরচা তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহা দেওনের বিষয়ে যাবৎ জামীন না দেয় তাবৎ তাহাকে জেল খানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি।

৫০ ধারা।। এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন আদালতে যে জরিমানার হুকুম হয় তাহার টাকা যে রূপ ঐ আদালতে ঠিক্রীহওয়া কর্জ্জের টাকা আদায় হয় সেই রূপে জজ সাহেবেরদের হুকুমক্রমে আদায় হইতে পারে এবং এই আইনের লিখিতমতে তাহার হিসাব দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫১ ধারা।। এই আদালতের কোন নালিস অথবা কার্য্যের যে সকল খরচার বিষয়ে ইহার মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম নাই তাহা জজ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেই মতে বাদি প্রতিবাদির দ্বারা দেওয়া যাইবেক অথবা তাহারা অংশাৎশমতে তাহা দিবেক এবং যদি তাহার বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম না হয় তবে যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহার দ্বারা দেওয়া যাইবেক। এবং উক্ত আদালতে কোন কর্জ্জের ডিক্রী যেরূপে জারী হয় সেই রূপ এইমত কোন খরচা আদায়ের জন্য হুকুম জারী হইতে পারে ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৮৪৪ নম্বর।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবর্ণর সাহেবের হুকুম।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ১৩ নবেম্বর।

ফরিদপুরের জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত ই এফ লাটুর সাহেব গত মাসের ১২ তারিখে আপন কার্য্যের ভার শ্রীযুত ই সি ক্রাষ্টর সাহেবের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখে ত্রিপুরার কালেকটরী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত জি এ পাকষ্টন সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে।

জে পি গ্রাণ্ট।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবরণর সাহেবের হুকুম।

ছুটী।

১২ নবেম্বর।

সাবাতুর ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি জে বন সাহেব ও লাহোরের ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি আর বি মলটবি সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে গমনের অনুমতি পাইয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্ণর সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

সম্বাদ ভাস্কর

আমারদিগের সমাচার দাতা লেখেন গত শুক্রবার রাত্রি দশঘণ্টা কালে রাজা বৃজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের সহিশ এবং হাওয়াসদার একজন রুটিওয়ালা ব্রাহ্মণকে চোর ধরিয়া নগরীয় যোড়াসাঁকোর থানাতে সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে লইয়া যায় তাহাতে সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব থানার জমাদারাদি দ্বারা ঐ ব্রাহ্মণকে পোলিসের বেণী গারোদ নামক কারাগারে পাঠাইয়া দেন, পরদিন শনিবাসরীয় বেলা নয়ঘণ্টা কালে থানার জমাদার রাজা বৃজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাটীতে আসিয়া কহিল গত রাত্রে যে চোরকে থানায় পাঠাইয়াছ তাহার বিপক্ষে ফরিয়াদী এবং সাক্ষী চাহি, তাহারা কোথায় উপস্থিত কর, তাহাতে সহিশ ফরিয়াদী এবং হাওয়ালদার প্রভৃতি কয়েকজন সাক্ষী ঐ জমাদারের সহিত পোলিসে গমন করে তৎপরে পোলিসে কি রূপ জোবানবন্দী হইয়াছে আমি তাহা জানিতে পারি নাই কিন্তু পরে শুনিলাম বেলা একাদশ ঘণ্টা কালে একজন সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট এক জন সর্জ্জণ্ট সহিত রাজ ভবনে আগত হইয়া দ্বারপাল সিপাহিকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেন এবং রাজার বৈঠকখানায় উঠিয়া কর্ম্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাজা বাহাদুর কোথায়, গত রাত্রিতে যে চোরকে পোলিসে পাঠাইয়াছিলেন তিনি তাহার চুরির বিষয়ে কি জানেন আমরা রাজার মুখে তাহা শুনিতে চাহি, পোলিস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেৎলা সাহেব আমারদিগকে এই জন্য পাঠাইয়াছেন, ইহাতে রাজ কর্ম্মচারিরা কহিলেন রাজা বাহাদুর অন্তঃপুরে আছেন, তিনি এবিষয়ের কিছুই জানেননা, যদ্যপি তাঁহার নামে কোন পরওয়ানা থাকে তবে দেখাও, আমরা তাঁহাকে সমাচার জানাই, তাহাতে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তর করিলেন রাজার নামে কোন পরওয়ানা নাই এই কথা বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টাকালে ন্যূনাধিক তিনশত চৌকীদার ও চাপরাসি এবং ছুতার ও কুঠারাদি সম ভিব্যাহারে ১৬ জন সারজন আসিয়া রাজ বাটী বেষ্টন করে তাহাতে ভীত হইয়া রাজার সিপাহিরা সদরদ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল সারজনেরা বড় একখানা মই আনিয়া তদ্দ্বারা বারাণ্ডায় উঠিয়া সদর দ্বার খুলিয়া দিলেক তাহাতে ঐ সকল তাবৎ লোক রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরের কপাট ভাজিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় ঐ কপাট ভঙ্গ করণকালীন শ্রীযুত বাবু গোলোকনাথ শান্যাল এবং উকীল পাল সাহেবের বাটীর এক জন কেরাণী সাহেব রাজ বাটীতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বারম্বার নিষেধ করিলেন পোলিসের লোকেরা তাহা শ্রবণ করিলেক না, শার্শি জানালা কড় লণ্ঠনাদি চূর্ণায়মান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতে রাজপরিবারেরা কে কোথায় পলায়ন করিলেন তাহা নিশ্চিত নাই, রাষ্ট্র এইরূপ বাক্স সিন্দুকাদি ভঙ্গ করিয়া তোষাখানায় প্রবিষ্ট হইয়া তাবৎ দ্রব্যাদি লুঠিয়া রাজাকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে লইয়া আইসে এবং গাড়িতে উঠাইয়া তাঁহাকে পোলিসে লইয়া যায় পরে নগরীয় উত্তর ভাগের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত ওয়াইলিসাহেবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলে তিনি রাজাকে কোন কথা কহিতে দিলেন না, রাজার একশত টাকা এবং তাঁহার ভিন্ন[illegible] লোকের [illegible] টাকা হিসাবে দণ্ড করিয়া বিদায় করিলেন।

আমারদিগের সমাচারদাতা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিলাম এইক্ষণে আপনারা এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিব, যদি লোকেরা যদি নিদণ্ডে পরিত্রাণ পায় তবে দুষ্ট লোক সকল নাহসিক হইয়া শিষ্টগণের অনিষ্ট করিবে অতএব দোষিদিগের দণ্ড হয় ইহা আমারদিগের প্রার্থনীয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি রাজা বৃজেন্দ্রনারায়ণ রায় কি অপরাধে এপ্রকার অত্যাচার সংযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ করিয়াছিল কি শ্রীমতী মহারাজ্ঞী বাদিনী হইয়া রাজপোলীস দ্বারা উক্ত রাজাকে এই দণ্ড দিলেন, যদি রুটি প্রস্তুতকারি ব্রাহ্মণ অভিযোগ করিয়া থাকে তবে রাজার নামে রীতিপূর্ব্বক পোলীসের শমন বাহির হইলেই উচিত কর্ম্ম হইত, তাহাতে মোকদ্দমার বিচারের নির্দিষ্ট সময়ে যদি রাজা পোলিসে না যাইতেন অথবা উকীল মোক্তার না পাঠাইতেন তবে মাজিস্ত্রেট সাহেব তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিতেন কিম্বা বিচারকর্ত্তা স্বেচ্ছানুরূপ দণ্ড করিতে সমর্থ হইতেন, রাজার নামে শমন বাহির হয় নাই তিনি কি কুকর্ম্ম করিয়াছেন উভয় পক্ষীয় সাক্ষ্য লইয়া তাহার বিবেচনা হইল না, তবে তাঁহার দণ্ডই বা কেন হয়, আর দিবাভাগে পোলীসের লোকেরাই বা ডাকাইতের ন্যায় পড়িয়া কিজন্য রাজার সর্ব্বনাশ করিল, পক্ষান্তর মহারাজ্ঞী বাদিনী হইয়াছেন ইহা বলা যাইতে পারে না, রাজা বৃজেন্দ্রনারায়ণ রায় চুরী কিম্বা ডাকাইতী অবলম্বন করেন নাই, এবং শ্রীমতী মহারাজ্ঞী বাদিনী হইতে পারেন রাজার এমত কোন পাপ হইলে মাজিস্ত্রেট সাহেব এক শত টাকা দণ্ড করিয়া রাজাকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না তাঁহাকে কারাগারে রাখিয়া সুপ্রিমকোর্টের বিচারে সমর্পণ করিতেন; অতএব নিশ্চিত জানা হইল রাজা বৃজেন্দ্রনারায়ণ রায় শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর অভিযোগের আসামী হইবার কোন গুরুতর পাপ করেন নাই, তবে রাজার নামে খাড়াং খাড়াওয়ারিণকেনহইল, পোলীসেরলোকেরা তাঁহার অন্তঃপুরের মধ্যে কেন গেল, রাজবাটীর সিপাহিরা সদর দ্বার বন্ধ করিয়াছিল সমুখের ফটক বন্ধ করে নাই এই কারণ আইনের ছল ধরিয়া কি পোলিসের লোকেরা ফটকের মধ্যে যাইয়া মই লাগাইয়া বারাণ্ডায় উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল, রাজবাটীর অন্তঃপুরের দ্বার ভঙ্গ, সকল ঘরের শার্শি ভঙ্গ জানালা ভঙ্গ, রাজপরিবারদিগের বাক্স ভঙ্গ, তোষাখানার সমুদায় ভঙ্গ ইত্যাদি অত্যাচার কি জন্য হইয়াছে আমরা ইহাই জানিতে বাসনা করি।

৺ নকুধর নামক বিখ্যাত ধনী যিনি এতদ্দেশে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব স্থাপনের মূলীভূত ছিলেন, প্রথমসময়ে ইংরেজেরা যখন দীনভাবে বণিক বৃত্তি করিতে আইসেন তখন এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরেজদিগের কথা বুঝিতে পারিতেন না, সেই সময়ে গঙ্গার মধ্যে ইংরেজদিগের একখানা নৌকা ডুবিয়া যায়, সে নৌকাতে লোক এবং দ্রব্যাদি যত ছিল সমস্ত ডুবিয়া গেল কেবল মহারল একজন গোরা খালাসি ভাসিতে২ গঙ্গার পূর্ব্বকূলে আসিল, নকুধর তখন গঙ্গার কূলে বসিয়া জপ করিতেছিলেন, মৃতপ্রায় গোরাকে ভৃত্যদিগের দ্বারা উপরে উঠাইয়া বস্ত্র দিলেন এবং আপন বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইলেন, তাহাতেই ঐ গোরা বহুদিন নকুধরের বাটীতে থাকে, এবং তাহার সহিত কথোপকথনে নকুধর ইংরেজি ভাষার কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, সেই ইংরেজিতে ইংরেজেরা নকুধরকে দোভাষী করিলেন, কোন ইংরেজ দুই প্রহর রাত্রিতে টাকা চাহিয়াছেন নকুধর দিয়াছেন, নকুধর টাকা দিয়া, সন্ধান বলিয়া, পরিশ্রম করিয়া এতদ্দেশে বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে স্থাপিত করেন, সেই নকুধরের জামাতা সুখময় নামক ব্যক্তিকে বৃটিস গবর্ণমেণ্টই রাজা সুখময় রায় বাহাদুর নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ঐ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর, তৎপুত্র রাজা রাজনারায়ণ রায় তাঁহার পোষ্য পুত্র রাজা বৃজেন্দ্রনারায়ণ রায় যদি এই রাজা কোন অবদ্য কর্ম্ম ও করিয়াছিলেন তথাচ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া ক্ষমা করিলে কৃতজ্ঞতার ব্যবহার হইত, তাহা না করিয়া মেৎ ওয়াইলি সাহেব অঙ্গুলী দ্বারা স্বকীয় ওষ্ঠাধরে আবৃত করিয়া রাজাকে দেখাইলেন কথা কহিতে পারিবা না, আমরা এবিচারে সন্তুষ্ট হই নাই, এবং রাজবাটীতে যেরূপ ডাকাইতী ব্যাপার হইয়াছে তাহাতে নগরীয় প্রধান লোকেরা ভয় পাইয়াছেন, বাবু জয়চন্দ্র পালচৌধুরির বাটীতে পোলীসের লোকেরা ডাকাইতী ব্যবহার করিয়াছিল জয়চন্দ্র বাবু তজ্জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তৎপরে রাজা বৃজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাটীতে এই ভয়ানক কাণ্ড হইল, ইহার পরে পোলীসের লোকেরা ছোঁতা নোতা ধরিয়া এক২ দিবস এক২ ধনিলোকের বাটীতে এইরূপ অত্যাচার করিবে, অতএব নগরবাসি ধনি লোকেরা অপমানভয়ে নগর পরিত্যাগ করিবেন, কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার বরং ভাল, কেহ অন্যায় কর্ম্ম করিলে মাজিস্ত্রেটসাহেব তাঁহার বিষয় ক্রোক করেন, পোলীসের লোকেরা দিবাভাগে তাঁহার অন্তঃপুরে যাইয়া ডাকাইতী করে না, আমরা এবিষয়ে আর লিখিতে পারি না, রাজ পরিবারদিগের প্রতি যে প্রকার বিলাপজনক অত্যাচার এ হইয়াছে তাহা লিখিতে দুঃখ হয়, রাজা কৃষ্ণনাথ রায় গুলী দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন তাহাও ভাল, এবং রাজা বৃজেন্দ্রনারায়ণ রায় এঅপমানে প্রাণত্যাগ করিলেও প্রশংসিত হইতেন, অন্তঃপুরে পলায়িত হইয়া রাজ পরিবার দিগের অপমান করিয়া জীবিত আছেন এজীবনে ফল কি, অতএব যদি রাজা কোন পাপে না থাকেন তবে তাঁহার অপমান পরিশোধের উপায় করিতে পারেন।

শুভ বিবাহ।

গত রবিবার রাত্রিতে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ভগিনী পুত্রের সহিত বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের দৌহিত্রীর শুভ বিবাহ হইয়াছে, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুর রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর রাজা যাদবকৃষ্ণ বাহাদুর বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, বাবু হরিশ্চন্দ্র সিংহ, বাবু শিবচন্দ্র গুহ বাবু অভয়াচরণ গুহ, বাবু মদনমোহন মিত্র ইত্যাদি মান্য লোকেরা অনেকে ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষ এবং তৎপুত্র বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত মহাশয়গণকে শিষ্টাচার শিষ্টালাপে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

পরীক্ষা।

পরম্পরায় শুনা যাইতেছে যে ঢাকা কালেজের ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিক দান শীঘ্র হইবেক। পরীক্ষক সাহেবেরা প্রত্যেক বালকের পরীক্ষা লইয়া যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন তাহা অনেক দিন হইল গবর্ণমেণ্ট কৌন্সেলে প্রেরিত হইয়াছে।

ধনি সাহেবের মৃত্যু।

এখানকার অনেক জমীদার মেৎ লো সাহেবের পুত্র আলেকজণ্ডর সাহেব কিয়দ্দিবস হইল ওলাউঠা রোগের করাল দশনে নিপতিত হইয়া তনু ত্যাগ করিয়াছেন ঐ সাহেবের নগদ বিত্ত পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রার ও অধিক এবং দ্রব্য সামগ্রী ত্রিশ সহস্রের অতিরিক্ত হইবে এবং তদ্ভিন্ন জমীদারিও আছে। শুনা গেল উক্ত সাহেবের পুত্র নাবালগ বিধায় শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব ঐ সমস্ত ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ওছী মোকরর হইয়াছেন।

সং পূং।

বিবিধ সমাচার।

পাঠকগণের বিদিত আছে কলিকাতা পোলিস কমিস্যনর মহাশয়গণের সমীপে হিউম সাহেবের বর্ত্তমান কেরাণী বাবু বিশ্বম্ভর লাহার এক অপরাধের বিষয় বিবেচনা হয় অর্থাৎ তিনি শিবচন্দ্র মল্লিকের মোকদ্দমার নথি হিউম সাহেবের অজ্ঞাতে বচ সাহেবের বিচারে প্রেরণ করিয়াছিলেন ইহাতে অন্যান্য কারণ মধ্যে তৎকালে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ পায় তিনি এই বিষয়ে উৎকোচ গ্রহণ করেন ইহাতেই গবর্ণমেণ্ট উক্তকর্ম্মকারিকে পদচ্যুত করিয়াছেন, তৎপরে বিশ্বম্ভর লাহা এই বিষয়ের পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিয়া শ্রীযুত ডেপুটি গবর্ণরের নিকট আবেদন করেন, তাহাতে মাজিস্ত্রেট হিউম সাহেব শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের আদেশাপেক্ষায় এপর্য্যন্ত অন্য কোন লোককে বিশ্বম্ভর বাবুর পদে নিযুক্ত করেন নাই।

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্র পাঠে অবগতি হইল বাহির শিমুলিয়ার সুকের স্ট্রিট স্থানীয় ঔষধালয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ মেডিকেল কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্র বাবু পরমানন্দ সেট ডাক্তর ভোলানাথ বসুর পরিবর্ত্তে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিলাতীয় সমাচার মধ্যে দৃষ্ট হইল হাঙ্গিরি রাজ্যের হতভাগ্য প্রধানাধ্যক্ষ কশথ মহাশয় আমারদিগের ইংলণ্ড রাজ্যের ভিন্নদেশীয় কর্ম্ম সম্পাদক মহাশয়কে এক পত্র দ্বারা অবগত করিয়াছেন তুরুকীয় রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাঁহারদিগকে মোসলমান ধর্ম্ম স্বীকার করাইবার নিমিত্ত ভয় প্রদর্শন করাইতেছেন ইহাতে তিনি স্বকীয়ধর্ম্ম নাশাপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ শ্রেয়ো বিবেচনা করিয়া তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সাধ্বী স্ত্রী শিশু সন্তানগণকে ইংলণ্ড রাজ্যের দয়ার প্রতি সমর্পণ করিতেছেন।

হিন্দু ইনটেলিজেন্সর পত্র সম্পাদক মহাশয় বিলাতীয় সমাচার সঙ্কলন করিয়া লিখিয়াছেন বেম প্রভৃতি পলায়নপর হাঙ্গিয়ান সেনাপতিরা মোহম্মদীয়ান ধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছেন, ব্যক্ত হইল বীরবর বেম মহাশয় অধুনা মোরাদবে নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যাহা হউক, আমরা এইক্ষণে কশথ সেনাপতির প্রতিজ্ঞার প্রতি ধন্যবাদ করি তিনি প্রাণাপেক্ষা ধর্ম্মকে প্রধান জ্ঞান করিয়াছেন ইহাতে ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন এবং ভরসা করি তাঁহার বিপক্ষেরাও এবিষয়ে উক্ত সেনাপতির প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন, মোসলমানেরা ব্যাঘ্রের মুখ হইতে ছাগীকে রক্ষা করিয়া তাহার গলদেশে ছুরিকাঘাত করেন, কশথ মহাশয়ের প্রতিও সেই ব্যবহার করিতে বসিয়াছেন এরূপ নিষ্ঠুর জাতির আশ্রয় গ্রহণাপেক্ষা শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ বিধেয়।

কোন বন্ধু ডাকযোগে কুমারখালী হইতে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহার শেষাংশ এই।

বিজ্ঞবর সম্পাদক মহাশয়, এতদ্দেশে দস্যুশঙ্কা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে সিঁদ চুরীর সংখ্যা গণনা করণে অশক্ত সুতরাং তাহা লিখনে মৌনাবলম্বন করিতে হইল, অধুনা শুনিতেছি পাবনা জিলার অন্তঃপাতি আলমপুর গ্রামে এক জনের বাটীতে শেষ কার্ত্তিকে এক ডাকাই

ন্তী ও থরপুর ও ঝ.উ:দ এবং পাতরবা ড়ীয়া গ্রামত্রয়ে অগ্রহায়ণ মাহার মধ্যে তিন ডাকাইতী হইয়াছে যদ্যপিও প্রথ মোক্ত তিন গ্রাম কুমারথালী হইতে ব্যবহিত বিধায় তথাকার ডাকাইতির বিষয় সবিশেষ লিখিতে পারিলাম না তথাপি শ্রুত হইয়াছে আলমপুরে যে রাত্রে ডাকাইতী হয় ঐ রাত্রে একজন দ স্যুকে গ্রামস্থ লোকেরা ধরিয়া রাখায় তৎযোগে অপরদস্যুরা গেপ্তার হইয়াছে কিন্তু থরপুর ও ঝাউদের বিষয়ে তদ্বিপ রীত এবং কোন বিশ্বাসি ব্যক্তির বাচনি ক শ্রুত হইল ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহা শয়ের জমীদারী বেরাহিমপুরের অন্তঃ পাতি কুমারখালীর নিকটস্থ পাতরবা ড়ীয়া গ্রামের দোকৌড় নামক ব্যক্তির বাটীতে ৪ অগ্রহায়ণ তারিখে অনুমান দুই প্রহর কি আড়াই প্রহর রাত্রের সময়ে আন্দাজ ২০।২৫ জন দস্যু পতিত হইয়া গ্রাম্য অন্যান্য লোকের আসিবার অগ্রে গৃহস্থ মজকুরকে ও তস্য ভ্রা তাকে সামান্যাঘাত করিয়া ক্রমে২ উহার বাটীর দুই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করত সিন্দুকের মধ্য হইতে ১৫০ টাকার পয়সা ও নগদ ১৩৫০ টাকা এবং সোণা রূপার গহনা অনুমান ১০০০ টাকা একুনে নগদে জিনিসে ২৫০০ হাজার টাকা অপহরণ করিয়া গিয়াছে পরে অতি বিচক্ষণ ও সুধীর মোকাম খোক্সার দার গা শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র খ. ব্রাহ্মণ ঐ ডাকাইতি তদারক করিতে আসিয়াছেন, তাহাতে অদ্যাপি তাহার কোন সুরাগ করিতে পারেন নাই যেহেতুক গ্রাম্য হামহায়া ব্যক্তিগণ ঐ রাত্রের বিষয় প্রায় অবগত নহে, এবং অপহৃত বস্তু সকল বহু মূল্য অথচ অল্প স্থানে গোপন হইতে পারে বিশেষত নগদ টাকা পয়সা, এতদ্ভিন্ন সামান্য তৈজসাদি একখানিও ডাকাইতেরা অপহরণ করে নাই. যাহা হউক, বিজ্ঞবর দারোগার তদারকে যে হয় পশ্চাৎ লিখিব।

বিজ্ঞতম শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যে দেশে বিদ্যার প্রভা সূর্য্য প্রভার ন্যায় সর্ব্বত্র পতিত হইয়াছে সেই দেশকেই উজ্জল করিয়াছে অতএব সর্ব্বসাধারণের প্রতি সমান রূপে বিদ্যা প্রদান হয় ইহা প্রার্থনীয় কিন্তু যে রাজ্যে জা তিপ্রভেদ নিবন্ধন কার্য্য প্রভেদ আছে সে রাজ্যে সর্ব্বজাতিকে সমানরূপে বিদ্যা প্রদান করিলে সাধারণের সাংসারিক ব্যাপারনির্ব্বাহ অতিকষ্টসাধ্য হয়, জাত্যভিমান রূপ বিশাল কণ্টক ইউরোপ রাজ্য হইতে একেবারে গিয়াছে অতএব সর্ব্বসাধারণকে সমান রূপে বিদ্যা প্রদানে সে রাজ্যে উপকার হইয়াছে, ইউরোপীয় লোকেরা বিদ্বান হইয়াও কর্ম্মকে ছোট বড় জ্ঞান করেন না, যে কর্ম্মে লভ্য দেখেন তাহাতেই প্রবর্ত্ত হয়েন, লাভ দেখিলে ডিউক সন্তানেরাও নাবিকের কর্ম্ম করিতে পারেন এবং রাজপুত্রেরাও চর্ম্মকারের কর্ম্ম লজ্জাকর জ্ঞান করেন না, অতএব বিদ্যার গুণে ইউরোপ রাজ্যের তাবৎ কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, অন্য কথায় প্রয়োজন কি, ইউরোপ জাত বিজ্ঞবর ডাক্তর সাহেবেরা রোগিদিগের পীড়া পরীক্ষার্থ বিষ্ঠা পর্য্যন্ত চাখিয়া দেখেন, দুর্গন্ধ পচা শব গৃহে আনিয়া কাটিয়া শিরা সকল অন্বেষণ করেন, এদেশের লোকেরা বিষ্ঠার এবং শবের গন্ধ দুর্গন্ধ জ্ঞানে নাসিকায় বস্ত্র দেন, বিষ্ঠা কিম্বা শব স্পর্শ করিলে সবস্ত্র স্নান না করিয়া গৃহে যান না, এপ্রকার অজ্ঞানার স্থায়গবর্ণমেণ্ট একেবারে সর্ব্বসাধারণের প্রতি বিদ্যারত্ন বৃষ্টি করিয়া এদ্দেশে ইষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবেন না, এতদ্দেশে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যের, বৈশ্যেরা শূদ্রের অন্ন ভোজন করেন না, ৺ প্রাপ্ত রাজা রাজবল্লভ রায় বাহাদুর রায়রায়া ছিলেন স্বকীয়পরাক্রমে বৈদ্য নামে একস্বতন্ত্রজাতি করিয়া ঐশ্রেণীস্থ লোকদিগকে যজ্ঞোপবীত দিয়া গিয়াছেন তথাচ অধম শূদ্রেরাও বৈদ্য জাতির অন্ন গ্রহণ করে না, উড়িষ্যা দেশীয় নীচ লোকেরা এতদ্দেশে পাল্কী বহিতেছে, বাগানে মালির কর্ম্ম করিতেছে কিন্তু তাহারা বাঙ্গালি কুলীন ব্রাহ্মণদিগের অন্ন স্পর্শেতেও জাতিনাশ জ্ঞান করে, ইংরেজদিগের বাড়ীতে অনেক উড়ে বেহারা ভৃত্য আছে, ঘর ঝাঁটি দেয়, বিছানা করে, সাহেব বিবিদিগের পাল্কী ঘাড়ে করিয়া লইয়া যায় কিন্তু সাহেবদিগের বাটীতে জল গ্রহণ করেনা বরং এইরূপে ইংরেজসহবাসে ইংরেজদিগের প্রতিবিম্বাসে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কেহ২ ফ্রেণ্টির বাজার ধর্ম্মতলার বাজার হইতে মাংস ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন, এবং উইলসনাদি সাহেবদিগের বাটী হইতে অন্ন মাংসাদি আনাইয়া আহার করিতেছেন, যদিও জিজ্ঞাসা করিলে ইহা স্বীকার করিবেন না তথাপি আমি জানি ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বহুস্থলে এইরূপ হইতেছে কিন্তু নীচ জাতীয় লোকেরা উইলসনি খানার নামে কর্ণে হস্ত দেয়, ইংরেজদিগের মধ্য হইতে এই অজ্ঞানতা দূরীকৃতা হইয়াছে, ইংরেজেরা মেথর জাতিকেই পাচকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, মেথরেরা প্রাতঃকালে উঠিয়া পায়খানা পরিষ্কার করে, তৎপরে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া সাহেবদিগের আহারীয়দ্রব্যাদি পাক করিতে যায়, এবং উত্তমরূপে আহারীয় দ্রব্যাদি পাক করিয়া সাহেবদিগের সন্তোষ জন্মায়, কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন মুচির বাড়ীতে মেথর গেলে মুচিরাও বাড়ীতে গোময় ছিটা দেয়, এপ্রকার অজ্ঞান দেশে গবর্ণমেণ্ট ঋণি অবস্থায় বহুব্যয়ে নীচজাতির উপর বিদ্যা রূপ মুক্তাবৃষ্টি কেন করেন ইহাতে কেবল শুবনে মুক্তা ছড়ান হইতেছে, নীচ সন্তানেরা বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া কেবল অভিমানী হয়, স্বব জাতীয় ব্যবসায় ঘৃণা করিয়া তাহা করে না, অন্য উত্তমকর্ম্মও প্রায় পায় না এই কারণ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াও জুয়াচুরীতে প্রবর্ত্ত হয়, অনেকে উৎকোচ লইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যায়, ইংরেজ বিচারপতিরা জ্ঞান করেন ইংরেজি ভাষায় সাক্ষ্য দিতেছে মিথ্যা কথা বলিবেক না, ইহাতেই তাঁহারা ঐ সকল লোকের কথায় ভ্রান্ত হইয়া বিচারের প্রণালী ভুলিয়া যান কিন্তু এতদ্দেশে বেদকোরাণ গঙ্গাজলাদি যেমন প্রতারকদিগের উপার্জ্জনের সদুপায় হইয়াছিল এইরূপে ইংরেজি ভাষার শব্দ সকল তদপেক্ষাও ইংরেজ ভুলাইবার প্রবল কল হইয়াছে, এই কলে সূক্ষ্মবিচার মারা যাইতেছে, আর এতদ্দেশীয় মান্য লোকদিগের দুঃখ হইতেছে, কলিকাতা নগরে দেশীয় নাপিত ধোপা প্রায় নাই, ধোপা নাপিত সন্তানেরা কেরাণী হইয়া বসিয়াছে, তাহারা কেরাণিগিরি ও জালসাজির কর্ম্ম ভাল পারে, ইংরেজি লিখিতে শিখিয়াছে অনায়াসে জাল স্বাক্ষর করে, ইহাতে স্বজাতীয় ব্যবসায় কেন করিবে, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, গোয়ালকাদি নীচ জাতীয়েরা ই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির ভৃত্যের কর্ম্ম করিত, এইরূপে তাহারা ইংরেজি লেখা পড়া শিখিয়াছে আর ভৃত্যের কর্ম্ম করিতে চাহে না, এক জন কেরাণির জন্য বিজ্ঞাপন দিলে শত২ কেরাণি আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু প্রাতঃকালে উঠিয়া বৈঠকখানা ঝাঁট দিবে, হুঁকায় জল পুরিবে, মড়ন্দা ঝাড়িবে, বাজারে যাইবে, কাপড় কোঁচাইবে, পুষ্করিণী কি গঙ্গা কি পাতকূআ হইতে জল আনিবে, গাভী দিগকে যাব দিবে, গোশালা মুক্ত করিবে, তৈল মাখাইবে, স্নান করাইয়া শরীর মার্জ্জন করিয়া দিবে, আহারের স্থান করিবে ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম পারিবে মাসে এক টাকা বেতন আর খোরাক পোষাগ অর্থাৎ আহার বস্ত্রাদি পাইবে, এই নিয়মে এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা তাবৎ কর্ম্ম করিত এইক্ষণে মাসে দশটাকা বেতনেতেও পূর্ব্বোক্ত তাবৎ কর্ম্ম করিতে কেহ স্বীকার করেন না, অতএব গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোকদিগকে বিদ্যাদান করিয়া এই করিলেন তাহারা তস্কর হইল আর ধোপা নাপিত ও দাসদাসীর অভাবে এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা ক্লেশে পড়িলেন, ইহার পরে মেথরেরাও ইংরেজি শিখিয়া কেরাণি হইতে যাইবে তখন ইংরেজেরাও ভৃত্যাভাবে বিরক্ত হইয়া কষ্ট পাইবেন, আমি অগ্রে বলিয়া রাখিলাম আমার এই প্রস্তাব যেন গবর্ণমেণ্টের স্মরণ থাকে, হিন্দু শাস্ত্রেতে যে নীচ জাতিকে বিদ্যা প্রদান নিষেধ লিখিয়াছেন তাহা অতি বিবেচনা পূর্ব্বক লেখা হইয়াছিল ইহার পরে গবর্ণমেণ্ট নানা রূপে কষ্ট পাইয়া ঐ লেখার প্রতিষ্ঠা করিবেন।

একজন উপরি দর্শক।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীন প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোযান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বেবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১০৩ সংখ্যা ১১বালম হং ১৮৪৯ সাল ১৫ ডিসেম্বর। হানীশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজ.ব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১ পৌষ শনিবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আর গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরে কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায় মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম অতএব এগ্রন্থ আমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদি কেহ উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে শোভা বৃদ্ধি কারক কমিস্যনর দিগকে মনোনীত করিবার স্কীম অর্থাৎ নিয়ম সন ১৮৪৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর মাসের কলিকাতা গেজেট নামক সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় সেই স্কীম অর্থাৎ নিয়মে এই নির্দ্ধার্য্য আছে যে বোটিং টিকীট অর্থাৎ সম্মতি পত্রেতে যে ব্যক্তি কালেকটর ও এসেসর এই দুই পদে নিযুক্ত আছেন আপনার নাম সহী করিবেন এবং এক্ষণে উক্ত দুই কর্ম্মে একজন নিযুক্ত না থাকাতে কাপ্তেন জেঃ ওঃ বেকেট সাহেবকে বিনা বেতনে কালেকটর ও এসেসর এই দুই পদে নিযুক্ত করা গেল এবং তিনি উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া আগামি বৎসরের শোভা বৃদ্ধি কারক কমিস্যনর দিগকে মননীত করিবার সকল বোটীং টিকীট অর্থাৎ সম্মতি পত্র প্রস্তুত ও সহী করিয়া দিবেন।

By order of the Commissioner for the Improvement of the Town of Calcutta.

J. O. BECKETT.
Clerk.

11 Esplanade Row.
December 12th 1849.

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধানানুসারে ১৮৫০ সালের নিমিত্ত মহানগর কলিকাতার শোভা বৃদ্ধিকারক কমিস্যনরদিগের পদে ব্যক্তি নিযুক্ত করা হইবেক, এবং বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার ও ২৮ তারিখ শুক্রবার এই দুই দিবসে নিম্ন লিখিত স্থানে উক্ত নিয়োগের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

প্রথম অর্থাৎ অপরনার্থ ডিবিজনের নিমিত্ত হেদুয়া সরোবর।

দ্বিতীয় অর্থাৎ লোয়ারনার্থ ডিবিজনের নিমিত্ত গোলদীঘী।

তৃতীয় অর্থাৎ অপরসৌথ ডিবিজনের নিমিত্ত টৌনহাল।

চতুর্থ অর্থাৎ লোয়ারসৌথ ডিবিজনের নিমিত্ত বাদামিয়া দীঘী।

যে সকল ব্যক্তি কমিস্যনরের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা রাখেন তাঁহারদিগের বিদিত করা যাইতেছে যে তাঁহারা ১৭ তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায় আমাকে জ্ঞাত করিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

সরিফ আফিস।
৮ ডিসেম্বর ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে নীচের লিখিত বাঙ্গালব্যাঙ্ক নোট সকল খোয়া গিয়াছে যদি কেহ এই নোট পাইয়া থাকেন তাহা ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত করিলে কিম্বা অন্য কোন স্থানে থাকে এমত সম্বাদ পান তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিলে তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক ৫০ টাকা দেওয়া যাইবেক।

নোট।

নং ২১৬২ এক কেতা ২৫০ টাকা
নং ৬২৩। ১৪৪৫৮। ২২৪৫৩। ২১৮৩৫। এই চারি কেতা ১০০ টাকা হিসাবে ৪০০ টাকা।
নং ৮৪৭৭। ২০৮৬৭। ১৯৫৫০। এই তিন কেতা ৫০ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ১৫০
চারি কেতা ২৫ পঁচিশ টাকা হিসাবে ১০০ টাকা।
এক কেতা ২০ টাকা
দুই কেতা ১৫ পোনের টাকা হিসাবে ৩০ টাকা।

৯৫০

শ্রী মৌলবী মুহম্মদ মজহর।
সাং তালতলা।
মৌলবী এমদাদ আলী লেন।
নং নয় সংখ্যক বাটী।

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।
লেজিসলেটিব।
ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ২০ আক্তোবর।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে দেশীয় ডিপার্টমেন্টের লেজিসলেটিব সিরিস্তায় ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ২০ আক্তোবর তারিখে যে কার্য্য করেন তাহার পশ্চাৎ লিখিত বিবরণের চয়ক সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ পূর্ব্বাপেক্ষা সুগমমতে আদায় করণের আইনের যে মুসাবিদা ১৮৪৯ সালের ১২ মে তারিখে প্রস্তাবিত হয় ও ১৮৪৯ সালের ৫ জুন তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল।

নিদ্ধারণ। হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব নিদ্ধারণ করিয়াছেন যে উক্ত বিষয়ি আইনের নীচের লিখিত শুধরা মুসাবিদা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল — আকট।
কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সুগম মতে আদায় করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্যে যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বিস্তার করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৫৬ ধারা। যদি বাদিপ্রতিবাদির মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ডিক্রী হয় তবে যে ব্যক্তির পক্ষে অধিক টাকার ডিক্রী হইয়াছে কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী জারী হইবেক এবং অল্পসংখ্যক ডিক্রীর টাকা বাদ দিয়া যত টাকা বাকী থাকে কেবল তাহার জন্য ডিক্রী জারী হইবেক। এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের বিষয়ে এবং অল্পসংখ্যক টাকার ডিক্রীর পরিশোধের বিষয়ের নিদর্শন বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এবং যদি উভয় ডিক্রীর টাকা তুল্য হয় তবে উভয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে লেখা যাইবেক ইতি।

৫৭ ধারা। আদালতের কোন টাকা দেওনের বিষয়ের হুকুম করিলে যদি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা সময়সকলে দেওয়া না যায় তবে যে ব্যক্তির প্রতিকূলে সেই হুকুম হইয়াছে অন্য কোন এত্তেলা বা হুকুম বিনা সেই হুকুম জারীক্রমে সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক অথবা তাহার সম্পত্তি কি জিনিসপত্র ক্রোক হইবেক। এবং যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইল তাহার দরখাস্তক্রমে উক্ত আদালতের ক্লার্ক সাহেব ঐ আদালতের মোহরকরা ডিক্রী জারীর এক রিট ঐ আদালতের কোন এক জন বেইলিফকে দিবেন এবং ঐ রিটের ক্ষমতাক্রমে ঐ বেইলিফ ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করিবেক অথবা যে টাকা দিবার হুকুম হয় তাহা এবং ডিক্রীজারীর খরচা সেই ব্যক্তির যে কোন জিনিস ও সম্পত্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে পাওয়া যায় সেই জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল করিবেক এবং সকল সারজন ও পোলিসের অন্যান্য আমলা আপনং এলাকার মধ্যে ঐ রিট জারী করণের সাহায্য করিবেক ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবে।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৯০৯ নম্বর।
বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবর্ণর সাহেবের হুকুম।
নিয়োগ।
১৮৪৯ সাল ২৪ নবেম্বর।

নীচের লিখিত ডেপুটী কালেকটরেরা আপনং নামের পার লিখিত জিলাতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত হাফিজ সরফরাজ আলী ত্রিহুত হইতে বেহারে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযত জয়গোপাল বাঁড়ুয্যা পাটনা হইতে যশোহরে। শ্রীযুত ই ডিরোজারিয়ো সাহেব যশোহর হইতে ঢাকায়।

গত সেপ্তেম্বর মাসের ২৭ তারিখের হুকুমমতে শ্রীযুত বাবু নবচন্দ্র চাটুয্যার ত্রিপুরা হইতে বেহারে এবং শ্রীযুত জয়গোপাল বাঁড়ুয্যার পাটনা হইতে মুরশিদাবাদে যে নিয়োগ হয় তাহা রহিত হইল।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটি গবরণর সাহেবের হুকুম।
ছুটী।
১৮৪৯ সাল ২০ নবেম্বর।

ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এক টকর সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মার্পিল ক্ষেপনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৩ নবেম্বর।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি ডবলিউ জে ওয়াইটিঙ্গ সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ইঙ্গলণ্ডে গমনের অনুমতি পাইয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে।
জে পি গ্রাণ্ট।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

সম্বাদ ভাস্কর

হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর পত্রের কোন সম্বাদলেখক লিখিয়াছিলেন গোবরডাঙ্গার জমীদার ৺ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাবুর বাটীতে ডাকাইতী হইয়াছে, তাহাতে আমারদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছিল এক জন মান্য জমীদার যাঁহার বাটীতে শতং লোক প্রহরী আছে তাঁহার বাটীতে ডাকাইতী অসম্ভব কথা, অতএব আমরা তৎকালেই লিখিয়াছি হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর পত্রের সম্বাদলেখক তথ্য জানিতে পারেন নাই, এইক্ষণে আমারদিগের সেই আনুমানিক বাক্যই সত্য হইল, জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট সাহেব উক্ত জমীদার মহাশয়ের বাটীতে আসিয়াছিলেন ইহাতেই হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর পত্রের সমাচারদাতা উক্ত জমীদারের বাটীতে ডাকাইতী অনুমান করিয়া থাকিবেন, গোবরডাঙ্গা নিবাসি কোন ভদ্রলোক আমারদিগকে লিখিয়াছেন কালীপ্রসন্ন বাবুর বাটীর গড়ের নিকট খিড়কীদ্বারের অদূরে কয়েক ঘর জবন প্রজা বাস করে, তাহারদিগের এক দল সিরাজী মতস্থ হইয়াছে, তাহারা মন্ত্রণা করিয়াছিল গোহত্যা করিবে, কালীপ্রসন্ন বাবুর মধ্যমা স্ত্রী এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ঐ সিরাজি দলভুক্ত জবনগণকে ডাকাইয়া আনান, এবং তাহারদিগের নিকট হইতে একরার লন গোহত্যা করিলে দণ্ড দিবে, ইহাতেই সিরাজি মতস্থেরা একরার দিয়া জমীদারের বাটী হইতে যাইয়া কৃষ্ণনগরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের সমীপে অভিযোগ করে কালীপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী তাহারদিগের শ্মশ্রু উৎপাটন করাইয়া ধর্ম্মালয় কাটিয়া দিয়াছেন, ইত্যাদিরূপ বিবিধ অত্যাচারের কথা বলে. ইহাতেই মাজিস্ত্রেট সাহেব আপনি সুরতহাল করিতে আসিয়াছিলেন, যিনি সাক্ষাতে থাকিয়া পথিক লোকেরদের উপর আপন কুক্কুর লেলিয়া দেন তাঁহার কুক্কুরে পথিকগণকে ক্ষতবিক্ষত করে আপনি চক্ষে দেখিয়া সুরতহাল লেখেন না বিশেষত কুক্কুরের এবং শীতকালে আপনারদিগের আহারের জন্য যাঁহার গোমাংসের প্রয়োজন আছে এমত মাজিস্ত্রেট যদি গোহত্যাকারিগণকে উৎসাহ না দেন তবে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হয় না, অতএব যাহারা ফরিয়াদী তাহারাই সাক্ষী, তাহারদিগের কথাতেই মাজিস্ত্রেট সাহেব নির্ভর দিলেন, কিন্তু কৃষ্ণনগর জিলা কলিকাতার সন্নিহিত, আর বিখ্যাত ধনি মহাসম্ভ্রান্ত বাবু প্রমথনাথ দেব কালীপ্রসন্ন বাবুর বিষয়ের অছি আছেন, এই সকল সাত পাঁচ ভাবিয়া অভিলষিত মত কার্য্য করিতে পারিলেন না, আসামি পক্ষীয় তাবৎ লোককে ছাড়িয়া দিয়া সিরাজিদিগের সম্মান রক্ষার্থ কেবল দুই ব্যক্তির পঞ্চাশ টাকা জরীমানা করিলেন, ফরিয়াদিরা যে তাহারদিগের ধর্ম্মালয় কাটার কথা বলিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কালীপ্রসন্ন বাবুর পুত্রের বিবাহের সময়ে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করণার্থ কলিকাতা হইতে কয়েকজন দরজী তথায় যায়, জমীদারি ব্যয়ে তাহারদিগের বাসার্থ এক গৃহ প্রস্তুত হয়, বিবাহের পরে তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছে, জমীদারি লোকেরা সে ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া স্থান পরিষ্কার করিয়াছে, ঐসকল দরজিরা কলিকাতা হইতে যাইয়া মাজিস্ত্রেটের সাক্ষাতে এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে, তথাপি মাজিস্ত্রেট সাহেব জমীদারপক্ষীয় দুই ব্যক্তির জরীমানা করিয়াছেন, আমরা শুনিয়াছি কালীপ্রসন্ন বাবুর মধ্যমা স্ত্রী বুদ্ধিমতী এবং ধর্ম্মপরায়ণা তিনি দরিদ্র লোকেরদের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, তাঁহার অনুমতি ক্রমে প্রজার দাড়ী উৎপাটন হইয়াছে প্রজাদিগের নমাজ গৃহ কাটা গিয়াছে ইহা বিশ্বাস যোগ্য নয়, মাজিস্ত্রেট সাহেব বালকতা প্রকাশ করিয়াছেন।

এইক্ষণে আমারদিগের মহাসন্দেহ উপস্থিত হইল গবর্ণমেণ্টই বুঝি মনে করিয়াছেন এতদ্দেশে সাধারণ্যরূপে সর্ব্বত্র গোহত্যা চালাইবেন তাহা না হইলে ঢাকাতে সিরাজিদলকে কি জন্য প্রবল করিয়া দিলেন তাহারা ডাকাইতী করিয়াছে, অনেক হিন্দুর জাতি মারিয়াছে, ঢাকার মাজিস্ত্রেটি বিচারাবধি কলিকাতার সদরদেওয়ানি পর্য্যন্ত তাহারদিগের বিপক্ষে অভিযোগ হইয়াছে, তথাচ তাহারা উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয় নাই এবং মোহরমের সময়ে বোয়ালিয়ার মাজিস্ত্রেট সাহেব হিন্দু পল্লীর মধ্যে সরকারি চারক মোসলমান দিগের দ্বারা গোহত্যা করাইয়াছেন, ইহা কি রাজধর্ম্মের কর্ম, জবন রাজারা হিন্দুজাতির প্রতি এই অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাতেই পরমেশ্বর তাঁহারদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, সকলজাতীয় প্রজারাই রাজার সমান স্নেহ পাত্র, রাজা একজাতীয় প্রজার পক্ষ হইয়া অন্য জাতীয় প্রজাকে মনোদুঃখ দিতে পারেন না, হিন্দুরা গোহত্যা দেখিবেন, তাহাতে আহ্লাদিত হইবেন সে সময় অনেক দূরে আছে, এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট জবনজাতির দ্বারা সর্ব্বত্র গোহত্যার অনুষ্ঠান করিলে কেবল কাটাকাটী উপস্থিত হইবে, প্রজায়২ কাটাকাটী হয় রাজা দেখেন ইহাকি রাজার উচিত, রাজধর্ম্মে এরূপ বলেনা অতএব গবর্ণমেণ্টের জাতীয় মাজিস্ত্রেটেরা গোহত্যা বিষয়ে জবন প্রজাদিগকে উৎসাহ দিয়া যে হিন্দুগণকে অপমান ও মনস্তাপ দিতেছেন ইহা অতি অন্যায়।

ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় সম্প্রতি প্রতি পত্রে যে রূপ অসদভিপ্রায় সকল বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যদি আর কিছুকাল এইরূপ লেখেন তবে তাঁহার পত্র পাঠকবর্গের অগ্রাহ্য হইবেক না এমত অনুমান হয় না, ব্যবস্থাপক সমাজ অধুনা যে কয়েক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অব্যবস্থিত রূপে বিবেচিত হইয়াছে এবং ইংরাজ বাঙ্গালি তাবৎ সমাচার পত্র সম্পাদক দ্বারা ইহাই কথিত হইতেছে তথাচ ফ্রেণ্ড মহাশয় তত্তাবৎকে সাধ বিধি বলিতে লজ্জিত হইতেছেন না, রাজপথে কর গ্রহণ বিধির যে এক নূতন পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইয়াছে তাহা নিদ্ধারিত হইলে কত অন্যায় হইবে আমরা নির্ব্বচন করিয়া উঠিতে পারি না তথাপি এতদ্বিষয়ের অন্যায়াচরণ পূর্ব্বপত্রে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি কিন্তু ফ্রেণ্ড মহাশয় অনির্ব্বনীয় বুদ্ধিবলে গত পত্রে লিখিয়াছেন এই নিয়ম নূতন ব্যাপার নহে বোম্বাই রাজ্যে এরূপ কর পূর্ব্বাবধি গৃহীত হইতেছে, এবং রাজবর্ত্মাদি প্রস্তুত ও মেরামত করণার্থ এরূপ রাজস্ব গ্রহণে দোষ বিরহ, ফ্রেণ্ডের এতদাভাসের প্রতি আমারদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে রাজপথের কর দ্বারা শুদ্ধ রাজবর্ত্ম প্রস্তুত ও মেরামত হইবেক ব্যবস্থাপক সমাজ এমত অঙ্গীকার করেন নাই, বিশেষত কলিকাতার বিষয়ে ব্যবস্থাপক সমাজ এতদাঙ্গীকার করিয়াও যখন তদ্ধন রাজকোষে সঞ্চয় করিতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে লজ্জা বোধ করেন নাই তখন আমরা ফ্রেণ্ডের আশ্বাসে বিশ্বাস করিতে পারি না, অতএব এমত অন্যায় নিয়মের পোষকতা করিয়া ফ্রেণ্ড মহাশয় সম্পাদকীয় ধর্ম্মের অনিয়ম ব্যবহার করিতেছেন, ইহা সত্য বটে তিনি গবর্ণমেণ্টের অন্ন ভোক্তা প্রযুক্ত প্রভুভক্তি প্রকাশে তাঁহার অপরাধ নাই কিন্তু যখন স্মরণ হয় পাঠকগণের অর্থ দ্বারা ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্র প্রচলিত রহিয়াছে তখন দেশের বিপক্ষতা করণে কি তাঁহার অকৃতজ্ঞ ব্যবহার হয় না অতএব বিজ্ঞ সহযোগি মহাশয় দেশের অকল্যাণকর বিষয় বিন্যাস কালীন পাঠকগণের মুখাবলোকন করিবেন।

বিবিধ সমাচার।

কলিকাতা ষ্টার পত্রে লেখে শিমলা হইতে গবরণর জেনরালের এক ডিস্পেচ স্যার উইলিয়ম গম সাহেবের নামে এতন্নগরে আগত হইয়াছে, কথিত হয় এই পত্রে উক্ত সেনাপতি মহাশয়কে ভারতবর্ষীয় প্রধান রক্ষিত্ব পদে আবাহন করা হইয়াছে।

ইংলিসমেন পত্রে এক জল্পিত সমাচার প্রচার হইয়াছে নওয়াখালির বর্ত্তমান মাজিস্ত্রেট মার্ক্টর ডি লেটোর সাহেব এতন্নগরীয় প্রধান মাজিস্ত্রেটি পদে অভিষিক্ত হইতে পারেন, কথিত হয় পেটন সাহেব বর্দ্ধমানের জজি কর্ম্মে নিয়োজিত হইবেন।

এতন্মাসীয় ২৯ তারিখ পর্য্যন্ত বীরবর শ্রীযুত লার্ড গফ সাহেব এতন্নগরে আগমন করিবেন এমত ব্যক্ত হইয়াছে।

ইংরাজি পত্রে লেখে রুষিয়াধিপতি তুরুক রাজদূতকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যাবৎ হাঙ্গিয়ানদেশীয় কশথ প্রভৃতি পলায়নপরায়ণ বিরোধিদলকে তুরুকীয় সুলতান তাড়িত না করেন তাবৎ তিনি শান্ত হইবেন না অতএব বলিতে হয় রুষিয়ান সম্রাট এতৎ প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিলে ইউরোপ খণ্ডে এক তুমুল সংগ্রাম হইবেক, কিন্তু অন্যান্য বিলাতীয় সমাচার পত্র সম্পাদক ইহার বিপরীত ব্যাখ্যা করেন।

মান্দ্রাজ ইউনাইটড সারবিস গেজেট পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে তত্রস্থ মোসলমানেরা যাবদীয় ইংরাজকে এককালে হনন করিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল কেবল সিপাহিদিগের বিশ্বস্থ ব্যবহারেই ইহা ব্যক্ত হয়, এই কুমন্ত্রণার ভিতরে কোন জবন প্রধান মহাশয় লিপ্ত আছেন তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

দারজিলিং স্থানীয় সমাচার।

উক্ত স্থান হইতে আগত সম্বাদে বিদিত হইল তথায় এইক্ষণে সিকিম রাজসৈন্যের বা ভুটিয়া দেশীয় অসভ্য লোকেরদের আক্রমণাশঙ্কা নাই, হরকরা পত্রের তৎস্থানীয় কোন পত্রপ্রেরক লেখেন চীন রাজপক্ষীয় টিবেট স্থানীয় প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় সিকিম পতিকে লিখিয়াছেন তিনি ইংরাজদিগকে ভয় না করেন যদি একান্তই তৎ প্রতিকূলাচরণে পরাভব হন তবে টিবেটে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিবেন, অধিকন্তু ব্যক্ত হয় লেসা স্থানীয় চীন রাজ্যের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় নেপাল দরবারে জনেক দূত প্রেরণ করিয়াছেন ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন সিকিম রাজার সপক্ষ হইয়া চীন রাজপুরুষ নেপালীয় গবর্ণমেণ্টকে ঐক্যমতাবলম্বী করণোদ্যোগ করিতেছেন, কিন্তু অন্যান্য ইংরাজি পত্রের সমাচারদাতারা পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন সিকিমাধিপতির পূর্ব্বাবেদন শ্রবণ করণার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্ট কমিসনর নিয়োগ করিয়াছেন ইহাতেই উক্ত মহীপাল ডাক্তর হুকর ওকেম্বেল সাহেবকে পরিত্রাণ প্রদানে সম্মত হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে দারজিলিং স্থানীয় বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ কাপ্তেন বাইং সাহেব ভয় মিত্রতা উভয় প্রদর্শক যে পত্র লিখিয়াছিলেন তৎপাঠে তিনি উক্ত বন্দীদ্বয়কে বিমুক্ত করিতে নত হন নাই, দারজিলিং স্থানে খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ অপ্রতুল হইবায় তত্রত্য নিবাসিগণ কষ্টভোগ করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট এই কষ্ট নিবারণের চেষ্টায় আছেন ইহাট মঙ্গলের বিষয়, এতদ্ভিন্ন বিপক্ষ লোকেরা বৃটিস রাজ্য হইতে খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাইতে না পারে এমত অনুষ্ঠানও হইয়াছে, ভাওলপুর হিলবেঞ্জরের সৈন্যদলের কতক লোক তথায় উপস্থিত হইবাতে বৃটিস প্রজারা অনেকে নির্ভয় হইয়াছেন।

গত মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অত্যুত্তম এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে আমরা পাঠ করিতেং পুলকিত হইয়া ঐ প্রস্তাব নীচে গ্রহণ করিলাম।

পথিকের স্বপ্নদর্শন।

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এক্ষণে মথুরা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি, এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে তটে বসিয়া যমুনার সুললিত লহরীলীলা অবলোকন করিতেছিলাম, তদীয় সুস্নিগ্ধ মারুত হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক খণ্ড গগণ মণ্ডলে ক্রমেং প্রকাশ হইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্য লাবণ্য শোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা স্বল্প২ মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগণাস্থিত মেঘ বিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল বনতরু শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হ

রণ করিতেছিল। পুর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, পশু পক্ষি সকল নীরব ও নিষ্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্ব সন্তাপ নাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূতা হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল। এই প্রকার সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণ খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি অন্ত, কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে ছিলাম। ইতি মধ্যে জল কল্লোলের কল কল ধ্বনি, বৃক্ষ পত্রের শর শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল দ্বারা পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায়ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে মদীয় নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিলেক। আমার বোধ হইল যে এক বিস্তীর্ণ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীন দূর্ব্বাদল পূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষ সমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝর তীরস্থ মনোহর পুষ্পোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত সুখ লাভ করিলাম। কৌতূহল রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিতই হইতে লাগিল, এবং তদনুসারে দিগ্বিদিগ্ বিবেচনা না করিয়া যত দূর দৃষ্টি হইল, তত দূরই মহোৎসাহে ও পরম সুখে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে এক সরোবর তীরস্থ অতি নিবিড়, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ বন খণ্ডে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম পুলক প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার সুপ্রকাশিত প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় শান্ত স্বভাব অবলোকনে তাঁহাকে বন দেবতা জ্ঞান করিয়া বিহিত বিধানে নমস্কার করিলাম, ও তাঁহার পুনঃ২ দর্শন লাভ দ্বারা নয়ন যুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। অবগত হইলাম, তাঁহার নাম বিদ্যা। দেখিলাম তিনি আপনার কপোল প্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া গগন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসিবার মানস করিয়াছিলাম কিন্তু আমার বাক্য স্ফুরণ না হইতে হইতেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় সুশীলতা ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন " আমি তোমার মানস জানিয়াছি. তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিতে ছিলে, তাহার এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই পরম কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহারদিগকে পথ প্রদর্শন করি, চল তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।,, আমি তাঁহার এই আশ্বাস বাক্যে পরম হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনকরিতে লাগিলাম। উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে কিয়দ্দূর গমনানন্তর অরণ্যের শৈত্য, শোভা, ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষকরিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম " হে দেবি, এস্থানের নাম কি, এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপার হইবা সম্পন্ন হইয়া থাকে,, তাহাতে তিনি অতি সত্বর হইয়া কহিলেন,, এবিদ্যারণ্য এঅরণ্যে অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন, কিন্তু ইহার ফলভোগ করা অতি আয়াস সাধ্য, সকলের ভাগ্যেঘটেনা। কেহ২ দূরহইতেকোন২বৃক্ষের উচ্চতা দর্শন মাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতি গমন করেন, কেহ২ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর বৃক্ষারূঢ় হইয়া ও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হয়েন, কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই পরম কাননের ফল ভোগ করিয়াছে, সে আর সে আস্বাদন কদাপি বিস্মৃত হইতে পারে না। আমি তোমাকে ক্রমে সমুদায় দর্শাইতেছি চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ. ও যাহার সজল শাখা সমুদায় সুমধুর রসস্ফীত ফল ভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধুধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে, ও সুকুমারমতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্যতরু। দেখিয়াছ, অলঙ্কৃত রূপা কি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় লতা তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে যে প্রকাণ্ড তেজস্বি বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ। ইহা কহিয়া বিদ্যা দেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যাবসান হইলে আমি জ্যোতিষতরুর নিকটবর্ত্তি হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত সমুদায় একএকবার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশ করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে সহাস্য বদনে অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা সংযুক্ত নহে, আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীনবৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ. আর একটীও দৃষ্টি করিনাই। তাহার কোন স্থানে লেশ মাত্র ক্ষয় হয় নাই, ও কুত্রাপি ছিদ্র কিম্বা চিহ্ন মাত্রও নাই। আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, এই ক্ষয় রহিত সারবান্ বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তি জ্যোতিষ বৃক্ষের মূল ইহাতে সম্বদ্ধ দেখিতেছ, প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত কত বহুপ্রকারি পরম রমণীয় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তদুপরি স্থাপিত আছে।,, বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে, শাখা, প্রশাখা, ও বৃক্ষরুহ সম্বলিত এক গণিত বৃক্ষ অর্দ্ধ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তথা হইতে প্রস্থানান্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ প্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ বচনে বলিলেন, "সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষলতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কএকটা কলম তোমারদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্ন জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে। আর তোমার দেশীয় লোককে ধিককারকরিতে হয়, কারণ যত গুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহারদিগের উপর সমর্পিত আছে. প্রায় তাহার সমুদায়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণদিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক জাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি, আর বামদিকে যত দৃষ্ট হইতেছে তাহার নাম দর্শন।,, এই দুই জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম, দেখিলাম দক্ষিণদিকের সমুদায় বৃক্ষ অদ্যাপি সম্যক্রূপে নষ্ট হয় নাই, কতক গুলি শুষ্ক ভগ্নশাখা হইয়াছে, কিন্তু কিছু পারিপাট্য নাই, বোধ হইল যেন এক প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা সমুদায় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বামদিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধ মাত্র আছে, কোনটার বা সমুদায় গিয়া এক দিকের এক মাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধ মাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম, কতক গুলি অভিমানি মনুষ্য উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষ তলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা সহকারে মহা কোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

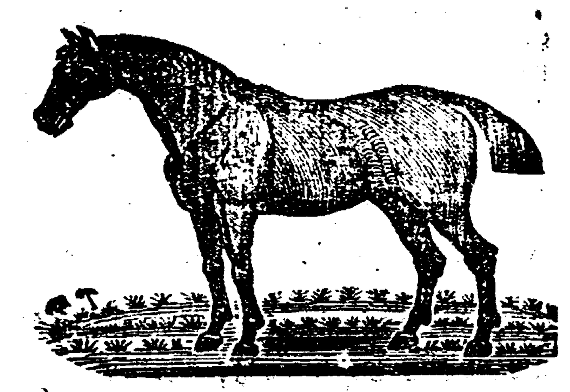

অশ্ব বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় অশ্বের শেষ আমদানী।

মেং বচনেন তামসন সাহেবের দ্বারা বাছাই করা।

১৮৪৯ সালের অদ্য ১৫ ডিসেম্বর শনিবার দিবসে উচ্চমূল্য প্রদাতার নিকট নিতান্তই বিক্রয় হইবেক।

উপরোক্ত ঘোড়াসকল, ঘোড়দৌড়ের ও যুদ্ধের অতি উপযুক্ত, অতএব সর্ব্ব সাধারণের মনোযোগ প্রার্থনা করা যাইতেছে যেহেতুক তদ্দেশ হইতে ৪। ৫ মাস আর ঘোড়া আমদানী হইবেক না।

অদ্য বিক্রয়ের পর ঐ সকল ঘোড়া অশ্ব বিক্রয়ের হাটে রাখাযাইবেক।

কুক এণ্ড কোং।
নীলামকারী।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীন প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভ্রাতব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্ ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনাসংকৃত্য মত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনকায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোযান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসমঞ্জু রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দ্বৈবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১০৫ সংখ্যা ১১বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৮ ডিসেম্বর। দানীশাক ৯৯ আন্দলরাজ ব্দাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৪ পৌষ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগামি ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার্থের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে প্রতিবাদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইক্ষণে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরে কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামী কৃতটীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞানের দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১০৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে শোভা বৃদ্ধি কারক কমিসনর দিগকে মনোনীত করিবার স্কীম অর্থাৎ নিয়ম সন ১৮৪৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর মাসের কলিকাতা গেজেট নামক সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় সেই স্কীম অর্থাৎ নিয়মে এই নিদ্ধার্য্য আছে যে বোটিং টিকীট অর্থাৎ সম্মতি পত্রেতে যে ব্যক্তি কালেকটর ও এসেসর এই দুই পদে নিযুক্ত আছেন আপনার নাম সহী করিবেন এবং এক্ষণে উক্ত দুই কর্ম্মে একজন নিযুক্ত না থাকাতে কাপ্তেন জেঃ ওঃ বেকেট সাহেবকে বিনা বেতনে কালেকটর ও এসেসর এই দুই পদে নিযুক্ত করা গেল এবং তিনি উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া আগামি বৎসরের শোভা বৃদ্ধি কারক কমিস্যনর দিগকে মননীত করিবার সকল বোটীং টিকীট অর্থাৎ সম্মতি পত্র প্রস্তুত ও সহী করিয়া দিবেন।

By order of the Commissioner for the Improvement of the Town of Calcutta.

J. O. BECKETT.
Clerk.

11 Esplanade Row.
December 12th 1849.

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধানানুসারে ১৮৫০ সালের নিমিত্ত মহানগর কলিকাতার শোভা বৃদ্ধিকারক কমিস্যনরদিগের পদে ব্যক্তি নিযুক্ত করা হইবেক, এবং বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার ও ২৮ তারিখ শুক্রবার এই দুই দিবসে নিম্ন লিখিত স্থানে উক্ত নিয়োগের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

প্রথম অর্থাৎ অপরনার্থ ডিবিজনের নিমিত্ত হেদুয়া সরোবর।

দ্বিতীয় অর্থাৎ লোয়ারনার্থ ডিবিজনের নিমিত্ত গোলদীঘী।

তৃতীয় অর্থাৎ অপরসৌথ ডিবিজনের নিমিত্ত টৌনহাল।

চতুর্থ অর্থাৎ লোয়ারসৌথ ডিবিজনের নিমিত্ত বাদামিয়া দীঘী।

যে সকল ব্যক্তি কমিস্যনরের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা রাখেন তাঁহারদিগের বিদিত করা যাইতেছে যে তাঁহারা ১৭ তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায় আমাকে জ্ঞাত করিবেন।

R. STOPFORD.
মেং ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

সরিফ আফিস।
৮ ডিসেম্বর ১৮৪৯।

আইনেরমুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ২০ আক্টোবর।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের লেজিসলেটিব সিরিস্তায় ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ২০ আক্টোবর তারিখে যে কার্য্য করেন তাহার পশ্চাৎ লিখিত বিবরণের চুম্বক সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ পূর্ব্বাপেক্ষা সুগমমতে আদায় করণের আইনের যে মুসাবিদা ১৮৪৯ সালের ১২ মে তারিখে প্রস্তাবিত হয় ও ১৮৪৯ সালের ৫ জুন তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল।

নিদ্ধারণ। হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব নিদ্ধারণ করিয়াছেন যে উক্ত বিষয়ি আইনের নীচের লিখিত শুধরা মুসাবিদা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ... আক্ট।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ আদায়ার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা সুগম মতে আদায় করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্য যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বিস্তার করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৫৮ ধারা। যদি ঐ আদালত কোন কিস্তিবন্দী করিয়া দিবার হুকুম করিয়া থাকেন তবে সেই হুকুমক্রমে কোন কিস্তির টাকা দেওনের ত্রুটি না হইলে ঐ হুকুমক্রমে জারীর কার্য্য হইবেক না। এবং তাহা হইলে আর কোন এত্তেলা অথবা হুকুম বিনা উক্ত যত টাকা ও খরচা সেই সময়ে বাকী থাকে সেই সমুদয়ের জন্যে অথবা তাহার যে অংশের বিষয়ে আদালত আদৌ হুকুম করণের সময়ে অথবা তাহার পর কোন সময়ে আদালতের মোতবক্রমে হুকুম করেন তাহার জন্যে একেবারে কিম্বা ক্রমেং জারীর কার্য্য হইতে পারে ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবে।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৮৪৯ সাল ২৬ নবেম্বর।

অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীযুত জি ডবলিউ বাটী সাহেব ইষ্টাম্প সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের এবং কালিস ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের ডেপুটী সেক্রেটরীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ২৭ নবেম্বর।

শ্রীযুত কাপ্তান অনরবিল আর পি বিল্ল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখে দারজিলিঙ্গের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের চলিত কর্ম্মের ভার শ্রীযুত কাপ্তান জি ডবলিউ বিপপ সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

সম্বাদ ভাস্কর

আমারদিগের কোন বন্ধু লেখেন কলিকাতা নগরীয় জেনরল ট্রেজরীর সাহেবেরা সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ ট্রেজুরীতে এবং ইংরেজি সমাচারপত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন এইক্ষণে কোম্পানির কাগজের সুদ আনিবার পোনেরো দিবস পূর্ব্বে ট্রেজুরীঘরে কাগজ রাখিয়া আসিতে হইবেক. পোনের দিবস পরে কাগজের সুদের চেক দিবেন এরূপ নিয়মে যদিও ট্রেজুরীর সাহেবেরা অধিক সময় পাইয়া সুযোগমতে কার্য্যসাধন করিতে পারিবেন তথাচ ব্যবসায়ি লোকেরদের পক্ষে বিশেষ নিষ্ট হইবে, বিশেষতঃ কুঠীধারি মহাজনদিগের পক্ষে অধিক বিপদ সম্ভাবনা, লক্ষ্ণৌ, আলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, গাজীপুরাদি নানা নগরে উক্ত মহাজনদিগের টাকার কুঠী আছে, ঐ সকল স্থানে হুণ্ডীর কাণ্ডই অধিক, হুণ্ডী ক্রেতারা নগদ টাকা দিয়া খাড়া হুণ্ডী ক্রয় করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই কলিকাতার কুঠীতে পাঠাইয়া থাকেন তাহাতে এমত লেখা যায় হুণ্ডী দেখিবামাত্র টাকা দিতে হইবেক কিন্তু কুঠীতে কাহারো রাশী প্রমাণ নগদ টাকা থাকে না এতদ্দেশে ধনিদিগের নগদ সম্পত্তির মধ্যে কোম্পানির কাগজ মাত্র ভরসা, অসুসার হইলে কোম্পানির কাগজ বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া টাকা আনিয়া লোকেরা কর্ম্ম সারেন, সেই কাগজ প্রতিবার সুদ আনিবার পূর্ব্বে যদি ট্রেজুরী ঘরে পোনেরো দিবস পড়িয়া থাকে, আর মহাজনদিগের কুঠীতে ক্রমাগত এক পক্ষ খাড়া হুণ্ডী আইসে তবে মহাজনেরা ঐ সকল হুণ্ডীর টাকা কোথা হইতে দিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিবেন, কোম্পানির কাগজ সম্পত্তি থাকিতেও তাঁহারদিগকে দেউলিয়া হইতে হইবেক, আমরা শুনিলাম কুঠীধারি মহাজনেরা এতদ্বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া অনেকে একত্র হইতেছেন তাঁহারা অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন ট্রেজুরীর সাহেবেরা এত দিবস ট্রেজুরীতে কোম্পানির কাগজ রাখিতে না পারেন, পূর্ব্বে যেমত দুই চারি দিবসের পর কাগজ ফেরত দিতেন সেইরূপ দিতে হইবেক, ট্রেজুরীর সাহেবেরা পোনেরো দিবস কাগজ রাখিতে কেন চাহেন আমরা বুঝিতে পারি না এইক্ষণে কি তাঁহারদিগের উপর অধিক কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট পড়িয়াছে, কোম্পানির কাগজ ও টাকা কোম্পানির কাগজে লেখা আছে এই মাত্র, কোম্পানি বাহাদুর সুদার মতে টাকা দিবেন, এইক্ষণে রণোৎসবে দিনং যে ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কবে শুদ্ধার হইবে পরমেশ্বর বলিতে পারেন, কেবল রাজসম্ভ্রমে কোম্পানির কাগজ বন্ধকে, টাকার কারবার চলিতেছে, তাহাও যদি মাসেক পক্ষেক ট্রেজুরীতে আটক করিয়া রাখিবেন তবে কিরূপে কারবার চলিতে পারে, নগদ টাকা রূপা সোণা সম্পর্ক এদেশ হইতে গিয়াছে, এইক্ষণে কেবল কাগজের উপর এদেশের লোকেরদের নির্ভর রহিয়াছে, যখন মুখের কথা বলিয়া বসিবেন দিব না তখনি এতদ্দেশের লোকেরদের চক্ষু স্থির হইবেক, অতএব যত দিন কারবার চলিতেছে তত দিন কেন ব্যাঘাত করেন।

বিলাতীয় সমাচার।

বিলাত হইতে ৭ নবেম্বর পর্য্যন্তের সমাচারাগত হইয়াছে তদ্দ্বারা অবগতি হয় আমারদিগের রাজ্ঞী অল্পকাল রোগ ভোগ করিয়া এইক্ষণে সুস্থা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পত্নী মরণাপন্ন হইয়াছেন, এতাবৎ কারণ ফেব্রুআরি মাসে পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্যারম্ভ সম্ভাবিত হয়।

বিলাতে ওলাউঠা রোগের প্রায় শেষ হইয়াছে এপ্রযুক্ত মহারাজ্ঞী ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড প্রদেশে দুই দিন পরমেশ্বরের আরাধনার্থ নির্দ্দেশ করণাদেশ দিয়াছেন, ফ্রান্স রাজ্যের রিপবলিক গবর্ণমেণ্টে মন্ত্রী পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহাতেই বুঝিতে হইবেক সর্ব্বাধ্যক্ষ লুইস বোনাপার্টি মহাশয় অধিক প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন অতঃপর তিনি রাজপদ গ্রহণোদ্যোগী হইতে পারেন।

রুষীয় এবং টারকী রাজদ্বয়ের বিরোধ সহমানে সমাধা হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু বিলাতীয় এবং ফরাসীস দেশীয় সমাচারপত্রে এতদ্বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করাতে আমরা তাহা নিশ্চয়ানুমান করিতে পারি না, পলায়ন পরায়ণ হাঙ্গেরিয়ান ও পোল সেনাপতি ও সেনাগণ অনেকেই তুরুক রাজ্যে মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণধারণ করিয়াছে তবে অল্পলোক স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ তথা হইতে পলাইয়াছে, তৎপ্রধান কশথ মহাশয় অবশেষে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে পারিয়াছেন।

রোমনগরে এইক্ষণে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে ফ্রান্স জাতীয় সেনাপতিগণ অবশেষে রোমীয় লোকগণের অধ্যক্ষতা কর্ম্ম জ্যোতীর সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

বিবিধ সমাচার।

দারজিলিং স্থানীয় ষ্টার পত্রের কোন বন্ধু ১১ ডিসেম্বর তারিখে লেখেন ডাক্তর কেম্পবেল এবং হুকর সাহেবকে সিকিম রাজা মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা ১৫ পর্য্যন্ত তত্রাগত হইতে পারেন, এতদ্বার্ত্তা দ্বারা এক সমর সম্ভাবনার উচ্ছেদ হইল।

মফস্বল লাইট পত্রে লেখে আমারদিগের প্রধান রথী স্যার চার্লস নেপিয়র সাহেব স্বীয় সংযুক্ত পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিবেন না, যদিচ এতদ্বিপরীত সংবাদ এতকাল সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল তথাপি বর্ত্তমান সমাচার সর্ব্বসামঞ্জস্যে গৃহীত হইয়াছে।

মূলতানীয় দুর্ভাগ্য দেওয়ান মূলরাজের কি দশা হইবেক যদিচ এইক্ষণে তাহার কিছু প্রচার নাই তথাপি আমারদিগের কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল তদ্বিষয়ে বিলাতীয় প্রধান মহাশয়গণের অনুজ্ঞাপেক্ষা হইতেছে।

গত শীক সংগ্রামে যে সকল সরদারেরা ব্রিটিস বিপক্ষতাচরণ করেন তত্তাবৎ বিপক্ষ ধৃত হইয়াছেন, কেবল শীক গুরু ভাই মহারাজসিংহ যিনি জলমগ্ন হইয়াছেন এমত প্রকাশ হইয়াছিল এইকারণ এতাবৎকাল তাহার অনুসন্ধান হয় নাই, প্রকাশ পাইয়াছে তিনি জীবিত আছেন এজন্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাঁহার জীবিত বা মৃতদেহ যেকেহ ধৃত করিয়া দিবেন তাহাকে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্র পাঠে বিশেষ দুঃখী হইয়া লিখিতেছি চুঁচুড়াস্থিত গোরা সৈন্যগণের উৎপাতে তত্রস্থ প্রজাগণ ত্রাহিং করিতেছেন, প্রকাশ হইয়াছে উক্ত দুরাত্মারা তত্রস্থ বিচক্ষণ সদর আমীন আলী বাহাদুরের বটীতে তাস্করিকাভিপ্রায়ে গমন করিয়াছিল, সময়ক্রমে তাঁহার মেথর এদলকে দেখিয়া চীৎকার করায় তাহারা তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্নিহিত অপর জবনী গৃহে প্রবিষ্ট হয়, তথা হইতেও এইরূপে তাড়িত হইয়াছে, উক্ত সেনাদলের অধ্যক্ষ মহাশয় এই অহিতাচার নিবারণোপায় করিতে ত্রুটি করিয়াও লজ্জা বোধ করেন না, অবগতি হইল তৎস্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেনাধ্যক্ষকে লিখিয়াছেন তিনি তৎপর এতৎ অত্যাচারীয় প্রসঙ্গ সকল গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন, আমারদিগের বুদ্ধিতে আইসে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেনাগণের অত্যাচারানুষ্ঠানেই তাহার প্রতিকারার্থ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলে উচিত কর্ম্ম করিতেন প্রজাগণের ধন প্রাণ রক্ষার ভার সামান্য প্রকরণ নহে।

শান্তি সমাচার।

এতৎ সপ্তাহে আমরা ভারতবর্ষীয় নানা স্থান হইতে যে সকল সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি তত্তাবৎ পাঠে পুলকপ্রাপ্ত হইতেছি, তদ্দ্বারা প্রতীত হইতেছে কিয়ৎকাল ভারতভূমি স্বীয় সন্তানগণের শোণিত পানে ক্ষান্ত্যবলম্বনানুষ্ঠান দেখাইতেছেন, ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের প্রবলতর ব্রিটিস প্রজা অথচ জাহাজের কর্ম্মচারিগণকে ধৃত করিয়া যে এক বিবাদ উত্থাপন করেন তাহা নিবারণ হইয়াছে, ইহার নিগূঢ় এই যে ব্রহ্মদেশীয় জনেক প্রজাকে ব্রিটিস রাজ্যাধিপ মৌলমেন প্রদেশে চৌর্য্যাপবাদে কারাগ্রস্ত করেন ইহাতেই ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রজার মুক্তি প্রার্থনায় অকৃতকার্য্য হইয়া রাগ প্রযুক্ত ব্রিটিস পক্ষীয় জাহাজকারি গণকে আপন সীমামধ্যে পাইয়া বন্দী করিয়া রাখেন, তৎপরে ব্রিটিস কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় বিবাদভঞ্জনার্থ পত্র লেখেন এবং ব্রহ্ম রাজপুরুষ আপন প্রজার মুক্তির জন্য আমারদিগের গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপন করেন, অনন্তর ইংরাজ রাজকার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় ঐ বন্দীকে বিমুক্ত করিয়া দিলে ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্টও আমারদিগের লোকসকলকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, ইহাতেই সহমানে ব্রহ্মদেশীয় বিবাদভঞ্জন হইয়া গিয়াছে এবং এই বিরোধের সমকালে দারজিলিং স্থানে যে গোলযোগ উপস্থিত হয় যদিচ তদ্বিবরণে পাঠকগণ তথায় যুদ্ধাশঙ্কা করিয়া থাকেন তথাপি গত বাসরীয় ষ্টার পত্রের কোন সম্বাদদাতা ১১ ডিসেম্বরে যে পত্র লেখেন তদ্দ্বারা ব্যক্ত হইল ডাক্তর কেম্পবেল ও হুকর সাহেব সিকিম রাজ্যপালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দারজিলিং স্থানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত তথায় উপনীত হইতে পারেন অতএব এই শুভসম্বাদ দ্বারা আমরা তৎস্থানীয় সমরশঙ্কা হইতে বিমুক্ত হইলাম, তবে পর্ব্বতীয় উক্ত রাজার আচরণে প্রবল পরাক্রান্ত গবর্ণমেণ্ট সক্রোধ হইয়া একান্ত তাহাকে পদচ্যুত করিতে ইচ্ছা করেন আপনারাই যুদ্ধ টানিয়া আনিবেন।

সিকিম প্রদেশের পর লাহোর রাজ্য স্মরণ করিতেও আমরা নিরুদ্বিগ্ন হইতেছি, কেননা তৎস্থানীয় বার্ত্তা দ্বারা জানা গেল বিদ্রোহি সরদারগণ তাবৎ রুদ্ধ হইয়া এতদ্দেশে প্রেরণানুমতি পাইয়াছেন লালসিংহ পলায়নোপক্রমে ধৃত হইয়াছেন, রামসিংহ যিনি জলেন্দ্র প্রদেশে জেনরল হুইলরকে অধিকতর কষ্ট দিয়াছিলেন তিনি শৃঙ্খল যুক্ত হইয়া অম্বালা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, জম্বুপতি মহারাজ গোলাপ সিংহ গবরণর জেনরলের সাক্ষাদর্থ লাহোরে যাত্রা করিয়াছেন অতএব এই সকল শান্তি সন্দর্শনে কেনা সুখী হইবেন এইক্ষণে পরমেশ্বর সুস্থ রাখিলেই ভাল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে।

গত প্রকাশিতের শেষ।

এইরূপ শারীর স্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরু সমূহ দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পথ মধ্যে পরমারাধ্য বিদ্যা দেবীকে কহিলাম, "হে দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখলাভ করিলাম। ভূমণ্ডলে এমত নির্ম্মল সুখধাম আর নাই। আমার বোধ হয় এস্থানে অতি শান্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই," এই কথা শ্রবণ মাত্র তিনি বিষণ্ণ বদনে কহিলেন "তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এস্থান ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে, এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারি, তত্ত্ব পরায়ণ, পুণ্যাত্মা ঋষিগণ ও আচার্য্য সকল এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে, পাপরূপ পিশাচের উপদ্রবে এক অতি সঙ্কট স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ বিজাতীয় বেশধারী অভিমান অত্যন্ত উগ্র ভাবে উর্দ্ধ মস্তক ও বক্রগ্রীব হইয়া সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহা শ্লাঘা প্রকাশ পূর্ব্বক সগর্ব্ব পাদ বিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না, যে উহারা অনেং বিশ্ব সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে, তৎপার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কোন ব্যক্তি অভিমানের গাত্র মাত্র স্পর্শ করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বৈরনির্য্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এদিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেক। এক্ষণে ও যে প্রকার স্থূল কায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে বিশ্ব সংসার ভোজন দ্বারাও উহার উদর পূর্ণ হয় না। ইহার নাম কি জান, লোভ। বিশেষতঃ কাব্য তরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচার বশতঃ এস্থানের অতিশয় অপযশ হইয়াছে, উহাদের নাম কাম ও পান দোষ এককালে কেবল নিষ্কলঙ্ক দম্পতি প্রেম স্বকীয় গৃহ দেবতা প্রজাপতিকে আশ্রয় করিয়া এই পরম সুখধাম অধিকার করিতেন। তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এস্থানে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দম্পতি প্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্য দশা উপস্থিত হইয়া পরানুরাগ কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর, পানদোষ আপনার দলবল সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে। কি বীভৎসবেশ ধারণ করিয়াছে। দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ ইহাতে আর কতক গুলি দুর্দ্দান্ত পিশাচ পিশাচী আসিয়া তাহার সহিত বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে প্রিয়তম, এমন পবিত্র শুদ্ধ পুণ্যধামের এপ্রকার অবস্থা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা এই সমস্ত রাক্ষস পিশাচকে আশ্রয় দেয়, তাহারা তদ্দ্বারা আমাকেই প্রহার করে। আমি এঅরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া স্বয়ং একপ ভূরি ভূরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব, ঐ নব পল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরম সুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার রূপের কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত, ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল কতক গুলি বেশ ভূষা কল্পনা দ্বারা তৎ সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে, উহার নাম কপটতা।"

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং চিন্তা করিলাম, এ অসার সংসার স্বভাবত শোক দুঃখেতেই পরিপূর্ণ, যদিও দুই এক সন্তাপ নিবারণের স্থান ছিল, তাহাতেও এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে! যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্ব দুঃখ নিবারিণী অশেষ হিতকারিণী সন্তাপ নাশিনী বিদ্যা দেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে যে সকল রাক্ষস পিশাচের অতিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তি হইয়াছে, এবং বিশেষতঃ কাম ও পান দোষ এই দুইজন নানাবিধ সুমধুর প্রেরোচন বাক্য বলিয়া আমাকে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহারদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, তখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয় এই বিবেচনা পূর্ব্বক শঙ্কাতুর হইয়া আমার পরম হিতৈষিণী বিদ্যার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুই জন ইহার দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহার নিকটস্থ হইতে না পারে।" এইরূপে আমরা বন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্ন বদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই ক্ষুদ্র প্রান্তর শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান, ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম পুলকিত হইলাম, এবং অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল প্রত্যাশায় মহোৎসাহ সহকারে দ্রুতবেগে পাদ বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম। অনন্তর পর্ব্বত

সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্যতর পার্শ্বে এক বহু পরিশ্রমী পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা যাত্রিদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন, তাঁহারদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, পুরুষের নাম যত্ন। এই পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল, এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনেং বিবেচনা করিলাম যে সম্প্রতি এই স্থানেই অবস্থিত করি। বিদ্যা তাঁহার মহীয়সী শক্তি দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন "হে প্রিয়তম। এপর্ব্বতের পার্শ্বে কোনস্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ দ্বারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সংপর বিষয় এই যে যত আরোহণ করি, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভব হইল। তথাকার সুশীতল মারুত হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল, তথায়, দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ বিসম্বাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এসকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ নিত্য বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল, এবং বোধ হইল এবম্ব সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দৃষ্টিগোচর হইল, এবং তদ্দর্শনার্থে অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। পরে ক্রমেং নিকটবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টি করিলাম, কতকগুলি পরম পবিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা সরোবর তটে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারদিগের অসামান্য রূপ লাবণ্য প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী, এবং শারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অতুল প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম, তাঁহারদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই অলঙ্কার হইয়াছে, এরূপ বোধ হইল, যেন আনন্দপ্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলাম ইহারা দেবকন্যা হইবেন তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর সহাস্য বদনে কহিলেন, "তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, ইহারা দেবকন্যাই বটেন, এবং এই ধর্ম্মাচল ইহাঁরদের বাস ভূমি, ইহাঁরদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি সকলের নিজং গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইহাঁরদের রূপ গুণ ভুবন বিখ্যাত আছে, ইহাঁরা যে পর্য্যন্ত সুশীলা তাহা কি পর্য্যন্ত বলিব। বিদ্যারণ্য যাত্রিদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন তাঁহারদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তোমার চরম লক্ষিত স্থান সমাধিকুঞ্জ প্রাপ্তির এখনও বিলম্ব আছে, অতএব এই সরোবরে স্নান করিয়া লও।" তদীয় উপদেশানুসারে আমি শান্তি বাপীতে অবগাহন করিয়া যেরূপ স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইলাম তাহা বচনাতীত, দেবকন্যাগণও আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া বিস্তর অনুরাগ প্রকাশ করিলেন, আহা তাঁহারদের কি বাৎসল্য, কি অমায়িক ভাব, ভক্তি স্বয়ং আমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া সমাধিকুঞ্জে লইয়া চলিলেন, এপথ অত্যন্ত বিরল, কারণ এপবিত্র তীর্থের যাত্রি প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বে ঐ স্থান অতি দূরবর্ত্তী বোধ ছিল, ভক্তি প্রসাদাৎ নিমেষ মাত্রে নিকট হইয়া আসিল, তৎসন্নিধানে উত্তীর্ণ হইয়া কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদায় দর্শন করিলাম। এমন নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, নিবিড় কুঞ্জ, এমন প্রেমপূর্ণ আনন্দধাম আর কখনও নয়নগোচর করি নাই, সেখানে কি অভাব্য, কি আশ্চর্য্য, কি অনির্ব্বচনীয় দর্শন। দেখিলাম সে স্থানে নানা দেশীয় পরম পবিত্র চরিত্র মহাত্মা সকল অতি নির্ম্মল স্থির সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন, বোধ হইল যেন আমাকে তথায় দর্শন করিয়া তাঁহারদের দ্বিগুণ আনন্দ হইল। তাঁহারদিগের জ্যোতিঃপূর্ণ আনন্দোৎফুল্ল মুখশ্রী অবলোকন করিলেও সুখার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। পরে আমি কুঞ্জের যত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম ততই আনন্দপ্রবাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এ যে কি অপ্রত্যক্ষ অনুপম সুখধাম তাহা বচনাতীত। এস্থলে দুঃখের লেশ নাই, রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতেছে।" আমি এইরূপ পরমাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুখদ স্বাকৃত সেবিত যমুনা কূলেই শয়ান রহিয়াছি।

সারিফসেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে আগামি ২০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতারসরিফসাহেবনবীনমণিদেবীরবিরুদ্ধেফাইরাইফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে বলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ সহর কলিকাতার সুতানুটী পাতুরিয়াঘাটার স্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী নং ৪ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী নবীনমণি দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে হরকুমার ঠাকুরের এবং অন্যান্যের ভূমি। দক্ষিণ দিগে পাতুরিয়াঘাটা স্ট্রিট। পূর্ব্বদিগে এক রাস্তা এবং উত্তরদিগে বদন শুঁড়ির ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অনুসন্ধান করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
আর ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৮ ডিসেম্বর ১৮৪৯।

সারিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে আগামি ২০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষের উত্তরাধিকারিণী ব্রহ্মময়ী দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতা চৌরঙ্গী রোডের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা ভাড়াটিয়া বাটী নং ২৩ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে উক্ত চৌরঙ্গী রোড। উত্তর দিগে পার্ক স্ট্রিট। পূর্ব্ব দিগে মাষ্টর গার্ডন এবং ষ্টোয়ার্ড সাহেবের ভাড়াটিয়া বাটী এবং ভূমি। দক্ষিণদিগে মাষ্টর উকীল জজ সাহেবের বাটী এবং ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

R STOPFORD.
আর ষ্টপফোর্ড।
Sheriff.
সরিফ।

কলিকাতা।
৮ ডিসেম্বর ১৮৪৯।

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীন প্রকাশ হয়।

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষগ্রান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরাদ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যায়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্জিতঃ।
নানাদেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপ্রজো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

১০৮ সংখ্যা ১১বালম ইং ১৮৪৯ সাল ২৫ ডিসেম্বর। দানাশাব্দ ৯৯ আব্দুলরাজ সাঃ ৮২ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ১১ পৌষ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগাম ৮

বিজ্ঞাপন।

টেণ্ডর সকল বেলিয়াঘাটা জঙ্গের কিয়দংশ প্রায় ৩৷৷০ লক্ষ এবং ইটালী কেনালের শেষ প্রায় ১ লক্ষ কিউবিক ফিট খনন করার যে কেহ দিতে মানস রাখহ্যনাৎ ৫ জানেওয়ারি সন ১৮৫০ সাল কেনাল আফিস দাখিল করিলে লওয়া যাইবেক কিন্তু নীচের ফারমের ব্যত্যয় করিয়া দিলে নামঞ্জুর হইবেক।

কোং ২৫ টাকা মাতব্বরি স্বরূপ প্রত্যেক টেণ্ডরকে ডিপাজিট করিতে হইবেক আর জামিনীর প্রকার ও তাইন এবং সমাপ্তের কাল তাহাতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক।

ফারম।

	কলিকাতা কেনাল খনন করার টেণ্ডর	দর	জামিনী ও সমাপ্তের কাল
[illegible]	মাটী কাটা ও কিনারার উপর লইয়া যাওয়া কিং হাজার কিউবিক ফিট কত		
	কিনারার উপরহইতে হাজার ফিট অন্তর করা কিঃশত রণিং ফিট কত		

বিজ্ঞাপন।

পথ্যপ্রদান গ্রন্থ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি পথ্যপ্রদান গ্রন্থ যাহা রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ভাষায় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ঐ মহামহোপাধ্যায় রাজা হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাস্করের কাগজে ভাস্করের অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভাস্কর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত আছে, উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষত হিন্দুদিগের ও গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয়, রাজা রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে খ্রীষ্টিয়াদিগণের আপত্তির উত্তরে তাবৎ শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিয়া গৌড়ীয় ভাষায় প্রমাণ সকলের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক পথ্যপ্রদান পাঠেতেই লোকেরা পণ্ডিত হইতে পারেন, এবং এইরূপে হিন্দু বালকেরা ইংরেজি পড়িয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হয় কিন্তু পথ্যপ্রদান পাঠ করিলে তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক হইবেক না আরগৌড়ীয়ভাষা শিক্ষার বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি, রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গৌড়ীয় ভাষা দেখিতে কে না প্রত্যাশা করেন, উক্ত গ্রন্থ ২৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা তাহার মূল্য ২ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাঁহারদিগের লইতে অভিলাষ হয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে টাকা পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভাস্কর সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরে কাগজে জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের নানা বিদ্যাগারে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞানপ্রদীপ ব্যবহারকরিয়াছেন অতএব যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিয়া গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ইহার মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে ভগবদ্গীতা মূল শ্লোক এবং স্বামীকৃত টীকা ও গৌড়ীয় ভাষায়মূলানুবাদ এই রীতিক্রমে আমরা ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়পর্য্যন্ত প্রথমখণ্ডপুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছিলামঅতএবঐগ্রন্থআমারদিগের সম্পত্তি, এইক্ষণে যদিকেহ উক্তপ্রকার পুস্তকমুদ্রাঙ্কিতকরেন তবেরাজকীয়ব্যবস্থানুসারে আমারদিগের দাবীর দায়ী হইবেন, অতএব সাবধান করা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

আইনেরমুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেন্ট।
লেজিসলেটিব।

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল ২০ আক্তোবর।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুরে দেশীয় ডিপার্টমেন্টের লেজিসলেটিব সিরিস্তায় ইংরেজী ১৮৪৯ সালের ২০ আক্তোবর তারিখে যে কা[illegible] তাহার পশ্চাৎ লিখিত বি[illegible] ক সকল লোককে জানাইবার প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজে তে অল্প কর্জ পূর্ব্বাপেক্ষা সু[illegible] দায় করণের আইনের যে মু[illegible] ৪৯ সালের ১২ মে তারিখে [illegible] য় ও ১৮৪৯ সালের ৫ জুন তা[illegible] জাল গবর্ণমেণ্ট গেজেটে [illegible] তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ করা [illegible]

নির্দ্ধারণ। হজুর কৌন্সেলে[illegible] অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব [illegible] রিয়াছেন যে উক্ত বিষয়ি [illegible] চের লিখিত শুধরা মুসাবিদা [illegible] ককে জানাইবার নিমিত্ত প্রব[illegible]

ইংরেজী ১৮৪৯ সাল [illegible]

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বে[illegible]
অল্প কর্জ্জ ও দাওয়া প[illegible]
পেক্ষ সুগম মতে আ[illegible]
করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতাও বোম্বাইতে অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্যে যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বিস্তার করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএবনীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

গত প্রকাশিতের শেষ।

৬৬ ধারা। কর্জ্জ বা ক্ষতিপূরণের টাকা এবং খরচা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে আসামী তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক ইতি।

৬৭ ধারা। যদি কর্জ্জ বা ক্ষতিপূরণের টাকা এবং খরচা না দেওয়া যায় তবে আসামীর কয়েদ হওনেতে সেই কর্জ্জ প্রভৃতি দেওনের দায়হইতে সেই ব্য[illegible]

ক্তি মুক্ত হয়েন। কিন্তু আসামীর তৎসমযে যে সম্পত্তি থাকে অথবা তাহার পরে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় তাহা তাহার জেলখানা হইতে মুক্ত হওনের পর তাহার কর্জ্জ অথবা সেই কর্জ্জের যে অংশ পরিশোধ না হইয়াছে তাহা পরিশোধ করণার্থে ক্রোক হওনের যোগ্য হইবেক এবং আসামীর আহারাদিমে যে খোরাকী টাকা ডিক্রিদার খরচা হইয়াছিল তাহাও তাহার দিতে হইবেক ইতি।

৬৮ ধারা। যে বেইলিফ উক্ত আদালতের ডিক্রীজারীর পরওয়ানা কোন ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি জারী করে সেই বেইলিফ ঐ পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে সেই ব্যক্তির বা তাহার পরিবারের আবশ্যক কাপড় চোপড় ও বিছানা ও তাহার ব্যবসাহের হাতিয়ার ও অস্ত্রাম ছাড়া সেই ব্যক্তির কোন জিনিস ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে এবং যাহার প্রতিকূলে এইরূপ ডিক্রী জারী হইয়াছে সেই ব্যক্তির কোন নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক নোট এবং কোন চেক কি হুণ্ডী বা প্রোমিসরি নোট কি অন্য কিটাকার নিদর্শন কি জামিনীনামা ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে ইতি।

৬৯ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন চেক বা হুণ্ডী কি প্রোমিসরি নোট বা অন্য অথবা টাকার কোন প্রকার নিদর্শন বা জামিনীনামা ঐ বেইলিফ সেইরূপ ক্রোক করিতে কিম্বা লইতে পারে তাহা বেইলিফ ক্লার্ক সাহেবকে অথবা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহা লইতে জজ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন তাহাকে দিবেক। এবং ঐ ডিক্রী জারীক্রমে যে টাকা আদায় হইবার হুকুম হইয়াছিল তাহা অথবা তাহার যে ভাগ অন্য প্রকারে আদায় বা উসুল না হইয়াছিল সেই ভাগের বাবৎ ঐ ব্যক্তি তাহা ফরিয়াদীর উপকারার্থে জামিনসকলস্বরূপ আপন হাতে রাখিবেক। এবং যে টাকা বা টাকা সকল ঐ চেকপ্রভৃতির দ্বারা ধার্য্য হইল অথবা দেয় হইল সেই টাকা পাইবার সময় আইলে ঐ ফরিয়াদী আসামীর পরিবর্ত্তে অথবা যে কোন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আসামী নালিশ করিতে পারিত সেই ব্যক্তির পরিবর্ত্তে নালিশ করিতে পারে ইতি।

ইহার শেষ আগামিতে হইবে।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ

১৮৪৯ সাল ২৬ নবেম্বর।

শ্রীযুত ডাক্তর এ সমসন সাহেব সারণ্যে গদাধারের নৌকার ঘাটা প্রাপ্ত কাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৮৪৯ সাল ২৭ নবেম্বর।

শ্রীযুত জি জে বালকোম সাহেবের অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুত অমরবিল হ ডুমণ্ড সাহেব বেহারের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

সম্বাদ ভাস্কর

আমরা শ্রবণেসুখী হইলাম বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি মহামতি বেথুন সাহেব দুই এক দিবস মধ্যে এতন্নগর হইতে ঢাকা নগর যাত্রা করিবেন শ্রীযুতের এতৎ যাত্রার অভিপ্রায় এই যে তত্রস্থ বালকদিগের ইংরাজি বিদ্যালোচনার গতিক স্বচক্ষে দেখেন, কথিত হয় শ্রীযুত তন্নগর হইতে প্রত্যাগমন কালে কৃষ্ণনগর হুগলি এবং বারাসতা দিস্থলীয় গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় সন্দর্শন করিবেন।

বহুকাল হইল গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা নগরীয় নানা কর্ম্মালয়ের খ্রীষ্টীয়ান কর্ম্মচারি দিগের মনোদুঃখ ছিল হিন্দুরা দুর্গোৎসব কালে অধিক দিবস ছুটী পান, খ্রীষ্টীয়ানের কোন পর্ব্বোপলক্ষে এত ছুটী প্রাপ্ত হয়েন না, বিশেষত দুর্গোৎসব কালে সুপ্রিম কোর্টের শেসন খোলা থাকিলেও হিন্দুরা ছুটী লইয়া আইসন, খ্রীষ্টীয়ানেরা বিদায় হইতে পারেন না অতএব এবৎসর খ্রীষ্টীয়ানেরা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি মহাশয়দিগের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন বড় দিন উপলক্ষে তাঁহারা হিন্দুদিগের দুর্গোৎসবের ছুটীর তুল্য ছুটী প্রার্থনা করেন ইহাতে বিচারপতি মহাশয়েরা তাঁহারদিগকে দশদিন ছুটীর আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, খ্রীষ্টীয়ানেরা প্রতি বৎসর বড় দিনের পূর্ব্ব দিবসাবধি ছোট দিনের পর দিবস পর্য্যন্ত দশ দিন ছুটী পাইবেন, ইহাতে যদ্যপি তাঁহারদিগের সৌভাগ্য ক্রমে এই দশ দিনের মধ্যে দুই রবিবার পড়ে তবে একাদশ দিন দ্বাদশ দিনও নন্দুদিগের গড়ে যাইয়া মদ্যপান করিতে পারিবেন এই ছুটী প্রদান কালীন বিচারপতি মহাশয়েরা হিন্দু কর্ম্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহারা এছুটী চাহেন কিনা, তাহাতে হিন্দু কর্ম্মচারিরাও আহ্লাদিত হইয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের বড়দিন সম্বন্ধীয় দশ দিবস ছুটী লইয়াছেন, অতএব দুর্গা পূজার ছুটী, বড় দিনের ছুটী হিন্দুরা এইদুই দীর্ঘছুটীর ফলভোগী হইলেন, খ্রীষ্টীয়ানেরা হিন্দুদিগের সমান হইবার বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারদিগের প্রার্থনাতেই হিন্দু কর্ম্মচারিগণের দ্বিগুণ সুখভোগ হইল, এইক্ষণে হিন্দু কর্ম্মচারিরা বলিতে পারেন খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুণ্ডনাদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইলে হিন্দুদিগের তুল্য ছুটীর সুখভোগী হইবেন, হিন্দুরা দুই দিগে সমান ছুটী পাইলেন অবেতো হিন্দু ধর্ম্মই ভাল. যাহাহউক, আমারদিগের সন্দেহ রহিল সুপ্রিম কোর্টের সুবোধ বিচারপতি মহাশয়েরা যে হিন্দু কর্ম্মচারিগণকে হাসিতেং অনায়াসে এই ছুটী দিয়াছেন ইহার কোন গূঢ় কারণ অবশ্য থাকিবে।

হুগলি নিবাসি কোন বন্ধু লেখেন হুগলির সন্নিহিত কোন ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাইতী হইয়াছিল তাহাতে গ্রাম্য পাইক একবাগ্‌দী দুইজন দস্যুকে কাটিয়া ফেলিয়াছে, পরে ঐ দুই দস্যুর শব কাছারীতে আনীত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষ্যাদি লইয়া শবগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে কহিলেন এবং দস্যুহত্যাকারি বাগ্‌দীকে ঢাল, কিরিচ, পরিচ্ছদ ও নগদ ৫০ টাকা পারিতোষিক দিয়া তাহাকে সদর থানার বরকন্দাজি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ওয়াকোপ সাহেব এই পারিতোষিক প্রদানে বিজ্ঞের কর্ম্ম করিয়াছেন ইহাতে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং বোধহয় ঐ বাগ্‌দী স্বকীয় নাম স্বাক্ষর করিতে ও শিক্ষা করে নাই এই কারণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুগ্রহ পাএ হইয়া ও দারোগা হইতে পারিল না।

হিন্দু কালেজীয় ছাত্রের হরিণবাটী গমন।

বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজ এইক্ষণে হিন্দু কালেজে বিলক্ষণ শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন, হাঁস কাকে কাথোপকথন, শিয়াল বিড়ালে রহস্য, ভংসের বুদ্ধি প্রসব ইত্যাদি বিষয় লিখিত পুস্তক পাঠেনী ছলিকা, সেক্সপিয়ার, কোমারাদির [illegible] হত্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের সুকঠিন কবিতার তাৎপর্য্যপেক্ষাও গুরুতর কঠিনভাবে রচিত হইয়াছে, এবং মুদ্রবন্দন ইতিহাস যাহা পাঠ করিলে রক্ত দর্শন করিতে অভিলাষ হয় হিন্দু কালেজীয় ছাত্রেরা তাহা পাঠ করিয়া ইন্দ্রিয় ব্যবহারে পশুপক্ষী, যুদ্ধ সম্বন্ধে ধনী আসামী, চৌর্য্য ব্যাপারে হরিণবাটীর প্রজা এই হইতে পারেন, ছাত্রেরা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া প্রত্যাহ কারো দোকানে ঢুকিয়া লুটি করিয়া বিস্কুট খায়, মাতা পিতাকে লাথি মারে, স্ত্রীর অলঙ্কারাদি অপহরণ করে, এইকি হিন্দু কালেজে নীতিশিক্ষার সুলক্ষণ, হিন্দু কালেজীয় ছাত্র সূর্য্যকুমার অধিকারিকে কলিকাতার পোলীস মাজিষ্ট্রেট বিজ্ঞবর হিউম সাহেব পুস্তক চুরীর অপরাধে দুই মাস হরিণ বাটীতে পাতর কুটিতে পাঠাইয়াছেন, ইহাও কালেজের বিলক্ষণ সুখ্যাতির চিহ্ন হইয়াছে, ইংলিসমেন পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল শ্রীযুত বেথুন সাহেব কোন বেশ্যালয়ে মদ্য পান করিয়া নৃত্য করিতেং টেবিলের উপর পড়িয়া অচৈতন্য হইয়াছিলেন, বেথুন সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধিপতি অথচ ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের এক জন অধ্যক্ষ, এত উচ্চ পদস্থ লোক যদি বেশ্যালয়ে মদ্য পান করিয়া নৃত্য করিতেং টেবিলের উপর পড়িয়া গিয়া থাকেন তবে তাঁহার ছাত্র পুস্তক চুরী করিবে আশ্চর্য্য কি, অতএব আমরা এতদ্দেশীয় বান্ধবগণকে কহিব বালিকা শিক্ষালয়ে যে কয়েকটী বালিকা গিয়াছে তাহারদিগকে আর তথায় পাঠাইবেন না, বেশ্যাগারেই যদি যাইতে হইল তবে মেং বেথুন সাহেব কেন বিবাহ করেন নাই, মান্য সাহেবকে আমরা আর অধিক বলিতে চাহি না, তাঁহার ছাত্রকে চৌর্য্য দোষে হিউম সাহেব হরিণবাটীর কয়েদী করিলেন ইহাতেই তিনি বুঝিতে পারিবেন হিন্দু কালেজে উত্তমরূপ নীতিশিক্ষা হয় না।

বিবিধ সমাচার।

প্রকাশ পাইয়াছে আগামী ১৮৫০ সালের নিমিত্ত মাষ্টর জে জে মেকেঞ্জি সাহেব কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান সরিক পদাভিষিক্ত হইবাতে উকীল সইমর্স সাহেব তৎসহকারি পদে মনোনীত হইয়াছেন।

লাহোর রাজনগরে সম্প্রতি ব্রিটিষ সৈন্যাদি অত্যন্ত তাৎকারিক কর্ম্মারম্ভ করিয়াছে, তাহারা প্রথমত ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সুরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে রত্নাদি অপহরণ করিয়াছিল পরে মহারাজা দলিপ সিংহের তোষাখানা হইতে তাঁহার অপূর্ব্ব মূল্যবান পরিচ্ছদাদি হরণ করে, ইংরাজ পত্রে লেখে প্রথমোক্ত দ্রব্যাদির অনুসন্ধান হইয়াছে কিন্তু হতভাগ্য মহারাজের সামগ্রী প্রকাশের বিষয় এপর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই, ভরসা আছে গবর্ণমেণ্ট ইহাতে বিশেষ মনোযোগী হইবেন, চৌর্য্য কার্য্যের প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত বিশেষত রক্ষক কর্তৃক ভক্ষকতাব্যাপারে লাহোরীয় প্রধান রাজপুরুষেরা অমূল্য কোহিনূর মণি যাহা ইতি পূর্ব্বে সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টিগোচরার্থ প্রকাশ্য স্থানে সুরক্ষিতাবস্থা ছিল সম্প্রতি এককালে তাহা সঙ্গোপনে রাখা গিয়াছে এবং অপরাপর লুণ্ঠিত রত্নাভরণাদি কলিকাতা নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছে, হরকরা পত্রপাঠে জানা গেল মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত দ্রব্যাদির প্রসিদ্ধ বণিক মিস্তুর্স লাটি ব্রাদর্স কোম্পানি তত্তাবৎ বিক্রয়ার্থ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব আমরা ভরসা করি অল্পকাল মধ্যে সেই সকল অসাধারণ দুর্মূল্য দ্রব্যের তালিকা পাঠকগণের গোচর করিতে পারিব।

কলিকাতা পোলীস কমিস্যনর মহাশয়দিগের কাগজপত্রাদি বিলাতীয় রাজপুরুষগণের গোচরার্থ গত মেলে পাঠাইবার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অধীন কর্ম্মচারিগণকে অনুজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝিতে হইবেক বিলাতীয় প্রধান মহাশয়গণের চূড়ান্তানুমতি না আসিলে নগরীয় পোলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট বিষয়ের শেষ হইবেক না।

পতিত বারানসী ব্যাঙ্কের বিচক্ষণ অংশি ডাক্তর এডলিন সাহেব তদ্ব্যাঙ্কের দুরবস্থা দর্শন করিয়া ত্বরায় কাপ্তান ফেগেনকে অপভাষা বলিয়া কোর্ট মার্সেল বিচারে সৈন্য সম্বন্ধীয় স্বীয় পদ হইতে কয়েকমাসের জন্য চ্যুত হন আমারদিগের বর্ত্তমানপ্রধান সৈন্যাধিপ মহাশয় পুনর্ব্বিচারে তদনুমতি রহিত করিয়াছেন, ইহা সত্য বটে মিলেটরি আইনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিকে অপভাষা কহনে নিম্নস্থ লোক স্বপদীয় হইতে পারেন কিন্তু এস্থলে বাণিজ্য ঘটিত ব্যাপারে সর্ব্বনাশ দেখিয়া ডাক্তর এডলিন সাহেব সৈন্য সম্বন্ধীয় প্রধানের প্রতি যে কটুক্তি করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার প্রতি যদ্ধ সম্বন্ধীয় বিধির দণ্ড বিধানে সুবিচার নাই অতএব মহারথী মহাশয় এতদ্বিষয় পুনর্ব্বিচারে প্রশংসিত হইয়াছেন।

ভরতপুরের দুর্গাধ্যক্ষ দরবৎসাল যিনি এতকাল বারানসীতে বন্দিভাবে থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট দত্ত মাসিক ৫০০ শত টাকা বৃত্তিভোগ করিয়াছেন তাঁহার পঞ্চত্ব হইয়াছে অতএব গবর্ণমেণ্টের অর্থ লাভ হইল।

অল্পকাল হইল ইন্দোর রাজ্যের রেসিডেণ্ট সাহেবের বিরুদ্ধে তদ্রাজ্য প্রধান রাজকর্ম্মচারি মহাশয় আমারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সমীপে এক আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লর্ড সুক্ষ্ম বিচার দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়াছেন রেসিডেণ্ট সাহেব উৎকোচাদি কোন প্রধান দোষে দোষী হয়েন নাই, ইন্দোর কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি যে সকল সামান্য দোষারোপ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় এতদুভয়ের অনৈক্য হইয়া থাকিবে, অতএব রেসিডেণ্ট সাহেব পদস্থ থাকিবেন এবং দেশীয় কর্ম্মচারি মহাশয় পদচ্যুত হইলেন, শ্রীযুতের এতদ্দেশে রেসিডেণ্ট সাহেবের স্বীয় কার্য্যে পুনঃ সুস্থির হইয়া এইক্ষণে উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, ইংলিসমেন পত্রে এতৎ প্রসঙ্গে এমত আভাস প্রকাশ পাইয়াছে তিনি অতঃপর গবর্ণমেণ্টের কৌন্সেলাধ্যক্ষতা বাঞ্ছা করিতে পারেন, তৎ সম্পাদক মহাশয় আরো লেখেন আমারদের বর্ত্তমান ডেপুটি গবর্ণর সার জন লিটলর সাহেবের ডেপুটি কার্য্যের কাল সম্পূর্ণ হইতে যদ্যপি অনেক বিলম্ব আছে তথাপি এই কাল হইতেই তদ্‌পদাধিকারির অনুসন্ধান হইবায় লাহোরীয় প্রধান কর্ম্মচারি শ্রীযুত লারেন্স সাহেব অনেকের দ্বারা অনুমিত হইতেছেন কিন্তু তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত বোধ হয় তিনি এই উচ্চ পদ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই স্বদেশে গমন করিবেন।

বোম্বাই টেলিগ্রাফ পত্রে লেখে রক্ত মানগবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের পিতৃ রাজলাল আনু স্বদেশে যাত্রা করিবেন এবিধ স্থ শ্রীযুত তাঁহাকে [illegible] পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবেন, শ্রীযুত লার্ড [illegible] মাস দিনে মুলতান হইতে যাত্রা করিবেন, বর্ত্তমান মহারথি মহাশয় ১৮ তারিখ পর্য্যন্ত পেসোয়ারে উপনীত হইতে পারেন, পেসোয়ারের পূর্ব্বদিগস্থঃপাতি খইবারানীর অশান্ত পুঞ্জকুলের দমন জন্য যে সৈন্য দল প্রেরিত হয় তাহারা উক্ত দস্যুদলের পশ্চাৎভাগে সিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হয় সার এইচ লরেন্স এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন অতএব তদ্দল এবিষয়ে প্রধান সৈন্যাধিপের অনুজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছে, লরেন্স সাহেবের উক্তাভিপ্রায়ের নিগূঢ় ভাব এই রূপ হইতে পারে নিতি বিবেচনা করেন ব্রিটিস সৈন্য মুখ সন্দর্শনেই বিদ্রোহি দল ভীত হইবেক, অথবা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিবে, তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া দূর গমন আবশ্যক করে না কিন্তু অদম্যওয়দ্ধ প্রিয় জাতি এ কৌশলে বশীভূত হইবেক আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উপলব্ধি হয় না।

দারজিলিং হইতে আমরা এপর্য্যন্ত কোন বিশেষ বার্ত্তা প্রাপ্ত হই নাই এবং ডাক্তর কেম্পবেল ও হুকর সাহেব মুক্তি পাইয়াও বন্ধনদশার বিবরণ ব্যক্ত করেন নাই ইংরাজী পত্রে এই মাত্র অধিক জানা যায় শিকিম রাজমন্ত্রী ডাক্তর কেম্পবেলের প্রতি অনেক স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

নীল কুঠী ধারি ইংরেজেরা এতদ্দেশী য় প্রজাদিগের প্রতি অসহ্য দৌরাত্ম্য করেন এবং অবকাশ পাইলে ভয়াধিকারিদিগের উপরেও অত্যাচার প্রচার করিয়া থাকেন, ইহার শতং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইয়াও আমরা ইংরাজ সম্পাদক মহাশয় দিগের মুখ দিয়া উক্ত সম্প্রদায়ী ভিচার আচার প্রকাশ করাইতে পারি নাই কিন্তু হরকরাপত্রে অধুনা প্রকাশ হইয়াছে তিন জন গোরা প্রায় ৩শত লাঠীয়াল যোগে মিরগঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ নীলগীর সকল হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে ইহাতে অতএব অতঃপর দেশীয় জমীদারদিগের অত্যাচার সমাচার লিখন কালে গৌরাঙ্গ সম্পাদকেরা এতৎ সম্বাদ স্মরণ করিবেন।

ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রে লেখে জম্বুপতি মহারাজ গোলাপ সিংহ ব্রিটিস বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যদিচ ইহা সত্য বটে উক্ত ভূপাল প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস জাতির আন্তরিক শত্রু তথাচ তিনি প্রকাশ্যে শত্রুতা করিয়া আগমন আপদ আহ্বান করিবেন এমত বোধ গম্য নহে, গোলাপ সিংহের চাতুর্য্যের প্রাচর্য্য সম্বাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র আছে।

ইংরাজী পত্রপাঠে জানা গেল এতন্নগরস্থিত খ্রীষ্টীয়ান স্কুল সকলে এতদ্দেশীয় তিন সহস্র বালক বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।

মুন্সেফ, সদর আমীন, প্রধান সদর আমীন, জজ, কমিসনের প্রভৃতি বিচার পণ্ডিতগণ এবং সর্ব্বদা যাঁহারা মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকেন এমত ধনি লোক ও জমীদারেরা অনেকে আমারদিগের পত্র পাঠ করেন, তাঁহারদিগের বিবেচনার জন্য আমরা অদ্য এক মোকদ্দমার বিবরণ গ্রহণ করিলাম, তাঁহারা বিচার করিয়া মনেং রাখুন এই মোকদ্দমার কিরূপ বিচার হইলে সুবিচার বলা যায়, আমারদিগের কোন সমাচারদাতা গত শুক্রবারে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত ছিলেন তাঁহার সাক্ষাতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তিনি এই বিষয় লিখিয়া আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন অতএব পাঠক মহাশয়েরাই কি বিবেচনা করেন আর সুপ্রিম কোর্টের বিচারক তাঁর শ্রীমুখ হইতেই বা কি আজ্ঞা বাহির হয় বিবেচক পাঠক মহাশয়েরা পরে বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার বাদী, বিবাদীয় বিষয় লাট জগদীশপুর, কালেক্টরি রাজকর বাদে ইহার বার্ষিক উপস্বত্ব অশীতি সহস্র মুদ্রা, লাট জগদীশপুরে রাজ শুল্ক নাই, প্রতিবাদিনী শ্রীমতী কাত্যায়নী দাসী এইক্ষণে যাঁহাকে অনেকে রাণী কাত্যায়নী নামে সম্বোধন করেন।

বাদি প্রাণকৃষ্ণ হালদার কহেন দ্বীপান্তর গমন কালে তিনি গর্ডন সাহেব ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি চারি জন ধনি টর্নির অধীনে লাট জগদীশপুর রাখিয়া যান, তাঁহার এমত কোন ঋণদায় উপস্থিত হয় নাই ঋণ পরিশোধের জন্য জগদীশপুর বিক্রী হয় এবং বার্ষিক অশী হাজার টাকা যাহার মুনাফা, কালেকটরি রাজস্ব জন্যও তাহা বিক্রয় হইতে পারে না, তবে কি হেতুবাদে লাট জগদীশপুর হাতে আইলা পার হইয়া প্রতিবাদীর হাতে গেল সুপ্রিম কোর্ট ইহার বিচার করুন।

য়া এই ক্ষণ
য়া বিক্রী হ
নাথ ঠাকুর বে
শ্র শ্রীযুত বাবু
মে ক্রয় করি
শ্রীযুত বাবু প্র
টবিক্রয় কার
বু ৺ কালীনাথ
ক্রয় করিলেন
দুত্তরাধির শ্রীম
নিকট বিক্রয় ক
ঠক মহাশয়েরা
বুঝিতে পারিবেন বাদী প্রাণ
দার প সিগ্রাম জাত, প্রতিবা
ত্যায়নী দাসী ও পল্লিগ্রাম জা
কলিকাতা বাসিরা পল্লিগ্রামের
পাড়াগেঁয়েভূত বলেন, মধ্য
ড়ায় গার্ডনসাহেব বিটিসজাত
ক, ইংরেজেরাও তাঁহাকে সুচ
তেন. তাঁহার পরে বাবু দ্বারকা
র যাঁহার তুল্য সুচতুর মনুষ্য
য় লোকেরদের মধ্যে দৃষ্ট হয়ে
হার পরে বাবু প্রসন্নকুমার ঠা
ভারতবর্ষীয় সর্ব্বোপরি সদর
আদালতের প্রধান উকীল হ
প্রসন্নকুমার বাবুর পূর্ব্বে যে
বাবুর নাম সে নাম মাত্র আম
রি দেবেন্দ্র বাবু ইহার কিছুই
, প্রসন্নকুমার বাবুর পরে কা
য় চৌধুরিকেও কলিকাতা বা
হয় যেহেতুক তিনি দ্বারকা
সহিত সর্ব্বদা বেড়াইতেন,
নাথ বাবুর পরামর্শেতেই ৺
মোহনরায়কেধরিয়া সিংহম
র নিকট হইতে আড়াই লক্ষ
র্জ করিয়া প্রসন্নকুমার বাবর
নিকট হইতে লাট জগদীশপুর ক্রয় ক
রেন অদ্যাপিও সে টাকা পরিশোধ হয়
নাই, এইনকনসহার বিদ্যোৎসুরা নাবুঝি
য়া জগদীশপুর ক্রয় বিক্রয় করিয়াছেন
ইহা বলিতে শঙ্কা হয়, কিন্তু এইক্ষণে
প্রাণকৃষ্ণ হালদার বলেন কেবল চক্রা
ন্তে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং ইহা
সকলেই জানেন প্রাণকৃষ্ণ হালদারের
দ্বীপান্তর গমন হইলে তাঁহার খেচ্‌রা
কাঠী পর্য্যন্তও নীলামে বিক্রী হইয়াছিল
আমারদিগের স্মরণ হইতেছে প্রাণকৃষ্ণ
হালদার আসিতেছেন এই সমাচার শ্র
বণ করিয়া অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে গোজ্ঞাল
ওয়ারেন্টকরিয়া রাখিয়াছিলেনকলিকাতা

য় উত্তীর্ণ হইয়াযায় ওয়ারেন্টের আসামী
করিয়া তাঁহাকে কয়েদে পুরিতেন,
কিন্তু তিনি দ্বীপান্তর হইতে আসিয়া প্র
থমতঃ কলিকাতায় উঠেন নাই, চঁচুড়ার
বাড়ীতে যাইয়া সকল শূন্য দেখিয়া সং
গোপনে কলিকাতা নগরে আসিয়া রো
দন করিতে২ দ্বারকানাথ বাবুর পায়ে
পড়েন, তাহাতেই চক্ষের লজ্জায় দ্বার
কানাথ বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারকে রক্ষা
করিলেন, এ মোকদ্দমার বাদি প্রতিবা
দি পক্ষদ্বয়েতেই আমারদিগের বান্ধবে
রা সংযুক্ত আছেন, দেখা যাইবে কোন
পক্ষ জয়লাভ করেন, এইক্ষণে মোকদ্দ
মা [illegible] বিচারে উপস্থিত অতএব আ
পনারা এবিষয়ে দোষগুণবক্তৃতা করিতে
পারিলাম না।

রসরাজ হইতে গৃহীতঃ।

বাবু প্রমথনাথ দেব মহাশয়ের অ
কাল মৃত্যু হইয়াছে তাহাতে আমরা
শোকোত্তাপিত হইয়া গত পত্রে ক্ষিপ্তে
র ন্যায় বকিয়াছি, বিলাপকালে কি
লিতে কি বাহির হইয়া পড়ে, মস্তক স্থি
র থাকেনা, অতএব লিপি দোষ দেখে
ন তথাচ বিজ্ঞ পাঠকেরা তাহা গ্রহণ ক
রিবেন না, বিশেষত আমারদিগের অ
ত্যো ভাবনা হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু আশু
তোষ দেব মহাশয় কাশী যাত্রা করিয়া
ছেন তিনি বাড়ীতে নাই, বিষয় রক্ষাই
বা কে করে, আর পরিবারদিগকে শান্ত
করণের লোকই বা কে আছে, দেব বা
দিগের উপযুক্ত ভাগিনেয় শ্রীযুত বাবু দ
য়ালচন্দ্র মিত্র একাকী এবং শোকাচ্ছন্ন
তিনি কতদিগ দেখিবেন, কিন্তু দুঃখের
উপর সুখের সমাচার এই যে বাবু আশু
তোষ দেবকে পথিমধ্য হইতে [illegible]
নার্থ বাষ্পীয় নৌকা গমন করিয়াছিল বা
বু গত শুক্রবার বেলা দুই প্রহর এক ঘ
ণ্টা কালে বাটীতে আসিয়াছেন যদিচ
বাবু শোকানল প্রজ্বলিত বাটীমধ্যে অ
গ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইহাতে বা
হ্যাভ্যান্তর ঝলসাপোড়া হবেন তথা
পি ধৈর্য্যজলে প্রবলানল নির্ব্বাণ করি
য়া বিষয় ও পরিবারাদি রক্ষা করিতে
পারিবেন।

আশুতোষ বাবু চাঁচুড়ে ছিলেন না
ইহাতেও আমরা [illegible] হইতা
ম না যদি শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র দে
ব বাবুদিগের [illegible]
তেন, ইহাতে আমারদিগের [illegible]
পাঠক মহাশয়েরা জিজ্ঞাসা করিতে পা
রেন রাজকৃষ্ণ মিত্র কে, তাঁহার সহিত দে
ব বাবুদিগের এমত অন্তরঙ্গতা সম্বন্ধই
বা কি, অতএব অগ্রে রাজকৃষ্ণ বাবুর প
রিচয়াদি বলিয়া যাই।

৺ প্রাপ্ত বাবু রামদুলাল দেব মহা
শয় বৈকুণ্ঠবাসি বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র মহা
শয়কে সুপাত্র কুলীনসন্তান জানি করিয়া
তাঁহার সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দে
ন, বোধ হয় তখন শ্রীযুত বাবু আশুতো
ষাদের মহাশয়ের জন্মগ্রহণ হয় নাই, রাম
দুলাল বাবু ঐ কুলীনপুত্রকে লেখাপড়া
শিক্ষা দিলেন, সন্তানের ন্যায় প্রতিপা
লন করিয়া স্বকীয় মহৈশ্বর্য্যের কর্ত্তা ক
রিলেন, তাহাতেই কুলীনপুত্র রাধাকৃষ্ণ
মিত্র বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র নামে প্রতিষ্ঠি
ত হয়েন, এবং রামদুলাল বাবু ঐ জামা
তাকে এক লক্ষ টাকা এবং আপন বাটী
সংলগ্ন উত্তরদিগে রাজবাটীর ন্যায় এ
ক বাটী করিয়া দেন, রাধাকৃষ্ণ মিত্র বা
বুর পাঁচ পুত্র, রূপে গুণে অনুপম, রাধা
কৃষ্ণ বাবু বর্ত্তমানেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু
হয়, মধ্যম বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র, তৃতীয়
গোপালকৃষ্ণ, চতুর্থ জীবনকৃষ্ণ অনুদ্দি
শ্য, পঞ্চম শ্রীকৃষ্ণ, এই তিন বাবু বর্ত্তমা
ন আছেন।

রামদুলাল বাবু মৃত্যুকালেও অপ্রা
চীন পুত্রদ্বয় অর্থাৎ বাবু আশুতোষদেব
ও বাবু প্রমথনাথ দেবকে বাবু রাধাকৃ
ষ্ণ মিত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান, এ
বং তাঁহার মৃত্যুর পরে ও রাধাকৃষ্ণ বা
বুই দেব বাবুদিগের ঐশ্বর্য্যের কর্ত্তা ছি
লেন, আমেরিকা ইংলণ্ড ফ্রান্সাদি রা
জ্য হইতে যত বাণিজ্য জাহাজ আসিত
রামদুলাল বাবু ঐসকল বাণিজ্য জাহাজ
বিদায় করিতেন, রামদুলাল বাবুর সম্মু
খে জামাতা রাধাকৃষ্ণ বাবু কাপ্তানদিগে
র নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং
রামদুলাল দেব মহাশয়ের মৃত্যুর পরে
ও রাধাকৃষ্ণ মিত্র ঐ মহাধনি শ্বশুরের ম
হদৈশ্বর্য্যের কর্তৃত্ব করিয়াছেন, পরে
আশুতোষ বাবু প্রমথনাথ বাবু যখন
আপনারদিগের বিষয় দেখিতে চেষ্টিত
হইলেন তখন রাধাকৃষ্ণ বাবু কিজন্য দে
ব বাবুদিগের বাটী হইতে গেলেন এবি
[illegible]
ত বিচ্ছেদের গূঢ় কারণ কি আছে তাহা
উভয়পক্ষ বলিতে পারেন কিন্তু রামদু
লাল বাবুর জামাতা পরিচয় সম্বন্ধে রা
ধাকৃষ্ণ বাবু জাহাজীয় কাপ্তানদিগের নি
কট পরিচিত হইয়াছিলেন সেই পরিচ
য়ে রাজকৃষ্ণ বাবু এইক্ষণে কাপ্তানি ক
র্ম করিতেছেন।

বাবু প্রমথনাথ দেবের পীড়ার বা
ড়াবাড়ী কালে দেব বাবুদিগের মধ্যমা ভা
গিনীপুত্র শ্রীযুত বাবু দয়ালচন্দ্র মিত্র রা
জকৃষ্ণ বাবুর নিকট সমাচার পাঠাইলে
ন জ্যেষ্ঠ মাতুল মহাশয় কাশী গমন ক
রিয়াছেন, মধ্যম মাতুলের ঘোর বিপ
দ, আপনি আসিয়া যথাবিহিত করু
ন রাজকৃষ্ণ বাবু উত্তর পাঠাইলেন পিতা
র আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না
আমরা নিশ্চয় জানি রাধাকৃষ্ণ মিত্র
গঙ্গাতীরে নীত হইলে দেব বাবুরা তথা
য় যাইয়া যথোচিত করিয়াছেন, এবং
রাধাকৃষ্ণ বাবু দেব বাবুদিগের হস্তে২ রা
জকৃষ্ণ বাবুকে সমর্পণ করেন, প্রমথনাথ
বাবু গঙ্গাতীরে গেলেন রাধাকৃষ্ণ মিত্রে
র পুত্রেরা তাঁহাকে দেখিতে যান নাই
মিত্র জাতি যে কুটিল তাহার এই এক
চিহ্ন প্রকাশ হইল, যাঁহারদিগের ধনে
ধনী, যাঁহারদিগের অন্নেশরীর তাঁহার
দিগের সঙ্গে এই ব্যবহার, মৃত্যু কাল উ
পস্থিত হইলে শ্রবণ করিলে ভদ্রলোকেরা
শত্রুকেও দেখিতে যান কিন্তু রাজকৃষ্ণ
বাবু যে মাতুলের ধনে অদ্যাপি প্রতি
পালিত হইতেছেন তাঁহার আসন্নকা
লেও দেখিতে গেলেন না অথচ শ্রীযুক্ত
বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ
য়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শিবকৃষ্ণ ব
ন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ বাবুর আবি
কুটুম্ব নহেন, দেববাবুদিগের নিকট কো
ন বিষয়ের প্রার্থনা রাখেন না কেবল ব
ন্ধুতা সম্পর্কে তিনি প্রমথনাথ বাবুর
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন অতএব
শিবকৃষ্ণ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া মহাক
বি প্রণীত বাক্য স্মরণ করি "পরোপি
হিতকৃদ্বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃপরঃ। অহি
তো দেহজো ব্যাধি র্হিতমারণ্যমৌষধং,,

এই সংবাদ ভাস্কর পত্র মহর
কলিকাতার শোভাবাজার বালাখা
নার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচা
র্য্যের [illegible] প্রতি মঙ্গল এবং বৃহ
স্পতি ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালীয় প্র
[illegible]